RED. NO. C 5

২৫শে বৈশাখ, ১৩২৬ সাল। ইং ৮ই মে, ১৯১৯ সাল। [১ম খ

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

THE UNITED TRADE GAZETTE

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত নারায়ণকৃষ্ণ গোস্বামী।

৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা হইতে

শ্রীশিবশঙ্কর সাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ইউনাইটেড প্রেস।

৩৩ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা

শ্রীহরিদাস চোংদার দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১, এক

RED. NO. C 5?
২৫শে বৈশাখ, ১৩২৬ সাল। ইং ৮ই মে, ১৯১৯ সাল। [১ম খ

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

THE UNITED TRADE GAZETTE

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত নারায়ণকৃষ্ণ গোস্বামী।

৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীশিবশঙ্কর সাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ইউনাইটেড প্রেস।
৩৩ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা
শ্রীহরিদাস চোংদার দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১, এক

গেজেট সংক্রান্ত নিয়মাবলী

ই মাসিক পত্র প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। যে মাসের কাগজ প্রকাশ্য, তৎপরবর্ত্তী মা সর প্রথম সপ্তাহের মধ্যেও কাগজ না পাইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইবেন।

২। এই মাসিক পত্রের বার্ষিক মূল্য পাত ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা মাত্র। মফঃস্বলবাসীগণ মাসে মাসে দুই আনার টিকিট পা ইলেও প্রতি মাসেই এক কপি করিয়া কাগজ পাইবেন।

ইহাতে রাজনীতি বিষয়ক কোন বিষয় লিখিত হইবে না।

৪। কোন ব্যক্তি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলে তাহা যত্নের সহিত গৃহীত হইবে; কিন্তু প্রবন্ধ সম্পাদক কর্ত্তৃক অনুমোদিত না প্রকাশিত হইবে না।

ণ নকল রাখিয়া প্রবন্ধ

কারণ উহা মনোনীত না

র নিয়ম নাই।

ণ পত্র লিখিবার

তে ভুলিবেন না।

RED. NO. C 5

২৫শে বৈশাখ, ১৩২৬ সাল। ইং ৮ই মে, ১৯১৯ সাল। [১ম খ

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

THE UNITED TRADE GAZETTE

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত নারায়ণকৃষ্ণ গোস্বামী।

৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা হইতে

শ্রীশিবশঙ্কর সাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ইউনাইটেড প্রেস।

৩৩ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা

শ্রীহরিদাস চৌধুরীর দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক ট

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ বর্ষ।] ২৫শে বৈশাখ, ১৩২৬ সাল। ইং ৮ই মে, ১৯১৯ সাল। [১ম খণ্ড।

তুলসী।

তুলসী হিন্দুর একটি প্রধান অর্চ্চনার বৃক্ষ। যে হিন্দুর প্রাঙ্গনে যত্ন রক্ষিত তুলসী বৃক্ষ নাই হিন্দুর চক্ষে সে কখন হিন্দু নহে। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু অপেক্ষা বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসীর অধিক সম্মান করিয়া থাকেন। যদি প্রত্যহ তুলসী বৃক্ষে জল দান, তুলসী প্রদক্ষিণ, তুলসী তলে প্রণাম না করেন তিনি কখন বৈষ্ণব নহেন। তুলসী কাহারও নিকট অনাদৃত নহেন। পঞ্চ উপাসক সমান ভাবে তুলসীর আদর করিয়া থাকেন।

তুলসী বৃক্ষে বৈদ্যুতিক শক্তি বড়ই প্রবল ভাবে নিহিত আছে। ইহার কাষ্ঠের মাল্য ধারণ করিলে মনুষ্য শরীরে বিদ্যুৎ বেগ স্থিরভাবে রক্ষিত হয় সুতরাং উহাতে অনেক ব্যাধি আরোগ্য হয়। সহসা শরীরে কোন ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে না। অন্ততঃ রোগ প্রতিষেধের জন্য আমি সকলকেই তুলসী মাল্য ধারণ করিতে অনুরোধ করি। তুলসী কাষ্ঠ-ধারী ব্যক্তি সাধারণ অপেক্ষা দীর্ঘজীবি ও সৎপথাবলম্বী হয়। যাহারা মাল্য ধারণে অনিচ্ছুক, তাহারা ইহার কাষ্ঠ কোমরে অথবা বাহুতে বন্ধন করিয়া রাখিতে পারেন।

তুলসীর রস জ্বর ও সর্দ্দি নাশক। প্রবল [illegible] জ্বরে তুলসীর রস সহ মকরধ্বজ সেবন করাইয়া আমি অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছি। দুইবেলা খাইতে হয়। কৃষ্ণ তুলসী সিউলিপাতা ও উচ্ছেপাতার মিলিত রস ১ তোলা গরম করিয়া মধু ও পিপুল চূর্ণ সংযোগে সেবনে কফ জ্বর শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

তুলসী পাতার রস শরীরের দূষিত রক্ত ও গলিত কুষ্ঠ নাশক। কুষ্ঠ ব্যাধি গ্রস্থের সুস্থ থাকিতে হইলে তুলসী তাহার একমাত্র অবলম্বন। প্রত্যহ তুলসীর রস দুই বেলা সেবন ও গাত্রে মর্দ্দন করিলে এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া গোমূত্র পান করিলে অনেক স্থলে কুষ্ঠ ব্যাধি যাপ্য হইয়া থাকে। তুলসীর গন্ধও মন্দ নহে, ইহার গুণে কোন রোগ বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। সপত্র তুলসী শাখা হস্তে ধারণ করিয়া থাকিলে তাহার গাত্রে কদাপি মশক দংশন করিতে পারে না। দেখা গিয়াছে, মশকগণ তুলসী বৃক্ষের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। মশক ম্যালেরিয়া বাহী বলিয়া যাহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা প্রত্যহ তুলসী পাতা ভক্ষণ ও তুলসীর রস অঙ্গে মর্দ্দন করুন—মশক নিকটে যাইবে না।

যাহাদের শরীরে নানাবিধ চর্ম্মরোগ আছে, তাঁহারা তুলসী রস ভক্ষণ ও গাত্রে মর্দ্দন করুন। বজ্রাঘাতে হতজ্ঞান রোগীকে সত্বর তুলসীর রস ভক্ষণ করাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার দেহে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার জ্ঞান সঞ্চার করে।

যিনি প্রত্যহ দুই বেলা তুলসী পত্র ভক্ষণ করেন, তাহার শরীর মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইতে থাকে। ইহা একটি কম রসায়ন নহে।

বীর্য্যস্তম্ভনে তুলসীর শক্তি অসীম। অল্প পরিমাণ তুলসীর মূল পানের সহিত ভক্ষণ করিলে বীর্য্য স্তম্ভ হয়। আয়ুর্ব্বেদ কি বলিতেছে শুনুন,—

শূরনং তুলসী মূলং তাম্বুলৈঃ সহ ভক্ষায়েৎ
ন মুঞ্চতি নরোবীর্য্য মে কৈকেন ন সংশয়!

যাহাদের স্বপ্নদোষে মধ্যে মধ্যে শুক্র ক্ষয় হয়, তাহারা সপ্তাহে ২দিন অল্প মাত্রায় তুলসী মূল সেবন করিবেন, দেহস্থ বিদ্যুৎ সংরক্ষিত হইয়া আর অযথা তাহার শুক্র ক্ষয় হবে না। মনুষ্য দেহে বিদ্যুৎ অবিচলিত রাখিতে তুলসীর মত শক্তি আর বুঝি কাহারও নাই।

তুলসীর মূল বাহুতে বন্ধন করিয়া রাখিলে তাহার বজ্রাঘাতের ভয় থাকে না। অনেক চতুর গৃহস্থ নূতন গৃহ নির্ম্মাণ কালে মটক কাঠে হরিদ্রা রঞ্জিত বস্ত্রে তুলসীর মূল বা[illegible] দেন—সে গৃহে কখন বজ্রাঘাতের ভয় [illegible] না। ইহা বজ্রাবাধক দণ্ড অপেক্ষা [illegible] শাস্ত্রকার বলেন, যাহার গৃ[illegible] বৃক্ষ থাকে, তথায় কি বজ্রপ[illegible]

... কাশিলা

... তৎক্ষণাৎ রক্ত বমন ... তুলসী তন্ময় মৃত্তিকা পর্য্যন্ত তুলসীর গুণ প্রাপ্ত হয়, তুলসীতলের কেবল মৃত্তিকা খাইয়া অনেকে যে রোগ মুক্ত হন, ইহাই তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ।

শ্বাস যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেও তুলসীর রসপান করিলে উপকার হয়। ধ্বজভঙ্গ রোগী ঘৃতের সহিত প্রত্যহ তুইখান তুলসী মূল ভক্ষণ করিলে শরীরে আবার বৈদ্যুতিক ক্রিয়া চালিত থাকিবে, রোগও আরোগ্য হইবে।

(কাজের লোক।)

ব্যবসাদারের ধ্বংসের কারণ।

কি কারণে ব্যবসাদার অকৃতকার্য্য হয়, সংক্ষেপে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। আমেরিকায় একবার এই সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান হইয়াছিল। মিঃ বোভার বলেন, "কারবারের সংকল্পের অপূর্ণতাই অকৃতকার্য্যতার মূলকারণ।" আমেরিকার দেউলিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান হইয়াছিল। সেই অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পায় যে, শতকরা ৩ জন মাত্র ব্যবসায়ীর ব্যবসা স্থায়ী হইতে দেখা যায়। জনৈক ভদ্রলোক এ কথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া অনুসন্ধানের জন্য তাঁহার জনৈক ব্যবসায়-তত্ত্ববিদ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে শতকরা ৫ জন মাত্র লোকের ব্যবসায় স্থায়ী হইয়াছে দেখা যায়। কোন ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর বলিয়াছেন—"Bankruptcy is as eertain ... ath, they fall single and alone ... thus forgotten"—অর্থাৎ ... মৃত্যুর ন্যায় সুনিশ্চিত, তবে ... সর্ব্বদাই এক জনের উপর

... মানুষ চক্ষে দেখিয়াও নিজে ... হইলে ভুলিয়া যায়।" গবর্ণর ব্রিগ্ এবং তাঁহার সেক্রেটারী পরিষ্কার রূপে তাঁহাদের মন্তব্যে প্রকাশ করেন যে, পল্লীগ্রাম হইতে যে সকল ব্যক্তি রাজধানীতে সৌভাগ্য লাভের আশায় আসে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হয়। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশেও ঠিক সেইরূপ অবস্থা! প্রায় শতকরা ৯০ জন ব্যবসায়ীর পতন ঘটিয়া থাকে, কৈ ৪০ বৎসর একটা বাঙ্গালীর ব্যবসা সমান চলিয়াছে, এরূপ আদর্শ দেখাও দেখি? নিশ্চয়ই তাহা দেখাইতে পারিবে না। যত দিন যায়, ব্যবসা ততই খারাপ হয়—ক্রমে লোপ পাইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? সেইটাই এখন আলোচ্য বিষয়।

বাঙ্গালার লোক এখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে নারাজ। অতি অল্প পরিশ্রমে—লঘু কাজ করিয়া রোজগার করিতে চায়—এই কারণেই আমেরিকার যুবকগণের অতি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা উদ্যমশীল অকস্মাৎ দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই রক্ষা। আমাদের অতি অদ্ভুত দেশ, সর্ব্বদাই তন্দ্রাগত—আত্মহারা—নির্জ্জীব, কে তাহাদিগকে জাগাইয়া চৈতন্য সম্পাদনে তৎপর হইবে? ব্যবসায়ে অবনতির প্রথম কারণ ব্যবসায় বুদ্ধির অভাব। আমাদের ব্যবসায়ের মাথা নাই। উইলিয়ম ম্যাথিউ নামক জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছেন—"No man can succeed in his calling for which his providence did not intend him." সকলেই চিত্রকর, সকলেই গায়ক, সকলেই বীর, সকলেই সাহসী হওয়া সম্ভবপর নয়। ভগবান যাহাকে যেমন বুদ্ধি দিয়াছেন, সে সেইরূপ কার্য্যে প্রবেশ করিলে পারদর্শিতা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যাহার যে বিষয়ে বুদ্ধি নাই, সে সে কাজে অকৃতকার্য্য

... হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। ... ব্যবসাদার হওয়া সম্ভব নয়। ব্যব... ঈশ্বর দত্ত। সকলের সে বুদ্ধি থাকে না, কিন্তু অনেকেই অপরের অনুকরণে ব্যবসায় করে, ফল অকৃতকার্য্যতা। পণ্ডিতবর বলিয়াছেন—"The first and most obvious cause of failure is the lack of Business Talent." বাঙ্গালী ভাবে ব্যবসার যে সে করিতে পারে, কিন্তু তাহা হইবার নয়। যাহার যাহাতে আন্তরিক রুচি, সে যদি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব। মৌলিক ব্যবসায়-বুদ্ধি আমাদের নাই, আমরা সেজন্য ভাবিয়াও দেখি না—অনুকরণ করাই আমাদের লক্ষ্য।

দ্বিতীয় কারণ—রাতারাতি বড়লোক হইবার ইচ্ছা, "an excessive haste to be rich"। এই দোষেই আমাদের দেশের ব্যবসায়ী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, দারুণ অর্থ-পিপাসায় ক্রেতার শোণিত শোষণ করে, ফলে অচিরে কারবার ধ্বংসমুখে পতিত হয়। ব্যবসায়ের স্থায়িত্বের ভিত্তি লোকের বিশ্বাসে। অর্থ পিপাসায় যখন ব্যবসায়ী উন্মাদ হয়, ক্রেতার প্রতি তখন মনোযোগ থাকে না, সেই কারণে ফল বিষময় হয়। ২।৪ বৎসর বেশ চলে, কিন্তু ক্রমে কারবার অচল হয়।

৩য় কারণ—"Speculation" একপ্রকার জুয়াখেলার মত ব্যবসা। একটা ব্যবসায়ে যখন দু পয়সা লাভ হয়, তখন সেই পয়সা লইয়া অন্যে এইরূপ হঠাৎ ধনী হইবার কারবার করিতে ধাবমান হয়। কাজেই আদি ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, এদিকে নূতন স্পেকুলেশনের শোচনীয় অবস্থা ঘটিলে তাঁতিকুল ও বৈষ্ণবকুল দুই যায়। তখন সর্ব্বনাশ হয়, যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া অকূল পাথারে ভাসিতে থাকে।

চতুর্থ কারণ—সর্ব্বদাই ব্যবসায় পরিবর্ত্তন। আজ একটা কারবার করিতেছি, কাল অন্যটা ধরিলাম, এইরূপে প্রত্যেক বার নূতন কাজ আর তাহার পরিবর্ত্তন,

করিতে করিতে কোনটার সফলতা হয় না, ব্যবসায়ে বহুদর্শিতা লাভ হইতে পায় না, সুতরাং ব্যবসায়ী কারবারের ভালমন্দ বুঝিতেও পারে না। এই প্রকারের লোক শীঘ্রই ধ্বংসমুখে পতিত হয়, একটা বিষয়ে ঐকান্তিক তার সহিত লাগিয়া না থাকিলে সে কার্য্য কদাচ সফল হয় না।

পঞ্চম কারণ—ঘোর স্বার্থজ্ঞান। এইটাই বড় সাংঘাতিক। ইহা দ্বারা শত্রু বৃদ্ধি হয়। "Selfishness is Self-defeating" স্বার্থপরতাই আত্ম-পরাজয়। এই স্বার্থপরতায়, ব্যবসায়ের কর্ম্মচারী শত্রু হয়; প্রতিবাসী ব্যবসায়ী শত্রু হয়; অচিরে স্খলিত ও পরিত্যক্ত হইয়া অপযশের ভার মস্তকে লইতে বাধ্য হয়, সেই সঙ্গে সাধারণের সহানুভূতি না পাইয়া কারবার নষ্ট হইয়া যায়।

ষষ্ঠ কারণ—নীচতা—meanness, ইহা স্বার্থপরতার সহচর। ইহাও কারবার নষ্টের একটী বিশেষ কারণ। ব্যবসায়ীর এই স্বভাব থাকিলে সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। কারবারও সাধারণের ঘৃণার জিনিস হইয়া দাঁড়ায়।

সপ্তম কারণ—বিলাসিতা Extravagant living. পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই জাঁকজমকশূন্য—অপব্যয়শূন্য; কিন্তু এদেশীয় ব্যবসায়ী, বাবুর একশেষ—কার্য্যস্থলে গদিয়ান হইয়া মুখে নল লাগাইয়া তামাক খান। বাগানবিহার, থিয়েটার, নাচ-গানে, অজস্র অর্থ ব্যয় করেন, গাড়ী-ঘোড়া, চাকর-নকর, কাপড়চোপড়ে যাহা কিছু লাভ হয়,—দু' দিনে উড়িয়া যায়। তার পরে শুনা যায়, হাজার হাজার টাকা দেনা—এত বড় লোক দেউলিয়ার আসামী!

(কাজের লোক।)

———

স্বাস্থ্যোপায়।

আহারান্তে কিছুতেই কুলি করিয়া ঐ জল ফেলিবে না, গিলিয়া ফেলিবে, কেননা আহারান্তে কুলি করিলে অতিরিক্ত লালা ক্ষয় হয় কাজেই উহা ফেলিলে পরিপাক কার্য্যে ব্যাঘাত হয়। পাককরা জিনিষ ঈষৎ উষ্ণ থাকিতেই আহার করা উচিত, শীতল হইলে উহাতে কীট জন্মে। মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে আহার্য্য জিনিস পাক করিলে প্রকৃত স্বাস্থ্যকর হয়। শূন্য উদরে কখনও কাঁচা ফল খাওয়া উচিত নহে কেননা শূন্য উদরে এসিড (অম্ল) বেশী থাকে। উহাতে কাঁচা ফল খাইলে উহা আচারের ন্যায় শক্ত হয়। ধাতু বিশেষে মধ্যে মধ্যে উপবাস পূর্ণিমা অমাবস্যার নিশিপালন উপকারী। পিত্ত প্রধান ধাতে এবং সুস্থ দেহে উপবাস বিশেষ অনিষ্টকারক। ঘৃতের একটী নাম পরমায়ু। ইহার ন্যায় উপকারী খাদ্য জগতে আর নাই, এবং ইহাই একমাত্র পবিত্র খাদ্য কিন্তু হজম না হইলে অমৃত হইয়াও বিষবৎ কার্য্য করিবে। কাঁচা ঘৃত খাওয়া অনুচিত, ঘৃত গরম করিয়া খাইবে, গরম দুগ্ধে গরম ঘৃত দিয়া আহার করিলে তাহার ফল অশেষ। পিত্তদগ্ধ ব্যক্তি ঘৃত বিষবৎ বোধ করিবে। পানটী পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিবে এবং পরিষ্কার বস্ত্রাদি দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে পরে বোটার নিকটে শিরাগুলি সন্ধিস্থান সহিত মধ্যস্থানের বড় শিরাটী ফেলিয়া দিবে, পরে পানের ভিতর দিকে চুণ জড়াইয়া দুই খণ্ড পানই হাতে লইয়া একটী দ্বারা অপরটা ঘর্ষণ করিয়া রাখিবে; সুপারি ভিজাইয়া তাহার বিষাক্ত কষ ফেলিয়া দিবে, চুণ ছাকিয়া লইবে, কখনও উহা অনাবৃত রাখিবে না। (পাথর চুণ বিষবৎ ত্যাগ করিবে, শম্বুক ও ঝিনুকের চুণ ব্যবহার্য্য) লাল খয়ের (সাদা খণ্ডাকৃতি খয়ের বিষবৎ ত্যাজ্য) পান সুপারি চুণ একত্র করিয়া মুখে দিয়া চিবাইবে। প্রথম যে রস বাহির হইবে, তাহা বিষজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবে, তৎপর যে রস বাহির হইবে, তাহাই পরম উপকারী। পরে ছিবড়া ফেলিয়া মুখ ধৌত করিবে।

(কাজের লোক।)

———

পরমায়ু বৃদ্ধি ও নষ্টের উপকরণ।

বৃদ্ধির উপকরণ।—(১) সরল বিবেক। (২) মনের সহজ ও সরল অবস্থা এবং রিপু দমন। (৩) সদা সন্তুষ্ট হৃদয়। (৪) নির্ম্মল চরিত্র। (৫) সানন্দতা। (৬) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। (৭) সৎসঙ্গ। (৮) দৈনিক পরিশ্রমশীলতা। (৯) প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ। (১০) প্রতিদিন নিয়মিত ৮ হইতে ৯ ঘণ্টা সুনিদ্রা। (১১) সাময়িক ফল এবং শাক সব্জী ভোজন। (১২) স্বাস্থ্যকর জল বায়ু। (১৩) আশা। (১৪) বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ। (১৫) হাস্য। (১৬) আহার বিহারে মিতাচার। (১৭) উপযুক্ত বিশ্রাম। (১৮) বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা। (১৯) সুচারুরূপে আহার্য্য চর্ব্বণ করিয়া খাওয়া। (২০) সর্ব্ব বিষয়ে পরিমিতাচার। (২১) পুষ্টিকর সুপথ্য। (২২) আলোক এবং বায়ু সঞ্চালিত শয়নকক্ষ। (২৩) যথাযোগ্য আহার। (২৪) সর্ব্বাবস্থায় মনের প্রশান্ততা রক্ষা।

নষ্টের উপকরণ।—(১) তেঁজাল খাদ্য। (২) বিলাসিতা ও ব্যভিচার। (৩) ক্রোধ। (৪) সর্ব্বদা কুটীল চিন্তা। (৫) বদমেজাজ। (৬) বাল্য বিবাহ ও অধিক বয়স্কা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ। (৭) সর্ব্ববিষয়ে অতি ব্যস্ত বা অতি ব্যগ্রতা। (৮) অতিশয় আমোদ প্রিয়তা। (৯) গুরু পরিশ্রম। (১০) বিষাদ। (১১) ঘৃণ[illegible] (১২) হিংসা ও পর[illegible] অর্থাৎ পরের সুখ স্ব[illegible] (১৪) আলস্য এবং [illegible] চার। (১৬) মা[illegible] লাম্পট্য। (১৮) নিদ্র[illegible] (১৯) অসময়ে এবং [illegible] (২০) শারীরিক এবং [illegible] (২১) মনের অশান্তি [illegible] গুরু আহার। (২৪) [illegible] স্কার পরিচ্ছন্নতার অভ[illegible] জলবায়ু। (২৭) অ[illegible]

(২৮) অধি[illegible] বাচালতা। (২৯) অবরুদ্ধ অন্ধকার শয়ন গৃহ। (৩০) অতিরিক্ত ধনাকাঙ্ক্ষা।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে বার্ণিশ করিবার উপায়।

মা[illegible] আঁইশ বা ঝিনুকের খোলাকে প্রথমে চূর্ণ ধূলিবৎ করিতে হইবে। একটি পাত্রে এসিটোএমিলএল্‌কোহল কলোডিয়ন বা [illegible]লইড দ্রবীভূত করিতে হইবে। এই দ্রাবকে উক্ত চূর্ণ মিশাইয়া ক্রমাগত ঘুটিতে হইবে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইবে যে চূর্ণগুলি এলকোহলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অতঃপর ইহার ভিতরে ফ্লেক জিলাটিন ঢালিয়া দিতে হইবে। এবং এই জিলাটিন ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ চূর্ণে যে স্বাভাবিক জল ভাল ছিল তাহা এলকোহল সাহায্যে পৃথক হইয়া যাইল। সেই জলযোগে জিলাটিন কঠিন হইয়া চূর্ণ ও এলকোহলকে সম্পূর্ণরূপে জল শূন্য করিল এই বার্ণিশ লাগাইলে মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হয়।

রাঁধিবার মশলা চূর্ণ।

[illegible] বা মশলাচূর্ণ বিলাতি [illegible]রিব্রাজকগণের পক্ষে

[illegible] /॥০ সের।
[illegible] /১০ পোয়া।
[illegible] /১০ পোয়া।
[illegible] /৶০ পোয়া।
[illegible] ১ তোলা।
[illegible] /৶০ পোয়া।
[illegible] ১ তোলা
[illegible] অর্দ্ধ তোলা।

তেজপাতা ২ তোলা।
সা জীরা অর্দ্ধ তোলা।
ছোট এলাচ „
দারুচিনি সিকি তোলা।
লবঙ্গ „
জৈত্রি চূর্ণ „

খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া বোতলে রাখিয়া লেবেলাদি দিয়া প্রত্যেক বোতল ॥০ বা ৸০ বিক্রয় হয়। ইহারই নাম কারি পাউডার। বেশী করিলে ঐ হারে মাল মশলা অধিক লইতে হইবে।

টাকের লোশন।

ইহা দ্বারা টাক পড়া মাথায় চুল হয়, সুতরাং পেটেণ্ট করিয়া বিক্রয় করিলে অর্থোপার্জ্জন করা যাইতে পারে।

টীংচার কান্থারাইস ২ ড্রাম।
অডি কলম ২ আউন্স।
অয়েল ল্যাভেণ্ডার ১০ ফোঁটা।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দুই আউন্স শিশিতে পুরিয়া লেবেল দিয়া ॥০ হইতে ৸০ শিশ বিক্রয় করিতে হয়। ইহা প্রত্যহ ১ বা ২ বার মস্তকে মর্দ্দন করিতে হয়। নাদায় ক্ষত থাকিলে অধিক ব্যবহার করিবে না। দিনে একবার ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হইবে। ২।৩ সপ্তাহ ব্যবহারে চুল গজাইবে।

বিছার কামড়ানর ঔষধ।

বিছায় কামড়াইলে আপাং গাছের কচি পাতা ও শিশ্ বাটিয়া প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

(কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

এইরূপে অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইল। জাহাজখানা তীরের এত নিকটে আসিল যে তীরস্থিত লোকগুলা অন্ধকারের মধ্যেও জাহাজের মাস্তুলাদি দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ হইল। অবশেষে একটা প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিয়া জাহাজখানাকে তটের দিকে ভাসাইয়া আনিল—সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হইল—একটা পাহাড়ের গাত্রে সবেগে প্রতিহত হইয়া অর্ণব পোতখানা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

রথওয়েল এতক্ষণে নীরবে দণ্ডায়মান ছিল, এক্ষণে অনুচরগণের সহিত বিপন্ন জলমগ্ন লোকগুলার সাহায্যার্থ সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইল।

সমুদ্র কল্লোল এবং ঝটিকা গর্জ্জনের মধ্যেও হতভাগ্যগণের আর্ত্তনাদ পরিশ্রুত হইতে লাগিল। কাপ্তেন বহু চেষ্টা করিয়াও একজনের অধিক লোককে রক্ষা করিতে পারিল না।

যে ব্যক্তি রক্ষা পাইল, সে একজন তরুণ যুবক। যুবক সন্তরণ কৌশলে অমিতবলে তরঙ্গরাশি ঠেলিয়া উপকূলে আসিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। একটা প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিয়া পুনরায় তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল সে সময়ে রথওয়েল অনুচরগণের সহিত নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও তাহাকে মৃত্যুকবল হইতে টানিয়া লইয়া আইসে।

রথওয়েল যুবকের গলায় খানিকটা তেজস্কর সুরা ঢালিয়া দিয়া কহিল—"আছে—আছে—বাঁচিয়া আছে।"

একজন নগরবাসী অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিল,—"ইহাকে কি [illegible] সরাইয়ে লইয়া যাইবেন?"

রথওয়েল তাঁহাকে একটা ধমক দিয়া কহিল,—"সরিয়া যাও। ভাবিয়াছ বুঝি লোকটার পকেটে টাকা কড়ি আছে—হোটেলে লইয়া গিয়া আত্মসাৎ করিবে? তাহা হইবে না। দুর্গে লইয়া ইহাঁকে আতিথ্য সৎকারে পরিপুষ্ট করা হইবে।

লোকটা তিরস্কৃত হইয়া সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল। যুবক এখন সংজ্ঞাহীন। রথ-

ওয়েল অনুচরগণের সাহায্যে ধরাধরি করিয়া দুর্গের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

———

চতুরধিকসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

রুগন দুর্গে অতিথি।

কাপ্তেন রথওয়েল তাহার অনুচরগণের সাহায্যে অপরিচিত যুবককে দুর্গের মধ্যবর্ত্তী একটী প্রকোষ্ঠে লইয়া আসিল। তাঁহার জলসিক্ত বস্ত্রাদি খুলিয়া একপ্রস্ত শুষ্কবস্ত্র পরাইয়া, তাহাকে একখানা খাটের উপর স্থাপন করিল। এই সময়ে তাঁহার অল্প অল্প চৈতন্য সঞ্চার হইল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি কোথায়? কে আমাকে উদ্ধার করিল?"

কাপ্তেন উত্তর করিল—"মহাশয় এখন বেশী কথা কহিবেন না—কথা কহিলে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন। আমার বোধ হয় খানিকটা সুরা গলাধঃকরণ করিলে আপনার উপকার হইবে।"

এই সময়ে মোর্গা একটা পাত্রে করিয়া খানিকটা সুরা লইয়া আসিল। কাপ্তেন যুবকের মাথাটা খানিক তুলিয়া ধরিয়া মদের পাত্রটা তাহার মুখের নিকট ধরিলেন। তিনি এক চুমুক মাত্র গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! সে দৃশ্য এখনও আমার চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতেছে—সে শব্দ এখনও আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে! আর কত জন বাঁচিয়াছে?"

কাপ্তেন। আর কেহ না। কেবল আপনিই রক্ষা পাইয়াছেন।

অপরিচিত। সকলেই মরিয়াছে! আহা হতভাগ্যগণ!

কাপ্তেন। মহাশয়, অনুনয় সহকারে বলিতেছি। বেশী কথা কহিবেন না। বেশী কথা কহিলে জ্বর হইবার সম্ভাবনা। আপনার কোন চিন্তা নাই—আপনি বন্ধুগণের মধ্যে অবস্থান—

অপরিচিত। তাহা আমি জানি। আপনারা আমায় খুব যত্ন করিতেছেন। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করিবেন।

কাপ্তেন। এখন আপনি নিদ্রা যান—আর কথা কহিবেন না।

এই বলিয়া কাপ্তেন সে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল। যুবক বাস্তবিকই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন—কথা কহিতেও তাঁহার কষ্ট হইতেছিল। তিনি বড়ই উতলা ছিলেন, তাই কাপ্তেন প্রভৃতির কদাকৃতি এবং তাহাদের ধৃত অস্ত্রাদির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। দুর্গবাসীরা তাঁহার যেরূপ যত্ন করিতেছে, তাহাতে তাঁহার মনে কোরূপ সন্দেহ উদ্রিক্ত হইবার আভাস উপস্থিত হয় নাই। তিনি মনে মনে ভগবানকে এবং এই সকল সদাশয় উদ্ধার কর্ত্তাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া অচিরাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

রথওয়েল যুবকের কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্বেই ভগ্নীত্রয়ের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া তুলিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, —"কেমন আছে?"

কাপ্তেন। ভাল—বিপদের আর কোন সম্ভাবনা নাই।

তুলিয়া। বয়স কত? দেখিতে কেমন?

কাপ্তেন। বয়স তেইস চব্বিশের বেশী হইবে না। দেখিতে ভালই। অমন সুশ্রী পুরুষ সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

তুলিয়া। উত্তম। স্মরণ থাকে যেন, কাল প্রাতঃকাল হইতে রীতিমত পাহারার বন্দোবস্ত করিতে ভুলিও না।

কাপ্তেন। বুঝিয়াছি। পক্ষী যখন জাল বদ্ধ হইয়াছে, তখন কখন আপনার অনুমতি ব্যতীত উড়িতে সমর্থ হইবে না।

তুলিয়া। যে সকল দাসদাসী দেখিতে সুশ্রী—কদাকৃতি নয়, তাহাদিগকেই তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিবে। আর এক কথা, —কতখানি বস্ত্র হইবে? তোমার স্মরণ থাকিতে পারে সেই বটায় একটা পরিচ্ছদের বাক্স পড়িয়া আছে—

কাপ্তেন। খুব মনে আছে। গতবারে মার্কুইস রোণাল্ড যখন এখানে আসিয়াছিলেন, যাইবার সময় ঐ বাক্সটা ফেলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পোষাক যুবকের গায়ে ঠিক হইবে।

তুলিয়া। আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া যুবককে কি ভদ্র সন্তান মনে হয়?

কাপ্তেন। নিশ্চয়! তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

তুলিয়া। উত্তম। তুমি এখন যাইতে পার।

পরদিন অন্যান্য দিবসাপেক্ষা কিছু প্রত্যুষে তিন সহোদরা শয্যাত্যাগ করিল। তুলিয়া তাহার রূপ মাধুর্য্যের আর একটু চটক বাড়াইবার জন্য মনমত বেশভূষা ধারণ করিল; একে রূপবতী—তাহার উপর বেশ বিন্যাসের বাহারে তাহার জ্যোতিঃ আর একটু বাড়িল—আশায় আনন্দে মুখকান্তি আরও একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ক্রমে তিন সহোদরা বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া যুবকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রথওয়েলের মুখের বর্ণনায় সুন্দরীগণ বুঝিয়াছিল, অপরিচিত যুবক, দেখিতে সুশ্রী। কিন্তু যখন তিনি একজন পরিচারিকার সহিত তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সুন্দর মুখ—বীরোচিত বলময় দেহ—কান্তিপূর্ণ সুগঠিত অঙ্গ সৌষ্ঠব দর্শন করিয়া একেবারে মোহিত হইয়া পড়িল। রাত্রির দুর্ঘটনা প্রযুক্ত মুখমালিন্য এখনও বিদূরিত হয় নাই—তথাপি সে মুখ দেখিয়া যুবতীগণ যারপরনাই প্রীত হইল। সুন্দর মুখে সুন্দর গোপের বাহার—তাহার নিম্নে দশনাবলীর শুভ্র মধুর কান্তি আরও মাধুর্য্য বি[illegible] করিতে লাগিল।

যুবক পূর্ব্বেই পরিচারিকার [illegible] গণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। [illegible] দের স্বভাব চরিত্রের সম্বন্ধে [illegible]

না, সুতরাং তাহাদের এই খাতির যত্ন—এই আদব আপ্যায়ন সহানুভূতির পরিচারক রূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহাদের এই আতিথ্য সৎকারের মধ্যে তাহাদের হৃদয়ের মহত্ত্বেরই ছায়া পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার স্বাধীনতায় কেহ যে হস্তক্ষেপ করিবে, তাহা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারেন নাই।

তিনি সুন্দরীগণের সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া সসম্মানে অভিবাদন করিয়া, কৃতজ্ঞতাপূর্ণস্বরে কহিলেন,—"আমি আপনাদের সাহসী পরিচারকবর্গের সাহায্যে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়া এবং আপনাদের সৌজন্যপূর্ণ আতিথ্যে কতখানি যে প্রীতিলাভ করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

রুচিয়া কহিল,—সে জন্য আপনার কিছুমাত্র ধন্যবাদ দিবার আবশ্যক নাই। প্রকৃত খৃষ্টানের এরূপ অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য, আমাদের ভৃত্যবর্গ তাহাই করিয়াছে মাত্র।

যুবক পুনরায় কহিলেন,—তথাপি আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতার গুরুভারে আনত হইয়া পড়িতেছে। তাহা যদি সকলকেই তাহারা উদ্ধার করিতে পারিত! কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ।

সুন্দরী তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য তিনি কনিষ্ঠা তুলিয়ার পার্শ্বেই উপবেশন করিতে বাধ্য হইলেন। সুন্দরী যতদূর সাধ্য মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি আমরা কাহাকে অতিথিরূপে পাইয়া সম্মানিত হইয়াছি?"

যুবক উত্তর করিলেন,—"আমার নাম লরেন্স লি। আমি হার্টফোর্ড সায়ার সেনাদলের মেজর ছিলাম—সম্প্রতি সে কার্য্য ত্যাগ করিয়াছি।"

তুলিয়া। আপনি এ জাহাজে কোথায় [illegible]ছিলেন।

[illegible] লিভারপুল হইতে আমেরিকায় [illegible] আরোহী হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি আমাকে সে সংকল্প ত্যাগ করিতে হইল।

তুলিয়া। কেন?

আমি। আমি কোন একটা কার্য্যের জন্য ভার্জ্জিনিয়া যাইতেছিলাম। সময় অতি সংক্ষিপ্ত। তিন মাসের মধ্যে আমাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। যে জাহাজে যাইতেছিলাম তাহা খুব দ্রুতগামী। এখন নূতন জাহাজের সন্ধান করিতে অনেক বিলম্ব হইবে। না—আর—যাওয়া হইবে না। অদৃষ্ট প্রতিবাদী—এখন ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করাই শ্রেয়ঃ।

তুলিয়া। যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এমন কি কার্য্য যাহার জন্য এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক?

সুন্দরীর এ প্রশ্ন লরেন্সের কর্ণে প্রবেশ প্রবেশ করিল না। তিনি নিরানন্দময়ী চিন্তার গভীর কূপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন। তিনি যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমেরিকা যাত্রা করিয়াছিলেন, পথিমধ্যে তাহাতে দারুণ ব্যাঘাত পড়িল। এখন যদি তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হন, কলোনেল রামবল্ডের দশা কি হইবে? ঘটনা বৈচিত্র্যে পড়িয়া সম্ভবৎ প্রতীয়মান কতকগুলি অপ্রাকৃত প্রমাণের বলে কি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিবেন? সে নিদারুণ আঘাত তাঁহার তরুণী সহধর্ম্মিণী কি সহ্য করিতে পারিবেন? এই সকল বিষয় এককালে তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হওয়ায় তিনি একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন,—তাই পার্শ্বচারিণী কামিনীর মৃদু উচ্চারিত কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল না। আর প্রবেশ করিলেও—সে প্রশ্নের উত্তর নানাকারণে দিতে পারিতেন না।

তুলিয়াও তাঁহাকে চিন্তা[illegible] নিরীক্ষণ করিয়া সে প্রশ্নের আর পুনরাবৃত্তি করিল না। কি উদ্দেশ্যে তিনি আমেরিকা যাইতেছিলেন, জানিয়াই বা তাহা[র] কি হইবে? কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় কোমল সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে তাঁহাকে আহার করিতে অনুরোধ করিল।

লরেন্স শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, ললনাকুলের মধ্যে আহারে বসিয়া তাঁহার এতখানি অন্যমনস্ক হওয়া ভাল হয় নাই। তাঁহার ব্যক্তিগত দুঃখের পরিমাণ যতই কঠোর হউক, তাহার জন্য রমণী সমাজে তাঁহার মুহ্যমান হইয়া অবস্থান করা কর্ত্তব্য নয়। তিনি যথাসাধ্য প্রফুল্লতা অবলম্বন করিয়া আহার করিতে করিতে, তাহাদের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন।

লি। চেষ্টা করিলে আজ সমস্ত দিনের মধ্যে কি এস্থানে কোন জাহাজ পাওয়া যাইতে পারে না?

তুলিয়া। যে পর্য্যন্ত না আপনার শরীর বেশ সুস্থ হইতেছে, সে পর্য্যন্ত আমরা আপনাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে পারিব না।

লি। আপনার এই করুণাপূর্ণ আতিথ্য সৎকারের জন্য সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু আমি ইংলণ্ডে ফিরিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছি।

তুলিয়া। কাল প্রাতঃকালে যাইবেন। আমরা এখনই একখানা জাহাজ প্রস্তুত হইতে আদেশ করিব। আমাদের এ ক্ষুদ্র দ্বীপে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টার কমে একখানা জাহাজ সংগ্রহিত হইতে পারে না।

রুচিয়াও সেই কথার সমর্থন করিয়া কহিলেন,—"ভগ্নীর কথাই ঠিক—কাল প্রাতঃকাল ভিন্ন কোন জাহাজই যাইতে সমর্থ হইবে না।"

তুলিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—দেশে হয়ত আপনার অনেক আত্মীয় বন্ধু আছেন—তাঁহাদের নিকট ফিরিবার জন্য আপনার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে?"

লি। সত্যকথা। এ দুর্ঘটনার সংবাদ যদি তাঁহাদের কর্ণগোচর হয়, নিশ্চয় তাঁহারা আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িবেন।

তুলিয়া। এখানকার সংবাদ বড় একটা

ইংলণ্ডের রাজধানীতে উপস্থিত হয় না। একা আপনিই উদ্ধার পাইয়াছেন—যখন ইংলণ্ডে পঁহুছিবেন, এ সংবাদও তথায় আপনার সহিত উপস্থিত হইবে। বাড়ীতে কি আপনার পিতা মাতা আছেন? কিংবা পত্নী—

লি। হাঁ—আমার স্ত্রী আছেন।

সহসা স্ত্রীর কথার উল্লেখ হওয়াতে, অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার জন্য কি কঠোর দুঃখ সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার একটা জলন্ত চিত্র তাহার নেত্র সম্মুখে প্রতিভাত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষু নিমীলিত এবং মস্তক বক্ষের উপর অবনত হইয়া পড়িল।

উত্তর শুনিয়া তুলিয়া শিহরিয়া উঠিল। লরেন্স সে সময়ে অন্যমনস্ক ছিলেন, সুতরাং সে ভাবান্তর তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল না। তুলিয়া স্বপ্নেও ভাবে নাই এত অল্প বয়সে লরেন্সের বিবাহ হইয়াছে—আর বিবাহ হইলেও তরুণী ভার্য্যাকে ছাড়িয়া বিপদসঙ্কুল সমুদ্র যাত্রা করিয়াছে, কাজেই সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার সহোদরাদ্বয় কিন্তু তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া, তাহার দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিল। সুন্দরী সে কটাক্ষের অর্থ বুঝিয়া আশ্বস্ত হইল।

ভোজন শেষ হইল। তাহাদের নিকট উপস্থিত থাকিলে, পাছে তাহাদের সাংসারিক কোন কার্য্যে ব্যাঘাত পড়ে ভাবিয়া তিনি স্বীয় প্রকোষ্ঠে যাইতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে রুচিয়া কহিল,—"মিষ্টার লি! এটা আপনার বাড়ী ভাবিবেন—কোন বিষয়ে আপনার সঙ্কুচিত হইবার আবশ্যকতা নাই। পিতার পরিচর্য্যার পালা আজ আমার উপর—সাবিনা আজ গৃহস্থালির কাজকর্ম্ম দেখিবে—আমরা এই ভাবেই পালাক্রমে আমাদের সাংসারিক সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। তুলিয়ার আজ আর কোন কাজ নাই—সে আপনার সঙ্গে সমস্ত দিন থাকিয়া, দুর্গের কোথায় কি আছে, আপনাকে দেখাইয়া বেড়াইবে।"

লরেন্স এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। অবিলম্বে সুন্দরী তুলিয়ার সহিত মিলিত হইবার অঙ্গীকার করিয়া, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

পঞ্চাধিকসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

দুর্গে পরিভ্রমণ।

তিন সহোদরার ছয়টী চক্ষু এক প্রকার অস্বাভাবিক দীপ্তিতে বিভাসিত হইয়া উঠিল। পরস্পর পরস্পরের চক্ষের দিকে চাহিল—কাহারও মুখ দিয়া একটীও কথা বাহির হইল না কিন্তু তথাপি সহস্র বিষয়ের আলোচনা হইয়া গেল।

অবশেষে রুচিয়া কহিল,—"কি রূপ! কি মাধুর্য্য!"

সাবিনা। যেমন সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব, তেমনি গরিমভরা গম্ভীর কান্তি!

তুলিয়া। যেমনটী চাই তেমনই! অমনটী না হইলে কি ভাল বাসিয়া সুখ আছে।

রুচিয়া। তাই বলিয়া ভালবাসিয়া যেন দুর্ব্বলতার পরিচয় দিও না।

সাবিনা। সাবধান! যেন তাহার পদানত হইয়া পড়িও না।

তুলিয়া। তোমরা আমার প্রতি অবিচার করিতেছ। আমি তোমাদের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি।

রুচিয়া। হাঁ—সত্যই আমরা অবিচার করিয়াছি।

সাবিনাও সেই কথায় প্রতিধ্বনি করিল। সকল গোল মিটিয়া গেল। তাহারা অপরা কামিনীর মত কলহপ্রিয়া, অভিমানিনী নয়।

তুলিয়া কহিল,—"রুচিয়া তোমার উপর যে কার্য্যভার পড়িয়াছে, সেটা কিছু কঠিন। লোকটা যেমন দৃঢ়চিত্ত—তেমনই স্বাধীন প্রকৃতি। সহজে সে বশ্যতা স্বীকার করিবে না। তোমাকে ছল বল দুই প্রকাশ করিতে হইবে। সাবিনার কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ। আমি দেখিতেছি আমার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। লরেন্স লি তাহার পত্নীর প্রতি বড়ই অনুরক্ত—তাহার পার্শ্বে ছুটিয়া যাইবার জন্য ইহারই মধ্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

রুচিয়া। তুমি তাহার স্বভাবের পরিচয় আজই ভালরূপ জানিতে পারিবে।

সাবিনা। তাহা যতক্ষণ না জানিতে পারিতেছ, ততক্ষণ বুঝিতে পারিতেছ না তোমার কত কঠিন বা সহজ হইবে।

রুচিয়া। তাহার পর, তাহার যে বিবাহ সে কিছুই নয়।

তুলিয়া। না—সে কিছুই নয়।

রুচিয়া। পিতার কলমের একটা খোঁচায় তাহার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইবে। সে বিধি ব্রিটিস রাজত্বের মধ্যে বলবৎ না হইলেও—

সাবিনা। আমাদের এ ক্ষুদ্র দ্বীপে কার্য্যকরী হইবে। লরেন্স লির সে বিবাহ নাকোচ হইলে, এখানে যে বিবাহ হইবে—

তুলিয়া। আমাদের এ রাজত্বে তাহা চিরদিন বিধিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে যদি আমি কখনও তাহাকে জন্মের মত পরিবর্জ্জন করিতে চাই—সে স্বতন্ত্র কথা।

রুচিয়া। হাঁ—সে স্থান হইতে ফিরিয়া আর কখনও কেহ উচ্চবাচ্য করিতে পারে না।

এই বলিয়া সুন্দরী দক্ষিণ করের তর্জ্জনী ভূতলের দিকে নোয়াইল। সঙ্গে সঙ্গে তিন ভগ্নীর দৃষ্টি বিনিময় হইল। সে সময়ে সেখানে কেহ যদি উপস্থিত থাকিত, তাহাদের প্রদীপ্ত চক্ষের সেই ভীষণ রহস্যাত্মিক দৃষ্টি দেখিয়া মাটিতে মিশাইয়া যাইত!

কিয়ৎক্ষণের জন্য তিন জনেই নীরব। অবশেষে তুলিয়া জ্যেষ্ঠাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"তুমি আজই বিবাহ বিচ্ছেদের একখানা চুক্তিনামা প্রস্তুত করিয়া, কোনরূপে তাহাতে পিতার হস্তের স্বাক্ষর করাইয়া রাখিবে। আবশ্যক হইলে জলমগ্ন জাহাজের নঙ্গরটীও সম্মুখে ধরিতে পারিব।"

সাবিনা কহিল,—"এত দিনের পর জন মিলিয়াছে। আমরা বহুদিন যা... তিনটীকে আমাদের আয়ত্তের ম...

জন্য কামনা করিতেছিলাম। এক্ষণে যখন পাইয়াছি, যতশীঘ্র কার্য্য সমাধা হয় মঙ্গল। কারণ পিতার অসুস্থতা এখনই বাড়িতেছে। সঙ্কল্পিত বিষয়ের কোন সুবন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বেই যদি পিতা চিরদিনের মত নয়ন মুদ্রিত করেন—"

বাধা দিয়া রুচিয়া কহিল,—"আমাদের সকল আশায় ছাই পড়িবে।"

তুলিয়া কহিল,—"আমাদের সেই হতভাগা দুষমন ভাইটা আসিয়া তাহার প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া বসিবে। চুপ কর—আসিতেছে।"

মুহূর্ত্তে তাহাদের মুখভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইল। রাত্রির দুঃস্বপ্নের মত তাহাদের মুখের সেই পৈশাচিক দীপ্তি—নয়নের সেই জ্বলনমালাময়ী নারকীয় ছবি মুহূর্ত্তে কোথায় অন্তর্দ্ধত হইল। তাহার স্থানে কোমলতা—মধুর হাসি এবং সরলতার কান্তিময়ী ছবি আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। সুতরাং লরেন্স তথায় প্রবেশ করিয়া, তাহাদের কুৎসিৎ অভিসন্ধির কোনই আভাস পাইলেন না। তুলিয়া তাহার টুপী তুলিয়া লইল—লরেন্স তাহার হাত ধরিয়া অসন্দিগ্ধভাবে কক্ষ হইতে বাহির হইলেন।

কক্ষ হইতে বাহির হইবামাত্র তুলিয়া দেখিল, দুইজন প্রহরী অদূরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহারা বন্দুক স্কন্ধে করিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে উদ্যত হইল, তুলিয়া লরেন্সের অলক্ষিতে ইঙ্গিতে জানাইল অতদূর করিবার আবশ্যক নাই।

বায়ু এখনও প্রবল বেগে বহিতেছে—বড় বড় তরঙ্গমালা এখনও সাগরের বুকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং আকাশতল এখনও মেঘপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এবম্বিধ সময়ে মুক্ত স্থানে পরিভ্রমণে পাছে অঙ্গিনী সুন্দরীর কোন অসুখ উপস্থিত হয়, তজ্জন্য আশঙ্কা প্রদর্শন করিলে, থাকাতে, হাসিয়া জানাইল, তাহার ঐরূপ অভ্যাস থাকিয়া আছে। ... লরেন্সকে নিরস্ত হইয়া হাবভাব বিলাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইল। তাঁহাকে কিছুকাল এইভাবে লইয়া বাহিরে ভ্রমণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। কক্ষের মধ্যে পাশাপাশি বা মুখমুখী বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিলে, তাহার হাবভাব বিস্তারের এতটা সুবিধা উপস্থিত হইবে না। এই কারণেই চতুরা তাহাকে সঙ্গে লইয়া—তাঁহার অঙ্গে ভর দিয়া মুক্ত আকাশতলে বিচরণ করিতে আসিয়াছে। লরেন্স কিন্তু নির্ব্বিকার। তাঁহার মনের অবস্থা ভাল ছিল না। কাজেই কৌশলময়ীর অর্দ্ধেক চেষ্টা ব্যর্থ হইতে লাগিল। যেটুকু তাঁহার উপলব্ধি মধ্যে আসিতে লাগিল, সে টুকু তাঁহার মত দুরবস্থাপন্ন বিপন্ন আশ্রিতের প্রতি সৌজন্যপূর্ণ সহানুভূতি বলিয়াই তিনি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তুলিয়াও বেশী বাড়াবাড়ি করিল না—পাছে তাহার উদ্দেশ্য তিনি বুঝিতে পারেন—এই সৌজন্যপূর্ণ সহানুভূতির অন্তরালে কোন রূপ কুঅভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে জানিতে পারিয়া, পাছে তিনি মর্ম্মাহত হন, এই আশঙ্কায় সুন্দরীও খুব সতর্কতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

দুর্গ প্রাকারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে লরেন্স কিয়ৎক্ষণ বদ্ধদৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই সমুদ্র কক্ষেই কয়েক ঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বে তিনি যে জাহাজে আসিতেছিলেন, কত অভাগাকে বক্ষে ধরিয়া সমাধি লাভ করিয়াছে। হায় তাহাদের আত্মীয় বন্ধু, পরিবারবর্গ এখনও এ শোকাবহ সংবাদ শ্রবণ করে নাই—এ নির্ঘাত সংবাদ যখন তাহাদের জ্ঞানগোচর হইবে—তাহারা যতই না শোকাকুল হইয়া আকুল ক্রন্দনে আকাশ মেদিনী পরিপূরিত করিবে। তুলিয়া তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, যেন কতই কাতরা হইয়াছে এখনই ভাব প্রকাশ করিয়া, করুণাপ্লাবিত কণ্ঠে সান্ত্বনার সুধাধারা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অসম্বিগ্ধ যুবক সে সকল সত্য মনে করিয়া তাহার দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। তাহার পর পুনরায় তাঁহারা ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। তুলিয়া তাঁহাকে দুর্গের নানাস্থান দেখাইয়া লইয়া, তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিবার জন্য এই দুর্গ সংশ্লিষ্ট নানা ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া সময়ক্ষেপ করিতে চেষ্টা পাইত। রমণীর বিশেষতঃ তুলিয়ার মত সুন্দরী কামিনীর সান্ত্বনাপূর্ণ সহানুভূতি পুরুষের অন্তর নিহিত দুঃখের দগ্ধদাহ প্রশমিত করিতে সুবিশেষ কার্য্যকারী, তাহা সহজেই অনুমেয়। লরেন্স পুনরায় তাঁহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

প্রায় একঘণ্টা এইভাবে পরিভ্রমণ করিবার পর লরেন্স সঙ্গিনীর সহিত দুর্গ প্রাকার হইতে প্রাঙ্গণে অবতরণ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সহসা তাঁহার দৃষ্টি দুর্গ পরিখার বহির্ভাগে অবস্থিত কোন যুবকের উপর পতিত হইল। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান প্রায় পঞ্চাশ গজ। এতদূর হইতে কোন লোককে নিশ্চিতরূপে চেনা যায় না—কিন্তু মোটামুটি তাহার আকৃতি, তাহার চলন ভঙ্গিমা বেশ বোঝা যায়। তাহার দীর্ঘাকৃতি—সুবিন্যস্ত চলনভঙ্গিমা—শ্মশ্রুগুম্ফহীন মুখ—তাহার তরুণ বয়স নিরীক্ষণ করিয়া তিনি যাহারপরনাই বিস্মিত হইলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। ঐরূপ ভাবের একটী যুবককে তিনি চিনিতেন। সহসা তিনি বিস্ময় বিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"না—এ যে অসম্ভব—ইহা কখনই হইতে পারে না।"

তুলিয়া চঞ্চলা হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার সে চাঞ্চল্য গোপন করিয়া স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলিতেছেন? কি অসম্ভব?"

লরেন্স। ঐরূপ একটী লোককে দেখিলাম—লোকটা যেন আমার চেনা বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু না—আমার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ ঐরূপ আকৃতির যাহাকে আমি চিনি—সে যে এখন বহুদূরে।

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ বর্ষ।] ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ সাল। ইং ৮ই জুন, ১৯১৯ সাল। [২য় খণ্ড।

চয়ন।

বৃত্তি।

বর্ত্তমানকালে জগতে ধনোৎপাদনের জন্য যে কয়টী বৃত্তি প্রধানতঃ অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে বাণিজ্য, শিল্প এবং কৃষিই প্রধান। মানবের আদিম অবস্থায় পশু হনন বা স্বচ্ছন্দ-বনজাত ফলমূল সংগ্রহই জীবন-ধারণের উপায় ছিল। তখন প্রকৃতিদেবীর উদারতা এবং মানবের পশুবল (শারীরিক শ্রম) এই উভয়ে মিলিত হইয়া, তাহার জীবন-ধারণের উপায় করিয়া দিত। তখন মূলধনের উদ্ভব হয় নাই এবং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য মূলধন, শ্রম এবং বুদ্ধিবৃত্তির সন্নিবেশও হইত না। তাহার পর, কালক্রমে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য জীবিকানির্ব্বাহের প্রশস্ত উপায় বলিয়া মানব সমাজে পরিগণিত হয়। তখন জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত সুগম হওয়াতে এবং উৎপাদিত ধনের পরিমাণ প্রয়োজনীয় ভোগকে অতিক্রম করিয়া যাওয়াতে মূলধন সঞ্চিত এবং বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবিকানির্ব্বাহে বুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে থাকে। কৃষি-যুগের প্রথম অবস্থায় বিনিময়ের প্রথা অপরিজ্ঞাত থাকিলেও অল্পকাল পরেই বিনিময় প্রথা প্রচলিত হয়। কিন্তু প্রথমে এই প্রথা স্বল্পপরিসরের মধ্যেই—এক পরিবার, সম্প্রদায় বা সমাজ, এক পল্লী বা গ্রামের মধ্যেই—আবদ্ধ থাকে। এখানকার মত সুদূরব্যাপী বাণিজ্য তখন নানা কারণে অসম্ভব থাকে। তাহার পরে যখন কৃষিযুগের সহিত শিল্পযুগ আসিয়া মিলিত হইল, যখন মানবের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা তাহাকে দেশমধ্যে-প্রবাহিত নদীর উপর দিয়া বা দেশ-সীমান্তে আবদ্ধ অসীম সমুদ্রের বক্ষের উপর দিয়া ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পোতের সাহায্যে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল, যখন তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বশীভূত অশ্বাদি তাহাকে পৃষ্ঠে লইয়া দুর্লঙ্ঘ্য পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রম করিয়া নবীন জনপদে তাহাকে লইয়া যাইতে লাগিল, যখন তাহার স্বদেশজাত দ্রব্যাদি অপরিচিত জনপদের লোকগুলি সাদরে এবং আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া তাহাদের বিনিময়ে তাহার শূন্য ধনাধারগুলি উদারভাবে পূর্ণ করিয়া দিয়া বাণিজ্যের লাভ-জনকতা স্পষ্টভাবে তাহার বোধগম্য করিয়া দিতে লাগিল, তখন হইতেই বাণিজ্য যে ধনোৎপাদনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা সপ্রমাণ হইল।

এক্ষণে ধনোৎপাদনের যে কয়েকটি বৃত্তি প্রচলিত আছে; তাহাদের মধ্যে বাণিজ্যই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। আমাদের এই ভারতবর্ষের বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ, তাহা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে বাণিজ্য দ্বারা কিরূপে ধনোৎপাদন হইতে পারে, তাহা বর্ণনা করা প্রয়োজন। কেন-না, বাণিজ্য ধনের বিনিময়েই হইতে পারে, ইহাতে ধনের উৎপাদন বা বৃদ্ধি কিরূপে হইবে, এরূপ মনে করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব নহে।

বাণিজ্যে ধনের বৃদ্ধি যে হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বাণিজ্যের প্রধান কার্য্য—পণ্যদ্রব্য স্থানান্তরিত বা হস্তান্তরিত করা। এক ব্যক্তির কোনও দ্রব্য এত অধিক পরিমাণে থাকিতে পারে যে, সে তাহা সম্যক্ ব্যবহার করিতে পারে না, সুতরাং তাহার পক্ষে সেই দ্রব্যের কতক অংশ অপ্রয়োজনীয় এবং মূল্যহীন। ধন বলিতে মূল্যবান পদার্থ বুঝায়। সুতরাং সেই দ্রব্যের প্রাচুর্য্যসত্ত্বেও তাহার অধিকারীর পক্ষে তাহার একাংশ অপ্রয়োজনীয় মূল্যহীন বলিয়া, তাহার সমস্তটাই ধন নহে। কিন্তু আর একজনের পক্ষে সেই দ্রব্য প্রয়োজনীয়—মূল্যবান হইতে পারে। এরূপ স্থলে, যদি সেই দ্রব্যের কতকাংশ হস্তান্তরিত করিতে পারা যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির অধিকৃত এমন কোনও দ্রব্য প্রথম ব্যক্তিকে দিতে পারা যায়, যাহা দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত কিন্তু [illegible] ব্যক্তির পক্ষে মূল্য[illegible], তাহা [illegible]

বিনিময়ের দ্বারা উভয়েরই অধিকৃত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সুতরাং দেশের ধন-বাণিজ্য বাড়িয়া যায়। এইরূপে যে সকল দ্রব্য প্রাচুর্য্য-বশতঃ বা লোকের অনভ্যাস বশতঃ একস্থানে অপ্রয়োজনীয় ও মূল্যহীন, তাহা স্থানান্তরিত হইয়া মূল্যবান দ্রব্যরূপে পরিণত হইতে পারে। পল্লীগ্রামে যে সকল দ্রব্যের কোনই মূল্য নাই অথবা যাহা অত্যন্ত সুলভ, তাহা নগরে আনীত হইলে লাভজনক মূল্যে বিক্রীত হয়। যদি কোনও পণ্যের মূল্য পল্লীগ্রামে ১৲ টাকা হয় এবং তাহা বণিকের দ্বারা সহরে আনীত হইলে তাহার মূল্য ২৲ টাকা হয়; তাহা হইলে বাণিজ্যের দ্বারা যে দেশের ধনভাণ্ডারে ১৲ টাকা যোগ হইতেছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এইরূপে কোনও দেশে যে দ্রব্যের উৎপাদন সহজ কিন্তু ব্যবহার অধিক নহে, সে দেশে এমন কোনও দ্রব্য আমদানি করা যায়, যাহা প্রথম দেশে কষ্টে উৎপাদন করিতে পারা যায় এবং যাহা প্রথম দেশের লোকের পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয়; তাহা হইলে উভয় দেশের লোকেরই বিশেষ উপকার হয় এবং উভয় দেশেরই ধনবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যখন বিনিময়ের উদ্ভব হয় নাই, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁহার সমস্ত অভাব নিজেই পরিপূরণ করিতে হইত। কিন্তু তথাপি এখনকার সহিত তখনকার যে এই বিষয়ে একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল, তাহা বুঝা কঠিন নহে। তখন মানবকে তাহার অভাব-পূরণের জন্য বিভিন্নমুখী পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিতে হইত। তাহার সময়ের এক অংশ আহার্য্যের জন্য ভূমিকর্ষণে বা শস্য সংগ্রহে, অপর এক অংশ পরিধেয়ের জন্য বস্ত্রবয়নে, অন্য এক অংশ আশ্রয়ের জন্য গৃহ-নির্ম্মাণে, অপর এক অংশ বিলাসের জন্য বিলাস দ্রব্য অন্বেষণে এবং এক অংশ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ঔষধ-সংগ্রহে ব্যয়িত হইত। এইরূপ নানাপ্রকার কার্য্যে [illegible]ত থাকাতে, কোন একটা বিশেষ [illegible] ব্যাপৃত থাকিলে বহুদর্শিতা দ্বারা যে পারদর্শিতার উদ্ভব হয়, তখন তাহা দুর্লভ ছিল। এক ব্যক্তি যদি একই কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে সে কার্য্যে তাহার পক্ষে খুব সহজ হয় এবং ক্ষিপ্রকারিতা, দক্ষতা প্রভৃতি কতকগুলি গুণ তাহাতে বিশেষভাবে সঞ্জাত হয়। হয় তো বা প্রাকৃতিক বিধানে সে ব্যক্তি কোনও একটা বিশেষ কাজের বিশেষ উপযোগী; হয় তো তাহার শিল্পদক্ষতা এরূপ যে, একঘণ্টা শিল্পকার্য্য করিয়া সে ৫৲ টাকা মূল্যের ধনোপার্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু কৃষিকার্য্যে তাহার দক্ষতা অল্পতা বলিয়া এক ঘণ্টায় সে কৃষিকার্য্য দ্বারা ২৲ টাকার অধিক ধনোৎপাদনে সক্ষম নহে। এরূপ স্থলে সে তাহার সমস্ত দিনের পরিশ্রম—৮ ঘণ্টার কার্য্যকাল—যদি কেবলমাত্র শিল্প-কার্য্যেই নিয়োজিত রাখে, তাহা হইলে তাহার দৈনিক উৎপাদিত ধনের মূল্য হইবে—৪০৲ টাকা। কিন্তু শুধু শিল্প-দ্রব্যের দ্বারা লোকের জীবনধারণ চলিতে পারে না। সুতরাং কৃষিজাত দ্রব্যের অভাব নিরাকরণের জন্য তাহাকে কৃষিকার্য্যে পরিশ্রম করিতে হইবে। এইরূপে যদি সে ৪ ঘণ্টা শিল্প কার্য্যে এবং ৪ ঘণ্টা কৃষিকার্য্যে পরিশ্রম করে, তাহা হইলে তাহার দৈনিক উপার্জ্জিত ধনের পরিমাণ হইবে ২৮৲ টাকা মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সমস্ত অভাব স্বকীয় বিভিন্নমুখী শ্রমের দ্বারা নিরাকরণ করিতে হইত, তখন তাহার উৎপাদিত ধনের পরিমাণ, অপেক্ষা অনেক অল্প হইত। কিন্তু যতদিন না বিনিময়-প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তত দিন বিভিন্নমুখী পরিশ্রম ব্যতীত মানবের জীবনধারণের গত্যন্তর ছিল না। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, বিনিময় কি প্রকারে দেশের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করে।

যাহা ব্যক্তির পক্ষে সত্য, তাহা সমাজের পক্ষে অনেক স্থলে সত্য। যেমন কোনও ব্যক্তির এমন বিশেষ গুণ থাকা সম্ভব, যাহাতে তাহাকে কোনও একটা বিশেষ কার্য্যে বিশেষ ভাবে পারদর্শী করে ও সেইরূপ কোনও জাতির সমাজের বা দেশকে কোনও এক প্রকার ধনপ্রসবের কার্য্যে—শিল্পে, কৃষিতে বা পশুপালনে, বিশেষভাবে উপযোগী করিয়া তুলে। এরূপ স্থলে সেই সমাজ জাতি বা দেশ যদি আপনার বিশেষ উপযোগী কার্য্যে তাহার সমস্ত শ্রম, কৌশল, মূলধন প্রভৃতি নিয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার স্বাভাবিক শক্তির উপযোগী ধন উপার্জ্জিত হইতে পারে। কিন্তু যেমন ব্যক্তির পক্ষে, তেমনি সমাজের পক্ষে যে সমস্ত দ্রব্যের অভাব হয়, তাহাদের সব গুলিরই সংগ্রহ প্রত্যেক দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের বা জাতীয় বিশেষত্বের পক্ষে সুবিধা-জনক না হইতে পারে। এরূপ স্থলে যদি প্রত্যেক জাতিকেই আপনার সমস্ত অভাব পরিপূরণ করিতে হয়,—যদি ইংরাজকে তাহার সমস্ত আহার্য্য স্বদেশেই সংগ্রহ করিতে হয়, যদি ভারতবাসীকে তাহার প্রয়োজনীয় সমস্ত শিল্পদ্রব্য স্বদেশেই প্রস্তুত করিতে হয়, অর্থাৎ সমস্ত দেশকে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নির্ভর-ক্ষম (self-sufficient) হইতে হয়, তাহা হইলে জাতীয় শ্রমের একাংশ অপেক্ষাকৃত স্বল্প ধনোৎপাদনে ব্যয়িত হয় এবং তাহার ফলে দেশের ধনভাণ্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, কৃষিকার্য্য ভারতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং শিল্পকার্য্য ইংলণ্ডের পক্ষে বিশেষ উপযোগী; তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ভারতবাসী যদি কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যে এবং ইংরাজ যদি কেবলমাত্র শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে উভয় সমাজের বিশেষ আর্থিক কল্যাণ সংসাধিত হয় জীবনযাত্রা স্বল্পশ্রমে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। যদি মনে করা যায়,—ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা আছে, সেই জন্য ভারতের শ্রমশক্তি এবং সমগ্র মূলধন কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত থাকিলে ভারতের বার্ষিক আয় হইবে ৫ এবং ইংলণ্ডের শিল্প কার্য্যের বিশেষ সুবিধা আছে বলিয়া সে দেশের সমস্ত শ্রমশক্তি এবং মূলধনশক্তি শিল্প-

কার্য্যে নিয়োজিত হইলে সে দেশের আয় হইবে ৫; তাহা হইলে উভয় দেশের মধ্যে বিনিময়ের দ্বারা কৃষিকার্য্যের জাত ৫ সংখ্যা ধন ও শিল্পকার্য্য দ্বারা ৫ সংখ্যা ধন, মোট ১০ সংখ্যা ধন উভয় সমাজের ভোগায়ত্ব হইবে। কিন্তু যদি ভারত এবং ইংলণ্ডের মধ্যে পণ্য-বিনিময় দ্রব্য-বাণিজ্য না থাকে, তাহা হইলে ভারতবাসীকে তাহার প্রয়োজনীয় কৃষিজাত এবং শিল্পজাত উভয় প্রকার দ্রব্যই প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু শিল্পকার্য্য ভারতবর্ষে তত সুবিধাজনক নহে বলিয়া ভারতের শ্রম এবং কৃষিকার্য্যজাত ধনের পরিমাণ ৫ না হইয়া ৩ হইতে পারে। এইরূপ যদি ইংলণ্ডকেও স্ব-নির্ভরক্ষম হইতে হয় তাহা হইলে সে স্থান কৃষিকার্য্যের পক্ষে তত উপযোগী নহে বলিয়া তাহার সমস্ত আয় ৫ হইতে কমিয়া গিয়া ৩ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এক্ষণে জগতের ধনভাণ্ডারে ভারতের উপার্জ্জিত ধন ৩ এবং ইংলণ্ডের উপার্জ্জিত অর্থ ৩, মোট ৬,—এই উভয় দেশের দ্বারা সঞ্চিত হইবে। অর্থাৎ ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে বাণিজ্য-প্রথা প্রচলিত থাকিলে এই ৬, ১০ হইতে পারিত। সুতরাং এই বাণিজ্য দ্বারা শতকরা ৪০ অংশ ধনবৃদ্ধি হইতে পারিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উত্তর যাহাই হউক না কেন, ধনবিজ্ঞান উপরের সমস্যাটির সম্বন্ধে বাণিজ্যের উপকারিতা বিষয়ে একটী মাত্রই মীমাংসা করে। সে মীমাংসাটি এই যে, বাণিজ্য ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রকৃষ্ট, হয় তো বা প্রকৃষ্টতম উপায়। (উপরে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড সম্বন্ধে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, ভারতের শিল্প-প্রসব ক্ষমতা বা ইংলণ্ডের কৃষিকার্য্যের উপযোগিতা নিতান্ত অল্প। উপরের দৃষ্টান্তটি একটি কল্পনা মাত্র।

বাণিজ্য ধনপ্রসবের অন্যতম উপায় হইলেও বর্ত্তমান জগতে জাতীয়তার শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনেক জাতি স্বনির্ভরক্ষম হইতে চেষ্টা করেন, অর্থাৎ পরের দ্রব্যে নির্ভর করিলে শান্তির সময় কোনও সুবিধা থাকিলেও অশান্তির সময় বা বিরোধের সময় জাতীয় জীবনের ক্ষতি হইবার ভয়ে বর্ত্তমান জগতের অধিকাংশ জাতিই অবাধ বাণিজ্যের বিরোধী, সংরক্ষণ-নীতির পক্ষপাতী। এই বিষয়ে যাহা বক্তব্য আছে, তাহা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। তাহা "অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ নীতি" নামে অন্য প্রবন্ধে ব্যক্ত হইবে।

বাণিজ্য—ধন প্রসবের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। আমাদের এই ভারতবর্ষের এই বাণিজ্য কার্য্য কিরূপে প্রচলিত হইতেছে এবং তাহা হইতে দেশের ধন কি পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ভারতবাণিজ্যের পরিমাণ তাহার ধনোপার্জ্জন-শক্তির পরিমাণ এবং তাহা হইতে ভারতের জাতিয় শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা প্রভৃতি বিনিময়ে আলোচনা করিতেছি।

বাণিজ্য দুই প্রকারের,—অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য। অন্তর্বাণিজ্য প্রথমে বিকশিত হয়; পরে তাহা বহির্বাণিজ্যে পরিণত হইয়া থাকে। যে সকল দেশ সভ্যতার নিম্নতম স্তরে অবস্থিত, তাহাদের মধ্যেও কিছু না কিছু অন্তর্বাণিজ্য প্রচলিত থাকে। বহির্বাণিজ্যের সফলতার জন্য যে ধৈর্য্য, শিক্ষা, সাবধানতা, দূরদৃষ্টি ও উৎসাহের প্রয়োজন, তাহা সব জাতির থাকে না। আবার বহির্বাণিজ্য যখন ভূমিপথ পরিত্যাগ করিয়া জলপথে ধাবিত হয়, যখন স্বদেশের প্রান্তবর্ত্তী জনপদ অতিক্রম করিয়া বহুদূরস্থ সমুদ্রান্তরস্থ অপরিচিত দেশের আবশ্যকীয় দ্রব্য-সরবরাহে নিযুক্ত হয়; তখন তাহা কেবল বিশেষ বুদ্ধিমান, নির্ভীক, এবং উদ্যমশীল জাতির পক্ষেই সম্ভব হইয়া পড়ে।

অর্থ-বাণিজ্য প্রথমে সামান্য বিনিময় প্রথারূপে অল্পসংখ্যক মনুষ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে জন্মলাভ করে। পরে ক্রমশঃ তাহা বিস্তৃতিলাভ করিয়া সমস্ত জনপদব্যাপী হইয়া পড়ে। তাহার পর এক জনপদের লোক অন্য দেশজাত এবং স্বদেশ দুর্লভ পণ্যের জন্য স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। অন্তর্বাণিজ্যই বহির্বাণিজ্যের শিক্ষাগুরু এবং অন্তর্বাণিজ্যের বিকাশের উপর বহির্বাণিজ্যের বিকাশ অনেকটা নির্ভর করে। এই প্রবন্ধের পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, রেলপথ ইত্যাদির বিস্তৃতির সহিত আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশস্থ দ্রব্যাদি বিনিময়ের পণ্যসমূহ এক-স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণের যেমন সুবিধা হইতেছে, ভারতের বহির্বাণিজ্যও তেমনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে।

আমরা আমাদের ইতিহাস উপাখ্যানাদিতে দেখিতে পাই যে, অতি পুরাকালে এই দেশে অন্তর্বাণিজ্যের সম্যক্ বিকাশ হইয়াছিল এবং জলপথে ও স্থলপথে বহির্বাণিজ্য বহুদূরবর্ত্তী দেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। কোনও জনপদের বাণিজ্যের প্রকৃতি এবং গতি সেই দেশের প্রাকৃতিক বিশেষত্বের উপর ভৌগোলিক-সংস্থানের উপর অনেকটা নির্ভর করে। চিরকালই ভারত-পণ্যের অধিকাংশ পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইয়া আসিতেছে। এরূপ হইবার কারণ বোধ হয় এ প্রসিদ্ধ প্রাচীন ভূমিখণ্ডের ভৌগোলিক বিশেষত্ব। ইহার দক্ষিণে অপার জলধি। পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরের পারে অসভ্য জাতি-অধ্যুষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও উপদ্বীপ। উত্তরে দুর্লঙ্ঘ্য তুষারাচ্ছন্ন হিমাদ্রি। কেবল পশ্চিমেই অপেক্ষাকৃত সুগম জলপথ, ইহাকে প্রাচীন পারস্য, এসিয়া-মাইনর প্রভৃতি সুসভ্য দেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। পঞ্চনদ-প্রদেশস্থ সুবিখ্যাত সিন্ধুনদ দিয়া পারস্যোপসাগরে এবং তথা হইতে স্থলপথে কাস্পিয়ান অথবা কৃষ্ণসাগরে, ভারতপণ্য অতি পুরাকালে নীত হইত। প্রথমে মূল্যবান দ্রব্যসমূহ ইউরোপের সুদূর দেশসমূহে প্রেরিত হইতে আরম্ভ হয়। সপ্তম পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পারস্যোপসাগর এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন—ঐ সময় চীনদেশের সহিতও পাশ্চাত্য দেশবাসিগণের

সম্পর্কে সংস্থাপিত হইয়াছিল। পারস্যোপসাগরের প্রান্ত হইতে স্থলপথে মেসোপটিমিয়ার ভিতর দিয়া দলবদ্ধ পণ্য-বিক্রেতাগুণ উষ্ট্রাদির সাহায্যে ভারতীয় দ্রব্য-সম্ভার সিরিয়া, এমন কি মিশরদেশ পর্য্যন্ত লইয়া যাইত। প্রধানতঃ চাউল, চন্দনকাষ্ঠ এবং ময়ুরপক্ষ ভারত হইতে রপ্তানি হইত। লোহিত সাগর হইতে আরবসাগর দিয়া যে বাণিজ্যপথ ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষকে সংযুক্ত করিয়াছে, তাহা প্রথম খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। এই সময়ে মসলা, হীরকাদি মূল্যবান দ্রব্য, বিখ্যাত মলমল এবং নানাপ্রকার কার্পাসবস্ত্র প্রভৃতির পরিবর্ত্তে ভারতবাসিগণ পশ্চিমদেশবাসিগণের নিকট হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, টিন, সীসক, প্রবালাদি গ্রহণ করিতেন। এই সময়ে পশ্চিম ও পূর্ব্বের মধ্যে বার্ষিক কত মূল্যের পণ্য বিনিময় হইত, তাহা নির্ণীত হইবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু এ বাণিজ্যের পরিমাণ যে বিপুল ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ না থাকিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্লিনি দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক মুদ্রা প্রেরিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান ভারতীয় রৌপ্য-মুদ্রার হিসাবে তাহার মূল্য সপ্ত-কোটীর উপর ছিল। বাণিজ্যের চির-প্রচলিত রীতি এই যে, যে সকল দেশ পরস্পরের সহিত পণ্যবিনিময় করে, তাহাদের মধ্যে প্রথমে পণ্যের দ্বারাই পরস্পরের দেনা পরিশোধের চেষ্টা হয়। অবশেষে, যে দেশ হইতে অধিক মূল্যের দ্রব্য আনীত হইয়াছে, তাহার যে অবশিষ্ট পাওনা রহিয়া যায়, তাহা পরিশোধ করিবার জন্য আমদানীকারী দেশ অর্থ প্রেরণ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং প্লিনির উল্লিখিত সপ্ত কোটি মুদ্রা ভারত হইতে ইউরোপে নীত পণ্যের কিয়দংশের মূল্য মাত্র। ইহার সহিত পশ্চিম প্রদেশ হইতে আনীত পণ্য ও তদ্বিনিময়ে প্রেরিত ভারতীয় দ্রব্যের মূল্য যোগ করিলে পুরাকালীন এই বাণিজ্যে যে বহু কোটি টাকার দ্রব্য বিনিময় হইত, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকে না।

মধ্যযুগে ক্রুজেডের সময় সিরিয়া প্রদেশস্থ পথ বিপদ-সঙ্কুল হয়। সেই জন্য তৎকালে বণিকেরা চীনদেশের ভিতর দিয়া ভারতীয় দ্রব্যাদি ইউরোপে লইয়া যাইতেন। ইহার পূর্ব্বে এই পথ ভারত-বাণিজ্য সম্পর্কে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বোগদাদ নগরের পতনের পর সিরিয়া-প্রদেশস্থ বাণিজ্য-পথও অল্পাধিক পরিত্যক্ত হইতে আরম্ভ হয়, ভিনিসিয়েরা কিছুদিনের জন্য ভূমধ্যসাগরে প্রাধান্যলাভ করিয়া ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক রক্ষা করে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাহারা তুরস্কদেশবাসিদিগের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, ভূমধ্য-সাগরের আধিপত্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানগণ মিশরদেশ অধিকার করে। সুতরাং ভারত হইতে ইউরোপের বাণিজ্যপথ তাহাদের কর্তৃত্বাধীনে আসে।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পোর্টুগালের অধিবাসী ভাস্কোডিগামা কালিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময়ে মালাবার উপকূলে অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল। এই সমস্ত বন্দরে লঙ্কা মালাক্কা প্রভৃতি দ্বীপ হইতে আগত বণিকগণ পারস্যোপসাগর বা লোহিতসাগর হইতে আগত পণ্যজীবীগণের সহিত বাণিজ্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই বাণিজ্যের এক প্রধানাংশ ভারতবাসীর হস্তে ছিল। কিন্তু পোর্টুগীজেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছলে বলে কৌশলে তাহাদের সরলচিত্ত প্রতিদ্বন্দ্বিগণ পরাস্ত করিয়া, আপনাদের প্রাধান্য সংস্থাপন করে। পারস্যোপসাগরের প্রান্তস্থিত অর্ম্মজ দ্বীপে তাহারা একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করে এবং গোয়া ও অন্যান্য স্থানে কয়েকটী কুঠি স্থাপন করে। এইরূপে মালাবার প্রদেশের সমস্ত বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে তাহাদের করতলগত হয়। তাহার পর মালাক্কা অধিকার করিয়া তাহারা মশলা ইত্যাদির বাণিজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করে। মশলা ব্যতীত নানাপ্রকার বহুমূল্য রত্ন, ঔষধ, রং, সুগন্ধিদ্রব্য, বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য তাহারা ইউরোপে লইয়া যাইত। এই সকল পদার্থের পরিবর্ত্তে রৌপ্য, পশমী বস্ত্র, ধাতব দ্রব্য, কাচ প্রভৃতিও ভারতবর্ষে আনিত। পোর্টুগীজদিগের পর ডচ্, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিগণ এদেশে বাণিজ্য করিতে আসেন। পর্টুগীজেরা রোমের পোপের প্রদত্ত সনন্দবলে ভারতের বাণিজ্যে একচেটিয়া দাবী করিত। কিন্তু তাহাদের এই দাবী অগ্রাহ্যকারী ইংরাজ প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে কুঠি স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে পর্টুগীজদিগের অবনতি হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহারা বণিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, দুর্দ্ধর্ষ জলদস্যুতে পরিণত হইয়া ভারতবাসীর অশান্তির কারণ হইয়া উঠে। ইংরাজ, ডচ্, ফরাসীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতায় নানা কারণে ইংরাজই জয়লাভ করেন এবং ভারতীয় বাণিজ্য-পোতের কর্ণধার রূপে স্থানলাভ করেন। সেই পদে তাঁহারা এখনও বিরাজ করিতেছেন।

প্রথম প্রথম ভারতে ইউরোপীয়গণের ব্যবসায়ের পরিমাণ বর্ত্তমান কালের তুলনায় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। সুবিধাজনক রাজবর্ত্মের অভাবে এবং এদেশ-জাত বহুপ্রকার পদার্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান না থাকাতে বিদেশীয়েরা কেবলমাত্র সমুদ্রতীরস্থিত বা বৃহৎ নদীতীরস্থ স্থান সকল হইতে যে সকল ধান্য পাইত, তাহাই লইয়া যাইত। দেশের সুদূর অভ্যন্তরস্থ পদার্থ সকল তাহাদের আয়ত্তের বহির্ভূত ছিল। সামুদ্রিক পোতের তখন এত উন্নতি হয় নাই এবং ভারত হইতে ইউরোপে যাইবার পথ তখন সুদীর্ঘ ছিল। এই সকল কারণে গুরুভার, বৃহদায়তন কিম্বা স্বল্পমূল্যের দ্রব্য লইয়া গিয়া তখন লাভ করিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। তখন অল্পায়-

তন কিন্তু বহুমূল্য দ্রব্যই প্রধানতঃ রপ্তানি হইত।

১৬৭৫ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রেরিত পণ্যের মূল্য ৬৪ লক্ষ মুদ্রা মাত্র ছিল এবং তাহাদের দ্বারা আনীত দ্রব্যগুলি ১৩০ লক্ষ টাকায় পরিমিত হইতে পারিত। অথচ ইংরাজেরাই তখন ভারতের বহির্বাণিজ্যের অর্দ্ধেকাংশ দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ভারতীয় আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য সর্ব্বসমেত ১৪ কোটি টাকা মাত্র ছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত হইতে যে সকল দ্রব্য প্রেরিত হইত, তাহাদের মধ্যে রেশমী বস্ত্র, মসলা, নীল, চিনি প্রভৃতির স্থান প্রথমতঃ প্রধান ছিল। পুরাকালে বাণিজ্য-প্রসারের পথে যে সকল অন্তরায় ছিল, তাহা এই সময়ে ক্রমশঃ অপনোদিত হইতে আরম্ভ হয়। রেলপথ সকল প্রস্তুত হওয়াতে শস্যাদি ইউরোপে রপ্তানি হইতে লাগিল। ১৮৬৯ অব্দে সুয়েজ খাল খনিত হওয়াতে ভারত হইতে বিলাত যাইবার পথ ১০০ দিনের পরিবর্ত্তে ২০।২৫ দিবস মাত্রে পরিণত হয় এবং ভারতীয় বাণিজ্যের প্রসারও প্রবলভাবে হইতে থাকে। মোটের উপর সুয়েজ খাল খনন এবং ভারতের অভ্যন্তরে রেলপথের বিস্তার, এই দুইটী বর্ত্তমান বিপুল ভারতীয় বাণিজ্যের মূল কারণ। ১৮৭০—৭৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর গড়ে বার্ষিক আমদানী দ্রব্যের মূল্য ৪১ কোটি টাকার কিঞ্চিৎ অধিক, এবং রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ৫৮-কোটি টাকা ছিল। ১৯০০—৪ অব্দ পর্য্যন্ত বার্ষিক আমদানী দ্রব্যের মূল্য গড়ে ১১০ কোটি টাকার উপর এবং রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য গড়ে ১৩৬ কোটি টাকার উপর উঠিয়াছিল।

এক্ষণে আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ যে কেবল বাড়িয়াছে, তাহা নহে; তাহাদের মূল্যের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রেশম, হস্তিদন্ত মসলা প্রভৃতি পূর্ব্ব প্রেরিত দ্রব্যের মধ্যে প্রস্থান স্থান অধিকার করিয়া থাকিত। এক্ষণে রপ্তানির প্রধান দ্রব্য—চাউল, গম প্রভৃতি শস্য, তুলা, পাট, প্রভৃতি। আনীত পণ্যের মধ্যে পশমী বস্ত্রাদির পূর্ব্ব প্রাধান্য লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে ইংলণ্ডের কার্পাস বস্ত্রই আমদানী দ্রব্যের মধ্যে বাণিজ্যের শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছে। তন্নিম্নে লৌহাদি নির্ম্মিত যন্ত্রাদি, চিনি, লবণ প্রভৃতির স্থান। স্বর্ণ রৌপ্যও যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে।

উপরে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংস্থানের যে বিশেষত্ব, তাহা নৌ-বাণিজ্যের পক্ষে তত উপযোগী নহে। উত্তরের দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় অতিক্রম জন্য, স্থলে বাণিজ্য বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি তাহার পরিমাণ যে নিতান্ত নগণ্য তাহা নহে।

(কাজের লোক।)

———

সিগারেট সেবনের অপকারিতা।

কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সিগারেট সেবনের অভ্যাস বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি বর্ষেই এই ঘোর অনিষ্টকারী দ্রব্যের লক্ষ লক্ষ টাকার কাটতি হইতেছে। সুকুমার মতি বালকেরাই ইহার সেবক, ইহাই অধিক পরিতাপের কথা। এই মহা অনিষ্টকারী দ্রব্য বালকের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকারী বলিয়া জাপান গবর্ণমেণ্ট অহিফেনের ন্যায়, নাবালকগণের তাম্রকূট সেবনও নিষিদ্ধ বলিয়া আইন করিয়াছেন। জাপানে ২০ বৎসরের ন্যূন-বয়স্ক কোন বালক সিগারেট বা চুরুট ব্যবহার করিতেছে, এরূপ অবস্থায় তাহাকে ধরিতে পারিলে, তাহার সিগারেট এবং চুরুট সেবনের যন্ত্রাদি কাড়িয়া লওয়া হয় এবং তাহার কর্ত্তৃপক্ষের অর্থদণ্ড করা হয়। যে সকল ব্যবসায়ী এই প্রকার নাবালকদিগকে সিগারেট প্রভৃতি মাদক দ্রব্য বিক্রয় করে, তাহাদিগকেও দণ্ডিত করা হইয়া থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ও কয়েকটী প্রদেশে ১৮ বৎসরের বালককে সিগারেট বিক্রয় করাও অপরাধ বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। কেপকলোনী, অণ্টারিও, বৃটিশ কলম্বিয়া প্রভৃতি স্থানে ১৬ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালককে সিগারেট বিক্রয় করিলে আইন অনুসারে দণ্ডিত হইতে হয়। আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেট রাজ্যে ২১ বৎসরের নিম্নে কোন বালককে সিগারেট সেবন করিতে দেখিলে বা সিগারেট বিক্রয় করিলে দণ্ডিত হইতে হয়। এই সমস্ত প্রমাণ দেখিলেই অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সিগারেট সর্ব্ববাদী সম্মত অনিষ্টকারী বিষ, তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ সকল দেশের রাজা সিগারেট বিক্রয়ের শত্রু, সেই জন্য সেখানে সিগারেট বিক্রয়ের সুবিধা হয় না, তাই ভারতবর্ষের পিতৃমাতৃহীন, দায়ফরিদহীন—দীনহীন সুকুমার মতি শিশুগণের জীবনবিনিময়ে ঐ সমস্ত রাজ্য হইতে সেই দেশের সিগারেট ব্যবসায়ীগণ ঘোর অনিষ্টকারী এত সিগারেট ভারতবর্ষে রপ্তানী করিতেছেন। * * *

আমরা এবার "Evils of Cigarette Smoking" নামক ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে সিগারেট সেবনের কয়েকটী অনিষ্টকারিতা গুণ দেখাইতেছি। যথা—কিছুদিন হইল, ইংলণ্ডের ওক ওয়ার্ক গ্রামে বালকগণের মধ্যে সিগারেট সেবনের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে আরও একটী দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে। উক্ত গ্রামের পার্শী গ্রীণ নামক একটী ১৩ বৎসর বয়স্ক সিগারেট সেবন করিয়া অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। করোনারের নিকট এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিবার সময় প্রকাশ পায় যে, সিগারেট সেবনই তাহার মৃত্যুর কারণ, নিম্নে করোনার এবং জুরীর রায়ের অবিকল নকল দেওয়া হইল। যথা—

"At an inquest Parey Gre[illegible] aged 13, the evidence show[illegible]

the [illegible]d was an habitual Cigarette Smoker and inhaled Cigarette Smoke. A delicate youth, his vitality had been lowered and chronic poisoning had been set up. One of the symptoms was that he did not relish substantial food, prefering bread and butter. He died in a state of coma following violent convulsion. Jury fouud that death was due to natural causes accelerated by Cigarette smoking."

সিগারেট সেবন করিতে করিতে ক্রমে বিষ ক্রিয়া হইয়া আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আমরা সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য নিম্নে ইহার মর্ম্মার্থ দিলাম। যথাঃ—

"ইংলণ্ডের ওকওয়ার্থ গ্রামের পারসী গ্রীণ নামক একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। করোনারের নিকট যখন এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করা হয়, তখন করোনারের সুবিজ্ঞ চিকিৎসক প্রকাশ করেন যে, সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, বালক অত্যন্ত সিগারেট সেবী—সর্ব্বদাই সিগারেটের ধূম গ্রহণ করিত। এই কারণে তাহার সুকুমার শরীরের জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া ক্রমে ক্রমে শরীরের বিষ সংগৃহীত হইয়া এই আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। লক্ষণসমূহের মধ্যে একটী বিশেষ লক্ষণ—সে রুটি এবং মাখম ব্যতীত আর কোন পুষ্টিকর খাদ্য খাইত না। মৃত্যুর পূর্ব্বে অজ্ঞান হইয়া পরে আক্ষেপ উপস্থিত হয়, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। জুরিগণ সিগারেট সেবনজনিত বিষক্রিয়ায় স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহারা সিগারেট সেবনকারী তাঁহাদের চৈতন্য হইবে কি?

যদি প্রকৃত Businessman বা কাজের লোক হইতে হয়, তাহা হইলে কোন প্রকার নেশাই সেবন করা উচিত নহে। মাদক দ্রব্য মাত্রেই ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকের ঘোর অনিষ্টকারী এবং উন্নতির বিশেষ অন্তরায়। মাদক দ্রব্য মাত্রেই স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজক। উত্তেজক অবস্থার পরেই অবসন্নতা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শরীরস্থ সমগ্র যন্ত্রের মুহুর্মুহু এইরূপ পরিবর্ত্তনের একটা সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা অবশ্যম্ভাবী ফল। সেই জন্য উদ্যোগিতা, সাহসিকতা, স্মৃতিশক্তি, বিবেকশক্তি, কথাবার্ত্তার মাধুর্য্য, প্রভৃতি প্রকৃত কাজের লোকের যাহা সদ্গুণ, সেইগুলি নষ্ট হইয়া মানুষ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, জীবন বিপন্ন হয়, এবং অকাল মৃত্যুর আধিক্য হইতে থাকে। সিগারেটে ভারতের ঘোর অনিষ্ট হইতেছে। এই নেশার এ দেশের বালকগণ এত বশবর্ত্তী হইয়াছে যে, আমাদের বোধ হয়, শতকরা ৮০ জন বালক সিগারেট সেবন করিয়া থাকে। ভিক্ষুক ভিক্ষালব্ধ চাউল বিক্রয় করিয়া সিগারেট ক্রয় করিতেছে, এরূপ দৃষ্টান্তও শতাধিক বার আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। সমাজ এবং গবর্ণমেণ্ট দ্বারা ইহার আশু প্রতিকার হওয়ার আবশ্যক হইয়াছে।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

চীনের সাপ প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

সামান্য একটু শ্বেত বর্ণের চূর্ণে অগ্নি সংযোগ করিলে ঠিক সাপের মত এক প্রকার ভস্ম সর্পাকারে বাহির হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন, তাহাকে সকলে চীনের সাপ বলে। ইহা ছেলেদের খেলার জিনিষ, বিলাত হইতেই এদেশে আইসে এবং বালক-বালিকাগণ ইহার ক্রেতা। ইহা এক বাজী বিশেষ, বারুদ বলিলেও বলা যায়। এই দ্রব্যটী এদেশে প্রস্তুত করিয়া কেহ বিক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু ইহার মালমশলাগুলি বিষাক্ত, সেইজন্য সাবধান হইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাকে ইংরাজিতে বলে "Pharoas Serpent."

প্রস্তুত প্রণালী।

Sulpho-cyonide of Mercury	2 dr.
Prusian Blue ...	5 gr.
Compound Tragacanth Powder	15 gr.

উত্তমরূপে এইগুলিকে ঈষৎ তরল গঁদের জল দ্বারা মিশ্রিত করিয়া কর্দ্দমবৎ করিয়া লও, তাহার পর তাহাকে সরু সরু বাতির মত করিয়া একখানি সমতল কাচের প্লেটের উপর পাকাইয়া শুষ্ক করিয়া লও। এবং শুষ্ক হইলে খণ্ড খণ্ড করিয়া একটী ক্ষুদ্র কাগজের বাক্সের মধ্যে সামান্য তুলা দিয়া প্যাক কর। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে দেশলাই জ্বালিয়া অগ্নি সংযোগ করিবামাত্র ঠিক যেন গর্ত্ত হইতে সাপ বাহির হয়, সেইরূপ সর্পাকার বাহির হইবে। এই বাক্সের উপর লেবেলে "poison বা বিষাক্ত" লিখিয়া দেওয়া উচিত। প্রত্যেক বাক্স /০ হইতে ৵০ আনা মূল্য নির্দ্ধারণ করিলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন হইবে। ইহার ক্রেতা বালকবালিকা, ইহা বেশ আমোদ জনকও বটে। মালমশলাগুলি ভাল কেমিষ্টের দোকানে পাওয়া যায়।

ঘাস ও আগছা নষ্ট করিবার উপায়।

বাগান মধ্যস্থিত প্রস্তর বা ইষ্টক নির্ম্মিত পথে দুইটি ইষ্টকের মধ্যস্থলে প্রায়ই ঘাস জন্মিয়া পথের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে। বাগানের পথে এরূপ ঘাস আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। বাজারে যে অতি সুলভ ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড বা ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়, তাহারই ৫ ভাগ ১০০ ভাগ জলে দ্রবীভূত করিয়া আগাছা তৃণাদির উপর ঢালিয়া দিলে গাছ নষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন ফুটন্ত গরম জল ঢালিয়া দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

কৃষি যন্ত্রে প্রলেপ দিবার উপযোগী রং।

কৃষি যন্ত্র বৎসরের এক সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এজন্য মরিচা ধরিয়া প্রায়ই নষ্ট হয়; এমন কি ব্যবহারের সময়ও যদি মরিচার আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় তাহা হইলে যন্ত্রাদি বহুকাল ব্যবহার্য্য থাকে। কেবলমাত্র ধার বাদ দিয়া অন্যাংশে রং দিলে যন্ত্রাদিতে মরিচা পড়ে না। রংটি এরূপ হওয়া আবশ্যক যেন তাহা লোহার গাত্রে এনামেলের ন্যায় ধরিয়া থাকে, সহসা নষ্ট না হয়। জনৈক কৃষিতত্ত্ববিৎ এইরূপ রংএর মশলা আবিষ্কার করিয়াছেন—১২০ ভাগ উৎকৃষ্ট সুরাসারে (৯০%) ৮০ ভাগ ম্যানিলা কোপাল, ৪০ ভাগ বেন্‌জিন দ্রবীভূত করিয়া তাহাতে ৩ ভাগ রেড়ীর তৈল মিশাইতে হইবে অতঃপর ইহাতে অভিলাষানুরূপ রং (৪ হইতে ৭ ভাগ) মিশাইয়া যন্ত্রের গাত্র ঘসিয়া মাজিয়া রং লাগাইয়া দিতে হইবে। শুকাইলে যন্ত্রের গাত্রে ইহা এনামেলের ন্যায় দৃঢ় হইয়া লাগিয়া যায়।

দুইখণ্ড পার্চ্চমেণ্ট জুড়িবার উপায়।

খণ্ড খণ্ড পার্চ্চমেণ্ট কাগজ জুড়িতে হইলে খণ্ডদ্বয়ের যে যে অংশ জুড়িতে হইবে সেই সেই অংশে সুরাসার লাগাইয়া দাও, পার্চ্চমেণ্ট বেশ ভিজিয়া উঠিলে দুই খণ্ড পার্চ্চমেণ্ট সংলগ্ন করিয়া দাও। এই জোড় কিছুতেই খুলিয়া যায় না।

ট্রেস করিবার উপযোগী কাগজ তৈয়ারি করিবার উপায়।

ঘুড়ির কাগজ এক দিস্তা বেশ উপরি উপরি সাজাইয়া লও। একটি পাত্রে ম্যাষ্টিক বার্ণিশ ও তারপিন তৈল মিশ্রিত করিয়া রাখ অতঃপর একটি কোমল বুরুশে করিয়া কাগজের বাণ্ডিলের সর্ব্বোপরি কাগজে ধীরে ধীরে সর্ব্বত্র সমান ভাবে ঐ বার্ণিশ লাগাইয়া এক একখানি করিয়া দড়িতে শুষ্ক করিতে দাও। শুষ্ক হইলে উৎকৃষ্ট ট্রেসিং কাগজ হইবে। (কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

কিন্তু তথাপি লোকটীকে দেখিয়াই মনে হইতেছে, যেন আমি তাহাকে চিনি। আমাকে অনুমতি দিন—লোকটা কে একবার দেখিয়া আসি।

তুলিয়া। কাহার কথা বলিতেছেন? ঐ যুবকের? আমি উহাকে ভালরূপই চিনি। একটী ভদ্রলোক এই দ্বীপে বাস করে—ও তাহারই পুত্র। আমি যতদূর জানি, তাহাতে আমার বিশ্বাস ও কখনও জীবনে এই দ্বীপের বাহিরে যায় নাই।

লরেন্স। তাহা হইলেও সে নয়।

তাহার পর তাঁহারা দুর্গ প্রাকার হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তুলিয়া তাঁহাকে দুর্গের বিভিন্ন স্থান দেখাইয়া লইয়া বেড়াইল। অন্তঃপুরের মধ্যে প্রায় একঘণ্টা কাটিয়া গেল। তুলিয়া যে জিনিষটা দেখায়—লরেন্স আগ্রহ সহকারে সেইটাই দেখেন—তাহার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেন—তাঁহার এ আশঙ্কা এরূপ না করিলে, পাছে তাঁহার সহৃদয়া সুন্দরী সহচারিণীর প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ হইবে। তুলিয়া দুর্গের সকল স্থান দেখাইল—দেখাইল না কেবল বন্দীগৃহের ছাদের উপর।

এইরূপে তিনঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া, বেলা ঠিক দুইটার সময়ে তাঁহারা বৈঠকখানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মধ্যাহ্নভোজনের সময় হইয়াছিল, টেবিলের উপর বিবিধ খাদ্য পরিবেশিত হইয়াছিল। সকলে আহারে বসিলেন। অতিথির প্রতি যতখানি সৌজন্য প্রকাশ করা আবশ্যক তুলিয়ার নিকট তাহার কিছুমাত্র ত্রুটী হইল না। আহার শেষ হইতে হইতে বেলাও শেষ হইয়া আসিল। আহারান্তে জ্যেষ্ঠা রুচিয়া তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন, তাঁহার যাত্রার সকল আয়োজন ঠিক হইয়াছে—কাল প্রত্যুষে তিনি লিভারপুলের অভিমুখে রওনা হইতে পারিবেন। শুনিয়া লরেন্স যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। এবং তাঁহাদের এই সহৃদয়তা পূর্ণ সাহায্যের জন্য পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। কথাবার্ত্তায় সময় অতিবাহিত হইল—রাত্রি নয়টা বাজিলে বিশ্রামার্থ নিজ কক্ষে প্রস্থান করিলেন।

পুনরায় তিন ভগ্নী একত্র হইল। লরেন্সের প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই রজতঘণ্টার শব্দ হইল। মোর্ণা তথায় উপস্থিত হইলে, রথওয়েলকে ডাকিয়া দিবার জন্য রুচিয়া আদেশ করিল।

পরিচারিকার প্রস্থানের পর তুলিয়া কহিল,—"পূর্ব্বে যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক। আমার কার্য্য বড়ই কঠিন।"

রুচিয়া। হাঁ দেখিয়াই বোধ হইতেছে—লরেন্স লি উন্নতমনা তেজস্বী পুরুষ।

সাবিনা। তাহা হইলেও, তুলিয়া! তুমি তাহার তেজগর্ব্ব খর্ব্ব করিবে। তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তোমার উদ্দেশ্যের মত করিয়া গড়িয়া লইবে।

তুলি। হাঁ—গর্ব্বিত পুরুষকে পদানত করিবার অনেক কৌশল আছে।

তিন ভগ্নী পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিল। সে দৃষ্টিতে কি যেন একটী ভীষণ নরকাগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। ঠিক এই সময়ে রথওয়েল সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"লোকটার কি কোন সন্ধান পাইয়াছ? তাহার যথাযথ রূপ তোমায় ত বলিয়াছি।"

রথওয়েল কহিল,—"সামান্যই জানিতে পারিয়াছি। সে এই দ্বীপেই বাস করে। একজন প্রজা—এখানে আশ্রয় লাভের জন্য যাহা কিছু দেয়—সব দিয়াছে।"

রুচিয়া। কি নাম?

রথওয়েল। হেনরি বিটন। কিন্তু সে লোক—কি উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে—কি জন্যই বা এখানে বাস করিতেছে, এখনও জানিবার অবসর পাই নাই।

তুলিয়া। জানিবারও আবশ্যক নাই। সে যেই হউক, লরেন্স তাহাকে চিনিয়াছে কিন্তু সে যখন লরেন্সকে দেখিতে বা চিনিতে পারে নাই, তখন এ সকল বিষয় লইয়া আমাদের আর অধিক আলোচনা করিবার আবশ্যক দেখি না।

ক্লচিয়া। না। মিষ্টার লি শীঘ্রই এখন স্থানে—

সাবিনা। যে স্থানে কোন হিতৈষী বান্ধবের সাহায্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

পুনরায় সুন্দরীগণের চক্ষে নরকাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। রথওয়েল তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিলেও জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন কি আদেশ করিতেছেন?"

তুলিয়া কঠোর কণ্ঠে পিশাচীর মত বলিয়া উঠিল—"তবে তাহাই হউক।"

তিন ভগ্নীর মুখেই সেই কঠোর পৈশাচিক ভাব প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সৌন্দর্য্যের এমন কঠোর—এমন ভয়াবহ ছবি খুব কমই দৃষ্ট হইয়া থাকে। রথওয়েল ইঙ্গিতে আভাস পাইয়া, আদেশ প্রতিপালন করিতে চলিল।

তুলিয়া কহিল,—"ভাগ্যে আমার বুদ্ধি যোগাইয়াছিল—তাই লরেন্স লিকে নিরস্ত্র করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলাম, নচেৎ হেনরি বিটনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিশ্চয় তাহার পার্শ্বে ছুটিয়া যাইত।"

ক্লচিয়া কহিল,—"তাহা হইলে, এখন যাহা সম্পাদিত হইতে চলিল, প্রকাশ্য দিবালোকে বাধ্য হইয়া তাহাই করিতে হইত।"

সাবিনা উত্তর করিল। "কিন্তু আমাদের তাহা উদ্দেশ্য নয়। এ রকম কার্য্য নৈশ অন্ধকারের বিস্তারিত পক্ষ পুটের মধ্যে গোপনে করাই শ্রেয়ঃ।"

ষড়ধিকসপ্ততিশততম পরিচ্ছেদ।

হেনরি বিটন।

ইঙ্গিতে আদেশ পাইয়া রথওয়েল যে কার্য্য সম্পাদন করিতে চলিল, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে, আমরা সেই যুবকের—যাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া লরেন্সের ধারণা জন্মিয়াছিল,—তাহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার প্রয়াস পাইব। রথওয়েলের মুখে প্রকাশ—ইহার নাম হেনরি বিটন। এই বাত্যাকুলিত মেঘাচ্ছাদিত দিবসে যুবক কি দুর্গ প্রাকারের সন্নিধানে সাগরের পাষাণময় পুলিনে পরিভ্রমণ করিতেছিল? সত্যই কি সে বায়ুসেবন করিতে বাহির হইয়াছিল? সে কি অপরাপর নগরবাসীর মত জানিত না দুর্গের চতুর্দ্দিকে ওরূপ সন্দিগ্ধভাবে ভ্রমণ করা কখনই নিরাপদ নয়? জানিত। জানিত বলিয়াই উদ্দেশ্যহীন ব্যক্তির মত ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিল ফিরিতেছিল। অন্যের অলক্ষিতে দুর্গের অভিমুখে এক একবার মুখ তুলিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেছিল। তাহার মুখমণ্ডল বিষাদের ঘোর কালিমায় সমাচ্ছন্ন হইলেও, তাহার চক্ষু দিয়া দৃঢ় সংকল্পের একটী তীব্র জ্যোতি বিস্ফুরিত হইতেছিল। সুন্দর আকৃতি—সুগঠিত দেহ। তাহার পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র তরবারি দুলিতেছিল—তাহার বয়স অল্প, এই সবে মাত্র অষ্টাদশবর্ষ হইলেও—সে যে উক্ত অস্ত্র ব্যবহারে সপটু, তাহা তাহার দিকে কটাক্ষ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তাহার পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া, সে কে—কি করে, বলা বড়ই কঠিন।

যুবক যেভাবে দুর্গের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন তাহার কোন নিকট আত্মীয় ঐ দুর্গাভ্যন্তরে বন্দী, একবার মাত্র সেই বন্দীর দর্শন লালসায় আকুল হইয়া যুবক ঐভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দুর্গবাসিনী দুর্গেশের কোন নন্দিনী কি তাহার প্রণয়িণী? প্রণয়িণীর পীযুষ পুরিত নয়নের স্নিগ্ধকান্তি নিরীক্ষণের আশায় কি তাহার, এই আকুলতা? না—তাহা হইলে আনন্দের সহিত আশার আলোক মিশিয়া তাহার নেত্রপ্রান্তে নৃত্য করিত। তবে এ যুবক কে? কি উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধরিয়া এ হেন স্থলে ভ্রমণ করিতেছে?

সহসা দুর্গ প্রাকারে দণ্ডায়মান কোন পুরুষের পার্শ্বে বিহারিণী এক রমণীর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। যুবক আপন মনে বলিয়া উঠিল,—"ঐ না সুন্দরী তুলিয়া?"

পরক্ষণে তাহার দৃষ্টি পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হইল। যুবক সহসা শিহরিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হইয়া—যেন অন্যদিকে তাহার দৃষ্টি আছে এমনই ভাব দেখাইয়া, অপাঙ্গের দৃষ্টিতে সেই পুরুষকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। যুবক আর বিস্ময় দমন করিতে পারিল না। অস্ফুটকণ্ঠে আপন মনে বলিয়া উঠিল,—"এ যে দেখিতেছি লরেন্স লি।"

যুবক সে স্থানে আর অপেক্ষা করিল না। নিতান্ত বিষণ্ণভাবে সে স্থান ত্যাগ করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। একটী হোটেল দ্বারে উপস্থিত হইয়া যথাসাধ্য তাহার বিষণ্ণভাব পরিহার পূর্ব্বক, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। হোটেল স্বামী বনিফেস তাহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল,—"মিষ্টার বিটন! আজ এত সকালে যে?"

বিটন। হাঁ একটু সকালে বটে। তোমার গ্রাহকবর্গের জন্য টেবিলের উপর মদের গ্লাস পড়িতে এখনও দেড় ঘণ্টা বাকি—

বেনিফেস। যাহারা পয়সা কড়ি ফেলিতে পারে—তাহাদের জন্য। জানত আর এখানে সব নগদ খরিদ্দার।

হোটেল স্বামীর কৃশাঙ্গী জায়াটী এই সময়ে বাহিরে আসিল। রমণী ক্ষীণাঙ্গ হইলেও দেহের অনুপাতে কঠোর কুলিশনাদিনী। কলহপ্রিয়া কর্কশভাষিণী বলিয়া উঠিল,—আমরা কাহাকেও ধার দিই না। ধার দিলে এতদিন আমাদের চালচুলা পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলিত।" (ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ বর্ষ।] ২৫শে আষাঢ়, ১৩২৬ সাল। ইং ১০ই জুলাই, ১৯১৯ সাল। [৩য় খণ্ড।

সঞ্চয় শিক্ষা পদ্ধতি।

মিতব্যয়িতা শিক্ষা না করিলে সঞ্চয় সম্ভবে না। সেই মিতব্যয়িতা শিক্ষার পদ্ধতি কঠিন নহে, অতি সহজ। পণ্ডিত প্রবর Smile স্মাইল সাহেব বলিয়াছেন "The methods of practising economy are very simple, spend less than that you earn. That is the first rule. A portion should always be set apart for future." অর্থাৎ মিতব্যয়িতা শিক্ষার নিয়ম অতি সহজ। যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহাপেক্ষা কম ব্যয় করিবে। উপার্জ্জনের কিয়দংশ সর্ব্বদাই ভবিষ্যতের জন্য পৃথক ফেলিয়া রাখিতে হইবে। ইহাই হইল সঞ্চয়ের প্রথম নিয়ম।" যে ব্যক্তি আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক করে, সেই ব্যক্তি নির্ব্বোধ, অচিরেই ঋণগ্রস্ত হইয়া ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া থাকে।

সঞ্চয় শিক্ষার দ্বিতীয় নিয়ম, সমস্ত ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্য নগদ করিতে হইবে, এবং কোন ক্রমেই ঋণগ্রস্ত হইবে না। যে ব্যক্তি ঋণী, সে সর্ব্বদাই অপরের দ্বারা প্রতারিত হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, সে লোক অতি অল্প সময়েই অসৎ হইয়া পড়ে, মনুষ্যত্ব হারাইয়া ঋণের জ্বালায় বহু অসৎকার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি দেয় পরিশোধ করে, সে ব্যক্তি পক্ষান্তরে আপনাকে অচিরেই উন্নত অবস্থায় আনয়ন করিয়া থাকে "Who pays what he owes, enriches himself."

তৃতীয় নিয়ম—ভবিষ্যতের কল্পিত বা অনিশ্চিত লাভ দেখিয়া তাহার পূর্ব্বে কদাচ সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিবে না। সেই কল্পিত লাভ নাও হইতে পারে, যদি এইরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে আরব্যোপন্যাসের সিন্ধুবাদের বৃদ্ধের ন্যায় ঋণ তোমার ঘাড়ে আজীবন চাপিয়া থাকিবে। বাস্তবিক অনিশ্চিত লাভ বা কল্পিত আয়ের আশায় অনেকে তৎপূর্ব্বেই সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া চিরকালের জন্য ধ্বংশ হইয়াছে।

চতুর্থ নিয়ম—সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব অতি অবশ্যই রাখিয়া যাইতে হইবে। যাহার এই সুশৃঙ্খলা আছে, সেই ব্যক্তি সংসারের কি আবশ্যক না আবশ্যক বুঝিতে পারে এবং বুঝিয়া আয় ব্যয়, দেনা পাওনা স্থির করিয়া চলিতে সক্ষম হয়।

সাউদির "লাইফ অফ্ ওয়েসলিতে" আমরা দেখিতে পাই, তিনি তাহার জীবনে এই পদ্ধতি অতি সুন্দর রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সামান্য আয়ের তিনি যথাযথ রূপে জমা খরচ রাখিয়া যাইতেন। তিনি ৮৬ বৎসর বয়সে তাহার জমা খরচের খাতায় কম্পিত হস্তে লিখিয়া গিয়াছিলেন যে, "For more than eighty six years, I have kept my account exactly. I do not care to continue to do so any longer, having conviction that I economize all that I obtain and give all that can—that is to say, all that I have"

মিতব্যয়িতার এই সমুদয় নিয়ম ব্যতীত সংসারের কর্ত্তা এবং গৃহিণীর প্রত্যেক ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ বিষয়ের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। দেখিতে হইবে, কোন দ্রব্যেরই অযথা অপব্যয় না হয় বা কোন জিনিস অযথা স্থানে পড়িয়া না নষ্ট হয়। প্রত্যেক দ্রব্য যথাস্থানে কার্য্যশেষ হইলে রক্ষিত হওয়া উচিত। সুশৃঙ্খলা মিতব্যয়িতা শিক্ষার অতি আবশ্যকীয় উপকরণ। বিশৃঙ্খলায় সংসারে অপব্যয় অনিবার্য্য। অবিলম্বেই সে সংসারের লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইয়া থাকেন। আহার, বিহার, আয় ব্যয়, সমস্ত বিষয়েরই মিতাচার আবশ্যক। নচেৎ রোগ, শোক, নানা উপসর্গ দ্বারা সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে এবং যাইয়াও থাকে।

আয়ের কত পরিমাণ ব্যয় করিলে মানবের শুভ হইতে পারে, তাহার নিয়ম বদ্ধ করিয়া দেওয়া কঠিন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেকন

বলিয়াছেন যে "If a man would live well within his income, he ought not to expend more than one half and save the rest." অর্থাৎ যদি কেহ নিজের আয়ের উপর সুখে থাকিতে চাহে, তাঁহাকে আয়ের অর্দ্ধেক ব্যয় করিয়া বাকী সঞ্চয় করিতে হইবে।

কিন্তু পণ্ডিত প্রবর স্মাইল বলিয়াছেন, বেকন সাহেবের এই নির্দ্দিষ্টতার যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কারণ তিনি নিজেও এই নিয়মে চলিতে পারেন নাই। আমার এই পরামর্শ বোধ হয় সহজসাধ্য হইতে পারে যে, যত আয়, তাহাপেক্ষা যথাসাধ্য কম ব্যয়ই সঞ্চয়ের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। সঞ্চয় এবং মিতব্যায়িতা ধনী এবং দরিদ্র উভয়েরই আবশ্যক। কারণ মিতব্যয়ী না হইলে অভাব অপরিহার্য্য, অভাবী কখন দয়ালু এবং সৎকর্ম্মী হইতে পারে না। যদি কেহ যত্র আয়, তত্র ব্যয় করে, তাহা হইলে তেমন লোকের দ্বারা কেহ উপকৃত হইতে পারে না। এমন কি বেকনের ন্যায় মিতব্যয়ী পণ্ডিতও বলিয়াছেন যে, অতি উচ্চ বুদ্ধিমান ব্যক্তিও ধ্বংশকে আলিঙ্গন না করিয়া মিতব্যয়িতা এবং সঞ্চয়কে অবজ্ঞা করিতে পারে না, অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও অপব্যয়ী হইলে তাহার ধ্বংশ অনিবার্য্য।

আমাদের দেশে নিত্যই অপব্যয়িতা বৃদ্ধি পাইতেছে; বর্ত্তমান সময়ের যুবকগণ সর্ব্ব বিষয়েই অপব্যয়ী, ঘোর বিলাসিতাই ইহার মূল। নিজের আহার্য্য কমাইয়া থিয়েটার, বায়স্কোপ এবং বিবিধ প্রকারে এ দেশের শিক্ষিত যুবকগণও যে অর্থ নিত্যই জলস্রোতের ন্যায় ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারা কত সংসারেরই লক্ষ্মী শ্রী হইত। ক্ষুদ্রে অনাস্থা দ্বারা সংসার তো দূরের কথা, কত রাজ্য নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ অপব্যয়িতা আমরা যে পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত লাভ করিয়াছি, তাহা স্মাইলের ন্যায় পণ্ডিতও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে "Although Englishmen are a diligent, hard working aud generally self-reliant and trusting to themselves ......are yet liable to overlook and neglect some of the best practical methods of improving their position and securing their social well being." অর্থাৎ ইংরেজ জাতি, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, আত্মনির্ভরশীল হইলেও অবস্থার উন্নতি করিবার কতকগুলি উৎকৃষ্ট নিয়ম উপেক্ষা করিয়া থাকেন। মিতাচার সম্বন্ধে ইহাদের শিক্ষার এখনও যথেষ্ট অভাব। "They are yet not sufficiently educated to be temperate, provident and forseeing." অর্থাৎ এই ইংরাজ জাতি এখনও মিতাচার, সঞ্চয় এবং ভবিষ্যৎ দর্শিতায় পশ্চাৎপদ। আর আবশ্যক নাই। আমরা অনুকরণপ্রিয় জাতি, তাঁহাদের অনুকরণে ঘোর বিলাসী হইয়া সঞ্চয়ের আবশ্যকতা উপেক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়া কেমন সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তাহা কাহারও আর বুঝিতে কষ্ট হয় না।

(কাজের লোক।)

আবশ্যকীয় তথ্যাবলী।

বিজ্ঞাপন কখন প্রচলিত হয়।

সাব্যস্ত হইয়াছে, ১৬৪২ খৃঃ অব্দে গ্রেটবৃটেনে যখন সিবিলওয়ার বা আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, তখন সংবাদ-পত্রে সর্ব্ব প্রথম বিজ্ঞাপন প্রচারের পন্থাও চলিত হইয়াছিল।

গ্রীস দেশে থিয়েটার, নীলাম, রাজ আজ্ঞা মানুষে ডাক ছাড়িয়া বলিয়া বেড়াইত।

ইংলণ্ডে সাকশনগণ ধর্ম্ম পুরোহিতগণের জন্য সর্ব্ব প্রথম অক্ষরে মুদ্রিত নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল। বিজ্ঞাপনের প্লাকার্ড যদিও সম্পূর্ণ আধুনিক, কিন্তু প্রাচীন ইজিপ্সিয়ান, গ্রীক, এবং রোমীয়গণ এই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিত, কেন না পম্পিয়াই নগরের ভগ্নাবশিষ্ট দেওয়ালের গায়ে বর্ত্তমান সময়ের প্লাকার্ডের মত লাল এবং কাল অক্ষরে বড় বড় প্লাকার্ড পাওয়া গিয়াছিল। ১৬৫২ খ্রীঃ অব্দে সর্ব্ব প্রথম ইংলণ্ডের মার্কিউরিয়স পলিটীকস্ নামক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। তারপর ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধীয় একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার আবশ্যকতা সমগ্র সভ্যসমাজের ব্যবসায়ী এবং শিল্পী এবং ক্রেতাগণ সম্যক উপলব্ধি করিতে থাকে। এক্ষণে বিজ্ঞাপন দেওয়া ব্যবসায়ের অতি আবশ্যকীয় বিষয় হইয়াছে। কিন্তু ভারতে প্রাচীন কাল হইতে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কেহ মাথা ঘামাইতেন না। আজও সকলে যে ইহার আবশ্যকতা বুঝেন, এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না। যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা সৌভাগ্য সোপানে উঠিতেছেন।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

সমস্ত কাজই করিবার চেষ্টা করিলে একটা কাজও সুসম্পন্ন করা যায় না। কামার যেমন হাপরে দশটা লৌহ পোড়াইতে দিয়া একটারও ধাত ঠিক রাখিতে পারে না, মানুষ তেমনি একবারে দশটা কাজ আরম্ভ করিয়া একটাও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না।

প্রকৃত সুখ, অপর বিবিধ মূল্যবান জিনিসের ন্যায় সহজেই লাভ করা যায় না, ইহার জন্য অহরহ খাটিতে হয়, ভাবিতে হয়, তবে পাওয়া যায়।

আত্মসম্মান এবং সম্পত্তি উভয়ই সেই মানবের পক্ষে মূল্যবান, যে পর্য্যন্ত তাহার

তাহা জ্ঞান থাকে এবং রক্ষার্থে যথেষ্ট নৈতিক সাহস ও বল থাকে। আত্মসম্মান, এবং সম্পত্তির মূল্যবোধ এবং রক্ষার ক্ষমতা যাহাদের নাই, তাহাদের হাতে ইহা বালকের ক্রীড়নক।

জগতের সকলকে সন্তুষ্ট করা যায় না। সুতরাং সে চেষ্টায় জীবন কাটাইও না। কেবল নিজের বিবেককে সন্তুষ্ট রাখিয়া কাজ করাই যুক্তি সঙ্গত।

(কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ব্লাই-হাউস প্লট।

ঘৃণা বিজড়িত স্বরে বিটন উত্তর করিল,—"ভদ্রে। তোমার এ কটুক্তিগুলি অন্যত্র বর্ষণ করিলেই ভাল হইত। আমি তোমাদের এখানে অগ্রে দাম না দিয়া কখনও এক-গ্লাস মদ বা এক টুকরা রুটী পাই নাই।"

রমণী যেমন কলহপ্রিয়া কটুভাষিনী, আবার নিজের দোষে স্বার্থে আঘাত লাগিতে বসিয়াছে দেখিতে পাইলে, মুহূর্ত্তেই তেমনি বিবাদের মীমাংসা করিতে জানিত। সঙ্কুচিত ভাবে কহিল,—"কোন অপরাধ লইও না—এখন কিসে তুমি সন্তোষ লাভ করিবে বল?"

বিটন কহিল,—"সাগরে বেড়াইয়া আমার বড়ই ক্ষুধা তৃষ্ণার উদ্রেক হইয়াছে। ক্ষুধার জ্বালা পরে নির্ব্বাণ করিব—এখন এক বোতল মদ লইয়া আইস—গলাটা একেবারে শুকাইয়া উঠিয়াছে। আর মিষ্টার বেনিফেস! তোমায় আমার একটু সাহায্য করিতে হইবে—একটা বোতল একেবারে সাবার করিবায় সামর্থ্য আমার নাই।"

পরের পয়সায় নিজের দোকানের মদ খাইতে পাইলে বেনিফেসের বড় আমোদ। সে তাড়াতাড়ি এক বোতল মদ এবং দুইটী গ্লাস লইয়া একটী কক্ষে উপস্থিত হইল। কক্ষে আর কেহ ছিল না। তদ্দর্শনে যুবকের অধরপুটে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। সে ইহাই চাহিতেছিল। তৃষ্ণার তাড়নায় তাহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হওয়া তাহার ভাণ মাত্র।

এক এক পাত্র উদরস্থ করিবার পর বেনিফেস জিজ্ঞাসা করিল,—"মদটা কেমন বল দেখি?"

বিটন। খুব ভাল। তোমার এই নির্জ্জন কক্ষের মধ্যে আর যাহা পাই, তাহাও এমনই ভাল।

বেনিফেস। তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম। তোমাকে অনেক দিন হইতে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছিলাম কিন্তু অবসর ঘটে নাই।

বিটন। তোমার যাহা অভিপ্রায়, সচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করিতে পার। ইহার মধ্যে এ বোতলটা শেষ—দরকার হয় আর একটা লইব।

বেনিফেস। কথাটা অন্য কিছু নয়। তুমি অনেক দিন হইতে আমার এখানে আহার করিয়া যাও কিন্তু আমার এখানে একটা ঘরে বাস কর না কেন? আমার সকল ঘরই বেশ আরাম দায়ক, পরিচ্ছন্ন প্রত্যেক ঘরেই ভাল বিছানা, গদি, পাশ বালিশ আছে।

বিটন। তাহা জানি। কিন্তু অপরাপর যাহারা তোমার এখানে আহার করে, তাহারা কি তোমার এখানে রাত্রিবাস করে?

বেনিফেস। না। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অসচ্চরিত্র ব্যক্তি। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে বাহিরে ঘোরে। এ রকম লোককে আমি বাসা দিই না—কারণ তাহাতে বদনাম আছে। তোমার আচার ব্যবহার ভদ্র—

বিটন। আমি দেখিতেছি তোমার প্রস্তাব মন্দ নয়। দুই একদিন পরে তাহাই হইবে। যে স্থানে আছি—পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া একেবারে চলিয়া আসা ভাল নয়।

বেনিফেস। ভাল—ভাল। কিন্তু তোমার এ বাসা কোথায়?

বিটন। সহরের সেই প্রান্তে।

বেনিফেস। কিন্তু তুমি খাইতেছ কই? কেবলই যে আমার গ্লাসে ঢালিতেছ?

বিটন। বিলক্ষণ—এই দেখ আমার পাত্র শূন্য।

এই বলিয়া বিটন সে গ্লাসটা শেষ করিল। তাহার পর আর এক বোতল আনিতে বলিয়া, একেবারে দুই বোতলের দাম দিয়া দিল। হোটেল স্বামীর আহ্লাদ দেখে কে! সে তাড়াতাড়ি আর এক বোতল লইয়া আসিল। বিটন কহিল—"বা বড় চমৎকার মদ! কিন্তু গত কল্যকার জাহাজ ডুবিটা কি ভয়ঙ্কর!"

বেনিফেস। শুদ্ধ ভয়ঙ্কর! কাল আমার ক্ষতি হইয়াছে, তাহা তোমাকে আর কি বলিব।

বিটন। বল কি ক্ষতি! কেমন করিয়া ক্ষতি হইল?

বেনিফেস। যদি চব্বিশটা কি, বারটা কিংবা ছয় জনের প্রাণ বাঁচিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্য হইতে অন্ততঃ দুই চারিজনও আমার এখানে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসিত। তাহাদের বাক্স, প্যাটরা, ব্যাগ জলে ডুবিয়া যাইলেও, তাহাদের অর্থাধারত তাহাদের নিকটে ছিল।

বিটন। প্রাতঃকালে বলিতেছিলে না কেবল একজন মাত্র ভদ্রলোক রক্ষা পাইয়াছে?

বেনিফেস। হাঁ, তাহাই ঠিক। কিন্তু তাহার পোষাক পরিচ্ছদের ছটা দেখিয়া, তাহাকে ভদ্র সন্তান মনে করিয়া, কাপ্তেন তাহাকে দুর্গের উপযুক্ত অতিথি মনে করিলেন। কিন্তু লোকটা যদি দরিদ্র হইত, রথওয়েল তাহার প্রতি এতখানি মমতা দেখাইলেন না—সে সেইখানে সাধারণের দয়ার প্রতীক্ষায় পড়িয়া থাকিত। কিন্তু আমি করিতেছি কি? মদে আমার মুখ আলগা করিয়া দিয়াছে দেখিতেছি। দেখ ভাই বিটন! যাহা শুনিলে যেন অন্যত্র প্রকাশ করিও না। আমি সেই

করুণহৃদয়, উদারমনা, ভক্তিভাজন কাপ্তেন রথওয়েলের নিন্দা করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি।

বিটন। না-না-সে ভয় করিও না। রথওয়েলের বিরুদ্ধে কোন কথা বল আর নাই বল, তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? কিন্তু যতদূর বুঝিলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে, শেষকালে রথওয়েলের প্রতি যে, বিশেষণগুলি প্রয়োগ করিলে, তিনি তাহার উপযুক্ত নন এবং তোমাকে তোমার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ধর, আর এক গ্লাস ধর।

বেনিফেস। সত্য কথা বলিতে মাষ্টার বিটন তুমি বড়ই ভাল ছোকরা। আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি। কাল রাত্রে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমি রথওয়েলের উপর ভারি চটিয়াছি। আমার প্রতি কাল যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছ—আমি কখনই তাহার উপযুক্ত নহি।

বিটন। বড়ই অন্যায়। তোমার মত ব্যক্তির প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ বড়ই অন্যায়। কিন্তু প্রাতঃকালে তুমি বলিতেছিলে না, যে লোকটীকে উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার বয়স অল্প, দেখিতে খুব সুশ্রী, তাম্রাভ কেশ, শ্মশ্রুহীন মুখ কিন্তু গোঁফের বাহারটা বেশ—

বেনিফেস। সত্যই কি আমি এত কথা বলিয়াছি? মনে পড়িতেছে না। কিন্তু তুমি যেরূপ বর্ণনা করিলে, ঠিক ঐরূপ।

বিটন মনে মনে বলিলেন,—"তাহা হইলে আমি প্রতারিত হই না—যাহা দেখিয়াছি—ঠিকই দেখিয়াছি। তিনিই যে লরেন্স লি তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।"

হোটেলস্বামী পুনরায় বিস্মিতভাবে কহিল, "এত কথা আমি বলিয়াছি, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু আমি না বলিলে তুমিই বা জানিতে পারিবে কিরূপে?"

বিটন। কিন্তু কাপ্তেন তোমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিল কেন? তোমার তত্ত্বাবধানে না রাখিয়া লোকটীকে দুর্গের সহিত অ। মধ্যে লইয়া গেল কেন? অতিথি সৎকারই কি তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

বেনিফেস। (সন্দিগ্ধভাবে চাহিয়া) না।

বিটন। দুর্গবাসীদের সম্বন্ধে যতটুকু জানিয়াছি, তাহাতে আমারও বিশ্বাস তাই।

বেনিফেস। বন্ধু! এ সম্বন্ধে আমরা যতই কম আলোচনা করি, ততই মঙ্গল। কেহ অলক্ষ্যে থাকিয়া আমাদের কথা শুনিতে পারে।

বিটন। দুর্গবাসীদের সম্বন্ধে আলোচনা করা কি তবে এতই ঘোরতর পাপ?

বেনিফেস। পাপ না হইলেও বিপজ্জনক বটে। তুমি যখন এ দ্বীপে বাস করিতেছ, তখন নিশ্চয় এ সংবাদ তোমার জানা কর্ত্তব্য। তুমি এখানে কতদিন আসিয়াছ? দুই মাসেরও উপর হইবে নয়?

বিটন। প্রায় তাই বটে।

বেনিফেস। দাঁড়াও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি কি সেই ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগের সময় উপস্থিত ছিলে?

বিটন। কোন্ দুর্য্যোগের সময়?

বেনিফেস। গত রাত্রের মত, আর এক রাত্রিতে যখন একখানা জাহাজ ডুবি হইয়াছিল?

বিটন। না, সে সময়ে আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম না। তাহার কিছু পরে আসি। আমার বেশ মনে পড়িতেছে, তোমারই মুখে শুনিয়াছি, সেবারেও কাপ্তেন রথওয়েল তোমার প্রতি কল্যকার মত দুর্ব্যবহার করিয়াছিল! সেবারে নাকি দুই জন লোক রক্ষা পাইয়াছিল।

বেনিফেস। হাঁ—তাই বটে।

বিটন। শুনিয়াছি সেই দুই জনের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক।

বেনিফেস মাথা নাড়িল। সহসা যেন তাহার চৈতন্য হইল। কহিল,—"এ সম্বন্ধে আর না। এ দিকে বোতলও শেষ হইয়াছে।"

বিটন আর এক বোতল আনিতে বলিল। হোটেলস্বামী কিন্তু কহিল,—"না, এখন আর নয়। লোকজনের আসিবার সময় হইয়াছে। আহারের পর, এক বোতল কেন, যদি খরচ করিতে পার এক ডজন খালি করিতে প্রস্তুত আছি।"

এই সময়ে একজন ভদ্রলোক সেই কক্ষে উপস্থিত হইল। তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার ভৃত্য। তাহার একটা প্রকাণ্ড ব্যাগ। বেনিফেস তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং যতদূর পারিল দ্রুততা পরিহার পূর্ব্বক ভৃত্যের হস্ত হইতে ব্যাগটী লইয়া, আগন্তুককে এক অভিবাদন করিয়া কহিল,—"আসুন—আসিতে আজ্ঞা হয়। সঙ্গে সঙ্গে দাম দিলে, এখানে সকল রকমই স্বাচ্ছন্দ্য পাইতে পারিবেন।"

আগন্তুক গর্ব্বিতভাবে কহিলেন,—"সর্ব্বত্রই আমি আমার প্রাপ্য দিয়া থাকি, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কুত্রাপি পূর্ব্বাহ্নে এরূপ রূঢ়ভাবে চুক্তি করিতে আদিষ্ট হই নাই।"

বেনিফেস। আমি দেখিতেছি আপনি এখানে এই নূতন আসিয়াছেন। হাঁ—তাই বটে। এই মাত্র একখানা জাহাজ তীরে ভিড়িয়াছে। আমার উচিত ছিল, অগ্রসর হইয়া আপনাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা। পথে আসিতে আপনার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে দেখিতেছি। আপনি কি এখানে কিছুদিন বাস করিবেন? আদেশ করুন, এখনই একখানা ভাল ঘর আপনার বিহারের জন্য ছাড়িয়া দিতেছি—পাশের ঘরে আপনার ভৃত্য থাকিবে।

আগন্তুক। দুই একদিন কিংবা আবশ্যক হইলে বেশীদিনও থাকিতে পারি। কোন বিষয়ের অনুসন্ধানে আসিয়াছি, তাহার ফলাফলের উপর আমার থাকা নির্ভর করিতেছে।

বেনিফেস। এক বোতল মদ আনিয়া দিই। আপনি বড়ই শ্রান্ত হইয়াছেন—সেই টুকু পান করিতে করিতে যাহা জিজ্ঞাস্য আছে জিজ্ঞাসা করিবেন—আমি সকল বিষয়েরই উত্তর দিব—কেবলমাত্র

কোনরূপ অসাধু কৌতূহলের নিবারণ করিতে পারিব না।

আগন্তুক। (গর্ব্বিতভাবে) কি অসাধু কৌতূহল? আমি কি এ স্থলে পদে পদে অপমানিত হইতে আসিয়াছি? তুমি কি সুরাপাত্রে তোমার শিষ্টাচার পর্য্যন্ত গুলিয়া ভক্ষণ করিয়াছ?

বেনিকেস। মহাশয়! অপরাধ লইবেন না। ঐ দেখুন একজন ভদ্রলোক—ঐ সদালয় হেনরি বিটন বসিয়া আছেন, উহাকে জিজ্ঞাসা করুন কত বিপজ্জনক—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া হোটেলস্বামী সভয়ে দুর্গের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। এদিকে আগন্তুক হেনরি বিটনের নাম শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া, যেখানে সেই যুবক উপবিষ্ট ছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি এতক্ষণ তাহাকে দেখিতে পান নাই। এক্ষণে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কতকটা অধীরতার সহিত কহিলেন,—"যাক ওসব কথা। তুমি আমার ভৃত্যকে আমার কক্ষ দেখাইয়া দিয়া, এক বোতল মদ লইয়া আইস।"

হোটেলস্বামী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ভৃত্যটীকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষ হইতে বহির্গত হইল। পরক্ষণে আগন্তুক যুবকের সমীপবর্ত্তী হইয়া নিতান্ত ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঈশ্বরের দিব্য আমার একটা কথার উত্তর দাও। আমার ভাই মেজর ল্যাম্বটন কি জীবিত? কিংবা লোকমুখে যাহা শুনিয়াছি—নির্ঘাত সত্য?"

বিটন উত্তর করিল,—"ভয় নাই তিনি জীবিত।" আগন্তুক আনন্দে চীৎকার করিতে যাইতেছিলেন, বিটন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—"এখানে আর একটী কথাও না। আমরা যেন পরস্পর সম্পূর্ণ অপরিচিত।" রাত্রি নয়টার সময় সমুদ্রতীরে আমার সাক্ষাৎ পাইবেন? যে স্থানে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াছেন, তাহার পার্শ্বেই একটা পাহাড় আছে আমি তাহার নিকটেই থাকিব।"

মিষ্টার ল্যাম্বটন বিটনের ভাব দেখিয়া কতকটা ভীত, কতকটা বিস্মিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণে ভাবিলেন এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবার নিশ্চয় কোন গূঢ় কারণ আছে। কাজেই তিনি তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। হেনরি বিটন সে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে সহসা একটা কথা তাহার স্মরণ হওয়াতে, পুনরায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"আপনি এখনি আত্মপ্রকাশ করিবেন না। যান—শীঘ্র আপনার ভৃত্যের নিকট যান—তাহাকে আপনার প্রকৃত পরিচয় দিতে নিষেধ করিয়া আসুন।"

ল্যাম্বটন কহিলেন,—"আমি ক্রনওয়ার্থ নামে পরিচয় দিব। ভৃত্যকেও ঐ নামে আমার পরিচয় দিতে বলিয়া আসিতেছি কিন্তু ইতিমধ্যে যদি সে আমার প্রকৃত পরিচয় দিয়া থাকে—তবে উপায়?"

বিটন কহিল—"হোটেলওয়ালার হাতে গোটা দুই স্বর্ণমুদ্রা দিয়া, তাহাকে ও নামটা ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ করিবেন। যান—শীঘ্র যান।"

ল্যাম্বটন তাহার দিকে সকৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না কিসের জন্য এত সাবধানতা? কোন্ বিপদের কবল হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য এত সতর্কতার অনুষ্ঠান হইতেছে। যাহা হউক, তিনি তাহার পরামর্শমত কার্য্য করিতে চলিলেন। এদিকে আহারের সময়ের বিলম্ব থাকাতে, হেনরি বিটন সমুদ্রতীরে সে সময়টুকু পরিভ্রমণ করিবার জন্য ধীরে ধীরে হোটেল হইতে বাহির হইয়া চলিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিশ্রুত সাক্ষাৎ।

মিষ্টার ল্যাম্বটনের বয়স বড় জোর সাতাইস কি আটাইস বৎসর। ইনি মেজর ল্যাম্বটনের কনিষ্ঠ সহোদর।" আমাদের এই আখ্যায়িকার প্রথমাংশে মেজর ল্যাম্বটনের সহিত পাঠকবর্গের অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। কনিষ্ঠ ব্যারিষ্টার। তবে আইন ব্যবসায়ের উপর তিনি বড় একটা নির্ভর করিতেন না। দুই সহোদরেরই অপর্য্যাপ্ত সম্পত্তির যথেষ্ট আয় আছে। উভয়ের মধ্যে বড়ই সদ্ভাব। জ্যেষ্ঠ জীবিত আছেন শুনিয়া কনিষ্ঠ আনন্দ-সাগরে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কোনরূপ সঠিক সংবাদ না পাইয়া বড়ই উদ্বিগ্নভাবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

বাতাস সমস্ত দিনই সমভাবে উচ্ছৃঙ্খলভাবে বহিতেছিল। সন্ধ্যাসমাগমে সে উচ্ছৃঙ্খলতার আরও প্রাবল্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সাগর-তরঙ্গ পুনরায় ভীমগর্জ্জনে পাষাণ পুলিনে আসিয়া প্রতিহত হইতে লাগিল। নয়টা বাজিবার কিছু পূর্ব্বেই মিষ্টার ল্যাম্বটন তাঁহার বাস হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি এ দ্বীপে এই প্রথম পদার্পণ করিলেও এবং রাত্রি নিবিড় তমসাচ্ছন্ন হইলেও, পথঘাট চিনিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে তাঁহাকে কোন বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না।

হেনরি বিটন পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহাকে দেখিবামাত্র অন্ধকারের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার ভৃত্য কি হোটেলস্বামীকে আপনার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছিল?"

ল্যাম্বটন। দিয়াছিল। সে জানিত না যে এভাবে পরিচয় দেওয়ায় কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা আছে। এখন বল আমার সহোদর কোথায়?

বিটন। কৃশন দুর্গে বন্দী।

ল্যাম্বটন। বন্দী?

বিটন। আস্তে। এ অভিশপ্ত দ্বীপে জোরে কথা কহিলেও বায়ু প্রবাহে তাহা দুর্গবাসীদের কর্ণে পরিচালিত হয়।

ল্যাম্বটন। দয়া করিয়া এই সকল রহস্যের আবরণ মুক্ত করিয়া দাও। তোমার কথায়—তোমার ভাবে আমার হৃদয় আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। কোন অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কা আমার অন্তরকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছে। বল কি! আমার ভাই বন্দী?

বিটন। কাহারও নাম মুখে আনিবেন না—ভাই-ভাই করিয়া চীৎকার করিবেন না, কিংবা এমন কোন কথা মুখ দিয়া বাহির করিবেন না, যাহা শুনিলেও কেহ আমাদের এই নির্জ্জন মিলনে সন্দিহান হইতে পারে। জাহাজ ডুবির সংবাদ নিশ্চয় লোকমুখে আপনি শুনিয়া থাকিবেন?

ল্যাম্বটন। হাঁ শুনিয়াছি। দুই মাস পূর্ব্বে সে ঘটনা ঘটিলেও আজ কয়েক দিন মাত্র হইল এ সংবাদ আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। তাহার পর?

বিটন। আমি যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে জানিয়াছি তিনজন মাত্র রক্ষা পাইয়াছে। যাঁহার শুভাশুভের সহিত আমার সংস্রব তিনি একজন—যাঁহার মঙ্গলামঙ্গল শুনিবার জন্য আপনি উদ্গ্রীব তিনি আর একজন। তাঁহাদের দুই জনকেই রুশন দুর্গে লইয়া যাওয়া হয়।

ল্যাম্বটন। তৃতীয় ব্যক্তি কে?

বিটন। স্বয়ং আমি। এই স্থলে সংক্ষেপে আপনাকে কয়েকটী বিষয় বলিব। সেই ভয়ঙ্করী বিপদময়ী নিশায়, বায়ু যখন প্রমত্ত পিশাচের মত গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বহিতেছিল—সাগরতরঙ্গ যখন পর্ব্বতের মত উচ্চ হইয়া নৃত্য করিতেছিল, আমাদের জাহাজ খানা উপকূলের অভিমুখে বেগে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। তাহার পরই ঐ শৈল গাত্রে সবলে আসিয়া আঘাত করিল। সে দৃশ্য বড়ই ভয়ঙ্কর! আমার মনে পড়ে আমি আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া কিয়ৎক্ষণ সেই ভীষণ তরঙ্গবেগ প্রতিহত করিতে ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছিলাম—তাহার পর আমার চৈতন্য হইলে, আমি চাহিয়া দেখিলাম, আমি একটী ক্ষুদ্র কুটীরে মলিন শয্যার উপর শায়িত। এক বৃদ্ধ এবং এক বৃদ্ধা আমার পার্শ্বে উপবিষ্টা। অদূরে মিট্ মিট্ করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে আমার পার্শ্বোপবিষ্ট নরনারীর মুখে আমি একটা গভীর সমবেদনার ছায়া দৃষ্টি করিলাম। অনেকক্ষণ পরে আমার বাক্শক্তি ফিরিয়া আসিল। আমি তাহাদের মুখে শুনিলাম, বৃদ্ধ তাহার কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ছিল—ঐ দেখুন সে কুটীর—ঐ আলোক দেখা যাইতেছে।

ল্যাম্বটন। আমার বোধ হইতেছে, উহা সাগরকূলে অবস্থিত।

বিটন। হাঁ,—তাহাই বটে। বৃদ্ধের নাম টানতন। বৃদ্ধ তাহার কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এমন সময়ে জাহাজ বিদারণের ভীম নিনাদ তাহার শ্রুতি পটহে উপস্থিত হইল। সে স্তম্ভিত হইয়া সাগর তীরে দণ্ডায়মান হইল। তাহার নিকট হইতে ঘটনাস্থলের দূরত্ব বড় জোর দুই শত হাত। বৃদ্ধ দেখিল কতকগুলি লোক মশালহস্তে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। দুর্গ হইতে অনেক রক্ষীসৈন্য বাহির হইয়াছে এবং নগরবাসীরা অনেকে তথায় সমবেত হইয়াছে। সুতরাং জলমগ্ন আর্ত্তগণের সাহায্যার্থ্য তাহাদের সমবেত চেষ্টাই যথেষ্ট—তাহার ক্ষীণ সাহায্যের কোন প্রয়োজন নাই ভাবিয়া বৃদ্ধ সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিল। এমন সময়ে একটা নরদেহ তরঙ্গবেগে সঞ্চালিত হইয়া, তাহার পদতলে আসিয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তে আর একটী প্রকাণ্ড উর্ম্মি আসিয়া সেই তটপ্রক্ষিপ্ত দেহটাকে পুনরায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। করুণহৃদয় বৃদ্ধ আর স্থির থাকিতে পারিল না, নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তাহাকে টানিয়া আনিল। এইরূপে সে দিন সেই বৃদ্ধের সাহায্যেই আমার জীবন রক্ষিত হইল।

ল্যাম্বটন। বৃদ্ধ সহস্রবার ধন্যবাদের পাত্র।

বিটন। বৃদ্ধ আমাকে তাহার কুটীরে লইয়া গিয়া আমার শুশ্রূষা করিয়াছিল। আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলেও, আমার কথা কহিবার শক্তি ফিরিয়া আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। আমি শুইয়া শুইয়া তাহাদেরই মুখে আমার উদ্ধারের ঐরূপ সংবাদ শুনিলাম। প্রাতঃকালেও আমার অবস্থা ঐরূপ, আমার চক্ষু একবার উন্মীলিত হইতেছে—একবার নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। বৃদ্ধ নিজের কার্য্যে কোথায় যাইতেছিল, এমন সময়ে, তথায় আর একজন আসিল। এই নবাগত বৃদ্ধ বৃদ্ধার পুত্র। বয়স প্রায় চল্লিশ। পরিধানে সৈনিকের বেশ। তাহারা আমাকে নিদ্রিত ভাবিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। আমিও আর চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম না। কথায় কথায় জাহাজ ডুবির কথা উঠিল। বৃদ্ধ কি প্রকারে আমার উদ্ধার সাধন করিয়াছিল, পুত্রের নিকট বর্ণনা করিল। শুনিয়া পুত্র কহিল,—"তাহা হইলে, এ যুবাকেও তোমাকে রথওয়েলের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। আমাদের সৈনিকেরা দুই জনকে উদ্ধার করিয়াছে। কাপ্তেন আদেশ দিয়াছে, যদি আর কেহ বাঁচিয়া থাকে, তাহাকেও তাহার সম্মুখে নীত করিতে হইবে।" প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ কহিল, "কেন?" পুত্র বলিল, "কেন? নিশ্চয় মহিলাদের কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই এরূপ আদেশ—এ আদেশ সকলেরই প্রতিপাল্য।" তাহার পর বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, আর যে দুইজন বাঁচিয়াছে—তাহারা কে? তখন সৈনিক আমাদের নাম করিল।

ল্যাম্বটন। বুঝিয়াছি। তাহার পর?

বিটন। এই সম্বন্ধে অনেকক্ষণ তাহাদের আলোচনা চলিল। আমি নিঃশব্দে শয্যায় পড়িয়া রহিলাম। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে আমার প্রাণে আশঙ্কার সঞ্চার হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পুত্র কহিল,—

—"কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না, মহিলাদের কি আবশ্যক। কিন্তু এইটুকু বুঝিয়াছি, তাহারা দুর্গমধ্যে বন্দী।" পিতা জিজ্ঞাসা করিল,—"এ যুবককেও কি তবে বন্দী করা হইবে?" উত্তর হইল,—"নিশ্চয়। যদি তোমার নিজের মঙ্গল চাও, উহাকে আর একঘণ্টাও এখানে আশ্রয় দিও না।"

ল্যাম্বটন। কি সর্ব্বনাশ! এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার?

বিটন। অত উত্তেজিত হইবেন না। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিলাম। শুনিলাম সৈনিক দুর্গে যাইয়াই রথওয়েলকে সংবাদ দিবে।

ল্যাম্বটন। এ রথওয়েলটী কে?

বিটন। দুর্গস্থ সৈন্যের কাপ্তেন। সৈনিক প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া আমি শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়িলাম এবং তাহাদের পদতলে পড়িয়া দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার কাতরতা দেখিয়া বৃদ্ধ দম্পতীর হৃদয় করুণার্দ্র হইয়া উঠিল। তাহাদের পুত্র কিন্তু বিচলিত হইল না। জাহাজে অবস্থান কালে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আমার হস্তে একতোড়া স্বর্ণমুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছিল। তোড়াটা আমার নিকটেই ছিল—সাগরতরঙ্গ সেটাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। আমি সেইটা বাহির করিলাম। দেখিলাম আমার কাতরতা অপেক্ষা ইহার উজ্জ্বল কান্তি কঠোর হৃদয় দ্রব করিবার অধিক সামর্থ্য ধারণা করে। এক মুষ্টি মুদ্রা পাইয়া সৈনিক আমার প্রতি প্রসন্ন হইল। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল, আমার উদ্ধারের ঘটনা সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হইবে। পাছে আমার পোষাক দেখিয়া কেহ আমাকে চিনিতে পারে, এই আশঙ্কায় আমার সে পোষাক তৎক্ষণাৎ নষ্ট করা হইল। বৃদ্ধ আমাকে এই পরিচ্ছদটী কিনিয়া আনিয়া দিল। আমি সেই কুটীরেই গোপনে বাস করিতে লাগিলাম। অবশেষে ইংলণ্ড হইতে অন্য জাহাজ সেই দ্বীপে আসিয়া লাগিলে, আমি আত্মপ্রকাশ করিলাম। লোকে জানিল, সেই জাহাজেই আমি আসিয়া এখানে নামিয়াছি। সেই অবধি আমি সেই দুইজনকে উদ্ধার করিবার জন্য ঘুরিতেছি, কিন্তু কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না। প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলাম, ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, কর্ত্তৃপক্ষকে সকল বিষয় জ্ঞাপন করিয়া উদ্ধারের চেষ্টা করিব। কিন্তু ঐ বৃদ্ধ দম্পতীর নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে বুঝিলাম সে চেষ্টা বৃথা। এ দ্বীপের শাসন ক্ষমতার উপায় ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ করিবার কোনই ক্ষমতা নাই বরং তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। কি কারণে তাঁহারা আবদ্ধ, তাহাও জানিতে পারি নাই। আমি সুযোগ পাইলেই, দুর্গের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া আসি। আশা—যদি কোন গতিকে একবার কোন গবাক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই। কিন্তু হায় এ পর্য্যন্ত একবারও তাঁহাদের ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না।

ল্যাম্বটন। সে সৈনিকও কি তোমায় কোন সংবাদ দেয় না? অর্থদ্বারা তাহাকে কি বশীভূত করা যাইতে পারে না?

বিটন। না। সে চেষ্টাও করিয়াছি কিন্তু সে সম্মত হইতে চাহে না। দুর্গের নিয়ম বড়ই কঠোর। তবে তাহার মুখে এইমাত্র শুনিয়াছি, তাহারা এখনও জীবিত।

ল্যাম্বটন। কবে এ সংবাদ পাইয়াছ? যতক্ষণ জীবন আছে—ততক্ষণ আশা আছে।

বিটন। কাল প্রাতঃকালে এসংবাদ পাইয়াছি! হায় আর একজন তিনিও আমার বিশেষ পরিচিত—সেই উন্নতমনা বীরশ্রেষ্ঠ লরেন্স লি—

ল্যাম্বটন। কি হইয়াছে তাঁহার? তাঁহার সুখ্যাতি যাহার তাহার মুখে শুনিতে পাই।

বিটন। গত রজনীতে আর একখানা জাহাজ ডুবিয়াছে। সেই জাহাজ ডুবিতে শুনিলাম তিনিই একমাত্র রক্ষা পাইয়াছেন। তিনিও দুর্গে নীত হইয়াছেন, সম্ভবতঃ তাঁহাকেও অপর দুইজনের ভবিতব্যতার অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এ আয়োজন, যাহারা ইহার অনুষ্ঠাতা তাহারা জানেই, অপরের নিকট চির রহস্যময়—চির দুর্ভেদ্য। আজ মধ্যাহ্নে আমি তাঁহাকে দুর্গপ্রাকারে দুর্গেশের কনিষ্ঠা নন্দিনী তুলিয়ার সহিত পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি। এখন বোধ হয় আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন, কেন আমি আপনাকে আত্মপরিচয় গোপন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। কারণ দুর্গবাসীরা যদি কোনরূপে আপনার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারে, নিশ্চয় মনে করিবে আপনি তাঁহার অন্বেষণে আসিয়াছেন। তাহার পরিণাম কি জানেন? দুর্গস্থ কারাকক্ষের লৌহময় কবাট আর একজন বন্দীকে তাহার মধ্যে গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুক্ত হইত মাত্র।

ল্যাম্বটন যুবকের হাত ধরিয়া কহিলেন, "পরমেশ্বরকে শত ধন্যবাদ যে তিনি এখানে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছেন। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এই সাগর বেষ্টিতা ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে এত ভয়ঙ্কর রহস্য স্তূপীকৃত হইয়া আছে। যদি তোমার দেখা না পাইতাম, তাহা হইলে প্রকাশ্যভাবে অনুসন্ধান করিতে গিয়া নিশ্চয়ই ঘোর বিপদাপন্ন হইয়া পড়িতাম।"

বিটন। মহাশয়! এখনও ইহার অর্দ্ধেক রহস্য অবগত হন নাই। সময়ে সময়ে লোকজন অদৃশ্য হয়। তাহাদের ভবিতব্য তাহাদিগকে কোথায় লইয়া যায়—এ পর্য্যন্ত কেহ অবগত হইতে পারে নাই। সময়ে সময়ে রাত্রিকালে বন্দীঘরের ছাদের উপর একটা তীব্র আলোকের ছটা পড়ে। নগরবাসীরা পরস্পরের মুখের দিকে সভয় দৃষ্টি সঞ্চালন করে। কিন্তু কেহই মুখে কোন কথা বলে না।

ল্যাম্বটন। কি ভয়ঙ্কর রহস্য! তোমার কি অনুমান হয়?

বিটন্। কিছুই নয়। আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আমি ঐ বৃদ্ধ দম্পতীর কুটীরে বাস করি—তাহারা আমাকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে—আমার স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছে—তাহাদের পুত্রের নিকট হইতে সময়ে সময়ে বন্দীদ্বয়ের সংবাদ পাই বলিয়া, যথাসাধ্য তাহাদিগকে সাহায্য করি। ঐ হোটেলে যত চোর বদমায়েস, কলহপ্রিয় অসৎজনের সহিত একত্র বসিয়া পানাহার করি—উদ্দেশ্য যদি কখনও কাহারও মুখে কোন কথা শুনিতে পাই—

ল্যাম্বটন পুনরায় তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন,—"বুঝিয়াছি। যুবক! তোমার হৃদয় বড়ই মহৎ। তুমি সংকল্প সিদ্ধির জন্য আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছ। এখন আমি তোমার সহিত মিলিত হইয়াছি—উভয়ে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতে পারিব। এখানে দুঃসাহসিক দুষ্কৃতিকারীর অভাব নাই—আমরা কৌশলে তাহাদিগকে দলভুক্ত করিতে পারিব কিন্তু ওটা কি?"

"সেই আলোক।"—বলিয়া হেনরি বিটন সহচরের হাত চাপিয়া ধরিল এবং এক দৃষ্টে কম্পিত হৃদয়ে সেই আলোকচ্ছটার দিকে চাহিয়া রহিল।

বন্দীঘরের ছাদের উপর আজ আবার সেই আলোকচ্ছটা। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে নিস্পন্দভাবে নির্নিমিষ নয়নে দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে যুবক কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—আজ এই পর্য্যন্ত। কাল আবার এই সময়ে এই স্থানে সাক্ষাৎ হইবে। ইতি-মধ্যে উভয়েই কোন না কোন একটা উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিব।"

আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। হেনরি বিটন বৃদ্ধ দম্পতীর কুটীরে এবং ল্যাম্বটন হোটেলের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দুই জনেরই ভয়চকিত সভয় দৃষ্টি কিন্তু বন্দী-গৃহের সেই তীব্রালোকিত ছাদের দিকে।

অষ্টাধিকসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

দুর্গের রহস্যজাল।

এইবার আমরা রুশন দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব। পাঠকের স্মরণ আছে, লরেন্স লি সুন্দরীগণের নিকট বিদায় লইয়া তাহার শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছেন। শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিবামাত্রই তাঁহার নিদ্রা আসিল না। নানাবিষাদিনী চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। প্রথমেই প্রিয়তমা পত্নীর কথা মনে পড়িল। তাহার পর শ্বশুরের কথা মনে পড়াতেই হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। পরক্ষণে দুর্গবাসিনীদের কথাও একবার স্মরণ হইল। তিনি মনে মনে তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে এখনও ভাবি বিপদের কোনরূপ ছায়াপাত হয় নাই—তাহাদের কোনকার্য্যে সন্দেহ করিবার উপযোগী এখনও কিছুই তিনি দেখিতে পান নাই। কাজেই তিনি সে চিন্তা পরিহার করিয়া পূর্ব্ব চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। কলোনেল যে দোষী এ কথা একবারও তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল না—তবে তাঁহার বিরুদ্ধে অবস্থা ঘটিত প্রমাণ প্রয়োগের গুরুত্ব যে খুব বেশী, তাহা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি এক সময়ে প্রজাতন্ত্রীদলের সঙ্গে মিশিয়া রাজশক্তিকে প্রতিহত করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার অপরাধ যতই লঘু প্রকৃতির হউক, প্রতিহিংসা পরায়ণ চার্লস তাঁহাকে কবলের মধ্যে পাইয়া, কখনই নিষ্কৃতি দিবেন না। জজ, জুরি, সরকারী কৌন্সলি সকলেই রাজমতের পোষাক—সুতরাং কলোনেলের বিপদ যে সামান্য নহে, তাহা তিনি বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলেন।

এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে লরেন্স একটু তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সহসা কক্ষমধ্যে কিসের শব্দ পাইয়া তিনি জাগ্রত হইয়া উঠিলেন। টেবিলের উপর একটা আলোক জ্বলিতেছিল। চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন ছয় জন লোক তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান। রণওয়েলও তাহাদের সঙ্গে আছে। সকলের হাতেই মুক্ত তরবারি—সকলের দৃষ্টিতেই কেমন যেন একটা ভীষণ হিংস্রভাব পরিস্ফুট।

রণওয়েল কর্কশস্বরে কহিল,—"মহাশয়! গা তুলুন! শীঘ্র বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের সঙ্গে আসুন।"

ক্রোধে এবং ঘৃণায় লরেন্সের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয়ে কিন্তু কিছুমাত্র আশঙ্কার সঞ্চার হইল না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ অসদ্ব্যবহারের কারণ কি?"

রণওয়েল পুনর্ব্বার কহিল,—"কোন প্রশ্ন করিবেন না। বিনা বাক্যব্যয়ে আমার আদেশ প্রতিপালন করুন, নচেৎ আমার সঙ্গীগণ বাধ্য হইয়া আপনার দেহে কতকগুলা বস্ত্র জড়াইয়া দিতে বাধ্য হইবে।"

লরেন্স একবার ধৃতাস্ত্র দুর্ব্বৃত্তগণের দিকে চাহিলেন। যদি কোন গতিকে একবার কাহারও হাত হইতে একখানা তরবারি কাড়িয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে তাহার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে এবং পথ পরিষ্কার করিয়া কক্ষ হইতে বহির্গত হইতে পারিবেন, কিন্তু দেখিলেন সে চেষ্টা বৃথা। সকলেই সতর্ক—প্রথম উদ্যমেই তাঁহার সে উদ্যম ব্যর্থ হইবে। কাজেই তিনি অন্য প্রথা অবলম্বন করিলেন। বাহ্যভাবে বশ্যতা দেখাইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি পুনরায় রণওয়েলকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্ততঃ আমি তোমার নিকট শুনিতে চাই, কিসে আমি মহিলাগণের বিরক্তি ভাজন হইলাম?"

রণওয়েল কহিল,—"কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। করিলেও তাহার উত্তর পাইবেন না। এখন মুখটী বন্ধ করিয়া কাপড় পরিয়া লউন।" (ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ বর্ষ।] ২৫শে শ্রাবণ, ১৩২৬ সাল। ইং ১০ই আগষ্ট, ১৯১৯ সাল। [৪র্থ খণ্ড।

মৃত্যু-নিবারণ ও পুনরুজ্জীবন।

প্রায় প্রত্যেকেই অবগত আছেন যে, আমাদের শরীরে এরূপ কতকগুলি যন্ত্র আছে, —যথা মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ইত্যাদি—যাহাদের সুচারু কার্য্যকারিতাশক্তির উপরেই জীবন নির্ভর করিতেছে। ইহাদের অভাব হইলে বা ইহারা প্রচণ্ডরূপে আহত হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য। আবার আমাদের শরীরে এমনও কতকগুলি যন্ত্র রহিয়াছে যে, তাহাদের সম্পূর্ণ অভাব বা তাহারা গুরুতররূপে আঘাত প্রাপ্ত হইলেও আমাদের জীবন বিনষ্ট হয় না। উপরোক্ত অভিমত অবশ্য কতক পরিমাণে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা যাহাকে আজ কাল মৃত্যুজনক আঘাত বলিতেছি, ভবিষ্যতে হয়ত এমন একদিন আসিতে পারে যে, তখন এই সমস্ত আঘাত এরূপ ভাবে আদৌ বিবেচিত হইবে না। আমরা বর্ত্তমানে জানি, যদি কোন ব্যক্তি হস্ত বা পদ হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এই সমস্ত যন্ত্র থাকিলে যতকাল জীবিত থাকিত, এই সমস্ত হারাইয়াও ততকাল নিরাপদে জীবিত থাকে।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে লোকে জানিত যে, পাকস্থলী এবং প্রস্রাবস্থলী জীবন রক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে জানি যে, এই দুই যন্ত্র অপসারিত করিলেও সহসা মৃত্যু হয় না। তবে ভবিষ্যতে খাদ্য পরিপাক করিবার শক্তি অভাবে এবং মূত্রাশয়ের পীড়ায় এই দুই যন্ত্র-বঞ্চিত মানব অকালে প্রাণত্যাগ করিতে পারে। শ্বাসস্তম্ভ (Asphyxia) বা শ্বাস অবরোধ জনিত মূর্চ্ছা, হৃদপিণ্ডের ক্ষত, মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জীবনের সাংঘাতিক ব্যাধি বলিয়া বিবেচিত হইত। এখনও প্রায় তাহাই বটে, তবে যদি আশু প্রতিকার করিবার উপায় থাকে, ঔষধাবলী, যন্ত্রাবলী এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে জীবন রক্ষা সম্ভব হইতেছে। আজ পর্য্যন্ত লোকে জানে যে য়্যাবডোমিনাল য়্যাওর্‌টা (Abdominal aorta) বা তলপেটের বৃহৎ রক্ত প্রণালীতে অস্ত্রাঘাত করিলে, এবং সহসা ভয়ঙ্কর রক্তস্রাব হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য ; কিন্তু নিম্নে একটি ঘটনা বর্ণিত হইবে, তাহাতে দেখা যাইবে যে, হৃৎযন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইবার ৯ মিনিট পরেও জীবন রক্ষা করা যাইতে পারে।

অধুনাতনকালে বৈজ্ঞানিক মাত্রেই অবগত আছেন যে, মানুষ মৃত হইলে তাহার শরীরের অঙ্গ যদি মৃত না ও হইতে পারে। এই যন্ত্রগুলির অধিকাংশই অন্যের শরীরে সংস্থাপিত করা যাইতে পারে এবং এই নূতন আশ্রয়ে তাহারা অনেক কাল জীবিত থাকিতে পারে। অতএব "জীবন" বা "আমরা বাঁচিয়া আছি" বলিলে ইহাই বুঝায় যে, যে সমস্ত যন্ত্রাদির দ্বারা আমাদের শরীর গঠিত, সেই সমস্ত যন্ত্র একযোগে কর্ম্ম সাধন করিতেছে এবং "জীবন" তাহাদেরই একত্রে স্বতঃ কর্ম্মকারিতার ফলস্বরূপ। "স্বতঃ" এই কথাটির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। কেননা কৃত্রিম উপায়ে শরীরের কোন অংশে বা প্রায় সমগ্র অংশের জীবন রক্ষার ব্যাপার বাস্তবিক জীবন রক্ষা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ মনে করা যাউক, কোন লোকের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল। মস্তক বিচ্ছিন্ন হইবার পরে কিয়ৎকাল যাবৎ এই মস্তকবিহীন লোকের রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া, ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া, পাকস্থলীর ক্রিয়া ইত্যাদি জীবনের লক্ষণ সূচক যাবতীয় ক্রিয়া পরিচালিত হইলেও এই মস্তকশূন্য লোকটিকে কিছুতেই জীবিত বলিতে পারা যায় না। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, যন্ত্র সমূহের প্রত্যেকটি পৃথকভাবে শরীরে অনেক কাল জীবিত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু আমরা জীবিত,পশু পক্ষী জীবিত, এরূপ বলিলে ইহাই বুঝায় যে, সমস্ত যন্ত্রের একযোগে স্বতঃ

কর্ম্মকারিতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এরূপ এক-যোগে এবং স্বতঃ কার্য্যকারিতার প্রয়োজন কি?—প্রত্যেক যন্ত্র কার্য্য করিয়া অন্য যন্ত্রের কর্ম্মে সহায়তা করে বা তাহাতে শক্তি সঞ্চালিত করে এবং আমাদের স্নায়ু সন্নিবেশ অন্য যন্ত্রাদির কার্য্যের সুব্যবস্থাপক।

কোন কোন অংশে জীবিত শরীরকে একটা মোটর গাড়ীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মোটর গাড়ীর নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু ইহা যদি নিজে স্বাধীনভাবে না নড়ে, তাহা হইলে ইহাকে "জীবিত" মোটরকার বলিতে পারা যায় না। তুলনাটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মোটরকার নড়িলেই, মোটরকারের সমগ্র যন্ত্রাদির কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহা ঠিক নহে, কেননা অন্য কোন কল বা জন্তুর দ্বারা ইহা চালাইতে পারা যায়। এরূপ অবস্থায় মোটরকার চলিতেছে বটে, কিন্তু মোটরকারটি "মৃত" কারণ স্বয়ং চলিতে অক্ষম। মস্তকবিহীন মানবের শারীরীক অন্য যন্ত্রাদির কার্য্যশীলতাও ঠিক "মৃত" মোটরকারের ন্যায়। মোটরকারের অন্য যন্ত্রাদি ঠিক থাকিলেও কোন বিশেষ একটি যন্ত্র অপসারিত হইলে বা বিশৃঙ্খল হইলে বা কোনওরূপে নষ্ট হইলে মোটরকার "মরিয়া" যায়। মনে করুন, কারবুরেটর বা ম্যাগনেটো কিম্বা মোটরের কোন অংশ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল; এ অবস্থায় গাড়ী অবশ্য অল্পক্ষণ চলিতে পারে বটে, কিন্তু শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, গাড়ী একবারে থামিয়া যাইবে। আবার মনে করুন গাড়ী ঠিক আছে, কিন্তু পরিচালক জ্ঞানশূন্য, মদোন্মত্ত বা অস্বাভাবিক অবস্থাপন্ন অথবা গাড়ীর ষ্টিয়ারিং গিয়ারটির অবস্থা ভাল নহে। এরূপ অবস্থায় গাড়ী "জীবিত" বটে, কিন্তু গাড়ী যে কখন "মরিবে" তাহার স্থিরতা নাই, ইহার "অপমৃত্যু" অনিবার্য্য। কখন কাহার সহিত সংঘর্ষে আসিয়া গাড়ী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। ইহার ব্যবস্থাপক ভাল করিয়া কাজ করিতে পারিতেছে না। এখন শরীরের স্নায়ু সন্নিবেশ এই পরিচালক বা ষ্টিয়ারিং গিয়ারের সহিত তুলিত হইতে পারে। আমাদের স্নায়ুমণ্ডলি যদি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে মৃত্যু অবধারিত। এক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিলেও করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের কার্য্য পরস্পরের সহায়তা না করিয়া পরস্পরের কার্য্যে বিষম প্রতিবন্ধকতা প্রদান করে, ফলে একতায় কার্য্য করিবার প্রণালী বিনষ্ট হয়, কাজেই অল্পপরে তাহাদের কাহারও স্বতঃ কার্য্যকারিতা শক্তি থাকে না, অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে। শ্বাসরুদ্ধে মৃত ব্যক্তির ঘটনা হইতে স্নায়ুমণ্ডলীর প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাইবে। মনে করুন ক্রমাগত কোন গ্যাস শ্বাস গ্রহণ করায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, কৃত্রিম উপায়ে নানাবিধ চেষ্টা করিয়া তাহার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া পুনঃ স্থাপিত হইল, নিশ্বাস বহিতে লাগিল, নাড়ী দেখা দিল, শরীর উত্তপ্ত হইল, কিন্তু অল্প পরেই আবার মারা গেল। এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত প্রাত সহরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, অন্য যন্ত্রাদির কার্য্য পরিচালিত হইলেও স্নায়ুমণ্ডলী এত বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে এই কার্য্য সুব্যবস্থিত হইতেছে না। কাজেই যন্ত্রাদির কার্য্য পুনরায় আপনা আপনিই বন্ধ হইতেছে, অর্থাৎ লোকটি বাঁচিতে পারিতেছে না। একদা এক যুবক একখণ্ড তার সহযোগে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা হইল, তখন দেখা গেল যে, তাহার জীবনের কোন লক্ষণই বর্ত্তমান নাই—শ্বাস প্রশ্বাস বা হৃৎপিণ্ডের রক্তসঞ্চালন অর্থাৎ নাড়ীর বেগ ইত্যাদি সমস্ত তিরোহিত হইয়াছে। এক টুকরা রবারের নল একটা অক্সিজেনের আধার হইতে তাহার নাসিকা গহ্বরে সংযোজিত হইল, তাহার শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশ তালে তালে দোলাইতে আরম্ভ করা হইল—আশা, যদি কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস আরব্ধ হয়। এক ঘণ্টা পরিশ্রমের পর হৃৎপিণ্ডের এবং ফুস্ ফুসের কার্য্যশক্তি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। বাস্তবিক মোটামুটি জীবিত বলিলে যাহা বুঝায়, যুবকের অবস্থা সেইরূপ হইল। তাহার শরীরে সূচিকা বিদ্ধ করিলে, শরীরে প্রতিক্রিয়া হইল। কিন্তু যুবকের জ্ঞানোদয় হইল না, বা নয়নের পলক পড়িল না। এক্ষণে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস পরিচালন পদ্ধতি স্থগিত করা হইল এবং গাড়ীতে করিয়া হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। পথে তাহার শরীরে প্রচণ্ড আক্ষেপ উপস্থিত হইল, তাহার শরীর উত্তরোত্তর অধিকতর উত্তপ্ত হইতে লাগিল, নাড়ীর বেগ এত বৃদ্ধি পাইল, যে গণনা করা অসম্ভব। হাঁসপাতালে উপস্থিত হইলে শারীরিক আক্ষেপ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য স্থগিত রহিল, কিন্তু নাড়ীর বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শারীরিক তাপমাত্রা ১১০ ডিগ্রি হইল। থারমোমিটারে ইহা অপেক্ষা অধিক তাপমাত্রা পরিমাণ করা যায় না। রোগী মাঝে মাঝে অনেকবার শারীরিক আক্ষেপ দ্বারা আক্রান্ত হইল, এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাকে উদ্বন্ধন অবস্থায় প্রাপ্ত হইবার ৬ ঘণ্টা পরে তাহার পুনরায় মৃত্যু ঘটিল। শরীর ব্যবচ্ছেদে শারীরিক যন্ত্রের কোনরূপ বিকৃতি পরিলক্ষিত হয় নাই।

উপরোক্ত ঘটনায় অনেকগুলি ভাবিবার বিষয় রহিয়াছে। জীবনের যাবতীয় লক্ষণ, শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া, নাড়ীর ক্রিয়া, উত্তাপ ইত্যাদি যা কিছু সমস্তই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তথাপি খুব সম্ভবতঃ vagi nerves সন্নিবেশ এরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল যে, স্নায়ুমণ্ডলী অন্যান্য যন্ত্রপাতির কার্য্যসমূহ ব্যবস্থিত করিতে সক্ষম হয় নাই। কাজেই হৃদযন্ত্র অদম্য হইয়া উঠিল। এইরূপ ঘটনাসমূহে মৃত্যুর কারণ, জীবন রক্ষার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় দুই বা ততোধিক যন্ত্রের বিশৃঙ্খলতা বা অপচয় অথবা স্নায়ুমণ্ডলী ক্ষমতা পুনর্লাভ

করিতে পারে না। অতএব জীবনের শেষ হয়। যদি হৃৎযন্ত্রের কার্য্যকারিতা শক্তির ব্যত্যয় ঘটে, যদি হৃৎপিণ্ডের রক্ত প্রণালীর রীতিমত শোণিত সরবরাহ হয়, তাহা হৃৎ-কোষে কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী না হয়, তাহা হইলেই কেবল মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

অতএব যে সমস্ত স্থলে কেবল হৃদযন্ত্রের স্পন্দন করিবার শক্তির অভাব হইয়াছে, তত্তৎস্থলে পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। এই পুনরুজ্জীবন দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে:—(১) সাময়িক, (২) স্থায়ী। সাময়িক পুনরুজ্জীবন এই বাক্যের অর্থ এই যে, জীবন সংরক্ষার জন্য বা জীবন রক্ষা কল্পে অবশ্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে কার্য্যে উদ্রিক্ত করা। ইহাতে এই ফল হয় যে, যে মুহূর্ত্তে এই কৃত্রিম উত্তেজনা বা কৃত্রিম শক্তি অপসারিত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। স্থায়ী পুনরুজ্জীবন অসম্ভব নহে, এক্ষেত্রেও জীবনরক্ষার প্রধান প্রধান যন্ত্র গুলিকে কৃত্রিম উপায়ে কর্ম্মশীল করিয়া তোলা হয়। প্রথমে এই সমস্ত যন্ত্রের যে বিকৃতি সংঘটিত হইয়া মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা পুনঃ সংশোধনীয়; কাজেই কৃত্রিম উপায়ে একবার এই সমস্ত যন্ত্রকে কর্ম্মশীল করিয়া তুলিতে পারিলেই, তাহারা আবার স্ব স্ব স্বাভাবিক শক্তিলাভ করে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, যদি স্নায়ুর মর্ম্মস্থানের কোনরূপ ব্যতিক্রম না ঘটে, তাহা হইলে পুনরুজ্জীবন অসাধ্য নহে।

এই পুনরুজ্জীবন ব্যাপারে হৃৎপিণ্ডকে পুনরায় কর্ম্মক্ষম করাই সর্ব্বাপেক্ষা আয়াসসাধ্য। বাম হৃৎপিণ্ডে কোন বস্তু প্রবেশ করাইতে হইলেই ইহার অল্পবিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডে যেরূপে অনায়াসে কোনরূপ উত্তেজক দ্রাবণ প্রবিষ্ট করান যাইতে পারে, বাম হৃৎপিণ্ডেও যদি সেইরূপ সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করা আদৌ কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব হইত না। ইহার কারণ কি দেখা যাউক। হৃদযন্ত্রের বাম ভাগে একটী ধমনী বা রক্ত প্রণালী রহিয়াছে; ইহাই হৃদযন্ত্রে রক্ত সরবরাহ করিয়া থাকে। হৃদযন্ত্রের গতিরোধ, কর্ম্ম শক্তিহীনতা, রক্তহীনতাই জীবের মৃত্যু বলিয়া গণ্য। কাজেই আজকাল যে পদার্থ প্রযুক্ত হয়, তদপেক্ষা যদি আরও উৎকৃষ্টতর কোন দ্রাবণ পাওয়া যায়, এবং এই দ্রাবণ হৃদযন্ত্রস্থ ব্যবহার দ্বারা অপচিত ও অপ্রয়োজনীয় যাবতীয় পদার্থকে অপসারিত করিয়া যন্ত্রকে নূতন উত্তেজনায় উদ্রিক্ত করিতে পারে, তাহা হইলে বর্ত্তমানে পুনরুজ্জীবনে যে ফল পাওয়া যাইয়া থাকে, তদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট নিশ্চিতও ফল পাওয়া সম্ভব। যদি পূর্ব্বোক্ত রক্ত প্রণালীকে কোন উত্তেজক দ্রাবণ দ্বারা বিধৌত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মরফিন, কোকেন, ইথার, ক্লোরোফরম ইত্যাদি দ্বারা অথবা শ্বাসরোধ, রক্তস্রাব ইত্যাদি দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে কিয়ৎকালপরে পুনরুজ্জীবিত করা আদৌ অসম্ভব নহে। এ সমস্ত স্থলে কেবল হৃদযন্ত্রের অবসন্নতা বা শক্তিহীনতা বা রক্তহীনতা ইত্যাদি মৃত্যুর কারণ, আবার যদিও যন্ত্রের কোনরূপ বিকৃতি হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও যদি অতি শীঘ্র উৎকৃষ্ট বিকৃতি নষ্ট করা হয়, বা যন্ত্রের ভগ্ন অংশ মেরামত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও রক্ষা সম্ভব।

নানা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সমস্ত তরল পদার্থ দ্বারা হৃদযন্ত্রের কর্ম্মশীলতা পুনরুদ্দীপিত করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে শোণিতই সর্ব্ব প্রধান। যে সমস্ত জীব রক্তস্রাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে হৃৎযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালিত করিয়া তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া রীতিমত সুফল পাওয়া গিয়াছে। এস্থলে সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উরুদেশীয় রক্তবহা নাড়ীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রক্তস্রাব করাইয়া কোন জীবকে হত্যা করা হইল। বায়ু নালী দ্বারা বাতাস বা অন্য কোন বায়বীয় পদার্থ তাহার শরীরে পাম্প দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকিল। থোরাক্স (thorax) বা বক্ষঃস্থল এমন সময়ে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া হৃদযন্ত্রকে প্রকাশিত করা হইল। হৃদযন্ত্রের স্পন্দন যখন স্থগিত হইয়া গিয়াছিল, কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস পরিচালন কার্য্যও সময়ে সময়ে স্থগিত এবং পুনরাবদ্ধ করা হইল। বহিঃস্থ গলদেশীয় শিরা দ্বারা অন্য জন্তুর রক্ত পরিচালিত হইতে লাগিল। জীবন নষ্ট হইবার ৭ মিনিট পরে পুনরায় হৃদয়ের স্পন্দন ও জীবন পুনঃস্থাপিত হইল। রক্ত ব্যতীত অন্য কোন দ্রাবণ পরিচালিত করিলে কোন ফলই হইত না। আরও অনেক প্রাণী এই রূপ রক্তমোক্ষণ দ্বারা হত করা হইল। কিন্তু তাহাদের থোরাক্স ব্যবচ্ছিন্ন হইল না। কাজেই তাহারাও মৃত্যু লক্ষণের ৯ মিনিট পরে পুনঃ-সঞ্জীবিত হইল। য়্যাওর্টা (aorta). এবং হৃৎ প্রকোষ্ঠে অস্ত্রাঘাত করিয়া ভয়ানক রক্তস্রাব দ্বারা কতকগুলি জীবকে হত্যা করা হইল। এবং মৃত্যু লক্ষণের ৯ মিনিট পরে এই ক্ষত মেরামত করিয়া দিয়া হত প্রাণীকে পুনরায় জীবিত করা হইল। এক অভিনব প্রথায় এই ক্ষত সেলাই করা হইয়া থাকে। সুবর্ণের তারকে বক্র করিয়া অতি ক্ষুদ্র ধনুকের মত করা থাকে, ইহার ভিতরে সূচাগ্রবৎ দুইটি ক্ষুদ্র কাঁটা থাকে। এই ধনুকের মত ক্ষুদ্র সুবর্ণ তারা দ্বারা রক্ত স্থালীর কাটা মুখদ্বয় এরূপ ভাবে জুড়িয়া দেওয়া হয় যে, আদৌ ফাঁক থাকে না, এবং ছিন্ন অংশ গুলি পরস্পরের ঠিক মুখা মুখী থাকে। কৃত্রিম নানা উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া পরিচালিত হইয়া থাকে। কখনও জিহ্বা টানিয়া, কখনও বক্ষঃস্থল চাপিয়া, কখনও বা বাষ্প সহযোগে বায়ু নালিতে বায়ু প্রবেশ করাইয়া শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া পরিচালিত করিতে হয়।

মৃত্যু নিরাকরণের জন্য হৃদযন্ত্রের কার্য্য লক্ষ্য করাই প্রধান এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্য্য। অনেক স্থলে ইহার কার্য্য বন্ধ হওয়ার জন্যই মৃত্যু প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ নিউমোনিয়ার কথা বলা যাইতে পারে। যদি এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদপিণ্ডের কার্য্য কয়েক দিবস বেশ অক্ষুণ্ণ রেখা যাইতে পারে, তাহা হইলে মৃত্যু নিরাকরণ অসম্ভব নহে। হৃদযন্ত্র বিষাক্ত শোণিত দ্বারা আপ্লুত হইতে থাকে। কাজেই বিশুদ্ধ শোণিত অতি অল্পই প্রবাহিত হয়, অথচ হৃদযন্ত্রকে পূর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতর কার্য্য করিতে হয়। কোনও চিকিৎসক ইহা লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত গলদেশীয় শিরা দ্বারা কোন নিউমোনিয়া আক্রান্ত রোগীর রক্ত নিস্রা করাইয়া পরে অন্য সুস্থ ব্যক্তির রক্ত রোগীর হৃদয়ে পরিচালিত করিয়া সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়াছিলেন। প্রায়ই দেখা যায় যে অধিক রক্তস্রাব জনিত মৃত্যু হইলে সুস্থ ব্যক্তির রক্তব সঞ্চালিত করিয়া মৃত্যুর অনেক কাল পরে পুনরায় জীবিত করা যাইতে পারে। অতএব যদি এরূপ বুঝা যায় যে, স্নায়ুমণ্ডীর কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই; তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত গলদেশীয় শিরা দ্বারা আশু মৃতের শরীরে যদি অন্য ব্যক্তির সুস্থ এবং নীরোগ রক্ত মৃতের হৃদযন্ত্রে প্রবাহিত করান যায়, তাহা হইলে, অধিকাংশ স্থলেই মৃত্যুরোধ করা সম্ভব।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

হাঁপানী ও কাশীর মহৌষধ।

মধু ও তুলসী পাতার রস ২০ ফোটা, একত্রে মিশাইয়া শিশুদিগকে সেবন করাইলে ছেলেদের কাশী ভাল হয়।

ময়ুর পাখার ভষ্ম মধুর সহিত মিশাইয়া অবলেহন করাইলে কাশী ভাল হয়।

প্রসূতির স্তনের ক্ষত।

শিশুগণের স্তন্যপান জনিত ক্ষতে নিম্নলিখিত ঔষধটী বিশেষ ফলপ্রদ।

বাবলা, অথবা দালিমের গোটা কতক ছাল পরিষ্কার জলে সিদ্ধ করিবে, পরে তাহাতে অল্প পরিমাণ ফটকিরির গুড়া মিশাইয়া ৫৬ দিন স্তন ধুইলেই নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

ক্যালি-ফস্ফরিকম্।

বাধক;—নিরন্তর মৃদু শিরঃপীড়া লাগিয়াই আছে সমস্তদিনই ঢুলু ঢুলুভাব, খিটখিটে মেজাজ, কিছুই ভাল লাগে না, কেবল রাগ হয়; সামান্য বকাবকিতেই কাঁদিয়া ফেলে; নিজের উপর দমনশক্তি থাকে না, ক্রোধ, শোক দমন করিতে পারে না। তৃতীয় দশমিক শক্তি দিবসে চারিবার প্রয়োগে তিনমাসে বাধক দূর হয়।

উদরাময়;—খাইবার পরই গা বমি বমি করে ও ঢুলু ঢুলুভাব; ঢেঁকুরে পচা গন্ধ ও পচাস্বাদ; বিবমিষাতে ঢেঁকুরের উপশম হয়, বৈকালে পেট দমসম হইয়া উঠে ও পেটের ভিতর যেন চিবাইতে থাকে।

ডাক্তার লেয়ার্ড ক্যালি-ফস্ এবং এনাকার্ডিয়মের লক্ষণ তুলনা করিয়া বলেন, ক্যালিফসের রোগীর স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বেশী। দুইটি ঔষধের পীড়া পুনঃপুনঃ পালটীয়া হইয়া থাকে, কিন্তু খাওয়ার দোষে হইলে এনাকার্ডিয়ম এবং শোক, উৎকণ্ঠাজনিত হইলে ক্যালি-ফস দিতে হয়।

একটী শীর্ণকায় স্ত্রীলোক প্রসব করিয়া শীর্ণতর হইয়া পড়ে। পরে ছেলেটীকে স্তন দিয়া আরও শীর্ণ হইয়া পড়ে, ছেলেটীর অসুখের ভাবনায় রুগ্ন হইয়াছে, অক্ষিপুটের উপর বেদনা, শিরঃপীড়া মত, ঢুলু ঢুলুভাব, তবু স্থির থাকিতে কষ্ট হয়, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধি, জিহ্বায় কটা ময়লা পড়িয়াছে, ইহাতে ক্যালি-ফস্ আশ্চর্য্য ফল দেয়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ঘটিত। আক্রম্ অস্থিতে কনকন্ করে। নিদ্রা হয় না, পৃষ্ঠে ও অক্ষিপুটে মৃদু বেদনা। উ জনশীল। হতাশ, পুনঃপুনঃ প্রচুর পরিমাণে মূত্র হয়। প্রস্রাবে ফস্ফেট্ বেশী থাকে।

টাইফয়িড্ জ্বরের অনেক রোগীতে ক্যালি-ফস দরকার হইয়া থাকে। লক্ষণসকল তত স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় না। কয়েকদিন যাবৎ মানসিক গোলযোগ; প্রথমে কপালে বেদনা করে, ক্রমে বেদনা মধ্যে মধ্যে থাকে আবার থাকে না, শেষে স্থায়ী হইয়া বেদনা লাগিয়াই থাকে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ; জিহ্বায় কটা ময়লা; শীত শীত বোধ, দুর্ব্বল, ক্লান্তি বোধ, তলপেট কাঁপে, দুর্গন্ধি, কৃষ্ণাভহরিদ্রাবর্ণ কাদমত মল হয়। স্ত্রী কি পুরুষ, উভয়েরই এই ঔষধ ফলদায়ক, স্নায়বিক ধাতু হইলেই হইল।

ক্যালি-ফসের রোগীর রোগের মূল কারণ উত্তেজনা; অত্যধিক পরিশ্রম এবং মনকষ্ট ও উৎকণ্ঠা।

(কাজের লোক।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

"তবে রে দুর্বৃত্তগণ!" বলিয়া লরেন্স ব্যাঘ্র যেমন তড়িতবেগে তাহার শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে কিংবা কুণ্ডলিত ফণী যেমন ফণা তুলিয়া দংশন করিতে ছুটে, সেইভাবে রথওয়েলের উপর লাফাইয়া পড়িলেন।

রথওয়েল চৃতাঘাত হইয়া সশব্দে কক্ষতলে পতিত হইল। তাহার সঙ্গীরা সকলেই অন্যমনস্ক ছিল, অথবা সহসা তাহার নিকট হইতে এবম্বিধ আচরণের প্রত্যাশা করে নাই—কাজেই লরেন্স অস্ত্রখানা কাড়িয়া লইয়া দেওয়ালের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইলেন। যে সময়ে কোটটা গায়ে দিতে যাইতেছিলেন—সেই সময়েই এই আক্রমণ। সে কোট আর গায়ে উঠিল না। জড়াইয়া, তাল পাকাইয়া বামহস্তে ধরিয়া ঢালের মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার সর্ব্বাবয়বে মহত্বপূর্ণ একটা দেববাবের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল।

তিনি এককালে সকলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কৌশল চালিত ভীষণ তরবারির আঘাতে তাহারা পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইল।

রথওয়েল গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বিকট চীৎকার করিয়া কহিল,—"কাপুরুষের দল! উহাকে বেষ্টন করিয়া আক্রমণ কর—নিরস্ত্র কর কিন্তু সাবধান অঙ্গে যেন একটীও আঁচড় না লাগে। খবরদার কেহ পিস্তল ব্যবহার করিও না।"

রথওয়েল যখন এই ভাবে অনুচরগণকে তিরস্কৃত এবং উত্তেজিত করিতেছিল, লরেন্স তাঁহার তরবারি প্রহারে দুইজনকে হীনাস্ত্র করিয়া ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে আর একজন রক্তাক্ত কলেবরে ভূশয্যা গ্রহণ করিল। রথওয়েল অনুচরগণের অবস্থা দেখিয়া, একটা বাঁশি বাহির করিয়া সজোরে নিনাদিত করিল। যাহারা অস্ত্রচ্যুত হইয়াছিল, পুনরায় তাহাদের অস্ত্র গ্রহণ করিয়া আক্রমণে যোগ দিল। ইত্যবসরে আর এক ব্যক্তি রক্তাপ্লুত দেহে পড়িয়া গেল। যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারা প্রাণপণ শক্তিতে পুনরায় আক্রমণ করিল। দেখিতে দেখিতে তৃতীয় ব্যক্তিও আহত হইয়া পড়িল। বিজয়লক্ষ্মী প্রায় তাঁহার কুক্ষিগত হইল। তিনি গৃহের বাহির হইবার জন্য এক লম্ফে দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইলেন। এই সময়ে দালানে বহু লোকের দ্রুত পদধ্বনি শ্রুত হইল। রথওয়েলের বংশীশব্দে সাহায্য আসিয়া পড়িল। নববলে বলীয়ান হইয়া দুর্ব্বৃত্তদল পুনরায় আক্রমণ করিল। লরেন্স যথাসাধ্য তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আঘাতে অনেকেরই দেহ হইতে রুধির ধারা ছুটিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার অস্ত্রাঘাতে পতিত একজন শত্রুর দেহে তাঁহার পা পড়াতে, তিনি পড়িয়া গেলেন। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে শত্রুরা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

তাঁহারা তাঁহার হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া, শক্ত দড়ির দ্বারা তাঁহার হস্তপদ বাঁধিয়া ফেলিল। আর বলপ্রকাশ নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া তিনি বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

রাগে ফুলিতে ফুলিতে রথওয়েল কহিল,—"যুবক! অনর্থক এই বীরত্ব দেখাইলে। তবে তুমি যে সিংহের মত তেজস্বী এ কথা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য।"

এই সময়ে তুলিয়া অপরা সহোদরাদ্বয়ের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল,—"উহাকে তিরস্কার করিও না। এ রকম বীরের গুণের পক্ষপাতিত্ব করিতে সকলেই বাধ্য।"

সুন্দরীগণকে দেখিবামাত্র লরেন্সের মুখমণ্ডল ঘৃণা এবং ক্রোধে আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদের সম্মুখে কিছুমাত্র হীনতা স্বীকার না করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"মহিলাগণ! তোমাদের এই উদার আতিথ্য সৎকার তবে কি প্রতারণার নামান্তর মাত্র? তোমরা তোমাদের ঐ মধুস্রাবী কটাক্ষজালের অন্তরালে কি এই প্রকার কুৎসিত ঘৃণিত অভিসন্ধি লুক্কায়িত করিয়া রাখ? আমি তোমাদের কি অপরাধ করিয়াছি? কোন শিষ্টাচারের প্রদর্শনে আমাকে অনভ্যস্ত দেখিয়া আমার প্রতি এই প্রকার দুর্ব্ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছ?"

তিনি সহসা থামিয়া গেলেন। ভগ্নীত্রয়ের রূপান্তরিত প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন। তাহাদের চক্ষের সে কোমলতা মুখের সে প্রফুল্লতা অন্তর্হিত হইয়াছে—সে মুখে কঠোর সংকল্পের একটা বিভৎস ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের আকৃতিতে এখন হিংস্রবৃত্তি প্রতিফলিত। পোষা ব্যাঘ্রিনীর মূর্ত্তি একরূপ কিন্তু সেই বাঘিনী রক্তের আস্বাদে উত্তেজিতা হইয়া অধিক রুধির লালসায় যেমন ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করে—ইহাদের মূর্ত্তিতেও এক্ষণে সেইরূপ একটা উগ্র হিংস্রবৃত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। চক্ষু অস্বাভাবিক দীপ্তিতে জ্বলিতেছে—ঈপ্সিত সংকল্প সাধনের একটা প্রবলাকাঙ্ক্ষা তাহার সহিত মিশিয়া এক ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়াছে। তুলিয়ার চক্ষের দৃষ্টিতে এতদ্ভিন্ন আরও একটী ভাবের ছায়া পাত হইয়াছে। সে ছায়া দীপ্তার—সে প্রতিবিম্ব গুণ মুগ্ধতার। যাহারা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কোমলকায়া, সহৃদয়া করুণারাণীর মত অতিথির ক্ষুব্ধ হৃদয়ে শান্তির সুধাবর্ষণ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা উগ্রচণ্ডা, হুঙ্কৃতিকারিণী ভীষণার মত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তুলিয়া কহিল,—"মিষ্টার লি! তুমি নির্ভয়ে থাক। তোমার জীবনের আশঙ্কার কোন আশঙ্কা নাই। তোমার কার্য্যাবলীর উপরই তোমার ভবিতব্য নির্ভর করিতেছে।"

লরেন্স কহিলেন,—যখন আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছ, তখন বরং আমার জীবন লইলে, আমি অধিকতর সুখী হইব। ডিউক কুমারীগণ! আমার ভবিতব্যে যাহা থাকে, তাহাই ঘটিবে কিন্তু তোমাদের এই আচরণ তোমাদের জীবন নাটকের কখনই উজ্জ্বলতম অঙ্ক নয়। আমি না হয় দুর্ভাগ্য দলিত হইয়া তোমাদের আতিথ্যগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি কিন্তু তোমাদের এই ব্যবহার কি নিতান্ত নিন্দনীয় হইতেছে না?"

ব্যাঙ্গস্বরে তুলিয়া উত্তর করিল,—"তোমার কণ্ঠধ্বনি শ্রবণের সুখদায়ক বটে কিন্তু কি করিব, যাহার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, নিশ্চয় তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।"

সাবিনা এবং রুচিরাও সেই মতে মত দিয়া রথওয়েলকে ইঙ্গিত করিল। রথওয়েলও অনুচরগণকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিল। তদনুসারে তাহারা হস্ত পদবদ্ধ লরেন্স লিকে সঙ্গে লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইল। সুন্দরীরাও সঙ্গে চলিল। সকলে দালান পার হইয়া, ঐ অট্টালিকার শেষাংশে অবস্থিত একটী দ্বার খুলিয়া, কারাগারের একটী শিলানকৃত ঘরের মধ্যে উপস্থিত

হইল, কক্ষের মধ্যে দুইটি মশাল জ্বলিতেছিল। দুই জন সৈন্য সেই মশাল দুইটী লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। সে কক্ষের পরই একটা দালান—দালানের পরই একটা বৃত্তাকার সোপান। সকলে সোপান পথে উপরে উঠিতে লাগিল। কাহারও মুখে একটীও কথা নাই। বল প্রকাশ বা অনুনয় বিনয় বৃথা ভাবিয়া লরেন্সও নীরব।

অগ্রবর্ত্তী লোক দুইজন সোপানাবলীর উর্দ্ধদেশে উঠিয়া একটা দ্বার খুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা বাতাস আসিয়া মশাল দুইটী প্রায় নির্ব্বাণোন্মুখ করিয়া তুলিল। পরক্ষণেই আবার উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল। সকলে সেই আলোকে ছাদের উপর উপস্থিত হইল। রাত্রি অন্ধকার—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মশালের আলোক ছাদের উপরিস্থিত সেই নিবিড় অন্ধকাররাশি অপসারিত করিয়া জ্বলিতে লাগিল। লরেন্স মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহাকে এ স্থলে আনিবার উদ্দেশ্য কি? সম্প্রতি তাঁহার জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইবে না বলা হইয়াছে—সে কথা যদি সত্য হয়, তাঁহাকে এখানে আনিয়া কোথায় রাখিবে?

শীঘ্রই তাঁহার এ দুশ্চিন্তার শেষ হইল। ছাদের চারিদিকে আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হইলে দেখিলেন, ছাদের একাংশে কূপাদি হইতে জলোত্তলন করিবার যন্ত্রের মত একটা যন্ত্র-সেই যন্ত্রে একগাছা শক্ত রজ্জু সংবদ্ধ রহিয়াছে—রজ্জুর অপরাংশ একখানা কাষ্ঠাসনের সহিত আবদ্ধ। একজন ছুটিয়া গিয়া উক্ত যন্ত্রের নিম্নভাগস্থিত একটা চোরা দরজা খুলিয়া ফেলিল—সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃত্তাকার গহ্বর মুখ উন্মুক্ত হইল। তাহারা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া, সেই চেয়ারে বসাইয়া দিল। চেয়ার সংলগ্ন দৃঢ় চর্ম্মপেটিকা দ্বারা দৃঢ়ভাবে সেই চেয়ারের সহিত তাঁহার হস্তপদ বাঁধিয়া দিল এবং চেয়ারের পশ্চাৎভাগের সহিত আর একটী পেটিকা তাঁহার বুক ও পিঠের উপর দিয়া ঘুরাইয়া উত্তমরূপে বাঁধিল। তিনি এখন একটী বালকের মত নিঃসহায়—তাঁহার জীবন এখন তাঁহার পার্শ্বচারী ঐ সকল দানব প্রকৃতি নরনারীর মুষ্টির মধ্যে। সাবিনা এবং তুলিয়া এক্ষণে মশাল দুইটী ধারণ করিল। চারিজন সৈন্য গিয়া যন্ত্রের হাতলটী চাপিয়া ধরিল। রথওয়েল অপর অনুচরের সহিত চেয়ারখানা গহ্বরমুখের অভিমুখে ঠেলিয়া দিল। এই সময়ে যদি লরেন্সের মুখমণ্ডল বিমলিন, শুষ্ক এবং আশঙ্কার ছায়ার কালিমাগ্রস্ত হয়, পাঠক তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন—ভীরুতার অপবাদে তাঁহাকে কলঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না। এই সকল লোমহর্ষণ অনুষ্ঠান এবং তাঁহার অনিশ্চিত ভবিতব্য ভাবিয়া যদি তিনি আতঙ্কিত হইয়াই থাকে—তবে নিশ্চয় জানিবেন জীবনের প্রতি মমতা প্রযুক্তই যে তাঁহার এ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা নহে। দূরবাসিনী হৃদিবিলাসিনী প্রণয়িনীর ভাবনাতেই তিনি এরূপ মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যদি এইরূপ অবস্থায় সংসারের নাট্যশালায় তাঁহার জীবন নাটকের অভিনয়ের মধ্যখানে যবনিকা পতিত হয়, তাহা হইলে জাহাজ ধ্বংসের সংবাদ ইংলণ্ডে পঁহুছিলে রুথ নিশ্চয় মনে করিবেন তিনি তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ বারিধি বক্ষে সমাধি লাভ করিয়াছেন। হায়! তখন সেই অভাগিনীর কি অবস্থা হইবে। পিতার জন্য একে তিনি ব্যথিতা—তাহার উপর পতির শোকে তিনি কি উন্মাদিনী হইয়া উঠিবেন না? তাঁহার যে পতি, পিতা দুই যাইতে বসিয়াছে। পিতার জন্য ফাঁসিকাষ্ঠ প্রোথিত হইতেছে—পতির জন্য কি এক অনিশ্চিত ভবিতব্য মুখব্যাদন করিতেছে। এরূপ চিন্তায় লরেন্সের মুখে যে কালিমা পড়িবে ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"ডিউক-নন্দিনীগণ! যদি তোমরা নারী হও, তোমাদেরই মত অপর এক নারীর প্রতি করুণাময়ী হয়। আমি আমার জন্য তোমাদের নিকট দয়া প্রার্থনা করিতেছি না। যদি তোমরা একটী মাত্র জীবন লইতে কর প্রসারণ করিতে, একটী মাত্র প্রাণীর ভবিতব্যের উপর যবনিকা টানিয়া দিতে উদ্যত হইতে এবং যে জীবন যা ভবিতব্য যদি আমার হইত, তোমরা কখনই আমার মুখ দিয়া এরূপ কাতরতা বা অনুনয়ের চিহ্নমাত্র প্রকাশ পাইতে দেখিতে পাইতে না। আমি আমার পত্নী—আমার প্রেমময়ী ভার্য্যার জন্য তোমাদের করুণা প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা এক আঘাতে দুইটী জীবন নষ্ট করিতে প্রস্তুত হইয়াছ। এখনও বলিতেছি যদি তোমরা নারী হও—মানবী রূপে দানবী না হও, তোমাদের এই লোমহর্ষণ পৈশাচিক অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে ক্ষান্ত হও।"

কিন্তু তাহাদের হৃদয় টলিল না। রুচিয়া ও সাবিনা নীরবে দণ্ডায়মান রহিল। তুলিয়া কেবল উত্তর করিল,—"তোমার জীবন এখনও বিপন্ন হয় নাই—তবে তাহা থাকিবে কি না, সে তোমার কার্য্য ফলের উপর নির্ভর করিতেছে।"

লরেন্স দেখিলেন, ইহাদের হৃদয় পাষাণ-গঠিত। এ পাষাণ প্রাচীর ভেদ করিয়া করুণার প্রবাহিনী কখনই বাহির হইবে না। তিনি আর কোন কথা কহিলেন না। চেয়ার গহ্বর মুখে উপস্থিত হইল। লোক চারিজন যন্ত্রের লৌহময় হাতল সবলে চাপিয়া ধরিল। চেয়ার গহ্বরের উপর ঝুলিতে লাগিল। যাহারা হাতল ধরিয়াছিল—ধীরে ধীরে তাহা যতই ঘুরাইতে লাগিল,—চেয়ার ততই গহ্বর পথে নামিতে আরম্ভ করিল। রথওয়েল ও তাহার অনুচর, চেয়ারের পশ্চাৎবর্ত্তী উপরের কাঠের উপর পা দিয়া দড়িগাছটা বলপূর্ব্বক চাপিয়া ধরিল। এইরূপে বন্দী, রথওয়েল ও তাহার অনুচর ধীরে ধীরে গহ্বরে নামিতে লাগিল। চেয়ার যতই নামিতে লাগিল—যন্ত্র হইতে ততই ক্যাঁ ক্যোঁ করিয়া একটী শব্দ উঠিতে লাগিল।

চেয়ার ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল। নরেন্দ্রের চিত্ত নানা চিন্তায় বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তাহারা তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে? সত্যই কি কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবে? তুলিয়ার কথা কি সত্য? কিংবা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা? যাহারা তাঁহার সঙ্গে নামিতেছে, তাহারাই কি তাঁহার হত্যাকার্য্য সম্পাদন করিবে? কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। চেয়ার ধীরে ধীরে ক্রমশঃ গভীরতম অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। কত কথাই তাঁহার মনে পড়িল—কত কালের কত সুখ-স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিল—কত পরিচিত স্থানের চিত্র নেত্রপ্রান্তে প্রতিভাত হইল। একবার তিনি মুখ তুলিয়া উপরের দিকে চাহিলেন—আলোকের ছটা দেখিতে পাইলেন। আর দেখিলেন তিন জন্মী গহ্বরের উপর ঝুঁকিয়া, এখনও সেই স্থলে দণ্ডায়মান আছে।

অবশেষে চেয়ারখানা তলদেশে উপস্থিত হইল। ঘোর অন্ধকার, সুতরাং স্থানটা কোথায়—কি—বা কেমন কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না। তিনি পুনরায় মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দেখিলেন বহু উর্দ্ধে সেই আলোকচ্ছটা—অতি ক্ষীণ দীপ্তিতে জলিতেছে। রথওয়েল অনুচরের সহিত চেয়ার হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং ক্ষিপ্রতার সহিত তাঁহার বন্ধন খুলিয়া দিল। তাহার পর তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া প্রায় বারগজ অন্তরে টানিয়া লইয়া গেল। তাহাদের এ স্থান বিশেষ পরিচিত, সুতরাং অন্ধকারে চলাফেরা করিতে বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল না।

যে সময়ে তাহারা তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার হস্তপদের বন্ধন রজ্জুতে কি সে করিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। সহসা তাহারা তাঁহাকে আর এক ধাক্কা দিয়া পশ্চাতে ঠেলিয়া দিল—ঠিক এই সময়ে তাঁহার হস্তপদের বন্ধনরজ্জুও আসিয়া পড়িল। তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া, তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু সেই সময়ে লোহার রেলিং বিশিষ্ট দ্বার সশব্দে বন্ধ হইবার শব্দ উত্থিত হইল। ভূগর্ভে নিবিড়ান্ধকারের মধ্যে সে শব্দ অতি ভীষণ ভাবে ধ্বনিত হইল। তিনি আশ্রয় হইতেই বাধা পাইলেন। এই সময়ে আরও একটা দ্বার বন্ধের শব্দ হইল। সে শব্দের প্রতিধ্বনি যখন থামিয়া গেল, নরেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, তিনি নীরব নির্জ্জনতার মধ্যে সমাধি প্রাপ্ত হইলেন।

নবসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

ভূতলস্থ কক্ষে।

পরদিন রাত্রির ঠিক ঐ সময়ে নগরবাসীরা বন্দীগৃহের ছাদ পুনরায় পূর্ব্ব রজনীর মত তীব্রালোকে উদ্ভাসিত দেখিল। আজও চেয়ারখানি তেমনই ভাবে নামিতে লাগিল। চেয়ারের উপর একজন স্ত্রীলোক উপবিষ্টা—পার্শ্বে একজন মাত্র পুরুষ দণ্ডায়মান। রমণী তুলিয়া—পুরুষ রথওয়েল।

রথওয়েলের হস্তে একটী আলোক—সেই আলোকের দীপ্ত প্রভায় ডিউকের কনিষ্ঠা কুমারীর সমুন্নত দেহের সকল সৌন্দর্য্য যেন সহস্র ধারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ তাহার বেশ বিন্যাসের বড়ই ঘটা। দেখিলেই বোধ হয় কোন সংকল্প সিদ্ধির জন্য এই ভাবে সাজিয়া গুজিয়া, রূপের বাহার দেখাইবার জন্য বাহির হইয়াছে। পরিচ্ছদ নীলাভ লোহিত বর্ণের মূল্যবান মখমলে বিরচিত। প্রান্তভাগ কারুকার্য্য খচিত, মাঝে মাঝে মুক্তার সমাবেশ। কালকাদম্বিনীর মত কুঞ্চিত কেশ কলাপের উপর একছড়া হীরকহার নীরদশূন্য নীসিম গগণে তারকাস্তবকের মত শোভা পাইতেছে। যুগ্ম কপোলে উত্তেজনার প্রদীপ্ত প্রভা—নয়নে একপ্রকার অস্বাভাবিক দীপ্তি—বিম্বাধর ঈষদ্ভিন্ন—তাহার মধ্য দিয়া দশনাবলীর মধুর কান্তি বাহির হইয়া পড়িতেছে। মণিমাণিক্য খচিত অলঙ্কার অনাবৃত কণ্ঠে দুলিতেছে—এবং নগ্ন ভুজবল্লরী বেষ্টন করিয়া শোভা পাইতেছে।

সুন্দরীর দেহ চেয়ারের সহিত আবদ্ধ ছিল না। সুতরাং চেয়ারখানি তলদেশ স্পর্শ করিবামাত্র চেয়ার হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং রথওয়েলের হস্ত হইতে আলোক লইয়া ধীরপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইল। রথওয়েল চেয়ারে তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

সুন্দরীর করধৃত আলোচ্ছটায় সমস্ত স্থান আলোকিত হইয়া উঠিল। ঐ গহ্বরপথের নিম্নভাগ হইতে প্রায় ষাইট হস্ত পরিমিত এক পাষাণময় পথ। উর্দ্ধভাগ খিলান করা—মধ্যস্থলের উচ্চতা প্রায় ছয় ফিট। প্রত্যেক দিকে লৌহমণ্ডিত কবাট—প্রত্যেক কবাটের বহির্ভাগে লৌহময় অর্গল। উর্দ্ধে ছাদের উপর তিনটী লৌহজালবদ্ধ ক্ষুদ্র গবাক্ষ—তাহারই সাহায্যে এখানে বায়ু সঞ্চালিত হইয়া থাকে। ঐ লৌহমণ্ডিত কবাটের গাত্রেও ঐরূপ জালবদ্ধ গবাক্ষ আছে—তাহারই দ্বারা কারাকক্ষে বায়ুর গমনাগমন হয়। এ ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষে অবতরণ করিবার ঐ যন্ত্র চালিত চেয়ার ভিন্ন অন্য পন্থা নাই, সুতরাং এ স্থল হইতে পলায়ন করা একেবারেই অসম্ভব।

তুলিয়া আলোক হস্তে উক্তরূপ একটী দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার অর্গল খুলিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। ভিতরটা বেশ প্রশস্ত। দ্বারের পরেই কিয়দ্দূরে একসারি লোহার রেলিং—ঐ রেলিংয়ের কিয়দংশ আবশ্যকমত খোলা বা বন্ধ করা যায়। ইহার আকৃতি পশুশালার বন্যপশু আবদ্ধ রাখিবার জন্য লৌহময় পিঞ্জরের মত। এই পিঞ্জর দ্বার তালা চাবি দ্বারা সুরক্ষিত। এই পিঞ্জর বা কক্ষ উত্তমরূপে সজ্জিত। সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার সকল উপকরণ এখানে আছে। উত্তম শয্যা বেশবিন্যাসের জন্য সুবাসিত

তৈল, গন্ধদ্রব্য, এবং বিবিধ বস্ত্র পরিপূর্ণ বস্ত্রাধার। চেয়ার, টেবিল, এবং এমন কি শয্যার উপর মশারি পর্য্যন্ত কিছুরই অভাব নাই। সকল দ্রব্যই পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন, সুরুচি সঙ্গতভাবে সজ্জিত।

এই কক্ষের মধ্য একখানি চেয়ারে লরেন্স উপবিষ্ট। তাঁহার পার্শ্বস্থ টেবিলের উপর একথালা খাদ্য, একগ্লাস জল এবং একপাত্র মদিরা। একটা আলোকও ছিল কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তাহা নিবিয়া গিয়াছিল। বন্দী রুটির সামান্য একটু মাত্র ভক্ষণ করিয়াছেন—মদ বা অন্য দ্রব্য স্পর্শও করেন নাই।

লৌহ রেলিংয়ের মধ্য দিয়া আলোক-রশ্মি তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রতিফলিত হইবা-মাত্র এবং সেই আলোকে তুলিয়ার মূর্ত্তি তাঁহার নয়ন পথবর্ত্তিনী হইবামাত্র ঘৃণা এবং ক্রোধের একটা অভিব্যক্তি তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সহসা আত্ম সংযম করিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং সুন্দরী কি বলিতে আসিয়াছে, ধীরভাবে শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। তুলিয়া আলোকটী একস্থানে রক্ষা করিয়া, মখমল মণ্ডিত একখানা কেদারার উপর বসিয়া পড়িল। উভয়েই নীরব। উভয়েরই দৃষ্টি উভয়েরই উপর নিবদ্ধ।

এইভাবে কিয়ৎক্ষণ গত হইলে রূপসী যতদূর সাধ্য কোমলকণ্ঠে কহিল,—"মিষ্টার লি! অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার কথাগুলি শুনিবেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, আপনাকে এ স্থানে স্থানান্তরিত করিবার আবশ্যকতা কি। আপনি বোধ হয়—বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, আপনার প্রতি কোন-রূপ অনাবশ্যক দুর্ব্ব্যবহার করা হইবে না। রথওয়েল প্রাতঃকালে এখানে যখন আহা-র্য্যাদি লইয়া আসিয়াছিল, তাহার মুখে বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন আপনার সকল রকম ন্যায় সঙ্গত দাবীই রক্ষিত হইবে।"

লি। আমি তোমাদের নিকট কোনই অপরাধ করি নাই। আমাকে মুক্ত করিয়া দাও—এই আমার প্রার্থনা।

তুলিয়া। আপনি কি বুঝিতে পারেন নাই, কোন গভীর উদ্দেশ্য না থাকিলে, কি জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আপনাকে এ স্থলে লইয়া আনা হইবে? কতকগুলি সর্ত্ত আছে—সেই সর্ত্ত পূর্ণ হইলেই, আপনি মুক্তি পাইবেন।

লি। সে সর্ত্তগুলি কি?

তুলিয়া। ধৈর্য্যাবলম্বন করুন—সকলই বলিতেছি। আসল কথা বলিবার পূর্ব্বে আপনাকে আমাদের পারিবারিক কতক-গুলি বিষয় জ্ঞাত করান কর্ত্তব্য। আপনি শুনিয়াছেন, আমাদের পিতা রোগশয্যায় শায়িত—শীঘ্রই সেই শয্যা তাঁহার মৃত্যু শয্যায় পরিণত হইবে। আমাদের এক সহো-দর আছে—পিতার মৃত্যুর পর সেই পিতার উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিবে। কিন্তু সেই সহোদরের সহিত আমাদের বড় একটা সদ্ভাব নাই। এ বিবাদের কারণ কি তাহা আপনার জানিবার আবশ্যক নাই। রোণাল্ড উত্তরাধিকারী সূত্রে এই দ্বীপের এবং পিতার অপরাপর সম্পত্তির অধিকারী হইলে, আমরা আজ কয়েক বৎসর হইতে যে শক্তির পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা হইতে বঞ্চিত হইব। শুদ্ধ তাহাই নয়,—সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগকে তাহার অধীন এবং তাহার দয়ার পাত্রী হইতে হইবে। আমরা কিন্তু তাহার সে করুণার স্নিগ্ধ ধারায় অবগাহন করিবার সুখভোগ করিতে সম্মত নহি।

লি। আমি তোমাদের হস্তে যেরূপ দয়ার নিদর্শন পাইয়াছি, তোমরা কি তাঁহার হস্তে সেইরূপ দয়ার সদ্ব্যবহার দেখিবার আশঙ্কা কর? আর শুদ্ধ আমি কেন আমার বোধ হয় অনেকেই তোমাদের ঐ করুণার আস্বাদ উপভোগ করিয়াছে।

তুলিয়া। মিথ্যা বলিয়া লাভ কি? সত্যই এই মুহূর্ত্তে এই ভূগর্ভাবাসে অন্য বন্দী অবস্থান করিতেছে। আপনি অনুমান করিয়া এ কথা না বলিলেও, আমি নিজেই আপ-নাকে বলিতাম।

লি। তাহার পর কি বল শুনি।

তুলিয়া। এখন আপনি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, আমাদের তিন ভগ্নীর কিরূপ অবস্থা? আমরা তিন সহোদরা এত হীন-বীর্য্যা বা দুর্ব্বলা নই যে, আমাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য একটীবার মাত্রও চেষ্টা না করিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে এই সকল পরিত্যাগ করিব। এই স্থান হইতে আমার কথাগুলি বেশ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন। এই দ্বীপের উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে বহু প্রাচীন কাল হইতে অনেকরূপ আশ্চর্য্য কিম্বদন্তী এবং বহু অদ্ভুত কৌলিক প্রথার কথা প্রচলিত আছে। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে এই দ্বীপের এক অধীশ্বরের তিন কন্যা এবং এক পুত্র ছিল। তিনি বলিয়া গিয়া-ছিলেন, যদি ঐ তিন ভগ্নী এক দিনে, একই সময়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে ঐ ভগ্নীত্রয় তাহাদের স্বামী-গণের সহিত সমভাবে এই রাজত্ব উপভোগ করিতে পারিবে। পুত্রের তাহাতে কোনই অধিকার থাকিবে না। তদনুসারে তাহারা তিন সহোদরা একই দিনে একই সময়ে বিবাহিত হইয়া, পিতার মৃত্যুর পর, তাহা-দের পতিগণের সহিত ইহার সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিল। তাহাদের সহোদর কিন্তু অস্ত্র সাহায্যে প্রতিবাদ করিতে দণ্ডায়-মান হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ভগ্নীত্রয় এবং তাহাদের স্বামীগণের সম্মিলিত শক্তির নিকট পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এইবার বোধ হয় কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছেন?

লি। না—যাহা বলিবার শেষ পর্য্যন্ত বল।

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ বর্ষ।] ২৫শে ভাদ্র, ১৩২৬ সাল। ইং ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ সাল। [৫ম খণ্ড।

মৃত্যু রহস্য।

ডাক্তার সি, বি, হমিংটন একজন খ্যাতনামা আমেরিকান ডাক্তার, তিনি আপনার প্রায় সমস্ত জীবনই মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ডাক্তার হমিংটন প্রায় ১৫০০০ ব্যক্তির মৃত্যু অতি মনোযোগের সহিত দর্শন করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,

১। মৃত্যুর কোন যন্ত্রণা নাই, মৃত্যুর পূর্ব্বে কোন একটী সময় পর্য্যন্ত শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত মৃত্যুর সময়ে কোন যন্ত্রণা মানুষের অনুভব করিবার শক্তি থাকে না।

২। জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক সকলেরই মৃত্যু একই প্রকার। আমাদের একটা সাধারণ ধারণা আছে যে, ধার্ম্মিক লোক বিনা কষ্টে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে, আর অধার্ম্মিক অতি কষ্টে যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করে; ইহা ভুল—ইহার কোন চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেকগুলি অতি মহাপাপী নরাধম ব্যক্তির মৃত্যু অতি অনায়াসে হইয়াছে, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি।

৩। কেহ বলিতে পারে না যে, সে কখন মরিবে এবং কতক্ষণ বাঁচিবে, মৃত্যুর এক মিনিট পূর্ব্বেও মানুষ তাহার জীবনে হতাশ হয় না, ইহা দেখিয়াছি।

৪। প্রত্যেক মরণাপন্ন ব্যক্তিই বাঁচিতে চাহে।

৫। প্রত্যেক মরণাপন্ন ব্যক্তিকেই আমি পরকাল বিশ্বাস করিতে দেখিয়াছি, সকলেই ভবিষ্যৎ জীবন বিশ্বাস করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৬। প্রত্যেক মরণাপন্ন ব্যক্তি মৃত্যুর অতি পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ভাল আছে বলে।

(কাজের লোক।)

(চয়ন)

অপরাজিতা ফুল।

ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
কাব্যবিনোদ লিখিত—

পরিচয়। ইহা লতাজাতীয় উদ্ভিদ। ভারতের সর্ব্বত্র সুলভ। পূর্ব্বকালের আর্য্যগণ এই জাতীয় কয়েকটী ফুলকে "যন্ত্রপুষ্প" বলিয়া শক্তি পূজায় শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। তাহার মধ্যে অতসী, আর অপরাজিতা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইহা শ্বেত, নীল মিশ্রিত শ্বেতাভ স্বরূপে তিন প্রকার। সাধারণত নীল অপরাজিতাই সর্ব্বত্র সুলভ। শ্বেত অপরাজিতাই কিন্তু ঔষধীর কার্য্যের প্রধান অবলম্বন। এই উদ্ভিদ জাতীয় লতাটি হিন্দুর শিশু বৃদ্ধের পরিচিত। এই ফুলের গাছ লতাকারে অপর বৃক্ষ বা কোন স্থানকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন হয়। ইহার বিশেষ পরিচয় বাহুল্য মাত্র।

ঈশ্বরের এমনি মহিমা, এমনি সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের সুকৌশল, যে জগতের প্রত্যেক পদার্থই পূর্ণ পৃথক পৃথক। তবে স্থান বিশেষে যে একটুকু আধটুকু সমতা পরিলক্ষিত হয়—উহা আমাদের অভিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা। এই বিশ্বরাজ্যে এক আকারের দুই বস্তু নাই। আপাত দৃশ্যে জগত বৈষম্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পরিণতির সামঞ্জস্যে এই অপরাজিতা লতার সহিত সমতুল্যতা অপর কোন লতা মানবের দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। কিন্তু বিন্ধ্য পর্ব্বত সানুদেশে "তুবরি" বলিয়া একরূপ বনজলতাকে অপরাজিতার সহিত অনেকটা তুলনা করা যায়।

কাশীবাসের দ্বিতীয় বর্ষে বিন্ধ্যাচল দর্শন সময়ে বৈশাখ মাসে পর্ব্বতের নিম্নাংশে মাতা শ্রীশ্রীবিন্ধ বাসিনীর মন্দিরের নিম্নে তুবরি লতা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু ফুল দেখি নাই। তাই মনে হইয়াছিল, ইহা অপরাজিতা লতা বিশেষ। যাহা হউক, ঔষধার্থে সর্ব্বত্র সুলভ শ্বেত অপরাজিতাই বর্ণনার লক্ষ্য।

ভাষাভেদে নাম। সংস্কৃতে—অপরাজিতা, হিন্দিতে কোয়েল, পাওরী, সুফনি। গুজরাটে গরনী। কর্ণাটে—নিলিয় গিরিকর্ণিকা, তেলিগুতে—নীল গদুনাও কহিয়া থাকে। ইংরাজিতে Magoria আর লাটিনে chlatoria trentula ক্লাটোরিয়া ট্রানটুলা কহে।

একজন দেশীয় ডাক্তার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারি মেজেরিয়ান" নামক ঔষধকে এই অপরাজিতা জাতীয় ঔষধ বলিয়া পরিচিত করেন। প্রকৃত কিন্তু তাহা নহে। মেজেরিয়ান ভারতীয় দ্রব্য নহে। এই ডাক্তার বাবুর বিশ্বাস, মেজেরিয়ান আর অপরাজিতার শিকড় একই গুণকারক। যাহা হউক, এই দুই দ্রব্য এক না হইলেও—গুণ, ক্রিয়া প্রায় এক। মেজেরিয়ানের গুণ শ্রেষ্ঠ পরিবর্তক। অপরাজিতাও তাই। ইহার আর যতই গুণ থাকুক না, কেন আমি ইহার দুই শক্তির পূর্ণ পক্ষপাতী। পরিবর্তকে আর ক্ষত শুষ্ককারকতায়।

ক্রিয়া। বিরেচক, পরিবর্তক, পচন নিবারিক। ছিল্‌ শালিগ্রাম নির্ঘণ্ট বলেন, অপরাজিতা "ত্রিদোষং শীর্ষশূল দাহং কুষ্টশ্চ শূলকম্‌" ত্রিদোষ (বাত পিত্ত কফ প্রকোপ) শিরোরোগ, কুষ্ঠ দাহ ও শূল ইত্যাদি আরোগ্য করে। উক্ত গ্রন্থমতে ইহা নেত্র পীড়ারও ঔষধ। আমরা অপরাজিতার শ্লেষ্মাকারক পিত্ত নিঃসারক এবং পরাঙ্গপুষ্ট কীট নাশক গুণও উপলব্ধি করিয়াছি।

সুপ্রসিদ্ধ পল্লী "খড়দহ" নিবাসিনী একটী ব্রাহ্মণ কন্যা শিষ্যবাড়ী থাকিয়া বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সহায় পিত্তলের বগুণার সূক্ষ্মধারে হাত কাটিয়া বিষম ক্ষত জন্মাইয়া ছিলেন। অযত্নেই হউক আর অভাবেই হউক, কিম্বা শিষ্যগণকে বিরক্ত করিবেন না বলিয়াই হউক, বেচারীর ক্ষত বৃদ্ধি পাইতে পাইতে আঙ্গুলের এক পর্ব্ব পর্য্যন্ত পচিয়া গিয়াছিল। ঘটনা সূত্রে আমি তাহার শিষ্য মহাশয়দিগের বাড়ী একটী "ইরিসিপেলাস" চিকিৎসার জন্য উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার ক্ষত দেখিয়া অন্যত্র হইতে ঔষধ আনাইতে আমার দুইদিন দেরী হইয়া যায়। এই অবসরে একটী সাহা জাতীয় পল্লী কবিরাজ অপরাজিতার পাতা আর সামান্য কলি চূণ নারিকেল তৈল সহ কর্পূর মিশাইয়া ক্ষতে দিতে থাকে। আর "বিছতাড়কের" পাতা দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেয়। ভগবানের প্রসাদে এক রাত্রিতে গন্ধ আর পুঁযপড়া আরোগ্য হয়। ফুলাও পরে কমিয়া যায়। ইহা দেখিয়া আমি আর দ্বিতীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করি। ৩।৪ দিন উক্ত মলম ব্যবহারে ক্ষত আরোগ্য হয়। পরিশেষে একটি সামান্য দাগ ব্যতীত অন্য কোনরূপ চিহ্ন ছিল না।

তখন হইতে এই ঔষধে আমি বহু ক্ষত পীড়া আরোগ্য করিয়াছি। অপরাজিতার পাতার রসে কর্ত্তিতাংশ জোড়া দেওয়া যায়। ইহার পচন নিবারক শক্তি অতি উৎকৃষ্ট। রক্ত রোধকও বটে। ইহার আর একটি অদ্ভুত গুণ আছে—যথা কাচে কিম্বা শিশি বোতলে হাত কাটিলে এবং কাচ কণা শরীরে আবদ্ধ থাকিয়া উপদ্রব উপস্থিত করিলে অপরাজিতা পাতার রস চূণ, দোক্তা পাতার সহিত পীড়িত স্থানে বান্ধিতে হয়। ইহাতে জালা যন্ত্রণা যায় এবং ক্ষত শুষ্ক হয়। আমি নিজেই ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য।

কাচের ছিপি যুক্ত শিশি কোন কারণে ভাসিয়া দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিয়া ছিলাম। প্রথমে কষ্টিক ব্যবহার করিয়া বেদনা আরোগ্য করি কিন্তু শেষে আবার বেদনা হয়, আর প্রদাহ হইয়া ক্ষত হইবার উপক্রম হয়। তখন শ্বেত অপরাজিতার পাতার রস দিয়া আরোগ্য হয়। এই লতার পাতার রস পিচকারি যোগে ব্যবহার করিলে নূতন প্রমেহ পীড়ার পুঁয পড়া কম পড়ে। আবার স্ত্রীলোকের যোনী কুণ্ড স পীড়ায় ইহার ক্ষমতা অত্যধিক। কতকগুলি পাতা গরম জলে ফেলিয়া ফাণ্ট অর্থাৎ পাচন প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা ডুস কিম্বা পিচকারী ব্যবহার করিতে হয়। এমন কি ইহাতে প্রদর পীড়া পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়। শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে অপরাজিতার পাতা তাজা চূণে মাখিয়া দুই পার্শ্বে লাগাইয়া যন্ত্রণা কম পড়ে।

ইহার শিকড়ের রসে দাস্ত হয় এবং পরিবর্ত্তক গুণ প্রকাশ পায়। এই কারণ কোন কোন পল্লী কবিরাজ শিকর ছেচিয়া ২০।২৫ ফোটা রস চূণের জল সহ খাইতে দিয়া রক্তাতিসার আর ক্রিমি ব্যাধি আরোগ্য করিয়া থাকেন। উন্মাদ পীড়ায় ইহা নস্যকে ব্যবহার করা যাইতেছে, কিন্তু ডাক্তারী শাস্ত্রে এই লতার নাম গন্ধ নাই। পরীক্ষা করা উচিত নহে কি?

(কাজের লোক।)

বিলাসিতার অনুকরণের নামই সভ্যতা নহে।

আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার বড় অভিমান, প্রাচীন রীতি-নীতিকে আমরা তাই সযত্নে পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাসিতাটুকুই নকল করিয়া সদর্পে বলিয়া থাকি, আমরা "সভ্য" হইয়াছি! কিন্তু বাস্তবিকই আমরা আমাদের সেকালের সুসভ্য আচার ব্যবহার জলাঞ্জলি দিয়াও সভ্য হইতে পারি নাই। আমরা কেবল বিলাসিতা শিক্ষা করিয়াছি, তাই আমাদের অভাব বাড়িয়া যাইতেছে, বিলাসিতার জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছি, কাজেই কৃষি বাণিজ্য ছাড়িয়া চাকুরীই উপজীবিকা করিয়া লইয়াছি। ইউরোপ, আমেরিকার সুসভ্য জাতি স্বাধীন-জীবিকাতেই গৌরব বিবেচনা করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আমরা বিরোধী নহি, অনেক বিষয়ে ইহাদের রীতিনীতি অনুকরণীয়। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাসিতাটুকু আমাদের পক্ষে সাংঘাতিক। কারণ আমাদের অভাব—দীনতা বেশী, দরিদ্রাবস্থায় বিলাসিতা কোন সমাজেরই অনুমোদনীয় নহে।

অতি প্রাচীনকালের লোকেও দাস্যবৃত্তিকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন দেখুন। মনু বলিয়াছেন—

সত্যানৃতন্ত বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে
সেবাশ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

মনুঃ, চতুর্থ অধ্যায়, ৬ শ্লোক।

"বাণিজ্যে এবং ঋণ দানে প্রায়ই সত্য ও মিথ্যা বলিতে হয় এবং বরং সে উপায়েও জীবিকা নির্ব্বাহ করা শ্রেয়, তথাপি দাসস্বরূপ কুকুরবৃত্তি অবলম্বন করিবে না।" কিন্তু আমরা আজ কুকুরবৃত্তিকেই জীবনের সার উদ্দেশ্য করিয়া লইয়াছি এবং সেই ঘৃণিত দাস্যবৃত্তি করিয়াও স্বীয় দেশবাসী স্বাধীন জীবিকাবলম্বী কৃষকগণকে প্রকৃতই ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়া যথাসম্ভব দূরে থাকিতে গৌরব বিবেচনা করি, এই কি আমরা প্রাচীন কালের লোকগণ অপেক্ষা সভ্য হইয়াছি? প্রাচীন কালের সভ্যতা তবে খারাপ ছিল কে বলে?

আসল কথা—নিজের দেশের লোকের ও নিজের দেশের প্রতি আমাদের প্রকৃত আস্থা নাই। নিজেদের শাস্ত্র ভাল লাগে না, নিজেদের নীতি ভাল লাগে না, নিজেদের গ্রাম ভাল লাগে না, নিজেদের মাটী ভাল লাগে না! সমস্ত গ্রামবাসী পল্লী ছাড়িয়া সহরে আসিয়াছি। এই কার্য্যে কি হইয়াছে? দেশ উৎসন্ন গিয়াছে, তোমার বর্ত্তমান সভ্যতা, আচার ব্যবহার,—ওরফে বিলাসপূর্ণ অনুকরণের জন্য বাণিজ্য লয় পাইয়াছে, আর তুমি দীন হইতেও দীন হইয়া যাইতেছ, তোমার দেশের লোক অন্নাভাবে মৃতপ্রায়, তুমি বর্ত্তমান সভ্যতার প্রেমে হাবুডুবু খাইতেছ! দেশের জিনিস তোমার ভাল লাগে নাই, তাই দেশের শিল্প নষ্ট হইয়াছে, আর বিদেশীয় বণিক ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দোষ নাই। বিলাসিতা শারীরিক ও মানসিক বলেরও অন্তরায়। তুমি যদি মতিরমালা দাঁতে কাটিয়া পদদলিত করিয়া ফেলিয়া দাও, যাহারা জহর চিনিয়া থাকে, তাহারা লইবে না, এ কেমন অন্যায় কথা। আর কতদিন তোমার এ মোহ থাকিবে ভাই! আহা! তোমার দেশের দশা দেখিয়া কবি কি বলিয়াছেন দেখ ;—

তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সুতা জাতা টেনে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র আদি বিকায় নাক আর,
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন।

কেমন করিয়া তাহারা অন্ন পাইবে? তুমি যে বিলাসিতায় ভরপুর হইয়া আছ, তাই তোমার হাতের প্রস্তুত মোটা জিনিস আর ভাল লাগে না।

তোমার—

সূচ সুতা আদি আসে তুঙ্গ হতে,
দিয়াসলাই কাটী তাও আসে পোতে,
প্রদীপটী জ্বালিতে, খেতে, শুতে যেয়ে
কিছুতেই নহ তুমি স্বাধীন।

কথা ঠিক নয় কি? কে করিয়াছে এই সকল? কে এ সোণার ভারতকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে? উত্তর—আমরাই, আমরাই—কুলাঙ্গার দেশের সন্তানগণ—আমরাই নীচ বর্ব্বর অপরিণাম দর্শীগণ। সেই পাপের ফল আজ বেশ ফলিতেছে, কিন্তু এখনও চৈতন্য হইল কৈ? চৈতন্য হইলে আজ আমরা এক দিনে বিলাসিতা ছাড়িতাম।

মানুষ সভ্য হইলে চারি হাত, চার পা হয় না, মানুষ সভ্য হইলে আপনার দেশের কল্যাণ করে, নিজের উদরান্নের সংস্থান করে! বাঙ্গালী ভাই তুমি যে সভ্যতার বড়াই কর, দেশের কোন্ কল্যাণ তুমি সাধিত করিয়াছ? উল্লেখযোগ্য কোন কাজ, কোন ব্যবসায়ই আমরা করিয়া দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারি নাই, বল তবে, কেমন করিয়া বলা যায়, আমরা সভ্য হইয়াছি। আমরা যে মানুষ নই—তা আবার সভ্যতার বড়াই করিব কি?

মানুষ হইতে হইলে স্বাস্থ্য এবং সাধনা চাই। কৃষি বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়া দেশের এবং দশের দুর্গতি খণ্ডন করা চাই, কথায় কাজে মিল রাখা চাই। এ সকলইত মানুষ ইহার লক্ষণ এবং সভ্যতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। জগতে যখনই যে কেহ এইরূপ পৌরষিক কাজ দেখাইতে পারিয়াছে, বাণিজ্যের উন্নতি করিয়া দেশের সহস্র সহস্র দীন দুঃখীর মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়াছে, কথায় যাহা বলিয়াছে, কাজে তাহাই করিয়াছে, সেই মহাজনই সভ্য,জগতে সুসভ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। আমরা কথার একটা ঠিক রাখিতেই পারি না, আমরা আবার সভ্য হইয়াছি, বলিয়া বড়াই করি। পাশ্চাত্য সভ্যতার শুদ্ধ বিলাসিতাটুকু নকল করিয়াছি মাত্র, কিন্তু সদগুণগুলি অনুকরণ করিতে পারিয়াছি কৈ? ছি ছি, বিলাসিতা পরিত্যাগ কর, প্রকৃত সভ্য হও, শিক্ষিত হও, —পুনরায় স্বধর্ম্ম অবলম্বন কর, তবে দেশের মঙ্গলসাধন করিতে পারিবে।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

সর্প বিষের ঔষধ।

জয়পালের বীজ পাথরের উপর ঘষিয়া উহা দুর্ব্বাঘাস দ্বারা চক্ষের নীচে একটী দাগ দিবে। তাহা হইলে বিষ নষ্ট হইবে।

শিরঃপীড়া।

অপরাজিতার শিকড় কানে বাঁন্ধিয়া রাখিলে যাবতীয় শিরঃপীড়া উপশম হয়।

আধ কপালে।

শ্বেত অপরাজিতার মূল বাঁটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে ভাল হইবে।

রক্ত আমাশয়।

১। সোরা ৫ গ্রেণ।

আমড়াগাছের ছালের রস অর্দ্ধ ছটাক প্রাতে খাইলে রক্ত আমাশয় ভাল হয়।

২। থানকুনী পাতার রস ২ কানের ভিতর এবং নাভীতে দিয়া ঐ পাতার ছিবড়া চিবাইয়া খাইলে রক্ত আমাশয় ভাল হয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

তুলিয়া। যে ঘটনা কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, বর্ত্তমানে আমরা তিন সহোদরা সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিতে চাই। আমরা পিতার লিখিত অনুমতি পাইয়াছি। এই ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষে আরও দুইজন বন্দীদশায় অবস্থান করিতেছেন, তাহার মধ্যে একজন ক্লডিয়াকে বিবাহ করিবে—দ্বিতীয়কে সাবিনার পাণিগ্রহণে বাধ্য করা হইবে—আপনি তৃতীয়—

লি। যথেষ্ট হইয়াছে দুর্বৃত্তা নারী। বহু পূর্ব্বেই তোমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলাম—কিন্তু কেবল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য এতক্ষণ ধীরভাবে সকল কথা শুনিলাম। তোমার মত রমণীর প্রতি আমার মনের ধারণা যাহাই হউক—সে কথা এখানে ব্যক্ত করিবার আবশ্যক নাই। তবে একটা মাত্র কথা শুনিয়া রাখ—আমি বিবাহিত।

তুলিয়া। শান্ত হউন—এত অধীরতা প্রকাশ করিবেন না। আপনি যে বিবাহিত তাহা আমি জানি। আপনার সে বিবাহ বন্ধন আপনার ইংলণ্ডে যেমনই দৃঢ় হউক, এখানে এ দ্বীপাধিপতির কলমের একটী আঁচড়ে সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে বড় বিলম্ব হয় না। আপনার সে স্ত্রীর সহিত আপনার আর কোনই সম্বন্ধ নাই—আমার পিতার লিখিত আদেশে সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

লি। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি আর সহ্য হয় না। রে দুর্বৃত্তা ঘৃণিতা নারী! ইংলণ্ডের রাজবিধি এবং পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের প্রবলাকর্ষণ যাহাদের দাম্পত্য-বন্ধন দৃঢ় করিয়া দিয়াছে, তোর উন্মাদ পিতার সাধ্য কি যে, তাহাদের সে বন্ধন ছিন্ন করে? তাহার পর আমার সেই পত্নীর সহিত তোর তুলনা। সে স্বচ্ছতোয়া ধীরগামিনী পবিত্র প্রবাহিনী! আর তুই কর্দ্দম-পুরীষ-পূর্ণা জঘন্যা জলনিঃসারিণী! সে স্বর্গের দেবী—তুই নরকের পিশাচী।

তুলিয়ার মুখখানি শুখাইয়া গেল—সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য। সুন্দরী বিরক্তিভরে অধর দংশন করিল। তাহার চক্ষু-তারকা দ্বিগুণিত তেজে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রূপসী সহসা আত্ম সংযম করিয়া, পুনরায় প্রশান্ত-স্বরে কহিল—"বীরবর! যে রমণী আপনার প্রতি অনুরাগিনী তাহার প্রতি দুর্ব্বাণী ব্যবহার কি কাপুরুষতার পরিচায়ক নয়?

লি। কাপুরুষতা! আমি আমার জীবনে কখনও কোন রমণীর প্রতি এরূপ কটূক্তি বর্ষণ করি নাই! কিন্তু তুই কি রমণী? তুই নারীদেহে রাক্ষসী।

তুলিয়া। তুমি আমার সহিত অপরার তুলনা করিয়া ত অনেক উপমা দিলে। কিন্তু জানি না সে রমণী কেমন রূপসী—

লি। স্বর্গের দেববালার মত তাহার রূপ।

তুলিয়া। বটে? আমার রূপ কিন্তু মানুষীর মতই। মুকুরে যখন এরূপের প্রতিবিম্ব পড়ে, আমি কিন্তু সে প্রতিবিম্ব দেখিয়া ক্ষুন্না বা কুৎসিতা বলিয়া লজ্জিতা হইবার কোনই হেতু দেখিতে পাই না।

লি। বিষাক্ত সর্পিনীও চিক্কণ চর্ম্ম পরিধান করে।

তুলিয়া। তাহা হইলে আমি যে সুন্দরী, তাহা তুমি প্রকারান্তরে স্বীকার করিলে। সত্য কথা বলিতে কি, রূপসী বলিয়া আমার নারী হৃদয়ে একটু অভিমান আছে। সে অভিমান যে অনর্থক নয়—তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। আমার রূপরাশি বোধ হয় তোমার হৃদয়ে একটু রেখাপাত করিয়াছে। যদি না করিয়া থাকে, ভাল করিয়া আমার দিকে চাহিয়া দেখ—মনে মনে ভাব, বুঝিতে পারিবে আমি কুৎসিতা নই। এক দিনে না পার দুই দিনে—দুই সপ্তাহে বা মাসান্তেও বুঝিবে। এই নির্জ্জন ভূগর্ভে—একাকী কারাকক্ষে বসিয়া একদিন না একদিন উৎফুল্ল হৃদয়ে আমার আগমন প্রতীক্ষা করিবে।

লি। যথেষ্ট হইয়াছে—আর শুনিতে চাই না। পার যদি এই স্থানে আমায় হত্যা কর—কিন্তু পুনঃ পুনঃ ও সকল কথা বলিয়া আমায় আর মর্ম্মপীড়িত করিও না। আমার হৃদয় মন্দিরে-প্রণয়ের চিরস্ফুট বাসন্তী চাঁদিমা লইয়া সে মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছে, আর তাহার অপমান করিও না।

তুলিয়া। পুনরায় আমি তোমায় শান্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি। যদি আমার এবং আমার ভগ্নীগণের সংকল্প সিদ্ধ হয় আমরা যে শক্তি সামর্থ্য যে ধনসম্পত্তি লাভ করিব, তোমাকে তাহার অংশভাগী হইতে প্রার্থনা করিতেছি। আমি কুৎসিতা নই। আর তুমি কি চাও? আমার মত রূপসী ভার্য্যা পাইয়া, তুমি লোকের নিকট গৌরব অনুভব করিতে পারিবে—আমি তোমায় ভাল বাসিব, তোমার রূপগুণের উপাসনা করিব। মিষ্টার লি! এত প্রলোভন সত্ত্বেও তুমি কি তোমার সেই রূপের আশা ত্যাগ করিতে পারিবে না? -

লরেন্স ক্রুদ্ধ কেশরীর মত পিঞ্জর মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। সহসা তাঁহার মনে হইল এরূপ দুষ্প্রবৃত্তিশালিনী জঘন্যা একটা রমণীর সমক্ষে তাঁহার এতখানি অধীরতা প্রকাশ ভাল হয় নাই। তিনি আসন পরিগ্রহ করিয়া শান্তস্বরে কহিলেন,—"সুন্দরি! তুমি যত পার প্রশ্ন করিয়া যাইতে পার, কিন্তু আমার মুখ দিয়া আর একটী কথারও উত্তর পাইবে না।"

তুলিয়া কহিল,—"আজ না পাই, কাল বা পরশ্ব কিংবা এক সপ্তাহ পরে নিশ্চয় তুমি

আমার সহিত সম্ভাষণ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িবে। সে যাহা হউক, এখন আমি তোমাকে গোটা দুই কথা বলিয়া যাই—তুমি এইগুলি বেশ মনোযোগের সহিত বুঝিয়া দেখিবে। কারণ তাহার ফলাফলের উপর তোমার ভবিতব্যের সূক্ষ্ম সূত্র ঝুলিতেছে। যদি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হও, তোমার মঙ্গল হইবে। কিন্তু যদি পুরোহিতের পবিত্র মন্ত্রের দ্বারা এই রেলিংয়ের ফাঁক দিয়া তোমার হস্ত আমার হস্তের সহিত বিবাহের বন্ধন আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আমার পিতার মৃত্যু হয়—কিংবা যে মুহূর্ত্তে ডিউক চিরনিদ্রায় চক্ষু নিমীলিত করিবেন, সেই মুহূর্ত্তেও যদি তুমি আমাকে বিবাহ করিতে অসম্মতি প্রকাশ কর,—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তোমার ভবলীলাও শেষ হইবে। আমার ভাই আসিয়া এই দ্বীপ অধিকার করিবে কিন্তু পাতালপুরীতে আবদ্ধ তিনজন বন্দীর একজনও জীবিত বাহির হইয়া আমাদের এ কীর্ত্তিকাহিনী প্রচারিত করিয়া আমাদিগকে দণ্ডিত করিতে সমর্থ হইবে না। এই আমার প্রস্তাব,—হয় বিবাহ, নয় মৃত্যু।"

এই বলিয়া সুন্দরী ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল।

——

অশীতিতম পরিচ্ছেদ।

সাবিনা ও তাহার বন্দী।

সে রাত্রি এবং একদিনমাত্র গত হইয়াছে। পুনরায় ধরাধামে রজনীর আবির্ভাব হইয়াছে। পুনরায় রুশন দুর্গের ভূর্গভাবাসে যন্ত্রচালিত চেয়ার নামিতেছে। এবার চেয়ারে ক্লডিয়া উপবিষ্টা—পার্শ্বে আলোক হস্তে রথওয়েল দণ্ডায়মান। ক্লডিয়াও আজ উত্তমরূপে বেশ ভূষা পড়িয়াছে। চেয়ার নিম্নদেশে মৃত্তিকাস্পর্শ করিবামাত্র, ক্লডিয়া রথওয়েলের হাত হইতে আলোকটী লইয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইল। রথওয়েল এক্ষণে চেয়ারে বসিয়া রজ্জু ধরিয়া এক টান দিল। সঙ্কেত পাইয়া উপরে যাহারা ছিল, কল ঘুরাইয়া তাহাকে তুলিয়া লইল। সাবিনা সুন্দরী চেয়ারে বসিল, রথওয়েল আর একটী আলোক লইয়া পুনরায় চেয়ারের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইলে, চেয়ার পুনরায় গহ্বরপথে নামিতে লাগিল। তলভাগে উপস্থিত হইলে সাবিনা আলোক লইয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষের অভিমুখে যাত্রা করিল। রথওয়েল পুনরায় উপরে উঠিয়া ঐ ভাবে তুলিয়াকে লইয়া গেল। তুলিয়া আলোক হস্তে, যে কক্ষে লরেন্স আবদ্ধ, তদভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইল।

রথওয়েল পুনরায় উপরে উঠিয়া আসিয়া, অনুচরগণকে কি আদেশ করিল। তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে সে আদেশ পালন করিতে চলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিল—সঙ্গে একজন বন্দী। বন্দীর হস্ত পদ রজ্জুবদ্ধ। তাহাকে চেয়ারে বসাইয়া, চেয়ারের সহিত উত্তমরূপে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। রথওয়েল একজন অনুচরের সহিত চেয়ারের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে চেয়ার পূর্ব্বের ন্যায় গহ্বরপথে প্রবেশ করিল। চেয়ার তলস্পর্শ করিলেও শীঘ্র বন্দীকে চেয়ার হইতে নামিতে বাধ্য করা হইল না। এবার আর তাহাদের সঙ্গে আলোক ছিল না—তাহারা অন্ধকারেই অবস্থান করিতে লাগিল।

আমরা আমাদের আখ্যায়িকার ঘটনার পারম্পর্য্য রক্ষার্থ সর্ব্বাগ্রে সাবিনারই অনুসরণ করির। সাবিনা নির্দ্দিষ্ট কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাহার লৌহময় অর্গল অপসারিত করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পুনরায় দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিল। এ কক্ষটীও লরেন্সের কক্ষের মত সুন্দর সজ্জিত। কক্ষের মধ্যে একটী আলোক জ্বলিতেছিল। সাবিনা সঙ্গে যে আলোক লইয়া আসিয়াছিল, তাহার তীব্রোজ্জ্বল আলোক-রশ্মি কক্ষময় প্রতিফলিত হইবামাত্র পূর্ব্বোক্ত আলোকের ছটা নিতান্ত ক্ষীণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সাবিনা আলোকটী একস্থানে রক্ষা করিয়া এমনভাবে উপবেশন করিল যেন সেই উজ্জ্বলালোকে তাহার রূপের দীপ্তি আরও সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

বন্দী একজন ভদ্রলোক। তাঁহার বয়স বড় জোর ত্রিশ বৎসর। তাঁহার দেহ দীর্ঘ এবং সুগঠিত। দুই মাস এই নির্জ্জন কারাকক্ষে আবদ্ধ থাকিলেও, তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের বড় একটা অপচয় ঘটে নাই। সাবিনা যখন তথায় প্রবেশ করিল, তখন তিনি করন্যস্তবদনে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। সাবিনার আগমনের শব্দ পাইয়াও তিনি মস্তক তুলিয়া চাহিলেন না বা বিশেষ কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। তদ্দর্শনে সুলোচনা কোমল করুণকণ্ঠে কহিল, "এখন তুমি চিন্তামগ্ন? এখনও বিষণ্ণ চিত্তে কালহরণ করিতেছ? অথচ তোমার মুখের একটী কথা বাহির হইলেই আমরা তোমার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিতে পারি। আর কতকাল এইরূপ অবাধ্যতা প্রকাশ করিবে? আমার বোধ হয় তোমার অন্তর বিগলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।"

বন্দী। না—সে রকম কিছু মনে স্থান দিও না। আমি তোমায় ভালবাসি না—আর কেমন করিয়াই বা ভালবাসিতে পারিব। কিন্তু আমি আমার স্বাধীনতা ভালবাসি। সেই স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য—

সাবিনা। থামিলে কেন? কি বলিতেছিলে বল।

বন্দী। তুমি আমার মনের ভাব বুঝিয়াছ। আমার হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল—পূর্ব্বেও আমি আমার দুর্ব্বলতা আভাস দিয়াছি, এখনও বলিতেছি আমি মুক্তি চাই—মুক্তি পাইবার জন্য যদি আবশ্যক হয়, তোমার প্রস্তাবিত সর্ত্তে আমি আত্মবলি দিতে প্রস্তুত আছি।

সাবিনা। তুমি তাহা হইলে আমায় বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছ? এতাবৎকাল

আমি তোমায় অনেক কষ্ট দিয়াছি বলিয়া মনে করিও না যে, আমি তোমায় ভালবাসি না। খুব ভালবাসি। তোমায় বাধ্য হইয়া যে যন্ত্রণা দিয়াছি, আমার হৃদয়ের মধুর ভালবাসা ঢালিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

বন্দী। তুমি আমায় ভালবাসিবে? ও মুখে ভালবাসার নাম লইয়া তাহার পবিত্রতায় আর কালিমা ঢালিও না। আমি কি তোমাদের স্বার্থ বিজড়িত সংকল্পের বিষয় অবগত নহি? কি জন্য তোমরা বিবাহিত হইতে চাহিতেছ, তাহার আভাস কি আমায় দাও নাই? তুমি কি আমার সম্মুখে আমার ভবিতব্যের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দেখাও নাই? হয় তোমায় পাণিগ্রহণ, না হয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন। ইহার পরও কি তুমি, তোমায় হৃদয়ে আমার প্রতি ভালবাসা আছে—এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে বল?

সাবিনা। তথাপি আমার প্রত্যেক কথা সত্য। প্রথমতঃ দুর্নিবার্য্য কারণ বশতঃ আমি তোমায় পতিরূপে লাভ করিবার জন্য প্রস্তাব করিতে বাধ্য হই, কিন্তু শেষে তোমার কমনীয় কান্তি—মার্জ্জিত স্বভাব আমার হৃদয়ে একটী অতি গভীর রেখাপাত করিয়াছে।

বন্দী। থাক—আর ও সব কথা মুখে আনিও না। তোমার কণ্ঠের প্রত্যেক কথায় প্রণয়ের পবিত্র নাম কলঙ্কিত হইতেছে। যে যাহাকে ভালবাসে, সে কি তাহার প্রতি পিশাচীর মত অত্যাচার করিতে পারে? প্রণয়াদ্রে হৃদয় কি—

সাবিনা। ইহাকে অত্যাচার বা উৎপীড়ন বলিও না। যে অনিষ্ট হইবার হইয়াছে তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের আর পন্থা নাই। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তুমি কুশন দুর্গে উপনীত হইবার পূর্ব্বে আমি যদি তোমায় ভাল বাসিতাম, তাহা হইলে কখন কি তোমাকে বন্দী দশায় এ কারাগারে বাস করিতে হইত? কখনই নয়! কিন্তু তুমি বন্দী হইবার পর হইতে আমি তোমায় ভালবাসিতে—তোমায় প্রণয়ের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। কাজেই প্রথমে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, এখন আর তাহা হইতে ফিরিতে পারিতেছি না। এখন তোমায় সম্মতি দিয়া আমার হৃদয়ে আনন্দ ধারা প্রবাহিত কর—তোমার প্রিয়তম স্বাধীনতা লাভের জন্য আমার পাণিগ্রহণ কর—আমার হৃদয়ের দারুণ দুঃখের অবসান হউক।

বন্দী। সুন্দরি! আমি তোমার কথার কি উত্তর দিব, ভাবিয়া পাইতেছি না। সময়ে সময়ে আমার মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত হয়—আমার চিন্তাশক্তি ব্যাহত হইয়া আইসে। তুমি আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতেও ছাড় নাই—আবার আমার নিকট কাতর প্রার্থনা করিতেও কুণ্ঠিত হও নাই—

সাবিনা। আর তুমি আমায় অপমান করিয়াছ—ভৎর্সনা করিয়াছ—গালি দিয়াছ—তবু আমি তোমায় ক্ষমা করিয়াছি।

বন্দী। তুমি আমায় ক্ষমা করিয়াছ? ক্ষমার কথা মুখে আনিতে তোমার সাহসে কুলায়? তাহা হইলে আমার ক্ষমার যে অবধি নাই? আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার জন্য যদি তুমি ক্ষমা করিতে প্রবৃত্তি হয়—তোমার কৃতাপরাধের ক্ষমা যে একেবারেই অসম্ভব। তুমি বলিলে আমি তোমায় তিরস্কৃত করিয়াছি কিন্তু সত্য করিয়া বল দেখি তুমি সে তিরস্কার করিবার পূর্ণ অবসর আমায় দিয়াছ কি না? যে সংসার বক্ষে আমার চক্ষের সম্মুখে উন্নতির শতদ্বার উন্মুক্ত—তুমি সেই সংসার হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ—যে মহাত্মা সাহচর্য্য বা সেবা করিতে পারিলে, আমি আমার জন্ম সার্থক, আমার কর্ম্ম সার্থক ভাবিয়া, সগর্ব্বে উন্নতমস্তকে বিচরণ করিতে পারিতাম, তুমি আমাকে তাঁহায় সঙ্গচ্যুত করিয়াছ—তুমি আমাকে এই অভিশপ্ত কারাকক্ষে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ—আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আমার জন্য হাহাকার করিতেছে—আমার স্বাস্থ্য ভগ্ন—দেহ রুগ্ন—মস্তিষ্ক বিকৃত—এ সকলের জন্য তুমিই দায়ী। তুমি পিশাচী অপেক্ষাও ঘৃণিতা—দানবী অপেক্ষা দুর্ব্বৃত্তা।

সাবিনা। তোমার হৃদয়ের অবস্থা এবং দুর্দ্দশার কথা বিবেচনা করিয়া আমি তোমার এ সকল কটুক্তিতেও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে—তোমায় ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি। শান্ত হও—যেমন ধীরভাবে বসিয়া কথা কহিতেছিলে—তেমনই ভাবে কথা কও। তোমার হৃদয়ের অন্তস্তলে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। প্রতিবারেই আমার প্রতি তোমার ক্রোধের মাত্রা কমিয়া আসিতেছে। আমি দিব্যচক্ষে তোমার হৃদয়ের নিগূঢ় স্থল অবলোকন করিতেছি। আমি আত্মশ্লাঘা না করিয়াও তোমায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি,—আমি সুন্দরী—আমার রূপের তুলনা নাই। যে বংশে আমার জন্ম—সে বংশও কম উচ্চ নয়। সুতরাং আমার পাণিগ্রহণ করিলে, কোন হিসাবেই তোমাকে লোকের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে না। যদি সভ্য জগতের অভিজাত্যকুলের মধ্যে কোন স্থানে আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইত, নিশ্চয় তুমি আমার মাধুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে। আমি যদি তোমার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিতাম—তোমায় উৎসাহ দিতাম, তুমি নিশ্চয় আমার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণয় ভিক্ষা করিয়া গৌরব অনুভব করিতে। তোমার হৃদয় অধিকার করিবার জন্য আমায় এত আয়াস স্বীকার করিতে হইত না। কেমন এ সকল কথা কি সত্য নয়?

বন্দী। সত্য—খুব সম্ভব। কিন্তু সেই অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার অনেক প্রভেদ।

সাবিনা। এখন যদি তুমি সম্মতি দাও—এই লৌহ রেলিংয়ের মধ্য দিয়া আমাদের উভয়ের হস্ত পরিণয়ের পবিত্র সূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে, যাহা হইয়া গিয়াছে, সে সকল কি তুমি বিস্মৃতির গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে পার না?

বন্দী না—কখনই না।

সাবিনা। তুমি এখন অত্যধিক উত্তে-

জিত হইয়াছ বলিয়া ওকথা বলিতেছ। কিন্তু যখন তুমি স্বাধীনতার মুক্ত সমীরণে এবং আলোকোদ্ভাসিত আকাশতলে বিচরণ করিবে—যখন তুমি আমাকে তোমার পত্নী বলিয়া তোমার বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিতে পারিবে—যখন তোমার ঐ মস্তক আমার এই বক্ষের উপর সংন্যস্ত হইবে এবং আমি সপ্রণয়ে সোহাগভরে তাহাতে হাত বুলাইয়া, যখন আমার এই কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পাইব, তখন কিন্তু অন্যভাব হইবে—তখন তোমার মুখ দিয়া কিন্তু ও কথা বাহির হইবে না! যখন তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবের নিকট বলিতে পারিবে, তুমি মহা সম্মানিত আভিজাত্যকুলের ধনবতী, রূপবতী এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছ এবং যখন এই দ্বীপের তিনজন অধীশ্বরের অন্যতম হইয়া ইহার শাসনদণ্ড পরিচালন করিবে, তখনও কিন্তু তোমার মুখে আর ও কথা বাহির হইবে না।

বন্দী। সুন্দরি! তোমার শেষোক্ত কথায় আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবুদ্ধ হইয়াছে। আমি যুদ্ধ ব্যবসায়ী সৈনিক—আত্মসম্মান আমার বোধ আছে। আমার কটিবন্ধে যে তরবারি বিলম্বিত ছিল, তাহা কখনই কোন নিন্দনীয় কার্য্যে পরিচালিত হয় নাই। কিন্তু আমার নিকট কিসের প্রত্যাশা কর? তোমার নিজের সহোদরের বিরুদ্ধে সেই অসি ধারণ করিতে—তাহার ন্যায্য রাজ্যাধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবে। না-না, তাহা কখনই হইবে না। আমি যখন আমার মুক্তির বিষয় ভাবি, আমার জ্ঞান থাকে না—আমার হৃদয় মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সেই অবস্থায় আমার মুখ দিয়া এমন কোন কথা বাহির হইয়াছে, যাহা হইতে তুমি বুঝিয়া লইয়াছ আমি তোমায় বিবাহ করিব—তোমার ঐ দানবী ষড়যন্ত্রের সহায় হইব। এখন আমার সে মত্ততা ঘুচিয়াছে—আমি এখন বেশ শান্ত সংযত হইতে পারিয়াছি—এখন আমার বিচার শক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে—আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিব না—তোমার পক্ষাবলম্বন করিয়া তোমার সহোদরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিব না। আমার স্বাধীনতা যদি আমার অতি প্রিয়—বহুমূল্য রত্নের মত দুর্লভ—তথাপি এই ঘৃণিত পণে কখনই তাহা ক্রয় করিব না। শয়তানকে আমার আত্মা সমর্পণ করিব না। ইচ্ছা হয় আমাকে হত্যা কর—তোমার পাপ-সহচরদিগকে আহ্বান কর—তাহারা আসিয়া এই স্থানে আমাকে তোমার পাপ যজ্ঞে আহুতি দান করুক। সংসার হইতে যদি বিদায় লইতে হয়, অন্ততঃ আমার অকলঙ্ক সম্মানে কলঙ্কার্পণ করিয়া যাইব না—আমার শুভ্র যশঃচন্দ্রমা কলঙ্কের মসীতে কালিমাময় করিয়া রাখিয়া যাইব না।

সাবিনা। আমি বেশ শান্তভাবে বসিয়া তোমার বক্তৃতা শুনিলাম। কিন্তু তোমায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি, এই নির্জ্জন রুদ্ধদ্বার কারাকক্ষে কিছুকাল অবস্থান করিলেই, এই উক্ত বা দৃঢ়তার জন্য তোমার মনে অনুতাপের সঞ্চার হইবে।

বন্দী। কিন্তু আমার এই মতের আর পরিবর্ত্তন হইবে না। যদি মৃত্যু দণ্ডই আমার প্রতি অবধার্য্য হইয়া থাকে, তবে যত শীঘ্র তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে, ততই তোমার কারুণ্য প্রকাশিত হইবে। নিশ্চয় জানিও আমার এই হস্ত কখনই তোমার ঐ হস্তের সহিত বিবাহের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হইবে না।

সাবিনা। তাহা হইলে এই তোমার শেষ উত্তর?

বন্দী। হাঁ—এই আমার শেষ উত্তর।

সাবিনা। তোমার যে বড়ই সাহস দেখিতেছি, তুমি কি জান না আমি ইচ্ছা করিলে এখনও অন্য উপায়ে তোমাকে আমার পদানত হইতে বাধ্য করিতে পারি?

বন্দী। আমার জীবন লইবার শক্তি আছে, তদ্ভিন্ন তুমি আমার আর কি করিতে পার। লাঞ্ছিত দেহভার বহন করা অপেক্ষা আশু মৃত্যুই আমার স্পৃহনীয়।

সাবিনা। তুমি বুঝি ভাবিয়াছ আমি আর কিছুই করিতে পারি না? পারি। ইচ্ছা করিলে একজনের কেন দুই জনেরই প্রাণ লইতে পারি।

বন্দী। দুই জনের কেন—তিন জনের। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আরও একজন সে রাত্রে এই অভিশপ্ত স্থানে অবরুদ্ধ হইয়াছে।

সাবিনা। তাহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তাহাদের ভবিতব্য আমার ভগ্নীদের হস্তে। আমি যাহার কথা বলিতেছি—তাহার জীবন তোমার হয়ত আরও প্রিয়।

বন্দী। ভগবান রক্ষা কর, কি বলিতেছ তুমি?

সাবিনা। তোমার কি আর কোন নিকট আত্মীয় নাই—যাহাকে তুমি প্রাণাপেক্ষা ভালবাস?

বন্দী। আছে। আমার সহোদর! না ইহা অসম্ভব!

সাবিনা। কি অসম্ভব বলিতেছ? যাহাদের ইচ্ছা শক্তি অতি প্রবলা, তাহাদের নিকট কিছুই অসম্ভব নাই।

বন্দী। রক্ষা কর। প্রকাশ করিয়া বল। আমাকে আর এই ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যন্ত্রণা দিও না। রাক্ষসী—সয়তানী—

সাবিনা। এত উত্তেজিত হইতেছ কেন? ইহাতে কি তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে? তুমি তোমার সহোদরকে ভালবাস। এক্ষণে এই সহোদরের জন্য—যাহা নিজের জন্য কর নাই—করিতে বাধ্য হইবে।

বন্দী। বুঝিয়াছি। আমাকে ভয় প্রদর্শনে প্রতারিত করিবার জন্যই বুঝি এই সকলের অবতারণা? তুমি কোনরূপে জানিয়াছ আমার এক ভাই আছি—আর সেই ভাইকে আমি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি।

সাবিনা। তোমারই মুখে শুনিয়াছিলাম তোমার ভাই আছে। এক্ষণে তোমার সেই ভাই যদি তোমার অনুসন্ধানে এখানে আসিয়া থাকে?

বন্দী শিহরিয়া উঠিলেন। কথাটা সত্য বলিয়া মনে লইল। তাঁহার আপাদ মস্তক কাঁপিতে লাগিল। পরক্ষণে আশা হইল— সকল মিথ্যা কথা—তাহাকে পদানত করিবার একটা ছল। তিনি সরোষে কহিলেন,—"না—না, আমার ভাই কখনই তোমার আয়ত্তের মধ্যে আসে নাই। ভগবান যেন তাহাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করেন! রাক্ষসি! দূর হ' আমার সম্মুখ হইতে। আমাকে তুই কখনই এ প্রকারে প্রলোভিত করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে পারিবি না। দূর হ' পিশাচি!"

সাবিনা। আমার কথায় বুঝি বিশ্বাস হইল না? প্রমাণ দেখিতে চাও?

বন্দী। চাই। যদি সে সর্ব্বনাশ ঘটিয়াই থাকে—স্বচক্ষে তাহার প্রমাণ দেখিতে চাই।

সাবিনা। দেখাইতেছি। রথওয়েল!

বন্দী সম্মুখে রেলিংয়ের দিকে ছুটিয়া আসিল। কম্পিতকরে লৌহ দণ্ড চাপিয়া ধরিল। পাষাণ পথে পদশব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল। একটা ভয়ঙ্কর অন্তর্দাহে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল—সে দাহের ছটা তাহার প্রদীপ্ত চক্ষু দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। পরক্ষণে রথওয়েল এবং তাহার সঙ্গী বন্দীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। দুই বন্দী পরস্পরকে চিনিবামাত্র উভয়েরই মুখ দিয়া আনন্দ নিনাদ বহির্গত হইল।

তাহার পর যাহা ঘটিল, তদ্দর্শনে পাষাণচিত্তও দ্রবীভূত হয় কিন্তু সাবিনার চিত্ত চঞ্চল হইল না। কারণ সে হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। মেজর ল্যাম্বটন লৌহদণ্ডের ফাঁক দিয়া সহোদরকে আলিঙ্গন করিবার জন্য হস্ত বাড়াইতে লাগিলেন। মিষ্টার ল্যাম্বটন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু সাথুচর রথওয়েল তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিল। মেজর ল্যাম্বটন পুন. পুনঃ সবলে সেই লৌহদণ্ডে আঘাত করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহারাও সাবিনার হৃদয়ের মত নির্দ্দয় কঠিন, কোন রূপেই ভাঙ্গিয়া পড়িল না। তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কনিষ্ঠ আত্মসংযম করিয়া জ্যেষ্ঠকে কহিলেন,—"শান্ত হও ভাই—তোমার হৃদয়কে প্রবোধ দাও। যদি এই জগতে উৎপীড়িত হইয়া আমাদিগকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়, যাহারা আমাদের রক্তপাত করিবে, পর জগতে তাহাদিগকে তাহার জন্য অতি ঘোরতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে।"

এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিদাও সাবিনার হৃদয় বিন্দুমাত্র বিগলিত হইল না। তাহার ইঙ্গিত পাইবামাত্র রথওয়েল ও অপর ব্যক্তি নূতন বন্দীকে লইয়া প্রস্থান করিল।

অনতিবিলম্বে আর একটা লৌহময় কবাট সশব্দে রুদ্ধ হইল। তচ্ছ্রবণে সাবিনা কহিল,—"শুনিতে পাইলে? এখন তুমি কি উত্তর দিতে চাও? তোমার উত্তরের উপর তোমার ভ্রাতার জীবন নির্ভর করিতেছে।"

মেজর। আমি সম্মত হইলাম। আমাকে লইয়া তোমাদের যাহা অভিপ্রায় করিতে পার—আমি তোমার পদানত গোলাম হইয়া থাকিব—আমার ভ্রাতার জীবন দান কর।

সাবিনা। তুমি শপথ গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছ? কাল যখন আসিব—বল প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইবে না।

মেজর। না—আমি শপথ করিতেছি।

সাবিনা। তুমি সৈনিক বীর পুরুষ। সেই বীরত্বের নামে শপথ করিতেছ ত? তুমি দেবতার উপাসক—তাহার নাম লইয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিতে শপথ করিতেছ ত?

মেজর। হাঁ—করিতেছি। এবং তুমিও—

সাবিনা। আমিও শপথ করিতেছি যে, যদি তুমি তোমার কথা রক্ষা কর—তোমার ভাই এবং তোমার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হইবে।

এই কথা বলিয়া সাবিনা সুন্দরী একবার বাদীর মুখের দিকে কোমল কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া, লৌহ কবাটে অর্গল আঁটিয়া দিল।

একাধিক অশীতিতম পরিচ্ছেদ।

ক্রুচিয়া ও তাহার বন্দী।

এইবার আমরা ঠিক ঐ সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে অর্থাৎ যেখানে জ্যেষ্ঠা ক্রুচিয়া প্রবেশ করিয়াছে, কি হইতেছে দেখিব। কক্ষের অবস্থাদির বিষয় না বলিলেও চলে, কারণ লরেন্স লি এবং মেজর ল্যাম্বটন যেরূপ সজ্জিত কক্ষে অবস্থান করিতেছে, ইহার অবস্থাও তদনুরূপ। সেইরূপ সাজসজ্জা, সেইরূপ সব ঠিক। কিন্তু ইহার মধ্যে যে বন্দী বাস করিতেছেন, তাহার আকৃতি প্রকৃতি বা আচরণ কিছু স্বতন্ত্র। অপরাপর বন্দীর ন্যায় তিনি দুঃখে ক্ষোভে আত্মহারা হয় নাই।

ক্রুচিয়া যখন সেই বন্দীগৃহে প্রবেশ করিল, তিনি তখন দিব্য সুস্থ মনে আরামে উপবেশন করিয়া সুরাপাত্রে চুমুক দিতেছিলেন। দুঃখের কোন চিহ্ন বা অসুস্থতার কোন নিদর্শন তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাঁহার আকৃতি দেখিয়াই বোধ হয়, তিনি শান্তি এবং সাহসের প্রতিমূর্ত্তি। ঘটনাস্রোত তাঁহাকে যেখানে লইয়া যায় অথবা ভবিতব্যে তাঁহার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছে, শান্তভাবে তাহাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন।

ক্রুচিয়া আলোকটী একস্থানে রাখিয়া, আসন পরিগ্রহ করিয়া মনে মনে কহিল,—"ইহার এই তেজস্বিতা আমাকে চূর্ণ করিতেই হইবে।"

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ বর্ষ।] ২৫শে আশ্বিন, ১৩২৬ সাল। ইং ১২ই অক্টোবর, ১৯১৯ সাল। [৬ষ্ঠ খণ্ড।

স্নায়ু রোগের প্রতিকার।

আমাদের দেহের মধ্যে যে সব অসংখ্য স্নায়ু বা নার্ভ আছে, তাহাদের উপরে মানুষের অনেক ভাল মন্দ নির্ভর করে। সভ্যতা যত বাড়িতেছে, মানুষের স্নায়ুর অবস্থা ততই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। এখনো যাহারা শিক্ষিত নয়, যাহাদের উপাধি পাড়াগেঁয়ে ভূত, যাহারা হাটে ঘাটে-মাঠে খোলা হাওয়ায় পরিশ্রম করে, সেই সব অসভ্য লোক স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে ততটা কষ্ট পায় না, যতটা পান আমাদের এই সহরের ইটের কোটরে বাসিন্দা লেখাপড়া জানা সভ্যতায় দুরস্ত বাবুলোকেরা।

আমরা সভ্য বটে, কিন্তু আমাদের অনেকেরই স্নায়ুর উপরে কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই। বিকল স্নায়ু সমষ্টির খা খেয়ালের উপরে আমাদের সমস্তই নির্ভর করিতেছে। কারণ স্নায়ুর উপরে যাহারা কর্তৃত্ব হারায়, নিজেদের মনের ভাব ও চিন্তার উপরেও তাহাদের কোন কর্তৃত্ব থাকে না। গতিক যখন বেশী খারাপ হয়, তখন তাহারা অনেক সময়ে আপন আপন ছায়া দেখিয়াও শিহরিয়া উঠে, অতীতের স্মৃতি লইয়া মাথা ঘামাইয়া মন মরা হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতের অমঙ্গল কল্পনায় জীবনকে দুঃসহ করিয়া তোলে।

এই শ্রেণীর অনেক লোক আবার রাজপথে একলা বাহির হইতে বা কোন খোলা যায়গা দিয়া যাইতে ভয় পায়। কেউ কেউ বন্ধ ঘরে থাকিতে ভীত হয়। কেউ কেউ জনতার ভিতরে গিয়া দাড়ানো অসম্ভব মনে করে এবং সকলের সামনে মুখ খুলিয়া দুটো কথা বলিতে তাহাদের প্রাণ যেন বাহির হইয়া যায়। আবার স্নায়ুর উপরে শক্তিহীন অনেক লোককে অত্যন্ত কুনো এবং অসামাজিক হইতেও দেখা গিয়াছে।

মানসিক পদ্ধতির উপরে যাহারা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে অক্ষম, তাহারাই আপনার ভাব, চিন্তা, অভিভূতি ও গতিবিধিকে ঠিকমত নিয়মিত করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে রোগ-শোকের জন্যও সরল স্নায়ু বিশিষ্ট লোকের স্নায়ু যন্ত্র বিশৃঙ্খল হইয়া যায়।

ডাক্তারী ভাষায় এই লোকগুলির নাম Neurotics"। সাধারণত কবি, চিত্রকর ও গায়ক এবং অন্যান্য শ্রেণীর প্রতিভাবান কলাবিদ্‌রাই এই স্নায়ুবিক অত্যাচারে বেশীরকম জখম হন। ডাক্তারেরা তাই "Artistic temperament" বলিতে প্রায়ই স্নায়ু-শক্তিহীন লোক বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকের স্নায়ু-গ্রন্থি-পুঞ্জগুলি অতিশয় অস্থির হয়। একটু শব্দ শুনিলেই তাহারা চমকাইয়া ওঠে, এবং সুখে-দুঃখে মনের বল্‌গা ছাড়িয়া হাসিয়া ওঠে বা কাঁদিয়া ফেলে।

অথচ একটু চেষ্টা করিলেই তাহারা স্নায়ুর অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। তাহারা যে এ চেষ্টা করে না, তাহার আসল কারণ হইতেছে এই যে, তাহাদের বিশ্বাস এচেষ্টা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। তাহারা আপনাদের উপরে বিশ্বাস হারায়। তাহাদিগকে এই ভ্রম বিশ্বাস দূর করিতে হইবে। স্নায়ুর উপরে ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিলেই তাহাদের সমস্ত দুর্ব্বলতা দূর হইয়া যাইবে।

একজন বিখ্যাত বিলাতী ডাক্তার মতে, স্নায়ুবিক দৌর্ব্বল্য হইতে মুক্তিলাভ করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায় হইতেছে, Autosuggestion—অর্থাৎ "আত্মসঙ্কেত"। এই আত্মসঙ্কেত কথাটা শুনিতে শক্ত বটে, কিন্তু কাজে খুব সোজা। তুমি যদি ভীরু বা লাজুক হও, তবে তুমি মনে মনে ক্রমাগত ভাবিতে থাক, "না, আমি ভীরু নই, লাজুক নই। আমি সাহসী, আমি সপ্রতিভ,—নিজের উপরে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে। আমি সব জায়গায় সমানভাবে যাইতে ও মিশিতে পারি, আমাকে বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।"—দিন রাত এই ভাবের ভাবুক হও, ভুলিয়াও ভাবিবে না, তুমি লাজুক, ভীরু, কাপুরুষ! অতীতের

একমতা, দুশ্চিন্তা ও অশান্তি একবারও মনের কোণেও ঠাঁই দিও না। কিছুদিন এই ভাব সাধনায় একাগ্রভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারিলেই, আর তোমাকে স্নায়ুর গোলামী করিতে হইবে না, তোমার সমস্ত দুর্ব্বলতা ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে, নিজের মনের ও কার্য্যের উপরে তোমার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

অগ্নি দগ্ধের ঔষধ।

পুড়িবামাত্র দগ্ধ স্থানে ঘৃতকুমারীর শাঁস দিলে জ্বালা যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ফোস্কাও হয় না।

মৌমাছী কামড়াইলে একটু সৈন্ধব লবণ দংশিত স্থানে টিপিয়া ধরিলেই ভাল হইয়া যায়।

বিছায় কামড়াইলে সোলা ভস্ম করিয়া হুকার জলে গুলিয়া প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

বৃশ্চিক দংশনে ক্ষত স্থানে একটু ভিনিগার দিলেই বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

মন্দাগ্নির মহৌষধ।

অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ গোঁড়া নেবুর রসে একটা ঘেচি কড়ি দিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিয়া দিতে হয়। পরদিন প্রত্যুষে একটু ইক্ষুর চিনিসহ সেবন করিতে হয়, এইরূপ তিন চারি দিন করিলেই অগ্নি বৃদ্ধি হইবে।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

বন্দী ধীরে ধীরে সুন্দরীর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তাঁহার চক্ষু বৃহৎ, কৃষ্ণতারক এবং প্রোজ্জ্বল। পথিমধ্যে চলিতে চলিতে কোন অপরিচিতা কামিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, যেরূপ উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, রুচিয়ার দিকেও সেইভাবে চাহিলেন। তার পর সুরাপাত্রটী যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া, দিব্য নিশ্চিন্তমনে গোঁফে তা দিতে দিতে গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে লাগিলেন।

সুন্দরী বন্দীর সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া এবং তাঁহার এই প্রকার নিঃশঙ্ক ভাব দেখিয়া মনে মনে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, "এ স্থানে অবস্থান তোমার বোধ হয় অপ্রীতিকর হয় নাই।"

বন্দী। না—অপ্রীতিকরতা সম্বন্ধে কোনরূপ অভিযোগ করিবার কারণ ত দেখিতে পাই না। যে জলাভূমির সর্পসঙ্কুল স্থানে পড়িয়া সুখে নিদ্রা গিয়াছে, তাহার নিকট ঐ শয্যা ত রাজশয্যা! যে ব্যক্তি কর্দ্দমাক্ত নদীতটে বসিয়া, তাহার জলে পিপাসার শান্তি করিয়াছে, তাহার নিকট এ সুরা কোন ক্রমেই নিন্দনীয় হইতে পারে না; একটু আধটু নির্ম্মল বাতাস এবং বেলা দ্বিপ্রহরের সময় এক আধবার সূর্য্যের মুখখানা দেখিতে পাইলে মন্দ হয় না বটে কিন্তু মানবজীবন যখন সুখ দুঃখের সমষ্টি মাত্র, তখন দুঃখের দশায় অন্ধতম কারাকক্ষে বা অন্যত্র বাস করিলে—ফল সমানই।

রুচিয়া। আর আমি বিলম্ব করিতে পারি না—তোমার শেষ উত্তর শুনিতে চাই।

বন্দী। আমার শেষ উত্তর?

বন্দী যে ভাবে এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিলেন, অন্য কোন দুর্ব্বল হৃদয়া রমণী হইলে, ক্রোধে অপমানে ক্ষিপ্তা হইয়া উঠিত। তাহার পরে কহিলেন,—হাঁ, মনে পড়িয়াছে। তোমার সঙ্গে বিবাহের কথা নয়? হাঁ, তাই বটে। কিন্তু সুন্দরি! তাহার ত কোন উপায় দেখিতেছি না, তোমাকে বিবাহ করিবার আমার আদৌ সাধ নাই।"

রুচিয়া। তাহা হইলে মৃত্যুই তোমার বাঞ্ছনীয়?

বন্দী। আমি সর্ব্বদাই মরিবার জন্য প্রস্তুত আছি। আর তোমারও যদি খৃষ্টধর্ম্মে কিছুমাত্র বিশ্বাস থাকে, তোমারও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য।

রুচিয়া। তোমার বাচালতা শুনিবার জন্য আসি নাই! আমার বিশ্বাস তোমাতে ধর্ম্মের ভণ্ডামি নাই।

বন্দী। তোমার সহিত বাদ প্রতিবাদের আমার অভিলাষ না থাকিলেই বলিতেছি, আমি ধর্ম্মোন্মাদ না হইলেও ধর্ম্মবিশ্বাসী। তবে নিশ্চয় জানিও বধ্যভূমিতে ঘাতকের কুঠারে অথবা ফাঁসিকাষ্ঠে যেখানেই আমার মৃত্যু হউক, আমি হৃদয়ে যে সুখশান্তি লইয়া মরিতে পারিব, সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়াও সেভাবে তুমি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে পারিবে না।

রুচিয়া। ভাল,—শীঘ্রই তোমার সাহসের পরীক্ষা গৃহীত হইবে। তবে ঘাতকের কুঠারে বা ফাঁসিকাষ্ঠের সুখমৃত্যু তোমার অদৃষ্টে নাই। তোমার অনেক বাজে কথা শুনিয়াছি—অনেক ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছি—

বন্দী। হাঁ—তোমার ধৈর্য্যের পরিমাণ খুবই যে অধিক—তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি এবং সে জন্য তোমার প্রশংসাও করিতেছি। সেই রাত্রে—যে দিন আমি এখানে সর্ব্বপ্রথমে আনীত হই—সেই রাত্রি নিশ্চয় জানিও সুন্দরি! যদি নিদ্রিতাবস্থায় আমাকে বন্ধন করিয়া না ফেলিতে, আমাকে পরাভূত করিবার পূর্ব্বে অনেকগুলি মানব জীবন নষ্ট হইত—

রুচিয়া। ও তোমার বড়াই।

বন্দী। না সুন্দরী! বড়াই বা আস্ফালন আমার নাই। যাউক সে কথা, এখন যাহা বলিতেছি শোন্, সেই রাত্রে তুমি সদ্বংশসম্ভূতা নারীর মত, লজ্জাশীলা কোমলাঙ্গীর মত, আমার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলে যে, তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষিণী। সে আজ প্রায় দুই মাসের কথা। সেই সময় হইতে প্রতি সপ্তাহে পাঁচ ছয় বার

আসিয়া তুমি আমার নিকট পুনঃ পুনঃ সেই প্রস্তাব করিয়া আমার সম্মতি চাহিতেছ। সেই জন্যই বলিতেছি তোমার মত ধৈর্য্যশালিনী কামিনী আর আমি দুইটী দেখি নাই।

রুচিয়া। কিন্তু আমার ধৈর্য্য আর সান্ত্বনা মানিতেছে না।

বন্দী। না মানিবারই কথা। তোমার এবং তোমার ভগ্নী দুইটীর স্বভাব একই রকমের এবং বড়ই অদ্ভুত প্রকৃতির।

রুচিয়া। আর একটু কঠোরতা অবলম্বন করিলেই, তোমার এই রহস্য প্রিয়তা শুষ্ক হইয়া আসিবে। এখনও তোমার জন্য প্রচুর খাদ্যের ব্যবস্থা আছে—

বন্দী। হাঁ, দৈনিক যাহা পাই, একটা লোকের পক্ষে যথেষ্ট বটে।

রুচিয়া। কাল হইতে উহার অর্দ্ধেক পাইবে।

বন্দী। যাহার ভাগ্যে অনেক দিন অনাহার জুটিয়াছে, অর্দ্ধেক খাদ্য ত তাহার নিকট সুখের সংবাদ।

রুচিয়া। পরশ্ব তাহারও অর্দ্ধেক পাইবে। তাহার পরদিন কিছুই পাইবে না। তাহা হইলে বোধ হয়, অনশন গৃধ্র যখন উদরের মধ্যে তীক্ষ্ণ নখাঘাতে ব্যথিত করিতে উদ্যত হইবে—ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালায় যখন উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিবে, তখন ঐ লৌহদণ্ডের পশ্চাৎ ভাগে নতজানু হইয়া বসিয়া আমার করুণার প্রত্যাশা করিবে।

বন্দী। আমি আত্মশ্লাঘা করি না। নচেৎ ইহার উপযুক্ত উত্তর পাইতে।

রুচিয়া। তুমি যে উত্তর করিবে, তাহা জানি কিন্তু সমুগ্র নির্ভীকতাও দারুণ অনশন কষ্টে পড়িলে ভীরুতার কোলে ঢলিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। প্রস্থানের পূর্ব্বে তোমায় গোটা দুই কথা বলিয়া যাই। তোমারই মঙ্গলের জন্য বলিতেছি, বেশ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিও। মানুষে যাহা কামনা করে—যাহা পাইলে যে কোন মানব আপনাকে গৌরবান্বিত ধন্য মনে করে—আমি তোমাকে তাহাই দিতে চাহিতেছি। এই দ্বীপের তিন জন অধীশ্বরের মধ্যে তোমাকে একজনের আসনে—

বন্দী। সে ত একটা কারাধ্যক্ষের পদ।

রুচিয়া। একদল সাহসী সেনার উপর অধিনায়কত্ব।

বন্দী। সাহসী সেনা না একদল দুর্বৃত্ত দস্যু?

রুচিয়া। অপরিমিত ধনের সদ্ব্যবহার।

বন্দী। অপহৃত সম্পত্তি—যাহার ন্যায্য অধিকারী তোমার সহোদর।

রুচিয়া। চুপ কর—মনোযোগ দিয়া শোন। এই আমার শেষ বক্তব্য। তুমি আর কি চাও? আমাতে কোন্ সৌন্দর্য্যের অভাব? রূপ অনেক আছে—সকল রূপে সকল পুরুষের মন আকৃষ্ট হয় না। কোন্ শ্রেণীর রূপে তোমার—

বন্দী। যে রমণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কিন্তু যাহার অধরে হলাহল নিঃসৃত, আমার মতে তাহার অপেক্ষায় যে সর্পিনীর কবলে বিষের অভাব, সে অধিকতর সুন্দরী এবং বরণীয়া।

রুচিয়া। তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে না—তুমি এরূপ কটূক্তি বর্ষণ করিয়া আমাকে বিরক্ত করিতে পারিবে না।

বন্দী। না, আমার সে উদ্দেশ্যও নাই। তবে তোমার কথার একটা উত্তর দেওয়া আবশ্যক, তাই বলিতেছি।

রুচিয়া। তুমি যেরূপ নির্ভীক, সাহসী এবং বীর তাহাতে আমি তোমার সম্মুখে যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি,তাহাতে তোমার আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

বন্দী। না, সুন্দরি! আমি কখনও রাজ্যাপহারকের সাহায্য করি না কিংবা আমার তরবারি কখনও কোন অন্যায় পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কোষ নিষ্কাষিত হয় নাই।

রুচিয়া। অন্যায় পক্ষ কেমন করিয়া বুঝিলে? শক্তি থাকিলেই অধিকার জন্মে।

বন্দী। যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে শক্তির অপব্যবহার হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

রুচিয়া। তোমাকে বোঝান বড়ই দুরূহ দেখিতেছি। কিন্তু তোমায় বুঝিতে এবং আমার মতাবলম্বী হইতে হইবেই। নিশ্চয় তুমি আমাকে ভাল বাসিতে অভ্যাস করিবে।—যখন তোমার ঐ মস্তক আমার এই বক্ষে স্থাপন করিবে—

বন্দী। একবার এ মস্তক একটা বৃক্ষশাখায় কুণ্ডলিতা ফণিনীর বক্ষে স্থাপিত হইয়াছিল। পুনরায় আমি সেইরূপ কোন কুণ্ডলিতা বিষধরীর বক্ষের উপর মস্তক রাখিয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু তোমার বক্ষে মাথা রাখিতে সম্মত নহি।

রুচিয়া। ইহাও কি সম্ভব, তোমার ঐ কঠোর বীর হৃদয় কখনও কাহারও প্রণয় রসে আপ্লুত হয় নাই?

বন্দী। হইয়াছিল বই কি। আমার জীবনে দুইবার আমি ভাল বাসিয়াছিলাম। সে বহু দিনের কথা—

রুচিয়া। তখন তাহা হইলে তুমি বালক মাত্র। কিন্তু যে ব্যক্তি দুইবার ভালবাসিতে পারিয়াছে, সে তিনবারও পারিবে। আমার এ সৌন্দর্য্যের প্রভাব তোমার হৃদয়ে পড়িয়া যে খর্ব্ব হইবে না, তাহা এখন আমি আশা করিতে পারি।

বন্দী। যে রমণী সুন্দরী হইয়াও পরমহীলা, আমার চক্ষে সে একান্ত কুৎসিতা। আবার সেই সৌন্দর্য্য যখন হৃদয়ের পৈশাচিক বৃত্তিকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়,তখন সে রূপ দর্শকের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার সে করিয়া ভীতি এবং ঘৃণারই উদ্রেক করে। তোমার পিশাচ হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ সংবাদ যতটা পাইয়াছি, তাহাতে যদি এই সংসার বক্ষে তুমি ও আমি ভিন্ন আর কোনই নরনারী না থাকে, তত্রাপি আমি তোমার কখনই প্রণয়াভিলাষ হইব না। যে গৃহের মধ্যে মৃতাস্থি সংগৃহীত থাকে, তাহার চতু-

দিকে কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত হইলে, তাহার যেমন বাহার—তোমার রূপেরও সেইরূপ বাহার। সে গৃহের বাহিরে যেমন কোমল-কান্তি কুসুমের শোভা—ভিতরে কিন্তু শুকার জনক গলিত শবের ধ্বংসাবশেষ, তোমার রূপও তাই। অন্তরের অতি নিকৃষ্টতম দুষ্প্রবৃত্তির উপর একটী লোভনীয় প্রচ্ছাদন মাত্র। এখন কি বুঝিলে পারিলে সুন্দরি! আমি কোন্ খানে তোমায় ভালবাসিব? কোন্ কালে তোমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করিব?

সুন্দরী ক্রোধে অধর দংশন করিয়া কহিল, "ভাল দেখা যাইবে। উপস্থিত তোমার সহিত আর আমি অধিক বাদানুবাদ করিতে বা তোমার শেষ উত্তর শুনিতে চাই না। কিন্তু এবার যখন আসিব—আসিয়া নিশ্চয় দেখিব ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নায় তোমার এই ঔদ্ধত্য—তোমার এই নির্ভীকতার উচ্চশির ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে।"

বন্দী আর কোন উত্তর করিলেন না। ক্রুচিয়া কারাদ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

লরেন্সের কক্ষে তুলিয়ার সহিত তাঁহার কি কি কথাবার্ত্তা হইল, এ স্থলে তাঁহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি তুলিয়া পূর্ব্ব রাত্রির মত প্রস্তাব করিল—তাঁহার সম্মুখে বিবিধ প্রকারে সুখৈশ্বর্য্যের জলন্ত চিত্র ধরিল, তিনি কিন্তু অটল। তাঁহার সেই একই কথা, মরিতে প্রস্তুত কিন্তু প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পত্নীর প্রতি অবিশ্বাসীর মত দুর্ব্যবহার করিতে সম্মত নহেন।

রজনী প্রভাত হইল। বেলা নয় ঘটিকার সময় চেয়ারখানি পুনরায় গহ্বরপথে নামিতে লাগিল। এবার চেয়ারের উপর কেহ উপবিষ্ট নাই—তাহার উপর মানুষের পরিবর্ত্তে মানুষের বিবিধ খাদ্য এবং পানীয় সজ্জিত রহিয়াছে। রথওয়েল কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকায়, বন্দীদিগকে খাদ্য সরবরাহের ভার অন্যের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সেই ভারপ্রাপ্ত সৈনিকও চেয়ারের সহিত অবতরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে লরেন্সের কক্ষে প্রবেশ করিল এবং লৌহদণ্ডের ব্যবধানপথে খাদ্য ও পানীয় তাঁহার কক্ষে স্থাপন করিল। তাহার পর উঠিয়া আসিয়া আর এক প্রস্থ খাদ্যাদি লইয়া মেজর ল্যাম্বটনের কক্ষে দিল। তৃতীয় কক্ষে মিষ্টার ল্যাম্বটন—সেই নবাগত বন্দী ব্যারিষ্টারের কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র, তাহাকে চিনিবামাত্র তিনি সরোষে বলিয়া উঠিলেন—"পাজি! তুই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমায় ধরাইয়া দিয়াছিস।"

প্রহরী। সহসা আমার উপর অন্যায় দোষারোপ করিবেন না।

বন্দী। কি! তুই দিস্ নাই? তবে কি হেনরি বিটন? অসম্ভব!

প্রহরী। আস্তে। এখানকার দেওয়ালেরও কথা শুনিবার শক্তি আছে। আমি কিংবা হেনরি বিটন কাহারও দোষ নাই—দোষ সেই হোটেলস্বামীর।

বন্দী। বিশ্বাসঘাতক! সে যে এ বিষয় গোপন রাখিবার জন্য আমার অনেক টাকা খাইয়াছে।

প্রহরী। আমার বোধ হয়, তাহার এ পাপ ইচ্ছাকৃত নয়। মদ খাইলে লোকটার মুখ বড়ই আলগা হইয়া পড়ে। রথওয়েল তাহার সহিত এক সঙ্গে বসিয়া মদ খাইয়াছিল। নেশার ঝোঁকে কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়ায় এই বিপত্তি ঘটিয়াছে।

বন্দী। হেনরি বিটনের কোন বিপদ হয় নাই ত?

প্রহরী। না। আপনার সহিত তাহার গোপন সাক্ষাতের কথা হোটেল স্বামী জানে না। গত রাত্রেই আমি হেনরি বিটনকে আপনার গ্রেপ্তারের সংবাদ দিয়াছি।

বন্দী। ষ্টামটন! তাহা হইলে তুমি এখনও আমাদের সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছ? তুমি যে শপথ করিয়াছ, তাহা রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না?

প্রহরী। আমার সেই অঙ্গীকার যে বিস্মৃত হই নাই, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমার এখানে আসা। কৌশলে আমি এ কার্য্যের ভার লইয়াছি আমার দ্বারা কোনরূপ প্রতারণার আশঙ্কা করিবেন না। আপনি আমাকে যে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়াছেন এবং অগ্রিম যে অর্থ দিয়াছেন, তাহা কি বিশুদ্ধভাবে আপনাদের সহায়তা করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়?

বন্দী। তোমার কথা শুনিয়া আমি সুখী হইলাম।

প্রহরী। আমি আর এখানে অধিকক্ষণ থাকিতে সাহস করি না। এখানকার সকলেই গুপ্তচর—প্রত্যেকের নজর প্রত্যেকের উপর আছে। এ ভাবে জীবন যাপন আমার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে।

বন্দী। তুমি দয়া করিয়া আমার ভাইকে একটু আশা দিও। আহা, তাহার মলিন মুখখানি মনে পড়িতেছে, আর আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।

প্রহরী সম্মত হইয়া প্রস্থান করিল। এখনও আর একটী কক্ষ বাকি—এখনও ক্রুচিয়ার বন্দীর গৃহে আহার্য্য যোগাইতে হইবে। পূর্ব্বরাত্রে ক্রুচিয়া যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিল, কার্য্যতও তাহাই হইল। কি খাদ্য কি পানীয় সমস্তই অর্দ্ধ পরিমিত তাঁহার কক্ষে উপস্থিত হইল। তিনি কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। প্রহরীর সহিত কিন্তু তাঁহার কয়েকটী কথাবার্ত্তা হইল। সে সকল আর আমরা এ স্থলে বিবৃত করিব না। শীঘ্রই যথাস্থলে তাহার আভাস পাইবেন। প্রহরী কিন্তু উপরে উঠিয়া আসিবার পূর্ব্বে আর একবার মেজর ও মিষ্টার ল্যাম্বটন এবং লরেন্সের কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

দ্ব্যধিক অশীতিতম পরিচ্ছেদ।

সাঙ্কেতিক শব্দ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর কয়েক দিন গত হইয়াছে। একদিন সায়াহ্নে তিন সহোদরা তাহাদের পিতার কক্ষে মিলিত হইয়াছে।

কক্ষের চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা বিলম্বিত। গৃহের সমস্ত সামগ্রীই মূল্যবান। টেবিলের উপর একটী আলোক জ্বলিতেছিল। তাহার উজ্জ্বল প্রভা ভগ্নীত্রয়ের মুখকমলের উপর পড়িয়া কাঁপিতেছিল—সে দীপ্তি রুগ্নশয্যায় পার্শ্বোপবিষ্ট চিকিৎসকের উদ্বেগপূর্ণ মলিন মুখের উপরও পড়িয়াছিল। তিনি একাগ্রমনে বসিয়া বসিয়া নিদ্রিত রোগীর মুখভাবের প্রত্যেক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিলেন।

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, এই সময়ে জ্যেষ্ঠা রুচিয়া ত্রিংশৎ, মধ্যমা সাবিনা অষ্টাবিংশতি এবং কনিষ্ঠা তুলিয়া ষড়বিংশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু বালিকা বয়স হইতে তাহাদের চিত্তবৃত্তি নানাপ্রকারে উত্তেজিত হইয়া আসিলেও, তাহাদের যে এত বয়স হইয়াছে, তাহা বোঝা যায় না। মধ্যমা বা কনিষ্ঠার কথা দূরে থাক, জ্যেষ্ঠার মুখমণ্ডলেও এখনও পর্য্যন্ত একটীও রেখাপাত হয় নাই। প্রথম যৌবনের তরল মাধুর্য্য অনেক দিন বিদায় লইয়াছে সত্য কিন্তু নারীত্বের পূর্ণ সৌন্দর্য্য পূর্ণ উদ্যমে আসিয়া সর্ব্বাঙ্গে আসন পাতিয়া বসিয়াছে। তিন জনের মধ্যে অনেকটা আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। তাহারা বেশে ভূষায় সর্ব্বদায় সেই সৌসাদৃশ্য পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা পায়। পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেও, তিন জনে একই রকমের কাল মখমলের পোষাক পরিয়া আসিয়াছে। নিবিড় নিরদ নিন্দিত কৃষ্ণকেশের রাশি তিন জনেরই অনাবৃত স্কন্ধ এবং বিপুল বক্ষের উপর আলুলায়িত ভাবে শোভা পাইতেছে। তিনজনে অতি মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। তিন জনের চক্ষে একই ভাবের দীপ্তি প্রতিভাত হইতেছে—তিন জনের ওষ্ঠাধর একই ভাবে বিভোর হইয়া নড়িতেছে—কাঁপিতেছে—আকারে ইঙ্গিতে একই ভাব ব্যক্ত করিতেছে।

সহসা তিন জনেই পিতার শয্যার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, তাঁহার বিকৃতশ্রী মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কি নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর তিন জনেই মুখ তুলিয়া চিকিৎসকের মুখের উপর দৃষ্টি সংন্যস্ত করিল। বোধ হয় তাঁহার মুখভাব লক্ষ্য করিয়া জানিতে চেষ্টা করিল, তাহাদের পিতা ইহ জগতে আর কতক্ষণ থাকিবেন।

পরিশেষে রুচিয়া ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"এখন ত বেশ গাঢ় নিদ্রা হইতেছে।"

ডাক্তার। গাঢ় হইলেও বেশ শান্তিপূর্ণ নয়।

সাবিনা। আপনি কি মনে করেন বিপদ খুব নিকটবর্ত্তী?

ডাক্তার। আমি ত পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি এ যাত্রা রক্ষা নাই।

তুলিয়া। ঠিক করিয়া কি বলিতে পারেন সে সময়ের আর কত বিলম্ব?

ডাক্তার। যে সকল নিদর্শন দেখিতেছি, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে আর বড় জোর বার ঘণ্টা।

তিন জনে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিল। এই সময়ে মোর্ণা তথায় প্রবেশ করিবামাত্র, তাহারা সে স্থান ত্যাগ করিয়া বৈঠকখানায় আসিল।

জ্যেষ্ঠা কহিল,—"ডাক্তার আমাদের সহোদরের নিকট একজন লোক পাঠাইবার জন্য পরামর্শ দিতেছিলেন।"

সাবিনা। আহা বেচারা এখনও বুঝিতে পারে নাই যে, আমরা তাহার এখানে উপস্থিতি আদৌ পছন্দ করি না।

তুলিয়া। কিছুতেই না।

রুচিয়া। এখনও আমাদের সম্মুখে পূর্ণ বার ঘণ্টা। এই সময়ের মধ্যে সব ঠিক করিয়া লইতে হইবে। আর আশায় মুগ্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না—পূর্ণ দৃষ্টিতে নির্ভীকভাবে আমাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

সাবিনা। নিশ্চয় তুমি আর পরাভবের আশঙ্কা কর না? আমি পূর্ব্বেই জয়লাভ করিয়াছি। সেই রাত্রি হইতে যতবারই মেজর ল্যাম্বটনের নিকট গিয়াছি—কোন রূপে তাহার অসম্মতি দেখি নাই।

রুচিয়া। আমার অবস্থাও আশাপ্রদ। আহার্য্য এবং পানীয়ের অল্পতাহেতু আমার বন্দীরও তেজদম্ভ ধূলিসাৎ হইয়া আসিতেছে।

তুলিয়া। আজ তাহাকে ত কিছুই দেওয়া হয় নাই—কেমন নয়?

রুচিয়া। হাঁ আজ যখন তাহার নিকট যাইব—তখন গিয়া দেখিব পানাহারের অভাবে কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

সাবিনা। তোমার কি বোধ হয় সে বশ্যতা স্বীকার করিবে?

রুচিয়া। নিশ্চয় করিবে—অন্ততঃ আমার ধারণা তাই। কাল যখন গিয়াছিলাম, দেখিলাম তাহার আর সে হাস্য পরিহাস নাই—একটীও ব্যঙ্গোক্তি শুনিতে পাইলাম না। যেন কতকটা বিষণ্ণ—কতকটা চিন্তিত। তুলিয়া! তোমার অবস্থা কেমন?

তুলিয়া। আমার অবস্থা খুবই আশাপ্রদ। লরেন্স লি আমার। একথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। আজ যখন আমি তাহার কক্ষে যাইব—নিশ্চয় তাহার পূর্ণ সম্মতি লাভ করিব। রুচিয়া! তুমি যদি আর কিছুদিন পূর্ব্বে তোমার বন্দীর প্রতি ঐরূপ অনশন ব্যবস্থা করিতে, তাহা হইলে আরও ভাল হইত।

রুচিয়া। এখনও তাহার যথেষ্ট সময় আছে। লরেন্স লি আজ আট কিংবা নয় দিন এখানে আসিয়াছে, তাহার না আসা পর্য্যন্ত, যতক্ষণ আমরা তিনজনে তিন জন বন্দী লাভ করিতে পারি নাই, ততক্ষণ এ বিষয়ে তত মনোযোগ দিবারও আবশ্যক হয় নাই। পুনরায় বলিতেছি, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আমার বন্দীর সম্বন্ধে আশঙ্কিত হইবার কোনই কারণ নাই।

সাবিনা। তাহা হইলে আজ রাত্রেই আমাদের তিনজনের বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য। সেই শীলমোহরাঙ্কিত দলিলখানা—পিতার উইল প্রধান মন্ত্রীর নিকট আছে।

ক্রচিয়া। আর মন্ত্রীগণের সকলেই আমাদের পক্ষাবলম্বী। খুব সম্ভব এই দ্বীপের উপর সদ্যোদিত রবির স্বর্ণ করজাল প্রপতিত হইবার পূর্ব্বেই পিতার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে। সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রীগণ সমবেত হইয়া প্রজাগণের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিবে যে, মৃত ডিউকের উইলের মর্ম্মানুসারে তাঁহার তিন কন্যা এবং তাহাদের মনোনীত তিন জন স্বামীর হস্তে এই দ্বীপের রাজক্ষমতা অর্পিত হইল।

তুলিয়া। নির্ব্বোধ রথওয়েল ভাবিয়াছিল, যদি আমরা বিবাহ করি আমাদের রাজশক্তি আমাদের স্বামীগণের করগত হইয়া পড়িবে।

ক্রচিয়া। আমি একজনকে পতিত্বে বরণ করিলেও, তাহাকে প্রভু বলিয়া কখনই স্বীকার করিব না।

সাবিনা। আমিও না।

তুলিয়া। আমিও না।

ক্রচিয়া। তাহার পর সেই ঘোষণাবাণী প্রচারিত হইবার পর রথওয়েল এবং আমাদের [illegible] বিশ্বস্ত অনুচরগণ প্রত্যার্পিত নববলের সহিত মিলিত হইয়া, তাহাদের অসি নিষ্কাষণ পূর্ব্বক সহরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আসিবে—সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ প্রাকার হইতে কামান গর্জ্জিতে থাকিবে।

সাবিনা। হাঁ একদিকে যেমন আমাদের রুদ্রশক্তি প্রদর্শিত হইবে—অন্যদিকে তেমনই আবার পূর্ব্ব প্রস্তাবমত সংরক্ষিণী নীতিরও ব্যবহার হইতে থাকিবে।

তুলিয়া। তাহা আর বলিতে। অকাতরে স্বর্ণমুদ্রা ঢালিতে হইবে—প্রত্যেক হোটেল—প্রত্যেক মদের দোকানের দ্বার অবারিত থাকিবে—যে যাইবে সেই পেট ভরিয়া পানাহার পাইবে। ডিউকের মৃত্যুতে লোকে শোক প্রকাশ না করিয়া, আমাদের বিবাদের আনন্দোৎসবে উন্মত্ত হইবে। নগরের যত ভবঘুরে—চোর—ডাকাত—লম্পট যে যেখানে আছে, সকলেই পানাহারে পরিতৃপ্ত হইয়া, আমাদের পক্ষপাতী হইয়া উঠিবে।

ক্রচিয়া। একবার এই সকল ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে রোণাল্ড আসিয়া আর কি করিবে?

সাবিনা। নিশ্চয় প্রীতিকর অভ্যর্থনা লাভ করিবে?

তুলিয়া। স্কটলণ্ডের জমিদারী হইতে যতই চাষাভূষা সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করুন না কেন, আমাদিগকে কখনই বিতাড়িত করিতে পারিবে না।

ক্রচিয়া। রথওয়েল আর একদল নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়াছে। তাহারা আজ রাত্রেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহার পর আমরা যে তিন জনকে পতিত্বে বরণ করিতে যাইতেছি—তাহারা সকলেই যোদ্ধা। বিশেষতঃ আমারটী বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বীর।

সাবিনা। আমারটীও বহু যুদ্ধে বিজয়মাল্য লাভ করিয়াছে।

তুলিয়া। আর লরেন্স লিও কি সাহসে, কি বলে যে হীন নহে, সে রাত্রে আমরা তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। ঐ ত্রিশক্তি যখন একত্র মিলিত হইবে, আমার বিশ্বাস, তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে সাহস করিবে না,—অদৃষ্ট—

ক্রচিয়া। যদিও বিশ্বাসঘাতকতা করিতে উদ্যত হয়, আমাদের সাহসী সৈন্যগণ তাহাদের পাপের উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিবে।

তিন ভগ্নী আরও কিয়ৎক্ষণ এই ভাবের আলোচনা করিয়া, তাহাদের পিতার কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দেখিল, ডিউক তখনও সেইভাবে নিদ্রা যাইতেছেন। ডাক্তার তখনও সেইভাবে, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। তাহারা তথায় উপস্থিত হইলে, তাহাদের সহোদরের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। অম্লানবদনে সুন্দরীরা মিথ্যা কহিল।

তিন সহোদরা তাহাদের পিতার গৃহে এখন কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিতে থাকুক—আমরা ঠিক ঐ সময়ে দুর্গের অপরাংশে সংঘটিত আর একটী ঘটনায় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। রথওয়েল তাঁহার নিজকক্ষে উপবেশন করিয়া একরাশি খাদ্য এবং সুরা উপভোগ করিতেছে, এমন সময়ে তাহার অন্যতম সহকারী ষ্টানটন্ তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া কর্কশ উগ্রস্বরে রথওয়েল বলিয়া উঠিল—"তোমাকেই আমি খুঁজিতেছিলাম।"

ষ্টানটনের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল; কাঁপিবারই কথা। সে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, যদি ঘুণাক্ষরে তাহার আভাস কাপ্তেনের কর্ণে পৌঁছে, তাহা হইলে, এই মুহূর্ত্তেই তাহার স্বাধীনতা ত নষ্ট হইবেই—জীবন নষ্ট হইতেও বড় বিলম্ব ঘটিবে না। বিনীতস্বরে উত্তর করিল, "কেন কাপ্তেন?"

রথওয়েল। নিজের নিজের বাপ মাকে দেখিবার জন্য সকলেরই প্রাণে একটা আকুলতা জন্মে—এটা স্বাভাবিকও বটে কিন্তু তুমি জান এখানকার আইনে তাহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সে দিন আমি তোমায় সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম, তাহা সত্বেও আমি শুনিলাম তুমি কাল বিনানুমতিতে আবার তোমার পিতার নিকট গিয়াছিলে এবং প্রায় ২।৩ ঘণ্টা সেখানে অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছিলে।

ষ্টানটন। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনি ত জানেন আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ—সহসা তিনি পীড়িত হইয়া পড়াতে—

রথওয়েল। যাক্—তোমার উপর কঠোরতা প্রকাশ করা আমার অভিপ্রায় নয়। এখন যাহা বলি শোন্—যেরূপ সময় পড়িয়াছে, যে কোন মুহূর্ত্তে দুর্গের সমস্ত সৈন্যগণকে আমার একত্র করিবার আবশ্যক হইতে পারে। সেইজন্য তোমায় সাবধান করিয়া দিতেছি, আমার বিনা অনুমতিতে তুমি দুর্গের বাহির হইও না। তুমি একজন উপযুক্ত সৈনিক—তোমার উপর আমার খুব বিশ্বাস আছে এবং তোমার বিরুদ্ধে

কথনও অভিযোগ করিবার কোনই কারণ পাই নাই।

ষ্টানটন। আমার উপর আপনার এই যে সুধারণা আছে, তাহার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। নিশ্চয় জানিবেন—যাহাই ঘটুক না কেন, আমি কখন আমার নির্দ্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিব না।

রথওয়েল। তাহা জানি, সেই জন্যই আমি তোমায় এতখানি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। বিশেষ কার্য্যবশতঃ আমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল, সে সময়ে আমি তোমারই উপর বন্দীগণের আহার যোগাইবার ভার দিয়া গিয়াছিলাম।

ষ্টানটন। আমিও সেই বিশ্বাসের অপব্যবহার করি নাই—আপনার আদেশ মত সকল কার্য্যই করিয়াছি।

রথওয়েল। তোমাকে আমি অবিশ্বাস করিতেছি না কিন্তু ভুলভ্রান্তি সকলেরই আছে। বল দেখি আজ—

ষ্টানটন। বুঝিয়াছি, কাহার কথা বলিছেন। আজ আমি তাহাকে একবিন্দু জল কিংবা এক টুকরা রুটীও দিই নাই।

রথওয়েল। উত্তম। ঠিক আমার আদেশ মতই কার্য্য হইয়াছে। কিন্তু কাল যখন তাহার কক্ষে ফোঁটা কতক ঠাণ্ডা জল এবং এক টুকরা রুটি দিয়াছিলে, তখন লোকটা কি করিল? তাহার তেজ দম্ভ তেমনই আছে কি না?

ষ্টানটন। না হুজুর! অতি গর্ব্বিত—অতি দাম্ভিককে পদানত করিবার এমন ঔষধ আর নাই।

রথওয়েল। এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি ত সকলেরই সঙ্গে মেলমেশা কর, বল দেখি সকলেই কি সমান বিশ্বাসী? আমি তাহাদিগকে যাহা আদেশ করিব অন্ধভাবে প্রতিপালন করিবে কি?

ষ্টানটন। খুব করিবে। এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ আমরা সকলেই আপনাকে ভক্তি করি। তাহারা ঐ যে তিনটী ভগ্নী—তাঁহাদের জন্য আমরা প্রত্যেকেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

রথওয়েল। উত্তম। তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম। শীঘ্রই তোমাকে এবং তোমার সাহসী সহচরগণকে তোমার এ বাক্যের সার্থকতা রক্ষা করিতে হইবে। তোমাকে একটা কথা বলিতেছি—তোমার সহচরগণের মধ্যে প্রচার করিয়া দিও, বৃদ্ধ ডিউকের আর বড় বিলম্ব নাই।

ষ্টানটন। হাঁ—আমরা তাহা শুনিয়াছি। শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি।

রথওয়েল। কেন? দুঃখিত হইবার কারণ কি?

ষ্টানটন। কারণ আর কিছুই নয়। মহিলাগণ এতাবৎ যে শক্তির পরিচালনা করিতেছিলেন, তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন।

রথওয়েল। তোমরা থাকিতে সে শক্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন কেন?

ষ্টানটন। কি প্রকারে রক্ষা করিতে হইবে ইঙ্গিত করুন, দেখি পারি কি না।

রথওয়েল। উপস্থিত ক্ষেত্রে এখন আর অধিক বলিব না। তবে এইমাত্র বলিতেছি, তাঁহাদের সে শক্তি বজায় থাকিবে—তোমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। যাও, তোমার সহচরগণকে এই কথা বলিয়া দাও গে।

ষ্টানটন। আর কিছু আদেশ আছে?

রথওয়েল। হাঁ—আজ রাত্রে তোমাকে আর একটা কাজ করিতে হইবে। তুমি কি মনে কর এ কয় দিন আমি দুর্গের বাহিরে বিনা উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম? না। আমি সকল কার্য্যই সাবধানে, খুব সাবধানে, খুব সংগোপনে করিতে চাই। আমি আরও চল্লিশ জন বলিষ্ঠ দৃঢ়কায় লোককে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া আসিয়াছি। তাহারা আজ রাত্রে আমাদের সহিত যোগ দিবে। আমি ইচ্ছা করি না যে, নগরবাসীরা এ সংবাদ জানিতে পারিয়া, যেখানে সেখানে ইহার আলোচনা করিয়া বেড়ায়।

ষ্টানটন। আপনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহাই সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়।

কাপ্তেন সাহেব সুখ্যাতি শুনিয়া আহ্লাদে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। ষ্টানটনের দূরদর্শিনী শক্তির পরিচয় পাইয়া, তাহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ একটা বোতল নিঃশেষিত করিবার আদেশ হইল। বোতলটা শেষ হইলে, রথওয়েল পুনরায় কহিল,—"কিন্তু আজ আর তুমি মদ স্পর্শ করিতে পাইবে না—কারণ তোমায় একটী বিশেষ কার্য্যের ভার দিতেছি। আমার নবসংগৃহীত সৈন্য রাত্রি এগারটার সময় তাহাদের অধ্যক্ষের অধীনে দুর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তুমি ঠিক তাহার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে ফটকের প্রহরীর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে সাঙ্কেতিক শব্দ জ্ঞাপন করিয়া আসিবে। নবসৈন্য দ্বারে আসিয়া সেই শব্দ উচ্চারণ করিলেই যেন, তাহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়।

ষ্টানটন। আপনি আমার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন। যথাসময়ে আপনার আদেশ পালিত হইবে—আমার মস্তিষ্কও ঠাণ্ডা রাখিব আর এক ফোঁটা মদও অন্ততঃ যতক্ষণ সেই প্রত্যাশিত সৈন্য দুর্গ প্রবেশ করিয়া, যথাস্থানে সন্নিবেশিত না হইতেছে, ততক্ষণ গলায় ঢালিব না।

রথওয়েল। বুদ্ধিমান এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ সৈন্যের উপযুক্ত কথাই এই। সাঙ্কেতিক শব্দটা—"তিন সহোদরা।" মনে থাকে যেন। যথাসময়ের পূর্ব্বে যেন আর কেহ না জানিতে পারে। যেরূপ সময় পড়িয়াছে, এখন সকল বিষয়েই আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

ষ্টানটন। আজ কি চেয়ারের সহিত আমায় নামিতে হইবে?

রথওয়েল। না। সে সময়ে তোমাকে দুর্গদ্বারে থাকিতে হইবে। তবে আর একটী কাজ করিতে হইবে। রাত্রি আন্দাজ নয়টার সময়ে তিন বোতল মদ লইয়া নীচে নামিয়া, এক বোতল মেজর ল্যাম্বটন, এবং

এক বোতল লরেন্স নিকে দিয়া আসিবে। কারণ তাহাদের চিত্তটা উত্তেজিত এবং প্রফুল্লিত করা আবশ্যক। বাকি বোতলটা মিষ্টার ষ্টান্টনকে দিয়া আসিবে—তাহার উত্তেজনা বা প্রফুল্লতার আবশ্যক না হইলেও —বেচারা পান-সুখে কেন বঞ্চিত থাকে।

ষ্টানটন। আপনার আদেশ পালিত হইবে। অপর বন্দীকে তাহা হইলে কিছুই দিব না?

রথওয়েল। কিছু না—কিছু না। এখন তুমি যাইতে পার।

ষ্টানটন সে স্থান হইতে বাহির হইবা মাত্র তাহার মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইল। তাহার মুখের সে বিনম্র ভাব কঠোরতা ধারণ করিল।

ত্রয়োধিক অশীতিতম পরিচ্ছেদ।

ক্রমনিম্নভূমি।

জানুয়ারি মাসের শেষ। সুতরাং গোধূলির অন্ধকার সায়াহ্নের পূর্ব্বেই ধরাধামে আসিয়া উপস্থিত হয়। ষ্টানটন রথওয়েলের সহিত যখন কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তখন দ্বীপের উপর সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

ষ্টানটন কাপ্তেনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, দুর্গের যে অংশে ঢালুভূমি সেই দিকে গমন করিল, যাইবার সময় সঙ্গে একগাছা কাছি লইয়া যাইতে ভুলিল না। তাহার পর দুর্গপ্রাকারে আরোহণ করিয়া, প্রাচীরের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, দুর্গ বাহিরে অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে কিয়ৎক্ষণ চাহিতে চাহিতে দেখিতে পাইল, এক স্থানের অন্ধকার যেন অধিকতর জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। সেই জমাট বাঁধা অংশটা একটা মনুষ্যমূর্ত্তি—মূর্ত্তি তাহার দিকে ক্রমোচ্চ ভূমির উপর উঠিতে চেষ্টা পাইতেছে। ষ্টানটন একটী গান ধরিল। তাঁহার সন্দেহ নিরাকৃত হইলে, হস্তস্থিত রজ্জুর একাংশ প্রাকারস্থিত একটী কামানের একাংশে বন্ধন করিয়া কুণ্ডলিত অপরাংশ সবলে পরিখার উপর দিয়া সেই ক্রমোচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান মূর্ত্তির দিকে ছুড়িয়া দিল। দণ্ডায়মান মূর্ত্তি হেনরি বিটনের। বিটন নিক্ষিপ্ত রজ্জুর অপর প্রান্ত ধরিয়া ফেলিল এবং নিকটবর্ত্তি কোন একটা দৃঢ়স্থানে সেই প্রান্ত আবদ্ধ করিয়া সেই লম্বমান রজ্জু বহিয়া পরিখা পার হইয়া প্রাকারের নিকটবর্ত্তী হইল।

ষ্টানটন। যাহা বলিয়াছ, তাহাই হইয়াছে। সন্ধ্যার পর আজ আর আমার বাহির হওয়া হইবে না।

বিটন। আমাদের দেখা-সাক্ষাতের এই উপায় উদ্ভাবন করিয়া ভালই করিয়াছ। কিছু নূতন খবর পাইলে?

ষ্টানটন। হাঁ—আজ রাত্রে। রথওয়েলের মুখে যতটুকু শুনিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস আজই হইবে। এখন তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যাহাদিগকে তুমি দলভুক্ত করিয়াছ, একত্র করিতে পারিবে কি না?

বিটন। পঞ্চাশ জন সাহসী লোক এখনই আমার আদেশে উপস্থিত হইবে।

ষ্টানটন। উত্তম। রথওয়েলের মুখে প্রকাশ একদল নূতন সৈন্য অদ্য রাত্রি এগারটার সময় দুর্গে উপস্থিত হইবে। তুমি তোমার দলবলসহ অন্ততঃ তাহার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইতে চাও। সাঙ্কেতিক শব্দ—"তিন ভগ্নী"। ঐ কথাটী উচ্চারণ করিলেই ফটকের প্রহরী দ্বার ছাড়িয়া দিবে। তাহার পর ফটক পার হইয়াই প্রহরীকে বাঁধিয়া, তাহার নিকট হইতে দ্বারের চাবি কাড়িয়া লইবে। ঠিক সেই সময়ে আমি তথায় উপস্থিত হইব—তাহার পর যাহা করিতে হইবে দেখাইয়া দিব। এখন যাও—কিন্তু খুব সাবধান।

বিটন। ভয় নাই।

তাহার পর যুবক পুনরায় দড়ি বহিয়া, পরিখার অপর পারে আসিয়া বন্ধন স্থান হইতে রজ্জুর অপর প্রান্ত মুক্ত করিয়া দিল। ষ্টানটন রজ্জু টানিয়া লইল। তাহার পর তাহার অপর প্রান্ত মুক্ত করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

বিটন সে স্থান ত্যাগ করিয়া সহরের অভিমুখে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইবা মাত্র দীর্ঘাকৃতি এক পুরুষ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মূর্ত্তি গম্ভীর স্বরে কহিল,—"আমি তোমার সকল কার্য্যই দেখিয়াছি।"

যুবক কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। কেবল মাত্র কহিল,—"হুঁ।"

মূর্ত্তি পুনরায় কহিল,—"যখন কোন ব্যক্তি কোন বিষয় লক্ষ্য করিবার জন্য দণ্ডায়মান থাকে, তখন তাহার দৃষ্টিশক্তিও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার থাকিলেও আমি দেখিলাম তুমি রজ্জু সাহায্যে পরিখা পার হইয়া, দুর্গস্থ কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলে।"

বিটন কহিল,—"এই দিকে আর একটু সরিয়া আসুন। দুর্গের এ অঞ্চলে অবস্থান করা বড় একটা নিরাপদ নয়।"

"বল কি! নিরাপদ নয়?"—অপরিচিত যে স্বরে এই উত্তর করিল, তাহাতে বিটন আরও গোলযোগে পড়িল। তাহার মনোভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না। যাহা হউক, ইতিমধ্যে সে তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল।

উভয়ে সেই অন্ধকারে ঢালু জমির নীচে নামিয়া আসিতে লাগিল। উভয়েই নীরব। অন্ধকারে যতটুকু দৃষ্টি চলে, তাহাতে বিটন বুঝিল, অপরিচিতের বয়ঃক্রম ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে। দীর্ঘাকার—বলিষ্ঠ গঠন—প্রদীপ্ত চক্ষু এবং ভদ্র বংশোদ্ভব।

সহসা একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বিটন কহিল,—এখন আপনি বলুন, আমার কার্য্যের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেছিলেন কেন? এবং আপনার উদ্দেশ্যই বা কি?

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ বর্ষ।] ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩২৬ সাল। ইং ১১ই নবেম্বর, ১৯১৯ সাল। [৭ম খণ্ড।

(কৌতুক)

কমলাকান্ত।

আনুপ্রাসিক গল্প।

কলিকাতার কাছাকাছি কালীঘাটের কমলাকান্ত, কৃষ্ণগঞ্জের কাঁসারী পাড়ার—করালীকুমার করের কনিষ্ঠা কন্যা কাদম্বিনীর কর গ্রহণ করিয়াছিল। করুণাময়ী কালিকার করুণায়, কমলাকান্তের কামানুযায়ী কতিপয় কমলকোরকোপম কুমার কুমারী, কাদম্বিনীর ক্রোড়ে ক্রীড়া করিল। কিছুকাল কৌতুকেও কাটিল।

কমলাকান্ত "কুক কেল্ভি" কোম্পানীর কারখানায় কেরাণীর কর্ম্ম করিত। কাদম্বিনীর কেমন কপাল!—কস্‌বীটোলায় কোনও কৃষ্ণকায়—কুৎসিতা কামিনী, কথার কৌশলে কামের কুহকে—কমলাকান্তকে করায়ত্ত করিল! কাজে কাজেই—কম্বুকণ্ঠি কসিত কণক-কান্তি—কাদম্বিনীর কপালে কদলী!

কমলাকান্ত, কুহকিনী কামিনীর "কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটিরে," কোনও কৃপণতা করিত না। কিন্তু কেহ কেহ কমলাকান্তকে কৃপণ কহিত।—কুহকিনী—কাবাব, কাট্‌লেট, কেক, কারী, কোর্ম্মা করিয়া কমলাকান্তের কায়ক্লেশে কামানো কড়ির কর্ম্ম কাবার করিত! কাদম্বিনী কি করিবেন? কাঁদিয়া কাটিয়া কষ্টে, কোনরূপে কাল কাটাইতেন, কেননা, কান্তকে কষ্টের কথা কহিলে কর্ণপাত করিত না, কেবল কুকথা কহিত। কিন্তু কাদম্বিনী—কান্তের কুব্যবহারের কথা কখনো কাহারও কাছে কহিতেন না। কেহ কমলাকান্তের কলঙ্কে কটাক্ষ করিয়া কোনও কুৎসা করিলে, কেবল কাঁদিতেন। কুমার কুমারী কয়টীর কারণে কিছু কিছু কর্জ্জ করিতেন। কর্জ্জ করিয়া কয়দিন কাটিবে? কাজেই কান্তপ্রাণা কাদম্বিনী—কান্তের কাছে কর্জ্জের কথা কহিলেন—কত কাঁদিলেন—কত কাকুতি করিলেন—কিন্তু—কঠিনচিত্ত কিম্ভূত কিমাকার—কমলাকান্ত—কাদম্বিনীর কথা কেয়ার করিল না!

ক্রমে, কান্তের কদর্য্য কাণ্ডকারখানায়, ক্লিষ্ট কলেবরা কাদম্বিনীর "কুসুম-কোমল-কমনীয়" কায়া—কাশরোগে কাহিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করালীকুমার—কন্যার কাসের কথা, কাঁচড়াপাড়ার কৃপাসিন্ধু কাব্যচঞ্চু—কবিরাজকে কহিলেন, কবিরাজও—"কুষ্মাণ্ড-খণ্ড", "কাঞ্চনাভ্র", "কুঙ্কুমঘৃত", "কিন্নরকণ্ঠ" "কনকাসব", "কল্যাণসুন্দর"—কত কি করিলেন, কিছুতেই কাদম্বিনীর কাসি কমিল না, "কডলিভার" কোন কাজ করিল না।

কাল কি কস্মিনকালে কাহারও কথায় কর্ণপাত করিয়াছে? করিবে কেন? কার্ত্তিক মাসে—কাদম্বিনীকে—কৃতান্ত কঠোর কবলে কবলিত করিল! কন্যা-শোক-কাতর করালীকুমার কাঁদিতে কাঁদিতে কাশী-যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণগঞ্জের কোটা—কস্যচিৎ কাপ্তেন কিনিল।

ক্রমে, কৃষ্ণপ্রিয়া কমলা—কমলাকান্তকে কুদৃষ্টি করাতে, কমলাকান্ত কাজেই—কুক্‌কেল্ভী কোম্পানীর কর্ত্তা—কোপে কটূক্তি করিয়া—কমলাকান্তকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। কুক্ষণে কর্জ্জ করিয়া কমলাকান্ত কারবার করিল।

কালক্রমে, কায়স্থ কুল-কলঙ্ক কামুক কমলাকান্ত—কর্জ্জের কল্যাণে কারাগারে কিছুকাল কাটাইয়া—কলেরায় কুপোকাৎ করিল। ইতি।

(কাজের লোক।)

কৃত্রিম উপায়ে অকালে পুষ্পের হঠাৎ বিকাশ।

কবি বলিয়াছেন,—

"তোমরা কেউ পারবে না গো
পারবে না ফুল ফোটাতে,
যতই বল, যতই কর
যতই তারে তুলে ধর

"ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন
আঘাত কর বোঁটাতে।"

কবির উক্তি মন-ফুলের বিষয় যতই সত্য হউক, বনফুলের বিষয়ে তত নয়, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন্ ফরাসী পরীক্ষক ইহা দেখাইয়াছেন। তিনি বেশ খোলামেলা ভাবেই পরীক্ষা দেখাইয়াছিলেন, ও জিনিসগুলি পরীক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। সুতরাং পরীক্ষা দেখিয়া সকলেই বুঝিলেন যে, ইহার মধ্যে বাজীকরের চালাকী কিছুই নাই।

টবে লাগানো একটি গোলাপের চারা সকলকে দেখানো হইল। চারাটিতে কুঁড়ি ছিল মেলাই, কিন্তু ফোটা ফুল একটিও ছিল না। পরীক্ষক বলিলেন যে, দশ মিনিটের মধ্যেই চারাটি ফোটা ফুলে ভরিয়া যাইবে। ইহা বলিয়া তিনি গাছের গোড়ায় একটু জল ঢালিলেন। গাছের গোড়ায় মাটি ভিজিয়া উঠিতেই তিনি একটি ঢাকনি দিয়া গাছটি ঢাকিয়া দিলেন। প্রায় দশ মিনিট পরে ঢাকনিটি সরানো হইলে সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে, গাছটি চমৎকার ফোটা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ফুলগুলি দেখিলেন, কেহ কেহ দু'একটা তুলিয়াও লইলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে কড়া সমজদারও স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, ফুলগুলিতে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা বা প্রবঞ্চনা নাই।

সম্প্রতি এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ পরীক্ষক এমন একটি গাছ লইয়াছিলেন, যাহার কুঁড়িগুলি ফোটা না হইলেও ফুটিবার বেশী দেরী ছিল না। পরীক্ষা দেখাইবার অল্প সময় পূর্ব্বে গাছের গোড়ার চারিদিকের মাটিতে একটি ছোট আইল কাটিয়া তাহার মধ্যে চুনের ছোট টুকরা রাখিয়া সবটা আবার মাটি দিয়া ঢাকিয়া বেশ সমান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই অবস্থায় গাছটি দর্শকদিগকে দেখানো হয়।

এইবার জল ঢালিবার পালা। কেহ কেহ ভাবিয়াছিলেন যে, জলটা হয়ত খাঁটি জল নয়, কোনো-প্রকার ঔষধ বা আর কিছু। কিন্তু জিনিসটা খাঁটি জলই বটে। মাটি ভিজিয়া উঠিতেই নীচের চূনে জল লাগে, চূন ফুটিতে আরম্ভ করে, তাপ উৎপন্ন হয়, এবং কতকটা জল বাষ্প হইয়া যায়; এই অবস্থায় গাছটি ঢাকিয়া দেওয়ায় ঐ গরম বাষ্প বাহির না হইয়া গাছের কুঁড়িগুলির গায়ে লাগিতে থাকে। ইহাতে ফুলগুলি অকালে হঠাৎ ফুটিয়া উঠে।"

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

চিকিৎসকের নামে অদ্ভুত নালিশ।

আমেরিকার একজন অস্ত্রচিকিৎসক পথে একখঞ্জকে ভিক্ষা করিতে দেখেন। অস্ত্রচালনা করিয়া তাহাকে আরোগ্য করিবার জন্য চিকিৎসকের অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত অস্ত্র চিকিৎসা করিয়া তাহার খঞ্জত্ব দূর করেন। ইহার পরেই খঞ্জের আত্মীয়েরা চিকিৎসকের নামে টাকার দাবী দিয়া আদালতে এই বলিয়া নালিশ করেন যে, চিকিৎসক খঞ্জের ভরণপোষণ উপযোগী আয়ের পথ বন্ধ করিয়াছেন, সে ভিক্ষা করিয়া দিনে প্রায় ৫ ডলার (১৫৲ টাকা) উপায় করিত। এক্ষণে যত দিন না সে নিজে কোন কাজ পায়, ততদিন আমাদেরই তাহাকে ভরণ পোষণ করিতে হইবে। বিচারক মোকদ্দমার বিবরণ শুনিয়াই তাহা ডিস্‌মিস্‌ করিয়াছেন।

সাদা ময়দা।

অল্পদিন হইল আমেরিকার ইউনাইটেড-ষ্টেটস্ গভর্ণমেণ্টের অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কতকগুলি কলের অধিকারী যে প্রক্রিয়ায় ময়দার বর্ণ শুভ্র করেন, তাহা বিশেষ স্বাস্থ্যক্ষতিকর। পরীক্ষার জন্য, এই ময়দা হইতে নিষ্কাশিত সার (Extracts), খরগসকে খাওয়ানতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ ময়দা, যাহা শুভ্র করা হয় নাই, তাহার নিষ্কাশিত সার নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়াছে। তথাকার গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ এই প্রকার শুভ্র ময়দা স্বাস্থ্যহানিকর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

আরব জাহাজ কলিকাতায়।

কলিকাতায় প্রায় ১২ খানা আরব ধাও অর্থাৎ পালের জাহাজ আসিয়াছে। জাহাজ অভাবে বাণিজ্যের অতি অসুবিধা হইয়াছে; ভাড়া বাড়িয়াছে, সুচতুর আরবগণ তাই আরবের খেজুর ও মস্কট হালুয়া বোঝাই করিয়া কলিকাতায় তাহাদের ধাও পাঠাইয়াছে। এই সকল ধাও কলিকাতা হইতে কাপড় ও খাদ্যদ্রব্য লইয়া বস্রা যাইবে। রেঙ্গুণ হইতে চাউল লইয়া কলিকাতা আসিবে। আরবের ধাও ইতঃপূর্ব্বে কখনও কলিকাতায় আইসে নাই। বোম্বাই তাহাদের শেষ সীমা ছিল। (কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

যদি শত্রুভাবে এ পর্য্যন্ত আমায় অনুসরণ করিয়া থাকেন, আমি অস্ত্রযুদ্ধে আপনাকে আহ্বান করিতেছি। তাহার ফলে একজন কে না একজনকে এ স্থানে ধরাশয্যা গ্রহণ করিতে হইবে।

অপরিচিত। এরূপ নিমন্ত্রণ গ্রহণে আমি কখনই অসম্মত নহি কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তোমার সহিত বিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, আমি তোমাকে শত্রু অপেক্ষা বন্ধুরূপেই তোমার সাহায্য লাভ করিতে সমর্থ হইব।

বিটন। আপনার সে অনুমানটী কি?

অপরিচিত। তোমার কার্য্যাবলী দর্শনে আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে, দুর্গের মধ্যে এখন যাহারা শক্তি সামর্থ্যের পরি-

চালনা করিতেছে, তুমি কখনই তাহাদের হিতৈষী নও। সত্য কথা বলিতে কি আমার অবস্থাও তোমারই মত।

বিটন। আপনার কথা যে সত্য—আমার প্রতি আপনি যে হৃদয় মধ্যে কোন কুভাব পোষণ করেন না এবং আপনি যে দুর্গবাসীদের কেহ নহেন, তাহার প্রমাণ কি?

অপরিচিত। আর আমিই বা কি সাহসে তোমার নিকট আত্ম পরিচয় দিব?

বিটন। আমরা পরস্পরকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছি। এরূপ সন্দেহের মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। আমি যে দুর্গবাসীদের হিতৈষী বন্ধু নহি তাহা আপনি অনুমান করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করিবার আপনার কি কারণ থাকিতে পারে, অন্ততঃ তাহার নির্দ্দেশ করিবেন।

অপরিচিত। করিব। এক্ষণে যাহারা রুশন দুর্গের মধ্যে শক্তি সামর্থ্যে সর্ব্বময়ী, তাহারা আমার স্বার্থের বিরুদ্ধে চক্রান্ত জাল বিস্তার করিতেছে। লোকপরম্পরায় সংবাদ পাইয়া আমি গোপনে এখানে আসিয়াছি—কথাটী সত্য কি মিথ্যা জানিতে চেষ্টা করিতেছি।

বিটন। আপনি কে?

অপরিচিত। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন,—"আমি ভুলাবর্দ্দিনের মার্কুইস!"

বিটন। ওঃ এথলের ডিউকের পুত্র!

অপরিচিত! হাঁ—তাই বটে। কিন্তু আমার ভগ্নীগণের যেরূপ স্বভাব চরিত্র, আমার পিতা মৃত্যুশয্যায় শায়িত জানিয়াও, আমি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করিতেছি না। যুবক! আমার বড়ই দুর্ভাগ্য।

বিটন। মহাশয়! আপনার এই সরলতাপূর্ণ ব্যবহারের জন্য আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। বড়ই সৌভাগ্য যে আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে। জানেন কি দুর্গমধ্যে কি রূপ পৈশাচিক কার্য্যের ষড়যন্ত্র চলিতেছে? স্বপ্নেও কি তাহার ধারণা করিতে পারেন?

মার্কুইস। না—তবে আমি এই পর্য্যন্ত জানি, আমার ভগ্নীগণের অকার্য্য কিছুই নাই।

বিটন। মহাশয়! দুর্গমধ্যে কয়েকজন বন্দী বাস করিতেছেন—দুর্গের ভূতলস্থ অন্ধতম কারাকক্ষে—

মার্কুইস।—হাঁ, সে কারাকক্ষের বিষয় আমি অবগত আছি। যে সকল বর্ব্বরেরা এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহারাই বন্দীগণকে নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য উহার উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যুবক! তোমার পরিচয় এখনও শুনিতে পাই নাই—আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া আমার পরিচয় দিয়াছি।

বিটন। আমি একজন সামান্য ভৃত্য। আমার প্রভু এবং অপরাপর বন্দীকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি।

মার্কুইস। আমি তোমাকে সাহায্য করিব।

বিটন। আসুন, আমরা এ স্থানে আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিব না। বিশেষতঃ আমার এখনও অনেক কাজ বাকি। চলুন, নগরের দিকে যাইতে যাইতে সকল কথা আপনাকে বলিব। সত্যই আপনার ভগ্নীরা আপনার স্বার্থের বিরুদ্ধে এক ভয়ানক চক্রান্ত করিতেছে। আপনার ভগ্নীরা তিনজন বন্দীকে উৎপীড়িত করিয়া বিবাহে তাঁহাদের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক—

মার্কুইস। বুঝিয়াছি। একটী প্রবাদ আছে বটে। তিন ভগ্নী এক রাত্রে একই সময়ে পাণিগ্রহণ করিলে পারিলে—কিন্তু আমার পিতা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া, এতই কি নির্ব্বোধ এবং দুর্ব্বলচিত্ত হইয়াছেন যে, তাঁহার লিখিত অনুমতি দান করিয়া তাহাদের এই পৈশাচিক চক্রান্তে সাহায্য করিবেন?

বিটন। তিনি এ অনুমতি দান করিয়াছেন।

মার্কুইস। কেমন করিয়া তুমি এ সকল সংবাদ পাইলে?

বিটন। দুর্গের একজন সৈন্যকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়াছি। এইমাত্র আমি তাহারই সহিত কথা কহিতেছিলাম। তাহারই দ্বারা বন্দীগণের সহিত কথা চালাচালি হয়। প্রস্তাবিত বিবাহের কথা সেই আমার প্রভুর মুখে শুনিয়া আসিয়াছে। দুর্গের অপরে এখনও এ সংবাদ জানে না।

মার্কুইস। আমার দুর্ভাগ্য, তাই ভগ্নীরূপে তিনটী রাক্ষসী লাভ করিয়াছি। কিন্তু কি প্রকারে তুমি কার্য্যোদ্ধার করিতে চাও? আমার দ্বারা তোমার কি সাহায্য হইবে?

বিটন। শুনুন,—অকাতরে স্বর্ণমুদ্রা ঢালিয়া আমি পঞ্চাশ জন লোককে আমার দলভুক্ত করিয়াছি। তাহারা সকলে বলিষ্ঠ, দৃঢ়কায়। কিন্তু তাহাদের চরিত্র অতি জঘন্য, তাহারা প্রভূত অর্থ পাইলে, শয়তানেরও সেবা করিতে প্রস্তুত আছে। অন্য উপায় না থাকাতে আমি ঐ সকল লোকের সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হইয়াছি।

মার্কুইস। তাহারা যতক্ষ। তোমার সহায়তা করিবে, ততক্ষণ তাহারা কে বা কি প্রকৃতির লোক আমাদের দেখিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু ওরূপ লোকের উপর কি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায়?

বিটন। যায়। তাহাদিগকে আমি অগ্রিম যে টাকা দিয়াছি এবং কার্য্যোদ্ধার হইলে, যাহা দিবার প্রলোভন দেখাইয়াছি, তাহাতে তাহারা কখনই আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। কিন্তু আপনি কি একা আসিয়াছেন? সঙ্গে কি কোন পরিচারক নাই?

মার্কুইস। দুইজন মাত্র বিশ্বস্ত অনুচর আনিয়াছি। তাহারা সহরতলী হইতে কিছু দূরে এক নির্জ্জন কুটীরে বাস করিতেছে। ঘটনাক্রমে আমার পিতার অসুস্থতার কথা আমার কর্ণে পৌঁছে। আমার ভগ্নীগণ এ সংবাদ আমার নিকট গোপন করাতে এবং তাহাদের পূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ করিয়া আমার

মনে সন্দেহ জন্মে, সেই জন্য আমি গোপনে অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিলাম।

বিটন। আমি এক্ষণে সেই লোকগুলির সন্ধানে যাইতেছি। সাঙ্কেতিক শব্দ আমি অবগত হইয়া আসিয়াছি। রাত্রি দশটা হইতে এগারটার মধ্যে আমরা দুর্গ প্রবেশ করিব। আপনি কি এই দলের পরিচালন ভার গ্রহণ করিবেন?

মার্কুইস। সদাশয় যুবক! তোমারই এই দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমি তোমাকে এ সম্মান হইতে বঞ্চিত করিব না। আমি তোমার সঙ্গে থাকিব।

বিটন। না মহাশয়! আপনাকেই অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এ দুর্গ আপনার করগত হইবে। আপনার সন্দর্শনে দুর্গবাসী ভীত হইবে। দুর্গস্থ সৈন্য আপনার ভগ্নীদের পক্ষ ত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই আপনার পক্ষাবলম্বন করিবে।

মার্কুইস। না—তুমিই অধিনায়করূপে সৈন্য চালনা করিবে। আমি তোমার পার্শ্বে উপস্থিত থাকিব। তোমার পরামর্শ মত কার্য্য করিব। ঈশ্বর আমাকে তোমার সহিত মিলিত করিয়াছেন। কিন্তু আমি এখনও তোমার বা তোমার প্রভুর নাম শুনি নাই।

বিটন। আমি একজন সামান্য ভৃত্য—আমার নাম হেনরি বিটন। কিন্তু আমার প্রভুর নাম জগদ্বিখ্যাত—তিনি বীরশ্রেষ্ঠ জেনারেল অলিফান্ট।

মার্কুইস। কি সর্ব্বনাশ! সেই বিশ্ববিশ্রুত অলিফান্ট ঐ দুর্গে বন্দী! উহার অন্ধতম কারাগারে আবদ্ধ! যে স্থানে তাঁহার চরণরেণু স্পর্শ করিলে দুর্গবাসীরা আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিবে—তাঁহাকে অতিথি রূপে পাইয়া পূজা করিবে—না, তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে! এস হেনরি বিটন! চল সেই সকল লোককে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পৈশাচিক ষড়যন্ত্র চূর্ণ করিয়া ফেলিগে!

বিটন। আমার সঙ্গে আপনার নগরে প্রবেশ করা হইবে না। কারণ লোকে যদি আপনাকে চিনিতে পারে, আপনার উপস্থিতির সংবাদ দুর্গে পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে না। আমি একাকীই যাইব—আমার একটী মাত্র কথায় তাহারা রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় সাগর তীরবর্ত্তী ঐ পাহাড়ের নিকট সমবেত হইবে।

মার্কুইস। সে স্থল আমার পরিচিত। যথাসময়ে আমি তথায় উপস্থিত হইব। ভগবান তোমার উদ্দেশ্য সফল করিবেন।

হেনরি বিটন মার্কুইসের নিকট বিদায় লইয়া নগরের অতি কদর্য্য একটী আড্ডায় প্রবেশ করিল। এ স্থলটী যত কুকর্ম্মা মগুপ এবং লম্পটের সম্মিলন ক্ষেত্র। বিটন যাহাদিগকে নিয়োজিত করিয়াছিল, তাহারা দিনের বেলায় তাহার নিকট ইঙ্গিত পাইয়া, অধিকাংশই এ স্থলে উপস্থিত হইয়াছে। অধিক মাত্র তেজস্কর সুরাপান করিলে পাছে কার্য্যহানি ঘটে বিবেচনা করিয়া, সকলেই অধিক মাত্রার সুরাসেবনের প্রলোভন ত্যাগ করিয়াছ। বিটন প্রত্যেককে ডাকিয়া কখন্ কোথায় মিলিত হইবে বলিয়া দিল। সকল আড্ডা ঘুরিয়া সকলকে সংবাদ দিতে রাত্রি দশটা বাজিল। তাহার পর সে কিছু আহার এবং বিশ্রাম করিয়া লইল।

সাড়ে দশটা বাজিতে দশ মিনিট থাকিতে হেনরি বিটন নিরূপিত স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। সহসা তাহার দৃষ্টি দুর্গের দিকে আকৃষ্ট হইল। কম্পিত হৃদয়ে যাহা দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল—তাহাই দেখিল—ছাদের উপর সেই তীব্র আলোক রশ্মি।

পথিমধ্যে মার্কুইস রোণাল্ডের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে মিলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সকলেই উপস্থিত হইয়াছে।

অভিযান আরম্ভ হইল। হেনরি বিটন সকলের অগ্রে চলিল। মার্কুইস সকলের পশ্চাৎ রহিলেন। পথে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। নিঃশব্দে অন্ধকারের মধ্য দিয়া ঐ ক্ষুদ্র বাহিনী ফটক দ্বারে উপস্থিত হইল। হেনরি বিটন সবলে দ্বারে করাঘাত করিল। একটী ক্ষুদ্র দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া ভিতরস্থ প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তোমরা?"

উত্তর। মিত্র।

প্রশ্ন। সাঙ্কেতিক শব্দ?

উত্তর। তিন ভগ্নী।

দ্বার উন্মুক্ত হইল। হেনরি বিটন দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার সমস্ত লোক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিয়া সারি দিয়া দণ্ডায়মান হইল। মার্কুইস সর্ব্বশেষে ভিতরে প্রবেশ করিলেন-এবং দ্বার পার হইয়াই, সহসা দ্বার বন্ধ করিয়া, দ্বারের চাবি পকেটের মধ্যে পুরিলেন।

ঠিক সেই সময়ে দলের সকলেই অসি নিষ্কাষিত করিল। ব্যাপারখানা কি বুঝিবার পূর্ব্বেই তোরণস্থিত প্রহরীদ্বয় পরাভূত এবং বন্দী হইল। তাহার পর তাহারা প্রহরী কক্ষ আক্রমণ করিয়া অবশিষ্ট দশ বার জন প্রহরীকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া ফেলিল।

মার্কুইস তাঁহার মাথার টুপিটা খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহাকে চিনিবামাত্র বন্দীরা সভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তাহারা বুঝিল—তিনি তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে আসিয়াছেন।

চতুরধিক অশীতিতম পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার।

মার্কুইস রোণাল্ড, হেনরি বিটন এবং তাহার লোকজন যখন দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল, তখনও এগারটা বাজিতে কুড়ি মিনিট বাকি—আমরা ঐ সময়ের পূর্ব্বে অর্থাৎ রাত্রি নয়টার সময়ে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কি হইতেছে দেখিবার চেষ্টা করিব।

ঐ সময়ে রথওয়েলের আদেশানুযায়ী ষ্টানটন দুর্গের ভাণ্ডার গৃহে প্রবেশ করিয়া একটী পৃথক স্থানে রক্ষিত তিনটী মদের বোতল তুলিয়া লইল। তাহার পর একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক, কেহ কোথাও নাই দেখিয়া, একস্থান হইতে কিছু খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া বস্ত্রের মধ্যে রক্ষা করিল। তাহার পর বন্দী গৃহের ছাদের উপর উঠিল। সেখানে দুইজন তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ষ্টানটন চেয়ারে উপবেশন করিয়া, একজনের হস্ত হইতে একটী আলোক লইলে, তাহারা তাহাকে নীচে নামাইয়া দিল। ষ্টানটন সর্ব্বপ্রথমেই ক্রচিয়ার বন্দীগৃহে উপস্থিত হইল। এ বন্দী যে জেনারেল অলিফাণ্ট, পাঠক তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

জেনারেল তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বন্ধু! কত দূর?"

ষ্টানটন। আজ রাত্রেই। আপনার পরামর্শ মত সব কার্য্য হইয়াছে। হেনরি বিটনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাকে আর বলপূর্ব্বক দুর্গাক্রমণ করিতে হইবে না। সাঙ্কেতিক শব্দ তাহাকে বলিয়া আসিয়াছি—তাহারই সাহায্যে অনায়াসে সে দুর্গে উপস্থিত হইতে পারিবে।

জেনারেল। উত্তম।

ষ্টানটন। আপনার জন্য এ বেলা প্রচুর খাদ্য আনিয়াছি। ও বেলা আপনাকে যৎসামান্য বই দিতে পারি নাই।

জেনারেল। তোমার এই সুবিবেচনার জন্য ধন্যবাদ।

ষ্টানটন। প্রাতঃকালে আপনার কক্ষে প্রবেশ করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছিল। আমি কিন্তু অপর তিনজন বন্দীর আহায্য হইতে কিছু কিছু চুরি করিয়া, আপনাকে দিয়া গিয়াছিলাম।

জেনারেল। তোমার এই সহৃদয়তার কথা আমার মনে থাকিবে। কিন্তু এখন একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক জান আমাদের এই সকল কক্ষের চাবি ক্রচিয়ার কাছে থাকে?

ষ্টানটন। আমার দৃঢ় ধারণা তাহাই। একটী চাবিতে এখানকার সকল দরজাই খোলা যায়। ক্রচিয়া সকলের জ্যেষ্ঠা বলিয়া সেই চাবি তাহার নিজের কাছেই রাখিয়া দেয়। যখন কোন বন্দীকে এখানে কোন কক্ষে আবদ্ধ করিবার আবশ্যক হয়, রথওয়েল তাঁহার নিকট হইতে সেই চাবি লইয়া আইসে, তাহার পর কার্য্য সমাপ্তির পর পুনরায় তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে দেখিয়াছি।

জেনারেল। উত্তম। এই সংবাদ সঠিক জানা আবশ্যক, কারণ ইহার উপর আমাদের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করিতেছে। এখন মেজর ল্যাম্বটন এবং লরেন্স লির কক্ষে গিয়া তাহাদিগকে এ সংবাদ দিয়া আইস।

ষ্টানটন রেলিংয়ের ফাঁক দিয়া খাদ্যসামগ্রী এবং মদের বোতল জেনারেল অলিফাণ্টের কক্ষে দিয়া, যথারীতি দ্বার রুদ্ধ করিয়া, মেজর ল্যাম্বটনের কক্ষে প্রবেশ করিল এবং তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত রূপে মদের বোতলটা প্রদান করিল। সে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া, লরেন্স লির কক্ষে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে সংবাদ ও একটা বোতল দিয়া, মিষ্টার ল্যাম্বটনের কক্ষে উপস্থিত হইল। তাঁহাকে যে বোতলটা দিবার আদেশ ছিল, সেটা জেনারেল অলিফাণ্টকে দিয়া আসিয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে কেবল সংবাদ দিয়াই সে স্থান হইতে চেয়ারের সাহায্যে উপরে উঠিয়া আসিল।

এদিকে তিন ভগ্নী তাহাদের বৈঠকখানায় বসিয়া আসব পান করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে দুই এক টুকরা শুষ্ক ফল এবং মিষ্টান্ন তুলিয়া মুখে দিতেছে। তাহাদের পরিধানে এখনও সেই কাল মখমলের পরিচ্ছেদ। সকলেরই মুখে মাদকতা সঞ্জাত প্রফুল্লতা এবং বিজয়ানন্দের প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ। তাহারা তিন জনে বসিয়া বসিয়া পানাহার করিতে করিতে আমোদ আহ্লাদ করিতেছে, এমন সময়ে মোর্ণা তথায় ব্যস্ত সমস্তভাবে উপস্থিত হইয়া কহিল, শীঘ্র আসুন—আক্ষেপ আরম্ভ হইয়াছে। ডাক্তার আপনাদিগকে সংবাদ দিতে বলিলেন।"

তিন ভগ্নী পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর ডিউকের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের পিতার নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে। ডাক্তার যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহা হইল না—মৃত্যু তাহার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে দেখা দিল। তাহারা তিন জনে কক্ষে পদার্পণ করিবামাত্র ডিউকের পরমায়ু অনন্তে মিশাইয়া গেল।

পুনরায় তিন জনে দৃষ্টি বিনিময় করিল। ভবিষ্যতে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে—এই দৃষ্টিতে তাহা স্থিরীকৃত হইয়া গেল। তাহারা যাহা আশা বা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল—তাহা হইল না। তাহারা যতই অধঃপতিতা হউক—লোকমত বা সামাজিক আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে তাহাদের সাহস নাই। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বিবাহ—লোকচক্ষে বড়ই দূষণীয়। তদ্ভিন্ন তিনি উইল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে লেখা আছে, তিন ভগ্নী একই সময়ে বিবাহিত হইলে তবে রাজ্যাধিকার লাভ করিবে এবং উক্ত বিবাহ তাঁহার জীবদ্দশায় সংঘটিত হওয়া আবশ্যক। কারণ তাহা যদি না হয়, তাহার দেহ হইতে শেষ জীবন বায়ু বহির্গত হইবামাত্র, সাধারণ নিয়মে তাঁহার পুত্রই উত্তরাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হইবে। এই কারণে লোকাচারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেও, উইলের সর্ত্ত বজায় রাখিবার জন্য, তাহাদের পিতার মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে যে, তাহারা বিবাহিতা হইয়াছে, তাহা সপ্রমাণ করিতে হইবে। তিন ভগ্নীর দৃষ্টি বিনিময়ে এই কথারই আভাস সূচিত হইল।

রুচিয়া ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"আপনার সহিত কোন বিষয়ে পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করি, অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার কক্ষান্তরে আসুন।"

ডাক্তার অভিবাদন করিয়া তাহার সহিত যাইতে উদ্যত হইলেন। এদিকে সাবিনা মোর্গাকে ডাকিয়া কহিল,—"পিতার যে মৃত্যু হইয়াছে—কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।"

তিন সহোদরা ডাক্তারের সহিত তাহাদের পূর্ব্বোক্ত বৈঠকখানায় গমন করিল। পিতার মৃত্যুতে কন্যাগণের সম্পূর্ণ শোকাভাব দর্শন করিয়া ডাক্তার কিছু বিস্মিত হইলেন। তাহারা যে কতখানি পাপানুরতা এবং দুর্ব্বৃত্তা তাহা তিনি সম্যক অবগত না থাকিলেও, তাহারা যে স্বার্থপরা এবং অনেক পুরুষের অপেক্ষা নৃশংসচারিণী তাহা জানিতেন। ডাক্তারটী ন্যায় ধর্ম্মের পক্ষপাতী, সাধু সদাশয় হইলেও কিছু দুর্ব্বল চিত্ত। ভগ্নীত্রয়ের উপর তাঁহার তেমন কোন শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকিলেও তাহাদের রুগ্ন পিতার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাহাদের পিতৃসেবার অন্তরালে যে কলুষিত স্বার্থপরতা প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেও, তাহাদের কুৎসিৎ ষড়যন্ত্রের বিষয় বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারেন নাই। তাই এক্ষণে কতকটা কৌতুহলাক্রান্ত এবং কতকটা উদ্বিগ্ন হইয়া, তাহাদের শ্রীমুখ হইতে কি ভাবের কথা বাহির হইবে, শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন।

রুচিয়া পিতার মৃত্যুতে যেন কতই কাতরা হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য নিতান্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে কহিল,—"এক গ্লাস মদ খান—আহা পিতার শয্যাপার্শ্বে আপনাকে অক্লান্তভাবে বিস্তর সময় বসিয়া থাকিতে হইয়াছে। খাইবার আপনার অবসর ছিল না।"

ডাক্তার সম্মতি জানাইলেন। সাবিনা একটী গ্লাসে খানিকটা মদ ঢালিল। তুলিয়া গ্লাসটা ডাক্তারের হাতে দিল। ডাক্তার তাহার কিয়দংশ মাত্র গ্রহণ করিলেন।

রুচিয়া তাঁহার মুখের উপর উজ্জ্বলদীপ্ত নয়নের স্থির দৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়া কহিল—"আপনাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এখানে আরও কয়েকঘণ্টা অবস্থান করিতে হইবে। এবং আরও একটা কার্য্য করিতে হইবে—ইহার পর লোকের নিকট যখন পিতার মৃত্যুর কথা প্রকাশ করিবেন, বলিবেন তাঁহার মৃত্যু মধ্য রাত্রির কয়েক ঘণ্টা পরে হইয়াছে—দশটার পূর্ব্বে যে হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবেন না।"

ডাক্তার বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"ভদ্রে! আমি একজন সত্যবাদী—"

সাবিনা। তাহা হইতে পারেন কিন্তু সত্য কথা সকল সময়ে বলা চলে না।

তুলিয়া। তাহাতে অসুবিধাও অনেক।

ডাক্তার। এ রকম প্রতারণায় আপনাদের কি আবশ্যক? তাহার পর আপনারা বোধ হয় বিস্মৃত হইয়াছেন, কোন্ তারিখে, কখন মৃত্যু হইয়াছে লিপিবদ্ধ করিয়া মন্ত্রী সভার সম্মুখে আমাকে একটী দস্তাবেজ দাখিল করিতে হইবে?

রুচিয়া। তাহা আমরা জানি। এক্ষণে আপনি একখানা দস্তাবেজ বা নিদর্শন পত্র লিখিয়া দিন, কাল প্রাতঃকালে যথাস্থানে আমরা তাহা পেশ করিব।

ডাক্তার। আমি আপনাদের সম্মুখে সেই দস্তাবেজ লিখিয়া দিতে সম্মত আছি, কিন্তু তাহাতে মিথ্যা সময় লিখিয়া দিব না।

সাবিনা। আচ্ছা এক কাজ করুন,—যে স্থানে মৃত্যুর সময় লিখিত হইবে, সে স্থানটী ফাঁক রাখিয়া দিন।

তুলিয়া। এ অতি সৎযুক্তি। এবার আর কোন আপত্তি করিলে চলিবে না।

ভয়ে ডাক্তারের প্রাণ শুখাইয়া গেল। তাহাদের প্রদীপ্ত চক্ষু এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক কথা শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—"আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে আমাকে আমার কর্ত্তব্যপথ হইতে স্খলিত হইতে হইবে। এক্ষণে যদি জানিতে পারি কোনরূপ—"

রুচিয়া। কোনরূপ প্রশ্ন করিবেন না। যাহা বলিতেছি, তাহাই করুন।

সাবিনা। এই দেখুন দোয়াত কাগজ কলম সকলই রহিয়াছে আরম্ভ করিয়া দিন।

তুলিয়া। হাঁ—সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

ডাক্তার। আমি যদি সময়ের স্থানটা ফাঁক রাখিয়া দস্তাবেজ লিখিয়া দিই, আর আপনাদের কেহ যদি সেই স্থানটা পূরণ করিয়া দেন, তাহা হইলে উক্ত দলিল যদি কখন অন্যায় রূপে ব্যবহৃত হয়, আমাকেও ত তবে প্রকারান্তরে সেই অন্যায়ের পোষকতা করিতে হইবে?

রুচিয়া। কেহ আপনাকে এ বিষয়ে কখনও প্রশ্ন করিবে না। ভবিষ্যতে ইহা লইয়া আর কোনই গোলযোগ ঘটিবে না।

এই সময়ে সাবিনার মনে একটা বুদ্ধি যোগাইল। সে কহিল—"আপনাকে কথাটা খুলিয়া বলাই ভাল। সহোদরের নিকট লোক পাঠাইতে কিছু অত্যধিক বিলম্ব হইয়াছে—এখন যদি সে আসিয়া শোনে—"

তুলিয়া। দাদা আসিয়া আমাদিগকে ভর্ৎসনা করিবে। কেন আমরা পিতার আসন্ন সময় জানিয়াও পূর্ব্বে লোক পাঠাই নাই?

রুচিয়া। এখন ত সব বুঝিলেন—নিন আর বিলম্ব করিবেন না।

ডাক্তার। এই যদি প্রকৃত কারণ হয়, আর আমার দ্বিধা করিবার কিছু নাই। কিন্তু এখন যদি কোন ঘটনা ঘটে যে, আমাকে মন্ত্রী সভার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক সময় নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি সত্য কথা বলিতে কিন্তু বাধ্য হইব।

রুচিয়া। হাঁ—তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

সাবিনা। নিশ্চিন্ত থাকুন, কেহ আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।

ডাক্তার আর কথা কাটাকাটি করিতে সাহস করিলেন না। কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিলেন। তাঁহার হস্ত কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার উদার উন্নত হৃদয়, এই যৎসামান্য প্রতারণা লিপিবদ্ধ করিতে ব্যথা অনুভব করিল। কিন্তু উপায় নাই। রুচিয়া ইত্যবসরে গাত্রোত্থান করিয়া বাক্সের মধ্য হইতে কি একটী ক্ষুদ্র পদার্থ বাহির করিল। তাহার পর সাবিনার পার্শ্বে আসিয়া ডাক্তারের অজ্ঞাতে তাহার হস্তে দিল। সাবিনা সেটীর দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া, তুলিয়ার হস্তে দিল।

তুলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া ডাক্তারের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল,—"এইবার উহার তলায় আপনার নাম স্বাক্ষরিত করিয়া দিন।"

ডাক্তার পত্রখানি আর একবার মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া তাহাতে আপনার নাম স্বাক্ষর করিতে উদ্যত হইলেন, ইত্যবসরে তুলিয়া হস্তস্থিত সেই ক্ষুদ্র শিশি হইতে কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ ডাক্তারের মদের গ্লাসে ঢালিয়া দিল।

ডাক্তার কলম রাখিয়া কহিলেন,—"এই দেখুন।" তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহার নাসিকা হইতে একটী অনুতাপের তপ্তশ্বাস বহির্গত হইল।

রুচিয়া কহিল,—"আপনার এই সদাশয়তার জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আপনার অবসাদ এখনও বিদূরিত হয় নাই। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আর একটু সুরাপান করুন—তাহার পর অপরাপর খাদ্যও কিছু গ্রহণ করুন।" এই বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অতিথি পরায়ণা রমণীর মত স্বহস্তে ডাক্তারের গ্লাসে আরও খানিকটা সুরা ঢালিয়া দিল।

ডাক্তার বাস্তবিকই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুন্দরীর কথায় মদের গ্লাস তুলিয়া লইয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে নিঃশেষে পান করিলেন।

গ্লাসটা তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। হতভাগ্য ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন,—"সর্ব্বনাশ! এ আমার কি হইল? বুঝিয়াছি—মৃত্যু। ডাকিনীতে! এ কি করিলি? আমায় বিষ দিয়া মারিলি? হায়! কি কুকর্ম্ম করিলাম! কিন্তু এ নরহত্যা করিয়াও, তোরা লাভবান হইতে পারিবি না।"

এই বলিয়া সেই মরণোন্মুখ ডাক্তার, তখনও দেহে যতটুকু শক্তি ছিল, একত্র করিয়া, সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কাগজখানা ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তুলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে কাগজখানা তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে সবলে একটা ধাক্কা মারিল। হতভাগ্য চেয়ারের উপর পড়িয়া গেলেন। মৃত্যুর ঘন কালিমালিপ্তচক্ষে পিশাচীদের দিকে তিরস্কার পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে তাঁহার মাথা গড়াইয়া পড়িল—সমস্ত দেহটা একবার কাঁপিয়া উঠিল—পরক্ষণে তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সহাস্য বদনে রুচিয়া কহিল,—"যাক। উহার ওষ্ঠাধর হইতে প্রকৃত কথা আর কখনও বাহির হইবে না।"

সাবিনা। কখনই না।

তুলিয়া। পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছিলাম।

তিন জনে কি পরামর্শ করিল, তাহার পর ডাক্তারের মৃতদেহ বহন করিয়া তাহাদের পিতার কক্ষে উপস্থিত হইল। মোর্ণা দয়ামায়াবর্জ্জিতা পিশাচী হইলেও, শিহরিয়া উঠিল। রুচিয়া কহিল,—"লোকটার মূর্চ্ছার ব্যারাম ছিল—হঠাৎ পড়িয়া মরিয়া গেল।"

এই কৈফিয়তে মোর্ণা কি বুঝিল, তাহা অনুমান করা বড় শক্ত। তিন জনে ডাক্তারের মৃতদেহ একখানা চেয়ারের উপর স্থাপন করিল। রুচিয়া সকলকে বিশেষতঃ মোর্ণাকে শুনাইয়া বলিল,—"এই ভাবে থাকুক—লোকে মনে করিবে রোগীর মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগায় মৃত্যু ঘটিয়াছে।"

সাবিনা কহিল, কিয়ৎক্ষণ পরে দুর্গময় রাষ্ট্র করিয়া দিতে হইবে দুর্গাধিপতির মৃত্যু হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারও মরিয়াছে। মোর্ণা! তুই এই কক্ষে অবস্থান কর—কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখ—কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিস না"

তুলিয়া কহিল,—"আমরা শীঘ্রই আসিতেছি।"

এই বলিয়া তিনজনে প্রস্থান করিল।

পঞ্চাধিক অশীতিতম পরিচ্ছেদ।

তিন কারাকক্ষে।

হেনরি বিটন হোটেল হইতে বহির্গত হইয়াই দুর্গের বন্দীগৃহের ছাদের উপর আলোক দেখিয়াছিল—সে আলোকচ্ছটার প্রতি রোনাল্ড এবং নগরবাসী অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। অদ্য রাত্রি দশটার পর কি কারণে ছাদের উপর আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হইয়াছিল, পাঠককে বোধ হয়, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে না। অদ্য তিন সহোদরা আশার আনন্দে বিভোরা হইয়া নিম্নে অবতরণ করিতেছে।

সহরের গির্জ্জায় এক পুরোহিত বাস করিতেন। এক তাগিদ পত্র পাইয়া দশটার পূর্ব্বে তিনি রুশন দুর্গে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি মধ্যবয়স্ক, চরিত্রহীন এবং মদ্যপ। কিন্তু ধর্ম্মের ভণ্ডামিটুকু ষোল আনা বজায় রাখিয়াছেন। পৃথিবীতে এমন কোন দুষ্কর্ম্ম নাই, অর্থ পাইলে যাহা তিনি করিতে অসম্মত হন। এরূপ প্রকৃতির লোক যে, ভগ্নীত্রয়ের সংকল্প সিদ্ধির সহায়তা করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিবে না, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। তিনি দুর্গের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলে, ভগ্নীরা তাহাদের

অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তিনটী বিবাহ কার্য্যই সমাধা করিতে চাহিলেন।

ক্রচিয়া প্রথমে অবতরণ করিল। সাধারণ নিয়মানুসারে রথওয়েলও আলোক হস্তে তাহার সহিত নীচে নামিল। ক্রচিয়া তাহার হস্ত হইতে আলোকটী লইয়া জেনারেল অলিফান্টের কক্ষাভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহার পর সাবিনা নামিয়া, অলিফান্টের প্রধান পার্শ্বচর মেজর ল্যাম্বটনের কক্ষে গমন করিল। তৃতীয় কক্ষে তুলিয়া নামিয়া আসিয়া কম্পিত হৃদয়ে, উত্তেজনার রক্তিম মাধুরী গণ্ডে লইয়া, লরেন্স লির কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার পর চেয়ারে পুরোহিত প্রবর বসিলেন—পশ্চাতে রথওয়েল দণ্ডায়মান হইল কিন্তু এবার কোন আলোক লইল না। অন্ধকারে অবতরণ করিয়া রথওয়েল পুরোহিতটীকে একস্থানে বসাইয়া রাখিল।

তিন ভগ্নী তিন কক্ষে প্রবেশ করিল। এইবার আমরা উক্ত তিন কক্ষে কি কি ঘটনা ঘটে, তাহাই বর্ণনা করিব। আমাদের আখ্যায়িকার সূত্র বজায় রাখিবার জন্য আমরা তুলিয়া যে কক্ষে প্রবেশ করিল, সর্ব্বাগ্রে তাহারই বিষয় বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইব। তুলিয়া লৌহদ্বার অনর্গল করিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, আলোটী যথাস্থানে রাখিয়া উপবেশন করিল। লরেন্সের আকৃতি বিশীর্ণ মলিন হইলেও, তাঁহার চোখে মুখে আজ একটী আনন্দের জ্যোতিঃ ভাসিতেছিল। তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র সুন্দরী মনে মনে কহিল,—"এ যে আমার হইবে- তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।"

কিয়ৎক্ষণ পরে সুন্দরী ধীরে ধীরে কহিল, —"লরেন্স! তোমার মুখে আজ উত্তর পাইলে বুঝিব আমার জীবন সর্ব্বাপেক্ষা সুখময় অথবা দুঃখময় হইবে।"

লরেন্স। তাহা হইলে সত্যই তুমি আমাকে ভালবাস?

তুলিয়া। তাহা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ? যাহার এমন রূপ—এমন কমনীয় স্বভাব—এমন উচ্চ জ্ঞান গরিমাদীপ্ত হৃদয় এবং যাহার এমন বলবীর্য্য, তাহাকে ভাল না বাসিয়া আমি কেমন করিয়া থাকিব।

লরেন্স। কিন্তু তোমার এই প্রগাঢ় ভালবাসা সত্বেও, আমি বিবাহে অসম্মত হইলে, তুমি আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে চাহিয়াছিলে।

তুলিয়া। কি করিব—আমিত স্বাধীনা নই। আমি কোন দুর্নিবার্য্য ভবিতব্যতার দাসী। আমার ইচ্ছা থাকিলেও, আমি তোমায় রক্ষা করিতে পারিতাম না। আমাকে তুমি পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে, আমার ভগ্নীগণ তোমাকে তাহাদের ক্রোধানলে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিত। কিন্তু লরেন্স! তুমি অসম্মত হইবে না? বল—বল—তোমাকে আমার বাহুমধ্যে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার জন্য আমি অধীরা হইয়া পড়িয়াছি।

লরেন্স। সুন্দরি! আমি যদি তোমার ঐ অপূর্ব্ব রূপমাধুর্য্যে আত্মহারা না হই, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে, হয় আমি মনুষ্যত্ববর্জ্জিত কোন অপকৃষ্ট জীব, না হয় নরলোকের কোন উচ্চলোকে আমার বসতি। আমি অন্যের প্রতি বিশ্বাস হন্তার ন্যায় কার্য্য করিতেছি কিন্তু কি করিব আমিও তোমারই মত দুর্নিবার্য্য ভবিতব্যের দাস হইয়া পড়িয়াছি—আমি বুঝিতেছি তোমার ভাগ্যের সহিত আমার ভাগ্য জড়িত—তোমাকে ভালবাসাই আমার ভবিতব্য।

তুলিয়া আনন্দে উন্মাদিনীবৎ হইয়া উঠিল। সবেগে গাত্রোত্থান করিয়া কহিল,—"যদি তোমার এই উক্তি সত্য হয়—তবে কি আনন্দ! কি সুখ!"

লরেন্স কহিলেন,—"হাঁ, ইহা নির্ঘাত সত্য। যাহা অদৃষ্টলিপি—তাহা ঘটিবেই। অতীতের দিকে আর আমি চাহিব না। জানি না তুমি আমাকে কি মোহে আচ্ছন্ন করিয়াছ—কি যাদুমন্ত্রে আমাকে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছ! সত্য সুন্দরি! তোমার রূপে একটা মাদকতা আছে—তোমার সৌন্দর্য্যে একটা মোহ আছে। সে মাদকতা যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহার জ্ঞানবুদ্ধি লুপ্ত হয়—মস্তিষ্কে অগ্নিক্রীড়া উপস্থিত করে। তুলিয়া! আমি তোমাকে ভালবাসি আমি তোমাকে ভালবাসি। এই আমার শেষ উত্তর —আমি তোমারই হইব।"

এই কথা বলিয়া লরেন্স প্রকৃত প্রণয়ীর মত—রূপের উন্মাদনায় আত্মহারার মত রেলিংয়ের পার্শ্বে আসিয়া নতজানু হইয়া বসিলেন। তুলিয়া তদ্দর্শনে আনন্দে বিভোরা হইয়া উঠিল। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়া তাহার করকিশলয় প্রণয়ীর দিকে প্রসারিত করিয়া দিল —উদ্দেশ্য প্রণয়ী সে করলতা ধারণ করিয়া তাহার উপর আবেগময় চুম্বনরেখা অঙ্কিত করিয়া দিবেন। লরেন্সও সে অবসর ত্যাগ করিলেন না—হাতখানি চাপিয়া ধরিলেন কিন্তু আবেশ বিহ্বল হইয়া নয়। তড়িদ্বেগে প্রণয়ী প্রণয়িণীর ভুজলতায় রজ্জুগ্রথিত একটী ফাঁস পরাইয়া দিলেন—ফাঁস কোমল করে দৃঢ় আবদ্ধ হইয়া গেল। বামহস্তে সেই রজ্জু ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে বক্ষঃস্থলে জামার অন্তরালে সংগুপ্ত শাণিত দীর্ঘ এক ছোরা বাহির করিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিলেন,—যদি একটী মাত্রও চীৎকার কর, এই ছুরিকা তোমার হৃদয়রক্তে আপ্লুত হইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিবে না।"

এই ভয়প্রদর্শন সত্বেও তুলিয়া চীৎকার করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু লরেন্স আঘাত করিবার জন্য ছুরিখানা তুলিবা মাত্র দুশ্চারিণী একটীমাত্রও কথা কহিতে সাহস করিল না। ক্রোধে এবং ভয়ে মুহ্যমান হইয়া নিতান্ত মলিনমুখে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল। লরেন্সের উদ্যত ছুরিকা তাহার স্পন্দিত বক্ষের অনতিদূরে লেলিহান জিহ্বা বাহির করিয়া দুলিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ।)

——

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ বর্ষ।] ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৬ সাল। ইং ১১ই ডিসেম্বর, ১৯১৯ সাল। [৮ম খণ্ড।

বস্ত্র পরিষ্কারের কাজ।

গরম কাপড় কাচিবার দেশী পদ্ধতি।

আলোয়ান, ফ্লানেল, প্রভৃতি পশমী কাপড় কাচিবার আমাদের দেশের পদ্ধতি এই, যথা—

রিটা	আধপোয়া।
মুশুরীর ডাল বাটা	অর্দ্ধপোয়া।
সাব্যনের ফেনা	আবশ্যক মত।

রিটাকে একটা পাত্রে জলে দিয়া প্রথমে ফুটাইয়া লউন, একটু সিদ্ধ হইলে নামাইয়া তাহাতে মুশুরী বাটা দিয়া রিটা ও ডাল বাঁটা একত্রে চটকাইতে থাকুন, এইরূপ করিতে করিতে খুব ফেনা উঠিবে। তাহা হইতে রীটার বীজ ও ছালগুলিকে নিংড়াইয়া বাছিয়া ফেলিয়া দিউন—জলটাকে ঠা।হইতে দিউন, কেননা খুব গরম জলে কদাচ পশমী কাপড় দেওয়া উচিত নহে, কাপড় গলিয়া যাইতে পারে।

এই জলে কাপড় খানিকে ভিজাইয়া রাখুন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা রাখিবার পর বারম্বার নিংড়াইয়া ও ভিজাইয়া চাপ দিতে থাকুন ও পুনরায় ভিজান। দেখিবেন, ময়লা কাটিয়া যাইতেছে, সেই ময়লা জল ফেলিয়া বারম্বার নূতন পরিষ্কার জল দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কাচিতে থাকুন, যখন পরিষ্কার জল দিলেও আর ময়লা বাহির হইবে না, তখন সাবনকে ঘসিয়া বা গরম জলে গলাইয়া ফেলিয়া বস্ত্র খানিকে পুনরায় সাবানের জলে ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কাচিতে থাকুন। যখন আর ময়লা বাহির হইবে না, তখন পরিষ্কার জলে কাচিয়া শুদ্ধ চাপ্ দিয়া যতটুকু জল বাহির হইয়া যায়, বাহির করিয়া মৃদু রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। বাতাসে শুষ্ক করাই প্রশস্ত উপায়। গরম বা পশমী কাপড়কে কদাচ খুব কড়া করিয়া নিংড়াইতে নাই, তাহাতে কাপড়ের ক্ষতি হইতে পারে। শুষ্ক হইলে দুই খণ্ড কাষ্টের বোলায়ের মধ্যে শাল্ করগণ শুষ্ক কাপড়কে জড়াইয়া যেরূপ ইস্তিরি করেন, তাহা অনেকেই শালকরগণের নিকট দেখিয়াছেন। ইহা লিখিয়া পরিষ্কার বুঝাইবার সুবিধা হইবে না। কাপড়কে কাচিয়া শুষ্ক করার পর একটা ঘরের মধ্যে আল্না বা দড়ির উপর কাপড় গুলি রাখিয়া শালকর গণ সেই ঘরে গন্ধকের ধোঁয়া দিয়া থাকে। ইহাতে নাকি কাপড় আরও সাদা হয় কিন্তু ইহা দ্বারা কাপড়ের অনিষ্ট হয় কিনা তাহা আমরা ব.িতে পারি না। তবে ইহা আমরা জানি যে, কোন রঙ্গীন কাপড়ে গন্ধকের ধোঁয়া লাগিলে তাহা অবিলম্বে বিবর্ণ হইয়া যাইবে, সুতরাং রঙ্গীন কাপড়ে কদাচ যেন গন্ধকের ধোঁয়া না লাগে।

গরম কাপড় কাচিবার পূর্ব্বে মেরামতাদি করিয়া লইতে হয় এবং কাপড়ে তৈল কালি প্রভৃতির দাগ থাকিলে আগে সেই দাগ উঠাইয়া ফেলিতে হয়। সেই সকল দাগ উঠাইবার বিবিধ প্রক্রিয়া আছে।

গরম কাপড়ে রং করিতে হইলে কাপড়কে জলে প্রথমে ভিজাইয়া তাহার পর রংএর গামলায় চুবাইয়া লইতে হয়, ভিজা কাপড়েই রং সমভাবে ধরিয়া থাকে, তাহার পর শীতল জলে পুনরায় কাচিয়া লইয়া ছাওয়ায় শুষ্ক করিতে হয়। রঙ্গীন কাপড় অধিকক্ষণ রৌদ্রে থাকিলে তাহার রং জ্বলিয়া যায়।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

STARCH GLOSS.

ইহা কেবল বস্ত্র বা দ্রব্যের উপর তুলি বা ব্রুস দ্বারা লাগাইলে খুব চক্‌চকে হয়।

প্রস্তুত প্রণালী।

বোরাক্স	২৷৷•	আউন্স।
আরবী গঁদ	২৷৷•	,,
স্পারমাসেটী	২৷৷•	,,
গ্লিসারিন	২৷৷•	,,
ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটার	২৷৷•	পাইন্ট।

ইহার সহিত কয়েক ফোঁটা সুগন্ধ এসেন্স

দিলে জিনিষটী সুন্দর হইবে। ইহাকে শিশিতে পুরিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। ব্যবহারের সময় এই বোতল বা শিশি হইতে ৬ চামচে লইয়া পোনে সাত আউন্স ফুটন্ত গরম জলে দিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। ছাপা কাগজের উপর মাখাইলেও বার্ণিস করার মত চক্‌চকে হইবে।

বাতি গালা প্রস্তুত প্রণালী।

পার্শেল, রেজিষ্ট্রী পত্রাদি শীল করিবার জন্য যে গালা ব্যবহার করা হয়, তাহাকে বাতি গালা বলে, গভর্ণমেণ্ট এবং অনেক ব্যবসায়ীর আফিসে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে। সুতরাং অল্প পুঁজীতে ইহা একটী লাভজনক কাজ।

ইহা কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

ভিনিস টারপেনটাইন	৩ আউন্স
চাঁচ গালা	৭ ,,
রজন	১ ,,
ক্যালসাইড ম্যাগনেসিয়া	১৸৹ ড্রাম
প্রেসিয়ান ব্লু রং	১ আউন্স

এই সমস্ত গুলিকে একটা মৃত্তিকা বা ধাতু পাত্রে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর অগ্নি হইতে নামাইয়া যখন একটু জমিতে আরম্ভ হইবে, তখন কাষ্ঠের প্লেন তক্তার উপর ঢালিয়া সমতল করিয়া লইয়া ছুরি দ্বারা সরল রেখা ক্রমে দাগ দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লইতে হইবে এবং অন্য একখানা প্লেন তক্তার উপর হাতে করিয়া পাকাইয়া লম্বা গোলাকার বাতির মত করিতে হইবে। চৌকাও করা যাইতে পারে। তাহার পর যখন বেশ শক্ত হইবে, তখন প্রত্যেক বাতিটাকে টীন কলিও বা রাঙ্গের পাত দ্বারা মুড়িয়া কাগজের বাক্সে পুরিয়া নাম, ঠিকানা, মূল্যাদি লিখিয়া ষ্টেশনারী দোকান সমূহে বিক্রয়ার্থ দিতে হইবে। বাতি গালা লাল করিতে হইলে সিন্দুর, কাল করিতে ভুঁষা এবং হলদে করিতে হইলে পেউড়ী প্রভৃতি রং দ্রবীভূত গালার সহিত মিশ্রিত করিলে সেই রং হইবে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ধান্যক্ষেত্রের সার।

গবর্ণমেণ্ট কৃষি পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে ধান্য ক্ষেত্রে অস্থি চূর্ণ, রেড়ীর খৈল, গোবর সার, সোরা পৃথক ও পরস্পর মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা দ্বারা রেড়ির খোইল ধান্যক্ষেত্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। হাড়ের সার ধান্যের পক্ষে অতি নিকৃষ্ট সার বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।

বীজ সহজে অঙ্কুরিত করিবার সহজ উপায়।

বার্লিন হইতে ডাক্তার আডো ডেম্‌মার বিলাতের গার্ডেনার্স ক্রনিকেল নামক পত্রে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার বাগানে কোন এক জাতীয় বৃক্ষে অধিক ফল ধরিত। এই গাছের বীজ যে সময় রোপণ করা হইত, তাহার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়য়া উঠিত। কিন্তু একটী বিশেষত্ব ছিল, কেবল একটী বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী স্থানেই এইরূপ অল্প সময়ের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইত, সেই বীজই অন্যত্র রোপণ করিলে তত শীঘ্র অঙ্কুরিত হইতে দেখা যাইত না। এই অদ্ভুত ব্যাপারের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া ডাক্তার সাহেব জানিতে পারেন যে, বিদেশ হইতে যখন ঐ বৃক্ষটী আমদানী করা হয়, তখন তাহার সহিত সেই দেশীয় এক প্রকার পিপীলিকা সঙ্গে আসিয়াছিল। উক্ত পিপীলিকাগণ স্থানান্তর হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া এই বৃক্ষের তলায় জমা করিয়া তাহাতে বাস করিত। ডাক্তার সাহেব ঐ মাটী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে, ঐ মাটীতে এক প্রকার এসিড বিদ্যমান থাকায় সহজেই অল্প সময়ে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। অনেক সময় বেদেরা উই মাটির সাহায্যে দশ মিনিটের মধ্যে আমের চারা উৎপাদন করে। আমাদের দেশের উইটিপির মাটীতেও ঐরূপ এ্যাসিড বিদ্যমান আছে এবং উইমাটী চূর্ণ করিয়া বীজ পুতিলে তাহাতে অতি শীঘ্র বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। পাঠকগণ পরীক্ষা করিয়া ইহার ফলাফল জানিতে পারেন।

(কাজের লোক।)

ক্রিমি জনিত কোরিয়া বা তাণ্ডব পীড়া।

একটী ছয় বৎসরের শিশুর ছোট ছোট (Pin worm) ক্রিমি জন্মিয়া থাকে, তাহাকে সিনা, টিউকোরিয়ম, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, মারকিউরিয়স প্রভৃতি বহু ঔষধ দেওয়া হয় কিন্তু ক্রিমি দমিত হয় না। এই ক্রিমির জন্য বালকের মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়—ভাল খাওয়া এবং যত্ন স্বত্বেও বালক হৃষ্ট পুষ্ট হয় না। রাত্রে ঘুমাইলেও ইহার ক্রিমি মল দ্বার হইতে বাহির হইয়া বিচরণ করে। এইরূপ উপসর্গ সকল হইতে তাহার তাণ্ডব পীড়ার ন্যায় অনিচ্ছায় হস্ত পদের এক প্রকার খেঁচুনী এবং অনৈচ্ছিক মুখ ভঙ্গি প্রভৃতি লক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা হোমিও প্যাথিক চিকিৎসার উপর নির্ভর করিতে চাহেন না। অগত্যা কলিকাতায় আনা হইলে বহুব্যয় সাধ্য কবিরাজী এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় কিছু দিবস অতিবাহিত হইল, ক্রিমিও দমিত হইল না এবং সেই প্রকার কোরিয়ার ন্যায় লক্ষণের কিছুমাত্র উপশম হইল না। হোমিও-প্যাথিক মতে পুনরায় কোরিয়ার চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলাম। কোরিয়ার চিকিৎসায় যে সকল হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা ব্যবহারেও বিফল মনোরথ হইলাম। তাহার পর কয়দিবস কোন ঔষধই না দিয়া কতকটা হতাশ হইয়া রাখিয়া দিলাম। প্রায় ৮।১০ দিন পরে তাহাকে একমাত্রা সলফর ২০০ শক্তির অনুবটিয়া জিহ্বার উপর

প্রদান করা হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই দিবস হইতে কোরিয়ার সমস্ত লক্ষণ অন্তর্হিত হইয়া বালক সুস্থ হইতে লাগিল। কয়েক মাস অতীত হইল, আর কোন উপসর্গ নাই। কিন্তু ক্রিমি এখনও দেখা যায়।

বালকগণের ক্রিমি জনিত কোরিয়া বা তাণ্ডব রোগে সলফর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া আমি মনে করি।

(কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

এইবার আমরা সাবিনার অনুসরণ করিব। সাবিনা মেজর ন্যাম্বটনের কক্ষে প্রবেশ করিয়া, যথারীতি আলোকটী রাখিয়া, আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক বন্দীর মুখপানে কাতরতাপূর্ণ স্নিগ্ধ নয়নে চাহিয়া কোমল-কণ্ঠে কহিল,—"তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা পালন করিতে সম্মত আছ ত? তোমার মনে কোনরূপ অনুশোচনা জন্মে নাই'ত?"

বন্দী। না, আমার মনে কোনরূপ দুঃখ বা অনুশোচনা হয় নাই। কিন্তু তোমাকেও তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে হইবে।

সাবিনা। আর এক ঘণ্টার মধ্যে শুদ্ধ তুমি কেন, তোমার ভাইও মুক্তি পাইবে। তোমার মনে আছে ত, আমরা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে, তোমাকে তোমার ভাইয়ের মুখবন্ধ করিতে হইবে? তিনি এখানে যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছেন—যাহা দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন—তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

বন্দী। নিশ্চয়ই নয়। যখন আমি একবার তোমার স্বামী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিব, তখন তোমাকে কোনরূপ দণ্ডিত কিংবা কলঙ্কভাগিনী হইতে কি দিব? কখনই নয়। আমার ভাই যেমন সদাশয়, তেমনই কোমল হৃদয়। আমার প্রতি তাহার অগাধ ভালবাসা—আমি যাহা বলিব, তাহাই করিবে।

সাবিনা। তাহা হইলে সকল বিষয়ই মীমাংসিত হইল?

বন্দী। কিন্তু তুমি শপথ করিয়া বল, যে মুহূর্ত্তে আমাদের শুভ বিবাহ শেষ হইবে—আমার এবং আমার ভাইয়ের কারাদ্বার উন্মুক্ত হইবে? আরও তুমি শপথ করিয়া বল যে আমাকে উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত করিবার জন্য এ বিবাহ করিতেছ না? এ বিবাহ তোমার লজ্জানিবারণ বা অসচ্চরিত্রতার উপর আচ্ছাদন টানিয়া দিবার জন্য হইতেছে না?

সাবিনা। না না, সে সব কিছু নয়। পূর্ব্বে তোমায় যে কারণ নির্দেশ করিয়াছি তাহাই প্রকৃত।

বন্দী। সত্য করিয়া বলিতেছ? দেখিও—সাবধান! আমি এবং আমার সহোদর শতবার মরিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু আমাদের মান সম্ভ্রমের বিনিময়ে স্বাধীনতা ক্রয় করিতে কখনই প্রস্তুত নহি।

সাবিনা। আমি শপথ করিতেছি। কেমন এখন তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ ত?

বন্দী। হাঁ—এইবার আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। সুন্দরি! এইবার আমি তোমায় প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে পারিব।

প্রেমিক বন্দী রেলিংয়ের ফাঁক দিয়া তাঁহার উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। প্রেমিকার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া আনিবার প্রয়াস পাইলেন কিন্তু কঠিন লৌহদণ্ড সে সাধে অন্তরায় হইল। আনন্দবিহ্বলা প্রেমিকা কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত তাহার উভয় কর ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া দিল। অমনি চক্ষের পলক ফেলিবার অবকাশ না দিয়া মেজর ন্যাম্বটন সুন্দরীর উভয় বাহুলতা ধরিয়া রজ্জুর ফাঁস পরাইয়া দিলেন। কনিষ্ঠার এক হস্তে ফাঁস পড়িয়াছিল—ইহার উভয় কর আবদ্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে শাণিত দীর্ঘ ছুরিকাও বক্ষের উপর উদ্যত হইল। সুন্দরী আতঙ্কে আড়ষ্ট—বিস্ময়ে বাক্যহারা। বিশুষ্ক মুখ হইতে একটীও বাক্য নির্গত হইল না। যে মরিবার জন্য প্রস্তুত নহে, তাহার নিকট মৃত্যু বিভীষিকা বড়ই ভয়ঙ্করী।

এইবার আমরা অলিফান্টের কক্ষে প্রবেশ করিব। রুচিয়া আলোক হস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল বন্দী বিমর্ষভাবে উপবিষ্ট—মাথাটা বুকের উপর কতকটা আনত হইয়া পড়িয়াছে।

রুচিয়া তাঁহার দিকে একবারমাত্র দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিল—"আমি বেশ খবর আনিয়াছি জান? এক ঘণ্টার মধ্যে হয় তুমি আমাকে পত্নীত্বে বরণ করিবে, নয় মৃত্যুর কোলে চক্ষু নিমীলিত করিবে।"

অলিফান্ট। ইহারই মধ্যে? যদি আমি অস্বীকার করি, কিরূপে আমাকে হত্যা করা হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরের উপর আমার শেষ উত্তর অনেকটা নির্ভর করিতেছে।

রুচিয়া। আমার একজন সৈনিক আসিয়া তোমাকে গুলি করিয়া বন্য পশুর মত হত্যা করিবে।

অলিফান্ট। দয়া করিয়া দুই চারি দিন সময় দিবে?

রুচিয়া। দুই চার ঘণ্টাও নয়।

জেনারেল অলিফান্ট আপন মনে অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"অনাহারে তৃষ্ণার তাড়না সহ্য করা বড়ই কঠিন। আমেরিকার এক আদিম অধিবাসিনী একবার আমার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল—আর একবার এক গতযৌবনা আমাকে তাহার ভগ্ন তরীর নাবিক করিতে চাহিয়াছিল—এ কিছু তাহা নয়। সেরূপ হইলে মৃত্যুই কামনা করিতাম। ইহার রূপ আছে—যৌবন আছে, বিবাহ করিতে কষ্টই বা কি!"

সুন্দরী ভাবগতিক দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইল। তাঁহার অস্ফুট উচ্চারিত কথা শুনিয়া দিশেহারা হইয়া পড়িল। প্রকাশ্যে কহিল,

জেনারেল অলিফান্ট। আমার কথার উত্তর দাও। সময় নষ্ট হইতেছে—পুরোহিত অপেক্ষায় বসিয়া আছে—আর আমি বিলম্ব করিতে পারি না।"

জেনারেল রেলিংয়ের আরও নিকটে সরিয়া আসিলেন। বন্দিনী সুন্দরীর দিকে আরও মনোনিবেশ পূর্ব্বক চাহিতে চাহিতে কহিলেন,—"সুন্দরি! তোমার বাহাদুরি আছে। প্রবল পরাক্রান্ত সৈন্যদল যাহা করিতে পারে নাই—তুমি তাহা করিয়াছ। তুমি আমায় জয় করিয়াছ। আমাদের পরস্পরকে ভাল করিয়া বুঝিতে দাও। আমি সাদাসিধে সরল প্রকৃতির লোক। তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি—তোমার এই সকল কীর্ত্তিকাহিনী অপ্রকাশ রাখি, আমি কি আশা করিতে পারি, তুমি আমায় ভালবাসিবে—আমার ন্যস্ত বিশ্বাসের কখনও অপব্যবহার করিবে না?"

রুচিয়া। খুব আশা করিতে পার।

অলিফান্ট। আমার সহচর মেজর ল্যাম্বটনের কি হইল?

রুচিয়া। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি তিনি সম্মত হইয়াছেন। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবামাত্র, সাবিনাও তাঁহাকে বিবাহ করিবে। অন্য পাত্রের সহিত তুলিয়ারও বিবাহ হইবে।

অলিফান্ট। বিবাহের পর ভোজের ব্যবস্থা হইয়াছে ত? সত্য কথা বলিতে কি, প্রণয় অপেক্ষা পর্য্যাপ্ত আহারের বিষয়ই এখন আমি বেশী ভাবিতেছি। শেষোক্তটা পূর্ণ মাত্রায় পাইলে প্রথমোক্তটায় আমি খুব বেশী মনোযোগ দিতে পারিব।

রুচিয়া। প্রচুর পরিমাণে তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে।

জেনারেলের অবস্থা দেখিয়া সুন্দরী মনে মনে হাসিল। উৎকট আনন্দে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য পশুর পিঞ্জরের নিকট কোন অসাবধান জীব উপস্থিত হইলে, সে যেমন তাহার উপর থাবা মারে, অলিফান্টও অবসর বুঝিয়া আনন্দ বিহ্বলা সুন্দরীর করলতা বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া ধরিলেন এবং বলপূর্ব্বক রেলিংয়ের মধ্য দিয়া ভিতরে টানিয়া আনিয়া কহিলেন,—"খবরদার চীৎকার করিয়াছ, কি একটী কথা কহিয়াছ—আর অমনই মরিয়াছ!" সঙ্গে সঙ্গে একখানা শাণিত ছুরিকা উদ্যত হইয়া, তাহার অনাবৃত বক্ষের একাংশ স্পর্শ করিল। পুনরায় অলিফান্ট কহিলেন,—"একটী কথা কহা দূরে থাক, একটু নড়িলে, এই অস্ত্র তোমার হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিব।"

রুচিয়ার মুখদিয়া একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ বাহির হইল। অলিফান্ট তাহাকে আরও আকর্ষণ করিয়া রেলিংয়ের নিকট লইয়া আসিলেন। বিদ্যুৎ গতিতে ছুরিকা খানা দাঁতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার হাতে দড়ির ফাঁস পরাইয়া দিলেন, তাহার পর সেই হাতখানা রেলিংয়ের সহিত দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া, পুনরায় ছুরিখানা তাহার বক্ষের সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন,—"সুন্দরি! তোমার নিকট যে চাবিটা আছে—কই?"

"চাবি?"—বলিয়া সুন্দরী রোষে,ক্ষোভে, ভয়ে, অপমানে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অলিফান্ট। হাঁ চাবি। শীঘ্র দাও—নচেৎ আমার এই অস্ত্র তোমার বক্ষ-রক্ত পান করিবে। তাহার পর আমি তোমার মৃতদেহ অনুসন্ধান করিয়া চাবি বাহির করিব।

রুচিয়া। তাহা হইলে আমাকে প্রাণে মারিবে না?

অলিফান্ট। তোমার মত পাপিনীর প্রাণ লইয়া আমি কি করিব? না আমি তোমার জীবন নষ্ট করিব না—বাঁচিয়া থাকাই তোমার কঠোর শাস্তি। কিন্তু চাবি কই—শীঘ্র দাও—নচেৎ মরিবে।

রুচিয়া চাবি বাহির করিয়া দিল। অলিফান্ট রেলিংয়ের মধ্য দিয়া হাত বাহির করিয়া, সেই চাবির সাহায্যে তালা খুলিয়া ফেলিলেন।

অলিফান্ট নিজে মুক্তিলাভ করিয়া, অপরাপর বন্দীদিগকে মুক্ত করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সহসা তাঁহার মনে হইল, যদি ইতিমধ্যে অপর বন্দীরা সাবিনা এবং তুলিয়াকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র চীৎকার করিতে পারে এবং সেই চীৎকার শুনিয়া শত্রুপক্ষ সতর্ক হইতে পারে। সেই কারণে তিনি অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। রুচিয়াকে আর একবার ভয় প্রদর্শন করিয়া নীরবে অবস্থান করিতে আদেশ করিয়া সে কক্ষের বাহিরে আসিলেন এবং বাহির হইতে অর্গল বন্ধ করিয়া অন্ধকারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। ঘোর অন্ধকারে দুইজন লোক অদূরে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি কথা কহিতেছে—শুনিতে পাইলেন। তিনি আরও একটু অগ্রসর হইয়া, বাঘের মত লাফ দিয়া পুরোবর্ত্তী ব্যক্তির ঘাড়ের উপর পড়িলেন। রথওয়েল সহসা আক্রান্ত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। তিনি বজ্রমুষ্টিতে পুরোহিতকেও চাপিয়া ধরিলেন।

রথওয়েল কিন্তু মুহূর্ত্তে উঠিয়া পড়িয়া, চেয়ারের নিকট ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া কহিল,—"শীঘ্র এস! শীঘ্র এস! বন্দীরা পলাইয়াছে।"

রথওয়েল চীৎকার করিবামাত্র অলিফান্ট পুনরায় তাহার উপর পতিত হইলেন। দুর্ব্বৃত্ত সে ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া পুনরায় পড়িয়া গেল এবং এবার গুরুতর আঘাত পাইল। অলিফান্ট কৌশলে অন্ধকারের মধ্যেই একটা ঘরের অর্গল মুক্ত করিয়া প্রথমে আহত রথওয়েলকে পরে ভীত চকিত পুরোহিতকে তাহার মধ্যে পুরিয়া অর্গল আঁটিয়া দিলেন। তাহার পর যে কক্ষে রুচিয়া বন্দিনী,তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আলোটা বাহির করিয়া আনিলেন। এবং অপরাপর

বন্দীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করিলেন।

ষড়াধিক অশীতিতম পরিচ্ছেদ।

এথলের উত্তরাধিকারী।

হেনরি বিটন এবং মার্কুইস টুলিবার্ডিন তাঁহাদের পঞ্চাশজন অনুচরের সহিত দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন—এইবার আমরা তাঁহাদের নিকট যাইব। দ্বাররক্ষী বারজন প্রহরী বন্দী হইয়াছে। পূর্ব্ব পরামর্শ অনুসারে এক্ষণে ষ্টানটন আসিয়া উপস্থিত হইল। এইবার সেনাবাস আক্রমণ করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুর্গে সর্ব্বসমেত পঞ্চাশ জন মাত্র সৈন্য বাস করে। উক্ত পঞ্চাশ জনের মধ্যে বারজন ফটকের নিকট বন্দী হইয়াছে। এখন যাহারা ব্যারাক বা সেনাবাসে আছে, তাহাদের সংখ্যা চল্লিশেরও কম। ষ্টানটন পরামর্শ দিল, মার্কুইস তথায় উপস্থিত হইলে হয় তাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিবে, নতুবা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিবে।

দুর্গতোরণে রক্ষীগণকে বন্দী করিতে কোনও গোলযোগই হয় নাই। তাহার পর দুর্গদ্বার হইতে যে স্থানে সেনারা বাস করে, এত দূরে অবস্থিত যে, এখানে কোন শব্দ হইলেও সহসা তাহারা শুনিতে পাইত না। রক্ষীবর্গকে নিরস্ত্র করিয়া ছয় জনের পাহারায় রাখা হইল।

এক্ষণে ষ্টানটন মার্কুইস এবং হেনরি বিটনকে সঙ্গে লইয়া অগ্রবর্ত্তী হইল। অনুচরেরা পশ্চাৎ চলিল। ব্যারাকের সৈন্যেরা কেহ বসিয়া মদ খাইতেছিল—কেহ বা গল্প করিতেছিল—কেহ বা শুইয়াছিল। সহসা সদলে মার্কুইসকে তথায় সমবেত দেখিবা মাত্র তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিল—দ্বিরুক্তি না করিয়া অস্ত্রত্যাগ করিল। তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিবে, তিনি তাহাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন কিন্তু যদি কেহ অবাধ্যতা প্রকাশ করে, তাহাকে কেহই মৃত্যু দণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। এই প্রকারে দুর্গের সকল সৈন্যই বন্দী হইল—কেবল যে কয়জন বন্দী গৃহের ছাদে উঠিয়াছিল, তাহারাই মুক্ত রহিল।

ষ্টানটন মার্কুইসকে সম্বোধন করিয়া কহিল, —"প্রভু! আর বিলম্ব করিবেন না, এইবার এই বীর যুবক এবং ছয় জন মাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া বন্দীগৃহের ছাদে আরোহণ করুন।"

মার্কুইস জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার ভগ্নীরা কোথায়?"

ষ্টানটন উত্তর করিল,—"আমার বিশ্বাস এতক্ষণ তাঁহারা বন্দিনী হইয়াছেন—যে কক্ষে এতদিন অপরকে বন্দী করিয়াছিলেন, সেই কক্ষে নিজেরাই আবদ্ধ হইয়াছেন।"

বিটন আগ্রহ ভরে কহিল, "আসুন মহাশয়! আমার প্রিয়তম প্রভুকে মুক্ত করিতে আর বিলম্ব করিবেন না।"

তদনুসারে মার্কুইস বিটন, ষ্টানটন এবং বারজন সহচর সোপান অতিক্রম করিয়া ছাদের উপর উঠিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কয়েকজন ক্ষিপ্রতার সহিত কল ঘুরাইয়া চেয়ারখানাকে তুলিয়া লইতেছে—অবশিষ্টেরা আলোকহস্তে নিতান্ত উত্তেজিতভাবে কি বলাবলি করিতেছে। বন্দীদের পলায়ন সংবাদ রথওয়েলের চীৎকারে অবগত হইয়া তাহাদের এই অবস্থা,—ঠিক এই সময়ে মার্কুইস সদলবলে তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"অস্ত্র পরিত্যাগ কর—নচেৎ তোমাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত।"

অপরাপর স্থলে যাহা হইয়াছিল, এখানেও তাহাই হইল। সকলেই সভয়ে অস্ত্র ত্যাগ করিল। বিটনের লোকেরা তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দুর্গের একটী কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। হেনরি বিটন ছাদের উপর পৈশাচিক কলকারখানা এবং গহ্বর দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইল।

ষ্টানটন গহ্বরমুখে ঝুঁকিয়া চীৎকার করিয়া কহিল,—"উপরে সকলেই স্বপক্ষ বন্ধু।"

জেনারেল অলিফান্ট গহ্বরতল হইতে চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"নীচেকার সংবাদও শুভ।"

হেনরি বিটন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া, ষ্টানটনের সাহায্যে চেয়ারখানা নীচে নামাইয়া দিল।

এইবার একে একে সকলে উপরে উঠিয়া আসিলেন। প্রথমে মেজর ল্যাম্বটন, তাহার পর লরেন্স লি, তাহার পর মিষ্টার ল্যাম্বটন, সর্ব্বশেষে জেনারেল অলিফান্ট উপরে উঠিলেন। মার্কুইস সসম্মানে ভক্তি সহকারে সেই জগদ্বিখ্যাত বীরের হাত চাপিয়া ধরিলেন। তিনি পূর্ব্বে তাঁহার বহু কীর্ত্তি-কাহিনী শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। মহাশয় অলিফান্ট ভৃত্য হেনরি বিটনকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া ধরিলেন। বলিলেন আজি হইতে তিনি তাহাকে সহোদর অথবা অপত্যের মত স্নেহনেত্রে দর্শন করিবেন। শুনিয়া বিটনের হৃদয় আনন্দ গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল।

জেনারেল অলিফান্ট মার্কুইসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ষ্টানটনের প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। হেনরি বিটনের প্রতি তাহার সৎসাহসের যেরূপ পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য—আমি সর্ব্ব সমক্ষে তাহার ব্যবস্থা করিতেছি কিন্তু ষ্টানটনের বিষয় আপনার বিবেচনাধীন। ষ্টানটন বরাবর আমাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছে—তাহারই সহায়তায় আমরা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। যে সকল অস্ত্র এবং রজ্জুর ফাঁস আমরা ব্যবহার করিয়াছি সেই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। সেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে সংবাদের আদান প্রদান করিয়াছে।"

মার্কুইস জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার ভগ্নীরা কোথায়?"

অলিফাণ্ট কহিলেন—"তাহারা এখন মুক্তবন্ধন হইলেও, নীচে ভিন্ন ভিন্ন কারাগারে বন্দিনী। রথও য়েল—"

মার্কুইস বাধা দিয়া কহিলেন—"সেই ত আমার ভগ্নীগণের পাপকার্য্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সে আপাততঃ কারাগারেই থাকুক—ফাঁসিকাষ্ঠে তাহাকে ঝুলাইতে হইবে। আমার ভগ্নীগণ এখন শক্তিহীনা—আশা করি আপনি এবং আপনার বন্ধুবর্গ তাহাদের প্রতি যৎকিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশ করিতে কার্পণ্য করিবেন না।"

অলিফাণ্ট উত্তর করিলেন,—"তাহারা আমাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলেও, তাহারা রমণী—রমণীর প্রতি কুব্যবহার করিতে ভগবান যেন আমাদের মতি না দেন। আমরা তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম—আপনিও তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। তাহাদের এই ব্যর্থ চেষ্টাই তাহাদের পাপের উপযুক্ত দণ্ড।"

লরেন্স লি এবং ল্যাম্বটন সহোদরদ্বয়ও জেনারেল অলিফাণ্টের মহত্ব পূর্ণ বাক্যের সমর্থন করিলেন। মার্কুইস পুনরায় কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাদের কর মর্দ্দন করিলেন। তাহার পর ষ্টানটন একজন মাত্র লোক সঙ্গে লইয়া চেয়ারের সাহায্যে নিম্নে অবতরণ করিয়া পুরোহিতকে উপরে লইয়া আসিল। পুরোহিত প্রবর কাঁপিতে কাঁপিতে মার্কুইসের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল, তিনি কিন্তু তাহাকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—দূর হ' পাপিষ্ঠ! তোরাই ত আমার পাপাসক্তা ভগ্নীগণের কুৎসিত কার্য্যের প্রধান সহায়। আজ এই মুহূর্ত্ত হইতে পৌরহিত্যে তোর আর কোন অধিকার থাকিবে না—এবং সর্ব্বপ্রথমে যে জাহাজ এখান হইতে ইংলণ্ড বা আয়রলণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করিবে, তোকে সেই জাহাজে এ দ্বীপ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।"

অপমানিত লাঞ্ছিত পুরোহিত ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। তাহার পর মার্কুইস তাঁহার ভগ্নীগণকে উপরে আনিতে আদেশ করিয়া, সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিলেন, আজ তাহারা স্ব স্ব কক্ষে অবস্থান করিবে—কল্য প্রত্যুষেই তাহাদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিবেন। স্কটলণ্ডের কোন নির্জ্জন ভবন তাহাদের বাসের জন্য অবধারিত হইবে। তাহার পর অলিফাণ্টকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"এইবার আমি পিতৃ সকাশে যাইব। আপনি, আপনার বন্ধুগণ এবং হেনরি বিটন যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সহিত গমন করেন, আমি আমার পিতার সহিত আপনাদের পরিচিত করিয়া দিয়া বাস্তবিকই গর্ব্ব অনুভব করিব। আমার পিতা বৃদ্ধ, রুগ্ন, কন্যাগণের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছেন—এই যে সকল পাপাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে—ইহার সহিত তাঁহার কোনই সংস্রব নাই, সুতরাং তাঁহাকে যদি ইহার জন্য দায়ী করিতে যাই, তাহা হইলে আমাকে ঘোর প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

জেনারেল অলিফাণ্ট কহিলেন,—দয়া করিয়া এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন, তাহার পর আপনার সহিত আপনার পীড়িত পিতার কক্ষে যাইব। হেনরি বিটন নতজানু হইয়া বস।"

প্রভুভক্ত উদার প্রকৃতি সাহসী যুবক প্রভুর মুখ হইতে আদেশ বাণী বাহির হইবামাত্র নতজানু হইয়া তাঁহার পদতলে উপবেশন করিল। কিন্তু প্রভু কি উদ্দেশ্যে এইরূপ আদেশ করিলেন, তাহার বিন্দুমাত্রও অনুমান করিতে পারিল না। অলিফাণ্ট পার্শ্বস্থ একজন সৈনিকের হস্ত হইতে একখানি তরবারি লইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—"হেনরি বিটন! রাজাজ্ঞায় আমি আমেরিকার উপনিবেশ সমূহের গবর্ণর জেনারলের পদে অধিষ্ঠিত—গ্রেট ব্রিটন এবং আয়রলণ্ড ব্যতীত পৃথিবীর যে কোন অংশে নৃপতির সমকক্ষ ক্ষমতা পরিচালিত করিবার সত্বে সত্ববান। সেই ক্ষমতার বলে—উপস্থিত এই সর্ব্বজন সমক্ষে—তোমার বিশ্বস্ততা—অসমসাহসিক অধ্যবসায়শীলতা—এবং হৃদয়ের মহত্বপূর্ণ বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ আমি তোমাকে নাইট উপাধিতে অলঙ্কৃত করিলাম। উঠ সার হেনরি বিটন!"

যুবক গাত্রোত্থান করিল। তাহার প্রভু তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। সকলেই তাহার এই উচ্চ সম্মানে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিটন কিন্তু নির্ব্বাক্—তাহার মুখ দিয়া সহসা কোন কথাই বাহির হইল না।

মার্কুইস, জেনারেল অলিফাণ্ট, লরেন্স লি, ল্যাম্বটন সহোদরদ্বয় এবং সার হেনরি বিটনকে সঙ্গে লইয়া ছাদ হইতে নীচে অবতরণ করিলেন। কেবল কয়েকজন মাত্র সৈন্য ভগ্নীত্রয়কে সঙ্গে করিয়া তাহাদের কক্ষে লইয়া যাইবার জন্য ছাদের উপর রহিল। মার্কুইস পিতার শয়নকক্ষের দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন, দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। করাঘাত করিলেন। মোর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

মার্কুইস। আমি মার্কুইস টুলিবাডিন।

মোর্ণা। অত চীৎকার করিবেন না—ডিউক ঘুমাইতেছেন।

মার্কুইস। তা হউক, তুমি দরজা খোল। আমি তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত করিব না—একবার মাত্র স্বচক্ষে দেখিব। তাঁহার কোন অযত্ন হয় নাই।

মোর্ণা। আমি এখন উঠিয়া দরজা খুলিতে পারিব না। আপনার ভগ্নীরা দ্বার খুলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

দুর্গমধ্যে যে এত কাণ্ড হইয়া গেল, রুদ্ধ গৃহে অবস্থিতা মোর্ণা তাহার কোন সংবাদই পায় নাই। মার্কুইস কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"আমি আদেশ করিতেছি দরজা খোল। ভগ্নীগণ এক্ষণে হতশক্তি—তাহার পর এ দুর্গের মধ্যে হুকুম চালাইবার শক্তি তাহাদের কোন কালেই ছিল না।"

মোর্ণা আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিল না। ভয়ে ভয়ে দরজা খুলিয়া দিল। মার্কুইস তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কক্ষের এক পার্শ্বে টেবিলের উপর একটী ক্ষীণালোক জ্বলিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে যে দৃশ্য তাঁহাদিগের নেত্রসম্মুখে প্রকটিত হইল, তাহাতে সকলেই সভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। অন্যের কথা দূরে থাক জেনারেল আলিফণ্টের মত সাহসী বীরের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। যে দৃশ্য তাঁহাদের নেত্র প্রান্তে প্রতিভাত হইল, তাহা বড়ই ভয়ঙ্কর। একখানা কেদারার উপর ডাক্তারের মৃতদেহ —তাহার পার্শ্বেই শয্যার উপর ডিউকের প্রাণহীন দেহ নিপতিত। রোণাল্ড এখন আর মার্কুইস নহেন—পিতার মৃত্যুতে তিনি এখন এই দ্বীপের সর্ব্বময় কর্ত্তা—এখনের ডিউক।

নবীন ডিউক মোর্ণাকে ভর্ৎসনা করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সহসা নিরস্ত হইয়া,উপরত পিতার শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ নীরবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভগবানের চরণে তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। আলিফণ্ট এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ দ্বার প্রান্তে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন।

উপাসনা শেষ করিয়া নবীন ডিউক গাত্রোত্থান করিলেন এবং ভীতা কম্পিতা মোর্ণার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই যে লোমহর্ষণ কাণ্ড দেখিতেছি—ইহার অর্থ কি? আমার বোধ হইতেছে, আমার গতায়ু পিতার মৃত সঙ্গী—সহরের ডাক্তার। কিসে তাঁহার মৃত্যু হইল? আর তিনি এখানে এ অবস্থাতেই বা কেন? আমার ভক্তিভাজন পিতার মৃতদেহ পার্শ্বে এ কি কঠোর বিদ্রূপ?"

মোর্ণা বড় বিপদে পড়িল—সে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল ভগ্নীত্রয়ের রাজত্ব ফুরাইয়াছে —তাহাদের অপরাধ গোপন করিবার জন্য মিথ্যা বলিয়া এখন আর কোনই লাভ নাই। কিন্তু তথাপি সত্য কথা বলিতেও তাহার সাহস হইতেছে না—পাছে তাহাকেও এই সকল অপকর্ম্মের ফলভোগের অংশভাগিনী হইতে হয়।

ডিউক তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—"আমার কথার উত্তর দাও! যদি আমার প্রতিহিংসা হইতে জীবন রক্ষা করিতে চাও, আমায় দয়া ভিক্ষা কর। বল, কখন আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে?"

মোর্ণা। রাত্রি নয়টার পর।

ডিউক। এখন রাত্রি প্রায় বারটা। অপর ব্যক্তি কখন মরিয়াছে এবং কেমন করিয়াই বা তাহার মৃত্যু হইয়াছে? সাবধান মিথ্যা বলিও না।

মোর্ণা তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। শুনিতে শুনিতে ডিউকের মুখমণ্ডল অন্ধকার হইয়া আসিল। অলিফাণ্ট এবং অপরাপর সকলে পরস্পরের দিকে সন্দিগ্ধ সভয় দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন।

ডিউক কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—"ডাক্তার —চিকিৎসা যাহার ব্যবসা—রোগীর মৃত্যু দর্শন যাহার জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা—কখনই মৃত্যু বিভীষিকা দেখিয়া মৃত্যুমুখে পড়ে নাই। অভাগিনীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম কিন্তু এখন আর আমি আমার সে প্রতিজ্ঞার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সাহস করি না। যাও—ডাক্তারের মৃতদেহ অপর কক্ষে লইয়া যাও—সাবধান মৃতদেহের প্রতি যথাকর্ত্তব্য পালনে যেন কোন ত্রুটী না হয়।"

এই বলিয়া ডিউক বন্ধুবর্গের সহিত সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া বৈঠকখানার উপনীত হইলেন। সে কক্ষে আলোক জ্বলিতেছিল এবং টেবিলের উপর তখনও মদের গ্লাস, ফল এবং মিষ্টান্নাদি পড়িয়াছিল।

ডিউক নিতান্ত কাতরস্বরে কহিলেন,—"বন্ধুগণ! এতদূর যে একটা অতি ভয়ঙ্কর পাপের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, তাহা আমরা কেহ সন্দেহেও আনিতে পারি নাই। কিসে কি হইয়াছে, আমি তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আমার হতভাগিনী ভগ্নীগণ যে সংকল্পসিদ্ধি করিতে মনস্থ করিয়াছিল, তাহা সমাহিত হইবার পূর্ব্বেই আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। হতভাগিনীরা সেই গোপন রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল—তাহা অর্থাৎ ঠিক কোন্ সময়ে পিতার মৃত্যু হইয়াছে—হতভাগ্য ডাক্তার তাহা পরিজ্ঞাত থাকাতে তাহারা তাহাকে খুন করিয়াছে। এক্ষণে আপনারা আমাকে কি পরামর্শ দেন? এখন আমার কর্ত্তব্য কি?"

জেনারেল অলিফাণ্ট কহিলেন,—নিজের সহোদরাগণকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পরামর্শ দেওয়া নিতান্ত হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। আমি সরলভাবে স্বীকার করিতেছি, আমি যদি আপনার অবস্থায় পড়িতাম অর্থাৎ আমার যদি ভগ্নী থাকিত এবং সে যদি নরহত্যা পাপে কলঙ্কিত হইত, আমি তাহাকে কিছুই বলিতে পারিতাম না। তাহার পাপকার্য্যের স্মৃতিই তাহার উপযুক্ত দণ্ড। আজ হউক বা দুই দিন পরে হউক, তাহার কৃতকর্ম্মের পাপ-স্মৃতি তাহার প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিবে, মানবের দণ্ডনীতিতে তাহা অপেক্ষা কোন গুরুতর নাই। স্বভাবের শাস্তি বা ভগবানের প্রেরিত দণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর।"

সকলেই এই মতের পোষকতা করিলেন। তদনুসারে ডিউক কহিলেন,—"তবে তাহাই হউক। আমি তাহাদের জীবনরক্ষা করিলাম, কিন্তু এই মুহূর্ত্তেই তাহাদিগকে এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। আমি তাহাদিগকে স্কটল্যাণ্ডে আমার পৈতৃক দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিব।"

তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রচারিত হইল। তাহাদিগকে লইয়া যাইবার ভার ষ্টানটনের উপর পড়িল। ইহার পর সকলে বিশ্রামার্থ প্রস্থান করিলেন। জেনারেল অলিফাণ্ট এবং লরেন্স পি কিন্তু শয্যার আশ্রয় গ্রহণ

করিবার পূর্ব্বে অনেকক্ষণ নির্জ্জনে বসিয়া কলোনেল রামবল্ডের বিষয় আলোচনা করিলেন।

সপ্তাধিক অশীতিতম পরিচ্ছেদ।

রাজদ্রোহ।

ক্রচিয়া, সাবিনা এবং তুলিয়াকে রাত্রেই একখানা জাহাজে তুলিয়া দেওয়া হইল। জাহাজ রাত্রেই পাল তুলিয়া দিল। নগরবাসীরা প্রাতঃকালে প্রবুদ্ধ হইয়া দুর্গশীর্ষে কৃষ্ণবর্ণের পতাকা উড়িতে দেখিয়া বুঝিল বৃদ্ধ ডিউক আর ইহধামে নাই। ক্রমশঃ সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, নবীন ডিউক কয়েক জন বন্ধু এবং অনুচরের সহিত রজনীযোগে দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত সর্ব্বজনবিদিত জেনারেল অলিফাণ্টও আসিয়াছেন। ভগ্নীগণের কুক্রিয়া কলাপ চাপা দিবার জন্যই এই প্রকার জনরবের প্রচার। লোকে আরও জানিল, ক্রচিয়া, সাবিনা এবং তুলিয়া এস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে এবং সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া ডাক্তারের মৃত্যু হইয়াছে।

প্রাতঃকালে যথারীতি মন্ত্রণাগৃহে সভ্যগণের অধিবেশন বসিল। সকলেই বৃদ্ধ ডিউকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং নবীন ডিউকের রাজ্যাধিকারে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর যথাশাস্ত্র বৃদ্ধ ডিউক এবং ডাক্তারে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যবস্থা হইল। নবীন ডিউক মন্ত্রীবর্গের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে বলিলেন, অশৌচকাল শেষ হইলেই, তিনি রাজ্যের বিধি ব্যবহার সংস্কারে মনোনিবেশ করিবেন। নিকটবর্ত্তী রাজ্যের পলাতক আসামীর আর যাহাতে তাঁহার রাজ্যমধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারে, সর্ব্বাগ্রে সেই ব্যবস্থাই করিবেন।

ডাক্তার যে তাঁহার ভগ্নীগণের দ্বারা নিহত হইয়াছেন, শীঘ্রই তাহার অভ্রান্ত নিদর্শন প্রাপ্ত হইলেন। সেই বিষাক্ত তরল পদার্থ পূর্ণ শিশিটী প্রাপ্ত হইয়া, কোন একটা জন্তুর উপর তাহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। বিষের তীব্র শক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। দানবীরূপা ঐ তিনটী রমণী তাঁহার সহোদরা ভাবিতেও লজ্জায় তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল।

ঐ দিন প্রাতঃকালে একজন সংবাদবাহক লরেন্সের নিকট হইতে একখানি পত্র লইয়া ইংলণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করিল। নবীন ডিউকের অনুরোধে এবং আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে আরও কয়েক দিন তাঁহার আতিথ্যগ্রহণে বাধ্য হইতে হইল। জেনারেল অলিফাণ্টের উপর লরেন্সের অপরিমেয় বিশ্বাস। তিনি আশ্বাস দিয়াছেন রামবল্ড এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন।

একদিন তিনি লরেন্সকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আমরা এখানে আরও দুই চার দিন থাকিব। ইহাতে যে শুদ্ধ আমাদের নষ্টপ্রায় স্বাস্থ্য পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইবে তাহা নহে—নবীন ডিউকের আতিথেয়তারও সম্মান রক্ষা করা হইবে। তিনি যেরূপ আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিতেছেন—তাহার সে অনুরোধে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে অভদ্রতা প্রকাশিত হইবে। আমরা তাঁহার ভগ্নীগণের হস্তে যে নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছি, তিনি আমাদের সেবা করিয়া সেই পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করিতে চান। আমাদেরও তাঁহাকে সে অবসর দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাহিত হইলেই আমরা চলিয়া যাইব। তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, কলোনেল রামবল্ড নিশ্চয়ই অব্যাহতি লাভ করিবেন। কখনও কি দেখিয়াছ, আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা রক্ষা করিতে পারি নাই? নিশ্চিন্ত থাক, এবারও আমি সাফল্য লাভ করিব। কলোনেলের মান এবং প্রাণ এবং যাহাদিগকে আমি ভালবাসি, তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যে আমার উপর নির্ভর করিতেছে তাহা আমি বিস্মৃত হই নাই।"

মৃত্যুর চারিদিন পরে বৃদ্ধ ডিউকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইল। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা যাহা হওয়া কর্ত্তব্য, তাহার কোন অংশেই ত্রুটী হইল না। শবের সঙ্গে সঙ্গে য়োপাল্ড, তাঁহার বন্ধুগণ, মন্ত্রীবর্গ এবং নগরের বহুলোক সমাধিস্থল পর্য্যন্ত গমন করিলেন। ডাক্তারের মৃতদেহও সেই দিনই সমাহিত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে নবীন ডিউক মন্ত্রীবর্গের গোচরার্থ এক নূতন বিধি মন্ত্রণা মজলিসে পেশ করিলেন। যাহারা এই দ্বীপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহারা যদি অসদুপায়ে জীবিকার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহারা ঐ নূতন আইনের দ্বারা দণ্ডিত হইবে। মন্ত্রীবর্গ এই নব-গঠিত আইন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন—তিনিও তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত রথওয়েলের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, তাহাই পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ডিউক তাহাকে আদর্শদণ্ডে দণ্ডিত করিতে চাহিলেন, অলিফাণ্ট কিন্তু ধীরভাবে কহিলেন,—"রথওয়েল আপনার ভগ্নীগণের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তাহারা যাহা আদেশ করিয়াছিল—সে তাহাই করিয়াছিল। যখন মূল অপরাধীর জীবন দান করিয়াছেন, তখন রথওয়েলকে জীবনদণ্ডে দণ্ডিত করিলে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না। রথওয়েল কঠোরভাবে দণ্ডিত হইলে প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইতে পারে কিন্তু তাহার প্রতি প্রযুজ্য সে দণ্ড ন্যায়ের তুলাদণ্ডে কখনই তোলিত হইতে পারিবে না।" ডিউক এ যুক্তির সারবত্তা গ্রহণ করিলেন। তাহার প্রতি চির নির্ব্বাসন দণ্ড প্রযুক্ত হইল। তাহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দিয়া বলিয়া দেওয়া হইল, যদি অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসের পরে কেহ তাহাকে এই দ্বীপের মধ্যে দেখিতে পায়, তবে মস্তক দিয়া তাহাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সে অবিলম্বে নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ বর্ষ।] ২৫শে পৌষ, ১৩২৬ সাল। ইং ১০ই জানুয়ারি, ১৯২০ সাল। [৯ম খণ্ড।

বিবিধ ;

কেমন করিয়া পুষ্প হইতে এসেন্স বাহির করিতে হয়।

যে কোন সৌরভ যুক্ত পুষ্প সংগ্রহ কর। একটা মাটীর পাত্রে পুষ্পগুলি দিয়া একটী স্তর সাজাও, এবং তাহার উপর খুব পরিষ্কার এবং সূক্ষ্ম চূর্ণের লবণের স্তর সাজাও, এইরূপে এক তবক ফুল, এক তবক লবণ সাজাইয়া পাত্রের মুখটী উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া ফেলিয়া নিম্নতলের ঘরের একস্থানে ৪০ দিন আন্দাজ রাখিয়া দিতে হইবে। তাহার পর ক্রেপ নামক বস্ত্র দ্বারা চাপ দিয়া নিঙড়াইলে যে এসেন্স পাওয়া যাইবে, তাহা একটী পরিষ্কার বোতলে পুরিয়া কর্ক উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া ১সপ্তাহ কাল রৌদ্রের উত্তাপে সন্ধ্যায় শিশিরে বিশুদ্ধ করণের জন্য রাখিতে হইবে। এখন ইহা ব্যবহারোপযোগী হইল। এই এসেন্সের ১ ফোঁটা মাত্র এক পাইট পরিমাণ জলকেও মনোরম সৌরভে সুবাসিত করিতে সক্ষম হইবে।

কম্বল কাচিবার পদ্ধতি।

বড় টেবেল স্পুনের এক চামচে সোহাগার চূর্ণ (Borax) এবং ১ পাউণ্ড সাবান (যে সাবানে রজন প্রভৃতি পদার্থ নাই) একটা টবে একত্র গলাইয়া ফেলিয়া কম্বলখানা ডুবাইয়া দাও। কম্বলটা উপরোক্ত লোশনটাকে শুষিয়া লইবে। এইরূপ অবস্থায় ১২ ঘণ্টা রাখিয়া দাও। তাহার পর খানিকটা জলকে ১০০ ফারণহিট উত্তাপে গরম করিয়া সেইজলে কাচিতে থাক। কম্বলকে কদাচ নিঙড়াইতে নাই। উপরোক্ত উত্তাপের জলে কাচিয়া না নিঙড়াইয়া দড়ি টাঙ্গাইয়া তাহাতে ফেলিয়া দিবে। জল ঝরিয়া আস্তে আস্তে রৌদ্রে শুষ্ক হইবে। এইরূপে বিলাতী ভাল কম্বলও নিরাপদে কাচিতে পারা যায়।

(কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

ঐ দিন রুশন দুর্গে একটা আতঙ্কজনক সংবাদ উপস্থিত হয়। সংবাদটী এই—রুচিয়া, সাবিনা এবং ভুলিয়া কোন উপায়ে যে জাহাজে তাহারা স্কটলণ্ডে যাইতেছিল, তাহার কাপ্তেনকে হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে—জাহাজ স্কটলণ্ডে না যাইয়া ঐ দ্বীপেরই উত্তরাংশে কোন স্থানে নঙ্গর করিয়াছে—তাহারা সেই স্থানে জাহাজ হইতে তীরে অবতরণ করিয়া বিস্তর লোককে তাহাদের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে। পরদিন অলিফাণ্ট প্রভৃতির ইংলণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করিবার কথা ছিল—দুর্গমধ্যে এই সংবাদ উপস্থিত হইলে, তাঁহাদিগকে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। পরবর্ত্তী দুই দিনের মধ্যে আরও ভয়ঙ্কর সংবাদ দুর্গে আসিয়া পঁহুছিল। ভগ্নীত্রয় সহোদরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে—লোকের নিকট প্রচার করিয়াছে, রোণাল্ড পিতৃহত্যা করিয়াছে—ডাক্তারকে বিষদানে নিহত করিয়াছে। শুদ্ধ তাহাই নয়,—রোণাল্ড ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে নবদ্বীপ বিক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছে—শীঘ্রই রাজসৈন্য আসিয়া দ্বীপের মধ্যে তাহাদের আড্ডা স্থাপন করিবে। এই সংবাদে অশিক্ষিত জন সাধারণের মধ্যে মহাতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে—তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব সত্ব এবং অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে—কৃষকেরা তাহাদের লাঙ্গল, কোদাল, কোলসী,তরবারি ধরিয়া ভগ্নীত্রয়ের উন্নত পতাকা মূলে দণ্ডায়মান হইতেছে। উত্তর বিভাগের প্রত্যেক নগরপল্লী হইতে দলে দলে লোক আসিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদের দল পুষ্টি করিতেছে। দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইতে না হইতে, এই প্রকারে বহু সহস্র সৈন্যের অধিনায়িকা হইয়া তিন ভগ্নী রোণাল্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিল।

প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় নূতন নূতন সংবাদ দুর্গমধ্যে আসিতে লাগিল। ডগলাস দুর্গ এবং নগরবাসী ভগ্নীগণের পক্ষাবলম্বন করিল। ক্যাসেল টাউন হইতে যত চোর ডাকাত লুঠেরা দলে দলে পলায়ন করিয়া সুন্দরীগণের পতাকা মূলে উপস্থিত হইতে লাগিল। এই রূপে একমাসের মধ্যে পাঁচহাজার লোক বিদ্রোহে যোগ দিল। এই সময়ে রোণাল্ড আরও সংবাদ পাইলেন, রথওয়েল বিদ্রোহী দিগের প্রধান আড্ডায় উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহী সেনার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছে।

এদিকে রোণাল্ড এবং তাঁহার বন্ধুবর্গও নিশ্চিন্ত নাই। অলিফান্টের ইংলণ্ড গমন আপাততঃ স্থগিত রহিল। নবীন ডিউককে বিপদের ঘূর্ণাবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত দেখিয়া কখনই তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না। রোণাল্ডের উদ্দেশ্য সাধু হইলেও তাঁহার সেরূপ মনের বল ছিল না। জীবনের প্রথমাবস্থা বিলাসিতার পঙ্কিল প্রবাহে অতিবাহিত করাতে তাঁহার মনের তেজ, হৃদয়ের উদ্যম অনেকটা খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সাহসের অভাব ছিল না, কিন্তু জেনারল অলিফান্টের মত তাঁহার সূক্ষ্মদর্শন এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল না—আসন্ন বিপদের সম্মুখে বুকের ছাতি ফুলাইয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা ছিল না কিংবা তাঁহার মত তাঁহার দুর্দ্দমনীয় নির্ভীকতাও ছিল না।

সুতরাং তিনিই এখন রোণাল্ডের আশার স্থল। বিটন যে পঞ্চাশজন দস্যু তস্করের সাহায্যে দুর্গজয় করিয়াছিল তাহারা এক্ষণে ডিউকের অধীনে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছে। দুর্গের পুরাতন সৈন্যেরাও অর্থে বশীভূত হইয়া, তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছে। অলিফান্টের এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম নাই। কখনও তিনি এই সৈন্যগণকে শিক্ষা দিতেছেন —কখন নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া নূতন সৈন্যদল গঠিত করিতেছেন——কখনও ভগ্নীগণের প্রচারিত ঘোষণা বাণীর উত্তরে প্রতিঘোষণা প্রচার করিতেছেন—কখনও ধীরভাবে তাহাদের নূতন ঘোষণা পাঠ করিয়া তাহার প্রতি উত্তর লিপিবদ্ধ করিতেছেন। এত কাজ, এত পরিশ্রম, একটুও বিশ্রাম করিবার অবসর নাই, তথাপি মুহূর্ত্তের জন্য কেহ একবারও তাঁহার মুখে উত্তেজনা বা অবসন্নতার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইতেছে না। তিনি ধৈর্য্য নির্ভীকতা এবং উদ্যমের প্রতিমূর্ত্তির মত বিরাজ করিতেছেন।

বৃদ্ধ ডিউকের মৃত্যুর পর হইতে এইরূপ একমাস অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে লরেন্স পত্নী এবং শ্বশুরের নিকট আর একখানি পত্র পাঠাইয়াছেন—এ পত্রেও তিনি তাঁহাদিগকে অলিফান্টের আশ্বাসবাণী স্মরণ করিয়া আশ্বস্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কিন্তু এই একমাসের মধ্যে বিদ্রোহীদল কি করিতেছে? ভগ্নীত্রয়ও অশ্রান্ত পরিশ্রমে দিন রাত্রি সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে। দুর্গ হইতে প্রস্থান করিবার সময় তাহারা বহু সহস্র টাকা হীরকাদি রত্ন সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে সেই সকলের বিক্রয়ের অর্থে নিজেদের দল পুষ্টি করিতেছে। নিকটবর্ত্তী অপরাপর দ্বীপ হইতে অনেক লোক আসিয়া তাহাদের দলে যোগ দিয়াছে। তরবারি, বন্দুক, কামান, গুলি, বারুদ, প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাহাদের হস্তগত হইয়াছে। বিদ্রোহীদলের সৈন্যসংখ্যা প্রায় পঞ্চসহস্র কিন্তু রোণাল্ডের সৈন্যসংখ্যা অষ্টাশতের অধিক কিছুতেই হইবে না। ডিউক উদ্বেগখিন্ন মুখে কতবার অলিফান্টকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এরূপ অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া জয়ের কিছুমাত্র সম্ভাবনা আছে কি না? অলিফান্ট প্রতিবারেই প্রশান্ত স্বরে উত্তর করিতেছেন—"আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব—তাহার অতিরিক্ত কিছুই করিতে পারিব না।"

অবশেষে সংবাদ আসিল বিদ্রোহী সেনা অগ্রসর হইতেছে। ডিউক দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া, অবরোধের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সংকল্প করিলেন।

অলিফান্ট কহিলেন,—"না তাহা হইবে না। আপনি আমাকে আপনার সেনাদল পরিচালনের ভার দিয়াছেন। আমি দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া বিপক্ষ সৈন্য আক্রমণ করিব স্থির করিয়াছি।"

তিনি এই উত্তর দিয়া প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই, সেই মর্ম্মে তাঁহার আদেশ প্রচার করিলেন। তাহার পর লরেন্সকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত কোন বিষয়ে গোপনে পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহার কক্ষে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাধিক অশীতিতম পরিচ্ছেদ।

উভয় পক্ষে সৈন্য সমাবেশ।

নির্জ্জন কক্ষে উপস্থিত হইয়া জেনারেল অলিফান্ট লরেন্সের নিকট আসন আরও টানিয়া লইয়া বলিলেন :—

"তরুণ বন্ধু! আমি তোমার একান্ত মঙ্গলকামী—সুতরাং যাহাদের সহিত তুমি ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ, তাহারাও আমার প্রিয়পাত্র—তাহাদেরও আমি হিতৈষী। তোমাকে আমি সহোদরের মত স্নেহ করি—সুতরাং তোমার স্ত্রীও আমার ভগ্নীসদৃশ। যদি আমি তোমার অপেক্ষা আরও কিছুদিনের বয়োজ্যেষ্ঠ হইতাম, তাহা হইলে তোমার প্রতি আমার যে স্নেহ সঞ্চার হইয়াছে, তাহাকে আমি বাৎসল্য নামে অভিহিত করিতে পারিতাম। তোমার শ্বশুর সেই বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ বীরকে আমি আন্তরিক ভক্তি করি। রামবল্ড গৃহিণী বা হেনরিয়াটাও আমার কম শ্রদ্ধার পাত্রী নহেন।

লরেন্স। আমাদের সকলের প্রতি আপনার যে কত স্নেহ—কত ভালবাসা তাহা আমি বিলক্ষণ জানি—তাহার অসংখ্য প্রমাণ আমরা পাইয়াছি।

অলিফান্ট। আমি এই দ্বীপে কেন বিলম্ব

করিতেছি এবং তোমাকেই বা কেন আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, তাহার কারণ বোধ হয় তোমার অজ্ঞাত নাই। যেখানে ন্যায় ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিতে বিপদের সম্মুখীন হওয়া প্রয়োজন—যেখানে যশের শুভ্রমাল্য লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে—সেখানে তুমি এবং আমি থাকিতে বাধ্য। কলোনেল রামবল্ডের জন্য আমি আমার এ কর্ত্তব্যেও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিতাম, গৌরবপূর্ণ শৌর্য্য-বীর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেও ক্ষান্ত হইতাম, যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিতাম, তাঁহার বিপদের কোন সম্ভাবনা আছে।

তিনি সহসা থামিলেন, তাহার পর পার্শ্বস্থ টেবিলের একটী টানার মধ্য হইতে একটী শীলমোহরাঙ্কিত পুলিন্দা বাহির করিয়া পুনরায় কহিলেন—"আমরা রণ তরঙ্গে ঝম্প দিতে যাইতেছি—এ যুদ্ধে আমাদের উভয়েরই পতন হইলেও হইতে পারে। আমাদের বন্ধু সার হেনরি বিটন এবং মেজর ল্যাম্বটনও আমাদের সঙ্গে যাইতেছেন—কে বলিতে পারে, তাঁহাদের নামও জীবিতের তালিকা হইতে মুছিয়া যাইবে না! এই যুদ্ধে আমাদের চারিজনেরই মৃত্যু হইলে হইতে পারে। সেই কারণে আমি এই পুলিন্দাটীকে কোন বিশ্বস্ত লোকের মারফতে ইহার গন্তব্য স্থলে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিয়াছি—ইহার মধ্যে কলোনেল রামবল্ডের মুক্তির অবিসম্বাদিত উপায় নিহিত আছে। যাঁহার হস্তে আমি এই পুলিন্দাটি সমর্পণ করিব—তাঁহার সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছে—ঐ দেখ গবাক্ষপথে ঐ জাহাজ দেখা যাইতেছে—পাল তুলিয়া অপেক্ষা করিতেছে—এখনই নঙ্গর তুলিয়া যাত্রা করিবে—তিনি মিষ্টার ল্যাম্বটন।"

লরেন্স। আমি কিন্তু ভাবিয়াছিলাম, তিনিও তরবারিহস্তে যুদ্ধে যাত্রা করিবেন।

অলিফান্ট। তাঁহার উদ্দেশ্যই তাই ছিল বটে কিন্তু আমি অদ্য তাঁহার মত পরিবর্ত্তনে সমর্থ হইয়াছি। পুলিন্দার মধ্যে কি আছে, না বলিয়াও তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি, এইটী নিরাপদে ইহার গন্তব্য স্থানে পঁহুছিলে তোমার শ্বশুরের জীবন রক্ষা হইবে। তিনি সম্মত হইয়াছেন। ইহার ফলাফল সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত হইতে পার। তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, কলোনেল নিশ্চয় অব্যাহতি লাভ করিবেন।

লরেন্স তাঁহার হাত ধরিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে মিষ্টার ল্যাম্বটন সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। অলিফান্ট তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি আমার এই তরুণ বন্ধুকে এইমাত্র বুঝাইয়া বলিতেছিলাম, আপনি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া যতখানি উদারতা ও মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং ডিউকের স্বপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য আপন হৃদয়ে যে বলবতী রণলিপ্সা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিতে আপনাকে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে।"

মিষ্টার ল্যাম্বটন কহিলেন—"আপনার কথাতেই আমি এ কার্য্যের ভার লইয়াছি; নচেৎ অন্য কোন কারণেই আমি আমার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইতাম না। যদিও এ পর্য্যন্ত আমার জীবন প্রবাহ নির্ব্বিবাদে শান্তির সুখময় ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তথনি আমি লেখনী ফেলিয়া কৃপাণ ধরিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। কিন্তু জেনারেল! যাহারাই আপনার প্রভুত্বের আঙ্গিনা মধ্যে অবস্থান করে, তাহারাই আপনার কথা রাজবিধানের মত পালন করিতে বাধ্য হয়—আমিও উপস্থিত ক্ষেত্রে আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছি। শুদ্ধ তাহাই নয়,—একার্য্যের দ্বারা একজন নিরপরাধের প্রাণরক্ষা হইবে তাই আমি সানন্দে একার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি।"

লরেন্স তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন, অলিফান্ট বলিতে লাগিলেন—"যত সত্বর সম্ভব আপনি লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া আর্ডেন পত্নীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিবেন। এই পুলিন্দাটী তাঁহারই হাতে দিয়া বলিবেন, ইহার উপর শিলমোহর করা আছে। এই পুলিন্দাটী তাহার হস্তগত হইবার পর এক সপ্তাহ ঐ অবস্থাতেই রাখিয়া দিতে বলিবেন। সপ্তাহান্তে যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ না হয় বা আমার নিকট হইতে কোন দ্বিতীয় আদেশ না যায়, তিনি ইহা খুলিবেন—ইহার মধ্যে যাহা আছে পড়িয়া,সেই মত কার্য্য করিবেন।"

ল্যাম্বটন। আপনার এ আদেশ পালিত হইবে। অন্য কিছু বলিবার আছে?

অলিফান্ট। হাঁ আছে। যেখানে জীবন মৃত্যু সম্বন্ধ, সেখানে সকল রকম সতর্কতা অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। শুনুন:—যদি আর্ডেন পত্নী লণ্ডনে উপস্থিত না থাকেন—যদি তিনি শয্যাগত অথবা যদি তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকে, অথবা অন্য কোন অনিবার্য্য কারণে আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ নাই হয়,—আপনি স্বয়ং তাঁহার স্থান অধিকার করিবেন। পুলিন্দাটী আপনার নিকট এক সপ্তাহ রাখিবেন—তাহার পর সপ্তাহান্তে উহার শীল ভাঙ্গিয়া, উহার মধ্যস্থ লিখিত আদেশানুযায়ী কার্য্য করিবেন।"

মিষ্টার ল্যাম্বটন সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

এই কার্য্য শেষ হইলে জেনারেল অলিফান্ট এবং লরেন্স লি রণসজ্জা করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ। সময় মধ্যাহ্ন। আটশত সৈন্য দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া ক্যাসল টাউনের অনতিদূরে এক সমতল ক্ষেত্রের অভিমুখে যাত্রা করিল। উহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও, তিন ভাগে বিভক্ত। প্রধান অংশে চারিশত যোদ্ধা। তাহার মধ্যে তিন শত পদাতি, এবং একশত অশ্বারোহী। এ দলের অধিনেতা মেজর ল্যাম্বটন। দক্ষিণ বাহিনীর ভার পাইয়াছেন লরেন্স লি। তাঁহার দলে দেড়শত পদাতি, ও পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী। বাম বাহিনীর

পরিচালক স্যার হেনরি বিটন। তাঁহার সৈন্য-সংখ্যাও নরেন্দ্রের অনুরূপ। জেনারেল অলিফাণ্ট সমগ্র সেনার অধিনায়ক। ডিউক পঞ্চাশজন সৈন্য লইয়া দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন: নাগরিকগণের উপর কোনরূপেই আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না, তাহারা যে কোন মুহূর্ত্তে ভগ্নীত্রয়ের প্ররোচনায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারে।

এই সৈন্য দল সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও সুশিক্ষিত এবং তাহাদের নায়কের প্রতি অনুরক্ত এবং তাঁহার গুণে একান্ত মুগ্ধ। তাহারা প্রত্যেকেই যেরূপ একজন বীর্য্যবান সেনাপতির কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইবার সুযোগ পাইয়া গর্ব্বিত এবং তাহার নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিবার জন্য বীরত্বের পরিচয় দিতে আগ্রহান্বিত। তাহারা দেখিতেছে—তাহারা সংখ্যায় কত অল্প—জানিতেছে—বিপক্ষ পক্ষের সৈন্য সংখ্যা কত অধিক, তথাপি তাহাদের হৃদয় কাঁপিতেছে না—মনের মধ্যে পরস্পরের আশঙ্কা উদিত হইতেছে না। তাহাদের অধিনায়কের নির্ভীক শান্তজ্যোতিঃ মুখমণ্ডলের প্রতি যথনই তাহাদের দৃষ্টি পড়িতেছে, তখনই একটা অদম্য উৎসাহে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রও উৎকৃষ্ট এবং অধিকাংশই বর্ম্মচর্ম্মে আবৃত। অশ্বারোহী সেনার হাতে বন্দুক—পার্শ্বে কোষনিবদ্ধ তরবারি। পদাতিকের হাতে বর্শা, কটিবদ্ধ অসি। তাহাদের সঙ্গে বারটি ক্ষুদ্র কামান। অলিফাণ্ট এই কয়েকদিনের মধ্যে একদল গোলন্দাজ সৈন্য গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই গোলন্দাজ সৈন্যের ভার দুর্গের একজন পুরাতন কাপ্তেনের উপর অর্পিত হইয়াছে। ভগ্নীগণের আমলে এ ব্যক্তির পদ রথওয়েলের পরেই ছিল—এক্ষণে পূর্ণ আগ্রহে বিখ্যাত অলিফাণ্টের অধিনায়কতায় শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিতে কৃতসংকল্প।

অলিফাণ্ট ধূসরবর্ণের এক তেজস্বী অশ্ব পৃষ্ঠে উপবিষ্ট। সঙ্গে তিনজন মাত্র অনুচর। ধীরে ধীরে সৈন্য শ্রেণীর মধ্য দিয়া, সামরিক অভিবাদন লাভ করিতে করিতে অগ্রসর। মস্তকে পালকখচিত শিরস্ত্রাণ,বক্ষে এক উজ্জ্বল বর্ম্ম—চরণে তৎকালোচিত আজানু বুট। তাঁহার মুখমণ্ডলে অসীম সাহসিকতার দীপ্ত কান্তি—চোখে বিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরতার অনন্ত ভাতি অধরপুটে দৃঢ় সংকল্পতার সুস্পষ্ট নিদর্শন। তাঁহার সৈন্য শ্রেণীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া, একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিলেন। তাহার পর সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য গম্ভীর স্বরে, তেজদীপ্তকণ্ঠে এক ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন। সে সময়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে একটি তেজগর্ব্ব স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল—তাঁহার নেত্রকোণে একপ্রকার অস্বাভাবিক দীপ্তি বিভাসিত হইয়া উঠিল।

তাঁহার বক্তব্য অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু উত্তেজনা পূর্ণ এবং অগ্নিময়। তিনি দেখিলেন তাঁহার শ্রোতৃবর্গের মুখমণ্ডল তেজ এবং বীরত্বের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—তাহাদের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে—তাহারা প্রত্যেকে তাঁহার ভাবে উন্মত্ত হইয়াছে। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইবা মাত্র সমবেত সৈন্য সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—সে জয়ধ্বনি দশসহস্র সৈন্যের কণ্ঠধ্বনির মত দূর দূরান্তরে প্রতিধ্বনি উত্তোলিত করিল।

ছয়জন অশ্বারোহী চর শত্রুর সংবাদ জানিতে বিভিন্ন দিকে ধাবিত হইল। অলিফাণ্ট তাঁহার সৈন্য সহ ধীরপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এইবার আমরা বিপক্ষদলের বাহিনীর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিপক্ষ সৈন্য সংখ্যায় পাঁচহাজার। তিনদলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছে। প্রথম বা অগ্রবর্ত্তী দলে পনের শত যোদ্ধা একজন সেনাপতির অধীনে চালিত হইতেছে। এই দলের সঙ্গে বাজীপৃষ্ঠে সাবিনা সুন্দরী আসিতেছে। দ্বিতীয় দলই প্রধান দল। সংখ্যায় দুই সহস্র। রথওয়েল ইহার পরিচালক। সঙ্গে রুচিয়া। তৃতীয় দল—অপর একজন সেনানীর অধীনে তুলিয়াকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর। সমস্ত সৈন্যের মধ্যে চারি সহস্র পদাতি ও এক সহস্র অশ্বারোহী। সকলেই উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত। ত্রিংশৎসংখ্যক কামান একজন দক্ষ গোলন্দাজ সেনানীর নেতৃত্বাধীনে সঙ্গে আসিতেছে। মধ্যস্থলে রক্তবর্ণের এক পতাকা বায়ুভরে পৎ পৎ শব্দে উড়িতেছে। এই রক্তবর্ণের পতাকামূলে যাহারা সমবেত হইয়াছে, পিতৃহন্তা রোণাল্ডের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিতেছে—তাহারা ঘোষণা করিয়া দিয়াছে তাহারা শত্রুর প্রতি কোনরূপ করুণা প্রদর্শন করিবে না—তাহার পাপের পূর্ণ দণ্ডবিধানই তাহাদের উদ্দেশ্য।

তিন সহোদরাই বীরাভরণে ভূষিতা—প্রত্যেকেরই মস্তকে পালক-খচিত শিরস্ত্রাণ—অঙ্গে উজ্জ্বলপ্রভ বর্ম্ম—দক্ষিণে শাণিত তরবারি। তিন জনেই বেগগামী বাজীপৃষ্ঠে সমারূঢ়া। সৈন্যদলের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছে। তিন জন সেনানায়কের উপর তিন দল সেনার ভারার্পণ করা হইয়াছে—নচেৎ তাহারাই যে উক্ত বাহিনী পরিচালনে সর্ব্বাংশে সমর্থা, তাহা তাহাদের আবার ইঙ্গিতেই বোঝা যাইতেছে। তিন জনেরই পরিধানে একরূপ পরিচ্ছদ—তিন জনেরই মাথায় একইরূপ শিরস্ত্রাণ—তিন জনেরই চক্ষেই একইরূপ দীপ্তি বিভাসিত। কেশপাশ শিরস্ত্রাণের দ্বারা আবৃত—পাছে কমল কাদম্বিনীর মত কৃষ্ণ কুন্তলকলাপ সমীরণভরে উড্ডীয়মান হইয়া নারীর কোমল মাধুরী বিস্তার করে, তাই সুন্দরীগণ তাঁহাদিগকে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ করিয়া শিরস্ত্রাণে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। মুখে সংকল্পের দৃঢ়তা—চোখে পুরুষোচিত কঠোরতা—সর্ব্বাঙ্গে একটা অসীম সাহসিকতার উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। (ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.
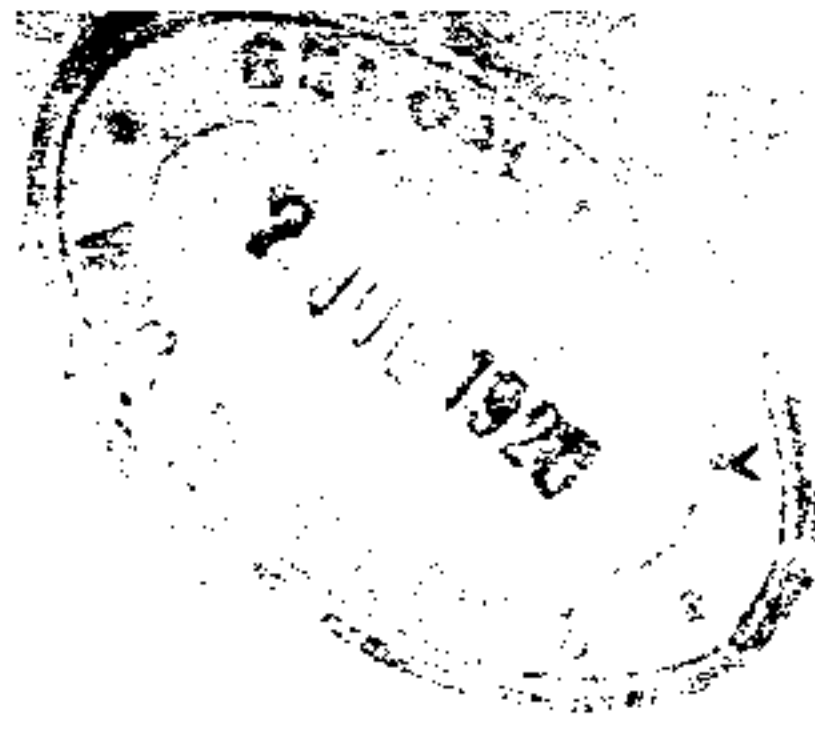
দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ বর্ষ।] ২৫শে মাঘ, ১৩২৬ সাল। ইং ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২০ সাল। [১০ খণ্ড।

কৃষিসম্বন্ধে খনার উক্তি ও ডাকের বচন।

খনা অতিশয় বুদ্ধিমতী ও জ্যোতির্বিদ্যাবতী ছিলেন। তিনি কেবল জ্যোতিষশাস্ত্র পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, কৃষি বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল।

আমাদের দেশে বহুকাল হইতে বীজবপন, শস্য কর্ত্তন হলপ্রবাহের সময়নির্ণয় ও আলি বন্ধন পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবাদ বচন প্রচলিত আছে। সাধারণে ঐ প্রবাদ বচন প্রচলিত আছে। সাধারণে ঐ প্রবাদ বাক্য গুলিকে খনার বচন বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ উহা এক ব্যক্তির রচনা না হইতেও পারে; কারণ স্থানভেদে ঐ বচনগুলির প্রকারান্তরে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য খনার বচন যে কৃষি সম্বন্ধীয় বহুতথ্য পূর্ণ এবং বহুকালবদ্ধ অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার ফল, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। উপরন্তু উহাদের নৈসর্গিক লক্ষণ দর্শনে দেশের জল বায়ু পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কতকটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়।

এই হিসাবে ইহাদের মূল্য আছে। অজ্ঞ কৃষক কুলের মধ্যে এই সকল বচনের প্রচার হইলে দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। কারণ ধরিতে গেলে জল, বায়ু ও সার—এই তিনই উদ্ভিদের প্রাণ রক্ষার প্রধান উপকরণ। সুতরাং জল বায়ু সম্বন্ধে কিছু জানা থাকিলে বীজ বপনকালে ব্যাকুল হইতে হয় না। এই উদ্দেশে আমরা শস্যরোপণ, বীজবপন, কর্ত্তন ও আলিবন্ধন বিষয়ে খনার উক্তিগুলি সংগ্রহ করিয়া, সারমর্ম্ম বুঝাইতে প্রয়াস পাইব।

(১)

পচুই মেঘে মুষল বরে,
পুব মেঘে হয় বাত।
কোদাল মেঘে পুকুর ভরে,
ঘুচে যায় তাত॥

অর্থাৎ পশ্চিম দিকে মেঘ উঠিলে মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া থাকে। পূর্ব্বদিকে মেঘ দেখিলে ঝড় ও বায়ু বহিবার সম্ভাবনা। কোদালে মেঘ দৃষ্ট হইলে সে বৎসর উত্তমরূপে বারিবর্ষণ হইয়া থাকে এবং জলবর্ষণের আধিক্য হেতু পুষ্করিণী পূর্ণ হইয়া যায় ও সূর্য্যের উত্তাপ কম হয়।

(২)

কি করো শ্বশুর লেখা জোখা
মেঘেই বুঝবে জলের লেখা।
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা।
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা॥
বলো চাষায় বাঁধতে আল।
আজ না হয় হবে কাল॥

কোদাল কুড়ুল মেঘ দেখলে বুঝিতে হইবে দুই এক দিনের মধ্যে পরিমিত বৃষ্টিপাত হইবে, এই কারণে পূর্ব্ব হইতে আলিবন্ধনের বিশেষ প্রয়োজন।

(৩)

চাঁদের সভার মধ্যে তারা।
বর্ষা পান মুষল ধারা॥

চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে সময় সময় মণ্ডলাকারে ছায়া দৃষ্ট হয়, উহাকে চন্দ্রমণ্ডল বা চাঁদের সভা বলে। যদ্যপি চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে তারকা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মুষলধারে বৃষ্টি হইবে বুঝিতে হইবে।

(৪)

যদি বরে আগণে
রাজা যান মাগনে॥
যদি বরে পৌষে।
কড়ি হয় তুষে॥
যদি বরে মাঘের শেষ।
ধন্য রাজা পুণ্যদেশ॥
যদি বরে ফাল্গুনে।
চিনা কাউন দ্বিগুনে॥

অগ্রহায়ণ মাসে বর্ষা হইলে ভূস্বামীকে মাগনে অর্থাৎ ভিক্ষার্থে গমন করিতে হয়। কারণ এই সময় বৃষ্টি হইলে পোকা জন্মিয়া

(ক্রমশ)

ধান্যের যথেষ্ট হানি হয়। সুতরাং প্রজারাও নিয়মিত সময়ে খাজনা দিতে পারে না; এই কারণে রাজভাণ্ডারে অর্থের অভাব হয়। পৌষের বৃষ্টিতে ধান্য ঝরিয়া পড়ে এবং ধান্যও মহার্ঘ্য হয়। মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফাল্গুন মাসের বর্ষায় চিনা ও কাউন প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

(৫)

বাঁধো আগে আলি।
রোও তবে শালী॥
যদি না ফল ফলে।
গালি দিও খনা বলে॥

উত্তমরূপে চতুর্দ্দিকে আলিবন্ধন করিয়া তাহাতে শালী ধান্য লাগাইলে, যথাকালে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়।

(৬)

মানুষ মরে যাতে।
গাছলা বাড়ে তাতে॥
পচলা সরায় গাছলা সারে।
গোঁধলা দিলে মানুষ মরে॥

অর্থাৎ পচা গোময় গন্ধে স্বাস্থ্যহানী ঘটে, কিন্তু উদ্ভিদাদির সারের পক্ষে ইহা অতীব প্রয়োজনীয়। ইহার সারে জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং বৃক্ষও ফলবান্ হইয়া থাকে।

(৭)

শুনরে বাপু চাষার বেটা।
মাটীর মধ্যে বেলে যেটা॥
তাতে যদি বুনিস পটোল।
তাতেই তোর আশা সকল॥

অর্থাৎ বেলে মাটীতে পটোল রোপণ করিতে হয়।

(৮)

ষোল চাষে মূলো।
তার অর্দ্ধেক তুলো॥
তার অর্দ্ধেক ধান।
বিনা চাষে পান॥

ষোল দিন যাবৎ মূলাক্ষেত্র কর্ষণ করা কর্ত্তব্য, তুলার পক্ষে অষ্টাহ ও ধান্যের পক্ষে চারিদিন আবশ্যক। পানের জন্য হল চালনের কোন প্রয়োজন নাই।

(৯)

আঘ্রাণে পৌটী।
পৌষে ছেউটী॥
মাঘে নাড়া।
ফাল্গুনে ফাঁড়া॥

অগ্রহায়ণে ধান্য ষোল আনা পাওয়া যায়, পৌষে ছয় আনা দাঁড়ায়, মাঘে নাড়া মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ফাল্গুনে সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়।

(১০)

শুন বাপু চাষার বেটা।
বাঁশ ঝাড়ে দাও ধানের চিটা॥
দিলে চিটে বাঁসের গোড়ে।
দুই কুড়ো ভুঁই বাড়বে ঝাড়ে॥

ধানের চিটা বাঁশের পক্ষে অতি উত্তম সার। ইহা বাঁশের গোড়ায় প্রয়োগ করিলে বাঁশঝাড় দিন দিন বাড়িয়া উঠে।

(১১)

বৈশাখের প্রথম জলে।
আশুধান্য দ্বিগুণ ফলে॥
শুন ভাই খনা বলে।
তুলায় তুলা অধিক ফলে॥

বৈশাখের প্রথমে বারি বর্ষণ হইলে প্রচুর আউশ ধান্য উৎপন্ন হয়, কার্ত্তিক মাসের বারি বর্ষণ তুলার পক্ষে উপকারী।

(১২)

বলে খনা ওগো স্বামী।
শাওন ভাদর নাইক পানি॥
দিনে জল রাতি তারা।
এই দেখবে দুঃখের ধারা॥

শ্রাবণ ভাদ্রে বৃষ্টি পতন না হইলে অনাবৃষ্টি হেতু দেশে দুর্ভিক্ষাদি হয়। বর্ষার প্রাক্কালে যদি দিবসে বৃষ্টি এবং রাত্র জ্যোৎস্নাময়ী হয়, তাহা হইলে অনাবৃষ্টি হইবার খুবই সম্ভাবনা।

(১৩)

বলে শুন বরাহের বৌ।
দশটী মাসে বেগুণ রোও॥
চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ।
ইথে নাই কোন বিষাদ॥
এর চেয়েও জল উকার নেই।
ধরলে পোকা দিবে ছাই॥
মাটী শুকালে ঢালবে জল।
সকল মাসেই ফলবে ফল॥

(১৪)

আশ্বিনের উনিশ কার্ত্তিকের উনিশ, বাদ দিয়ে মটর কলাই বুনিস যত পারিস।

(১৫)

খনা বলে চাষার পো।
শরতের শেষে সরষে রো॥
ফালগুণের আট চৈত্রের আট।
সেই, তিন দায়ে কাট॥

(১৬)

চাল ভরা কুমড়া পাতা।
লক্ষ্মী বলেন আমি তথা॥
উঠান ভরা লাউ শশা।
খনা বলে লক্ষ্মীর দশা॥

(১৭)

আগে পুতে কলা।
বাগ বাগিচে কলা॥
শোনরে বলি চাষার পো।
ক্রমে নারিকেল পরে গুও॥
নারিকেল বার, সুপারি আট।
এরঘন তথনি কাট॥

ফলের আবাদ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কলার আবাদ করা উচিত। কলার আবাদে জমি খুব সরস ও সারবান হয়। আম কাঁটাল ইত্যাদি ফলিতে যে সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে মোচা থোড় প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া চাষাদের দু-পয়সা রোজগার হয়। নারিকেল বৃক্ষ সকল বার হাত ও সুপারী বৃক্ষ আট হাত অন্তর লাগাইতে হয়। ইহাপেক্ষা ঘন ঘন বৃক্ষ রোপণ করিলে বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলা উচিত।

আমাদের দেশের খনার বচনের ন্যায় বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকগুলি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, তত্রস্থদেশবাসীরা

ইহাকে ডাকের বচন বলিয়া থাকে। বিহার ভ্রমণকালে আমরা কৃষক কুলের মুখে এই প্রকারের অনেক বচন শুনিয়াছি। খনার বচন ও ডাকের বচনের মধ্যে অনেক স্থলে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যথা—

পুবে হোয় রামধনু।
তব পাণিকা ওয়াস্তে মাটি খুঁদু॥
পশ্চিমে হয় তরবরা।
তব জল হোয় ভব পুখুরা॥

(ডাকের বচন)

ইহার অর্থ এই যে রামধনু পূর্ব্বদিকে উঠিলে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে না সুতরাং জলের নিমিত্ত মৃত্তিকা খনন কর। আর পশ্চিমে রামধনু উঠিলে খুব বৃষ্টি হয়; এত বৃষ্টি হয় যে পুষ্করণী একবারে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

সাবোর কৃষি কলেজের বেতন ভোগী কৃষকদের মুখে নিম্ন লিখিত ডাকের বচনটি শুনিতে পাওয়া যায়।—

বাচ্ছা বুচ্ছি নিকালকে
চিউটি অন বিহরমে বায়।
ঝটিত বর্ষণ হোগে
ডাকে ইয়াবাৎ বাৎলায়॥

অর্থাৎ পিপীলিকাগণ যখন দলে দলে এক গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া অন্য গর্ত্তে প্রবেশ করে তখন শীঘ্রই যে বৃষ্টি হইবে তাহা ডাকের বচন বাৎলাইয়া কিনা বলিয়া দিতেছে।

বিহারের আর একটী ডাকের বচন প্রচলিত আছে,—

টনকি জোড়া আঁখমে গিরা
তব গড়িকা খেল।
আউর ছোড়া টনিক দেখকে
কভি টাপি নাহি ফেল॥

(সংগ্রহ)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

সময়ে সময়ে যখন রণবাদ্য বাদিত হইতেছে —তিন ভগ্নীরই কপোল কমল এক অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে। রণোত্তেজনার হৃদয়ের তপ্ত শোণিত প্রবাহ মুখমণ্ডলে সঞ্চালিত হইতেছে, সমরাঙ্গনে সবেগে ধাবিত। হইবার জন্য যেন রণরঙ্গিণীরা উন্মাদিনী হইয়া উঠিয়াছে। কোষ নিবদ্ধ পার্শ্ববিলম্বিত অসিতে হস্তার্পণ করিয়া যখন বাহিনীর দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে—তখন তাহাদের চক্ষু হইতে বিদ্যুৎবহ্নি স্ফুরিত হইতেছে। তাহাদের অশ্ব সঞ্চালন দক্ষতাও লক্ষ্য করিবার দ্রব্য। রণবাদ্যে উন্মত্ত হইয়া তেজস্বী অশ্ব যখন কেশর কাঁপাইয়া, অবাধ্যতা প্রকাশে উদ্যত হইতেছে, তখন বলদর্পিত করে রাসাকর্ষণ করিয়া তাহাকে সংযত করিতেছে। এই রণরঙ্গিণী রমণী তিনটী যে বীর্য্যশালিনী এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমরক্ষেত্র হইতে দূরে—কোন সুশোভিত বিলাস কক্ষে বিরাজিত থাকিয়া, রণের জয় পরাজয় সংবাদ শুনিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ না করিয়া সেনাদলের পুরোভাগে আপনাদিগকে স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইতেছে। যে পঞ্চ সহস্র যোদ্ধা রণাভিলাষী হইয়া তাহাদের সঙ্গে যাইতেছে—কেহ বা অর্থলোভে আসিয়াছে—কেহ বা সত্বলোপের কাল্পনিক আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া রণসমুদ্রে ঝম্প দিতে উদ্যত হইয়াছে। মোট কথা এই পঞ্চ সহস্র সংগঠিত বাহিনী যে, জেনারল অলিফাণ্ট এবং তাহার বন্ধুবর্গের ক্ষুদ্র দলের পক্ষে দুর্দ্দমনীয় অরাতি, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

এই দুর্দ্দম বাহিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্য রুথনদুর্গেও যে রীতিমত সাজসজ্জা হইতেছে, এবং জেনারল অলিফাণ্ট তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত যে নবীন ডিউকের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন —এ সংবাদ ভগ্নীত্রয় পাইয়াছে। অলিফাণ্ট যে একজন খ্যাতনামা যোদ্ধা—তিনি যে আমেরিকার বহুযুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার সাহসিকতা এবং নির্ভীকতায় যে অভাব নাই, এ সংবাদও তাহারা পাইয়াছে—কিন্তু তিনি যে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া সুরক্ষিত দুর্গের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া, মুক্ত প্রাঙ্গণে তাহাদের পরিচালিত সৈন্যের গতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিবেন, এ কথা একবারও চিন্তা করে নাই। তাহারা দুর্গ অবরোধ করিবার জন্যই অগ্রসর হইতেছিল। তিন সহোদরাই কল্পনায় তুলিয়ার প্রতিহিংসার সুখময় চিত্র অঙ্কিত করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছিল। ভাবিতেছিল দুর্গ জয় করিয়া দুর্গের সর্ব্বোচ্চ শীর্ষে এক ফাঁসিকাষ্ঠ প্রোথিত করিবে—সেই ফাঁসিকাষ্ঠে তাহাদের সহোদর রোণাল্ড, অলিফাণ্ট, রুরেন্স, ল্যাম্বটন, এবং হেনরি বিটনকে—যদি তাহারা যুদ্ধের পরও জীবিত থাকে, লটকাইয়া দিবে। কিন্তু অপরাহ্নে যখন তাহাদের নিকট সংবাদ উপস্থিত হইল অলিফাণ্ট তাঁহার ক্ষুদ্র সেনাদল লইয়া তাঁহাদের বাহিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়াছেন তখন তাহাদের আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ে আনন্দেরও সঞ্চার হইল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা তাহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে দেখিয়া উৎকট আনন্দে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

রাত্রি আটটা। গোধূলির অন্ধকার অনেকক্ষণ ধরাপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়াছে। বিভিন্ন মুখীন সেনাদলের মধ্যে আর অর্দ্ধ মাইল মাত্র ব্যবধান। উভয় দলই যেন যুক্তি করিয়া, পরস্পরের মধ্যে ঐটুকু ব্যবধান রাখিয়া রাত্রির মত শিবির সন্নিবেশ করিল। তুষার শীতল উত্তর বায়ু ক্ষুদ্র দ্বীপের বক্ষের উপর দিয়া প্রবলবেগে বহিতেছিল। সে শীতল সমীরণ স্পর্শে বিবদমান সৈন্যদলের হৃদয়ে যে বহ্নিশিখা জ্বলিতেছিল—তাহার বিন্দুমাত্র প্রশমন হইল কি না কে জানে। রাত্রি যতই বাড়িতে লাগিল—বায়ু প্রবাহের প্রবলতারও ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

সেই বিবর্দ্ধমান বায়ু যে ভাবে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া শিবিরের চারিদিক বেষ্টন করিয়া বহিয়া যাইতেছেল, তাহাতে বোধ হইতেছিল, যেন শব শোণিত লোলুপা ভয়ঙ্করী মৃত্যু-কিঙ্করী ইহারই মধ্যে তাবি রণাঙ্গনে অবতীর্ণা হইয়া বাদুরের মত তাহার প্রকাণ্ড পক্ষ বিস্তার করিয়া, সেনানিবাসগুলি যে বেষ্টন করিয়া কেবলই উড়িতেছে। সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া উভয় পক্ষের সৈন্য শ্রেণীর পুরোভাগে আলোক জ্বলিতে লাগিল। এ আলোকে প্রহরীদের চলা ফেরার সুবিধা হইতেছিল—অন্ধকারের মধ্য দিয়া সহসা বিপক্ষ সেনা আসিয়া আক্রমণ করিবার সুবিধা পাইতেছিল না। কিন্তু এ সাবধানতাবলম্বনের আবশ্যকতা ছিল না। কারণ এক পক্ষে অলিফাণ্ট যেমন দিব্য দিবালোকে ন্যায় যুদ্ধের পক্ষপাতী—অন্য পক্ষে যুদ্ধজয়ে কৃত নিশ্চয় সহোদরাত্রয় নৈশ অন্ধকারে পরাজিত শত্রুকে পলায়নের একটু মাত্রও সুযোগ দিতে সম্মতা নয়।

রাত্রির অবসানের সহিত আলোকগুলিও নিভিয়া আসিতে লাগিল। বায়ুর বেগও ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল। অবশেষে পূর্ব্বাকাশে উদীয়মান দিবসের আলোকচ্ছটা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমীরণ একেবারে শান্তভাব ধরিল। উভয় পক্ষীয় সেনা জাগরিত হইয়া, রণ প্রতীক্ষায় শস্ত্রপাণি হইয়া স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান হইল।

ঊননবতিতম পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধ।

১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চের নবোদিত তপনের কাঞ্চনকান্তি উভয় পক্ষীয় সেনার আয়ুধমালার উপর প্রতিফলিত হইয়া ঝকমক করিতে লাগিল। রণদামামা ধ্বনিত হইয়া যুদ্ধ বিঘোষিত করিল। আপন আপন শৌর্য্যবীর্য্যে বিশ্বাস করিয়া সাহস সহকারে উভয় দল রণসমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিল।

অলিফাণ্টের প্রধান বাহিনী স্থিরভাবে দণ্ডায়মান—বুক পাতিয়া শত্রুর অগ্নিবৃষ্টি ধারণ করিতেছে। কিন্তু তাঁহার বাম এবং দক্ষিণ বাহিনী অগ্রগামিনী সাবিনার দলের গতিরোধ করিবার জন্য আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। অলিফাণ্টের সৈন্য সংখ্যা যে অল্প, তাঁহার শত্রুপক্ষ পূর্ব্বেই এ সংবাদ পাইয়াছিল—তাই এক্ষণে সাবিনার দল অগ্রসর হইয়া সেই মুষ্টিমেয় সেনা বেষ্টন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। অলিফাণ্টের গোলন্দাজ সৈন্য কই? তাঁহার বজ্রনাদি কামান কই? তিনি কি উন্মাদ? কি সাহসে এই কয় জন সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে কামানের দ্বারা সুরক্ষিত না করিয়া, যুদ্ধে আসিয়াছেন? এদিকে ভগ্নীত্রয়ের পক্ষে কালানলবর্ষী কামান মুহুর্মুহু অনল উদ্গীরণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তের মধ্যে রণস্থল কামান গর্জ্জনে—বন্দুকের শব্দে—অস্ত্রের ঝনঝনায়—বীরের হুঙ্কারে এবং আহতের আর্ত্তনাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

অলিফাণ্টের দক্ষিণ বাহিনীর পরিচালন ভার লরেন্স লির উপর অর্পিত। তিনি এমনই দুর্জ্জয় প্রতাপে সাবিনার বামভাগ আক্রমণ করিলেন যে, তাহারা সে প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সার হেনরি বিটন চালিত বাম পার্শ্বের দলও ঠিক সেইরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া সাবিনার অপর পার্শ্বস্থ সেনা বিধ্বস্ত করিয়া দিল। সাবিনা উলঙ্গ অসিহস্তে সেই ছত্রভঙ্গ পলায়মান সৈন্য শ্রেণীর মধ্যে উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া—সাহস দিয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিল। এদিকে রুচিয়া তাহার দল লইয়া সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল। এই সময়ে অদূরবর্ত্তী একটা উন্নত স্থান হইতে সহসা অলিফাণ্টের কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। এতক্ষণ কৌশলে তাহাদের অস্তিত্ব গোপন করিয়া রাখা হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাদের অনল বর্ষণে ভগ্নীদ্বয়ের সৈন্য দল অস্থির হইয়া উঠিল। রাত্রিকালে উভয় পক্ষের সেনাদল যখন সুষুপ্তি জালে সমাচ্ছন্ন, অলিফাণ্ট তাঁহার গোলন্দাজ সৈন্য এবং কামান শ্রেণী ঐ স্থানে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

প্রায় একঘণ্টা যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে - অলিফাণ্টের অনুমান যথার্থ হইল—তাঁহার কামানের গোলায় শত্রুসেনা অভিষ্ট হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রধান দল এতক্ষণ একপদও অগ্রসর হয় নাই। অলিফাণ্ট তাঁহার বাজীপৃষ্ঠে নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট—তাঁহার তরবারি এখন কোষবদ্ধ—তাঁহার অনুচর তিনজনও নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান—তিনি এতক্ষণ শ্যেন দৃষ্টিতে যুদ্ধের ফলাফল দর্শন করিতেছিলেন। তাহার কামান হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইবামাত্র—তিনি যেন সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিলেন—তাঁহার নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিলেন—সমর ক্ষেত্রের কোথায় এইবার কি ভাবের ব্যবস্থা করিতে হইবে বুঝিয়া মুহূর্ত্তে তাঁহার আদেশ প্রচার করিলেন। এতক্ষণ তিনি এবং তাঁহার সহকারী তিনজন একস্থানে প্রস্তর মূর্ত্তির মত দণ্ডায়মান ছিলেন—সহসা একটী গোলার আঘাতে যেন তাঁহারা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। একজন সহকারী বিদ্যুৎগতিতে লরেন্স লির নিকট ছুটিল—দ্বিতীয় সার হেনরি বিটনের চক্ষুর অভিমুখে ধাবিত হইল—তৃতীয় শিকারের পশ্চাতে ধাবিত ডালকুত্তার মত গোলন্দাজ সেনার দিকে অবধাবিত হইল। চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে এই কার্য্য ঘটিল। সঙ্গে সঙ্গে অলিফাণ্টের কোষবদ্ধ অসি সৌরকরে ঝলমল করিয়া উঠিল—অশ্ববল্গা শ্লথ করিলেন—দ্বিতীয় ইঙ্গিত বা কষাঘাতের আবশ্যক হইল না—বেগগামী তেজস্বী তুরঙ্গ পবনগমনে মেজর ল্যাম্বটন চালিত প্রধান কটকের অভিমুখে ধাবিত হইল। (ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ বর্ষ।] ২৫শে ফাল্গুন, ১৩২৬ সাল। ইং ৮ই মার্চ্চ, ১৯২০ সাল। [১১শ খণ্ড।

আলু রক্ষার উপায়।

ফ্রেঞ্চ মিনিষ্টার অফ্ এগ্রিকল্‌চার সরকারী বুলেটীনে আলু রক্ষার নিম্নলিখিত উপায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ ও সারাংস সংগ্রহ করিয়া দিলাম। আলু অধিক দিন থাকে না, পচিয়া যায়—নিম্নলিখিত উপায়ে আলু প্রায় ১৮ মাস অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

Commercial Sulphuric acid, বাজার চলিত ব্যবসায়ির সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড্ ২ ভাগ এবং জল ১০০ ভাগ দিয়া যে সলুশন হইবে, তাহাতে আলুগুলিকে ভিজাইয়া ১০ ঘণ্টা রাখিয়া তাহার পর শুষ্ক করিয়া গুদামজাত করিলে আলু নষ্ট হইবে না, এইরূপে আলুর গায়েও কোন দাগ হইবে না।

ঐ একই সলুইসনে বরাবর আলু নিমজ্জিত করিলেও ইহার শক্তি বিকৃত হয় না বা কমিয়া যায় না। একটা জালা বা টাঙ্কে ঐরূপ সলুইশন করিয়া আলুকে নিমজ্জিত করিবার সুবিধা হইবে।

রাসায়নিক পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, উপরোক্ত প্রকারে রক্ষিত আলু স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর নহে। বরং পুষ্টিকর, সুস্বাদু। অধিকন্তু ১৮ মাস অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে যেন সদ্য জমী হইতে আলু খুঁড়িয়া আনা হইয়াছে।

এইরূপে রক্ষিত আলুর বীজে গাছ হইবে না, তবে খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে মাত্র।

(কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

তিনি ভীম ভৈরবনাদে গর্জ্জিয়া কহিলেন,—"চল—চল—ঐ দেখ রক্তবর্ণের পতাকা প্রতিহিংসা এবং শোণিত তরঙ্গের নিদর্শন স্বরূপ—ঐ দেখ শূন্যমার্গে উড়িতেছে—উহাকে অরাতির কর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূমিসাৎ করিতে হইবে।"

তাঁহারা সেই ভৈরবনাদের প্রত্যুত্তরে ভীমরবে গর্জ্জিয়া চারিশত সেনা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আক্রমণে ধাবিত হইল। সাবিনার দল হইতে সেই অগ্রগামী সেনার উপর মুহুর্মুহু গুলিবৃষ্টি আসিয়া পড়িতে লাগিল—জেনারেল অলিফাণ্টের মস্তক লক্ষ্য করিয়া শত শত বন্দুক হইল, তাহাদের অগ্নিতপ্ত গুলিসকল তাঁহার কাণের পার্শ্ব দিয়া শোঁ শোঁ শব্দে চলিয়া যাইতে লাগিল—তাঁহার বর্ম্মচর্ম্মে কতগুলি প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া গেল—কতগুলি তাঁহার কৃষ্ণকুঞ্চিত অলকগুচ্ছ স্পর্শ করিয়া গেল কিন্তু একটীতেও তাঁহার মৃত্যু হইল না—যেন তাঁহার জীবন মন্ত্রপূত কোন সুদৃঢ় রক্ষাকবচে আবৃত। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে সাবিনার সৈন্য শ্রেণীর মধ্যভাগ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। সাবিনা আরক্ত নেত্রে উদ্যত কৃপাণে অশ্বপৃষ্ঠে সবলে কষাঘাত করিয়া তাঁহার গতিরোধ করিবার আশায় তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইল।

তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"আমি রমণীর সহিত যুদ্ধ করি না।" তাহার পর আরও উচ্চেকণ্ঠ তুলিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আমার আদেশ নারীহত্যা করিও না—পার যদি তাহাদিগকে বন্দী করিও কিন্তু কেহ যেন তাহাদের রক্তপান করিও না।"

পর মুহূর্ত্তে যে স্থানে শত্রুসেনা ব্যূহরচনা করিয়া অবস্থান করিতেছিল, তিনি তৎপ্রতি ধাবিত হইলেন। ঘন সন্নিবিষ্ট বনজঙ্গলে প্রবেশ করিতে হইলে, অস্ত্রাঘাতে যেমন পথ পরিষ্কার করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়, সম্মুখের তরুগুল্মলতা যেমন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উভয়পার্শ্বে পড়িতে থাকে,—অলিফাণ্টও তেমনই ভাবে তাঁহার ভীমাস্ত্র প্রহারে সম্মুখবর্ত্তী নরপ্রাচীর ভেদ করিয়া—

(ক্রমশঃ)

উভয়পার্শ্বে শবরাশি সমাকীর্ণ করিতে করিতে—সম্মুখের পথ পরিষ্কার করিয়া অগ্রসর হইলেন। এখন রণরঙ্গে মত্ত হইয়াও তিনি ধীর—অবিচঞ্চল—সর্ব্বত্র তাঁহার দৃষ্টি—যে কোন দিক হইতে, যে কেহ তাঁহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইতেছে, তিনি অবলীলাক্রমে তাহার সে আঘাত ব্যর্থ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিতেছেন। সাবিনার সেনাও খুব সাহসের সহিত লড়িতেছে। পুনঃ পুনঃ তাহারা অলিফাণ্টকে আক্রমণ করিতেছে—বার বার তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা সকলই বিফল হইতেছে। ঐ সজীব সমুদ্র তরঙ্গ যেন পর্ব্বতগাত্রে প্রতিহত হইয়া, চূর্ণ বিচূর্ণ এবং নিতান্ত নিস্তেজভাবে ফিরিয়া যাইতেছে। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার সেনাদলও বিপক্ষসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিল। শত্রুপক্ষ তাহাদের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে অলিফাণ্টের ইঙ্গিতে তাঁহার চারিশত সৈন্যও দুইদলে বিভক্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ প্রায় দুইভাগে বিভক্ত শত্রুসেনার সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে দুইদিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

এদিকে তাঁহার সহকারীদ্বয়ের মুখে তাঁহার আদেশ পাইয়া, লরেন্স লি এবং সার হেনরি বিটন তাঁহাদের ক্ষুদ্র সৈন্য লইয়া পশ্চাতে হটিতে আরম্ভ করিলেন। সাবিনার বাম ও দক্ষিণ বাহিনী মনে করিল, তাঁহারা তাঁহাদের প্রবল প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবার উপক্রম করিতেছে। সুতরাং তাহারা তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য আরও অগ্রসর হইল। কিন্তু শত্রুসেনা পলায়ন না করিয়া সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিল। তাঁহারা স্ব স্ব স্থান ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হওয়াতে কতকটা ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল, এক্ষণে শত্রুর প্রচণ্ড প্রতাপে আরও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। এদিকে গোলন্দাজ সেনা ক্রচিয়া পরিচালিত প্রধান কটকের উপর গোলাবৃষ্টি করিয়া, অতিমাত্রায় তাহাদের ধ্বংস সাধন করিতে লাগিল। সাবিনা তাহার সেনাদলের দুর্দ্দশা দেখিয়া—তাহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িতে নিরীক্ষণ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। যে স্থানে অলিফাণ্টের তরবারি প্রহারে, কৃষকের অস্ত্রাঘাতে পক্বশস্যের মত, রক্তাক্ত নরদেহ পড়িয়া স্তূপীকৃত হইতেছিল, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া অশ্ব সঞ্চালিত করিল। সাবিনা রমণী হইলেও, রণস্থলে যে সাহস যে বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছে—অনেক পুরুষেও সে সাহস সে বীরত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। রণরঙ্গিনীর মত উগ্রচণ্ডরূপে তাঁহার দিকে সাবিনাকে প্রধাবিতা দেখিয়া, অলিফাণ্ট পুনঃপুনঃ গর্জ্জিয়া কহিলেন, "নারী অঙ্গে কেহ অস্ত্রাঘাত করিও না—পার যদি বন্দী কর।" সাবিনা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, বিপক্ষ পক্ষ মথিত করিয়া অলিফাণ্টের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার উন্নত কৃপাণ দিয়া রক্ত ঝরিতেছে—তাহার ভুজদণ্ড শোণিতাক্ত—মুখমণ্ডল রুধিরপ্লাবিত। সেই শোণিতপ্রক্ষিতমুখে মধুপ মুখ নিঃসৃত ধুমপটলের দ্বারা সমাচ্ছাদিত রণস্থলে তাহার চক্ষু তারকা বিদ্যুৎবহ্নির মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। উগ্রচণ্ডা সবেগে অশ্বচালিত করিয়া, স্বপক্ষের শায়িত শববক্ষ অশ্বপদে দলিত করিয়া অলিফাণ্টের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

বীরঙ্গনা ভ্রূকুটিল কটাক্ষে বীরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া, রোষকর্কশকণ্ঠে কহিল,—"নারীর সহিত তোমাকে অস্ত্র পরীক্ষা করিতেই হইবে।" এই বলিয়া ভামিনী সবলে অলিফাণ্টের মস্তক লক্ষ্য করিয়া এক আঘাত করিল।

অলিফাণ্ট হেলায় সে আঘাত নিবারণ করিলেন। পরক্ষণে তিনি তাহাকে হীনাস্ত্র করিয়া বন্দিনী করিয়া ফেলিতেন, কিন্তু তাঁহার অশ্বটী সহসা পাদ প্রতিহত হইয়া পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সাবিনাও সেই তুরঙ্গমের তলায় পড়িয়া চূর্ণাস্থি হইল। ঠিক সেই সময়ে রণমত্ত প্রায় পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী বিপক্ষকে বিতাড়িত করিতে করিতে সেই স্থানের উপর দিয়া চলিয়া গেল। নিমিষের মধ্যে এই ঘটনা ঘটিল—জেনারেল এই আকস্মিক দুর্দ্দৈব হইতে সুন্দরীকে রক্ষা করিবার জন্য একটী অঙ্গুলিও সঞ্চালন করিবার অবসর পাইলেন না। অশ্বারোহী দল সে স্থান ত্যাগ করিলে অলিফাণ্ট চাহিয়া দেখিলেন, ভগ্নাস্থি, চূর্ণীকৃত মস্তক, বিকৃতদেহ একটা শব পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন—কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণে পুনরায় ভীষণ রণে প্রমত্ত হইলেন।

এইবার তিনি বিপক্ষ সেনার প্রধান বাহিনীর দিকে সৈন্য চালিত করিলেন। এ দলের অধিনায়ক রথওয়েল ও ক্রচিয়া সুন্দরী। ইতিমধ্যে শত্রুসৈন্যের শবে সমরভূমি সমাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—তাহার তুলনায় তাঁহার পক্ষে ক্ষতি অতি সামান্যই হইয়াছে। প্রধান দলকে আক্রমণ করিবামাত্র রথওয়েল অশ্বচালিত করিয়া—তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

অলিফাণ্ট চীৎকার করিয়া কহিলেন,—এতক্ষণ পরে তুই মরিবার জন্য আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিস।"

রথওয়েল। না—আমি মরিতে আসি নাই—শীঘ্রই তোর দেহ ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইবে।

অলিফাণ্ট। বটে। আমার জন্যই ফাঁসিকাষ্ঠে তোকে ঝুলিতে হয় নাই কিন্তু এবার আমার হস্তেই তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

দুই জনে ভীষণ রণে প্রবৃত্ত হইলেন। রথওয়েল সাহসী এবং সিংহের মত পরাক্রমশালী কিন্তু তাহার আততায়ীর মত ধীর বা অবিচলিত নয়। তাহার মুখমণ্ডলের প্রত্যেক শিরায় তাঁহার অন্তর নিহিত ক্রোধের তীব্র

শিখা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল—কিন্তু অলিফাণ্টের মুখে সহজ শান্তভাব দৃঢ় সংকল্পতার সহিত প্রতিভাত হইতেছিল। যে স্থলে এই সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল—তাহার চারিপার্শ্বের উভয় পক্ষীয় সেনা কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধে বিরত হইয়া অনিমিষ নয়নে এই উভয় বীরের অস্ত্রচালনা সন্দর্শন করিতে লাগিল। রুচিয়াও প্রতি মুহূর্ত্ত শত্রুর পতন দর্শনাকাঙ্ক্ষায় প্রহৃষ্টান্তরে অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহাকে হতাশ হইতে হইল।

রথওয়েল আততায়ীকে মস্তক হইতে দ্বিখণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে এক ভীষণ প্রহার করিয়া কহিল,—"এই তোর শেষ।"

অলিফাণ্ট সে আঘাত নিবারণ করিয়া কহিলেন,—"শীঘ্রই তোর ভ্রম বুঝিতে পারিবি। এই আঘাতে তোর দক্ষিণ বাহু যাহা বন্দীগণকে কারাগারে টানিয়া লইয়া যাইত—ছিন্ন হইয়া পড়িবে।" তাহাই হইল। "আর এই আঘাতে তোর মুখখানা—যেখানে শয়তান তাহার পৈশাচিক নিদর্শন অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে—"

তাঁহার শেষ কথা মুখেই থাকিল। প্রথম আঘাতে তরবারি সহ দক্ষিণ বাহু দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সশব্দে ভূতলে পড়িল। দ্বিতীয় আঘাতে তাঁহার তরবারিখানা একবার বিদ্যুৎ চমকের মত চমকিয়া উঠিল। পরক্ষণে রথওয়েলের মুখ মণ্ডলের ঊর্দ্ধাংশ দক্ষিণ কর্ণের নিকট হইতে মুখ বিবরের মধ্য দিয়া, বামকর্ণ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। দুর্ব্বৃত্তের শবদেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে গড়াইয়া শোণিতাক্ত ধরণী বক্ষ চুম্বন করিল। অলিফাণ্ট সে স্থানে আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া শত্রুসেনার মধ্যস্থল লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। নায়ক হীন সেনা সহজেই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। রুচিয়া তরবারি সঞ্চালিত করিয়া তাহাদিগকে ফিরিতে আদেশ দিল—সে আজ্ঞা তাহারা অবহেলা করিল না। মুহূর্ত্তে অলিফাণ্টকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। শত শত বন্দুকের গুলি তাঁহার উপর নিক্ষিপ্ত হইল—শত শত পিস্তল তাঁহার প্রতি উদ্যত হইল কিন্তু একটী গুলিও তাঁহার দেহ স্পর্শ করিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ রুধির প্লাবিত হইয়া উঠিল—সে শোণিতধারা কিন্তু তাঁহার শরীরের নয়—তাঁহার করে নিহত তাঁহার আততায়ীর হৃদয় শোণিত।

রুচিয়া হতাশায় উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। অলিফাণ্টের নিকটবর্ত্তিনী হইবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে অশ্বচালিত করিতেছে কিন্তু কিছুতেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিতেছে না। প্রতিনিয়ত শস্যক্ষেত্রে কর্ত্তিত শস্যরাশির মত শত্রুশব পড়িয়া তাঁহার পথরুদ্ধ করিতেছে। তিনি এইভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে একদল অতি ভয়ঙ্কর লোকের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তাহারা কাসলটন সহরের মত বদমায়েস। তাহারা মরিয়া হইয়া লড়িতেছে। কারণ যুদ্ধে যদি জয় হয়,—তাহাদের সর্ব্বস্ব বজায় থাকিবে—পরাজয় হইলে সমস্তই যাইবে। তাহারা পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইতেছে—পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আক্রমণ করিতেছে। সাগর তরঙ্গ যেমন উপকূলের পাষাণময় তটে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায় এবং পুনরায় বর্দ্ধিতক্রমে নববলে বলীয়ান হইয়া আগমন করে—ইহারাও সেইরূপ পরাস্ত হইয়াও পরাভব স্বীকার করিতেছে না—নববলে দীপ্ত হইয়া পুনরায় আসিয়া আক্রমণ করিতেছে। অলিফাণ্টের তরবারি চপলা বিকাশের মত ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে—আর প্রতি আঘাতে এক দুই করিয়া আততায়ী কুল নির্ম্মূল হইতেছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুধির প্লাবিত—বারুদের ধূমে মুখমণ্ডল সমাচ্ছাদিত। অবশেষে তাঁহার সেনাদল তাঁহার সাহায্যার্থ আসিয়া উপস্থিত হইল—বিপক্ষদল তাহাদের বিক্রম সহিতে না পারিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। কিন্তু এই সময়ে রুচিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কর্কশকণ্ঠে রণ প্রার্থনা করিল। কিন্তু তাহার মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কোথা হইতে একটা গুলি আসিয়া মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া চলিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণহীন দেহযষ্টি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে গড়াইয়া ভূতলে পড়িল। সেই অবসরে অলিফাণ্ট অগ্রসর হইয়া বিপক্ষের রক্তবর্ণ পতাকা কাড়িয়া লইলেন। বিজয়ী সৈন্যের কণ্ঠোচ্চারিত আনন্দ ধ্বনিতে দিঙমণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল।

যে স্থানে এতক্ষণ বিপক্ষের শোণিতবর্ণ পতাকা উড়িতেছিল, এক্ষণে সেইস্থানে ডিউকের ধ্বজদণ্ড প্রোথিত হইল। অলিফাণ্ট এতক্ষণের পর একটু অবসর পাইয়া রণক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। তুলিয়ার সৈন্য সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেছিল—কিন্তু কামানের গোলা তাহাদের মধ্যে বৃষ্টি ধারার মত পতিত হইয়া, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। সার হেনরি বিটন ও লরেন্স লির আক্রমণে দুই পার্শ্ব ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। অলিফাণ্টের সৈন্য চালন কৌশলে, বিপক্ষদলের কামানগুলা একেবারে অকর্ম্মণ্যের ন্যায় অবস্থান করিতেছিল। কারণ তাহারা স্বপক্ষের ধ্বংস সাধন না করিয়া, বিপক্ষের কোনই অনিষ্ঠ করিতে পারিতেছিল না—স্বপক্ষ বিপক্ষ এরূপ ভাবে অবস্থিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, এক পক্ষের অনিষ্ট করিতে যাইলে, অন্য পক্ষের অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। তাহার পর তাহাদের দ্বারা বিপক্ষের গোলন্দাজ সেনারও কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না। নিশাযোগে অলিফাণ্ট তাঁহার কামান শ্রেণীর সম্মুখে যে মৃৎপ্রাচীর গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা ভেদ করিয়া, তাঁহার কামান শ্রেণীকে অকর্ম্মণ্য করিবারও তাহাদের সাধ্য ছিল না।

শত শত সেনা সমরক্ষেত্রে নিপতিত হইল—শত শত রক্তাক্ত দেহে পড়িয়া এখনও আর্ত্তনাদ করিতেছে—শত শত পলায়ন

করিয়া জীবনরক্ষা করিল কিন্তু তথাপি এখনও সমরের অবসান হইল না। তুলিয়া তাহার দলের শত সৈন্য লইয়া অগ্রবর্ত্তিনী। ভগ্নীদ্বয়ের মৃত্যু সংবাদ তাহার নিকট পঁহুছিয়াছে—তাঁহাদের শোণিতবর্ণের পতাকা ভূমিসাৎ হইয়াছে, স্বচক্ষে দেখিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া ক্রোধে উন্মাদিনীর মত উলঙ্গ অসি-করে যুদ্ধস্থলের অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। অলিফাণ্ট তাঁহার সেনানীকে উত্তেজিত করিলেন—তাহাদের বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পুনরায় তাহারা রণরঙ্গে মত্ত হইল।

উভয় পক্ষ পরস্পরকে ভীমবেগে আক্রমণ করিল। উভয় দল এত কাছাকাছি এত মেশামিশি হইয়া পড়িল যে, গোলন্দাজ সেনা আর কামান চালাইতে সাহস করিল না। একবার গুলিবৃষ্টি করিয়া বন্দুকধারীও গুলি বর্ষণে বিরত হইল। এইবার অস্ত্রে অস্ত্রে—হাতাহাতি যুদ্ধ। অলিফাণ্ট শত্রুর গুলি বৃষ্টির মধ্যদিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার প্রথম আক্রমণেই শত্রুর সজ্জিত সৈন্য প্রাচীর ভঙ্গ হইল। তিনি আশে পাশে শত্রু নিপাত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে স্যার হেনরি গিটন, লরেন্স গির দলও সেই ভাবে শত্রুসেনার উভয় পার্শ্ব বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। অলিফাণ্টের বাহুতে সহস্র মত্ত মাতঙ্গের বল—মনে অকুতো সাহস—ক্লান্তি কাহাকে বলে তিনি জানেন না। তাঁহার তরবারি তেমনই ভাবে সবলে সঞ্চালিত হইতেছে—শত্রুসৈন্য তেমনই ভাবে আশে পাশে, সম্মুখে স্তূপাকারে পড়িতেছে। জয় অলিফাণ্টের জয়। ধাও বীরবর! ঐ দেখ বিজয় লক্ষ্মী জয়মাল্য লইয়া তোমার কিরীটে পরাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন! তুমি ইহার অপেক্ষা অনেক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জয়ী হইয়াছ কিন্তু কখনও ইহার পূর্ব্বে এত অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া বহুগুণ শত্রুর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হও নাই। হে বিশ্ববিশ্রুত বীর! তোমার বীরত্বের ইতিহাসে আজ একটা প্রকাণ্ড স্মরণীয় গৌরবময় দিন!

অলিফাণ্ট ছুটিলেন। মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি অলক্ষিতে তাঁহার তরবারি মুখে আসিয়া বসিল। প্রত্যেক আঘাতে কর্ত্তিত মূল কদলি বৃক্ষের মত শত্রুসেনা তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি চতুর্দ্দিকে। এই সম্মুখের শত্রুর শির ধুলায় পড়িল—ঐ বামদিকে এক কৃপাণ উদ্যত করিলে—ঐ দক্ষিণে আর একজন! কিন্তু তাহারা কোথায়? ঐ দেখ তাহাদের প্রাণহীন মস্তক শূন্য দেহ শবের গাদায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে। অলিফাণ্ট তুমি অজেয়!

এত যে রক্তারক্তি—এত যে কাটাকাটি, তবু তিনি অচঞ্চল। তাঁহার মুখে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক উত্তেজনার লক্ষণ নাই। তাঁহার মত সর্ব্বগুণে গুণান্বিত সেনানায়ক অতি দুর্লভ। তিনি একাধারে সেনাপতি যোদ্ধা এবং বীর। যুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি প্রস্তর মূর্ত্তির মত অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট। শত্রুপক্ষ ভাবিল তিনি কেবল সৈন্য চালনাই করিবেন। কিন্তু যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল—তাঁহার আদেশ সকল যথারীতি প্রতিপালিত হইল—যখন বুঝিলেন পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হইবে—তিনি অসিকোষ মুক্ত করিয়া নির্ভীক যোদ্ধার মত ধাবিত হইলেন। সেনাপতি শুদ্ধ সৈন্য চালনা করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া প্রকৃত বীরের মত রণরঙ্গে মত্ত হইলেন। এরূপ দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তির গতিরোধ করে কাহার সাধ্য?

তুলিয়া দেখিল আর রক্ষা নাই। সেনাগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল—পলায়নপর দলকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ করিল—কিন্তু সকলই বৃথা। কে আর তাহার কথা শোনে? কে আর তাহার বিক্রম দেখিয়া হৃদয়ে সাহস বাঁধিবে। আহতের আর্ত্তনাদে—বিজয়োন্মত্ত সেনার হুঙ্কারে তাহাদের মাথা ঘুরিয়া গেল। যে হস্ত মাতঙ্গবলে অসিচালনা করিতেছিল—নিস্তেজ হইয়া আসিল—হাতের অস্ত্র ভয়ে খসিয়া পড়িল।

সমস্ত সৈন্য এইবার ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। সে সৈন্যস্রোত তুলিয়াকেও ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তুলিয়া বৃথা তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইতে চেষ্টা পাইল। অভাগিনী দেখিল সব গেল—আশাতরী অতল জলে ডুবিল। তাহার মাথার মধ্যে অগ্নিক্রীড়া উপস্থিত হইল। উন্মাদিনী অশ্ব পদাঘাতেই স্বপক্ষকেই দলিত করিতে আরম্ভ করিল। ভগ্নকায় মুমূর্ষু একজন তাহার অশ্বতলে পড়িয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার পূর্ব্বে যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ছুরিকা তুলিয়া অশ্বের উদরে এক ভীষণ আঘাত করিল। অশ্ববর যন্ত্রণায় উন্মত্ত হইয়া সেই পলায়মান দলের উপর দিয়া ঝটিকাবেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। অবশেষে রণক্ষেত্রের বাহিরে উপস্থিত হইয়া আরোহিণীকে পৃষ্ঠে লইয়া প্রান্তরের অভিমুখে ছুটিল। তুলিয়া এখনও দৃঢ়ভাবে তাহার উপর উপবিষ্টা।

সহসা অশ্ব এবং অশ্বারোহী অদৃশ্য। দূর হইতে মনে হইল যেন মেদিনী মুখব্যাদন করিয়া মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

অলিফাণ্টের একজন পার্শ্বচর অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গতায়ু অশ্ব একস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে—কিয়দ্দূরে অন্য এক স্থানে তুলিয়ার চূর্ণ বিচূর্ণ দেহ রক্তের মধ্যে লুণ্ঠিত হইতেছে।

এই প্রকারে ভগ্নীত্রয়ের বিপুলবাহিনী বিধ্বস্ত হইয়া গেল। এই প্রকারে অতি ভয়ঙ্কররূপে তাহাদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইল। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় রণস্থল একেবারে শত্রুশূন্য—অলিফাণ্ট চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১১শ বর্ষ।] ২৫শে চৈত্র, ১৩২৬ সাল। ইং ৭ই এপ্রেল, ১৯২০ সাল। [১২শ খণ্ড।

টাকা রোজগার।

ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—'অন্নপূর্ণা মা থাকিতে আমার ভাগ্যে একাদশী।'—এ কথা মিথ্যা নহে। মা আমার সত্যসত্যই অন্নপূর্ণা।—আমরা না খাইতে পাইয়া যে মরিতেছি, সে আমাদেরই দোষ। নহিলে, উপার্জ্জনের পক্ষে এমন সুবিধার স্থান আর আছে বলিয়া মনে হয় না। বিদেশী এদেশে আসিয়া যত শীঘ্র ধনী হইবার সুযোগ পায়, এদেশীয় তেমন নাই। বিকানীর, আলোয়ার ও জয়পুর প্রভৃতি দেশে মাড়োয়ারীদের অবস্থা একবার দেখিয়া আসিলেই বুঝা যায়, অর্থাগমের পথ কোথায় সুপ্রশস্ত। যে মাড়োয়ারী আজ এদেশের কল্যাণে কোটিপতি হইয়া কলিকাতাকে কিনিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, সেই মাড়োয়ারী জাতি বোম্বাই প্রদেশে গিয়া কোনও সুবিধা করিতে পারে না। সেখানে মারহাটী, ভাটিয়া ও নাখোদা-মুসলমান প্রভৃতি প্রবল। তাহারা শিক্ষিত ব্যবসায়ী;—কাজেই অশিক্ষিত মাড়োয়ারী সেখানে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আদৌ মাথা তুলিতে পারে না। অথচ সেই অশিক্ষিত মাড়োয়ারী এদেশের ব্যবসায় ক্ষেত্রে একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া বিরাজ করিতেছে। কোনও বাধা-বিঘ্ন নাই;—কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, ইহারা এখানে বসিয়া জনে জনে প্রায় কোটিপতি হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং এদেশ যে অন্নপূর্ণার দেশ এবং এদেশে অর্থোপার্জ্জনের পথ যে অতি সুগম, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখি না। আমরা যে এমন দেশের সন্তান হইয়াও দৈন্য ও অভাবের ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া মারা যাইতেছি, তাহা কেবল আমাদের অজ্ঞতারই ফল। কিসের অজ্ঞতা?—অর্থোপার্জ্জনের পথ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, টাকা রোজগার করিতে হইলে কোন্ জিনিসকে মূলধন করিয়া কোন্ পথ দিয়া কেমন ভাবে চলিতে হয়, তাহা আমরা একটুও জানি না।

এ পথের যাত্রী হইতে হইলে টাকাকে ধ্যান-জ্ঞান করিতে হয়। সর্ব্বপ্রথম ঐ টুকুরই প্রয়োজন। অর্থের প্রতি ঐ মমতা বোধ না থাকিলে বা না জন্মিলে অর্থাগমের পথ সুপ্রশস্ত হয় না। পয়সাকে যে মানুষ মন-প্রাণ ঢালিয়া খুঁজে, পয়সাও তাহাকে অনুসরণ করিয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক ব্যবসায়ীর জীবনই এ কথার প্রমাণ। অর্থের প্রতি এ ভালবাসা কিন্তু আমাদের জন্মিয়াছে বলিয়া মনে করি না। উহা জন্মিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের মোহ আমাদের মন হইতে অনেকটা কাটিয়া যাইত। আমরা তাহা হইলে আমাদের ছেলেদের ১৪।১৫ বৎসর বয়স হইতে ২০।২২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দোকান ও কারখানা প্রভৃতিতে কাজ শিখিবার জন্য ভর্ত্তি করাইয়া দিতে ইতস্ততঃ বোধ করিতাম না। যেখানে অর্থানুরাগ প্রবল, সেখানে এ সঙ্কোচ—এ ইতস্ততঃ বোধ প্রভৃতি কোনও কিছু থাকে না। ঐ অর্থানুরাগই এখন আমাদের কামনার বস্তু।

বুদ্ধির চেয়ে সততাই এখানে অধিক কার্য্যকরী। সততাই এ ক্ষেত্রের প্রধান শিক্ষা। সুতরাং আমরা যে মনে করি, বি-এ ও এম এ পাশ করিয়া, বেশী লেখা পড়া শিখিয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে ব্যবসায় বুদ্ধিতে পণ্ডিত হইয়া উঠিব, সে ধারণা নিতান্ত ভুল। এদেশে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া যাঁহারা বেশ নাম করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কেহই বিদ্যাবুদ্ধিতে বড় নহেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবসায় বুদ্ধির সহিত সম্মিলিত হইলে হয়ত তাহা সুফলপ্রসূ হইতে পারে, কিন্তু ব্যবসায়ী হইতে হইলে ব্যবসায় বুদ্ধিটা অর্জ্জন করাই—সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। অন্য সকল কাজের মত এ কাজেও সাফল্য লাভ করিতে হইলে এ কাজের শিক্ষা নবিশী করা প্রয়োজন। এই কথাটাই এক্ষেত্রে প্রথম কথা।

(কাজের লোক।)

ভারতজাত দ্রব্য।

খদির।

ইহার ইংরাজি নাম Cuch accacia, **Catichu.** বাঙ্গালায় ইহার নাম খদির বা খয়ের। খদির গাছ হিমালয়ের পশ্চিমাংশে এবং বর্ম্মায় দৃষ্ট হয়। খদির বৃক্ষ বড় হয়। তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়া বৃক্ষের ভিতরের সারাংশকে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া বড় বড় হাণ্ডার মধ্যে জল দিয়া অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করা হয়। তখন ইহা হইতে ঘনীভূত গুড়ের সিরপের মত একটা ঘন আটার মত বাহির হইতে থাকে। তাহাতে আরও জ্বাল দিয়া ঘনীভূত করা হয়, তাহার পর ঘন হইলে কাষ্ঠের কুচি গুলি ছাঁকিয়া তুলিয়া লইতে হয়, তাহার পর পুনরায় জ্বাল দিলে খুবই ঘন হইয়া যায়। তাহা শীতল এবং শুষ্ক হইলেই খয়ের প্রস্তুত হয়, যাহারা খদির প্রস্তুত করে, তাহারা বলে যে ১টন আন্দাজ কাষ্ঠ হইতে ২৫০ বা ৩০০ পাউণ্ড খদির প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। যেহেতু এই কার্য্য সাধারণ ছোট ব্যবসায়ীগণের হাতে নিহিত আছে। ১৮৯৫—৯৬ সালে বিদেশে ১৮৩৭২৯ হন্দর রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার মূল্য ২৪৬৪০৭ পাউণ্ড। তাহার পর হইতে ইহার রপ্তানি কম হইয়াছিল। খদির আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্যেই অধিক গিয়াছিল, এতদ্ভিন্ন ফ্রান্স, জর্ম্মণী এবং হল্যাণ্ডেও ইহার ক্রেতা ছিল এবং এদেশ হইতে রপ্তানী হইয়া যাইত। ১৯১৩ হইতে ভারত ও রেঙ্গুন হইতে আমদানীর পরিমাণ দেওয়া গেল।

	রপ্তানী	মূল্য
	হন্দর	পাউণ্ড
১৯১৩—১৪	৫৮৮৫৯	৬২১৬২
১৯১৪—১৫	৬২০৪১	৬০৮৪৪
১৯১৫—১৬	১৪৫৪১১	১৬১৩৩৩
১৯১৬—১৭	৬০২৯৫	৭০৯০৪
১৯১৭—১৮	৪২১৩৩	৪৪৭৫১
১৯১৮—১৯১৯	৫৬১২৫	৭৭১৮০

এই খদির রপ্তানির প্রধান বন্দর রেঙ্গুন এবং কলিকাতা, অনুপাতে আমদানীর পরিমাণ রেঙ্গুন ৯৫ কলিকাতা ৪। কলিকাতার বাজারে চলিত মণের দরে, রেঙ্গুনে চলিত হন্দর দরে বিক্রয় হয়। আমাদের বোধ হয় যুদ্ধের জন্য খদিরের রপ্তানী ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও পান খাইবার জন্য খদিরের কাটতি কম নহে। খদির বিদেশীরা রঞ্জন কার্য্যে ব্যবহৃত করিয়া থাকে। আমাদের বেণেদের দোকানে বিবিধ প্রকারের খদির দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—পাঁপরী, জনকপুরী, তিত্‌খয়ের প্রভৃতি। খদির চিকিৎসায় ঔষধ রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে খদিরের গুণ :—

কষায় তিক্ত রস, শীতল, পাচক, পিত্ত কফ নাশক, দন্তের উপকারক, কুষ্ঠ, বিসর্প, কাশ, রক্তস্রাব, শোথ, কণ্ডু ব্রণ, মেদোদোষ নাশক। খদিরের নির্য্যাস কটু তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, সংকোচক, মুখরোগ ও কণ্ঠ রোগে হিতকর।

ভারত রত্ন ভূমি এইরূপ কত যে লাভজনক দ্রব্য এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে পাঠকগণকে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

(কাজের লোক।)

THE SUN BATH.

ডাক্তার কেলগ্ বলিতেছেন যে,—"The value of sun light in the maintenance and restoration of health although well recognized is seldom made practical utility in the treatment of the disease." অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ স্বাস্থ্য রক্ষার এবং ভগ্ন স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের অতি সুপরিচিত উপায় হইলেও রোগ চিকিৎসায় কদাচিৎ ইহার প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। বাস্তবিকই তাই। সূর্য্য রশ্মি দ্বারা উৎকট পীড়া সমূহ আরোগ্য হইয়া থাকে, তাহা আমাদের আর্য্য ঋষিগণের সময় হইতে চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন রীতি পদ্ধতি অন্তর্হিত হইতেছে। সদ্যজাত শিশুকে তখন সূর্য্যকিরণে যে ফেলিয়া রাখা হইত, তাহা প্রাচীন স্বাস্থ্যবিদ্‌গণের অজ্ঞতা এবং অবিবেচনার পরিচায়ক নহে, আবশ্যকীয় বিবেচনায়। প্রসূতি এবং সদ্যজাত শিশু রৌদ্রেই তাহাদের স্বাস্থ্যলাভ করিত। সূর্য্য স্বাস্থ্যের পক্ষে এত আবশ্যকীয় এবং হিতকর বলিয়াই সূর্য্যপূজার ব্যবস্থা আর্য্য ঋষিগণ প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। উৎকট রোগ মুক্তির জন্য সূর্য্যপূজা, সূর্য্যার্ঘদান প্রভৃতির যে সকল ব্যবস্থা, তাহা ভীতিহীন কল্পনা নহে অপিচ স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম মাঙ্গলিক এবং হিতকর। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় যেন তাহা স্মরণ রাখিয়া দেন।

সূর্য্য কিরণের অভাবে প্রাণী মাত্রেরই যে কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে, সাধারণের তাহা অবিদিত নহে। রৌদ্রের অভাবে মনুষ্য, পশু, পক্ষী কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা অতি নিকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়, বিবর্ণ ও রুগ্ন হইয়া যায়। আওতা বা রৌদ্রহীন স্থানে বৃক্ষ লতাদি জন্মে না, জন্মিলে তাহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়া থাকে, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন।

সুইজারলণ্ডের আল্পস্ পর্ব্বতের গভীর উপত্যকায় যে সকল নরনারী বসতি করে, তাহাদের অবস্থা অতি কদর্য্য—প্রায় সমস্ত নরনারীই গণ্ডমালা রোগগ্রস্তা, প্রফুল্লতা-হীন, অলস এবং অকর্ম্মণ্য। এই সমুদয় গভীর উপত্যকায় সূর্য্য রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না, এই স্থানের তরু লতার ও পশু পক্ষীরও এইরূপ অবস্থা। মহিলাগণ গলগণ্ডগ্রস্তা, পঙ্গুপ্রায় বিকলাঙ্গ, সৌন্দর্য্যহীনা; পুরুষগণও তদ্রূপ, উৎসাহ এবং বিবেকবিহীন। কিন্তু তাহার কিছু উচ্চে পর্ব্বত গাত্রে যাহাদের বসবাস, তাহারা বুদ্ধিমান, রোগশূন্য, কঠোর পরিশ্রমী। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, ইহারা রৌদ্র পাইয়া অতি সবল ও সুস্থকায়

থাকে। যে কোন ব্যক্তি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, অতি অন্ধকারময় নিম্নতলে বসবাস করিলে কতদূর শারীরিক ও মানসিক অবনতি ঘটিয়া থাকে। নির্জ্জন কারাবাসীগণের অনেকেই উন্মাদ হইয়া উঠে, অনেকে যক্ষা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। রৌদ্রের উপকারিতা বহু হাঁসপাতালে বারবার পরীক্ষিত হইয়াছে—"The value of the sun-light for the sick has been amply demostrated by hospital experience which shows a much large percentage of recoveries in rooms abundantly exposed to the sun than in those excluded from its rays." অর্থাৎ হাঁসপাতালের যে সকল রোগীর গৃহ মধ্যে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিতে পারিত, তাহারা অতি শীঘ্র রোগ মুক্ত হইতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু যাহাদিগকে এই রৌদ্র হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল, তাহারা উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই।

সেইজন্য বর্ত্তমান যুগের আমাদের বাবুগণকে বলিতেছি যে, রৌদ্রে কিছু রং ময়লা হইয়া যায় বলিয়া পরিহার্য্য নহে বরং রৌদ্রের অভাবে বহু উৎকট ব্যাধি শরীরকে আক্রমণ করিয়া সমস্ত সৌন্দর্য্য পিপাসার অবসান করিয়া দিবে। প্রতিদিন কিয়ৎক্ষণ করিয়া রৌদ্র সেবন স্বাস্থ্যরক্ষার অতি প্রয়োজনীয় উপাদান।

এদেশের বহু যোগী ঋষি সূর্য্যকিরণে বসিয়া তপস্যায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে পারিতেন। এই সূর্য্য রশ্মিতে Energy অক্ষুণ্ণ থাকে। মানুষ, যাহারা সূর্য্য কিরণে থাকিতে অভ্যস্ত, তাহারা কঠোর পরিশ্রমী নীরোগ, কর্ম্মঠ। ইয়োরোপেও প্রাচীন কালে এই রৌদ্র সেবনের উপকারিতা অজ্ঞাত ছিল না। প্লুটার্ক বলিয়াছেন যে, এথেন্সের জনৈক দার্শনিক পণ্ডিত ডাইওজেনিস তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে কয়েক ঘণ্টা করিয়া সূর্য্য কিরণে বিবস্ত্র হইয়া পড়িয়া থাকিয়া তাহার নষ্টশক্তির পুনরুদ্ধার করিয়া লইতেন। এক সময় আলেকজাণ্ডার তাঁহার যদি কোন উপকার করিতে পারেন, সেই আশায় ডাইয়োজনিসের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে,পণ্ডিতবর! যদি আমার দ্বারা আপনার কোন কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তজ্জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। উত্তরে ডাইওজেনিস বলিয়াছিলেন, রাজন! কেবল আমার রৌদ্র আড়াল করিয়া ছায়া করিবেন না। "Only stand a little out of my sun"

ইহা হইতে বেশ উপলব্ধি হইবে। এই দীর্ঘজীবি প্রাচীন দার্শনিক রৌদ্র বা সূর্য্য কিরণকে কত মূল্যবান মনে করিতেন। Plini একজন ভুবন বিখ্যাত চিকিৎসক, তিনি বলেন যে, রোমানগণও সূর্য্য কিরণ সেবনে অভ্যস্ত ছিল। প্রাচীন প্লিনি এবং যুবক প্লিনি উভয়েই রৌদ্রে আহারাদির পর কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিতেন।

জনৈক ফরাসী চিকিৎসক অনেক ব্যক্তিকে, যাহারা তাহাদের শিশু এবং বালকদিগকে তাঁহার নিকট চিকিৎসিত হইতে আনিতেন, তাহাদিগকে বলিতেন যে, "Take these children to the country, feed them as well as you can, but above all, roast them—roast them in the sun" অর্থাৎ "এই সকল বালককে পল্লীগ্রামে লইয়া যাও, যতদূর পার, ভাল আহারাদি দিও। সকলের উপরে ইহাদিগকে ভাজিয়া ফেলিও—রৌদ্রে ভাজিয়া ফেলিও, এই সুচিকিৎসক শিশু চিকিৎসায় কেবল এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া অসংখ্য শিশুকে রুগ্নাবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এইরূপ অসংখ্য প্রমাণ দেখান যাইতে পারিত কিন্তু ইহাই যথেষ্ট বলিয়া বাহুল্য ভয়ে বিরত থাকিলাম। আমাদের ভদ্রলোকের সন্তান সন্ততি সর্ব্বদাই রুগ্ন, শীর্ণ, দুর্ব্বল, কিন্তু আমাদের দেশের শ্রমজীবিগণের সন্তানগণ তেমন দুর্ব্বল ও রুগ্ন নহে। তাহার কারণ, তাহারা সর্ব্বদাই মুক্ত দেহে শীত তাপ সহ্য করিয়া উন্মুক্ত বায়ুতে খেলা ধূলা করিয়া থাকে। আমরা আমাদের সন্তানদিগের গাত্রে রৌদ্র লাগিতে দিই না, অহরহঃ কাপড়ের বস্তার ন্যায় অষ্টে পৃষ্ঠে জামা কাপড় পরাইয়া গৃহ কোণে রাখিয়া থাকি, ছেলে রৌদ্রে যাইলে সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া চীৎকার করিয়া ধরিয়া আনিয়া ঘরে পুরিয়া রাখি, কিন্তু এততেও শিশুগুলি রোগের ভাণ্ডার স্বরূপ কিছু দিন থাকিয়া অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হয়।

মানব দেহ রক্ষার্থে শীতাতপ উন্মুক্ত বায়ুর একান্ত আবশ্যকতা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। * * * *

(কাজের লোক।)

ধনতৃষ্ণার পরিণাম।

বাবু প্রসন্নকুমার দত্তের নিবাস কলিকতার অন্তর্গত অখিল মিস্ত্রির লেনে। ইনি এল, এ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া পাঠ শেষ করেন এবং রিপন স্কুলে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। কয়েকজন ছাত্রকে তাহাদের বাড়ীতে পড়াইয়া ২৫।৩০ টাকা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পিতার সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে একখানি বাড়ী আছে, অবস্থাও ভাল। তিনি আরও আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য নূতন এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। শিয়ালদহ ষ্টেশনে অতি প্রত্যূষে নানাদিক হইতে বহু মৎস্যের আমদানি হয়, বহুত মৎস্যজীবী তথায় প্রতিদিন সমবেত হইয়া থাকে, প্রসন্ন কুমার প্রতিদিন শেষরাত্রে ৪ টার সময় উঠিয়া হুকা, কল্কি, টিকা, তামাক একটা থলিয়াতে পুরিয়া মাছের হাটে যাইতেন এবং তামাক সাজাইয়া জালিয়াদিগকে খাইতে দিতেন। জালিয়ারা তাঁহাকে কিছু কিছু মাছ দিত। প্রসন্নকুমার তাহা বিক্রয় করিতেন এবং যে মাছ মাটিতে পড়িয়া

থাকিত, তাহা বাটীতে আনিয়া রাঁধিতে দিতেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহার বেশ আয় হইতে লাগিল।

হাঁটুর নীচে ধুতি নামিত না, জীর্ণ মলিন জামা তাঁহার পরিধানে থাকিত; এই বেশে শিক্ষকের কাজ করা চলে না, সুতরাং তাঁহার রিপন স্কুলের চাকুরী গেল কিন্তু জালিয়াদিগকে তামাক খাওয়ান ও ছেলে পড়ান ব্যবসায় চলিতে লাগিল।

তিনি অতঃপর এক নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। গয়না বন্ধক রাখিয়া অতি বেশী সুদে টাকা ধার দিতে লাগিলেন। লোকে বলে, এইরূপে তিনি নগদে ও অলঙ্কারে ৩।৪ লক্ষ টাকা মজুত করিয়াছিলেন। টাকা ও অলঙ্কার রাখিবার জন্য লোহার সিন্দুক রাখা উচিত মনে করেন নাই। সিন্দুক কিনিতে অনেক টাকা খরচ হইবে, তাই থলিয়ার মধ্যে টাকা ও অলঙ্কার রাখিতেন।

এক দিন প্রত্যুষে ৪ ঘটিকার সময় তাঁহার নিত্য ব্যবসায় করিবার জন্য শিয়ালদহ মাছের হাটে গিয়াছিলেন। তখন ৫ জন চোর তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া ৫টা থলিয়া লইয়া প্রস্থান করে। এক একটা থলিয়াতে ১০০০ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার বা নগদ টাকা ছিল। প্রসন্নকুমার বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন ৫টা থলিয়া অপহৃত হইয়াছে। তিনি মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তারপর আর গৃহে আসেন নাই। পুলিশ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অর্থের শোকে প্রসন্ন হয় ত আত্মহত্যা করিয়াছে। পুলিশ প্রসন্নের বাড়ী খুঁজিয়া আরও ৭০ হাজার টাকা বা তন্মূল্যের অলঙ্কার পূর্ণ থলিয়া পাইয়াছে। ৭০ হাজার যাহার ঘরে মজুত, সে ৫ হাজার অপহৃত হওয়াতে জীবন ধারণ করা বৃথা মনে করিয়াছে!

যাহাদের টাকা নাই, তাহারা মনে করে, টাকাতেই সুখ। টাকাতে কি সুখ প্রসন্নকুমার তাহা দেখাইয়া গেলেন।

(কাজের লোক।)

বসন্তরোগের প্রতিষেধক।

বর্ত্তমান বৎসরে বসন্তের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হওয়াতে সকলেই আতঙ্কিত হইয়াছেন দেখিয়া সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ কলিকাতার ১৩।১ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটস্থ সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ভিষগ বাচস্পতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী এল্ সি, পি এস্ মহাশয়ের কথিত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি বসন্ত প্রতিষেধক ঔষধের বিষয় লিখিতেছি।

১। প্রত্যহ কণ্টকারীর মূল এক আনা, নিমপাতা ৫।৬টি ও গোলমরিচ তিনটি একত্র যোগে সামান্য জল সহ বাটিয়া খাইলে বসন্ত হইবার ভয় থাকে না।

২। বসন্ত রোগ প্রাদুর্ভাব সময়ে প্রত্যহ প্রাতঃকালে আধতোলা হেলেঞ্চার রস সহ আধ আনা রুদ্রাক্ষ ঘসিয়া খাইলে বসন্ত আক্রমণ করিতে পারে না।

৩। প্রত্যহ উচ্ছে করলা ভাজা বা সিদ্ধ করিয়া হউক, অভিরুচি মত প্রত্যহ ভাতের সঙ্গে খাইলে রোগ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৪। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ব্রাহ্মীশাকের রস আধ তোলা, কাঁচা হলুদের রস আধতোলা ও মধু বিশ ফোটা একত্রযোগে খাইলে বসন্ত হয় না।

৫। বাসক পাতার রস একতোলা কণ্টকারীর মূলচূর্ণ এক আনা, একত্র যোগ করিয়া খাইলে বসন্ত হয় না।

৬। কাঁচা হলুদ একভরি, ইক্ষুগুড় এক ভরি একত্রযোগে চিবাইয়া খাইলে শীতলা রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা যে কেবল বসন্ত প্রতিরোধক তাহা নহে, রক্ত পরিষ্কারক ও মেহনাশক।

৭। বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব সময়ে জ্বর হইলে বসন্তরোগ বা হামাদি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু জ্বরের প্রথম অবস্থা হইতেই মোচার রসে শ্বেতচন্দন ঘসিয়া খাইলে অথবা পুটপক্ব বাসক পাতার রস বা মধু কিম্বা জাতিপত্রের রস অর্দ্ধতোলা যষ্টীমধু চূর্ণ ⁄৹ এক আনা ইহার যে কোন একটী খাইলে বসন্ত হয় না, অধিকন্তু বসন্তের বিষ শরীরে প্রবেশ করিলেও নষ্ট করে।

৮। বসন্ত প্রদুর্ভাব সময়ে এক সিকি ওজনে কাঁটানটের শিকড় ও তিনটী গোলমরিচ একত্রযোগে বাটিয়া সপ্তাহে দুই দিন করিয়া খাইলে বসন্ত আক্রমণের ভয় থাকে না। আধারস্থ বিষ নষ্ট করে, ইহা শূল রোগেরও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ।

৯। উল্লিখিত ঔষধ বসন্ত বা হাম দেখা দেওয়ার পূর্ব্ব হইতে ব্যবহারে শরীরস্থ বিষ নষ্ট করে, বসন্তাদি আক্রমণের ভয় থাকে না, পুনঃ বসন্ত বা হাম গায়ে দেখা দেওয়ার পরও ব্যবহারে মারাত্মক ভয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

১০। কটিদেশে তামা বা হরিতকী শিকড় ধারণ করিলে, গৃহের চালে মনসার ডাল দুইটি পতাকাযুক্ত রাখিলে এবং শীতলার স্তোত্র পাঠ করিলে সে বাটীতে বসন্ত হয় না।

দারিদ্র্য-সমস্যা।

বাঙ্গলাদেশে এখন দারিদ্র্য-সমস্যা হইতেছে, সব-চেয়ে বড় সমস্যা। এ সমস্যা এদেশে অনেকদিন হইতেই আছে; কিন্তু গত যুদ্ধের পর হইতে তাহার মূর্ত্তি যেমন অধিক-স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তেমন আর কখনও হয় নাই।

সকালে সন্ধ্যায় পথে পথে ঐ যে কাতারে কাতারে কেরাণীর দল চলিয়াছে, তাহাদের মুখে-চোখে কি যে দুশ্চিন্তার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া আছে, আপনারা তাহা কি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন? ভদ্র পরিবারে তাহাদের জন্ম এবং তাহাদের অনেকেরই কপালে বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের ছাপ মারা আছে। কিন্তু বংশ-গৌরবে এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপে আত্ম-প্রসাদ লাভ করা যতটা সহজ,—অর্থলাভ করা ততটা সহজ নয়। তাহাদের জীবনেও এক-দিন "আকাশভেদী" উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু সে উচ্চাকাঙ্খা আজ "নিশার স্বপনে" পরিণত হইয়াছে।

মন-গড়া কথা বলিতেছি না,—কিন্তু স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কোন কোন কেরাণীর পরিবারে এখন একবেলার বেশী কেহ খাইতে পায় না। আমরা আর একটি পরিবারকে জানি, এক-সময়ে সে পরিবারের অবস্থা বেশ উন্নত ছিল। কিন্তু আজ সে পরিবারের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সকালে উঠিয়া মিষ্টান্নের অভাবে কি খায় জানেন?—ভাতের ফেন!

ভদ্রতার বালাই এখন এই শ্রেণীর লোকে-দের পক্ষে কাল হইয়া উঠিয়াছে। এখনকার বাজারে বিশ পচিশ ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরি করা, আর তিলে-তিলে মৃত্যুমুখে পড়া,—একই কথা। তার চেয়ে দেশে এমন অনেক কাজ আছে, যাহাতে বাবুত্বের খাতির পাওয়া যায় না, তবে প্রাণরক্ষার উপায় করা যায়। কিন্তু অত্যন্ত "ভদ্র" বাঙ্গালী প্রাণপণ করিয়া বসিয়া আছে, যাহাতে বাবুত্বের মহিমা ভুমিসাৎ হইয়া যাইবে, সেদিকে এক পা অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব—রাত্রে সূর্য্যোদয়ের মত একেবারেই অসম্ভব!

অথচ যে আমেরিকা এখন সমস্ত সভ্য দেশের আগে আগে চলিয়াছেন, মানে জ্ঞানে ধনে—সব দিকেই যে এখন অগ্রণী, সেই আমেরিকায় 'ছোট কাজ' বা 'বড়কাজ' বলিয়া কার্য্যের কোন শ্রেণী বিভাগ নাই। যে কাজ অন্যায় নয়, সে কাজ সবাই করিতে পারে—ভদ্র-অভদ্র নির্ব্বিশেষে। শুধু আমেরিকা কেন, ইংলণ্ডেও স্বাবলম্বনের জন্য কোন কাজই হীন কাজ নয়। তাহার ফলে, কত কুলি মজুর, কশাই মুচীর ছেলে আজ স্যর-ব্যারো-নেট-ব্যারন উপাধি পাইয়া কুলীন-সম্প্রদায়ে এক-একটী শিরোমণি হইয়া আছেন, তাহা আর বলা যায় না। এই সেদিন বিলাতী খবরের কাগজে পড়িলাম, সেখানে শুধু পুরুষ নয়,—অনেক গ্রাজুয়েট ভদ্রমহিলাও আজকাল অসঙ্কোচে হোটেলে, চায়ের দোকানে খানসামার কার্য্যগ্রহণ করিতেছে এবং সেজন্য সমাজে তাঁহাদের মাথা হেঁট হইয়া যাইতেছে না!

পাশ্চাত্য দেশে যে সব বাঙ্গালী যায়, তাহাদের গায়েও স্বাধীন দেশের এই অবাধ হাওয়া লাগিতে বিলম্ব হয় না। আমেরিকায় গিয়া অনেক গরিব বাঙ্গালী ছাত্র লেখাপড়ার খরচ চালাইবার জন্য যে সব কাজ করিয়া শরীর খাটাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, সে সব কাজের নাম শুনিলেও বোধ হয় এদেশের অনেক পনেরো টাকা মাহিনার 'ভদ্র' কেরাণী কাণে আঙুল দিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িবেন! কিন্তু আমেরিকায় কেহ তাহাদিগকে ঘৃণা করে না। কারণ স্বাবলম্বন সেখানকার মূলমন্ত্র। কোন বিশেষ কাজ করে বলিয়া কেহ সেখানে ঘৃণা নিন্দার পাত্র হয় না,—ঘৃণিত-নিন্দিত সেখানে অলস-নিষ্কর্ম্মার দল, বাঙ্গলার ঘরে বাইরে যাহা-দিগকে যত্র তত্র দলে দলে দেখা যায়! সেখানে যিনি কোটিপতির সন্তান, তিনিও আপিসে-কারখানায় কুলি-মজুরের সঙ্গে সমানভাবে মিলিয়া মিশিয়া হাতে নাতে কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক, কোন কাজের সঙ্গে 'ছোটত্ব' বা 'বড়ত্ব' মাখানো নাই। নিজের দোষে গুণেই মানুষ শ্রেয় বা হেয়। চোর পুরোহিত এবং সাধু মুচী,—এ দুইয়ের মধ্যে কে বেশী শ্রদ্ধার পাত্র?

যে কার্য্য সমাজ-বিধি বা সুনীতির পরি-পন্থী নয়,—সে কাজ সবাই করিতে পারে। বাঙ্গালীকে—অর্থাৎ এদেশের তথাকথিত ভদ্র বাবুদিকে এখন সর্ব্বদাই এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। পৃথিবীতে এখন যে সময় পড়িয়াছে, যে বাতাস উঠিয়াছে, যে স্রোত বহিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, যাহারা কাজকে ঘৃণা করিবে, তাহারা জীবন সংগ্রামে নিশ্চয়ই রসাতলে যাইবে,—এককথায়, তাহারা নিশ্চয়ই মরিবে!

অনাহারে-অর্দ্ধাহারে, দুঃখে দুশ্চিন্তায় আমাদের দিন কাটিয়া যাইতেছে, তবু আমরা বাবুত্বের সখের খোলস ছাড়িতে পারিতেছি না, মাথার উপরে দুঃসময়ের দুর্য্যোগ আসন্ন-প্রায়, তবু আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক-ধোয়া জল খাইয়াই শূন্য উদরকে আত্মগৌরবে স্ফীত করিয়া রাখিতেছি; আর ওদিকে ভারতের অন্য প্রান্ত হইতে মাড়োয়াড়ীরা পঙ্গপালের মত ছুটিয়া আসিতেছে এবং আমাদের চোখের উপরেই আমাদের দেশের উপরে জাঁকাইয়া বসিয়া, আমাদের দেশের টাকা হাতাইয়া আবার আমাদিগকেই তাহাদের আপিসের কেরাণীর কাজে খাটাইয়া লইতেছে। এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য সম্ভব হইল কেন? কারণ, আমাদের মত মাড়োয়াড়ীরা কাজের ভিতরে উঁচু-নীচু, ছোটবড় দুই শ্রেণী বিভাগ করে নাই। (হিন্দুস্থান।)

বিবিধ।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কথা।

শুদ্ধ রোগের অজুহাতে রাশীকৃত ঔষধ উদরসাৎ করিলেই স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এবং রোগ মুক্তির জন্য জল, বায়ু, রৌদ্রও কম আবশ্যকীয় নহে। জল বায়ুর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিতে চাহি না। কিন্তু রৌদ্র বা সূর্য্য কিরণ ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের এবং স্বাস্থ্য রক্ষার অতি অপরিহার্য্য উপকরণ।

দুগ্ধ রক্ষার উপায়।

দুগ্ধ অধিকক্ষণ থাকিলেই অম্ল হইয়া যায়। কিন্তু দুগ্ধে যদি কিঞ্চিৎ বোরাসিক এসিড (Boracic acid) মিশাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে দুগ্ধ কাটিয়া যায় না, টক্ হয়

না, এমন কি ২।০ দিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়।

শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা।

১। শিশুর ঠোঁটে ঠোঁট রাখিয়া কখনো চুমো খাইবেন না—বা আর কাহাকেও খাইতে দিবেন না।

২। বাজার হইতে কিনিয়া আনা কৃত্রিম স্তনবৃন্ত শিশুদের মুখে দিয়া কখনো তাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিবেন না। শিশুদের বাড় ইহাতে কমিয়া যায়; গঠনও খাপাপ হইবার ভয় আছে।

৩। কি দিনে, কি রাতে, একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া ঠিক নিয়ম করিয়া শিশুদিগকে দুধ খাওয়াইয়া দিবেন।

৪। প্রতি বারের আহারের পরেই বোরিক অ্যাসিড দিয়া শিশুদের মুখ ধুইয়া দেওয়া দরকার।

৫। দোল দিয়া শিশুকে ঘুম পাড়াইবেন না।

৬। শিশুর পিছনে এক হাত না রাখিয়া কখনো তাহাকে কোলে করিবেন না।

৭। যতক্ষণ পারেন,—শিশুকে খোলা বাতাসে রাখিলে শিশুর বাড় বাড়ে।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

নবতিতম পরিচ্ছেদ।

আর্ডেন ভবন।

মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের এক দিন দিনান্ত সময়ে, সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, আর্ল অব আর্ডেন দুই জন অশ্বারোহী অনুচরের সহিত ধীরে ধীরে জেমস স্কোয়ারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজে অনুমান হয়, তাঁহারা কোন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহারা আর্ডেন ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, বাড়ীর মধ্য হইতে ভৃত্যবর্গ বাহির হইয়া আসিল। আর্ল অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, বৈঠকখানার ক্লান্তভাবে একখানা কেদারায় উপবেশন করিয়া,ভৃত্যকে এক পাত্র মদ্য আনিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য সুরাপাত্র লইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলে, তিনি তাহা উদরস্থ করিয়া কতকটা বিগতক্লম হইলেন।

এই সময়ে ভাণ্ডারী তথায় উপস্থিত হইয়া, যথাযোগ্য অভিবাদনের পর জিজ্ঞাসা করিল,—"আশা করি, বিদেশে আপনার কোন কষ্ট হয় নাই?"

আর্ডেন। না—কোনই কষ্ট হয় নাই। কত দিন আমি বাড়ীছাড়া?

ভাণ্ডারী। প্রায় দুই মাস হইবে। পারিসে গিয়াছিলেন কি?

আর্ডেন। না, আমি এথন হইতে বরাবর হলণ্ডে যাই—সেথান হইতে জর্ম্মাণীতে উপস্থিত হই। ফিরিবার সময় ফরাসী রাজধানী পারিস দেখিয়া আসিব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু বিদেশের আমোদ প্রমোদ আর ভাল না লাগায় সোজাসুজি বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, বারবারা ভিলার্গের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেস্থানে অবস্থানকালে যে যৎসামান্য সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহাতে বুঝিয়াছিলেন, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ নিরাপদ—বিপদের আর কোন সম্ভাবনা নাই—তাই লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আর এক পাত্র মদ্য উদরস্থ করিয়া আর্ডেন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ দিকের সংবাদ কি বল?"

ভাণ্ডারী। বিশেষ কোন সংবাদ নাই। জমিদারী হইতে যথারীতি হিসাব পত্র এবং খাজনা আদায় হইয়া আসিতেছে।

আর্ডেন। রাজসভার সংবাদ কি? ডাচেস অব পোর্টস্‌মাউথ কি এখনও শক্তি সামর্থ্যে সর্ব্বজয়ী হইয়া আছেন? বারবারা ভিলার্গ কি এখনও রাজসভা হইতে বিতাড়িত হইয়া অবস্থান করিতেছেন?

ভাণ্ডারী। আজ্ঞা হাঁ। রাজসভার অবস্থা যেমন দেখিয়া গিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই আছে। বরং অনেকের বিশ্বাস ফরাসিনী রাজান্তঃকরণের উপর সর্ব্বাংশে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে।

আর্ডেন। বারবারা কোথায়? এখনও কি বার্কসায়ার ভবনে আছেন?

ভাণ্ডারী। আজ্ঞা হাঁ। তাঁহার ভবন এখন নিস্তব্ধ—সে রকম আর লোক জনের—

আর্ডেন। তাহা ত হইবেই। রাজসভাচারিণী কোন রমণী যখন অপদস্থা বা রাজসম্মান হইতে বঞ্চিতা হইয়া দূরে বাস করে, তখন সাধ্যসত্বে কেহই তাহার সমীপস্থ হইতে ইচ্ছা করে না। তাহার পর সেই বিশ্বাসঘাতক রামবল্ডের সংবাদ কি? তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে, না তাহার মাথাটা গিরিদুর্গের ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়াছে?

ভাণ্ডারী। না মহাশয়! দুইয়ের কিছুই হয় নাই। এখন পর্য্যন্ত বিচার আরম্ভ হয় নাই।

আর্ডেন। বল কি, এখনও বিচার আরম্ভ হয় নাই! কবে বসিবে?

ভাণ্ডারী। শুনিলাম আগামী সপ্তাহে বসিবে। আসামীর কৌন্সলি কেবল বিলম্ব করিতেছেন। অদ্য প্রাতে সংবাদ পাইলাম, মন্ত্রীরা মোকদ্দমা তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করিতে আদেশ দিয়াছেন।

আর্ডেন। এ বিষয়ে সাধারণের মতামত কি?

ভাণ্ডারী। যে সকল প্রতিকূল প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে যাঁহারাই জুরির আসন গ্রহণ করুন না কেন, পূর্ব্বাহ্ণেই রামবল্ডের দোষ সাব্যস্থ করিয়া বসিবেন। তবে যে সকল অন্ধবিশ্বাসী তাঁহার দলভুক্ত বা মতাবলম্বী, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

আর্ডেন। ঠিক বলিয়াছ। আমারও

অভিমত তাই। এই দুইমাস আমার পত্নী কি ভাবে সময়াতিবাহিত করিলেন।

ভাণ্ডারী। তাঁহার স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই—তিনি তাঁহার অধিকাংশ সময় তাঁহার নির্জ্জন কক্ষে অতিবাহিত করেন। লোকজন তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে বড় একটা কেহ আসে নাই বলিলেও চলে, তবে আজ একজন তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে—লোকটা এখনও তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেছে।

আর্ডেন। সত্য নাকি! লোকটা কে?

ভাণ্ডারী। বলিতে পারি না—কোনরূপ নাম বলে নাই।

আর্ডেন। বল কি! কোনরূপ পরিচয় না দিয়াই লোকটা কাউন্টেস—আমার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিয়া গেল? আশ্চর্য্য ঘটনা! কি বলিল সে?

ভাণ্ডারী। আপনার প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পূর্ব্বে লোকটা দালানে আসিয়া শ্রীমতী কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, লোকটা সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, আপনি কোথায় জিজ্ঞাসা করিল।

আর্ডেন। ধূর্ত্ত—বদমায়েস! তাহার পর।

ভাণ্ডারী। আমি একটু দূরে ছিলাম, অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিলাম, আজ প্রায় দুই মাস তিনি বিদেশে। আমার এই কথায় লোকটার মুখখানা যেন আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমি তাহাকে স্পষ্টতই বলিলাম কোন অপরিচিত, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে স্বামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে দিতে পারি না। লোকটা উত্তর করিল, তাহার পরিচয় পাইলেও, স্বামিনী তাহাকে চিনিতে পারিবেন না। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাহার যে বক্তব্য বা যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছে, নিবেদন করিবার অবসর পাইবে।

আর্ডেন। লোকটার আকৃতি কেমন?

ভাণ্ডারী। দীর্ঘাকৃতি, সুপুরুষ, বয়স বড় জোর ত্রিশ। দেখিয়া বোধ হইল, লোকটা বহুদূর হইতে অশ্বারোহণে আসিতেছে। আমি স্বামিনীর নিকট সংবাদ দিলে, তিনি তাহাকে লাল বৈঠকখানায় বসাইতে বলিলেন এবং অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন।

আর্ল আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি আসিয়াছি, তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠান হইয়াছে কি?"

ভাণ্ডারী। না।

আর্ডেন। আমি নিজেই উপস্থিত হইয়া সে সংবাদ দিব।

আর্ডেন দ্বিতলে উঠিয়া একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তাহার পরে লাল বৈঠকখানা। এ কক্ষের চারিদিক লাল মখমলে মণ্ডিত বলিয়া, উহা ঐ নামে অভিহিত হইয়াছিল। উভয় কক্ষের মধ্যে একটী দ্বার। সে দ্বার এখন রুদ্ধ। আর্ডেন অপর কক্ষের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য সেই রুদ্ধদ্বারের পার্শ্বে উৎকর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

তিনি শুনিতে পাইলেন তাঁহার পত্নী বলিতেছেন,—"মিষ্টার ল্যাম্বটন! তাহা হইলে, জেনারেলের আদেশ হইতেছে, অদ্য হইতে পূর্ণ এক সপ্তাহ এই পুলিন্দাটী এই ভাবেই রাখিয়া দিব—তাহার পর খুলিয়া পড়িব?"

মিষ্টার ল্যাম্বটন উত্তর করিলেন,—"হাঁ, ঐরূপই তাঁহার আদেশ। আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে—এইবার আমি বিদায় লইব।"

কাউন্টেস। যদি অনুমতি হয়, আপনার জলখাবারের বন্দোবস্ত করিয়া দিই। আপনি অনেক দূর হইতে আসিয়াছেন—পূর্ব্বেই আমার এ ব্যবস্থা করা উচিত ছিল কিন্তু আপনার মুখে সেই দুর্গের বিভীষিকাজালের কথা শুনিতে শুনিতে আমি এতদূর—

ল্যাম্বটন। সে জন্য আপনার সঙ্কুচিতা হইবার আবশ্যক নাই। আমি এখনই স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। আমি লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি—নচেৎ আমার বাড়ী যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। আমার এ কার্য্যের উপর একজনের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করিতেছে। আপনি ঐ পুলিন্দাটী যত্নপূর্ব্বক চাবির মধ্যে রক্ষা করিবেন—নির্দ্ধারিত সময়ের অন্তে খুলিয়া পাঠ করিবেন। আর ইহার মধ্যে তিনি যদি আসিয়া উপস্থিত হন, আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না।

এই বলিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। আর্ডেন অন্ধকার নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া, অতঃপর তাঁহার কি কর্ত্তব্য ভাবিতে লাগিলেন। জেনারেল অলিফাণ্ট যে ঐ পুলিন্দার প্রেরক, তাহা তিনি সহজেই অনুমান করিয়া লইলেন কিন্তু তিনি এখন কোথায়—কি উদ্দেশ্যে তিনি লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। "এ কার্য্যের উপর এক জনের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করিতেছে"—এ কে ব্যক্তি? কাহার জীবন-মৃত্যু? কলোনেল রামবল্ডের। নিশ্চয়—তাহার সহিত জেনারেল অলিফাণ্টের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে। আর্ডেনের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। অলিফাণ্টকে তাঁহার বড় ভয়। তাঁহার স্বভাব—দৃঢ়সঙ্কল্পতা—তাঁহার অপরিচিত নহে। এক্ষণে তিনি যদি রামবল্ডের জীবনরক্ষার্থ স্থিরসংকল্প হইয়া থাকেন, তাঁহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ না করিয়া কি প্রকারে সে কার্য্য সম্পন্ন করিবেন? তবে কি তিনি কোন সূত্র পাইয়াছেন? যতই তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ততই তিনি শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। বিপদের মেঘ অপসারিত হইয়াছে ভাবিয়া স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতে এ আবার কি বিপদ উপস্থিত হইল?

পাঠক বোধ হয় বিস্মৃত হ[illegible] নাই, অলিফাণ্ট

কি প্রকারে জুলিয়া মার্টনকে বিবাহ করিবার জন্য আর্ডেনকে বাধ্য করিয়াছিলেন। বিবাহের পর যতদিন অলিফান্ট লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার ভয়ে আর্ডেন পত্নীর প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিতে সাহস করেন নাই। তাঁহার আমেরিকা যাত্রার পর হইতে, আর্ডেন কথায়—কার্য্যে—ব্যবহারে—তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাংসারিক কার্য্যে গৃহিণীর যে টুকু প্রভুত্ব থাকা আবশ্যক, তাহা হইতে বঞ্চিত করিলেন। পত্নী ধীরভাবে পড়িয়া ঐই সকল দুর্ব্যবহার সহ্য করিতেন—কখনও মুখ ফুটিয়া কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন না। তবে সময়ে সময়ে তাঁহার অন্তরনিহিত বিরাগভাব বা ঘৃণা তাঁহার প্রদীপ্ত চক্ষুতারকায় বা তাঁহার মুখমণ্ডলের আরক্ত মাধুরীতে প্রকাশিত হইয়া পড়িত। তাহার পর, দুই মাস পূর্ব্বে সহসা একদিন তিনি পত্নীকে জ্ঞাপন করেন, কিছুদিনের জন্য তিনি বিদেশে যাইতেছেন। পতি পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যাইবার কোনই প্রস্তাব করিলেন না—পত্নীও স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া যাইবার কথা উত্থাপন করিলেন না। বাড়ীর দাসদাসীরা ভিতরের সংবাদ না জানিলেও, উভয়ের মধ্যে যে বেশ সদ্ভাব নাই—কর্ত্তা যে গৃহিণীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল। সেই কারণে কেহ বা তাঁহার মর্ম্মপীড়ায় সমবেদনা প্রকাশ করিত, কেহ বা কর্ত্তার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, সম্মুখে না হউক, পশ্চাতে অসম্মান প্রদর্শন করিতে সঙ্কুচিত হইত না। ভাণ্ডারী উভয়েরই মন রাখিয়া চলিত কিন্তু কর্ত্তার দেশান্তর গমনের পর হইতেই যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে।

আভ্যন্তরীণ সংবাদ যতদূর জানিলেন, তাহাতে পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন, লর্ড আর্ডেন কোন ক্রমেই পত্নীর বিশ্বাস ভাজন হইয়া তাঁহার নিকট হইতে পুলিন্দার সবিশেষ সংবাদ জানিতে পারিবেন না। বলপূর্ব্বক লইতে যাইলেও বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, কাজেই তিনি সংগোপনে সংগ্রহ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। উহার মধ্যে কি আছে, জানা তাঁহার একান্ত আবশ্যক।

বহুক্ষণ নির্জ্জনে ধীরভাবে তর্ক বিতর্কের পর, পুনরায় বিদেশে পলায়নই স্থির করিলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার তাঁহার মনে হইল, অলীক আশঙ্কার বশীভূত হইয়া সহসা কোন কার্য্য করা কর্ত্তব্য নয়। পুলিন্দার মধ্যে অন্য বিষয় কি থাকিতে পারে না? অলিফান্টের প্রত্যাগমনের কারণ আরও কিছুত হইতে পারে? সুতরাং উহার মধ্যে কি আছে, না জানিয়া সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। আর অলিফান্ট যদি রামবল্ডের রক্ষার্থই প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তবে যথাসাধ্য তাঁহার কার্য্যে বাধা দেওয়া এবং তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করাও তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। এই সকল ভাবিয়া ধীরভাবে সেই পুলিন্দাটী সর্ব্বাগ্রে হস্তগত করিতে মনস্থ করিলেন।

মিষ্টার ল্যাম্বটনের প্রস্থানের পর, আর্ডেন-পত্নীও সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। আর্ডেনও গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া বৈঠকখানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং একজন পরিচারিকাকে ডাকিয়া তাঁহার দ্বারা তাঁহার আগমন সংবাদ পত্নীর নিকট প্রেরণ করিলেন।

পতির প্রত্যাগমন সংবাদ পাইবামাত্র জুলিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাঠক সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাকে যে অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে আর তিনি জীর্ণা শীর্ণা কৃশাঙ্গী নহেন—তাঁহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য অনেকটা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। তাঁহার পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—আড়ম্বর শূন্য।

আর্ল আজ যে ভাবে, পত্নীকে সম্ভাষণ করিলেন, তাহা তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ নূতন। আজ তিনি স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য সহৃদয়তার সহিত পত্নীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জুলিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। এ আলাপ যে তাঁহার আন্তরিক নয়—কোন কার্য্য সিদ্ধির জন্য এ যে একটা অভিনব প্রতারণা তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়া, পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক হইলেন। তবে তিনি কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ সুগম করিবার জন্য আজ তাঁহার কর্ণে এই মধুধারা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তিনিও সংগোপনে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলেন।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে কি কি কথাবার্ত্তা হইল, এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বোধে আর লিপিবদ্ধ হইল না। পরে যে ঘটনা ঘটিবে তাহার বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইব।

একাধিক নবতিতম পরিচ্ছেদ।

পতি-পত্নী।

লর্ড আর্ডেনের প্রত্যাবর্ত্তনের পর ঠিক এক সপ্তাহ অতীত। সন্ধ্যা সাতটা। জুলিয়া জেনারেল অলিফান্টের পুলিন্দাটী খুলিয়া তাহার মধ্যে কি আছে, পরীক্ষা করিবার জন্য আপনার কক্ষের দ্বার রুদ্ধ—একাকিনী উপবিষ্টা। পরিচারিকাগণকে পূর্ব্বাহ্নে বিদায় দিয়াছেন—স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া আসিতে কিন্তু তাঁহাকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছে। তিনি বৈঠকখানায় বসিয়া সুরা সেবন করিতেছিলেন—জুলিয়া তাঁহার নিকটেই ছিলেন—আজ তিনি পত্নীর আলাপে এতদূর আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন যে, সহজে তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিতেছিলেন না।

এই এক সপ্তাহ আর্ডেন জুলিয়ার সহিত যতদূর সদ্ব্যবহার করিবার করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ।)

বি, সায়—আয়ুর্ব্বেদ আশ্রম।

৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, পোঃ বক্স নং ৩৪২।
কলিকাতা।

অতি সুলভে অত্যুৎকৃষ্ট সুগন্ধি তৈল প্রস্তুতের একমাত্র অত্যাশ্চর্য্য সামগ্রী

সাবধান ! ভীষণ জাল !!

কাশ্মীর-কুসুমের ভয়ানক জাল আরম্ভ হইয়াছে, ক্রয়কালীন আমাদের ট্রেড মার্ক ও নাম ঠিকানা দেখিয়া লইবেন।

KASHMIR KUSUM

রেজিষ্টারী করা ট্রেড মার্ক।

সাবধান ! ভীষণ জাল !!

কাশ্মীর-কুসুমের ভয়ানক জাল আরম্ভ হইয়াছে, ক্রয়কালীন আমাদের ট্রেড মার্ক ও নাম ঠিকানা দেখিয়া লইবেন।

কাশ্মীর কুসুম

এক টিন কাশ্মীর-কুসুমে ছয় শিশি অত্যুৎকৃষ্ট মহোপকারী তৈল প্রস্তুত হয়।

ইহা নারিকেল বা তিল তৈলের সহিত মিশাইলে তৈল সুন্দর রঙ্গে রঞ্জিত ও অপূর্ব্ব সৌগন্ধে আমোদিত হয়। বিশেষতঃ ইহাতে নানাবিধ স্নিগ্ধকর মহোপকারী মশলা মিশ্রিত থাকায়, ইহা তৈল সহ ব্যবহারে মাথা ঠাণ্ডা থাকে; মাথাঘোরা, অনিদ্রা, শিরঃপীড়া, মেহ বা পিত্তজনিত হাত পা জ্বালা, চক্ষুজ্বালা, পেট গরম হওয়া, শীঘ্র চুল পাকা, চুল উঠা, টাকপড়া, মরামাস, খুস্কি প্রভৃতি ত্বরায় নিবারিত হয়, চুলের গোড়া শক্ত হয়, চুলের চাকচিক্য বাড়ে, কেশ ঘন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিছুদিন ব্যবহার করিলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হয়। সমস্ত দিন মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও উৎসাহময় থাকে; অথচ কত সুলভ দেখুন—

৷৵০ বার আনা মূল্যের এক টিন কাশ্মীর-কুসুমে ছয় শিশি মনঃপ্রাণ তৃপ্তিকর মহোপকারী তৈল প্রস্তুত হয়। সুতরাং সাধারণের পক্ষে এমন সুবিধা আর কি আছে? মফঃস্বলের দোকানদারেরাও এই কাশ্মীর-কুসুম দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করিয়া অনায়াসে সুগন্ধি তৈলের ব্যবসা চালাইতেছেন। আবার প্রত্যেক টিনের সহিত এক শিশি মনোহর এসেন্স দেওয়া হয়। ইহা ব্যবহার করিয়া শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন ও করিতেছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সকল প্রশংসা পত্র একবার পাঠ করুন, তাহা হইলেই জানিতে পারিবেন—

কাশ্মীর-কুসুম
জগতে অতুলনীয়।

আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, আমাদের এই কাশ্মীর-কুসুম ব্যবহার করিয়া শতকরা যত অধিক লোকে প্রশংসা করিয়াছেন, এত অধিক সংখ্যক প্রশংসাপত্র আর কেহ কখন পান নাই। বস্তুতঃই এই কাশ্মীর-কুসুম জগতে অতুলনীয়। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করিতে, শিরঃপীড়া, মাথাধরা, অনিদ্রা প্রভৃতি নিবারণ করিতে, চুলবৃদ্ধি ও চুলের গোড়া শক্ত করিতে, চুলের চাকচিক্য বাড়াইতে এমন জিনিষ আর কখনও আবিষ্কৃত হয়

নাই। যিনি একবার কাশ্মীর-কুসুম ব্যবহার করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিতেছেন।

কাশ্মীর-কুসুমের

এত সুখ্যাতি কেন ?

কাশ্মীর-কুসুম যেরূপ সুলভ সাধারণের পক্ষে ইহা তেমনই মহোপকারী, সুতরাং সকলেই কাশ্মীর-কুসুমের সমাদর করিয়া থাকেন। ফলতঃ অত্যধিক মূল্যের শত শত মানজাদা সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করিয়া যেখানে কোনও উপকার পাওয়া যায় নাই, সেখানে এই সামান্য ৸৹ বার আনা মূল্যের কাশ্মীর-কুসুমে অতি সুলভে অত্যুৎকৃষ্ট ছয় শিশি তৈল প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা আশাতীত উপকার লাভ করিয়াছেন। তাই যেখানে— যে গ্রামে এই কাশ্মীর-কুসুম এক টিন মাত্রও গিয়াছে, সেখানে অধিকাংশ ব্যক্তি অন্য তৈল ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া এই কাশ্মীর-কুসুম দ্বারা অতি সুলভে অত্যুৎকৃষ্ট মহোপকারী তৈল প্রস্তুত করিয়া তাহাই নিত্য ব্যবহার করিতেছেন এবং সেই তৈলের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছেন। ফলতঃ—

এমন মহোপকারী সুলভ সামগ্রী আর দ্বিতীয় নাই।

তাই বলি—

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখিবার জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
কেশের উৎকর্ষ সাধন জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
মনের স্ফূর্ত্তিবিধান জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
মেহজনিত দুর্ব্বলতা নিবারণ জন্য
কাশ্মীর-কুসুম,
সর্ব্বপ্রকার শিরঃরোগ শান্তির জন্য
কাশ্মীর-কুসুম,
চিন্তাশীলতার সাহায্য জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
দেহের কান্তি ও লাবণ্য বৃদ্ধির জন্য
কাশ্মীর কুসুম,
চক্ষুর দীপ্তিবিধান জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
চুলউঠা, টাকপড়া, অকালপক্কতা
প্রভৃতি নিবারণের জন্য

কাশ্মীর-কুসুম ! কাশ্মীর-কুসুম !

এ হেন কাশ্মীর-কুসুম একবার ব্যবহার করুন, নিশ্চয়ই আশাতীত ফললাভে মুগ্ধ হইবেন।

তাই আবার বলি,—

ছাত্র ও শিক্ষকদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
উকিল, মোক্তার ও
বিচারকদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
চিন্তাশীল লেখক ও
পাঠকদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
পরিশ্রমী অফিসারদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,

সুধুই কি তাই—

বিলাসিনী রমণীদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
মূর্চ্ছারোগগ্রস্তা যুবতীর জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
গৃহকার্য্যে পরিশ্রান্তা গৃহিণীর জন্য
কাশ্মীর-কুসুম,
বিদ্যানুশীলনরতা বিদুষীর জন্য কাশ্মীর-কুসুম,

সাধারণ সকলেরই জন্য কাশ্মীর-কুসুম !

এ হেন কাশ্মীর-কুসুম আপনি কি ব্যবহার করিয়াছেন ? যদি না করিয়া থাকেন, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন—আশাতীত ফল পাইয়া নিশ্চয়ই প্রীত হইবেন এবং এত সুলভে এরূপ উপকারিতা ও এমন মনোহর সুবাসের জন্য চিরকাল ইহার পক্ষপাতী থাকিবেন।

কাশ্মীর-কুসুমের এই অত্যাশ্চর্য্য গুণ আছে বলিয়াই আজ কাশ্মীর-কুসুম ঘরে ঘরে সমাদৃত হইতেছে—ফলতঃ সাধারণের পক্ষে এত সুলভে এরূপ মহোপকারী অত্যুৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুতের এমন সুবিধা আর নাই। তাই হাজার হাজার সম্ভ্রান্ত লোকে মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসাবাদ করিতেছেন। এই সকল প্রশংসাপত্র কয়েকখানি মাত্র পাঠ করুন, তাহা হইলে আপনিও এই কাশ্মীর-কুসুম ব্যবহার করিতে উৎসুক হইবেন। বিশেষতঃ আপনি যদি একবার মাত্রও এই কাশ্মীর-কুসুম পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে আমরা দম্ভ করিয়া বলিতে পারি যে, নিশ্চয়ই আপনি ইহার সুখ্যাতি করিবেন এবং এই কাশ্মীর-কুসুম বার মাস ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিবেন এবং হয়ত আপনার বন্ধুবান্ধবকেও ইহা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিবেন ও অনুরোধ করিবেন। কাশ্মীর-কুসুমের প্রকৃত গুণের পরিচয় ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি জানাইব ? কাশ্মীর-কুসুম সম্বন্ধে স্বতঃ প্রদত্ত প্রকৃত প্রশংসাপত্র ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি আছে ?

কাশ্মীর-কুসুমের মূল্য—

এসেন্স সহ প্রত্যেক টিনের মূল্য ৸৹ বার আনা, মাশুলাদি ।৹ চারি আনা; একত্রে তিন টিন ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৸৹ বার আনা; ৬ টিন ৩৸৹ তিন টাকা বার আনা, মাশুলাদি ১৲ এক টাকা; ১২ টিন ৭৲ সাত টাকা, মাশুলাদি ১৷৷৹ টাকা।

বি, সায়—আয়ুর্ব্বেদ আশ্রম।
৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন,
পোঃ বক্স নং ৩৪২—কলিকাতা।

কাশ্মীর-কুসুম।

শত সহস্র প্রশংসাপত্র পাঠ করুন।

প্রসিদ্ধ সবজজ বাবু শ্যামকিশোর বসু মহাশয় ১২৯ নং লক্ষ্মীপুর ঢাকা হইতে লিখিয়াছেন—

ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে যে কাশ্মীর-কুসুম আনাইয়াছিলাম, তাহা ব্যব-

RED. NO. C 521.

১২শ বর্ষ।] ২৫শে বৈশাখ, ১৩২৭ সাল। ইং ৮ই মে, ১৯২০ সাল। [১ম খণ্ড।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

THE UNITED TRADE GAZETTE

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত নারায়ণকৃষ্ণ গোস্বামী।

৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা হইতে

শ্রীশিবশঙ্কর সাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ইউনাইটেড প্রেস।

৩৩ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

শ্রীহরিদাস চোংদার দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১, এক টাকা মাত্র।

গেজেট সংক্রান্ত নিয়মাবলী

১। এই মাসিক পত্র প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। যে মাসের কাগজ প্রকাশ্য, তৎপরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেও কাগজ না পাইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইবেন।

২। এই মাসিক পত্রের বার্ষিক মূল্য আপাততঃ ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা মাত্র। মফঃস্বলবাসীগণ মাসে মাসে দুই আনার টিকিট পাঠাইলেও প্রতি মাসেই এক কপি করিয়া কাগজ পাইবেন।

৩। ইহাতে রাজনীতি বিষয়ক কোন বিষয় লিখিত হইবে না।

৪। কোন ব্যক্তি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলে তাহা যত্নের সহিত গৃহীত হইবে; কিন্তু সেই প্রবন্ধ সম্পাদক কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৫। লেখকগণ নকল রাখিয়া প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন; কারণ উহা মনোনীত না হইলে ফেরত দিবার নিয়ম নাই।

৬। পুরাতন গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

?. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ সর্গ] ২৫শে বৈশাখ, ১৩২৭ সাল। ইং ৮ই মে, ১৯২০ সাল। [১ম খণ্ড।

নারিকেল।

নারিকেল আমাদের দেশের একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী, তাহা বোধ হয় কাহারও অজ্ঞাত নহে। কিন্তু এই নারিকেল হইতে ব্যবসায়ের হিসাবে যে কত টাকা এ দেশের আয়, তাহা হয়ত সাধারণে অনেকেই অবগত নহেন। তাই আজ আমরা পাঠকগণকে দেখাইব যে, ভারতের ইহাও একটী সম্পদ। যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছিল যে, ভারতে বৈদেশীক ব্যবসায়ীগণ যে পরিমাণ মূলধন সমগ্র জগতে রবার চাসে ন্যস্ত করিয়াছেন, একা নারিকেল হইতে ভারতের আয় প্রায় ডবল অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নারিকেলের আয় ৭০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ পনের টাকা হিঃ পাউণ্ড ধরিলে ১০৫০০০০০৲ টাকা। এই নারিকেল গাছ জাত দ্রব্য সমুহের মধ্যে ব্যবসায়ে চারি প্রকারের দ্রব্যই উল্লেখযোগ্য, এবং সেই ৪ প্রকার দ্রব্যেরই কথাই নিম্নে আলোচনা করিব। নারিকেল গাছেরও কলা গাছের ন্যায় কোন কিছু বাদ যায় না। পাতায় জ্বালন, ঘর ছাদন, পাতার কাটীতে খাংরা বা ঝাঁটা প্রস্তুত হয় এবং সমস্ত মিউনিসিপালিটিতে ও গৃহস্থের গৃহে ব্যবহৃত হয়। গুঁড়িটায় ঘরের খুঁটী প্রভৃতি এবং জ্বালানি কাষ্ঠ হয়। এ সকল তো এদেশেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু নারিকেল জাত কোন্ কোন্ দ্রব্য হইতে বাৎসরিক উপরোক্ত কোটী টাকার উপর যে আয় হয়, সেই দ্রব্য চতুষ্টয় হইতেছে, (১) তৈল, (২) কোপ্রা (৩) পুনাক (৪) নারিকেল ছোবড়া।

নারিকেল তৈলের পরিচয় অনাবশ্যক। কোপ্রা নারকেলের শুষ্ক শাঁস, পুনাক নারিকেলের তৈলকে বাহির করিয়া লওয়ার পর যে অবশিষ্টাংশ থাক্‌রী পড়িয়া থাকে, তাহা নারিকেলের খোল নামে অভিহিত। বিদেশে এই চারি প্রকারই প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। স্থানীয় ব্যবহারেও নারিকেলের যে খরচ কত, তাহারও পরিমাণ করা অসাধ্য। এ দেশের লোকে কচি ডাব নারিকেল হইতে ঝুনা পর্য্যন্ত পানীয় ও খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে এবং তাহার পরিমাণ এত প্রচুর যে, তাহার হিসাব করা দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, নারকেলের মিঠাই. সন্দেশ বাঙ্গালায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে।

যে সকল স্থানে সমভাবে বৃষ্টি হয়, এবং যে ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে গলিত উদ্ভিদাদির অস্তিত্ব থাকে, যে স্থানে জল দাঁড়াইতে পায় না, অথচ জমী সরস, সেই স্থান নারকেল গাছ জন্মাইবার স্থান। নারকেলের চাষ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করা হইয়াছে, সুতরাং এ প্রবন্ধে আর পুনরুক্তি অনাবশ্যক। সমুদ্র সন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমুহেই নারকেল অন্যান্য স্থান অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকিলেও অন্যান্য স্থানেও ইহা জন্মিয়া থাকে।

ভারতে কাথিয়াড়, কানাড়া, রত্নগিরি, বম্বের নানাস্থানে এবং মালাবার উপকূল এবং মান্দ্রাজের গোদাবরী ডেল্‌টা, ত্রিভাঙ্কুর সিংহল বর্ম্মা ত্রিবাঙ্কুরের—নানাস্থানেও নারকেল গাছ প্রচুর—জন্মিয়া থাকে।

যদি উপযুক্ত স্থানে ভাল নারকেল গাছ জন্মে, তাহাতে বৎসরে ২০০ নারকেল সাধারণ বৃক্ষেও জন্মিয়া থাকে। কোন কোন নারকেল গাছে বৎসরে ১০০০ নারকেল জন্মে, ইহাকে এদেশে হাজারী নারকেল বলিয়া থাকে। মালাবার উপকূলে এক একার জমির নারিকেল গাছে গড়ে ৪০০০ হইতে ৫০০০ ফল জন্মে, এবং তাহাতে কোপ্রা বা শুষ্ক শাঁস গড়ে ১টন পাওয়া যায়। সমগ্র মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে গড়ে ৮০০০০০০ নারকেল পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে একা মালাবার উপকূলেই অর্দ্ধেক জন্মিয়া থাকে।

নারকেলের শুষ্ক শাঁসের ব্যবসায়ী নাম কোপ্রা দেওয়া হইয়াছে এবং এই নামেই সমগ্রজগতের বাণিজ্য ক্ষেত্রে পরিচিত।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহার মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, এমন কি দ্বিগুণ হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মালাবারে কোপ্রাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট,—নারকেলের শাঁসকে সমুদ্র কূলে বালুকার উপর এবং সিমেণ্ট করা স্থানে উপরে জাল দিয়া শুষ্ক করা হইয়া থাকে।

ভারতের নারকেলের কোপ্রার কাট্‌তি যতই বেশী হউক, ইহা সিংহলের কোপ্রার সমতুল্য বলা যায় না। সিংহলের ১৯১৩ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত গড়ে ৬২৪০০ টন, তাহার মূল্য ১৫৲ হিঃ পাউণ্ডের মূল্য ধরিলে ১,২২০০০০ পাউণ্ডে ১৮৩০০০০০ টাকা।

ভারতের কোপ্রা সমগ্রজগতের সহিত তুলনায়—সপ্তম স্থান অধিকার করিতে পারে মাত্র। মালাবার হইতে রপ্তানী কোপ্রা ১৯০৮ হইতে ১৯০৯ এবং ১৯১৩ হইতে ১৯১৪, পর্য্যন্ত বিদেশে যাহা প্রকৃত রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ ৭৬২০০০ হন্দর। তৈলও প্রচুর রপ্তানী হইয়াছিল, ফলে তাহার দ্বারা মালাবারের নারকেলের অবস্থা নিতান্ত মন্দ বলা যায় না। ১৯০৮।৯ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত কত তৈল এবং কত কোপ্রা—বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল, নিম্নে তাহার একটী হিসাব দেওয়া গেল, তাহা দেখিলেই বোঝা যাইবে।

	কোপ্রা	তৈল
১৯০৮—৯	টন	গ্যালন।
	১৯৭৫৬	২৮৪৫৪০৪
,, ৯—১০	২৬৭০১	২৫২৬৩২৮
,, ১০—১১	২২৪৮১	১৯৩৪৬০৮
,, ১১—১২	৩১৮৭৬	২১৬৫১০৩
,, ১২—১৩	৩৪৩৪৯	৯৬৯৪৯৪
,, ১৩—১৪	৩৮১৯১	১০৯১৪৭৭

যুদ্ধের পূর্ব্বে ৫ বৎসর জর্ম্মাণী গড়ে শত করা ৭৩ পারসেণ্ট কোপ্রা এবং শতকরা ৩৩ পারসেণ্ট তৈল লইয়াছিল। ইহারা কোপ্রা লইয়া গিয়া হামবর্গের কল সমূহে পেশাই করিয়া তৈল বাহির করিত এবং ১৯১৩ খৃঃ একা ৩০২৩৬ মেট্রিক টন তৈল আমেরিকায় পাঠাইয়াছিল। একসময় একা জর্ম্মাণীর এক চেটে—ক্রয়ের প্রভাবে ভারতের কোপ্রার ব্যবসা পক্ষাঘাতগ্রস্ত প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ফরাসীগণ আসরে নামিয়া পড়ায় আবার কোপ্রার—ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে থাকে।

বারান্তরে আমরা এই নারকেল হইতে অন্যান্য কতপ্রকারে ভারতের আয় হইয়া থাকে, তাহা পাঠকগণকে দেখাইবার চেষ্টা করিব। উপসংহারে বক্তব্য, ভারত রত্নভূমি, এবং এই ভারতের কৃষি সম্পদের আশায় অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণের চক্ষু ভারতের উপর পড়িয়া আছে। কিন্তু ভারত তাহাদিগকে কাঁচা মাল সরবরাহ করিয়াই অনসনেও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। ইহা দেশের নিতান্ত দুরদৃষ্ট নহে কি?

কথিত আছে, কোন মুসলমান বাদসাহ বলিয়া ছিলেন যে, ভারত খোদার চক্ষে জগতের সমগ্র দেশ অপেক্ষা অতি প্রিয় দেশ তাহার সন্দেহ নাই—কারণ এই দেশবাসীর জন্য খোদা ফলের মধ্যে একখণ্ড সুস্বাদু রুটী এবং জল একত্রে সমাবেশ করিয়া দিয়াছেন। ভারত প্রকৃতই ভগবানের চক্ষে এত প্রিয় হইলেও আজ উদরান্নের জন্য লালায়িত, কাঁচা মালে আমরা যাহা পাইয়া থাকি, বিদেশীয় আমদানী সেই দ্রব্যই রূপান্তরিত হইয়া আসিলে আমরা তাহাতেই চতুর্গুণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়ি। এই জন্যই আমাদের এত দৈন্য দশা। এদেশ জাত দ্রব্যের এদেশেই সদ্ব্যবহার হইলে আমাদের এত দুর্দ্দশা কখনই হইত না। আমরা হিরার বদলে জীরা পাইয়াই কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকি। এজগতের সমস্ত ব্যবসায়ীরই সংশ্রবে আমরা অহরহই আসিয়াছি, কিন্তু ব্যবসায় বুদ্ধি লাভ করিতে পারি নাই। সামান্য শত করা ২ পারসেণ্ট সুদের জন্য আমরা ঘরের টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত, কিন্তু ব্যাঙ্ক সেই টাকা বিবিধপ্রকারে খাটাইয়া সমবায় দ্বারা প্রচুর অর্থ বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণের উন্নতি কল্পে দিয়া তাহাদের ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। সমবায় যে ব্যবসায়ের অতি আবশ্যকীয় উপকরণ, পরিতাপ—এদেশ বাসী আদৌ সেই সমবায়ের মূল্য বুঝিতে প্রস্তুত নহে সুতরাং কোন কাজই এদেশে হইতেই পারে না।

(কাজের লোক।)

চাণক্য শ্লোক।

[বিদ্যাদিত্য শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।]

আমাদের দেশে সকলেই চাণক্য শ্লোকের কথা শুনিয়াছেন। শুনাই বা বলি কেন প্রায় অনেকেরই চাণক্য শ্লোক বাল্যাবধি কণ্ঠস্থ আছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ত খুব বেশী লোকেরই থাকিত; ইদানীংও যাঁহারা ইহা অভ্যাস করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা বড় কম নহে। এই যে চাণক্য শ্লোক আবালবৃদ্ধ-বনিতা যত্নসহকারে অভ্যাস করেন, ইহা বড় কম দিনের সংগ্রহ নহে। চাণক্য পণ্ডিত প্রায় ২৪০০ চাবিবশ শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি উক্ত গ্রন্থরচনা করেন নাই। নানা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া ঐ নীতিমালা নিবদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার সংগ্রহের পর হইতে আমরা ঐ নীতিসমূহ একত্র দেখিতে পাই। পূর্ব্বেও ঐ সকল সমাজে অতিমাত্র প্রচলিত ছিল; বহুল মূলগ্রন্থের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকায় সাধারণের বোধ হয় সহজলভ্য না হওয়ায় পণ্ডিতবর চাণক্য সাধারণ্যে নীতিজ্ঞান সুগম করিবার মানসে নানা আকারে "নীতি" গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। "বৃহৎ চাণক্য" ও "লঘু চাণক্য" এদেশে সুপরিচিত। বোম্বাই, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ ও নেপাল অঞ্চলে যে "চাণক্য-নীতি-দর্পণ" প্রচলিত আছে তাহা পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত; ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে শ্লোকমালা গ্রথিত আছে। আমাদের

বাঙ্গালা দেশে যেমন একশত আটটী শ্লোকের 'চাণক্য' প্রচলিত ঐ প্রাগুক্ত গ্রন্থও হিন্দী ভাষায় দোহা ও অনুবাদের সহিত সবিশেষ প্রচলিত। নেপাল অঞ্চলের পুস্তকের দোহাগুলি অন্যত্রও দেখিতে পাই; হিন্দী ভাষানুবাদ বোম্বাই ও বারাণসী প্রভৃতি সমস্ত স্থানেরই প্রায় একরূপ। আমাদিগের বটতলার 'চাণক্য শ্লোক' শিশুবোধকের অন্তর্গত বলিয়া পূর্ব্বে বড় প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু 'কৃত্তিবাস' ও 'কাশীরাম দাসে'র রামায়ণ ও মহাভারতের মত উহার ভাষাও প্রাঞ্জল এবং প্রাচীন। ক্রমে বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায়, পাঠের সামঞ্জস্য ও পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়ায় আজ কালকার চাণক্য শ্লোক নীতিগ্রন্থ হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। বোধ হয় আমাদিগের ঐ প্রচলিত প্রাঞ্জল অনুবাদ যত প্রাচীন হিন্দীর ভাষানুবাদও তদনুরূপ; ইহা বাঙ্গালা অপেক্ষা দুরতর প্রদেশে বহু লোকের মধ্যে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে।

এই সকল চাণক্য নীতিতে কেবল মাত্র যে কয়েকটী স্থূল স্থূল সাধারণ উপদেশ মাত্র আছে তাহা নহে। ইহা রাজনীতি—নীতির শ্রেষ্ঠ ভাগ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহা কেবল মাত্র চাণক্য পণ্ডিতের স্বকপোলকল্পিত কিছু নহে, নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত। এই নীতিসার সংগ্রহ সমস্ত আর্য্যনীতির সারোদ্ধার করিয়া সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং ইহাই আবার ভবিষ্যতের সকল নীতির বীজময় মূলসূত্র। চাণক্যের সময়ে যে নীতি তদানীন্তন সমাজে বদ্ধমূল ছিল সেইগুলিকে মূলসূত্র করিয়া এই বীজ সংগৃহীত ও সমাজক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, চাণক্য তাঁহার নিজ অভিমত অর্থ সমূহই প্রকাশ করিয়াছেন; তদ্ভিতর বোধ হয় কোন কথাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। বাঙ্গালার প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তকের অনুক্রমণিকায় দেখা যায় যে, অনুবাদে বা এ দেশের প্রচলিত ১০৮টী শ্লোকের চাণক্য নীতিতে চাণক্য পণ্ডিতের সংগৃহীত সমস্ত নীতি শাস্ত্রের সমগ্রভাব প্রকাশ করায় উপহাসের আশঙ্কা আছে। এই জন্য এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নীতি নিবন্ধে রাজনীতি সমুচ্চই উক্ত হইয়াছে, এই রাজনীতিগুলি অভ্যস্ত হইলেই সমস্ত নীতি সুবিদিত হইবার সম্ভাবনা।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, রাজনীতি ত রাজার নীতি; প্রজার তাহাতে কি? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে রাজনীতিতে রাজার কোন সম্পর্ক নাই, ইহাতে রাজ শব্দ রাজার গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। রাজনীতি অর্থই শ্রেষ্ঠ নীতি। রাজদণ্ডাদি প্রভৃতি প্রয়োগে সংস্কৃত বৈয়াকরণিকেরা রাজশব্দ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। রাজা যেমন নরশ্রেষ্ঠ কিম্বা নর হইয়াও দেবত্ব বিশিষ্ট, সেইরূপ এই নীতিগুলিও আর্য্যনীতি ক্ষীরসমুদ্রের সুমথিত নবনীত—সকল নীতির সার। বাঙ্গালারও এই রকম প্রয়োগ বিরল নহে। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে 'বোম্বাই' শব্দ শ্রেষ্ঠত্ববাচক বলিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে—বোম্বাই চাদর, বোম্বাই আম, আখ ইত্যাদি। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম যে এই চাণক্য শ্লোক আমাদিগের শ্রেষ্ঠ নীতি সার—প্রাচীন শাস্ত্র হইতে সমুদ্ধৃত এবং ভবিষ্যৎ শাস্ত্রকারের বীজমন্ত্র। এই নীতি কয়েকটী না জানা থাকিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী পদ প্রার্থনা বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত চাণক্য যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার সমীচীনতা সম্বন্ধে বাদানুবাদ করা বৃথা। নিশ্চয়ই সমাজে ঐ বিষয়ের আবশ্যকতা হইয়াছিল; নতুবা অনন্ত শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া এ নীতিসুধা উদ্ধার করার অন্য কি উদ্দেশ্য ছিল? চাণক্য নিশ্চয়ই এ বিষয়ের উপযোগীতা অন্ততঃ অন্তরেও অনুভব করিয়াছিলেন এবং নানা আকারে নানা প্রকারে নানা দেশে নিজ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নানা ভাষায়ও যে ইহা বহু পূর্ব্ব কাল হইতেই বহুল ভাবে প্রচলিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান প্রদেশীয় ভাষার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; উৎকল প্রভৃতি দেশেও উড়িয়াতে নানা ভাবে এই সকল 'নীতি'র প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদিগের দেশের গ্রন্থাদির একটা ধারাবাহিক প্রচার-পদ্ধতি সর্ব্বত্র নির্ণীত হয় না। এই সকল প্রচারক্রম বিচারের ব্যবস্থা অতি পূর্ব্বে এমন কি ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ছিল। মহাভারতের অনুক্রমণিকাতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মূলের সঙ্গেই গ্রন্থ প্রচারের ঐতিহাসিক তথ্য সংশ্লিষ্ট থাকিত। দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে, গন্ধর্ব্বলোকে ও ঋষি-সমাজে মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাগ প্রচারিত হইয়াছিল; এবং সেই সকল প্রাচীন ইতিহাস সকলে জানিতেন না; যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা বিদ্বজ্জন মণ্ডলীতে উহা কীর্ত্তন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

একটী আধুনিক দৃষ্টান্ত দিলেই সহজে বুঝা যাইবে যে, সময়ে সময়ে এই রকম সংগ্রহ গ্রন্থের নিতান্ত আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়। হয় সমাজ ও সামাজিকগণ ইহা চায়; নতুবা কোন লোকাতীত শক্তিসম্পন্ন সামাজিক পুরুষ ইহার আশু আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়া লোকের সম্মুখে ধরিয়া দেন। এই যে দুই শত বৎসর ইংরাজের অধিকারে এতদ্দেশের শিক্ষা দীক্ষায় সমাজ ও সামাজিকের হুলস্থূল পড়িয়াছে বলিয়া আন্দোলন হইতেছে, এতদ্দেশের প্রাচীনতম ইতিহাসে ইহা নগণ্য বলিয়া প্রতীতি হয়। কত দুই শত চলিয়া গিয়াছে, কত পরাধিকার, পরানুগত্য ও পরসেবা এদেশের ভাগ্যলক্ষ্মীকে আপন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছে তাহা সূক্ষ্ম ভাবে অতীতের অঙ্কে একবার দৃষ্টি করিলেই সহজে

বোধগম্য হইয়া যায়। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই বাঙ্গালাতেই প্রাচীন ও আধুনিক ভাবের প্রভাব সংঘর্ষ বড় কম হয় নাই। লিখিত 'আদর্শ' এবং 'নূতন ও পুরাতন' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে উহার সারভাগ আলোচিত হইয়াছে। কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুচিন্তিত সারগর্ভ প্রবন্ধমালায় ও বক্তৃতাবলীতে এই দুইশত বৎসরের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে সমাজের বাহ্যিক প্রকৃতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকগণের স্বার্থ-তামূলক অবস্থাভেদ ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা কোন বিশেষ নীতি বা ব্যবস্থা প্রণোদিত নহে বলিয়াই বোধ হয়। ইতিমধ্যেই দেখা যাইতেছে যে, ঐ সকল সাময়িক অবস্থা ক্ষিপ্রতর গতিতে পরিবর্ত্তনের আশ্রয়ে নিত্য নিত্য নূতন ভাব ধারণ করিয়া কতই না কলেবর গ্রহণ করিতেছে। শ্রুতি ও স্মৃতির প্রাচীন পন্থা সকল পুরাণ ও ইতিহাসের উন্মেষে যে ভাবে সুগঠিত হইয়াছিল তাহার মূলতঃ কোন পরিবর্ত্তনই ঘটে নাই; তবে আজ কালকার সভ্যতানুমোদিত সমাজের অঙ্গে যে ভাবে ক্ষত দোষ নিরীক্ষণ করা যাইতেছে তাহাতে সমাজের উত্তমাঙ্গের কিছুই হয় নাই; অঙ্গবিকারের প্রতীকার সহজেই হইতে পারে। তবে বিকারের প্রাবল্য ও ব্যাপকতার সম্ভাবনা দেখিয়াই পূজ্যপাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুজাতির অস্তিত্ব লোপের আশঙ্কা করেন। আমাদিগের কিন্তু এক একবার মনে হয় যে তিনি যে অবস্থাকে জাতিত্ব লোপের অনুকূল বিবেচনা করেন, সেই অবস্থাটী দোষজ প্রকোপের প্রতীকার ছলে জাতিত্ব বন্ধনের বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম গঠনের ভিত্তি দৃঢ়ীকরণ মাত্র। হিন্দুর সমাজে এখনও এমন কোন কর্ম্মজ অসাধ্য পাপরোগের প্রকট আবির্ভাব দেখা যায় নাই। রোগ দুই রকমে হয় বলিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে,—দোষে শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সাময়িক বিকারে এবং কর্ম্মে, বহুকাল অনাচার বা দেহ রক্ষার প্রতিকূল ক্রিয়া সমষ্টিতে। প্রথমোক্ত ব্যাধি সহজসাধ্য, অপরটী দুঃসাধ্য বা সাধ্য হইলেও কালসাপেক্ষ। সমাজের অঙ্গে যদি কোন দোষজ ব্যাধি হয় তবে তাহাকে সমাজের অস্তিত্বের লোপমূলক বলিয়া আশঙ্কা করা ঠিক নহে; তাহার প্রতীকার সাধ্যতার বিষয় চিন্তা করা উচিত। এই প্রকার দোষক্ষালনের আবশ্যকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই দূরদর্শী মনীষিগণ মধ্যে মধ্যে সমাজের মূল ভিত্তির গঠন প্রণালীর ক্রম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন এবং অঙ্গুলী হেলনে সামাজিকের জ্ঞাতব্য মূল নীতিগুলির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া দেন। কাজেই এইরূপ মূল নীতিগুলি দেশ কাল পাত্র ভেদে নানা রকমে আন্দোলিত হইয়া থাকে; তাহাদিগের সংখ্যা বা সারবত্তার বেশী পার্থক্য না থাকিলেও সুদূর অতীত কৌটিল্যের কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সমাজের তাহাতে সারগ্রাহিতা অব্যাহত আছে। সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে কোন না কোন আবশ্যকতার ফলে কুটিল নীতিপরায়ণ চাণক্যের শ্লোক সমাজে চলিয়াছিল; আবার তদনুরূপ কোন না কোন কারণের অপেক্ষায় মহামতি ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত 'হিন্দুকণ্ঠহার' মুদ্রিত হইয়া স্বল্প মূল্যে দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতেছে। উভয়েরই হিন্দুর স্বাস্থ্য, সদাচার, সৌহার্দ্দ্য, কর্ম্মোত্তম, দয়া দাক্ষিণ্য সদ্গুণ শিষ্টাচার, সংসার ও সমাজ প্রভৃতি মূল সূত্র প্রকটিত হইয়াছে। যদি হিন্দুজাতির অস্তিত্ব আশঙ্কাই করিতে হয় তবে একবার এইগুলির প্রতি দৃষ্টি করিয়া আশঙ্কা পোষণ বা শোষণ করাই শ্রেয়ঃ। বনলতা বা উদ্যানব্রততির পত্র পুষ্প সম্ভার হইতে আরম্ভ করিয়া 'বিদুর পর্ব্বতের অবিদূরে' বা তাম্রপর্ণী সঙ্গমে মণিমুক্তা প্রবালের বাহুল্য সত্ত্বেও এদেশের অঙ্গে সাংঘাতিক দোষজ ক্ষতে বিকৃতি প্রাপ্ত বা নিরাভরণ থাকিবে এ কল্পনাও বিসদৃশ। সেই মুক্তা রত্ন চারিদিকে ছড়াইয়া আছে, সূচী সূত্র সহকারে মালা গাঁথিবার লোকও বিরল নহে, তবে কণ্ঠাভরণের অসদ্ভাব বা অনাদর কেন? এক জনেই ত দশ জনের পথ দেখাইয়া দেয়, শত সহস্র, লক্ষ কোটি তাহার অনুগমন করে। কবিই ত বলিয়াছেন:—

"একের মঙ্গলে এ মহীমণ্ডলে
কত লোক হয় মঙ্গলময়;
করে এক জন বৃক্ষের রোপণ
ছায়ায় পথিক শত শত রয়।"

—'পূর্ণচন্দ্র'।

(অর্চ্চনা।)

পিউমার প্রেম।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

আলিপুরের পশুশালায় সিংহ ও চিতাবাঘের কামরার মাঝের ঘরে ছোট ছোট সিংহীর মত দুইটি মাংসাশী পশু আছে। ইহাদের বর্ণ প্রায় সিংহীর বর্ণের মত—হৃষ্টপুষ্ট জীব—তবে ইহাদের দেহে বা হাবভাবে সিংহের সে প্রভা নাই। নির্ভীক কটাক্ষ, রাজপুত্রের হাবভাব, সুঠাম দেহ, মাংসপেশীর দৃঢ়তা, গম্ভীর গর্জ্জন, ক্ষীণ কটিদেশ সিংহকে পশুরাজ উপাধি মণ্ডিত করিয়াছে। আমি যে পশুর কথা বলিতেছি, তাহার কেশরীর বর্ণ ব্যতীত পশুরাজের অন্য কোন গুণ নাই। ইহার নাম পিউমা—নিবাস উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা। অবশ্য সিংহের সহিত ইহার কুলগত সাদৃশ্য আছে—কারণ সিংহ, ব্যাঘ্র, জেগুয়ার, পিউমা ও মার্জ্জার সবাই বিড়াল-বংশীয়। মোটামুটি বিড়াল জাতীয় মাংসাশী চিনিবার একটা খুব সহজ উপায় আছে। ইহাদের নখের অনেকটা অংশ পায়ের থাবার ভিতর লুক্কায়িত থাকে—ইহারা যখন থাবা প্রসার করে, তখন নখ বাহির হয়। পিউমার পায়ের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়ালের মত ইহাদেরও নখগুলা

ঐ সঙ্কোচ-প্রসার নিয়মের বশীভূত। এই সব কারণে কেহ কেহ পিউমাকে আমেরিকার সিংহ বলে। কিন্তু উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহারা রাজবংশীয় হিংস্রক নয়।

আমেরিকার ব্যাঘ্রকুলের প্রধান জীব জেগুয়ার। ইহাদের গাত্রে বেশ সুন্দর গোল গোল কালো ছাপ আছে—আমাদের চিতাবাঘের ছাপের মত নয়, জেগুয়ারের চক্রগুলা বেশ রেখাবদ্ধ। আলিপুরে বর্দ্ধমান হাউসে এবং ছোট হিংস্রকের ঘরে জেগুয়ার আছে। ইহাদের শরীর লম্বা, পাগুলা আমাদের চিতাবাঘের অপেক্ষা ছোট। আমেরিকার একই বনে জেগুয়ার, পিউমা ও ভালুক থাকে—কাজেই ইহাদের মধ্যে বৈরীভাব সদাই বিদ্যমান। সমব্যবসায়ী দুই জনের দোকান পাশাপাশি থাকিলে যেমন একজন মনে করে অপরে তাহার সমস্ত খরিদদারগুলাকে হস্তগত করিবে, জীব জন্তুর মধ্যেও যাহাদের আহার্য্য এক, তাহাদের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। পিউমা অপেক্ষা জেগুয়ার বলিষ্ঠ, এবং জেগুয়ার গাছে চড়িতে পারে। এই দুইটা সুবিধার বিপক্ষে প্রকৃতি পিউমাকে একটা সুবিধা দিয়াছেন—ক্ষিপ্রকারিতা। পিউমা খুব ক্ষিপ্রকারী, খুব সবল, খুব চনমনে। আমি বহুদিন পূর্ব্বে ছয় ফুট ৩ ইঞ্চি একজন শিখের সহিত পাঁচ ফুট আড়াই ইঞ্চি লম্বা একজন গুর্খার লড়াই দেখিয়াছিলাম। লাফাইয়া লাফাইয়া চন্ বন্ তড় বড় করিয়া গুর্খা সিপাহী শিখ্ পালোয়ানের দফা রফা করিয়াছিল। পিউমা-জেগুয়ারের কলহে পিউমা তড়বড় করিয়া লাফাইয়া জেগুয়ারের পৃষ্ঠের উপর চড়িয়া নখের দ্বারা তাহাকে এমন আঁচড় মারে যে, জেগুয়ার অচিরে রণে ভঙ্গ দিয়া পালায়।

জেগুয়ার যেমন মানুষের শত্রু, পিউমা নাকি তেমন মানুষের শত্রু নয়। মানুষ দেখিলে সে পলাইয়া যায় অথচ দূর হইতে মানুষ দেখিতে সে ভালবাসে। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল প্রভৃতি রাজ্য এখনও অরণ্য আছে। এই সকল অরণ্যে যে সব লোক কাঠ কাটিতে বা মৌচাক ভাঙ্গিতে যায় পিউমা তাহাদের দেখে, আক্রমণ করে না। ঐ সব দেশে অনেকে সখ করিয়া পিউমা পোষে। দক্ষিণ আমেরিকার লোকে ইহার নাম দিয়াছে El amigo del hombre বা "মানুষের মিত্র"।

দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বদন্তী এই যে, পিউমা মানুষকে তো মারে না বরং অপর হিংস্রকের আক্রমণ হইতে সে মানবকে রক্ষা করে। এ বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ফিরিঙ্গি বা গৌকো জাতির মধ্যে অনেক গল্প আছে। যে সকল প্রাণীতত্ত্ববিদ্ সেগুলিকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এগুলিকে সত্যমূলক বলিয়াই মনে করেন।

একবার দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যে একটি গৌকো শিকার করিবার সময় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যায়। আমেরিকার এই সব অরণ্যের নাম প্যাম্পাস। প্যামপাসের ভীষণ নির্জ্জনতা অশ্বের প্রাণে ভীতি সঞ্চার করিল—সে শিকারীকে বনের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া চম্পট দিল। সেই পিউমা-জেগুয়ার-ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রসমাকুল গহন বনে পড়িয়া বেচারা "ত্রাহি মধুসূদন" জপিতে লাগিল। রজনী আসিল—রজনীর সহিত তাহার ভয়াবহ সাথী-সহচরীর দলও শিকারীর মনে ভীষণ ভয়ের সঞ্চার করিল। প্রতি পাখীর ডাকে পাতার খড় খড় শব্দে তাহার আত্মারাম খাঁচা ছাড়িবার উপক্রম করিতে লাগিল। এমন সময় সত্যই যম আসিল—ধীর পদবিক্ষেপে, চুপি চুপি খস্ খস্ শব্দ করিতে করিতে। গৌকো গন্ধ পাইল শার্দ্দূলের, অন্ধকারে দুইটা চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। স্থিরদৃষ্টিতে সে চাহিয়া দেখিল হরিদ্রা গাত্রে কালো চক্র। তাহার শোণিত পিপাসা মিটাইতে আসিতেছে কালান্তক দূত—জেগুয়ার। "হাঃ বিশুখৃষ্ট! হাঃ ভগবান্!" বেচারা প্রভুর নাম স্মরণ করিল।

এমন সময় কাহার দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল? কে লাফাইতে লাফাইতে আসিল? ঐ যে দুইটা জ্বলন্ত চক্ষু। হরিদ্রাভ বর্ণ—পিউমা। পিউমা লাফাইয়া জেগুয়ার পৃষ্ঠে চড়িল। বিড়ালের নখের দ্বারা তাহাকে আঁচড়াইল। জেগুয়ারটা গর্জ্জন করিয়া গৌকোকে ছাড়িয়া অশিষ্ট পিউমাকে শিষ্টাচার শিখাইতে বদ্ধপরিকর হইল।

পিউমা আর জেগুয়ারে সারারাত সংগ্রাম চলিল। গৌকো অন্ধকারে দেখিতে পায় না। শব্দ অনুমানে বোঝে সমরফল। রক্তমুখ জেগুয়ার তাহার দিকে আসিতে চায়, পিউমা আসিতে দেয় না। মাঝে মাঝে জেগুয়ারের বিজয় চীৎকার উঠে, তখন গৌকোর প্রাণ দমিয়া যায়, আবার পরক্ষণে শোনা যায় পিউমার গর্জ্জন—বিজয়ীর হুঙ্কার। আহা কি মধুর স্বর! তাহার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর তো এত ললিত নয়। তাহার পুত্র কন্যার স্নেহের কথা তো এত প্রাণস্পর্শী নয়। অবস্থার দাস মানুষ সারারাত সে পিউমার বিজয় কামনা করিল। শেষে পূর্ব্ব দিক রাঙ্গাইয়া সোনার থাল অরুণ উদিল। নিশাচর দুইটা পলাইল। গৌকো দেখিল জেগুয়ারের সারা অঙ্গে হিংসা মাখানো আর পিউমা—তাহার জীবনদাতা দেবদূত, বদনে প্রসন্ন ভাব, দেহে স্বর্গের সুষমা। উভয়ে দুই পথে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল। বিজয়লক্ষ্মী কাহারও গলে বরমাল্য দেয় নাই—তবে উভয়ের দেহ ক্ষত বিক্ষত।

আর একটি গল্প বলিব। এ গল্পটি আরজেন-টাইন প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে সংবদ্ধ আছে। এ ১৫৩৬ সালের কথা। তখন এই রাজ্যের রাজধানী বুনাস আয়ার্স একটি ছোট সহর ছিল মাত্র। ইহাতে মুষ্টিমেয় স্পেনের সৈন্য থাকিত। সহরটিকে আমেরিকার আদিম নিবাসী লালইণ্ডিয়ানগণ অবরোধ করিয়াছিল। সহরে আহার্য্য ছিল না। অনশনে, অর্দ্ধাশনে পালে পালে লোক মরিতেছিল।

সহরের অব্যবহিত বাহিরের প্রাঙ্গণে মৃত দেহগুলা ছোট খাদে জমিয়া ভীষণ পূতিগন্ধের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই পূতিগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া রাশি রাশি মাংসাশী জীব আসিয়া নগর বেষ্টন করিয়া আরও ভীতির উদ্ভব করিয়াছিল।

অনেকে পেটের দায়ে, প্রাণের দায়ে সহর ছাড়িয়া পলাইতেছিল—যখন রামে মারিলে মরিবে, রাবণে মারিলেও প্রাণ যাইবে, তখন একবার বাহিরে যাইতে দোষ কি? এই রকম চিন্তায় বশীভূত হইয়া মনিদোনেদা নাম্নী এক সুন্দরী কুমারীও মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া গহন প্রান্তরের মৃত্যুভয়ের মধ্যে জীবন লভিতে ছুটিল। কিন্তু সুন্দরীকে অধিক দূর যাইতে হইল না—একদল লাল-ইণ্ডিয়ান তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকের দল তাহাদের যতই অসভ্য বলুক, বাস্তবিক তো তাহারা দয়া মায়া বর্জ্জিত নয়। কাজেই কুমারীকে তাহারা গিলিয়া খাইল না বা তাহার মাথার খুলি উড়াইয়া দিল না। তাহাদের দলের একজন প্রবীণ তাহাকে কন্যা-নির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিল।

এদিকে সমরানল একটু প্রশমিত হইল। গবর্ণর রুজ মুক্তি-মুদ্রা দিয়া অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ বন্দীর সঙ্গে মনিদোনেদাকে উদ্ধার করিয়া আনিল। কিন্তু দেশে ফেরার আনন্দে কি লাল-ইণ্ডিয়ানদের আদর যত্ন ভুলিতে পারা যায়? কুমারী তাহাদের আতিথেয়তার কথায়, তাহাদের মহানুভবতার গল্পে সহর ছাইয়া ফেলিল। কথাটা টিকটিকির আগ্রহাতিশয্যে রুজের কানে গেল। তাহার আর সন্দেহ রহিল না যে, সুন্দরী বিশ্বাস-ঘাতিনী; সে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে অভিযুক্তা হইল। সি আই ডি সাক্ষ্য দিল কি না জানি না। রুজ আজ্ঞা দিল—"পাপীয়সীকে বনের মধ্যে একটা বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখ—বাকী ব্যবস্থাটুকু হিংস্রকে করিবে।" বলা বাহুল্য রুজের আজ্ঞায় সেই সুকুমারীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাজদূতেরা গহন বনে একটা গাছে বাঁধিয়া রাখিল।

রাত্রে যুবতীর মনে কি ভাব উঠিয়াছিল, ইতিবৃত্তকার সে কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিন দিন পরে গবর্ণর লোক পাঠাইল মনিদোনেদারের সংবাদ আনিতে। দূত আসিয়া বলিল—সুন্দরী জীবিতা আছে, প্রসন্নমুখে তাহাকে এক অপরূপ গল্প শুনাইয়াছে। নগরবাসীদের দারুণ কুতুহল হইল, তাহার মুখে সে কাহিনী শুনিবার। রুজের আজ্ঞায় সে শৃঙ্খল মুক্ত হইল, আবার যুবতী মাতৃ-ভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

"একি কাণ্ড! কেমন করিয়া অক্ষত রহিলে? হ্যাঁ গায়ে তো একটু ক্ষত নাই। ব্যাপার কি?"

যুবতী প্রশ্নের উত্তর দিল, বলিল—"ভগবান নিরাশ্রয়া দেখিয়া আমার রক্ষার জন্য একটি পিউমা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে দিনরাত আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত—কোনও হিংস্রককে আমার ত্রিসীমায় আসিতে দিত না। সে সবার সঙ্গে লড়িত। আহা! তাহার কি প্রেম! কি অনুরাগ! আমার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার আশা মিটিত না। অতৃপ্ত নয়নে সে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত।"

পিউমার মনুষ্য-প্রীতির গল্প অনেক শুনা যায়। সত্যই তাহারা মানুষের ক্ষতি করে না।

(অর্চ্চনা।)

বিবিধ।

"A slothfulman is begger's brother" অলস ব্যক্তি ভিক্ষুকের সহোদর, অলসের লক্ষ্মীশ্রী হয় না।

১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে ফসফরাস আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে ছেড়া নেকড়া হইতে সর্ব্বপ্রথম কাগজ প্রস্তুত হয়।

কলোঙ্গ নগরে জনৈক (Monk) খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে বারুদ প্রস্তুত হইয়াছিল।

---

২১৭ সালে সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে মদ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

---

২৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে রেশম আনীত হইয়াছিল।

১৩৮০ খৃষ্টাব্দে প্রথম ফটকিরি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

২৩০০ গুটিপোকায় ১ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন করে।

গড়ে মানুষের মস্তিষ্ক ৩॥০ পাউণ্ড এবং স্ত্রীলোকের ২ পাউণ্ড ১১ আউন্স।

The best Physicians are Dr. Diet, Dr. Quiet and Dr. Nerrymau" খুব ভাল চিকিৎসক হচ্চে, ডাক্তার সুখাদ্য, ডাক্তার শান্ত-প্রকৃতি, ডাক্তার সদানন্দ। ভাল খাদ্য, ভাল স্বভাব, মনে শান্তি থাকলে আবার রোগের ভয় কি? ওষুধ খেলেই জীবন রক্ষা করা যায় না। বুঝেছ?

কেমন করিয়া স্মেলিং বোতল প্রস্তুত করিতে হয়।

Sal Ammoniac ... ½ ounce.
Unslackd Lime ½ ,,
(পাথুরে আফোটা চুন)

দুইটীকে পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া তাহার পর মিশ্রিত করিয়া একটী ১ আউন্স গ্লাস ষ্টপার্ড শিশিতে পুরিয়া তাহাতে এসেন্স অফ

বারগামট ৩।৪ ফোঁটা দিয়া ছিপি বন্ধ করিয়া রাখ। মাথা ধরিলে বা হিষ্টিরিয়ার মূর্চ্ছা অপ নোদনের জন্য ইহা শুঁকাইলে মাথা ধরা ও মূর্চ্ছা ছাড়িয়া যায়। "স্মেলিং সল্ট" বিলাত আমদানী বাজারে পাওয়া যায়। এদেশেও ইহা প্রস্তুত করিয়া, সুন্দর লেবেল দিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। আজকাল দেশী স্মেলিং সল্টও বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। বিলাতী দ্রব্যের অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় অনেকে ঘরে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেছেন। ইহাও এখন বাঙ্গালীর ঘরে প্রায় সকলেই ব্যবহার করিতেছেন। যেহেতুক সাহেবরা ব্যবহার করেন। সুতরাং আমাদের এটা না হইলে আর চলিতেছে কৈ।

(কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পরন)

রাই-হাউস প্লট।

প্রত্যেক কার্য্যে দেখাইয়াছেন, যত-টুকু সময় তাঁহার সহবাসে অতিবাহিত হই-য়াছে, ততটুকু সময়ই তিনি আনন্দানুভব করিয়াছেন—যখনই তিনি তাঁহার সঙ্গ বিচ্যুত হইয়াছেন, তখনই তাঁহার মুখমণ্ডলে অস্বচ্ছন্দ-তার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। জুলিয়া যেই বড়ই চতুরা তাই, নচেৎ অনভিজ্ঞা অপরা কোন রমণী হইলে, নিশ্চয়ই এই বিতংশে বিজড়িতা হইয়া পড়িতেন। বহুবার প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহার নির্ম্মম ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভবি-ষ্যতে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বাংশে সুখিনী করিবার জন্যও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন কিন্তু জুলিয়া ভুলিবার পাত্রী নহেন—তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এই সকল মধুময় আচরণের অন্তরালে নিশ্চয়ই কোন গূঢ়াভিসন্ধির বিষাক্ত ছুরিকা নিহিত আছে। নানাকারণে তিনি অনুমান করিয়া লইলেন, অলিফাণ্টের সেই পুলিন্দাই এই সকল আদর আপ্যায়নের মূলী-ভূত কারণ। তাঁহার এরূপ অনুমান করি-বার হেতু যথেষ্ট ছিল। কারণ একদিন কথায় কথায় তিনি মিষ্টার ল্যাম্বটন নামক কোন লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া-ছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। আর একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার মধ্যে জেনারেল অলিফাণ্টের কোন সংবাদ তিনি পাইয়াছেন কি না। জুলিয়া প্রথমোক্তের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির সংবাদ পাইয়া-ছেন স্বীকার করিলেন মাত্র কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। এই সকল কারণে তিনি বুঝিয়া লই-লেন, কোন না কোন উপায়ে তাঁহার স্বামী পুলিন্দার বিষয় অবগত হইয়াছেন কিন্তু কি প্রকারে জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। লর্ড আর্ডেন সেই পুলিন্দাটী সংগ্রহের চেষ্টায় ফিরিতেছেন বুঝিতে পারিয়া তিনি সেটীকে বাক্সের মধ্যেও রাখিতে আর সাহস করিলেন না—আজ দুই তিন দিন হইতে সর্ব্বদা নিজের নিকটে রক্ষা করিতেছেন।

অদ্য সপ্তাহ পূর্ণ। কক্ষে টেবিলের উপর আলোক জ্বলিতেছে। জুলিয়া পুলিন্দার শীলমোহর ভাঙ্গিয়া, উহার মধ্যে কি আছে, পরীক্ষা করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে কে তাঁহার কক্ষদ্বারে করাঘাত করিল। তিবি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে?"

আর্ডেন উত্তর করিলেন,—"আমি। দরজা খোল। তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।"

জুলিয়া ভাবিলেন, আর্ডেন যে উপায়ে পুলিন্দার অস্তিত্ব অবগত হইয়াছেন, সেই উপায়ে নিশ্চিয়ই তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন, কখন্ উহা খুলিয়া পরীক্ষা করা হইবে। তাঁহার অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, তিনি উহার মধ্যে কি লিখিত আছে জানি-বার উদ্দেশ্যেই আসিতেছেন। তাঁহার কক্ষ বাটীর যে অংশে অবস্থিত, সে স্থান হইতে দাসদাসীদের থাকিবার স্থান অনেক দূরে। স্বামীর উপর তাঁহার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই। যদি তিনি বল প্রয়োগ করিতে উদ্যত হন, এ স্থান হইতে চীৎকার করিলেও, কাহারও সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা নাই—তিনি কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন।

তিনি দ্বারের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কথা? আমি এখন একাকিনী—"

আর্ডেন। বাহিরে দাঁড়াইয়া সে কথা বলা চলে না। বড়ই জরুরি কথা। বিলম্ব করিলে চলিবে না।

জুলিয়া। আচ্ছা তুমি বৈঠকখানায় যাও—আমি শীঘ্র যাইতেছি।

আর্ডেন। তবে শীঘ্র আইস। আমি তোমার অপেক্ষায় রহিলাম।

আর্ডেন চলিয়া গেলেন। জুলিয়া মনে মনে বলিলেন,—"আমার সন্দেহ প্রকৃত কিনা, এইবার বুঝিতে পারিব। এইবার বুঝিতে পারিব তাহার উদ্দেশ্য কি? যদি পুলিন্দার মধ্যে কি আছে জানিতে চাহে—নিশ্চয়ই রাগারাগি হইবে। হয় হউক। যত সত্বর এই বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়, ততই মঙ্গল—তাহার পর আমি উহা অবসর মত পরীক্ষা করিব।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া জুলিয়া পুনরায় পুলিন্দাটী নিজের বস্ত্রের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন এবং বৈঠকখানায় আসিলেন। আর্ডেন সহাস্যে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। জুলিয়া কিন্তু সে আসনে উপবেশন না করিয়া, তাঁহার সম্মুখে একখানা কেদারা টানিয়া লইয়া বসিলেন।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আর্ডেন কহি-লেন,—"জুলিয়া! আর কতদিন তুমি আমার প্রতি তোমার বিরাগ ভাব পোষণ করিবে?"

জুলিয়া। কে বলিল আমি তোমার প্রতি বিরাগভাব পোষণ করিতেছি?

আর্ডেন। বিরাগভাব পোষণ না করিলেও, আমার প্রতি কিন্তু তুমি সদয়

নও। এই এক সপ্তাহ ধরিয়া আমি পুনঃ পুনঃ তোমায় বলিতেছি, আমি গত বিষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত আছি—বাস্তবিকই আমি তোমাকে হৃদয়ের সহিত ভালভাসি কিন্তু তথাপি কোনক্রমেই তোমার ভাবান্তর দেখিতে পাইতেছি না।

জুলিয়া। এক সপ্তাহের সদয় ব্যবহারে এক মাসের কঠোর ব্যবহারের জ্বালা কি ভুলিতে পারা যায়?

আর্ডেন। এখন তুমি আমায় কি করিতে বল? কি করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও?

জুলিয়া। যদি তুমি বরাবর আমার প্রতি সদয় ব্যবহার কর এবং তোমার সে ব্যবহার যদি প্রকৃতই আন্তরিকতাপূর্ণ হয়, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আমিও তোমাকে অনুরাগিনী ভক্তিমতী পত্নীর সেবা করিব। তোমার সে প্রায়শ্চিত্ত মৌখিক হইলে চলিবে না—অকৃত্রিমতা এবং পবিত্রতার ভিত্তির উপর তাহার আসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই।

আর্ডেন। সত্য কথা বলিতে কি জুলিয়া! বিদেশে এই কয় মাস বাস করিবার সময়ে অতীতের পানে দৃষ্টি করিবার যথেষ্ট আমি অবসর পাইয়াছিলাম। ভাবিয়া দেখিয়াছি, বাস্তবিকই তোমার প্রতি আমার আচরণ বড়ই নৃশংসতাপূর্ণ। সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে—

জুলিয়া। তোমার কথায় আমি অবিশ্বাস করিতেছি না। তোমার মুখে এই কথা শুনিয়া আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি এবং মনে মনে আশা করিতেছি মাসান্তে বা বৎসরান্তে অতীতের দিকে দৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিলে আমি তোমার সততায় সহস্র নিদর্শন দেখিতে পাইব।

আর্ডেন। তুমি তাহা হইলে, এখন আমায় বিশ্বাস করিতে পার না? আমার উপর তাহা হইলে তোমার কোনই আস্থা নাই? তুমি তাহা হইলে, এখনও আমায় সন্দেহ কর? বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আমরা পরস্পর সম্মিলিত হইলেও, তুমি আমাদের চিন্তা এবং হৃদয়কে একীভূত করিতে চাও না?

জুলিয়া সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। আর্ল কহিলেন,—"সাদা কথায়, তুমি অনেক বিষয় আমার নিকট গোপন রাখিতে ইচ্ছা কর?"

জুলিয়া। যদিও কোনও বিষয় গোপন করিয়া থাকি, তাহা কখনই আমার বিশ্বাস হীনতার পরিচারক বা তোমার সম্ভ্রম বা মর্য্যাদার বিনাশ মূলক নয়।

আর্ডেন। তাহা জানি জুলিয়া! তুমি যে অবিশ্বাসিনী নও, তাহা আমি জানি। তোমার বিরাগোৎপাদন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এবং তোমার তুষ্টি সাধন করাই আমার একান্ত অভিলাষ। এখন শোন;—যে দিন আমি বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করি, আমি তোমার নিকট যাইতেছিলাম। বৈঠকখানার নিকট উপস্থিত হইলে, কক্ষের মধ্যে কথা-বার্ত্তার শব্দ শুনিতে পাইলাম। একটা পুলিন্দার কথা হইতেছিল—কথাটা আমার কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র, আমি স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হইলাম। গোপনে তোমাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। সেই সময়ে আরও কয়েকটী কথা আমি শুনিতে পাইলাম,—তাহার সারমর্ম্ম জেনারেল অলিফাণ্ট ফিরিয়া আসিতেছেন —কাহার জীবন মরণ ঐ পুলিন্দার মধ্যে লিখিত বিষয়ের ফলাফলের উপর নির্ভর করে।

জুলিয়া নীরব। বুঝিলেন তাঁহার স্বামী গোপনে তাঁহাদের সকল কথাই শুনিয়াছেন। তাঁহার এই অসদ্ব্যবহারে তাঁহার প্রতি তাঁহার ঘৃণার মাত্রা আরও বাড়িল। তাঁহার বাহ্যভাবে কিন্তু আন্তরিক সে ঘৃণা কিছু-মাত্র ফুটিয়া উঠিল না।

আর্ডেন পুনরায় কহিলেন,—"জুলিয়া! তুমি কি ভাবিয়া দেখিতেছ না, তোমার ভাগ্য আমার ভাগ্যের সহিত সম্পূর্ণভাবে বিজড়িত? আজ যদি আমার বিষয় সম্পত্তি—জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়, কাল তোমাকে ভিখারিণীর মত পথে দাঁড়াইতে হইবে?"

জুলিয়া। নিশ্চয়ই। কিন্তু তোমার ত সেরূপ বিপৎপাতের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। যদিও সম্প্রতি নৃপতির সহিত সেরূপ সদ্ভাব—

আর্ডেন। তুমি কি জান না আমি বারবারির দলের লোক। ডাচেস অব পোর্টস-মাউথ আমাদের প্রতিপক্ষ। জুলিয়া আমায় দয়া কর। তুমি জান না বিপদের কি কাল মেঘ আমার মাথার উপর ঘনীভূত হইয়া বিচরণ করিতেছে। সে বিপদ শুদ্ধ আমার নয়—সে বিপদ তোমারও। হায় যদি তুমি সব জানিতে!

জুলিয়া। আমি ত ইহার কিছুই জানি না।

আর্ডেন। জুলিয়া! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ঐ পুলিন্দার মধ্যে কি আছে যদি দেখিতে পাই—বুঝিতে পারিব আমার কোন আশা আছে কি না। তুমি সম্ভবতঃ পড়িয়া দেখিয়াছ—উহার মধ্যে কি আছে।

জুলিয়া। না—আমি উহা পাঠ করি নাই। সুতরাং তোমাকে কোনরূপ আশাও দিতে পারি না। তোমার বিপদ বা আশঙ্কার কথা আমি এই প্রথম শুনিতেছি।

আর্ডেন! তুমি আমার হিতৈষিণী না শত্রু?

জুলিয়া। তুমি সত্যই বলিয়াছ আমার ভাগ্য তোমার সহিত জড়িত। যে মুহূর্ত্তে তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে—আমি কতকগুলি কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়াছি। আমার সে কর্ত্তব্য পালন করিতে আমি কিছুতে পশ্চাৎপদ হইব না। তুমিই বল আমি আমার ভাগ্যে সন্তুষ্ট কি না? তুমি আমায় অত্যাচার করিলেও, আমি কোন দিন মুখ ফুটিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি কি? (ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ বর্ষ।] ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ সাল। ইং ৮ই জুন, ১৯২০ সাল। [২য় খণ্ড।

কুষ্ঠরোগের মহৌষধ।

ইংলিসম্যানের জনৈক সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে, কোন মফঃস্বল আদালতের জনৈক উকিল ভয়ঙ্কর কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ৩ মাসের মধ্যেই তাহার হস্ত পদের অঙ্গুলি গুলি খসিয়া পড়ে, তিনি ওকালতি পরিত্যাগ করিয়া জীবনে হতাশ হইয়া একটা বৃক্ষ তলে একদিন বসিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন, এমন সময় জনৈক ফকির তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলেন, যদি তুমি আমার পরামর্শ মত চল, তাহা হইলে আরোগ্য হইতে পারেন, কিন্তু তাহা পালন করা অতিশয় সুকঠিন। উকিলটী যতই কঠিন হউক, তাহা পালন করিতে স্বীকৃত হইলেন। ফকীর বলিলেন যে, তুমি ছোলা (চানা) ব্যতীত আর কিছু খাইতে পাইবে না, -এমন কি পিপাসায় জল ও ঐ ছোলা ভিজান জলই খাইতে হইবে। ছোলা সিদ্ধ করিয়া লবণ না দিয়া অথবা কাঁচা ছোলা মাত্র খাইতে পাইবে, অন্য কোন খাদ্যদ্রব্যই গ্রহণ করিতে পাইবে না। ব্যাপার বাস্তবিকই গুরুতর। কিন্তু উকিল মহাশয় তাহাই করিয়াছিলেন। ফলে তিন মাসের মধ্যেই তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া দিব্য কান্তি হইতে পারিয়াছিলেন। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে এই আরোগ্য সমাধান হইয়াছিল এবং তাঁহাকে এখন দেখিলে কেহ মনেই করিতে পারেন না যে, এমন হৃষ্টপুষ্ট শরীর কখনও কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। তাঁহার আরোগ্যের পর আরও ২।৪ জন এই চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছিল। তবে কাহারও কাহারও ৩ মাসের স্থলে রোগের অবস্থা বিশেষে ২।১ মাস অধিক সময় লাগিয়া ছিল। শুষ্ক ছোলা খাইয়া জীবন ধারণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ছোলায় এইরূপ কুষ্ঠ আরোগ্যের কি উপাদান আছে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার পরীক্ষা হইলে এই ঘৃণিত রোগের হয়ত প্রতিকার হইতে পারে।

(কাজের লোক।)

বাঙ্গালীর ব্যবসা করিবার অন্তরায়।

(লেখক—শ্রীপাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়)

সকলেই জানে, বাঙ্গালি চাকরী জীবী। এইটেকে ধরিয়া পৃথিবীর জাতীবৃন্দ বাঙ্গালিকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, এমন কি ভারতবাসীর মধ্যে অনেক জাতিও তাহাকে তাহার প্রখর বুদ্ধির জন্য প্রশংসা করিলেও কেবল এই হীনবুদ্ধির জন্য ঘৃণা করিয়া থাকে।

নিজেদের ভিতরেই বাঙ্গালি জাতীর কেহ কেহ বলিয়া থাকে, ব্যবসা ভিন্ন আর আমাদের কোনও উপায় নাই। যদি জগতে বাঁচিয়া থাকিয়া সগর্ব্বে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমাদের ব্যবসা করিতেই হইবে। কারণ জাগতিক অস্তিত্বের যদি কিছুমাত্র মূল্য থাকে, সাংসারিক উন্নতির দ্বারা মানুষ্যের মনুষ্যত্বের পরিচয় যদি কিছু দিবার থাকে এবং সর্ব্বশেষে বাহ্যিক বাধাবিঘ্ন ব্যতিরেকে ভারতবাসীর যাহা চির আদর্শ, সেই আত্মোপলব্ধির দিকে অগ্রসর হইবার যদি কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে আমাদের স্বচ্ছন্দ জীবিকার উপায় উদ্ভাবনের পন্থা দেখিতে হইবেই। জগতে জন্মলাভ করিয়া সাংসারিক জীবন অবলম্বনে যদি রাত্রদিন অভাবের নিপীড়নে ক্রন্দন করিতে হইল, তাহা হইলে জীবন ধারণ বিড়ম্বনা নয় কি? এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা, এত নৈরাশ্য ও এত প্রাণপণ অধ্যবসায়ের পশ্চাতে যদি সুখ ভোগের প্রত্যাশা না থাকে, তাহা হইলে, ভূতের ব্যাগার খাটিতে কার ইচ্ছা হয় এবং করিলেও স্বাস্থ্য ভঙ্গ সুনিশ্চিত। বাঙ্গালির জাতীর মধ্যে অকাল মৃত্যু যে ভয়াবহ রূপে একছত্র অধিপতিরূপে বর্ত্তমান, তাহার কেবলমাত্র কারণ অতিরিক্ত পরিশ্রম দ্বারা নগণ্য ফলপ্রাপ্তির আশা। কেহ যদি রাত্রদিন কর্দ্দম ঘাঁটিয়া পরিশ্রম করে,

বাস্তবিক ঈশ্বর সেই অকারণ পরিশ্রমের বিনিময়ে তাহাকে কি স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। উপযুক্ত দিকে সময়োপযোগী কৌশল অবলম্বন করতঃ পরিশ্রম করিলে তবে শ্রমসার্থক হইবার আশা থাকে। আমরা কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল মাত্র অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ধীরে ধীরে মরিবার পথে অগ্রসর হই।

এখন দেখা যাউক, ব্যবসা কাহাকে বলে। এ পৃথিবীতে যে যাহাই করুক না কেন, তাহার একটি চরমোদ্দেশ্য থাকে। ব্যক্তির পক্ষে যাহা, জাতীর পক্ষে ঠিক তদ্রূপ। পাশ্চাত্য জাতীদিগের চরিত্র পাঠ করিয়া দেখ, দেখিবে, তাহারা যাহাই করুক না কেন তাহার চরমোদ্দেশ্য হইল দেশের আর্থিক উন্নতি। কেবল মাত্র এই এক মঙ্গলোদ্দেশ্যে অনুপ্রাণীত হইয়া তাহারা যে কাজই করে, বাস্তবিক তাহাতেই আশ্চর্য্য রকমের সুফল প্রাপ্ত হয়। উদীয়মান জাপানও তাহাদের উদাহরণ অবলম্বন করিয়া আজ জগতকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহারা যে ব্যবসা বাণিজ্য করে, তাহা কিরূপ দেখিতে হইবে। ব্যবসার কথা উঠিলেই সর্ব্বপ্রথমেই আমরা মাড়য়ারিদিগের কথা চিন্তা করি। কারণ চক্ষুর সামনেই দেখিতেছি যে, তাহারা প্রথমে ক্ষুদ্র দোকান খুলিয়া অবশেষে ধনী সদাগরে পরিণত হয়, এবং কেবলমাত্র তাহারাই ভারতবাসির এই জীবন মৃত্যুর যুগে যেন বাঁচিয়া আছে বলিয়া বোধ হয়। সুক্ষ্ম চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় মারয়াড়িদিগকে আমরা যেরূপ ব্যবসাদার বলিয়া চিন্তা করি, ঠিক তাহা নহে। ব্যবসা বলিতে প্রকৃত যাহা বুঝায় এবং ব্যবসার প্রকৃত যাহা উদ্দেশ্য, তাহাদিগের কোনটাই উহাদের নাই। এক কথায় বলিতে গেলে উহারা একেবারে ব্যবসাদারই নহে। বাণিজ্যের কথায় পাশ্চাত্যবাসীর যাহা ধারণা এবং পাশ্চাত্যবাসীদিগের ভাষায় উহার যাহা অর্থ হয়, তদ্বারা যদি মারয়াড়ি দিগের ব্যবসায়িক জীবন বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে উহাদিগকে ব্যবসাদার না বলিয়া দেশের আর্থিক উন্নতির এক ঘোর অন্তরায় বলা যাইতে পারে। উহাদের কেবল মাত্র কার্য্য দেশের সমুদয় উৎপন্ন দ্রব্য বৈদেশীক ব্যবসাদারের হস্তে সমর্পণ করা ও বিদেশের প্রস্তুত দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়া ভারতবাসীর দৈনিক জীবন অতিবাহিত করিবার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া। ফলে হইতেছে ভারতবাসী নিজের অভাব নিজে পূরণ করিবার বুদ্ধি ও ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিতেছে এবং বাহ্যতঃ দেখিতে গেলে যদিও তাহারা ব্যক্তিগতরূপে ধনশালি হইতেছে, কিন্তু দেশের শিল্পোন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে।

(কাজের লোক।)

আধুনিক শিক্ষা।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন:—"আজ কালকার শিক্ষা পদ্ধতি মনুষ্যত্ব গড়িয়া তুলে না, কেবল উহা গড়া জিনিসকে ভেঙ্গে দিতে জানে। এইরূপ অনবস্থামূলক বা অস্থিরতা বিষয়ক শিক্ষা—কিম্বা যে শিক্ষা "নেতি," ভাবই প্রতিষ্ঠিত করায়, সে শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর।"

এইরূপ শিক্ষাতেই এদেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে এবং হইতেছে কিনা তাহা সকলেই এখন হাড়ে হাড়ে অনুভব কর্ত্তে পাচ্ছেন। আবার এইরূপেই যে সকল শিক্ষক শিক্ষিত হয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত, তাঁদের হাতে—সেইরূপ ছাত্রও তো জন্মাবে। মুখস্থ করিয়ে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দিলেই, ছেলে শিক্ষিত হয়ে গেল, এমনটা মনে করা যায় না—কয়েকটা পাশকরে দু কলম লিখ্‌তে বা বক্তৃতা কর্ত্তে পারলেই যে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল, তা মনে করা উচিত নয়। স্বামিজী বলেছেন, "যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ কর্ত্তে পারা যায় না—যাতে মানুষের চরিত্র বল, পরার্থপরতা, সিংহ সাহসিকতা এনে দেয় না—সেকি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্চে শিক্ষা।" পরিতাপ, সে শিক্ষা আধুনিক শিক্ষায় দেখা যায় না।

সে কালের টোলের পণ্ডিতগণের শিক্ষা প্রদান পদ্ধতির সঙ্গে আজ কালকার, রুটীনাবদ্ধ শিক্ষকের তুলনা কল্লে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, এ শিক্ষা সে শিক্ষার নিকট কিছুই নয়। শিক্ষকের কর্ত্তব্য-জ্ঞান, উদারতা ইহাঁদের নাই। সেকালের পণ্ডিত আড়ম্বরশূন্য শাক অন্ন তেতুল পাতার টক মাত্র খেয়ে অতি উদার ভাবে শিক্ষা দিয়ে মহা মহা পণ্ডিতের সৃষ্টি করে গেছেন এবং তাঁহাদের অমর নাম আজও সমগ্র ভারতে ঘোষিত হচ্চে, আর এখনকার শিক্ষক ভোগবিলাসে, সর্ব্বদা মসগুল থেকে, শুদ্ধ নিজ স্বার্থে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেও পরিতৃপ্ত হতে পারেন না—একথা কি অসত্য? আমরা সেবারে পল্লী-শিক্ষা পদ্ধতি প্রসঙ্গে যা দেখিয়ে ছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ সত্য কিন্তু আমরা সে কথার আর পুনরাবতারণা কত্তে চাই না। শিক্ষকতা অতি কঠিন কাজ, এতে কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকলেই যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। প্রকৃত সে কর্ত্তব্যজ্ঞান সকলের আছে কি?

সৎগুরু, সৎ শিক্ষক, সমালোচনায় বিরক্ত হলেই কু-শিক্ষক হয়ে দাঁড়ান। দোষ সংশোধন করাই ভাল। রাগ কল্লে চল্‌বে না। যাতে উন্নতি হয়, সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর্ত্তে হবে, কথায় কথায় নীতি শিক্ষা দিয়ে পল্লী-শিশু গুলিকে মানুষ করে তুল্‌তে হবে, তাতে সৎনাম অমর হয়ে থাকবে—আর পল্লীগ্রামেরও উন্নতি হবে। শ্রম কাতর হলে চল্‌বে কেন। যাঁরা শিক্ষকদি'কে গুরু ও পিতৃস্থানীয় ভেবে ছেলে গুলিকে তাঁদের হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, তাঁহাদের সে বিশ্বাস অক্ষুণ্য রাখ্‌লেই শিক্ষকের মহত্ত্ব উদারতা পরিস্ফুট হয়ে পড়্‌বে। এ নিয়ে আমাদের বল্‌বার অনেক থাকলেও আমরা আর আলোচনা কর্ত্তে চাই না,

কেননা তাহা উচ্চ শিক্ষিত, প্রকৃত নৈতিক উন্নতিশালী ব্যক্তি ভিন্ন সহ্য কর্ত্তে অপরে পারেন না, সেটা আমরা বুঝেই প্রতি নিবৃত্ত হলাম। তাঁদের কাছে সানুনয় প্রার্থনা, তাঁরা যেন কর্ত্তব্য পালন করে আমাদিগকে কৃতার্থ করেন। রুটীন, রুল রেগুলেশন দেখিয়ে দিলে চল্‌বে না। দেশের প্রত্যেক শিক্ষকের কর্ত্তব্য, দেশের ছেলেগুলিকে প্রকৃত মানুষ করে দেওয়া। আমরা চাইও তাই। কথা এই

(কাজের লোক।)

যৌথ কারবারে অকৃতকার্য্য হইবার কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায়।

আমাদের দেশে দেখিতে দেখিতে কয়েকটী বড় বড় যৌথ কারবার অকৃতকার্য্য হইল, ইহার কারণ কি? ইহার প্রধান কারণ আমরা ব্যবসা সম্বন্ধে অতি শিশু, ব্যবসার মৌলিক সত্য শিক্ষা না করিয়াই ব্যবসা কার্য্যে অবতীর্ণ হই। আমরা অতি প্রতারক, অসৎ, স্বার্থপর ও কাহাকেও বিশ্বাস করি না।

বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয়, "বঙ্গীয় শিল্প বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান ও সম্বন্ধ" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, আজ কালকার দিনে বড় কারবার মাত্রকেই যৌথ কারবার করিতে হয়। এখন একটী যৌথ কারবার চালান মুখের কথা নহে। প্রথমে বাঙ্গালীকে, দুই চারিজন অংশীদার মিলিয়া ব্যবসা করিতে হইবে। যখন অংশীদারগণ কাহাকেও ঠকাইতে চেষ্টা করিবে না, এবং পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে শিখিবে, তখন তাহারা আস্তে আস্তে যৌথ কারবারের দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইবে।"

আসল কথা হইতেছে যে, যৌথকারবারের পরিচালকগণকে, ব্যবসায়ী, সৎ, স্বার্থত্যাগী ও বিশ্বাস পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আজকালকার অধিকাংশ পরিচালকগণ (Dirctors) হয়তঃ উকিল, কিম্বা রাজা মহারাজা হন; যাঁহাদের অধিকাংশই ব্যবসা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ইহা ঠিক যেন অন্ধের দ্বারাই অন্ধ নীত হয়। এই সব ব্যক্তিগণ অনেক সময় সময়াভাব বশতঃ কার্য্য পরিদর্শন করিতে পারেন না, এবং সময় সময় ইহাঁরা ব্যবসায়াভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে উপেক্ষা করিয়া নিজেদের আত্মীয় বা আশ্রিত জনকে অধ্যক্ষ বা ঐরূপ কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী রূপে নিযুক্ত করেন। ফলে এই সব অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিম্নস্থ কর্ম্মচারীগণের ক্রীড়া পুত্তলিকা স্বরূপ হইয়া কার্য্য করেন। ইহাঁরা ক্রেতাগণের অভাব ও অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। এইরূপ ব্যক্তির হস্তে ব্যবসায়ের ভার ন্যস্ত হইলে অংশীদারগণের উচিত যে সময় থাকিতে ইহার প্রতিকার করা। আমাদের দেশের অংশীদারদিগের অধিকাংশই অজ্ঞ ও অব্যবসায়ী। উহাঁরা কোন সাধারণ কার্য্যসভায় যোগদান করেন না, এবং ব্যবসা কিরূপ ভাবে চলিতেছে, তাহার কোন খোঁজ রাখেন না। ম্যানেজার যদি চতুর হয়, তাহাহইলে মিথ্যা হিসাবে মূলধন হইতেই লাভ দেখান। এই যৎসামান্য লভ্যাংশ পাইয়াই অংশীদারগণ নাসিকায় সর্ষপ তৈল প্রদান করিয়া কুম্ভকর্ণের নিদ্রা লাভ করেন। ম্যানেজার মহাশয়ের যথেচ্ছাচারে বানচাল আরম্ভ হয়, এবং তরী টলমল করিতে থাকে। অংশীদারগণের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই সহস্র ছিদ্রান্বিত তরীখানি অতল জলে নিমজ্জিত হইয়া যায়।

ইহার প্রতিকার কিরূপে হইতে পারে তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি।

১। যৌথ কারবারের পরিচালক সংখ্যা যত কম হয়, ততই ভাল।

২। বেশী সংখ্যা উকিল বা ব্যবসা বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পরিচালক করা উচিত নহে।

৩। পরিচালক ধনী হওয়া আবশ্যক ও প্রত্যেককে বেশী টাকার অংশ ক্রয় করা উচিত।

৪। যাঁহারা সর্ব্বদা কার্য্য দেখিতে পারেন ও ক্ষমাশীল, স্বার্থশূন্য, ধীর, বিবেক সম্পন্ন এবং ব্যবসাভিজ্ঞ, এরূপ ব্যক্তিগণকে পরিচালক করা প্রয়োজন।

৫। পরিচালক বা অংশীদারের জানিত বা আত্মীয় কোন ব্যক্তিকে বিশিষ্ট কর্ম্মচারী রূপে নিয়োগ করিবে না।

৬। ম্যানেজার বা (Managing Director) সৎ ও বিশ্বাসী হওয়া আবশ্যক, এবং বেশী টাকার অংশীদার হওয়া উচিত।

৭। অধ্যক্ষের বৈশ্যোচিত গুণ থাকা প্রয়োজন ও সকল কার্য্য জানা আবশ্যক, যাহাতে নিম্নস্থিত কর্ম্মচারীগণের ক্রীড়া পুত্তলিকা না হইতে হয়।

৮। অধ্যক্ষের ভাল বিক্রেতা (Sales man) হওয়া প্রয়োজন।

৯। অধ্যক্ষ ভদ্র ও শিষ্টাচার সম্পন্ন হওয়া উচিত।

শ্রীরাধারমণ সেন।

(কাজের লোক।)

সহজ-লভ্য সর্পাঘাতের ঔষধ।

ইংলিশম্যানের জনৈক সংবাদ দাতা ১২ই ফেব্রুয়ারীর ইংলিসমানে লিখিয়াছেন যে, বহুদিন গাঁজা খাইলে গাঁজাখোরদের কলিকায় ঠিক্‌রায় এক প্রকার কাট্‌ জমিয়া যায়। সর্প দ্রষ্ট ব্যক্তির ক্ষত স্থানে চিরিয়া তাহাতে এই গাঁজার ঠিক্‌রাতে যে কাট্‌ জমিয়া আছে, তাহা জল সংযোগে একখানা পাথরে ঘষিয়া সেই লাল জলটা দিলে সর্পবিষ নষ্ট হইয়া মুমূর্ষু প্রায় রোগীও আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহা সহজসাধ্য ঔষধ, এই ঔষধটীকে Caked burnt ganja water বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, আমরা বাঙ্গলায় সহজেবোধ্য হইবার জন্য গাঁজার ঠিক্‌রার কাট্‌ নাম দিলাম।

"It is well known that a Cake forms at the bottom of ganja

pipes similiar to the caked tobacco in a pipe that has not been cleaned for some time",

অর্থাৎ তামাকের নল বা কল্‌কে অনেক দিন পরিষ্কার না হওয়ার জন্য তাহাতে একটা জমাট পদার্থ জমিয়া যায়, সেইরূপ গাঁজার কল্‌কেতেও জমে, ইহাকে বাঙ্গলা ভাষায় আমরা কাট বলি, এই কাট্‌টিই সর্প বিষের মহৌষধ।

জনৈক অতি শিক্ষিত দেশীয় খৃষ্টান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ গণ্যমান্য—এই ঔষধ বহুবার পরীক্ষা করিয়া ইহার গুণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ব্যবহারের বিধি।

সাপে কামড়াইলে উপরে নীচে বান্ধন দিয়া উপরোক্তপ্রকারে ঐ ঠিকরাকে প্রস্তরে ঘষিয়া সেই জল ক্ষতস্থান ছুরিকা দ্বারা চিরিয়া লালরক্ত বাহির হইলেই সেই স্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে। উক্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, একজন স্ত্রীলোককে গখুরা সাপে কাটিয়া ছিল, তাহার অবস্থা এত খারাপ হইয়াছিল, যে শরীরের কোনস্থানে লোহিত রক্ত (Red Blood) পাওয়া যায় নাই অগত্যা তিনি রোগিণীর চক্ষের মধ্যে এই ঔষধ প্রয়োগ করেন। প্রায় ২ ঘণ্টার মধ্যে রোগিণীর চৈতন্য হয় এবং সে বাঁচিয়া উঠে। তিনি বলেন, "Treatment will cure effectually and permanently within two hours." অর্থাৎ ২ ঘণ্টার মধ্যে এই ঔষধ দ্বারাই রোগী স্থায়ীভাবে সুন্দররূপে আরোগ্য হইবে। ইহা সহজলভ্য ঔষধ। এদেশে গাঁজা খোরেরও অভাব নাই।

(কাজের লোক।)

ঐশ্বর্য্যশালিনী জাপানী রমণী।

রমণীর নাম শ্রীমতী ইরোল সুজুকী, ২০ বৎসর তাঁহার স্বামী বিয়োগ হইয়াছে। জাপান রমণীগণ হিন্দুদেরন্যায় স্বামীর অনুগতা; সর্ব্বদাই গৃহ কর্ম্ম, স্বামী সেবাই তাঁহার যৌবন সময়ের ব্রত ছিল। স্বামীর মৃত্যুরপর সুজুকী তাঁহার একটী চিনির কলের স্বত্বাধিকারিনী হইলেন। তিনি সেই কলটী ৯৭৫০০০০ টাকায় বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া নানাপ্রকার ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। এই ব্যবসায় সমূহে তাঁহার এমন প্রতিভা বিকাশ পাইল যে, জাপানের ইস্পাত ব্যবসায়ের তিনি এখন সর্ব্বেসর্ব্বা। পৃথিবীর যেখানে যত কর্পূর চালান হইয়া থাকে, তিনিই তাহার একমাত্র মালিক। জাপানের চিনির ব্যবসায়ের তিনিই পরিচালিকা। জাপান, কোরিয়া, এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে তাঁহার বিশালভূসম্পত্তি আছে। তাঁহার নিজের ৬০খানা জাহাজ তাঁহারই কারখানার প্রস্তুত দ্রব্য সম্ভার লইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে ঘুরিতেছে। তাঁহার নিজেরই জাহাজ প্রস্তুতের কারখানা আছে। সেখানে নাকি আরও ৬০ খানা নূতন জাহাজ প্রস্তুত হইতেছে, এতদ্ভিন্ন ইনটার ন্যাশন্যাল ষ্টীম শিপ্ কোম্পানীতেও তাঁহার অনেক অংশও আছে। শুনা যায়, যুদ্ধের সময় হইতে তিনি ৪৷৷০ হইতে ৬৷৷কোটী টাকা লাভ করিয়াছেন। এই মহিলার ব্যবসায় বুদ্ধি এবং প্রতিভায় আজ সমগ্র জগত স্তম্ভিত। বাঙ্গালীর মাথায় সহজে ইহা বিশ্বাস যোগাই বলিয়া বোধ হইবে না, কিন্তু ইহা আথ্যায়িকা নহে, সত্য। বাঙ্গালী আমরা রেলে যাইতে পাঁচটা গাঁটরী লইয়া তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া ৩টা হারাইয়া বাড়ী যাই, আর একটা স্ত্রীলোক এত কলকারখানা এত জাহাজ, এত জিনিস, পৃথিবীর নানাস্থানে পাঠাইয়া কেমন সুন্দর ভাবে চালাইতেছেন, ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের কথাই বটে। আমাদের জাতি ব্যবসায় শিক্ষা করার আবশ্যকতা বিবেচনা করে না, তাহারা মনে করে, কলেজী বা পৈত্রিক মুদিখানার দোকান করাই বুঝি অর্থোপার্জ্জনের যথেষ্ট উপায়—হা কপাল দেশের!

(কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

কোন দিন আমি তোমার প্রতি কোন কটূক্তি কি বর্ষণ করিয়াছি?

আর্ডেন। না। সেই জন্যই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আমার সে সকল কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিব। সত্যই জুলিয়া আমি বড়ই বিপন্ন—আমার ভাগ্যসূত্র তোমায় কর কবলিত। ঐ পুলিন্দার মধ্যে যাহা আছে, ন্ধ্যায় সময় তোমায় পরীক্ষা করিবার কথা—

জুলিয়া। আপনি অলীক আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইতেছেন। "জীবন মৃত্যুর সম্বন্ধ" যাহা শুনিয়াছেন, আমি যতদূর জানি তাহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই। তুমি বারবারার দলভুক্ত—কলোনেল রামবল্ডের সহিত তোমাদের কোন সংস্রব নাই, সুতরাং তাহার বিপদ বা নিরপরাধতার সহিত তোমাদের বিপদের কি সম্ভাবনা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

আর্ডেন। জুলিয়া! আমি অনুনয় সহকারে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, ঐ পুলিন্দার মধ্যে কি আছে, আমাকে একবার দেখিতে দাও। তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, আমার জীবন কত বিপন্ন।

এই বলিয়া তিনি জুলিয়া পদপ্রান্তে পতিত হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। জুলিয়া কিন্তু মনে করিলেন, তিনি বল প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনিও তাঁহার কার্য্যে বাধা দিবার জন্য সবেগে গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া, আর্ডেন সবিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার পর কহিলেন,—"ভগবানের দোহাই! তুমি কি ভাবিয়াছ?"

জুলিয়া। লর্ড আর্ডেন! শোন—আমি তোমাকে সকল কথাই সরলভাবে খুলিয়া বলিতেছি। তোমার নিজের কথাতেই প্রকাশ পাইয়াছে, তুমি নিতান্ত নীচান্তঃকরণের

মত গোপনে থাকিয়া জানিতে পারিয়াছ যে, আমার তত্ত্বাবধানে কোন একটী পুলিন্দা রক্ষিত হইয়াছে। পূর্ণ এক সপ্তাহ কাল তুমি আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছ—নানাস্থলে আমার নিকট হইতে সেই পুলিন্দাটী সংগ্রহ করিবার প্রয়াস পাইতেছ—কিন্তু তোমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের বশীভূত হইয়া তুমি এই চেষ্টা করিতেছ কিংবা হীন কৌতূহল বৃত্তি নিবৃত্তিই তোমার উদ্দেশ্য—তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। জেনারেল অলিফাণ্ট যে তোমার প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দিতা করিতে আইসে নাই—তাহার প্রতি যে তোমার ঈর্ষাভাব নাই—তাহা আমি জানি। তিনি আমার পূর্ব্ব স্বামীর বন্ধু সহচর, তাঁহাকে তিনি সহোদরের মত ভাল বাসিতেন, সেই হিসাবে তিনি আমাকেও সহোদরার মত ভাল বাসেন। তোমার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, তোমার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে—কপট ভালবাসা অন্তরে করিয়া আমার নিকট হইতে পুলিন্দা গ্রহণ করিতে পার নাই। তুমি হয়ত মনে মনে ভাবিয়াছ, অলিফাণ্ট কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন—ঐ পুলিন্দার মধ্যে তাঁহার অপরাধের পরিপোষক প্রমাণ লুক্কায়িত আছে, তাই তাঁহাকে বিপন্ন করিবার জন্য ঐ পুলিন্দা সংগ্রহে তোমার এত আগ্রহ? আমি নিজে এখন পর্য্যন্ত যদিও উহার মধ্যে কি আছে দেখিবার অবসর পাই নাই, তথাপি নিশ্চিত বলিতে পারি, উহার মধ্যে রাজবিদ্রোহ মূলক কোন পদার্থই নাই—সম্ভবতঃ উহার মধ্যে অভিযুক্ত কর্ণেল রামবল্ডের প্রতি তাঁহার করুণার কোন নিদর্শন আছে। কোন আসামীর প্রতি করুণা প্রকাশ আর রাজদ্রোহিতা এক জিনিষ নহে। তুমি কি মনে করিয়াছ—আমার নিকট হইতে উহা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইবে? না—তাহা পারিবে না। আমি সাহস হীন নিস্তেজ রমণী নই।

আর্ডেন। শপথ করিয়া বলিতেছি জুলিয়া! আমার সে উদ্দেশ্য নয়।

জুলিয়া। তাহাই যদি হয়, আমাকে আমার কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুমতি দাও।

আর্ডেন। বল কি! এখনও এ বিষয়ের নিষ্পত্তি হয় নাই! তুমি আমার নিকট বহু বিষয় গোপন করিতে চাও—আমার অজ্ঞাতে অপরের সহিত পত্র ব্যবহার কর—এ সকল বিবাহিতা রমণীর কখনই কর্ত্তব্য নয়। যখন আমার অনুনয় বিনয়, সহৃদয়তাপূর্ণ আচরণ, প্রেম সম্ভাষণ সকলই উপেক্ষিত হইল, তখন আমি আদেশ করিতেছি, এখনই—এই মুহূর্ত্তে সেই পুলিন্দা আমার হস্তে সমর্পণ কর।

জুলিয়া। না—কখনই দিব না।

আর্ডেন। দিতেই হইবে। আমি তোমার স্বামী—আমার আদেশ তোমাকে মান্য করিতেই হইবে। এখনও বলিতেছি দাও—নচেৎ আমি ভৃত্যদের আহ্বান করিব, তাহারা আসিয়া, বলপূর্ব্বক তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে।

জুলিয়ার চক্ষু হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"অমন গর্হিত কার্য্য করিতে কখনই তোমার সাহস হইবে না!"

ক্রুদ্ধ আর্ডেন গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "আমার বাড়ীতে যাহা খুসী আমি করিব।"

এই বলিয়া সবলে ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। জুলিয়া দ্বারাভিমুখে ছুটিলেন কিন্তু বৃদ্ধ তাঁহার পূর্ব্বে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া, সজোরে এক ধাক্কা মারিলেন। এই সময়ে দুইজন ভৃত্য তথায় শশব্যস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—ধর উহাকে—হাত দুখানা চাপিয়া ধর—ভয় প্রদর্শনে বা অনুনয় বিনয়ে নিরস্ত হইও না—আমি তোমাদের প্রভু আদেশ করিতেছি।"

তাহারাও প্রভুর আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইল। জুলিয়া ঘৃণাবিস্ফুরিত অধরে তারস্বরে কহিলেন,—"খবরদার! দূর হ'!"

আর্ডেন কক্ষে পদাঘাত করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন,—"ধর—পুনরায় আদেশ করিতেছি, হাত দুখানা চাপিয়া ধর—আমি উহার বস্ত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখিব চিঠিপত্র লুকান আছে—এক বিশ্বাসঘাতক—নামজাদা রাজদ্রোহীর পত্র উহার নিকটে আছে!"

জুলিয়া তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার হইবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করিতে করিতে চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"মিথ্যা কথা! ভয়ঙ্কর মিথ্যা কথা!"

আর্ডেন বিদ্রূপের হাসি হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"কাহার কথা মিথ্যা এখনই সপ্রমাণ হইবে!"

"দুর্বৃত্তগণ! এখনও বলিতেছি আমায় ছাড়িয়া দে!"—তাহারা কিন্তু তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। ধস্তাধস্তিতে অঙ্গের বসন ছিন্ন হইল—দেহে দুই একখানি যাহা অলঙ্কার ছিল—খসিয়া পড়িল।

আর্ডেন পুনরায় কহিলেন,—"যদি আমার অনুগ্রহের প্রত্যাশা রাখিস, ভাল করিয়া ধর—যদি নিজেদের মঙ্গল চাস—খবরদার ছাড়িস না।"

অভাগিনী কাঁদিয়া কহিলেন,"এ কি ঘোর অত্যাচার! হায় ভগবান! এ সময়ে অলিফাণ্ট কোথায়? তিনি যদি একবার আসিতেন!"

মর্ম্মপীড়িতার বাক্যে বোধ হয় কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি ছিল। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে কক্ষদ্বার সশব্দে উন্মুক্ত হইল এবং মুক্তদ্বার প্রান্তে জেনারেল অলিফাণ্ট দণ্ডায়মান হইলেন।

দ্ব্যধিকনবতিতম পরিচ্ছেদ।

শীলমোহরাঙ্কিত পুলিন্দা।

জেনারেল অলিফাণ্টের এই আকস্মিক

আবির্ভাবে লর্ড আর্ডেন সভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন। যাদুকরের আহ্বানে শূন্যপথে প্রেতমূর্ত্তির সহসা সাক্ষাৎ দানের মত, জুলিয়ার আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল অলিফান্টকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ভৃত্যদ্বয়ের কুসংস্কারাবদ্ধ হৃদয় মহাভয়ে আলোড়িত হইয়া উঠিল। তাহারা জুলিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

অলিফান্ট কক্ষের মধ্যে অগ্রসর হইয়া, কঠোরস্বরে আর্ডেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"এ কি দৃশ্য? ইহার অর্থ কি? পুরমহিলার অঙ্গে হস্তার্পণ। স্বামীর চক্ষের সম্মুখে ভৃত্যের দ্বারা পত্নীর অপমান? এ সকল কি ব্যাপার? আমি ইহার কারণ জানিতে চাই?"

আর্ডেন কি একটা উত্তর করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সহসা তাঁহার বাক্য রুদ্ধ হইয়া গেল। অলিফান্টকে তাঁহার বড়ই ভয়—তাঁহার পাপবিদ্ধ হৃদয় তাঁহাকে দেখিলেই ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠে। তিনি একবার করুণনয়নে পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন—তাহার পর ধীরে ধীরে অলিফান্টের কঠোর মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন।

কম্পিত কলেবর ভৃত্যদ্বয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"তোরা এই নীচমনা প্রভুর ঘৃণিত আজ্ঞাবহ মাত্র—দূর হ'—এ স্থান হইতে।"

তাহারা আর দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। অলিফান্ট পদাঘাতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন, তাহার পর জুলিয়ার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, —"কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই যে দৃশ্য দেখিলাম—স্বামীর চক্ষের সম্মুখে পত্নীর প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইতে নিরীক্ষণ করিলাম, তাহার আমূল বৃত্তান্ত আমায় বল! অথবা পত্নীর মুখে আমি পতিনিন্দা শুনিব না। পতিই নিজমুখে তাঁহার অপরাধের আবৃত্তি করিয়া, তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিবেন।

আর্ডেন কহিলেন,—"জেনারেল অলিফান্ট! আপনি একজন তৃতীয় ব্যক্তি—স্বামী স্ত্রীর সামান্য বিবাদের মধ্যে আপনার উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। আমি অনুনয় সহকারে বলিতেছি আপনি মহৎচেতার মত——"

বাধা দিয়া অলিফান্ট কহিলেন,—"যে স্বামী তাহার বিবাহিতা পত্নীকে বাড়ীর ভৃত্যের দ্বারা অপমানিত করিতে পারে, সে কোন সাহসে আমার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহারের আরোপ করে? যদি এ বিবাদ সামান্য হইত—বিবাহিত নরনারীর তুচ্ছ কোন্দলমাত্র হইত, আমি কথনই কথা বা কার্য্যের দ্বারা ইহার প্রতিবাদ করিতে দণ্ডায়মান হইতাম না। যদি আমাকে দেখিয়াই উহারা ভয়ে অবসন্ন হইয়া না পড়িত, আমি উহাদিগকে তদ্দণ্ডেই ভূমিসাৎ করিয়া, এই সবুট পদাঘাতে কক্ষ হইতে বিদূরিত করিতাম—আপনাকেও আমি বাদ দিতাম না। তাহার পর গত বৎসর গ্রীষ্মকালে আপনি যথন এই রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, আমি কি আপনাকে বলিয়া দিই নাই, আমি ইহাঁকে সহোদরার মত রক্ষা করিব? আপনি আমার সে সতর্কীকরণের অপব্যবহার করিয়াছেন—আপনার পত্নীর প্রতি যারপরনাই কুব্যবহার করিয়াছেন,আমি আজ স্বচক্ষে তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিলাম।"

আর্ডেন অধীর হইয়া পড়িলেন। অনিশ্চিত আশঙ্কায় উন্মত্তবৎ হইয়া কহিলেন, "জেনারেল অলিফান্ট। যদি আমার বিরুদ্ধে কিছু জানিয়া থাকেন, ঈশ্বরের দিব্য এথনই তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন! অন্য প্রসঙ্গের উত্থাপন করিবেন না—অগ্রে সেই কথাই বলুন!"

জুলিয়া স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"জেনারেল অলিফান্ট আমার কথারই প্রতিধ্বনি করিবেন—সেই পুলিন্দার সহিত তোমার যে কোন সংস্রব নাই, এথনই শুনিতে পাইবে।"

জুলিয়ার এই কথায় ব্যাপার খানা কি অলিফান্ট বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—"ওঃ তাহা হইলে, সেই শীলমোহরাঙ্কিত পুলিন্দাটাই এই বর্ত্তমান অনর্থের মূল? তোমার নিকট সেইটা পাঠাইয়াছিলাম বলিয়া,তোমাকে এই সকল নিগ্রহ সহিতে হইল,—আমি ইহার জন্য বড়ই দুঃখিত। আরও দুঃখিত হইলাম, তুমি তাহার কথা তোমার স্বামীর নিকট প্রকাশ করিয়াছ বলিয়া।"

জুলিয়া উত্তর করিলেন,—"না জেনারেল! আমি কথনই আমার প্রতি ন্যস্ত ব্যবহারের অপব্যবহার করি নাই—সমগ্র জগতের বিনিময়েও আমি আপনার—"

অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে অলিফান্ট কহিলেন,—"বুঝিয়াছি—আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। মুহূর্ত্তের জন্যও যদি তোমার কার্য্যে সন্দেহ করিয়া থাকি, ক্ষমা কর। এক্ষণে আমি সহজেই বুঝিতে পারিতেছি, আপনি নিশ্চয় কোন না কোন দূষিত পন্থা অবলম্বন করিয়া এই গুপ্ত তথ্য অবগত হইয়াছেন। আমি অবশ্য স্বীকার করিতেছি, আমার এই কার্য্য—অপরের বিবাহিতা পত্নীর উপর কোন গোপনীয় কার্য্যের ভারার্পণ—এক হিসাবে অন্যায় হইয়াছে। দুইটী কারণে বাধ্য হইয়া, আমি এতদ্বিধ অবৈধ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলাম। সে কারণ দুইটী ব্যক্ত করিতেছি—শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন, আমার আচরণ নিতান্ত নীতি-বিগর্হিত হয় নাই। প্রথমতঃ আমার উক্ত কার্য্যের ভার এথন কোন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হওয়া আবশ্যক, যাঁহার পদ মর্য্যাদা রাজ-সমীপে সমুপস্থিত হইবার পক্ষে প্রকৃষ্ট "ছারপত্র"। দ্বিতীয়তঃ আমার হিতৈষিণী কোন বিশ্বস্তা রমণীর উপর আমার অভিপ্রেত কার্য্যের ভারার্পণ করা কর্ত্তব্য। কারণ স্ত্রীলোক ব্যতীত অপরা রমণীর অবস্থা চতুরতা এবং সহৃদয়তার সহিত বর্ণন করিতে অক্ষম। তাহার পর যে সে রমণীর উপর—যাহার সহিত আমার সেরূপ বান্ধবতা নাই,

তাহাকে এ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি না। আমি ভাবিয়াছিলাম লেডি আর্ডেনের উপর বান্ধবতার দাবী করিবার আমার যথেষ্ট অধিকার আছে।—”

জুলিয়া কহিলেন—“ও জেনারেল। আমিও সানন্দে আপনার এ কার্য্য সম্পাদন করিতাম। এখনও করিতে প্রস্তুত আছি। আমি এখনও পুলিন্দা খুলিয়া আপনার আদেশ পত্র পাঠ করি নাই—এই দেখুন উহার শীলমোহর যেমন ছিল, তেমনই আছে।”—এই বলিয়া তাঁহার বক্ষবস্ত্রের মধ্য হইতে পুলিন্দাটী বাহির করিলেন।

অলিফাণ্ট উত্তর করিলেন,—“আমি যখন স্বয়ং লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছি, তখন তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। তাহার পর লর্ড আর্ডেন! আমিও আপনার পত্নীর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি, এ পুলিন্দার সহিত আপনার কোনই সম্বন্ধ নাই। অন্যস্থলে আমার এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইত, কিন্তু যেখানে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ, সেখানে সম্পূর্ণরূপে স্বামীর সন্দেহের নিরসন করা কর্ত্তব্য।”

এই বলিয়া তিনি পুলিন্দার শীলমোহর ভাঙ্গিয়া, তাহার মধ্য হইতে তিনখানি পত্র বাহির করিলেন। তাহার পর আর্ডেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“এই দেখুন এই পত্রখানা আপনার পত্নী—কাউন্টেস অব আর্ডেনকে লিখিত। এই দ্বিতীয় পত্র নৃপতি চার্লসের নামে—এই তৃতীয় খানা কুমারী হেনরিয়েটা রামবল্ডের নামে। রাজা এবং হেনরিয়েটার নামে যে দুইখানি পত্র, তাহা আপনার বা আপনার পত্নীর দেখিবার আবশ্যক নাই। এই পত্রখানা—যেখান আপনার স্ত্রীকে লিখিয়াছিলাম অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন।”

এই বলিয়া তাঁহার হস্তে পত্রখানি দিলেন। বাকি পত্র দুইখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি অনন্ত দৃষ্টিতে সেই খণ্ডীকৃত পত্রাংশগুলা কেমন করিয়া পুড়িয়া ভস্মাবশেষে পরিণত হইতে লাগিল—তাহাই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে আর্ডেন স্ত্রীর পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন।—

“রুশন দুর্গ, নরদ্বীপ।
২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৬৮৩ সাল।

“মহাশয়া!

এই পুলিন্দাটী গ্রহণ করিবার সময়ে মিষ্টার ল্যাম্বটনের বাচনিক আমার উপদেশের সারমর্ম্ম অবগত হইয়া থাকিবে। এই পুলিন্দার মধ্যে অপর যে পত্র দুইখানি থাকিল, ও দুখানিও খুলিয়া পড়িবে। উভয় পত্রের মধ্যেই গভীর রহস্য এবং অতি প্রয়োজনীয় গুপ্তকথা নিহিত থাকিলেও, তোমাকে বিদিত করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না। কারণ তোমার তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে।

“প্রথমতঃ তুমি শ্বেতসৌধে উপনীত হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার হস্তে, তাঁহার পত্রখানি দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার উত্তর চাহিবে। আমার বিশ্বাস তিনি উক্ত পত্রের দাবী মঞ্জুর করিতে দ্বিধা করিবেন না।

“কিন্তু যদি নৃপতি কঠোরতা প্রকাশ করেন—তুমি হার্টফোর্ড সায়ারে রাইহাউসে উপস্থিত হইয়া, কলোনেল রামবল্ডের সহোদরা কুমারী হেনরিয়েটার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার হস্তে তাঁহার নামীয় পত্রখানি অর্পণ করিবে। তাহার পর তুমি তাঁহাকে একটী মহৎ পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠানে সাহায্য করিবে—একজন নির্দ্দোষীকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবে। এ কার্য্য সম্পাদনে তুমি কিছুমাত্র কুণ্ঠবোধ করিবে না। আমি শপথ গ্রহণ করিয়া বলিতে পারি, কলোনেল রামবল্ড ঘটনাচক্রে পড়িয়া, অবস্থাঘটিত প্রমাণের জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন সত্য কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। ভগবান যদি সহায় হন, তবেই এ রহস্য-যবনিকা উত্তোলিত হইবে। সমগ্র জগৎ তাঁহার দিকে সন্দিগ্ধ-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে পারে কিন্তু আমি তাঁহাকে যতদূর জানি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ কার্য্য তাঁহার দ্বারা কখনই অনুষ্ঠিত হয় নাই। হতভাগ্য উইলগবির নিধনকারী চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিতে পারি কিন্তু তাই বলিয়া এক নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন কখনই বধ্যভূমিতে উৎসর্গীকৃত হইতে পারে না।

“আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি অগোপে আমার উপদেশানুযায়ী এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া, আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবে। ইতি—

“অলিফাণ্ট।”

এই পত্র বিশেষতঃ উহার শেষাংশ পাঠ করিয়া লর্ড আর্ডেনের হৃদয় হইতে দুশ্চিন্তার একটা গুরুভার অপনীত হইল। তাঁহার সহিত রাজপুরীর উক্ত বিয়োগান্ত ব্যাপারের যে কোন সংস্রব আছে, জেনারেল অলিফাণ্টের অন্তঃকরণে তদ্বিষয়ের কোনরূপ ছায়া প্রতিবিম্বিত হয় নাই দেখিয়া, তিনি সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ হইলেন এবং জেনারেল তাঁহাকে এই পত্রখানি পাঠ করিবার অনুমতি দেওয়াতে তাঁহার প্রতি একটু কৃতজ্ঞ হইলেন।

তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইলে অলিফাণ্ট কহিলেন,—“এখন আপনি বুঝিতে পারিলেন, আপনার পত্নীর উপর যে কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছিলাম, তাহাতে দূষ্য কিছুই নাই এবং উহার মধ্যে যাহা লিখিত আছে, তাহার সহিত আপনারও কোনও সংস্রব নাই। এক্ষণে পত্রখানি আপনার স্ত্রীকে পাঠ করিতে দিন—আমি আপনার সহিত গোপনে দুই চারিটী কথা কহিতে ইচ্ছা করি।”

উহার কক্ষের অপর প্রান্তে একটী বাতায়ন সন্নিধানে উপনীত হইলে, অলিফাণ্ট গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—“আমি আত্মশ্লাঘা করিতে চাহি না, কিংবা কোন কার্য্য বিশেষের উল্লেখ করিয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করাও আমার স্বভাব নহে। আপনি অন্ততঃ

আমাকে ভালরূপই জানেন—আমার জীবনের অনেক ঘটনাই আপনিই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন—আপনি কি জানেন না, আমার সহিত দুর্ব্যবহার করিয়া, কাহারও অব্যাহতি নাই। সংসার পথে জীবনপথে কালচক্রের আবর্ত্তনে আমাকে অনেকবার দুর্ভাগ্যের ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইয়াছে সত্য কিন্তু পরক্ষণেই সৌভাগ্যের স্বর্ণস্তূপে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে। ঘটনাচক্রে পড়িয়া আজ যদি আমি সহসা শক্তিশূন্য হইয়া পড়ি, নিশ্চয় জানিবে কাল আমি কোন না কোন উপায়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া সগর্ব্বে বিচরণ করিব। এক্ষণে আমি শুনিতে চাই আপনি কি আমার সহিত প্রকাশ্য শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইতে চান?"

আর্ডেনের হৃদয় হইতে দুশ্চিন্তার গুরুভার অপনীত হইলেও, অলিফান্টকে তাঁহার বড় ভয়। তিনি তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন,—"নিশ্চয়ই না—কখনই না।"

অলিফান্ট কহিলেন,—"উত্তম। আপনার এই বর্ত্তমান উক্তিই যেন আপনার পত্নীর প্রতি ভবিষ্যৎ আচরণের পথ প্রদর্শন হয়। আমি দুই চারি দিন ইংলণ্ডে আছি—তাহার পরই আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিব। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে আপনার পত্নীর সহিত আমার কোন প্রিয়তম বন্ধুর পরিচয় করিয়া দিয়া যাইব। তিনিই তাঁহার শুভাশুভের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। তাঁহার পত্রে নিয়মিত ভাবে আমি সকল সংবাদই পাইব। কিন্তু যদি কখন শুনিতে পাই, পুনরায় আপনি আপনার স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতেছেন—আমাদের উভয়ের মধ্যে অতল বারিধির বিপুল জলরাশি ব্যবধান থাকিলেও, আমার প্রতিহিংসার কঠোর বজ্র এই বিস্তৃত বারিধি বক্ষ পার হইয়া আপনার মস্তকে পতিত হইবে। ভয় প্রদর্শন আমার অভ্যাস নয়—সুতরাং আর অধিক বলিব না। আজিকার মত আমি বিদায় লইলাম।"

এই বলিয়া তিনি আর্ডেনকে অভিবাদন পূর্ব্বক, জুলিয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে পত্রখানি গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বের মত খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। সহসা একটা কথা মনে পড়াতে পুনরায় আর্ডেনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"আর একটা কথা বলিয়া যাই, এই যে পত্র অগ্নিতে পুড়িতেছে এবং যাহা আপনি পাঠ করিয়াছেন, আশা করি, ইহার সম্বন্ধে বাহিরে কোনরূপ আলোচনা করিবেন না। অগ্ন সন্ধ্যার সময় এই কক্ষের মধ্যে যে ঘটনা সংঘটিত বা যে বিষয় আলোচিত হইল—ইহা যেন এই স্থানেই নিবদ্ধ থাকে।" তাহার পর জুলিয়াকে কহিলেন,—"তুমি আমার পত্রের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রস্তুত ছিলে বলিয়া, আমি তোমার নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তোমার নিকট যখন আমি এই পুলিন্দাটী পাঠাই, সে সময়ে আমি একটী যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে যাইতেছিলাম। যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত—রণসজ্জা আমার মৃত্যু-সজ্জায় পরিণত হইতে পারে ভাবিয়া, এই সতর্কতাবলম্বন করিয়াছিলাম। যদি যুদ্ধাবসানে জীবিত থাকি এক সপ্তাহের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিব এবং তাহা হইলে আর তোমাকে এ কার্য্যের ভার লইতে হইবে না ভাবিয়াই, সপ্তাহান্তে পুলিন্দা খুলিতে আদেশ করিয়াছিলাম। এখন আমি আসি।"

এই বলিয়া জুলিয়ার সহিত করমর্দ্দন করিলেন। এই সময়ে একজন পরিচারক আসিয়া সংবাদ দিল, তিনজন ভদ্রলোক আর্ডেনের সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহারা এই মাত্র বিদেশ হইতে আসিতেছেন।

অলিফান্ট সোপানাতিক্রম করিয়া নিয়তলে আসিলেন। একজন ভৃত্য নবাগত ভদ্রলোক তিনটীকে সঙ্গে লইয়া নিয়তলের একটী বৈঠকখানায় বসিতে দিতে যাইতেছিল। অলিফান্ট দালান পার হইয়া প্রাঙ্গণে নামিবার সময়ে তাঁহার দৃষ্টি উক্ত তিন জনের মধ্যে পশ্চাৎবর্ত্তী ব্যক্তির উপর পতিত হইল। তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন। তাহার নাম হাম্প্রি ক্লিনটন। ক্লিনটন তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তাঁহার বাহ্যলক্ষণে কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশিত হইল না কিন্তু মনে মনে কিছু আশ্চর্য্যানুভব করিতে লাগিলেন। বাহিরে আসিয়া তাঁহার অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিলেন, —"এই সকলের অন্তরালে নিশ্চয় কোনরূপ দুরভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন আছে।"

তাহার পর, যে লোকটা তাঁহার ঘোড়া ধরিয়াছিল, তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"যদি তুমি আমার একটা কথার উত্তর দাও—তাহা হইলে এই স্বর্ণমুদ্রা কয়টী লাভ করিতে পারিবে।"—এই বলিয়া তাহার হাতে মুদ্রা কয়টী গুজিয়া দিলেন।

লোকটা বিস্ময়ানন্দে অধীর হইয়া কহিল, —যাহা আমি জানি, আনন্দের সহিত উত্তর দিব।"

অলিফান্ট। ঐ লোক তিনটী কে—যাহারা এই মাত্র বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল? উহাদের মধ্যে একজনকে আমি চিনি। উহার নাম হাম্প্রি ক্লিনটন।

লোক। আজ্ঞা হাঁ—তাহাই বটে। তাহার প্রভু সার হেক্টর গ্রেহামও সঙ্গে আছেন।

অলিফান্ট। অপর ব্যক্তি কে?

লোক। চিনি না—পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। তাহার কথাবার্ত্তায় তাহাকে বিদেশী বলিয়াই বোধ হয়।

অলিফান্ট। তুমি আর এক মুঠা স্বর্ণমুদ্রা উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা কর কি?

লোক। বলুন কি করিতে হইবে?

অলিফান্ট। তুমি বিশ্বাসের সহিত কাজ করিতে পারিবে ত? কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না ত?

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.
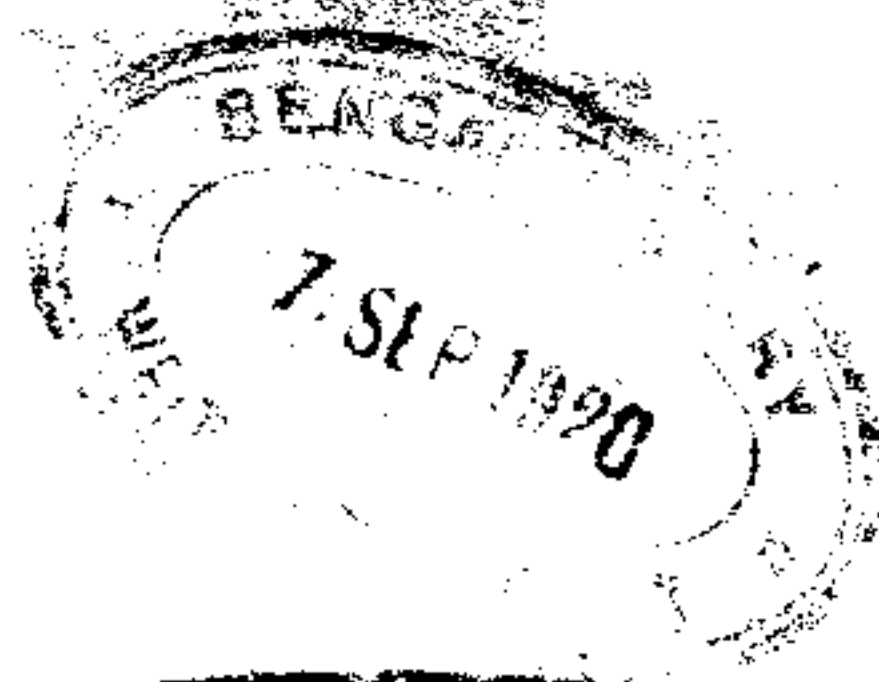
দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ বর্ষ।] ২৫শে আষাঢ়, ১৩২৭ সাল। ইং ৯ই জুলাই, ১৯২০ সাল। [৩য় খণ্ড।

খসখস্।

বেনার মূলের নাম খসখস্। আমাদের বাঙ্গালা দেশে চাসের জমীর আইলে এই বেনাঘাস এত অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, যে, তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করা কৃষকগণের পক্ষে অসাধ্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। কৃষকেরা ইহাকে কৃষিক্ষেত্রের জঞ্জাল মধ্যে গণ্য করে, এবং সমূলে নষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু অনেক স্থানের কৃষক জানে না যে, এই বেনার মূল যাহাকে খসখস্ বলে, তাহা কত মূল্যবান সামগ্রী। বেনার মূলের মূল্যও খুব, ইহা বিদেশেও রপ্তানী হইয়া যায়। ইহার মূলের অতি স্নিগ্ধ সৌরভ, এই জন্য ইহাকে চোলাই করিয়া এদেশেও খসখসের আতর প্রস্তুত হয়। খসখসের পরদা টাঙ্গাইয়া দরজায় জানালায় দিয়া তাহাতে পিচ্কারী দ্বারা জল দেওয়া হইলে গ্রীষ্মকালে গৃহমধ্য শীতল হয়, এবং সৌরভে দিগন্ত আমোদিত হয়। সেইজন্য সাহেবদের আফিস সমূহে, ব্যাঙ্কে, বড় লোকের বাড়ীতে খসখসের টাট্ দেওয়া হইয়া থাকে। একমণ খসখস্ গুণানুসারে ১২৲ হইতে ২০৲, ২২৲, ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়, কোন কৃষক, বেকার যুবক যদি বৎসরে দশমণও সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে ২০০৲ টাকা আয় দাঁড় করাইতে পারেন। দশমণ বেনার মূল সংগ্রহ করা বিশেষ কষ্ট সাধ্য নহে। এদেশের অনেক স্থানের কৃষক এই রহস্য অবগত আছে, বলিয়া খসখস্ কলিকাতা, মান্দ্রাজ, প্রভৃতি ও বঙ্গের নানাস্থান হইতে বহুলক্ষ টাকায় বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। বর্ষাকালই খসখস্ সংগ্রহের সময়। দেশের কৃষকগণকে শিক্ষিতলোকে ইহা বুঝাইয়া দিলে তাহাদের মহা উপকার করা হইবে। এই গ্রীষ্মকালে আর একটী লাভজনক কাজ আছে, সেটী গঁদ সংগ্রহ। এই গ্রীষ্মকালে বাব্লা গাছ হইতে আপনা আপনি আঠা বাহির হইয়া থাকে, সেই গঁদ এই সময় সংগ্রহ করিতে হয়। গঁদের এখন ৪০৲ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছে। গঁদের প্রচুর খরিদদার। বাব্লা আঁঠা, ধোঁয়া গাছের আঠা উভয়েরই সমান আদর। দেশের ছেলেরা, যাহারা মূলধনের অভাবের অজুহাতে নিশ্চেষ্ট, তাঁহারা এই সকল উপায়ে কি মূলধন সংগ্রহ করিতে পারেন না ?

(কাজের লোক।)

মনের শিক্ষা।

সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন, "মনই দেহের ভিতরে অসুখকে ডাকিয়া আনে।" স্যার উইলিয়ম হ্যামিলটনের বক্তৃতা গৃহের দেওয়ালে লেখা আছে, "পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বড় জিনিষ হইতেছে, মানুষ এবং মানুষের মধ্যে একমাত্র বড় জিনিষ হইতেছে, তাহার মন।" প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক বার্ক বলিয়াছেন—মানুষ শাসিত হয়, আইনের দ্বারা দেশাচার ও মানসিক চিন্তার দ্বারা।

চারিদিকেই এই মনের জয়-জয়কার! অতএব আসুন, সকলেরই উচিত, সর্ব্বাগ্রে মনকে শিক্ষিত করা। মনের সামনে উচ্চ আদর্শকে আনিয়া বসান এবং মনকে তাহার উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করুন। টাকার প্রতি আমরা যেমন যত্ন নি, দেহের প্রতি আমরা যেমন যত্ন নি, মনের প্রতিও আমাদের তেমনি যত্ন নেওয়া উচিত। কারণ, পৃথিবীতে মানুষের মনই সর্ব্বস্ব,—মন বিকল হইলেই জীবন অচল।

অথচ আমরা প্রত্যহই দেখিতেছি, মানব তার মনের উপরে কি ভীষণ অত্যাচারই করিতেছে! যে মন লইয়া উকিলের ছেলে নেপোলিয়ন বিশ্ববিজয়ী সম্রাট হইয়াছিলেন, কালিদাস ও সেক্সপিয়ার অমর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, বালক শঙ্করাচার্য্য লুপ্ত প্রায় হিন্দুধর্ম্মকে পুনরায় নূতন তেজে জাগাইয়া তুলিবার কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন, ঠিক সেই মনই আমাদের সকলকার মধ্যে বিদ্যমান

আছে। কিন্তু আমাদের মনে তেমন শক্তি নাই কেন? কারণ আমাদের মনকে আমরা অকাজে লাগাইয়া অকেজো করিয়া রাখিয়াছি যুবক নেপোলিয়ন যখন প্যারিস সহরে রাজপথে তাঁহার সমবয়স্ক যুবকগণকে দলে দলে হাস্য পরিহাস করিতে করিতে যাইতে দেখিতেন, তখন ঘৃণাভরে বলিতেন যে, "এই সব হতভাগ্য যুবক তুচ্ছ আমোদ প্রমোদকে জীবনের সার করিয়া মূল্যবান সময়ের কি অপব্যয় করিতেছে!"

মনকে বড় করিবার চেষ্টা না করিলে মন কখনো বড় হয় না। ওস্তাদ ও তাঁহার নূতন ছাত্রের হাতে একই রকম আঙ্গুলথাকে, তবু ছাত্রের অঙ্গুলি তাড়নায় যে বীণা আর্ত্তনাদ করে, ঠিক সেই বীণাই ওস্তাদের শিক্ষায় অঙ্গুলী চালনায় বিচিত্র রাগিনীতে ঝঙ্কার দিয়া ওঠে। তেমনি অশিক্ষিত মন যে সব উচ্চ ভাবের ধারণা করিতেও পারে না, যথার্থ শিক্ষকের মন অনায়াসে সেই ভাবকে অবলম্বন করিয়া জীবনকে মহৎ আদর্শের নিকটে অনায়াসে আগাইয়া লইয়া যায়। এই মনের শিক্ষা যে কত বড় শিক্ষা, রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে তাহার জলন্ত পরিচয় পাওয়া যায়। আর বিদ্যালয়ের ছাওয়া যিনি স্পর্শ করেন নাই, বড় বড় কেতাবের লম্বা লম্বা বুলি যিনি কখনো মুখস্থ করেন নাই, তাঁহারই কাছে গিয়া দেশ বিদেশের বিখ্যাত মহাপণ্ডিতরা মাথা হেঁট করিতে বাধ্য হইতেন কেন? কারণ আর সকলে যেখানে, বড় বড় কথা কণ্ঠস্থ করিয়াও মনস্থ করেন নাই, পরমহংসদেব সেইখানে মুখ বন্ধ করিয়া মনের দ্বার খুলিয়া, বিশ্বের চিরন্তন সত্যকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতেন। তাই তাঁহার স্বাধীন ধ্যান ধারণার কাছে পণ্ডিতদের সংকীর্ণ মন আপনিই খাটো হইয়া পড়িত।

স্কুল-কলেজের শিক্ষায় কখনো মনের শিক্ষা হয় না। মনের শিক্ষা মানুষের নিজের উপরেই নির্ভর করে।

প্রতিদিন হাজার হাজার ভাবের ধারা আমাদের মস্তিষ্কের তটে গিয়া আঘাত করিতেছে। কিন্তু ক্ষুদ্র মন তাহার মধ্যে গিয়া অকেজো ভাবগুলি লইয়াই ভুলিয়া যায়,—কারণ তাহার সামনে কোন নির্দ্দিষ্ট আদর্শ নাই। অথচ ঠিক সেইখানে গিয়াই উচ্চ মন আপনার আদর্শের উপযোগী ভাবগুলিকে নীর হইতে ক্ষীরগ্রাহী মরালের মতই সেঁচিয়া তুলিয়া নেয়।

দুনিয়ার ভাবের হাট হইতে এই যে ঠিক জিনিষটী বাছিয়া লইবার শক্তি,—ইহার উপরেই জীবনের সমস্ত উন্নতি নির্ভর করিতেছে। এই শক্তি যদি অর্জ্জন করিতে চান, তবে সকলেই আপন আপন মনকে শিক্ষিত করিয়া তুলুন,—সারের ভিতরে বসিয়া অসারের ভাবনায় মাতিয়া থাকিয়া, জীবনকে আর ব্যর্থ করিয়া দিবেন না। (হিন্দুস্থান।)

রোগের খরচ।

(১)

কোন একতলা ঘরের তক্তাপোষের উপর একটী ১২ বছরের ছেলে রোগে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল, নিকটে একটী পুরাতন চেয়ারে রোগীর যুবক পিতা মলিন মুখে বসিয়া সম্মুখস্থ ভগ্ন টেবিলের উপরিস্থ ঔষধের শিশিগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন, এবং মলিনমুখীজননীসন্তানেরললাটে হাত বুলাইতে বুলাইতে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন, গৃহ নিস্তব্ধ কেবল ঘড়িটী মাত্র মৃদু মৃদু টিক্ টিক্ শব্দে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। সতীশবাবু বলিলেন, "কিরণ! কেঁদনা; ভগবানকে স্মরণ কর, যাতে খোকা রক্ষা পায়।" যুবতী মৃদুস্বরে বলিলেন, "তাতো সর্ব্বদাই করছি মা কালী কি মুখ তুলে চাইবেন? খোকা যে ক্রমেই খারাপ হচ্ছে; কি হবে? আচ্ছা! এ ডাক্তারের ঔষধে কি উপকার হচ্ছে মনে হয়?" সতীশবাবু বলিলেন, "না! ও ছেলেদের সর্দ্দিকাশী কি পেটের অসুখ এই সব ভাল করতে পারে। বড় বড় কেসে মোটেই পারে না। টাইফয়েড জ্বর বড় সহজ নয় তো! কিন্তু কি করবো কিরণ, ৫০৲ টাকা মাইনের কেরাণীর ছেলে বেঘোরেই মারা যায়। বড় ডাক্তার কোথা থেকে ডাকবো বল, শুধু ভগবানকে ডাকো।"

কিরণ বলিল. "এমন কিছু গয়না নাই, যে বাঁধা দিয়ে টাকা নিই।"

সতীশ বলিলেন, "আমি আফিসে গোপালবাবুর কাছে একবার দেখবো, তুমি ভেবনা, টাকার যোগাড় হইবেই এখন, কাল ভাল ডাক্তার আনবো।"

পরদিন সন্ধ্যাকালে আফিস প্রত্যাগত ঘর্ম্মাক্ত দেহ সতীশবাবু আসিয়া বিছানার উপর দুটী হাত রাখিয়া পুত্রের দেহের উপর ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা কেমন আছে?" "সেই রকম! টাকা গোপাল বাবুর কাছে পেলে?" সতীশবাবু "ঔষধটা ঠিক খাইয়েছে তো?" বলিয়া শিশিটী হস্তে লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিরণ,—হাঁ ঠিক খাওয়ান হইয়েছে। তুমি টাকা পেয়েছ কি? সতীশ বলিলেন, "ওখানে পাওয়া গেলনা বটে, তা সে যোগাড় হবে অখন।"

কিরণ রাত্রে স্বামীকে পরিবেশন করিতে করিতে বলিল, "উমেশবাবুর মা'র কাছে কি স্ত্রীর কাছে গোটা ৫০৲ টাকা ধার চাইব? স্বামী রুটীর গ্রাস মুখে তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "তাঁরা লোক ভাল, সর্ব্বদাই খোকার খবর নিচ্চেন।" সতীশ বলিলেন, "খবর নেওয়া আর শুধু হাতে ৫০৲ টাকা ধার দেওয়ায় তফাৎ আছে। যা'হোক, তোমায় যেতে হ'বে না। আমি অন্য জায়গায় পা'ব।"

পরদিন কিরণ দুপুরে ঝিকে ছেলের কাছে বসাইয়া একবার উমেশবাবুর বাড়ী গিয়া টাকার কথাটা পাড়িল, উমেশবাবুর স্ত্রী ও জননী কিরণের দুঃখে অনেক বেদনা জানাইয়া অবশেষে বলিলেন, যে, "বড় দুঃখের বিষয়, হাতে এখন একেবারেই টাকা নাই, নহিলে কিরণকে দেবার কোন বাধা ছিল না।"

রাত্রে সতীশবাবু আসিয়া বলিলেন,

"কিরণ! টাকা তো কোথাও পেলাম না,তুমি একবার উমেশ বাবুর বাড়ীতে না হয় দেখ।" কিরণ হতাশভাবে বলিল,"আজ দুপুরে একবার গিয়েছিলাম, সেখানে পাওয়া গেলনা।" সতীশবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "দেখ্‌লে? আমি তো আগেই বলে ছিলাম।" কিরণ বলিল, "কি হবে এখন? খোকাকে বুঝি আর ফেরাতে পারলাম না।" সতীশবাবু বলিলেন, তুমি ভেবোনা, কাল বিকালে টাকা আনুবোই আন্‌বো। এ কথায় কিরণ ততটা আস্থা স্থাপন করিল না, কারণ টাকা তো কোথাও গচ্ছিত নাই যে একটা সই দিলেই আসিয়া পড়িবে, ও কেবল স্বামীর সান্ত্বনা দেওয়া মাত্র, হে মা আনন্দময়ী! আমার সর্ব্বস্ব, ধন, খোকাকে রক্ষা কর।

পরদিন বিকালে কিরণ দেখিল, আফিস প্রত্যাগত সতীশবাবু সত্যই কতকগুলি নোট তাহার হাতে দিলেন, গণিয়া দেখিল ১০খানি কে এই দুঃসময়ে ১০০৲ শত টাকা দিয়া রক্ষা করিল?

সতীশবাবু বলিলেন, "ও একটী নূতন ভদ্র লোক, তুমি চেননা।" টাকা তো পাওয়া গেল, কিন্তু সতীশের মুখে প্রফুল্লভাব নাই কেন? কিরণ ভাবিল, কর্ম্মক্লান্ত রাত্রি জাগরণ ক্লিষ্ট, স্বামীর শ্রমখিন্ন ভাব ঐরূপ দেখাইবে বটে।

(২)

খোকা আস্তে আস্তে সারিয়া উঠিল, ভাল ভাল ডাক্তার, বেদানা, আঙ্গুর, বরফ অডিকলন, রোগ শয্যার কোন ত্রুটী হইল না; সে ক্রমে শয্যায় বসিয়া ও আস্তে আস্তে ঘরে একটু বেড়াইয়া পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। একদিন সতীশবাবু কিরণকে বলিলেন,"দেখ কিরণ! যদি আমাদের মাথায় কোন বিপদ পড়ে, তবে ভাঙ্গিয়া পড়িও না, ধর্ম্মপথে থাকিয়া ভগবানে বিশ্বাস রাখিয়া চলিও, কোনরূপে দিন কাটিবে।" কিরণ চমকিয়া বলিল, "ও কথা বল্‌ছো কেন? না বল্‌ছি যদি আমি হঠাৎ মারাই যাই, খোকা যেন সৎপথে থাকে, সৎ হয়, তোমার উপর সে ভার! তুমি অবলা স্ত্রীলোক বলে আপনাকে অবিশ্বাস করে হাল ছেড়ে দিও না মনের বলই আসল বল, দৈহিক বল কিছুই নয়. মনের বলে লোকে অসাধ্য সাধন করে।" কিরণ বলিল, তোমায় ও সব বক্‌তে হবে না, তোমার পায়ে মাথা রেখে আমি যেন আগে যাই।"

তাহার তিন চারিদিন পরে একদিন বিকালে সতীশবাবু আফিস হইতে আর আসিলেন না, কিরণ একটী থালে দুটী রসগোল্লা সাজাইয়া একগ্লাস জল দিয়া আসন পাতিয়া স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, ওদিকে রন্ধন ঘরে উনানের উপর তরকারি ফুটিতে ছিল, কিরণের মন ক্রমেই চঞ্চল হইতেছিল, কই একদিনও তো এত দেরী হয় না, কোথাও যাইবারও তো কোন কথা নাই, তবে কেন দেরী হচ্ছে? রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার ভয় আছে, আর ঐ মটরকারগুলো একেবারে তীরের মত এসে পড়ে; যদি বাবু অন্যমনে রাস্তায় আস্‌ছিলেন, আর একখানা প্রকাণ্ড কাল মোটর ঝড়ের মত বেগে—আর কিরণ ভাবিতে পারে না, ভয়ে বারম্বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল. এমন সময়ে কে যেন দ্বারের কড়া নাড়িল। কিরণ চেঁচাইয়া ঝিকে বলিল, "ওঝি! আগে যা' দোর খুলে দে, বাবু এসেছেন।" বলিতে বলিতে স্বয়ং প্রাঙ্গনের দ্বারের নিকট আসিল! কিন্তু কই পরিচিত পদশব্দ তো শুনিল না। ঝি আসিয়া বলিল, "ওমা! বাবুর আফিস থেকে অতুলবাবু বলে একজন এসেছেন, তিনি আপনাকে কি বল্‌তে চান্।" কিরণ দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইতেই তিনি ঝিকে মধ্যস্থ রাখিয়া শুনাইলেন "সতীশ বাবু ১০০৲ টাকা ক্যাস ভাঙ্গায় ধরা পড়িয়া আজ পুলিসে আটক আছেন। আজ কিরণ বুঝিল খোকার অসুখের টাকাটা কোন্ বাবু দিয়াছিলেন, তাহার চক্ষের সম্মুখে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছিল, সে কম্পিত চরণে গৃহে গিয়া স্বামীর জন্ম সজ্জিত খাবারের থালার পাশে আছাড় খাইয়া পড়িল; উনানের উপর সতীশবাবুর রাত্রি ভোজনের ফুলকপির তরকারী পুড়িয়া ঘরময় ধোঁয়া ও বাড়ীময় দুর্গন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল।

যখন কিরণ শুনিল, স্বামীর তিনবৎসরের জন্ম মেয়াদ হইয়াছে, তাহার বরাবর মনে হইতে লাগিল, যদি পয়সা থাকিত, তবে একবার উকিল মোক্তার দিয়া চেষ্টা করিত। আবার কখনও যে সতীশবাবুকে সকলে চোর বলিয়া ঘৃণা করিতেছে, সেই স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে মনে মনে পূজা করিতে লাগিল; দেবতা না হইলে কি বিচারকরে সম্মুখে দাঁড়াইয়া সমস্ত স্বীকার করে যে "আমার ঘরে টাকা নাই, ছেলে মৃত্যুশয্যায়—কোথাও ধার পাই নাই, তাই ক্যাস ভাঙ্গিয়া ছেলেকে বাঁচাইয়াছি।" এমন সরল দেবতা না হইয়া কি চোর হইবে? আর সে বিচারক বা কেমন যে এমন অবস্থাতেও জেলে পাঠায়? যাহা হউক, কিরণ আর সংসার পাতিয়া থাকিতে পারিল না। কে ঝির মাহিনা দেয়, কেবা বাড়ীভাড়া দেয়, কেবা দুটী লোকের গ্রাসাচ্ছাদন দেয়, অতএব সব উঠাইয়া ভা[illegible] সংসারে স্থান হইল।

সেখানে কিরণ যদিও অন্নবস্ত্র বা অশান্তি জনিত কষ্টে ছিল না বটে, তথাপি স্বাধীনা থাকিয়া পরাধীনা হইয়া মনের সুখে ছিল না। আর ভাই ভাল লোক হইলেও সামান্ত লোক, সুতরাং সেই আদরের খোকা, যাহার জন্ম সতীশ অম্লানমুখে জেলে গিয়াছেন, সেই খোকা যখন ছেঁড়া জুতা, সেলাইকরা কাপড় পরিয়া বেড়াইত, কিরণ গোপনে চক্ষের জল মুছিত। তিনটা বৎসর দীর্ঘ হইলেও কিরণ আশায় আশায় কাটাইল, তাহার পর এক দিন উজ্জ্বল প্রভাতে আনন্দ কম্পিত হৃদয়ে শয্যা হইতে উঠিয়া কিরণ স্বামীর মঙ্গলের জন্ম পূজা পাঠাইয়া দিয়া ছেলেটীকে গা হাত মুছিয়া ফরসা কাপড় পরাইয়া বসিতে বলিল, আজ তিন বৎসরের পর স্বামী গৃহে আসিতেছেন; কিরণ চুল বাঁধিয়া মস্তকে সেবীক

প্রসাদী সিন্দুর পরিয়া, স্বামী যাহা যাহা খাইতে ভাল বাসেন অর্থাৎ মাংসের কোর্ম্মা, মোছার ঘন্ট, ব্যাসম দিয়া মাছভাজা সমস্ত রাঁধিয়া বাড়িয়া বসিয়া রহিল, সিঁড়িতে পদশব্দ পাইয়া মাথার কাপড়টী একটু টানিয়া দিয়া দ্বারের কাছে আসিল; খোকাও "বাবা বলিয়া ছুটিয়া আসিল, এবং মামাকে একা দেখিয়া বলিল, "মামাবাবু! বাবা কই?" মামা ম্লানমুখে বলিলেন, সে খালাস পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে বল্‌লে, "আমি আর বাড়ী যাব না, এ মুখ লোকসমাজে দেখাতে লজ্জা হয়, এখন খোকারা তোমার কাছেই থাকুক, বিদেশে একটা চাকরীর যোগাড় করে ওদের নিয়ে যাব।" আমি এত বোঝালাম, কেমন যে একগুঁয়ে স্বভাব, আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল।" মামা হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িলেন, কিরণ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

* * *

কয়েক বৎসর অতীত হইল, সতীশবাবুর এই খবর নাই, খোকা এখন আর খোকা নয়, বড় হইয়া সন্তোষ হইয়াছে; সন্তোষ ছেলে ভাল, অনেক কষ্ট সহিয়া বি, এ পাশ করিল, চারিদিক হইতে বিবাহের কথা আসিতে লাগিল, কিরণ শুধু চক্ষের জল মুছিত। ভ্রাতৃজায়া বলিলেন, "কি করবে ঠাকুরঝি! মনকে প্রবোধ দাও। যারা পড়ার খরচ দিতে চাচ্ছে, তাদের ঐখানেই সন্তোষের বিয়ে দাও, যদি ছেলেটা মানুষ হয়, তুমি আবার রাজমাতা হ'বে।"

রাজমাতা হইবার লোভে কিরণ সন্তোষের বিবাহ দিল।

(৩)

সন্তোষবাবু উকিলের মাতা একঝুড়ি তরকারী লইয়া কুটিতে ছিলেন ও রান্নাঘরে পাচিকা রাঁধিতেছিল, তাহাকে বলিতেছিলেন "মোচাগুলো এত ছোট করে কুটি, তবু তোমার রান্নার ছিরি হয় না, কালকে কি মাছই রেঁধেছিলে, একেবারে কলের জল!" বৌ ছোট ছেলেটীকে কোলে লইয়া কড়াইশুঁটী ছাড়াইতেছিলেন, তিনি মিহিগলায় বলিলেন, "বামুন ঠাকরুণ, একেবারে কাজের বার হয়ে যাচ্ছে। আমার বাপের বাড়ীর ঐ বামুনটা এমন রাঁধে যে, এক তরকারি দিয়ে ভাত খাওয়া যায়।" পাচিকা প্রতিবাদ করিয়া বলিতে ছিল, এদেশের তেল খারাপ, তরকারি পাতি শুক্‌নো, তাই, না হলে আমিই কি রাঁধতে জানি না?

এখন সন্তোষবাবু একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর ভিতরে আসিয়া বলিলেন, "মা! মা! দেখ কে এসেছেন!" কিরণ দেখিবামাত্রই অস্ফুট শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন; সত্যই কি আজ এলে? চিরজীবন দুঃখ কষ্ট করিয়া জীবনের অবেলায় কি সত্যই সুখের সীমা রহিবে না?

একদিন বধূ সন্তোষকে বলিতেছিল "সত্য উনি পিতা, পরমগুরু, কিন্তু ওর বুদ্ধি শুদ্ধি তো ভাল নয়, জেলের ফেরত লোক ত বটে, আমার ছেলেগুলোর কুদৃষ্টান্ত হবে না তো?"

সন্তোষবাবু বলিলেন, "সত্যি, ও কথা আমারও মনে হয়, আরো ভয়, এদেশের লোকে যদি ওসব শোনে, তবে আমার বড় মুখ হেঁট হবে। কি করি বল দেখি?

বৌ বলিল, "ওকে কাশী পাঠিয়ে দিলে হয়, কিছু কিছু খরচ দিও।" সন্তোষ যেন অন্ধকারে আলো দেখিতে পাইলেন, বলিলেন, "সেই ঠিক!"

পরদিন সন্তোষবাবু মাকে বলিলেন, দেখ মা! বাবার কথা যদি এদেশের লোক কোন রকমে জান্‌তে পায়, তবে আমার বড় লজ্জা হবে, পসার মাটী হবে। কত কষ্টে পসারটী হয়েছে জানতো, উকিল হয়েও প্রায় সাতবছর মামাবাবুর গলগ্রহ হয়ে ছিলাম, মাসে ২০৲ টাকা আন্‌তে পারিনি। স্কুলে মাষ্টারি কর্‌বার ইচ্ছে পর্য্যন্ত হয়েছিল। কতকষ্টে তবু এখন স দেড়েক টাকা আন্‌ছি, এভাবে চল্‌লে তবু উন্নতির আশা আছে। কিন্তু বাবার কথা শুন্‌লে ভদ্রলোকে ঘৃণা করে আর হয়তো এদিকে আস্‌বে না; আরো ছেলেগুলোর পক্ষে বাধা একটা কুদৃষ্টান্ত, তুমি ভেবে দেখনা। আমি ভাবছি, বাবাতো কতকাল সন্ন্যাসীর মত হয়েই ছিলেন, তা এখন কেন কাশী গিয়ে থাকুন না, আমি মাসে ২৫৲ টাকা করে পাঠাব।"

কিরণের মুখ সাদা হইয়া গেল, বলিলেন বলিস্ কি খোকা? তো'কে বাঁচাতে গিয়ে জেলে গেলেন, সেই বাপ তো'র ছেলেদের কুদৃষ্টান্ত হ'বে?

সন্তোষ বলিলেন, পাপ এমন জিনিস মা, যে একজন পাপী আর একজন পাপীকে ভালবাসতে পারে না। আমার জন্য বটে; কিন্তু কি করবো মা, শ্রদ্ধা যে আসে না। তুমি বাবাকে ঐ কাশীবাসের কথাটা বোলো।"

পরদিন সকালে গৃহবাসী দেখিল, সন্তোষ বাবুর পিতামাতা রিক্ত হস্তে গৃহত্যাগ করিয়াছেন। শূন্যশয়ন গৃহের দরজাটী ভেজান আছে মাত্র।

শ্রীহেমনলিনী বসু।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

দুর্ব্বলকে পীড়নে প্রবলের বীরত্ব প্রকাশ পায় না, দুর্ব্বলের অশ্রুজল প্রবলের তরবারি অপেক্ষাও ভীষণ, কেননা সেই কাতরের অশ্রু একেবারে ঠিকানায় পৌঁছায়। সে নীরব-প্রতিহিংসার ফল কোথাও ভাল হয় নাই।

ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে নাই, তাহাই অধঃপতনের সোপান। কোন জ্ঞানী লোক সে সোপানে পদার্পণ করেন না।

সর্ব্বজনের উপর দয়া, সর্ব্বজনের সেবা দ্বারা বিশ্বপ্রেম লাভ হয়, সেই বিশ্বপ্রেমেই

অনন্ত সুখ। ধন, অর্থ, পার্থিব ক্ষমতার অপেক্ষা এতে অনেক আনন্দ, তুমি সে সুখের প্রার্থী নও, তাই বুঝ্‌তে পার না।

ক্রোধে মানব পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। পল্লী-গ্রাম এত কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে যে, জ্ঞাতির উপর আক্রোশ হইলে লোকে জ্ঞাতির গরু ও শিশুকে বেদম প্রহার করে। মানবের এমন অবস্থা যখন হয়, তখন পশুতে মানবে পার্থক্য করা সুকঠিন।

POSTAL NOTICE.

INSERTION OF THE NAMES AND ADDRESSES OF SENDERS ON THE COVERS OF ARTICLES POSTED.

Attention is specially invited to clause 43 of the Post office Guide which requires the sender of a postal article to add his name and address on the lower left-hand corner of the cover so that it may be returned to him unopened in case of non delivery. A large number of imperfectly addressed articles is destroyed every year in the Dead Letter Office for want of this information.

CALCUTTA, 15th April 1920.

G. P. CLARKE, Director-General of Posts & Telegraphs.

আহুতি।

[শ্রীপ্রমথনাথ দে, বি-এল]

(১)

হরমোহন বাবুর সঙ্গে মোহিতের প্রথম আলাপ মোগলসারাই ষ্টেশনে। তখন আশ্বিন মাস—পূজার সময়। প্রত্যেক ট্রেণ আরোহীতে পরিপূর্ণ। মোহিত পূজার ছুটিতে কাশী যাইতেছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কামরার বাতায়নের ধারে বসিয়া সে প্লাটফর্ম্মের দিকে চাহিয়াছিল, এমন সময় দেখিতে পাইল একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রচুর মালপত্র ও কতিপয় ভৃত্য এবং স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিবার জন্ত ব্যস্তসমস্ত ভাবে এদিক ওদিক করিতেছেন। ট্রেণ ছাড়িবার তখন আর অল্পই বিলম্ব আছে। ভদ্রলোকটীকে বিব্রত দেখিয়া মোহিত আপনার কামরা হইতে নামিয়া পড়িল এবং পার্শ্বস্থ কামরা হইতে আপনার ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহার সাহায্যে সমস্ত জিনিসপত্র আপনার কামরায় উঠাইয়া দিয়া ভদ্রলোকটীকে পরিবারবর্গসহ তাহাতে উঠিতে বলিল। এই অযাচিত সাহায্য পাইয়া বৃদ্ধ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং মোহিতকে অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। মোহিতও কাশী যাইতেছে শুনিয়া তিনি তাঁহার কাশীর আবাস-বাটীর ঠিকানা দিয়া একদিন অতি অবশ্য তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন।

(২)

হরমোহনবাবু লোকটী বয়সে প্রবীণ হইলেও নব্যতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। ওকালতী করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। সংসারে পত্নী, পঞ্চদশ বর্ষীয়া কন্যা নিরুপমা ও দশমবর্ষীয়া পিতৃমাতৃহীনা ভ্রাতুষ্পুত্রী সুহাসিনী ভিন্ন তাঁহার আর কেহ ছিল না। হরমোহন বাবুর স্বভাব-মধুর অমায়িক ব্যবহারে সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিত। তিনি তাঁহার বিপুল উপার্জ্জনের অধিকাংশই দুঃস্থ আত্মীয় স্বজন ও প্রার্থীদিগের প্রার্থনা পূরণে ব্যয় করিতেন। কেহ দুরবস্থায় পতিত হইয়া তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে বিমুখ হইয়া ফিরিত না।

সকলের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিয়া হরমোহন বাবু পত্নী ও কন্যা দুইটী লইয়া বেশ সুখে কাল কাটাইতেছিলেন। কিন্তু পূর্ণ সুখ কাহারও সহে না। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া সুরূপ, বিদ্বান ও অর্থশালী এক পাত্রের সহিত তাঁহার আদরের দুহিতা নিরুপমার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের পর দুই মাস যাইতে না যাইতে নিরুপমা বিধবা হইল।

কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া হরমোহন বাবুর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যে কিসে তাহাকে একটু সুখী করিবেন, কিসে তাহার মনে একটু শান্তি আসিবে, ইহাই এখন তাঁহার একমাত্র চিন্তা। আত্মীয় স্বজনের নিষেধ না মানিয়া তিনি দুই একবার নিরুপমার পুনর্ব্বার বিবাহের চেষ্টা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু নিরুপমা এ বিষয়ে অসম্মতি-প্রকাশ করায় ইদানীং সে চেষ্টায় ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। তাহার চিত্তবিনোদনের জন্য তিনি প্রায়ই পরিবারবর্গ লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইতেন। এ বৎসর পূজার ছুটিতে তিনি কাশী আসিয়াছিলেন।

(৩)

মোহিত কাশী আসিয়া বন্ধুবান্ধবের সংসর্গে ও নূতন নূতন স্থান দর্শনের আনন্দে হরমোহন বাবুর অনুরোধের কথা একেবারেই ভুলিয়া গেল।

একদিন অপরাহ্ণে বাঙ্গালীটোলার ভিতর দিয়া যাইবার সময় একটী সুরম্য অট্টালিকার দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠে মধুর গীতধ্বনি শুনিতে পাইয়া সে মুগ্ধ হইয়া সেই বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। মোহিত নিজে একজন সুকণ্ঠ ও সুগায়ক। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সে কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দভাবে তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। ইতিমধ্যে গৃহস্বামী হরমোহন বাবু বাতায়ন হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া সাদর আহ্বানে তাহাকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন এবং এতদিন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করার জন্য স্নেহপূর্ণস্বরে অনুযোগ করিতে লাগিলেন।

মোহিত বলিল, "বড় সুন্দর গান শুন্‌লাম।"

"হ্যাঁ, আমার ভাইয়ের ছোট মেয়েটি সুহাসিনী একটু আধটু গান জানে।"

এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে হরমোহন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহার অনুরোধ এত দিন বিস্মৃত হইয়া থাকায় মোহিত বড়ই লজ্জিত হইল। কিন্তু হরমোহন বাবু ও তাঁহার পত্নীর সস্নেহ ব্যবহারে শীঘ্রই তাহার সঙ্কোচ দূর হইল। বিশেষ যখন সুহাসিনী সঙ্গীত বন্ধ করিয়া উঠিয়া আসিল এবং গলবস্ত্রে প্রণাম করিল, তখন সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। এতাবৎকাল সে কোনও নিঃসম্পর্কীয় কিশোরীর সংস্পর্শে আসে নাই; সুতরাং সুহাসিনীর এরূপ সৎশিক্ষা দেখিয়া সে সত্যই বিশেষ পরিতৃপ্ত হইল।

অতি ব্যস্ত ভাবে হরমোহন বাবু ডাকিলেন, "ওরে, নিরু, তোর আবার লজ্জা কিরে। আয় আয়, মোহিত বাবুকে প্রণাম করে যা।"

নিরুপমা আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

হরমোহন বাবু বলিলেন, "এইটী আমার একমাত্র কন্যা। আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত ক'রে জামাই ইহধাম ত্যাগ করেছে।"

মোহিত বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিল, "এই বয়সে বিধবা। ও কি ভয়ানক!"

হরমোহন বাবুর স্ত্রী অতি যত্নের সহিত কিছু জলাহারের বন্দোবস্ত করিলেন।

এইরূপে হরমোহন বাবুর পরিবারবর্গের সহিত তাহার প্রথম পরিচয় স্থাপিত হইল। হরমোহন বাবুর অনুরোধে মোহিত যতদিন কাশীতে থাকিবে মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইল।

বারম্বার যাতায়াতে হরমোহন বাবুর পরিবারের সহিত মোহিতের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই পরিবারের সহিত সে যতই মিশিতে লাগিল ততই তাঁহাদের আন্তরিক স্নেহ, যত্ন ও আতিথ্য-সৎকারে মুগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহারাও বিদেশে এরূপ একজন সহানুভূতিপূর্ণ, সচ্চরিত্র ও স্নেহশীল সহায় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। নিরুপমা ও সুহাসিনী মোহিতকে দেখিয়া আর একটুও লজ্জিত হইত না। তাঁহারা তাহাকে বাড়ীর একজন বলিয়া মনে করিত।

ক্রমে পূজার ছুটি ফুরাইল। হরমোহন বাবু তাঁহার পরিবারবর্গ লইয়া স্বীয় কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গেলেন এবং মোহিতকে তাঁহার ঠিকানা দিয়া নিয়মিতরূপে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর মোহিতের কাশীতে অবস্থান আর ভাল লাগিল না। কয়েকদিন পরে সেও কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

(৪)

পর বৎসর পূজার ছুটিতে হরমোহন বাবু সপরিবারে পুরীতে বেড়াইতে গেলেন। তিনি মোহিতকে দিন কয়েকের জন্য তথায় যাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। মোহিতও নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে বিলম্ব করিল না।

এবার মোহিত নিরুপমার ব্যবহারে কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। সে আর পূর্ব্বের মত তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বা হাস্য-পরিহাসে যোগ দিত না—বরং যেন ইচ্ছা করিয়াই তাহার সঙ্গ এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিত। ইহাতে মোহিত কিছু বিস্মিত হইল; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের কোনও কারণ সে অনুমান করিতে পারিল না। হরমোহন বাবু এবং তাঁহার স্ত্রীও মোহিতের প্রতি তাঁহাদের কন্যার ব্যবহারের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, নিরুপমার বয়সের সহিত লজ্জা আসিয়া তাহাকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিতেছে।

ইহাতে হরমোহন বাবু বা তাঁহার স্ত্রী কেহই অসুখী হইলেন না। হরমোহন বাবুর আজ আবার ইচ্ছা হইল যে নিরুপমা সম্মত হইলে সুপাত্র দেখিয়া তাহার পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাকে সুখী করিবেন। মোহিত তাঁহাদের স্বজাতি—সুপাত্র। সে ধনীর সন্তান, বিদ্বান, সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান। অটুট স্বাস্থ্য, কান্ত রূপ, প্রচুর অর্থ, যাহা কিছু মনুষ্যজীবনে কাম্য হইতে পারে সকলই তাহার ছিল। এরূপ পাত্রে কন্যাদান করিতে তাঁহার কোনও অমত ছিল না। মনোমধ্যে দারুণ আন্দোলনের পর একদিন হরমোহন বাবু সকল দ্বিধা ও সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া মোহিতের নিকট নিরুপমার সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। হরমোহন বাবুর স্ত্রী কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না।

নিরুপমার প্রতি মোহিতের করুণা পুষ্টিলাভ করিয়া ক্রমে প্রেমে পরিণত হইতেছিল। কিন্তু পরিণাম ভাবিয়া সে এই আকর্ষণ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। নিরুপমা বিধবা—তাহার সঙ্গে পরিণয়! অসম্ভব! হরমোহন বাবুর প্রস্তাবে সে তৎক্ষণাৎ বিশেষ কোন উত্তর দিতে পারিল না।

মোহিতের সংসারে দূরসম্পর্কীয়া বিধবা এক খুল্লতাতপত্নী ভিন্ন আপনার লোক কেহ ছিল না। সুতরাং তাহার বিধবা বিবাহে কোনরূপ আপত্তি হইল না। যথাসময়ে নিরুপমার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। তাহার প্রেমের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইল।

(৫)

হরমোহন বাবুর মাতা তাহার কোন কার্য্যকলাপে কখনও বাধা দেন নাই। নিরুর সম্মতি থাক না থাক, তিনি ভাবিয়া দেখিলেন সত্যই ত ইহা এমন কিছু গর্হিত কার্য্য নহে। অতএব তিনিও নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন।

সুহাসিনী তখন ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কিশোরী। নিরুপমার বিবাহের পর তাহার স্বভাবে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সেই সদাহাস্য কৌতুকময়ী বালিকা এখন স্থির, ধীর গম্ভীর। তাহার হাস্যকোলাহলে, কৌতুকে ও সঙ্গীতে গৃহ সদাই মুখরিত থাকিত, তাহাকে হঠাৎ নীরব ও গম্ভীর হইতে দেখিয়া হরমোহন বাবু ও তাঁহার পত্নী মনে একটা অননুভূতপূর্ব্ব বেদনা অনুভব করিলেন এবং ইহাকে বয়োধর্ম্মের লক্ষণ ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন।

যত দিন যাইতে লাগিল সুহাসিনীর সকল কার্য্যেই একটা বিতৃষ্ণা আসিয়া উপস্থিত হইল। অধরের হাসি মিলাইয়া গিয়া একটা

বিষাদের কালিমা সেই সুন্দর মুখে যেন চির-আধিপত্য বিস্তার করিল। শৈশব হইতে সে নিরুপমার সহিত একত্র পালিত ও উভয়ে স্নেহের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তাহার সঙ্গ বিচ্যুত হইয়া সুহাসিনী এরূপ হইয়া যাইতেছে অনুমান করিয়া তাহার নিঃসঙ্গতা দূর করিবার জন্য হরমোহন বাবু তাহার বিবাহের জন্য চেষ্টিত হইয়া পড়িলেন।

(৬)

দুই বৎসর পরে নিরুপমা পিত্রালয়ে আসিল। মোহিতও তাহার সঙ্গে আসিল। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর স্নেহের কন্যাকে নিকটে পাইয়া তাহার পিতামাতা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

সুহাসিনীকে দেখিয়া ও তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে নিরুপমা বিস্মিত হইল। তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও সদুত্তর পাইল না।

হরমোহন বাবু আশা করিয়াছিলেন যে, নিরুপমার সঙ্গ পাইয়া সুহাসিনী পূর্ব্বস্ফূর্ত্তি ফিরিয়া পাইবে। দিনকতক তাহার বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটীয়াছিল; কিন্তু কয়েক দিন যাইতে না যাইতে সে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিষণ্ণ হইতে লাগিল। ইদানীং সে একাকিনী থাকিতে ভালবাসিত—এমন কি, নিরুপমাকে তাহার আদৌ ভাল লাগিত না।

সুহাসিনীকে দেখিয়া ক্রমে নিরুপমার মনেও একটা অতৃপ্তি জাগিয়া উঠিল। একদিন তাহাকে একাকিনী চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিল এবং তাহার অযত্নসম্বদ্ধ কেশগুচ্ছ আন্দোলিত করিতে করিতে স্নেহপূর্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"হাসি! বোন্! সত্যি ক'রে বল্ তুই দিন দিন এমন হয়ে যাচ্ছিস কেন?" ম্লান হাসি হাসিয়া সুহাসিনী উত্তর করিল, "তুমি ক্ষেপেছ কি, দিদি? কি আবার হবে আমার—আমি যেমন ছিলুম তেমনই ত আছি।" নিরুপমা আর তাহাকে বিরক্ত করিল না।

(৭)

এইরূপে দুই মাস অতিবাহিত হইল। সুহাসিনীর শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। এখন প্রত্যহ একটু করিয়া জ্বর হয়। প্রথমটা সে শারীরিক অসুস্থতার কথা গোপন রাখিত, কিন্তু ক্রমে যখন চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া পড়িল, তখন তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িল। সহরের যাবতীয় ডাক্তার ও কবিরাজে বাটী পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু বহুদিনের অবহেলায় রোগ তখন চিকিৎসার অতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তাহার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃবধূর মৃত্যুর পর তাহাদের একমাত্র কন্যাটিকে হরমোহন বাবু বুকে করিয়া পালন করিয়াছিলেন। আপনার কন্যা ও তাহাতে তিনি প্রভেদ দেখিতেন না। তিনি সর্ব্বস্ব পণ করিয়া তাহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু, হায়! অর্থবলে কে কবে নিয়তির গতি রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে!

মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রে নিরুপমা কাঁদিতে কাঁদিতে সুহাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিল,"বোন! সত্যি বল তোর কি হ'য়েছে।"

সুহাসিনীর আজ আর সে হাসি নাই। সে পিশাচিনীর ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া নিরুপমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,"কোন্ শাস্ত্রে আছে দিদি বিধবা আবার বিয়ে করে?"

সে আর কথা কহিতে পারিল না। ক্লান্ত, নিশ্চল দেহে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

নিরুপমার আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। আজ সে আপনাকে স্নেহময়ী ভগিনীর মৃত্যুর কারণ স্থির করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। সত্যই ত কেন সে বিধবা হইয়াও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ত্যাগের প্রশস্ত পথ ছাড়িয়া পুনরায় সুখভোগের কামনা করিয়াছিল! সে যদি পুনরায় বিবাহ করিতে সম্মত না হইত! সে কোনও উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল—"হাসি! আমায় ক্ষমা কর দিদি।"

সুহাসিনী ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল—একটা স্বর্গীয় জ্যোতিঃ তাহার মুখে চোখে পড়িয়া তাহাকে আরও বিমল সৌন্দর্য্যে ভরাইয়া দিল। সেই দিন নিরুপমার কোলে মাথা রাখিয়া সুহাসিনী নিজের জীবন আহুতি দিল।

(অর্চ্চনা।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

লোক। যতক্ষণ না আমার বিশ্বস্ততার পরিচয় পাইবেন ততক্ষণ আমায় পুরস্কৃত করিবেন না।

অলিফান্ট। ভালকথা। ঐ তিনজন যখন এখান হইতে বহির্গত হইবে। তাহাদের অনুসরণ করিবে। তাহারা কোথায় যায় দেখিয়া কাল বেলা বারটার সময়ে আমাকে আমার আবাসে সংবাদ দিবে।

লোকটা সম্মত হইল। অলিফান্টও সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়াধিক নবতিতম পরিচ্ছেদ।

কৌন্সলির আফিস।

জগতে এমন অনেক লোক আছে, অতি সামান্য মাত্র ঘটনাও যাহাদের চক্ষে উপস্থিত হয় না। জেনারেল অলিফান্টও সেই প্রকৃতির লোক। তাঁহার বাহ্য প্রকৃতি উদাসীন, আচার ব্যবহার সুরুচি সঙ্গত, দৃষ্টি আশঙ্কা পরিশূন্য, স্বভাব সরল, কিন্তু এই সকলের অন্তরালে যে তীক্ষ্ণ অন্তদৃষ্টি বিদ্যমান ছিল, তাহা সহজে লোকের গোচরীভূত হইত না। সকল বিষয়েরই—তাহা যতই গভীর বা অন্যের উপেক্ষিত তুচ্ছ হউক না কেন, অতি সত্বর সহজে তাহার সমাধান করিবার তাঁহার একটা শক্তি ছিল। আর্ডেনের উদ্বেগ তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন—কোন অনিশ্চিত আশঙ্কায় প্রাবল্যবশতঃ পুলিন্দার মধ্যে নিহিত

বিষয়ের সহিত তাঁহার সংস্রব কল্পনা করিয়া যে তিনি অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাও বুঝিয়াছিলেন। অপরাপর বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত না করিয়া সর্ব্বাগ্রে আর্ডেনের বিষয় জেনারেল অলিফাণ্ট কি জানেন, জানিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় একত্র করিয়া, অলিফাণ্ট তাঁহার উপর সন্দিহান হইয়া পড়েন, সেই কারণেই তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের প্রত্যেক ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি অনন্যমনে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া থাকিলেও, পত্র পড়িতে পড়িতে আর্ডেনের মুখকান্তিতে যে হর্ষের ছায়া প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও তিনি দেখিয়াছিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সহজেই তাঁহার মনে হইল, আর্ডেন কোন একটী অনুষ্ঠিত পাপ গোপন রাখিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, এবং রামবল্ডের অভিযোগের সহিত কোন না কোনরূপে তাঁহার যোগাযোগ আছে। কিন্তু তাঁহার এ সন্দেহের কথা ভাবে বা ভাষায় আর্ডেনকে জানিতে দেন নাই। তাঁহার পর পূর্ব্বোক্ত বিদেশ হইতে সমাগত লোক তিনটীকে তাঁহার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিলেন, তখন নিশ্চিত রূপে বুঝিলেন, বাহিরে বাহিরে এমন কোন একটী ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, যাহার সহিত আর্ডেনের খুব ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে। এই ধারণা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়াতেই আর্ডেনের পরিচারককে উক্ত লোক তিনটির প্রতি নজর রাখিতে উপদেশ দিয়া আসিয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে অলিফাণ্ট লরেন্স লিকে সঙ্গে লইয়া কৌন্সলি মব্রোর আফিসে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইবামাত্র কৌন্সলিপ্রবর অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থিত করিলেন।

অলিফাণ্ট কহিলেন,—"এখন হইতে আমার এই তরুণ বন্ধুটীকে সার লরেন্স লি বলিয়া সম্বোধন করিবেন। নবদ্বীপের যুদ্ধে তিনি যেরূপ শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ এই উপাধি লাভ।"

মব্রে লরেন্সের এই উক্ত সম্মান লাভে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার প্রতি সময়োচিত সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। অপরাপর দুই একটী কথায় পর অলিফাণ্ট কহিলেন—"এইবার কাজের কথা হউক। কাল প্রাতঃকালে বিচার বসিবে নয়?"

মব্রে। আজ্ঞা হাঁ।

অলিফাণ্ট। করোণার কোর্টে বিচারের সময় যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, একবার দেখিতে পাইব কি?"

মব্রে মোকদ্দমার কাগজপত্র বাহির করিয়া দিলেন। অলিফাণ্ট তাহার কিয়দংশ পাঠ করিয়া, সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—নিহত উইলগবির সম্বন্ধে আর কিছু কি জানিতে পারিয়াছেন?"

মব্রে। যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি উইলগবি দেনায় দায়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অনেক দিন হইতে ফ্রান্সে গিয়া বাস করিতেছিলেন; আমি তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য, ফ্রান্সের ক্যালে সহরে একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহার মুখে শুনিলাম, ইংলণ্ডে আসিয়া নিহত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, তিনি একজন চরিত্রহীন গির্জ্জা হইতে বিতাড়িত বৃদ্ধ মদ্যপ পুরোহিতে সহিত ক্যালে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

অলিফাণ্ট। তাহার কি নাম?

মব্রে। লোকে সাধারণতঃ তাহাকে ফাদার পিয়ারী বলিয়াই ডাকে; এক সময়ে ব্রিটানির কোন গির্জ্জায় সে পৌরহিত্য করিত।

অলিফাণ্ট ব্রিটানির নাম শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর কিছু জানিয়াছেন কি?"

মব্রে। উভয়ে ফ্রান্সের রাজধানী পারিস সহরে উপস্থিত হন। সেই স্থানে সার হেক্টর গ্রেহাম নামে কোন লোকের সহিত ফাদার পিয়ারীর সাক্ষাৎ হয়।

অলিফাণ্ট। তাহার পর?

মব্রে। পুলিশ কিন্তু ফাদার পিয়ারী এবং সার হেক্টর গ্রেহামকে গ্রেপ্তার করিয়া বাস্তিলের জেলখানায় আবদ্ধ করেন। উইলগবি সেই সংবাদে ভীত হইয়া পারিস হইতে পলায়ন করেন। তাহার পরই তিনি লণ্ডনে আসিয়া নিহত হন।

অলিফাণ্ট। এই সকল ঘটনা হইতে আপনি কি বুঝিলেন?

মব্রে। আমার বোধ হইতেছে, উইলগবি কোনরূপ রহস্যমূলক ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, কারণ আমার প্রেরিত লোকের মুখে শুনিয়াছি, পুলিস ভ্রমক্রমে গ্রেহামকে গ্রেপ্তার করিয়াছেলন—উইলগবিকেই গ্রেপ্তার করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

অলিফাণ্ট পুনরায় কাগজপত্রের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখিতেছি উক্ত তদন্তকালে, যে ছুরিতে হত্যা কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, সে ছুরির সম্বন্ধে আপনি দুই একটী কথা বলিয়াছিলেন। আপনার ধারণা উক্ত ছুরি ভদ্রলোক অপেক্ষা বড়লোকের বাড়ীর ভৃত্যেরাই সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকে।"

মব্রে: সে ছুরিখানি আপনি দেখিলেও, আপনিও ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। আরও কয়েক ছত্র পড়ুন—পড়িলেই ছুরিখানির যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন। আমি প্রত্যেক ঘটনা—প্রত্যেক বিষয় যতই তুচ্ছ হউক না কেন, পরিত্যাগ করি নাই।

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ বর্ষ।] ২৫শে শ্রাবণ, ১৩২৭ সাল। ইং ১০ই আগষ্ট, ১৯২০ সাল। [৪র্থ খণ্ড।

মেহগ্নি বৃক্ষ-তত্ত্ব।

মেহগ্নী বৃক্ষ এবং কাষ্ঠ অতি সুন্দর এবং কঠিন। সমস্ত কাষ্ঠের রাজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার সারাল কাষ্ঠের রং গাঢ় রক্ত বর্ণ। It is said that worm or insect will scarcely touch it and water wil not rot it. ইহার কাষ্ঠে কোনরূপ পোকা লাগে না এবং বহুদিন জলে পড়িয়া থাকিলেও পচ ধায় না। মেহগ্নী কাষ্ঠের দ্রব্য মূল্যবান, ইহা সাধারণের অবিদিত নহে। প্রায় ২০০ বৎসরেরও উপর, প্রথমে Dr. Gibbon ইহা ইংলণ্ডে পরিচিত করেন। মেহগ্নী কাষ্ঠকে ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ডের লোকে চিনিত না।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বীপপুঞ্জে মেহগ্নির জন্ম স্থান। ডাক্তার গীবনের এক ভ্রাতা, নৌ বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি একবার খালি জাহাজ লইয়া আসিবার সময় কতকগুলি কাষ্ঠের গুঁড়ি বোঝাই করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কেন না, জাহাজে কোন ভারি বোঝাই না থাকিলে জাহাজ উল্‌টাইয়া যায়, সেই জন্য কোন জিনিসের আবশ্যক না থাকিলেও যে সে জিনিস দিয়া জাহাজ বোঝাই করিতে হয়।

ডাক্তার গীবন সেই সময় লণ্ডনে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, তাঁহার কাষ্ঠের আবশ্যক ছিল, তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে এই কাষ্ঠগুলি উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। ডাক্তার গীবন তাঁহার সূত্রধর মিস্ত্রীগণকে কাষ্ঠগুলি চিরিতে এবং কার্য্যে লাগাইতে আদেশ করেন, কিন্তু সূত্রধরগণ তাহাদের অস্ত্র দ্বারা কাষ্ঠ কাটা অতি কষ্টকর বিবেচনা করিয়া বাগানে ফেলিয়া রাখিয়া দেয়। বহুদিন এই অবস্থায় থাকার পর ডাক্তার কাষ্ঠগুলি কাজে লাগাইতে পেড়াপেড়ী করিতে থাকেন। তাহারা বলে যে, আমাদের যে সকল অস্ত্র দ্বারা সাধারণ কার্য্য করি, সে সকল অস্ত্র দ্বারা এ কাষ্ঠ কাটা সাধ্য নহে। যাহা হউক ডাক্তারের চেষ্টায় উৎকৃষ্ট অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া সেই কাষ্ঠে একটী বাতিদান প্রস্তুত হয়, তাহা এত সুন্দর এবং তাহার পালিস এত নয়ন গ্রাহী হইয়াছিল যে, ইংলণ্ডের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি তাহা দেখিতে আসিয়াছিলেন এই সকল দর্শকের মধ্যে ডচেশ অফ্ বকিংহাম অন্যতম। কথিত আছে, একজন পিয়ানো নির্ম্মাণকারক সুন্দর ৩ খণ্ড মেহগ্নীর জন্য ৩০০০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৫০০০৲ দিয়াছিলেন। বিলাতে মেহগ্নী কাষ্ঠকে খুব পাতলা করিয়া চিরিয়া অল্প মূল্যের কাষ্ঠের উপর শিরিস দিয়া আটিয়া অনেক ভাল ভাল দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। এক্ষণে ভারতেও নানা স্থানে প্রচুর মেহগ্নী কাষ্ঠ জন্মিতেছে। গবর্ণমেণ্ট বনবিভাগে গবর্ণমেণ্টের রাজপথের ধারে ধারে এই মেহগ্নী বৃক্ষ রোপণ করা হইতেছে। ইহার বৃক্ষ সুবৃহৎ, শাখা প্রশাখা প্রশস্ত এবং পত্র পুষ্প অতি সুন্দর। মেহগ্নীর সমস্তই ভাল। আমাদের অনেক বাঙ্গালীর বাগানেও আজকাল মেহগ্নী বৃক্ষ রোপিত হইতেছে।

(কাজের লোক।)

স্বর্ণকারের কাজ।

ছাঁচ।

ছাঁচ বহু প্রকারের হয়, কাঁসা, পিত্তল, লৌহ, তাম্র, সিসা, দস্তা, মাটি, মোম ইত্যাদি। প্রথমে মাটির সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। মাটির ছাঁচ আমাদের দেশে কুমারগণই প্রস্তুত করে একথা সকল সময় বলা চলে না, কামার, কুমার, স্বর্ণকার, ব্যতিরেকে গরিব নিপীড়িত শ্রেণীর বহুলোক ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তবে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐ সব শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণই ভাল ছাঁচ গড়িতে পারে। কলিকাতা, ভবানিপুর, এবং ২৪ পরগণার বহুস্থানে দেখিয়াছি যে স্ত্রীলোকেই "ছাঁচ" গড়িতেছে এবং তাহাতে তাহারা বেশ দুই পয়সা পাইয়া থাকে। তবে তাহারা স্বর্ণের জন্য "ছাঁচ" প্রস্তুত করে না। কারণ স্বর্ণের "ছাঁচ" বড়ই সাবধান এবং পরিষ্কারের উপর

করিতে হয়। সেইজন্ত "স্বর্ণকারকে" তাহা নিজ হাতে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। "ছাঁচ" প্রস্তুত করিতে বড়ই সাবধানে করিতে হয়, কারণ একটি ছাঁচে কয়েকটি অংশ থাকে। যেমন মনে করুন, একটী আংটি ছাঁচে ঢালিতে হইবে। প্রথমে আংটি হাতে লও, একটি ছোট মাটির "লুড়ি" প্রস্তুত করিয়া আংটির ভিতর পরাও ও শুকাইতে দাও। পরে আংটির গোলাকারের অর্দ্ধাংশ করিয়া দুই খণ্ড মাটি রাখ, এখন 'লুড়ি' শুকাইলে তাহার একদিক ছুরি দিয়া একটু চাঁচ—এমন ভাবে চাঁচিবে যেন লুড়িটি ইচ্ছা করিলে সহজে বাহির হয়। এইবার মাটি লাগাও ও তাহা শুকাইলে পুনরায় তৃতীয় অংশটি সংযোগ কর। ভাল করিয়া সম্পূর্ণ শুকাইলে একএক অংশ করিয়া তিন অংশ আলাদা সাবধানে রাখ ও আংটিটি বাহির করিয়া পুনরায় তিন অংশ যথা স্থানে লাগাইয়া ভাল করিয়া প্রলেপ দাও একস্থানে একটু ছিদ্র রাখিয়া দিবে, সেই ছিদ্রের সংলগ্ন একটি "মুচি" বা এক টুকরা মাটি ছিদ্রের চারিধারে লাগাও, যদি মুচি লাগান যায়, তাহা হইলে সেই মুচিতেই স্বর্ণ বা রৌপ্য লাগাইয়া একটু উচু করিয়া ধরিলে ছিদ্র দিয়া ধাতু ভিতরে যাইবে ও আংটি প্রস্তুত হইবে, কিন্তু যদি মুচি না লাগাইয়া ছিদ্রের চারি ধার মাটি লাগান যায়, তাহা হইলে অন্য মুচিতে যখন ধাতু গলান হইল, তখন "ছাঁচ" আগুনের সন্নিকটে রাখিবে, তাহা না হইলে আগুন হইতে ধাতু গলা অবস্থায় উঠাইলে বেশীক্ষণ থাকিবে না, কঠিন হইয়া যাইবে। "ছাঁচে" ঢালা যাইবে না।

মাটির "ছাঁচ" ও মুচি একই মাটিতে প্রস্তুত হয়, অভ্র ও তুলা না দিয়াও "ছাঁচ করা চলে।

মাটির "ছাঁচে" ঢালা হইলেই যে আংটি বা স্বর্ণের অন্য কোন দ্রব্য বা অন্য কোন ধাতুর দ্রব্য তৈয়ারি হয়, তাহা নহে, তাহাকে পুনরায় ঘসিয়া মাজিয়া, নক্সাগুলি "নকাসির" দ্বারা বা নিজেরা ভাল করিয়া ফুটাইতে হইবে, নচেৎ ভাল দেখাইবে না।

ধাতুর—"ছাঁচ" বা ডাইস্ প্রস্তুত করিতে সচারচর লৌহ দিয়া তাহা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। যেমন চুড়ি প্রস্তুত করিতে হইবে—মনে করুন, বরফি বা চিড়াতণ বা অন্য কোন প্রকার। যাহা ঠুকিয়া করিতে হইবে—প্রথমে তাহা ষ্টিল দণ্ড পিটিয়া ১ বা ২ ইঞ্চি পরিমাণ একদিক লম্বা করিতে হইবে তাহার পর ইচ্ছামত "উকা" বা রেত দিয়া ঘসিয়া তৈয়ারি করা হইলে তাহাকে "পান" বা পিনান দিতে হইবে।

কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, যে পান দিয়া স্বর্ণ বা রৌপ্য জোড়া যায়, সেই পান দিতে হইবে। লৌহে পাইন ব পিনান দেওয়ার মানে "Temper" করা বা শক্তি দেওয়া, ষ্টিলকে স্বভাবে আনা। এইরূপে পাইন দিতে হয়—খুব ভাল করিয়া পোড়াইয়া ঠাণ্ডা জলে বা তৈলে বা কাদায় ধরিলে বা চুবাইলে অর্থাৎ পোড়াইবার পর, জল তৈল বা কাদায় ঠেকাইলে ষ্টিলকে পাইন দেওয়া হয়। এই পাইন দেওয়ার পর কাঁসার "থাকা" বা থানিকটা জমাট কাঁসা লাল করিয়া পোড়াইয়া তাহার উপর ঐ ষ্টিলের "পঞ্চ" বা দণ্ড হাতুরির সাহায্যে ঘা দিলে ঐ "ছাঁচ" হইল। ঐরূপ লৌহদণ্ডকে "পঞ্চ" এবং কলের চাকাকে গাড়ি বলে। তবে কোন কোন স্থানে নাম একটু তফাৎ হইতেও পারে।

দুই প্রকার "ছাঁচের" কথা বলা হইল এক্ষণে অন্যপ্রকার বলিতেছি। মনে করুন এমন একটি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইবে যাহার নমুনা পাওয়া যাইতেছে না, অথচ "ছাঁচ" ঢালিয়া গড়িতে হইবে, তখন কি করিতে হইবে?

তখন "মোমের" সাহায্যে তাহা প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহাকে প্রথমে "ছাঁচেতে" আঁকিতে হইবে। তাহার পর মোমের একটি নমুনা সেই প্রকার করিতে হইবে। নিকটে অগ্নির উত্তাপ বা রৌদ্র না থাকে, কারণ মোম গরম সহ্য করিতে পারে না। উহা ঠাণ্ডা জলে ফেলিয়া রাখা উচিৎ, তাহা হইলে কঠিন হইবে। জল হইতে উঠাইয়া উহা হইতে মাটির "ছাঁচ" করিতে হইবে, পরে তাহাতে ধাতু গলাইয়া ঢালিলেই চলিবে।

"ছাঁচ", ছাব ধাতু নির্ম্মিত ছাঁচ, সকলকেই এক কথায় "ছাঁচ" বলা চলে।

(কাজের লোক।)

কৃষি কথা।

আনারস কিরূপ সুখাদ্য ফল, তাহার বিস্তারিত বিবরণের আবশ্যক নাই; তবে ইহা যেরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী ফল, তাহা যদি প্রচুরপরিমাণে বিলাত বা ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে পাঠাইতে পারা যায়, তাহা হইলে বিলক্ষণ দু'পয়সা লাভ হয়। আজকাল মেল-ষ্টিমার ১৮ দিবসের মধ্যে বিলাত যায়, সুতরাং পক্ক ফলের অবস্থাবিশেষ বুঝিয়া চালান দিতে পারিলে ২০।২৫ দিবসের মধ্যে আনারস নষ্ট না হইবারই কথা। ইহার পত্রগুলি নষ্ট হয়, এদেশে কোনও কাজেই লাগে না; কিন্তু আনারসের পাতা হইতে রেশমের ন্যায় উৎকৃষ্ট সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে। জর্ম্মণিতে আনারসের পাতা হইতে অতীব কঠিন কাষ্ঠবৎ পিস্‌বোর্ট প্রস্তুত হইতেছে, শুনা যায়। জর্ম্মণিতে দ্রব্যান্তর সংযোগে ইহা হইতে রেল গাড়ীর চাকা পর্যন্ত প্রস্তুত হইতেছে। জাপানে আনারসের উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়। India Trade Journal" নামক পত্রিকায় কদলী, আম্র, পিচ, আনারস প্রভৃতি সুপক্ক ও সুখাদ্য ফল কিরূপে বহুদিবসকাল অবিকৃত অবস্থায় রাখিয়া দূর দেশান্তরে প্রেরণ করিতে পারা যায়, তাহার উপায় লিখিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহা লিখিত হইল।

লণ্ডনের কিউ (Kew) উদ্যানের জোডেল-পরীক্ষা গৃহে ইহা আবিষ্কৃত হয়। শতভাগ শীতল জলে তিন ভাগ "Commercial Formalin" মিশ্রিত করিয়া যদি পরিপক্ক ফল তাহাতে ১৮ মিনিটকাল ডুবাইয়া

রাখা যায়, তাহা হইলে ফলবিশেষে ১ মাস হইতে ২ মাস কাল পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে। পাঠকবর্গ ইচ্ছা করিলে ইহা অনায়াসে পরীক্ষা করিতে পারেন।

মূর্ব্বা সূচীমুখী ও মূর্ব্বা গোকর্ণী ;—Sansviera Zeylanico and Sansviera lbyliudrica—উভয়জাতীয় মূর্ব্বাই এ দেশে আওতা জায়গায় জন্মিতে দেখা যায়, এবং ইহা হইতে উৎপন্ন সূত্র অতীব দৃঢ় ও শ্বেতবর্ণ হয় ; এবং অতি সহজ উপায়েও সূত্র বাহির হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহার সূত্র ১ বা ১॥• হাতের উপর দীর্ঘ দেখা যায় না, কিন্তু সুকৃষ্ট আর্দ্র ও ছায়াযুক্ত নটকানক্ষেত্রে ইহার চাষ করিলে, গাছের অত্যধিক ছায়াতে ইহার পত্রগুলি অধিকতর দীর্ঘ হয় ; সুতরাং সূত্রও দীর্ঘ হইয়া থাকে এবং মূল্যও অধিক হইতে পারে। পূর্ব্বকালে ইহার সূত্র হইতে ধনুকের মোর্ব্বী (ছিলা) প্রস্তুত হইত। (Hemp) শিশল, শন, আসেভ প্রভৃতি হইতে যেরূপ দৃঢ় সূত্র, রসা ও দড়ি নির্ম্মিত হয়, ইহা হইতেও তদ্রূপ নির্ম্মিত হইতে পারে। আনারস ও মূর্ব্বার পত্রগুলি অল্প অল্প চাঁচিয়া বা কোনও ভোঁতা স্থূলমুখ অস্ত্র দ্বারা পাতার উপরিস্থ হরিত অংশ চাঁচিয়া লইয়া জলে ২।৪ দিবস ভিজাইবে পাতাগুলি পচিয়া আসিলে ধোপার পাটে উত্তমরূপ কাচিয়া শুকাইয়া লইলে অতি সুন্দর সূত্র পাওয়া যায়। যদি অধিকতর শুভ্র করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সোডার জলে ধৌত করিলে অতি শুভ্র ও চিকণসূত্র প্রস্তুত হইবে।

(কাজের লোক।)

আলু।

মৌ-আলু, চুপড়ি-আলু, খাম-আলু, গরাণে-আলু।—আমাদের দেশে ২০।২৫ প্রকার মেটে আলু উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে উপরিকথিত কতকগুলি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মেটে আলুর মধ্যে যে গুলি সর্ব্বাপেক্ষা শ্বেতবর্ণ, সেই গুলিই খাইতে অতি সুস্বাদু ও বলকর। পীত ও লালবর্ণ আলুগুলি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। আমাদের দেশীয় এই সমস্ত আলু অতি পবিত্র, এবং বিলাতী আলুর মত রুক্ষ ও বাতবর্দ্ধক নহে। বস্তুতঃ এই সকল দেশীয় আলু যদি যত্নপূর্ব্বক চাষ করা যায়, তাহা হইলে ইহার প্রচুর উন্নতি সাধিত হইতে পারে। অনেকে গোল আলু খাইয়া চুপড়ি আলু খাইতে লজ্জাবোধ করেন, কিন্তু বিলাতি আলু অপেক্ষা ইহা অনেক শীতল। যদি ইহার প্রচুর চাষ করা যায়, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষবৎসরে ইহা দ্বারা অনেকের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। লমুসি আলু যদিও এক প্রকার দুর্ভিক্ষ খাদ্য ও অনাবৃষ্টিসহ ফসল, তথাপি উহার উৎপাদনে অনেক পরিশ্রম হয়। কিন্তু ইহার চাষে সে সকল কোনও গোল নাই। বরং অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাদু ও বলকারী। ইহাতে এত শ্বেতসার আছে যে, বস্ত্র শিল্পাদিতে মাড় লাগাইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা যাইতে পারে। প্রত্যেক নটকান গাছের গোড়ায় ৪।৫টী করিয়া আলু বীজ বপন করিলে লতাগুলি গাছের আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হইবে, অথচ গাছেরও কোন অনিষ্ট হইবে না।

সংক্ষিপ্ত দ্রব্যগুণ ;—কচি আনারসের রস মুখে মর্দ্দন করিলে যুবনপীড়কা (যুবক যুবতীদের মুখের ব্রণ) শীঘ্রই সমূলে নষ্ট হয়। আনারসের পাতার রস কৃমিঘ্ন। মেটে আলু জাতি বলকর, সুখাদ্য, ঈষৎ দুর্জ্জয় ও শীতল ; অর্থাৎ বিলাতী আলুর মত বায়ু বৃদ্ধি করে না। নটকানের বীজ ঈষৎ সারক এবং গ্রহণী ও ওজঃ ধাতু সম্বন্ধীয় রোগে বিশেষ উপকারী। মুর্ব্বা সারক ও মধুর তিক্তরস, ইহা চুলকনা, কুষ্ঠ ও প্রমেহ রোগে উপকারী।

(কাজের লোক।)

গৃহিণীর জ্ঞাতব্য বিষয়।

মুক্তা রসায়ণ—বা রং ফর্সা করিবার আরক। ইহা ব্যবহারে মুখের এবং বাহুলতার বর্ণ উজ্জ্বল এবং পরিস্কার হইয়া যায়। চর্ম্ম মসৃণ ও সুকোমল হয়।

কাষ্টাইল সোপ	সিকি পাউণ্ড।
জল	১ কোয়ার্ড বোতল।
রেকট-স্পিরিট	১ পাইন্ট।
অয়েল রোজমেরি	অর্দ্ধ ড্রাম।
ল্যাভেণ্ডার	অর্দ্ধ ড্রাম।

প্রথমতঃ সাবানকে জলে দিয়া উত্তাপ দ্বারা দ্রব করিবে। যখন ঠাণ্ডা হইবে তখন ইহাতে উপরোক্ত দ্রব্যগুলি মিশাইয়া বোতলে কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিবে। স্পঞ্জ দ্বারা মুখে ও বাহুতে লাগাইলে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে। ইহা স্ত্রী মহলে বেশ বিক্রয় হইতে পারে। ৪ আউন্স শিশি ।• হইতে ৸• আনা বিক্রয় করা যাইতে পারে।

রূপটান—নামক যাহা অনেক এদেশীয় স্ত্রীলোকে ব্যবহার করেন, তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইতে পারে। কাঁচা দুগ্ধে ময়দা গুলিয়া তাহাতে সামান্য একটু কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মুখে বাহুলতায় ও গ্রীবা দেশে মাখাইয়া শুখাইয়া যাইলেই ধুইয়া ফেলিবে। এইরূপ মধ্যে মধ্যে করিলে বর্ণ উজ্জ্বল হইবে।

এক ইংরাজ রমণী বলিয়াছেন যে, গন্ধকচূর্ণ কাঁচা দুধে গুলিয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া দিতে হয় ; তাহার পর যখন ঐ দুগ্ধটী উপরে থিনাইয়া উঠে, তখন নীচে যে গন্ধক পড়িয়াছে, তাহা স্থির থাকিতে দিয়া ঐ দুগ্ধ স্পঞ্জ দ্বারা লইয়া মুখে মাখাইয়া শুকাইয়া যাইলে ধৌত করিলে চর্ম্ম কোমল এবং উজ্জ্বল হয়।

দুগ্ধের সর আর ব্যাসন একত্র মিশাইয়া মাখিলেও বর্ণ উজ্জ্বল এবং চর্ম্ম কোমল হয়।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

শিল্প-প্রস্তুত প্রণালী।

মেটাল পালিস—মেটাল পালিস বা ধাতু পালিস্। এই পালিস ধাতব জিনিসকে খুব চক্‌চকে করিবার জন্য বিক্রয় হইয়া থাকে, ইহা বিদেশী, এ দেশে আমদানী হয়। ছোট ছোট জুতার কালীর কৌটার মত কৌটা বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। বিলাতী মেটাল পালিসের দাম ১০ আনা হইতে।৵০ আনা। আমাদের দেশে ইহা প্রস্তুত হওয়া উচিত, আজ কাল গ্রামোফোনের হরণ বা চোঙ্গা, ডাক্তারগণের ছুরি, খুব ভাল ছুরি, পিতল প্রভৃতি পালিস করিয়া নূতনের মত চক্‌চকে করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কেমন করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়, বলিতেছি।

১ম প্রকার।

১ পাউণ্ড খড়ি বা হোয়াটিনিংকে বেশ চূর্ণ কর, করিয়া ২ পাউণ্ড অর্থাৎ এক সের আন্দাজ জলে ভাল করিয়া গুলিয়া ফেল। কয়েক মিনিট পরেই দেখিবে যে, তলানি অর্থাৎ (Sediment) নীচে জমিতেছে। তাহার পর যে পরিস্কার পাত্‌লা জলীয় অংশ উপরে দাঁড়াইয়াছে, সেইটা অন্য পাত্রে আস্তে আস্তে ঢালিয়া লও, এবং নীচে সেই পতিত তলানী বা Sediment টাকে শুষ্ক করিয়া পুনরায় ভাল করিয়া গুঁড়াইয়া ফেল। তারপর ইহাতে—

জুয়েলার্স রুজ	৮ আউন্স।
সফ্‌টসোপ	৮ আউন্স।
Prepared suet বা চর্ব্বী	১ আউন্স।

মিশ্রিত করিলে বেশ চটচটে আটার মত হইবে, এইরূপ অবস্থায় কৌটার মধ্যে পুরিয়া।৵০ আনা কৌটা বিক্রয় করিতে পার।

জুয়েলার্স রুজ বাজারে পাওয়া যায়। সফ্‌টসোপ ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়। প্রিপেয়ার্ড সুয়েট বা জান্তব চর্ব্বী এই চর্ব্বী প্রস্তুত হইয়া রিফাইন হইয়া—বাজারে বিক্রয় হয়।

২য় প্রকার।

১ আউন্স জুয়েলার্স রুজ্
১ আউন্স ব্লাক্‌লেড্ বা প্লাম্‌বেগো
১ আউন্স প্রিপেয়ার্ড সুয়েট

মিশ্রিত করিলেই হইবে।

৩য় প্রকার।

Rotten Stone পল্‌কান্ প্রস্তরের গুড়া।

যে প্রস্তর বহুকাল মাটীর নীচে পড়িয়া থাকিয়া পল্‌কাইয়া তাহাকে Rotten Stone বলে। আমাদের দেশে সাদা পাথরের বাটী প্রভৃতি এক প্রকারের নরম পাথরে প্রস্তুত হয়, সেই পাথরের গুড়া দিলেও চলিতে পারিবে। কিন্তু এই গুড়া খুব মিহি হওয়া আবশ্যক।

এই গুড়ার সহিত ১ ড্রাম অয়েল আম্বার মিশ্রিত কর এবং পুনরায় খলের দ্বারা পিশিতে থাক, ইহাতে ১ আউন্স সফট্ সোপ্ মিশ্রিত করিয়া কৌটা বন্ধ কর।

৪র্থ প্রকার।

১ আউন্স Sulphate of Iron আর ১ আউন্স লবণ একটা মুখবন্ধ লৌহপাত্রে বন্ধ করিয়া মৃদু উত্তাপে চড়াও, যখন দুইটী জিনিসে মিশিয়া বেশ কঠিন পদার্থ হইবে, তখন ইহাকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া চর্ব্বির সহিত মিশ্রিত করিয়া পেষ্ট প্রস্তুত করিলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফাটা ছাদ মেরামতের প্রতিকার।

ছাদে ফাটা থাকিলে ইহা লাগাইলে আর জল পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহাও বিক্রয় হইবে।

৪ ভাগ আল্‌কাতরা
১ ভাগ গুড়াচুণ
১ ভাগ হাইড্রলিক সিমেণ্ট

এইগুলি একত্রে খুব ভাল করিয়া মিশ্রিত করিয়া ছাদের উপর ২ কোট লাগাইয়া দিলেই ছাদ নিরাপদ হইয়া গেল।

ব্লুম অফ্ রোজ।

ইহা সুন্দরীগণ গালে ও ঠোটে মাখেন। মাখিলে যেন সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় গাল দুটী দেখায়। এদেশে "কৃত্রিমরূপ" করা প্রথাটা ছিল না, যা'হউক, আমরা মেম-সাহেবদের দেখিয়া গৃহলক্ষ্মীদিগকে পথ দেখাইয়াছি। এখন নূতন বিবাহের পর ২।১টা ব্লুম অব রোজ না দিলে প্রায় অনেকেরই মান থাকে না,—তা—সেটা বিদেশীই যদি কিনিতে হয়, আর না দিলেই যখন চলে না, তখন দেশে এটা হওয়ার আবশ্যক হইয়াছে। ফ্যাসন ছাড়িলে সব বালাই চুকিয়া যায়। কিন্তু হাড়ে ডুগ ডুগী বাজিলেও, আমরা ফ্যাশন ছাড়িতে পারিব না। সুতরাং এটা শিক্ষা করা আবশ্যক।

কারমাইন	১ ড্রাম
অ্যামোনিয়া ওয়াটার	২ ড্রাম
গোলাপজল	৪ আউন্স
এসেন্স অফ্ রোজ	২ আউন্স

প্রথমে কারমাইনকে অ্যামোনিয়ার জলে মিশাইয়া তাহার পর গোলাপাদি দিয়া মিশাইলে বিক্রয়ের উপযুক্ত হইবে। ছেলেদের গালে দিলেও বেশ দেখাইবে।

(কাজের লোক।)

দেশের দৈন্য দশার কারণ।

দীনতা দিন দিন বঙ্গের সমস্ত পরিবারকে গ্রাস করিতেছে। দুর্ভিক্ষ, অজন্মা এসকলত আছেই, তদ্ব্যতীত মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িতেছে। গ্রামের লোক মধ্যস্থ হইয়া আগেকার অসামঞ্জস্য বিষয় সামঞ্জস্য করিয়া দিত, আপোসে বিবাদ মিটাইয়া দিত, আরও পূর্ব্বে অর্থাৎ সে কালের রাজার নিকট বিবাদী প্রজাগণ উপস্থিত হইতে পাইত, কোর্ট ফি,

উকিল মোক্তার কিছুই দরকার হইত না। জোড় হাতে রাজার সম্মুখে রাজকর্ম্মচারীর সম্মুখে দাঁড়াইত, তাঁহারা বিচার করিয়া দণ্ড বিধান করিতেন। এখন একটী ২।। হাত নর্দ্দমার জন্য মামলা করিতে যাও, ২।। শত হইতে আড়াই কোটী টাকা খরচ করিতে পার, তাহাতেও আপত্তি নাই। বিচার প্রমাণের মুখে, সাক্ষী দ্বারা সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, যাহা তোমার খুসি, যেমন তোমার টাকা খরচের ক্ষমতা, যেমন তোমার লোক বল, যেমন তোমার মিথ্যা বানাইবার ক্ষমতা, তেমনি বিচার করাইয়া লইতে পার। এ আদালতে না হয়, অন্য আদালতে যাও, কোন আপত্তি নাই। হাকিমদের সত্য বুঝিবারও উপায় নাই। মোকর্দ্দমা প্রমাণের মুখে। এইরূপে মোকর্দ্দমার পর মোকর্দ্দমায় উভয় দলে কেবল কোর্ট ফি বা রসুম খরচা, রেলভাড়া, উকিল খরচা, জল খাবার, সাক্ষীদের তোয়াজ, প্রত্যেক সাক্ষীর জবান বন্দীর নকলের খরচ, আমলাদের পূজা ইত্যাদি দিয়া বাছাধন সেই মলমূত্র ত্যাগের আড়াই হাত একটী নর্দ্দমা জয়লাভ করিয়া সর্ব্বমঙ্গলাকে জয় ঢাক বাজাইয়া পূজা দিলেন—ভাই ভায়াদের উপর জয়লাভ করিয়া আনন্দের সীমা রহিল না, সর্ব্বস্বান্ত করিয়া একটী নর্দ্দমা লাভ হইল। প্রকাণ্ড ঢেঁকি কাটিয়া তুল দাঁড়ী প্রস্তুত হইল! এদিকে ঘরে হাঁড়ি ঠন ঠন্—কেঁড়ে ঢন ঢন—দেনদারের তাগাদা, গৃহিনীর-অলঙ্কার নষ্টের জন্য গঞ্জনা, ছেলের শিক্ষার ব্যাঘাত, জীবন শত বৃশ্চিকের দংশনে যায় যায় হইল। এমন লোক বাঙ্গালীর ভিতর সংখ্যায় কম নয়। ইহাতে আরও কি অনিষ্ট হইল দেখুন, চিন্তায় শরীরপাত, জ্ঞাতি বিরোধজনিত সামাজিক অনৈক্যতা, ব্যবসায় বাণিজ্যের বুদ্ধিলোপ, নৈতিক জ্ঞানের বিলোপ সাধন এত সকল ভয়ানক ভয়ানক কাণ্ড হইয়া উঠিল। বোঝ—ভাব এই সকল—এই কারণেই দেশের-দীনতা বাড়িতেছে কি না। ঘরে ঘরে এই-রূপে লক্ষ্মীর অন্তর্ধান হইতেছে কিনা, খুব ভাল করিয়া বোঝ। সর্ব্বনাশ আর করিও না। ঘরে ঘরে বিবাদ মিটাইয়া লও, দশ-জনকে মধ্যস্থ মান, আদালতে আসিও না—ঘরে ঘরে বিবাদ মিটাইয়া লও, দশজনকে মধ্যস্থ মান, আদালতে আসিও না—ঘরে ঘরে শান্তি স্থাপন কর, তবে দেশের দীনতা ঘুচিবে—তবে দেশের জন্য কাজ করিতে পারিবে, তবে দেশের একতা স্থাপন হইবে। ভাই ভাই বিবাদ করা বীরত্ব নহে, তাহা নীচত্ব। অতি যত্নে সে নীচত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঘরের কতকষ্টের অর্থ আনিয়া—মান ইজ্জত আনিয়া বিচারের আশায় হাটের মাঝে সেই দুর্লভ জিনিষ সকল হারাও? অন্যায়ের বিচার ধর্ম্ম করেন, চিরদিন ভারতবাসীর এই ধারণা ছিল, তাহাতে ছিল ভাল। আজ কে এই মামলার বিষ আনিয়া সেই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর এবং মুসলমানের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ করিল? সাবধান হও, এখনও সাবধান হও—দেশে আর কিছুই নাই! এখনও সাবধান হও। বিবাদ মিটাইয়া ফেল, আদালতের আশ্রয়ে আসিয়া আর সর্ব্বস্বান্ত হওয়া উচিত নহে।

(কাজের লোক।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

অলিফাণ্ট। অতি বিচক্ষণের কার্য্য করিয়াছেন। এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কোন সূত্রই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়।

তিনি পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। ছুরিখানির বিবরণ পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া আসিল। তিনি সহসা মুখ তুলিয়া কতকটা অধীরতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ছুরিখানা কি একবার দেখাইতে পারেন?"

ছুরিখানা সরকারী এটর্ণির অফিসে ছিল। মত্রে তাঁহার একজন কর্ম্মচারীকে তৎক্ষণাৎ উহা আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ইত্যবসরে তিনি বাকি অংশটুকু পড়িতে লাগিলেন। লরেন্স লি উদ্বেগ পূর্ণ নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া, তাঁহার অন্তরে কি ভাবের তরঙ্গ ছুটিতেছিল, তিনি কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে মনস্থ করিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অত্যল্প সময়ের মধ্যেই মত্রের কর্ম্মচারী এটর্ণির অফিস হইতে ছুরিখানি লইয়া আসিলেন। একখণ্ড কাগজের দ্বারা ছুরিখানি যত্নপূর্ব্বক আবৃত ছিল অলিফাণ্ট কাগজের আবরণ খুলিয়া অস্ত্রখানি পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার স্বভাব গম্ভীর মুখমণ্ডলে গাম্ভীর্য্যের ছায়া আয়ত্ত যেন ঘনাইয়া আসিল। লরেন্স এবং মত্রে উভয়েই সোৎসুক নয়নে তাঁহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে ছুরিখানি পূর্ব্ববৎ কাগজের দ্বারা মুড়িয়া, অলিফাণ্ট লরেন্সকে কহিলেন,—"তোমার শ্বশুরের মোকদ্দমায় যে জয় হইবে, আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। এতদিন তোমায় আশা দিয়াছিলাম, আমি তাঁহাকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিব—এখন বলিতেছি শুদ্ধ প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিব না—তাঁহার নির্দ্দোষিতাও সপ্রমাণ করিব।"

লরেন্স আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহার পর অলিফাণ্টের চরণতলে এক জানু নত করিয়া উপবিষ্ট হইয়া, কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার হাতদুখানি চাপিয়া ধরিলেন।

অলিফাণ্ট সস্নেহে তাঁহাকে উঠিতে আদেশ করিয়া কহিলেন,—"দুর্গের কার্য্যকক্ষে এতক্ষণ তোমার পত্নী তাঁহার পিতাকে দেখিতে আসিয়াছেন—যাও তাঁহাকে এ শুভ সংবাদ দিয়া আইস—তাঁহার পিতাকে বলিও তাঁহার নির্দ্দোষিতা সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণীকৃত হইবে। তাঁহাকে আরও বলিও, আমি অন্য-কার্য্যে ব্যাপৃত, যদিও আজি তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎ করিবার অবসর না ঘটে, বলিও তাঁহাকে, কল্যকার সূর্য্য অস্তাচলশায়ী হইবার পূর্ব্বেই তিনি পুনরায় স্বাধীনতার মুক্ত সমীরণ সেবন করিতে সমর্থ হইবেন। আরও বলিও তাঁহাকে পুনর্ব্বার তিনি পূর্ব্বের মত মস্তক উন্নত করিয়া বিচরণ করিবেন। তাঁহাকে আরও একটী সংবাদ দিবে,—কাল তিনি বিচার প্রার্থী হইয়া আদালতে উপস্থিত হইবেন—বিচারও আরম্ভ হইবে—তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ, জেরাও চলিবে কিন্তু তাঁহাকে নিরুৎসাহ হইতে নিষেধ করিয়া বলিবে, অস্তগামী তপনের অন্তিমরশ্মি পশ্চিম গগনের গাত্রে বিলীন হইবার পূর্ব্বেই, আমার প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হইবে। যাও, আর বিলম্ব করিও না।"

লরেন্স পুনরায় কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহার করমর্দ্দিত করিয়া, আনন্দরঞ্জিত মুখমণ্ডলে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

এক্ষণে অলিফাণ্ট কৌন্সলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মিষ্টার মরে! আমি পূর্ব্ব পন্থা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। আমি কতকগুলি গুপ্ত উপায় এবং আমার প্রভুত্বের বলে, সরকার পক্ষকে অভিযোগ প্রত্যাহত করিতে বাধ্য করিব মনে করিয়াছিলাম। তাহার ফলে কলোনেল রামবল্ডের জীবন রক্ষা পাইত এবং তিনি মুক্তিলাভও করিতেন সত্য কিন্তু সংসারের লোকের মতামত পরিবর্ত্তিত করিতে পারিতাম না। সুতরাং জীবন রক্ষা এবং মুক্তিলাভ করিতে পারিলেও, তাঁহাকে জাতের সমক্ষে মস্তক নত করিয়া চলিতে হইত। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমি উপায়ান্তর গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার এ অভিনব উপায় কার্য্যে পরিণত হইল, শুদ্ধ তাঁহার জীবন রক্ষা হইবে না, তাঁহার নির্দ্দোষিতাও সর্ব্ববাদী সম্মত রূপে সপ্রমাণ হইবে। আমার সে অবলম্বনীয় পন্থাটী কি যদি আপাততঃ আমি প্রকাশ না করি, আশা আছে তজ্জন্য আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন। কাল মোকদ্দমা আরম্ভ হইলে আপনি যথারীতি আপনার মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করিবেন। এখন আমি বিদায় হইলাম।"

এই বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক, আপনার আবাস ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এক্ষণে দিবা দ্বিপ্রহর। অলিফাণ্টের বাড়ীর সম্মুখে বহুসংখ্যক শকট দণ্ডায়মান। বড় বড় উপাধিধারী জমিদার, সামরিক কর্ম্মচারী, নৌসেনাপতি, সচীব, বিচারক প্রভৃতি রাজ্যের যত গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সৌজন্য সহকারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। সকলে তাঁহার অট্টালিকার বিস্তীর্ণ বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন, তিনি কিন্তু তথায় উপস্থিত না হইয়া, অপর একটী অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

একজন ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া, সার হেনরি বিটন রাজপ্রাসাদ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভৃত্য উত্তর করিলে তাঁহাকে এবং সার জোসেফ ল্যাম্বটনকে অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করিলেন।

ভৃত্য প্রস্থান করিল। অব্যবহিত পরেই উক্ত ব্যক্তিদ্বয় তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। সার হেনরি বিটন এখন আর সাধারণ ভৃত্য নহেন—তিনি এক্ষণে অলিফাণ্টের দেহরক্ষী পার্শ্বচর। মেজর ল্যাম্বটনও লরেন্সের মত নাইট উপাধিলাভ করিয়াছেন।

তিনি সার জোসেফ ল্যাম্বটনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আপনি একবার বৈঠকখানায় যান। যাঁহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া আসুন, বলিবেন কোন বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত বলিয়া, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না।"

তিনি প্রস্থান করিলে,সার হেনরি বিটনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?"

বিটন। হইয়াছিল। আমি তাঁহার হস্তে আপনার পত্র দিলাম তিনি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন।

অলিফাণ্ট। আমি সেই পত্রে আমার আমেরিকায় গমনের বিলম্বের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। তিনি কি তোমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ?

বিটন। হাঁ—করিয়াছিলেন, আমি তাহার যথাযথ উত্তর দিয়াছি। নরদ্বীপে আপনি যে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, শুনিয়া তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন। আমাকে বলিতে আদেশ করিয়াছেন, যখনই আপনি প্রাসাদে উপস্থিত হইবেন, সাদরে গৃহীত হইবেন।

এই সময়ে একজন পরিচারক আসিয়া সংবাদ দিল, লর্ড আর্ডেনের বাড়ীর একজন ভৃত্য তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিতেছেন। অলিফাণ্টের ইঙ্গিত পাইয়া বিটন প্রস্থান করিলেন এবং আর্ডেন-ভৃত্য তথায় উপস্থিত হইল।

অলিফাণ্ট। কি সংবাদ আনিয়াছ বল ?

ভৃত্য। গতরাত্রে আমার প্রভু এবং সেই তিনজন লোকের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল।

অলিফাণ্ট। সেই ফরাসী লোকটীর নাম কি জানিতে পারিয়াছ কি ?

ভৃত্য। মদ এবং অন্যান্য খাদ্য সরবরাহ করিবার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে ফাদার পিয়ারী নামে অভিহিত হইতে শুনিয়াছি।

অলিফাণ্ট। তাহার পর ?

ভৃত্য। আরও শুনিয়াছি,—আমার প্রভু বলিতেছিলেন, তাঁহারা খুব দক্ষতার সহিত পলাইয়া আসিয়াছেন। স্থানটীর নাম ভাল মনে পড়িতেছে না—হাঁ হাঁ মনে পড়িয়াছে—বাসিল।

অলিফাণ্ট। হাঁ—তাহাই বটে। ফ্রান্সে। তাহার পর?

ভৃত্য। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরামর্শের পর, সার হেক্টর গ্রেহাম ফাদার পিয়ারীর সঙ্গে সাভয় নগরের একটী পান্থাবাসের অভিমুখে চলিলেন। আমি তাঁহাদের গন্তব্য স্থানের কথা শুনিয়াছিলাম এবং সে স্থান আমার পরিচিত বলিয়া আর তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম না।

অলিফাণ্ট। (কতকটা অধৈর্য্যভাবে) কিন্তু তুমি হাম্প্রি ক্লিনটনের অনুসরণ করিয়াছিলে?

ভৃত্য। হাঁ করিয়াছিলাম। সে ডাচেস অব ক্লিভল্যাণ্ডের বাসভবন বার্কশায়র হাউসে গিয়া প্রবেশ করিল।

অলিফাণ্ট। আর কোন সংবাদ আছে।

ভৃত্য। আমি বাড়ীর আশে পাশে ঘুরিতে লাগিলাম। প্রায় আধঘণ্টা পরে ক্লিনটন সে স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিল। আমি অনুসরণ করিতে লাগিলাম। অবশেষে সে সাভয়ে তাহার প্রভু যে পান্থাবাসে আশ্রয় লইয়াছিল, তথায় প্রবেশ করিল।

অলিফাণ্ট। তোমার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি পুরস্কার পাইবার যোগ্য। এই বলিয়া তাহার হস্তে এক তোড়া মুদ্রা প্রদান করিলেন। সে সানন্দে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

চতুরধিক নবতিতম পরিচ্ছেদ।

সাভয়ের পান্থাবাস।

মধ্যাহ্নে ঠিক ঐ সময়ে অলিফাণ্ট যখন আর্ডেনের পরিচারকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, সাভয়ের পান্থাবাসে একটী কক্ষে তিনটী লোক বসিয়াছিল। এই তিন জনের একজন সার হেক্টর গ্রেহাম, দ্বিতীয় তাঁহার ভৃত্য, এবং তৃতীয় ফাদার পিয়ারী। গ্রেহামের পরিধানে মলিন বস্ত্র—দুইমাস পূর্ব্বে ফ্রান্সের কারাগারে যখন নিক্ষিপ্ত হন, তখন যে পরিচ্ছদ তাঁহার পরিধানে ছিল, এখনও তাহাই আছে। তাঁহার দেহ বিশীর্ণ, মুখকান্তি মলিন, চক্ষু কোটরগত। সেই কোটরগত চক্ষু কেবল প্রতিহিংসা সাধনের আশায় তীব্র বিদ্বেষবহ্নি বিকীর্ণ করিতেছে। ফাদার পিয়ারীর পরিধানেও পান্থাবাসের সেই বসন—এই দুই মাসের ক্রমাগত ব্যবহারে মলিনীকৃত এবং জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। ক্লিনটনের বেশভূষা কেবল কতকটা ভদ্রলোকের মত। কারাকষ্টে ফাদার পিয়ারীর শীর্ণ দেহ আরও শীর্ণ এবং বর্ণ আরও মলিন হইয়া উঠিয়াছে। ক্লিনটনের আকৃতিতেও আর সে মাধুর্য্য নাই। রাজপ্রাসাদের সেই হত্যাকাণ্ডের পর হইতে দুশ্চিন্তা, বিপদাশঙ্কা এবং অনুশোচনায় তাহারও স্বাস্থ্য হানি ঘটিয়াছে।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর তথাপি তাঁহাদের সম্মুখস্থ টেবিলের উপর সুরা এবং সুরাপাত্র সজ্জিত। গ্রেহাম ও ক্লিনটনের পাত্র কিন্তু এখনও পূর্ণ—ফাদার পিয়ারী কিন্তু কয়েক পাত্র উদরস্থ করিয়াছেন।

বারবারার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া, ক্লিনটন যে মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা তাহার হৃদয়মধ্যেই নিহিত আছে—কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। যুবক বহু বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া, বারবারা প্রদত্ত অর্থে কারারক্ষীদের একজনকে বশীভূত করিয়া প্রভু ও ফাদার পিয়ারীর উদ্ধার সাধন করিয়া আনিয়াছে। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, তিনজনে সমুদ্রোপকূলে উপস্থিত হয়, সে স্থান হইতে একখানা জাহাজে চড়িয়া কোট প্রদেশে অবতরণ পূর্ব্বক, বরাবর লর্ড আর্ডেনের আবাসে আসিয়া উপস্থিত হয়। সার হেক্টর এক সময়ে আর্ডেনের একটা উপকার করিয়াছিলেন এবং তিনি বারবারার দলভুক্তগণের অগ্রণী বলিয়াই, তাঁহার আবাসে আসিতে সাহস করেন। আর্ডেন কিন্তু তাঁহাদিগকে সাভয়ের পান্থাবাসে বাসা লইতে পরামর্শ দেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তিনজন একটী টেবিলের সম্মুখে উপবিষ্ট, সম্মুখে সুরাপাত্র। বৃদ্ধ পুরোহিত বহুদিনের পর, আজ মদের আস্বাদ পাইয়া, প্রাণ ভরিয়া মদ্যপান করিতেছে—সার হেক্টর গ্রেহাম অস্থিরভাবে উপবেশন করিয়া, সময়ের গতির উপর অলসতার আরোপ করিতেছেন—ক্লিনটন স্তিমিত নেত্রে বারবারার সৌন্দর্য্যের স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছে।

অবশেষে পুরোহিত কহিল,—"গ্রেহাম! তুমি যে এখনও একগ্লাসও শেষ করিতে পারিলে না? আমার কথা শোন—একবার চুমুক দিয়া দেখ—অতি উপাদেয় জিনিষ।"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া গ্রেহাম কহিলেন,—"কতক্ষণে রাত্রি আসিবে। ডাচেস কয়টার সময় আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন? নয়টার সময় নয়?"

ভৃত্য। হাঁ—নয়টার সময়েই বটে। তিনি বলিলেন, একটু রাত্রি না হইলে, আমাদের পথে ঘাটে চলা ফেরা করা নিরাপদ নহে।

গ্রেহাম। সত্য। আমরা তিনজনে এখন চোরডাকাতের সামিল—অন্ধকারই এখন আমাদের উপযুক্ত আবরণ। কিন্তু আমার হৃদয় মধ্যে একটা বিপদের ছায়া যেন এখনই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। গত রজনীর সেই ঘটনাটায় আমার মন বড়ই খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। বিধাতার একি নির্ঘাত অভিশাপ! লণ্ডনে পদার্পণ করিতে না করিতে আমার চক্ষুশূল সেই অলিফাণ্টের সম্মুখে পড়িয়া গেলাম!

ভৃত্য। কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি আপনাকে দেখিতে পান নাই। আপনারা তখন ঘরের মধ্যে—আমিও প্রায় দরজা পার হইয়াছি। আমার বোধ হয়, আমাকে দেখিলেও চিনিতে পারে নাই।

গ্রেহাম। তুমি তাহাকে চেন না হাম্প্রি! সে যেমন চতুর, তেমনই প্রখর দৃষ্টি। যদি সে তোমাকে দেখিয়া থাকে, নিশ্চয় অনুমান

করিয়া লইয়াছে, ভৃত্য যেখানে প্রভুও সেই স্থানে।

ভৃত্য। যদি দেখিয়াই থাকে, আপনার এত শঙ্কিত হইবার কারণ কি? লোকটা আর যাহাই হউক; প্রতিহিংসাপরায়ণ নয়, এবং আমরা তাহার মহত্বের অনেক পরিচয় পাইয়াছি। পূর্ব্বে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য আপনার প্রতি তাহার কোন বিদ্বেষ ভাব না থাকাই সম্ভব।

গ্রেহাম। খুব সম্ভব। হাঁ—লোকটা যে নীচমনা নয়, তাহা আমিও কতকটা স্বীকার করিতে বাধ্য। যদি তোমাকে দেখিয়া থাকে, এবং আমি লণ্ডনে আছি বুঝিতে পারে, বোধ হয় আমাকে ধরাইয়া দিবার জন্য পুলিসে সংবাদ দিবে না কি বল?

ভৃত্য। না না আমার ত তাহা বিশ্বাস হয় না। তাহার পর কাল লর্ড আর্ডেনের মুখে যাহা শুনিলাম, যদিও তিনি প্রকাশ করিয়া কোন কথা বলিলেন না, তথাপি বোঝা যাইতেছে, অন্য বিষয়ে মনোসংযোগ করিবার তাঁহার অবসর নাই। আর আপনার চিন্তিত হইবারই বা বিশেষ কারণ কি? ডাচেস অব ক্লিভল্যাণ্ড তাঁহার প্রতিযোগিনীকে একবার অপসায়িত করিতে পারিলেই —তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা হইবেন—দণ্ডবিধির কোন ধারাই আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না, সগৌরবে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

গ্রেহামের বিশুষ্ক বদন আশার আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। একচুমুক মদ্য পান করিয়া কহিলেন,—"হাঁ—তা বটে! তখন একবার আমার সেই ঘোর শত্রু ফরাসিনীকে আমার প্রতিহিংসার তীব্রতা বুঝাইয়া দিব।"

ভৃত্য। হাঁ, তাহার দুষ্কার্য্যের প্রতিশোধ লইতেই হইবে। ফরাসি পুলিস যখন তাহাদের লণ্ডনস্থ রাজদূত বারিলনের নিকট আপনার গ্রেপ্তারের সংবাদ পাঠাইল, তখন প্রত্যুত্তরে বারিলন লিখিয়া পাঠাইলেন, তখন আপনাকে কারাগারে আবদ্ধ করা হইয়াছে, তখন মুক্তি দিবার আর আবশ্যক নাই। কাহার ইঙ্গিতে বারিলন এ প্রস্তাব করিলেন? কাহার ইঙ্গিতে ফাদার পিয়ারী কারারুদ্ধ? ঐ ফরাসিনীর।

গ্রেহাম। নিশ্চয় ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ফাদার পিয়ারী বসিয়া বসিয়া আপন মনে সুরাপান করিতেছিল। ডাচেস অব পোর্টস মাউথের প্রসঙ্গ শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। কহিল,—"কাহার কথা বলিতেছ? লুরির কথা। তাহারই ইঙ্গিতে আমার কারাবাস—এ গুরু পাপের উপযুক্ত দণ্ড নিশ্চয়ই আমি দিব।"

গ্রেহাম। ভাল কথা মনে পড়িয়াছে, কাল লর্ড আর্ডেন যখন সেই কথা জানিতে চাহিলেন, তখন দৃঢ়তার সহিত বলিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন কেন।

পিয়ারী। একবার বই দুইবার সে কথা প্রকাশ করা চলে না। সে বড় মহাপাপের কাজ—তেমন মহাপাপ বারবার করিতে নাই। আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার মাত্র সে কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইবে সে একবার আজ রাত্রি যখন আমি তোমার—কি নাম—?

গ্রেহাম। ডাচেস অব ক্লিভল্যাণ্ড।

পিয়ারী। হাঁ—হাঁ, ডাচেস অব ক্লিভল্যাণ্ড—তাঁহারই সম্মুখে আমি আমার গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিব। কিন্তু হাম্প্রি ক্লিনটন! তুমি যে ডাচেস মহোদয়ার এই উপকার করিলে, তাহার জন্য তিনি তোমাকে কি পুরস্কার দিবেন।

সহসা পিয়ারীর এই প্রশ্নে যুবকের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে তাহার রুমাল খানা কক্ষতলে ফেলিয়া দিয়া অবনতমুখে তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল,—"আমার প্রভু মুক্তিলাভ করাতে আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হইয়াছি। অন্য পুরস্কারের আমার আবশ্যক কি?"

গ্রেহাম এই সময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"উইল গবির মৃত্যু বড়ই রহস্য জনক। সত্যই কি রামবল্ডের রাজাকে হত্যা করা উদ্দেশ্য ছিল?"

জড়িত কণ্ঠে ভৃত্য উত্তর করিল,—"কাল দরবার তাহার বিচার বসিবে।"—তাহার উভয় শ্রোতাই তখন অন্য মনস্ক ছিল, নচেৎ তাহার বিশুষ্ক বদন এবং কণ্ঠস্বরের জড়তা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইত।

গ্রেহাম। বিচারে নিশ্চয় তাহার ফাঁসি হইবে। প্রজাতন্ত্র দলের সে একটা বড় পাণ্ডা—ফাঁসিই তাহার উপযুক্ত দণ্ড। কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি না, সত্যই কি সে রাজাকে হত্যা করিতে গিয়া, অন্ধকারে উইলগবিকে খুন করিয়া বসিয়াছে—না সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী—অপর কোন লোক উইলগবির হন্তা?

ভৃত্য। কেন, আপনার এরূপ সন্দেহের কারণ কি?

গ্রেহাম! না-না-সন্দেহ করি নাই। রামবল্ডই তাহাকে খুন করিয়াছে। সে যে সম্প্রদায়ের লোক—তাহাদের অকার্য্য কিছুই নাই। উঃ সময় যে আর যাইতেছে না—কখন রাত্রি হইবে।

পুরোহিত প্রবর উত্তর করিলেন—"আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর—তাহা হইলে আর সময় যাইতেছে না বলিয়া অনুযোগ করিতে হইবে না।"

গ্রেহাম সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কাল বেলা দুই প্রহরের মধ্যে কাজ ফর্সা হইবে। ডাচেস অব ক্লিভল্যাণ্ড প্রথমতঃ ফরাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে—তাহার পর উভয়ের মধ্যে একটা বোঝা পড়া হইবে—তাহার পর আপনা হইতেই ফরাসিনী বিদায় গ্রহণ করিবে—বারবারা ভিলার্স পুনরায় সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া, রাজহৃদয়ে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিবে।"

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ বর্ষ।] ২৫শে ভাদ্র, ১৩২৭ সাল। ইং ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯২০ সাল। [৫ম খণ্ড।

ভীষণ বন্যা।

বাঙ্গালা নদীমাতৃকদেশ। পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গের উপর দিয়া অনেকগুলি পার্ব্বত্য নদনদী প্রবাহিত। এই কারণে পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গেই প্রায় প্রতি বৎসরই বন্যার অত্যাচার অপেক্ষাধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য অঞ্চলে অধিক বারিপাত হইলেই ক্রমনিম্ন ভূমির উপর দিয়া সেই সকল বর্ষাবারি নদীতে আসিয়া পড়ে। পূর্ব্বাপেক্ষা নদনদী গুলি মজিয়া যাওয়াতে, তাহাদের সাহায্যে বর্ষার জল আর পূর্ব্বের মত নিকাশ হইতে পায় না। তাহার উপর দেশের চারিদিকে রেল লাইন বিস্তৃত হওয়াতে ঐ জল নিকাশে আরও বাধা পড়ে। এই কারণে ছোটনাগপুর প্রভৃতি পাহাড় অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ বেশী হইলেই নদীপথে সে সকল জল বাহির হইতে না পারিয়া এবং রেল লাইনে বাধা পাইয়া পশ্চিম বঙ্গের নদনদীগুলি দুকূল প্লাবিত করিয়া, মাঠ, ঘাট, পল্লী, জনপদের উপর দিয়া, সহস্র সহস্র নরনারীর হাহাকারে গগণ পবন মুখরিত করিতে করিতে, শত-সহস্রকে গৃহহীন, অন্নহীন এবং অশেষ ক্লেশে প্রপীড়িত করিয়া ভীষণ বন্যার সৃষ্টি করিয়া বসে। ঐ সকল নদনদীতে জলবৃদ্ধি হইয়া যাহাতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম নগর প্লাবিত করিতে না পারে, তাহার নিবারণকল্পে নানাস্থানে বাঁধ আছে এবং সেই সকল বাঁধ রক্ষা ও পরিদর্শনের জন্য পূর্ত্তবিভাগের বহু কর্ম্মচারী দিনরাত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, কোথাও বাঁধে হানা পড়িয়া, কোন স্থানে বাঁধ ভাঙ্গিয়া, কোথাও বা বাঁধের উপর দিয়া বন্যার ভীষণ প্রবাহ হু হু শব্দে ছুটিয়া আসিতেছে। সে জল প্রবাহের ভীষণ তাড়নে প্রান্তর শস্যশূন্য, গ্রামপল্লী লোকশূন্য। মাঠ হইতে ধান্য পাট প্রভৃতির চারা নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে, বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইয়া ভাসিয়া গিয়াছে, গ্রামের ঘরবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে, গৃহ পালিত জীব জন্তু মরিয়া গিয়াছে—স্থানে স্থানে বহু লোকের প্রাণহানিও ঘটিয়াছে। বন্যাপ্লাবিত গ্রামের নরনারী সর্ব্বস্ব হারাইয়া কোনস্থানে একটু উচ্চ ভূমি পাইয়া তাহারই উপর আশ্রয় লইয়াছে—কতক লোক উচু বাঁধের উপর স্ত্রী কন্যার হাত ধরিয়া মেঘ-গর্জ্জন-মুখরিত উন্মুক্ত আকাশতলে বসিয়া ক্রমবিবর্দ্ধমান বন্যার জলরাশির দিকে সভয়ে চাহিয়া আছে। এই-আশ্রয়হীন, অন্নহীন, দুর্দ্দশাপন্ন নরনারীর আর্ত্তনাদে ব্যথিত হইয়া, তাহাদের সাহায্যকল্পে আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে সাহায্য কেন্দ্র স্থাপিত করিয়াছেন। দেশের নানাস্থান হইতে আর্ত্তত্রাণ সমিতি ছুটিয়া যাইতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন, আমেরিকান মেথডিষ্ট এপিস কোপাল মিশন প্রভৃতি বহু মিশন হইতে যথাসাধ্য সাহায্য বিতরিত হইতেছে। বঙ্গবাসী কলেজ হইতে অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ বেরা ১৫ জন ছাত্র লইয়া তমলুকের নিরাশ্রয় বিপন্নগণকে সাহায্যার্থ ছুটিয়াছেন।

এবার মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যার উপরই বন্যার অত্যাচার সমধিক। তমলুক, পাঁশকুড়া, ঘাটাল, কাঁথি, চন্দ্রকণা এবং উড়িষ্যায় কটক বন্যার জলে ভাসিতেছে। হাজার হাজার বর্গমাইল প্লাবিত করিয়া বর্ষার আবিল জলরাশি থৈ থৈ করিতেছে। কাঁসাই নদীর দোবাঁধীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া তমলুক মহাকুমার অনেক স্থলে বন্যার জল প্রবেশ করিয়াছে। শিলাই নদীর জন্য ঘাটালের বন্যা। সুবর্ণরেখা উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলা এবং মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার উপর দিয়া প্রবাহিত। সুবর্ণরেখার উত্তর পার্শ্বে বাঁধ আছে। সেই বাঁধের দুইটী স্থান ভাঙ্গিয়া যাওয়াতেই উক্ত স্থানে বন্যার জল প্রবেশ করিয়াছে। শিলাই, কাঁসাই এবং রূপনারায়ণ বিষম বর্ষায় ফুলিয়া ফাঁপিয়া ঘাটাল সব-ডিবিসনের নানাস্থান জলে ডুবাইয়া দিয়াছে। শিলাই এবং তাহার শাখানদী কেঠিয়ার

উচ্ছ্বসিত হওয়াতেই চন্দ্রকণা ভাসিয়াছে। কটক ও সম্বলপুর জেলার বন্যা পীড়িত লোকজনের সাহায্যার্থ সরকার যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। শালান্তি নদীর জল একে বাড়িয়াছিল, তাহার উপর বৈতরণীর বন্যা প্রবাহ তাহার সহিত যোগ দেওয়াতে ভদ্রকে বিষম বন্যা হইয়াছে। লোকের ঘরবাড়ী সব ভূমিসাৎ হইয়াছে। গরু বাছুর কত যে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ভদ্রকের সবডিবিসন্যাল অফিসার বন্যাপীড়িত নিরাশ্রয় লোকদিগের সাহায্যার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।

মেদিনীপুর হিতৈষী সংবাদ দিয়াছেন—খণ্ডরোইয়ের জমিদারের হাতীশালা প্রায় নদীর তীরে ছিল। উহাতে তিনটা হাতী বাঁধা ছিল। রাত্রিমধ্যে হঠাৎ বেলেঘাই ও সুবর্ণরেখার বন্যার জল বৃদ্ধি পাইয়া হাতীশালার সহিত তিনটী হাতীকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়। অর্দ্ধক্রোশ দূরে তাহাদিগকে পাওয়া যায়। তাহাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। দুইটী হাতীর মৃত্যু হইয়াছে। একটা মুমূর্ষু। এই ঘটনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, বন্যার জল প্রবাহ কি উদ্দাম ভীষণ। যাহার স্রোতে হাতী ভাসিয়া যায়, তাহার টানের মুখে গোরু, বাছুর বা মানুষ পড়িলে তাহার কি দুর্দ্দশা হয়।

বন্যা প্রপীড়িত জনগণের সাহায্য কল্পে দেশবাসী সহৃদয় সকলেরই যথাযথ সাহায্য করা কর্ত্তব্য। শুদ্ধ সরকারের মুখপানে চাহিয়া, মুখে হা হতাশ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলে চলিবে না। যাঁহার যেমন সাধ্য সাহায্য পাঠাইয়া বিপন্ন নরনারী সাহায্য না করিলে মনুষ্যত্বের অপব্যবহার করা হইবে।

অপূর্ব্ব প্রতিহিংসা।

—:•:—

প্রথম বল্লরী।

দুর্য্যোগে অতিথি।

রায়গড় বর্ত্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত, সমুদ্রকূলে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। সাগর-তট হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে লোকের বসতি। কেবল এক খানি মাত্র বাড়ী উপকূলপ্রান্তে, লোকালয় হইতে দূরে এক খণ্ড উচ্চ ভূভাগের উপর, বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত।

অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে—মোগলের দুর্ব্বল হস্ত হইতে ভারতের শাসনদণ্ড যখন স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল, রাজপুত গৌরব-রবি যখন আত্মবিচ্ছেদের ঘন ঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছিল এবং মহারাষ্ট্রশক্তি বিপুলকায় রাক্ষসের মত প্রকাণ্ড মুখ ব্যাদান করিয়া সমগ্র ভারতকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই সময়ের কয়েকটী ঘটনা লইয়া আমাদের বর্ত্তমান আখ্যায়িকার অবতারণা।

রায়গড়ের লোক সংখ্যা বড় বেশী ছিল না। অধিকাংশই কৃষিজীবি। চাষের সময় চাষ-আবাদ করিত, অবশিষ্ট সময় সুবিধা মত লুঠ-তড়াজ করিয়া বেড়াইত। লুণ্ঠন-পরায়ণতা, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং কলহপ্রিয়তার জন্য তাহারা এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোক সহজে তাহাদের সহিত কোনরূপ বৈষয়িক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সম্মত হইত না। বোম্বেটেগিরি তাহাদের অন্যতম ব্যবসায়। সমুদ্রের প্রবল তুফানে বা ঝড়ের মুখে পড়িয়া কোন বিপন্ন জাহাজ তাহাদের কূলে আসিয়া লাগিলে, প্রায়ই তাহার নিস্তার থাকিত না। রায়গড়বাসীরা নির্ম্মমভাবে আরোহিগণকে হত্যা করিয়া, তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইত। কোন বিদেশী পথিক সম্মুখে শর্ব্বরী সমাগতা দেখিয়া, রাত্রিকালের জন্য রায়গড়ে আশ্রয় লইলে, অধিকাংশ স্থলে সে রাত্রি তাহার পক্ষে কাল রাত্রিতে পরিণত হইত।

লোকালয় হইতে দূরে, সাগরকূলে যে বাড়ী খানি অবস্থিত, তাহার কিয়দংশ প্রস্তর এবং কিয়দংশ মৃত্তিকাদি দ্বারা নির্ম্মিত বাড়ীর মধ্যে চারিখানি গৃহ। এক খানি শয়ন কক্ষ—সেই খানিই প্রশস্ত, অবশিষ্ট কয়খানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। উক্ত তিন খানির এক খানিতে গৃহস্থালীর দ্রব্য থাকিত, এক খানিতে রন্ধন হইত, অপর খানি গৃহস্বামীর অশ্বশালা। মোটের উপর বাড়ীখানি ছোট হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

শয়ন কক্ষের এক পার্শ্বে একখানি তক্তাপোষ পাতা, তাহার উপর সামান্য রকমের একটা শয্যা। শয্যার উপর এক যুবক উপবিষ্ট। তাঁহার বয়স পঞ্চবিংশের অধিক হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। মুখ খানি সুন্দর—তাহার প্রত্যেক স্থানে উদ্যম এবং অধ্যবসায় যেন দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। ললাট প্রশস্ত—তাহার উপর কুঞ্চিত কেশ কলাপের দুই একটা গুচ্ছ আসিয়া পড়িয়াছে। কর্ণায়ত নেত্রদুইটী কৃষ্ণতারক, প্রদীপ্ত—দুর্জ্জয় সাহস এবং দৃঢ়সঙ্কল্পতার পরিচারক। নাসিকা উন্নত, দশনাবলি ক্ষুদ্র স্বচ্ছ এবং অবিরল সন্নিবিষ্ট। বক্ষঃস্থল প্রশান্ত, স্কন্ধদ্বয় মাংসল, ভুজদণ্ড দীর্ঘ অথচ সুবলিত। সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত এবং বলময়। ইহার নাম রঘুবীর রাও।

বৈশাখের অপরাহ্ণ। সূর্য্যের তেজ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে কিন্তু উত্তাপ এখনও কমে নাই। সাগরজলে অবগাহন করিয়া মন্দানিল মুক্ত বাতায়নপথে প্রবেশ পূর্ব্বক যুবকের চিন্তাক্লিষ্ট ললাট স্পর্শ করিতেছে। যুবক অর্দ্ধশায়িত ভাবে অবস্থিত—সম্মুখে কতকগুলি কাগজ পত্র এবং পুথি বিক্ষিপ্ত ভাবে পতিত। সদাগতির সঞ্চার ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। যুবক কাগজ পত্র এবং পুঁথি যথাস্থানে রাখিয়া, গবাক্ষ সন্নিধানে উঠিয়া দাঁড়

ইলেন। আকাশের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে তাঁহার সুন্দর মুখখানি যেন কালিমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তিনি অস্থির ভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। অবশেষে দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া ডাকিলেন,—"গদাধর ! গদাই—"

অবিলম্বে অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকৃতি এক বলিষ্ঠ যুবক আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রভু কহিলেন, "বজরা খানা ঠিক করিয়া রাখ।"

ভৃত্য প্রভুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিল। রঘুবীর পুনরায় কহিলেন, "যাহা বলিলাম, কর্ণগোচর হইয়াছে কি ?"

গদাধর কহিল,—"হুঁ—কিন্তু—"

রঘুবীর। কিন্তু কি ?

গদাধর। আজ কি বজরা খুলিবেন ?

রঘুবীর। কেন দোষ কি ?

গদাধর। একে কাল বৈশাখী, তাহাতে বৃহস্পতিবারের বারবেলা।

রঘুবীর হাসিয়া কহিলেন,—"তাহাতে দোষ কি ?—আকাশের দিকে চহিয়া দেখ, খুব সম্ভব ঝড় হইবে। যদি কোন জলযান বিপন্ন হয়, আমরা নিশ্চয় তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিব।"

গদাধর কোন উত্তর করিল না। নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তদ্দর্শনে উত্তেজিত হইয়া রঘুবীর কহিলেন,—"যদি ঝড়ের সময় সমুদ্রে বাহির হইতে সাহস না হয়, তোমার যাইবার আবশ্যক নাই, আমি একাই যাইব।"

গদাধর মাথা তুলিয়া এবার কথা কহিল। বলিল,—"অন্য কারণ আছে।"

রঘুবীর। কি কারণ ?

গদাধর। যখন অনুমতি করিতেছেন বলিতেছি। প্রথমতঃ এখানকার কেহই আপনার উপর সন্তুষ্ট নয়।

রঘুবীর। কেন, আমার অপরাধ ?

গদাধর। কারণ আপনার দ্বারা তাহাদের অনেক আর্থিক ক্ষতি হইতেছে।

রঘু। কৈ ! আমিত কখনও কাহারও কোন বৈষয়িক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি নাই।

গদা। করিয়াছেন বৈ কি। ঝড়ের সময় বড় বড় নৌকা কিংবা জাহাজ গুলো উপকূলের পাহাড়ে লাগিয়া বানচাল হইলে বা চরায় আটকাইয়া যাইলে আপনি তাহাদের সাহায্যের জন্য ছুটিয়া যান কিন্তু গ্রামবাসীরা তাহা পছন্দ করে না। তাহারা বলে,—ভগবান সদয় হইয়া তাহাদিগকে যাহা দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আপনি কেন তাহা কাড়িয়া লইতেছেন।

রঘু। হঁ—আমার এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়। তাহার পর ?

গদা। আপনি বৃহস্পতিবার মানেন না, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন না। তাই তাহারা আপনাকে ম্লেচ্ছ বলে।

রঘু। বহুত আচ্ছা। আর কিছু আছে ?

গদা। না, আর তেমন কিছুই নাই, আপনি আর জাহাজ ভাঙ্গিলে তাহাদের উদ্ধার করিতে যাইবেন না। গ্রামশুদ্ধ লোক আপনার বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রঘু। তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র বিচলিত নই, কিন্তু গদাই আমি কোন রকমেই তাহাদের এই রাক্ষসী নীতির অনুমোদন করিতে পারি না। আমার চোখের সম্মুখে যদি ঐ সকল পৈশাচিক কাণ্ড সংঘটিত হইতে থাকে, আর আমি যদি তাহাদের প্রতিবিধানকল্পে আমার একটীও অঙ্গুলি উত্তোলিত না করি, তাহা হইলে কি প্রকারান্তরে আমি তাহাদের ঐ পাপ কর্ম্মের সহায়তা করিব না ? পাপের প্রশ্রয়দাতা এবং পাপের অনুষ্ঠাতা সমান অপরাধী না হইলেও, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অতি বিরল। আমার শরীরে যতক্ষণ শোণিত সঞ্চার থাকিবে, যতক্ষণ আমার হস্ত উত্তোলিত করিবার সামর্থ্য থাকিবে, ততক্ষণ তাহাদের এই ন্যায়বিগর্হিত পথে আমি অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবই।

গদা। তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই কিন্তু এখন হইতে আপনি সাবধান হইয়া চলিবেন। স্বার্থে আঘাত লাগিলে লোকে বিশেষত রায়গড়বাসীরা কোনরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতেই বিরত হইবে না।

রঘু। আচ্ছা গদাই এখন হইতে যখন আমি বাহিরে যাইব সঙ্গে অস্ত্র লইতে বিস্মৃত হইব না। তুমি আমার বজরা খানা ঠিক করিয়া রাখিয়া আইস, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঝড় উঠিবে।

গদাধর তথাপি ইতস্তত: করিতেছে দেখিয়া পুনরায় প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর কিছু বলিবার আছে ?"

গদা। আজ বৃহস্পতিবারের বারবেলায় বাহির না হইলেই ভাল হইত।

রঘু। তোমায় আমার সঙ্গে যাইতে হইবে না, আমি একাই যাইব।

গদা। প্রভু এরূপ কঠিন আজ্ঞা কেন করিতেছেন। আমি কোথায় ছায়ার মত আপনার অনুসরণ না করিয়াছি ?

রঘু। তবে যাও, বজরায় মাস্তল, পাল প্রভৃতি ঠিক আছে কি না দেখিয়া আইস। ঝড়ের সময় কোন নৌকা বা জাহাজ যদি বিপন্ন হয়, আমরা নিশ্চয় তাহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইব।

গদা। বারবেলা মানিবেন না ?

রঘু। কর্ত্তব্যের আহ্বানের নিকট কালাকাল নাই।

গদা। অতি অল্প সময়ের জন্য আমার ছুটি চাই।

রঘু। কেন ?

গদা। আমি একবার গ্রামের মধ্যে যাইব। অনাদিনাথের চরণে অর্ঘ্য দিয়া আসিব। তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদের যাত্রা শুভ হইবে।

রঘুবীর বস্ত্রের মধ্য হইতে একটী অর্দ্ধমুদ্রা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিলেন,—"এই লও, বাবার সান্ধ্য পূজার জন্য কিছু ফুল সন্দেশ কিনিয়া দিও।"

গদাধর প্রফুল্লমুখে লাঠিহস্তে বাহির হইল এবং অনাদিদেবের মন্দিরে উপস্থিত হই

পূজা দিল। তাহার পর গলবস্ত্রে প্রণত হইয়া দেবাদিদেবের চরণে প্রার্থনা করিল,—"হে অনাদিদেব! আমার প্রভুর মত পরিবর্ত্তন করিয়া দাও—আজ রাত্রে যেন তিনি নৌকায় না উঠেন। এ ঝড়ে কোন জাহাজ কি নৌকা যেন আমাদের উপকূলের অভিমুখে ভাসিয়া না আসে।"

প্রভুভক্ত ভৃত্য এইরূপে দেবচরণে মনোবাঞ্ছা নিবেদিত করিয়া, মন্দির হইতে বহির্গত হইল। সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, গোধূলির অন্ধকারে ধরণীপৃষ্ঠ কতকটা অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গদাধর গ্রাম্যপথে বাহির হইয়াছে, এমন সময়ে এক অশ্বারোহী অশ্বের বেগ সংযত করিতে না পারিয়া প্রায় গদাধরের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। গদাধর লাঠিগাছটা ভাল করিয়া ধরিয়া কহিল,—"কোথাকার বদরসিক লোক!"

অশ্বারোহী অশ্বকে সংযত করিয়া, কটীতটে সংবদ্ধ পিস্তলে হস্তার্পণ করিয়া কহিল,—"কি বলিতেছিস?"

পিস্তল দেখিয়া গদাধর তাহার লাঠি স্কন্ধের উপর ফেলিয়া নিতান্ত সরলভাবে আগন্তুকের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। যেন কতই ভালমানুষ।

অশ্বারোহী তাহার ভাবান্তর দেখিয়া অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে সহাস্যে কহিল,—"তুমি যে সরল প্রকৃতি গ্রাম্য লোক তাহা আমি বুঝিয়াছি কিন্তু বাপু অতখানি ন্যাকামি আমি পছন্দ করি না। এস একটু আলাপ করা যাউক। গোটা দুই কথা জিজ্ঞাসা করিব, উত্তর দিবে কি?"

গদাধর মনে মনে বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হইলেও, মুখে কিছু প্রকাশ করিল না। যেন তাহার কথা তাহার কর্ণগোচর হয় নাই, অথবা বুঝিতে পারে নাই, এমনই ভাব দেখাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার ভাব দেখিয়া অশ্বারোহী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার পর তাহার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী রৌপ্য মুদ্রা বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল। গদাধর মুহূর্ত্ত মাত্র ইতস্ততঃ করিয়া মুদ্রাটী গ্রহণ করিয়া কহিল,—"এইবার জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

আগন্তুক হাসিয়া কহিল, "রায়গড়ে বোধ হয় তোমার বাস?"

গদা। বোধ হয় কেন নিশ্চয়।

আগন্তুক। উত্তম। তুমি রঘুবর রাওকে চেন?

গদা। রায়গড়ের সকলে যখন তাঁহাকে চেনে, তখন আমি আর চিনি না?

আগন্তুক। তিনি লোক কেমন?

গদা। যেমন অপর লোক হয়।

আগন্তুক। তুমি কি সহজ ভাবায় কথা কহিতে পার না?

গদা। আমরা গরীব চাষা লোক—সকল কথা গুছাইয়া বলিতে পারি না। নমস্কার মহাশয়। হাতে একটা জরুরি কাজ আছে চলিলাম।

আগন্তুক। বন্ধু! তুমি বড়ই বোকা। যাহা পাইয়াছ ওটা বায়না বই ত নয়, আসল পাওনা ফেলিয়া পলাইতেছ!

গদাধর এক মুখ হাসিয়া, হাত বাড়াইয়া কহিল,—"বটেইত বোকা না হইলে এমন কাজ করে? কাজটা তত জরুরি নয়—পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইবার সময় পাইব।"

অশ্বারোহী মুদ্রাটী প্রদর্শন করিয়া কহিল,—"যে আমার কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিবে, তাহাকেই এ মুদ্রাটী দিব।

গদাধর ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার মত সটিক সংবাদ দিতে কে পারিবে? আমি তাঁহার ভৃত্য।"

আগন্তুক। তুমি তাঁহার ভৃত্য! কৈ এতক্ষণ এ কথা ত বল নাই?

গদা। আপনিও ত জিজ্ঞাসা করেন নাই।

আগন্তুক। সত্য—আমারই দোষ। এখন বল দেখি তিনি কি প্রকৃতির লোক?

গদা। অতি সৎপ্রকৃতি। যেমন ধার্ম্মিক, তেমনই গুণবান। অমায়িক স্বভাব। শিষ্টের সহায়, দুষ্টের যম,—গরীবের মা বাপ।

আগন্তুক। বল কি।

গদা। যাহা খাঁটি সত্য, তাহাই বলিতেছি।

আগন্তুক। শরীরে সামর্থ্যও বোধ হয় খুব আছে?

গদা। যথেষ্ট। দশক্রোশের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই।

আগন্তুক। এই লও বন্ধু তোমার পুরস্কার। আর একটা কথা এ গ্রামে রাত্রিবাসের উপযুক্ত কোন ভাল পান্থশালা আছে?

গদা। ভাল মন্দ কিছুই নাই। যদি গরীবের পরামর্শ শোনেন এ গ্রামে রাত্রিবাস করিবেন না। এখনও রাত্রি হয় নাই, গ্রামান্তরে প্রস্থান করুন।

আগন্তুক। ঝড় উঠিয়াছে। অন্য গ্রামে যাইবার সময় নাই। এই খানেই একটু আশ্রয় দেখিয়া লইব।

গদাধর আর অপেক্ষা করিল না। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে সাগর তটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল রঘুবীর বেলাভূমে দণ্ডায়মান হইয়া ফেনিল তরঙ্গ-কুলে বারিধির দিকে সোৎসুক ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া আছেন। গদাধরকে দেখিয়া কহিলেন,—"যতদূর দৃষ্টি চলে, তাহার মধ্যে কোন অর্ণবপোত দৃষ্ট হইতেছে না। তাহা হইলে আজ আর বোধ হয় আমাদের বজরা খুলিবার আবশ্যক হইবে না।"

গদাধরের মুখখানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অনাদি-নাথ তাহার প্রার্থনার কর্ণপাত করিয়াছেন দেখিয়া তাহার মস্তক তাঁহার উদ্দেশে অবনমিত করিল। এই সময়ে ঝটিকার বেগ ক্রমশঃ বিবর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া রঘুবীর গদাধরকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

দুই এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। রঘুবীর গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সমু-

দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আকাশে মেঘের গর্জ্জন, চতুর্দ্দিকে প্রভঞ্জনের আকুল আর্ত্তনাদ, সম্মুখে বারিধিবক্ষে বাত্যাতাড়িত উত্তালতরঙ্গমালার ভীম ভৈরব নিনাদ। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, প্রকৃতির এই সংহারলীলার অবলোকন করিতে করিতে যুবক ভাবিতে লাগিলেন,—কি চমৎকার সাদৃশ্য! ঐ বাত্যাবিক্ষুব্ধ ফেনিল চঞ্চল সাগর আমার হৃদয়ের যেন একটা বিরাট প্রতিবিম্ব প্রভঞ্জন বহিলে সাগরজল চঞ্চল হইয়া তরঙ্গমালার উদ্ভব করে, রিপুর তাড়নায় আমার হৃদয়ও ঐরূপ ভাবে ফুলিয়া কাঁপিয়া চঞ্চল হইয়া উঠে। উন্মত্ত কল্পনা, ভোগবাসনা, অনন্ত আকাঙ্খা হৃদয় মধ্যে সঞ্জাত হইয়া হৃদয় মধ্যে কি ঐরূপ বিকট আর্ত্তনাদের সৃষ্টি করে না? ঐ উর্ম্মিমালার ভৈরব গর্জ্জনে দিগন্ত কম্পিত করিয়া, শেষে পাষাণতটে প্রতিহত হইয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোথায় বিলীন হইয়া যায়। আমার হৃদয় মধ্যেও অনন্ত আকাঙ্খা ঐরূপ পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ হইয়া, বক্ষপঞ্জরে বিষম ধাক্কা দিয়া মনের বেলাভূমেই বিলীন হইয়া যায়। আমার অসীম আশা, কিন্তু আমি কতটুকু অনন্ত বারিধির বেলাভূমে আমি একটা বালুকা-কণা বইত নই! উপেক্ষিত, অনাদরে পতিত একটী পরমাণু মাত্র। মরিলে একবিন্দু অশ্রু ফেলিবার লোক কেহ নাই। তবু বাঁচিবার এত সাধ কেন? সময়ে সময়ে কেন মনে হয়, আমার মধ্যে একটা বিরাট শক্তি সুপ্ত হইয়া আছে, একটা বিশ্বদাহী তেজ ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া আছে,—কেবল জাগ্রতের অপেক্ষা করিতেছে। যদি কেহ আমার সেই সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া দেয়, ভস্মরাশিকে সরাইয়া লুপ্ত তেজকে প্রদীপ্ত করিয়া দেয়,—তাহা হইলে আমার মত হতভাগ্যও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু জগতে আমার তেমন বন্ধু, তেমন আত্মীয় কেহ আছে কি? একটীও না।"

ঠিক এই সময়ে কে তাঁহার বাড়ীর সদর দরজায় সবলে করাঘাত করিল। চিন্তাচ্ছন্ন রঘুবীর শিহরিয়া উঠিলেন। স্বতই তাঁহার মনে হইল, বুঝিবা ভগবানের চরণতলে তাঁহার করুণ রোদন উপস্থিত হইয়াছে। তিনি এই মুহূর্ত্তে যাহা প্রার্থনা করিতেছিলেন, বুঝি বা তাহা তাঁহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে। গদাধর আসিয়া সংবাদ দিল, "মহাশয় একজন পথিক রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে। সঙ্গে একটা ঘোড়াও আছে।"

রঘুবীর কহিলেন,—"ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রাখিয়া, তাঁহাকে এই খানে লইয়া আইস। অথবা দাঁড়াও আমি নিজেই যাইতেছি।"

"আপনাকে আর কষ্ট করিয়া যাইতে হইবে না, আমি নিজেই আসিয়াছি"—এই বলিয়া আগন্তুক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যার সময় পথে যাহার সহিত গদাধরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ সেই অশ্বারোহী।

(ক্রমশঃ।)

বিবিধ।

আজকাল বাজারে সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যই অবাধে ভেজাল চলিতেছে। শিলচরের এক ব্যবসায়ী ভেজাল সরিষার তৈল বিক্রয় করিতে অভিযুক্ত হইয়াছে। রাসায়নিক পরীক্ষায় ঐ তৈলে হাইড্রোসিয়ানিক য়্যাসিড বাহির হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কি কুক্ষণেই স্নেহলতা কেরোসিনে আত্মহত্যা করিয়াছিল! তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাহার পর হইতে কত জনই যে আত্মজীবন বলি দিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। সম্প্রতি খিদিরপুরের কোন কুলরমণী দারুণ অভিমান বশে ঐ জঘন্য পথের পথিক হইয়াছেন। সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার মত যে দেশের রমণীরা সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা অম্লানবদনে সহ্য করিয়া যাইতেন, সেই দেশের রমণী সমাজে এত অধীরতা, কোথা হইতে আসিল?

অপব্যয়েই অভাব—অভাবেই মনুষ্যত্ব লোপ পায়, তাই অন্যায় উপায়ে উপার্জ্জনের প্রবৃত্তি জন্মায়। অপব্যয় না করলে অভাব হয় না, অভাব যার নাই, সে পাপকর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করবে কেন? সুতরাং স্বেচ্ছায় অভাবের সৃষ্টি করো না। যেমন আয়, তেমনি ব্যয় করতে শিখবে। কিন্তু এ কথায় এখন কার ছেলেরা কর্ণপাতও করে না! যে হেতু সৎ শিক্ষার অভাবে সব বেয়াড়া হয়ে উঠ্‌চেন। মিতাচার শৈশব হইতে শিক্ষা করতে হয়, সে কালের শিক্ষায় সেটা ছিল।

ব্লাঙ্কো বা ক্যাম্বিসের জুতার সাদা রং।

রাণীগঞ্জ এবং বীরভূমের কোন কোন জঙ্গলে একপ্রকার সাদা খড়ির মত মাটী বাহির হয়, ইহা সম্ভবত বরণ কোংর পটারীতে, কলিকাতার পটারী ওয়ার্কস্ এবং কোন কোন বেনের দোকানেও বিক্রয় হয়। ইহাকে সাহেবরা নাম দিয়াছেন, কেওলীন। এই মাটী আগে ১॥০ টাকা মণ বিক্রয় হইত। এই মাটী চূর্ণ করিয়া গঁদের জলে মাখিয়া বেশ এঁটেল কাদার মত করিবে, সেই কাদা ছাঁচের মধ্যে দিয়া ব্লাঙ্কো প্রস্তুত হয়। ঐ মাটীর সহিত সামান্য নীলবড়ী চূর্ণ মিশাইলে বা নীল বড়ীর জলে গুলিয়া ঐ জল কেওলীন মাটীর সহিত মিশাইলে রং খুব সাদা হইবে।

তরল ব্লাঙ্কো।

সল্‌ফেট্ অফ্ জিঙ্ক	১ আউন্স।
গঁদের জল	২ আউন্স।
গ্লিসারীন	১ আউন্স।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া শিশি বন্ধ কর, ইহা কাম্বিসের জুতায় এবং সাদা চামড়ার জুতায় ব্যবহৃত হইবে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

ক্লিণ্টনের অধর প্রান্ত মুহূর্ত্তের জন্য হাস্য-রেখায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তাহার হাসির কারণ বারবারা আর রাজ-হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়া সর্ব্বেসর্ব্বা হইতেছে না—বারবারা এখন আর রাজ-প্রেমের প্রত্যাশিনী নয়,—সে এখন তাহার প্রেমাকাঙ্খিনী। হতভাগ্য মুগ্ধ যুবক এখনও ভাবিতেছে, তাহার হৃদয়ে যেমন প্রেমের সিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে—বারবারার হৃদয়েও তেমনই প্রেমের ফরিষি আকুল উচ্ছ্বাসে ছুটিতেছে। ভুবনমোহিনী যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—বর্ণে বর্ণে তাহা প্রতিপালন করিবে—তাহাকে লইয়া কোন দূরান্তরে পলায়ন করিয়া, কোন নিভৃত পল্লীতে সুখের আগার বাঁধিয়া, প্রেমাশক্ত কপোত কপোতীর মত শান্তির শীতল ছায়ায় বাস করিবে। এই মুগ্ধ যুবককে বারবারা যখন পারিশে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার নিকট এইরূপেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—তিনি ভাবিয়াছিলেন, যুবক যে কার্য্য সম্পাদনের জন্য পারিসে যাইতেছে—তাহা সম্পাদন করিয়া কখনই দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিবে না। কিন্তু ক্লিণ্টন সেই দুষ্কর কার্য্যও সম্পন্ন করিয়া দেশে ফিরিয়াছে—বারবারার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সুন্দরী তাহাকে আবার সেই আশা দিয়াছেন—তাহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে পুনরায় শপথ বদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বৈভব প্রেম সম্ভাষণে—তাঁহার মধুময় কপট আচরণে—তাঁহার হাব-ভাব-বিলাস চঞ্চল প্রদীপ্ত সৌন্দর্য্য দর্শনে হতভাগ্য যুবক পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বিমুগ্ধ—আরও তাঁহার পদানত হইয়া পড়িয়াছে। বারবারার হৃদয়ে কিন্তু বিষম উদ্বেগ—কি প্রকারে এই যুবকের কবল হইতে মুক্তি-লাভ করিবেন ভাবিয়া আকুল। ফাদার পিয়ারী লণ্ডনে উপস্থিত—তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে শুনিয়া একদিকে তাঁহার অন্তরে যেমন সুখের আকুল উৎস ছুটিতেছে—অন্যদিকে এই যুবকের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য উৎকণ্ঠায় ভীম ঝটিকা বহিতেছে। হায়! ঐ অন্ধ যুবক যদি ঐ রমণীর হৃদয়ের নিভৃত কন্দর দেখিতে পাইত—যদি তাহার অন্তরের অন্তস্থলে মুহূর্ত্তের জন্য প্রবেশ করিতে পারিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, ঐ রমণীর সন্তোষ বিধানের জন্য—তাহারই ইঙ্গিতে সে যে মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছে, সেই কার্য্যের জন্য তাহার হৃদয়হারিণী তাহাকে কিছুমাত্র প্রেমের চক্ষে নিরীক্ষণ করে না—বরং তাহাকে মনে মনে বিষম ঘৃণা করে—তাহার সহিত পলায়ন করিবার তাহার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই—সে পুনর্ব্বার রাজানুগ্রহের সুশীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া, শক্তি সামর্থ্যে রাজমধ্যে সর্ব্বময়ী, খ্যাতি প্রতিপত্তিতে রাজ-সংসারে অগ্রগণ্যা হইবার জন্য স্বপ্ন দেখিতেছেন এবং সেই সুখের বর্ত্মে প্রত্যাবৃত হইবার পথে কণ্টকস্বরূপ এই প্রেমান্ধ যুবককে কি উপায়ে তিরোহিত করিবেন কল্পনা করিতেছেন—হায় যদি এই হতভাগ্য যুবক এই সকল জানিতে পারিত, তাহার অন্তর মধ্যে দুঃখের কি তীব্র হুতাশনই না জ্বলিয়া উঠিত।

তিন জনেই নীরব। ফাদার পিয়ারী সুরাশক্তিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন—গ্রেহাম আশাময় সুখের চিন্তায় মগ্ন—আর ক্লিণ্টন মহাপাতকের বৃশ্চিক দংশন জ্বালা বিস্মৃত হইবার জন্য বারবারার সহিত মিলনানন্দের চিন্তায় বিভোর। সহসা গ্রেহাম গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কক্ষমধ্যে অস্থিরভাবে পদচারণা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পদক্ষেপ শব্দে পিয়ারীর তন্দ্রা ভাঙ্গিল—ক্লিণ্টনের মোহ ছুটিয়া গেল।

তাহারা উভয়েই সহসা তাঁহার এরূপ অধীরতার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। গ্রেহাম উত্তর করিলেন—"সেই অলিফাণ্টের চিন্তা সেই ভাবী বিপদের আশঙ্কা—বহু চেষ্টা করিয়াও, আমি হৃদয় হইতে এই চিন্তাকে বিদূরিত করিতে পারিতেছি না। যদি আমি ধৃত হইয়া, পুনরায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হই—বারবারার শত অনুনয় বা ভয় প্রদর্শনেও নৃপতি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আমাকে মুক্ত করিতে সাহস করিবেন না।"

ক্লিণ্টন প্রভুকে উৎসাহিত করিবার জন্য কহিলেন,—"আপনি অত ভীত হইবেন না—অলিফাণ্টের দ্বারা আপনার যে কোন অনিষ্ট হইবে, তাহা পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি।"

ভৃত্যের এই আশ্বাসবাণী তাহার অধর-প্রান্তে বিলীন হইবার পূর্ব্বেই, কক্ষদ্বার মুক্ত এবং যাহার নাম, তাহার মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল,—কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চনবতিতম পরিচ্ছেদ।

পান্থাবাসের বার্ত্তা এবং পত্র।

সার হেক্টর গ্রেহাম স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন—মুখ দিয়া একটী শব্দও নির্গত হইল না। হাম্প্রি ক্লিণ্টন কিন্তু সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং এই যোদ্ধৃবেশী পুরুষপুঙ্গবই যে জেনারেল অলিফাণ্ট অনুমান করিয়া ফাদার পিয়ারী আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিল। এদিকে অলিফাণ্ট কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, বরাবর ভয়ার্ত্ত ক্লিণ্টনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কঠোর স্বরে কহিলেন,—"আমার সঙ্গে আইস।"

সভয়ে হতভাগ্য কহিল,—"আমি আপনার সহিত যাইব?" পূর্ব্বকথা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। আর একবার এই লোকের উদ্যত পিস্তলের সম্মুখে বসিয়া তাহাকে প্রাণভয়ে কেমন কাঁপিতে হইয়াছিল মনে পড়িল।

অলিফাণ্ট কহিলেন,—"হাঁ—তোমাকে আমার সঙ্গে আসিতে হইবে।" তাহার পর

বৃদ্ধ পুরোহিতের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"ফাদার পিয়ারী! তোমাকেও আমি যেখানে লইয়া যাইব, যাইতে হইবে।"

এতক্ষণে গ্রেহামের লুপ্ত সাহস ফিরিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জেনারেল অলিফাণ্ট! কোন্ অধিকারের বলে তুমি আমার এখানে আসিয়া, এরূপভাবে হুকুম চালাইতেছ?"

অলিফাণ্ট। যদি তুমি আমার অধিকারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা হইলে তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি অধিকারের বলে এরূপ স্বচ্ছন্দভাবে সমীরণে বিচরণ করিতেছ? নিউগেটের কারাগারে লৌহদ্বার মুখব্যাদান করিয়া তোমার অপেক্ষায় যে বসিয়া রহিয়াছে।

গ্রেহাম। গোয়েন্দাগিরি করিতে যদি প্রবৃত্তি হয়, পুলিস আনিয়া গ্রেপ্তার করাইতে পার কিন্তু এ দুই জনের উপর তোমার কি অধিকার আছে?

অলিফাণ্ট। কোন বিষয়ে অত নিশ্চিত হওয়া ভাল নয়। তাহারা কখনই আমার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস করিবে না। উহাদিগকেই আমার আবশ্যক—তোমার যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।

গ্রেহাম। আমি যখন তোমার দ্বারে করুণার প্রার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হইব তখন তুমি কল্পতরু হইও।

অলিফাণ্ট সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া, ক্লিনটনকে কহিলেন, "যুবক! আমার সঙ্গে আইস"

গ্রেহাম তাহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। যুবক ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া অলিফাণ্ট তাহার কর্ণের নিকট মুখ লোল করিয়া কহিলেন,—"যে ছুরিকা রাজপুরীর মধ্যে নরহত্যা সাধন করিয়াছে, সেই ছুরিকার দোহাই দিয়া, আমি তোমাকে আমার অনুগমন করিতে আদেশ করিতেছি।"

এই বলিয়া অলিফাণ্ট তাহার মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিলেন। ভাষায় এমন কোন শব্দ নাই—যাহা দ্বারা ঐ হতভাগ্য যুবকের সেই সময়ের শোচনীয় অবস্থা বর্ণিত হইতে পারে। মুহূর্ত্তে তাহার মুখের বর্ণ মৃত ব্যক্তির মুখের মত বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠ হইতে একটা অব্যক্ত শব্দ ধীরে ধীরে উচ্চারিত হইল মাত্র। তাহার পরই হতভাগ্য তাঁহার পদতলে পড়িয়া ব্যগ্রভাবে তাঁহার চরণ ধরিয়া, তাঁহার করুণা প্রার্থনা করিতে উদ্যত হইল দেখিয়া, অলিফাণ্ট তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া, মৃদুকণ্ঠে কহিলেন,—এখানে একটীও কথা নয়—যাহা বলি শোন।"

হতভাগ্য পুনরায় কি বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু তাহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। অবসন্ন দেহে নিকটস্থ কেদারার উপর বসিয়া পড়িল।

গ্রেহাম নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে এবং ফাদার পিয়ারী আশঙ্কোদ্বেলিতচিত্তে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। অলিফাণ্ট যখন যেখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন সেইখানেই তাঁহার অবিসম্বাদিত প্রভুত্ব একাধিপত্য লাভ করিয়াছে—তাঁহার সমাগমে ধার্ম্মিকের প্রাণে আশার আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে—পাপীর প্রাণ সভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। তিনি সতের সুহৃদ অসতের কৃতান্ত! তাঁহার উন্নত হৃদয়, স্বভাবসিদ্ধ সরলতা, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ নির্ভীকতা দর্শন করিয়া অত্যাচার প্রপীড়িত দুর্ব্বল হৃদয়ে বললাভ করে—অনাচারী পাপী স্বকীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের ভয়ে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে! তাঁহার একটী মাত্র কথায় বা ইঙ্গিতে কাহারও অন্তরে আনন্দের সুখ-উৎস উৎসাহিত হইয়া উঠে—আবার পক্ষান্তরে অপরের হৃদয়ের তাবৎ শক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত নির্ব্বল নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ফাদার পিয়ারী ভয়ে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। অলিফাণ্ট তাহার সমীপস্থ হইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

"না—কিছুতেই না"—বলিয়া গ্রেহাম লাফাইয়া উঠিলেন। ফাদার পিয়ারী যদি তাঁহার আয়ত্তের মধ্য হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার সকল আশা সমূলে উন্মূলিত হইবে। তাঁহার নিকট হইতে গুপ্ত ব্যক্তের যে আশা পাইয়াছেন—তাহার পথ নিরুদ্ধ হইবে। তিনি গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিলেন, কোন পৈশাচিক শক্তির প্রভাবে আমার ভৃত্যকে মোহমুগ্ধ করিয়াছ বটে কিন্তু এই বৃদ্ধকে আমি তোমার কাপুরুষতামূলক অত্যাচার হইতে রক্ষা করিব।"

অলিফাণ্ট সগর্ব্বে মস্তকোন্নত করিয়া কহিলেন,—'অলিফাণ্ট ভীরু—কাপুরুষ, অন্যে বলে বলুক, সার হেক্টর গ্রেহামের মুখে ও কথা শোভা পায় না।"

ক্রোধে গ্রেহামের মুখ লাল হইয়া উঠিল। পাল্লাবাসের মধ্যে দ্বৈরথযুদ্ধে অলিফাণ্টের দ্বারা কিরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—অলিফাণ্টের ব্যঙ্গোক্তিতে সেই কথা প্রকাশিত হওয়াতে, ক্রোধে আত্ম সংযমে অসমর্থ হইয়া কহিলেন,—দুর্ব্বৃত্ত! এখানে তোর দাম্ভিকতাপূর্ণ প্রভুত্ব খাটিবে না। দূর হ' এখান হইতে!"

এই কথা বলিয়া গ্রেহাম দন্তে দন্ত ঘর্ষণ পূর্ব্বক আরক্ত নেত্রে অলিফাণ্টের উপর লাফাইয়া পড়িলেন কিন্তু তাঁহার হস্ত অলিফাণ্টের গাত্র স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তিনি বামহস্তদ্বারা গ্রেহামের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া সবলে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন।

তাহার পর নিতান্ত প্রশান্তভাবে, ফাদার পিয়ারীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"এইবার তুমি আমার সহিত আসিবে। যদি আমার এই সাদা কথায় কর্ণপাত না কর, তোমারও কানে কানে কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

হতভাগ্য পুরোহিত যন্ত্রচালিতবৎ মাথা বাড়াইয়া দিল। অলিফাণ্ট মৃদুস্বরে তাহার কাণের নিকট মুখ লইয়া কহিলেন,—ফরাসি রাজদূত মিষ্টার বারিলনের প্রার্থনায় ইংলণ্ডের

অধিপতি বাসিলের কারাগার হইতে পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া ফ্রান্সের উপকুলে নামাইয়া তথাকার কর্ত্তৃপক্ষের করে অর্পণ করিবেন।”

হতভাগ্য বৃদ্ধ মণ্ডপ শঙ্কাকুলিত দীননয়নে অলিফান্টের মুখপ্রতি দৃষ্টিপাত করিল। ইত্যবসরে গ্রেহাম কক্ষতলের ধূলিশয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া, কক্ষের একপার্শ্বে একখানা চেয়ারের উপর উপবেশন করিয়াছেন।

অলিফান্ট ফাদার পিয়ারী এবং হাম্প্রি ক্লিনটনকে উঠিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাদিগকে তাঁহার অগ্রে যাইতে ইঙ্গিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তাহারা আর হতভাগ্য গ্রেহামের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেও সাহস করিল না—মোহাচ্ছন্ন জীবের মত তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। পান্থাবাসের বাহিরে সার জোসেফ ল্যাম্বটন এবং সার হেনরি বিটন অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহারা রাস্তায় বাহির হইলে, জেনারেলের ইঙ্গিত পাইয়া ল্যাম্বটন হাম্প্রি ক্লিনটনের এবং বিটন ফাদার পিয়ারীর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, পলায়নের চেষ্টা বৃথা।

তাঁহারা বন্দীদ্বয়কে লইয়া প্রস্থান করিলেন। আমরা আপাততঃ তাহাদের অনুসরণ না করিয়া গ্রেহামের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিব। গ্রেহাম এখনও সেইভাবে চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া চেয়ারে উপবিষ্ট; তাঁহার আর কোনই আশা নাই। তিনি দুরবস্থার শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছেন। কর্ম্মচ্যুত—হাতে এমন একটী পয়সা নাই যে আহার্য্য সংগ্রহ করেন। রাজপথে যদি বাহির হইবেন, বিবিধ অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ হাজতে পুরিবে। ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইবারও সাহস নাই—ফরাসি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিপথে পড়িলে, পুনরায় বাসিলের কারাগারে প্রবেশ করিতে হইবে। নৃপতির চরণে শরণাপন্ন হইলেও তিনি ফরাসনীর জন্য তাঁহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন না। তবে এখন তাঁহার উপায় কি? হায়! যে গ্রেহাম একদিন সৌন্দর্য্যে—ঐশ্বর্য্যে প্রভুত্বে গর্ব্বিত হইয়া ধরাবক্ষে বিচরণ করিতেন—আজ তাঁহার এই দশা! আজ তিনি হতসৌন্দর্য্য—হতোদ্যম—পথের ভিখারী!

তিনি আর স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। গাত্রোত্থান করিয়া অস্থিরভাবে কক্ষমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেই কক্ষে পান্থাবাসের স্বত্বাধিকারী প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার নাম বেনিফেন। তিনি গ্রেহামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনি কি এখানে এখনও অবস্থান করিবেন?”

গ্রেহামের মনের অবস্থা ভাল ছিল না। কাজেই কর্কশস্বরে উত্তর করিলেন, “এমন অসঙ্গত প্রশ্ন করিবার কি আবশ্যক?”

বেনিফেন। আবশ্যক আছে বৈ কি! আমার অধিকারের মধ্যে সকল রকম প্রশ্ন করিবারই আমার অধিকার আছে। আমার বাড়ীতে তিনজন আসিয়া বাসা লইলে—কোনরূপ পরিচয় দিলে না—সঙ্গে মালপত্রও কিছু নাই—দুই জনের পোসাক এমনই কদর্য্য—

গ্রেহাম। অবিবেচক! বর্ব্বর! তোমার নিজের কাজ দেখ গিয়া, এখান হইতে দূর হও!

বেনিফেন। তাহা যাইতেছি—আমার প্রাপ্য মিটাইয়া দাও। তোমার সঙ্গী দুইজন যে ভাবে বাহির হইয়াছে—প্রত্যাবর্ত্তনের আর আশা নাই। বিখ্যাত জেনারেল অলিফান্টের আগমনে আমার বাড়ী আজ পবিত্র হইয়াছে। তাঁহার দুইজন সহকারী বাহিরে যেভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন—বড়ই সন্দেহজনক। সেইজন্য বলিতেছি—তোমার নিকট যাহা আমার প্রাপ্য, মিটাইয়া দাও।

ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে আত্মহারা হইয়া, গ্রেহাম পকেটের মধ্যে হাত পুরিলেন। কিন্তু পকেট শূন্য—এক কপর্দ্দকও তাঁহার নিকট নাই। তাঁহার নিকট যে অর্থ ছিল, প্যারিসে গ্রেপ্তার করিবার সময় পুলিশ কাড়িয়া লইয়াছিল—কারাগার হইতে পলায়নের পর ক্লিনটন বারবারা প্রদত্ত অর্থে সকল রকম ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছিল। এক্ষণে পকেট শূন্য দেখিয়া সকল কথা তাঁহার মনে পড়িল তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

বেনিফেন সম্মুখস্থ টেবিলের উপর স... একটা চপেটাঘাত করিয়া কহিল—... ভাবিয়াছি, তাহাই হইয়াছে। দিনে ড... ইহাকেই বলে।”

সহসা একটা কথা গ্রেহামের মনে পড়া... কর্কশস্বরে কহিলেন,—“চুপ কর! নির্ব্বোধের মত বকিও না। শীঘ্র দোয়াত, কলম এবং কাগজ লইয়া আইস এবং একজন লোক সংগ্রহ করিয়া দাও, এখনই তোম... টাকা দিয়া দিতেছি।”

তাঁহার সগর্ব্ব সপ্রতিভ ভাব... বেনিফেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। ভাবিল তাহার এতখানি বাড়াবাড়ি করা ভাল হয় নাই। সে কতকটা নরম হইয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং অনতিবিলম্বে লিখিবার সরঞ্জাম আনিয়া দিল। গ্রেহাম অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—তাড়াতাড়ি লর্ড আর্ডেনকে একপত্র লিখিয়া বেনিফেনের হস্তে অর্পণ করিলেন। মনের স্থিরতা না থাকায় পত্র নিয়ে নিজের পূর্ণ নাম স্বাক্ষর করিলেন এবং পত্রখানি খামের মধ্যে পুরিয়া ভাল করিয়া আটিতেও বিস্মৃত হইলেন।

নীচে নামিয়া আসিলে গৃহিনী স্বামীকে কহিল,—“তোমায় যেমন বোকা পাইয়াছে—ও একটী পয়সাও পাইবে না।”

স্বামী। চুপ কর লক্ষি! পত্রখানা কাহার নিকট যাইতেছে জান? মহামান্যবর লর্ড আর্ডেনের নামে। ভাগ্যে পত্রখানা পড়িবার মত আমার বিদ্যা ছিল। (ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ বর্ষ।] ২৫শে আশ্বিন, ১৩২৭ সাল। ইং ১১ই অক্টোবর, ১৯২০ সাল। [৬ষ্ঠ খণ্ড।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অপূর্ব্ব প্রতিহিংসা।

—•—

দ্বিতীয় বল্লরী।

উদ্ধার।

আগন্তুকের বয়স পঞ্চাশ কিম্বা তাহার কাছাকাছি। বেশ ভূষার সেরূপ পারিপাট্য নাই। সাদাসিধে পোষাক। চেহারাতেও কোন বিশেষত্ব নাই। চোখ মুখের ভাব দেখিলে, লোকটা যে বেশী বুদ্ধি লইয়া ঘর-কন্না করে, এমন কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তাহার শরীরে যে যথেষ্ট সামর্থ্য আছে, তাহা তাহার বৃষের মত স্থূলস্কন্ধ, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল এবং অপরাপর অঙ্গের বাঁধুনি দেখিলেই অনুমান করা যাইতে পারে।

আগন্তুক কক্ষের চারিদিকে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিল,—"কি বিষম দুর্য্যোগ! আপনি বোধ হয় বিপন্ন বিদেশীকে একটু আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।"

রঘুবীর নম্রস্বরে কহিলেন,—"আমার এ কুটীরে আসিতে যাঁহারা দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁহাদের নিকট ইহার দ্বার সকল সময়েই উন্মুক্ত।"

আগন্তুক উপবেশন করিয়া, উত্তরীয় দ্বারা মাথা এবং মুখের জল মুছিতে মুছিতে কহিল,—"এ অতি সৎ কাজ কিন্তু রায়গড়ের মত ক্ষুদ্র পল্লীতে বিদেশীর বড় একটা আবির্ভাব হয় না। ও কি ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জন! বাতাসের ঝাপটায় ঘরের দেওয়ালগুলা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছে।"

রঘুবীর লোকটীর সরল স্বভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। ঘরের কোণে একটা বন্দুক ছিল। আগন্তুকের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িবা মাত্র কহিল,—"বন্দুকটা দেখিতেছি নিতান্ত সে কালের। আজকাল এ অস্ত্র লোকে বড় একটা পছন্দ করে না।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই গাত্রোত্থান করিল এবং বন্দুকটা হাতে করিয়া লইয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া কহিল,—"না নিতান্ত মন্দ নয়—যতটা খারাপ ভাবিয়াছিলাম, ততটা নয়।"

রঘুবীর মনে মনে কতকটা বিরক্ত হইলেও, প্রকাশ্যে কহিলেন,—"এ খুব ভাল কারিকরের হাতের জিনিষ। বাঙ্গালা দেশে ইহার প্রচলন আজকাল খুব বেশী।"

আগন্তুক। বাঙ্গলা দেশ—খুব ভাল দেশ। লক্ষ্মী আজকাল সেই খানেই বাস করিতেছেন। যেমন উর্ব্বরা, তেমনই ধনরত্নে পূর্ণ।

রঘু। আপনি কি কখন সে দেশে গিয়াছিলেন?

আগন্তুক। না মহাশয়! বিন্ধ্যাচলের পরপারে আমার কখন পদ ধূলি পড়ে নাই। আমি একজন সামান্য অশ্বব্যবসায়ী। আমার একজন আত্মীয় দশ বৎসর সে দেশে বাস করিয়া আসিয়াছে। তাহারই মুখে শুনিয়াছি অমন লক্ষ্মীমন্ত দেশ আর নাই। যাহার বাহুতে শক্তি আছে, তাহার পক্ষে সে দেশে থাকিয়া প্রভূত ধনরত্নের অধীশ্বর হওয়া অতি সহজ কথা।

রঘু। আপনার সে আত্মীয়টীর ভাগ্য কি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে?

আগন্তুক। হইয়াছে বই কি! রিক্তহস্তে গিয়াছিল, কোটীশ্বর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। যে যায়, তাহারই ভাগ্য ফিরিয়া যায়। আমার যদি বয়স থাকিত, আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম। আপনি যুবক, সে দেশে যাইয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া আসিতে পারেন! ঘরের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনার অবস্থা সেরূপ স্বচ্ছল নয়। দৈন্য যেন চারিদিকে মুখ ব্যাদন করিয়া রহিয়াছে। লজ্জা কি? আমার উপর চটিতেছেন কেন? আপনার সম্ভ্রমে আঘাত করিবার জন্য এ কথা বলি নাই। আমি সাদা-সিধে লোক। মনে যাহা উদয় হয়, মুখে প্রকাশ করিয়া ফেলি। এ নির্জ্জন পল্লীতে যে ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন

তাহাতে যৌবনের সার্থকতা কিছুই হইতেছে না। উদ্যম বা কর্ম্মতৎপরতা দিনে দিনে খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে। এই ভগ্ন নির্জ্জন কুটীরের অন্ধকারের মধ্যে পেচকের মত বাস করা পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবকের ধর্ম্ম নয়। আপনার অবস্থায় পড়িলে, আমি হয় ত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া বসিতাম—সেও ভাল, মনকে তবু একটা প্রবোধ দেওয়া চলিত।

অতিথির বাচালতা এবং অযাচিত উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া রঘুবীরের রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল। গর্ব্বীতস্বরে কহিলেন,—"মহাশয়! আমি এক জন ভদ্র সন্তান।"

আগন্তুক। তাহা আমি জানি। রায়গড়ের প্রত্যেক অধিবাসী ভদ্রসন্তান। আপনি শুদ্ধ ভদ্র নহেন, সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূত। এই ভগ্নপ্রায় কুটীরের প্রত্যেক দ্রব্য আপনার—

রঘু। ক্ষমা করিবেন। এ আলোচনা পরিহার করুন। আপনি আমার বাড়ীতে অতিথি—ইহার পর হয়ত আমি আর আপনার সম্ভ্রম রাখিয়া কথা কহিতে পারিব না। ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতে হইলে শিষ্টাচার শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। কি নাম আপনার?

আগন্তুক। আমার নাম হরদয়াল সিংহ।

রঘু। আচ্ছা, সিংহ মহাশয়! আপনি এখন ঐ পার্শ্বের কক্ষে যাইয়া বিশ্রাম করুন। আপনার যাহা আবশ্যক আমার ভৃত্য দিয়া আসিতেছে।

হরদয়াল দ্বিরুক্তি না করিয়া গাত্রোত্থান করিল। তাহার মুখে লজ্জা, ক্রোধ বা অপ্রতিভতার কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইল না। তাহার প্রস্থানের পর রঘুবীরের মনে অনুতাপের সঞ্চার হইল। অতিথির প্রতি তাহার ব্যবহার যে অত্যন্ত রূঢ় হইয়াছে, ভাবিয়া তিনি যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলেন। আহারের সময় এই দুর্ব্ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

গদাধর একাধারে তাঁহার পরিচারক এবং পাচক। এরূপ বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত ভৃত্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এক ঘণ্টার মধ্যে আহারাদি প্রস্তুত হইল। রঘুবীর অভ্যর্থনা করিয়া হরদয়ালকে পাতের নিকট বসাইলেন এবং স্বয়ং তাহার পার্শ্বে বসিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভোজন কালে তিনি নানা গল্পের অবতারণা করিলেন এবং বিবিধ প্রকারে তাঁহার মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাইলেন কিন্তু হরদয়াল হাস্য এবং মস্তক সঞ্চালন ব্যতীত একটীও কথা কহিলেন না।

আকাশের অবস্থা এখনও সেইরূপ। বরং ঝটিকার বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। এই সময়ে একটা ভীম কলরব তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। রঘুবীর শিহরিয়া উঠিলেন। গদাধর প্রভুর মুখের দিকে চাহিল।

রঘুবীর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গদাধর! কতকগুলা লোক আনন্দে চীৎকার করিতে করিতে উপকূলের দিকে ছুটিয়া গেল নয়?"

গদা। হুঁ—বোধ হয় কোন নৌকা বা পোত দেখা দিয়াছে।

রঘু। বোধ হয় নয়—নিশ্চয়। চল শীঘ্র চল। বিপন্নের আর্ত্তনাদ সাগর গর্জ্জনকে মন্দীভূত করিয়া যেন আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে।

গদা। কিন্তু এ ঝড়ের মুখে বজরা কতক্ষণ স্থির থাকিবে?

রঘু। তোমার যদি ভয় হইয়া থাকে, তুমি থাক, আমি চলিলাম। আমার পিস্তল দুইটা আনিয়া দাও।

গদা। কিন্তু এ বার বেলায়—

রঘু। আবার ঐ কথা।

গদাধর পিস্তল আনিয়া প্রভুর হাতে দিল এবং লাঠী গাছটা স্কন্ধে ফেলিয়া প্রভুর অনুসরণ করতে উদ্যত হইল। হরদয়াল এতক্ষণ নীরব ছিল, এক্ষণে অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিল,—"মহাশয়! আমাকে কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, আমি এতক্ষণ আপনার আদেশ পালন করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে আমাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিবেন কি? আমি মাল্লাগিরি কখনও করি নাই সত্য কিন্তু চেষ্টা করিলে সকলেই দাঁড় টানিতে পারে। এ ঝড়ের সময় যদি আর দু'খানা হাত আপনাদের সহিত যোগ দেয়, তাহাতে আপত্তি কি?"

এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব সাহায্যে রঘুবীর হাতে আকাশের চাঁদ পাইলেন। বিচলিত কণ্ঠে কহিলেন,—"সানন্দে আপনার সাহায্য গ্রহণ করিলাম। আমি মূর্খ—আপনার মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারি নাই। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

হরদয়াল সহাস্যে কহিল,—"অতীত বিস্মৃতির গর্ভে মিশাইয়া গিয়াছে—আসুন, প্রতিমুহূর্ত্ত এখন মূল্যবান।"

তিন জনে নিঃশব্দে সাগরতটে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে বহু লোক তথায় সমবেত হইয়াছে। লোকগুলা অন্ধকার সাগরবেলায় ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে, শ্মশানভূমে শবমাংসলোলুপ পিশাচের মত নৃত্য করিতেছে। তাহাদের এ আনন্দের কারণ দূরে একখানা জাহাজ দেখা দিয়াছে। জাহাজ খানা সাগর তরঙ্গের উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে কখনও ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, কখন নিম্নে পড়িতেছে। অন্ধকারে জাহাজের অবয়ব দৃষ্ট হইতেছে না—তাহার উপর যে আলোক ছিল, তাহাই কখনও ঊর্দ্ধে, কখনও নিম্নে উঠিতেছিল বা নামিতেছিল. যেরূপ বেগে উহা উপকূলের দিকে অগ্রসর হইতেছে, যদি কর্ণধার উহার বেগ সংযত করিতে না পারে, উপকূলের পাষাণ প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া এখনই চূর্ণ হইয়া যাইবে অথবা চড়ার উপর উঠিয়া বাণচাল হইয়া যাইবে। জাহাজের জিনিষপত্র এবং আরোহীরা ভাসিয়া কূলে লাগিলে, উহাদের লুণ্ঠন করিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া পিশাচেরা আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কেহ কেহ বা নতজানু হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে, আরও

কেন দুই চারিখানা জাহাজ ঐ ভাবে ভাসিয়া আসিয়া তাহাদের উপকূলের নিকট ফাঁসিয়া যায়। হায় ভগবান! ইহারা কি তোমার প্রেমময় বিশ্বরাজ্যের প্রজা? না লোকান্তরের কোন জীব বিশেষের নগ্ন মূর্ত্তি?

রাত্রি অন্ধকার এবং রঘুবীর প্রভৃতি নিঃশব্দে গমন করিলেও, বেলাভূমে সমবেত লোকগুলা, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। রঘুবীর তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তাঁহার নৌকার নিকট উপস্থিত হইলেন। গ্রামবাসীদের ভাবগতিক তাঁহার ভাল বলিয়া বোধ হইল না। তিনি একলম্ফে নৌকার উপর আরোহণ করিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে একটা পিস্তল বাহির করিয়া কহিলেন,—"তোমরা তোমাদের কর্ম্ম কর—আমি আমার কাজ করিব। তোমরা আমাকে ভালরূপ জান—আমি যে বাজে কথা কহি না, তাহাও তোমাদের জানা আছে। যে ব্যক্তি আমাকে বাধা দিতে উদ্যত হইবে, আমি তাহাকেই সংহার করিব।"

যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিয়া জলের নিকট পর্য্যন্ত গিয়াছিল, তাহারা ভয় পাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। জনতার মধ্য হইতে কিন্তু এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া কহিল,—"আমরা ত কখনও তোমার কোনই অনিষ্ট করি নাই—বরং মান্য করিয়াই চলি কিন্তু তুমি বার বার আমাদের স্বার্থে আঘাত করিলে, আমরা কখনই সহ্য করিব না। এখনই বলিতেছি, সাবধান হও।"

গদাধর প্রভুর নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল,—"ঐ লোকটাই দলের চাঁই—ওর নাম ভজন সিং। উহার উপর নজর রাখিবেন।"

গদাধরকে নৌকায় উঠিতে দেখিয়া লোকগুলা আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। নৌকাখানা তটভূমি হইতে দশ বার হাত অন্তরে জলে ভাসিতেছিল। এইবার হরদয়াল সিংহ নৌকায় আরোহণ করিবার জন্য জলে নামিল। অমনই গ্রামবাসীরা তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভজন সিংহ পশ্চাৎ হইতে তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—"এ লোকটা আবার কোথায় যায়। একে ত বিদেশী দেখিতেছি। অন্ততঃ ইহাকে আমরা আটক করিয়া রাখিব।"

হরদয়াল এতক্ষণ নীরবে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। এক্ষণে আক্রান্ত হইয়া কহিল,—"বন্ধুবর! আটক করিয়া রাখিতে পার, কিন্তু হাড় কখানা গুঁড়া করিয়া দাও কেন? ছাড়—হাত ছাড়।"

এই সময়ে রঘুবীর নৌকা হইতে আহ্বান করিলেন,—"কই সিংহ মহাশয়—আসুন আসুন।" সিংহ যে জালে আবদ্ধ—ঘোর বিপন্ন, নৌকা হইতে রঘুবীর তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

হরদয়াল ভজন সিংহের দিকে ফিরিয়া কহিল,—"দেখিতেছ ভায়া! আমার ডাক পড়িয়াছে—আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমি সাদা কথায় জিজ্ঞাসা করিতেছি কোন অধিকারের বলে আমায় আটক করিয়া রাখিতেছ?"

ভজন সিংহ কহিল,—"যে অধিকারের বলে প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে।"

হরদয়াল কহিল,—"আমিও সেই অধিকারের বলে আপনাকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতেছি।" এই বলিয়া সবলে নিজহস্ত মুক্ত করিয়া ভজন সিংহের গালে এমন একটা চপেটাঘাত করিল যে, হতভাগ্য সে আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া তিন চারি হস্ত দূরে গিয়া পতিত হইল। তাহার পর আরও দুই এক জনের ঐরূপ অবস্থা হইল দেখিয়া লোকগুলা সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল। হরদয়াল আর কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া দিব্য শান্তভাবে আসিয়া নৌকায় উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হাল ধরিব না কি?"

রঘুবীর। আপনার কি অভ্যাস আছে?

হরদয়াল। একটু আধটু জানা আছে মাত্র।

রঘু। আপনি গদাধরের সহিত দাঁড়ে বসুন, আমি হাল ধরিতেছি।

হরদয়াল দ্বিরুক্তি না করিয়া দাঁড় টানিতে বসিল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোনই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল না।

ক্ষুদ্র নৌকা তটভূমি হইতে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, নৌকারোহীরা ততই বুঝিতে পারিল, তাহারা কিরূপ ভয়ঙ্কর বিপদ সঙ্কুল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাঁহাদের তিন জনের সমবেত চেষ্টা সত্ত্বেও বায়ু এবং স্রোতের প্রতিকূলতা নিবন্ধন নৌকা আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না। অথচ প্রতি মুহূর্ত্তে অতল জলে তাহাদের ডুবিয়া যাইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইতেছে। দুই তিন ঘণ্টা প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর নৌকা বড় জোর অৰ্দ্ধক্রোশ অগ্রসর হইল।

বিপন্ন অর্ণবপোত হইতে মুহুর্মুহু—বিপদ সূচক সঙ্কেত হইতেছে—আরোহীদের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ঝটিকাবর্ত্তের সহিত ভাসিয়া আসিয়া তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে তথাপি তাহাদের কোন সাহায্য করিতে পারিতেছেন না ভাবিয়া রঘুবীর অস্থির হইয়া উঠিতেছেন।

অবশেষে মধ্য রাত্রে ঝটিকার বেগ—কতকটা প্রশমিত হইল সত্য কিন্তু বারিধিবক্ষ এখনও তেমনই তরঙ্গাকুল—ফেনিল জলরাশি এখনও তেমনই আবর্ত্তে আবর্ত্তে নাচিয়া নাচিয়া গর্জ্জিয়া চলিতেছে। ক্রমশঃ তাঁহারা জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইলেন। জাহাজের মাস্তুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হাল বিগড়াইয়াছে, তরঙ্গাঘাতে অথবা চড়ায় লাগিয়া তলায় ছিদ্র হইয়াছে—সেই ছিদ্রপথে হু হু শব্দে জল জাহাজের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বায়ুপ্রবাহ এবং স্রোতের মুখে কখন দক্ষিণে, কখনও বামে ভাসিয়া চলিতেছে।

জাহাজের অবস্থা দেখিয়া হরদয়াল কহিল,—"মহাশয়! ফিরিয়া চলুন। জাহাজ আর রক্ষা পাইবে না। পুনরায় যদি বায়ুর বেগ বাড়ে, তীরে যাওয়া কঠিন হইবে।"

গদাধরও সেই মতে মত দিয়া কহিল,—"সেই ভাল, ফিরিয়া চলুন।"

রঘুবীর তীব্রকণ্ঠে কহিলেন,—"জাহাজ যে রক্ষা করিবার উপায় নাই—তাহা আমিও জানি কিন্তু বারিধির সমাধি গহ্বর হইতে যে কয় জনকে পারি উদ্ধার করা কি কর্ত্তব্য নয়?"

গদাধর। এ দুর্য্যোগের সময় সাত জনের অধিক বোঝাই লইলে নৌকা ঠিক রাখিতে পারা যাইবে না।

রঘু। আমরা তিনজন মাত্র—এখনও চারি জনের স্থান ইহাতে হইতে পারিবে।

গদাই। চারিটী লোকের জীবন কি কিছুই নয়?

হর। জাহাজের লোকসংখ্যার অনুপাতে কিছুই নয়, তথাপি রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করা অপেক্ষা উহাই যথেষ্ট।

গদাধর এবং হরদয়াল খুব জোরে জোরে দাঁড় টানিয়া জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইল। মাঝি মাল্লারা এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব সাহায্য দর্শনে আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল এবং অগ্রে নৌকায় আরোহণ করিবার জন্য ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিল। হরদয়াল চীৎকার করিয়া কহিল,—"হাল টানিয়া ধরুন, জাহাজের নিকট ভিড়াইবেন না,—সকলে মিলিয়া লাফাইয়া পড়িয়া, এখনই আমাদের শুদ্ধ ডুবাইয়া দিবে।"

রঘুবীর কথাটা যুক্তিযুক্ত বুঝিয়া নৌকা সরাইয়া লইলেন। এই সময়ে আবক্ষবিলম্বিত-শ্মশ্রু খর্ব্বাকৃতি, স্থূল কলেবর একটা লোক একখানা ছোরা হস্তে বাহির হইয়া বজ্রকঠোর স্বরে চীৎকার করিয়া কহিল,—"সরিয়া যাও! দূর হও ভীরু কুক্কুরের দল। নির্লজ্জ নিমকহারাম সব। তোমাদের জাহাজে স্ত্রীলোক রহিয়াছে, অপরাপর আরোহী রহিয়াছে, তাহাদের জীবন রক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিয়া, তোমরা প্রথমেই আপন আপন জীবন বাঁচাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছ? ধিক্ তোমাদিকে। জাহাজে ফৌজদার এবং তাঁহার কন্যা রহিয়াছেন—অগ্রে তাঁহাদিগকে নৌকায় তুলিয়া দাও, তাহার পূর্ব্বে যে নৌকায় উঠিতে চেষ্টা করিবে, আমি তাহার বুকে এই ছোড়া বসাইয়া দিব।"

মাল্লারা তিরস্কৃত হইয়া সরিয়া গেল। হরদয়াল প্রভৃতি বুঝিল এই লোকটী জাহাজের অধ্যক্ষ। তাহাদের অনুমান মিথ্যা নহে। অধ্যক্ষ পুনরায় উচ্চৈস্বরে ডাকিল,—"ফৌজদার সাহেব! শীঘ্র কন্যাকে লইয়া বাহিরে আসুন--বিলম্ব করিবেন না।"

জাহাজের কামরা হইতে এক মধ্যবয়স্ক পুরুষ এক কিশোরীকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিলেন। রঘুবীর বহুকষ্টে পুনরায় নৌকা জাহাজের গায়ে ভিড়াইলেন কিন্তু জাহাজ হইতে নৌকা অনেক নিম্নে পড়িয়া রহিল। তরঙ্গবেগে নৌকা হেলিতেছে দুলিতেছে—উঠিতেছে নামিতেছে। রঘুবীর সবলে জাহাজের এক গাছা কাছি ধরিয়া রহিলেন।

ফৌজদার সাহেব কন্যার হাত ধরিয়া জাহাজের প্রান্তে আসিয়া কহিলেন, "যাও মা! নৌকায় উঠ। তুমি নিরাপদে তীরে পঁহুছিলে, আমরা শেষে যাইব।"

কন্যা পিতার হাত ধরিয়া কহিলেন. —"না বাবা! তাহা হইবে না। আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না। মরিতে হয়, দুই জনেই মরিব।"

(ক্রমশঃ।)

বিবিধ।

লর্ড সিংহের সম্মান।

বিগত ২৫শে সেপ্টেম্বর শনিবার বিহার উড়িষ্যার নূতন গভর্নর বোম্বাইয়ে আসিয়া পঁহুছিলে, তাঁহার সম্মানার্থ ১৭ বার তোপ ধ্বনি করা হয়। ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি সিমলায় পঁহুছিলে বাহু উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়ান ও এদেশবাসী কর্ম্মচারী তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত হন।

মহরম হাঙ্গামা।

কাহাদের তাজিয়া আগে বাহির হইবে, এই উপলক্ষ্য করিয়া টালীগঞ্জের মুসলমানদিগের দুই দলে জাগরণের রাত্রে বিষম দাঙ্গা উপস্থিত হয়। বিবাদ থামাইতে গিয়া টালিগঞ্জ থানার সব ইন্‌স্পেক্টার ও এক জন হেড কনষ্টবল বিষম আহত হন। পরে অস্ত্রধারী পুলিস আসিয়া দাঙ্গা থামাইয়া দেয় এবং অনেক লোককে গ্রেপ্তার করে।

গো-রক্ষিণী সভা।

সে দিন এলফ্রেড থিয়েটার গৃহে গোরক্ষিণী সভার এক অধিবেশন হইয়াছিল। উহাতে মাড়োয়ারী মহাজনেরা গোধন রক্ষাকল্পে ২০ লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়াছেন। শুনিতেছি আরও ৮৬ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিবে। বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য ১০০০০৲ হাজার এবং শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দে ৬০০০৲ হাজার দিয়াছেন মাত্র।

পণ্ডিতের লোকান্তর।

কাশীর সর্ব্বজন পরিচিত পণ্ডিত শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য তর্ক পঞ্চানন মহাশয় গত ২১শে ভাদ্র রাত্রি ১২ টার সময় ৫৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ধার্ম্মিক, পরোপকারী এবং বিনয়ের অবতার ছিলেন।

কার্পাস বস্ত্রের মূল্য হ্রাস।

বিলাতে কার্পাস বস্ত্রের মূল্য হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া বোধ হয় সকলে আশ্বাসিত হইবেন। এ দেশে কিন্তু এখনও লোকে কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার আভাস পাইতেছে না।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

স্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! তবে কি আমরা ছদ্মবেশী কোন মহাত্মাকে অপমানিত করিলাম? হয়ত ঐ ভদ্রলোক দুই দশ দিনের জন্য গা ঢাকা দিতে বাধ্য হইয়াছেন। হয়ত কোন দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা ঐ রকম কিছু একটা ঘটিয়াছে! কিন্তু লোকটী কে? আমি ভাবিয়া ত কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না!

স্বামী। ইচ্ছা করিলেই জানিতে পারি।

স্ত্রী। তাহা দেখিতে ক্ষতি কি! যদি প্রকৃতই তিনি কোন নানজাদা ব্যক্তি হন, তুমি এই মুহূর্ত্তে উপরে গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে—আমি আমার ভাল পোষাকটা পরিয়া, মধ্যাহ্ন ভোজনে তাঁহার কি কি আবশ্যক, জিজ্ঞাসা করিয়া আসিব।

স্বামী। ঠিক বলিয়াছ! তবে কোন দোষ নাই ত?

স্ত্রী। না—না, কিছুমাত্র না।

বোনিফেস আর কোন দ্বিধা না করিয়া, পত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিল,—"হেক্টর গ্রেহাম।"

এই সময়ে এক দীর্ঘাকৃতি ভদ্র যুবক, যিনি এতক্ষণ হোটেলের বৈঠকখানায় বসিয়া বন্ধুর সহিত জলযোগ করিতেছিলেন, বাহির হইয়া আসিলেন। কথাটা তাঁহার কাণে যাওয়ায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি নাম করিলে? সার হেক্টর গ্রেহাম।"

অন্যের পত্র খুলিয়া পড়া অতি নিন্দনীয় কাজ। সেই কার্য্যে হাতে হাতে ধরা পড়িয়া বোনিফেস নিতান্ত লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইয়া জড়িতস্বরে কহিল,—"আজ্ঞে—ঐ নামটা আমি বলিতেছিলাম বটে—কিন্তু—"

যুবক কহিল—"বেশ করিয়াছ। ইহাতে কোন অপরাধই হয় নাই—বরং ভালই করিয়াছ। কোথায় তিনি? তোমার বাড়ীতে? দেখি—" বলিয়া, তাহার হাত হইতে পত্রখানা ছিনাইয়া লইয়া, পাঠ করিয়া কহিলেন,—"অতি উত্তম! এখন আর এক টীও কথা নয়! রাজার নামে আদেশ করিতেছি, এ সম্বন্ধে কোন উচ্চ বাচ্য নয়!"

যুবক তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুইজনে কি পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বামী স্ত্রী অবাক্—ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত। যুবক পরামর্শ শেষ করিয়া বোনিফেস এবং তাঁহার স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমরা যতদূর শান্তভাবে এবং ভদ্রতার সহিত সম্ভব কার্য্য সম্পন্ন করিব। একখানা গাড়ী ডাকিতে লোক পাঠাও। চুপ কর এ অনুশোচনার সময় নয়। তাহার প্রাপ্য আমি মিটাইয়া দিব।"

বোনিফেস কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বেই, তাহার গৃহিণী উত্তর করিল, "তাহা যদি দেন—গ্রেহামকে লইয়া আপনাদের যাহা অভিপ্রায় করিতে পারেন।"

তাহার পর সেই ভদ্রলোক, হোটেল স্বামিনীকে গ্রেহামের কক্ষ দেখাইয়া দিতে বলিলেন। হোটেল স্বামিনী আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইল। যুবক তাঁহার বন্ধুর সহিত তরবারি উন্মুক্ত করিয়া তাহার পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহারা সশব্দে দ্বার মুক্ত করিয়া কক্ষে প্রবেশ হইবা মাত্র গ্রেহাম সভয়ে চীৎকার করিয়া করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ফ্রেডারিক শেলবি!"

ফ্রেডারিক শেলবি, মেজিষ্ট্রেটের ভ্রাতুষ্পুত্র কহিলেন,—"হাঁ! তুমি আমার বন্দী।"

অভাগ্য গ্রেহাম বলপ্রকাশে কোনই ফল নাই দেখিয়া অগত্যা বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া নিউগেটের অভিমুখে রওনা হইলেন।

ষড়াধিক নবতিতম পরিচ্ছেদ।

জেনারেল ও পুরোহিত।

সন্ধ্যা সমাগতা। ফাদার পিয়ারী জেনারেল অলিফান্টের বিস্তীর্ণ আবাসের একটী কক্ষে একাকী উপবিষ্ট। কক্ষটী সকলের উপর তলে অবস্থিত। সুতরাং তাহার গবাক্ষ উন্মুক্ত থাকিলেও, সে পথে পলায়নের প্রয়াস তাহার মত বৃদ্ধের পক্ষে অসম্ভব। কক্ষের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ। সুতরাং পিয়ারী যে এ কক্ষে বন্দী, তাহা কে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহার মনের অবস্থা ভাল নয়—তাহার অনিশ্চিত ভবিতব্যই তাহার অস্বচ্ছন্দতার কারণ। এই অবস্থাতে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়াছে—একবার একটী ভৃত্য আসিয়া, তাহার সম্মুখে আহার্য্য রাখিয়া গিয়াছে—সেও কোন কথা কহে নাই, পিয়ারীও তাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই।

অবশেষে রাত্রি নয়টার পর জেনারেল অলিফান্ট সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ফাদার পিয়ারী উঠিয়া সসম্মানে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। অলিফান্ট হস্ত সঙ্কেতে তাহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। এবং স্বয়ং একখানা চেয়ারে উপবেশন করিয়া নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। টেবিলের উপর একটা আলোক জ্বলিতেছিল। আলোক ছটা তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডলের উপর পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। তিনি ইচ্ছা করিয়াই এইভাবে বসিলেন কিন্তু ফাদার পিয়ারী লজ্জা অথবা আশঙ্কা প্রযুক্ত মুখ তুলিয়া চাহিতে সাহস করিতেছে না দেখিয়া তিনিও ধীরে ধীরে তাঁহার মুখ ফিরাইয়া লইলেন এবং গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

কেহ কাহারও মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে, সহজে সে যেমন তাহা বুঝিতে পারে, আবার সেই দৃষ্টি অপসারিত হইলেও বুঝিতে পারা তাহার পক্ষে

কষ্টকর হয় না। কাদার পিয়ারীরও তাহাই হইল। অলিফাণ্ট অন্যদিকে দৃষ্টি সংন্যস্ত করিলে, পিয়ারী ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া অপাঙ্গে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। ক্রমশঃ তাহার সাহস বাড়িয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল সে মুখ বেশ সুন্দর এবং সহৃদয়তাপূর্ণ কিন্তু এখন গভীর চিন্তায় কিছু ক্লিষ্ট। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত—ললাট রেখাঙ্কিত। পিয়ারী বহু চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারিল না—তিনি কি ভাবিতেছেন।

এইভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হইলে অলিফাণ্ট ধীরে ধীরে পিয়ারীর মুখ পানে চাহিলেন। পিয়ারীও পুনরায় তাঁহার দৃষ্টি আনত করিয়া বসিল। তিনি তাহার মুখভাব দেখিয়া মনে মনে কহিলেন,—"না—আমায় চিনিতে পারে নাই।"

এইভাবে আর এক মিনিট গত। তাহার পর অলিফাণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি জন্য তোমাকে এখানে আনা হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়াছ কি?"

পিয়ারী কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল,—"না মহাশয়! হোটেলে আমার কানে কানে যে কথা বলিয়াছিলেন—তদ্ভিন্ন আমার মনে অন্য কোন সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু মহাশয়! আমি অনুনয় করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার যে শক্তির পরিচয় পাইয়াছি—সেই অসীম শক্তি এ বৃদ্ধের উপর প্রয়োগ করিবেন না—দয়া করিয়া আমাকে আর বেলিলের কারাগারে প্রেরণ করিবেন না।"

অলিফাণ্ট। কাহারও প্রতি উৎপীড়ন করা আমার অভ্যাস নয়। বিশেষতঃ তোমার মত জরাজীর্ণ বৃদ্ধের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে আদৌ আমার ইচ্ছা নাই। কিন্তু পাপীর পাপের দণ্ড বিধান করিতে—কিংবা তাহাদের পাপানুষ্ঠানে বাধা দিতে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত। তোমার সরলতা এবং সততার উপর তোমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। কিরূপ অবস্থায় ধৃত হইয়া তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হও?

পিয়ারী। আমি আপনার নিকট সত্য কথাই বলিব। যখন আমি ক্যালে সহরে অবস্থান করিতেছিলাম, উইলগবি নামে একটা লোকের সহিত আমার আলাপ হয়। লোকটা আমাকে সঙ্গে লইয়া ফ্রান্সের রাজধানীতে উপস্থিত হয়। সেই স্থানেই আমি ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হই। পরে জানিতে পারিলাম, বিশ্বাসঘাতক উইলগবি ঐ উদ্দেশ্যেই আমাকে তথায় লইয়া গিয়াছিল। তাহার ভাগ্যেও ঐ দশা ঘটিত—পুলিস ভ্রমক্রমে তাহার পরিবর্ত্তে সার হেক্টর গ্রেহামকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করে।

অলিফাণ্ট। গ্রেহাম কিরূপ অবস্থায় ধরা পড়ে? কিন্তু সাবধান মিথ্যা বলিও না।

পিয়ারী। না মহাশয়! আমি মিথ্যা বলিব না। গ্রেহামও আমার অনুসন্ধানে পারিসে উপস্থিত হয় এবং আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন বিষয়ের প্রস্তাব করে। সেই সম্বন্ধে আমাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, এমন সময়ে পুলিশ আসিয়া আমাদের দুই জনকেই গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

অলিফাণ্ট। কি বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছিল?

পিয়ারী। সে মহাশয় বড় ভয়ঙ্কর কথা। আমি তাহার নিকট একটা গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতেছিলাম। এক সময়ে আমি মঠের ধর্ম্মযাজক ছিলাম—পাপীরা মঠে প্রবেশ করিবার সময় আমার নিকট তাহাদের পাপ ব্যক্ত করিত। সেই সময়ে আমি একজনের পাপকাহিনী অবগত হইয়াছিলাম—

অলিফাণ্ট। সে পাপকাহিনী কি লুয়ি ডি কুয়ারিবাল্সির?

পিয়ারী। হাঁ মহাশয়—তাই বটে।

অলিফাণ্ট। গ্রেহাম কি সে সব কাহিনী শুনিয়াছে? তুমি কি তাহাকে সকল কথাই বলিয়াছ?

পিয়ারী। না মহাশয়! ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, সকল কথা তাহাকে বলি নাই। আসল কথা সে জানিতে পারে নাই।

অলিফাণ্ট। সত্য বলিতেছ?

পিয়ারী। হাঁ সত্য বলিতেছি।

অলিফাণ্ট। উত্তম। তোমার কথায় বিশ্বাস করিলাম। যদি এইভাবে সত্য বল, তোমার মঙ্গল হইবে। তুমি বেলিল হইতে পলাইয়া আসিয়াছ?

পিয়ারী। হাঁ, হাম্প্রি ক্লিনটনের সাহায্যে আমি এবং গ্রেহাম পলাইয়া আসি।

অলিফাণ্ট। গ্রেহাম তোমাকে নিশ্চয় কোন কার্য্যসিদ্ধির জন্য ইংলণ্ডে লইয়া আসিয়াছে। সে কার্য্যটী কি?

পিয়ারী। গ্রেহাম বলিয়াছিল আমাকে লুয়ির প্রতিযোগিনীর সম্মুখে হাজির করিবে—কি তাহার নামটা—

অলিফাণ্ট। ডাচেস অব ক্লিভল্যাণ্ড।

পিয়ারী। হাঁ—হাঁ—তাহার নিকট লুয়ির সম্বন্ধে যাহা জানি বলিতে হইবে।

অলিফাণ্ট। বুঝিয়াছি। এই উপায়ে ডাচেস অব ক্লিভল্যাণ্ড লুয়ির সর্ব্বনাশ সাধন করিতে ইচ্ছা করে কিন্তু তোমরা ইংলণ্ডে আসিয়াই লর্ড আর্ডেনের আবাসে কি জন্য প্রবেশ করিয়াছিলে?

পিয়ারী। কারণ তিনি উক্ত ডাচেসের দলভুক্ত—পরম হিতৈষী। তাঁহার নিকট সর্ব্বাগ্রে আমাদের উপস্থিতির বিষয় জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য।

অলিফাণ্ট। তুমি কি আর্ডেনের নিকট কোন কথা প্রকাশ করিয়াছ?

পিয়ারী। না মহাশয়! সত্য করিয়া বলিতেছি, তাঁহার নিকট একটী কথাও ব্যক্ত করি নাই! অদ্য রাত্রে ক্লিভল্যাণ্ডের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিব স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

অলিফাণ্ট কিয়ৎক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাম্প্রি ক্লিনটন সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ কিছু জান কি?"

পিয়ারী। আপনার কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না, তবে এই মাত্র জানি যুবক অদম্য উদ্যম এবং প্রভূত অর্থ বিতরণ করিয়া তাহার প্রভু এবং আমার উদ্ধার সাধন করিয়াছে।

অলিফান্ট। অত অর্থ সে কোথায় পাইল?

পিয়ারী। আমি যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি উক্ত ডাচেসই ঐ অর্থ দান করিয়াছিলেন।

অলিফান্ট। ঐ ভৃত্য এবং তাহার প্রভুর মধ্যে কোনরূপ গোপনীয় বিষয় আছে বলিয়া কি তোমার বোধ হয়?

পিয়ারী। না।

অলিফান্ট। ঐ ভৃত্যের আচরণে কোন রূপ বিকৃতি কি সন্দেহজনক ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলে কি?

পিয়ারী। করিয়াছি। সময়ে সময়ে তাহাকে অত্যন্ত অন্যমনস্ক, আবার কোন সময়ে তাহাকে অত্যন্ত চঞ্চল নিরীক্ষণ করিয়াছি. একদিন একটা হোটেলে আমরা তিনজনে এককক্ষে রাত্রিযাপন করিতে বাধ্য হই—যুবক নিদ্রিতাবস্থায় চীৎকার করিয়া আমাকে বড়ই বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

অলিফান্ট। তাহার প্রভু তাহার এ ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল কি?

পিয়ারী। না—তিনি তাঁহার নিজের ভাবনা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন।

অলিফান্ট আবার নীরব হইলেন। গ্রেহাম যে তাহার কৃতাপরাধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন।

হতভাগ্য পুরোহিত তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিল,—"আমি সরলভাবে আপনার সকল কথারই উত্তর করিয়াছি। আপনিও আমার প্রতি কৃপা করুন। আমার প্রতি অন্য যে কোন দণ্ডের ব্যবস্থা করুন—কেবল আমাকে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের হস্তে আর সমর্পণ করিবেন না। আমি স্বীকার করিতেছি, আমি মহাপাপী—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তও যথেষ্ট হইয়াছে। আমার প্রতি অন্য যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন—আমাকে অন্য যে কোন নির্জ্জন প্রদেশে যাইতে আদেশ করিবেন, আমি প্রফুল্লচিত্তে আপনার আদেশ পালন করিব কিন্তু আমাকে বেশিলের কারাগারে আর নিক্ষেপ করিবেন না।" এই বলিয়া বৃদ্ধ গলদশ্রুলোচনে অলিফান্টের পদতলে পতিত হইল।

অলিফান্ট। ওঠ! আমি আদেশ করিতেছি ওঠ। মানুষে আমার পদতলে পতিত হইবে—আমি ইচ্ছা করি না। তুমি যে প্রকৃতির লোক—তাহাতে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বা ভক্তির উদ্রেক না হইলেও, তোমাকে আমি পদানত দেখিতে ইচ্ছা করি না। তুমি অর্থ পিশাচ—অর্থ পাইলে যে কোনও পক্ষের নিকট যখন আত্ম বিক্রয় করিতে প্রস্তুত, তখন তুমি আমার নিকট তোমাকে বিক্রীত করিবে।

পিয়ারী। আপনার নিকট!

অলিফান্ট। হাঁ আমার নিকট। আমার ইচ্ছা তুমি আটলাণ্টিকের পরপারে ভার্জিনিয়ায় গিয়া বাস করিবে। বাসের জন্য গৃহ এবং জীবিকার্জ্জনের জন্য পর্য্যাপ্ত বৃত্তি পাইবে। কেমন তুমি এ প্রস্তাবে সম্মত?

পিয়ারী অধীরভাবে অলিফান্টের মুখের দিকে চাহিল। তাহার মনে হইল, এই প্রস্তাবের অন্তরালে কোনরূপ নিগূঢ় রহস্য লুক্কায়িত আছে—বোধ হয়, তিনি তাহার দুষ্কৃতির দণ্ডবিধানের জন্য এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু শীঘ্রই তাহার সন্দেহ বা আশঙ্কা অপনীত হইল। তাঁহার মহত্বপূর্ণ উদার ললাটে এরূপ সন্দেহ করিবার কোনই কারণ দেখিতে না পাইয়া অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইল।

অলিফান্ট তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—"তোমার যে কথা-সেই কাজ। ইহার মধ্যে প্রতারণার লেশমাত্র নাই। আজ রাত্রেই তুমি কোন একটী বন্দরে উপস্থিত হইয়া, জাহাজে আরোহণ করিবে।

তোমার সহিত যাইবে।

কোনরূপ পলায়নের চেষ্টা কর,

তোমাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। সে জাহাজ আর আমেরিকার অভিমুখে যাত্রা না করিয়া, ফ্রান্সের উদ্দেশে গমন করিবে এবং তোমাকে ফ্রান্সের উপকূলে নামাইয়া দিবে। সেখানে তুমি পলাতক আসামী বলিয়া পুনরায় ধৃত হইয়া বেসিলের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু যদি শান্তভাবে আমেরিকায় উপস্থিত হও, সর্ব্বপ্রকার তোমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইবে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, কেমন এ প্রস্তাবে সম্মত?"

পিয়ারী। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত আপনার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছি।

অলিফান্ট। উত্তম। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হও—আমার দেহরক্ষী সার জোসেফ ল্যাম্বটন সপরিবারে তোমার সঙ্গে যাইবেন।

অলিফান্ট গাত্রোত্থান করিলেন এবং বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তৎক্ষণেই তাঁহার আদেশ প্রচারিত হইল। সার জোসেফ তাহাকে লইয়া জাহাজে আরোহণ করিলেন।

এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া, অলিফান্ট এক জন ডাক্তারকে আহ্বান করিলেন। ডাক্তার মধ্যাহ্ণ হইতে তাঁহার আবাস মধ্যে কোন রোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন। তিনি উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কেমন আছে?"

ডাক্তার। সামান্য মাত্র জ্ঞানের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিকারের ঘোরে বড়ই প্রলাপ বকিতেছে। সহসা মস্তিষ্কের বিকৃতিতে এইরূপ প্রবল জ্বরই হইয়া থাকে। আমার বোধ হয় কোনরূপ ভয়ঙ্কর উত্তেজনার ফলে, যুবক এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অলিফান্ট। খুব সম্ভব! সে কি বলিতেছে?

...তাল যেমন ...হান। আমি তাহাদের ...অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহার মস্তিষ্কের স্থিরতা নাই—আমার বোধ হয়—

অলিফান্ট। অল্প সময়ের মধ্যে তাহার কি এমন চৈতন্য সঞ্চার হইবে না যে, সে আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিত সক্ষম হইবে?

ডাক্তার। দুই এক ঘণ্টার মধ্যে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তবে যদি এখন কোনরূপ স্নিগ্ধ ঔষধ প্রযুক্ত হয় এবং সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারে, তাহা হইলে, কাল প্রাতঃকালে সুফলের আশা করা যাইতে পারে।

অলিফান্ট। আপনি কি ঠিক করিয়া বলিতে পারেন, আপনার চিকিৎসা বিদ্যার পারদর্শিতার ফলে কাল প্রভাতে সে আমার সহিত শান্তভাবে কথোপকথন করিতে সমর্থ হইবে?

ডাক্তার। হইবে—দৃঢ়তার সহিত আমি এ কথা বলিতে পারি।

অলিফান্ট। তাহা হইলে ঐভাবেই চিকিৎসা করুন। সমস্ত রাত্রি রোগীর পার্শ্বে থাকিবেন; যদি আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া থাকেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া আমায় সন্তুষ্ট করিতে পারেন, আপনার পারিশ্রমিক সম্বন্ধে বিবেচনা করিব। কাল প্রাতঃকালে কোন গুরুতর বিষয়ে তাহার সহিত আমার কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তা কহা একান্ত প্রয়োজন। আমি আপনাকে কোনরূপ অসাধ্য সাধন করিতে বলিতেছি না—তবে মানুষের শক্তি-সামর্থ্যে যতখানি সম্ভব, তাহার যেন কোনরূপ ত্রুটী না হয়। আপনার অভিজ্ঞতায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলিয়াই এত কথা বলিলাম।

ডাক্তার অভিবাদন করিয়া তাঁহার রোগীর কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে অলিফান্ট, যে কক্ষে সার লরেন্স, তাঁহার পত্নী, রামবল্ড গৃহিণী এবং কুমারী হেনরিয়েটা বসিয়াছিলেন, তথায় প্রবেশ করিলেন। রামবল্ডের গ্রেপ্তারের পর হইতেই, তাঁহার স্ত্রী এবং ভগ্নী রাই হাউস ত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেছেন। অলিফান্ট তাঁহাদের নিকট কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। কেবল মাত্র বলিলেন,—আপনারা নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করিতে প্রস্থান করুন। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই হইবে। কাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই কর্ণেল রামবল্ড সসম্মানে মুক্তিলাভ করিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইবেন।"

সপ্তাধিক নবতিতম পরিচ্ছেদ।

অলিফান্ট এবং ভৃত্য।

পর দিন বেলা দশটার সময় জেনারেল অলিফান্ট ধীরে ধীরে হাম্‌ফ্রি ক্লিনটনের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র তিনি শয্যাত্যাগ করিয়াই, ডাক্তারকে তাঁহার কক্ষে আহ্বান করিয়া পাঠান। গতরাত্রে ডাক্তার যেরূপ অনুমান করিয়াছিলেন, অদ্য প্রাতঃকালে ঠিক তাহার অনুরূপ ফল ফলে নাই। রোগী সমস্ত রাত্রি শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিয়াছিল—সুতরাং তাঁহার চেষ্টা এবং ঔষধে আশানুরূপ ফল দর্শে নাই। প্রাতঃকাল হইতে রোগীর অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে থাকে। সেই কারণেই রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র অলিফান্ট তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, বেলা ঠিক দশ ঘটিকার সময়ে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তিনি কক্ষে প্রবেশ করিবা মাত্র, তাঁহার ইঙ্গিতে ডাক্তার কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন। তিনি একেবারেই তাহার সম্মুখে উপস্থিত না হইয়া, দূরে তাহার অলক্ষ্যে থাকিয়া, তাহার অবস্থা দর্শন করিতে লাগিলেন। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণার ফলে, তাহার কি বিষম পরিবর্ত্তনই না সাধিত হইয়াছে! প্রবল জ্বরের দাহিকা শক্তিতে গণ্ড দুইটী আলোহিত, নতুবা সমস্ত শরীরে মৃত্যুর কালিমা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উভয় চক্ষু নিমীলিত—চক্ষুর পাতা এবং কোল ঈষৎ নীলমারঞ্জিত—তাহাতে উহাদিগকে আরও কোটরগত বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখিলেই বোধ হয় দীর্ঘ দিন রোগ শয্যায় শায়িত। প্রকৃত তাহার সর্ব্বাবয়বের এতদূর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে যে, যদি তাহার গর্ভধারিণী জীবিত থাকিত এবং সহসা এই স্থানে উপস্থিত হইত, তাহাকে চিনিতে পারিত কি না সন্দেহ।

হতভাগ্য যুবক মহাপাপে পাপী হইলেও, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া উদারচিত্ত অলিফান্ট হৃদয়ে ব্যথা পাইলেন। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে দূরে অবস্থান করিয়া, তিনি ধীরে ধীরে তাহার শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইলেন। রোগী সহসা চক্ষু মেলিয়া চাহিল—তাঁহার উপর দৃষ্টি পড়িবা মাত্র, তাহার দৃষ্টিতে চাঞ্চল্য এবং আশঙ্কার ছায়া প্রকটিত হইল।

অলিফান্ট কোমল মৃদুকণ্ঠে কহিলেন,—"শান্ত হও! উতলা হইও না! আমার দিকে অমন করিয়া, সভয় চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না! আমি তোমাকে ব্যথিত করিতে আসি নাই। তুমি আমার বাড়ীতে আছ—তোমার রোগোপশমের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহার কিছুমাত্র ত্রুটী হইতেছে না।"

ভৃত্য অস্থিরভাবে কহিল,—"জেনারেল অলিফান্ট! একবার আপনি আমাকে গুলি করিবার জন্য পিস্তল উঠাইয়াছিলেন। আপনার হাত দেখি।"

জেনারেল তাঁহার উভয় হস্ত প্রদর্শন করিয়া কহিলেন,—"এই দেখ আমার হাতে কোনই অস্ত্র নাই। তোমার নিকট বসিয়া, তোমার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতে ইচ্ছা করি।"

হতভাগ্য তাঁহার দিকে সন্দিগ্ধনেত্রে চাহিল—তাহার দৃষ্টি কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। (ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ বর্ষ] ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩২৭ সাল। ইং ১১ই নবেম্বর, ১৯২০ সাল। [৭ম খণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অপূর্ব্ব প্রতিহিংসা।

পিতা সস্নেহে চিবুক ধরিয়া কহিলেন, —"এ পাগলামির সময় নয়—তোমায় নৌকায় তুলিয়া দিয়া, আমি পরে নামিতেছি।"

এই বলিয়া বলপূর্ব্বক কন্যার উভয় বাহু ধরিয়া নীচে ঝুলাইয়া ধরিলেন, রঘুবীর তাঁহাকে ধরিয়া লইলেন। তাহার পর ফৌজদার সাহেব স্বয়ং নৌকায় লাফাইয়া পড়িলেন। এই সময়ে ঘটনাক্রমেই হউক অথবা হরদয়ালের নষ্টামির ফলেই হউক নৌকা খানা জাহাজের নিকট হইতে খানিকটা সরিয়া গেল। হতভাগ্য ফৌজদার নৌকায় না পড়িয়া সমুদ্র মধ্যে পতিত হইলেন। জাহাজের মাল্লারা হায় হায় করিয়া উঠিল। ফৌজদার-কুমারী বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া নৌকার উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

রঘুবীর মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত, নিমিষের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। পর মুহূর্ত্তে হাল ছাড়িয়া দিয়া সমুদ্র গর্ভে ঝম্প প্রদান করিলেন। হরদয়াল বা গদাধর কোনরূপ বাধা দিবারও অবসর পাইল না। এই সর্ব্বপ্রথম হরদয়ালের মুখে চাঞ্চল্যের লক্ষণ পরিস্ফুট হইল—তাহার শান্ত প্রকৃতি ধৈর্য্য হারাইল। কর্কশ কুপিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"এ যে সহস্র অশনি সম্পাত! ইহাকে পরহিতৈষিতা বলে না—এ ঘোর উন্মত্ততা।"

এই কথা বলিতে বলিতে সেও অঙ্গের বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া সমুদ্রে লম্ফ দিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, রঘুবীর ফৌজদারের কেশাকর্ষণ করিয়া তরঙ্গের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছেন। হরদয়ালের বিষণ্ণ বদন হর্ষোৎফুল্ল হইল, ক্ষিপ্রহস্তে দাঁড়টা খুলিয়া বাড়াইয়া দিল। সন্তরণ পটু রঘুবীর অপর হস্তে দাঁড়টা ধরিয়া ফেলিলেন। হরদয়াল চীৎকার করিয়া বলিল, —"সাবাস! বহুত আচ্ছা! আর ভয় নাই!"

পরক্ষণে হরদয়াল এবং গদাধরের সাহায্যে রঘুবীর ফৌজদারকে লইয়া নৌকার উপর উঠিলেন।

এই সকল ঘটনা এত সত্বর ঘটিয়া গেল যে, রঘুবীর এ পর্য্যন্ত ফৌজদার-কুমারীর দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিবারও অবসর পান নাই। এক্ষণে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার পদতলে পতিত কুমারীর বদনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল! তাঁহার সৌন্দর্য্যে তিনি এতদূর আত্মবিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহার মুখ হইতে একটা আনন্দের ধ্বনি বাহির হইয়া পড়িল। তচ্ছ্রবণে হরদয়াল দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া, এত জোরে দাঁড় টানিল যে, তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতে যাইতে রক্ষা পাইল।

তৃতীয় বল্লরী।

গুর্জ্জর সুন্দরী।

মূর্চ্ছিতা সুন্দরীর নাম ইন্দিরা। বয়স সপ্তদশ।

দুর্য্যোগ কাটিয়া গিয়াছে—মেঘান্তরিত আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। মূর্চ্ছিতা কিশোরীর মুখের উপর শশাঙ্কের শুভ্রকরমালা আসিয়া পড়িয়াছে। রঘুবীর নির্নিমিষনয়নে সেই নিরুপম রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন। মরি মরি কি সুন্দর মুখ! কি অনুপম সৌন্দর্য্য! কি সুন্দর ক্ষুদ্র ললাট! তাহার উপর ভুজঙ্গ শিশুর মত দুই একটী অলকগুচ্ছ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারইবা মাধুর্য্য কত! বর্ষার জলপুষ্ট কাল কাদম্বিনীর মত তেমনই নিবিড় কুন্তলদামের শোভাই বা কত। চিত্রপটে চিত্রিত ক্রমহ্রস্ব বঙ্কিম ভ্রূতলে নিমিলিত আঁখিপল্লব। নাসা, গণ্ড, চিবুক, কর্ণ, গ্রীবা—সকলই সুন্দর। মূর্চ্ছিতাবস্থাতেই এত মাধুর্য্য, না জানি এ মুখে যখন সজীবতা ফিরিয়া আসিবে, তখন ইহার মাধুরী বোধ হয় লক্ষগুণ বাড়িয়া উঠিবে। মুখখানি

শিশুর মত কোমলতা পূর্ণ—পার্থক্যের মধ্যে ইহা অধিক পূর্ণ—অধিক পুষ্ট।

মুগ্ধ রঘুবীর অনন্যদৃষ্টি হইয়া হাল ধরিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে আজ বিশ্বের নব সৌন্দর্য্য উন্মুক্ত—অন্তরের মধ্যে সহসা সুখের শত উৎস প্রবাহিত। স্বতই তাঁহার মনে হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এত সৌন্দর্য্য আছে—এতদিন তিনি চাহিয়া দেখেন নাই—রায়গড়ের নির্জ্জন পল্লী প্রান্তরে বসিয়া জীবনের এই কয়টা বৎসর বৃথায় অতিবাহিত করিয়াছেন।

কিশোরী এখনও অচৈতন্য। রঘুবীর তাঁহার শুশ্রূষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। হাল ছাড়িয়া সুন্দরীর চৈতন্য সম্পাদন করিতে উঠিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে একটা প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিয়া নৌকাখানি বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। কাজেই তিনি সে সংকল্প ত্যাগ করিয়া পুনরায় দৃঢ়করে হাল চাপিয়া ধরিলেন।

হরদয়াল চীৎকার করিয়া কহিল,—জাহান্নমে যাও। সাবধান যুবক! সকল কাজেরই একটা সময় অসময় আছে।"

লজ্জায় রঘুবীরের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। এই সময়ে ইন্দীরারও মূর্চ্ছাপনোদিত হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। সহসা অপহৃতসজ্ঞ পিতৃদেহের উপর দৃষ্টি ন্যস্ত হওয়াতে সুন্দরী চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং পিতার মস্তক নিজের কোলে তুলিয়া লইয়া করুণ কণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন,—"পিতা! পিতা! ওঠ! তোমার ইন্দিরা তোমাকে ডাকিতেছে! কথা কও।"

পিতার উত্তর না পাইয়া কিশোরী রঘুবীরের দিকে ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া কহিলেন,—"ওগো! দয়া করিয়া আমায় একটু সাহায্য কর। আমার পিতা খুব বড়লোক, তাঁহার দয়াও যথেষ্ট। তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করিবেন।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া রঘুবীরের মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্তিম হইয়া উঠিল। হরদয়াল চীৎকার করিয়া কহিল,—"কে তোমাদের পুরস্কারের প্রত্যাশা করে? এই অভিশপ্ত গুর্জ্জরবাসীদের অর্থই ইহকাল পরকাল! তাহারা আত্মসম্মান, দয়া বা পরোপকারের মর্য্যাদা বোঝে না। হায়! কতকালে ইহাদের ঘৃণিত নাম ধরাতল হইতে বিলুপ্ত হইবে!"

রঘুবীর ক্রোধ সম্বরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে কহিলেন,—"কুমারি! যে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তোমাদের জীবন রক্ষা করিয়াছে, তাহার চরিত্র এবং উদ্দেশ্য কত মহৎ, তাহা তুমি জাননা বলিয়াই পুরস্কারের কথা উত্থাপন করিতে সাহস করিয়াছ! সম্ভ্রান্ত বংশে আমার জন্ম—আর আমার সঙ্গে যাহাদিগকে দেখিতেছ তাহারা পরহিতৈষিণা এবং করুণার আহ্বানেই তোমাদিগকে সাহায্য করিতে আসিয়াছে।"

কিশোরী অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন,—"ক্ষমা করিবেন। আপনাদের বেশ ভূষা দেখিয়া ——."

বাধা দিয়া রঘুবীর কহিলেন,—"যাহারা তোমাদের প্রদত্ত পারিতোষিক সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতে পারে, হয়ত তাহাদের সহিত আমার পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার বা আকৃতিগত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, সুতরাং তোমার কিছুমাত্র কুণ্ঠিত, বা ক্ষমা প্রার্থনা করিবার আবশ্যক নাই।"

তাঁহাদের পিতা পুত্রীর জীবন রক্ষক তাঁহার উক্তিতে হৃদয়ে কতখানি আঘাত পাইয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরে তাহা উপলব্ধি করিয়া ইন্দিরা বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন এবং পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উদ্যত হইতেছিলেন কিন্তু সেই সময়ে একটা প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিয়া নৌকাখানিকে প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলিল। রঘুবীরের নৌচালন কৌশলে নৌকা সে যাত্রা রক্ষা পাইল। এই সময়ে মূর্চ্ছিত ব্যক্তির সংজ্ঞা প্রত্যাবৃত হইল, তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন,—"ইন্দিরা! ইন্দিরা! আমি তাহা হইলে রক্ষা পাইয়াছি।"

উৎফুল্লা কুমারী নিশ্চিন্ত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কি বিশ্বাস আমরা নিরাপদে তীরে উঠিতে পারিব?"

রঘু। আমরা অনুকূল স্রোতের সাহায্য পাইয়াছি, যদি আর কোন দুর্য্যোগ উপস্থিত না হয় দণ্ডখানেকের মধ্যে উপকূল পাইব।

ইন্দিরা। আপনি আজ যে উপকার করিলেন, তাহার জন্য আজীবন আপনার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ রহিব।

রঘু। কিছুমাত্র না। তোমাদিগকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই—চিনি না সুতরাং তোমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যও আমরা বহির্গত হই নাই কিংবা তোমরা যে বিপন্ন তাহাও জানিতাম না। আমরা সুস্থ শরীরে নিশ্চিন্ত মনে জীবিত থাকিব—আর আমাদের চক্ষের সম্মুখে অপরে জীবন বিসর্জ্জন দিবে, এ দৃশ্য দর্শনের প্রবৃত্তি আমার বিবেক আমাকে দেয় না। করুণার কাতর ধ্বনি আমাকে অস্থির করিয়া তুলে। তাই আমি ছুটিয়া আসি। আজ তোমাদের জন্য যাহা আমি করিয়াছি—অপরের জন্যও তাহাই করিতাম।

ইন্দিরা। আপনি আমার পিতার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। আপনার অসীম সাহসের বলেই তিনি আজ মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

রঘু। আবশ্যক হইলে ছিন্নবাস পথের ভিখারীর জীবন রক্ষা করিতেও আমি ঐ ভাবে সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িতাম।

রঘুবীরের এই সত্য অথচ কঠোর উত্তর দুইটী লোকের হৃদয়ে বিভিন্ন ভাবের সঞ্চার করিল। ইন্দিরার মুখচন্দ্রমা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল কিন্তু হরদয়ালের মুখমণ্ডল আনন্দ প্রদীপ্ত এবং ওষ্ঠে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে নৌকা তীরের সমীপবর্ত্তী হইল কিন্তু রঘুবীর হাল কসিয়া সহসা নৌকার মুখ ফিরাইয়া দিলেন। বিস্মিত

হইয়া হরদয়াল জিজ্ঞাসা করিল,—"আবার বহিঃ সমুদ্রে যাইবার পথ চাপিল কেন?"

রঘুবীর কহিলেন,—"কারণ সাধ করিয়া প্রাণটা নষ্ট করিবার ইচ্ছা নাই—তীরের দিকে চাহিয়া দেখুন, আমাদের সম্বর্দ্ধনার কি বিরাট আয়োজন হইয়াছে।"

হরদয়াল নির্দ্দিষ্ট দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল,—"তাইত! লোকগুলার ধৈর্য্যকেও বলিহারি! তাহারা এই দীর্ঘ সময় আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। অস্ত্র শস্ত্রও বিস্তর যোগাড় করিয়াছে দেখিতেছি।"

ইন্দিরা আর্ত্তনাদ করিয়া কহিলেন,—"কি হইবে! শেষে কি ঐ বর্ব্বরদের হাতে প্রাণ দিতে হইবে?"

আশ্বাস দিয়া রঘুবীর কহিলেন,—"ভয় নাই—আমিও সশস্ত্র আসিয়াছি।"

এই সময়ে নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগ উপকূলের খুব নিকটেই ছিল। এক ব্যক্তি জলের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার বন্দুক উদ্যত করিয়া লক্ষ্য করিল। "ঐ ভজন সিং" —বলিয়া গদাধর প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া গেল। কিন্তু তাহার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই গুড়ুম করিয়া আওয়াজ হইল।

হরদয়াল স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "লাগিল না কি?"

কোন উত্তর না দিয়াই রঘুবীর নিজের পিস্তল বাহির করিয়া আততায়ীকে লক্ষ্য করিলেন—হতভাগ্য বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়া, সেই স্থানেই গড়াইয়া পড়িল। রঘুবীর দক্ষিণ স্কন্ধে উত্তরীয় চাপা দিয়া কহিলেন, —"সামান্য লাগিয়াছে—কোন ভয় নাই কিন্তু এখন আমরা কি করিব?"

হরদয়াল কহিল,—"যদি আমরা একা থাকিতাম—আমি এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া বলপূর্ব্বক অগ্রসর হইবার পক্ষেই মত প্রকাশ করিতাম কিন্তু আমাদের সঙ্গে এই কুমারী এবং তাঁহার জলমগ্ন পিতা রহিয়াছেন সুতরাং ভাবনার কথা বটে। নিকটে আর কোথাও আশ্রয় স্থান নাই?"

গদাধর কহিল,—"তিন ক্রোশ দূরে সর্দ্দার তেজ নারায়ণ সিংহের আবাস—তাহার এ দিকে আর কোন সুবিধা জনক নিরাপদ স্থান নাই।"

রঘুবীর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, ইন্দিরার মুখের দিকে এক বার চাহিয়া কহিলেন,—"তবে সেই স্থানেই যাওয়া যাউক কিন্তু তোমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

হরদয়াল কহিল,—"আমি এ কার্য্য নূতন ব্রতী—আমার বড়ই আমোদ বোধ হইতেছে। সমস্ত রাত্রি দাঁড় টানিলেও আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না।"

গদাধর কহিল,—"আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম কিন্তু আমার চিরশত্রু ঐ ভজা বেটা মরাতে আমার বাহুতে নব বলের সঞ্চার হইয়াছে।"

সেই যুক্তি স্থির হইল। নৌকা তেজ নারায়ণ সিংহের আবাসের উদ্দেশ্যে চলিল। সকলেই নীরব। রঘুবীর বাম হস্তে হাল ধরিয়া আছেন, দক্ষিণ হস্তে বিষম বেদনা অনুভূত হইতেছে। এক একবার ইন্দিরার দিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছেন —যথনই উভয়ের দৃষ্টি পরস্পর মিলিত হইতেছে, রঘুবীর সঙ্কুচিত ভাবে দৃষ্টি অবনত করিয়া লইতেছেন। ঘোর বিপদের সম্মুখীন হইয়াও যাঁহার মস্তকের একগাছি কেশ কম্পিত হয় না—হৃদয়ের মধ্যে কোনরূপ আশঙ্কার সঞ্চার হয় না, আজ এই সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরীর সম্মুখে তাঁহার আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিতেছে—কি যেন একটা অননুভূত সঙ্কোচ আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া বসিতেছে। এই রূপসীর সম্মুখে নিজেকে যেন কত অপদার্থ হাস্যাস্পদ বলিয়া মনে হইতেছে।

এই সময়ে গদাধর চীৎকার করিয়া কহিল,—"ওকি! আপনার বাড়ী হইতে ধোঁওয়া বাহির হইতেছে না?"

রঘুবীর কোন উত্তর করিলেন না। ভৃত্য পুনরায় কহিল,—"ঐ যে অগ্নিশিখা! হতভাগারা ঘরে আগুন দিয়াছে।"

রঘু। ভালই করিয়াছে।

গদা। ভাল কি প্রভু! বাড়ীখানা যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

রঘু। যাউক।

গদা। যাউক কি কর্ত্তা! বলিতেছেন কি? অমন সুন্দর বাড়ী—সে বৎসর একশত টাকা খরচ করিয়া তৈয়ার করিলেন —এখন আমরা থাকিব কোথায়?

রঘু। ও রকম চালা ঘর পুড়িয়া যাওয়াই উচিত। ভদ্রলোকের বাসের অযোগ্য। এতদিন আমি ওখানে কেমন করিয়া ছিলাম, এখন ভাবিলেও আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়।

গদা। ভাল হউক মন্দ হউক, উহাই ত এতদিন আমাদিগকে রৌদ্র বৃষ্টি এবং শীতের সময় আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিল। আর একশত টাকা কি যা-তা, আমার যে চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছে।

রঘু। যদি প্রকৃতই আমার গৃহে আগুন লাগিয়া থাকে, আমি—এটাকে ভগবানের প্রত্যাদেশ বলিয়া মনে করিব। এ স্থান পরিত্যাগের এ কঠোর আদেশ। কেন যে আমি এত দিন কিসের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এ স্থানে ছিলাম, তাহা আমি এখন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার এ অকিঞ্চিৎকর দেহ এবং হৃদয় শোণিত রাজসম্পত্তি —রাজসেবায় এ দেহ উৎসর্গ করিব।

ইন্দিরা এতক্ষণে প্রভু ভৃত্যের কথোপকথনের মর্ম্ম বুঝিয়া দুঃখিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"কি সর্ব্বনাশ! আপনার ঘরে আগুন লাগিয়াছে! আমরাই ত তাহা হইলে এই অনর্থের কারণ! হায়! যদি আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিতে না আসিয়া —"

গর্ব্বোন্নতমস্তকে নির্ম্মমকণ্ঠে বাধা দিয়া রঘুবীর কহিলেন,—"নরহত্যা এবং পরস্বাপহরণ করিতে। কেমন এই না তোমার মনের ভাব? থামিলে কেন? সঙ্কুচিত

হইবার কারণ নাই—মনের মধ্যে একটুও দ্বিধা না করিয়া অনায়াসে বলিতে পার, —"তুমি ত একটা সামান্য লোক, পথের ভিখারী—আমাদের সাহায্য করিতে আসিয়া তোমার বাড়ী ঘর পুড়িয়াছে—আমরা এক মুষ্টি স্বর্ণ ব্যয় করিয়া আবার তোমার বাড়ী ঘর তৈয়ার করিয়া দিব। আমরা এখন নিরাপদ—হইয়াছি—তোমার সাহায্যের আর আবশ্যক কি—এ সামান্য কথাটা মুখ দিয়া বাহির করিতে এত সঙ্কোচ কেন?"

সুন্দরী অবাঙ্মুখে নিতান্ত অপ্রতিভার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। রঘুবীরের তেজোপূর্ণ উক্তি শুনিয়া এবং তাঁহার তৎকালিক সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া ইন্দিরার হৃদয় তাঁহার প্রতি প্রশংসায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। হরদয়াল আপন মনে বলিয়া উঠিল,—"এ যে প্রতিহিংসার বিষোদ্গার কিন্তু কথাগুলা একজন নারীর প্রতি প্রযুজ্য হইয়া অপব্যয়িত হইল মাত্র। স্থানান্তরে উক্ত হইলে, এতক্ষণ দুই খানি তরবারির সংস্পর্শে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইত। গুর্জ্জরের বীরের তালিকা হইতে এক জনের নাম মুছিয়া যাইত মাত্র।"

রঘুবীর এ উক্তির কোনই মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না, তথাপি হরদয়ালের প্রলাপোক্তিতে তাঁহার ক্রোধবহ্নি উপশমিত হইল। একজন অপরিণত বয়স্কা রমণীর প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া কঠোর ব্যবহার করিয়াছেন ভাবিয়া লজ্জিত এবং মর্ম্মাহত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

যথা সময়ে নৌকা আসিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে লাগিল। সকলে নিরাপদে তটে অবরোহণ করিলেন। রঘুবীর ইন্দিরার সম্মুখীন হইয়া কহিলেন,—"ঘটনাবশতঃ আমার গৃহ ভস্মীভূত হওয়ায় আমি আমার আলয়ে তোমাদিগকে আশ্রয় দিতে পারিলাম না বলিয়া সুখী হইলাম। কারণ এ স্থানে তোমাদের কোনই অভাব হইবে না। প্রশস্ত সজ্জিত কক্ষ, দাসদাসী, উত্তম আহার্য্য সকলেই সময়ে পাইবে কিন্তু আমার কুটীরে উপস্থিত হইলে শয্যার অভাবে হয়ত রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিত, উপযুক্ত আহার্য্যের অভাবে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না। ভগবান যাহা করিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন।"

এই বলিয়া রঘুবীর প্রস্থানোদ্যত হইলে, ইন্দিরা কহিলেন,—"কিন্তু যেখানেই যাই এমন সদাশয়তা এবং সাহসের পরিচয় আর কোন স্থলেই পাইব না। আপনি এই স্থান হইতেই যে বিদায় লইতেছেন?"

রঘু। সর্দ্দারের সহিত আমার পরিচয় নাই—তাহার পর মগ্নপ্রায় জাহাজের উপর বিপন্ন মানব জীবন এখনও আমাদের আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছে।

ইন্দিরা। কিন্তু একি! আপনার সর্ব্বাঙ্গ যে রুধিরপ্লাবিত? উত্তরীয় খান যে রক্তে ভিজিয়া উঠিয়াছে?

রঘু। ও কিছুই নয়। কাঁধে সেই গুলিটা লাগিয়াছিল—খানিকটা রক্তস্রাব হইয়াছে মাত্র! আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

ইন্দিরা। না—না, এ ত সামান্য আঘাত নয়! ধন্য আপনার সহিষ্ণুতা! আহত হইয়া দুই ঘণ্টা নীরবে হাল ধরিয়া বসিয়া আছেন—মুখে একটীও যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ বাহির হয় নাই। হায় যদি সকল মহারাষ্ট্র জাতির হৃদয় আপনার মত হইত, তাহারা জগতের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ পরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত হইতে পারিত।

রঘুবীর কি উত্তর করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু শোণিতক্ষয়ে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছিল। তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া যাইতেছিলেন কিন্তু গদাধর আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং ধীরে ধীরে বালুকার উপর শয়ন করাইয়া দিল।

হরদয়াল সত্বর পদে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল,—"তুমি তোমার প্রভুকে দেখ, আমি সর্দ্দার সিংহের বাড়ী হইতে লোক জন ডাকিয়া আনি।"

গদাধর কিন্তু তাহার হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—"কিন্তু বল তুমি কে? তুমি যে আবার ফিরিয়া আসিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? তোমার সহিত হয় ত এই শেষ দেখা। আমি তোমার পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। তুমি যে ভজন সিংহের দলের লোক নও, তাহারই বা প্রমাণ কি? আমাদের বিপদের অংশ লইতে গিয়াছিলে সত্য কিন্তু সেও ত একটা ছল হইতে পারে। সন্ধ্যার সময় আমাকে অর্থে বশীভূত করিয়া আমার প্রভুর সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—শেষে তাঁহাকে ভুলাইয়া বাটীর বাহির করিয়াছিলে—কেমন সত্য কিনা বল?"

হরদয়াল। এ তোমার একটা ভুল ধারণা। আমি অশ্ব ব্যবসায়ী—তোমার প্রভুকে একটা ঘোড়া বেচিব বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে তত্ত্ব লইতেছিলাম।

গদা। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি কি আমাকে এমনই নিরেট গাধা পাইয়াছ? তোমার কোন পুরুষেও অশ্বব্যবসায়ী নয়। দাঁড় টানিতে নূতন শিক্ষা কিন্তু আমাদের এ অঞ্চলে তোমার সমকক্ষ একজনও পেশাদার মাঝি নাই। তুমি খুব রসিক পুরুষ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই কিন্তু আমি এখন তোমার স্বরূপ পরিচয় চাই—নচেৎ তোমায় ছাড়িতেছি না।

হর। কিন্তু বন্ধু! আমার এখন বড়ই তাড়াতাড়ি—তোমার কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিলাম না।

এই কথা বলিয়া গদাধরকে উভয় বাহু পাশে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং ক্ষুদ্র বালকের মত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। হতভাগ্য বিস্মিত গদাধর গাত্রোত্থান করিয়া গায়ের ধূলা বালি ঝাড়িয়া দেখিল হরদয়াল প্রস্থান করিয়াছে।

প্রস্থান করিবার সময় বেলা ভূমে শায়িত ইন্দিরার পিতার প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়াতে হরদয়ালের মুখভাবের যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল,—সে মুখের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি—

লেখনীমুখে যথাযথ বর্ণিত হইবার নয়—বর্ণ এবং তুলিকার সাহায্যে চিত্রিত হইবারই উপযুক্ত। মুষ্টিবদ্ধহস্তে, বিঘূর্ণিতলোচনে অধরদংশন করিয়া হরদয়াল অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"বিস্ময়কর সাক্ষাৎ! আরও বিস্ময়ের বিষয় রঘুবীর তাহার জীবন রক্ষার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিল। দলিপ সিংহ! রুদ্রপুরের ফৌজদার সাহেব! ঘটনা চক্রে আবার তুমি আমার নেত্রপথে আপতিত হইয়াছ—এখন হইতে সাবধান।"

চতুর্থ বল্লরী।

—:০:—

প্রণয়ের-উন্মেষ।

সর্দ্দার তেজ নারায়ন সিংহের সুবৃহৎ অট্টালিকার একটী সুসজ্জিত বিস্তৃত কক্ষে রঘুবীর রাও পরিষ্কার একটী শয্যার উপর শায়িত। আজ পনের দিন রুগ্নশয্যায় শুইয়া তাঁহার দেহ শীর্ণ এবং বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার আঘাত অতি গুরুতর হইয়াছিল। উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্যে ক্ষত স্থান হইতে গুলি নিষ্কাসিত করিয়া ফেলিবার পর, তাঁহার প্রবল জ্বর হয়। একাদিক্রমে এক পক্ষ কাল অজ্ঞানাবস্থায়—কেবল প্রলাপ বকিয়াছেন। সর্দ্দার অতি সদাশয় ব্যক্তি—তাঁহার এবং পরিবারস্থ সকলের আন্তরিক যত্নে এ যাত্রা তাঁহার জীবন রক্ষা হইল। চিকিৎসক অদ্য প্রাতঃকালে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন, আর কোন আশঙ্কা নাই—অদ্যই তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার হইবে।

গদাধরের মত প্রভুভক্ত ভৃত্য দুর্লভ। আজ এই পনের দিন অক্লান্তভাবে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রভুর সেবা করিতেছে। চিকিৎসকের অভয় বাণী শুনিয়া গদাধর আজ একটু প্রফুল্ল হইয়াছে। মনে মনে কহিল,—"যদি আমাকে বৃথা আশ্বাস দিয়া থাকে, তবে ঐ বুড় কবিরাজের মাথা আগে ভাঙ্গিব। ঐ যে কর্ত্তা কথা কহিতেছেন—আমায় চিনিতে পারিতেছেন না—আমি গদাই! আবার ইন্দিরাকে ডাকিতেছেন। বিকার বড় মজার জিনিষ! কর্ত্তার মুখে কেবল ঐ ছুঁড়ীর নাম!"

এই সময়ে ধীরে ধীরে কক্ষদ্বার মুক্ত হইল। ইন্দিরা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইন্দিরার রূপ যেন আজ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। শুভ্রবেশ পরিধান করিয়া সুন্দরী সৌন্দর্য্য প্রভায় কক্ষ আলোকিত করিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

তাঁহার আগমনে গদাধর প্রফুল্ল হইল। কারণ তাঁহাকে রোগীর সেবায় নিযুক্ত করিয়া, সে একবার বাহিরে যাইবার অবকাশ পায়। ইন্দিরা প্রত্যহ আসিত, গদাধরও প্রত্যহ ঐ সময়ে উঠিয়া স্নানাহার সারিয়া লইত। অদ্যও তাঁহার উপর রোগীর ভারার্পণ করিয়া এবং কোথায় ঔষধ পথ্য আছে দেখাইয়া দিয়া কহিল,—"আমি একবার গ্রামের মধ্যে যাইব! কর্ত্তা যদি ওঠেন, বলিবেন আমি তাঁহারই জন্য দেবালয়ে যাইতেছি। যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, বলিবেন এই পনের দিনের মধ্যে আমি এক দিনও তাঁহার পার্শ্ব ছাড়িয়া কোথাও যাই নাই।"

ইন্দিরা সম্মত হইলে গদাধর প্রস্থান করিল। সুন্দরী রুগ্নের পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার কজ্জলকৃষ্ণতারক নেত্রযুগলের স্নিগ্ধ দৃষ্টি রোগীর মুখের উপর সংস্থাপিত থাকিলেও, তাঁহার মুখকমলে সহানুভূতি বা কৃতজ্ঞতার কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইতেছিল না। বরং রোগীর শীর্ণ—বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে, তাঁহার যুগ্মভ্রূ সঙ্কুচিত হইয়া আসিল এবং নয়ন-পদ্ম আনন্দের জ্যোতিতে বিকসিত হইয়া উঠিল।

এইভাবে অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে, রোগী হস্তপদ সঞ্চালিত করিয়া, অস্ফুট কণ্ঠে কি বলিবেন,—তাহার পরেই চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। রূপসীর মুখ কমলের উপর তাঁহার প্রথম দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন, "সকল সময়েই সেই মুখ! সেই ইন্দিরা!"

ইন্দিরা তাঁহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কোমল কণ্ঠে কহিলেন,—"আজ—বোধ হয় ভাল আছেন?"

সুন্দরীর কণ্ঠস্বরে রোগী শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখের বিবর্ণতা যেন অনেকটা দূরীভূত হইল। সুন্দরী পুনরায় কহিলেন,—"আমায় চিনিতে পারিতেছেন না? আপনারই সৎ সাহস এবং সদাশয়তায় আমার যে জীবন রক্ষা হইয়াছিল?"

রঘুবীরের ওষ্ঠাধর কম্পিত হইল। কি উত্তর করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে ব্যাকুল নয়নে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—"আমার কাছে বস আমাকে ফেলিয়া যাইও না।"

কুমারী উঠিলেন। গৃহের এক পার্শ্বে পথ্য প্রস্তুত ছিল। ধীর হস্তে রোগীর মুখের নিকট ধরিয়া কহিলেন,—"খান, আপনি এখনও বড়ই দুর্ব্বল, বেশী কথা কহিবেন না।"

পথ্য গ্রহণ করিয়া রঘুবীর কহিলেন,—"আমি এখন বেশ সবল আছি। কথা কহিব না? তোমাকে যে আমার অনেক কথা বলিবার আছে।"

ইন্দিরা। কি কথা বলুন।

রঘু। তোমার পিতা কেমন আছেন? জাহাজের অপর লোক গুলার কি হইল? তাহারা বাঁচিয়াছে ত?

ইন্দিরা। পিতা বেশ সুস্থ হইয়াছেন। জাহাজের মাল্লারা কোনরূপে তীরে উঠিয়াছিল কিন্তু সকলেই বর্ব্বর দস্যুদের হস্তে নিহত হইয়াছে।

রোগী কি বলিতে যাইতেছিলেন,—ইন্দিরা তাঁহার বিম্বাধরের উপর চম্পক কলিকাবৎ অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া কহিলেন,

—"আর এখন অধিক কথা কহিবেন না —আমি তাহা হইলে চলিয়া যাইব।"

নিতান্ত কাতরভাবে কুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন,—"না,না যাইও না।"

ইন্দিরা কহিলেন,—"আপনি একটু নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করুন, আমি বসিয়া আছি।"

রঘুবীর শান্ত শিশুটীর মত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন কিন্তু তিনি যে জাগ্রত তাহা তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাসের অনিয়মিত পতনেই বেশ অনুভূত হইতেছিল। এইভাবে প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল, ইন্দিরা এখনও তেমনই ভাবে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। সহসা চক্ষু মেলিয়া রঘুবীর বলিয়া উঠিলেন,—"বোধ হয় কেহ আসিতেছে—তোমাকে একাকিনী এখানে দেখিলে হয়ত কেহ কিছু মনে করিতে পারে!"

মরালীর মত গ্রীবা উন্নমিত করিয়া ফৌজদার কুমারী কহিলেন,—"দলিপ সিংহের কন্যা কোন স্থানেই তাহার করুণার ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। লোকের সুখ্যাতি বা নিন্দা সে গ্রাহ্য করে না।"

রঘুবীর খুণ্ণ হইলেন—একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। এই সময়ে গদাধর আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রভুকে চেতন দেখিয়া কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না। ইন্দিরা সে দিনের মত বিদায় লইয়া, আবার কাল আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গাত্রত্থান করিলেন। রঘুবীর পিপাসিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

কুমারীর প্রস্থানের পর গদাধর শয্যা-প্রান্তে উপবেশন করিয়া প্রভুর রোগশীর্ণ দেহে হস্তাবর্ত্তন করিতে লাগিল। রোগী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গদাই! আমি কত দিন এ অবস্থায় পড়িয়া আছি? আমার পীড়িত অবস্থায় কি কি ঘটিয়াছে সব বল।"

গদাধর। আজ পনের দিন আপনি এই শয্যায় পড়িয়া আছেন। সত্য কথা বলিতে কি আবার যে আপনি সুস্থ হইতে পারিবেন এ আশা কাহারও ছিল না। আর সংবাদের কথা? দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলে আমি কিছুই বলিতে পারিতাম না, কারণ এই পনের দিনের মধ্যে আমি কদাচিৎ গৃহের বাহিরে যাইবার অবকাশ পাইয়াছি। আজ আপনাকে সুস্থ দেখিয়া, ঐ কুমারীকে আপনার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আমি একবার গ্রামের মধ্যে গিয়াছিলাম। রায়গড়ের অনেক সংবাদ পাইলাম।

রঘু। কি সংবাদ পাইলে?

গদা। আপনার বাড়ী-খানি সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়া গিয়াছে; তাহার কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই।

রঘু। হরদয়ালের সংবাদ কি?

গদা। সেইটাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়। সে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, কেহ তাহার কোন সংবাদ দিতে পারিল না। আমার মনে একটা ধারণা জন্মিয়াছে।

রঘু। কি ধারণা গদাই?

(ক্রমশঃ।)

বিবিধ।

ষাঁড়ে ষাঁড়ে।

ফরাসী পালোয়ান জর্জ্জেস কার্পেন্টিয়ার য়ুরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বক্সার বা ঘুসি-লড়াইয়া বলিয়া স্বীকৃত। ইংরেজ বক্সার বেনেটকে হারাইয়া তিনি য়ুরোপে প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। য়ুরোপ বিজয় করিয়া এখন তিনি মার্কিণে দিগ্বিজয় করিতে গিয়াছেন। মার্কিণে জ্যাক ডেম্পসি প্রধান বক্সার বলিয়া স্বীকৃত; তিনি নাকি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্সার। কার্পেন্টিয়ার তাঁহাকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত রণে আহ্বান করিয়াছেন। লোকে বলিতেছে কার্পেন্টিয়ার ভাল কাজ করে নাই, ডেম্পসিকে তিনি কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, মাথি নেই তাঁহার যশের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। যাহা হউক, কার্পেন্টিয়ার প্রথমেই মার্কিণের আর একজন বিখ্যাত বক্সার লেভিন্সকিকে রণে আহ্বান করিয়া পরাজিত করিয়াছেন। নিউ ইয়র্ক সহরের নিকটস্থ জারসে সিটিতে গত ১২ই অকটোবর তারিখে লড়াই হইয়াছিল। লেভিন্সকি বড় কেও কেটা নহেন, তিনিও ২০০ লড়াই ফতে করিয়াছেন। সুতরাং এই লড়াই দেখিতে অসম্ভব ভিড় হইয়াছিল। লড়াইয়ের স্থানে ৩৫০০০ দর্শক হইয়াছিল। দুই তিন শত লোক প্রবেশ করিতে না পারিয়া এক লোহার কারখানার ছাদে উঠে। তাহাদের ভার সহিতে না পারিয়া ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহাতে অনেক লোক খুনজখম হইয়াছে। বাহুবলের পরীক্ষায় এরূপ আগ্রহ স্বাধীন জাতিদের মধ্যেই হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও ক্ষত্রিয় রাজাদের আমলে এমন অনেক পরীক্ষা হইত। আর এখন?

ঘর্ম্মাক্ত কলেবর বুদ্ধ।

ব্রহ্মদেশের হেনজাদা জেলার অন্তর্গত থারাওয়া গ্রামের এক মন্দিরে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। সম্প্রতি এই মূর্ত্তির গাত্র হইতে ঠিক মানুষের ন্যায় স্বেদ নির্গত হইতেছে; প্রস্তর ঘর্ম্মাক্ত হওয়া অলৌকিক ব্যাপার নহে। কিন্তু এই মূর্ত্তি আবার কখনও কখনও দুলিতে থাকে। ইহা দেখিবার জন্য ব্রহ্মের নানাস্থান হইতে দলে দলে লোক আসিতেছে। বুদ্ধ মূর্ত্তির এই অদ্ভুত লক্ষণ সকল বিবৃত করিয়া নানাস্থানে বিজ্ঞাপন বিতরিত হইতেছে।

বিদ্যান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।

স্যার জগদীশ সুইডেন ও নরওয়ে প্রদেশের বিদ্বজ্জন সমাজে অশেষ যশঃ অর্জ্জনান্তর বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সেখানেও তিনি বিখ্যাত রয়াল সোসাইটির সম্মুখে তাঁহার নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের পরীক্ষা দিয়া প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদগণকে চমৎকৃত করিয়াছেন। রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট ও ফেলো বা সদস্যগণ তাঁহার নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের অশেষ সুখ্যাতি করিয়া

বলিয়াছেন যে, এই যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞান রাজ্যে নিত্য নব পরীক্ষা ও আবিষ্কার কার্য্যের অশেষ সুবিধা হইবে। জগতের বিদ্যামন্দিরে দান ভারতের পক্ষে নূতন নহে। সার জগদীশ ভারতীর মন্দির নূতন সম্পদে সাজাইয়া প্রাচীন লোকহিতে রত ঋষিদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন।

অদ্ভুত শ্বেতাঙ্গ মহিলা।

৩০০ মাইল পদব্রজে।

বনের পাখী আহার।

ব্রহ্মের শান প্রদেশে মার্কিণ পাদরীর একটি জঙ্গল স্কুল আছে। সম্প্রতি তথা হইতে ২০টি শ্বেতাঙ্গ মহিলা ব্রহ্মের রাজধানী মান্দালয়ে এক খৃষ্টান বৈঠকে যোগদান করিতে আহুত হন। মহিলারা বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া ৩০০ মাইল পথ পদব্রজে ভ্রমণ করিবার পর রেলে চড়িয়া মান্দালয়ে উপস্থিত হন। এই রূপে ২৭দিন তাঁহাদিগকে জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। এবং তীর ধনু লইয়া বনের পশু পক্ষী শিকার করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে হইয়াছিল। কোথায় শ্যাম ও চীন সীমানার পার্শ্বে শান প্রদেশের অসভ্য নররাক্ষস সেবিত কাল জঙ্গল, আর কোথায় সুসভ্য মার্কিণের শ্বেতাঙ্গ মহিলা! এমন অদ্ভুত কষ্ট ও ত্যাগ করিতে না পারিলে শ্বেতজাতি কখনও জগজ্জয়ী হইতে পারিত না।

বিষম রাহাজানি।

বর্দ্ধমান-কাটোয়া রোডে আজকাল বড় অত্যাচার-উপদ্রব চলিতেছে। সে দিন এক রাত্রে অন্যূন সাতবার লুণ্ঠন চলিয়াছিল। বহু গরুর গাড়ীর জিনিষপত্র ও যাত্রীদের যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জাহাজ ভস্মীভূত।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জাহাজ ছিল 'বিসমার্ক'। এ জাহাজখানা জর্ম্মণদের। ইহা ৫৬০০০ টনের। এই জাহাজও অন্যান্য অনেক জাহাজের সঙ্গে মিত্রদের হাতে দিবার কথা ছিল। জাহাজখানা জর্ম্মনির হেমবার্গ বন্দরে ছিল। খবর আসিয়াছে, জাহাজখানা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। শত্রুদের হাতে দিবার পূর্ব্বেই জাহাজ কেন পুড়িল, এই কথা লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। সকলের সন্দেহ, জর্ম্মণরা ইচ্ছাপূর্ব্বক এই কুকার্য্য করিয়াছে। এই একখানা জাহাজ যে এই ভাবে নষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে। ১৯১৯সালে জর্ম্মণরা বার্ব্বাসেনা প্যাট্রীসিয়া, প্রিন্স হিউবার্টাস প্রভৃতি ৭ খানা জাহাজ এবং ১৯২০ সালে প্রিটারিয়া ও কোলিগ ফ্রেডারিক নামক ২ খানা জাহাজ এইভাবে অগ্নিদগ্ধ করিয়াছে।

মোটর দুর্ঘটনা।

কলিকাতায় মোটর গাড়ীর দুর্ঘটনা দিন দিনই বাড়িতেছে। এমন দিন নাই, যে দিন অন্ততঃ একটা না একটা দুর্ঘটনা ঘটে। বর্ত্তমান মাসে এক দিনে কলিকাতা সহরে সাতটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। জনবহুল সহরের বক্ষের উপর দিয়া যেরূপ উদ্দাম গতিতে মোটর গাড়ি যাতায়াত করে, তাহাতে ভগবানের প্রদত্ত চরণ যানে যাহারা পথে বাহির হয়, তাহারা নিরাপদে ঘরে ফিরিতে পারিলে মনে করে একটা ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

তাহার দক্ষিণ কর ললাটের উপর স্থাপন করিয়া কহিল,—"আমি মরিতেছি—ইহজীবনে আমাকে আর এশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে হইবে না। হাঁ, আমার মনে পড়িয়াছে, কাল যখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করেন, সহসা আমার মাথার গোলযোগ ঘটে! আমি পাগল হইয়া যাই।"—এই বলিয়া ক্লিন্টন আহত সর্পের মত শয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল।

অলিফান্ট পুনরায় তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—"শান্ত হও—অধীর হইও না। সত্যই যদি বুঝিয়া থাক, মৃত্যু তোমার নিকটবর্ত্তী, যে সকল কুকার্য্য করিয়াছ স্বীকার করিয়া জগৎবাসী এবং স্বর্গস্থ পিতার সহিত সদ্ভাব স্থাপন কর।"

ক্লিনটন পুনরায় তাহার হস্ত ললাটের উপর স্থাপন করিয়া নীরব হইল। অলিফান্ট পুনরায় কহিলেন,—"সত্য বলিতেছি ক্লিনটন এই সময়ে সময় থাকিতে, যতদূর সাধ্য পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। আমি তোমায় তিরস্কার করিতে বা এ সময়ে তোমার হৃদয়ে ব্যথা দিতে আসি নাই। আমি যথাসাধ্য তোমায় এই অনুতাপময় জীবনের কষ্টের লাঘব করিতে চেষ্টা পাইব।"

ভৃত্য। মহাশয়! আমি অন্ধ নহি—আপনার হৃদয় যে কতখানি উদার—কতখানি মহৎ, তাহা আমি জানি! কিন্তু আমি বড়ই দুর্ভাগ্য—আপনার উদারতা বা সামান্য করুণারও যোগ্য নহি! কিন্তু মহাশয়! কেমন করিয়া আপনি জানিতে পারিলেন? পাশ্বাবাসে আমার কাণে কাণে কি বলিয়াছিলেন? হাঁ—হাঁ—সেই ছোরাখানা!

অলিফান্ট। অত অধীর হইও না—শান্ত হইয়া কথাবার্ত্তা কহ।

ভৃত্য। না—না, কিছুই আমার স্বীকার করিবার নাই—আমি কিছুই করি নাই—আপনি আমাকে অভিযুক্ত করিতে পারেন না! না না। যাহা আমি করি নাই—তাহার স্বীকারোক্তি বলপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে বাহির করিয়া লইলে, বড়ই অন্যায় হইবে—আপনার নীচাশয়তা প্রকাশ পাইবে! যান আপনি এখান হইতে যান! আপনি কি আমায় যন্ত্রণা দিতে আসিয়াছেন?

হতভাগ্য বড়ই উত্তেজিত হইয়া পড়িল। অলিফান্ট তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল দেখিয়া, তিনি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ওদিকে দায়রার

বিচার বসিয়াছে—ক্লিনটনের মুখ হইতে তাহার পাপের স্বীকারোক্তি গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। কিন্তু কি করিয়া সে কার্য্য সমাধা করিবেন। এরূপ অবস্থার কঠোরতা অবলম্বন বা ভয়প্রদর্শন নির্ম্মমতার নামান্তর মাত্র। তবে এখন উপায়? জীবনে তিনি কখন এত উদ্বিগ্ন বা হতাশ হন নাই।

অবশেষে ক্লিনটন কতকটা শান্তভাব ধারণ করিল। অলিফান্ট পুনরায় ধীরে ধীরে কহিলেন,—"যাহা করিয়াছ, তাহা গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা। আমার কথা শোন—ধীরভাবে যাহা বলি শোন। তোমার কি মনে পড়ে না, এক সময়ে তুমি আমার চাকরী স্বীকার করিয়াছিলে? তাহার সংশ্লিষ্ট ঘটনা তোমার স্মরণ করিবার আবশ্যক নাই—অনর্থক তোমাকে কষ্ট দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু তুমি আমার নিকট ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলে, তোমার স্মরণ আছে কি না?"

ভৃত্য। আছে—খুব আছে।

অলিফান্ট। আমি তোমাকে নিকটবর্ত্তী একটা পরিচ্ছদাগারে লইয়া গিয়া, তোমাকে এক সুট পোষাক কিনিয়া দিয়াছিলাম, তাহাও বোধ হয় তোমার মনে আছে?

ভৃত্য। হাঁ—আছে।

অলিফান্ট। সেই পোষাক পরিয়া তোমাকে বড়ই সুন্দর দেখাইয়াছিল। কিন্তু তাহার অল্পদিন পরেই যখন তুমি আমার কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাও, তুমি যথেষ্ট সততার সহিত সেই পোষাকটীও ছাড়িয়া রাখিয়া যাও কিন্তু একটী জিনিষ ভুল বশতঃই হউক, অথবা সে জিনিষটীর উপর তোমার চিত্ত বড়ই আকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া, রাখিয়া যাও নাই।

ভৃত্য। একটী জিনিষ?

অলিফান্ট। হাঁ একটী জিনিস! সে জিনিষটী কি জান—বোধ হয় তোমার মনে আছে—ভৃত্যের চাপরাস—ঐ ছোরাখান!

ক্লিনটন সহসা উত্তেজিতভাবে তাহার শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। তাহার চক্ষুতারকা বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল—তাহার সমগ্র মুখমণ্ডলে আশঙ্কায় পরিদৃশ্যমান একটা ছায়া প্রকটিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে তাঁহার মুখবর্ণ পাণ্ডুর—আবার তৎক্ষণাৎ প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। তাহার পর কহিল,—"সেই ছোরাখান! কি বলিতেছেন আপনি? না—না আপনি কখনই আমাকে অভিযুক্ত করিতে সাহস করে না।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া অলিফান্ট কহিলেন,—"শোও—বালিশে মাথা দাও। অত উত্তেজিত হইও না। সত্যই ছোরাখানা দেখিবামাত্রই আমি চিনিয়াছি! হায়! হতভাগ্য যুবক! কেন তুমি এমন ভয়ঙ্কর কার্য্য করিলে? কিসের প্রতিহিংসা লইতে হস্ত উদ্যত করিয়াছিলে? কার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এ মহাপাপের অনুষ্ঠান করিলে? আমার দিকে অমন কঠোর দৃষ্টিতে চাহিও না! আমি তোমার প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করি না—কিন্তু আমার সম্মুখে যে কঠোর কর্ত্তব্য—আমাকে তাহা পালন করিতেই হইবে! ক্লিনটন! তোমার সম্মুখেও একটা কর্ত্তব্য তোমাকেও সেই কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি করিয়া একজনের জীবনরক্ষা করিতে হইবে। তোমার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য, আজ আর একজন বিচারাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান।"

ভৃত্য। না—না, আমি করি নাই! কি সাহসে বলিতেছেন আমি সেই কার্য্য করিয়াছি?

অলিফান্ট। ক্লিনটন! পাপের একটা অন্তরদাহিকা শক্তি আছে। সেই অনলে তোমার হৃদয় পুড়িতেছে। এই রুগ্ন শয্যায় শায়িত হইবার পূর্ব্বেও তুমি যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ। নিদ্রিতাবস্থাও পাপীর হৃদয়ের পাপ তাহার মুখে প্রকাশ পায়। তোমারও পাইয়াছিল—অন্যে তাহা শ্রবণ করিয়াছে। ক্লিনটন! ভগবান যাহা করিবেন মনস্থ করিয়াছেন, কাহার সাধ্য তাহাতে বাধা দেয়। মানবের ক্ষুদ্র শক্তি সে অনন্ত শক্তির নিকট অতি তুচ্ছ! সত্য করিয়া বল দেখি এ সকল কথা একদিনও কি তোমার অন্তর মধ্যে উদিত হয় নাই? একদিনও কি তুমি বিবেকের তাড়নায় ব্যথিত হও নাই? সত্যের অনন্ত শক্তি একদিনও কি তোমার অন্তরকে উদ্ভাসিত করে নাই। সত্য কথা বলিতে কি, আমি বহুবার বহু যুদ্ধে রত হইয়াছি কিন্তু আজিকার মত আমার হৃদয় বৃত্তির সহিত এরূপ ঘোরতর যুদ্ধ একদিনও করিতে হয় নাই। হতভাগ্য সন্তপ্ত যুবক! আমি তোমায় অনুনয় করিয়া বলিতেছি, যদি করিয়া থাক, মৃত্যু তোমার নিকটবর্ত্তী, তোমার সকল পাপ ব্যক্ত করিয়া ফেল!

ভৃত্য। মুমূর্ষুকে এরূপভাবে যন্ত্রণা দেওয়া কি পৈশাচিক! মহাশয়! জানেন কি, কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা আজ কয়েক মাস হইতে আমি ভোগ করিয়া আসিতেছি? জানেন কি এই হৃদয়ে কোন্ বৃত্তি আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল? প্রেম। এখনও তাহার সত্তা এই মরণোন্মুখ হৃদয়ে তেমনই উগ্রভাবে—তেমনই প্রোজ্জ্বলরূপে—তেমনই জ্বলনমনা লইয়া এখনও বর্ত্তমান! মানব হৃদয়ে যে বৃত্তির সঞ্চার হইলে, মানব তাহার পরিতুষ্টির জন্য—হৃদয়ের আকাঙ্খিত বস্তুর প্রীতি সম্পাদন করিয়া, তাহার নিকট হইতে পুরস্কারের প্রত্যাশায় শয়তানকেও আত্মবিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না—আমার হৃদয়ে সেই প্রেমের—সেই বৃত্তির সঞ্চার হইয়াছিল।

অলিফান্ট। তোমার সে প্রণয়পাত্রীটি কে?

ভৃত্য। তাহার নাম এ মুখ দিয়া কখনই বাহির হইবে না। যদি আমি সত্য কথা বলি—আমার পাপ স্বীকার করি, বলুন তাহার অনুসন্ধান করিবেন না? বলুন আমাকে উত্যক্ত করিবেন না?

(ক্রমশঃ।

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ বর্ষ।] ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ সাল। ইং ১০ই ডিসেম্বর, ১৯২০ সাল। [৮ম খণ্ড।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অপূর্ব্ব প্রতিহিংসা।

গদা। লোকটা পিশাচসিদ্ধ।

একটু হাসিয়া রঘুবীর কহিলেন,—"লোকটার কার্য্যকলাপ বড়ই রহস্যময়। আর একটা কথা—গদাই! এই ফৌজদার দুহিতা আমার অসুখের সময় আর কোন দিন কি আমি কেমন আছি জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলেন?"

গদা। কোন দিন কি মহাশয়! তিনি প্রত্যহ আসিতেন—প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা আপনার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন—আপনার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি? আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছি—ভবিষ্যতে আমাদের কি হইবে? আমরা কোথায় থাকিব? আশ্রয় স্থানটুকুত শত্রুরা পোড়াইয়া দিল।

রঘু। আমরা যুদ্ধে যাইব। দেশের চারিদিকে এখন যুদ্ধ বিগ্রহ। যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা অর্থ এবং সম্মান অর্জ্জন করিব। বুঝিয়াছ গদাই—প্রচুর অর্থ শীঘ্রই আমাদের করগত হইবে।

গদা। ওঃ! তাহা হইলে নিশ্চয় আপনি আমার বেতন বাড়াইয়া দিবেন কিন্তু কেমন করিয়া আপনি ধনবান হইবেন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

রঘু। তাহা আমিও ঠিক জানিনা, তবে যে প্রভুত অর্থ আমাদের হস্তগত হইবে, তাহা আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। গদাই! এইবার তুমি আহার করগে, আমি একটু ঘুমাই।

গদাধর উঠিল। শীঘ্রই দুর্ব্বল রঘুবীরের ক্লান্ত নয়ন পল্লব নিদ্রাভারাক্রান্ত হইয়া নিমীলিত হইয়া আসিল। সুষুপ্তিজালে আচ্ছন্ন হইবার পূর্ব্বে তাঁহার ঈষৎ হাস্যরঞ্জিত ওষ্ঠাধর হইতে অস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হইল,—"আমি তাহাকে কত ভালবাসি—আমি আজ কত সুখী!"

পঞ্চম বল্লরী।

প্রেমের বন্ধন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়াছে। এই কয়েক দিনের মধ্যে রঘুবীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।

সুন্দরী ফৌজদার কুমারী প্রত্যহ তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন। চিকিৎসক প্রত্যেক দিন তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন—তিনি বোধ হয় জানিতেন না যে, মনের সুখের মত ব্যাধির মহৌষধ আর নাই। রঘুবীরের হৃদয় ক্ষেত্র আজ আনন্দের প্লাবনে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে।

ইন্দিরাকে দেখিয়া অবধি রঘুবীরের চক্ষে এক নব জগতের অস্তিত্ব প্রতিভাত হইয়াছে। সুন্দরীর সৌন্দর্য্যকলাপের দিকে প্রশংসমান বিস্ময়াকুলনেত্রে চাহিতে চাহিতে তিনি তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন।

কৈশোর যৌবনের অধিকাংশ সময় নির্জ্জনে অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছেন—প্রাতে সন্ধ্যায় অনন্ত সাগর কূলে দাঁড়াইয়া—তাহার নীলোর্ম্মিসঙ্কুল বক্ষে তপনের উদ্‌ভ্রান্ত শোভা নিরীক্ষণ করিয়া এতদিন কেবল কল্পনা সহচরীর সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিয়াছেন। আজ সহসা নয়ন প্রান্তে মোহময় নারীসৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত দেখিয়া, যুবক তাঁহার জীবনের সুখ-স্বপ্ন, হৃদয়ের বদ্ধমূল আশা, যৌবনের দুর্দ্দমনীয় লালসা সৌন্দর্য্যরাণীর চরণতলে প্রীতিপুষ্প রূপে অঞ্জলি দিয়া বসিলেন। সমস্ত বিশ্বসংসার ভুলিয়া ইন্দিরার পদপ্রান্তে হৃদয় ঢালিয়া দিলেন। তাঁহার স্বভাব যে একটা অভূতপূর্ব্ব স্বচ্ছাচারিতায় দুষ্ট তাহা তিনি একবারও লক্ষ্য করিলেন না। সুন্দরী তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া হাস্য করিলে, তিনি হাস্যে

স্বর্গ পাইতেন—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আনন্দ-হিল্লোলে কম্পিত হইয়া উঠিত, ইন্দিরা যদি কখনও কোন কারণে বিরক্ত হইয়া কোন উদ্ধত উত্তর করিতেন, তাঁহার চিত্তবৃত্তি এতদূর বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত যে, আত্মহত্যা করিবার উদ্দাম কল্পনা তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিত।

যদি প্রথম প্রণয়ের প্রাণোন্মাদিনী উত্তেজনায় তাঁহার হৃদয় বিচঞ্চল না হইত, তাহা হইলে, এই যুবতী যতই সুন্দরী হউন, তাঁহার উদ্ধত রহস্যময় চরিত্রের প্রতিপদে পরিচয় পাইয়া রঘুবীর নিশ্চয় মর্ম্মাহত হইতেন। সুন্দরী সময় সময় সহসা নির্ব্বাক চিন্তায় উন্মনা হইয়া থাকিতেন—যে সময় তাঁহার চিন্তাচ্ছন্ন বিষণ্ণ মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাতে অতীতের দুঃখময় কোন স্মৃতির সুস্পষ্ট ছায়া প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যাইত। পরক্ষণে হয়ত বিনা কারণে তাঁহার মুখকমল প্রফুল্ল এবং হাসাধারায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিত! রঘুবীর কুমারীর সুখ বা দুঃখের কারণ অনুভব করিতে না পারিলেও —তাঁহার সুখে সুখী এবং দুঃখে মর্ম্মাহত হইতেন। তাঁহার হৃদয় ইন্দিরাময় হইয়া উঠিয়াছিল তাই ইন্দিরার হৃদয়-বীণা সুখ বা দুঃখের তাড়নে স্পন্দিত হইলে, তাঁহারও হৃদয় বীণা সহানুভূতির স্পর্শে সেই সুরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিত।

আনন্দ-কল্পনায় সমগ্র শর্ব্বরী জাগ্রত থাকিয়া, অরুণরাগে গগণতল মণ্ডিত হইবার পূর্ব্বেই রঘুবীর উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল করিবার অভিপ্রায়ে সর্দ্দার সিংহের বহির্বাটী সংলগ্ন উদ্যানে কিয়ৎক্ষণ পরিভ্রমণ করিবার জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তথায় আসিয়াই কি দেখিলেন? একটী বৃক্ষতলে একখণ্ড পাষাণ বেদিকার উপর ইন্দিরা উপবিষ্টা। মূর্ত্তিমতী বিষাদ প্রতিমার মত চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া উদাস দৃষ্টিতে নীলাকাশের দিকে চাহিয়া আছেন।—রঘুবীরকে দেখিবা মাত্র সহসা সে ভাব পরিহার করিয়া কহিলেন,"আপনি আসিয়াছেন,ভালই হইয়াছে—একবার সাক্ষাতের আবশ্যক।"

রঘুবীর কি উত্তর করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তাঁহার হৃদয় এমনই কাঁপিয়া উঠিল যে, তাঁহার রসনা হইতে কোন ভাষা নির্গত হইল না। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ তৃণাস্তৃত ভূমণ্ডে বসিয়া পড়িলেন।

কুমারী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "কাল রাত্রে পিতার মুখে শুনিলাম, তিনি এখন বেশ সুস্থ এবং সবল হইয়াছেন, সুতরাং আমরা হয় আজ, না হয় কাল প্রত্যুষে এখান হইতে রওনা হইব। ঘটনাচক্রে পড়িয়া পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়াছে—কাল আপনার নিকট হইতে চলিয়া যাইব, হয়ত জীবনে আর কখনও সাক্ষাৎ হইবে না। আপনার নিকট আমরা আমরণ কৃতজ্ঞতা জালে আবদ্ধ থাকিব—যেখানেই থাকি না কেন, আমরা পিতা পুত্রীতে ভগবানের নিকট আপনার মঙ্গল কামনা করিব।"

মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া রঘুবীর বলিয়া উঠিলেন,—"জীবনে আর কখনও সাক্ষাৎ হইবে না! অসম্ভব! ইন্দিরা! তাহা হইলে আমার জীবন যে ঘোর মরু কান্তারে পরিণত হইবে।"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে তাঁহার মর্ম্মান্তদ যাতনার আভাষ পাইয়া এবং তাঁহার মুখের বিবর্ণতা অবলোকন করিয়া কুমারী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। রঘুবীর পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"ইন্দিরা! এই মাত্র তুমি বলিলে, তুমি আমার নিকট কৃতজ্ঞ, আমি সেই কৃতজ্ঞতার দোহাই দিয়া বলিতেছি আমার আবেদনে কর্ণপাত কর—তাহা হইলেই আমি তোমার যৎসামান্য যে উপকার করিয়াছি,তাহার সহস্রগুণ পুরস্কার পাইব।"

ইন্দিরা অবিচলিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন, —"কাল আমরা যাইব, সুতরাং যাহা কিছু বলিবার আছে, আজি বলিয়া ফেলুন।"

মনুষ্য জীবন বড়ই রহস্যময়। সহসা রঘুবীরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। ভাবিলেন কাজটা ভাল হয় নাই—কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উপায় ছিল না। সুতরাং সাহসে ভর করিয়া কম্পিতকণ্ঠে আরক্তমুখে কহিলেন,—"ভয় করিও না। আমার মুখ দিয়া কোন প্রলাপোক্তি বাহির হইবে না! তুমি বলিয়াছ তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী! গুজরাটের সম্ভ্রান্ত বংশে তোমার জন্ম—বঙ্গদেশে তোমার পিতা এক জন শক্তিশালী পুরুষ! আর আমি এক জন দরিদ্র যুবক—অজ্ঞাতকুলশীল—ভবিষ্যৎ আমার অন্ধকার! সুতরাং বুঝিতে পারিতেছি তোমার সহিত আমার ভাগ্য সূত্র গ্রথিত করিবার প্রয়াস একটা বিরাট উন্মত্ততার লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি —আমার হৃদয়ের পবিত্র মন্দিরে তোমাকে পূজা করিতে শিখিয়াছি, এখন যদি তুমি আমার এ অর্চ্চনায় উপেক্ষা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে আমার ভবিষ্য জীবন উদ্দেশ্যহীন, শূন্য হইয়া পড়িবে। আমি সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে তোমার অনুগমন করিতে অনুমতি দাও। আমি ছায়ার মত তোমার অনুসরণ করিব কিন্তু দূরে থাকিব—তোমার যে কোন আদেশ পালন করিয়া কৃতার্থ হইব। তোমার পবিত্র মূর্ত্তি আমার অন্তরে গাঁথা থাকিবে—তোমার ঐ সুধামাখা নাম কখনও আমার ওষ্ঠাধরের বাহিরে আসিবে না! এক কথায় আমি তোমার ক্রীত কিঙ্কর হইয়া থাকিব—তোমার কটাক্ষে আমি পরিচালিত হইব।"

রঘুবীর আর অধিক বলিতে পারিলেন না। উদ্বেগবশতঃ তাঁহার রসনা জড়িত হইয়া আসিল। ইন্দিরা কিন্তু শান্ত, স্থির, অবিচলিত। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন,—"আমি আপনার বন্ধুত্ব সাদরে গ্রহণ করিলাম কিন্তু আপনি যে ভাবে আমাদের উভয়ের মধ্যে সম্রমৈশ্বর্য্যের গণ্ডি কাটিয়া দূরত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার চক্ষে

সেটা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। আপনিও ভদ্রবংশ সম্ভূত, সুতরাং দরিদ্র হইলেও আমার সমকক্ষ। আপনার হাতে তরবার আছে, তাহার সাহায্যে আপনার দেশের গৌরব এবং নিজের সম্মান রক্ষা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিতে কত দিন লাগে? গুর্জ্জর আমার জন্মভূমি—অস্মদ্দেশীয়া রমণীরা ছলনাময়ী নয়, তাহাদের মনে যাহা উদয় হয়, তাহাদের বিবেকবুদ্ধি যাহা বলে, তাহারা মুখে তাহাই প্রকাশ করে।"

ইন্দিরার প্রত্যুত্তর অস্পষ্ট হইলেও রঘুবীর আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। বহুকষ্টে তিনি হৃদয়বেগ সংযত করিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল নয়নে কিশোরীর মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। সেই সময়ে সেই স্থানে কোন সূক্ষ্মদর্শী উপস্থিত থাকিলে সুন্দরীর সাভিনিবেশ দৃষ্টি, কুঞ্চিত ললাট এবং চিন্তাচ্ছন্ন মুখমণ্ডল দেখিয়া অনুভব করিতে পারিতেন, সেই সময়ে কোন গূঢ় চিন্তা তাঁহার ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। সহসা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গ্রহনক্ষত্রাদি যে মানবের শুভাশুভের নিয়ন্তা এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?"

রঘু। করি কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?

ইন্দিরা। আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে নক্ষত্রে আপনার জন্ম, তাহা খুব সৌভাগ্যদাতা! হাসিবেন না। আপনার দস্যু যশঃ এবং অর্থলাভের জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত। আমার ইচ্ছা পূরণে যদি আপনি সহায়তা করেন এবং আপনার চেষ্টা যদি ফলবতী হয়, দেখিবেন সমগ্রভারতে অর্থ এবং শক্তিসামর্থে কেহ আপনার সমকক্ষ থাকিবে না।

রঘু। কি বলিলে অর্থ এবং শক্তি-সামর্থ্য? কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

ইন্দিরা। ইহার অধিক বুঝাইবার আমারও আপাততঃ শক্তি নাই—কারণ অপরের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতে পারিব না। আপনি আমার আদেশ পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে আমাকে অধিক বলিতে বাধ্য না করিলে বাধিত হইব। আমার এই নিশার স্বপ্ন—দিবসের কল্পনা কখনও সফল হইবে কি না কে জানে? কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার এ হৃদয়ভরা আশা নিশ্চয় এক দিন ফলে ফুলে সুশোভিত হইবে। সুসময়ের আবির্ভাব হইবা মাত্র নিঃশঙ্কে অসন্দিগ্ধ প্রাণে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। বলুন আপনার এ প্রতিশ্রুতি পালন করিতে আপনার জীবন উৎসর্গ করিবেন?

রঘু। সানন্দে আমি আমার এ জীবন আপনার কার্য্যে উৎসর্গ করিব।

ইন্দিরা। আপনার প্রতিশ্রুতিতে আমার অটল বিশ্বাস।

কিয়ৎক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব। তাহার পর সহসা এই মোহিনী প্রতিমা বলিয়া উঠিলেন,—"গত এক পক্ষের মধ্যে আপনি আমার কৌতূহল-শিখা প্রদীপ্ত করিয়াছেন।"

রঘু। আমি! কিসে?

ইন্দিরা। প্রত্যেক বিষয়ে। আপনার সমগ্র জীবনটাই আমার নিকট একটা বিষম জটিল প্রহেলিকা! আপনি বিদ্বান, সাহসী, শক্তিশালী। আপনার মত যুবক কি জন্য সমুদ্রোপকূলে নির্জ্জন কুটীরে জীবন যাপন করে, আমি কোনরূপে সমাধান করিয়া উঠিতে পারিলাম না। সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ নরঘাতক বর্ব্বরদের সহবাসে কেন অবস্থান করিতেছেন? সময় সময়ে মনে হয় কোন রকম দুর্ব্বিষহ শোকের গুরুতর আঘাতে আপনার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—তাই নিশ্চেষ্টভাবে ঐরূপ অবস্থায় কালাতিপাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

রঘু। না ইন্দিরা! তোমার এ ধারণা সত্য নয়। হিতৈষী জগতে আমার কেহ নাই। আমি ভাগ্য বিড়ম্বিত এক বিষম অভাগা।

ইন্দিরা। আপনার পিতা মাতা বা নিকটাত্মীয় কেহ কি নাই?

রঘু। পিতা আছেন কিন্তু সতের বৎসর তাঁহার কোন সন্ধান নাই। আত্মীয় স্বজন যাঁহারা আছেন, সকলেই সঙ্গতিপন্ন এবং শক্তিশালী, আমার মত দরিদ্র তাঁহাদের দ্বারস্থ হইয়া আত্মীয়তার পরিচয় দিতে গেলে, পাছে তাঁহারা বদান্যতার দোহাই দেন, সেই ভয়ে আমি কাহারও নিকটবর্ত্তী হই না।

ইন্দিরা। আপনার মাতা?

রঘু। এই হতভাগাকে প্রসব করিয়াই পৃথিবী হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

ইন্দিরা। আমি না বুঝিয়া আপনার সুপ্তস্মৃতি উপাক্রন্ত করিলাম ক্ষমা করিবেন আপনার জীবনের দুঃখকাহিনী শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিতেছে।

রঘু। সত্যই ইন্দিরা আমার জীবন বড়ই দুঃখের। ইহা শুনিবার জন্য কাহারও যে আগ্রহ হইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। আমার পিতা রুদ্রপীড় রাজকে আমাদের দেশের সকলেই ভক্তি এবং মান্য করিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সিন্ধিয়া বংশের সহিত কোন একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পড়েন। তাহার ফলে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়েন এবং তাঁহার মুণ্ডের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইলে, তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। সেই অবধি আমি তাঁহার আর কোন সংবাদ পাই নাই। এক জন আত্মীয় দয়াপরবশ হইয়া আমার ভার গ্রহণ করেন এবং আমাকে লেখাপড়া শিক্ষা দেন কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনিও অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। আমি সংসারে আবার নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলাম। কোন স্থানে আমার চাকরি জুটিল না—আমার নামের পশ্চাতে যে কলঙ্কের ছাপ পড়িয়াছিল, তাহা লইয়া রাজ-সরকারে প্রবেশের পথও নিরাপদ ছিল না। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া সাধারণ সৈনিকের কার্য্যে প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে

সুরাটের সুবিখ্যাত সদাগর ও কুঠীয়াল মধুজী হোলকারের নিকট হইতে এক খানা পত্র পাইলাম। তিনি দস্তুর মত আমার পরিচয়াদি লইয়া আমার হাতে পঞ্চাশটী মুদ্রা দিয়া কহিলেন,—"সুদূর বঙ্গদেশে হইতে কোন ব্যক্তি এই টাকা গুলি তোমায় পাঠাইয়াছেন এবং প্রতিমাসে কুড়িটী করিয়া টাকা দিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে লোক আমার সবিশেষ পরিচিত, সুতরাং তাঁহার কথার উপর তুমি নির্ভর করিতে পার।" ইহার মধ্যে যে রহস্য নিহিত ছিল, তাহা আমার ভাল লাগিল না। আমি অর্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে, কুঠীয়াল পুনরায় কহিলেন,—"ইহা গ্রহণ করিতে তুমি কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ করিও না। এ-বৃত্তি তোমার কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে আসিতেছে, সুতরাং ইহাতে অগৌরবের বিষয় কিছুই নাই।" আমার বিস্তর অনুনয় বিনয়েও মধুজী হোলকার আমার ঐ সদাশয় বান্ধবের নাম করিলেন না। আমি তখন অনন্যোপায় রিক্তহস্ত, কাজেই বাধ্য হইয়া সেই অর্থ গ্রহণ করিতে হইল। প্রথম মাসের বৃত্তি লইয়া রায়গড়ের নির্জ্জন উপকূলে আসিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিলাম। সংসার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই অবধি ঐ স্থানে বাস করিতেছি।

ইন্দিরা নিজেই এই আখ্যান শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও, বিশেষ মনোযোগের সহিত যে শুনিতেছিলেন, তাহা ত তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছিল না। কিন্তু যখন শুনিলেন রঘুবীরের আত্মীয় বঙ্গদেশের কোন পল্লী হইতে এই সাহায্য পাঠাইতেছেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জ্বল—লোচনযুগল প্রদীপ্ত এবং সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি উভয় হস্তে সবলে স্পন্দিত বক্ষ চাপিয়া ধরিলেন। রঘুবীর আত্মচিন্তায় বিভোর ছিলেন বলিয়া, কুমারীর এ ভাবান্তর তাঁহার লক্ষীভূত হইল না।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, প্রকৃতিস্থ হইয়া ইন্দিরা স্বাভাবিক স্বরে কহিলেন,—"আমি আপনার মহৎ চরিত্রের পরিচয় পাইয়া সুখী হইয়াছি। একটা বিষয় আপনি উল্লেখ না করিলেও আমি সর্দ্দার সিংহের মুখে শুনিয়াছি, আপনি আপনার জীবন কতবার বিপন্ন করিয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে কত হতভাগ্য ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিয়াছেন।"

রঘুবীর। বাস্তবিক আমি এতটা প্রশংসার যোগ্য নাই। আমার জীবন অতি অকিঞ্চিৎকর—আত্মহত্যায় মহাপাপ, তাই এখনও এ জীবন দেহে আছে।

ইন্দিরা। এখন আপনি কি করিবেন মনস্থ করিয়াছেন?

রঘু। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

ইন্দিরা। আমার ইচ্ছা আপনি অতুল বিত্ত এবং শক্তির অধীশ্বর হউন। আমার এ বাসনা সিদ্ধ করিতে আপনি কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে চান?

রঘু। এতদিন যাহা শুদ্ধ আমার কল্পনা স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইত, যাহার চিন্তা আমার দিবসের শান্তি এবং রাত্রির বিশ্রামের ব্যাঘাত উৎপাদন করিত, সেই পন্থাই আমি অবলম্বন করিব। আমি আমার স্বদেশ পরিত্যাগ করিব—আমার জন্মভূমি আমাকে এত দিন যাহা দিতে কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছে—বিদেশের কোন না কোন স্থানে তাহা আমার পক্ষে অনায়াসলভ্য হইবে।

ইন্দিরা। ভারতভূমি বিস্তীর্ণ—ইহার কোন্ অঞ্চলে আপনার ভাগ্যলক্ষী আপনাকে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইবে?

রঘু। বঙ্গদেশে—সাগরকূলে অবস্থিত সুন্দর দ্বীপ আমার গন্তব্য স্থল।

উত্তর শুনিয়া ইন্দিরার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল—ওষ্ঠের সরস রক্তিম মাধুরী শুখাইয়া গেল। রঘুবীর শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অমন করিতেছ কেন? তোমার কি কোন অসুখ করিতেছে? কাহাকেও কি জল আনিতে বলিব?"

প্রকৃতিস্থ হইয়া ইন্দিরা কহিলেন,—"না—না, ও কিছুই নয়। আমি এখন বেশ সুস্থ হইয়াছি। তাহা হইলে আপনি সুন্দর দ্বীপে যাইবেন?"

রঘু। হাঁ।

ইন্দিরা। অদৃষ্টের কি দুর্নিরীক্ষ্য গতি! এমন ঘটনা বৈচিত্র্য দেখিয়াও যদি ইহার মধ্যে ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমার মত অবোধ হতভাগ্য আর কে আছে? তিনি মঙ্গলময়—তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য কোন একটা বিরাট মঙ্গলের পূর্ব্ব সূচনা মাত্র। এই যে আমাদের জাহাজ ডুবিয়া গেল—জাহাজ বন্দরে না পৌছিয়া এই উপকূলের বন্ধুর প্রদেশে আসিয়া লাগিল—ইহার মধ্যেও তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। আমার স্বপ্নময় কল্পনা সত্যে পরিণত করিবার জন্য যাহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলাম, এ হেন নির্জ্জন প্রদেশে তাহার সন্ধান পাইব কে ভাবিয়াছিল? হে বীর পুঙ্গব! আমি এখন দেখিতেছি আমাদের ভাগ্যসূত্রের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে—আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।

রঘু। আহা ভগবান যেন তাহাই করেন! কিন্তু আমার কথায় তুমি এত বিচলিত হইলে কেন?

ইন্দিরা একটু মধুর হাসি হাসিয়া বিলোল কটাক্ষে একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"ক্রীতকিঙ্করের এতটা স্বাধীনতা কি ভাল? আজ্ঞাবাহী হইতে হইলে অন্ধভাবে হুকুম তামিল করিতে হয়, কখনও কোন প্রশ্ন করিতে নাই।"

রঘু। ঠিক বলিয়াছ।

ইন্দিরা। কালই যদি আপনি যাত্রা

করেন, এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে, আপনার যথেষ্ট প্রাথেয় আছে ত?

রঘু। আমার সামান্য কিছু সঞ্চয় আছে।

ইন্দিরা। শতাবধি টাকা বোধ হয়?

রঘু। না তাহা অপেক্ষাও অনেক কম।

ইন্দিরা। যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক—

রঘু। না—এ সম্বন্ধে আর একটী কথাও না। আমরা ভদ্রসন্তান কোন রমণীর জন্য আমাদের দেহ পাত করিতে পারি, এমন কি আমাদের অবিনশ্বর আত্মাকেও বিপন্ন করিতে পারি কিন্তু আমরা আত্ম মর্য্যাদা বিক্রয় করিতে পারি না।

ইন্দিরা। আপনার এ উক্তি আপনার মত ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। কিন্তু আপনার ঐ সঞ্চিত অর্থ যদি এই সুদীর্ঘ পথের ব্যয়-সঙ্কুলন পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তাহা হইলে আপনি কি করিবেন?

রঘু। আমি ঋণ করিয়া সংগ্রহ করিব।

ইন্দিরা। যাঁহাকে সংসারে কেহ চেনে না, তাঁহাকে যে ধার দিবে?

রঘু। মধুরাও হোলকারের নিকট হইতে আমার বৃত্তি বাবদে এক বৎসরের অগ্রিম অর্থ চাহিয়া লইব। আমার আশা আছে তিনি আমার এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন।

ইন্দিরা। তবে তাহাই হউক! আপনি তাহা হইলে কখন যাত্রা করিবেন? যত শীঘ্র পারেন, ততই ভাল।

রঘু। আজ রাত্রেই আমি যাত্রা করিব।

ইন্দিরা। তবে এই যুক্তিই স্থির রহিল।

এই বলিয়া ইন্দিরা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুবীরও ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া কহিলেন, —"তোমরাও ত কাল যাত্রা করিবে কিন্তু কখন কোথায় সাক্ষাৎ হইবে, তাহা ত বলিলে না?"

ইন্দিরা উত্তর করিলেন,—"কোথায় তাহা পূর্ব্ব নির্দ্দেশ করিতে পারি না, তবে আমার ধারণা শীঘ্রই আমাদের আবার সাক্ষাৎ হইবে। সুরাটে উপস্থিত হইয়া আপনি আমার পুত্রে সকল বিষয় জ্ঞাত হইবেন।"

ইন্দিরা বাটীর মধ্যে প্রস্থান করিলেন। রঘুবীর আনন্দ প্রফুল্ল হৃদয়ে তাঁহার কক্ষে উপস্থিত হইয়া গদাধরকে ডাকিয়া যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে বলিলেন।

গদাধর তাঁহার মুখের দিকে অবাঙ্মুখে চাহিয়া রহিল। তাহার ভাব দেখিয়া কুপিত হইয়া রঘুবীর কহিলেন,—"আমার কথা কি তোমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই?"

ভৃত্য ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"শুনিয়াছি সব কিন্তু উদ্যোগ আয়োজন কি করিব, তাহাই ভাবিতেছি। আপনার কি আছে—সব যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।"

রঘু। সত্য কথা—আমার যে পরিধানের বস্ত্রখানি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

গদা। আছে কেবল একটা জিনিষ —তাহাও হস্তান্তরিত। আপনার ঘোড়াটা বাঁচিয়াছে—শাহু তাহাকে লইয়া গিয়াছে।

রঘু। বল কি গদাই! তাহা হইলে আমার ঘোড়াটা রক্ষা পাইয়াছে? এই টাকাটা লইয়া যাও—তাহাকে দিয়া ঘোড়াটা লইয়া আইস।

গদা। শুনিয়াছি সে পাজি বেটা ঘোড়াটা নিজের ব্যবহারের জন্য লইয়া গিয়াছে।

রঘু। আমার কথা শোন—তাহার সহিত একটা বন্দোবস্ত করিবে, যদি সে আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়, তাহাকে আরও একটা টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইবে কিন্তু যদি এ সৎপরামর্শে কর্ণপাত না করে, তাহাকে ঘা কতক উত্তম মধ্যম দিয়া অশ্বটী লইয়া আসিবে।

গদা। সব বুঝিলাম কিন্তু—

রঘু। আবার "কিন্তু" কি?

গদা। উত্তম মধ্যমের ব্যবস্থা করিয়া ঘোড়াটা ত লইয়া আসিব, এ টাকাটা কি করিব?

রঘু। ওটা তোমার ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দিবে।

গদাধর এক মুখ হাসিয়া কহিল,—"সে পাজি বেটা টাকা অপেক্ষা প্রহারটাই অধিক পছন্দ করিবে—এ আমি নিশ্চয় জানি, সুতরাং টাকাটা আমার ট্যাঁকেই থাকিবে। দুই ঘন্টার মধ্যে আপনার অশ্ব আপনি পাইবেন।"

তাহাই ঘটিল। ঘন্টা দুই পরে গদাধর শাহুকে প্রহারে আপ্যায়িত করিয়া, প্রভুর অশ্বটী লইয়া আসিল।

ষষ্ঠ বল্লরী।

অদ্ভুত অশ্বব্যবসায়ী।

রঘুবীরের আন্তরিক চেষ্টাসত্বেও সমস্ত দিনের মধ্যে ইন্দিরার সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হইল না। সন্ধ্যার সময় সর্দ্দার তেজ নারায়ণ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সহানুভূতি এবং সদাশয়তাপূর্ণ আতিথ্য সৎকারের জন্য তাঁহাকে বহু ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

সন্ধ্যার পর নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া পিস্তল দুইটা গ্রহণ করিয়া গদাধরের সন্ধান করিলেন—কিন্তু কোন স্থানে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া রায়গড়ের অভিমুখে চলিলেন। স্থলপথে রায়গড় এ স্থান হইতে সার্দ্ধ ক্রোশেরও কম। ঘন্টা খানেকের মধ্যে তাঁহার আলয়ের ভগ্নাবশেষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আকাশ আজও মেঘাচ্ছন্ন। সেই মেঘান্ধকার নির্জ্জন নীরব নিশায় একাকী সেই স্থানে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সাগর বেলার দিকে অগ্রসর হইলেন। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ—সেই বিরাট নীরবতার মধ্যে আরব সাগর গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া তটপ্রান্তে আসিয়া প্রতিহত হইতেছিল—সেই উত্তর শব্দে মিলিয়া এক বীভৎস কলরবের সৃষ্টি করিয়া নীরব প্রকৃতিকে মুখরা করিয়া রাখিয়াছিল।

তাঁহার গৃহের অদূরে একটা প্রকাণ্ড বালুকাস্তূপ—রঘুবীর অন্ধকারে সেই স্তূপের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান অনুসন্ধান করিয়া লইয়া, এক খণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা বালুকা ভূমি খনন করিতে উদ্যত হইলেন, ঠিক সেই সময়ে কিয়দ্দূরে উচ্চভূমির অন্তরাল হইতে কিসের একটা শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি সাহসী হইলেও তাঁহার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। আবার আবার সেই শব্দ। একি কোন ভৌতিক কাণ্ড? তিনি সাহসে ভর করিয়া, একটা পিস্তল দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীক্ষেত্রমোহন বোষ।

বিবিধ।

বড় ঘরের কথা।

বিলাতের বর্ত্তমান ডিউক অফ্ মার্লবরো নয় পুরুষে ডিউক। ১৮৭১ সালে তিনি ভারতে সিমলা পাহাড়ে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৫ সালে তিনি মার্কিণ ধনকুবের ভ্যাণ্ডারবিলটের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া মার্কিণ ধনীদিগের আভিজাত্য বংশের মর্য্যাদালাভ লালসা চরিতার্থ করেন। কিন্তু যেখানে ধন ও মর্য্যাদা লাভের জন্য বৈবাহিক সম্বন্ধ সেই খানেই তাহার বিষময় ফল ফলিয়া থাকে। ভ্যাণ্ডারবিল্ট কন্যার গর্ভে ডিউকের দুইটি পুত্র সন্তান জন্মিলেও ডিউক পত্নীর সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। কেবল তাহাই নহে তাঁহার চরিত্রে পত্নী প্রেমের অভাবও পারিলক্ষিত হয়। এজন্য ডিউক পত্নী বিবাহ বন্ধন ছেদনের জন্য আদালতে আবেদন করেন। ডিউকের বিরুদ্ধে ডচেস যে সকল অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনি তাহা অস্বীকার করিয়া আদালতে কৈফিয়ৎ দাখিল করিয়াছিলেন। কিন্তু আদালত কোন সাক্ষ্য সাবুদ না লইয়াই ডচেসের আবেদন মত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন।

সশস্ত্র পুলিশ প্রহরীর হস্ত হইতে খুনী কয়েদীর পলায়ন।

গত মে মাসে হাবড়ার দায়রায় আবদুল্লা নামে এক ডাকাতের দশ বৎসর সপরিশ্রম কারাদণ্ড হয়। কোনও এক মাড়োয়ারী মোটর গাড়ীতে খুন হয় এবং তাহার ২৫,০০০ টাকা লুঠ হয়। সেই মোকদ্দমার সংস্রবে আবদুল্লা দণ্ডিত হয়। বজবজের মোটর ডাকাতির সংস্রবে আলিপুরের দায়রায় গত সেপ্টেম্বর মাসে তাহার আরও ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। গত রবিবার তাহাকে হাতকড়ি দিয়া সশস্ত্র পাহারাবন্দীতে রাজসাহী জেলে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। পথিমধ্যে সে প্রহরীদিগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া হাতকড়িশুদ্ধ পলায়ন করিয়াছে। গোয়েন্দা পুলিস তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বুদ্ধাস্থি প্রতিষ্ঠা।

গত ১৮৯২ সালে দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা জেলায় ভট্টিপ্রলু নামক স্থানে একটি স্তূপ হইতে ভগবান বুদ্ধ দেবের এক দেহাবশেষ বাহির হয়। কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটে মহাবোধি সোসাইটির যে বিহার নির্ম্মিত হইতেছে, ঐ বিস্কুপঞ্জর তথায় সসমারোহে গত শুক্রবার পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বয়ং বঙ্গেশ্বর বিহারাধ্যক্ষ অনগারিক ধর্ম্মপালের হস্তে এই পঞ্জর অর্পণ করেন। প্রকাশ যে, প্রায় ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বে এই পঞ্জর ভট্টিপ্রলুর স্তূপে সমাহিত হইয়াছিল। ৭০০ বৎসর কাল ভারতবর্ষে এরূপ অনুষ্ঠান আর হয় নাই।

অভিনেতার মৃত্যু।

গত শনিবার শেষ রাত্রে শ্রীযুক্ত মনোমোহন গোস্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ, অনেক রাত্রি অবধি কাজ করিয়া তিনি বারান্দায় বেড়াইতেছিলেন এমন সময় দৈববশতঃ সেখান হইতে নীচে পড়িয়া যান। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মনোমোহন বাবু নিজে নাট্যকার ও নট দুইই ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই রঙ্গালয়ে যোগ দিয়াছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

চোর ধরিবার কল।

নূতন আবিষ্কার।

সম্প্রতি চোর ধরিবার এক নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যন্ত্রের আবিষ্কারক হইতেছেন ড্যানিশ পুলিশের কর্ত্তা এবং তাঁহারই দলবল। যন্ত্রটি একটি ছোট বাক্সের ভিতর রাখিয়া এক গাছা সূক্ষ্ম তার দিয়া দরজা বা জানালার সহিত তাহা যুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। তারের সহিত যোগ থাকিবে একটি সাধারণ টেলিফোঁ যন্ত্রের। ঘরে চোর ঢুকিলেই টেলিফোঁআফিসে আপনা-আপনি একটি বাতি জ্বালিয়া উঠিবে এবং তাহারা পুলিশে তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাঠাইবেন। চোর যদি ঘরে ঢুকিবার আগে তারটি কাটিয়া ফেলে তাহা হইলেও টেলিফোঁতে শব্দ হইয়া গৃহস্থকে সতর্ক করিয়া দিবে।

মোটর-চালকের বিপদ।

গত শুক্রবার সন্ধ্যার সময় একখানা মালটানা মোটরগাড়ী নারিকেলডাঙ্গার পথ দিয়া যাইতে যাইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের একখানা ময়লাফেলা গাড়ীকে ধাক্কা দেয়। ফলে ময়লাফেলা গাড়ীর গাড়োয়ান পড়িয়া যায় এবং মোটরখানা তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায়। নিকটে অনেকগুলি ময়লাফেলা গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সেই গাড়ীর গাড়োয়ানেরা আসিয়া মালটানা

মোটর চালককে এমন প্রহার দেয় যে ময়লা-ফেলা ও মালটানা দুই গাড়ীর গাড়োয়ানকেই হাঁসপাতালে লইয়া যাইতে হইয়াছে। কয়েক-মাস পূর্ব্বে করোনার এক মোটর গাড়ী চাপার মোকদ্দমায় বলিয়াছিলেন—রাস্তার লোকে এই সকল দায়িত্বহীন লোকদের ধরিয়া প্রহার না দিলে তাহাদের জ্ঞান হইবে না। এতদিন পরে তাহা আরম্ভ হইল নাকি?

আবার সশস্ত্র ডাকাতী।

বহু সহস্র টাকা লুঠ।

ঢাকার মাণিকগঞ্জ মহকুমার এলাকাধীন গড়পাড়া গ্রামের দামোদর সাহার বাড়ীতে সম্প্রতি একটি ভীষণ ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। গড়পাড়া গ্রাম ঢাকা হইতে ১৭ ক্রোশ মাত্র দূর। প্রকাশ যে, ১৪জন দস্যু বন্দুক ও রিভলভার প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হইয়া নিশীথ-কালে দামোদরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। ইহার পূর্ব্বে তাহারা আট ঘাট বাঁধিয়া বিশেষ বিশেষ স্থানে তাহারা কয়েকজন ঘাটির পাইককে দাঁড় করাইয়া রাখে। বাড়ীর দ্বার দেশে উপস্থিত হইয়া তাহারা গৃহস্থ ও পল্লিবাসি-দিগকে ভয় প্রদর্শনের জন্য কয়েকবার বন্দুকের আওয়াজ করে। তাহার পর বাড়ির বাহিরের বিচালি গাদায় আগুন লাগাইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করে। বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া গ্রামস্থ কয়েকজন লাঠিয়াল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, কিন্তু দস্যুদিগের হাতে বন্দুক থাকায় তাহারা তাহাদিগকে বাধা দিতে অসমর্থ হয়। বাড়ির মালিক ও তাঁহার পরিবারবর্গ কোন-রূপে পলায়ন করিয়া আপনাদের প্রাণরক্ষা করে। দস্যুরা জনশূন্য গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ও ঘর দ্বার পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া নগদ ৯০০ টাকা ও বহু সহস্র টাকার অলঙ্কার লুণ্ঠন পূর্ব্বক বিনা বাধায় পলায়ন করে, তাহারা আড়াই ঘণ্টাকাল লুট পাট করিলেও কেহ তাহা-দিগকে বাধা দিতে পারে নাই। প্রকাশ যে, তাহাদের বন্দুকের আওয়াজ সদর ষ্টেশন হইতেও শুনা গিয়াছিল। যেরূপ চিরকাল হইয়া থাকে, তাহাদিগের পলায়নের অনতি-কাল পরে পাঁচজন অস্ত্রধারী পুলিশ কন্‌ষ্টেবল লইয়া সব ইনস্পেক্টর ঘটনাস্থলে আগমন করিয়াছিলেন।

বালিকা বধূর উপর নির্য্যাতন।

যে দেশে কুসুমপেলব কোমলা স্নেহলতা আত্মবলি দিয়াও দেশের লোকের মন ফিরা-ইতে সমর্থ হয় নাই, সে দেশে জাতির জননী নারীর উপর যে অত্যাচার ও নির্য্যাতন হওয়া আশ্চর্য্য নহে, এ কথা সকলেই জানে। সম্প্রতি আলিপুর আদালতে বারুইপুরের এক ত্রয়ো-দশবর্ষীয়া বালিকা বধূর উপর পাশব অত্যা-চারের অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বালি-কার স্বামী, স্বপত্নীপুত্র ও অন্যান্য আত্মীয় তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত কথায় কথায় প্রহার করিত, আগুনে ছেকা দিত, পায়ে বেড়ি দিয়া আটক করিয়া রাখিত, বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে যখন তাহার এই সমস্ত দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে, তখন আদা-লতে লোকে অশ্রুসংবরণ করিতে পারে নাই। আদালত ঘটনার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবেন। কিন্তু এমন ঘটনা যে আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে অসম্ভব নহে, তাহা—ইতঃপূর্ব্বে অনেক মাম-লার ফলে জানা গিয়াছে। এমন হয় কেন? আমরা কি এতই অধঃপতিত হইয়াছি যে নারীর সম্মান—জাতির জননীর সম্মান রক্ষা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি? যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা, এই মহাবাক্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি ইহা দাসগঠনকামী শিক্ষার দোষ। গোলামের প্রবৃত্তিই এই যে সে অস-হায় দুর্ব্বলের উপরই জারিজুরি করে। কবে আমরা এই বিষ-শিক্ষা পরিহার করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে শিখিব!

১৪ বৎসরের খুনে বালিকা।

‘দ’র কোপে স্বামী নাশ।

বরিশালে হুলস্থূল!

নবতারা ১৪ বৎসরের বালিকা পত্নী। প্রকাশ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। ঘটনার দিন উভয়ের মধ্যে তুমুল কলহ হয়। রাত্রিকালে যখন স্বামী ঘুমাইয়া ছিল, সেই সুযোগে নবতারা কাটারী দিয়া স্বামীর গলা কাটিয়া দিয়াছিল। বরিশালের দায়রা জজের এজলাসে নবতারার বিচার হয়। জুরিরা তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। সেশন জজ তাহার ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

অলিফাণ্ট। একজন নির্দ্দোষীকে অপঘাত অন্যায় মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করা ভিন্ন আমার অন্য উদ্দেশ্য নাই। তুমিও সেই কথা—সেই একটী মাত্র সত্য প্রকাশ কর—অন্য কথার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই!

ভৃত্য। বলিব—আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিব।

অলিফাণ্ট। স্থির হও। যাহা বলিবে অন্য সাক্ষীর সাক্ষাতে বলা আবশ্যক।

ভৃত্য। আমি স্থির হইয়াছি। আমি এখন আর কিছুমাত্র উত্তেজিত নহি। দিব্য-চক্ষে আমার জীবনের তাবৎ ঘটনা দর্শন করিতেছি। যান—আপনার—সাক্ষীদের লইয়া আসুন—তাহাদের সম্মুখে আমি আমার পাপ ব্যক্ত করিব। তাহার পর আপনারা চলিয়া যান—আমাকে একা শান্তিতে মরিবার অবসর দিন।

অলিফাণ্ট ধীরে ধীরে তাহার শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া কক্ষের বাহির হইলেন, এবং ডাক্তার ও সার হেনরি বিটনকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ক্লিনটন

বদ্ধদৃষ্টিতে তাঁহাদের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার মুখমণ্ডল অতীব মলিন, রক্তশূন্য কিন্তু ওষ্ঠাধর স্থির, চক্ষু শুষ্ক—তাহার মুখমণ্ডলের একটী শিরাও কম্পিত হইল না—নিশ্চল প্রস্তর প্রতিমার মত শয্যায় পড়িয়া রহিল।

অলিফাণ্ট সঙ্গীদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"এই যুবকের বিশ্বাস তাহার আসন্নকাল সমুপস্থিত এবং সে কখনই জীবিত এ কক্ষ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না। তাহার মনের এইরূপ অবস্থায় সে আপনাদের সম্মুখে কোন বিষয় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে। কথা অতি অল্পই কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনীয়। মনোযোগ দিয়া কথাগুলি শুনিয়া রাখুন—হয়ত অন্যস্থলে তাহাদের আবৃত্তি করিতে হইবে।"

ক্লিনটন প্রথমে অলিফাণ্টের মুখপানে, তাহার পর ডাক্তারের দিকে, তাহার পর হেনরি বিটনের মুখের দিকে চাহিল। অলিফাণ্ট তাহার মনোভাব বুঝিয়া কহিলেন,—"আমরা সকলেই শুনিতেছি—তোমার যাহা বলিবার আছে বল।"

ক্লিনটন ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়তার সহিত বলিতে আরম্ভ করিল,—"আজ ঠিক এই সময়ে একজন খুনী আসামীর বিচার হইতেছে। রাজপ্রাসাদে উইলদিগকে খুন করিবার জন্য তিনি অভিযুক্ত। তাঁহার উপর অযথা এই হত্যাভিযোগ আরোপিত করা হইয়াছে। তিনি খুন করেন নাই—আমিই সেই খুনী আসামী—আমার এই হস্ত সেই আঘাত করিয়াছে!"

ডাক্তার এবং হেনরি বিটন সভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। ক্লিনটনের মুখ দিয়া যে এবম্বিধ ভয়ঙ্কর স্বীকারোক্তি বহির্গত হইবে—তাহা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। হতভাগ্য যুবক পুনরায় অপেক্ষাকৃত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"আমিই সেই হত্যাকারী—আমার পাপে অপর কোন নির্দোষী ব্যক্তি দণ্ডিত হয়, আমার ইচ্ছা নয়। আমিই সেই নরহন্তা—পাপী। যদি বিচারক এই উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হন, বলিবেন রাজার খাসকামরায় প্রবেশ করিতে পালঙ্ক কক্ষের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল—হতব্যক্তি দ্বারের দিকে পা করিয়া শুইয়াছিল। আমি যে সময়ে কক্ষে প্রবেশ করি, কক্ষের আলোটী প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়া আসিয়াছিল—সেই নির্ব্বাপিত প্রায় আলোকে কক্ষের অবস্থা আমি দেখিয়া লইয়াছিলাম। আর আমার বলিবার কিছুই নাই—আপনারা এখন যান।"

তাহার মুখ দিয়া ঐ কয়টী কথা সবে মাত্র উচ্চারিত হইয়াছে। এমন সময়ে তাহার কণ্ঠনালী হইতে একটা অব্যক্ত শব্দ বহির্গত হইল। অলিফাণ্ট সত্বর অগ্রবর্ত্তী হইয়া, তাহাকে উঠাইয়া বসাইবার চেষ্টা করিলেন—তাহার মুখ দিয়া খানিকটা শোণিতস্রাব হইল—দেখিতে দেখিতে মুখবর্ণ বিকৃত হইয়া উঠিল। ডাক্তার সময়োচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। উত্তেজনাবশে তাহার হৃদয়ের শোণিতাধার ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার জীবনরক্ষা করিতে পারে, এমন সাধ্য কাহারও নাই।

কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহার প্রাণবায়ু অনন্তে মিশাইয়া গেল। কিন্তু অন্তিম শ্বাস তাহার দেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহার রুধিররঞ্জিত ওষ্ঠাধরে একজনের নাম বাহির হইল। সে নাম কিন্তু অপরের শ্রুতিগোচর হইল না। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হতভাগ্য যুবক বারবেরাকে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। কলোনেল রামবল্ডের জীবন রক্ষা করিবার জন্য কর্ত্তব্যবোধে আপনার পাপ ব্যক্ত করিল বটে কিন্তু যদ্যপি তাহাকে বধ্য ভূমিতেও টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত, ফাঁসিকাষ্ঠে মাথা গলাইয়া দিবার সময়ও সে তাহার নিয়োগকারিণীর নামোল্লেখ করিত না।

অষ্টাধিক নবতিতম পরিচ্ছেদ।

বিচারারম্ভ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিয়োগান্তক ঘটনা যে সময়ে জেনারেল অলিফাণ্টের ভবনে সংঘটিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে অন্যত্র ধর্ম্মাধিকরণে কলোনেল রামবল্ডের বিচার আরম্ভ হইয়াছিল।

সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পর হইতেই, যে রাস্তার উপর উক্ত বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত, সেই রাস্তা এবং তাহার নিকটবর্ত্তী পথ সমূহ লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। এই জনতার মধ্যে স্ত্রী পুরুষ এবং ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলেই সমবেত হইয়াছিল। উক্ত দলে রাজভক্ত এবং প্রজাতন্ত্র দলের পক্ষপাতী সকলেই উপস্থিত ছিল। রাজভক্তেরা অপরদলের অধঃপতনে আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিয়াছে—প্রজাতন্ত্রীদল কলোনেলের মত একজন গণ্যমান্য দলপতির দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতে উপস্থিত হইয়াছে। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে রাজপক্ষ হইতে যতগুলি মোকদ্দমার সৃষ্টি হইয়াছে, সকলগুলিই অল্পাধিক পরিমাণে উৎপীড়ন দোষে দুষ্ট। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রকারে অসুবিধা এবং অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে। প্রত্যেক ঘটনাতেই, বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই, জন সাধারণ অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া বসিতেন। তাহার ফল হইত এই জুরিগণও সেই মতের অনুসরণ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিকূলে মত প্রকাশ করিতেন।

বর্ত্তমান ঘটনাতেও, বিচারের পূর্ব্বে জন সাধারণ যাহাতে রামবল্ডের বিরুদ্ধবাদী হইয়া পড়ে, তাহার জন্য কোন চেষ্টারই ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রত্যেকেই তাঁহার অপরাধ সম্বন্ধে বীতসংশয়।

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ বর্ষ।] ২৫শে পৌষ, ১৩২৭ সাল। ইং ৯ই জানুয়ারি, ১৯২১ সাল। [৯ম খণ্ড।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অপূর্ব্ব প্রতিহিংসা।

রাত্রি ঘোরান্ধকার। তাহার মধ্য দিয়া যতদূর দৃষ্টি চলে, তাহাতে তাঁহার বোধ হইল উচ্চ ভূখণ্ডের তলদেশে এক জন কে বসিয়া রহিয়াছে, তিনি পিস্তল উদ্যত করিয়া কহিলেন,—"তুমি যেই হও উত্তর দাও, নচেৎ গুলি করিয়া মারিব।"

ঠিক এই সময়ে মেঘখণ্ড অপসারিত হইল—চন্দ্রের ম্লানরশ্মি আসিয়া সেই স্থলটা ঈষদালোকিত করিল। আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত উভয়েই বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

আক্রান্ত। আপনি! কর্ত্তা এখানে।

আক্রমণকারী। হাঁ, গদাধর! তুমি এখানে কি করিতেছ?

গদা। দেখিতেছেন মাটী খুঁড়িতেছি।

রঘু। বুঝিয়াছি, এখানে তোমার কিছু গুপ্তধন আছে। আমিও যে সেই জন্য আসিয়াছি!

গদা। বলেন কি! আপনার গুপ্তধন—সঞ্চিত অর্থ। এ যে স্বপ্ন অপেক্ষাও আশ্চর্য্য! আমি মনে করিতাম আপনি সব অর্থ দান খয়রাৎ করিয়া ফেলিতেন।

রঘু। তোমার শাবল খানা আমায় একবার দাও—এটার দ্বারা খননের বড় সুবিধা হইতেছে না।

রঘুবীর শাবলের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট স্থল খনিত করিয়া, তাহার মধ্যে হইতে একটা তাম্রপাত্র বাহির করিলেন—তাহার মধ্যে মাত্র পঞ্চাশটী টাকা—তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব।

তাহার পর—গদাধরের হাতে শাবল দিয়া, তাহাকে কার্য্যারম্ভ করিতে আদেশ করিলেন কিন্তু সে নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখিয়া, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কই! তোমার টাকা বাহির করিলে না?"

গদা। আপনার সাক্ষাতে পারিব না।

রঘু। কেন আমায় কি অবিশ্বাস কর?

গদাধরের চক্ষে জল আসিল। চক্ষু মুছিয়া কহিল, "অমন কথা বলিবেন না। এ বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়—অন্য কারণ আছে।"

অগত্যা রঘুবীর আর কিছু না বলিয়া সর্দ্দারের আবাসের অভিমুখে চলিলেন। তাঁহার প্রস্থানের পর, গদাধর মাটী খুঁড়িয়া, তাহার তিন বৎসরের সঞ্চয় ত্রিশটী মুদ্রা উত্তোলিত করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

অশ্ব পূর্ব্ব হইতেই সজ্জিত ছিল, এক্ষণে রঘুবীর তাহাতে আরোহণ করিলেন, গদাধর লাঠীহস্তে তাঁহার পশ্চাৎ চলিল। সে নিরক্ষর এবং কুদর্শন হইলেও, তাহার মত বিশ্বাসী, কর্ম্মঠ, প্রভুভক্ত ভৃত্য একান্ত বিরল।

সুরাট পঁহুছিতে তাঁহাদের চারিদিবস লাগিল। কারণ পথ বন্ধুর এবং অনেকস্থলে দুর্গম। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে অশ্ব পরিক্লান্ত হইয়া পড়িল কিন্তু গদাধরের যে বিশেষ কোন কষ্ট হইয়াছিল, তাহার ভাবে ত তাহা বোধ হইল না।

রঘুবীর সমস্ত পথটা ইন্দিরার বিষয়ই ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। সুতরাং পথশ্রমে তাঁহার বিশেষ কোন কষ্টই হয় নাই। প্রেমোন্মত্ত রূপমুগ্ধ যুবকের এইরূপই ঘটিয়া থাকে। সুন্দরীর সৌন্দর্য্য কলার যতই বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার রূপরাশির অভিনব মাধুর্য্য তাঁহার মানসমুকুরে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। যখন তাঁহার এই মোহকারী কল্পনা কতকটা অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন তাঁহার চিন্তাস্রোত অন্য পথে ফিরিল। তিনি ত তাঁহাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া আসিলেন, বিনিময়ে কিছু পাইয়াছেন কি? তাঁহার মুখ হইতে কোন স্বীকারোক্তি বাহির হইয়াছে কি? ভবিষ্যতে কোন দিন তাঁহার আশালতায় সফলতার কুসুম ফুটিবে কি না তাহার বিন্দুমাত্রও ইঙ্গিত প্রাপ্ত হন নাই। তবে ভরসার মধ্যে এইটুকু;—তাঁহারি উপাস্য

[illegible] শর্ত্তে পুন[illegible] স্বীকার গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বরাভয় প্রদান করিবেন কি না, তৎসম্বন্ধে কোনরূপ প্রতিশ্রুতি দান করেন নাই।

আর একটা বিষয় তাঁহার লক্ষ্য মধ্যে আসিল। সুন্দরীর কথা এবং কার্য্যের মধ্যে অনেক স্থলেই সামঞ্জস্য নাই। এই সকলের মধ্যে কোথায় যে একটা রহস্য নিহিত আছে, তাহা তিনি ভাল বুঝিতে পারিলেন না। সর্ব্বশেষে তাঁহার মনে উদিত হইল, প্রকৃতই কি ইন্দিরা স্বভাবকোমলা, উদারচরিত্রা মহিয়সী মহিলা—না কপটতাময়ী, প্রেমবর্জ্জিতা পাষাণী! মুগ্ধ যুবক এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহার অপরাধ নাই—যে খানেই রূপের প্রভাব, সেইখানেই এ দুর্ব্বলতা অপরিহার্য্য। অবশেষে তিনি স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন,—সমগ্র বিশ্বে ইন্দিরার মত এমন পবিত্র সরল সুন্দর আর দ্বিতীয় নাই—এ মোহিনী প্রতিমার পদতলে আত্মসমর্পণ এবং তাঁহার চিরদাসত্বে অধিকার পাইয়াই তাঁহার সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। প্রণয়োন্মত্তের বিচার বুদ্ধি অধিকাংশ স্থলেই তাহাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া বিপথে পরিচালিত করে।

সুরাটে উপস্থিত হইয়া, তিনি একখানি তরবারি খরিদ করিলেন এবং বেশভূষা যথাসাধ্য পরিমার্জ্জিত করিয়া, বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় মধুরাও হোলকারের কুঠীর সম্মুখ ভাগে উপস্থিত হইলেন। প্রকাণ্ড অট্টালিকা। কত রকমের লোক গিস্ গিস্ করিতেছে দেখিয়া তাঁহার মনের মধ্যে একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি ইহার পূর্ব্বে এ ভাবে কখনও কাহার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন নাই—তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণে ইন্দিরার মূর্ত্তি মনে পড়াতে শান্ত সংযতভাবে কুঠীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই এক স্থানে বসিয়া এক ব্যক্তি হিসাব পত্র দেখিতেছিলেন, রঘুবীর তাঁহার সম্মুখীন হইয়া মধুরাও হোলকার কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

কর্ম্মচারী একবার মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন, তাহার পর বোধ হয় তাঁহার পরিচ্ছদ বা আকৃতিতে তেমন কোন বিশেষত্ব নাই দেখিয়া পুনর্ব্বার কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তিনি পুনরায় সেই প্রশ্ন করিলেন। এবারও সেই ফল। এই ভাবে তিনবার প্রশ্ন করিবার পর কর্ম্মচারী মহাশয় যে বধির নহেন, তাহা জানাইবার মত একটা অব্যক্ত শব্দমাত্র উচ্চারিত করিলেন।

রঘুবীর মনে মনে বিরক্ত হইলেও, তাঁহার অবস্থা বিবেচনা করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে অসহ্য বোধ হওয়াতে অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া কথাটার উত্তর দিবেন কি?"

আর কি রক্ষা আছে! কর্ম্মচারী হাতের কলম ফেলিয়া চীৎকার পূর্ব্বক মুখভঙ্গিমার সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"কে হে বাপু তুমি? সেই অবধি গাধার মত চীৎকার করিতেছ!"

রঘুবীর মুহূর্ত্তের জন্য হতবুদ্ধি স্তম্ভিত। পরক্ষণে লোকটার গলা ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া, সবলে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। লোকটা তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটা লৌহদণ্ড গ্রহণ করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল,—"তবে রে পাজি হতভাগা! দেখ তোর কি দুর্দ্দশা করি।"

রঘুবীরও তাঁহার তরবারিতে হস্তার্পণ করিলেন। বেগতিক দেখিয়া তিন চারিজন লোক ছুটিয়া আসিল। এক পক্বকেশ প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া গোলযোগ থামাইয়া দিলেন এবং নম্রস্বরে রঘুবীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কি আবশ্যক?"

রঘুবীর লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—"আমি একবার কর্ত্তার সহিত দেখা করিব—আমার নাম রঘুবীর রাও।"

বৃদ্ধ কহিলেন,—"কিন্তু তিনি ত কুঠীতে নাই—এবং সাত আট দিনের মধ্যেও আসিবেন না। যদি আপনার কোন বিশেষ আবশ্যক থাকে তাহা হইলে তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত অধ্যক্ষের সহিত দেখা করিতে পারেন।"

রঘুবীরের সম্মুখে আবার এক বিপদ। কুঠীয়াল উপস্থিত নাই—তাঁহার সম্মুখে যে প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন, অপর এক জন, অপরিচিতের নিকট তাঁহার মস্তক অবনত করিতে সম্মত নহেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন,—"কি বলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কি?"

রঘুবীরের চমক ভাঙ্গিল। চিন্তা করিবারও আর অবসর নাই। দুইটী কারণে প্রস্থান করা অসম্ভব। কর্ম্মচারীর সহিত বিবাদের পর এখন যদি প্রস্থান করেন, লোকে মনে করিবে তিনি ভয় পাইয়া পলাইতেছেন। দ্বিতীয় কারণ—ইন্দিরা শুনিলে বলিবে কি? এই কি তাঁহার সর্ব্বস্বপণে উপাসনা? সম্মুখে সামান্য একটা অন্তরায় দেখিয়া তিনি পশ্চাৎপদ হইবেন? কখনই নয়। সাহসে ভর করিয়া কহিলেন,—"যে কোন উপায়েই হউক দেখা করা কর্ত্তব্য।"

বৃদ্ধ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দ্বিতলে উঠিলেন এবং একটী কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—"মহাশয়! এই ভদ্রলোকটী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন।"

অধ্যক্ষ মহাশয় তখন হিসাব পত্র লইয়া বড়ই ব্যস্ত ছিলেন। একবার মাত্র যুবকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি আবশ্যক আপনার এবং কি নাম?"

রঘু। আমার নাম রঘুবীর রাও, আমি রায়গড় হইতে আসিতেছি।

অধ্যক্ষ। চিনিতে পারিলাম না, কি জন্য আসিয়াছেন?

রঘু। আমার কিছু টাকার আবশ্যক। তাঁহার হাত দিয়া আমি মাসিক যে বৃত্তিটা

পাই, সেইটা এক কালীন এক বৎসরের লইতে আসিয়াছি।

অধ্যক্ষ। কত টাকা?

রঘু। ২৪০৲ টাকা।

অধ্যক্ষ। এ সম্বন্ধে তিনি আমার সম্মুখে কখনও কোন কথা বলেন নাই—সুতরাং আমি কিছুই করিতে পারিব না। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পনের দিন পরে আর এক বার আসিবেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

রঘু। আমি দেশান্তরে যাইতেছি—তত দিন অপেক্ষা করিতে পারিব না।

অধ্যক্ষ। আপনার হাতে এমন টাকা নাই কিংবা আপনার এমন কোন বন্ধু বান্ধব নাই—

রঘু। না।

অধ্যক্ষ। তাহা হইলে এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন! আজিকালিকার বাজারে এক জন অপরিচিতকে কে সাহস করিয়া এত টাকা ধার দিবে?

কথাটা খুবই সত্য. তথাপি অপমানে এবং ক্রোধে রঘুবীরের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। কঠোর ভাবে কি উত্তর করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সহসা প্রকৃতিস্থ হইয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উদ্দেশে দ্বারের সমীপস্থ হইলেন। ঠিক সেই সময়ে বাহির হইতে দ্বার মুক্ত করিয়া এক ব্যক্তি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে সেই সময়ে সুরাটে উপস্থিত দেখিয়া তিনি বিস্ময় দমন করিতে পারিলেন না। নবাগত পাঠকের পরিচিত সেই অশ্ব ব্যবসায়ী হরদয়াল। সেও রঘুবীরকে দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি এখানে! সুরাটে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কে ভাবিয়াছিল! যাহা হউক, আপনার ক্ষতটা আরাম হইয়াছে দেখিতেছি।"

হরদয়াল অধ্যক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। অধ্যক্ষ তাহাকে দেখিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নম্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,"আপনি কি যুবককে চেনেন?"

হরদয়াল কহিল,—"হঁা, ভালরূপ জানি। সে দিন তাঁহার সহিত নৌকায় চড়িয়া বড়ই আমোদ পাইয়াছি।"

অধ্যক্ষ এইবার রঘুবীরের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"তবে যে আপনি বলিতেছিলেন, আপনার বন্ধুবান্ধব কেহ নাই—ইনি যদি আপনার জামিন হন, আমি অনায়াসে আপনাকে ২৪০৲ টাকা দিতে পারি।"

এতক্ষণে রঘুবীরের অপমানের মাত্রা পূর্ণ হইল। তিনি হরদয়ালের দিকে রুক্ষদৃষ্টিতে চাহিলেন। হরদয়াল একটু হাসিয়া কহিল,—"এই ভদ্রলোকটী যদি উপযুক্ত সুদ দিতে সম্মত হন, আমি তাঁহাকে টাকা কর্জ্জ দিতে পারি।"

শুষ্ককণ্ঠে রঘুবীর কহিলেন,—"ধন্যবাদ আপনাকে! আমার কুঠীয়াল যখন উপস্থিত নাই, আমি অন্যত্র চেষ্টা দেখিব।"

এই সময়ে অধ্যক্ষ সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন,"আপনার নাম রঘুবীর রাও বলিলেন নয়?"

রঘুবীর উত্তর করিলে,অধ্যক্ষ কাগজ পত্রের মধ্যে হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া কহিলেন,—"আপনার নামে একখানা পত্র আছে, অদ্য প্রাতঃকালে আসিয়াছে।"

রঘুবীর কম্পিত হস্তে পত্রখানা গ্রহণ করিয়া, আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক পাঠ করিলেন,—

"এক পক্ষের মধ্যে বেরারে উপস্থিত হইব। পররাষ্ট্রীর দূতাবাসে অনুসন্ধান করিলে আমার ঠিকানা জানিতে পারিবেন। শীঘ্র আসিবেন, আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন! আপনার উপর শুভগ্রহের দৃষ্টি আছে! আসুন—শীঘ্র আসুন!—ই—"

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে হরদয়াল জিজ্ঞাসা করিল,—"এখনও কি আপনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবেন?"

রঘুবীর সন্দিগ্ধভাবে হরদয়ালের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,"এখনও।" তাহার পর উভয়কে অভিবাদন করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পল্লীপ্রান্তে একটা সামান্য পান্থাবাসেবাস লইয়াছিলেন। তদভিমুখে দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল পথের সমস্ত লোক তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে—তাঁহার ললাটে পরাজয়ের যে কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত রহিয়াছে তৎপ্রতি সকলে ভ্রুকুটী করিতেছে। অবশেষে আর মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"দারিদ্রে যে এমন বৃশ্চিকের দংশন জ্বালা আছে, পূর্ব্বে আমি অনুভব করিতে পারি নাই। দরিদ্র—কৃমি কীট, পথের ধূলা। নচেৎ আমি এক জন মহারাষ্ট্র সামন্তের পুত্র—আমি উপেক্ষিত হইলাম, কারণ আমি অর্থের আকাঙ্ক্ষায় তাহার দ্বারস্থ। আর ঐ অশ্বব্যবসায়ী সসম্মানে গৃহীত হইল—কারণ সে আমার মত টাকা ধার করিতে আসে নাই। ইন্দিরা যথার্থই বলিয়াছে, আমি আমার যৌবনের যোগ্য সময় অলসভাবে নির্জ্জনে অতিবাহিত করিয়া ভাল করি নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমার চৈতন্য হইয়াছে—দ্বিগুণিত উৎসাহ এবং প্রবল অধ্যবসায় সহকারে, আলস্যে এতদিন যাহা হারাইয়াছি, তাহার পুনরুদ্ধার করিব। হৃদয়কন্দরে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এতদিন সুপ্ত ছিল, এক্ষণে তাহা প্রবুদ্ধ হইয়াছে। দেখি কে আমার উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করে।"

তিনি বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন গদাধর তাঁহার অশ্বটীর সেবা করিতেছে। তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"গদাই! যে জন্য সুরাটে আসা, তাহা শেষ হইয়াছে। যদি তোমার পথশ্রম দূর হইয়া থাকে, আমরা কাল বেরারের অভিমুখে যাত্রা করিব।"

গদাধর প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,"কোন্ বেরার? ভুরশিয়ালীর রাজ্য?"

প্রভু হাসিলেন। কারণ গদাধর ভোঁসলে

বংশীয়গণকে ঐ নামে অভিহিত করিত। গদাধর কহিল,—"আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই—পথ-হাঁটায় আমার বড় আমোদ। সহরের কোলাহল অপেক্ষা বনজঙ্গল ময়দানের ফাঁকা-স্থান আমার ভাল লাগে।"

অপরাহ্নে বাসায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে হরদয়াল আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। রঘুবীর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একি! আপনি এখানে?"

হর। একটা কার্য্যে আসিয়াছি।

রঘু। আশ্চর্য্য কার্য্যের কথা পরে হইবে। প্রথমতঃ আমি শুনিতে চাই আপনার উদ্দেশ্য কি? অশ্ব-ব্যবসায়ী সাজিয়া আমাকে মুগ্ধ করিতে পারিবেন না।

হর। ওঃ আপনার চাকরটা আমার বিরুদ্ধে বোধ হয় কিছু বলিয়াছে। আমাকে অশ্ব ব্যবসায়ী বলিয়া বিশ্বাস হয় না? তবে আমি ছদ্মবেশী রাজপুত্র। কি ভ্রম! মহাশয় গো আমি সামান্য ঘোড়ার ব্যবসাদার ভিন্ন আর কিছুই নাই। আপাততঃ আমি আপনার ঘোড়াটা কিনিতে আসিয়াছি।

রঘু। কিন্তু সে দিন সমুদ্রবক্ষে আপনায় যে অসাধারণ সহিষ্ণুতা দেখিয়াছি, তাহাতে আপনার স্বরূপতায় সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তাহার পর সহসা অন্তর্ধান—সে কথাটাও বিবেচনা করিবার বিষয়!

হর। কেন মহাশয়! সাহসিকতা এবং বদান্যতা কি ফুটফুটে তরুণ যুবকদের একচেটিয়া সম্পত্তি? অশ্বব্যবসায়ী সাহসী এবং একটু দয়ালু হইলে কি তাহার জাতি যায়? আপনার যুক্তির বহর দেখিয়া আমি হাসি রাখিতে পারিতেছি না। তাহার পর সহসা প্রস্থানের কথা—আমরা ব্যবসাদার লোক, কখন কোথায় দরকার পড়ে, তাহার ঠিক আছে কি?

রঘু। রায়গড়ে আসিয়া আমার সন্ধান লইয়াছিলেন কেন?

হর। আপনাকে একটা ঘোড়া বেচিব বলিয়া পূর্ব্ব হইতে যদি আপনার সহিসকে আমার পক্ষপাতী করিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে সহজে কার্য্যোদ্ধার হইবে। এ সব ব্যবসাদারী।

রঘু। এমন কি জন্য আসিয়াছেন বলিলেন?

হর। এক জন সুরাটবাসী আপনার ঘোড়াটী দেখিয়া বড় পছন্দ করিয়াছে—কত হইলে উহা বিক্রয় করিবেন।

বিরক্ত হইয়া রঘুবীর কহিলেন,—"আমি ঘোড়া বেচিব না।"

হর। আপনার সঙ্গে যখন আলাপ হইয়াছে, মিথ্যা বলিব না। ঘোড়াটা বিক্রয় করিলে আমার কিছু লাভ হইত। আপনারও ত এ সময়ে অর্থের বিশেষ আবশ্যক। কেবল মর্য্যাদাহানির আশঙ্কায় অথবা নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতেছেন না। কত টাকায় খরিদ করিয়াছিলেন?

(ক্রমশঃ।)

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ।

মোটর ডাকাতি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্যারিস, রোম, ফ্লরেন্স, বারলিন, ভিয়ানা—সাদা কথায়, পিরানিস হইতে রুসিয়ার সীমান্ত রেখা পর্য্যন্ত, অৰ্দ্ধ ইউরোপ খণ্ডের সর্ব্বত্র সকলে জানে আমি কাউণ্টের মোটর চালক। এই নামেই আজ আমি সর্ব্বত্র অভিহিত।

আমার নাম জর্জ ইবার্ট। আমি জাতিতে ইংরাজ। আমার পিতা লণ্ডনের কোন সদাগরি আফিসের এজেণ্ট। আমার বাল্য-জীবন ইউরোপের নানাদেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল।

আমার বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, আমার পিতা কিছু ধন সঞ্চয় করিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন এবং লিঁও নগরের কোন পশম ব্যবসায়ীর প্রতিনিধিরূপে উডষ্ট্রীটে অবস্থান করিতে আরম্ভ করেন।

কুড়ি বৎসর বয়সে আমার নাগরিক জীবন আরম্ভ হয়। আমি চাকরী লইয়া কোন আফিসে প্রবেশ করি কিন্তু উচু টুলের উপর বসিয়া ধূলি-ধূসরিত বড় বড় খাতা পত্রের মধ্যে কোন রূপই আকর্ষণ আমি খুজিয়া পাইলাম না। আমার বরাবর ঝোঁক ছিল কলকজা,যন্ত্র পাঁতির দিকে। স্থপতি বিদ্যা বা ঐরূপ কোন একটা সূক্ষ্ম কলাবিদ্যার অনুশীলনে জীবিকার্জ্জন করাই আমার জীবনের স্বপ্ন ছিল কিন্তু আমার পিতা এ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহার ইচ্ছা জীবিকার্জ্জনের পথে আমি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করি।

ছ' মাসেই আমার চাকরীর মোহ কাটিয়া গেল। আর আফিসে যাইব না বলিয়া ঝোঁক ধরিলাম। পিতার সহিত মুখোমুখি বেশ দুই কথা হইয়া গেল। তাহাতে এই ফল দাঁড়াইল,—সপ্তাহ খানেক পরেই আমি স্বদেশ ছাড়িয়া কানেডা যাত্রা করিলাম। কিন্তু বিদেশেও কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া সেই বৎসরেই ফিরিয়া আসিলাম এবং কয়েক মাস যাবৎ লণ্ডনের পথে পথে কোন দিন অনশনে, কোন দিন অৰ্দ্ধাশনে ঘুরিয়া, অবশেষে কোন একটা মোটর গাড়ীর কারখানায় সামান্য একটা কার্য্য সংগ্রহ করিলাম। এতদিন পরে আমি আমার ধাতে আসিলাম। আজীবন যে দিকে আমার ঝোঁক, সেই কার্য্যের সন্ধান পাইলাম। দুই বৎসরের শিক্ষায় সকল রকম মোটর গাড়ীর কলকজায় আমার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিল এবং আমি একজন দক্ষ মোটর চালক এবং নিপুণ ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া পরিচিত হইলাম।

আমি যে কারখানায় ছিলাম, সেখানে বহু উৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান্ শকট প্রস্তুত হইত। অবশেষে আমি পরিদর্শকের পদে উন্নমিত হইলাম এবং প্রত্যেক গাড়ী গ্রাহককে বিক্রয় করিবার পূর্ব্বে তাহা চালাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ভার আমার উপর পড়িল। শকট চালনায় আমার দক্ষতা প্রকাশ

পাইলে, কারখানার কর্ত্তারা আমাকে অনেক "মোটর দৌড়ে" পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন, আমার সুখ্যাতি অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহাদের গাড়ীর গৌরব এবং বিজ্ঞাপনও চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল।

দৌড় খেলিতে গিয়া আমার মনের মধ্যে দূর দূরান্তরে ভ্রমণের একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। নিকটবর্ত্তী উদ্যান, রাজপথ বা ময়দানে মোটর চালনা করিয়া সে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন করিবার কোনই উপায় ছিল না। সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করিবার জন্য আমি আকুল হইয়া উঠিলাম। আমি এখন যে কার্য্যে ব্রতী তাহাতে সকল শ্রেণীর লোকের সহিতই আমার আলাপ হইতে লাগিল। আমার কারখানায় মোটর কিনিতে আসিলেই, আমাকেই মোটর চালাইয়া পরীক্ষা করিয়া দিতে হইত। সুতরাং এখন এক গাড়ীতে আমার আসনের পাশে বসে কাহারা জান? রাজমন্ত্রী, ডিউক, ভারতের রাজা মহারাজা, পার্লামেন্টের মেম্বর, বড় বড় ধনী ব্যবসায়ী, সমাজের মধ্যে সঙ্গতিশালী যারা। সকলেই আমার সহিত নির্ব্বিকারে আলাপ করেন। ইঁহারা সকলেই মোটর কিনিতে আসেন কিন্তু ইহার কলকব্জা বা যন্ত্রপাতির সম্বন্ধে সম্পূর্ণই অনভিজ্ঞ। আমার এ চাকরী সুখেরও বটে এবং পয়সাও ছিল যথেষ্ট কিন্তু লণ্ডন আমার ভাল লাগিতেছিল না, ইহার সীমাবদ্ধ স্থানে আমার মন স্থির হইতেছিল না—বেগগামী মোটরে চাপিয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিবার জন্য আমার দুরাকাঙ্ক্ষা প্রতিনিয়ত আমাকে উত্তেজিত করিতেছিল।

মাস কয়েকের মধ্যেই আমার এই চির পোষিত আশা তৃপ্তির একটা সুযোগ উপস্থিত হইল।

পৌষের এক হিমাচ্ছন্ন প্রভাতে, আমি কাউণ্ট বিন্দু ফেরিসের সঙ্গে এক ক্লাবে সাক্ষাৎ করিলাম। ঐ স্থানে, ঐ সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি পূর্ব্বেই আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। কাউণ্ট ইতালির কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। তাঁহার বয়স অল্প, বড় জোর ত্রিশ। দীর্ঘাকার, সুপুরুষ—পরিধানে গাঢ় পীত বর্ণের একটা পোষাক। তাঁহার মুখে সুন্দর, সুমার্জ্জিত ইংরাজী শুনিয়া আমি প্রথমতঃ তাঁহাকে ইংরাজ বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। আরও তাঁহার মুখের লাবণ্য, চুলের চিকণ বর্ণ, তাঁহার দীর্ঘোন্নত সৈনিকোচিত দেহ, শ্মশ্রুগুম্ফহীন মুখমণ্ডল সহসা দেখিলে তিনি যে ইংরাজ নহেন, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিতে পারে না।

প্রথমেই তিনি আমার প্রশংসাপত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলেন, তাহার পর আমার সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিবার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ফরাসী ভাষা জান?"

আমি উত্তর করিলাম, "জানি। ইতালী এবং জর্ম্মানীর ভাষাও কিছু কিছু জানা আছে।"

আমি ইতালীর ভাষা জানি শুনিয়া, তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "বেশ বেশ!"

তাহার পর, অন্য লোক সে স্থান ত্যাগ করিলে, নির্জ্জন পাইয়া, কি কি সর্ত্তে আমাকে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন, প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"যদি আমি তোমাকে বিশ্বাসী বলিয়া মনে করি, তোমার বেতন দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিব। সাদা কথায়, সকল বিষয়েই তোমাকে বোবা হইয়া থাকিতে হইবে—বোধ হয় আমার কথাটার অর্থ বুঝিয়াছ?"

এই বলিয়া, তিনি আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন।

আমি উত্তর করিলাম,—"না, আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না!"

কাউণ্ট কহিলেন,—"এমন কতকগুলো বিষয় আছে—অবশ্য সে সকল, আমাদের পারিবারিক—তাহা হইলেও তোমার হয়ত জানা আবশ্যক! কথাটা কি জান, আমার সাহায্যের দরকার—আমি একজন সুদক্ষ, নির্ভীক অথচ বিশ্বাসী চালকের সহায়তা চাই। তোমাকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবার জন্য পত্র লিখিবার পূর্ব্বে আমি তোমার সম্বন্ধে গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, তুমি আমায় যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবে এবং সে সাহায্যে আমাদের উভয়েরই উপকার হইবে।"

আমি ত অবাক্। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার কৌতূহল আরও বাড়িয়া উঠিল,—যখন তিনি পুনরায় বলিলেন,—"কথাটা কি জান, মেয়ে মানুষ লইয়া ব্যাপার—যেমন তেমন মেয়ে মানুষ নয়—কোন বড় ঘরের নবীনা ইহার মধ্যে আছে। আর বোধ হয় বলিতে হইবে না? বুঝিয়াছ ব্যাপারটা? কথাটা বোধ হয় প্রচার হইবে না?"

আমি হাসিয়া প্রতিশ্রুতি দিলাম। কিন্তু এ সকল কি ব্যাপার? প্রতিপদেই আমার কৌতূহলের সহিত বিস্ময় বাড়িতে লাগিল। বুঝিলাম আমার এই নিয়োগকারী প্রভু কোন রহস্যময় পুরুষ। কিন্তু তাঁহার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, অদূর ভবিষ্যতে এ রহস্য-যবনিকা আমার সম্মুখ হইতে অপসারিত হইবে। এ যবনিকার অন্তরালে যে কোন গুপ্ত প্রেমের লীলা প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলাম।

কাউণ্ট বড় লোক। তাঁহার ব্যক্তিগত গোপনীয় কার্য্যের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? আমার কার্য্য হইতেছে—তাঁহার মোটর লইয়া, তাঁহার সহিত বিদেশে ভ্রমণে যাইব, গাড়ীর তত্ত্বাবধান করিব, টায়ার বা পেট্রোলে অধিক ব্যয় না হয়, তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিব এবং মাসে মাসে মাহিনার টাকাগুলি গণিয়া লইব। ইহাই হইল আমার কার্য্য—ইহার বাহিরে আমার দৃষ্টি দিবার আবশ্যক কি?

কাউণ্ট উঠিয়া গিয়া অপর একটা টেবিলের নিকট বসিলেন। সেখানে লিখিবার সরঞ্জাম সবই মজুত ছিল। তিনি সংক্ষেপে

দুইখানা চুক্তিনামা লিখিয়া ফেলিলেন। তাহার সার মর্ম্ম, আমি তিন বৎসর তাঁহার নিকট কাজ করিব। এই সময়ে পরস্পরের স্বার্থের মধ্যে কোনই ভেদাভেদ থাকিবে না। এই শেষোক্ত কথায় আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগিল, কিন্তু সে দিকে তেমন লক্ষ্য না করিয়া চুক্তিনামায় নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলাম। বর্ত্তমানে মোটর কারখানায় যে বেতন পাইতেছি, কাউণ্ট ইহারই মধ্যে আমাকে তাহার দ্বিগুণ মাহিনা দিতে সম্মত হইয়াছেন, সুতরাং চুক্তিনামার ভিতর যাহাই থাকুক না কেন—আমি তাহা গ্রাহ্যই করিলাম না।

কাউণ্ট আমার স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা পকেটে পুরিতে পুরিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার গাড়ী বাহিরে আছে—দেখিয়াছ বোধ হয়?"

(ক্রমশঃ।)

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ।

বিবিধ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের খাল।

বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষায় মদনমোহন।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে একটি সদনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিশ্ব বিদ্যালয়ে একটি কৃষিকালেজ ও তৎসংক্রান্ত একটী কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রস্তাবের সাফল্য কল্পে সেচের জলের খুবই আবশ্যক। সেই অভাব দূর করিবার নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে গঙ্গা হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত একটি খাল খনিত হইবার সঙ্কল্প স্থির হইয়াছে। সেই খাল খনন কার্য্যের উদ্বোধন কার্য্য ঐ দিন সম্পন্ন হইয়াছে। কাশীনরেশ স্বয়ং এ ব্যাপারে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, এবং প্রথমে খননকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব ফরাসী মন্ত্রী মুসিয়ে কেমনলো এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। কাশীনরেশ খালখননের নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত প্রায় ২১০০ একার [তিন বিঘা—এক একার] জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে দান করিয়াছেন। পরন্তু রায় গঙ্গারাম বাহাদুর খালখননের জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং কৃষিকলেজের জন্য ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য দাতাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, এখন এদেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিশিক্ষার প্রয়োজন হইয়াছে, আমাদের শাস্ত্রপুরাণেও কৃষিকার্য্য সম্মানের দৃষ্টিতে লক্ষিত হইয়াছে। পণ্ডিত মালব্যের বক্তৃতার পর যথারীতি শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ ও পূজাদি সম্পন্ন হয় এবং কাশীনরেশ একখানি রৌপ্যনির্ম্মিত কোদালির দ্বারা খানিকটা মাটি কাটিয়া লন। তাঁহার পরে কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ সকলেই কিছু কিছু মাটী কাটেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ সমূহ একদিন বন্ধ ছিল।

শিক্ষায় দান।

ভবানীপুর পদ্মপুকুরের বিখ্যাত ধনী শ্রীযুত গোপালচন্দ্র সিংহ তাঁহার পরলোকগত পিতার নামে বাঙ্গলার জাতীয় শিক্ষাপরিষদের হস্তে লক্ষ টাকা দান করিতেছেন; উদ্দেশ্য ধর্ম্ম ও কৃষি শিক্ষার সুব্যবস্থা করা। তিনি বলিয়াছেন, এদেশের লোকের ধর্ম্ম ও কৃষিই প্রধান সম্বল, সুতরাং এই দুইটি বিষয়ে শিক্ষার উন্নতি সাধন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যদি অপরাপর দাতা দুই লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়া জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বনিয়াদ সুদৃঢ় করিবার ভরসা দেন, তাহা হইলে তিনি এই এক লক্ষ ব্যতীত আরও অর্থ সাহায্য করিবেন। বাঙ্গলাই প্রথমে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, আবার বাঙ্গালাই এখন জাতীয় শিক্ষাবিস্তারের পথ দেখাইতেছে।

জলকম্প।

১৬ই ডিসেম্বর গোধূলী সময়ে ময়মনসিংহে ভয়ানক জলকম্প হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২০ মিনিট কাল তথাকার সমস্ত জলাশয়ের জল আলোড়িত হইয়া সমস্ত লোকের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। সেই তারিখে রাত্রি সাতটার সময় ঢাকার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জেও সেইরূপ জলাশয়ের সকল জল আলোড়িত হইয়াছিল। একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ঘড়ির দোলন যন্ত্র যেরূপভাবে দুলিয়া থাকে, মাণিকগঞ্জের জলাশয় সকলের জল সেইরূপ একবার এদিকে একবার ওদিকে ক্রমাগত আন্দোলিত হইয়াছিল।

কৃষি-বিদ্যালয়।

সরকার কৃষি বিভাগে একটি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইয়াছেন দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। তাঁহারা কৃষক সন্তানদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য চুচুড়ায় একটি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। দেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য সময়ে সময়ে দুই একখানি পত্র পুস্তিকা প্রচার ব্যতীত এতাবৎ কৃষিবিভাগ কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিয়াছেন, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। সত্য বটে, তাঁহারা আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সমূহে কোন কোন ফসলের পরীক্ষা করিয়াছেন, দুই একটি নূতন ধানের ও পাটের আবাদের পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল পরীক্ষার ফল কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কৃষকদিগের যে শিক্ষার প্রয়োজন সে শিক্ষা দানের জন্য তাঁহারা বিশেষ কোন ব্যবস্থা করেন নাই। চুচুড়ার এই বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা সেই শিক্ষার সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

চুচুড়ায় এই কৃষিবিদ্যালয়ে সাধারণতঃ কৃষক সন্তানদিগকেই শিক্ষা প্রদান করা হইবে তাহাদিগকে তথায় দুই বৎসরকাল শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমূহের পঞ্চম ও ষষ্ঠ মান পরীক্ষার জন্য যেরূপ পাঠ্যের ব্যবস্থা আছে, এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সেই সকল পুস্তক পড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বর্ত্তমান কালের উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতে পারে,

তাহারও বন্দোবস্ত করা হইবে। ভূমিতে সার প্রদান, বীজ বপন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের সঙ্গে কৃষিযন্ত্র নির্ম্মাণ ও তাহা মেরামত করিবার প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। কিন্তু দুই বৎসর কালের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কতটুকু কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিবে তাহা আমরা বলিতে পারি না। যাহা হউক তাহাদিগকে পৈত্রিক ব্যবসায়ে উন্নততর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা যে প্রবর্ত্তিত হইল, ইহা ভবিষ্যতের পক্ষে আশার কথা। কিন্তু কেবল চুচুড়ায় একটি বিদ্যালয় বা ঢাকায় একটি আদর্শ ক্ষেত্র সংস্থাপন দ্বারা দেশের অভাব দূর হইবে না। প্রত্যেক জেলাতেই এইরূপ বিদ্যালয় ও তৎসঙ্গে-একটি পরীক্ষা ক্ষেত্র স্থাপন আবশ্যক। কিন্তু দেশের কৃষিকার্য্যের স্থায়ী উন্নতির জন্য উচ্চতম কৃষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। বাঙ্গালায় অদ্যাবধি একটি উচ্চ শ্রেণীর কৃষিকলেজ স্থাপনের কোন উদ্যোগই দেখিতেছি না। বিহারের সাবৌরে যে একটা বাঙ্গালার সহিত ভাগের কলেজ আছে সরকারী ব্যবস্থার দোষে তাহাতে কোন উপকারই হইতেছে না। অতঃপর এদেশের কৃষি বাণিজ্য সংক্রান্ত ভার যাঁহাদের হস্তে অর্পিত হইবে তাঁহারা এ বিষয়ে কি করেন দেখিবার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

তাহার পর অবস্থাঘটিত প্রমাণে কলোনেল এমনই ভাবে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছেন যে, এই জন সঙ্ঘের মধ্যেই অধিকাংশই তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছে। রাজতন্ত্রীরা ত তাঁহাকে অপরাধী করিতেই পারে, যাহারা প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী, তাহাদের মধ্যে নিরক্ষর যাহারা অথবা যাহারা কোনরূপ রাজনৈতিক দলভুক্ত নয়, তাহারাও তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত প্রমাণ প্রয়োগের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে। তবে যাহারা নিরক্ষর অথচ প্রজাতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রতি যাহাদের প্রবলাসক্তি আছে, তাহারা তাঁহাকে রাজহত্যায় অগ্রসর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া, মনে মনে গর্ব্বানুভব করিয়াছে এবং সানন্দে চীৎকার করিয়া তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত দলের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, তাঁহারা আরোপিত অভিযোগে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলেও, তিনি যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ এ কথা বলপূর্ব্বক বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কিন্তু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।

পাছে রামবল্ডের দল পথে সমবেত হইয়া উচ্চকণ্ঠে তাঁহার জয়ধ্বনি করে, এই আশঙ্কায় রাজপক্ষীয়েরা জনতার মধ্যে মিশিয়া, তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন এবং সকলকে স্বপক্ষে আনিয়া বিপক্ষের আনন্দ নিনাদ চাপা দিবার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সকল সুরাবিক্রেতা রাজভক্ত বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগকে প্রচুর অর্থে বশীভূত করিয়া, নিম্নশ্রেণীর জন সাধারণের মধ্যে মুক্তহস্তে মদ্য বিতরণ করিতে লাগিলেন। নগরের ইতর লোকেরা রাজদত্ত অর্থে মদ্যপান করিয়া, রাজপক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিল। অন্যদিকে অপর কতকগুলি লোক রামবল্ডের নিরপরাধিতা প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সকল লোক যে মহাশয় জেনারেল অজিফান্টের ইঙ্গিতে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা না বলিলেও বোধ হয়, পাঠক অনুমান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সকল লোক, প্রকাশ্যে না হউক, আকার ইঙ্গিতে প্রচার করিতে লাগিলেন, সাধারণতঃ লোকের যেরূপ ধারণা, বিচার ফল ঠিক তাহার বিপরীত হইবে। তাহার পর তাঁহারা পথে ঘাটে না ঘুরিয়া, প্রত্যেক সুরাবিপণীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, লোককে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, এই যে মদ্য বিতরিত হইতেছে, ইহা উৎকোচের নামান্তর মাত্র। সুরার বিনিময়ে জনসাধারণের স্বাধীন মত ক্রীত হইতেছে। এই কথা শুনিয়া বহু সংখ্যক লোক সে স্থান ত্যাগ করিল এবং রামবল্ডের দলের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল।

নয়টা বাজিবার অব্যবহিত পরেই সচীববর্গ বিচারপতিগণ এবং সরকারী উকিল ব্যারিষ্টারের শকট সকল বিচারালয়ের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। রাজপক্ষ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল—বিপক্ষদলও চীৎকার করিয়া, আর্ত্তনাদ করিয়া এবং হিপ হিপ শব্দে দিগন্ত পরিপূরিত করিয়া তুলিল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই বন্দীর গাড়ী আসিতেছে বলিয়া একটা জনরব উঠিল। ইতিমধ্যে অজিফান্টের নিয়োজিত কর্ম্মচারী বৃন্দের কর্ম্মতৎপরতাগুণে অধিকাংশ নিরক্ষর ব্যক্তি এবং যাহারা রাজনৈতিক কোনরূপ মতামতের ধার ধারে না—এতাবৎ যাহারা রামবল্ডকে দোষী ভাবিয়া আসিতেছিল—তাহাদের মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল—তাহারা বুঝিতে পারিল তিনি চক্রী চক্রে পড়িয়া, অবস্থা বৈগুণ্যে আসামী শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

ইতিমধ্যে কদর্য্য একাশ্ব সংযোজিত একখানি অনাবৃত শকট জনসঙ্ঘের লোচনপথবর্ত্তী হইল। অমনি রাজপক্ষ হইতে বিদ্রূপ সূচক চীৎকার, ঘৃণাপূর্ণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল কিন্তু বিপক্ষদল এমনই ভাবে গর্জ্জিয়া উঠিল যে, তাহাদের আনন্দ-নিনাদে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল। বিপক্ষের ক্ষীণ নিনাদকে চাপা দিয়া, সে স্বর মুহুর্মুহু গগনে পবনে ধ্বনিত হইতে লাগিল। রাজপক্ষীয় উকিল, ব্যারিষ্টার, মন্ত্রী, বিচারক প্রভৃতি ধর্ম্মাধিকরণে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, বিচারকের খাসকামরায় সমবেত হইয়াছিলেন। সে গভীর আনন্দ-গর্জ্জন তাঁহাদেরও কর্ণে প্রবেশ করিল। ক্রোধে ক্ষোভে তাঁহাদের মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হইয়া উঠিল—কিন্তু সেই

সঙ্গে তাঁহাদের প্রত্যেকের নেত্রে বিজয়ানন্দের আশায় একটী তীব্র পৈশাচিক জ্যোতিঃ বিভাসিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু বন্দী এখন কি করিতেছেন! এই সকল অবমাননা, স্তূপীকৃত অত্যাচার কি ভাবে সহ্য করিতেছেন? তিনি স্থির শান্ত, অবিচলিত! মুখে ভয়ের লেশ মাত্র নাই। শকটের উপর ঋজুভাবে উপবিষ্ট। কারাগারের কষ্টে তাঁহার দেহ যে অবনত হইয়া পড়ে নাই কিংবা তাঁহার এই অবস্থা বৈগুণ্যে তাঁহার মানসিক তেজের যে কোনরূপ হ্রাস হয় নাই, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার দৃষ্টিতে অহম্মিকতার লেশমাত্র বিদ্যমান ছিল না, সে দৃষ্টি বীরের মত নির্ভীক, কঠোর অথচ শান্ত গম্ভীর। তাঁহার অবিচলিত ভাব দেখিয়া, অনেকেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া পড়িল। তিনি অপরাধী বন্দীর মত অবনতমস্তকে বিচারালয়ের অভিমুখে গমন না করিয়া সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া নৃপতি এবং তাঁহার পারিষদবর্গ বিষম আঘাত পাইলেন।

বিচারালয়ের মধ্যে দর্শকগণের বসিবার বা দাঁড়াইবার যে স্থান ছিল, সেই স্থলগুলি যাহাতে অনুকূল মতাবলম্বী জন সাধারণের দ্বারা পূর্ণ হয়, তৎপ্রতিও রাজপক্ষীয়েরা লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন কিন্তু এ স্থলেও অলিফাণ্টের দূরদর্শিতার ফলে তাঁহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। তিনি সহর কোতয়ালের নিকট হইতে বহু সংখ্যক ছারপত্র সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার নিয়োজিত লোকের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। সেই ছারপত্রের বলে বহুসংখ্যক লোক, যাহারা তাঁহার মতাবলম্বী, রাজপক্ষীয় দলের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল।

কলোনেল রামবল্ড বিচারালয়ের সম্মুখে শকট হইতে অবতরণ করিবা মাত্র, তাঁহার জামতা তাঁহার পার্শ্বে দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি প্রথমে জেলের মধ্যে যান এবং সেখান হইতে বন্দীর সহিত আসিতে ইচ্ছা করেন কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায়, তিনি অন্তপথে বিচারালয়ের দ্বারে আসিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। রুথ, তাঁহার মাতা এবং পিসীও বিচারের সময় তথায় উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কলোনেল দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রতিবাদ করায়, তাঁহারা আসিতে সাহস করেন নাই।

বিচারালয় লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। মঞ্চের উপরিভাগের সম্মুখের আসনগুলি পদস্থ নরনারীরা অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। বিচারকের উভয় পার্শ্বস্থ স্থানগুলিতে তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা অথবা শাসক সম্প্রদায়ের অপরাপর কর্ম্মচারীরা বসিয়াছেন। উকিল মোক্তারদের বসিবার স্থানও পরিপূর্ণ। রাজ্যের যত বড় বড় নামজাদা বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যবহারজীবী তথায় সমবেত হইয়াছেন কিন্তু আসামীর ব্যারিষ্টার মিষ্টার মন্ত্রের মত কেহই দর্শকগণের আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইতে পারেন নাই। বিচারাসনে প্রধান বিচারপতি লর্ড পেমবারটন উপবিষ্ট—তাঁহার পশ্চাতে কয়েকখানি আরাম কেদারা সংস্থাপিত। তাহার উপর হালিফক্সের মার্কুইস, সুন্দরল্যাণ্ড এবং রুচষ্টারের আর্লদ্বয়, এবং আরও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তি সমাসীন। এটর্ণি জেনারেল সার রবার্ট সইয়ার সরকারের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য দণ্ডায়মান। জুরির আসনে জুরিগণ বসিয়াছেন—তাহারা সকলেই সরকার পক্ষের লোক।

কলোনেল রামবল্ড বীরের মত বক্ষ স্ফীত করিয়া, উন্নত মস্তকে আসামীর কাঠগড়ার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিচারকের প্রতি তাঁহার মস্তক ঈষন্মাত্রও নমিত হইল না।

তদ্দৃষ্টে সরকার পক্ষের এটর্ণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বন্দি! তোমার সম্মুখে বিচারপতি মহোদয় উপবিষ্ট দেখিতে পাও নাই কি?"

বন্দী উত্তর করিলেন,—"হাঁ, একজন বিচারককে সমাসীন দেখিতেছি কিন্তু তিনি ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতি কি তাহার বিপরীত, সে সম্বন্ধে সম্ভবতঃ আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা আছে।"

বিচারপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি সাহসে তুমি আমার বিরুদ্ধে এ রকম দুর্ণাম প্রচার করিতে সাহস করিতেছ?"

বন্দী উত্তর করিলেন,—"আমি সরকারী এটর্ণির প্রশ্নের উত্তর করিয়াছি মাত্র। কথাটা যদি আপনার অপ্রীতিকর হইয়া থাকে, তাহার জন্য আপনার এটর্ণির কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারেন।"

বিচারক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিন্তু তুমি কি সাহসে আমার দুর্ণাম রটাইতেছ?"

বন্দী ধীরভাবে উত্তর করিলেন,—"যখন করোণারের তদন্ত আরম্ভ হয়, আপনি আমার বিরুদ্ধে রাজহত্যার অভিযোগ আরোপিত করিয়াছিলেন। আমি তখন তথায় উপস্থিত ছিলাম না—থাকিলে উত্তর করিতাম আমি নিরপরাধ। আমিও আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার বিরুদ্ধে আমার স্বদেশবাসীর রায় বাহির হইবার পূর্ব্বে আপনি কি সাহসে আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে সাহস করিয়াছিলেন?"

এটর্ণি প্রবর জজ মহোদয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"দেখিতেছেন কি প্রকার লোকের সহিত আমাদিগকে যুঝিতে হইবে?" তাহার পর তাঁহার চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ, ইহার পূর্ব্বে আসামীর কাঠগড়ায় এরূপ ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক আর কখনও দণ্ডায়মান হয় নাই।

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ বর্ষ।] ২৫শে মাঘ, ১৩২৭ সাল। ইং ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ সাল। [১০ম খণ্ড।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অপূর্ব্ব প্রতিহিংসা।

রঘু। পঞ্চাশ টাকায়।

হর। বলেন কি পঞ্চাশ টাকায়! আপনি কি রহস্য করিতেছেন? না-না, পঞ্চাশ টাকায় এমন ঘোড়া পাওয়া যায়! আপনার সহিত আলাপ হইয়াছে—আপনাকে প্রতারিত করিব না। উহার দাম এখন দেড়শত টাকা।

রঘু। আপনি দেড়শত টাকায় লইবেন?

হর। লইব। তবে আপনাকে আশী টাকা নগদ দিব এবং দুইটী ঘোড়া দিব। দেখিতে তত সুশ্রী না হইলেও দ্রুতগামী এবং শ্রম সহিষ্ণু। বলুন আপনি সম্মত কি না?

রঘু। সম্মত।

হর। দেখুন কথার কোন খেলাপ হইবে না ত?

রঘু। ভদ্রলোকের এক কথা।

হরদয়াল তৎক্ষণাৎ আশী টাকা গণিয়া দিয়া কহিল,—"যদি অনুমতি করেন, আমি আজই আপনার ঘোড়াটা লইয়া যাইব—কল্য প্রভাতেই আমার প্রতিশ্রুত অশ্ব পাইবেন। কোন ভয় করিবেন না—সুরাটে সকলেই আমাকে চেনে।"

রঘুবীর সম্মতি দিলেন, হরদয়াল তাঁহার ঘোড়াটা খুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। রঘুবীর এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে মনে মনে মহা সন্তুষ্ট হইলেন। গদাধর সকল কথা শুনিয়া কহিল,—"যদি প্রাতঃকালে ঘোড়া দুইটী পাঠাইয়া দেয় তবেই ভাল।"

রাত্রি প্রভাত হইল। প্রাতঃকালে পান্থাবাসের দ্বারে দুইটী সজ্জিত অশ্ব দেখিয়া রঘুবীর এবং সন্দিগ্ধ গদাধরের আর আনন্দের সীমা রহিল না। উহার মধ্যে যেটী উৎকৃষ্ট—তাহারই দাম বোধ হয় দেড় শত টাকার অধিক।

প্রভু এবং ভৃত্য অশ্ব দুইটীতে আরোহণ করিয়া বেরারের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম বল্লরী।

যেখানে নারী—সেইখানেই বিপদ।

সে দিন সমস্ত পথ রঘুবীর ও গদাধর হরদয়ালের প্রসঙ্গ লইয়াই আলোচনা করিলেন। তাহার এই অপূর্ব্ব ব্যবহার সম্বন্ধে কত রকমই অনুমান তাঁহারা করিলেন কিন্তু কোনটাই বেশ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। যাহা হউক রঘুবীর প্রতিজ্ঞা করিলেন, আবার যদি কখনও তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহার এই রহস্যময় আচরণের একটা বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ৎ আদায় করিয়া তবে শান্ত হইবেন।

নানারূপ কথাবার্ত্তায় এবং পথের উভয় পার্শ্বের নানা সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে করিতে তাঁহারা মনের সুখে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। রঘুবীর গদাধরকে একটা দোনলা বন্দুক কিনিয়া দিয়াছেন, সে সেটাকে লাঠীর মত কাঁধে ফেলিয়া বলিত,—"লাঠীই আমার ছিল ভাল এখনও গুলি খাইয়া যদি কেহ মাটীতে গড়াগড়ি না দেয়, এই কুঁদোর আঘাতে তাহাকে কাৎ করিব।"

দ্বিতীয় দিবস মধ্যাহ্নে পথে একটা সামান্য ঘটনা ঘটে, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় হইবে না।

রঘুবীর দেখিলেন তাঁহাদের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অগ্রে এক খান গোযান মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে। সেখানা সোওয়ারী গাড়ী সম্ভবতঃ তাহার মধ্যে স্ত্রীলোক আছে, কারণ তাহার চতুর্দ্দিক উত্তমরূপ আবৃত বলিয়া তাঁহার অনুমান হইল। শকটের পশ্চাতে মুক্ত তরবারি করে দুই জন বরকন্দাজ। রঘুবীর দেখিলেন গোশকট চলিয়া গেল, তাহার রক্ষী দুই জন অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন প্রভৃতি হাব-ভাব দেখিয়া, তাহাদের উদ্দেশ্য তাঁহার ভাল বলিয়া বোধ হইল না। যাহা হউক তিনিও সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া

মাত্র, তাহারা তরবারি ঘুরাইয়া কহিল,—"অগ্রসর হইলেই—তরবারি চালাইব।"

তাহাদের অস্ত্রধারণ এবং সঞ্চালন কৌশল নিরীক্ষণ করিয়া, তিনি তাঁহার অসি নিষ্কাসিত বা পিস্তল উদ্যত করিলেন না। অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, হস্তস্থিত চাবুকের দ্বারা তাহার মুখে সবলে এক আঘাত করিলেন। সে ব্যক্তি হাতের অস্ত্র ফেলিয়া কাতর স্বরে কহিল,—"আমায় মারিবেন না, আমি পরাজয় স্বীকার করিতেছি।"

রঘু। তবে হতভাগা! আগে তরবারি চালাইতে আসিলি কেন?

প্রহরী। আমি যে আপনার সমকক্ষ নই, তাহা জানিতাম, কেবল আমার প্রভুর কথায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

রঘু। কে তোর প্রভু? তাহার আমি কি করিয়াছি?

প্রহরী। তিনি ঐ গাড়ীর মধ্যে আছেন। ব্যাপারটা কি জানেন একটী স্ত্রীলোককে লইয়া পলাইতেছেন—আমরা প্রহরী মাত্র। মনে করিয়াছিলাম আপনারা আমাদিগকে ধরিতে আসিয়াছেন, তাই আপনাকে আক্রমণ করিয়াছিলাম।

রঘু। তিনি কে?

প্রহরী। খুব বড়লোক বাতিলপুরের জমিদার, নাম রামভজন সিংহ।

রঘু। যিনি কুলরমণীকে বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাঁহার সহিত আমার কোন সহানুভূতি নাই। তথাপি তাঁহাকে বলিও তোমাদের মত অপদার্থ প্রহরীকে সঙ্গে আনিয়া ভাল করেন নাই।

প্রহরী পুনরায় কি বলিতে যাইতেছিল, রঘুবীর চাবুক তুলীতেই তাহারা ছুটিয়া পলাইল।

গদাধর কহিল,—"লোকটার কথায় আমার বিশ্বাস হইল না। ইহার মধ্যে কোন গোলযোগ আছে।"

রঘু। যেখানে কুলস্ত্রী কুলের বাহির হইয়া পলায়ন করে, সেখানে গোলযোগ থাকিবেই ত।

গদা। উহাদের কথা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে উহারা কখনই এমন ভাবে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া যাইত না বা যাহার তাহার নিকট তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিত না।

রঘুবীর এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা কহিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা সেই গোযান অতিক্রম করিয়া যাইলেন। গাড়ী খানি এরূপ ভাবে আবৃত যে, তাহার মধ্যে কে বা কাহারা আছে, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা একটা পান্থাবাসে উপস্থিত হইলেন। একটা গ্রামের প্রান্তে এই পান্থাবাস অবস্থিত। রাহী লোক দেশ দেশান্তরে যাইবার সময়ে মধ্যাহ্নে এই স্থানে অবস্থান করিয়া আহারাদি করে এবং রাত্রি উপস্থিত হইলে ইহার মধ্যে আশ্রয় লইয়া রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হয়। যাহার পান্থাবাস তিনি পথিকের সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাঁহার প্রাপ্য বুঝিয়া লইয়া, গ্রামের মধ্যে তাঁহার গৃহে প্রস্থান করেন।

এই পান্থাবাসে ছোট বড় পাঁচ ছয় খানি ঘর আছে। রঘুবীর এক খানি ঘর ভাড়া লইয়া,আহারাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ঘোড়া দুইটী বাহিরে একটী চালায় রক্ষিত হইল।

গোধূলির অন্ধকারে ধরণী পরিব্যাপ্ত হইলে রামভজন সিংহের গাড়ী এবং লোকজনও তথায় উপস্থিত হইল। পান্থাশ্রমের কর্ত্তা মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাঁহাদের তদ্বির করিতে লাগিল। রঘুবীর কতকটা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ঘরের বোওয়াকে আসিয়া দাঁড়াইলেন কিন্তু তাঁহার উদ্দীপ্ত কৌতুহল-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল না। রামভজন অগ্রে শকট হইতে অবতণ করিয়া, হাত ধরিয়া তন্মধ্যস্থা রমণীকে নামাইয়া লইলেন। রমণীর মুখে নিবিড়াবগুণ্ঠন—সর্ব্বাঙ্গ এক থানা চাদরে আবৃত, তাহার উপর গোধূলির অন্ধকার, সুতরাং রমণী কৃষ্ণাঙ্গী কি গৌরবর্ণা, কৃশাঙ্গী কি স্থুলকলেবরা, বর্ষিয়সী কি নবীনা ষোড়শী তাহা বুঝিবার কোনই উপায় ছিল না। তবে তাঁহার চলন ভঙ্গিমা দেখিয়া তিনি যে যৌবনভারাবনতা যুবতী তাহা অনেকটা অনুমান করিয়া লইলেন।

যথাসময়ে তাঁহাদের আহারাদি পরিসমাপ্ত হইল। গদাধর প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া চালা ঘরে, যেখানে অশ্ব দুইটী আবদ্ধ ছিল,—তথায় গিয়া শয়ন করিল। রঘুবীর গায়ের জামা প্রভৃতি খুলিয়া এক স্থলে রাখিয়া দিলেন। যে মুদ্রাধারে মুদ্রা ছিল, তাহা খুলিয়া উপাধান নিম্নে রক্ষা করিয়া, পিস্তল দুইটা হাত বাড়াইলেই পাওয়া যায়, এমন স্থলে রাখিয়া শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রহরেক আন্দাজ সময়ে বহির্দ্দেশ হইতে তাঁহার রুদ্ধ দ্বারে করাঘাতের শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কে?" বাহির হইতে ভীতকণ্ঠে উত্তর হইল, "ভগবানের শপথ দরজা খুলুন।"

রঘুবীর সত্বর একটা পিস্তল তুলিয়া লইয়া দ্বারোন্মোচন পূর্ব্বক এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আলুলায়িতকুন্তলা, বিপর্য্যস্তবসনা, বেপথুমতী এক যুবতী গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নতজানু হইয়া উপবেশন করিল এবং বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে কহিল,—"মহাশয়! আপনি ভদ্রলোক! আমাকে রক্ষা করুন! আমার জীবন দান দিন।"

রঘুবীর কি উত্তর করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাতে দ্রুত পদ শব্দ শ্রুত হইল। রমণী ভীতিবিহ্বলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিল,—'শীঘ্র দরজা বন্ধ করুন! শীঘ্র দরজা বন্ধ করুন! নচেৎ আমাদের উভয়কেই খুন করিবে।"

অপরিচিতা তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বিদ্যুৎগতিতে দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া দিল, তাহার পর পাণ্ডুরবদনে কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহ মধ্যগত শয্যার উপর শুইয়া

পড়িয়া, উভয় করে বদন আচ্ছাদন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। গৃহের কোণে মিটু মিটু করিয়া আলোক জ্বলিতেছিল। রঘুবীর আলোকটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া রমণীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রমণী অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল, —"মহাশয়! আপনি আজ আমার প্রাণ-রক্ষা করিলেন।"

রঘুবীর তাহার এরূপ ব্যাকুলতার কারণ জানিতে চাহিলে, বিপন্না কহিল,—"মহাশয়! ক্ষমা করিবেন, আমাকে লজ্জা দিবেন না।"

রঘুবীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রমণীর মুখের দিকে চাহিলেন। মুখের উপর হইতে হস্ত অপসারিত হওয়াতে দীপালোক ঋজুভাবে আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িতেছিল। রমণী মুক্ত কেশদাম দিয়া তাহার অনাবৃত পীবর বক্ষ আচ্ছাদন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। রঘুবীর সবিস্ময়ে দেখিলেন রমণী—যুবতী, অসামান্যা সুন্দরী। ইন্দিরা ভিন্ন অপর কোন রমণীতে তিনি এত সৌন্দর্য্য কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া রঘুবীর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উপস্থিত আপনার বিপদটা কি? এবং কি উপায়ে আমি আপনাকে রক্ষা করিতে পারি? আপনি আমার সততা এবং তরবারির উপর নির্ভর করিতে পারেন।"

রমণী। আমি কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না। আমি বিষম প্রতারিত হইয়াছি! হায় কাহাকে আমি বিশ্বাস করিব!

রঘু। আদেশ করুন আমায় কি করিতে হইবে।

রমণী। যাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহার বিষয় জানিবার বাসনা আপনার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

রঘু। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিতে চাহিতেছি—তাহা মনে করিবেন না। আপনার বিপদের কারণ এবং বর্ত্তমান অবস্থা জানিতে পারিলে, সাহায্য করিবার সুব্যবস্থা হইবে ভাবিয়াই ও কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

রমণী। আপনি অতি সদাশয় ব্যক্তি। আমার ইতিবৃত্ত আপনার নিকট বিবৃত করিতে কোনই দোষ দেখিতেছি না। আমার নাম লক্ষ্মীবাই, আমি রতন সিংহের একমাত্র কন্যা। আমার পিতাকে বোধ হয় আপনি জানেন?

রঘু। না—তাঁহার নাম কখনও শুনি নাই।

রমণী। সে কি! মহারাষ্ট্রে তাঁহাকে কে না চেনে!

রঘু। ক্ষমা করিবেন—এ অঞ্চলে আমার বাস নয়।

রমণী। তা' হইতে পারে। তাহার পর আমার বিপদের কথা শুনুন। রামভজন সিংহ দূর সম্পর্কে আমার ভাই। কয়েক মাস হইতে তিনি তাঁহার জমিদারী ছাড়িয়া আমাদের বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। আমি বাল বিধবা। আমার উপর যে তাঁহার পাপ দৃষ্টি পড়িয়াছিল, আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। অবশেষে তিনি পিতার নিকট বিদায় লইয়া অপরাহ্নে আমাদের বাড়ী হইতে বহির্গত হন। সন্ধ্যার সময় অপরাপর দিবসের ন্যায় আমাদের বাড়ীর পশ্চাৎস্থিত পুষ্করিণীতে গাত্রাদি ধৌত করিবার জন্য বাহির হইলাম। দেখিলাম অদূরে একখানা শকট দণ্ডায়মান। আমাকে দেখিয়া রামভজন তাড়াতাড়ি আমার নিকট আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তুমি বাড়ী যাও নাই?' উত্তরে পাপিষ্ঠ কহিল,—'যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে মা'র সহিত দেখা হইল। তিনি তোমাদের বাড়ী আসিতেছিলেন।' আমি শশব্যস্তে তিনি কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, দুষ্ট কহিল,—'তিনি ঐ গাড়ীতে। তুমি শীঘ্র আইস তাঁহার শরীরটা সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে, তোমার সাহায্য না পাইলে আমি তাঁহাকে তোমাদের বাড়ী লইয়া যাইতে পারিতেছি না।' আমি সরল বিশ্বাসে শকটের নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র, দুর্ব্বৃত্ত আমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া দিল এবং চীৎকার করিবার পূর্ব্বে আমার মুখটা বাঁধিয়া ফেলিল। ভয়ে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম। যখন আমার জ্ঞান হইল—তখন রাত্রি হইয়াছে—গ্রাম হইতে আমরা বহুদূরে আসিয়াছি। হতভাগ্য আমাকে একখানা ছোরা দেখাইয়া বলিল, 'যদি চীৎকার কর কাটিয়া ফেলিব।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া লক্ষ্মীবাই থামিল এবং বস্ত্রাঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মার্জ্জনা করিল। ভজন সিংহের দুর্ব্বৃত্ততার পরিচয় পাইয়া রঘুবীরের শোণিত উষ্ণ হইয়াছিল। তিনি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কহিলেন,—"তাহার পর?"

রমণী। আমি নীরবে সকল অপমান সহ্য করিয়া তাহার সঙ্গে যাইতেছি।

রঘু। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি তাঁহাকে তাহার পাপের শাস্তি দিয়া আসিতেছি।

রমণী। না না, তাহা করিবেন না। যদি আপনার কোন বিপদ ঘটে, কে আমাকে রক্ষা করিবে? আমরা রাজধানীর অভিমুখে যাইতেছি, আপনি আমার উপর নজর রাখিবেন। হরদেব সিংহ সেখানকার সহর কোতোয়াল—তিনি আমার পিতৃবন্ধু। তাঁহার সাহায্যে উহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইবেন। তিনি আসিয়া যাহা সুব্যবস্থা হয় করিবেন। এখন আপনি যদি উহাকে মারিয়া ফেলেন, এবং আমি এ স্থান হইতে পিতৃভবনে গমন করি—আমি যে স্বেচ্ছায় তাহার অনুগামিনী হই নাই, কে বিশ্বাস করিবে।

রঘু। তাহাই হইবে।

রমণী। দেখিবেন বিস্মৃত হইবেন না—তাহা হইলে আমার ইহ-পরকাল নষ্ট হইবে।

রঘু। আপনি আমার উপর নির্ভর করিতে পারেন।

রমণী। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

এই বলিয়া লক্ষ্মী ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল। রঘুবীর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"এত দিন বৃথা নষ্ট করিয়াছি—সংসারে প্রবেশ না করিলে অভিজ্ঞতা লাভ হয় না।"

রাত্রি অনেক হইয়াছিল। পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন এবং অবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার চক্ষু-পল্লব নিদ্রাভারে অবনমিত হইয়া পড়িয়াছে মাত্র—অমনি নৈশগগন প্রতিধ্বনিত করিয়া বামাকণ্ঠের করুণ নিনাদ-উত্থিত হইল। রঘুবীর শশব্যস্তে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। আবার সেই আর্ত্তনিনাদ। তিনি তাঁহার পিস্তল এবং তরবারি লইয়া কক্ষের বাহির হইলেন এবং চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"ভয় নাই—আমি যাইতেছি।"

যে ঘরে রামভজন এবং লক্ষ্মী আশ্রয় লইয়াছিল, রঘুবীর তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কক্ষ শূন্য। তাঁহার হৃদয়মধ্যে শোণিত প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তবে কি তাঁহার আসিতে বড়ই বিলম্ব হইয়াছে—দুর্ব্বৃত্ত কি অভাগিনী যুবতীকে হত্যা করিয়াছে! কোন্ দিকে যাইবেন কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সেই সময়ে গগনপবন প্লাবিত করিয়া রমণী আবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"কে কোথায় আছ—রক্ষা কর—খুন—খুন!"

পান্থাবাসের পশ্চাতে গুল্মাচ্ছাদিত যে আম্রকানন, তাহারই মধ্য হইতে এই শব্দ আসিতেছিল। রঘুবীর—"ভয় নাই—যাইতেছি।"—বলিয়া তদভিমুখে ছুটিলেন। চালার নিকট আসিয়া গদাধরকে একটী ডাক দিলেন, তাহার পর পুনরায় বাগানের দিকে ছুটিতে লাগিলেন। চন্দ্রকরপ্লাবিত রজনী—কিন্তু ঘন পল্লবিত উদ্যানমধ্যে কিছুই স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছিল না। সুতরাং শব্দ লক্ষ্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইতে কিছু বিলম্ব হইল।

অবশেষে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার শতহস্ত আন্দাজ দূরে একটী রমণী মূর্ত্তি—প্রায় বিবস্ত্রা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। রঘুবীর চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"ভয় নাই—আমি রঘুবীর—দাঁড়ান।"

রমণী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অথবা পশ্চাতে না ফিরিয়া ক্রমাগত ছুটিতে লাগিল। অবশেষে রঘুবীর তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মী চীৎকার করিয়া কহিল, —"আমায় খুন করিও না—তোমার পায়ে পড়ি—আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

রঘুবীর বহুকষ্টে তাহাকে বুঝাইলেন, তিনি রঘুবীর, তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তা—তিনি পাপিষ্ঠ রামভজন নহেন।

লক্ষ্মী তখন তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বস্ত্রাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে করিতে কহিল,—"ওঃ আপনি! আঃ এ যাত্রা তাহা হইলে রক্ষা পাইলাম।"

রঘুবীর সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—"ভয় নাই—আমার সঙ্গে আসুন! দেখুন তাহার কি দুর্গতি করি!"

লক্ষ্মী সভয়ে তাঁহার প্রকোষ্ঠ চাপিয়া ধরিল এবং তাঁহার পাশে পাশে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে আসিতে লাগিল। রঘুবীর বুঝিলেন, তখনও লক্ষ্মী ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে।

বাগানের বাহির হইয়া দেখিলেন গদাধর তাহার বন্দুকটা কাঁধে ফেলিয়া তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভয়ানক অত্যাচার! গদাধর তুমি এই স্থানে এ মহিলাকে রক্ষা কর। আমি তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া আসি।"

লক্ষ্মী ভয়চকিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"না—না, আপনি একা যাইবেন না—বিশেষতঃ তাহার হাতে অস্ত্র আছে। আমি বরং এই চালাটার মধ্যে লুকাইয়া থাকি—আপনারা উভয়েই যান—রক্তারক্তি আমি দেখিতে পারিব না।"

রঘুবীর গদাধরকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় পান্থশালার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর মধ্যে অন্ধকার। গদাধর কহিল,—"আপনি এইখানে দাঁড়ান, আমি আপনার ঘর হইতে আলোটা বাহির করিয়া আনি। লোকটা বদমায়েস, তাহার পর যখন তাহার নিকটও অস্ত্র আছে, অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিয়া সহসা আক্রমণ করিতে পারে।"

কথাটা যুক্তিযুক্ত বটে। রঘুবীর সম্মতি দিলেন। গদাধর তিন লম্ফে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং আলোক লইয়া রামভজনের কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষ শূন্য—কেহ সেখানে নাই। রঘুবীর কহিলেন,—"তাহার জিনিষপত্র পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে।"

(ক্রমশঃ।)

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মোটর ডাকাতি।

ক্লাবে প্রবেশ করিবার সময় অতটা আমি লক্ষ্য করি নাই। কাজেই আমাকে সঙ্গে করিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলাম পথের এক পার্শ্বে চল্লিশ ঘোড়ার বল বিশিষ্ট এক সুন্দর মোটর দণ্ডায়মান। গাড়ী দেখিয়াই আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সুন্দর মোটর। তাহার প্রত্যেক সাজ-সজ্জা সুদৃশ্য এবং মূল্যবান। এই জাতীয় মোটর গাড়ীই দূর ভ্রমণের এবং দ্রুত গমনের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং এইরূপ একখানা গাড়ীর চালক হইবার জন্যই আমার অন্তর মধ্যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল।

আমি গাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেশ করিয়া পরীক্ষা করিলাম। কল-কব্জা সাজ-সরঞ্জাম যত দূর উৎকৃষ্ট হইতে হয়, তাহার জন্য অর্থব্যয় করিতে কাউণ্ট কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। আমি ইঞ্জিন খুলিয়া, পরীক্ষা করিয়া সহর্ষে কহিলাম,—

"বা! বেশ জিনিষ। ভাল রাস্তা পাইলে, এ গাড়ীর সহিত কেহই পাল্লা দিতে পারিবে না।"

হাসিয়া কাউণ্ট কহিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ। পূর্ব্বে আমার যে চালক ছিল, সে একটা আনাড়ী। রাগ করিয়া, কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। লোকটা আমারই মত ইতালীবাসী—হইলে কি হইবে, তুমি বোধ হয় জান, আমরা স্বভাবতই কোপনপ্রকৃতি, সহজেই আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। একবার চালাইয়া দেখিবে কি?"

আমি সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। কাউণ্ট তাঁহার গরম পোষাক আনিবার জন্য ক্লাবের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আমি ইতিমধ্যে ইঞ্জিন চালাইয়া, গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিলাম। তিনি অনতিবিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আমি পিকাডেলি রাস্তা দিয়া রিজেণ্ট পার্কের অভিমুখে শকট চালাইলাম। এ পথ আমার সম্পূর্ণ পরিচিত। শকট সশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রাতঃকালে কাউণ্টের কোন বিশেষ কাজ ছিল না। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত হইয়া রাস্তার পর রাস্তা পার হইয়া বহুদূর গমন করিলাম।

সে দিন বর্ষা বাদল না থাকিলেও প্রাতঃকালে শীতের প্রভাবটা খুবই বেশী ছিল। পূর্ব্বদিক হইতে হু হু শব্দে কন্‌কনে বাতাস বহিতেছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমার গায়ে গরম পোষাক ছিল। সুতরাং পঁয়ত্রিশ মাইল পথ অতিবাহিত করিয়া হিচিন পঁহুছিতে আমায় কোনই অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না। ইহার অনেক পথই সঙ্কীর্ণ, লোকাকীর্ণ এবং স্থানে স্থানে পুলিসের পাহারা থাকাতে সবেগে মোটর চালাইবার প্রতিবন্ধক জন্মিলেও আমি বুঝিলাম গাড়ীখানি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

হিচিনের কোন হোটেলে জলযোগ করিতে করিতে কাউণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—"গাড়ী কেমন দেখিলে ইবার্ট?"

আমি উত্তর করিলাম,—"উত্তম। কবে আমরা যাত্রা করিব?"

কাউণ্ট বলিলেন,—"তিন দিন পরে। আমি এখন সেসিলে আছি। গাড়ীখানাকে ফোকষ্টোন পর্য্যন্ত চালাইয়া লইয়া যাইব, তাহার পর তাহাকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া, আমরা প্যারিস এবং একত্র হইয়া মাণ্টিকার্লো যাইব। তাহার পর কোথায় যাইব, পরে ঠিক করিব। তুমি কখনও মাণ্টি গিয়াছ?"

আমি বলিলাম "না"। আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। জলযোগান্তে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা হিচিন হইতে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলাম। সিসিল হোটেলের মোটর আস্তাবলে আমার গাড়ী রাখিয়া, ব্লুমসবাড়ীতে আমার বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য বাহির হইতেছি, এমন সময়ে কাউণ্ট সহসা আমাকে ডাকিয়া কহিলেন,—"ধূমপানকক্ষে একবার এস। সেণ্ট জেমস্ ষ্ট্রীটে বুডলিকে একখানা পত্র দিব। লইয়া যাইবে কি?"

এই বলিয়া তিনি দ্বিতলের ধূমপান কক্ষে উঠিলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাৎ চলিলাম। আমরা কক্ষে প্রবেশ করিবা মাত্র, দুইজন ইংরাজ—তাঁহাদিগকে আমার সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিয়াই বোধ হইল, গাত্রোত্থান করিয়া কাউণ্টের সহিত সসম্ভ্রমে করমর্দ্দন করিলেন।

আমার মনে হইল, আমার দিকে দৃষ্টি পড়িবা মাত্র, তাঁহারা যেন কিছু চঞ্চল এবং ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে সে ভাবটা যেন বেশ ফুটিয়া উঠিল। কাউণ্ট তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ইহার নামই বার্ট—আমার নূতন মোটর চালক। খুব দক্ষ লোক।" তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বয়োজ্যেষ্ঠের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"ইঁহারা আমার বন্ধু। ইনি সার চার্লস স্নিথ আর ইহার নাম মিষ্টার হাওারসন। অনেক সময়েই ইহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, সুতরাং ইহাদিগকে তোমার চিনিয়া রাখা দরকার।"

লোক দুইটী আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সন্তোষের হাসি হাসিলেন। সার চার্লসের বয়স প্রায় চল্লিশ। তাঁহার দাড়ি গোঁফে পাক ধরিয়াছে। তাঁহার সঙ্গীর বয়স বড় জোর ত্রিশ। মাথার চুলগুলি বেশ পরিষ্কার। পোষাকের পারিপাট্যও খুব।

কাউণ্ট টেবিলের নিকট পত্র লিখিতে বসিলেন। সার চার্লস আমার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আমি কখনও ইংলণ্ডের বাহিরে গিয়াছি কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।

কাউণ্ট পত্র সমাপ্ত করিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি দেখিলাম সার চার্লসের সহিত তাঁহার চোখে চোখে কি একটা ইঙ্গিতের বিনিময় হইয়া গেল। আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এই নব পরিচিত বন্ধুদ্বয়ের প্রতি কেমন একটা অবিশ্বাস এবং প্রচ্ছন্ন আতঙ্কে মুহূর্ত্তের জন্য আমার হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল। অথচ তাঁহারা আমার প্রতি কোন অসদ্ব্যবহারই করেন নাই বরং সামান্য মোটর চালক বলিয়া অবজ্ঞা করা দূরে থাক, তাঁহাদের সমযোগ্যের মতই ব্যবহার করিয়াছেন।

কাউণ্টের বন্ধুদ্বয় বেশ সদানন্দ এবং সরল প্রকৃতির লোক হইলেও আমার অন্তর যেন তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে চাহিতেছিল না। কেন এমন হইল? তাহারা আমার প্রভুর দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল বলিয়াই কি তাহাদের প্রতি আমার এই অবিশ্বাস, না তাহাদের মধ্যে আরও কিছু অস্বাভাবিক ছিল? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। হোটেল হইতে যখন পথে বাহির হইলাম, তখনও আমার সেই ভাব।

পর দিন ঠিক দশটার সময়, পূর্ব্বদিনে প্রভুর নির্দ্দেশমত, মোটর লইয়া হোটেলের দ্বারদেশে উপনীত হইলাম। কাউণ্ট কিন্তু

সাড়ে দশটার পূর্ব্বে আসিলেন না। আসিয়াই কতকগুলা মসলাপত্র গাড়ী বোঝাই করিয়া চালান দেওয়া পরিদর্শন করিলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম এ সকল পার্শেল মন্টিকার্লোতে পাঠান হইতেছে।

পার্শেল বোঝাই গাড়ী চলিয়া গেলে, তিনি মোটরে আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন এবং পিকাডেলির অভিমুখে শকট চালাইতে আদেশ করিলেন।

যখন আমরা ট্রাফলগার স্কোয়ার পার হইয়া পলমলের দিকে যাইতেছি, তখন তিনি আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"ইবার্ট! কাল যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ স্মরণ রাখিও। আমার কার্য্য—বুঝিয়াছ, যদি কখনও তুমি আমার কোন অদ্ভুত প্রকৃতি দেখিতে পাও, তাহা লইয়া তোমার মাথা খারাপ করিও না। শকট চালাইবার জন্য তুমি বেতন পাইতেছ আর আমার বিবেচনায় তোমার পক্ষে তাহা নিতান্ত অল্প নয়। সুতরাং আমার কার্য্যাকার্য্যের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই —কি বল?"

এই প্রশ্নে আমি বিভ্রান্ত হইলেও, উত্তর করিলাম,—"কিছুমাত্র না।"

বণ্ড ষ্ট্রীটে গাড়ী হইতে নামিয়া তিনি একটা চুরুটের দোকানে প্রবেশ করিলেন এবং দুই বাক্স চুরুট লইলেন। তাহার পর আরও কয়টা দোকান ঘুরিয়া দুইটী জহরতের দোকানে প্রবেশ করিলেন। শুনিলাম তাঁহার একটা রৌপ্যের ফটো-ফ্রেম আবশ্যক আছে।

অবশেষে তিনি আর এক জন রত্নবণিকের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তাঁহার প্রায় কুড়ি মিনিট বিলম্ব হইল। বণ্ড ষ্ট্রীটের যে অংশে ঐ দোকনটা অবস্থিত, বড়ই সঙ্কীর্ণ এবং মানুষ এবং শকটের যাতায়াতে সর্ব্বদাই কোলাহল পূর্ণ। আমি অলসভাবে গাড়ীতে বসিয়া সেই সকল জনতা দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলাম, লণ্ডনের কুজ্ঝটিকা আচ্ছন্ন, শীতের অবসাদক্লিষ্ট রাজপথ ছাড়িয়া শীঘ্রই ফরাসি দেশের সুপ্রশস্ত সুগঠিত পথে মোটর চালনা করিব। ঠিক এই সময়ে পথের জনতার মধ্যে এক খানা পরিচিত মুখ দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

আমার পাশ দিয়া সাঁ করিয়া একটা লোক চলিয়া গেল। এ কি আমার দৃষ্টিভ্রম? খুব সম্ভব। কিন্তু যে লোকটা চলিয়া গেল, তাহার আকৃতি অনেকটা সার চার্লসের মত!

মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে এমনও সন্দেহ হইল যে, লোকটা আমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতেছিল, আমার সহিত চথোচোখি হওয়াতে, পাছে আমি তাহাকে চিনিতে পারি, সেই ভয়েই দ্রুত চলিয়া গেল। কিন্তু আমার এ সন্দেহ হয়ত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অলীক। ও লোকটা হয়ত সে সার চার্লসই নয়—আর কেহ। তবে তাহার সহিত ইহার আকৃতিগত যথেষ্ট সদৃশ্য আছে এই মাত্র।

আমি বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলাম। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই দোকান হইতে একটী লোক বাহির হইয়া দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল। সম্ভবতঃ লোকটী রত্নবণিকের ম্যানেজার। রাস্তার এদিক ওদিক একবার চাহিল, আমার দিকেও এক বার খরদৃষ্টি সঞ্চালন করিল, তাহার পরেই দোকানের মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

মোটর গাড়ীর ঘড়িতে দম দেওয়া ছিল না—আমি চাবি দিতেছি, এমন সময় দ্বিতীয় আর এক ব্যক্তির উপর আমার দৃষ্টি আবদ্ধ হইল। এবার আর আমার দৃষ্টিভ্রম হয় নাই। আমি স্পষ্টই দেখিলাম গত কল্যকার সেই হাণ্ডারসন চলিয়া গেল, আমাকে সে চিনিতেও পারিল না। দুই জনের কেহই কি কাউণ্টের গাড়ী দেখিয়া চিনিতে পারিল না? যদি পারিয়া থাকে, আমার সহিত কথা না কহিবার কারণ কি?

পুনরায় আমার মন সন্দেহ-দোলায় দুলিয়া উঠিল। ঐ দুটী লোককেই আমি পছন্দ করি না। তাহারাত কু-অভিসন্ধিতে আমার প্রভুর অনুসরণ করিতেছে না? কে বলিতে পারে? লণ্ডনের মত সুবৃহৎ সহরে, জানা শুনা লোক হইলেও কাহার কিরূপ প্রকৃতি জানা বড় সহজ নয়। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলাম, যদি কোন দিন ঐ দুটোর একটা আমার গাড়ীতে উঠে, আমি তাহাকে এমন একটা বেখাপ্পা জায়গায় নামাইয়া দিব, যেখানে অন্য কোন যানের অভাবে দুচার ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে। মোটরের কল বেকল হইয়াছে—মেরামত করিতে দুঘণ্টাও লাগিতে পারে, চারি ঘণ্টাও লাগিতে পারে।

আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম সত্যই কি লোক দুইটা বদমায়েস? আমি কোনরূপে আমার সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন করিতে না পারিয়া শেষে স্থির করিলাম, কাউণ্ট প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিব।

সাহসের আমার অভাব ছিল না, এবং সদা সর্ব্বদা আত্মরক্ষার্থ আমার নিকট একটা ছোট পিস্তলও থাকিত, তথাপি সত্য কথা বলিতে দোষ কি, কেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা যেন আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। লোক দুইটী অনিষ্ট করিবার জন্য ঘুরিতেছে। তাহারা যে লোক ভাল নয়, তাহা কালই তাহাদের চোখের দৃষ্টি দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম। সর্ব্বদাই আমার মনে হইতে লাগিল, আমরা কোন বিপদে পড়িয়াছি।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ।

বিবিধ।

বিজ্ঞানের কি উন্নতিই হইতেছে! মার্কিণ চিকাগো সহরের এক বালিকার উপরে এক আশ্চর্য্য অস্ত্রোপচার হইয়াছে। বালিকার নাম মেরি জেনবেক, তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর, কিন্তু দেখিতে সে ৮বৎসরের বালিকার মত। তাহার পিতামাতা লজ্জায় তাহাকে বাহিরে দেখা

দিতে দিত না, এক অন্ধকার ঘরে পুরিয়া রাখিত। জীবদুঃখনিবারণ সভার প্রতিনিধিরা বালিকার সন্ধান পাইয়া তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া আসেন। সেখানে ডাক্তার ক্রামহয়িজ পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারেন, বালিকার কণ্ঠনালীর একটি মাংস-গ্রন্থি বিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে, উহার পূর্ণতার অভাবে বালিকার দেহও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে না। তখন ডাক্তার ক্রামহয়িজ এক বানরের কণ্ঠনালীর মাংসগ্রন্থি লইয়া বালিকার কণ্ঠনালীতে বসাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, ইহা অস্ত্রোপচারের সাহায্যে সম্পন্ন হইয়াছিল। ফলে বালিকা ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারে মানুষের কত উপকারই সাধিত হইতেছে!

আর এক নূতন ব্যাধি।

কয় সপ্তাহ হইল, "স্লীপী হিক্কা" বা ঘুমন্ত হিক্কা নামে এক আশ্চর্য্য ব্যাধি প্যারিসে দেখা দিয়াছে। স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েঞ্জাও এই ভাবে প্রথম দেখা দিয়াছিল, তাহার পর জগতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ইংলণ্ডে, সুইজারল্যাণ্ডে ও মনট্রিলেও এই রোগ দেখা দিয়াছে। বারনীজ আল্প অঞ্চলে পঞ্চাশ জনের এই রোগ হইয়াছিল, এক জন মারা গিয়াছে। গত সপ্তাহে মাঞ্চেষ্টারে চার জন লোক ঐ রোগে মারা গিয়াছে। গত কয় সপ্তাহের মধ্যে লণ্ডনে ষোল জনের এই অসুখ হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত এ ব্যাধির চিকিৎসার কোনও উপায়ই স্থির করিতে পারা যায় নাই।

শ্বেতাঙ্গের উপদ্রব।

সংপ্রতি একদিন একজন শ্বেতাঙ্গ এম্পায়ার থিয়েটারের সম্মুখে একখানা মোটরগাড়ী ভাড়া করে এবং চালককে দমদমার দিকে মোটর চালাইতে বলে। রেলওয়ের 'গুমটী' ঘরের নিকটে পঁহুছিয়া শ্বেতাঙ্গটি মোটর থামায় ও চালককে প্রহার করে। শ্বেতাঙ্গ চালকের নিকট হইতে টাকাকড়ি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে খানার মধ্যে ফেলিয়া দেয়। চালক অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকে। শ্বেতাঙ্গ প্রবর মোটর লইয়া রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। সংবাদ পাইয়াই পুলিস ঘটনাস্থলে যায় এবং আহত চালকটিকে স্থানীয় হাঁসপাতালে প্রেরণ করে। পুলিস পরে তল্লাস করিতে করিতে দেখিতে পায় যে, মোটরখানা জখম অবস্থায় যশোর রোডে পড়িয়া আছে।

আসামী পলাতক। চারিদিকে তাহার জন্য অনুসন্ধান চলিতেছে। কলিকাতা পুলিশও জোর তদন্ত করিতেছেন। মোটর চালক পশ্চিমা হিন্দুস্থানী।

ভুতুড়ে যন্ত্র।

আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং বায়স্কোপ ও গ্রামোফোন প্রভৃতির উদ্ভাবক এডিসন সাহেব সম্প্রতি একটি অদ্ভুত যন্ত্র তৈরি করিতে ব্যস্ত আছেন। তাঁহার মতে মৃত্যুর পরে সত্যই যদি আত্মার অস্তিত্ব থাকে তবে এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহা স্পষ্টই জানা যাইবে। কারণ টেলিফোনের সাহায্যে এক জন মানুষ যেমন অন্য একজন লোকের সঙ্গে কথা কহিতে পারে, এই যন্ত্রের দ্বারাও মানুষ তেমনি ভুতের সঙ্গে অনায়াসে বাক্যালাপে সক্ষম হইবে। এর-মধ্যে একটু মুস্কিলও আছে। যে সে ভুত এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না। পৃথিবীতে জীবন্ত অবস্থায় যাহারা টেলিগ্রাফ ও বেতার টেলিফোন প্রভৃতি ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল, এই যন্ত্রে কেবল তাহাদেরই আত্মা জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করিবে।

খোষার পোষাক।

একজন ফরাসী উদ্ভাবক বলিয়াছেন যে, আর এক বৎসরের মধ্যেই মানুষ গাছের পাতার ও ফলের খোসার পোষাক পরিতে সক্ষম হইবে! এই লোকটি এমন-এক যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, যাহা দ্বারা কলা ও আনারস প্রভৃতি জাতের উদ্ভিদ হইতে জামা-কাপড় বুনিবার সুতা বাহির করা যায়। আনারসের পাতা হইতে দুই গজের চেয়েও বেশী লম্বা সুতা বাহির হয় এবং সেই সুতার বোনা পোষাক রেশমে ও তুলা মিশানো পোষাকের চেয়ে দেখিতে খারাপ তো হয়ই না, বরং বেশী টিকশই হয়। নানান-রকমের ফলের খোসাও পোষাক বুনিতে অমনি-ধারা কাজেই লাগিবে। তুলা বা শনের সুতায় বোনা পোষাকের চেয়ে এই নূতন ধরণের পোষাক কম ট্যাকসই হইবে না অথচ দামেও হইবে যারপরনাই সস্তা! দেখা যাক্।

হিন্দুর নিকাস্ত্রী নিমখুন।

পঞ্চায়েৎ খুন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত খড়দহ গ্রামে প্রিয়নাথ দাস তাহার শ্যালিকা মোক্ষদা দাসীকে নিকা করিয়াছিল, শেষে তাহাকে খোরপোষ দিত না বলিয়া সে পঞ্চায়েৎ টইলরাম দাসের নিকট নালিস করে। এজন্য পঞ্চায়েৎ প্রিয়নাথকে ভর্ৎসনা করে ও খোরপোষ দিতে আদেশ করে। ইহাতে তাহার বড়ই রাগ হয়। সে একদিন পঞ্চায়েৎকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এবং দুই জনে মদ খাইতে আরম্ভ করে। পঞ্চায়েৎ মাতাল হইলে প্রিয়নাথ এক ছোরা বাহির করে ও তাহার বুকে বসাইয়া দিয়া খুন করে। তাহার পর মোক্ষদা ছেলে কোলে করিয়া উঠানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার নিকট দৌড়িয়া গিয়া তাহাকেও ছোরা মারে। তাহার পর সেই রক্তাক্ত ছোরা লইয়া নিজেই পুলিসে যায় এবং সকল কথা প্রকাশ করে। মোক্ষদাকে গুরুতর আঘাত করায় তাহার পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হয়। এক্ষণে পঞ্চায়েৎকে খুন করার জন্য আলিপুরের দায়রার বিচারে তাহার চিরজীবন নির্ব্বাসন দণ্ড হইয়াছে।

ফলতায় ভীষণ দাঙ্গা।

১জন হত ও ৭জন আহত।

ডায়মণ্ডহারবারে ফলতা পুলিশ ষ্টেশনের অধীন দেবীপুর গ্রামে এক ভীষণ কাণ্ড হইয়া

গিয়াছে। যতটুকু সংবাদ জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে, কিছুদিন হইতে ফলতার পুলিশ চুরি ও ডাকাতির সংবাদ পাইতেছিল। গত শনিবার ফলতার পুলিশ সব-ইন্‌স্পেক্টর এই সকল ডাকাতি সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ পাইয়া স্থানীয় প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত যতিন্দ্রনাথ পাকুকে সঙ্গে লইয়া দেবীপুরে গিয়া শ্রীনাথ মণ্ডল এবং দশজন লোককে ডাকিয়া পাঠান। প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত শ্রীনাথ মণ্ডলের নাম করিয়াছিল। শ্রীনাথ ও অন্যান্য লোক আসিয়া পুলিশের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করে। কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ শ্রীনাথ সব-ইন্‌স্পেক্টরকে আক্রমণ করে ও তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া ঘুষা মারিতে থাকে। পুলিশের অন্যান্য লোক তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হওয়ায় শ্রীনাথের দলের লোকেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। প্রেসিডেন্ট-পঞ্চায়েত ব্যাপার দেখিয়া সরিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু সেই সময় কয়েকজন লোক তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে, তাহার হাত হইতে বন্দুক লইয়া বন্দুকের বাঁট দিয়া তাহার মাথায় আঘাত করে, ফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এই মারামারিতে আরও সাত জন লোক আহত হইয়াছে। আর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতকে কাটারি দ্বারা আঘাত করা হইয়াছিল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

পেমবারটনের মুখখানা ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—"বিচার আরম্ভ হউক। প্রতিবাদীর পক্ষে কে উপস্থিত আছেন?"

মরে দণ্ডায়মান হইয়া, যথারীতি অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—"আমি।"

জজ। আপনাকে ইহার অপেক্ষা কোন ভাল পক্ষ সমর্থন করতে দেখিলে সুখী হইতাম।

মরে। আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যখন আমি আপনার উপদেশ প্রার্থনা করিব, তখন আপনি উপদেশ দিবেন—কিন্তু এরূপ অযাচিত উপদেশ দানে আমাকে কৃতার্থ করিবেন না।

দর্শকবৃন্দের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ লোক আনন্দের অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল। পেমবারটন ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া, চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"রক্ষিগণ! ঐ লোকগুলাকে হাজতে লইয়া আবদ্ধ কর।"

রক্ষিগণ বিপদে পড়িল। তাহারা সংখ্যায় দুই তিন জন মাত্র। তাহাদের দ্বারা দুই তিন শত লোককে টানিয়া হাজতে আবদ্ধ করা অসম্ভব। তাহারা এক পদও অগ্রসর হইল না—স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

জজের ক্রোধ মরের উপর পড়িল। তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"আপনিই ইহার জন্য দায়ী—আপনার উক্তিতেই আদালতের গাম্ভীর্য্যের অপচয় ঘটিয়াছে।"

মরে কহিলেন,—"আমি আমার পদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি—আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার পদের দায়িত্ব স্মরণ রাখিতে মনোযোগী হইবেন।"

জজ জুরিদিগের আসনের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে নিকটবর্ত্তী চোপদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জুরিরা শপথ গ্রহণ করিয়াছে?"

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল,—"হাঁ, পনের মিনিট পূর্ব্বে সে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।"

সেইরূপ উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"কতক্ষণ পূর্ব্বে তোমায় জিজ্ঞাসা করি নাই। করোণারের জুরির রায় পাঠ কর।"

তদনুসারে একজন কর্ম্মচারী গাত্রোত্থান করিয়া রায় পাঠ করিল। পাঠক তাহার মর্ম্ম অবগত আছেন, সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার পর এটর্ণি জেনারেল মোকদ্দমার মূলীভূত বিষয় বর্ণন করিতে উঠিলেন। তাহার উক্তি ভয়ঙ্কর পক্ষপাতিত্ব দোষ দুষ্ট। তিনি বলিলেন, বন্দীর বিরুদ্ধে যে সকল অবস্থাঘটিত প্রমাণ সংগ্রহীত হইয়াছে, সে সকলের অভাব হইলেও, দুশ্চরিত্রতা, রাজদ্রোহিতা এবং বিদ্রোহের পরিপোষক মতের বিষয় চিন্তা করিলে, শুদ্ধ তাহার রাজপুরীতে পদার্পণ হইতেই, যে কোন ন্যায়নিষ্ঠ জুরি তাহাকে অপরাধী গণ্য করিবেন। কিন্তু তাহার অপরাধ পূর্ণ মাত্রায় সপ্রমাণ করিবার জন্য সমসাময়িক প্রমাণ প্রয়োগেরও অপ্রতুল হইবে না। এই ভাবে তিনি প্রায় একঘণ্টা বক্তৃতা করিলেন। জজ মহোদয় মস্তক সঞ্চালন করিয়া তাহার প্রত্যেক উক্তিরই সমর্থন করিলেন, তাহার পশ্চাদুপবিষ্ট রাজ্যের অপরাপর প্রধান কর্ম্মচারীরাও তাহার মতের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রামবল্ড কঠোর গাম্ভীর্য্যের সহিত সকল কথাই শুনিতেছিলেন। তাহার মুখের একটী শিরাও কম্পিত বা কিছুমাত্র ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। সার লরেন্স লি কিন্তু তাহার মত অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইলেন না। এটর্ণির মুখে ঐ সকল ভয়ঙ্কর মিথ্যা শুনিতে শুনিতে, তাহার হৃদয়শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। ঐ অনৃতবাদীকে মুষ্ট্যাঘাতে ভূশায়ী করিবার জন্য দুই তিন বার তাহার দক্ষিণ কর মুষ্টিবদ্ধ এবং দক্ষিণ চরণ অগ্রসর হইয়াছিল কিন্তু বাদীর প্রতি দৃষ্টি পড়াতে—তাহার অবিচলিত, শান্ত, সংযত ভাব নিরীক্ষণ করিয়া তিনিও উত্তেজিত হৃদয়বৃত্তিকে সংযত করিতে সমর্থ হইলেন।

অবশেষে এটর্ণি আসন পরিগ্রহ করিলেন। তাহার পর সাক্ষীদিগের তলব হইল।

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ বর্ষ।] ২৫শে ফাল্গুন, ১৩২৭ সাল। ইং ৯ই মার্চ্চ, ১৯২১ সাল। [১১শ খণ্ড।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অপূর্ব্ব প্রতিহিংসা।

গদাধর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার টাকা কড়ি কোথায়? আপনার নিকটে কি?"

রঘু। কেন গদাই! ও কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?

গদা। কারণ আমি আলোক আনিতে আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ঘরের মেঝের দুইটা টাকা পড়িয়া রহিয়াছে।

বিস্মিত এবং ভীত হইয়া রঘুবীর কক্ষের অভিমুখে ছুটিলেন। উপাধান সরাইয়া দেখিলেন, টাকার থলিয়া নাই। তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ দিয়া একটীও কথা বাহির হইল না। পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া শয্যা ওলট-পালট করিয়া দেখিলেন—কোথাও টাকার সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"এস—এস, শীঘ্র এস। এখনও আমরা তাহাকে ধরিতে পারিব। সে পদব্রজে আর কত দূর যাইবে—আমরা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইব।"

গদাধর হতাশভরে কহিল,—"ঐ শয়তানীই যত অনিষ্টের মূল—আমি তাহার চোখ দুটা উপড়াইয়া লইব।"

রঘুবীর কহিলেন,—"কাহাকে ওকথা বলিতেছ? লক্ষ্মীকে? বিপদে পড়িয়া তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে। লক্ষ্মী প্রকৃতই লক্ষ্মী! আহা অভাগিনী কুলোকের হাতে পড়িয়া কতই উৎপীড়ন সহ্য করিতেছে।"

কথাটা গদাধরের ভাল লাগিল না। সে মুখভঙ্গী করিয়া কহিল,—"উৎপীড়নের তাহার হইয়াছে কি! স্ত্রীলোক এত লজ্জাহীনা! কি বলিব সে স্ত্রীলোক—নচেৎ তাহাকে একবার দেখিয়া লইতাম।"

গদাধর রাগে ফুলিতে ফুলিতে ছুটিয়া বাহির হইল। রঘুবীরও তাহার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা বাটীর বাহির হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রঘুবীরের অশ্বের উপর রামভজন এবং লক্ষ্মী এবং গদাধরের ঘোড়ায় রামভজনের অপর সহচর আরোহণ করিয়াছে। তাঁহাদিগকে বাহির হইতে দেখিয়া, তাহারা অশ্বপৃষ্ঠে সপাসপ চাবুক বসাইয়া দিল। নৈশগগন মুখরিত করিয়া ঘোটকদ্বয় তীর বেগে ছুটিল। লক্ষ্মী কলহাস্যে নিস্তব্ধ নৈশ বায়ু প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিল,—"রঘুবীর সিংহ! রামভজন দুষ্ট কুচরিত্র হইলেও আমি তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি।"

এই অসম্ভাবিতপূর্ব্ব অভিনব দুর্ভাগ্যের ধ্রুব নিদর্শন পাইয়া রঘুবীর বজাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। অর্থ ত গিয়াছিলই, এক্ষণে অশ্ব দুইটীও হস্তান্তরিত হওয়াতে, তিনি সাহসী এবং প্রত্যুৎপন্নমতি হইলেও, একবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

গদাধর কিন্তু প্রভুর মত নির্ব্বাক বিস্ময়ে পলাতকদিগের প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল না। সে তাহার বন্দুক উদ্যত করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ ছুটিল। রঘুবীর এখনও তদবস্থায় দণ্ডায়মান। এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব বিপৎপাতে তাঁহার কার্য্যকরী শক্তি লোপ পাইয়াছিল। সহসা বন্দুকের একটা শব্দে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। অর্থ ত গিয়াছে—শেষে প্রভুভক্ত ভৃত্যটীকেও বুঝি হারাইতে হয়। তিনি গদাধরের অনুসন্ধানে চলিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন সে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। তিনি সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইল?"

গদা। আমার ভ্রম ঘুচিয়াছে। মানুষের অপেক্ষা ঘোড়া বেশী দৌড়াতে পারে।

রঘু। বন্দুকের শব্দ শুনিলাম না?

গদা। ইহার অপেক্ষা আমার বাঁশের লাঠিই ভাল। এ একটা বাহার মাত্র—কিছুই কাজ হয় না।

রঘু। কেন? লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া?

গদা। লক্ষ্য আমার অব্যর্থ কিন্তু কেন

যে এক বেটাও গড়াইয়া পড়িল না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। স্ত্রীলোকের কোন ব্যাপারে মিশিতে নাই।

রঘু। সত্য গদাই কিন্তু এটাও সত্য অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই। কিন্তু এখন উপায় কি? একেবারে কপর্দ্দকশূন্য—এ সুদীর্ঘ পথ কেমন করিয়া যাইব?

গদা। উপায় একটা হইবেই—আপনি যতটা ভাবিতেছেন, আমাদের অবস্থা এখনও ততটা খারাপ হয় নাই।

রঘু। আর খারাপ হইতে বাকি কি?

গদা। আমি আপনার মত অত অসাবধান নই—আমার টাকার থলি আমি কখনও কাছছাড়া করি না।

রঘু। কিন্তু তাহাতে আমার কি উপকার হইবে? তোমার সম্মতি থাকিলেও সে অর্থ গ্রহণ করা আমার পক্ষে কষ্টকর হইবে।

গদা। কেন প্রভু?

রঘু। কারণ আমি প্রভু—তুমি ভৃত্য। আমার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে।

গদা। কথাটা সত্য। কিন্তু এক কাজ করিবেন, আপনার হাতে টাকা হইলেই—কিছু বেশী করিয়া সুদ দিয়া আমার টাকাটা পরিশোধ করিবেন—তাহা হইলেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

রঘু। আচ্ছা তাহাই হইবে কিন্তু তোমার নিকট যে সামান্য অর্থ আছে, তাহাতে আমাদের পথের ব্যয় সঙ্কুলান হইবে কি?

গদা। আমার নিকট গোটা ত্রিশ টাকা আছে।

গদাধর এইখানে একটী মিথ্যা কথা বলিল। তাহার প্রভুর স্বভাব সে জানিত, সেই জন্য যদি ভবিষ্যতে আবার কোন নূতন দুর্ঘটনা ঘটে, তাই ভাবিয়া কিছু হাতে রাখিয়া বলিল। তৎপরে কহিল,—"এক কাজ করুন—চলুন আমরা রায়গড়ে ফিরিয়া যাই। ভাগ্য পরিবর্ত্তনের আশা ছাড়িয়া দিন—সেখানে আবার পূর্ব্বের মত শান্তিতে আমাদের জীবন অতিবাহিত হইবে।"

এ কথাটা প্রণয়বিমূঢ় উদ্ভ্রান্ত যুবকের ভাল লাগিল না। তিনি কহিলেন,—"আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি দেশে ফিরিয়া যাও—যদি আমাকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়—তাহা হইলেও পথের সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়া আমি আমার গন্তব্য স্থানে যাইব।"

গদাধরের চক্ষে জল আসিল। চোখ মুছিয়া কহিল,—"কর্ত্তা! আমাকে অতটা হীন ভাবিবেন না। আমি মূর্খ চাষা সত্য কিন্তু আমার একটু আধটু ধর্ম্মজ্ঞান আছে। সুখের সময় আপনার সঙ্গে ছিলাম, দুঃখের সময়ও আপনার সেবা করিব। আমি অনাহারে পথ চলিতে অভ্যস্ত—আপনি যেখানে যাইবেন, এ ভৃত্যও আপনার পশ্চাৎ যাইবে। রাত্রি হইয়াছে—বিশ্রাম করুনগে—কাল প্রাতঃকালে এ বিষয় যুক্তি করা যাইবে।"

রঘুবীর শয়ন করিলেন বটে কিন্তু সে রাত্রে আর তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। নানারূপ দুশ্চিন্তায় রাত্রি প্রভাত হইল।

গদাধর আসিয়া এক প্রস্তাব করিয়া বসিল। বলিল,—"এক কাজ করিলে হয় না?"

রঘু। কি?

গদা। শকট চালককেও দেখিতে পাইতেছি না। সে বেটাও তাহাদের দলের লোক—পূর্ব্বেই পলাইয়াছিল। গাড়ী এবং গরু দুইটী পড়িয়া রহিয়াছে। উহা এখনত আমাদের সম্পত্তি। বিক্রয় করিলে হয় না?

রঘু। তাহাতে দোষ কি! কিন্তু কে লইবে?

গদা। যাহার পান্থশালা—তাহাকেই বেচিয়া যাইব। যাহা কিছু আদায় হয়।

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে পান্থাশ্রমের অধিকারী মহাশয় তথায় উপস্থিত হইল। রঘুবীর তাহার নিকট রাত্রের দুর্ঘটনার কথা বলিয়া কহিলেন,—"তুমি রাত্রে এখানে থাকনা কেন?"

সে ব্যক্তি কহিল,—"মহাশয়! ঐ দুঃখেই এখানে রাত্রিবাস করি না। মাসের মধ্যে দুই চারিটা চুরি ডাকাতি প্রায়ই হয়। আমি আমার প্রাপ্য বুঝিয়া লইয়া চলিয়া যাই—রাহীদের অদৃষ্টে কি হইবে দেখিতে যাইলে, আমাকেও অনেক সময়ে বিপদে পড়িতে হয়, তাহার অপেক্ষা দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করি।"

এ যুক্তির বিরুদ্ধে আর কোন কথা চলে না। সুতরাং উহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া রঘুবীর গাড়ী গরু বিক্রয়ের প্রস্তাব করিলেন, কথাটা শুনিয়াই সে হাসিয়া উঠিল। তাহার পর কহিল,—"আমি উহা লইয়া কি করিব? তাহার পর যদিই আবশ্যক থাকে, ঘর হইতে টাকা বাহির করিয়া দিয়া কেন বিপদকে আহ্বান করিব! উহাও যে চোরাই মাল নহে কে বলিল? না মহাশয়! আমি অত গোলযোগে যাইতে ভালবাসি না।"

রঘুবীর দেখিলেন কথাটা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে, সুতরাং তাহারা উহার মায়া ত্যাগ করিয়া পান্থাবাস হইতে বহির্গত হইলেন। অনুমান অর্দ্ধ ক্রোশ পথাতিক্রম করিবার পর পথিপার্শ্বস্থ একটা জঙ্গলে মানুষের ক্ষীণ কণ্ঠোচ্চারিত আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়া, তাঁহারা দণ্ডায়মান হইলেন। আবার সেই করুণ আর্ত্তনাদ—রঘুবীর স্থির থাকিতে পারিলেন না, শব্দ লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে কিয়ৎ দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, রক্তাপ্লুত দেহে একটা লোক পড়িয়া রহিয়াছে। আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। গদাধর চীৎকার করিয়া কহিল,—"বন্দুক জিনিষটা মন্দ নয়! এ বেটা সেই জুয়াচোর রামভজনের একটা অনুচর, আমার গুলিতে আহত হইয়া, এই খানে আসিয়া লটকাইয়া পড়িয়াছে।"

অষ্টম বল্লরী।

গন্তব্য পথে।

রঘুবীর বা তাঁহার ভৃত্যকে দেখিয়া আহত ব্যক্তি কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত

হইল না। কারণ সে বুঝিতে পারিতেছিল, মৃত্যু তাহার শিয়রে উপস্থিত। ইহজগতের প্রতিহিংসা, তিরস্কার বা লাঞ্ছনা আর তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না।

করুণনেত্রে রঘুবীরের মুখ পানে চাহিয়া হতভাগ্য ক্ষীণ জড়িত কণ্ঠে কহিল,—"জল! দয়া করিয়া একটু জল দাও।"

রঘুবীর ইঙ্গিত করিলেন। পথে সহসা জলের আবশ্যক হয় ভাবিয়া গদাধর পান্থ-শালা হইতে একটা পাত্রে থানিকটা জল লইয়া আসিয়াছিল। সে আহতের পার্শ্বে বসিয়া, তাহার বিশুষ্ককণ্ঠে কয়েক বিন্দু জল দিয়া কহিল,—"আপাততঃ এই পর্য্যন্ত—তোমার পিপাসার কতকটা শান্তি হইয়াছে এই বার কথা কহিতে পারিবে, যদি আমার কথার সত্য উত্তর দাও তোমায় আরও জল দিব। বল ঐ রামভজন এবং তাঁহার সঙ্গের ঐ শয়তানী কে?"

আহত। রামভজন এবং আমরা তিন জন পলাতক সৈন্য। লক্ষ্মী রামভজনের উপপত্নী।

গদা। গাড়ী গরু কোথায় পাইয়াছিলে?

আহত। পথে আসিতে আসিতে চুরি করিয়াছিলাম। জল—জল!

গদা। দিতেছি—আগে বল তাহারা কোন্ পথে গিয়াছে এবং সম্ভবতঃ কোথায় যাইলে তাহাদিগকে ধরিতে পারিব?

আহত। তাহা আমি জানি না—আমাদের কোন নির্দ্দিষ্ট—গন্তব্য স্থান ছিল না! উঃ বড় পিপাসা! জল জল!

তাহার কাতরতা দেখিয়া রঘুবীর কহিলেন,—"আর উহাকে বিরক্ত করিও না। ও সত্য কথাই বলিয়াছে—উহাকে থানিকটা জল দাও।"

গদাধর তাহার মুখে থানিকটা জল ঢালিয়া দিল। জল পান করিয়া, দুই একটা নিশ্বাস ফেলিল, তাহার চক্ষু তারকা স্থির হইল। রঘুবীর দেখিলেন, তাহার দেহ-পিঞ্জর হইতে প্রাণ-পক্ষী পলাইয়াছে। তিনি সেই শবের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন.—"অর্থই সকল অনর্থের মূল! অর্থলোভেই লোকটা অকালে প্রাণ হারাইল! অথচ এই অর্থের লালসায় লোকে উন্মত্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে।"

গদাধর বলিল, চলুন,—"আর এখানে দাঁড়াইয়া কি হইবে?"

তাঁহারা আবার গন্তব্য পথে চলিলেন। কিয়দ্দূরে আসিয়া গদাধর কহিল,—"একটু অপেক্ষা করুন, একটা কাজ ভুলিয়া আসিয়াছি।"—এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই গদাধর ছুটিল এবং কয়েক মুহূর্ত্ত পরে হৃষ্টান্তরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"আমাদের অর্থ—যেখানেই থাকুক না কেন, উদ্ধার করিয়া লইতে দোষ কি, মৃত ব্যক্তির বস্ত্রের মধ্যে এই টাকা কয়টা ছিল।"

অপহৃত অর্থের কতকটা পুনরুদ্ধৃত হওয়াতে রঘুবীর ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া উৎসাহের সহিত পথ চলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটা গণ্ডগ্রামের উপকণ্ঠে উপনীত হইলেন। গ্রামে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময়ে পশ্চাতে অশ্বপদ শব্দ শুনিয়া অশ্বারোহীকে পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। অশ্বারোহী নিকটবর্ত্তী হইলে, উভয়েই সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

অশ্বারোহী পাঠকের পরিচিত হরদয়াল এক সুন্দর বলিষ্ঠ তুরঙ্গ পৃষ্ঠে উপবিষ্ট। রঘুবীর তাহাকে কোন কথা বলিবার উদ্দেশ্যে অশ্ববল্গা সংযত করিতে ইঙ্গিত করিলেন। হরদয়াল কহিল,—"একি! আপনি পদব্রজে? আমি যে ঘোড়া দুইটী দিয়াছিলাম কি হইল? বলিব কি মহাশয়! সে দিন আমার বড় লোকসানই হইয়া গিয়াছে।"

রঘু। গতরাত্রে ঘোড়া দুইটী চুরি গিয়াছে। কিসে আপনার লোকসান হইল?

হর। আমার কর্ম্মচারীর ভুলেই অবশ্য আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। লোকটা নিরেট বোকা! তাহাকে যে কাজ বলিয়াছিলাম, ঠিক তাহার বিপরীত করিয়া বসিয়াছে। সে অন্য ঘোড়া আপনাকে দিয়া গিয়াছে।

রঘু। বলেন কি!

হর। আপনার ইহাতে অপরাধ কি! যখন ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলাম আপনার সন্ধানে আসিয়া শুনিলাম, আপনি অনেক পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক মহাশয়! ভুলভ্রান্তি সকলেরই হয়! আপনি অতি সৎ লোক, আশা করি আমার এ ক্ষতির পূরণ করিবেন।

রঘু। সত্য কথা বলিতে কি ঘোড়া দুইটী দেখিয়া আমিও বিস্মিত হইয়াছিলাম কিন্তু তাহাদের প্রকৃত মূল্য কত, আমি বুঝিতে পারি নাই। কারণ ও সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতি সামান্য। তাহার পর আপনার ক্ষতির পূরণ করা, আমার বর্ত্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে আপনাকে এই মাত্র বলিতে পারি, যদি কখনও আমার সুসময় উপস্থিত হয়, নিশ্চয় আমি আপনার ক্ষতি পূর্ণ করিব।

হরদয়ালের রহস্যময় আচরণে রঘুবীর এবং তাঁহার ভৃত্য যথেষ্ট সন্দিগ্ধ হইলেও, তাহার কৈফিয়তে, তাঁহাদের পূর্ব্ব ধারণার মূলোচ্ছেদ হইল। এক্ষণে রঘুবীরের উত্তর শুনিয়া হরদয়াল কহিল,—"আচ্ছা তাহাই হইবে। আপনার আশ্বাস বাক্যই আমার যথেষ্ট। ন্যায়তঃ আপনি আমার নিকট ঋণী নহেন—তবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি—তাই আপনাকে চাহিলাম। আপনার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল! প্রথম যে দিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই দিনই বলিয়াছিলাম, এ যুবকের উন্নতি অদূরভবিষ্যতে অপেক্ষা করিতেছে।"

রঘু। ভগবানের ইচ্ছায় আপনার ভবিষ্যদ্বাণী যেন সফল হয়।

হর। উন্নতির পথটা কিন্তু বেশ কুসুমাস্তৃত নয়! প্রারম্ভেই যে বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হইয়াছে—আশা করি তাহা দেখিয়া আপনার জলন্ত উৎসাহ দমিয়া যায় নাই।

রঘু। না বলিলে সত্যের অপলাপ করা

হয়। কিন্তু বিপদের উদ্যত ফণা দেখিয়া আমি আর ভীত নহি—উহার সহিত পরিচিত হইয়া পড়িয়াছি।

হর। সৌভাগ্যলক্ষ্মী নিশ্চয়ই এরূপ সাহসের পুরস্কার প্রদান করিবে। যদি আপনি সম্মত হন আমি আপনার সহিত একটা বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত আছি। আমার আশা হইতেছে, ভবিষ্যতে আমি যথেষ্ট লাভবান হইব।

রঘু। কি?

হর। আপনার উন্নতি হইলে, এখন যাহা ধার লইবেন, যদি তাহার পাঁচগুণ দিতে প্রতিশ্রুত হন, আপনার যত টাকার আবশ্যক আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

রঘুবীরকে চিন্তিত এবং নীরব দেখিয়া হরদয়াল পুনরায় কহিল,—"যাহা হয় একটা শীঘ্র স্থির করিয়া ফেলুন, কারণ আমি অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না। আমার তেজারতি কারবার আছে কিন্তু আমি সাধারণ কুসীদজীবি নহি। তাহারা রীতিমত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া তবে টাকা ধার দেয়, আমি কিন্তু কেবল ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া, আপনাকে ঋণ দিতেছি।"

রঘুবীর কহিলেন,—"আমার সততার উপর যে আপনার বিশ্বাস আছে, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ কিন্তু ঋণ পরিশোধ করিবার কোন সম্ভাবিত উপায় না থাকিলেও, যাহারা ঋণ গ্রহণ করে, তাহারা নীতিবিগর্হিত অভদ্রোচিত অসন্মার্গের অনুসরণ করে, তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমি উন্নত মস্তকে আমার এই দীনতা বহন করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু যাহাতে আমার আত্মমর্য্যাদার অপচয় ঘটে বা যাহা আমার বিবেকবুদ্ধির অনুমোদিত নয়—আমি সেরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত নই। আমি ঋণ গ্রহণ করিব না।"

হর। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখুন।

রঘু। ভাল করিয়াই ভাবিয়াছি।

হর। ইহার উপর আর কথা নাই। আসি মহাশয়! নমস্কার।

রঘু। নমস্কার।

হরদয়াল অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিল। তেজস্বী অশ্ব আরোহীকে পৃষ্ঠে লইয়া মুহূর্ত্তে তাঁহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া গেল।

গদাধর এতক্ষণ নীরব ছিল। এক্ষণে কহিল,—"কর্ত্তা! কাজটা ভাল করিলেন না। লোকটা যাচিয়া ধার দিতে চাহিল, আপনি লইলেন না।"

রঘুবীর কহিলেন,—"গদাই! অর্থই সর্ব্বস্ব নয়। ধর্ম্মাধর্ম্মের দিকটাও একবার ভাবিয়া দেখা উচিৎ।"

গদাধর চিন্তা করিয়া কহিল,—"তা বটে। ঠিক করিয়াছেন। সামান্য টাকার জন্য একটা অশ্বব্যবসায়ীর নিকট হীনতা স্বীকার কেন করিবেন।"

যথাসময়ে তাঁহারা গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহাদের একটা সুযোগ ঘটিল। একদল বণিক ছোট নাগপুর যাইতেছিল। তাহারা দস্যুভয়ে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মোটর ডাকাতি।

এই সময়ে দোকানের অধ্যক্ষ দরজা খুলিয়া দিলেন, কাউন্ট দোকান হইতে বাহির হইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন,—"ইবার্ট! তুমি দোকানে যাইয়া বস—আমি না আসা পর্য্যন্ত কোথাও যাইও না। আমি কিছু টাকার চেষ্টায় যাইতেছি।"

তাহার পর পথবাহী কোন বালককে ডাকিয়া কহিলেন,—"তোমাকে একটা টাকা দিব—যদি মিনিট দশেকের জন্য আমার গাড়ী খানা দেখ। পুলিসের ভয় করিও না। যদি তাহারা কিছু বলে—বলিও আমার—দশ মিনিটের বেশী বিলম্ব হইবে না।"

বালক সহজে সম্মত হইল। আমি মোটর হইতে নামিয়া দোকানে প্রবেশ করিতে না করিতে, কাউন্ট অপর একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া চলিয়া গেলেন।

সে অঞ্চলে সেখানা একখানা খুব বড় দোকান। তখন অন্য কোন গ্রাহক উপস্থিত ছিল না। অধ্যক্ষ শিষ্টাচারের সহিত আমাকে বসিতে বলিয়া, আমার সহিত গল্প জুড়িয়া দিলেন। তাহার সার মর্ম্ম, আমাদের মোটর খানা খুব ভাল, উহা ঘণ্টায় কত মাইল যাইতে পারে, তাহার পর কাউন্টের কথা, তিনি খুব ভাল লোক, আরও কয়েক বার তাঁহাদের দোকানের কয়েকটা জিনিষ লইয়াছেন। তাহার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি বোধ হয় তাঁহার নিকট অনেক দিন আছ?"

আমি যে সবে কাল বাহাল হইয়াছি, এ কথা স্বীকার না করিয়া কহিলাম,—"হাঁ অনেক দিন হইতে। কাউন্ট বড় অমায়িক লোক।"

অধ্যক্ষ কহিলেন,—"লোকের মুখে প্রচার—তিনি ধনীও খুব। সে দিন এক খানা কাগজে দেখিতেছিলাম, কোন্ একটী হাসপাতালে কয়েক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন।"

আমি কিন্তু কখনও কোন কাগজে কাউন্ট বিন্দু ফ্যারিসের নাম দেখি নাই। যাহা হউক, কোন প্রতিবাদ না করিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া দোকানে সজ্জিত মূল্যবান রত্নালঙ্কার সকল দেখিতে লাগিলাম। অধ্যক্ষ আমাকে অনেক সুন্দর সুন্দর জড়ওয়া গহনা দেখাইলেন। আমি তাহাদের বৈচিত্র্য এবং বাহার দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। এই সময়ে বিশেষ কাজ পড়াতে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার একজন সহকারী আসিয়া আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কাউন্ট দশ মিনিট বলিয়া যাইলেও

তাঁহার অর্দ্ধ ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছে। এক জন পুলিস প্রহরী আসিয়া গাড়ীর সন্ধান লইল। আমি তাহাকে বলিলাম আমরা শীঘ্রই চলিয়া যাইব—আমার প্রভু এখনই আসিবেন।

আরও পনের মিনিট গত। এখনও কাউণ্টের দেখা নাই। এই সময়ে দোকানে ভদ্রবেশী দুইটী লোক প্রবেশ করিয়া অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন।

সহকারী, যে আমার সহিত কথা কহিতেছিল, আগন্তুকদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া, অধ্যক্ষের কক্ষে প্রবেশ করিল। দুই জনই মধ্যবয়স্ক এবং বেশ বলিষ্ঠ বলিয়া বোধ হইল। এতক্ষণ আমি লক্ষ্য করি নাই, এখন দেখিলাম, তাহাদের আরও এক জন সঙ্গী আছে। ইহার বয়স অল্প। যুবক দোকানের বাহিরে, দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া, অলসভাবে এদিক ওদিকে চাহিতে লাগিল।

আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেখান হইতে অধ্যক্ষের কক্ষের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্পই। আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, অধ্যক্ষ সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহার পর নবাগতদের মধ্যে এক জন অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে তাঁহাকে কি বলিতে লাগিল।

অপর ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিল এবং দোকানের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান লোকটীর কাণে কাণে কি বলিয়া পুনরায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। আমার পাশ দিয়া যাইবার সময় আমার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ করিয়া গেল। কক্ষমধ্যে আরও পাঁচ মিনিট কাল তিন জনের কি পরামর্শ হইল।

অবশেষে অধ্যক্ষ বাহির হইয়া আমার দিকে অগ্রসর হইলেন। আমি দেখিলাম তাঁহার সে হাসি মুখ আর নাই। কি একটা দুর্ভাবনায় তাঁহার ওষ্ঠাধর পর্য্যন্ত বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আমাকে বলিলেন, —"আমার ঘরে একবার এস ত—তোমার সহিত গোটা দুই কথা আছে।"

আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। কি ব্যাপার! যাহা হউক, আমি তাঁহার নির্দ্দেশ মত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে, আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে একজন আমায় জিজ্ঞাসা করিল, —"তোমায় দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। এ ছবিটা কাহার বলিতে পার?"—বলিয়াই আমার সম্মুখে এক খানা ফটোগ্রাফ ধরিল।

আমি চমকিয়া উঠিলাম। কহিলাম,—"আমার মনিবের।"

ছবিখানা পুলিসের তোলা ছবি। আর এই দুইটী লোক ডিটেক্‌টিভ। দারোগা অধ্যক্ষের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"সৌভাগ্যের বিষয় আমরা লোকটাকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছি। বহু স্থানে এই রকম কীর্ত্তি সে অনেক করিয়াছে, এবং প্রত্যেক স্থান হইতেই নিরাপদে গা ঢাকা দিয়াছে। আমার বোধ হয় লোকটা আপনার দোকানে আরও দুই চার বার আসিয়াছিল এবং দুই চারিটা খুচরা জিনিস খরিদ করিয়াছিল?"

অধ্যক্ষ কহিলেন, "সত্য। আজ আসিয়াছিল, তাহার স্ত্রীর জন্য টায়রা কিনিতে। নিজে পছন্দ করিতে না পারিয়া স্ত্রীকে দেখাইবার জন্য দুইটী টায়রা লইয়া যায়। প্রত্যেকের দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা। তাহার গাড়ী এবং চালককে এই খানে রাখিয়া যায়—আমি বিন্দু মাত্র সন্দেহ করি নাই। কারণ লোকের মুখে শুনিতেছি—লর্ড ইসাবেল অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক।"

হাসিয়া দারোগা কহিলেন,—"হাঁ খুব ধনী। ঘটনাক্রমে আমার সঙ্গী তাহাকে আপনার দোকান হইতে বাহির হইতে দেখে, দেখিয়াই তাহাকে সেই রত্ন চোর বলিয়া চিনিতে পারে এবং তাহার অনুসরণ করিয়া চেরিং ক্রোশ ষ্টেশন পর্য্যন্ত যায় এবং সেইখানে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বো ষ্ট্রীটের থানায় লইয়া আসিয়াছে।"

আমি ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার এমন সুখের চাকরীর যে এমন পরিণাম ঘটিবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার নাম কি?"

উত্তর করিলাম,—"আমার নাম জর্জ্জ ইবার্ট। আমি কেবল মাত্র কাল কাউণ্টের কাজে নিযুক্ত হইয়াছি।"

অধ্যক্ষ বলিলেন,—"তুমি না আমায় বলিলে কাউণ্টের নিকট অনেক দিন চাকরী করিতেছ?"

গোয়েন্দা কর্ম্মচারী বলিলেন,—"সে যাহাই হউক, আমরা তোমায় গ্রেপ্তার করিব। বো ষ্ট্রীটের থানায় তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। একটা বিষয়ে তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি,—তুমি যাহা বলিবে তোমার প্রতিকূলে প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে।"

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম,—"আমার গ্রেপ্তার করিবেন! কেন? আমি করিয়াছি কি? আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ! আমি জানিতাম না—"

হাসিয়া দারোগা বলিলেন,—"এখন ত সব জানিয়াছ? চল চল, আমাদের এখানে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না।" তাহার পর অধ্যক্ষকে এক খানা গাড়ী ডাকিয়া দিতে বলিলেন।

আমি বিস্তর আপত্তি করিলাম কিন্তু কেহই আমার কথায় কর্ণপাত করিল না। আমরা দোকান হইতে বাহির হইয়া যখন গাড়ীতে উঠিতেছিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমার এ গাড়ী কি হইবে?"

তৃতীয় গোয়েন্দা কর্ম্মচারী, যে এতক্ষণ দ্বারের নিকট পাহারা দিতেছিল, তাহার দিকে চাহিয়া দারোগা কহিলেন,—"তুমি ত মোটর হাঁকাইতে পার—এই গাড়ীখানাকে বো ষ্ট্রীটের থানায় লইয়া আইস।"

পূর্ব্বে যে পুলিস প্রহরী গাড়ীর খবরদারি করিতে দোকানে আসিয়াছিল, ব্যাপারটা কি বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

আমি গ্রেপ্তার হইয়াছি দেখিয়া অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহার সাহায্যের কোন আবশ্যক আছে কি না। দারোগা তাহাকে বিদায় করিয়া অধ্যক্ষকে কহিলেন,—"ঘণ্টা খানেক পরে আপনি বো ষ্ট্রীটের থানায় আসুন। অপহৃত দ্রব্য সনাক্ত করিতে আপনাকে আবশ্যক হইবে। ইহার মধ্যে আমরা অভিযোগ খাড়া করিয়া আসামীকে হাকিমের সম্মুখে হাজির করিবার বন্দোবস্ত করিব।" তাহার পর গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

গাড়ী পিকাডেলি রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল। আমার পার্শ্বে ও সম্মুখে দুই পুলিস কর্ম্মচারী। আমার সুখের স্বপ্ন—রৌদ্রতপ্ত পথের মধ্য দিয়া বিদেশ ভ্রমণের সুখ কল্পনা মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া গেল। একটি আঘাতে সব চুরমার হইয়া গেল এবং সে আঘাত কতই ভীষণ!

যখন আমার মোহ ভাঙ্গিল, দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলাম, ইউরোপের মধ্যে একজন সুনিপুণ রত্ন-চোরের সহকারীরূপে আমি ধৃত। আমি মনে মনেই এই সকল তোলাপাড়া করিতেছি—আমার সঙ্গীরাও নীরব। আর তাহারাই বা আমার সহিত কি কথা কহিবে?

সহসা আমার চমক ভাঙ্গিল। আমরা কোথায় যাইতেছি? বো ষ্ট্রীট ত এত দূর নয়! এতক্ষণ আমি লক্ষ্য করি নাই, এক্ষণে বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলাম, আমাদের গাড়ী টেমস নদীর উপর একটা পোল পার হইয়া পল্লীপথে অগ্রসর হইতেছে। আমি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম,—"এ ত বো ষ্ট্রীটের পথ নয়!"

দারোগা কহিলেন,—"না, সোজা রাস্তা নয়। বোধ হয় একটু ঘুরিয়া যাইতেছে।"

আমি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। যখন গাড়ী থানা কম্বাওয়েলের নূতন রাস্তা পার হইয়া মেঠো পথ ধরিল, তখন আমার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়া গাড়ী একটা মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, দারোগা গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাইতে আদেশ করিলেন। আমরা তিন জন অবতরণ করিলে, তিনি গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া বিদায় করিলেন।

আমায় ইহারা কোথায় লইয়া যাইতেছে? আমি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও তাহারা কোন উত্তর করিল না, কেবল একটু হাসিল মাত্র।

তিন জনে নীরব পল্লীপথের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অবশেষে গ্রীণ লেনের মোড় পার হইবামাত্র সম্মুখে যে জিনিষ দেখিলাম, তাহাতে বিস্ময়ে আমার শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

আমাদের সেই মোটর কার, পথের এক পার্শ্বে, আমার সজাগ দৃষ্টির সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং গাড়ীর উপর স্বয়ং কাউণ্ট উপবিষ্ট! নিশ্চয়ই আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

তাঁহার পরিধানে এখন অন্য পোষাক। গাড়ীর সে নম্বরও আর নাই। আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, গাড়ীর দ্বারে যে মুকুটাঙ্কিত ছিল, তাহারও উপর রঙ্গের একটা ছোপ দেওয়া হইয়াছে।

"এস ইবাট!"—বলিয়া তিনি আমায় স্থান ছাড়িয়া দিলেন। আমি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টার হাসিয়া কহিলেন,—"হঁ—যাও ইবাট ভাগ্যলক্ষ্মী তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হউন!"

(ক্রমশঃ।)

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ।

বিবিধ।

বিষাক্ত মুড়কি।

গত বুধবার নিমতলা ঘাটের নিকট এক-জন হিন্দুস্থানীকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। লোকটিকে সেই অবস্থায় হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পরদিন জ্ঞান হওয়ার পর সে বলিয়াছে যে, এক জন সাধু তাহাকে কিছু মুড়কী খাইতে দিয়াছিল এবং সেই মুড়কী খাইবার কিছুক্ষণ পরেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তাহার নিকট একটি কপর্দ্দকও ছিল না, কাজেই সাধুকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে।

দার্জ্জিলিং মেল হইতে লাফ।

ইউরোপীয়ান বালকের মৃত্যু।

গত বুধবার একটি ১২ বৎসর বয়স্ক ইউরোপীয়ান যুবক দার্জ্জিলিং মেলে কালিম্পং যাইতেছিল। প্রকাশ, বালকটিকে গার্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে ব্রেকভ্যানে তুলিয়া দেওয়া হয়। ট্রেণ যখন বেলঘরিয়া এবং ব্যারাকপুর ষ্টেশনের মধ্যে, তখন গার্ডকে অন্য কাজে ব্যাপৃত দেখিয়া বালকটি চলতি গাড়ী হইতে লাফ মারে। ফলে সে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিল—সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

রেলে চুরি।

দশ হাজার টাকা।

কাটিহার হইতে একটি বড় রকমের চুরির খবর পাওয়া গিয়াছে। একটি ভদ্রলোক আরোহী গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ট্রেণে যাইতেছিলেন। সেই চলতি ট্রেণের ভিতর হইতে কে নোটে, টাকায় ও অলঙ্কারে তাহার প্রায় ১০,০০০৲ টাকা চুরি করিয়া চম্পট দিয়াছে। পুলিশ এই ব্যাপারের তদন্ত করিতেছে।

রেলে কাটা।

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ধানবাদের রেলওয়ে কোম্পানীর একটি জমাদার জনৈক কেরাণী বাবুর একটি ৮ বৎসরের কন্যাকে লইয়া রেলওয়ে লাইন পার হইতেছিল। এমন সময় একখানা গাড়ী তাহাদের উপরে আসিয়া পড়ে। ফলে জমাদারটির দেহ একেবারে তিন টুকরা হইয়া গিয়াছে এবং বালিকাটি পেটে আঘাত পাইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

প্রকাশ যে সার নীলরতন সরকারের কার্য্যকাল শেষ হইলে বঙ্গীয় শাসন পরিষদের সদস্য সার আবদর রহিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সলার নিযুক্ত হইবেন। এ পর্য্যন্ত কোন মুসলমান এই পদে অধিষ্ঠিত হন নাই, সুতরাং সার আবদর রহিমের নিয়োগ বাঞ্ছনীয়। সার আবদর রহিম সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেইরূপ স্বাধীনতার পরিচয় দিয়া যদি তিনি উহার পঙ্কোদ্ধার করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার নিয়োগ সার্থক মনে করিব।

নূতন দাতব্য ঔষধালয়।

গত ২৪শে মাঘ বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহোদয় গুপ্তীপাড়া শ্যামাচরণ সেন দাতব্য ঔষধালয়ের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতার খ্যাতনামা এটর্ণি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন মহাশয় চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে এই ঔষধালয় স্থাপন করিয়া গ্রামবাসীর একটি বিশেষ অভাব দূর করিলেন; তজ্জন্য গ্রামবাসীরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ দিতেছে। হুগলীর সেসন জজ প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য ভদ্রলোক বিদেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক ভিত্তিস্থাপন কার্য্যে উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সতীশবাবু প্রায় ৬০০০৲ ছয় হাজার টাকা ব্যয়ে ষ্টেশন হইতে একটী পাকা রাস্তা করাইয়া গ্রামবাসীর আর একটী বিশেষ অসুবিধা দূর করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহার দৃষ্টান্তে গ্রামবাসীর ধনীদের চক্ষু ফুটিবে। দাতা শতং জীবতু।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

করোণারের আদালতে যে যে সাক্ষী উপস্থিত হইয়া, যাহা যাহা বলিয়াছিল, এখানেও তাহারা তাহাই বলিল। সাক্ষীদের এজাহার লইবার সময়, বিচারক সময়ে সময়ে জুরিদিগের দিকে চাহিতে লাগিলেন, কখন বা মাথা নাড়িয়া, তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া, যেন ইঙ্গিতে বলিয়া দিতে লাগিলেন,—বাদীর প্রতিকূলে রায় প্রকাশ করিবার পক্ষে আর কি প্রমাণের আবশ্যক হইতে পারে।

নবনবতিতম পরিচ্ছেদ।

বিচার।

বেলা বারটার সময় সরকার পক্ষের এটর্ণির বক্তৃতা শেষ হইল। আসামীর ব্যারিষ্টার তাঁহার মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। সমগ্র আদালত গৃহ নিস্তব্ধ। কলোনেলকে যাহাদের নির্দ্দোষ বলিয়া বিশ্বাস ছিল, বাদীপক্ষের উপস্থাপিত প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া, তাহারা হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা জনরবে বাদীর নিরপরাধিতার কথা শুনিয়াছিল, তাহারা ভাবিতে লাগিল এমন অব্যর্থ প্রমাণের মুখে তাঁহার রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। জনসাধারণের মনের ভাব এইরূপ হইলেও, বিচারক, এটর্ণি জেনারেল এবং সাক্ষীরাও কিন্তু অস্থিরভাবে বিচারের ফলাফল লক্ষ্য করিতেছিলেন। মিষ্টার মরে বক্তৃতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহাদের সে চাঞ্চল্য আরও বর্দ্ধিত হইল। কারণ তাঁহাদের আশঙ্কা হইতেছিল, প্রতিবাদীর পক্ষের ব্যারিষ্টারের বক্তৃতায় রাজার গ্লানিকর অনেক কথা বাহির হইয়া পড়িবে। জজসাহেব আসামীর ব্যারিষ্টার এবং জুরিদিগের মনে আশঙ্কা সঞ্চারের জন্য কঠোর মূর্ত্তি ধরিয়া বসিলেন। সে কালের বিচারকগণ পূর্ণমাত্রায় রাজপক্ষের সমর্থনকারী এবং ধর্ম্মাধিকরণ উৎপীড়নের যন্ত্রস্বরূপ হইলেও, মোকদ্দমা বিশেষে তাঁহারা সাধারণ লোকমতকে পদদলিত করিতে কিংবা ন্যায় লিখিয়া গণ্ডি কাটিয়া সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার করিতে সাহস করিতেন না।

সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া মিষ্টার মরে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, এটর্ণি জেনারেলের অতি দোষাবহ অমৃত বাণীর তিনি প্রতিবাদ করিতে চাহেন না। তাঁহার উক্তি যে আতিশয্য দোষে দুষ্ট, তাহা তাঁহার নিজের উক্তিতেই প্রমাণীকৃত হইয়াছে। তাঁহার মক্কেল মিষ্টার রামবল্ড কি উদ্দেশ্যে রাজপ্রসাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি যথাযথ ভাবে বর্ণন করিবেন। তাহার পর করোণার কোর্টের কথা উল্লেখ করিয়া, সে স্থলের বিচারপতিকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার পুনরাবৃত্তি করিলেন। যদি করোণার সাহেব তাঁহার মক্কেলকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া, দায়রা সোপরদ্দ করেন, তাহা হইলে তাঁহার মক্কেলের মঙ্গলের জন্য, তাঁহার নির্দ্দোষিতা সম্প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া এমন সকল কথার অবতারণা করিতে হইবে, যাহার ফলে রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির চরিত্রের কুৎসিৎ অংশ সাধারণের চক্ষে প্রতিভাত হইয়া পড়িবে। এইরূপ গৌরচন্দ্রিকা করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে বিচারক তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"সাবধান মিষ্টার মরে! কাহার চরিত্রে আপনি কলঙ্কার্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, স্মরণ থাকে যেন।"

তিনি এতদূর ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আপনার পদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ বাহু বাদীর ব্যারিষ্টারের প্রতি উদ্যত হইল।

ব্যারিষ্টারপ্রবর অতিচঞ্চল কঠোর স্বরে উত্তর করিলেন,—"পূর্ব্বেই আমি আপনাকে জ্ঞাত করিয়াছি, আমি আমার কর্ত্তব্য পালনে দায়িত্ব জ্ঞানহীন নই। আশা করি, অপরেও যেন আমার পথানুসরণ করিতে চেষ্টা করে!"

জজ সেইরূপ কুপিত কণ্ঠেই কহিলেন,

—"আমার প্রতি ইঙ্গিত করিতে কি আপনার সাহস হয় ?"

মব্রে সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, জুরিগণের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"জুরি মহোদয়গণ! আপনারা বিচার করিয়া বলুন, বাদীপক্ষের ব্যারিষ্টার যেরূপ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছেন, আমার মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য আমাকে সে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে কেন ?"

জুরিগণের নিকট এবম্বিধ প্রার্থনায় মব্রের এক অতি অপূর্ব্ব কুটনীতি প্রকাশ পাইল। তাঁহার এই কথায় জুরিগণের আত্মসম্মান প্রবুদ্ধ হইল। ব্যারিষ্টার এবং খোদ বিচারকের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের যে মধ্যস্থতা করিবার শক্তি আছে, তাহা প্রকারান্তরে তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইল এবং তাঁহাদের ন্যায়নিষ্ঠার উপর তাঁহার যে প্রগাঢ় ভক্তি আছে, তাহাও এই উক্তিতে সূচিত হইল। তাঁহারা কি রায় প্রকাশ করিবেন পূর্ব্বাহ্ণে একরূপ স্থিরীকৃত হইয়া থাকিলেও, তাঁহারা তাঁহাদের মতামত যথাসম্ভব সত্যের আবরণে মণ্ডিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবেন। জুরিগণ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া বিচারক আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তিনি কহিলেন,—"আমি আপনাকে কর্ত্তব্যবোধে সতর্ক করিয়া দিয়াছি মাত্র। এক্ষণে আপনি আপনার বক্তব্য বলিতে পারেন। পুনরায় বলিতেছি, আপনার দায়িত্ব বিস্মৃত হইবেন না।"

মব্রে উত্তর করিলেন,—"আমিও পুনরায় বলিতেছি, আমি আমার দায়িত্ব হইতে একপদও বিচলিত হইব না। আশা করি আর আমি বাধা প্রাপ্ত হইব না। জুরি মহোদয়গণ আমি কর্ত্তব্য বোধে আপনাদিগকে জানাইতেছি, মিষ্টার রামবন্ডের এক সহোদরা আছেন, তাঁহার নাম হেনরিয়েটা। এই প্রকাশ্য বিচারালয়ে সেই মহিলার বিষয় বর্ণনা করা অতীব কষ্টকর হইলেও, আমি প্রয়োজনানুরোধে তাঁহার নাম করিতে বাধ্য হইতেছি। সে আজ বহুদিনের কথা, কুমারী হেনরিয়েটা তখন নব যুবতী—অনিন্দনীয়া রূপসী, জর্জ ফিজ উইলিয়ম নামক কোন ব্যক্তির মোহে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তিনি তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছিলেন। কোনরূপে তাঁহার কথায় বা কার্য্যে তাঁহার সন্দেহ হয় নাই—উক্ত ব্যক্তি আপনার যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভাগিনী দুর্ব্বলতাবশতঃ তাঁহার বিবাহিতা পত্নী না হইয়া তাহার উপপত্নীর স্থান গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জর্জ উইলিয়ম এই সময়ে ফ্রান্স যাত্রা করিলে, তিনিও তাঁহার অনুগমন করেন। এই সময় উক্ত ব্যক্তি হেনরিয়েটার উপর যে সকল অমানুষিক অত্যাচার করেন, এ স্থলে আমি সে সকলের আর বর্ণনা করিব না। কোনরূপ আশঙ্কা প্রযুক্ত আমি যে বিরত হইলাম, তাহা নহে, পাছে আমার সেই শোচনীয় মর্ম্মভেদী কাহিনী শুনিয়া, আপনাদের সহানুভূতি উদ্রিক্ত হইয়া পড়ে, এই কারণেই ক্ষান্ত হইলাম। যুবক যুবতীর মধ্যে সেই নীতিবিগর্হিত সম্বন্ধের ফলে একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। জর্জ উইলিয়ম অভাগিনীকে পরিত্যাগ করেন। নবপ্রসূতি শোকেদুঃখে শয্যাশায়িনী হইয়া পড়েন। কিছু দিনের জন্য তাঁহার চৈতন্য লুপ্ত হইয়াছিল। জ্ঞান হইলে দেখিলেন, তাঁহার সন্তান তাঁহার পার্শ্বে নাই। শিশু যে তাহার পিতা কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ পাইলেন। অনন্তদুঃখে অভাগিনীর দিনাতিবাহিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দুঃখে যন্ত্রণায় বহু বৎসর অনন্তের গর্ভে লীন হইয়া গেল। সে সকল হৃদয় বিদারক ঘটনার বর্ণনা করিয়া আমি আর আপনাদের ব্যথিত করিব না। তাহার পর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে, বহুদিন অদর্শনের পর, ঘটনাচক্রে ভ্রাতা ভগ্নীর মিলন হইল। ভ্রাতা ভগ্নীকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাপরাধ, বিস্মৃত হইয়া, সান্ত্বনার সুধা সিঞ্চনে তাঁহার হৃদয়ক্ষত নিরাময় করিতে প্রয়াসী হইলেন। ভ্রাতা ভগ্নীর মুখে তাঁহার অতীত কাহিনী সকলই শুনিলেন। তাঁহাকে পরিত্যাগের পর হইতে, হেনরিয়েটা সেই প্রতারকের আর যে কোন সংবাদ পান নাই কিম্বা তাঁহার গর্ভজাত সেই শিশুর কি হইল জানিতে পারেন নাই—তাহাও শুনিলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে ঘটনাবশতঃ তাঁহারা সেই প্রতারকের প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে পারিলেন। সেই ব্যক্তি—"

এই সময়ে মার্কুইস অব হালিফক্স জজের কাণে কাণে কি বলিলেন। তচ্ছ্রবণে জজ বাহাদুর বাধা দিয়া কহিলেন,—"মিষ্টার মব্রে! আর আমি আপনাকে অগ্রসর হইবার অনুমতি দিতে পারি না। যদি আপনি জেদ করেন, আমি রায় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।"

মব্রে। আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। আপনার বিবেচনায় যদি ন্যায় সঙ্গত হয়, আপনি রায় প্রকাশ করিতে পারেন।

জজ। আমি আপনাকে অনুনয় করিতেছি, আপনি ক্ষান্ত হউন। শিষ্টাচারের খাতিরে—সম্মানের খাতিরে—সাধারণের মঙ্গলের জন্য আমি অনুনয় করিয়া বলিতেছি নিরস্ত হউন।

মব্রে। আমার মক্কেলের মঙ্গল ব্যতীত অন্য কোন বিষয়েই আমি কর্ণপাত করিতে পারি না।

এই সময়ে এটর্ণি জেনারেল উঠিয়া বলিলেন,—"মিষ্টার রামবন্ড যদি তাহার অপরাধ স্বীকার করে, সরকার পক্ষ তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারেন।"

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 881.

দি ইউনাইটেড ষ্টেট গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১২শ বর্ষ।] ২৫শে চৈত্র, ১৩২৭ সাল। ইং ৭ই এপ্রেল, ১৯২১ সাল। [১২শ খণ্ড।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অপূর্ব্ব প্রতিহিংসা।

রঘুবীরের নিকট অস্ত্রশস্ত্র আছে দেখিয়া সামান্য অর্থ লইয়া তাঁহাকে একটা ঘোড়া ভাড়া দিতে সম্মত হইল। রঘুবীর এই সার্থবহদলের সহিত মিলিয়া বেরারে উপস্থিত হইলেন।

রাজধানীর শোভা দেখিয়া গদাধরের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। রঘুবীর একটী বাসা ভাড়া করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পথপর্য্যটনে তাঁহার পরিধেয় বাস নিতান্ত মলিন এবং কদর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। এ বেশে কেমন করিয়া ফৌজদার কুমারী ইন্দিরার সমীপবর্ত্তী হইবেন? মুদ্রাধারটী বাহির করিয়া গণিয়া দেখিলেন, যে অর্থ আছে, তাহা একপ্রস্ত পরিচ্ছদের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

গদাধর আহারাদির ব্যবস্থা করিতে গেল। রঘুবীর কক্ষময় অস্থিরভাবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। সহসা একটা বিষয় মনে পড়াতে তাঁহার মুখ হর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি পিস্তল দুইটা বস্ত্রের মধ্যে লইয়া বাসা হইতে বহির্গত হইলেন এবং অনেক অনুসন্ধানের পর একটা অস্ত্র বিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"মহাশয়! আমার এক জোড়া পিস্তল আছে খরিদ করিবেন কি?"

দোকানদার প্রথমতঃ সম্মত হইলেন না। শেষে তিনি চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া পিস্তল দুইটী দেখিতে চাহিলেন এবং কত হইলে বিক্রয় করিবেন জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুবীর কহিলেন, "আমি এই দুইটী একশত টাকায় খরিদ করিয়াছিলাম।"

দোকানদার কহিল,—"আপনি ঠকিয়াছিলেন। ইহার এত দাম হইতে পারে না। যাহা হউক আমি আপনাকে পঁচিশ টাকা দিতে পারি।"

রঘুবীর অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং সে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া, একপ্রস্ত পরিচ্ছদ খরিদ করিয়া পরিধান করিলেন। বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে গদাধর প্রভুকে দর্শন করিয়া সহাস্যমুখে কহিল,—"বা! এই নূতন পোষাকে আপনাকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে।"

রঘুবীর মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। আহারাদির পর তিনি বিশ্রাম করিতে করিতে ইন্দিরার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে গদাধর তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া কহিল,—"কর্ত্তা! যদি অভয় দেন, একটা কথা বলি।"

রঘুবীরের মনটা প্রফুল্ল ছিল, হাসিয়া কহিলেন,—"কি বলিবার আছে বল, অত ভণিতার প্রয়োজন নাই।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া, দুই একটা ঢোক গিলিয়া, নতমুখে কহিল,—"অন্য কথা নয় —বলিতেছি কি জানেন,—স্ত্রীলোককে কখনও বিশ্বাস করিবেন না। এ সহরতলী জায়গা, কাহারও দিকে চাহিবেন না—কেহ গায়ে পড়িয়া কথা কহিলেও উত্তর দিবেন না। দেখিতে যতই সুশ্রী হউক—সব বেটী শয়তানী।"

রঘুবীর তাহাকে একটা ধমক দিলেন। বেচারা আর কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। অপরাহ্নে একটী লোক সংগ্রহ করিয়া একখানা পত্র লিখিয়া পররাষ্ট্র দূতাবাসে প্রেরণ করিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাহক উত্তর আনিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল। রঘুবীর কম্পিত হস্তে পত্রাবরণ উন্মুক্ত করিয়া পাঠ করিলেন,—

"আগামী কল্য সাক্ষাৎ হইবে না, পরশ্ব সন্ধ্যার সময় গোবিন্দ জিউর মন্দিরে উপস্থিত হইলে আমার সাক্ষাৎ পাইবেন।"

রঘুবীর আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। পত্রবাহক পুরস্কার লইয়া প্রস্থান করিল। সহসা তাঁহার মনে পড়িল। গোবিন্দ জিউর মন্দির কোথায়? এত বড় সহরের কোন্ অংশে উক্ত মন্দির-তাহার ত কোনও নির্দ্দেশ

নাই? বাসার অপর একজন লোককে আহ্বান করিয়া গোবিন্দ মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; লোকটী তাঁহাকে সকল বিবরণ বিবৃত করিয়া কহিল—"যদি আরতি দেখিতে যান সঙ্গে কিছু বেশী করিয়া টাকা লইবেন কারণ, সেখানে সকল দ্রব্য অযথা মহার্ঘ্য এবং পাণ্ডাদের অত্যাচার কিছু বেশী। বিশেষতঃ বিদেশী লোক পাইলে ত কথাই নাই।"

রঘুবীর যুগপৎ হর্ষবিষাদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। হর্ষের কারণ—তাঁহার হৃদয়ানন্দদায়িনী ইন্দিরার সাক্ষাৎ পাইবেন—তৃষিত নয়ন তৃপ্ত করিবেন। বিষাদের হেতু—অর্থাভাব। তিনি শয্যায় পড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিলেন।

নবম বল্লরী।

গদাধরের সহর দর্শন।

ভালবাসা বা উচ্চ আশার মোহ গদাধরের হৃদয়কে এখনও প্রপীড়িত করিতে পারে নাই, সুতরাং রাত্রে তাহার সুনিদ্রার অভাব হইল না। বিভাবরীর অবসান হইবামাত্র সে শয্যাত্যাগ করিল। রাত্রে রঘুবীরের নিদ্রা হয় নাই—প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরে ভোরের বেলায় তাঁহার একটু তন্দ্রার আবির্ভাব হইল।

গদাধর প্রভুকে বিনিদ্র ভাবিয়া, বাসার আশে-পাশে খানিকটা ঘুরিয়া আসিল। রঘুবীর এখনও শয্যায় পতিত, তবে নিদ্রিত কি জাগ্রত তাহা বুঝিতে না পারিয়া গদাধর, কক্ষদ্বারে উপবেশন করিল। দেখিতে দেখিতে বেলা অনেকটা হইল। গদাধরের জঠরানল তাগিদ আরম্ভ করিল। সে আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া প্রভুর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। রঘুবীর চক্ষু মেলিয়া কহিলেন,—"কি হইয়াছে গদাধর?"

গদাধর উত্তর করিল,—"মহাশয়! সহরের লোকেরা কি খায় না?"

রঘুবীর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া, একটু হাসিয়া কহিলেন,—"তুমি তোমার মত আহারের যোগাড় কর—আমি কিছুই খাইব না।"

গদা। কেন—আপনার কি কোন অসুখ হইয়াছে?

রঘু। না—তাহাও ত বোধ হইতেছে না।

গদা। এ সব লক্ষণ ত ভাল নয়। নিশ্চয় আপনার উপর কোন অপদেবতার দৃষ্টি পড়িয়াছে।

রঘু। অপদেবতা নয় মূর্খ! দেবীর শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে। দশ বারটা টাকার জন্য যদি এ মঙ্গল মুহূর্ত্ত অপসৃত হয়, সমস্ত জীবনে এ দুঃখের লাঘব হইবে না।

গদাধর প্রভুর ভাবান্তরের সমগ্র কারণ বুঝিতে না পারিলেও এই টুকু বুঝিল,—তাঁহার কিছু টাকার আবশ্যক। অভিলষিত অর্থ সংগ্রহের কোন উপায় করিতে না পারিয়া তিনি মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন। প্রভুভক্ত ভৃত্য প্রভুর দুঃখে কাতর হইয়া পড়িল। কিন্তু এ বিদেশে কি উপায়ে টাকার সংস্থান হইতে পারে, বহু চিন্তাতেও তাহার কোন সদুপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। তখন আর বৃথা চিন্তায় কাল হরণ না করিয়া, জঠরানল নিবৃত্তি করিবার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

যথাসময়ে আহারাদি পরিসমাপ্ত হইলে, গদাধর সহর দর্শনে বাহির হইবার প্রস্তাব করিল। রঘুবীর কহিলেন,—"আমার শরীর ভাল নয়, তুমি একা যাও কিন্তু সহরের কোন্ অংশে কোন্ মহাল্লায়, কাহার বাড়ীতে বাসা লইয়াছ, এ গুলি বেশ মনে গাঁথিয়া তবে বাহির হইবে। নচেৎ সহরতলী জায়গায়, কেহ কাহারও ঠিকানা বলিতে পারিবে না।"

গদাধর মুখে খুব সাহস দেখাইয়া পরিধেয় বস্ত্রটা একটু গুছাইয়া লইয়া, গায়ে একটা জামা পরিয়া, যষ্টিহস্তে রাজপথে বাহির হইয়া পড়িল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে তাহার সাহস লুপ্ত হইল। রাজপথে গাড়ী, ঘোড়া, বহুলোকের জনতা দেখিয়া তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইল। প্রত্যেক দ্রব্যের দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে হাঁ করিয়া চাহিতে লাগিল। পথে একসঙ্গে এত লোকের সমাবেশ ইহার পূর্ব্বে আর সে কখনও দেখে নাই। লোকগুলা যাইতেছে কোথায়? নিকটে কি কোন মেলা আছে? সেও সেই জনতার মধ্যে মিশিয়া গেল। এই-ভাবে কিয়ৎক্ষণ চলিবার পর তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক কতকটা শীতল হইল। সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সহরের একটা কদর্য্য পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে যত বদমায়েস, গুণ্ডা, মদ্যপ, নামকাটা সিপাই এবং ইতর প্রকৃতির ও নিম্নশ্রেণীর লোক একত্র হইয়া দিবাভাগে নানারূপ কুৎসিত আমোদ প্রমোদ এবং রাত্রে জটলা করিয়া সময়াতিবাহিত করে। এরূপ স্থান যে গদাধরের মত সরল বিশ্বাসী পল্লীবাসীর পক্ষে নিতান্ত নিরাপদ নয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই স্থলে আসিয়াই একটা বিষয়ের প্রতি তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। গদাধর অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"বাঃ বাঃ কে ঐ ব্যক্তি! নিশ্চয় কোন রাজপুত্র! কি চমৎকার বহুমূল্য বেশভূষা! ঐ উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া কি বক্তৃতা করিতেছে। শুনি লোকটা কি বলে।"

গদাধরের এই রাজপুত্র প্রকৃত পক্ষে একজন বাজীকর বা ঐন্দ্রজালিক। লোকটা একটা উচ্চ মঞ্চের উপর আরোহণ করিয়া, চতুর্দ্দিকস্থ জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল,—সে একজন কৃতবিদ্য ভীষক। ভারতের নানা স্থান এমন কি ভারতের বাহিরেও বহুদেশ যথা, তিব্বত, চীন, তাতার, পারস্য প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছে। বিদেশে অবস্থান কালে এমন কতকগুলি দ্রব্যগুণ তাহার করগত হইয়াছে, যাহার সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে, এমন কি মুহূর্ত্তে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অতি কুৎসিৎ কদাকারকেও সে সুশ্রী করিয়া

দিবে। ইহারই মধ্যে তাহার এই অদ্ভুত আবিষ্কারের ফলে শত সহস্র কুৎসিৎ কুভব্য, কদাকার নরনারী সুন্দর মধুর কান্তিলাভ করিয়া বিবাহ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। যে পাত্র পাত্রীকে কেহ পছন্দ করিত না, তাহাদিগকে এখন লোকে লুফিয়া লইতেছে।

গদাধর হাসিয়া কহিল,—"লোকটা কি ভয়ঙ্কর-মিথ্যাবাদী!" সে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে ভীষকপ্রবর পুনরায় আরম্ভ করিল,—"ভদ্র মহোদয়গণ! আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমার কথায় আপনাদের বিশ্বাস হইতেছে না। না হইবারই কথা। এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা চক্ষে না দেখিলে প্রত্যয় হয় না। আমি এই স্থানে দাঁড়াইয়া, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে, আপনাদের চক্ষের সম্মুখে আমার দ্রব্যগুণের পরীক্ষা দিব। আসুন আপনাদের মধ্যে যে কুৎসিৎ আছেন, আসুন আমার সম্মুখে আমি এখনই তাহাকে সুশ্রী করিয়া ছাড়িয়া দিব। এমন তাহার পরিবর্ত্তন হইবে—তাহার কাল রং ফর্সা হইবে—মুখের চেহারা ফিরিয়া যাইবে। আসুন শীঘ্র আসুন—এমন সুযোগ হারাইবেন না—কাল রং, কদাকার মুখ লইয়া আর মনোকষ্টে কাল যাপন করিতে হইবে না।"

গদাধরের আর যাওয়া হইল। তাহার কৌতুহল তাহাকে বাধা দিল। কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কেহই অগ্রসর হইল না। ঐ ঐন্দ্রজালিক পুনরায় চীৎকার করিয়া কহিল,—"কেহই আসিল না। কেন আসিল না,—তাহার কারণ আমার অবিদিত নাই। সকলেই আপনাকে ভাবিতেছে, আমি রূপে সাক্ষাৎ কন্দর্প। কিন্তু ভাই সকল! এ তোমাদের বিষমভুল! আমি কিন্তু দিব্য চক্ষে তাহার বিপরীত দেখিতেছি।"

প্রত্যেকে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তির প্রতি বক্র কটাক্ষ সঞ্চালন করিল। হাসিয়া ঐ ঐন্দ্রজালিক পুনরায় কহিল,—"তোমাদের আত্মাভিমানকে একটু থর্ব্ব করিবার আশায় কেহই সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে না। আচ্ছা—আমি স্বয়ং তোমাদের মধ্য হইতে বাছিয়া অতি কুৎসিৎকে বাহির করিয়া সুদর্শন করিয়া ছাড়িয়া দিব।"

তাহার দলস্থ বাদ্যকরেরা বাদ্য করিতে লাগিল। ঐন্দ্রজালিক ললাটের উপর দক্ষিণ কর স্থাপন করিয়া, নানারূপ মুখভঙ্গিমা করিয়া প্রত্যেকের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। গদাধর ভাবিল—এ একটা বাজে চাতুরী। ইহার মধ্যে আর বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য নাই ভাবিয়া সে প্রস্থানোদ্যত হইল। ঠিক সেই সময়ে—তাহার পশ্চাৎ হইতে বস্ত্রাবর্ষণ করিয়া এক সুবেশধারী সুন্দর যুবক কহিল,—"মহাশয়! আমার প্রভু আপনাকে ডাকিতেছেন। অনুগ্রহ করিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন।"

গদা। মহাশয় আপনার ভুল হইয়াছে। আমি সহরে নূতন আসিয়াছি,—কাহারও সহিত আমার পরিচয় নাই।

যুবক। না মহাশয় আমার ভ্রম হয় নাই।

গদা। আপনার প্রভু কে? এবং আমাকেই বা তাঁহার কি প্রয়োজন?

যুবক। আমার প্রভু একজন বিখ্যাত লোক। তাঁহার দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ। একটা জুয়াচোর আপনার জামার মধ্য হইতে কয়েকটা টাকা তুলিয়া লইয়াছে—তিনি চোরটাকে ধরিয়াছেন, আপনার টাকা আপনাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য আপনাকে ডাকিতেছেন। দেখুন দেখি আপনার মুদ্রাধারটী হারাইয়াছে কি না?

আহ্লাদে গদাধরের চোথ দুইটী জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে কহিল,—"বুঝিয়াছি, আমার বরাতে লোকসান নাই। চলুন মহাশয়।"

যুবক গদাধরকে সঙ্গে লইয়া মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইল। ঐন্দ্রজালিক এক থানা সিঁড়ি দেখাইয়া কহিল,—"এস—এই যে, এই দিকে।"

গদাধর স্তম্ভিত ভাবে কহিল,—"কি বলিতেছ তুমি?"

ঐন্দ্রজালিক পুনরায় তাহাকে সোপান সাহায্যে মঞ্চে আরোহণ করিতে কহিল। গদাধর তখন সঙ্গী যুবকের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ঐ লোকটাই কি আপনার প্রভু?"

যুবক কহিল,—"হাঁ মহাশয়! যান উপরে উঠুন।"

গদাধর কিন্তু নড়িল না। আরক্তনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া কি বলিতে যাইতেছিল,—বাধা দিয়া যুবক কহিল,—"তাহা হইলে মহাশয়! পরিণামে আমার প্রভুকে দোষী করিবেন না। আপনার মুদ্রাধারে যে দশটী টাকা ছিল, তিনি তাহা দরিদ্র ভিক্ষুককে বিতরণ করিয়া দিবেন।"

দশ টাকা! যাহার জন্য তাহার প্রভু শয্যাশায়ী—যাহা সংগ্রহ করিবার আশায় সে বাহির হইয়াছে,—সেই দশ টাকা কি সে পরিত্যাগ করিতে পারে? সে সোৎকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিল,—"মহাশয় এত ব্যস্ত হইবেন না—আমার টাকা আমিই লইব।"

যুবক সিঁড়ির দিকে গদাধরকে ঠেলিয়া কহিল,—"যান, তবে আর বিলম্ব করিবেন না।" গদাধর মঞ্চে উঠিতে উঠিতে কহিল "কিন্তু মহাশয়! সাবধান করিয়া দিতেছি—আমরা রায়গড়ের লোক—লাঠিবাজীতে খুব মজবুত। যদি ইহার মধ্যে কোন প্রবঞ্চনা থাকে, পরিণাম বড়ই মন্দ হইবে!"

তাহাকে মঞ্চের উপর উঠিতে দেখিয়া জনসঙ্ঘ মহোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। সম্মুখে মুদ্রাপূর্ণ থলেটীর প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ হওয়াতে গদাধর এ সকলের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিল না।

ঐন্দ্রজালিক চীৎকার করিয়া কহিল—"দেখুন আপনারা সকলে এই কদাকার কুভব্য লোকটী স্বেচ্ছায় আমার ঔষধের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। ভালই করিয়াছে। আমার উপর বিশ্বাস করিয়া

কখনও কাহাকেও অনুতাপ করিতে হয় নাই। আমি যখন ইহাকে সুন্দর করিয়া ছাড়িয়া দিব, তখন ইহাকে দেখিবামাত্র পালে পালে যুবতী আসিয়া ইহার চরণতলে লুঠাইয়া পড়িবে। এখনও দেখিতেছেন ইহার মুখখানা—কয়েক মুহূর্ত্ত পরে কি সুন্দর পরিবর্ত্তন হয় আপনারা দেখিবেন। বাজাও ভাই সকল।”

বাদ্যকরেরা বাদ্য আরম্ভ করিল। ঐন্দ্রজালিক সেই যুবক এবং আর দুইজন সহচরের সাহায্যে গদাধরের মাথাটা চাপিয়া ধরিল এবং একজন তাহার কর্ণ দুইটা এমন বলে আকর্ষণ করিল যে হতভাগ্য যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বাদ্য রোলের মধ্যে তাহার চীৎকার ডুবিয়া গেল—সুতরাং তাহা আর জনতার কর্ণে প্রবেশ করিল না কিন্তু তাহার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখভঙ্গিমা এবং দশনবিকাশ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে, পুনরায় সকলে করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঐন্দ্রজালিক একটা পাত্র হইতে খানিকটা কি তরল পদার্থ বাহির করিয়া, তুলি দ্বারা তাহার মুখমণ্ডল রঞ্জিত করিয়া দিল। তাহার পর আর একটা রং বাহির করিয়া তুলি দ্বারা পূর্ব্ববৎ মুখে মাখাইয়া দিল। আলোহিত রাগরঞ্জিত মুখমণ্ডল দূর হইতে মন্দ দেখাইতেছিল না। জনতার মধ্যবর্ত্তী নিতান্ত অনভিজ্ঞ যাহারা, তাহারা এই ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বুদ্ধিমান যাহারা গদাধরের দুর্দ্দশা দেখিয়া হাসিয়া সে স্থানটা মুখরিত করিয়া তুলিল। ঐন্দ্রজালিক তখন আর একবার জনতাকে সম্বোধন করিয়া সহাস্যে কহিল—“দেখ ভাই সকল আমার কেরামতি! মুহূর্ত্তে আমি ইহাকে কেমন সুন্দর পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলাম। যাও এইবার হইয়াছে।” এই বলিয়া ধাক্কা দিয়া হতভাগ্যকে মঞ্চ হইতে নামিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল।

গদাধর এতক্ষণ যেন মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। ধাক্কা খাইয়া তাহার যেন লুপ্ত চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। সে চীৎকার করিয়া কহিল,—“শালারা আমায় কি বোকাই বানাইয়াছে! ইহার প্রতিশোধ দিতেই হইবে।”

যেমন তাহার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার হস্তস্থিত যষ্টি বিদ্যুৎগতিতে তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। দর্শকগণ মনে করিতে লাগিল রঙ্গাভিনয়ের এটাও বোধ হয় একটা অংশ। সুতরাং শিক্ষিত হস্তের সুকৌশলে পরিচালিত যষ্টি যখন মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান ঐন্দ্রজালিক এবং তাহার সহচর দলের কাহারও মাথায়, কাহারও পিঠে বা কাহারও হাতে পড়িতে লাগিল এবং আহত ব্যক্তিগণ প্রহার যাতনায় কাতর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তখনও দর্শকগণ প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া, আহতদের আর্ত্তনাদ এবং বেদনাব্যঞ্জক মুখভঙ্গিমাকে অভিনয় কৌশল ভাবিয়া, হাত তালি দিয়া মহানন্দে হাস্য করিতে লাগিল। গদাধর তাহাতেও ক্ষান্ত হইল না, অবশেষে তাহার যষ্টির আঘাতে ঐন্দ্রজালিকের দ্রব্যজাত বিক্ষিপ্ত এবং চূর্ণ হইয়া গেল। লাঠ্যৌষধির গুণে ঐন্দ্রজালিকের কৃত্রিম শ্মশ্রুগুম্ফ খসিয়া পড়িয়াছিল, সৌভাগ্যবশতঃ গদাধরের দৃষ্টি তখন অন্য দিকে ছিল, নচেৎ তাহাদের অর্থ এবং অথ্বাপহারক রামভজনকে চিনিতে পারিত।

নিমিষের মধ্যে এই কার্য্য শেষ করিয়া গদাধর মঞ্চ হইতে অবতরণ করিল এবং যষ্টি সঞ্চালনে পথ পরিষ্কার করিয়া, জনতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। এই ভাবে কিয়দ্দূর আসিয়া গতি মন্থর করিল এবং ঐন্দ্রজালিক প্রভুর বাপের সদ্গতির ব্যবস্থা করিতে করিতে মুখের রং মুছিতে লাগিল। এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি ডাকিল,—“বন্ধু! ও বন্ধু।”

গদাধর মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। অপরিচিত কহিল,—“বন্ধু! যদি দয়া করিয়া আমাকে ঐ প্রহার কৌশলটা শিখাইয়া দাও আমি বড়ই উপকৃত হই। পরিবারটাকে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারি না, যদি ঐ খেলাটা শিখাইয়া দাও, তাহার হাতে ঝাঁটা দেখিয়া আর পিছাইয়া আসি না।”

গদা। তুমি কি ঠাট্টা করিবার আর লোক পাইলে না।

অপরিচিত। ঠাট্টা নয় দাদা সত্য কথা। মাগী যেন রায়বাঘিনী। ঐ রকম কৌশলের সহিত যষ্টি চালান শিখিলে আর সে যখন তখন শতমুখী লইয়া তাড়া করিতে সাহস করিবে না।

গদা। ইহার আর শিক্ষা কি! এক গাছা লাঠি লইয়া এক দিন ঘা কতক দিলেই ত পার।

অপরিচিত। তাহা হইলে তুমি কি সত্য সত্যই উহাদিগকে প্রহার করিয়া আসিলে? আমি মনে করিয়াছিলাম প্রহারের অভিনয়!—মারিব অথচ লাগিবে না। লোকে মনে করিবে হাড় কখানা গুঁড়া হইয়া গিয়াছে।

গদা। লাগিয়াছে কি পুষ্প বর্ষণের মত তাহাদের গায়ে আমার লাঠি পড়িয়াছে, একবার জিজ্ঞাসা করিতে পার।

অপরিচিত। যাহাই হউক, আমাকে ও বিদ্যাটা শিখিতেই হইবে। চল ভাই একটা দোকানে বসিয়া কিছু জলযোগ করিগে—

গদা। কিন্তু সাবধান! আমার লাঠি চালাবার বহর দেখিয়াছ ত? যদি মন্দ অভিপ্রায়ে আমার সহিত মিশিতে আসিয়া থাক, তাহার ফল কি হইবে না বলিলেও চলে। তাহার পর আমি এক পয়সাও খরচ করিব না।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মোটর ডাকাতি।

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। কাউণ্ট তাহাদিগকে ধন্য-

বাদ দিয়া বিদায় দিলেন। এইরূপ অসম্ভাবিত উপায়ে মুক্তি পাইয়া আমি সানন্দে এবং সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কোথায় যাইব ?"

কাউন্ট কহিলেন,—"বরাবর সিডেনহামের ভিতর দিয়া চল। যত শীঘ্র আমরা এ অঞ্চল হইতে সরিয়া পড়িতে পারি ততই মঙ্গল। উইনচেষ্টারে, সহরের বাহিরে আমার একটা বাড়ী আছে—সেই স্থানে দু চার দিন একটু গা ঢাকা দিয়া থাকিব।"

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঐ লোক গুলো আমাদের অনুসরণ করিবে না ত ?"

আমার কথা শুনিয়া কাউন্ট হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"এখনও তুমি সব বুঝিতে পার নাই। ও তিন জনই আমাদের লোক। জহরীর সঙ্গে একটু বেশ রঙ্গ করা গেল। কেমন এ চালাকি মন্দ কি ? তুমি ভয় পাইয়াছিলে,—কিন্তু তদ্ভিন্ন উপায় ছিল না। তোমায় গ্রেপ্তার করিয়া, ভয় না দেখাইলে, খেলার রসভঙ্গ হইত। সপ্তাহের মধ্যেই আমরা প্রণালী পার হইয়া সরিয়া পড়িব। তাহারা আজ রাত্রেই যাইবে।" এই বলিয়া কাউন্ট পুনরায় হাসিতে লাগিলেন।

এই যে এত বড় একটা চুরি কি অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তির বলে সম্পাদিত হইয়া গেল, বিভ্রান্তচিত্তে ভাবিতে ভাবিতে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তাহা হইলে উহারা গোয়েন্দা পুলিসের লোক নয় ?"

উত্তর হইল,—"ওরা তোমারই মত গোয়েন্দা ! যাউক, উহা লইয়া এখন আর মাথা ঘামাইও না। গাড়ীর দিকে মনোযোগ দাও—শীঘ্র শীঘ্র এ অঞ্চলটা পার হইয়া চল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কাউন্টের বাড়ীখানি ক্ষুদ্র। নিকটের মধ্যে বড় একটা কাহারও বাস ছিল না। চারিদিকে উচু প্রাচীরে ঘেরা এবং পশ্চাতে গাড়ী রাখিবার আড্ডা। ইহার মধ্যে অনেক ঘুলঘুলি এবং কলকৌশল বিদ্যমান ছিল।

বাড়ী খানি ক্ষুদ্র হইলেও উত্তমরূপে সজ্জিত। অপর লোকজন ছিল না—একটী মাত্র চাকর। তাহাও অন্য কেহ—সিসিল হোটেলের সেই হ্যাণ্ডারসন।

তাহার পরিধানে এখন আর জমকাল পোষাক নাই। আমাকে দেখিয়াই দন্তবিকাশ করিয়া হাসিল। কাউন্ট তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"কতক্ষণ আসিয়াছ ?"

সে উত্তর করিল,—"দশ মিনিট মাত্র পূর্ব্বে। কোন গোলযোগ হয় নাই ত ?"

"কিছুমাত্র না।"—বলিয়া কাউন্ট উপরে চলিয়া গেলেন। সে দিন আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

পরের দিন মোটর আর রাস্তায় বাহির হইল না। কাউন্ট খুব সাদা সিধে নিরহঙ্কার লোক। হ্যাণ্ডারসন বা আমার সহিত অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতই ব্যবহার করিতেন। আমরা একসঙ্গে বসিয়া আহার করিতাম—এক সঙ্গে ধূমপান করিতাম।

আমরা শুদ্ধ সুসময়ের অপেক্ষা করিতেছিলাম। যে জহুরীর বাড়ী চুরি হইয়াছিল, —তাহার নাম গিলিং। প্রতিদিনই সংবাদ পত্রের স্তম্ভে এই চুরির আলোচনা চলিতে লাগিল। পুলিস চোর ধরিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল কিন্তু কোনরূপেই ইহার কিনারা করিতে পারিতেছিল না। কাউন্ট এখানে ক্লড ফিল্ডিং নামে অভিহিত। সে অঞ্চলের সকলের সহিতই তাঁহার সদ্ভাব থাকিলেও তিনি বড় একটা কাহারও সহিত মিশিতেন না। দ্বিতীয় সপ্তাহে, যখন দেখিলেন হৈচৈ অনেকটা থামিয়াছে, তিনি বাড়ীর বাহির হইলেন।

অবশেষে একদিন সার চার্লস আসিলেন। কাউন্টের সহিত গোপনে তাঁহার পরামর্শ হইল। তাহার পরই আমরা সাউদামটনের পথে ইংলণ্ড ত্যাগ করিলাম। যাত্রার পূর্ব্বে কিন্তু গাড়ীর বর্ণের এবং কাউন্ট ও আমার আকৃতিগত কতকটা পার্থক্য সাধিত হইল।

আমরা সাগর পার হইয়া প্যারিসে উপস্থিত হইলাম এবং একটা হোটেলে বাস করিতে লাগিলাম। ফরাসী রাজধানীতে কাউন্টের বন্ধু বান্ধব বা পরিচিতের অভাব ছিল না। তাহাদের সমক্ষে আমার সহিত ভৃত্যের মত ব্যবহার করিলেও—নির্জ্জনে বন্ধুর মতই আচরণ করিতেন।

মণিকারের সহিত প্রতারণার পরিণাম-যাহাই হউক, কাউন্টের হাতে যে প্রচুর ধন সমাগম হইয়াছিল, তাহা তাঁহার খরচের বহর দেখিয়াই বেশ বোঝা যাইতেছিল। তিনি অর্থ ব্যয়ের দিকে দৃকপাত না করিয়া, বড় বড় হোটেলে সুখে আহার বিহার করিতে লাগিলেন।

আমরা প্যারিস ত্যাগ করিয়া মণ্টিকার্লো আসিলাম। বড় দিনের আর বেশী বিলম্ব নাই। আমরা অপরাপর ধনী ভ্রমণকারীর ন্যায় হোটেল ডি পারিসে বাসা লইলাম।

এ স্থানে এই আমার প্রথম পদার্পণ। স্থানটী আমার বড়ই পছন্দ হইল। এখানেও কাউন্টের অসংখ্য বন্ধু বান্ধব। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ক্রীড়া-কৌতুকে কিয়ৎ কাল অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার সময় অপর স্থানে আহারাদি সারিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এখানে আসিয়া প্রায়ই মোটরে চড়িতেন না কিন্তু যখন তখন আবশ্যক হইলে রেলে করিয়া নাইস এবং কেনাসে বেড়াইতে যাইতেন। পক্ষান্তে এক দিন প্রাতঃকালে কিন্তু আমরা মোটর লইয়া বাহির হইলাম। পথ ঘাট বেশ ভাল হইলেও তাড়িৎ ট্রামের জন্য প্রায়ই আমাদিগকে গতি মন্থর করিতে হইতেছিল। অবশেষে আমরা কেলিভার্ড গেমবেতা নামক হোটেলের দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম।

এখানে দীর্ঘাকৃতি এক সুন্দরী ফরাসী যুবতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সম্ভবতঃ পূর্ব্ব হইতেই এ মিলনের একটা বন্দোবস্ত

হইয়াছিল। তাঁহারা একটা ছোট হোটেলে আহারাদি সারিয়া ভ্রমণে বাহির হইলেন।

যুবতীর বয়স বড় জোর উনিশ। পরিধানে কাল রঙের একটী সামান্য পোষাক কিন্তু উহা যে কোন বিখ্যাত দর্জ্জির দোকানে প্রস্তুত, তাহা তাহার ছাটকাট দেখিলেই বেশ অনুমান করা যায়। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তাঁহারা হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যুবতী তাহার টুপী এবং মোটা কাপড়ের একটা গরম জামা আনিবার জন্য প্রস্থান করিল—কাউন্ট তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সাগরতটে অবস্থিত ব্রিষ্টল হোটেলে যাইবার পরামর্শ হইয়াছিল।

পৌষের রবিকরোজ্জ্বল সুন্দর অপরাহ্ণ। পথও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুতরাং অতি অল্প-কাল মধ্যেই—কাউন্ট এবং সেই ফরাসী সুন্দরীকে লইয়া আমার মোটর হোটেলের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইল। তাঁহারা শকট হইতে অবতরণ করিলে কাউন্ট কহিলেন,—"গাড়ী আস্তাবলে লইয়া যাও—ঘণ্টা খানেক বিলম্ব হইবে।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে হোটেলে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, রক্তবর্ণ কার্পেটাবৃত কক্ষে কাউন্ট, যুবতী এবং সার চার্লস বসিয়া আছেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তি যে কাউন্টের সহকর্মী, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম।

আমাদের পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় হইল। আবার এখানেও যে নূতন খেলার সূত্রপাত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে নিসন্দেহ হইলেও—সে জিনিষটা যে কি, তাহা আমি তখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

তিন জনেই ফরাসী ভাষায় গভীর মনোনিবেশের সহিত আলাপ করিতে-ছিলেন। সুন্দরীর অধরে মধ্যে মধ্যে হাস্য-রেখা ফুটিতেছিল, কখনও বা মরালগ্রীবা উন্নমিত করিয়া কাহারো না কাহারো মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সুন্দর চিবুক কম্পিত কুঞ্চিত করিয়া সংশয় জ্ঞাপন করিতেছিল।

আমি একটু দূরে থাকিয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত না হইতেই বুঝিতে পারিলাম, যুবতী সুদর্শন বিন্দোর প্রতি একান্ত অনুরক্ত। তাহার ভাবভঙ্গি, তাহার অপাঙ্গদৃষ্টি প্রতি-ক্ষণেই তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছিল।

এই সময়ে এক দল মার্কিণ যুবতী কল-রব করিতে করিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং তাহাদের অদূরে উপবেশন করিয়া চা চাহিল। ব্যাঘাত উপস্থিত দেখিয়া তিন জনেই উঠিয়া পড়িলেন এবং বাহিরে নির্জ্জনে দাঁড়াইয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া কি পরামর্শ করিলেন। তাহার পর আমরা সকলে নাইসে ফিরিয়া আসিলাম।

কাউন্ট সুন্দরীকে হাত ধরিয়া নামাইয়া দিয়া কহিলেন,—"গেব্রিল! দেখ ভুলিও না যেন? কেমন নিশ্চয় ত?"

মৃদু মধুরকণ্ঠে রমণী উত্তর করিল,—"প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,—কখনই ভুলিব না।" তাহার পর চার্লসকে নমস্কার করিয়া, সোপান পথে হোটেলের মধ্যে চলিয়া গেল।

তাহার পরিচ্ছদের আড়ম্বরহীন চারুতা আমার চক্ষে বড়ই মনোজ্ঞ বোধ হইতেছিল। সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলার মত সুন্দর সুকোমল তাহার প্রকৃতি হইলেও সংসারের অভিজ্ঞতা তাহাতে কিছুমাত্র ছিল না। সত্য কথা বলিতে কি আমি তাহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার বিবেচনায় এমন সুন্দরী সদানন্দময়ী রমণী আমি খুব কমই দেখিয়াছি। এই বোধ হয় তাহার মোটর গাড়ীতে প্রথম পরিভ্রমণ, কারণ আমি বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, পথে যখনই আমি বেগে শকট চালনা করিয়াছি, তখনই যুবতী বালিকার মত হাসিয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে।

যুবতীর প্রস্থানের পর চার্লস কাউন্টকে নিম্নস্বরে বলিল,—"আর কি কর্ম্ম ফতে! বাকিটা ত অতি সহজ—যদি আমরা সাহস করিতে পারি।"

কাউন্ট কহিলেন,—"কাজ যতই দুষ্কর হউক—আমি অবিচলিত। অতি সরল—কিছুমাত্র সন্দেহ করে নাই। মেয়ে মানুষের যদি তোষামোদ করিয়া তাহার মন যোগা-ইতে পার আর সে যদি তোমার প্রতি আসক্ত হয়, তাহা হইলে তোমার জন্য না করিতে পারে, এমন কার্য্য নাই।"

সার চার্লস কহিল,—"তুমি কেমন প্রেমিক নাগর।" কাউন্ট মৃদু হাসিয়া আমাকে মণ্টি কার্লো যাইবার জন্য আদেশ করিলেন।

যথাসময়ে আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। গাড়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আমি মোটর চালকের বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক, বায়ু সেবন-কারী বিলাসীর বেশ ধরিলাম। দশটার পূর্ব্বে কোন পুষ্পোদ্যানে কাউন্টের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সঙ্গে তাঁহার কেহই ছিল না। তিনি আমাকে ডাকিয়া কহিলেন,—"এস, একটু নির্জ্জনে এস, তোমার সহিত কথা আছে।"

আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি কহিলেন,—"আজ আমরা কি করিয়াছি জান? না। তুমি কোন বিষয়ে চোখ কান দিও না। তোমার উপর যাহার আদেশ নাই—তেমন কাজ দেখিয়াও দেখিবে না—আমরা একটা খুব বড় কাজ পাইয়াছি। এখনও হাসিল হয় নাই—শীঘ্রই হইবে। অথচ খুব সহজ—যেন আকাশ হইতে ঝুপ করিয়া আমাদের হাতে পড়িবে। তোমার যেমন অর্থের প্রয়োজন—আমারও তেমনই। টাকায় কাহার দরকার নাই বল? তুমি মুখ বন্ধ করিয়া আমার আদেশ পালন করিয়া যাও, দেখিবে আমরা এমন কাণ্ড করিব, যাহা এ দেশের লোক কখনও কল্পনাও করিতে পারে নাই।"

যদিও এরূপ কার্য্যের সহিত আমার কোনই সহানুভূতি ছিল না, তবুও আমি বলিলাম,—"কেমন করিয়া নির্ব্বাক হইয়া কাজ করিতে হয় আমি জানি।"

(ক্রমশঃ।)

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ।

বিবিধ।

শাশুড়ীর অত্যাচার।

খাঁদীর বয়স এগার বৎসর। সে বিবাহিত। একদিন খাঁদীর শাশুড়ী ও স্বামী বাড়ী ছিল না, সেই সময় তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় সে শ্বশুরবাড়ীর কিছু খাবার খাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহার শাশুড়ী বাড়ী ফিরিয়া এই অপরাধে খাঁদীর সর্ব্বাঙ্গে হাতা পুড়াইয়া ছেঁকা দিয়া দেয়। এই ব্যাপারের পরে খাঁদীর স্বামী তাহাকে লইয়া তাহার পিত্রালয়ে পৌছাইয়া দিয়া আসে। সেখান হইতে তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হয়। পুলিশ এই সংবাদ পাইয়া খাঁদীর শাশুড়ী যামিনী দাসীকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিয়াছে। গতকল্য পুলিশ আদালতে এই মামলা উঠিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আপাততঃ দুইশত টাকার জামিনে যামিনীকে মুক্তি দিয়াছেন।

ঘুষের জন্য খুন।

রামধন উপাধ্যায় নামক একজন পুলিশ কনষ্টেবল সেখ কচি নামক এক ভাড়াটে গাড়ীর গাড়োয়ানকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণ এই—গত মঙ্গলবার সকালে ব্যারাকপুর গবর্ণমেণ্ট হাউসের বাগান হইতে কিছু ফুল কলিকাতার গবর্মেণ্ট হাউসে পাঠান হয়। যে মালীরা ব্যারাকপুর হইতে ফুল লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা কচির গাড়ী ভাড়া করে। কচি গাড়ী লইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে বাহির হইতেছিল, এমন সময় রামধন তাহার নিকট হইতে এক পয়সা দস্তুরী চায়। কচি তাহাকে দস্তুরী না দিয়াই গাড়ী চালাইতেছে দেখিয়া রামধন তাহার গাড়ীর উপর উঠিয়া তাহায় মাথায় রুল দ্বারা জোরে আঘাত করে। ফলে কচির মাথা ফাটিয়া রক্তপাত হইতে থাকে। কচি কোনপ্রকারে ফাটা মাথা লইয়া গাড়ী চালাইতে থাকে, কিন্তু লালবাজারের কাছাকাছি আসিয়া অতিরিক্ত রক্তপাত হইতে থাকায় সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। বাগানের মালীরা কোন প্রকারে গাড়ীখানাকে টানিয়া গবর্ণমেণ্ট হাউসে লইয়া যায়, সেখানে হইতে কচিকে ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে পাঠান হয়। হাঁসপাতালে গিয়া কচির মৃত্যু হইয়াছে। গতকল্য শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মোকদ্দমা উঠিয়াছিল। রামধন আপাততঃ হাজতে আছে। মামলা চলিতেছে।

ডিউকের দান।

মহামহিম ডিউক অব কনট গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাই সহরের ঘোড়দৌড়ে তিরাশী টাকা বাজী জিতিয়া ছিলেন। এই টাকাটা তিনি পুনার "সেবা সদনে" দান করিয়াছেন।

কাগজের গদী।

অভাব হইলেই মানুষ তাহা পূরণ করিবার উপায় করিয়া লয়। জীবরাজ্যে মানুষের সভ্যতা এই জন্যই ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। গত যুদ্ধের সময়ে জর্ম্মণেরা অভাবে পড়িয়া যে বিচিত্র উদ্ভাবনশক্তির পরিচয় দিয়াছিল, এখনকার এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে তাহা সকলকারই কাজে লাগিয়া যাইতেছে। জর্ম্মণরা কাপড়ের অভাবে কাগজের সাহায্যে যে সব পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবার উপায় বাহির করিয়াছে, ইউরোপের বাজারে আজকাল সে সব মালের কাট্‌তি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। খালি কাপড়ের বদলে নয় চাম্‌ড়ার বদলেও জর্ম্মণরা কাগজ ব্যবহার করিতে ছাড়ে নাই! জর্ম্মণীর রেলগাড়ীগুলিতে এখন চাম্‌ড়ার ফিতা ও গদীর বদলে কাগজের ফিতা ও গদী চলিতেছে এবং এই মালগুলি একটুও কম মজবুৎ নয়। তাহা ছাড়া ঝুড়িঝোড়া প্রভৃতি অনেক জিনিষই এখন কাগজে তৈরি হইয়া থাকে।

অদ্ভুত মোটর-রহস্য।

কলিকাতার দুইজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক হাওড়া পুলিশের নিকট একটা রহস্যময় ব্যাপারের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। ঘটনাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল। গত রবিবার তাঁহারা কোন এক বিখ্যাত মোটর কোম্পানীর একখানি মোটর ভাড়া করিয়া হাওড়ার সহরতলী দিয়া যাইতেছিলেন—মোটর চালাইতেছিল একজন শিখ। শিখটিকে অত্যন্ত জোরে মোটর চালাইতে দেখিয়া ইহারা তাহাকে গাড়ীর বেগ কমাইতে বলেন কিন্তু সে তাঁহাদের কথা না শুনিয়া বেগ আরও বাড়াইয়া দেয়। ফলে অনতিবিলম্বেই মোটরখানি একটি পথিকের উপর গিয়া পড়ে। পথিকটির তাহাতেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। চালক এই ব্যাপারে গাড়ী থামাইবা মাত্র ভদ্রলোক দুইটি নামিয়া পড়েন এবং মৃতদেহটি নিকটের কোন থানায় লইয়া যাইবার জন্য তাহা মোটরের উপর তোলেন। কিন্তু ভদ্রলোক দুইটী গাড়ীতে চড়িবার পূর্ব্বেই চালক জোরে গাড়ী হাকাইয়া চলিয়া যায়। প্রায় আধঘণ্টা পরে সেই পথে আর একখানি ট্যাক্সি যাইতে দেখিয়া তাঁহারা তাহাতেই চাপিয়া গোলাবাড়ী থানার পুলিশের কাছে সমস্ত জানাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা পুলিশকে মোটর কোম্পানীর নাম এবং চালকটির চেহারার সম্বন্ধে এক বর্ণনা দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এপর্য্যন্ত সেই মোটর-চালক বা মৃতদেহের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না।

চণ্ডু বিক্রয়ে অর্থদণ্ড।

মেছুয়াবাজারের শেখ হোসেন নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিয়া আবগারী বিভাগের একজন সব-ইনস্পেক্টর খানিকটা চণ্ডু এবং সাতটি টোটা আবিষ্কার করিয়াছেন। শেখ হোসেনের এ দুইটি জিনিষের কোনটির জন্যই লাইসেন্স ছিল না। জোড়াবাগানের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করিয়া চণ্ডু বিক্রয়ের অপরাধে তাহার প্রতি ৩০৲ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন টোটা রাখার অপরাধের বিচার এখনও চলিতেছে।

পুলিশের নামে অভিযোগ।

আলিপুরের লক্ষ্মীনারায়ণপুর নামক স্থানের জোনাব খাঁ এবং আরও ছয় ব্যক্তি পুলিশের কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দিয়াছিল বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিল। পুলিশ তাহাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, কিছুদিন আগে এক হাটে জয়নগর থানার একজন হেড কনষ্টেবল কয়েকজন চোরকে গ্রেপ্তার করে এবং আসামীরা পুলিশকে প্রহার দিয়া সেই চোরদের ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। আলিপুরের মহকুমা হাকিমের এজলাসে এই মোকদ্দমা উঠিয়াছিল। আসামীদের উকীল বলেন যে, পুলিশ তাহাদের মক্কেলদের নামে মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়াছে। আসল ব্যাপার হাটের দিন ঐ হেড কনষ্টেবল কয়জন লোকের নিকট হইতে জোর করিয়া ঘুষ আদায় করিতেছিল। জোনাব ও অপর কয়েকজন লোক তাহাতে বাধা দেওয়ায় পুলিশের লোকেরা তাহাদের প্রহার দেয় পরদিন জোনাবের ভাই কালা এইজন্য পুলিশের বিরুদ্ধে মারপিট করার মামলা রুজু করে পুলিশ কায়দা করিয়া ফ্যাসাদ এড়াইবার জন্য মিথ্যা মামলা সাজাইয়া জোনাব ইত্যাদিকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট উকীলের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া আসামীদের মুক্তি দিয়াছেন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

দৃঢ়তার সহিত রামবল্ড উত্তর করিলেন,—"যে পাপে আমি পাপী নই, কেন তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব?"

মব্রে পুনরায় জুরিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"জুরি মহোদয়গণ! দৈবঘটনাবশতঃ হেনরিয়েটা বহুদিনের পর, যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়াছিল, যে তাঁহার ন্যস্ত বিশ্বাসের অপব্যবহার করিয়া, তাঁহাকে জন্মদুঃখিনী, পথের ভিখারিণী সাজাইয়াছিল, তিনি তাহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিলেন। সেই ব্যক্তির পদ মর্য্যাদা এই সমগ্র রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—সাদা কথায় তিনি এই ইংলণ্ডের অধীশ্বর চার্লস ষ্টুয়ার্ট।"

মব্রের উক্তি শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত, সমগ্র আদালত নিস্তব্ধ। মব্রেও নীরব হইয়া দাঁড়াইলেন—পূর্ণ এক মিনিট কাল সেই নীরবতা ভঙ্গ করিলেন না। এই সময়ে একে একে সকলের চক্ষুই আসামীর উপর নিপতিত হইল। তিনি অবনত বিষণ্ণ বদনে দণ্ডায়মান। জজ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়। জুরিগণ প্রস্তর মূর্ত্তির মত উপবিষ্ট—তাঁহাদের দৃষ্টি আসামীর বদনের উপর সংন্যস্ত।

মিষ্টার মব্রে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—"জুরি মহোদয়গণ! সাধারণ বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া, সমবেত জনসঙ্ঘের সম্মুখে এরূপভাবে ইংলণ্ডেশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে বাস্তবিকই আমি মর্ম্মাহত। আমার বক্তব্য শেষ পর্য্যন্ত শুনিলে আপনারা বুঝিতে পরিবেন কিরূপ কর্ত্তব্যের কঠোরতার মধ্যে পড়িয়া আমি এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আপনারা স্মরণ রাখিবেন, হেনরিয়েটা এ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তানের কোন সংবাদই পান নাই। এ সন্তান তাঁহার কলঙ্কের জলন্ত নিদর্শন হইলেও, মাতৃহৃদয়ের স্বতঃউৎসাহিত স্নেহমমতা সেই নিষ্পাপ সন্তানকে বক্ষে লইবার জন্য যে ব্যগ্র হইয়া পড়িবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে। একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, বহু বৎসরের পর সহসা সেই দুষ্কৃতিকারী প্রতারকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহার সন্তানের পরিণাম কি হইল জানিবার জন্য তাঁহার মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে কি না? কি উপায় অবলম্বন করিলে, পুত্রের সংবাদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন—সহোদরের সহিত অনেক পরামর্শ করিলেন। অবশেষে ভ্রাতা আর ভগ্নীর দুঃখ যন্ত্রণা এবং উৎকণ্ঠা দর্শন করিতে না পারিয়া, এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া বসিলেন। তিনি লণ্ডনে আসিয়া কন্যা জামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বা তাঁহার এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের পথে অন্তরায় হইতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি তাঁহাদের সম্মুখে নৃপতির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা লইবার কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই কিম্বা রাজপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিবার সময় সঙ্গে কোনরূপ অস্ত্র গ্রহণ করেন নাই। যে ছুরিকার দ্বারা হত্যাকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, সে ছুরি আসামীর নয়। এ উক্তির সত্যতা আসামীর জামাতা সার লরেন্স লির এজাহারে সপ্রমাণ হইতে পারে। প্রকাশ্যে সরলভাবে সদর ফটকে আসিয়া আসামী রাজসাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিলেন। প্রহরী তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিল না। তিনি যে কোন উপায়ে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী দ্বার মুক্ত দেখিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া, কাহাকেও রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ হইতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করিবেন, এমন সময়ে কতকগুলি রাজভৃত্য আসিয়া তাঁহার প্রতি এমন দুর্ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইল যে, তিনি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর উদ্ধতভাবে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে প্রাসাদ কক্ষে একটা খুন হইয়াছে, চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে, স্বয়ং নৃপতি সেই স্থলে উপনীত হইলেন। তৎক্ষণাৎ নরহত্যার ঘৃণিত অভিযোগ আমার এই মক্কেলের উপর আরোপিত হইল।

(ক্রমশঃ)।

বি, সায়—আয়ুর্ব্বেদ আশ্রম।

৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, পোঃ বক্স নং ৩৪২। কলিকাতা।

অতি সুলভে অত্যুৎকৃষ্ট সুগন্ধি তৈল প্রস্তুতের একমাত্র অত্যাশ্চর্য্য সামগ্রী

সাবধান ! ভীষণ জাল !!

কাশ্মীর-কুসুমের ভয়ানক জাল আরম্ভ হইয়াছে, ক্রয়কালীন আমাদের ট্রেড মার্ক ও নাম ঠিকানা দেখিয়া লইবেন।

রেজিষ্টারী করা ট্রেড মার্ক।

KASHMIR KUSUM

সাবধান ! ভীষণ জাল !!

কাশ্মীর-কুসুমের ভয়ানক জাল আরম্ভ হইয়াছে, ক্রয়কালীন আমাদের ট্রেড মার্ক ও নাম ঠিকানা দেখিয়া লইবেন।

কাশ্মীর কুসুম

এক টিন কাশ্মীর-কুসুমে ছয় শিশি অত্যুৎকৃষ্ট মহোপকারী তৈল প্রস্তুত হয়।

ইহা নারিকেল বা তিল তৈলের সহিত মিশাইলে তৈল সুন্দর রঙ্গে রঞ্জিত ও অপূর্ব্ব সৌগন্ধে আমোদিত হয়। বিশেষতঃ ইহাতে নানাবিধ স্নিগ্ধকর মহোপকারী মশলা মিশ্রিত থাকায়, ইহা তৈল সহ ব্যবহারে মাথা ঠাণ্ডা থাকে; মাথাঘোরা, অনিদ্রা, শিরঃপীড়া, মেহ বা পিত্তজনিত হাত পা জ্বালা, চক্ষুজ্বালা, পেট গরম হওয়া, শীঘ্র চুল পাকা, চুল উঠা, টাকপড়া, মরামাস, খুস্কি প্রভৃতি স্বরায় নিবারিত হয়, চুলের গোড়া শক্ত হয়, চুলের চাকচিক্য বাড়ে, কেশ ঘন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিছুদিন ব্যবহার করিলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হয়। সমস্ত দিন মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও উৎসাহময় থাকে; অথচ কত সুলভ দেখুন—

৸০ বার আনা মূল্যের এক টিন কাশ্মীর-কুসুমে ছয় শিশি মনঃপ্রাণ তৃপ্তিকর মহোপকারী তৈল প্রস্তুত হয়। সুতরাং সাধারণের পক্ষে এমন সুবিধা আর কি আছে? মফঃস্বলের দোকানদারেরাও এই কাশ্মীর-কুসুম দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করিয়া অনায়াসে সুগন্ধি তৈলের ব্যবসা চালাইতেছেন। আবার প্রত্যেক টিনের সহিত এক শিশি মনোহর এসেন্স দেওয়া হয়। ইহা ব্যবহার করিয়া শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন ও করিতেছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সকল প্রশংসা পত্র একবার পাঠ করুন, তাহা হইলেই জানিতে পারিবেন—

কাশ্মীর-কুসুম

জগতে অতুলনীয়।

আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, আমাদের এই কাশ্মীর-কুসুম ব্যবহার করিয়া শতকরা যত অধিক লোকে প্রশংসা করিয়াছেন, এত অধিক সংখ্যক প্রশংসাপত্র আর কেহ কখনও পান নাই। বস্তুতঃই এই কাশ্মীর-কুসুম জগতে অতুলনীয়। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করিতে, শিরঃপীড়া, মাথাধরা, অনিদ্রা প্রভৃতি নিবারণ করিতে, চুলবৃদ্ধি ও চুলের গোড়া শক্ত করিতে, চুলের চাক্‌চিক্য বাড়াইতে এমন জিনিষ আর কখনও আবিষ্কৃত হয়

নাই। যিনি একবার কাশ্মীর-কুসুম ব্যবহার করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিয়েছেন।

কাশ্মীর-কুসুমের এত সুখ্যাতি কেন?

কাশ্মীর-কুসুম যেরূপ সুলভ সাধারণের পক্ষে ইহা তেমনই মহোপকারী, সুতরাং সকলেই কাশ্মীর-কুসুমের সমাদর করিয়া থাকেন। ফলতঃ অত্যধিক মূল্যের শত শত নামজাদা সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করিয়া যেখানে কোনও উপকার পাওয়া যায় নাই, সেখানে এই সামান্য ৸৹ বার আনা মূল্যের কাশ্মীর-কুসুমে অতি সুলভে অত্যুৎকৃষ্ট ছয় শিশি তৈল প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা আশাতীত উপকার লাভ করিয়াছেন। তাই যেখানে—যে গ্রামে এই কাশ্মীর-কুসুম এক টিন মাত্রও গিয়াছে, সেখানে অধিকাংশ ব্যক্তি অন্য তৈল ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া এই কাশ্মীর-কুসুম দ্বারা অতি সুলভে অত্যুৎকৃষ্ট মহোপকারী তৈল প্রস্তুত করিয়া তাহাই নিত্য ব্যবহার করিতেছেন এবং সেই তৈলের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছেন। ফলতঃ—

এমন মহোপকারী সুলভ সামগ্রী আর দ্বিতীয় নাই।

তাই বলি—

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখিবার জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
কেশের উৎকর্ষ সাধন জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
মনের স্ফূর্ত্তিবিধান জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
মেহজনিত দুর্ব্বলতা নিবারণ জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
সর্ব্বপ্রকার শিরঃরোগ শান্তির জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
চিন্তাশীলতার সাহায্য জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
দেহের কান্তি ও লাবণ্য বৃদ্ধির জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
চক্ষুর দীপ্তিবিধান জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
চুলউঠা, টাকপড়া, অকালপক্কতা প্রভৃতি নিবারণের জন্য

কাশ্মীর-কুসুম! কাশ্মীর-কুসুম!

এ হেন কাশ্মীর-কুসুম একবার ব্যবহার করুন, নিশ্চয়ই আশাতীত ফললাভে মুগ্ধ হইবেন।

তাই আবার বলি,—

ছাত্র ও শিক্ষকদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
উকিল, মোক্তার ও বিচারকদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
চিন্তাশীল লেখক ও পাঠকদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
পরিশ্রমী অফিসারদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,

সুধুই কি তাই—

বিলাসিনী রমণীদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
মূর্চ্ছারোগগ্রস্তা যুবতীর জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
গৃহকার্য্যে পরিশ্রান্তা গৃহিনীর জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
বিদ্যানুশীলনরতা বিদুষীর জন্য কাশ্মীর-কুসুম,

সাধারণ সকলেরই জন্য কাশ্মীর-কুসুম!

এ হেন কাশ্মীর কুসুম আপনি কি ব্যবহার করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন—আশাতীত ফল পাইয়া নিশ্চয়ই প্রীত হইবেন এবং এত সুলভে এরূপ উপকারিতা ও এমন মনোহর সুবাসের জন্য চিরকাল ইহার পক্ষপাতী থাকিবেন।

কাশ্মীর-কুসুমের এই অত্যাশ্চর্য্য গুণ আছে বলিয়াই আজ কাশ্মীর কুসুম ঘরে ঘরে সমাদৃত হইতেছে—ফলতঃ সাধারণের পক্ষে এত সুলভে এরূপ মহোপকারী অত্যুৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুতের এমন সুবিধা আর নাই। তাই হাজার হাজার সম্ভ্রান্ত লোকে মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসাবাদ করিতেছেন। এই সকল প্রশংসাপত্র কয়েকখানি মাত্র পাঠ করুন, তাহা হইলে আপনিও এই কাশ্মীর কুসুম ব্যবহার করিতে উৎসুক হইবেন। বিশেষতঃ আপনি যদি একবার মাত্রও এই কাশ্মীর-কুসুম পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে আমরা দম্ভ করিয়া বলিতে পারি যে, নিশ্চয়ই আপনি ইহার সুখ্যাতি করিবেন এবং এই কাশ্মীর-কুসুম বার মাস ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিবেন এবং হয়ত আপনার বন্ধুবান্ধবকেও ইহা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিবেন ও অনুরোধ করিবেন। কাশ্মীর-কুসুমের প্রকৃত গুণের পরিচয় ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি জানাইব? কাশ্মীর-কুসুম সম্বন্ধে স্বতঃপ্রদত্ত প্রকৃত প্রশংসাপত্র ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি আছে?

কাশ্মীর-কুসুমের মূল্য—

এসেন্স সহ প্রত্যেক টিনের মূল্য ৸৹ বার আনা, মাশুলাদি ।৹ চারি আনা; একত্রে তিন টিন ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৸৹ বার আনা; ৬ টিন ৩৸৹ তিন টাকা বার আনা, মাশুলাদি ১৲ এক টাকা; ১২ টিন ৭৲ সাত টাকা, মাশুলাদি ১॥৹ টাকা।

বি, সায়—আয়ুর্ব্বেদ আশ্রম।
৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন,
পোঃ বক্স নং ৩৪২—কলিকাতা।

কাশ্মীর-কুসুম।

শত সহস্র প্রশংসাপত্র পাঠ করুন।

প্রসিদ্ধ সবজজ বাবু শ্যামকিশোর বসু মহাশয় ১২৯ নং লক্ষ্মীপুর ঢাকা হইতে লিখিয়াছেন—

ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে যে কাশ্মীর-কুসুম আনাইয়াছিলাম, তাহা ব্যব-

সহিত সেই সকল প্রশংসাপত্র পাঠান হয়; এবং আশা করি, আপনিও ইহা ব্যবহার করিলে ইহার অসাধারণ গুণ জানিতে পারিবেন এবং বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সুস্থ ও সবল থাকিতে পারিবেন।

মূল্য প্রতি বোতল ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ৸৹ বার আনা, একত্রে ৩ তিন বোতল ২৸৹ আনা, মাশুলাদি ১।৹ পাঁচ সিকা; প্যাকিং ও ভিঃ পিঃ।৹ চারি আনা।

কিরূপ প্রশংসাপত্র দেখুন—

বিলাতের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের (এম, ডি, সি, এম, আই, এম, এস, উপাধি প্রাপ্ত, গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষায় ৮০০০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত, মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পৌত্র প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টরের পল্টনের প্রধান ডাক্তার, আসাম, ব্রহ্মদেশ, ঝান্সি, অযোধ্যা, দানাপুর, চীন প্রভৃতি স্থানের সিবিল সার্জ্জন এবং মিলিটারী সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু মহোদয় স্বয়ং লিখিয়াছেন,

আমি স্বয়ং ব্যবহার করিয়া এবং অপরাপর রোগীকে সেবন করাইয়া আঙ্গুরিনার গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; ইহা অজীর্ণ, ডিস্পেপ্‌সিয়া প্রভৃতিতে বিশেষ উপকারী এবং শরীরের পক্ষে বেশ উত্তেজক। যে সকল উপাদানে আঙ্গুরিনা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে গুরুপাক দ্রব্য পরিপাক করিতে ইহা বিশেষ উপযোগী।

যাঁহারা অজীর্ণ, অম্ল এবং ডিস্পেপ্‌সিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিতেছেন, তাঁহারা ইহা ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই উপকার পাইবেন।

ইংরাজীভাষায় বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত লেখক এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—

কিছুদিন হইতে আমার স্ত্রী অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতিতে ভুগিতে ছিলেন। তাহার পরিপাকশক্তি একেবারেই নষ্ট হইয়াছিল এবং আহারে কিছুমাত্র রুচি ছিল না। এই অবস্থায় আমার স্ত্রীকে আঙ্গুরিনা ব্যবহার করিতে দিয়াছিলাম। এক বোতল ব্যবহারে কিঞ্চিৎ ফল পাইলে আমি ক্রমান্বয়ে তিন বোতল আনাইয়াছি এবং আশাতীত ফল পাইয়াছি। এক্ষণে রোগিণীর পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, ক্ষুধামান্দ্য দূর হইয়াছে, মন বেশ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়াছে, এবং আহারে রুচি হইয়াছে। ফলকথা, এক্ষণে সকল প্রকার গ্লানি দূর হইয়া তিনি পূর্ব্বস্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন। ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়াতে আমি নিজে দুই একদিন আঙ্গুরিনা ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহাতে বিশেষ ফল পাইয়াছি। তজ্জন্য অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং যে সমস্ত ব্যক্তির পরিপাকশক্তির হীনতাবশতঃ আহারে প্রবৃত্তি থাকে না, ভাল হজম হয় না, বাহে পরিষ্কার হয় না, মন অপ্রফুল্ল থাকে, তাহাদিগকে আঙ্গুরিনা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি।

বুইচাকাঠি, নাজিরপুর, বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার দাস লিখিয়াছেন—

মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে এক বোতল আঙ্গুরিনা আনিয়া তিন দিন মাত্র ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফললাভ করিয়াছি। আপনার ঔষধের গুণ অতি আশ্চর্য্যজনক।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজপদ গাঙ্গুলি, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ হইতে লিখিয়াছেন—

এক বোতল আঙ্গুরিনা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, আপনার প্রত্যেক ঔষধ সুলভ এবং ফলপ্রদ, আমি কাশ্মীর-কুসুম, শতবলী ও কাশ্মীরী মেওয়া আনাইয়া ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। আপনারা সাধারণকে এরূপ সুলভ মূল্যের ঔষধ দিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করুন, ইহাই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনীয়।

ময়মনসিংহ, সাধুয়াই হইতে শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—

মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে ৩ বোতল আঙ্গুরিনা আনাইয়া একটী রোগীকে ব্যবহার করাইয়া চমৎকার ফল পাইয়াছি; তজ্জন্য আপনার ঔষধে আমার বিশেষ ভক্তি জন্মিয়াছে। আর একটী রোগীর জন্য ৩ টিন কাশ্মীরী মেওয়া ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইবেন।

বি, সায়—আয়ুর্ব্বেদ আশ্রম।
৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন,
পোঃ বক্স নং ৩৪২—কলিকাতা।

সর্ব্বদদ্রু বিনাশন।

যে রকমের যত দিনের দাদ হউক না কেন, একদিনেই আরোগ্য হইবে, পুনরায় আর তথায় দাদ হইবে না। ইহাতে কোন দূষিত পদার্থ বা জ্বালা যন্ত্রণা নাই। মূল্য—প্রতি কৌটা।৶৹ ছয় আনা, মাশুল ৶৹ তিন আনা; ৩ তিন কৌটা ১৲ এক টাকা, মাশুল ।৹ চারি আনা।

প্রশংসাপত্র দেখুন—

জলপাইগুড়ি, জোড়পাকড়ী, ধর্ম্মপুর হইতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জি মহাশয় লিখিয়াছেন—

আমি আপনার সর্ব্বদদ্রু বিনাশন ব্যবহার করিয়া জানিলাম, আপনারা মিথ্যা অনুযোগ করিয়া লোককে ঠকান না। আশা করি, আপনার কাশ্মীর-কুসুমেও সেইরূপ ফল পাইব। অতএব ৩ টিন কাশ্মীর-কুসুম ও আর এক কৌটা সর্ব্বদদ্রু বিনাশন পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের জগদ্বিখ্যাত মহৌষধ।

কাশ্মীরী মেওয়া

অস্থি-মজ্জা-রক্ত-মাংসাদি সপ্তধাতু পুষ্টিকারক, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক অদ্বিতীয় সামগ্রী।

আজকাল ধাতুদৌর্ব্বল্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য বলিয়া অনেকে চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগ কাহাকে বলে, অনেকে তাহা জানেন না। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটীকে ধাতু বলে। ইহাদের মধ্যে শুক্রই প্রধান-তম ধাতু। যে কোন অত্যাচারে এই সমস্ত ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে শরীর ক্ষীণ ও মন বিকৃত ও দুর্ব্বল হইয়া হইয়া পড়ে, দেহে নানা প্রকার উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সকল উপসর্গই ধাতুদৌর্ব্বল্যের পূর্ব্বলক্ষণ। তাই বলি, যদি আপনার মন সর্ব্বদাই অস্থির, স্ফূর্ত্তিশূন্য ও উৎসাহহীন বোধ হয়, যদি চক্ষু ক্রমশঃ জ্যোতিহীন হইতে থাকে, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথা ঘুরিয়া উঠে ও সমস্ত অন্ধকার বোধ হয় বা ক্ষুদ্র জোনাকী পোকার ন্যায় চক্ষে "সরিষা ফুল" দেখিতে থাকেন, চক্ষুর কোণে বা নিম্নে কৃষ্ণবর্ণ দাগ পড়িয়া থাকে, সিঁড়িতে তাড়াতাড়ি উঠা নামা করিলে বা কিয়ৎক্ষণ শারীরিক পরিশ্রম করিলে বুক ধড়ফড় করে, মাথাধরা, মাথাঘোরা, সর্ব্বদাই বিমর্ষভাব প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়, এবং আপনি ক্রমশঃ ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছেন, বোধ হয়, তাহা হইলে বুঝিবেন, আপনার শরীরে ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। তখন আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া গুরুতর ধাতুদৌর্ব্বল্য পীড়ার সূত্রপাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহোপকারী মেওয়া ব্যবহার করুন। দেখিবেন, ১৫ দিনের মধ্যেই আপনার সমস্ত উপসর্গ দূর হইয়াছে, শরীর সুস্থ, সবল ও শক্তিশালী হইতে আরম্ভ হইয়াছে, মনে উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি জন্মিয়াছে, মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট ও শক্তিময় হইতেছে। তখন আপনি প্রকৃতই নবজীবন লাভ করিয়া আপনার অমূল্য জীবন যৌবন সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারিবেন। তখন সদা স্ফূর্ত্তিময় হৃদয়, লাবণ্যময় দেহ, সোণার স্বাস্থ্য সমস্তই অচিরে ফিরিয়া পাইবেন।

ফলতঃ ধাতুদৌর্ব্বল্যের এমন নির্দ্দোষ অথচ এমন মহোপকারী মহৌষধ আর কখন আবিষ্কৃত হয় নাই! অপূর্ব্ব মেওয়া সংযোগে প্রস্তুত অথচ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলিয়া যিনি একবার ব্যবহার করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেছেন। বিশেষতঃ যৌবন-স্বভাবসুলভ অত্যাচারে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য (Nervous Debility), দেহের ক্ষীণতা, জীবনীশক্তির হ্রাস, শুক্রতারল্য, সর্ব্ব প্রকার পুরাতন মেহ, পুরুষত্বহীনতা, শৌচ বা মূত্রত্যাগের সময় শুক্রক্ষয়, স্বপ্নের ন্যায় শুক্রক্ষরণ, শুক্রের তরলতা, মূত্রের সহিত দৃশ্য বা অদৃশ্য ভাবে শুক্রনির্গম, তজ্জন্য বিশেষ দুর্ব্বলতা, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, স্ফূর্ত্তি-হীনতা, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, বুক ধড়ফড় করা, হঠাৎ উঠিতে গেলে চক্ষে ধোঁয়া দেখা, মাথাঘোরা, রক্তশূন্যতা, রক্তহীনতা জন্য মুখের ফ্যাকাসে ভাব, কাজকর্ম্মে অনিচ্ছা, আনন্দ উপভোগে অক্ষমতা, অল্প উত্তেজনায় বীর্য্যস্খলন, স্ত্রীলোক দর্শন বা স্পর্শমাত্রেই শুক্রক্ষয়, অল্প পরিশ্রমেই হাঁপাইয়া পড়া, পরিপাকশক্তি কমিয়া যাওয়া প্রভৃতি শুক্র ঘটিত যে কোন উপসর্গ হউক না কেন, এই মহৌষধির গুণে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবেক।

মেওয়ার বিশেষ গুণ।

এই মেওয়ার বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে বীর্য্য অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, তরল শুক্র গাঢ় হয়, ইন্দ্রিয়শক্তি দশ গুণ বর্দ্ধিত হয়। অধিকন্তু এই মেওয়া, ঘৃত মাংসাদি অপেক্ষাও অধিকতর পুষ্টিকর, অধিক বীর্য্য-বর্দ্ধক; ইহাতে যে পরিমাণে শরীরপোষক, বীর্য্যবর্দ্ধক সারপদার্থ আছে, সেরূপ আর দ্বিতীয় নাই। এইজন্য যাহারা বিবাহিত অথচ দুর্ব্বল, সেই সকল যুবাদিগের পক্ষে ইহা পরম হিতকর মহৌষধ। নবীন দম্পতি যুগলের পরম আদরের সামগ্রী।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের সহিত যাহাদের অজীর্ণ দোষ আছে, ভাল হজম হয় না, প্রায়ই ক্ষুধামান্দ্য, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়দোষ বা যকৃতের দোষে পরিপাকশক্তি কমিয়া গিয়াছে, তাহারা প্রাতে ও বৈকালে মেওয়া এবং দিবসে ও রাত্রে আহারের পর আঙ্গুরিনা সেবন করিলে অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিবেন।

অগ্রাহ্য করিলে মহা বিপদ!

অনেকে পুরাতন প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি গ্রাহ্য করেন না, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, এই ধাতুদৌর্ব্বল্য অগ্রাহ্য করিয়াই অতি যন্ত্রণাদায়ক দুরন্ত হাঁপানী রোগ জন্মিয়া থাকে। অধিকাংশ হাঁপানী রোগের মূল কারণ—ধাতুদৌর্ব্বল্য! শুধুই কি তাই? যে রোগের নাম করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়, সেই অতি ভয়ানক যক্ষ্মা-রোগও এই ধাতুদৌর্ব্বল্য হইতে জন্মিয়া থাকে। সুতরাং এহেন গুরুতর ব্যাধির সূত্রপাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য সকলেরই ধাতুদৌর্ব্বল্য দূর করা আবশ্যক। ধাতুদৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য করিতে হইলে এই মেওয়াই একমাত্র প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ।

বি, সায়—আয়ুর্ব্বেদ-আশ্রম। ৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, পোঃ বক্স নং ৩৪২, কলিকাতা।

পুরাতন প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি শুক্রঘটিত পীড়া হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে এমন জিনিস আর নাই।

পুরাতন প্রমেহ রোগ যাহা বহুকাল ঔষধ সেবনেও নির্দ্দোষ হয় নাই অথচ যাহাতে জ্বালা যন্ত্রণা নাই, অথচ প্রস্রাবের সহিত দৃশ্য বা অদৃশ্য ভাবে ধাতু নির্গম হয়, ক্রমে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ধাতু অতিশয় পাতলা এরূপ অবস্থায় এই মেওয়া অদ্বিতীয় মহৌষধ। ফলতঃ শত শত ঔষধ ব্যবহারেও যদি তেমন ফল না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও নিরাশ হইবেন না। এই মেওয়ার আশ্চর্য্য ক্ষমতায় নিশ্চয় রোগমুক্ত হইবেন। তখন অস্থি-মজ্জা-রক্ত-মাংসাদি সপ্তধাতুর পুষ্টিসাধন হেতু আপনার দেহের ওজন প্রতিমাসে আশ্চর্য্য রূপ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া চমকিত ও প্রীত হইবেন, স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি পুনরায় ফিরিয়া পাইবেন, সত্যসত্যই নবজীবন লাভ করিয়া প্রকৃত সুখ ভোগে সমর্থ হইবেন।

কাশ্মীরী মেওয়ার মূল্য—প্রতি টিন ৸৹ বার আনা, মাশুলাদি ।৵৹ ছয় আনা, ৩ তিন টিন ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৸৹ বার আনা।

ধাতুদৌর্ব্বল্যর সহিত যাঁহাদের অজীর্ণ দোষ আছে, তাঁহারা প্রাতে ও বৈকালে "মেওয়া" এবং আহারের পর "আঙ্গুরিনা" সেবন করিলে অত্যাশ্চর্য্য উপকার পাইবেন।

মেওয়ার কিরূপ প্রশংসা দেখুন—

মহামান্য লেপটেনান্ট গবর্ণর বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর প্রধান সহকারী শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় :—

মহামহিমান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরাল মারকুইস অব্ ডফারিণ এবং লেডী লান্সডাউনের পার্শিয়ান ও হিন্দুস্থানী শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় :—

হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণি শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত এম, এ :—

হাটহাজারীর সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু রামগোবিন্দ চৌধুরী :—

আদাবরি চা বাগানের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু ধনঞ্জয় দে :—

গণকপুখরী গোলাঘাট হইতে মান্যবর শ্রীযুক্ত এস, এস, খাওন্দ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

আপনার প্রেরিত মেওয়া ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি। আশা করি, এই ক্ষুদ্র লিপি প্রাপ্তে আরও দুই টিন মেওয়া ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

শ্রীযুক্ত মনিরুদ্দিন সরকার, চিলহাটী হইতে লিখিয়াছেন :—

ইতিপূর্ব্বে এক টিন কাশ্মীরী মেওয়া ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। পুনরায় লিখিতেছি যে, আর এক টিন মেওয়া পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন বর্ণশর্ম্মা তালুকদার, কাকড়াবনিয়া, মৃধাগঞ্জ, বরিশাল হইতে লিখিয়াছেন :—

আপনার নিকট হইতে কাশ্মীরী মেওয়া ও শতবল্লী আনাইয়া সেবন করিয়াছি, উপরি উক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফললাভ করিয়াছি; আমি কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, উক্ত ঔষধ দেশ বিদেশে প্রচার হইয়া মহাশয়ের পসার বৃদ্ধি হউক, আমি আমার বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট ইহার গুণ প্রচার করিয়াছি ও আনিতে উপদেশ দিয়াছি, নিবেদন মিতি।

শ্রীযুক্ত সমছউদ্দিন খোন্দহার বেলহার, খোলিসাকোটা, বরিশাল :—

ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে একটি কাশ্মীরী মেওয়া আনিয়া তাহা সেবনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। অতএব অতি সত্বর আর এক টিন কাশ্মীরী মেওয়া উক্ত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

মহাজনহাট চট্টগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত আবদুল হামিদ প্রভৃতি অনেক মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির, বিশেষতঃ বসুমতী, প্রতিবাসী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের বহুতর প্রশংসা পত্র আছে। প্রত্যেক টিনের সহিত সেই সকল ছাপান প্রশংসাপত্র পাঠান হয়।

এক্ষণে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবেন, সাধারণের পক্ষে ইহা কিরূপ উপকারী ও আরামদায়ক; ক্ষীণধাতু দুর্ব্বল দেহ যুবক যুবতীর পক্ষে স্বর্গের সুধার ন্যায় কিরূপ অমূল্যনিধি; বিলাসী বাবুদিগের মজলিসেও কিরূপ উপাদেয় আদরের সামগ্রী।

অপূর্ব্ব আবিষ্কার!

অতি সুলভে সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক অব্যর্থ মহৌষধ প্রস্তুতের একমাত্র অপূর্ব্ব সামগ্রী

পঞ্চশক্তি

এক টিন পঞ্চশক্তিতে ছয় বোতল জ্বরনাশক অব্যর্থ মহৌষধ প্রস্তুত হয়।

এই পঞ্চশক্তির দ্বারা প্রস্তুত টাট্‌কা ঔষধে সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, কালা-

অশোক ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের শাস্ত্রীয় মহৌষধ।

এই ঘৃত রক্ত, শ্বেত, নীলাদি সর্ব্বপ্রকার প্রদর ও রক্তরোধ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

মূল্য অর্দ্ধপোয়া শিশি ১৸০ দেড় টাকা, মাশুলাদি ৷৷০ আট আনা।

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত।

সর্ব্ববিধ বায়ুরোগ, উন্মাদ, অপস্মার, ভূতোন্মাদ, হৃদরোগ, বিবিধ শিরঃরোগ, হস্তকম্প, শরীর কম্প প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বাতব্যাধি, কোষ্ঠকাঠিন্য, শরীর কৃশতা নাশ করিতে এবং শুক্র ও রজঃ শুদ্ধ করিতে এই শাস্ত্রীয় ঘৃতের তুল্য মহৌষধ আর নাই।

মূল্য অর্দ্ধপোয়া ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৷৷০ আট আনা।

মহামাষ তৈল।

ইহা সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধির একমাত্র শান্তিকর প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ শাস্ত্রীয় তৈল। শিরঃশূল, বাতবেদনা, শূলনী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, বধিরতা, পক্ষাঘাত প্রভৃতির পক্ষে এই মহামাষ তৈল ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ।

মূল্য অর্দ্ধপোয়া ২৲ দুই টাকা মাশুলাদি ৷৷০ আট আনা।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

এই মোদক ধ্বজভঙ্গাধিকারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। ইহা সেবনে ইন্দ্রিয়ের বল, শরীরের কান্তি ও সামর্থ্য হয়; শুক্রক্ষীণতা, বিবিধ প্রকার মেহ, প্রমেহ, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য, ধারণা-শক্তির অক্ষমতা, শুক্রতারল্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

মূল্য ৭ মাত্রা ৷৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।০ চারি আনা।

সর্ব্বরোগনাশক বিশুদ্ধ ষড়্গুণবলিজারিত

মকরধ্বজ।

ভারতবাসীগণকে নূতন করিয়া মকরধ্বজের গুণ বুঝাইয়া দিবার বিশেষ কিছু আবশ্যকতা নাই। অনুপান ভেদে সকল ঋতুতে সমস্ত ব্যাধি বিনাশ করে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। ইহার ন্যায় স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও ধাতু দৌর্ব্বল্য নাশক, বলকারক ঔষধ জগতে আর নাই। নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে অগ্নি, বল, বীর্য্য, কান্তি বৃদ্ধি হয়।

মূল্য ৭ পুরিয়া ১৲ এক টাকা, প্রতি ভরি ২০৲ কুড়ি টাকা।

জয়মঙ্গল রস।

এই প্রসিদ্ধ শাস্ত্রীয় মহৌষধ সেবন করিলে সকল প্রকার পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর আরোগ্য হয়।

মূল্য ৭ সাত বটী ১৲ এক টাকা।

মহাশঙ্খ বটী।

ইহা সেবনে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অম্ল, উদরাময়, গ্রহণী রোগ প্রভৃতি নাশ হয় এবং অতিশয় অগ্নি বৃদ্ধি করে।

মূল্য ৭ সাত বটী ১৲ এক টাকা।

মহালক্ষ্মী-বিলাস।

শিরঃপীড়ার মহৌষধ।

আমাদের মহালক্ষ্মী বিলাস সেবনে শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা, আধকপালে, চক্ষু টন্‌টন করার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবেন।

মূল্য ৭ সাত বটী ৷৷০ আট আনা।

সোমরাজী তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার খোস, পাঁচড়া, চুলকানি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা, মাশুলাদি ।০ চারি আনা।

মধুমালতী।

ব্রণ ও মেচেতার অব্যর্থ মহৌষধ।

এই মনোহর গন্ধযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার করিলে ব্রণ, মেচেতা প্রভৃতি মুখমণ্ডলের সকল প্রকার বিকৃত চিহ্ন বিদূরিত হইয়া মুখশ্রী সমুজ্জ্বল শুভ্র ত্বক কোমল ও দেহের লাবণ্য বর্দ্ধিত এবং বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয়। মধুমালতী গাত্র ও ঠোঁট ফাটা, ছুলি, ঘামাচি এবং ঘর্ম্মোদ্গমের জন্য শরীরের দুর্গন্ধ প্রভৃতি নিবারণের অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা, মাশুলাদি ।০ চারি আনা; একত্রে ৩ তিন শিশি ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৷৷০ আট আনা।

এতদ্ভিন্ন আমাদের নিকট সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রীয় তৈল, ঘৃত, মোদক, রস ও জারিত ধাতু প্রভৃতি অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বি, সায়—আয়ুর্ব্বেদ আশ্রম। ৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, পোঃ বক্স নং ৩৪২, কলিকাতা।

১৩শ বর্ষ।] ২৫শে বৈশাখ, ১৩২৮ সাল। ইং ৮ই মে, ১৯২১ সাল। [১ম খণ্ড।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

THE UNITED TRADE GAZETTE

শ্রীশিবশঙ্কর সাহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত
ও
প্রকাশিত।
৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

ইউনাইটেড প্রেস।
৩৩ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।
শ্রীহরিদাস চোংদার দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা মাত্র।

গেজেট সংক্রান্ত নিয়মাবলী

১। এই মাসিক পত্র প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। যে মাসের কাগজ প্রকাশ্য, তৎপরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেও কাগজ না পাইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইবেন।

২। এই মাসিক পত্রের বার্ষিক মূল্য আপাততঃ ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা মাত্র। মফঃস্বলবাসীগণ মাসে মাসে দুই আনার টিকিট পাঠাইলেও প্রতি মাসেই এক কপি করিয়া কাগজ পাইবেন।

৩। ইহাতে রাজনীতি বিষয়ক কোন বিষয় লিখিত হইবে না।

৪। কোন ব্যক্তি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলে তাহা যত্নের সহিত গৃহীত হইবে; কিন্তু সেই প্রবন্ধ সম্পাদক কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৫। লেখকগণ নকল রাখিয়া প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন; কারণ উহা মনোনীত না হইলে ফেরত দিবার নিয়ম নাই।

৬। পুরাতন গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

REGD. No. C 621

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ বর্ষ।] ২৫শে বৈশাখ, ১৩২৮ সাল। ইং ৮ই মে, ১৯২১ সাল। [১ম খণ্ড।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

প্রথম পিতা পরমেশ্বরের কৃপায় আজ-আমাদের এই পত্রিকা নানা প্রকার বিঘ্ন ব্যাঘাত অতিক্রম করিয়া এয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। সদাশয় গ্রাহক মহোদয়-গণের বিশেষ সহায়তায়—আমাদের এই পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিতে বিশেষ কোন অসুবিধা বোধ করা হয় নাই এবং তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যেন তাঁহারা পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আমাদের এই গেজেটের সাহায্য করিতে ক্রটী না করেন।

এই বৎসর গেজেটে নানা প্রকার নূতন নূতন ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক উপদেশ ও শিল্প বিষয়ক নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে।

কু (?) সংস্কার।

শিক্ষিত অশিক্ষিত—সভ্য অসভ্য যেই হউক না কেন, দুনিয়ার কোন জাতই 'কু সংস্কার' নামক অদ্ভুত ব্যাপারটার হাত এড়াতে পারে নাই। পারবেও না, দুনিয়ার যোলআনা জিনিষগুলোই—আর জিনিষগুলোই বা বলি কেন ?—বিলকুল দুনিয়াটারই উদ্ভব—একটা সংস্কার নিয়ে, তার ভেতরই কতগুলোকে বলে থাকি আমরা সু—সংস্কার, আর কতগুলো কু-সংস্কার, সত্য সত্যই খুজতে গেলে, সু-সংস্কার বা কু-সংস্কারের দুনিয়াতে কোন Standard মিলে না, কেউ একজন আরেক জনকে কোন একটা বেথাপ্পা কাজ করতে দেখলে (অর্থাৎ যেটা খুব হাল্কা যুক্তিমূলক) বলে থাকে—ওঃ লোকটা কি কু—সংস্কারাচ্ছন্ন দেখ ছ ? এই হচ্ছে আমাদের কু—সংস্কারের Idea, তবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের সংস্কারের idea তৈরী হয়ে থাকে, বুদ্ধি বৃত্তির তারতম্যানুসারে। তার ভিতরে আবার আরও মজার কাণ্ড দেখা যায়। যদিও মানুষ বুদ্ধি বৃত্তির জোরে কোন ব্যাপারকে এক রকমের বুঝে থাকে—কিন্তু করবে তার সম্পূর্ণ উল্টো, দৃষ্টান্ত স্বরূপ—এই আমাদের দেশের জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রাচীনকাল থেকেই গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিধি এবং তাদের গতিবিধির কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ে অপরিসীম ক্ষমতা লাভ করে এসেছেন, গ্রহণাদি ব্যাপারগুলো তারাই বোঝেন ভাল, অথচ গ্রহণমুক্তির গঙ্গাস্নানার্থ তাঁরাই দেখার পাপ ধুইয়ে ফেল্‌বার জন্য আগে দৌড়ে থাকেন।

চীনেদের ভিতর এক অদ্ভুত সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে। কোন শত্রুর প্রতি কোন উপায়েই শত্রুতা উদ্ধার করতে না পারলে, রাত্রিবেলায় শত্রুর দোর গোড়ায় বিষ খেয়ে মরে পড়ে থাকে, বিশ্বাস মরে ভূত হয়ে শত্রুকে ঘাড় মোট্‌কাবে ; শত্রুও সেই ভয়ে অন্ন জল-পরিত্যাগ করে, ঘাড় মট্‌কানোর ভয়ে "তথাগতের" উপাসনায় লেগে যায় !

আমাদের চোখে এ ব্যাপারটাকে কু-সংস্কারের চরম—দাগে দেখে থাকি ; আর চীনেদের কু-সংস্কারাচ্ছন্ন বলে না ঠাট্টা করেই থাক্‌তে পারি না। কিন্তু একবার আমাদের নিজেদের কাণ্ডগুলোই খুজে দেখা যাক্ না ? আমরাও ওই রকম হাসির ব্যাপারগুলোর ভিতর হাবুডুবু খাচ্ছি না ? এই আমাদের সভ্য হিন্দুদের দেশেই সেদিনও ধর্ম্মমূলক সংস্কারের বশে জ্যান্ত লোককে চিতার আগুনে পুড়িয়ে মার্‌তো, মায়ের কোলের দুধের ছেলেকে বুক থেকে টেনে নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিত, আরও কত কি করতো, তার ইয়ত্তা নেই, তারপর নর-রক্তপাত, পশুরক্তপাত সেগুলো তো কিছুই নয়। তবুও আমরা পৈশাচিকতায় অসভ্য জাতের তুলনায় উল্লেখে সঙ্কুচিত হই না, যাহ'ক এসম্বন্ধে আমরা অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করব। এখন আমাদের দেশের কয়েকটা হাসির ব্যাপার উল্লেখ কর্‌ব। সে গুলোকে এখন কু-সংস্কারই বলুন, আর বৈজ্ঞানিক সত্যই বলুন, তাতে কিছু আসে যায় না।

ঘরের দরজার চৌকাটের ওপর বসাটা নেহাৎ দোষের। আর ঘরের বুড়োরা বা গিন্নীবান্নীরা কাউকে দরজার চৌকাটে বস্‌তে দেবে না, বলবে ওতে ধার কর্জ্জ হয়, লক্ষ্মী থাকে না। তাদের বিশ্বাস দরজার ভেতর দিয়ে লক্ষ্মী আনাগোনা করেন, চৌকাটে কেউ বসে থাক্‌লে তার আনাগোনার ব্যাঘাত হয়, কাজেই লক্ষ্মী রাগ করে ফিরে যান।

যে সব ফলের গাছ পুরাণো হয়ে গেছে, ফল ধরে না, অথবা অন্য কোন কারণে নিষ্কর্ম্মা হয়ে গেছে, তাদের ফল ধারণের জন্যে এক অদ্ভুত উপায় প্রচলিত আছে, ভাদ্র মাসে অমাবস্যা পেলে, একজন লোক একখানা কাটারী নিয়ে সে নিস্ফলা গাছকে কেটে ফেল্‌বার ভাণ করে, যেই এক কোপ দেয়, অমনিই আরেকজন ছুটে গিয়ে তাকে বারন করে—কেটো না কেটোনা! ওতে ফল ধরবে। অম্‌নি সে ক্ষান্ত হয়ে আরেকটা-গাছকে কাট্‌তে যায়, আবার অপর লোকটা পিছু পিছু ছুটে গিয়ে ফল ধরানোর চুক্তিতে তাকেও রক্ষা করে থাকে। এমন করে গাছকে কাটতে গেলে নাকি সে ভয়ে ভয়ে ফল ধরাবে!

মাছের ভেতর ইল্‌শে মাছ আর পুঁটীমাছ দুটো পায়া পেয়েছে হিন্দুর ঘরে—অমন আর কোন মাছ পায়নি, তবে অবশ্য—ভেট্‌কী মাছের ছোট জাতভাইদেরও আদর দেখা যায়, মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমীতে একযোড়া ইল্‌শে মাছের কপালে সিঁদুর কাজলের টীপ পড়িয়ে, নতুন বৌএর মত মহাসমারোহে বরণাদি করে উলু দিয়ে ঘরে নিয়ে যায়। তা আবার রান্না ঘরে নয়—একেবারে বড় ঘরটাতে নিয়ে যাবে, তারপর সেখানেই আইস ছাড়ানো হয়ে গেলে, আইসগুলোকে যকের ধনের মত ঘরের মেঝেতে পুঁতে রাখ্‌বে। পুটী মাছ-কেও বিজয়া দশমীতে অম্‌নি করে থাকে—বিশ্বাস ওগুলো টাকার সামিল। টাকায় টাকা আন্‌বে!

অনেকে নারিকেল সুপারি প্রভৃতি গাছ লাগানোর সময়ে গর্ত্তের নীচে পয়সা কড়ি বা ধান ইত্যাদি রেখে তার ওপরে গাছ লাগায়, বিশ্বাস—গাছে এত ফল ধরবে যে, তাতে বেশ পয়সা হবে। ধান দেবার তাৎপর্য্য আবার কেউ কেউ বলে—ধানের মত অত-গুলো করে ফল ধরবে।

চুরি করাটা নেহাৎ পাপের বা অন্যায় কাজ হলেও বছরে অন্ততঃ একবার সবাইকে চুরি করতে হবে, সেটা অভ্যাসটাকে ঝালিয়ে রাখবার জন্যই হউক বা নিয়ম রক্ষার জন্যই হউক। 'যে "নষ্টচন্দ্রে" চুরি না করবে, চন্দ্রের দোষে তার নামে অযথা পরিবাদ পড়লেও পড়্‌বে।

'যে ঘরে কোন পূজা বা অন্য কোন পুণ্য কার্য্যের আয়োজন চলছে, চামড়ার জুতা পায়ে দিয়ে সে ঘরে যেতে নেই; সে ঘরেই দেবতার মাথার ওপরেও বাক্সের ভিতর নতুন চামড়ার জুতা থাকলে কিন্তু দোষ নেই।

মাটীর হাড়ী বা যে কোন মাটীর পাত্রে জল লাগ্‌লে তাকে যে কোন অন্য জাতের লোক ছুঁইয়ে দিলে ফেলে দিতে হয়; মুসল-মান বা ভিন্ন জাতের লোক হলেত কথাই নেই, কিন্তু মাটীর হাড়ীতে করে মুসলমান এবং অন্য জাতের লোকেরা অনবরত দুধ বেচ্‌ছে, খেজুরের রস বেচ্‌ছে, আর তারাই সেগুলো ধুইয়ে দিচ্ছে, না ধুইয়ে দিলে এরাই আবার গোলমাল করবে—বলবে নোংরা, এদের দুধ নেব না। তাদের সেই মাটীর হাড়ীর দুধ না হলে দেবতার ভোগ হয় না।

ছেলে শুদ্ধ প্রসূতি যখন আতুড় ঘরে থাকে, তখন সে ঘরের চারিদিকে কুমুরে লতা বলে একরকমের 'কাঁটাওয়ালা লতার ঘের দেওয়া হয়ে থাকে, আর বেতের কাটা, আট-কিরে নামে এক রকমের গাছের ডাল ঘরের 'কোণে' কোণে যেখানে ফাঁক আছে, সেখানে পুতে দেওয়া হয়, পাছে কোন অপদেবতা ভূত ঘরে ঢুকে ছেলের প্রাণ নিয়ে যায়। কাঁটা দেওয়াতে আচ্‌ড়ে বা কেটে যাবার ভয়ে ভূত সে আতুড়ে-কেল্লার ভিতর ঢুক্‌তে সাহস পায় না।

"যে সব প্রসূতির ছেলে পিলে হয়ে মরে যায়, তাদের মরণ নিবারণ করবার জন্যে অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে থাকে, কোন কোন ছেলে পিলে জন্মানো মাত্র তার কাণ বা অন্য কোন জায়গা ফুঁড়ে বা [illegible] দেওয়া হয়—কারণ খুঁতো ছেলে যমের [illegible] লাগবে না।

আবার কোন কোন ছেলে পিলে জন্মানো মাত্র ধাই, মাসী, পিসি ইত্যাদি যে কেউ, এক কড়া দুকড়া বা তার বেশী কড়ি দিয়ে মার কাছ থেকে কিনে রাখে। কারণ ছেলে বেচা হয়ে গেলে অন্যের হল; যমেরও তখন আর তার ছেলে বলে "মূলো" বাড়াবার সাধ্য নেই। এই কেনা কড়ীর সংখ্যা[illegible] ছেলে মেয়েদের নাম হয়ে থাকে "এককড়ি, দুকড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, ছকড়ি" ইত্যাদি।

আবার খুব বেশী কারো মেয়ে জন্মালে, মেয়ে হওয়া বন্ধ করবার জন্যেও ওই রকমের অদ্ভুত নামকরণ হয়ে থাকে—যেমন—"আন্না-মুনি," "আন্নাকালী" ইত্যাদি। অর্থাৎ বলা-হচ্ছে—আর নয়-কালী—যথেষ্ট হয়েছে!

গাছে ফল ধরাণোর জন্য আরও এক রক-মের উপায় প্রচলিত আছে, লাউ, কুমড়ো গাছে ফল না ধরলে অন্য কোন গাছের ফল বা মাটীর ডেলা ছোট ছোট দড়িতে বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়,—যেন ঠিক ওই গাছেরই ফলটী ধরে রয়েছে; এতে করে ফল ধরাণোর প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

বার্ণিশ চামড়া পরিষ্কারের উপায়।

ক্যাষ্টর অয়েল বা রেড়ির তৈলে একটু তুলা ভিজাইয়া বার্নিস চামড়ার জিনিসে সামান্য ভাবে মাখাইয়া তাহার পর শাময়

চামড়া বা ফ্লানেল দ্বারা ঘষিলেই খুব চক্‌চকে হইয়া যাইবে, অথচ চামড়ার অবস্থা ভাল থাকিবে।

স্বর্ণ পরিষ্কারের উপায়।

ক্লোরাইড অফ্ লাইম	...	৪ আঃ।
বাই কার্ব্বনেট অফ্ সোডা	...	৪ আঃ।
সাধারণ লবণ	...	১ আঃ।

১॥০ সের জলে সমস্ত গলাইয়া মিশ্রিত করে নিয়ে তাতে সোণার জিনিসকে কিয়ৎক্ষণের জন্য চুবিয়ে নিয়ে তার পর পরিষ্কার জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর শাময় চামড়া দিয়ে জলের দাগ গুলো মুছেফেল্লেই বেশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সোণাতে বেশী ময়লা দাগ ধরে থাকে, তবে সোণাটাকে একটু গরম করে তারপর উপরোক্ত আরকে ডুবিয়ে নিয়ে পরিষ্কার কল্লেই, সুন্দর পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কৃত্রিম মার্ব্বেল প্রস্তুত প্রণালী।

যতটুকু আবশ্যক প্যারিস প্লাষ্টার লইয়া খানিকটা ফটকিরি জলে গুলিয়া তাহাতে প্যারিস প্লাষ্টার গুলি ঢালিয়া দাও, যেন আঁটাল কাদার মতন হয়, তাহার পর একটা পাত্রে সেইটা দিয়া উনানের মধ্যে বেশ খট্‌খটে করিয়া রুটী ভাজার মত ভাজিয়া লও তাহার পর পুনরায় তাহাকে সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া ফেল। তাহার পর জল দিয়া মাখিয়া পুনরায় আঁটাল কাদার মত করিয়া যে কোন জিনিস করিতে হইবে, সেইরূপ ছাঁচে প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিয়া লও। এইরূপ প্রস্তুত কৃত্রিম মার্ব্বেল খুব হাই পালিশ সহ্য করিতে সক্ষম।

মৎস্যকে জীবন্ত রাখিয়া স্থানান্তরে পাঠাইবার প্রণালী।

উপরোক্ত প্রক্রিয়াটী "বিটনস্ রিসিপী বুক" নামক পুস্তকে পাইয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম। কেহ চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।

প্রণালী।

মৎস্যকে ধরিয়া জীবন্ত অবস্থাতেই একখণ্ড পাঁউরুটীকে ব্রাণ্ডি নামক মদে ভিজাইয়া মৎস্যের মুখে দিবে এবং অতি সামান্য পরিমাণ মদ্য মুখে ঢালিয়া দিয়া পরিষ্কার খড়ে মাছগুলিকে প্যাক করিবে, এইরূপে মাছ ১০।১২ দিন রক্ষিত হইতে পারে। তাহার পর প্যাক খুলিয়া জলে ফেলিয়া রাখিলে ৪।৫ ঘণ্টা পরে জীবিত হইয়া উঠিবে। কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? যদি পরীক্ষা সফল হয়, তাহা হইলে এইরূপে মাছ স্থানান্তরে পাঠাইতে বিশেষ সুবিধা হইবে।

ল্যাম্পের ধূম নিবারণের উপায়।

ল্যাম্পের উইক বা পল্‌তেকে খুব কড়া ভিনিগারে ভিজাইয়া লইয়া সেই পল্‌তে শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিলে ধূম হইবে না, কিন্তু সকল অবস্থাতেই খুব বেশী পল্‌তে উসকাইয়া দিলেই ধূম হয়। পরিমাণ মত উসকান উচিত।

কাপড় বা পশমী কাপড়ের জন্য লাল রং।

প্রত্যেক পাউণ্ড উল কিম্বা কাপড়ের জন্য নিম্নলিখিত হিসাবে মাল মসলা লইতে হইবে। এক পাউণ্ড ওজনে প্রায় এ দেশের অর্দ্ধ সেরের সমান।

ক্রীম অফ্ টারটার ২ ড্রাম ইহাকে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে চড়াইয়া যখন ফুটিতে থাকিবে, তখন ইহাতে এক আউন্স কোচিনিল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিয়া ফুটাইতে থাকিবে এবং ঘনঘন নাড়িতে থাকিবে যখন রং ঘোর লাল এবং কাপড়ে লাগাইলে বাঞ্ছিত প্রকারের বর্ণ হইয়াছে বুঝিতে পারা যাইবে, তখন ২ আউন্স সলুইমান অফ্ টীন (Mordant 5) মিশ্রিত করিয়া খুব নাড়িতে থাক। তাহার পর রংটাকে চুলা হইতে নামাইয়া কাপড় বা উল তাহাতে চুবাইয়া যত শীঘ্র পার (dye as quickly as possible) সমস্ত কাপড়ে রং লাগিবা মাত্র তুলিয়া লও। ইহার রং সুন্দর লোহিত বর্ণ (Beautiful Scarlet) হইবে।

আমাদের দেশের সাধারণ কাপড়ের রং ওয়ালারা জর্ম্মান স্কার্লেট রংকে গরম জলে দ্রব করিয়া তাহার সহিত সামান্য ফটকিরির গুড়া দিয়া রং করিয়া থাকে, কাচিলে রং থাকে না। কাপড় রং করিতে শিখিলে ইহাও বেশ অল্প পুঁজীর কাজ। এ দেশে মুসলমানগণই এই কাজ করিয়া থাকে, কোন বাঙ্গালীকে রং করার কার্য্যে দেখা যায় না।

দগ্ধ ক্ষতে মিথিলেটেড্ স্পিরিট্ দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা—নিবারণ হয়। একখণ্ড লিণ্ট বা পরিষ্কার ন্যাকড়াকে স্পিরিটে ভিজাইয়া লাগাইলে জ্বালা নিবারিত হইবে।

অজীর্ণ রোগে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে জলপান করিলে অজীর্ণ দ্রব্যাদি পরিপাক পাইয়া দাস্ত পরিষ্কার হয় ও নূতন ক্ষুধার উদ্রেক হয়।

দেশীয় কডলিভার অয়েল।

কডলিভার অয়েলের পরিবর্ত্তে, পুরাতন বাতে এবং বায়ুনলীর প্রদাহ (Bronchitis) প্রভৃতি ফুস্‌ফুস্ সম্বন্ধীয় পীড়ায়, নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগটী ব্যবহার করিলে, উৎকৃষ্ট ফললাভ করা যায়।

এক ছটাক গব্য ঘৃত, এক ছটাক চিনি, এক ছটাক রশুনের বিশুদ্ধ সত্ত্ব, কোন মাটীর পাত্রে পাক করিয়া নারিকেল সন্দেশের ন্যায় প্রস্তুত করতঃ প্রত্যহ দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিলে কডলিভার অপেক্ষা অধিকতর উপকার পাওয়া যায়। এই পরিমাণ ঔষধ প্রস্তুত করিলে দশ দিন পর্য্যন্ত খাওয়া চলিবে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

(কাজের লোক।)

অলিফাণ্ট। আমি আদালতে প্রবেশ করিবামাত্র শুনিতে পাইলাম, আপনি না কি বন্দীকে অপরের দ্বারা তাঁহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য আদেশ করিতেছিলেন। সে অপর ব্যক্তি আমি—আমিই তাঁহার নিরপরাধিতা সপ্রমাণ করিব।

জজ। জগৎবাসী সকলেই জানে আপনি রণব্যবসায়ী বীর—সেনাদলের অধিনায়ক। ধর্ম্মাধিকরণে আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবার আপনার শক্তি এবং অধিকার কতটুকু আছে, আপনিই বিবেচনা করুন।

অলিফাণ্ট মত্রের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"আমি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হই, আপনি আমার সাক্ষ্যগ্রহণ করুন।"

মত্রে সম্মত হইয়া, তাঁহাকে শপথগ্রহণপূর্ব্বক সাক্ষীর স্থলে দণ্ডায়মান হইতে অনুরোধ করিলেন। বিচারপতি কিন্তু তাঁহাকে শিষ্টাচার এবং সম্মানসহকারে মঞ্চের উপর অধিরোহণ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বাধা দিয়া অলিফাণ্ট কহিলেন,—"না মহাশয়! সাক্ষী সাক্ষীর স্থলেই দণ্ডায়মান হইবে।"—এই বলিয়া তিনি সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অলিফাণ্ট যথারীতি শপথগ্রহণ করিলেন। দর্শকবৃন্দ রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে হেনরি বিটন ব্যারিষ্টারের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন। মত্রে পত্রের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টিপাত করিয়াই স্তম্ভিত। তিনি বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যে ছুরি দ্বারা হত্যা করা হইয়াছিল, এটর্ণি জেনারলের সম্মুখে টেবিলের পড়িয়াছিল। মত্রে ক্ষিপ্রহস্তে সেখানি তুলিয়া লইয়া, অলিফাণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বলিতে পারেন এই ছুরি খানি কাহার?"

অলিফাণ্ট। পারি। ইহা হাম্প্রি ক্লিনটন নামক এক ভৃত্যের সম্পত্তি।

মত্রে। এই অস্ত্রের সাহায্যে কে রাজপুরীর মধ্যে নরহত্যা করিয়াছিল?

অলিফাণ্ট। হাম্প্রি ক্লিনটন স্বয়ং।

তাঁহার মুখ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইবা মাত্র সমগ্র আদালতের মধ্যে যে চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হইল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। এই সময়ে যুগপৎ সকল চক্ষু আসামীর উপর পতিত হইল। বিচারের প্রারম্ভ হইতে বন্দী অচঞ্চলভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন, অলিফাণ্টের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র তিনি অধীরভাবে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার নেত্রপ্রান্ত হইতে দুই বিন্দু অশ্রু বিগলিত হইয়া, তাঁহার কপোল বহিয়া পড়িল। লরেন্সও আহ্লাদে কাঁদিয়া ফেলিলেন—আসামীর কাঠগড়ার রেলিংয়ের ফাঁক দিয়া বন্দীর হাত চাপিয়া ধরিলেন। এই দৃশ্যে অনেকেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

মত্রে পুনরায় তাঁহাকে আরও কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তরে মোকদ্দমার কাগজপত্র পড়িতে পড়িতে কেমন করিয়া অলিফাণ্টের মনে প্রথমে সন্দেহের ছায়াপাত হয়, তাহার পর ঐ ছোরা দেখিয়া কেমন করিয়া তাঁহার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হয়, কেমন করিয়া তিনি হাম্প্রি ক্লিনটনের ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পান এবং কেমন করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার বাড়ীতে আনয়ন পূর্ব্বক, তাহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে বসিয়া, তাহার মুখ হইতে স্বীকারোক্তি বাহির করিয়া লয়েন এবং অবশেষে কি প্রকারে তাহার মৃত্যু হয় বর্ণন করেন। তাঁহার এজাহার শুনিয়া জজ এবং মন্ত্রীরা মাথায় হাত দিয়া বসিলেন—বন্দী যে তাঁহাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া সরিয়া পড়িতেছে বেশ বুঝিতে পারিলেন।

এটর্ণি জেনারেল গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন,—"আমি কর্ত্তব্যবোধে আদালতকে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, মহামান্য জেনারেল অলিফাণ্টের উক্তি [illegible] নির্দ্দোষিত সপ্রমাণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বিশেষতঃ—"

বাধা দিয়া মত্রে কহিলেন,—"সরকার পক্ষের বিচক্ষণ ব্যবহারজীব মহাশয় আমার মুখ হইতে শুনিয়া সুখী হইবেন, মাননীয় জেনারেল অলিফাণ্ট যে প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা দৃঢ়রূপে প্রমাণীকৃত করিবার জন্য সঙ্গে আরও দুইজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে আনিয়াছেন।"

এটর্ণি-জেনারেল আর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। তাহার পর যথারীতি শপথগ্রহণ পূর্ব্বক ডাক্তার এবং সার হেনরি বিটম, অলিফাণ্টের উক্তির অনুসরণ করিলেন।

এটর্ণি জেনারেল সহজে পরাভব স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। তিনি জেনারেল অলিফাণ্টকে জেরা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি এইমাত্র আদালতের সম্মুখে স্বীকার করিলেন, হাম্প্রি ক্লিন্টন নিজমুখে অপরাধ স্বীকার করিয়াছে কিন্তু তাহার উক্তি কি বিশ্বাস্য? সে সময়ে কি তাহার মানসিক অবস্থা ভাল ছিল? সে তাহার বিকারের ঘোরে প্রলাপোক্তি নয় কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?"

অলিফাণ্ট। হাম্প্রি ক্লিন্টন মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আরও কয়েকটী কথা বলিয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন, সে সময়ে তাহার জ্ঞান যথেষ্ট ছিল কি না?

এটর্ণি। সে কথাগুলি কি?

অলিফাণ্ট। হাম্প্রি ক্লিন্টন আমার এবং এই দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে প্রকাশ করিয়া গিয়াছে; যখন সে নরহত্যা করিবার উদ্দেশে রাজকক্ষে প্রবেশ করে, সে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি সোফা কক্ষের দক্ষিণে অবস্থিত দেখিয়াছিল। ঐ সোফারই উপর উইলগবি শয়ন করিয়াছিল—তাহার পা দ্বারের দিকে, কাজেই মস্তক অন্য দিকে ছিল।

মত্রের প্রার্থনায় সেরেস্তাদার করোণার

কোর্টের কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, উক্ত বর্ণনা বর্ণে বর্ণে সত্য। অলিফাণ্ট পুনরায় কহিলেন,—"হাম্প্রি ক্লিণ্টন কিন্তু কি কারণে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করে নাই। সে শেষ মুহূর্ত্তে যাহা বলিয়াছিল, আদালতের সমক্ষে নিবেদিত করিলাম।"

ইহার পর এটর্ণি জেনারেল বা বিচারপতি কেহই আর কোনরূপ প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। বিচারপতি জুরিগণের হস্তে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ভারার্পণ করিলেন। তাঁহারাও অবিলম্বে আসামীকে নির্দ্দোষ বলিয়া রায় প্রকাশ করিলেন। অধিকাংশ দর্শকমণ্ডলী এই শুভ সংবাদ শ্রবণে আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। আদালতের বাহিরে যাহারা অপেক্ষা করিতেছিল, এই আনন্দধ্বনি প্রতিধ্বনি করিয়া, তাহারাও চীৎকার করিয়া উঠিল।

অলিফাণ্ট আসামীর কাঠগড়ায় উপস্থিত হইয়া রামবন্ধের সহিত করমর্দ্দন করিলেন। তিনি সেই স্থান হইতে নামিয়া আসিলেন।

লরেন্স কৃতজ্ঞতাভরে অলিফাণ্টের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন,—"ভগবানের প্রচ্ছন্ন শক্তিই আমাকে পরিচালিত করিয়া, নবদ্বীপে আমাকে আপনার সমীপে নীত করিয়াছিল।"

তাঁহারা কয়েকজনে আদালত হইতে বহির্গত হইলেন কিন্তু বাহিরে আসিবামাত্র চারিদিক হইতে হর্ষোৎফুল্ল নরনারী তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সকলেই অলিফাণ্টের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইবার জন্য—একটীবার মাত্র তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিবার জন্য ঠেলাঠেলি মারামারি আরম্ভ করিল। কোন কালে কোন নৃপতির প্রতিও তাঁহার ভক্ত, অনুরক্ত প্রজাবৃন্দের দ্বারা এতখানি সম্মান প্রদর্শিত হয় নাই। সকল মুখেই তাঁহার প্রশংসা—সকল মুখেই তাঁহার গুণকীর্ত্তন। মিষ্টার মরেও আজ সর্ব্বজনবিদিত হইয়া পড়িলেন। জনতা আনন্দে কোলাহল করিতে করিতে—তাঁহাদের জয়গানে গগণ-পবন মুখরিত করিতে করিতে, অলিফাণ্টের অট্টালিকার দ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল।

কিন্তু এই সময়ে ঐ আনন্দোন্মত্ত জনতার দৃষ্টির অন্তরালে—ঐ প্রাসাদোপম অট্টালিকার অন্তঃপুরমধ্যে কি অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব সুখের স্রোত বহিতেছিল, পাঠক কি অনুমান করিতে পারিয়াছেন? কলোনেল আরোপিত অভিযোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া, আবার স্বাধীনভাবে মস্তক উন্নত করিয়া বিচরণ করিবার অবসর পাইয়াছেন—তাঁহার সংসারে প্রত্যাবৃত হইয়া, স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যাকে স্নেহালিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। এ আনন্দ কি রাখিবার স্থান আছে? মহিলারা সমবেত হইয়া, তাঁহাদের মহোপকারী হিতৈষী বন্ধু অলিফাণ্টের উপর কৃতজ্ঞতার ভক্তিপুষ্প বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মিষ্টার মরে যে ভাবে বিচারকের ভ্রূকুটীতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া নির্ভীক ভাবে আসামীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া তাঁহারা তাঁহারও চরণতলে কৃতজ্ঞতার কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিলেন।

আমরা এই আনন্দদৃশ্যের যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিবার প্রয়াস পাইব না—পাঠক কল্পনানেত্রে এ সুখের চিত্র অনুভবে আনিবার চেষ্টা করিবেন। সন্ধ্যা সমাগমে অলিফাণ্টের বৈঠকখানায় যে কয়জন আনন্দভোজে উপবেশন করিলেন, তাঁহাদের মত সুখী বোধ হয় সে দিন জগতে আর কেহ ছিল না।

একাধিকশততম পরিচ্ছেদ।

অলিফাণ্টের সাক্ষাৎ।

অলিফাণ্ট প্রত্যূষে উঠিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে সার হেনরি বিটন কতকটা ব্যস্তত্রস্তভাবে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—"এই মাত্র কাউণ্টেস অব আর্ডেন আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য একজন লোক পাঠাইয়াছেন। লর্ড আর্ডেন আত্মহত্যা করিয়াছেন।"

ধীরে ধীরে চিন্তিত ভাবে অলিফাণ্ট কহিলেন,—"আর্ডেন আত্মহত্যা করিয়াছে? আমার ধারণা ছিল, তিনি আর যাহাই করুন, আত্মহত্যার জন্য কখনই হস্ত উদ্যত করিবেন না। না—আমারই ভ্রম। আত্মহত্যা নৈতিক ভীরুতারই নিদর্শন। আর্ডেনের মত চরিত্রহীন কাপুরুষ কয়জন আছে? বল, আমি এখনই যাইতেছি—আমার অশ্ব সজ্জিত করিতে আজ্ঞা দাও।"

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই অলিফাণ্ট অশ্বারোহণে অনুচর মাত্র সঙ্গে না লইয়া আর্ডেন ভবনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন গতকল্যকার ঘটনার সহিত আর্ডেনের আত্মহত্যার খুব সম্ভব একটা নিকট সম্বন্ধ আছে। বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অট্টালিকার দ্বার গবাক্ষ প্রভৃতি রুদ্ধ।

অলিফাণ্ট অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া একটী কক্ষে উপনীত হইলেন, কাউণ্টেস্ অনতিবিলম্বে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখশ্রী মলিন, এবং উদ্বেগপূর্ণ।

অলিফাণ্ট জুলিয়ার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহা হইলে এ সংবাদ সত্য?"

জুলিয়া। সত্য। আপনি আমার হিতৈষী বন্ধু। আপনার সম্মুখে শোকাচ্ছন্নতার অভিনয় করিয়া আমি কপটতা প্রকাশ করিব না। স্বামীর প্রতি আমার ভালবাসা বা ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল না, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে আমি যে একান্ত শোকবিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছি, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে কিন্তু যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহাতে আমার হৃদয় আতঙ্কে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। হতভাগ্য তাহার গলাটা প্রায় বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—

অলিফাণ্ট। এ কাণ্ড কখন্ ঘটিল?

জুলিয়া। কাল রাত্রি দশটা হইতে

এগারটার মধ্যে। প্রাতঃকাল হইতেই তাঁহাকে অত্যন্ত অস্থির এবং উদ্বিগ্ন দেখিয়াছিলাম। পরে বুঝিতে পারিলাম কলোনেল রামবল্ডের বিচারের সহিত তাঁহার উদ্বেগের খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে।

অলিফাণ্ট। তাহার পর?

জুলিয়া। বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, তাঁহার চাঞ্চল্যেরও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই দূর নগরোপকণ্ঠে মোকদ্দমার যে দুই একটা উড়ো খবর আসিতে লাগিল, বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যে তারিখে তিনি সেই পুলিন্দাটা আমার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সেই দিনকার তাঁহার দুই একটা কথা এখন আমার মনে পড়িতেছে।

অলিফাণ্ট। সে কথাগুলি কি? স্মরণ করিয়া বলিবার চেষ্টা কর।

জুলিয়া। বলিয়াছিলেন, ঐ পুলিন্দাটা তাঁহাকে দেখাইলে, হয়ত তিনি রক্ষা পাইলেও পাইতে পারেন, নচেৎ তাঁহার মহানিষ্ট ঘটিবে—তাঁহার বিষয় সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে—তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে—তাঁহার প্রাণ যাইবে।

অলিফাণ্ট। সে দিন তাঁহার ঐ সকল কথা তুমি তত গ্রাহ্য কর নাই কিন্তু কাল তোমার মনে সন্দেহ হইয়াছিল?

জুলিয়া। হাঁ। কাল তাঁহার অধীরতা দেখিয়া, স্বতই আমার মনে হইয়াছিল, তাঁহার এই অধীরতার সহিত, তাঁহার সেই দিনের উক্তির নিশ্চয় কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। কিন্তু কালোনেল রামবল্ডের মোকদ্দমার বিষয়ীভূত ঘটনার সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু যদি—

অলিফাণ্ট। বুঝিয়াছি। তাহার পর?

জুলিয়া। সন্ধ্যার প্রাক্কালে লোকমুখে কত কথাই শুনিলাম। এই সকল সংবাদে আর্ডেন ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিলেন। শেষে যখন সংবাদ আসিল, আপনি আদালতে উপস্থিত হইয়াছেন—কতকগুলি অচিন্তিতপূর্ব্ব বিস্ময়কর ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন এবং হাম্প্রি ক্লিনটন নামক কে একব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, তখন তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। সময়ে—সময়ে—আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আমি ইচ্ছা করিলে এখনও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারি—আপনার সাহায্যে এখনও তাঁহাকে পাসমুক্ত করিতে পারি। তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া আমার পূর্ব্বে সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল। তৎক্ষণাৎ আমার হস্ত ত্যাগ করিয়া, হতাশভাবে বলিতে লাগিলেন, আমি তাঁহার আততায়ী—আমি তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখি—আমি বরং তাঁহাকে বিপন্নই করিব—আমি তাঁহার রক্ষাকল্পে একটী অঙ্গুলিও সঞ্চালিত করিব না। আমি তাহাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার জন্য অনুরোধ করিলাম কিন্তু আর কোন কথাই প্রকাশ করিতে চাহিলেন না। দশটায় অব্যবহিত পরেই উঠিয়া তিনি তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রস্থান করিলেন। তাহার অল্পক্ষণ পরেই আমিও আমার শয়নাগারে যাইতেছিলাম—তাঁহার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র কোন একটা গুরুদ্রব্যের পতন শব্দ পাইলাম। আমার মনে দারুণ সন্দেহ জন্মিল—শশব্যস্তে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। হতভাগ্য প্রাণশূন্যদেহে কক্ষতলে নিপতিত—শোণিতে সর্ব্বাঙ্গ আপ্লুত। শাণিত ক্ষুরের দ্বারা এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে—মাথাটা দেহ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

অলিফাণ্ট। কোন চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছে কি? আত্মহত্যা করিবার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন কি?

জুলিয়া। কিছুমাত্র না। চিঠিপত্র লিখিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া এ কার্য্য করিবার মত তাহার মনের অবস্থা ছিল না। কিন্তু আপনি কি মনে করেন? আপনার কি কোনরূপ সন্দেহ হয় না?

অলিফাণ্ট। তুমি যাহা সন্দেহ করিয়াছ তাহাই।

জুলিয়া। বলেন কি? কি সর্ব্বনাশ! এ মহাপাপেও তাঁহার মতি গিয়াছিল?

অলিফাণ্ট। তিনি যে হাম্প্রি ক্লিনটনকে ঐ কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহা এখন বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। আমি রামবল্ডের সাহায্যকল্পে অগ্রসর হইয়াছি শুনিয়া, তোমার নিকট হইতে সেই পুলিন্দাটী হস্তগত করিবার জন্য তিনি তত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাপাসক্ত চিত্ত আমার সেই কার্য্যের সহিত তাঁহার দুষ্কর্ম্মের সংস্রব কল্পনা করিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর আমি পত্রখানা দেখাইবার পর তিনি কতকটা আশ্বস্তি অনুভব করিয়াছিলেন। তাহার পর তোমার মুখে যেরূপ শুনিলাম, এই সকল একত্র করিলে, তিনি যে উক্ত ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এ চক্রান্তের মধ্যে আরও অনেকে লিপ্ত আছে। যাহাই হউক, যেরূপ অবস্থা সহজে যে কখনও এ চক্রান্তের উচ্ছেদ হইবে, এখনত বোধ হয় না।

জুলিয়া। ও কি অপমান! কি লজ্জা! আমি লোকের নিকট কেমন করিয়া মুখ দেখাইব! আমি পথে ঘাটে বাহির হইলেই লোকে আমার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিবে, এই রমণীর স্বামী নরহত্যায় অন্যকে নিয়োজিত করিয়াছিল।

অলিফাণ্ট। সহজেই এ সকল বিষয় পরিস্রুত হইতে পারিবে। আমাদের সন্দেহের কথা জন সমাজে এখন প্রচার করিয়া আর কোনই লাভ নাই।

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ বর্ষ।] ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ সাল। ইং ৮ই জুন, ১৯২১ সাল। [২য় খণ্ড।

ধনাগমের প্রকৃষ্ট পন্থা।

সিসিরো বলিয়াছেন যে;—"In the Family as in the state the best source of wealth is economy" সংসারেরই হউক, আর রাজ্যেরই হউক, ধনাগমের প্রকৃষ্ট পন্থাই হচ্চে মিতব্যয়িতা।

আমাদের এই ভারতে রাজা এবং সংসার এই দুয়েরই মিতব্যয়িতার অভাব—কাজেই অর্থের হাহাকার চিরদিনই লাগিয়া আছে। কোন সৎকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কল্পনা, রাজা প্রজা উভয়ের দ্বারা সম্ভবপর হতে পারে না। তাই স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য, দান ধ্যান প্রভৃতি যতগুলি মনুষ্যত্ব জ্ঞাপক কাজ মানুষের করণীয়, তাহা অসাধ্য মধ্যেই পরিগণিত হয়েছে।

রাজার রাজকর, ট্যাক্স প্রভৃতি আমাদিকে দিতেই হবে—না খেয়ে, না পরে এ না দিলেই নয়। তা কর্ত্তে হলে মিতব্যয়িতার সহিত সংসার না চালাতে পারলে তার পরিণাম মামলা মোকর্দ্দমা রাজদণ্ড। সুতরাং সে রকম অবস্থা কোন লোকেরই আমন্ত্রণ করে আনা উচিত নয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের চাল লম্বা হয়ে গেছে, আবশ্যকীয় ব্যয় অপেক্ষা অনাবশ্যকীয় ব্যয়ের মাত্রা বাড়িয়ে কোনরূপে আত্মরক্ষা কর্ত্তে পারচি না, কাজেই তার পরিণাম অর্থাভাব, ঋণ—হাহাকার।

সুতরাং আমাদের দ্বারা ভাল কাজ করা অসম্ভব। কিন্তু আমরা যদি লম্বা চাল সকলেই একটু ছোট করি, আমরা সাদাসিধা চল্‌তে শিখি, আমরা বিলাসিতার দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া আমাদের দেশের সেই সাত্ত্বিক জীবন অতিবাহিত কর্ত্তে শিখি, তা হলে অনেক অর্থ বেচে যায়। তাহা দ্বারা বেশ সুখে কাটাতে পারি তাতে আর সন্দেহই নাই। কিন্তু আমরা এ সকল বুঝেও বুঝ্‌চি না। রাজা রাজকর্ম্মচারীকে মিতাচারের জন্য উপরোধ অনুরোধ কর্ত্তে যাওয়া আমাদের মত জাতির ধৃষ্টতার মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে। সে তাঁরা যা বুঝ্‌বেন, তাই করবেন। রাজার জাতির কথা স্বতন্ত্র, তা ছেড়ে আপনার চরকায় তেল দিতে হবে। আগে ঘর ঠিক করে তবে পরের কথা। তাঁরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে সুখের আয়াসের জন্যই এদেশে এসেছেন। কিন্তু আমার সংসার রাজত্বে আমি কেন লম্বা চাল চেলে, দাঁড় কাকের ন্যায় ময়ূর পুচ্ছ পর্ত্তে গিয়ে মরি সেটা আগে ভাব্‌তে হবে।

সম্প্রতি আমি পল্লীগ্রামে ছিলাম, সেখানে ভদ্রলোক অপেক্ষা যা'দিকে আমরা ছোট লোক বলি, তাহারা বরং ভাল বলি। তা'দিকে মিতব্যয়িতার কথা বুঝিয়ে দেওয়ায় তারা মদ ছেড়েছে—তারা এখন বেশ সুখে কাটাচ্চে। তারা এখন নাক মুখ ঘুরিয়ে দুদিন না খেটে বসে থাকবার সাহস দেখাচ্চে। যা পেতো, তাই মদে খরচ কর্ত্তো, এখন তারা মিতব্যয়িতার সুখ বুঝ্‌তে পেরেছে, এদিকে আবগারী বিভাগের বরং আয় কমে গেছে।

ভদ্রলোকেও বিলাসিতার নেশা ছাড়লে, অর্থ স্বাচ্ছল্য হবে, তারাও দুদিন বসে থাকতে পারবে—তারাও শুদ্ধ চাকরীকে গতি মুক্তির কারণ না ভেবে কৃষি ব্যবসায় শিল্প স্বাধীন জীবিকায় উপার্জ্জন করে সুখে থাক্‌বে এতো অসম্ভব নয়, বরং খুবই সম্ভব। কিন্তু ভদ্রলোকগণ যথেচ্ছাচারী, তার উচ্চ শিক্ষার একটা বড়াই আছে, সে ভাল হোক, মন্দ হোক, যুক্তি দেখাতে শিখেছে। সে কারও ডাকে যায় না, কারও পরামর্শে সোজা পথে চল্‌তে চায় না, সে "নাম বড়া" হয়ে গেছে, সুতরাং তার কথা স্বতন্ত্র।

অন্ততঃ আমাদের বাঙ্গালার বাবুর দল অর্থাৎ ভদ্রলোকে একেবারে দুর্জ্জেয়।

এদের কথায় কাজে ঠিক থাকতে পারে না। * * * কিন্তু এ কথা আমরা বহুদিনই বলে আস্‌চি ও বল্‌বো যে, আমাদের আত্ম রক্ষার জন্য, আত্ম স্বাস্থ্য, আত্ম সম্মান রক্ষার

জন্য আমাদের খুব কড়া নজরে মিতাচারের দিকে লক্ষ্য রেখে কিছু অর্থ সংগ্রহের এবং সঞ্চয়ের ফিকিরে ফেরা ভিন্ন আমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ভাবে পরিত্রাণের—মুক্তির অন্য পন্থা নাই। আর সব চাল অপেক্ষা এইটাই প্রথম এবং উৎকৃষ্ট চাল। কারণ পেটের দায়ে আমাদের হিতাহিত বিচারের অবসর হয়ে উঠে না আমরা ভাল বুঝ্‌লেও পেটের দায়ে তো বসে থাক্‌বার শক্তি নাই, তাই অর্থ সঞ্চয় করে আমাদের আগে নিজস্ব স্বরাজ—সংসার রাজত্বের সুবন্দোবস্ত করে ফেল্‌তে হবে, তারপর যা বল সব সম্ভব হতে পারবে। নইলে যেমন মরতে বসেছ, সেই রকমই মরে চলে যাও, বৃথা চেঁচাচেচিতে কোন ফল নাই।

(কাজের লোক।)

স্বর্গীয় রাসবিহারী ঘোষ।

ভারতের আর একটী নক্ষত্র খসিল। বঙ্গ জননীর অন্যতম সুসন্তান প্রতিভাশালী ব্যবহারাজীবি, দানবীর স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার তুল্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীতে অল্পই দৃষ্ট হয়। সুদীর্ঘ ৫০ বৎসর কাল তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ব্যবহারাজীবীর কার্য্য করিয়াছেন। এই পরাধীন দেশের প্রতিকুল পরিবেষ্টনের মধ্যেও তিনি অকুণ্ঠিত কণ্ঠে চিরদিন স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার তুল্য ধীশক্তি-সম্পন্ন আইনজ্ঞ ভারতে বিরল।

তাঁহার স্বাধীনতাপ্রিয় হৃদয়ের অভ্যন্তরে মানবপ্রীতির সুগভীর উৎস ছিল। বর্ষার বারি ধারার তুল্য তাঁহার দানধারা নিরন্তর প্রবাহিত হইত। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১ লক্ষ, বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লক্ষ ৫ হাজার, বেঙ্গল টেক্‌নিকেল ইনিষ্টিটিউটে ৫ হাজার, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে ৭০ হাজার, বেঙ্গলি রেজিমেণ্ট ভাণ্ডারে ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার দানে তদীয় জন্মভূমি বর্দ্ধমান জেলার তোড়কোণা গ্রামে অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার জনকের নামে জন্ম গ্রামে এবং জননীর নামে মেদিনীপুরে সমাধিক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। নারীদের উচ্চশিক্ষার উৎসাহ দানের নিমিত্ত তিনি তাঁহার জননী পদ্মাবতীর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক পদক দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে মহিলা বি-এ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করেন, তিনি ঐ পদক পাইয়া থাকেন।

সার রাসবিহারী পৈতৃক ধনে ধনী ছিলেন না। স্বীয় প্রতিভা সম্বল করিয়া যাঁহারা আত্ম শক্তিবলে উন্নতির উচ্চগ্রামে উন্নীত হইয়াছেন, সার রাসবিহারী সেই উদ্যমশীল আত্মপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম। বদান্যতা, ন্যায়নিষ্ঠা, মহানুভবতা গুণরাজির নিমিত্ত রাসবিহারী চিরস্মরণীয় হইবেন।

জীবন কথা।

১৮৪৫ অব্দের ২৩এ ডিসেম্বর বর্দ্ধমান জিলার তোড়কোণা গ্রামে রাসবিহারী ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। বাঁকুড়া সহরে শৈশবে তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন। ১৬ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। এফ-এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ অব্দে তিনি এম-এ, পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় ইংরাজী ভাষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

পরবর্ত্তী বৎসর রাসবিহারী আইনের উপাধি পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া হাইকোর্টে প্রবেশ করেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও ধারণা-ক্ষমতা এমন অসাধারণ ছিল যে, তিনি যাহা পড়িতেন, তাহাই তাঁহার মনে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া থাকিত।

ব্যবহারাজীবি।

নূতন ব্যবহারাজীবিদিগকে ব্যবসায় গ্রহণের পরে প্রথম প্রথম কিছুদিন অভাবের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। রাসবিহারীকে প্রথমতঃ এইরূপ কথঞ্চিৎ প্রতিকূলতার মধ্যে পতিত হইতে হইয়াছিল। এই ব্যবসায়ের প্রারম্ভকালে অবসর সময়ে তিনি আইন শাস্ত্রের যাবতীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া এমন পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন যে, বিচারক ও সহযোগী আইনব্যবসায়িগণ সকলেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতেন। এইরূপে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশবিশ্রুত হইল। ১৮৭১ অব্দে তিনি আইনের অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

১৮৭৫ অব্দে তিনি ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। তখন ভারতীয় সম্পত্তি বন্ধক আইন তাঁহার বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল। এই বিষয়ে তিনি যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেই সকলের মধ্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। আইনের এই জটীল বিষয় মধ্যে তাঁহার তীক্ষ্ণধী অবাধে প্রবেশ করিয়া নানা বিষয় উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল।

এই সময় হইতে তাঁহার ব্যবসায় বর্দ্ধিত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে অর্থ ও সম্মান তাঁহার প্রতি অযাচিতরূপে বর্ষিত হইতে লাগিল।

জনসেবা।

১৮৭৯ অব্দে রাসবিহারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য পদে বৃত হন। ১৮৮৪ অব্দে তিনি "ডাঃ" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৭ অব্দে ডাক্তার রাসবিহারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভ্য পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৯ অব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং ১৮৯৩ অব্দে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। তাঁহার কার্য্যে যেমন লোকসাধারণ তেমনই গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "কম্পেনিয়ন অব দি

ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার” অর্থাৎ সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করেন।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি দুইটী লোক কল্যাণকর বিল উপস্থাপন করিয়াছিলেন।

এক বিলে প্রস্তাবিত হইয়াছিল যে, দেওয়ানী কার্য্য বিধি মধ্যে এই একটী দফা যুক্ত হউক যে, কোন ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি নিলাম হইবার পরে তিনি যদি একমাস মধ্যে এই টাকা শতকরা ৫৲ টাকা সুদসহ দাখিল করেন, তাহা হইলে তিনি ঐ সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।

দ্বিতীয় বিলে প্রস্তাবিত হইয়াছিল যে, যৌথ পরিবারের কোন ব্যক্তির ঋণের জন্য যদি উত্তমর্ণ তাঁহার বাসগৃহের অংশ প্রাপ্ত হন, এমন অবস্থায় অপর সরিকদের কেহ যদি ঋণের টাকা শোধ করেন, তাহা হইলে উত্তমর্ণ ঐ ঘর অধিকার করিতে পারিবেন না।

ডাক্তার রাসবিহারীর উক্ত উভয় বিল গৃহীত হইয়া আইনে পরিণত হইয়াছে।

১৯০৬ অব্দে দ্বাবিংশতিতম জাতীয় মহাসমিতির অভ্যর্থনা সভায় ডাক্তার রাসবিহারী সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ১৮৯৬ অব্দে মহাসমিতির দ্বাদশ অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সার রমেশচন্দ্র মিত্রের অভিভাষণ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। ১৯০৬ অব্দে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়া তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই অভিভাষণ ভাষাসম্পদে ও বিষয় গৌরবে অত্যুৎকৃষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল। ১৮০৬ অব্দে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আয় ব্যয় উপলক্ষ্যে তিনি যে বক্তৃতা করেন ব্যবস্থাপক সভায় সেরূপ বক্তৃতা অতি অল্পই শ্রুত হইয়া থাকে।

১৯০৭ অব্দে ডাক্তার রাসবিহারী “রাজদ্রোহ মূলক সভা বন্ধ আইনের অতি তীব্র সমালোচনা করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার আন্দোলনে কোন সুফল হয় নাই, কিন্তু তাঁহার সরকারী সহযোগীদিগকে ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, তাহার বক্তৃতা সুযুক্তি পূর্ণ। তিনি বলিয়াছিলেন, এই রাজদ্রোহমূলক সভাবন্ধ আইন রুষিয়া ব্যতীত ইয়ুরোপের আর কোন দেশের ব্যবহার শাস্ত্রের আদর্শে রচিত হয় নাই।

বঙ্গদেশের বহু জননায়ককে ১৮১৮ অব্দের ৩ আইন দ্বারা দণ্ড দান করিয়া অকারণে লাঞ্ছিত করা হইয়াছিল। ডাক্তার রাসবিহারী ঐ আইনের আখ্যা দিয়াছিলেন “বে-আইনী আইন।” এই প্রতিভাশালী ব্যক্তির মুখনিঃসৃত ঐ “বে-আইনী আইন” কথা তদবধি অনেকে ব্যবহার করিতেছেন।

জাতীয় মহাসমিতি।

সুরাটে জাতীয় মহাসমিতির ত্রি-বিংশতিতম অধিবেশনে ডাক্তার রাসবিহারী সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। মহাসমিতির সভ্যদের অত্যুগ্র মত বিরোধহেতু ঐ সভা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অতঃপর ১৯০৮ অব্দে মান্দ্রাজে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে তিনি সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাহার বুদ্ধিমত্তা ও সুগভীর আইন জ্ঞানের পরিচয় দৃষ্ট হইয়াছিল।

ডাক্তার রাসবিহারী নির্ভীক ছিলেন, দেশ যখনই কোন সঙ্কটমধ্যে পতিত হইয়াছে, তখনই তিনি সেই বিপদের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিবিতরণ সভায় লর্ড কর্জ্জন যখন বাঙ্গালী জাতির চরিত্রে মিথ্যার দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করিয়াছিলেন, তখন ডাক্তার রাসবিহারী টাউন হলের সভায় সভাপতিরূপে সেই দাম্ভিক নিন্দুকের মিথ্যা বাক্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

উদারতা।

ডাক্তার রাসবিহারী উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি স্বদেশেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়াছিলেন। আইনের ব্যবসায় অবলম্বন করিবার পরে তিনি বহুবার হাইকোর্টের দীর্ঘ অবকাশ সময়ে ইউরোপের নানারাজ্যে ভ্রমণ করিতে যাইতেন, দেশ ভ্রমণে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, ইউরোপের অধিকাংশ দেশ তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

পরিচ্ছদ ধারণে তিনি ভারতীয় প্রথাই অনুসরণ করিতেন। চোগা চাপকানই তাঁহার প্রিয় পোষাক ছিল।

আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাঁহাদের প্রীতির জন্য তিনি সর্ব্বদাই ক্লেশ স্বীকারে প্রস্তুত হইতেন।

তাঁহার কর্ম্মসাধন শক্তি অতি আশ্চর্য্য ছিল। গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি যে অনিদ্রায় কত রাত্রি যাপন করিয়াছেন, তাহার ঠিকানা নাই।

অন্ত্যেষ্টি।

রবিবারে সার রাসবিহারী আলিপুর জজকোর্ট রোডের ভবনে রাত্রি ১টার সময়ে প্রাণত্যাগ করেন। পরদিন বেলা আট ঘটিকার সময়ে তাঁহার দেহ সুগন্ধ কুসুমে সুসজ্জিত করিয়া বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে কেওরাতলাঘাটে নীত হয়। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বিচারপতি সি, সি, ঘোষ, সার বিনোদ মিত্র, মিঃ প্রভাসচন্দ্র মিত্র, সার নীলরতন সরকার, সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সার আশুতোষ চৌধুরী, মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মিঃ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, মিঃ হর্ণেল প্রভৃতি বহু ব্যক্তি এই বিরাট শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন।

দেশবাসীর শোক।

রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ বিদ্যুৎবেগে কলিকাতায় সর্ব্বত্র এবং দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। সোমবার কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ও বারিষ্টার প্রধান বিচারপতির এজলাসে মিলিত হইয়া মৃত্যু সম্বন্ধে শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই দিন রাসবিহারীর মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপিত এবং তাহার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পিত হইয়াছিল।

দেশব্যাপী মহাশোক।

সার রাসবিহারীর মৃত্যুতে কলিকাতায় স্কুল কলেজ সমূহ বন্ধ হইয়াছিল। মফঃস্বলের সকল উকীল সভা এই প্রতিভাশালী আইনজ্ঞের মৃত্যুতে আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন। দানবীর রাসবিহারী ঘোষের নাম তাঁহার দানের জন্য অমর অক্ষয় থাকিবে।

(কাজের লোক।)

স্বার্থ ও পরার্থ।

মানুষ বড় হইবে, লোকমান্য হইবে বলিয়া স্বার্থের প্রতি তাহার আকুল দৃষ্টি। সে অর্থশালী হইতে পারে, কিন্তু লোকমান্য হইতে পারে না, এইরূপই অনেক স্থলে সুপ্রমাণিত হইয়া আসিতেছে, জগতের ইতিহাসে তাহাই দেখা যায়। মানব দেহ ধারণ করিতে আপনিও আহার বিহারে যেমন, একজন দীন দরিদ্রও সেইরূপ, মরণের সময় ধনীরও যে অবস্থা, দীনেরও সেই অবস্থা, কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই। কিন্তু পরার্থে যিনি জীবন মন ধন জন নিয়োজিত করিয়া নিজের স্বার্থ বলিদান করিতে পারিয়াছেন, তিনি অমর—অক্ষয়, যুগযুগান্তরেও তাহার নাম যশ মলিন হয় না ইহারই নাম মরিয়া বাঁচিয়া থাকা। ধন আপনার আছে সত্য, আপনিও ধন গৌরবে অপরের উপর স্বীয় প্রভাব দেখাইতেই ব্যস্ত থাকেন সত্য, কিন্তু তাহাতে কি? ধন তো সঙ্গে যায় না, কেহ লইয়াও যাইতে পারে না। জীবনের একটা স্মৃতি যাহার থাকে না, তাঁহাপেক্ষা দরিদ্র দীন আর কে? মরিলেই যদি সব চুকিয়া গেল, তবে আর করিলে কি? কিন্তু পর সেবায়, পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিলে সেরূপে জীবন ব্যর্থ হয় না, স্মৃতি লোপ হয় না। একেবারেই স্বার্থ শূন্য না হইতে পারে, কিন্তু পরার্থে অর্থাৎ সাধ্য থাকিলেই সাধারণের হিতের জন্য কিছু করিয়া অমর নামের জন্য মানুষ মাত্রেরই সচেষ্টিত হওয়াই বিধি সঙ্গত। ছেলে মেয়ে স্ত্রীকে, আত্মীয় প্রতিবেশীকে অনুগত উদ্ধতকে শুদ্ধ এই উচ্চ শিক্ষাই দেওয়া উচিত। পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিবান না হইলে ইহজীবনে প্রকৃত শান্তি সুখ পাওয়া সুকঠিন। সুখী হইতে হইলে পরার্থ ভাবিতেই হইবে। অনেক নীচাশয়কে পরের সর্ব্বনাশ করিয়া বড় হইতেও দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাকে সুখী হইতে তো দেখি নাই। একটী ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগেই মানুষ চিরদিনের জন্য অমর নাম রাখিয়া যাইতে পারেন, ইহ জীবনেও প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারেন। অধুনা যে সকল মহাত্মা নিজের স্বার্থ সুখ বিসর্জ্জন দিয়া যে পরার্থে আত্ম নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র ভারতবাসী তাঁহাদের ইঙ্গিতে ফিরিতেছে কিনা, জগতবাসী তাহা দেখিতেছে। পদার্থের এতবল। ইহ জীবনেও তাহাদের সুখের সীমা নাই, ইহাই জীবনের প্রকৃত সফলতা, এইরূপ জীবনের জন্য শৈশব হইতেই সচেষ্টিত হওয়া উচিত নয় কি? পরকেই সুখী করিবার চেষ্টা করিতে হয়, তাহাতে নিজের পবিত্র সুখ শান্তি পাওয়া যায়। স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থই শ্রেষ্ঠ, অমরত্ব লাভের প্রকৃত উপায়।

অতি স্বার্থ জ্ঞানেই মানবের অধঃপতন, মনুষ্যত্ব, ন্যায়, ধর্ম্ম বিসর্জ্জন না দিয়া স্বার্থসাধন হইতেই পারে না। সে জীবন কি কখনও লোকমান্য হইতে পারে। সম্মান দেয় কাহারা? জন সাধারণে তো? যদি জন সাধারণের স্বার্থ না দেখ, জনসাধারণ তোমায় দেখিবে কেন? তুমি উপেক্ষিত ও নগণ্য হইবে। এমন জীবন অবশ্য ব্যর্থ, নগণ্য। বিষয়, টাকা টাকা করিয়া মরিবে, দুদিন পরে কেহ তোমার নামও করিবে না। তাই বলি, যদি সাধ্য থাকে, তোমার হাতে ধন জন থাকে, পরার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিও, জীবনের সার্থকতা হইবে। মহত্ব না থাকিলে মানুষ বলিয়া পরি[illegible] হওয়াই যায় না। পরার্থ জ্ঞান নৈতিক উন্নতি এবং শিক্ষার চরম। নৈতিক উন্নতি এবং শিক্ষায় বড়াই করিতে হইলে স্বার্থ ত্যাগের আবশ্যকতা আছে, ইহা ভুলিলে চলিবে না।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

ঝটিকা যন্ত্র।

এটী একটী আবশ্যকীয় যন্ত্র। ইহা দ্বারা কখন ঝড় হইবে পূর্ব্বে তাহা জ্ঞাত হইয়া সাবধান হইতে পারা যায়। ইহা প্রস্তুত করা সহজ। কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় বলিতেছি।

৪ ভাগ কর্পূর, ৩ ভাগ নাইটার, ১ ভাগ সাল্ এমোনিয়াক এবং ৩২ ভাগ স্পিরিট এই গুলি একত্র করিলেই গলিয়া দ্রব একটা পরিষ্কার আরকের মত হইয়া যাইবে। তাহার পর একটা পরিষ্কার সাদা কাচের নলের মধ্যে পুরিয়া একটা প্রিস বোর্ড বা পাতলা কাঠের তক্তার গায়ে আঁটিয়া দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে। যখন আকাশ এবং জল বায়ুর অবস্থা ভাল, তখন নলের ভিতরের আরক স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার বোধ হইবে, কিন্তু আকাশের অবস্থা ভবিষ্যতে খারাপ এবং ঝড়ের সম্ভাবনা হইলে ভিতরের আরকটা ঘোলা সফেন হইয়া উঠিবে। এমন হইলেই বুঝিতে হইবে, অনতিবিলম্বে ঝড় হইবে। বেশ জিনিস। ভাল করিয়া করিলে বিক্রয়ও হইয়া যায়।

VOICE IMPROVER.

অনেক গায়ক, বক্তা ইহা ব্যবহার করেন, কারণ ইহা দ্বারা স্বর পরিষ্কার হয়।

এই জিনিসটী প্রস্তুত করিতে নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলির আবশ্যক।

উৎকৃষ্ট মধুমোম ৩ ড্রাম।
কোপেবা বাল্‌সাম ৩ ড্রাম।
যষ্টি মধু চূর্ণ ৪ ড্রাম।

প্রথমে মোম এবং কোপেবা বালসমকে নূতন মাটীর পাত্রে উত্তাপে গলাইতে হইবে। বেশ গলিয়া যাইলে আগুন হইতে নামাইয়া দ্রব অবস্থাতেই যষ্ঠী মধুর গুড়া গুলি মিশাইয়া ফেলিতে হইবে এবং শীতল হইতে দিবে। তাহার পর যখন জমিয়া যাইবে, তখন প্রত্যেক পিলটী ৩ গ্রেণ পরিমাণ করিয়া বটি পাকাইয়া রাখিয়া দিতে হইবে। কাচের শিশিতেই রাখা ভাল। প্রত্যেক বারে ২টী পিল এমন ২।৩ বার ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভাল ভাল পেষাদার গায়কগণ ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা স্বর যন্ত্রের পক্ষে বলকারক এবং স্বর পরিষ্কারক। তবে কোন জিনিসই বিশেষ ঔষধাদি ক্রমাগত এবং বহুদিন ব্যবহারের আমরা পক্ষপাতী নহি।

"Industry pays debt but despair increases them." শ্রম শিল্প ঋণ পরিশোধ করে কিন্তু হতাশা ঋণ বৃদ্ধিই করিয়া দেয়। হা হুতাশে দারিদ্র দুঃখ ঘুচিবে না শ্রম শিল্পের দ্বারা দুঃখ মোচনের চেষ্টা কর।

বিবাহ ও দীর্ঘ জীবন।

বিবাহের দোষ গুণ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ দেখাইতেছেন যে উপযুক্ত অল্পবয়সে বিবাহ দ্বারা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় উপকার সাধিত হয়। যদি আমরা দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে বা নানা প্রকার রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে চাই, অথবা উন্মত্তের সংখ্যা হ্রাস, আত্মহত্যা ও পাপানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি খর্ব্ব করিতে চাই, তবে কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়ের মধ্যেই অবিবাহিতের সংখ্যা যথাসম্ভব কমাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। ইহা দ্বারা এমন কথা বলা হইতেছে না যে উদ্বাহ মানবের অধিকাংশ দুঃখ বিপত্তির অব্যর্থ প্রতিষেধক বা একমাত্র মহৌষধি। কিন্তু এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখিবার কি দীর্ঘজীবন লাভ করিবার পক্ষে কৌমার্য্যের অপেক্ষা উদ্বাহবন্ধন অধিকতর অনুকুল।

বিবাহিত ব্যক্তি চিরকুমার অপেক্ষা দীর্ঘজীবি হয়েন। স্কটলাণ্ডের একলক্ষ লোকের মৃত্যু তালিকা পর্য্যালোচনায় দেখা গিয়াছে যে, ২৫—৩০ বয়স্ক মৃতের মধ্যে ৮৬৫ জন বিবাহিত এবং ১৩৬৯ জন অবিবাহিত। ৬৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কদিগের মধ্যে মৃত্যুর হার বেশী হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়, কিন্তু পরিণত বয়স্কদিগের মধ্যে চিরকুমারদিগের অপেক্ষা বিবাহিত ব্যক্তিগণের বাঁচিবার সম্ভাবনা অধিক। ৬৫—৭০ বৎসর বয়সের মধ্যে অবিবাহিত ১০১৪৩ জন এবং বিবাহিত ৮০৫৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ৮০—৮৫ বয়স্ক মৃতদিগের মধ্যে অবিবাহিতের অপেক্ষা বিবাহিতের সংখ্যা ২০০০ কম।

যদিও প্রসবকালে বিবাহিত স্ত্রীলোকদিগের জীবনের আশঙ্কা আছে, তথাপি চিরকুমারীদিগের অপেক্ষা পরিণীতা দীর্ঘায়ু হয়েন। ফ্রান্স দেশে অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, পঞ্চাশের ঊর্দ্ধকালে কুমারীদিগের মধ্যে বিবাহিতের অপেক্ষা মৃত্যুর হার অনেক অধিক।

বারটীলন (Bertillon) সাহেব যিনি এই সকল তত্ত্বানুসন্ধানে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে ১০০০ জন লোকের মধ্যে ৩৫—৪০ বৎসর বয়সে মৃত্যুর সংখ্যা চিরকুমার, বিপত্নীক এবং বিবাহিতের মধ্যে যথাক্রমে ১৩, ১৭ এবং ৭।

পরিণয় যে রোগ প্রতিরোধ করিতে অধিকতর সক্ষম তাহা অনুসন্ধান দ্বারা নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ষ্টানবার্গ নগরে meningitis রোগের প্রাদুর্ভাব সময়ে বিবাহিত ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত অব্যাহতি একটী প্রণিধান যোগ্য দৃষ্টান্ত; তখন ৯০ জন মৃতের মধ্যে পরিণীত স্বামী স্ত্রীদিগের মৃত্যু সংখ্যা মাত্র ১৯ হইয়াছিল।

কতিপয় খ্যাতনামা বিজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়া আসিতেছেন যে, উদ্বাহ কতকগুলি বিশেষ রোগ হইতে স্ত্রী জাতিকে রক্ষা করে। স্নায়বিক এবং মানসিক স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে বিবাহিতের অপেক্ষা কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বীদিগকে অধিকতর পরিমাণে কষ্ট দিয়া থাকে। ৭৬৪ জন উন্মাদ পুরুষের ৪৯২ জন চিরকুমার, ৫০ জন বিপত্নীক এবং ২০১ জন পরিণীত। স্ত্রী জাতির মধ্যে কুমারী উন্মাদের সংখ্যা বিবাহিতার তিন গুণ।

আত্মহত্যাকারীদিগের সংখ্যা পর্য্যালোচনা করিয়া De Beromont সাহেব দেখিতে পান যে, অবিবাহিতের সংখ্যা বিবাহিতের দ্বিগুণ। স্ত্রী পুরুষ উভয় শ্রেণীর বিশেষতঃ স্ত্রী জাতির মধ্যে যাহারা ভগ্ন স্বাস্থ্য বা চিররুগ্ন বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তাহারা প্রায়ই বিবাহের পর পূর্ণ স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাপানুষ্ঠানের প্রবৃত্তির উপর বিবাহের প্রভাব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের শতকরা ৬০ জন অবিবাহিত।

বিবাহের উপযুক্ত বয়স ২৫ অপেক্ষা কম হওয়া উচিত; ইহাই বৈজ্ঞানিকগণের মত কিন্তু উহা নিরূপিত হয় নাই।

(কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

যে মরিয়াছে, সে মরিয়াছে—তাহার সহিত সম্বন্ধ কি? কিন্তু যাহারা বাঁচিয়া

আছে, তাহাদের শুভাশুভের দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

জুলিয়া। সৌভাগ্যক্রমে বাড়ীর কোন দাসদাসীর সম্মুখে তিনি কোন কথাই বলিয়া যান নাই।

অলিফান্ট। ভালই হইয়াছে। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এখন আর কাহাকেও কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই। যদি ঘটনাস্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হয়—তখন আমরা আমাদের সন্দেহের কথা ব্যক্ত করিব। আপাততঃ ইহা আমাদের দুই জনেরই হৃদয়মধ্যে নিহিত রহিল। শীঘ্রই করোণারের তদন্ত আরম্ভ হইবে। আমার বোধ হয় তোমাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত হইতে হইবে না। এখন তুমি প্রচুর ধনবতী—তোমার সম্মুখে অনিশ্চিত ভবিষ্যত—সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করিয়া তুমি যে শিক্ষালাভ করিয়াছ, আশা করি সেই শিক্ষা ভবিষ্যতে তোমার পথ প্রদর্শিকা হইবে।

অলিফান্ট জুলিয়ার নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মধ্যাহ্নে তাঁহার পদোচিত বেশভূষা পরিধান করিয়া, সার হেনরি বিটন ও অপর ছয়জন অনুচর সঙ্গে লইয়া রাজপ্রাসাদের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চার্লস সচিবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দরবার গৃহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। পরস্পরের প্রতি সম্মান শিষ্টাচার প্রদর্শিত হইলে পর নৃপতি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, গৃহান্তরে গমন পূর্ব্বক তাহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর কতকটা পরিহাসচ্ছলে—কতকটা বা তিরস্কার স্বরে কহিলেন,—"অলিফান্ট! কাল আদালতে উপস্থিত হইয়া কি কাণ্ড করিয়াছেন? আপনি না কি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন আইনের আসন রাজাসনেরও উপর অধিষ্ঠিত—রাজাও না কি সাধারণের মত দেশের আইন এবং দশের সমক্ষে—তাঁহার কৃতকর্ম্মের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য?"

অলিফান্ট। যদি আমার সেই উক্তি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া তাহার সংশোধন করিয়া দিলে কৃতার্থ হইব।

রাজা। না না, আমি আপনার সহিত বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না কিন্তু অনেক সময়ে আপনি বড়ই অধিকদূর অগ্রসর হইয়া পড়েন। বিচার করিয়া দেখিলে, গত কল্য যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমার রাজসভা এবং রাজসম্মানের মূলে বিষম আঘাত লাগিয়াছে।

অলিফান্ট। যাঁহারা এরূপভাবে আমার কার্য্যের সমালোচনা করেন, তাঁহারা বিদ্বেষ বুদ্ধিরই পরিচয় দেন। আমি কাল যাহা করিয়াছি, তাহাতে ধর্ম্মাধিকরণেরই সম্মান বর্দ্ধিত হইয়াছে। অন্যায় পূর্ব্বক অভিযুক্ত এক নির্দ্দোষ ব্যক্তির নিরপরাধিতা সপ্রমাণ করিয়াছি সত্য কিন্তু দশের মুখে হাত চাপা দিবার শক্তি আমার নাই—দেশবাসীর আনন্দ স্রোত সংরুদ্ধ আমি কেমন করিয়া করিব?

রাজা। কিন্তু সে চেষ্টাও ত করেন নাই?

অলিফান্ট। না, তাহা করি নাই। কাল ন্যায়ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত বিচারপতি, ক্রোধন্মত্ত এটর্ণি জেনারেল এবং বিপথগামী সচিব সম্প্রদায় যে শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহা অবলোকন করিয়া আমি নিজেই আনন্দে দিশেহারা হইয়াছিলাম। বিচার পবিত্র জিনিষ—রাজবিধি সর্ব্বমান্য—সকলের উপর তাহার সমান প্রভাব। একজন নির্দ্দোষী ব্যক্তি অবিচারের কবল হইতে মুক্তিলাভ করাতে আপনি কি আনন্দলাভ করেন নাই?

রাজা। হঁ, আপনার যুক্তিতর্ক একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু আপনি রামবল্ডের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য যে তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, সেই বুদ্ধির প্রভাবে তৎসংলগ্ন অপরাপর রহস্যের উদ্ভেদ করিতে কি পারেন না?"

অলিফান্ট। আমার বিশ্বাস এ রহস্যের কথাই উদ্ভেদ হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া কি একজন নির্দ্দোষী ব্যক্তি বিচারের নামে অবিচারের কবলে পড়িয়া নিষ্পেশিত হইবে? আরও ভাবিয়া দেখুন কলোনেল রামবল্ড যদি অপরাধী হইয়া, বধ্য ভূমিতে মস্তক দান করিতেন, তাহা হইলে সেই শোকে কি অন্য—

রাজা। সে কথার আর উল্লেখ করিবেন না। প্রকাশ্য বিচারালয়ে রামবল্ডের ভগ্নীর সহিত আমার গুপ্ত প্রণয়ের উল্লেখ করিয়া মত্রে আমাকে যারপরনাই ব্যথিত করিয়াছে।

অলিফান্ট। যে ঘটনায় প্রত্যেক বর্ণ সত্য, সেই ঘটনাটীকে একেবারে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস কি আপনার মহত্বের অনুরূপ হইয়াছে? সেই অভাগিনী অত্যাচার পীড়িতা রমণীর প্রতি আপনার কি কোনই কর্ত্তব্য নাই? অত্যাচারের প্রতিকার কল্পে কোন চেষ্টাই কি করিবেন না?

রাজা। এ আবার কি বলিতেছেন আপনি?

অলিফান্ট। আমার বিশ্বাস আপনি আমার কথা বেশ বুঝিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম এ ঘটনা অপ্রকাশিত থাকাই ভাল—নানাকারণে ইহার উপর প্রচ্ছন্নতা আবরণ আবৃত হওয়াই আবশ্যক কিন্তু এখন ইহার পরিণতি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে—অভাগিনী মাতৃহৃদয় এখনও যেরূপ কাতরতা অনুভব করিতেছে, তাহার পর প্রকাশ্য আদালতে আপনার পক্ষ হইতে তাহার উক্তির অসারতা প্রতিপাদন করিতে গিয়া, তাহার এবং তাহার সহোদরের হৃদয়ে যেরূপ গুরুতর আঘাত করিয়াছেন—তাহার কি যৎসামান্য প্রতিবিধান করা আপনার কর্ত্তব্য নহে? অতি গোপনে এ কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার প্রস্তাবে সম্মতি দান করুন। আমি মধ্যস্থ হইয়া সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিব। যাহাতে কোন পক্ষের হৃদয়ে কোনরূপ আঘাত না লাগে—কাহারও কোনও

ক্ষতি না হয়, আমি তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিব।

রাজা। অসম্ভব। কেন আপনি আমাকে এ ভাবে উত্তাক্ত করিতেছেন? কেন আপনি এ বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দান করিতেছেন? আপনি কাল প্রকাশ্য আদালতে যে কথার প্রচার করিয়াছেন; তাহার জন্য আপনাকে গভর্ণরের পদ হইতে বরখাস্ত করিবার জন্য আমার মন্ত্রীরা এইমাত্র আমার ইঙ্গিত করিতেছিলেন।

অলিফাণ্ট। যদি আমার প্রতি এই অবিচার করিতে চান করুন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই কিন্তু যাহাদের হৃদয়-বৃত্তিগুলিকে আপনি কঠোরভাবে দলিত করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি আপনি সুবিচার করুন—ইহাই আমার প্রার্থনা।

নৃপতি অস্থির হইয়া উঠিলেন। চঞ্চলভাবে কক্ষময় পদচালনা করিতে লাগিলেন। অলিফাণ্টকে বিরক্ত বা তাঁহার ক্রোধোৎপাদন করিতে তাঁহার সাহস নাই। তিনি তাঁহার কোন গুপ্ত বিষয় অবগত আছেন বলিয়াই যে, তাঁহাকে তাঁহার এত ভয় তাহা নহে। অলিফাণ্ট সকল শ্রেণীর সকল লোকের প্রিয়পাত্র—সেই জন্যই তাঁহাকে তাঁহার এত আশঙ্কা। তিনি সহসা দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কবে আপনি আপনার শাসনাধীন প্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করিবেন।"

অলিফাণ্ট। আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর হইলেই যাত্রা করিব।

রাজা। এ সকল বিষয় বিবেচনা সাপেক্ষ। কিন্তু আপনার এত আগ্রহ কেন? আমার প্রতি এত উৎপীড়ন কেন? না—না, অলিফাণ্ট! সহস্র কারণে আমি আপনার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতে পারি না।

অলিফাণ্ট। আমি আপনাকে এখনই উত্তর দিবার জন্য জিদ করিতেছি না কিম্বা আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রভুত্বেরও পরিচয় দিতেছি না। বলুন—কবে আসিলে উত্তর পাইব?

রাজা। কবে আসিবেন? এ প্রশ্নের সমাধান দুই এক দিনে হইবে না।

অলিফাণ্ট। বেশ। এক সপ্তাহ পর অথবা পক্ষান্তে—

রাজা। নিউ মার্কেটের বাসন্তী সমিতির অধিবেশন প্রায় শেষ হইয়া আসিল—আমার সে স্থলে উপস্থিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আচ্ছা আমি এক পক্ষ সময় লইলাম। পক্ষান্তে আজিকার বারে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, আমার উত্তর পাইবেন, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন লোকের নিকট একটী কথাও প্রকাশ করিবেন না।

অলিফাণ্ট সম্মতি প্রকাশ করিয়া রাজকক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কিন্তু একবার ডাচেস অব পোর্টস মাউথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ফরাসিনী মৌখিক শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিলেও, তাঁহাকে দেখিবামাত্র অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন।

অলিফাণ্ট কহিলেন,—"আমি বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিব না, দুই একটী কথা কহিয়াই বিদায় লইব। সম্প্রতি তোমার শত্রুরা তোমার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছিল। গত পরশ্ব ঘটনাক্রমে কোন লোকের সন্ধান পাই—লোকটিকে ইংলণ্ডে—"।

ডাচেস। বুঝিয়াছি কাহার কথা আপনি বলিতেছেন। হাঁ বারিলনের সাহায্যে আমিও কাল সে সংবাদ পাইয়াছি—শুনিয়াছি তাহারা বাসিলের জেলখানা হইতে পালাইয়াছে—শুনিয়া অবধি আমি যারপরনাই উদ্বিগ্নভাবে কাল যাপন করিতেছি। অলিফাণ্ট! অতীতের সেই প্রণয় স্মৃতির দোহাই দিয়া কাতর ভাবে আমি প্রার্থনা করিতেছি—

অলিফাণ্ট। লুরি! সে সব পুরাতন স্মৃতি আর জাগ্রত করিও না। সে স্মৃতির উপর বিস্মৃতির স্তর পড়িয়াছে—অতীতের অনন্তের কোলে সে স্মৃতি মিশাইয়া গিয়াছে। তথাপি আমি আমার গন্তব্য পথ ছাড়িয়া তোমার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলাম। যখনই তুমি—বিশেষতঃ যখনই আমার প্রতি সেই অতীতের উন্মাদ উৎকট ভালবাসার জন্য এখন কোনরূপে বিপন্ন হইয়া পড়িবে, তখনই আমি তোমার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইব।

ডাচেস। সত্যই অলিফাণ্ট আমি তখন উন্মাদিনী হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু সে লোকটা কোথা? সেই হতভাগ্য পুরোহিত—তাহাকে যে আমি বহু বৎসর ধরিয়া নিয়মিত বৃত্তি দিয়া আসিতেছিলাম।

অলিফাণ্ট। তাহার জন্য আর তোমাকে আশঙ্কিত হইতে হইবে না। তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি তাহাকে সুদূর অতল সাগরপারে প্রেরণ করিয়াছি—আমিও শীঘ্র তথায় গমন করিব।

ডাচেস। আপনাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ! বুঝিতে পারিতেছেন না, আপনার এই আশ্বাস বাণীতে আমার হৃদয় হইতে কি গুরুভার অপনীত হইল।

অলিফাণ্ট। বিদায় লুরি! বোধ হয় আমাদের আর সাক্ষাৎ হইবে না।

এই কথা বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়ালেন। পরস্পর মস্তক অবনত করিলেন কিন্তু উভয়ের হস্ত পরস্পর সম্মিলিত হইল না। অলিফাণ্ট সত্বর সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

দ্ব্যধিকশততম পরিচ্ছেদ।

লর্ড এবং লেডি উইলিয়ম রাসেল।

আমাদের এই আখ্যায়িকার সময়ে ব্লুমসবারি স্কোয়ারের উত্তরাংশে যত বিলাসী ধনীলোকের আবাস ছিল। ইহার মধ্যে সাউদমটন ভবন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। লর্ড উইলিয়ম রাসেল ইহার মালিক। বাড়ীর পশ্চাতে এক বিস্তীর্ণ উদ্যান।

অট্টালিকার মধ্যে কয়েকখানি ঘর খুব প্রশস্ত। উহাদের সাজ সজ্জাও তেমনই মূল্যবান। এই কক্ষে অভ্যাগত অতিথির অভ্যর্থনা হইয়া থাকে। বাড়ীর অপরাপর কক্ষগুলি এত বিস্তীর্ণ বা এরূপভাবে সজ্জিত না হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই গুলিতে বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী বাস করেন। অট্টালিকার সম্মুখে এক প্রকাণ্ড চত্বর—চত্বরের মধ্যস্থলে শোভন পত্র কণ্টক বৃক্ষের এক মনোরম কুঞ্জ। রবিবারে সহরের নরনারী এই চত্বরে উপস্থিত হইয়া, এই মনোরম কুঞ্জ এবং সাউদামটন ভবন দর্শন করেন।

আজ তিন দিন রামবল্লের বিচার হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে লর্ড এবং লেডি উইলিয়ম রাসেল তাঁহাদের অট্টালিকা সংলগ্ন উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। উইলিয়ম রাসেল মধ্যমাকৃতি, বলিষ্ঠ এবং পুষ্টদেহ। বয়স প্রায় ত্রিচত্বারিংশৎ বৎসর হইবে। মস্তকের কেশ গভীর তাম্রাভ, প্রচুর এবং স্বভাব কুঞ্চিত। চক্ষের বর্ণ ধূম্রাভ—সে চক্ষে কদাচিৎ কোন ভাবের ছায়া প্রতিফলিত হয়—খুব বেশী উত্তেজিত হইলেও সে চক্ষে কচিৎ চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মুখমণ্ডল কিছু দীর্ঘ কিছু বৃহদায়তন হইলেও, কোনক্রমে কদাকার নয়। তাঁহার কিন্তু সেরূপ প্রতিভা ছিল না—সুমার্জ্জিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বড়ই অভাব ছিল। যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন, সে কেবল তাঁহার অধ্যবসায় এবং পুনঃ আলোচনার ফল। বুদ্ধিবৃত্তি প্রখরা না হইলেও, স্মৃতিশক্তি খুব প্রবলা ছিল। একবার কোন বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিলে, সহজে তাহা বিস্মৃত হইতেন না। সহসা কোন বিষয়ে মতামত করিতেন না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যে মত প্রকাশ করিতেন, সহজে কেহ খণ্ডন করিতে পারিত না। বক্তৃতা শক্তি ভাল ছিল না সত্য কিন্তু ধীরে ধীরে একটী একটী করিয়া যাহা বলিতেন, শ্রোতার অন্তরে অঙ্কিত হইয়া থাকিত।

অভিজাত্য কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনীতির অনুসরণ করিতেন। সে উদারতা কিন্তু আভিজাত্য কুলের গণ্ডির বাহিরে কদাচিৎ পদার্পণ করিত। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সম্ভ্রান্ত বংশে যাঁহাদের জন্ম, বিপুল বিত্তের যাঁহারা অধীশ্বর, তাঁহারাই দেশের মধ্যে কি শক্তি সামর্থ্যে, কি স্বাধীন মত পরিচালনের অধিকারী, রাজশক্তির এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নয়। রাজার উৎপীড়ন অত্যাচারে জন সাধারণ যখন মর্ম্মাহত হইয়া পড়িতেন, সে অত্যাচারে স্রোতে আভিজাত্যকুলের অধিকারও ভাসিয়া যাইত—তিনি তাহা ভালবাসিতেন না। সময়ে সময়ে অনেক শুভ কার্য্যের কল্পনাও তাঁহার অন্তরে উদিত হইত। যদি তাঁহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার সামর্থ্য থাকিত, তবে তাহার ফলে দেশের ধনী আভিজাত্য সম্প্রদায়ই লাভবান হইতেন। সাধারণ দরিদ্র প্রজার সুখদুঃখে তাঁহার কোনই সহানুভূতি ছিল না। তিনি বেডফোর্ডের সম্প্রদায় বিশেষের একজন সভ্য। সে সভার উদ্দেশ্য জন সাধারণের মধ্যে পরাধীনতার সঙ্কোচ বিধান। এ সভায় যাঁহারা সভ্য, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই কিন্তু এ কথার প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহা বুঝিতেন না। লর্ড উইলিয়ম রসেলও এই দলের একজন। জন সাধারণের মধ্যে পরাধীনতার সঙ্কোচ বিধানের চেষ্টা তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইলেও কার্য্যতঃ সে চেষ্টা ধনী সম্প্রদায়ের হিত চেষ্টার নামান্তর মাত্র। ইহার মত আত্মপ্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে অতি বিরল।

এইবার আমরা তাঁহার গৃহিনী লেডি উইলিয়ম রাসেলের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। তাঁহার পিতৃমাতৃদত্ত নাম শ্রীমতী রচেল। তাঁহার বয়স এখন পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর—সুতরাং স্বামীর অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়। তিনি কোন কালেই সুন্দরী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিতে মাধুর্য্যের সহিত এমনই একটা গাম্ভীর্য্য ছিল। সমগ্র মুখমণ্ডলে কারুণ্যের সহিত কঠোরতা এমনই ভাবে মিশিয়াছিল যে, তিনি সহজেই লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইতেন। নেত্রযুগল কোমল সুষমার আকর হইলেও ওষ্ঠাধরের কুঞ্চনে হৃদয়ের দৃঢ়তা পরিব্যক্ত করিত। নিবিড় নীরদাবলির মত কুণ্ডলকলাপ এবং ভোগবিলাস পুষ্ট দেহলতিকার প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই—লোকে প্রথমতঃ তাঁহাকে ইন্দ্রিয়সুখরতা স্বেচ্ছাবিহারিণী মনে করিত। কিন্তু একটু মনোযোগের সহিত তাঁহার স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারিত তাঁহার প্রত্যেক চিন্তা প্রত্যেক হৃদয় বৃত্তি সুসংযত;—রমণী, গৃহিণী এবং জননীর মধ্যে তিনি পূর্ণ নিষ্ঠাবতী। তিনি বিদুষী, বিবিধ গুণে গুণবতী। অনেক বিষয়ে তাঁহার স্বামী তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেও তিনি কখনও কোন বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া আপনার অভিমত জ্ঞাপন করিতেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বামী স্ত্রীতে সুরোদ্যানে প্রাতেঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে রামবল্লের মোকদ্দমারই আলোচনা করিতেছিলেন। অপরাপর বিষয়েরও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতেছিল। সে সকল বিষয় এখানে আর বর্ণনা করিব না। লর্ড রাসেল নৃপতির অত্যাচার মূলক নীতির উল্লেখ করিয়া অতি কঠোরভাবে তাহার প্রতিবাদ করিতেছিলেন। পত্নী প্রগাঢ় আগ্রহের সহিত সেই সকল যুক্তিতর্ক শুনিতেছিলেন। তাঁহারা এইভাবে প্রায় দুইঘণ্টা ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে বাটীর মধ্য হইতে একজন পরিচারক আসিয়া সংবাদ দিল, কলোনেল রামসি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ বর্ষ।] ২৫শে আষাঢ়, ১৩২৮ সাল। ইং ৯ই জুলাই, ১৯২১ সাল। [৩য় খণ্ড।

কেমন করিয়া ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বড় হইতে পারা যায়?

অর্থ উপার্জ্জন কর—প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন কর—কিন্তু সৎ উপায়ে—ইহাই সম্মানসূচক উপার্জ্জন। কৃষি ব্যবসায়, বাণিজ্যে সৎ উপায়ে প্রচুর ধন সম্পত্তি করা যায়, অনেকে এই সকল কার্য্যে সৎ উপায়ে উন্নতিও করিয়াছেন, এমন প্রমাণ জগতে অপ্রচুর নয়।

সেই ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেমন করিয়া বড় হওয়া যায়, সেইটীই কথা। ব্যবসায় যে শুদ্ধ আমিই করিতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি, এমনটীত নহে—সহস্র এমন কি লক্ষ লক্ষ লোক নামিয়াছে, প্রতিযোগিতা পদে পদে। তবে কেমন করিয়া—কি উপায়ে বড় হওয়া যাইতে পারে? বড় হওয়া যায়—বড় অনেকেই হয়, তবে তাহার একটা যে বিশেষ কোন পন্থা আছে, তাহা অস্বীকার বা অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই।

সে উপায় কি? সে উপায় "সাধারণের অভাব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ।" ব্যবসায় বাণিজ্যে এই জ্ঞান যাহার নাই, সে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে—যাহার সে জ্ঞান আছে—সে অগ্রগামী হইবে। লোকের অভাব কি, লোকে কি চায়, লোকে কিরূপ দামে পাইলে সুখী হয়, এই গুলি যে ব্যবসায়ী প্রকৃতই বুঝিয়া ক্রয় বিক্রয় করে, সে অকস্মাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বড় হইয়া উঠিতে পারে এবং উঠিয়াও থাকে। একজন আমেরিকান এক পয়সার উড্‌পেনসিল আবিষ্কার করিয়া একদিন বড় লোক হইয়াছিল, একজন জুতার ফিতা প্রস্তুত করিয়া একদিনে বড় হইয়াছিল—এই সকল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ না হইলেই চলে না, তাই লোকে ইহার ব্যবহারের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ক্রয় করিয়াছিল। যে প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিল, একদিনেই সে বড় ধনী হইয়া গিয়াছিল।

আমাদের দেশের অনুকরণপ্রিয়তা বড় বেশী। যে কার্য্যে একজন প্রথমে আবিষ্কার করিয়া বড় হইয়াছে, আমরা সাধারণতঃ তাহারই অনুকরণ করি। কাজেই সুফল হয় না। কোন্ জিনিস আবশ্যকীয় বা অনাবশ্যকীয়, তাহা বুঝি না। নিজের খেয়ালে যাহা আসে, তাহাই করিয়া বসি। অনাবশ্যকীয় জিনিসে মূলধন ন্যস্ত করিয়া হাঁটুতে হাত জড়াইয়া বসিয়া থাকি, কাজেই কারবারই করা হয় মাত্র, আশানুরূপ সুফল ফলে না।

আমাদিগকে এখন অনুকরণপ্রিয়তা যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিতে হইবে। লোকের প্রকৃত অভাব কি, বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িতে হইবে। তাহার পর প্রত্যেককে প্রতিযোগিতায় কিসে বড় হওয়া যায়, তাহা ভাবিতে হইবে। সকল কার্য্যেই Originality অর্থাৎ মৌলিকত্ব আবশ্যক। মূল্যের সুলভতাই ব্যবসায়ের প্রতিযোগীতায় জয়লাভ করিবার উপায়। মানুষ ঐকান্তিকতার সহিত চিন্তা করিলেই বিবিধ উপায় দেখিতে পাইতে পারে।

প্রতিযোগীতায় উত্তীর্ণ হইবার দ্বিতীয় উপায় বিজ্ঞাপন প্রথা। সহস্র প্রতিযোগী যেখানে পথিকের মুখপানে তাকাইয়া আশায় আশায় বসিয়া আছে, সুচতুর ব্যবসায়ী সেইখানে সামান্য ২।১০ লাইন বিজ্ঞাপন দিয়া দূরদূরান্তর হইতে ক্রেতা সংগ্রহ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীগণের অজ্ঞাতসারে কাজ করিয়া বসে। হায় হতভাগ্য এ দেশের ব্যবসায়ী! কতদিনে সভ্যজগতের ব্যবসায়ের এই সকল উন্নত উপায় শিখিবে? কবে চৈতন্য হইবে? বিষয়টা চিন্তা করুন।

(কাজের লোক)

স্বনামধন্য হুইট্‌লি।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ উইলিয়াম হুইটলি গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত

হইয়াছিলেন, পাঠকগণ। অদ্য আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিব। এই হুইটলি সাহেব মস্ত বড় লোক, আমাদের দেশের অনেক রাজা মহারাজা অপেক্ষাও তাঁহার আয় বেশী ছিল। এত সৌভাগ্য কেমন করিয়া হইয়াছিল, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন। তিনি কেবল খুচরা ব্যবসায় দ্বারা এত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের এইগব্রিগ নামক গ্রামে তিনি সামান্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বয়স যখন ৯ মাস পূর্ণ হয় নাই, সেই সময় তাঁহার জনক জননী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। হুইটলির মাতুল তাহাকে লালন পালন করেন—হুইটলি অনাথ বালক, তাঁহার মাতুল ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পাঠশালায় অধ্যয়ন করাইয়া ১৬ বৎসর বয়সে একজন ব্যবসায়ীর দোকানে শিক্ষানবিস রাখিয়া দেন। ৫ বৎসর কাল উক্ত দোকানে শিক্ষানবিস থাকিয়া কয়েক বৎসর বেতন ভোগী হইয়াও নানা স্থানে চাকরী করেন। মিতব্যয়িতার সহিত চলিয়া কয়েক সহস্র টাকাও সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। মিঃ হুইটলি মিতব্যয়ী, অন্যায় পান ভোজন ও বিলাসিতায় এক কপর্দ্দকও নষ্ট করিতেন না, সেইজন্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই একটা দোকান করিয়া স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মানুষের কাজ করিবার আগে এই দুইটী বিষয় ভাবা আবশ্যক। সেই জন্য অগ্রে কোন পেশা, কোন ব্যবসা অবলম্বন করিলে আমি উন্নতি লাভ করিতে পারিব, ইহা না বুঝিয়া কাজে নামিতে নাই, শেষে ঠকিতে হয়। দ্বিতীয় বিষয়—স্থান—যে কার্য্য করিতে যাইতেছি, সে কার্য্য কোন স্থানে করিলে তবে সফল হইবে। যেখানে সেখানে দোকান করিয়া ব্যবসা চলে না। সকল জিনিষ সকল দেশে, সকল স্থানে, সকল সময় কাটে না। স্থান নির্ব্বাচন একটা কঠিন কথা। ১৮৬২ সালে মিঃ হুইটলি নিজে আর দাসত্বে নিরত না থাকিয়া একটা দোকান খুলিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু স্থান নির্ব্বাচন করিতে তিনি প্রায় বর্ষাধিককাল ভাবিয়া ছিলেন। অবশেষে ওয়েষ্টবর্ণ নগরে রাস্তার ধারে একটী ঘর স্থির করিয়া একটী দোকান খুলিলেন। এইটীই তাহার প্রথম দোকান। পরে তিনি অন্যান্য স্থানেও নানা জিনিস লইয়া বড় বড় দোকান করিয়াছিলেন।

মানুষের সংসারে যাহার যাহা আবশ্যক, সে সেইগুলি যদি একই স্থানে একই দোকানে পায়, তাহা হইলে মানুষের অনেক সময় ও অর্থ রক্ষা পাইতে পারে, এই ধারণায় তিনি ক্রমে এমন একটি দোকান করিলেন যে, কোন জিনিষের জন্য ক্রেতাকে অন্য দোকানে বা বাজারে যাইতে হইত না। ইহার নাম (ষ্টোর সিষ্টেম)। বর্ত্তমান সময়ে সকল স্থানেই ষ্টোর হইতেছে, কিন্তু মিঃ হুইটলি এই প্রকার দোকানের প্রথম প্রবর্ত্তক এবং এই প্রণালীর ব্যবসায়ের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি পরিশ্রমী, মধুরভাষী, সদ্বিবেচক, ন্যায়বান্ প্রভৃতি সদগুণের জন্য অতি সত্বরই লোকের চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিলেন। আর বেশী কথা বলিতে হইবে না, ১৮৯০ খৃঃ একবার তাঁহার কারবারের হিসাব বাহির হয়, তাহাতে তাঁহার বাৎসরিক আয় ১৫ লক্ষ টাকা। সার্থক দোকান, আর সার্থক ব্যবসা করা। শুনিলে আমরা ঠিক যেন প্রহেলিকা বলিয়া ভাবি। খুচরা বিক্রয়ের দোকানের আয় প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকারও উপর, আশাতীত উন্নতি নয় কি? এদেশে ৭ পুরুষ ব্যবসায় করিয়া ইহার এক বৎসরের আয়ের অর্দ্ধেক উপার্জ্জন করিতে পারে কি না সন্দেহ। কোন সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি একবার মিঃ হুইটলিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার ব্যবসায়ে কিরূপে এত উন্নতি করিয়াছিলেন।

উত্তরে মিঃ হুইটলি বলেন যে, লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করাই ব্যবসায়ের উন্নতির প্রধান উপায়। প্রত্যেক ব্যবসাদারের সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, বাক্য-মাধুর্য্য এই সকল গুণ থাকা চাই। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক ব্যবসায়ের প্রচুর বিজ্ঞাপনও দেওয়া আবশ্যক।

প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি বিজ্ঞাপন দেওয়ার পক্ষপাতী? অনেকে এটা একটা অপব্যয় মনে করেন। হুইটলি বলিলেন, "আমি তাহা মনে করি না। বিজ্ঞাপন দিয়া খরিদ্দার সংগ্রহ করা আধুনিক ব্যবসায়ের প্রকৃত উপায়, বিজ্ঞাপন না দিলে ত ব্যবসায় চলিতেই পারে না। আমি মূল্য তালিকা প্রেরণ করি, সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিই, ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করি। সেই ক্রেতাগণ নিজমুখে আমার জিনিসের প্রশংসা করিয়া বেড়ায়, ইহারাও আমার জীবন্ত বিজ্ঞাপন। মিঃ হুইটলি প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ ভাবে সিদ্ধ হইয়াছিল।

(কাজের লোক।)

সর্পদংশন চিকিৎসা।

অতি অবশ্য পাঠ্য।

গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর চল্লিশ হাজার লোক সর্পাঘাতে মারা পড়ে। সুদূর পল্লী ও জঙ্গল সন্নিহিত স্থানের সকল সংবাদ গভর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর না হওয়াই সম্ভব, একারণ আমরা ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ষাট হাজার লোক মরে বলিয়া অক্লেশে ধরিয়া লইতে পারি। এইরূপ মৃত্যু সংখ্যা অতিশয় ভয়ের কথা সন্দেহ নাই, সুতরাং ইহার নিবারণ কল্পে কার্য্যকরী উপায় উদ্ভাবন করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

বহুকাল হইতে অনেকেই সর্পবিষনাশক ঔষধ উদ্ভাবন জন্য নানা প্রকার অনুসন্ধানে লিপ্ত রহিয়াছেন। শেষে সর্পবিষের ঔষধ নাই, বলিয়াই একরূপ স্থির হইয়াছে। কারণ কেহই কোন ঔষধ স্থির করিতে

পারে না। ডাক্তার ক্যালমিটির প্রকাশিত আণ্টিভিনিন্ কতকটা কার্য্যকরী হইয়াছে। আজ কাল ইহা প্রয়োগে আরোগ্যের সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু নানা কারণে ইহা সন্তোষকর ও কার্য্যকরী ঔষধ মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না। প্রথমতঃ ইহা প্রস্তুত করিতে অনেক ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। একটী অশ্বকে লইয়া মধ্যে মধ্যে সর্পবিষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত মাত্রায় অধঃত্বাচিক প্রয়োগ করিতে থাকিবে, যতদিন না অশ্বটীর এরূপ অবস্থা হয় যে, সর্পবিষে তাহার আর কিছু অনিষ্ট হইবে না। ইহাতে প্রায় আঠার মাস সময় লাগে। পরে ঐ অশ্বটীর নানাস্থানে ক্ষত করিয়া অশ্বটীর দেহ হইতে এক গ্যালন (পাঁচসের) পরিমাণ রক্ত বাহির করিয়া লইতে হয়। এই রক্তটুকুকে জমাট বাঁধিতে দেওয়া হয়, এবং ঐ রক্ত চাপ বাঁধিয়া যে রস গড়াইতে থাকে, সেই রসের নাম আণ্টিভিনিন্। ইহা মুখআঁটা শিশিতে রাখিয়া দিতে হয়, ব্যবহারকালে ইহার অধঃত্বাচিক প্রয়োগ করিতে হয়।

এই ঔষটীর বৈজ্ঞানিকেরা প্রশংসা করিতে পারেন বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমাদের ইহা আদৌ সুবিধাজনক নহে। ইহা ব্যবহার করিতে হইলে অন্ততঃ প্রত্যেক রোগীকে কুড়ি টাকা মূল্যের ঔষধ দিতে হয় এবং অতি নিপুণ চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতীত ইহার ব্যবহার আদৌ চলিতে পারে না। তাহা ছাড়া, দংশনের পর হইতেই দুই ঘণ্টার মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ আরম্ভ হওয়া চাই। সর্পদংশন প্রায় বন জঙ্গলে ও সুদূর পল্লী গ্রামেই ঘটিয়া থাকে। এ সকল স্থানে সুচিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া কিরূপ সহজ, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। সর্পদংশনে মৃত্যু অনেক স্থলে অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে, সুতরাং রোগীদিগকে সদূরে সুচিকিৎসকের অধীনস্থ হইবায় উপায়ও হইতে পারে না, কাজেই যে সকল স্থলে ঔষধের আবশ্যক অধিক পরিমাণ হইয়া থাকে, তথায় এই আণ্টিভিনিন্ আবিষ্কারে কোন উপকারই হয় না ও হইতে পারে না। এই আণ্টিভিনিনের আরও এক দোষ এই যে, কলুব্রাইন্ (Colubrine) জাতীয় সর্পের বিষ হইতে প্রস্তুত ঔষধে ভাইপারাইন (Viperine) জাতীয় সর্প বিষের কোন উপকার হয় না। ঔষধটী ও দষ্টসর্পের সমজাতীয় বিষ হওয়া চাই।

সর্পবিষের ঔষধ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে সর্প সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলা আবশ্যক। ভারতবর্ষে নানা প্রকার সর্প দেখা যায় এবং একই প্রকার সর্পের নানা স্থানে নানা প্রকার নাম দেখা যায়। এমন কি, কোন কোন সর্পের গ্রামে গ্রামে স্বতন্ত্র নাম প্রচলন আছে। দক্ষিণ ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রকার বিষাক্ত সর্পের বিভিন্ন জাতি আছে।

১। কোব্রা ২। ড্যাবইর ৩। এলিগ্যানস্ বা রসিয়ান ভাইপার ৪। বুংগেরস্ সিরুলিয়স বা ক্যাসিরেটব্ বা হরিদ্রাবর্ণের ক্রেট্ ৫। এচিস্ ক্যারিনোটা বা আম্প ৬। ওফিওফ্যাগস ইল্যাপস বা হামাড্রিয়াদ ৭। ট্রাইমেরুরস্, ইহা নানা প্রকারে দেখা যায়। ৮। হিপ্নোল নেপা।

ইহাদের মধ্যে প্রথম দুই শ্রেণীর সর্প সামান্য কারণেই দংশিয়া থাকে। ইহার পরই দুই প্রকার ক্রেট্ বা কেউটা এবং অ্যাম্প। হরিদ্রাবর্ণের ক্রেটের বিষ অপেক্ষাকৃত কম। এই পাঁচ শ্রেণীর সর্পই বনে ও লোকালয়ে দেখা যায়। কোব্রা (গোখুরা) এবং ক্রেট্ (কেউটা) প্রায়ই ঘরের ভিতর বাস করে ও অনেককে কামড়াইয়া থাকে।

হামাড্রিয়াদ নামক সর্প, বিষাক্ত সর্পশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া থাকে। ইহাদিগকে প্রায় পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে দেখা যায়, লোকালয়ে থাকে না। প্রায়ই আট হাত পর্য্যন্ত দেখা যায়।

সর্প সম্বন্ধে উপরে আটটি জাতির উল্লেখ হইল। উহাদের সমুদয়কে আবার দুইটি শ্রেণীতে (genus) বিভক্ত করা হয়। কলুব্রাইন এবং ভাইপারাইন। কলুব্রাইন্ শ্রেণীর মধ্যে কোবরা এবং ক্রেট্ জাতীয়দের ফণা হইয়া থাকে। উপর পাটিতে দুইটি ফাঁপা দাঁত, এই দাঁতের ছিদ্র ভিতরের একটী প্রণালীর সহিত সংযুক্ত এবং এই প্রণালীর মূলে বিষ থাকিবার থলি বা আধার আছে। দুইটি আধার চোয়ালের দুই দিকে থাকে। সর্পে দংশন করিলেই এই দাঁত দুইটী বা একটী বসাইয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষের আধার সঙ্কুচিত হইয়া মাংসের ভিতর দাঁতের ছিদ্র দিয়া বিষ প্রবেশ করাইয়া দেয়। কলুব্রাইন শ্রেণীর বিশেষ ক্রিয়া প্রধানতঃ স্নায়ুমণ্ডলীর উপর প্রকাশ পায়। স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা ঘটিয়া আক্ষেপ (কনভলসন্) হইয়া থাকে। ইহা কাটিয়া গিয়া শেষে শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়ায় শক্তিহীনতা, ফেরিংকস্ এবং জিহ্বার পক্ষাঘাত হইয়া রোগী দম বন্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। দংশনের প্রায় দুই ঘণ্টা মধ্যে এই সমুদায় ঘটিয়া থাকে। রোগী আরোগ্য হইলে কোন দুর্লক্ষণ (ভাবীফল) দেখা যায় না।

ভাইপারাইন শ্রেণীর সর্পবিষের মূললক্ষণ প্রায়ই পূর্ব্বরূপ, তবে আক্ষেপ কিছু বেশী হয়, হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয় এবং এই কারণেই শীঘ্র মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এই বিষের রোগী আরোগ্য হইবার পরও অনেক দুর্লক্ষণ থাকিয়া যায় ও রোগী এই সকল ভাবী লক্ষণ হেতু দংশিত হইবার অনেক পরেও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

কলুব্রাইন জাতীয় বিষে প্রায়ই লালাস্রাব থাকে, ভারপারাইন্ বিষে ইহা দেখা যায় না, উভয় বিষের প্রভেদ লক্ষণ এই।

সর্পবিষ পরিষ্কার, স্বচ্ছ, টলটলে পদার্থ। অনুবীক্ষণযোগে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার ওয়াল (Dr. Wall) বলেন, ইহাতে নিম্ন মত পদার্থ সকল দেখা যায়। কার্ব্বন—৪৫'৬৭, নাইট্রোজেন—১৪'৩০, হাইড্রোজেন-৬'৬০, সলফার—২'৫০।

সর্পবিষে শতকরা যাট ভাগ জল এবং এই

জল মরিয়া যাইলে ফিকে হরিদ্রাবর্ণ এক প্রকার গুঁড়া পড়িয়া থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা অধিক দিন রাখা যায় না, পচিয়া যায়।

সর্পবিষ নষ্ট করিবার শক্তি অনেক জিনিসে আছে। কোনটিকে সর্পবিষের সহিত মিশ্রিত করিলে, বিষের রক্তের উপর ক্রিয়া প্রকাশের শক্তি আদৌ থাকে না, অপর কোনটী মিশ্রিত করিলে বিষগুণ নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে।

বিশেষ আবশ্যকীয় কথা।

কষ্টিকপটাশ (Caustic Potash) এবং পার্মাঙ্গ্যানেট অফ্ পটাসিয়ম্ Permanganate Potassium) এই দুইটী বিশ নাশক পদার্থ মধ্যে প্রধান। পার্মাঙ্গ্যানেট অফ্ পটাস্ বিষসহ মিশ্রিত করিয়া রক্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেওয়াতে, কোন বিষ লক্ষণ দেখা যায় না। এই কারণে চিকিৎসকবৃন্দ ইহার দ্বারা সর্পদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাইবার আশা করিয়াছিলেন। জনৈক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার Lander Brunton একটী যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহাতে একটী ছুরি (Lancet) এবং একটী আধার আছে। এই আধারে পার্মাঙ্গ্যানেট অফ্ পটাস থাকে। সর্পদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসায় এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়।

ডাক্তার ওয়াল বলেন যে, পার্মাঙ্গ্যানেট অফ্ পটাস সর্পবিষ নাশে ব্যবহার হইতে পারে না, ইহার একটী ধ্বংসকারী গুণ আছে, সর্পবিষের উপর এবং দং[illegible] অব্যবহিত পরেই ইহা প্রয়োগে ফল [illegible] যাইতে পারে, কিন্তু বিষ রক্তসহ [illegible] রক্তবহা শিরাতে প্রবেশ করিলে ইহা প্রয়োগে সকল জিনিসই ধ্বংস হইতে থাকিবে, রক্ত, বিষ, শিরা প্রভৃতি সমুদয় নষ্ট হইতে থাকিবে। কাজেই এরূপ স্থলে বিষ নষ্ট করিতে যাইয়া রক্ত পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া পড়িবে। বিষনাশক অন্যান্য কয়েকটী ঔষধ সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। কারণ সবগুলিই বিষ ও রক্তে সমান ভাবে কাজ করে।

আমাদের এমন কোন পদার্থের আবশ্যক, যাহা কেবল বিষের উপরই কাজ করিবে এবং ইহার ক্রিয়া সর্প-বিষের ক্রিয়াপেক্ষা দ্রুত হওয়া চাই। এইরূপ পদার্থ পাইলেই আমরা জানিব যে, সর্পবিষের এক ঔষধ মিলিয়াছে।

আমার বিশ্বাস, অ্যাসেটীক অ্যাসিডের এই গুণ আছে। অনেক স্থানে দেখা যায়, কষ্টিক্ পটাসের সর্পবিষনাশের শক্তি আছে এবং ইহা সর্পবিষের সহিত মিশ্রিত করিয়া বিষকে বিষগুণহীন করিলে পুনরায় তাহার সহিত যদ্যপি acetic acid মিশ্রিত করা যায়, তবে সর্পবিষ পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বিষগুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ডাক্তার ওয়াল কৃত "Indian snake venorus" নামক গ্রন্থে এই বিষয়টী পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণের কথা উল্লেখ দেখা যায়।

কষ্টিক পটাস একটী ক্ষার পদার্থ। ইহা সর্পবিষের সহিত মিশ্রণে বিষ নষ্ট করিবার পর পুনরায় ঐ মিশ্রণে অ্যাসেটীক অ্যাসিড প্রয়োগ করিলে অ্যাসিডসহ মিশ্রিত হইয়া ক্ষার কষ্টিকপটাস নষ্ট হইল এবং সর্পবিষ স্বীয় গুণসহ যুক্ত হইয়া অবিকৃত অবস্থায় দাঁড়ায়।

পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকে ডাক্তার ওয়াল বলিতেছেন যে, সর্পবিষ তাজা অবস্থায় অ্যাসিডের গুণ বিশিষ্ট থাকে, পরে যত অধিকক্ষণ রাখিয়া দেওয়া যায়, ততই ক্রমশঃ ক্ষার (Alkaline) ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া পড়ে। আবার বিষ রক্ত মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে আরও শীঘ্র শীঘ্র ক্ষারগুণ ইহাতে প্রকাশ হইতে থাকে।

যাহা হউক, আমি অত বিচার না করিয়াই সর্পবিষে ক্ষারগুণ (Alkalic properties) থাকা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ক্ষার পদার্থ দ্বারা অ্যাসিড পদার্থের গুণ নষ্ট হয়, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত হওয়ায়, সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, সর্পবিষ রক্ত মধ্যে প্রবেশ করিলে কোন গতিকে শরীর মধ্যে কোন প্রকার অ্যাসিড প্রবেশ করাইতে পারিলে, ক্ষারগুণ যাহা বিষের আছে, তাহার সহিত মিশাইয়া বিষ ও অ্যাসিডে নির্দ্দোষ পদার্থ হইয়া পড়িতে পারে। সলফিউরিক, নাইট্রীক, কার্ব্বলিক প্রভৃতি অনেকগুলি অ্যাসিডের কথা ভাবা হয়, কিন্তু ইহাদের ধ্বংসকারী ক্রিয়া সম্বন্ধে আমার কতক জ্ঞান থাকায় বেশ বুঝিয়াছিলাম যে, ঔষধ স্বরূপে ইহাদের কোনটী দিলে সর্পবিষের তুল্য অপকারক হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

অ্যাসেটীক অ্যাসিডটি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প দোষ বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইল। প্রথমে ইহা পরীক্ষার্থে ইচ্ছা হওয়ায়, ইহা জলমিশ্র করিয়া (diluted) প্রয়োগের মত করায় (vinegar) ভিনিগার দেওয়া মত হইল। একটী ভারতবর্ষীয় যুবতী স্ত্রীলোককে কোব্রা অর্থাৎ গোখুরা সর্পে দংশন করায়, দংশনের প্রায় এক ঘণ্টা পরে প্রয়োগ করি। আমার কাছে হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ না থাকায়, দন্তাঘাতের চিহ্নের উপর দুইটী স্থান কাটিয়া দেওয়া হয়। কর্ত্তিত স্থান দুইটী পৌণে এক ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চির ৮ ভাগের এক ভাগ গভীর করা হইয়াছিল এবং ইহাতে কতকটা ভিনিগার ঢালিয়া দিয়া চাপিয়া ধরা হয়। কতকটা খাইতেও দেওয়া হইল। আমি মনে করিয়াছিলাম, ইহাতেও অনেকটা উপকার হইবে, কিন্তু লেরিংকস্ (গলনালী) ও জিহ্বার পক্ষাঘাত অবস্থা এবং স্ত্রীলোকটীর প্রায় শেষ অবস্থা হওয়ায়, ঔষধ গলার ভিতর যাওয়ার পক্ষে সন্দেহ রহিল। এই ভিনিগার বাজারে সচরাচর যাহা বিক্রয় হয় তাহাই। এক ঘণ্টার মধ্যে স্ত্রীলোকটীর অবস্থা ভাল হইতে লাগিল। কলুব্রাইন এবং ভাইপারাইন বিষসম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা দ্বারা সকল স্থলেই কৃতকার্য্য হইয়াছি।

পরে আমি দেখিলাম যে, ভিনিগার

খাওয়াইবার কোন আবশ্যকতা নাই এবং দুইটী স্থানে চিরিয়া না দিয়া কেবল এক স্থানে এক সূতা গভীর করিয়া এবং তিন জ দীর্ঘ করিয়া কাটিয়া দিলেই চলে। হাইপোডার্ম্মিক সিরিঞ্জের আবশ্যকতা নাই। ভিনিগার প্রয়োগের পরে প্রদাহ বা পুঁজ সঞ্চয় হয় না। এই ভিনিগার এক ভাগ এসেটীক এসিড এগার ভাগ জলসহ মিশ্রিত, ইহাপেক্ষা অধিক বলশালী বা খাটি এসিটীক এসিডের আবশ্যক দেখা যায় না, কারণ ইহারই ক্রিয়া সর্পবিষের সমান তীব্র। দংশনের আধ ঘণ্টা পরে প্রয়োগ করিলে রোগী আধ ঘণ্টা মধ্যে সারিয়া যাইবে।

আমি এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে স্থির করিয়াছি যে, ভিনিগার নামে যে diluted acetic acid বাজারে বিক্রয় হয়, তাহাই সর্পবিষের প্রতিবিষ, ইহার ক্রিয়া কলুব্রাইন এবং ভাইপারাইন দুই শ্রেণীর সর্পবিষেরই উপরই সমান। বাজারে ছয় আনা মূল্যে যে পরিমাণ কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে দেড় শত লোক আরোগ্য হইতে পারে। ঘরে রাখিতে কোন ভয় নাই কারণ ইহা নির্দ্দোষ পদার্থ।

পরে আমি এই ভিনিগার ক্ষুদ্র শিশি করিয়া প্রায় দেড় শত গ্রামে বিতরণ করি। শিশির ভিনিগারে বারটী করিয়া রোগী আরোগ্য করিবার পরিমাণ থাকিত; এবং উপরে এইরূপ লিখিয়া দিতাম ;—

"যেস্থানে দংশনের চিহ্ন আছে, তাহার উপরে একটী বন্ধন দিবে, দংশনের চিহ্নের উপর চিরিয়া রক্ত কতক টানিয়া বাহির করিয়া দিয়া ঐ কাটার ভিতর ভিনিগার ঢালিয়া দিবে।"

মুনিগড়ের মুনসেফের নিকট একটী বোতল রাখা হয়, তিনি কলুব্রাইন এবং ভাইপারাইন জাতীয় বিষঘটিত উনত্রিশটী রোগীকে আরোগ্য করেন। একটীকে রসেল্‌স ভাইপার জাতির সর্পে কামড়ায়। রোগীটীর বাটী সোলিংগড়ের নিকটে একটী গ্রামে। যিনি এই ভিনিগার প্রয়োগ করেন, তাহার নিকট পূর্ব্বে আমার বিতরিত ভিনিগার শিশি পৌছিয়াছিল। তিনি উপদেশ মত দংশিত স্থান চিরিয়া দেন নাই, কেবল ঐ স্থানের উপর ভিনিগার মালিশ করেন। রোগীটি দংশনের চুয়ান্ন ঘণ্টা পরে ভাইপারাইন বিষের ভাবী ক্রিয়াতে মরিয়া যায়। বোধ হয় উপদেশ মত প্রয়োগ করিলে বাঁচিত।

এ স্থানে ইহাও বলা ভাল যে, বিছার বিষেতে এসেটিক এসিডের ক্রিয়া বেশ সন্তোষজনক। আমি যে ভিনিগার বিতরণ করি, তাহাতে প্রায় শতাধিক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, বৃশ্চিকের বিষ সর্পবিষের প্রায় সমশ্রেণীর। এই ভিনিগার নিকটে থাকিলে দুই প্রকারের চিকিৎসারই কোন বিশেষ গোলযোগ ঘটিবে না।

আমি নর্থআর্কট ডিষ্ট্রিক্টে এইরূপে চিকিৎসা প্রচার করিতেছি। সকলেরই উচিত, স্ব স্ব দেশে এইরূপ চিকিৎসায় সহায়তা করা। গ্রামের মণ্ডল বা প্রধানদিগের নিকট দ্বাদশটী লোক আরাম হইতে পারে, এই পরিমাণে একটী করিয়াও উপদেশ ছাপাইয়া বিতরণ করিলে প্রতি গ্রামে এক আনার অধিক ব্যয় হইবে না।

গভর্ণমেণ্ট সর্পবংশনাশের জন্য যেরূপ ব্যয় করেন, তাহা অপেক্ষা কয়েক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিলে ভারতবর্ষে সর্প দংশনে মৃত্যু সংখ্যা একেবারে কমিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির নর্থ আর্কট ডিষ্ট্রিক্টের সি, জে, গ্রিনগ্র্যাস সাহেব লিখিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

(কাজের লোক।)

অর্থ বৃদ্ধির উপায়।

অর্থ উপার্জ্জন করা সহজ, কিন্তু রক্ষা করাই কঠিন সমস্যা। বারনম্ আমেরিকার জনৈক সুনাম ধন্য পুরুষ, তিনি বলিয়াছিলেন—প্রথম হাজার টাকাটা জমানই বড় কঠিন কথা, কিন্তু প্রথম হাজার জমাইলে টাকা জমাইবার আর বেশী চেষ্টা করার দরকার হয় না। টাকা জমান খুব ভাল কথা, কিন্তু এই স্থানেই কথাটার শেষ বলিয়া বোধ হয় না। অনেকবার অনেক কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণ মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে বহুগ্রন্থ, বহু উপদেশ জগতকে উপহার দিয়াছেন, সুতরাং সে সম্বন্ধে তাহার বেশী আর কিছু বলা যায় না, বা বলিতে আমরা ইচ্ছাও করি না।

যাহাদের টাকা বেশী, পাশ্চাত্যধনকুবেরগণের প্রায় সকলেরই একমত যে Thrift is the very foundation of finacial success, অর্থাৎ মিতব্যয়িতাই আর্থিক কৃতকার্য্যতার ভিত্তি স্বরূপ। কিন্তু অর্থ বৃদ্ধির পক্ষে অর্থ সংগ্রহই যে যথেষ্ট, এমন বলা যায় না।

একটা অট্টালিকার বনেদটাই যে প্রকৃত পক্ষে মূল্যবান, এমন নহে। বনেদের উপর এমন কিছু থাকে, যাহার মূল্যই গণনা করা হয়। তেমনি সঞ্চয়ই যথেষ্ট হইল না, সঞ্চিত অর্থের উপর এমন একটা কিছু করার আবশ্যক, যাহাতে সঞ্চিত অর্থের মূল্যবৃদ্ধি হইতে পারে। টাকা সঞ্চয় করিয়া পুঁতিয়া রাখিলে টাকার মূল্য কি? কিন্তু সেই টাকা ব্যবসায় বাণিজ্যে খরিদ বিক্রয়ে ইতঃস্তত সঞ্চালিত হইলে তবে টাকার সজীবত্ব ও টাকার বৃদ্ধিত্ব উপলব্ধি করা যায়। বেশ কথা। এদিকে যাহা আপনার আয়, তাহা আপনার ব্যয়ের উপর যথেষ্ট অধিক না হইলে, আপনি শুধু কেমন করিয়া বড় হইতে পারেন, সুতরাং তাহা সম্ভব নহে। অর্থ সঞ্চয় আর অর্থ বৃদ্ধি এই উভয় একই কথা নহে। কিন্তু উভয়ে ঠিক পাশাপাশিভাবে কার্য্যকারী হইয়া সৌভাগ্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে ইহাও ঠিক।

সঞ্চিত অর্থকে বৃদ্ধি করিয়া সৌভাগ্য লাভের উপায় অনেক, তবে সাধারণ পন্থা

কায়িক এবং মানসিক পরিশ্রম দ্বারা কাজ করা। এই দুইটী উপায় ব্যতীত আরও একটি উপায় আছে, সেটির নাম Investment ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট। মূলধনটি কোন প্রকার কারবারে ন্যস্ত করা, ইহার দ্বারা ধন বৃদ্ধি হইতে পারে। এই ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট কথাটাকে বাঙ্গালা ভাষায় কারবারে টাকা ন্যস্ত বলিব। কায়িক এবং মানসিক পরিশ্রমে যে প্রথম মূলধন সংগৃহীত হয়, ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট দ্বারা তাহা অপেক্ষা সহজে অল্প সময়ে মূলধন বৃদ্ধি পায়, এবং এই প্রথা অবলম্বনেই জগতের সমগ্র সভ্য জাতি ধন বৃদ্ধি করিতেছেন। এইটি কেবল বাঙ্গালীর দ্বারা হয় না, আর যতদিন বাঙ্গালী এই পন্থা—অবলম্বন করিতে সাহসী না হইবে, ততদিন বাঙ্গালীর জাতীয় আর্থিক অবস্থা উন্নতি হইবে না। সুতরাং জাতীয় অবনতি আবহমান থাকিয়া যাইবে।

কি প্রকার কার্য্যে দাদন করিলে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, এখন এই প্রবন্ধের তাহাই আলোচ্য বিষয়।

আমেরিকান মূলধনীগণ সম্পত্তি খরিদে টাকা ন্যস্ত করেন। ইহারা সহরের বহির্দ্দেশে সহরতলীতে অথবা রেলওয়ে লাইনের পার্শ্বে জমি খরিদ করেন, যখন সহর বৃদ্ধি হইয়া সহরতলী পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইতে থাকে, অথবা যখন রেলপথ বিস্তৃত হইতে থাকে, তখন ঐ অল্প মূল্যে খরিদা ভূমি খণ্ডে প্রচুর লাভ হয়, কলিকাতা সহরের বহির্দ্দেশে যাহারা পূর্ব্বে জমি খরিদ করিয়াছিলেন, এখন তাহাদের জমির মূল্য বৃদ্ধি হইয়া তাহাদের মূলধন প্রায় দশগুণ হইয়া যাইতেছে। ইহাও বিশেষ লাভজনক কাজ।

একজনের সামান্য টাকায় বড় কাজ হয় না, পাশ্চাত্য মূলধনীগণ একত্রে মিলিত হইয়া সেইজন্য বড় মূলধন সংগ্রহ করেন, সেইরূপ কারবারের নাম যৌথ কারবার বা জয়েণ্টষ্টক। এই সকল জয়েণ্ট ষ্টক বা যৌথ কারবারে সুবিধা অনেক। ধরুন ১ লক্ষ টাকা মূলধনে একটি কয়লার খনির কাজ করিবার জন্য স্থিরীকৃত হইল। এই একলক্ষ টাকা ১ হাজার অংশে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক অংশে ১০০ টাকা করিয়া পড়িল। এই কারবারে যাহা লাভ হইবে, তাহা ঐ হাজার অংশে বিভক্ত হইবে, এইরূপে মূলধন বড় হইয়া যায়।

টাকা বসাইয়া রাখিলে টাকা বৃদ্ধি হইতে পায় না। সামান্য মূলধন ক্ষুদ্র কারবারে অল্প সময়ে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আমাদের দেশে পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস নাই। অনেকের কারবারে সাহস নাই, সুতরাং দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির একমাত্র উপায়, টাকা কোন কারবারে ন্যস্ত করা। নিতান্ত অপরিণামদর্শী এবং নির্ব্বোধের হাতে ব্যতীত কারবারে কখনই ক্ষতি হয় না।

সুদে টাকা খাটাইয়া অনেকে বিষয় করিয়া থাকেন, টাকা বৃদ্ধিও করেন। সুদে টাকা খাটান মন্দ কাজ নহে; কিন্তু ইহা জনসমাজে নিন্দাস্পদ বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ, দেনার দায়ে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। সমাজে পরস্পর পরস্পরের অনৈক্যতা জন্মে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যেমন মূলধন, তেমনি একটা কারবার করা ভাল। সুদে টাকা দেওয়ায় অনেক সময় মূলধন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু কারবারে উপযুক্ত লোকের হাতে পড়িলে নিশ্চয়ই লাভ হয়। কারবারে সমাজের বহু উপকার করা যায়, নিজে বড় হওয়া যায়, আর দশ জনকেও বড় করা যায়, ভগবানের উদ্দেশ্যও সফল হয়। টাকা বৃদ্ধি করিতে হইলে, কারবারই প্রকৃত উপায়। সর্ব্বাপেক্ষা খনিজ কার্য্যে অধিক লাভ হয়। ফলকথা টাকা বসিয়া থাকিলেই টাকার জীবনীশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। বাঙ্গালী টাকার জীবনীশক্তি টাকা বসাইয়া রাখিয়াই নষ্ট করিয়াছে,—টাকা যে জাতীয় উন্নতির বিশেষসাহায্যকারী, কত দিনে সেই টাকার সদ্ব্যবহার শিখিবে।

(কাজের লোক।)

একটা নৈতিক অবনতির কথা।

প্রায়ই সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণকে লোকে অসৎ উপায়ে বড় লোক হইয়াছেন বলিয়া থাকেন। যাহারা পরশ্রীকাতর, সংকীর্ণমনা, তাঁহারা প্রায়ই অকস্মাৎ উন্নতি দেখিয়া এইরূপ ঘৃণিত কারণ দেখাইয়া জন সমাজে প্রচার করিয়া বেড়ায়। এদেশের অনেকেই কোন ব্যক্তিকে ধনী হইতে দেখিলেই তাহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার অপ্রিয়কর মিথ্যা ভিত্তিহীন গ্লানি রটনা করিয়া বেড়ায়। কিসে যে লোকটা অকস্মাৎ এত উন্নতি করিয়াছে, আদৌ তাহার কারণ অনুসন্ধানও করিতে প্রয়াসী হয় না অথচ কতকগুলি কল্পিত কুৎসার সৃষ্টি করিয়া জনসমাজে কি উপায়ে লোকটীর প্রতিপত্তি নষ্ট করিতে পারে তাহার চেষ্টায় রজনীর শান্তিময় নিদ্রার ক্রোড়েও তাহারা শান্তিলাভ করিতে পারে না। এই নিন্দার শ্রোতাগণের এইরূপ নিন্দাকারীকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখা উচিত, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। যে ব্যক্তি নিজের কাজ নষ্ট করিয়া পরের কুৎসা প্রচারে বদ্ধপরিকর, তাহার উদ্দেশ্য যে অসৎ, রুচীও যে নীচগামী শিক্ষার ফল, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই বুঝিতে অধিক সময় লাগে না। কিন্তু যাহারা পরের নিন্দা শুনিতে আনন্দ বোধ করে, তিনি সেই শ্রেণীর লোককে অধিক ভাল বাসেন। যাহা হউক, সকলেরই এ দোষ পরিত্যাগ করা উচিত। ইহাতে উপকার এই, অনৈক্যতা বৃদ্ধি হইতে পায় না। দ্বিতীয় উপকার উৎসাহিত করিলে ধনীরও সাধারণ কার্য্যে সহানুভূতি হয়। দেশের অনেক ভাল কার্য্যেরও উন্নতিকল্পে তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ লাগিতে পারে।

সমস্ত মন্দ ভাবিয়া লওয়া মন্দ চরিত্রের পরিচায়ক। আর সকল স্থলেই বড় লোক হইলেই অসৎ উপায়ে হইয়াছে, এরূপ ভাবিবার কারণ নাই। অনেক স্থলে দেখিয়াছি, জন সাধারণ যাহাদিগকে অসৎ বলিয়া ঘৃণা

করিয়া থাকেন, তাঁহাদের চরিত্র দেবোপম, নীচমনা লোকে হিংসার বা অদূরদর্শিতার জন্য তাঁহাদের দেবোপম প্রতিভার সীমা করিতে না পারিয়া কাল্পনিক দোষারোপে জনসমাজে গ্লানি করিয়া বেড়াইয়াছে। অনেকের বিষয় বুদ্ধি নাই, বাণিজ্যের বা ব্যবসায়ের মস্তিষ্ক নাই, কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তির উন্নতি দেখিয়া তাহারা কল্পনাতেই আনিতে পারে না যে, কোন অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভাবলে অকস্মাৎ সে এত বড় হইয়া উঠিল, কাজেই তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে যাহা আসে, তাহার প্রবৃত্তি মত একটী কারণ দেখাইয়া ঈর্ষার বসে গ্লানি রটনা করিয়া বেড়ায় মাত্র। যদি ব্যবসায়ী হইতে চাও, যদি মহাজন বলিয়া পরিচিত হইতে চাও, পরশ্রীতে কাতর হইও না। অতি বড় প্রতিদ্বন্দ্বীর নিন্দাবাদ করাও নীচতার পরিচায়ক। কি কারণে তাঁহার উন্নতি হইয়াছে তাহারই অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার প্রতিভার শতমুখে প্রশংসা কর, জগতের লোক তাহাতে উপকৃত হইবে। তাহাই মনুষ্যত্বের কাজ।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

TOILET PREPARATIONS.

Spirit of Rosemerry	1½ oz.
Oil of Rosemerry	1½ oz.
Proof Spirit	1 gallon.

Dissolve by agitation. Both are in high repute as hair Cosmetics.

GLYCERINE JELLY.

ইহা হাত ফাটা প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হয়। মধ্যে মধ্যে হস্তের তলায় মালিস করিলে হাত কোমল হয়।

ট্রাগাকান্থ	৬০ গ্রেণ
গ্লিসারিন (বিশুদ্ধ)	২ আঃ
জল	৪ আঃ
এক্‌ষ্ট্রাকট্ রোজ বা গোলাপ সার	৬ ফোঁটা

ঝাঁকরাইয়া মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কার শিশিতে রাখিয়া দিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে ইহা হাতের তলায় দিবসে ২।৩ বার মালিস করিতে হয়।

HAND TO KEEP SOFT.

ইহা মহিলাগণের আবশ্যকীয়। ইহা দ্বারা হস্ত কোমল ও মসৃণ হইয়া থাকে।

মাল মসলা।

গ্লিসিরিণ	১ আঃ
বে-রম	৩ আঃ
অয়েল কাজুপটী	অর্দ্ধ ড্রাম
অয়েল বাবগামট	অর্দ্ধ ড্রাম

পূর্ব্ববৎ মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে হাতে মাখিয়া শয়ন করিবে।

টাকের লোশন।

ইহা দ্বারা টাক পড়া মাথায় চুল হয়।

অডিকলম	২ আউন্স
টিং ক্যানথারাইড	২ ড্রাম
অয়েল ল্যাভেণ্ডার	১০ ফোঁটা

ইহা দিবসে একবার বা অবস্থা বিশেষে দুইবার লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু মাথায় ক্ষত থাকিলে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিষয়ক তথ্য।

অধিক মিষ্ট খাইয়া পেটের অসুখ হইলে আর্জ্জেণ্টাইন নাইট্রেট উপকারী।

মাথাধরা যদি জোরে বাঁধিয়া রাখিলে উপশম পড়ে, তাহা হইলে ১।২ মাত্রা আর্জ্জেণ্টাইন নাইট্রেট সেবনে উপকার হইবে।

শিশু যদি স্পর্শ মাত্রেই রাগিয়া উঠে, গায়ে হাত দিতে দেয় না, সেখানে এণ্টিমক্রুড উপকারী হইবে। যদি নীচু করিলে ভয় পায়, বোরাক্স ৬ দিলে উপকার হইবে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাই-হাউস প্লট।

রসেল তাঁহাকে বৈঠকখানায় বসাইবার আদেশ করিলেন। ভৃত্য প্রস্থান করিল। পত্নী কোন কথাই বলিলেন না কিন্তু অধীরভাবে পতির মুখের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। তাঁহার সে চঞ্চল দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রসেল! তুমি ভয় পাইতেছ কেন?"

পত্নী। যদি তোমার অন্তর স্বচ্ছন্দ থাকে, ভয় আমার কিছুতেই হয় না।

পতি। না ঠিক উত্তর হইল না। তোমার মনের মধ্যে কি ভাবের উদয় হইয়াছে বলিতে হইবে। আমি জানি তুমি আমার হিতৈষিণী—তুমি যাহা ভাবিবে বা বলিবে, আমার মঙ্গলের জন্যই বলিবে।

পত্নী। তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম। সরলভাবেই তোমার কথার উত্তর দিব। আমি জানি কলোনেল রামসির সঙ্গে তোমার বহুদিনের আলাপ। সেইজন্য যখনই তিনি এ বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছেন, আমি সহাস্য মুখে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার যাতায়াত খুব বাড়িয়াছে। তিনি যে শুদ্ধ বন্ধুতার খাতিরে এত ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, তাহা আমার বোধ হয় না—আমার বোধ হয় কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য আসেন। ভাবিও না আমি তোমার কার্য্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখি কিন্তু—

পতি। থামিলে কেন—কি বলিতেছিলে বল।

পত্নী। তোমার প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে—তুমি যে নির্ব্বোধ এবং

অবিবেচক নহ, তাহাও জানি, তথাপি অতি বুদ্ধিমান এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও সময়ে সময়ে বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া বিপথে গমন করে বলিয়া আমি আশঙ্কা করিতেছি। তাহারা অনিশ্চিত বিষয়কে নিশ্চিত এবং সহজ সাধ্য মনে করিয়া অপরকেও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করে।

পতি। তুমি কি কলোনেল রামসিকে সেই প্রকৃতির লোক ভাব? তুমি কি মনে করিতেছ রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করিবার জন্য আমরা পরস্পর মিলিত হই? তোমার শেষ অনুমান সত্য কিন্তু রামসির সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছ, তাহা ভ্রান্ত। এক সময়ে রামসি উষ্ণ মস্তিষ্ক প্রজাতন্ত্রী দলের অগ্রণী ছিল বটে এবং এখনও সেই সম্প্রদায়ের একজন ভক্ত সাধক বটে কিন্তু বয়োধর্ম্মে তাহার রক্ত শীতল হইয়া আসিয়াছে—তাহার মস্তকের উপর বার্দ্ধক্যের যে তুষার কণিকা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার ফলে তাহার ধমনী মধ্যে শোণিতের উদ্দাম গতি মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। তদ্ভিন্ন আমি তাহার কথা শুনিয়া যাইতেছি মাত্র—এ পর্য্যন্ত কোনই উত্তর করি নাই। রচেল! পুনরায় তোমার নেত্রে আশঙ্কায় ছায়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে?

পত্নী। ক্ষমা কর আমায়!

পতি। কিসের ক্ষমা প্রিয়তমে? তুমি ত আমার নিকট কোন অপরাধেই অপরাধিনী নও! বল তোমার আশঙ্কার কারণ কি?

পত্নী। এই মাত্র তুমি বলিলে রামসি একজন গোঁড়া প্রজাতন্ত্রী। বল তোমার সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই!

পতি। না—না, এখনও নাই,—কখনও হইবে না। তবে কি জান, যে ব্যক্তি দেশের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করে, সে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে কোন সম্প্রদায়কে তাহার দল ভুক্ত করিয়া লইতে কুণ্ঠা বোধ করে না। রামসি এবং তাহার সম্প্রদায় আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির যন্ত্র মাত্র। তাহারা জানে তাহারা বিচ্ছিন্ন ভাবে কার্য্য করিলে, কোনই সফলতা লাভ করিতে পারিবে না, সেই জন্য আমাদের সহিত যোগ দিয়া, যতটুকু পারে, দেশের মঙ্গল বিধান করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে।

পত্নী। কিন্তু প্রিয় স্বামিন্! রামসি, ওয়ালকট, ফারগুসন এবং রামবল্ডের মত লোক—যাহারা প্রজাতন্ত্র সম্প্রদায়ের নেতা, তাহারা কি তাহাদের ভ্রান্তবিশ্বাস এবং স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেশের মঙ্গলের জন্য তোমাদের সঙ্গে যোগ দিয়া, সংস্কার প্রয়াসী হইবে?

পতি। হইবে। তাহা না হইলে, আমরা তাহাদের সহিত আমাদের কার্য্যকারিণী শক্তি মিলিত করিতাম না।

পত্নী। এই উদ্দেশ্যে যদি তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন, কোন আপত্তি নাই কিন্তু—

পতি। বুঝিয়াছি। নিশ্চিন্ত থাক। আমিই তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিব। তাহাদের দ্বারা কখনই পরিচালিত হইব না। তাহারা রাজকীয় অত্যাচারে এতদূর উত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, সেই অত্যাচারের মূলে কুঠারাঘাত করিবার অবসর পাইলে, যে কোন ব্যক্তির সাহায্যার্থে কুণ্ঠিত হইবে না। প্রিয় রাচেল! সমগ্র ইংলণ্ডের মধ্যে এক জন মাত্র লোক আছে, যদি সে আমার সহিত এক পথে চলিতে চায়, আমি সকল অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইতে পারি।

পত্নী। কে সে ব্যক্তি?

পতি। জেনারেল অলিফাণ্ট।

পত্নী। কেন তিনি তোমার সহিত যোগ দিবেন না?

পতি। না। আমার সহিত তাঁহার মতের সামঞ্জস্য নাই। তিনি প্রজাতন্ত্র সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও উভয়ের মধ্যে মতের পার্থক্য অতি বিরল।

পত্নী। তবে তিনি রাজার দাসত্ব স্বীকার করিলেন কেন?

পতি। সে নামমাত্র দাসত্ব—নামে শাসনকর্ত্তা হইলেও, সেখানে তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা। রাজশক্তির উৎপীড়ন নিতান্ত অসহ্য না হইলে, তিনি ইংলণ্ডের সমগ্র সেনার পরিচালন ভার গ্রহণ করিবেন না। আভিজাত্যকুলের সহিত তাঁহার কোনই সহানুভূতি নাই সুতরাং তাঁহার নিকট কোনরূপ সাহায্য পাইবার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। তাহার পর তুমি বলিতে পার, নৃপতি তাঁহাকে সে পদে অধিষ্ঠিত করিলেন কেন? ভয়ে। অলিফাণ্ট দূর সাগরপারে অবস্থিত হইলে, চার্লস নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। রচেল! অলিফাণ্ট আমাদের পক্ষাবলম্বন করিবেন না। রামসি দ্বারা বরং আমরা বিস্তর সাহায্য পাইব। দেখি—কি জন্য সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

পতি পত্নী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পত্নী অন্তঃপুরে চলিলেন, পতি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়াধিক শততম পরিচ্ছেদ।

কলোনেল রামসি।

কলোনেল রামসি বার্দ্ধক্যের দ্বারে উপনীত হইলেও, দেহ বেশ সুগঠিত এবং বলময় আছে। রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় তিনি কলোনেল রামবল্ডের পার্শ্বে থাকিয়া অসি চালনা করিয়াছিলেন—এখন তাঁহার সহিত সেই পূর্ব্ব সৌহৃদ্য পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। তাঁহার আর্থিক অবস্থা তত ভাল নয়। চরিত্রদোষও যে একেবারে নাই তাহা নহে। তাঁহার হৃদয়ে এখন আর সে অকৃত্রিম দেশানুরাগ নাই—এখন যাহা আছে, তাহা স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র। দেশের অবস্থার কোন একটা পরিবর্ত্তন ঘটানই তাহার উদ্দেশ্য। (ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ বর্ষ।] ২৫শে শ্রাবণ, ১৩২৮ সাল। ইং ১০ই আগষ্ট, ১৯২১ সাল। [৪র্থ খণ্ড।

পল্লীগ্রাম ও ম্যালেরিয়া।

যাঁহারা সহরে বাস করেন,—সহরের কুপমণ্ডুক হইয়া যাঁহারা সহর ভিন্ন আর কোন স্থানের কোনও খবর রাখেন না, পল্লীস্বাস্থ্যের প্রয়োজনীতা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, কিন্তু পল্লীই হইতেছে দেশরক্ষার প্রধান উপায়। সহরে কলের জল, বা বৈদ্যুতিক আলোকে আমাদের সুখ সুবিধার পন্থা পরিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের জীবনধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় ধান্য কলায় মুগ মসুরি—পল্লীর আবিল প্রান্তর ভিন্ন আর কোথাওতো উৎপন্ন হইবার উপায় নাই। সহরের মত পল্লীপ্রদেশে মণি কাঞ্চনের সুলভতা নাই, কিন্তু স্বর্ণ রজত অলঙ্কার বিহীনা-পল্লীরাণীর অঙ্গতো হরিৎ-শ্যামলশস্পসম্ভারে যে সৌন্দর্য্য লইয়া বিরাজ করিতেছে, সে রূপলাবণ্যের সাধনা করিবার সৌভাগ্য লইয়া সকলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। সেই জন্যই বাঙ্গালার পল্লীগুলিকে রক্ষা করা যে কতদূর প্রয়োজনীয়, তাহা আমরা চিন্তা করিবার অবসর পাই নাই।

কিন্তু সে চিন্তা আর না করিলে নয়, নানাকারণে বাঙ্গালার পল্লী গুলি ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ভিটায় ঘুঘু চরিতেছে, কাশীরাম দাসের ভিটা শ্বাপদকুলের আবাস ভূমি হইয়াছে, 'ভাবতের' জন্ম ভূমি প্রায় জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে নবদ্বীপ এক দিন সাহিত্য-দর্শন-স্মৃতি-পুরাণ, চিকিৎসা, জ্যোতিষের গর্ব্বে সকল দেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, রোগের জ্বালায় পিতৃপিতামহের ভিটার মায়া বিসর্জ্জন দিয়া সেখানকার অর্দ্ধেক অধিবাসী আজি দেশত্যাগ করিয়াছে। বিদ্যাসাগরের প্রতিবাসীগণ, বঙ্কিম চন্দ্রের গ্রামনিবাসীগণ, নবীনচন্দ্রের দেশবাসীগণ এখন আর দেশের খবর রাখেন না, কারণ রোগের পীড়নে দেশের থাকিবার উপায় নাই। জয়দেবের কেন্দবিল্ল গ্রাম—যে গ্রামে ভক্তের গৃহে একদিন স্বয়ং ভগবান আসিয়া "দেহিপদপল্লবমুদারম্" স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে গ্রাম আজি জনশূন্য। বোপদেবের ভিটা কেহ আর চাহিয়া দেখে না। বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস জ্ঞানদাসের জন্মভূমি যে কোথায় ছিল—সে চিন্তা করিবার আবশ্যকতাও এখনকার দিনে কেহ মনে করে না।

কিন্তু কেমন হইল? কেমন করিয়া কাহার অভিসম্পাতে আজি সোণার বাঙ্গালার অধিবাসীগণ দেশত্যাগী হইয়া পড়িল। সহরে আমাদের সুখ সুবিধার যত প্রকারেই বর্দ্ধিত হউক না কেন, সহর হইতে কেহই কবি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। স্মৃতির ব্যবস্থা, দর্শনের মীমাংসা, সাহিত্যের অনুশীলন —ইহাও আমরা সহর হইতে কোনও কালে প্রাপ্ত হই নাই। সহরে অর্থ যথেষ্ট আছে, সহর বাণিজ্যের বন্দর, বণিক সাজিয়া সহর হইতে অর্থ কুড়াইবার চেষ্টা কর, যথেষ্ট পাইবে, কিন্তু সাহিত্যের সাধনা, ন্যায়ের সিদ্ধান্ত, জ্যোতিষের আলোচনা করিবার স্থান সহর নহে, বাঙ্গালার নিভৃত পল্লী ভিন্ন সে সকলের উর্ব্বর ক্ষেত্র সহরে কোনও কালে প্রশস্ত হয় নাই। আজি কেমন করিয়া কাহার অভিসম্পাতে আমাদের সে পল্লী জননী তাঁহার কৃতী সন্তানদিগকে প্রবাসী সাজাইয়া দারুণ দৈন্য বেশ পরিগ্রহ করিলেন এবং আমরা চেষ্টা করিয়া আবার তাঁহার সেই হতশ্রী ফিরাইতে পারি কি না—এই সমস্যার সমাধান করাই কিন্তু এখন আমাদের সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

সহরে বাস করার ফলে পেট ভরাইবার জন্য যাঁহারা পরের চিন্তায় দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন, ঘরের খবর রাখিবার চিন্তা তাঁহাদের অনেকেরই নাই। অর্থের সাধনায় তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন কোন দেশ হইতে ধান্য উৎপন্ন হয়,—কে[illegible]রিয়া কিরূপ ভাবে সে ধান্যরাশি হই[illegible]নরা

আমাদের প্রধান আহারীয় দ্রব্য চাউল প্রাপ্ত হইয়া থাকি এবং অধুনা দিন দিনই যে সেই চাউলের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং চেষ্টা করিয়া তাহার প্রতীকার করিতে পারি কিনা—এ সব চিন্তা করিবার অবসর তাঁহাদের আদৌ নাই। অবসরও নাই, প্রবৃত্তিও নাই, প্রবৃত্তি থাকিলে তো অবসর আসিবে।

এখন আমরা জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষের বিচার না রাখিয়া সকলেই গতানুগতিক ভাবে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিধান করিয়াছি বটে, কিন্তু এমন একদিন ছিল, যে দিন আমরা দাসত্বকে ঘৃণা করিতাম, জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সামাজিক বিধি উল্লঙ্ঘনের ভয়ে আতঙ্কিত হইতাম, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সকল জাতির লোকে একাকার পন্থা অনুসরণ করিতে শিহরিয়া উঠিতাম, শাস্ত্র মান্য করিয়া ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া স্ব স্ব জাতির কর্ম্ম পালনে গর্ব্ব অনুভব করিতাম। তখন দেশে অর্থ সুলভ ছিলনা, কিন্তু উদরান্নের সংস্থানের জন্য আমরা তখন তো দেশত্যাগী হই নাই। পল্লীপ্রান্তরের মুক্ত বায়ু তখন আমাদের যেরূপ ভাবে সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিত, সহরের সহস্র বৈদ্যুতিক ব্যজনীও তাহার সমযোগ্য নহে। স্বচ্ছ স্ফটিক তুল্য নদী, তড়াগের জলপ্রবাহ আমাদের যে স্নিগ্ধতা উৎপাদন করিত, সহরে কলের জলে সে স্নিগ্ধতার সম্ভাবনা কোথায়? পূর্ণিমার চন্দ্র সহরেও প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু পল্লী ভিটার আঙ্গিনায় বসিয়া সেই প্রাকৃতিক শোভা যে প্রত্যক্ষ না করিয়াছে, সে কখনই পূর্ণিমার চন্দ্র কিরণে যে কত মাধুরী, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। সে কোকিলের কুহুরব, পাপিয়ার কলতান, ভ্রমরের মধু গুঞ্জন—পল্লীবাসী ভিন্ন কাহার শ্রবণ যুগল পরিতৃপ্ত লাভ করিতে পারিয়াছে? আমরা একদা পল্লীরাণীর সেই সকল প্রাকৃতিক সুখ উপভোগ করিতাম। হায়, কাহার অভিসম্পাতে আমাদের সে সকল নষ্ট হইল?

অনেকে বলিবেন, ম্যালেরিয়ার জন্য আমাদের সে সুখ-সৌভাগ্য নষ্ট হইয়াছে। অনেকটা একথা সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে। আমাদের দেশত্যাগী হইবার মুখ্য কারণ আমাদের দাসত্বের স্পৃহা,—গৌণ কারণ ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে। মুর্শিদাবাদ ও কাশিম বাজারে এই রোগের প্রথম আবির্ভাব হয়, কিন্তু তখন ইহার সামান্য সূচনা মাত্র। ঐ সূচনার ২০ বৎসর পরে যশোহর জেলার মহম্মদপুর আক্রমণের ফলে ম্যালেরিয়া যে কি পদার্থ তাহা আমরা চিনিতে পারি। কিন্তু মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারে ইহার প্রথম সূচনা যে সময় হইয়াছিল, ইংরাজী শিক্ষার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় হইতেই আমাদের মনে চাকরি করিবার স্পৃহা জাগিয়া উঠে। সেই জাগরণই হইল আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ। সেই জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে রেল ষ্টীমারের আবির্ভাব হইল, ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হইতে চলিল, দেশের লোকে অল্প স্বল্প ইংরাজী শিখিয়া মোটা মোটা মাহিয়ানার চাকরি পাইতে লাগিল। স্ত্রী-পুত্র লইয়া সেই সময় সর্ব্ব প্রথম বিদেশবাসী হইবার কামনা বাঙ্গালীর প্রাণে জাগিয়া উঠিল। পল্লীজননীর কৃতীসন্তানগণ পল্লীমাতার অঙ্কশূন্য হইবার ইহাই সর্ব্বপ্রথম কারণ। তাহার পর নানাকারণে দেশে ম্যালেরিয়ার বীজ শিকড় গাড়িয়া বসিল, কাজেই প্রবাসী বাঙ্গালী আর পল্লীভিটা চাহিয়া দেখিল না, এমনই করিয়া বাঙ্গালীর পল্লীগুলি হতশ্রী হইল। কাজেই বলিতেছিলাম, ইংরাজী শিখিয়া গোলামীর স্পৃহাই আমাদের পিতৃ পিতামহের ভিটাগুলি জনশূন্য হইবার মুখ্য কারণ এবং ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লী পরিত্যাগের স্পৃহা আমাদের গৌণ কারণ।

স্বীকার করি—অনেকে দেশ ত্যাগ করিয়াছেন ম্যালেরিয়ার ভয়ে। কিন্তু দেশে থাকিয়া সে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাঁহারা কোনও চেষ্টা করিয়াছেন কি? যাঁহারা পেটের দায়ে দেশ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের দেশ ত্যাগের কারণ ম্যালেরিয়া নহে, কিন্তু যাঁহারা ম্যালেরিয়ার জন্যই দেশ ত্যাগ করিয়াছেন, পল্লীর প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা ছাড়িয়া সহরের অস্বাস্থ্যপ্রদ সৌধ গহ্বরে যাহারা সখ করিয়া আবাসস্থান নির্ণয় করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা কি পল্লীভিটায় সন্ধ্যা জ্বালিয়া প্রতিবাসীদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এবং মহামান্য সরকার বাহাদুরের হস্তে সেই সংগৃহীত অর্থ প্রদানান্তর পল্লীর বন জঙ্গলগুলি কাটাইবার জন্য—পুষ্করিণী দীঘিকাগুলির পঙ্কোদ্ধারের জন্য—কর্দ্দমপঙ্কিল সরসীগুলির সংস্কার সাধনের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিতেন না? ম্যালেরিয়া বলিয়া আতঙ্কিত হইলে চলিবে কেন?—শত্রু শিয়রে, তাহাকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা কর, শঙ্কায় মূর্চ্ছিত হইলে চলিবে না।

ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায়, যে দেশ নিম্ন, যে দেশের ভূমি অধিকাংশ সময় সিক্ত, যে দেশে পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা নাই এবং যে স্থান জঙ্গল বহুল,—ম্যালেরিয়ার আক্রমণ সেই স্থানেই পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে। ইহাই যদি ম্যালেরিয়ার কারণ হয়, তাহা হইলে আমাদের বঙ্গভূমিকে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা করা কি বিশেষ কঠিন ব্যাপার? ম্যালেরিয়ার তাড়নে আমরা বঙ্গদেশের লোকই যে আজি নূতন বিপদগ্রস্ত এবং ইহা পৃথিবীর অন্য কোন দেশকে ইতিপূর্ব্বে আক্রমণ করে নাই—তাহা নহে, বাঙ্গালা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশেও এই দুরন্ত রাক্ষসী সে সকল স্থানকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে সকল দেশের অধিবাসীদিগের চেষ্টা ও যত্নে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া ম্যালেরিয়া রাক্ষসী সে সকল স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে। ১৮৮০ সালে হাভানার এই দুরন্ত দানবী মৃত্যু

সদনে প্রেরণ করিয়াছিল ৩২৫ জনকে, ১৮-৮৮ সালে ১৮১, ১৮৯০ সালে ১৭০, ১৮৯৫ সালে ২০৬ ও ১৯০০ সালে ৩৪৪ জনকে শমন-সদনে প্রেরণ করে, কিন্তু ১৯০১ সালের পর স্থাভানিয়ার প্রকৃতিপুঞ্জ ম্যালেরিয়া দমনের জন্য এরূপ তোর জোর করিয়া তুলিল যে, ১৯০৬ সালে ঐ রোগে মৃত্যু সংখ্যা হইল মাত্র ২৬ জনের। সুইডেনহাম-বন্দেরও ১৯০১ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৬১০, কিন্তু ঐ সময় হইতে চেষ্টা করিয়া ১৯০৫ সালে মৃত্যু সংখ্যা হইল মাত্র ২৩। হংকংয়ে ১৯০০ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ১৬৩, কিন্তু তাহার পর বৎসর হইতে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টার ফলে ১৯০৫ সালে মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়াইল মাত্র ৫৪। আমি ম্যালেরিয়ার ইতিবৃত্ত এথানে সম্পূর্ণ রূপে প্রদান করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না, আমার বক্তব্য ম্যালেরিয়া বাঙ্গালার মত অন্যান্য প্রদেশকেও ইতিপূর্ব্বে আক্রমণ করিয়াছিল এবং সে সকল দেশের অধিবাসীগণ তাহা দেখিয়া বাঙ্গালার পল্লীবাসীদিগের মত রণে ভঙ্গ দিয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন নাই, পরন্ত প্রভূত চেষ্টায় ঐ দুরন্ত ব্যাধিকে দেশ হইতে বিদূরিত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহারই পরিচয় দিবার জন্য উপরে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করিয়াছি।

অন্যান্য দেশের লোক আমাদের মত বচনবাগীশ নহেন, তাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মের উপাসক, প্রকৃত উপাসকের সাধনা নিষ্ফল হইবার নহে, কাজেই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন। আর আমরা—আমাদের পল্লী জননী এই ম্যালেরিয়ার আক্রমণে প্রতি বৎসর অসংখ্য অসংখ্য সন্তান সন্ততির বিয়োগ ব্যথা অম্লান বদনে অনুভব করিতেছেন, যে মুষ্টিমেয় অপত্য—না মরিয়া বাঁচিয়া থাকিতেছে, তাহাদের পেট জোড়া প্লীহা, পার্শ্ব জোড়া যকৃত ও কুক্ষি জোড়া অগ্রমাস তাহাদের স্বাস্থ্যদৈন্যের জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা সমুন্নত, তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছেন, যাহাদের গত্যন্তর নাই, তাঁহারা উপায় রহিত অবস্থায় ভিটায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়া নিজেদের আয়ু প্রদীপ নির্ব্বাণ প্রায় করিয়া তুলিতেছেন। আমাদের দেশে Ronald Ross জন্মগ্রহণ করেন নাই, ডাক্তার সিলিও আমাদের দেশে নহেন, ডাঃ ষ্টিফেন এবং ক্রিষ্টোফারও আমাদের দেশে নাই, জার্ম্মানীর সুধী অধ্যাপক কর্ক (Kocu) ও আমাদের দেশের নহেন, সুতরাং তাঁহারা আমাদের এই ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট দেশের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহাদের দেশের মত ম্যালেরিয়া দূর করিবার উপদেশ প্রদান না করিলেও আমাদের দেশেও তো মনস্বীদিগের অভাব নাই, মাননীয় পি, সি, রায়, সার জগদীশচন্দ্র বসু, রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর প্রমুখ বাঙ্গালার কৃতী সন্তানগণ বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য যদি চিন্তা করেন, তাহা হইলে আমাদের দেশ হইতে কি ম্যালেরিয়া মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইতে পারে না? বাঙ্গালার দেশের কথা চিন্তা করেন, এমন মনস্বী আরও অনেক আছেন, তাঁহারাই বা এ সম্বন্ধে কি চিন্তা করিতেছেন? আসল কথা, এরূপ একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় চিন্তা শুধু কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেই চলিবে না, অথবা গগনভেদী বক্তৃতার জোরে শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করিলেও চলিবে না—এই চিন্তার ফলে পল্লীর কৃতী সন্তানগণ যাঁহারা ম্যালেরিয়ার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য চিরকালের মত পল্লীমায়া বিসর্জ্জন দিয়া সহর প্রবাসী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনুনয় করিয়া—বিনয় করিয়া—তাঁহারাই পল্লীর একমাত্র আশা ভরসা—সহায় সম্বল—এ সকল কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া যাহাতে তাঁহারা আপন আপন পল্লীর উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হন—তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, যাঁহাদের অর্থ আছে। তাঁহারা অর্থ প্রদান করুন, যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহারা শক্তি প্রদান করুন, যাহাদের কর্ত্তব্য বোধ আছে, তাঁহারা দায়ীত্ব গ্রহণ করুন,—এইরূপে যাঁহার যতটুকু শক্তি—যাঁহার যতটুকু ক্ষমতা—তিনি ততটুকু আপন পল্লী রক্ষার জন্য যদি ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত না হন, তাহা হইলে এই দুরন্ত দানবীর সহিত যুদ্ধে যে অন্যান্য দেশের মত আমরাও জয়ী হইব—তাহা অবিসম্বাদিত।

আমরা সহরে বাস করিতেছি, কিন্তু সহরে তো রোগের জ্বালা কম নহে। পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া সব চেয়ে বড় ব্যাধি, কিন্তু সহরে সব চেয়ে বড় ব্যাধি হইতেছে যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ। সহরের বদ্ধ বায়ু, কলকারথানার ধোঁয়া এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচারশূন্যতা—মোটামুটি এই কয়টি কারণে আমরা সহরে থাকিয়া যক্ষ্মাগ্রস্থ হইয়া পড়িতেছি। যক্ষ্মাগ্রস্থ হইবার আরও অনেক গুলি কারণ আছে—কিন্তু প্রয়োজন নাই বলিয়া সে সকল পরিচয় এথানে নাই প্রদান করিলাম। যাহা হউক মফঃস্বলের ম্যালেরিয়ার মত সহরেও যক্ষ্মারোগ শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা ভিন্ন সহরে সকল প্রকার ব্যাধিই বারমাস লাগিয়া আছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত, কলেরা, নিউমোনিয়া, কাহাকে ফেলিয়া কাহার কথা বলিব? এক কথায় বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান সহর কলিকাতাতে এথন সকল রোগের আকর ভূমি। ইহার উপর কলিকাতার বাসাবাড়ীর কথা আর নাই তুলিলাম। ফলে কলিকাতার অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে—তাহাতে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক—অনেককে আবার পল্লীভিটায় ফিরিয়া যাইতেই হইবে। তাহাই যদি আর কিছুদিন পরে করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আর বাঙ্গালার পল্লীগুলি ধ্বংস করিয়া লাভ কি? এথন হইতে কায়মনোবাক্যে পল্লীসংস্কারে মনোযোগী হইয়া যাহাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ

আবার সেকালের মত সুখসমৃদ্ধিতে কাটাইতে পারে—তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত নহে কি? আমাদের অবশ্য ব্যবহার্য্য চাউলের মূল্য দশ টাকা একরূপ নির্দ্দিষ্টভাবেই দাঁড়াইয়াছে, ইহার প্রধান কারণ ইতিপূর্ব্বে তো বলিয়াছি—আমরা অনেকেই চাউলের উৎপত্তির বিষয় অবগত নহি, বাজার রহিয়াছে যখন যে দরই হউক, কিনিয়া আনিতেছি, রন্ধন হইতেছে, আহার করিতেছি—এইতো আমাদের চাউলের সহিত সম্বন্ধ। যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল, তাহারা এরূপ সম্বন্ধ স্থাপনে কাতর নহেন, কিন্তু যাঁহাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাঁহাদের পক্ষে এ সম্বন্ধ যে বিশেষ দুর্ব্বিসহ, তাহাতে তো কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জাতি সেই অতীত যুগের অসভ্য প্রথায় পল্লীপ্রান্তরে আবার কৃষিকর্ম্মে মনঃসংযোগ না করিবে, সে পর্য্যন্ত যে তাহার পক্ষে এই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী চাকরিই করুক, আর যাহাই করুক, বাঙ্গালী যে এখন 'হা ভাতের' দল হইয়াছে। বাঙ্গালীর অধিকাংশ ব্যক্তিই আগে চাকরি করিত না বটে, কিন্তু তখন তাহাদের চাষে ধান্য হইত, মাঠে ফসল হইত, ক্ষেত্রে তরকারী জন্মিত, পুষ্করিণীতে মৎস্যের অভাব ছিল না। তাহার ফলে তখন বাঙ্গালী এখনকার মত 'হাভাতের' দল হয় নাই। চাকরির স্পৃহাতেই বল, আর ম্যালেরিয়ার তাড়নেই বল, আর সখ মিটাইবার জন্যই বল, বাঙ্গালী পল্লী ছাড়িয়া—সেকালের বৃত্তিগুলি পরিত্যাগ করিয়া আপন কর্ম্মদোষে স্বখাদ-সলিলে ডুবিয়া মরিতেছে। কে আছ দেশের আশা ভরসা, বাঙ্গালীর এই দারুণ দুর্গতির দিনে বাঙ্গালী জাতিকে তাহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়া,—[illegible] তাহার অনেক কালের অভ্যাস [illegible] করাইয়া পল্লী পরিত্যাগই যে তাহার আজি চরম দুর্গতির কারণ, তাহাকে ইহা বুঝাইয়া দিয়া—আবার তাহাকে স্বপথে আনিয়া তাহার উদ্ধার সাধনে চেষ্টা করিবে। ভাই! যিনি এই কর্ম্মে অগ্রসর হইবেন—আমরা তাঁহাকে কোটী ধন্যবাদ দিব, বিশ্বসংসার তাঁহার গুণগাথা গাহিবে, ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তাঁহার নাম অবিনশ্বরভাবে কীর্ত্তিত হইবে। যদি কাহারও সাহস থাকে, এস—বাঙ্গালী জাতীকে আবার নিজের পথ দেখাইয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা কর।

এইবার দেশ হইতে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ সাধন কি করিয়া হইতে পারে, সেই কথাটা বলিব। পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইলে আমাদিগকে ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে, পল্লীগ্রামে ফিরিয়া না যাইলেও আমাদিগকে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বৎসরে শতকরা ৩০ জনেরও অধিক লোক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মরিয়া থাকে। একি মৃত্যু! জগতের কোন দেশের লোক তো এরূপভাবে মরণের পথ পরিষ্কার করে না।

আমরা পল্লী ছাড়িয়াছি, কিন্তু যাহারা আমাদের ভিটায় সন্ধ্যা জ্বালিয়া এখও পল্লীর অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, চৈত্রের কাটফাটা রৌদ্র, শ্রাবণের অবিরাম বারিধারা, পৌষের হাড়ভাঙ্গা শীত অম্লানবদনে সহ্য করিয়া যাহারা দেশের জন্য—জাতির জন্য পল্লীপ্রান্তরে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সর্ব্বপ্রকার শস্য উৎপাদনের প্রয়াস করিতেছে, নিরক্ষর অসভ্যজাতি বলিয়া উপেক্ষার হাস্যে হাস্য বিকাশপূর্ব্বক তাহাদের মরণ তো চাহিয়া দেখিলে চলিবে না। তোমার আমার দেশ রক্ষার চেষ্টা অপেক্ষা তাহারা যে সত্য সত্য কায়মনোবাক্যে দেশের সেবা করিতেছে—এ কথাটা এখন আর মর্ম্মে মর্ম্মে না বুঝিলে চলিবে না, বৎসরে শতকরা যদি ৩০ জন কৃষক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালাকে বাঁচাইবার আর উপায় থাকিবে না—ইহা ধ্রুব সত্য। পল্লী প্রান্তরে কৃষককুল নিরক্ষর হউক, অসভ্য হউক, কিন্তু তাহারাই হ[ইয়া]তেছে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা ক[রি]বার একমাত্র ভরসা। তাহারা কুশ[লে] থাকিলে তবে বাঙ্গালার সকল জাতি কুশ[লে] থাকিবে, তাহারা রক্ষা পাইলে তবে বাঙ্গা[লা] দেশ রক্ষা পাইবে। বঙ্গের কৃতী পুরুষ[গণ] তোমরা জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাও, আর [না] যাও, তোমরা অগ্রণী হইয়া দুরন্ত ম্যালেরিয়া[র] হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার চে[ষ্টা] কর। তাহাদের আবাসস্থানের পা[র্শ্বের] বন জঙ্গলগুলি কাটাইবার ব্যবস্থা ক[রিয়া] দাও, তাহাদের আবাস স্থানের পা[র্শ্বের] নালা ডোবাগুলি বুজাইয়া দিবার বন্দো[বস্ত] কর, তাহাদের পানীয় জলের দুর্গতি [দূর] করিবার জন্য তাহাদের রুদ্ধপ্রায় জলাশ[য়] গুলির সংস্কারসাধনের ব্যবস্থা ক[র,] তাহাদের পানার্থে যে জলাশয়গুলি নির্দ্দিষ্ট, সেগুলিতে পাট পচাইয়া যাহাতে কেহ [সে] জল কলুষিত না করে, তাহার ব্যবস্থা ক[র] —দেখিবে, তাহাদের আবাসভূমি আ[বার] স্বাস্থ্যনিকেতন হইয়া উঠিবে—পল্লীর সু[খ] সৌভাগ্য অতীতযুগের শান্তিবহন ক[রিয়া] আবার ফিরিয়া আসিবে, রূপার [illegible] তাবিজে বাহুলতার শোভা বৃদ্ধি ক[রিয়া] পল্লীগ্রামের কৃষাণীকুল আকুল হইয়া আ[বার] কৃষকের আনীত শস্য আঙ্গিনাপ্রদে[শে] বিস্তারণপূর্ব্বক রৌদ্রে দিবার জন্য ব্যগ্রস্বভ[াব] হইয়া উঠিবে।

উপরে যে চিত্রের কথা উল্লেখ করিল[াম] —ইহা আমাদের কল্পনার চিত্র নহে—স[ত্য] সত্য বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে একদিন [illegible] ঐরূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইত। কৃ[ষ]কের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে ক্ষেত্রে শস্য উৎ[পন্ন] হইত, সেগুলি পরিপক্ক হইলে কা[টিয়া] আছড়ান হইত, তাহার পর শস্যস[মূহ] পৃথক পৃথক করিয়া লওয়ার পরে য[খন] সেগুলিকে গৃহে আনা হইত—তখন কৃষা[ণী] সে শস্যরক্ষার অধিকারিণী হইতেন। কৃষ[াণী] সে গুলিকে রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া ল[illegible]

কতকাংশ বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া তদ্দ্বারা তৈল লবণ প্রভৃতি সাংসারিক দ্রব্য সকল ক্রয় করিতেন। হৈমন্তিক ধান্য যখন এইরূপে গৃহজাত হইত—তখন সকল গৃহেই কি এক অদ্ভুত আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইত। এখনকার নবান্ন, এখনকার পৌষপার্ব্বণ—সে তো বাঙ্গালীর পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষা করিতেছে মাত্র,—একটা শুভদিন দেখিয়া বাজার হইতে নূতন চাউল কিনিয়া আনিয়া এখন আমরা যেমন নবান্নের আয়োজন করি, পৌষপার্ব্বণের ঘটাও এখন আমাদের সেইরূপ। কিন্তু সেকালে কৃষক যখন সারা বর্ষের শ্রম সফল মনে করিয়া নূতন ধান্য রাশির স্তূপে আঙ্গিনা প্রদেশ আলোকিত করিত—তখনই কৃষাণী সেই ধান্যে নবান্নের উৎসবের আয়োজন করিত। সে এক কি আয়োজন। পুরোহিত ডাকা হইত, মন্ত্রপাঠ হইত, প্রতিবাসী আত্মীয়স্বজনবর্গকে নিমন্ত্রণ করা হইত, তবে সে নবান্নের ব্যবস্থা সিদ্ধ হইত। বাঙ্গালীর পৌষপার্ব্বণও ছিল—ঐ নূতন ধান্য উৎপন্নের পরে। এখন সে নবান্নের ঘটাও নাই, পৌষ পার্ব্বণের উৎসবও নাম মাত্র আছে।

যাক্ সে কথা। এখন হইতেছে বাঙ্গালার আবার সেই অতীব যুগ ফিরাইয়া আনিবার কথা, বাঙ্গালার কৃষক সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার কথা, বাঙ্গালীর পল্লীভূমি হইতে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীকে দূর করিবার কথা। পরীক্ষাদ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, মশকদংশনই ম্যালেরিয়া আক্রমণের সর্ব্বপ্রধান কারণ। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে ডাঃ ম্যানসনই একথা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন। ইহার পর ডাঃ রস ১৮১৭—৯৯ খৃঃ অব্দে স্পষ্ট দেখাইয়া দেন যে কতকগুলি মশক নরশোণিত হইতে অ[illegible]দাকার প্রাপ্ত জীবাণু ভ্রূণ উদরস্থ করিয়া [illegible]য়াল জীবাণু বংশ উৎপন্ন করিতেছে। ইহার পর ডাঃ লো ও সামবিল প্রভৃতি ইটালী প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ লোক সমাজে প্রকাশ করেন। ফলকথা মশকই হইতেছে ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হইবার সর্ব্বপ্রধান কারণ। যে সব দেশে মশক নাই সে সব দেশে ম্যালেরিয়াও নাই। দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিতে হইলে দেশ হইতে আগে মশকবংশ নির্ম্মূলের ব্যবস্থা করিতে হইবে,—স্বল্পতোয়া নদী সরিতগুলি, পূরীষ কর্দ্দম পরিপ্লুত খাল বিল ডোবাগুলি, গৃহপার্শ্বস্থ গর্ত্ত ও নালাগুলিই হইতেছে মশক বিস্তৃতির সর্ব্বপ্রধান স্থান—সেগুলির সংস্কার সাধনের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তা' ছাড়া যাহাতে পল্লীবাসীমাত্রেই গ্রীষ্মের দিনে দাওয়ায় পড়িয়া মুক্ত বায়ুতে আরাম সুখ উপলব্ধি না করে—তাহার জন্য উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাহারা যাহাতে মশারি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। বর্ষার সময় স্বভাববশতঃই জল দূষিত হয়, এজন্য গরম জল পানীয়রূপে ব্যবহার করিবার জন্য তাহাদিগকে পরামর্শ দিতে হইবে—সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে সরিষা তৈল মর্দ্দন—নানা রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক—এ কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। কৃষকদিগের পক্ষে আর স্বতন্ত্র ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না—কর্ম্মসূত্রে তাহারা যে ব্যায়াম করে তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু কৃষিজীবি বা অন্যান্য শ্রমজীবী ভিন্ন যাহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে যে প্রত্যহ কিছুক্ষণ ধরিয়া ব্যায়াম করা একান্ত প্রয়োজন—একথা পল্লীবাসী সকলকেই বুঝাইয়া দিতে হইবে। ফলে এই সকল ব্যবস্থা যদি পল্লীগ্রামে কেহ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে পারেন, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যে বাঙ্গালা দেশ হইতে চলিয়া যাইবে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার প্রবর্ত্তক হইবেন কে?—তাহাই তো চিন্তা। কে এমন কর্ম্মবীর আছেন—যিনি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক এই ম্যালেরিয়া নিবারণের তথ্য পল্লীবাসীদিগকে বুঝাইয়া দিবেন? বাঙ্গালাগবর্ণমেণ্ট অবশ্য নিশ্চিন্ত নাই, কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা আমরা নিজেরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কর্ম্ম ফল যে আরও শুভদ হইবে, তাহা নিশ্চিন্ত। সেইজন্য বলিতেছি,—কে আছ মহাপ্রাণ বাঙ্গালীর গৌরব! এস ভাই,—বাঙ্গালী জাতির এই দারুণ দুর্দ্দিনে বাঙ্গালী জাতিকে ম্যালেরিয়ার আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হও—মৃতকল্প বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা কর। যে জাতির একদিন বল ছিল, বিক্রম ছিল, সাহস ছিল, শক্তি ছিল,—যে বাঙ্গালায় একদিন আশানন্দের মত বীর, বৈদ্যনাথ বিশ্বনাথের মত পরাক্রমশালী লোকের অভাব ছিল না, যে জাতির লোক একদিন অক্ষতস্বাস্থ্যে বিজ্ঞানালোচনায় সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট সুপরিচিত হইয়াছিল,—যে জাতি দেশের জন্য—দশের জন্য—রাজার জাতির সাহায্যের জন্য—পক্ষান্তরে বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য ব্রিটিশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে যাইতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই,—এস ভাই বাঙ্গালীর কৃতীসন্তান! সেই দেশকে রক্ষা করিতে চেষ্টা কর, সেই বাঙ্গালীকে বাঁচাইতে চেষ্টা কর—সেই বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া পল্লীর পূর্ব্বশ্রী ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা কর;—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অমোঘ আশীর্ব্বাদ দেব নির্ম্মাল্যের মত তোমার মস্তকে পতিত হইবে,—তুমিই বাঙ্গালীজাতির রক্ষার কারণ হইবে। আয়ুর্ব্বেদ।

সবই সত্য, কিন্তু এত কথা অরণ্যে রোদন সদৃশ। বাঙ্গালী সহানুভূতি হারাইয়াই অধঃপাতে গিয়াছে। পল্লীগ্রাম নরকে পরিণত হইয়াছে। তাহারা নিঃস্ব, কুটীল, নীচস্বার্থপর, তাহারা নিজেরাই নিজের সর্ব্বনাশে বদ্ধ পরিকর—তাই এত দুর্দ্দশা, বিধাতার অভিসম্পাত।

(কাজের লোক।)

আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা।

লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা প্রণালীর নিন্দা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,এই চিকিৎসা প্রণালীর মূলে অন্ধ কুসংস্কার রহিয়াছে। সাদারল্যাণ্ড এই চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে অতি সামান্ত জ্ঞানলাভ করিয়াছেন বলিয়া তিনি অসঙ্কোচে ইহার নিন্দা করিতে পারিতেছেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে অজ্ঞ বলিয়া ইহার নিন্দা ঘোষণায় তাঁহার কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ হয় নাই। তিনি তাহার পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিস্তার বৈজ্ঞানিকতার অভিমান লইয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রতি বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কবিরাজদের রোগ নির্ণয় পদ্ধতি তাঁহার আক্রমণের প্রধান বিষয়।

সারজন জেনারেল সার পারডি লিউকিস, মার্কিণ যুক্তরাজ্যের ফিলাডেলফিয়ার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার ক্লার্ক এবং অপর বহু সুপণ্ডিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তার ক্লার্ক চরকের চিকিৎসা প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—

"যদি চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আধুনিক সমস্ত ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের নাম তুলিয়া দিয়া চরকের প্রণালী মতে চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইলে চিকিৎসকের কার্য্য কমিবে এবং পৃথিবীর পুরাতন ব্যাধি পীড়িতদের সংখ্যা অতি সামান্তই থাকিবে।"

সার পারডি লিউকিসও বলিয়াছেন— "যত অধিক দিন আমি ভারতবর্ষে থাকিতেছি, এই দেশের সহিত আমার পরিচয় যত বৃদ্ধি হইতেছে, এই দেশের বৈদ্য ও হাকিমদের চিকিৎসার মূল্য আমি তত অধিক হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।

(কাজের লোক।)

নিদাঘ।

নব বর্ষোদয়ে নব ঋতু লীলা
দেখাতে জগত মাঝে ;
প্রকৃতি আদেশে প্রদণ্ড নিদাঘ
উপজিল নব সাজে।
কাঞ্চন কিরীট শোভে শির' পরে,
ললাটে সিন্দুর লেখা ;
বহ্নি-কণা ছুটে আরক্ত নয়নে,
ফুৎকারে পাবক শিখা !
সৌদামিনী-হার উরসে শোভিত
উজল রক্তিম বেশ ;
ভীষণ অশনি সমুদ্যত করে
লোহিতাভ চূর্ণ কেশ।
প্রখর মার্ত্তণ্ড বাজে অন্য করে
ত্যজে হিরণ্ময় দ্যুতি !
রতন-কুণ্ডল কর্ণে শোভা পায়,
জিনি' মুকুতার ভাতি !
সে রুদ্র মূরতি হেরি' জীবকুল
পলায় সভয়ে দূরে।
স্থাবর জঙ্গম, তরু, গিরি, ব্যোম
ত্রাসে কাঁপে থরথরে।
চকিত বিহগ লুকায় কুলায়ে
প্রলয় সূচনা জ্ঞানে ;
পশুকুল যত পশিছে বিবরে
প্রমাদ গণিয়া মনে।
স্বেদ-সিক্ত কায়, তাপিত মানব
খুঁজে স্নিগ্ধ ছায়াতল।
পাপিয়া চাতক, বারিদ সকাশে
মাগিছে "ফটিক জল"।
স্ফীতা কল্লোলিনী, খর ভানু-করে
শীর্ণ কলেবরা এবে !
বারি-হিন্দুহীন নেহারি চৌদিকে,
ক্ষুদ্র জলাশয় সবে।
বসন্ত-আগমে রাশি রাশি ফুল,
ফুটেছিল তরু'পরে !
এবে তা'রা হায়, মলিন শ্রীহীন,
নিপতিত ধরা'পরে !
চমকে বিজলী কুলিশ হানিছে ;
ঘন-ঘণ্টা নভস্থলে ;
ভীম প্রভঞ্জন মাতিত যেন রণে
ভৈরব হুঙ্কারে খেলে !
তিতিল ধরণী রবি-কর পুন
উজলিল দশদিশি ;
অনল-বর্ষণে শুখা'ল অবনী
সমীরে অনল রাশি !
ভেবনা মানব, তোমার (ও) জীবনে
হেরি' নিদাঘের খেলা।
আসিবে বরষা, ঘুচিবে সন্তাপ
বিধাতার এই লীলা।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

বাতি গালা।

শীল মোহর করিবার জন্য ব্যবসায়ীগণ, গবর্ণমেণ্ট এবং সাধারণ লোকেও ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট এবং অনেক সওদাগর আফিসে ইহা বৎসরে হাজার টাকারও অধিক আবশ্যক হয়। ইহা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে অনেক লাভ হইতে পারে। এই জিনিসও বিদেশ হইতে আইসে। আমরাই তাহা ক্রয় করি, কিন্তু গালা ভারতেই জন্মে, সেই গালা বিলাতে যায়, রংঢংএ সুরঞ্জিত হইয়া এদেশে বেশী দামে বিক্রয় হয়।

ইহার প্রস্তুত প্রণালী।

ভিনিস্ টার্পিণ তৈল	৩ আউন্স।
পাতলা চাঁচগালা	৭ ঐ
রজন	১ ঐ
প্রেসিয়ান ব্লু রং	১ ঐ
ক্যাসসিড ম্যাগনেসিয়া	১৷৷০ ড্রাম।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র উত্তাপে দ্রব করিবে। তাহার পর নামাইয়া একটু ঠাণ্ডা হইলে হাতে করিয়া পাকাইয়া লম্বা লম্বা করিবে, বা ছাচে দিয়া চৌকা করিবে। ইহা বিক্রয়ের জন্য করিলে ইহাতে নিজ নামের শীল করিয়া

বাজারে টীন ফলিও বা রাঙ্গের পাত দ্বারা মুড়িয়া কাগজের বাক্সের উপর "Sealing wax" বলিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিবে। এ সকল শুধু জানিয়া লাভ নাই। প্রস্তুত করিয়া দেশের উপকার কর।

লেমোনেড পাউডার।

ইহার দ্বারা যেখানে সেখানে লেমোনেড প্রস্তুত করা যাইতে পারে। লেমোনেড পাউডার কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় বলিতেছি।

এসেন্স অফ্ লিমন	১।।০ আউন্স
টারটারিক অ্যাসিড	৪ আউন্স
চিনি	১ পাউণ্ড

উত্তমরূপে পিশিয়া তাহার পর সোডা বাইকার্ব্ব ৪ আউন্স তাহাতে দিয়া রাখ। কিন্তু সাবধান! যেন ইহাতে জল না লাগে, খাইবার সময় ইহার এক চামচ এক গ্লাস জলে দিবা মাত্র ফুটিতে থাকিবে, এবং অতি সুন্দর লেমোনেড প্রস্তুত হইবে। ইহার এক এক চামচ একটী প্যাকেটে ।১০ পয়সার বিক্রয় করিলেও লাভ হইবে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

দেশের মধ্যে কোন একটা কিছু সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে সেই সুযোগে তিনি তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া লইবার অবসর পাইবেন ভাবিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি কিন্তু খুব সতর্ক—প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কথায় কার্য্যে তাঁহার নিঃস্বার্থপরতা এবং স্বদেশের মঙ্গল সাধনের জন্য গভীর আগ্রহের পরিচয় দান করেন। মনের মধ্যে যে ভাবেরই তরঙ্গ উঠুক না কেন, মুখে তাহার কোনরূপ ছায়া প্রতিফলিত হয় না; সুতরাং যাহার যতই সূক্ষ্মদর্শন এবং অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টি থাকুক না কেন, তাঁহার মুখের সারল্যপূর্ণ উদারভাব দেখিয়া প্রতারিত হইতে হয়।

লর্ড রসেল বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলে, রামসি আসন ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"আপনার দাসানুদাস হাজির। মহাশয়, আলস্য পরিহার করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সময় উপস্থিত।"

রসেল। কি রকমে এবং কোথায়।

রামসি। তাহাও কি প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে? অত্যাচারের মাত্রা যে চরম সীমায় উঠিয়াছে। আমার প্রিয় সুহৃদ রামবল্ডের মোকদ্দমায় মন্ত্রীবর্গ, জজ এবং সরকারি উকিল কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, শুনেন নাই কি? সে কথায় প্রত্যেক হৃদয়ের পবিত্র রক্ত যে গরম হইয়া ফুটিতে থাকে।

রসেল তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, স্বয়ং আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন,—"কলোনেল রামসি! উত্তেজনা পরিহার করুন। আমি এই মাত্র আমার স্ত্রীর নিকট বলিতেছিলাম আপনার উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া আসিয়াছে।"

রামসি। কিন্তু মহাশয় এই সকল অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিয়া, পুনরায় আমার রক্ত ধমনীর মধ্যে নাচিয়া উঠিয়াছে। অভাগিনী হেনরিয়েটার প্রতি রাজার পৈশাচিক ব্যবহারের কথা একবার ভাবুন দেখি। এখনও এক বৎসর অতীত হয় নাই—হাম্পসায়ারের অন্তর্গত একটা বনের মধ্যে ঐ অভাগিনীকে অতি শোচনীয় অবস্থায় অবলোকন করিয়াছিলাম। সে সময়ে তাহার পরিচয় পাইলে তাহাকে আমার অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া, পদব্রজে তাহার পাশে পাশে আসিয়া, তাহাকে তাহার সহোদরের করে সমর্পণ করিতাম। আমার সঙ্গে ওয়ালকট ছিল। আমাদের উভয়ের কথোপকথন হইতে সহোদরের ঠিকানা পাইয়া,অবশেষে দুর্ভাগিনী রাইহাউসে উপস্থিত হইয়াছে—

রসেল। এ কি রামবল্ডের ভগ্নীর কথা বলিতেছেন?

রামসি। তদ্ভিন্ন আর কাহার কথা বলিব। কিন্তু আমিও এ পরিচয় পূর্ব্বে জানিতাম না, গতরাত্রে সংবাদ পাইয়াছি।

রসেল। কেমন করিয়া পাইলেন।

রামসি। কাল সন্ধ্যার পর অশিফাণ্টের ভবনে বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া সংবাদ পাইলাম, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বন্ধু তাঁহার পত্নী এবং ভগ্নীর সহিত রাই হাউসের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। আমিও সেস্থানে আর অপেক্ষা না করিয়া রাই হাউসের অভিমুখে অশ্ব ছুটাইয়া দিলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম বন্ধু পূর্ব্বেই বাড়ী পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার কারখানার কুলি মজুর এবং পল্লীর কৃষকেরা তাঁহার মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য সরাইখানায় উপস্থিত হইয়া মহানন্দে তাঁহার স্বাস্থ্য পান করিতেছে। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বুঝিতে পারিলাম, তিনি কোন একটা বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। হইবার কথা। প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার সহোদরার প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা তিনি কখনই ভুলিতে পারিবেন না।

রসেল। তাঁহার ভগ্নী কি আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন?

রামসি। না-না। তাহার পর শুনুন, রামবল্ডের সহিত নির্জ্জনে কাল আমার অনেক কথা হইয়াছে। আমরা কতকগুলি বিশ্বস্ত লোকের তালিকা পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়াছি।

রসেল। তালিকা—কিসের জন্য?

রামসি। কিসের—এখনও কি বুঝিতে পারেন নাই? ইঙ্গিতে কথা প্রকাশ করিয়াছি, তাহাই কি যথেষ্ট নহে? বারুদখানায় অগ্নি স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শ মাত্র যেমন জ্বলিয়া উঠে, এই সকল অত্যাচার অবিচারের কথা শুনিয়া, আপনার হৃদয়ে দেশানুরাগ কি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে না?

রসেল। ধীরে বন্ধু! ধীরে! আমি এমন সহসা জ্বলিয়া উঠিবার পাত্র নহি।

এখন বলুন আসল কথাটা কি? আপনাদের অভিপ্রায় কি?

রামসি। রামবল্ড একাধিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তিনি এক ঢিলে দুই পাখী মারিতে চান। প্রকাশ্যে এবং গোপনে চার্লকে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করেন। আপনি যেরূপ ভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, আমার কথা এখনও ভাল বুঝিতে পারেন নাই। আচ্ছা—আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। মহাশয় আমি সাদাসিধা লোক, আপনাকেও আমার সত্যবাদী সরলহৃদয় ভদ্রলোক বলিয়া বিশ্বাস। যে কোন উপায়েই হউক, রামবল্ড তাঁহার ভগ্নীর গর্ভজাত সন্তানের ভাগ্য নির্ণয় করিতে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছেন। চার্লস তাঁহার সে ঔরস পুত্র লইয়া কি করিয়াছেন, না জানিয়া কিছুতেই তিনি নিরস্ত হইবেন না। তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থ এই পর্য্যন্ত—তাহার পর যাহা করিবেন, তাঁহার দেশের মঙ্গলের জন্য!

রসেল কোন উত্তর করিলেন না কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিতে উৎসাহ পাইয়া রামসি পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"আর আমার বেশী কিছু বলিবার নাই। এখন বলুন এই কার্য্যে আপনি আমাদের কতখানি সহায় হইবেন। কাল রাত্রে রাই-হাউসে আমাদের একটী পরামর্শ সভা বসিবে। আমি সকলের নিকট সংবাদ দিতে বাহির হইয়াছি। আমি আপনার নিকট জানিতে আসিয়াছি, আপনি এই সভায় উপস্থিত থাকিবেন কি না?"

রসেল। জেনারেল অলিফান্ট কি এ সকল সংবাদ অবগত আছেন?

রামসি। না—তিনি ইহার মধ্যে নাই। বরং তিনি তাঁহাকে শান্তভাবে ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সার লরেন্স লিও ইহার মধ্যে নাই কিন্তু আপনার কি অভিপ্রায়?

রসেল কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন,—"রাত্রি নয়টার সময় একবার আসিবেন—সেই সময়ে আমার মতামত প্রকাশ করিব।"

রামসি গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা তাহাই হইবে। যদি আপনি আমাদের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন দেখিবেন আমরা কেমন প্রকৃতির লোক। আমরা বয়োবৃদ্ধ হইলেও, আমাদের মধ্যে উদ্যমের শিখা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। আমাদের যেরূপ বাক্‌পটুতা না থাকিলেও, কর্ম্মতৎপরতায় কোনক্রমেই আমরা পশ্চাৎপদ নহি।"

এই বলিয়া কলোনেল বিদায় গ্রহণ করিলেন। রসেল তাঁহার পত্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া, কলোনেলের সহিত যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, তিনি তাঁহাদের সহিত যোগ না দিলেও, তাঁহারা যাহা মনস্থ করিয়াছে, কার্য্যে পরিণত করিবেও। যদি তিনি তাহাদের সহিত মিলিত নাও হন, তথাপি তাহাদের চক্রান্তের কথা প্রকাশ করিতে সাহস পাইবেন না। বরং তাহাদের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে সুপথে চালিত করিতে পারিবেন—তাহাতে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে। এই ভাবের নানাযুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া কহিলেন, "অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে হয় আমাকে অগ্রসর হইতে হইবে, নচেৎ বিশ্বাসঘাতক নামে পরিচিত হইতে হইবে। কিন্তু সহসা আমি কিছুই করিব না। নৃপতি এখনও যদি সুপরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে এ সকল ষড়যন্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমি আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব। আমি রামসিকে রাত্রি নয়টার সময় আসিতে বলিয়াছি—ইতিমধ্যে একবার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া বলিব—এখন অত্যাচার অবিচারের প্রতিকার করিতে সানুনয়ে প্রার্থনা করিব। যদি তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করেন—তাহা হইলে এ সকল অত্যাহিত যে সংঘটিত হইতে পারিবে না, তাহারও আভাস দিব।"

পত্নী তাঁহার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজপ্রাসাদের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বেলা দুইটা। নৃপতি তাঁহার খাসকামরায় উপবিষ্ট। পার্শ্বে ডাচেস অব পোর্টস্‌মাউথ। তাঁহারা বিস্রম্ভালাপে রত আছেন, এমন সময়ে একজন পরিচারক আসিয়া সংবাদ দিল, লর্ড উইলিয়ম রসেল সানুনয়ে রাজসাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিতেছেন।

তাঁহার নাম শুনিয়াই নৃপতির মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিলেন,—"যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে এই ভদ্রলোককে অর্দ্ধেক বিশ্বাসঘাতক বলিয়াই আমার ধারণা—জানি না কি জন্য সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।"

ডাচেস। তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর না করাই কর্ত্তব্য। লোকটা তোমার সুহৃদগণের নামে কলঙ্কার্পণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই—

রাজা। হাঁ—তোমাকেও বাদ দেয় নাই।

ডাচেস। লোকটা আমার প্রতি কিরূপ কঠোর ভাষার প্রয়োগ করিয়াছিল তুমি বোধ হয় ভুলিয়া যাও নাই?

রাজা। আমার বোধ হয় লোকটা তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আমাদের পদতলে পড়িয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। তাহা যদি সত্য হয়, আমাদের জয়! মহা গৌরবান্বিত বেডফোর্ড বংশে তাহার জন্ম। তাহাকে পদানত হইতে দেখিলে আমি সুখী হইব। কি বল, এখানে আসিতে অনুমতি দিব কি?

ডাচেস। ক্ষতি কি? তুমি যেরূপ অনুমান করিতেছ, যদি সত্য হয়, তাহাকে হতদর্প দেখিলে আমিও সুখী হইব।

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ বর্ষ।] ২৫শে ভাদ্র, ১৩২৮ সাল। ইং ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯২১ সাল। [৫ম খণ্ড।

কর্কট-রহস্য।

'কর্কটেতে কি জানিবে কর্কটের রস।
ভাগ্য যার ভাল, সেই খেয়ে গায় যশ॥'

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নিজ কাব্য-মধ্যে স্থান দিয়া যে কাঁকড়াকে 'অমরত্ব' দান করিয়াছিলেন, আজ আমি সেই কাঁকড়ার গুণ কীর্ত্তন করিব। মাছের তুরস্ত হিসে, অলাবু-সুহৃদ্ কর্কটের প্রসঙ্গ যাঁহার ভাল লাগিবে না, কাঙ্গালের কর্কট রাশি ভাবিয়া তিনি আমায় ক্ষমা করিলে কৃতার্থ হইব।

কাঁকড়া সকলেই দেখিয়াছেন, সুতরাং কাঁকড়া যে কি পদার্থ, বোধ হয় তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু কাঁকড়া সম্বন্ধে অনেক কথা পাঠকের জানিবার আছে। কাঁকড়া অনেক রোগে উপকারী, তবং রোগ উৎপাদনের শক্তিও কাঁকড়ার আছে। সেই সকল কথার আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কাঁকড়া পচিশ প্রকার। ইহার মধ্যে কতকগুলি স্থলচর, কতকগুলি জলচর, আবার কতকগুলি বা উভচর। প্রাণিজগতে এপর্য্যন্ত একদল জলকর্কট আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহারা জলে বাস করে বটে, কিন্তু হিম সমুদ্রে থাকিতে ভাল বাসে না। উষ্ণ কটিবন্ধনের দিকেই প্রচুর কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্র ব্যতীত খাল বিল নদীতেও কাঁকড়ারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে; কখন কখন নদী তীরের সিকতাময় শুষ্ক চরে ইহারা বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। স্থল-কর্কট শুষ্কভূমিতে থাকে, ইহাদিগকে জলে ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যায়। এই জাতীয় কর্কট সমস্ত দিন গর্ত্তের ভিতর লুকাইয়া থাকে, সন্ধ্যা হইলেই বিষয়কর্ম্মে অর্থাৎ আহার-অন্বেষণে বহির্গত হয়।

কাঁকড়ার শ্বাসযন্ত্র শরীরের মধ্যস্থলে স্থাপিত, দেখিতে ঠিক ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলির মত। এই শ্বাসযন্ত্রটিকে সর্ব্বদাই ইহারা সিক্ত করিয়া রাখে, শ্বাসযন্ত্র শুকাইলে কাঁকড়া বেশীক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

কাঁকড়ার ভ্রমণশক্তি অতি অদ্ভুত, খাদ্যসংগ্রহের জন্য ইহারা প্রত্যহ ৩০।৪০ মাইল পর্য্যন্ত অনায়াসে বেড়াইতে পারে। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ইহারা শ্বাসযন্ত্রটী ভাল করিয়া ভিজাইয়া লয়, ইহাতে রৌদ্রের প্রখর তাপে পথ চলিবার সময়, ইহাদের কোনই কষ্ট হয় না।

এক শ্রেণীর কাঁকড়া আছে, তাহাদের একটী মাত্র দাড়া, দাঁড়াটী শরীরের চতুর্গুণ বৃহৎ। ঐ শ্রেণীর কাঁকড়া যখন পথে ভ্রমণ করে, তখন দাড়াটি সোজা করিয়া রাখে। ইহারা যখন গর্ত্তের মধ্যে থাকে, তখন ঐ দাঁড়াটি গর্ত্তের দ্বারদেশে অর্গলের মত করিয়া রাখে। এইরূপ অবরুদ্ধ গহ্বরে আর কোন জীব সহসা প্রবেশ করিতে পারে না।

আর এক শ্রেণীর [illegible] তাহারা কেবল নারি[illegible] করে। না[illegible] গাছে উঠে দা[illegible] বহিরাবরণ ভেদ [illegible] বেশ তৃপ্তির সহিত [illegible] দের দাড়া ঠিক সাঁড়াশির মত। [illegible] দাড়া দিয়া ইহারা প্রথমে নারিকেলের ছোবড়া ছাড়ায়, তাহার পর যেস্থানে নারিকেলের তিনটি চোখ আছে, সেইস্থানে সজোরে আঘাত করে। এইরূপে ঐ স্থানে ছিদ্র করিয়া শাঁসটুকু নিঃশেষে ভক্ষণ করে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ আদর করিয়া ইহাদের নাম রাখিলেন "ভোজনবিলাসী"। ইহারা শুধু "ভোজনবিলাসী" নয় শয্যাবিলাসীও বটে! কেননা ইহাঁরা যে গর্ত্তে বাস করে, নারিকেলের ছোবড়া দিয়া তাহারই মধ্যে বিশ্রামের জন্য সুখ-শয্যা রচনা করিয়া থাকে। নারিকেলভোজী কাঁকড়া খাইতে বড় সুস্বাদু। এই জাতীয় কাঁকড়ার গাত্র হইতে প্রায় এক কোয়ার্ট তৈল বাহির

হইয়া থাকে। একজন জাহাজের অধ্যক্ষ এই কাঁকড়া স্বদেশে আনিবার জন্য একটি ডবল টিনের পেটিকায় আবদ্ধ করিয়া ছিলেন, অধিকন্তু উক্ত পেটিকাটী লৌহনির্ম্মিত তার দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া ছিলেন। কিন্তু রাত্রির মধ্যেই কাঁকড়াগুলি টিনের বাক্সের গাত্রে ছিদ্র করিয়া কারামুক্ত হইয়াছিল। পাঠক মহাশয়! ইহাতেই বুঝুন—ইহাদের দাড়া কতদূর শক্তিশালী।

কাঁকড়া অত্যন্ত কলহ প্রিয়। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়া থাকে। যুদ্ধে যিনি জয়ী হন, তিনি পরাজিত শত্রুদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলেন। ইহারই নাম—"শত্রুর শেষ রাখিতে নাই।" ইহারা চাণক্যের কৌটিল্য-নীতির পরম ভক্ত।

আর এক শ্রেণীর কাঁকড়া আছে, ইহাদের সম্মুখভাগ কঠিন আবরণে আবৃত, কিন্তু পশ্চাৎদিক একেবারেই অনাবৃত। ইহাদের একটী লাঙ্গুল আছে। ইহারা অকর্ম্মণ্য জীব—না পারে জলে নামিতে, না পারে মাটীতে দৌড়াইতে; কিন্তু ইহারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান্। সমুদ্রতীরে অনেক শম্বুকের খোলা পড়িয়া থাকে, সেই খোলার সাহায্যে পশ্চাদ্দিক আবৃত করিয়া ইহারা আত্মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা নিবারণও করিয়া থাকে। মৃত শম্বুক না পাইলে, অনেক সময় ইহারা জীবিত শম্বুককে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে। ইহাতে 'অন্ন বস্ত্র' উভয়ই সংগৃহীত হয়। জীব-জগতে এই জাতীয় কাঁকড়ার নাম "তপস্বী কাঁকড়া"; "তপস্বীই বটে, কিন্তু "ভণ্ড-তপস্বী"! কারণ শম্বুককুল-সংহার—ইহাদের জীবনের মহাব্রত!

উড়িষ্যা অঞ্চলের সমুদ্রকূলে পাঁচ ছয় রকম কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একজাতীয় কাঁকড়ার বর্ণ উজ্জ্বল লোহিত যেন—টকটকে জবা ফুল। মানব-হস্তের কঠিন স্পর্শে ইহারা মরিয়া যায়, তখন আর দেহের বর্ণ রাঙ্গা থাকে না, কালীর মত কালো হইয়া যায়। তদ্দেশীয় ধীবরগণ—সর্দ্দি কাশী হইলে, এই কাঁকড়া ছেঁচিয়া রস খায়। তাহাদের বিশ্বাস—কাসির এমন চমৎকার ঔষধ জগতে নাই। চাঁদপুরে কাঁকড়ার রস খাওয়াইয়া এক ধীবরপুত্রকে আমি কঠিন কাস-রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছি। দুর্গন্ধি কড্‌লিভার খাইতে যাঁহাদের আপত্তি নাই, তাঁহারা একবার লাল কাঁকড়ার রস খাইয়া দেখুন, আমার বিশ্বাস—যথেষ্ট উপকার পাইবেন। বালেশ্বর হইতে ৩ ক্রোশ দূরে চাঁদীপুরে'র' সমুদ্রতীরে আমি এই শ্রেণী কাঁকড়া অসংখ্য দেখিয়াছি। সামান্য প্রয়াসেই ইহারা মানুষের হাতে ধরা পড়ে।

ম্যালোবার উপকূলে এক রকম কাঁকড়া আছে, ইহাদের আকার তেঁতুলে বিছার মত। ইহারা মানুষ কি কোনও জীবজন্তু দেখিতে পাইলে ছুটিয়া গিয়া কামড়ায়। এই জাতীয় স্ত্রী কাঁকড়াগুলি সম্ভোগান্তে স্বামী হত্যা করিয়া থাকে। তাহার পর নিজের সঙ্গিনীগণকে ডাকিয়া পরম তৃপ্তিপূর্ব্বক মৃত স্বামীর দেহ ভক্ষণ করে। ইহারা কেবল বংশ রক্ষার জন্যই স্বামীর জীবিত থাকা প্রয়োজন মনে করে। বলা বাহুল্য—এই জাতীয় কাঁকড়ার পুরুষগণ—স্ত্রী জাতির অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। কিন্তু প্রণয়িণীর মন ভুলাইবার জন্য বিধাতা ইহাদিগকে স্ত্রী জাতির চেয়ে রূপবান করিয়াছেন। ইহাদের ভাগ্যে প্রাণের পরিবর্ত্তে—প্রেমলাভ হইয়া থাকে।

জীবপ্রবাহরক্ষার জন্য স্ত্রীপুরুষের মিলন—ঈশ্বরের অভিপ্রেত। কিন্তু কর্কট-জাতির যৌন সম্মিলন, জননপ্রক্রিয়াতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। কর্কট পিতা বা কর্কটী মাতা কেহই অপত্যপালনের ভার গ্রহণ করে না। জননপ্রক্রিয়ায় পিতার এবং প্রসবপ্রক্রিয়ার মাতার কর্ত্তব্যের অবসান হয়। কর্কট শিশু দৈবাধীন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, দৈবাধীন রক্ষা পায়। কর্কটদম্পতির প্রেমের স্থায়িত্ব, ইহাদের জাতীয় প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। অনেক কাঁকড়াই কিছুতেই প্রণয়িণীর মন পায় না; প্রণয় নিবেদন করিতে গেলে ইহাদের মধ্যে প্রায়ই হাতাহাতি হয়। অনেকে আবার প্রেয়সীর অনুরাগ বিরাগ বুঝিতে না পারিয়া, সাধ্য সাধনা করিতে গিয়া প্রাণ হারায়! প্রেম চুম্বনের ছলে প্রেয়সী, প্রেমিকের মাংস ভক্ষণ করে।

যে জাতীয় কাঁকড়া বাজারে বিক্রীত হয়, তাহার নাম "বায়লেট"। কাঁকড়ার মধ্যে ইহারাই কুলীন। ইহাদের এক এক জনের ভাগ্যে বহু স্ত্রীলাভ ঘটিয়া থাকে। ইহাদের পুরুষেরা বলবান্, তাহারা স্ত্রীকে ভালও বাসে, স্ত্রীও স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করে। ইহাদের মধ্যে ভালবাসায় 'জেলাসি' বুঝিতে পারা যায়। একে অন্যের স্ত্রীর সহিত প্রেম সম্ভাষণ করিতে সাহস করে না।

বায়লেটের বংশ অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গর্ভবতী কর্কটী প্রসব করিবার জন্য সমুদ্রাভিমুখে বা নদী তীরে গমন করে, প্রসবান্তে আর ফিরিয়া আসে না। অধিকাংশ কাঁকড়াই প্রসবের পর মরিয়া যায়। কর্কট শিশু "মাতৃহন্তারক" বলিয়া অনেক হিন্দু কাঁকড়া খায় না।

এক একটী কর্কটী অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বগুলি দেখিতে কিম্ভুত কিমাকার, মাথাটি শিরস্ত্রাণের ন্যায়—সেই মাথায়—একখানি কুঠার; তাহারই নিম্নে একজোড়া উজ্জ্বল চক্ষু। এই অল্পাবস্থাতেই ইহারা জলে সাঁতার দিতে থাকে। অল্পদিন পরেই এই সকল ডিম্ব অতি ক্ষুদ্র কাঁকড়ার আকার ধারণ করে। তখন আর জলে থাকে না, সমুদ্রের তীরে উঠিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়। একটু বড় হইলে, পিতৃ মাতৃ উদ্দেশে যাত্রা করে। এই সময়ই ইহাদের বিপদ,—পক্ষীরদল ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া কর্কট শিশুগুলিকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। যাহারা পক্ষিকুলের লুব্ধ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে, তাহারাই ফিরিয়া গিয়া বাপ মাকে দেখিতে পায়।

এস্থলে অনেকেই প্রশ্ন করিতে পারেন

যে—কর্কটশিশুরা ত জন্মিয়া পিতামাতাকে দেখিতে পায় না, মা বলিয়া সোহাগ যত্নেও লালিত হয় না, তবে তাহারা কেমন করিয়া জন্মদাতা ও গর্ভধারিণীকে চিনিতে পারে, তাহাদের বাস-স্থানেরই বা কি করিয়া সন্ধান পায়? প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার উত্তরে বলেন —স্বাভাবিক সংস্কারই কর্কটশিশুর পথ প্রদর্শক, স্বাভাবিক সংস্কার বলেই তাহারা পিতা মাতাকে চিনিতে পারে।

কাঁকড়ারা দলবদ্ধ হইয়া যখন সমুদ্রযাত্রায় বহির্গত হয়, তখন এক রকম শব্দ করিতে থাকে। সেশব্দ দুই মাইল দূর হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। দূর হইতে এই কর্কট-অভিযান দেখিলে মনে যেন এক বিরাট বীরবাহিনী রণযাত্রায় বহির্গত হইয়াছে। অভিযান প্রায় রাত্রিকালেই হইয়া থাকে। বলবান্ কর্কটগণ পথ প্রদর্শকের কার্য্য করে; ইহাদের পশ্চাতেই—মন্থরগামিনী গর্ভবতীর দল। বৃদ্ধ শিশু ও দুর্ব্বল কর্কটগণ সকলের শেষে স্থান পায়। পথ চলিবার সময়—কর্কট বাহিনী কোন বাধাই গ্রাহ্য করে না। সম্মুখে কোন মানুষ বা পশু দেখিলে দংষ্ট্রা বিস্তার করিয়া ভয় দেখায়, কখন কখন সকলে মিলিয়া শত্রুকে আক্রমণও করিয়া থাকে। কর্কটবাহিনী ঠিক লম্বাভাবে অগ্রসর হয়, বামে বা দক্ষিণে হেলে না। সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া ইহারা প্রথমেই একবার অবগাহন স্নান করিয়া লয়। তাহার পর গর্ভিণীগণ অণ্ড প্রসব করে, পুংজাতীয় কর্কটগণ—স্থানান্তরে গিয়া খোলস ছাড়ে, প্রায় পক্ষ কাল পরে, নূতন খোলস জন্মিলে তবে আবার গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। এই সময়েই ইহারা মনুষ্য কর্ত্তৃক ধৃত হয়।

এই বার কাঁকড়ার রোগনাশিনী শক্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া, এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

যাঁহাদের হৃদ্‌পিণ্ড দুর্ব্বল, কাঁকড়া তাঁহাদের পক্ষে বড়ই উপকারী। যক্ষ্মা রোগে—, কর্কট একটী সুপথ্য কিন্তু উদরাময়, শোথ, মেহ, উপদংশ, অজীর্ণ (ডিস্‌পেপসিয়া) উদরী, গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, অর্শ, কুষ্ঠ চক্ষুরোগ প্রদর, বহুমূত্র, মূর্চ্ছা এবং বাতরোগে কাঁকড়া ভক্ষণ একেবারেই নিষিদ্ধ।

শিশু (১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) এবং গর্ভিণীর পক্ষে কাঁকড়া অত্যন্ত অহিতকারী।

মস্তিষ্ক-রোগে, বধিরতায় এবং শুক্রতারল্যে কাঁকড়া ঔষধির কার্য্য করিয়া থাকে।

যে সকল পুরুষের সন্তান হয় না এবং যে সকল রমণী পুনঃ পুনঃ কন্যা প্রসব করেন, কর্কট ভোজনে তাঁহাদের উপকার হইতে পারে।

কর্কটের অস্থির সূক্ষ্ম চূর্ণ মাখন সহ চাটিয়া খাইলে, রক্তপিত্তজনিত রক্ত-বমন তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়।

কাঁকড়ার দাড়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া চরণতলে প্রলেপ দিলে, ছেলেদের শয্যা-মূত্র-রোগ ও দাঁত কড়মড়ানি ভাল হয়। নিজ দেহেই ইহা আমি পরীক্ষার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

যে দিন কাঁকড়া ভক্ষণ করিবেন, সে দিন মূলা, দুগ্ধ, ডিম্ব এবং কোনও প্রকার দাল খাইবেন না। শাস্ত্র মতে এগুলি কাঁকড়ার পক্ষে সংযোগ বিরুদ্ধ।

অলাবুযুক্ত কর্কট যে কেবল মুখপ্রিয় তাহা নহে, উপকারীও বটে, কাঁকড়া পেট গরম করে—অলাবু কাঁকড়ার এই গুরুতর দোষ নষ্ট করিয়া থাকে।

কাঁকড়া ভোজনের পর তরল দধি পান করিবেন।

দুগ্ধদোহনের সময় যে গাভী অস্থিরতা প্রকাশ করে, তাহার গলদেশে কাঁকড়ার কাণকুয়া বাঁধিয়া দিলে গাভী শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিবে।

(কাজের লোক।)

জাতীয় উন্নতির মূল কোথায়?

দেশময় আজকাল নিম্ন শ্রেণীর লোকগণের উন্নতি বিধানের জন্য খুব চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই চেষ্টার অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় সে কেবল মৌখিক আলোচনার অংশই অধিক।

(মুচি, মেথর, ডাহা, ডোম, চণ্ডাল, মিস্ত্রি, মজুর, হাড়ী, বাগ্‌দী, তিলি, তেলি, কামার, কুমার, ধোপা, জেলে, বেনে, নমঃশূদ্র ইত্যাদি সকলকে নিম্ন শ্রেণীর লোক বলা উচিৎ নহে, তবে সাধারণ লোকের বুঝিবার জন্য এ কথাটি ব্যবহার করিলাম) এই শ্রেণীর লোকদিগকে স্বামীজীর ভাষায় দরিদ্র নারায়ণ বলে ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ অথবা ধনী শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ নিরন্তর পদদলিত করিতেছেন। স্বামিজী স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, তোমরা তাহাদিগকে কেবল "ছুঁয়না ছুঁয়না, দূর দূর কর!"

সমাজ সংস্কারকগণ, শিক্ষকগণ স্বামিজির মত প্রাণ ভরিয়া "মুচি, মেথর, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, আমার ভাই, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতের দেব দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ইত্যাদি বলিয়া কথায় ও কাজে এক করিয়া মাতৃসেবায়, দরিদ্র নারায়ণ সেবায় লাগিয়া যাইলে ভারতের অবস্থা পরিবর্ত্তনের বেশী দিন লাগিবে না।

সমাজ সংস্কারকগণ কেবল আন্দোলন করিতেই আছেন, প্রকৃত কার্য্য করিতে বড় দেখা যায় না। (যে কয়জন কথায় ও কাজে এক করিয়াছেন তাঁহারা এক একজন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন) যাহার কিছু অর্থ আছে —তাহাকে অত হীন চক্ষে দেখেন না, তাহাকে ছুঁইয়া জল পান না করিলেও তাহাকে সম্মান সকলেই করিয়া থাকেন। আধুনিক যুগে দেখা যাইতেছে যে, অর্থ ও শিক্ষা ব্যতীত সম্মান আর কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না।

অতএব জাতীয় উন্নতি করিতে হইলে যাহাতে দেশবাসীকে অর্থশালী ও চরিত্রবান করিতে পারা যায়, তাহার জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীর যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা হইলেই সমাজের মধ্যে এত নীচ প্রকৃতি থাকিবে না। অর্থ হইলে সকলের মধ্যে আদান প্রদান চলিবে। যাহা হউক নিপীড়িত শ্রেণীর দরিদ্রতা প্রযুক্তই তাঁহারা সমাজে ঘৃণিত হইয়া রহিয়াছেন।

কথিত আছে "অর্থ না থাকিলে মাতা নিন্দা করেন, পিতা রুষ্ট হন, ভ্রাতা সম্ভাষণ করেন না, ভৃত্য ক্রোধ প্রকাশ করে, পুত্র আজ্ঞাধীন হয় না, পত্নী আলিঙ্গন করে না।" অতএব অর্থ ও শিক্ষা হইলেই সমাজ সংস্কারে বেশী দেরী হইবে না।

এই সব দরিদ্র নারায়ণদিগকে যদি বাকি খাজনার জন্য জমিদার, রাজা বা মহাজনদিগের সদা সর্ব্বদা গালি ধমকানি না শুনিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা বুক ফুলাইয়া চলিতে পারিবে। সমাজ চিরকালই শক্তের ভক্ত নরমের যম।

দেশকে সমাজকে অর্থশালী করিতে হইলে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা এই সকলের প্রয়োজন। আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আদর্শের গণ্ডি কিছু ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। তাহা না হইলে আমাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। কৃষি শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থা ভাল হইবে এই কথাটি আমাদের কর্ম্মী পুরুষদের মাথায় এতকাল আসে নাই। স্কুল কলেজ তাঁহারা খুলিতেছেন, বড় বড় গম্বুজওয়ালা বাড়ী আর মধ্যে মধ্যে থাম, তাহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে। আর তাহাতে পড়িবে গরীব চাষাদের ছেলে, যাহাদের দেশে মাসিক দুই টাকা একজন লোকের আয়। বড়লোক আর বিদ্বান কয়জন? দেশের ১৪আনার উপর চাষ বা নিপীড়িত শ্রেণী। সে স্থানে স্কুল বাড়ীর দিকে ঝোক না দিয়া যাহাতে শিক্ষা দেওয়া হয়, সে দিকে কয়জন চেষ্টা করিতেছেন।

যে পরিমাণ টাকা Hindu University, রংপুর কলেজ, Darbhanga Home ইত্যাদির বাড়ী তৈয়ার করিতে ব্যয় হইল, তামাতে কি দুই পাঁচ শত ছোট ছোট কৃষি-শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইত না? বহু ব্যয়সাধ্য শিক্ষা প্রচার করিয়া গরিব চাষাদের কেবল চাকুরির জন্য প্রলুব্ধ করা হইতেছে মাত্র। আর ঐ সকল বাড়ী ও বিদ্যালয় সহরেই হইতেছে। তাহাতে দূরস্থ গ্রামের লোকেরা এরূপ অবস্থা নয় যে তাহারা ছেলেদের সহরের খরচ যোগাইয়া ঐ সব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখাইতে পারে। তারপর হয়ত ঘর বাড়ী বেচিয়া জমিজমা হাল চাষ বন্ধ করিয়া কোনরূপে দুই এক জন Matriculation পাশ করিল, কিন্তু তাহার অদৃষ্টে কি ফলভোগ? একটি ১৫৲ টাকার চাকরি তাহাও যোগাড় করিতে হইলে একজন মুরুব্বির দরকার। সকলের ভাগ্যে তাহাও জোটে না। এখন এই চাকরি চাকরি করিয়া আমাদের অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে শিক্ষিত সমাজ দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। একটি চাকরি খালি হইয়াছে শুনিলে শত শত দরখাস্ত দাখিল হয়। তবেই বলিতে হয় যে, যে প্রকার শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলন হইতেছে, তাহকে একটু বদল করিতে হইবে, নচেৎ আমাদের সর্ব্বনাশ। দেশে আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা কর, আর রাষ্ট্রিয় অধিকার পাইবার জন্য আন্দোলন মহা আড়ম্বরের সহিত কর, তাহাতে কিছু দোষ নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই নিপীড়িত দিগের প্রত্যহ দুইবার পেট ভরিয়া খাইতে দিবারও চেষ্টা কর, নচেৎ কোন ফল হইবে না, কারণ এই চাষারাই ভারতের মেরুদণ্ড। ইহাদের যত উন্নতি হইবে, আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রিয় অধিকার তত শীঘ্র বর্দ্ধিত হইবে। কথায় বলে "অভাবে স্বভাব নষ্ট"।

এইরূপে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে হইলে আমাদের পল্লীগ্রামের পাঠশালার দিকে নজর রাখিতে হইবে। বাংলার অনেক গ্রামে জেলা বোর্ডের মাইনর স্কুল আছে, তাহা ব্যতিরেকে ও অনেক ছোট ছোট পাঠশালাও আছে। এই সব স্কুলে যে সব হেড পণ্ডিত বা হেড মাষ্টার আছেন, তাহারা অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই একটি পাশ করিয়াছেন, এই সব শিক্ষক মহাশয় দিগের হস্তে ভারতের ভবিষ্যত। তাই শিক্ষক মহাশয়গণ শিক্ষার্থী ছাত্রদের কেবল বড় বড় সাহেবের আফিসের বাবু বা বড় বাবুর সংখ্যা বাড়াইবার জন্য তাহাদের শিক্ষা দিবেন না। তাহারা যাহাতে নিজের পল্লীর নিরক্ষর চাষাদিগের সহিত অম্লান বদনে নিঃসংঙ্কোচে মেশামেশি করে ও তাহাদের মিশিতে ঘৃণা বোধ না করে, তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন। ভাই সকল তোমরা স্কুলে পড়িতেছ, কেন পড়িতেছ, তাহা অগ্রেই বিশেষরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিবে। ১৫।২০ টাকার চাকরি করিয়া অমূল্য জীবন নষ্ট করিবার জন্য লেখা পড়া করা ঠিক নয়। দেখ সমস্ত বাংলাদেশময় সুদূর রাজপুতনা প্রভৃতি স্থান হইতে মাড়ওয়ারিগণ এক লোটা এক কম্বল সম্বল আনিয়া কিছু দিনের মধ্যে লক্ষপতি হইয়া গ্রামের জমিদারকেও অর্থ সাহায্য করিতে সমর্থ হয়। তাহারা ত তোমাদের মত আজীবন কর্ম্ম করিয়া অর্থ ব্যয় করিয়া ইংরাজী লেখা পড়া করে না। বলি চাষারা ইংরাজী লিখিতে বা বলিতে পারে না, "মেড়ো" বা হিন্দি ভাষায় কাজ কর্ম্ম চালায় —কিন্তু ভাই ভাবিয়া দেখ দেখি যে, তোমরা B. A. M. A. পাশ করিয়া বিদ্বান হইয়া ৩০।৪০ টাকায় জীবন বিক্রয় করিয়া দাও না কি? তোমরা শিক্ষিত হইয়াছ, সমবায়ে কার্য্য করিতে চেষ্টা কর। পল্লীর চাষাদের সহিত একযোগে কর্ম্ম করিতে ঘৃণা করিও না। চাষাদের সমবায়ে কার্য্যের উপলব্ধি করাইতে চেষ্টা কর। আর এক কথা, সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, এই চাষারাও ভারতের যে আত্মস্ত, জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্বরূপ, তাহাদিগকে উপযুক্ত করিয়া তোলাই প্রকৃত

দেশ-সেবা। আর এই মোকদ্দমাবাজ লোকেরা সামান্য বিষয়ে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সালাসী বিচারালয় দ্বারা মীমাংসা কর, তাহা হইলে সুফল ফলিবে।

এই কর্ম্মভূমি বাংলাদেশ শিল্প-প্রধান ছিল, এখান হইতে বহু দ্রব্য রপ্তানি করা হইত ;- কিন্তু বিদেশী শিক্ষা এদেশে প্রচলন হওয়া অবধি শিল্পের ক্রমশঃ অভাব হইতেছে এহং 'Practical work' কারিকরের কার্য্য সকল নিম্নশ্রেণীর হাতে গিয়া পড়িয়াছে। তাহাতেই আমাদের দেশে শিক্ষিত মধ্যবিদ্ ভদ্রলোক গণের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ্ হইতেছে। আর অশিক্ষিতের হাতে কার্য্য যাওয়ার জন্য তাহার উন্নতি না হইয়া অবনতি হইয়া লোপ পাইবার উপক্রম দেখা দিতেছিল—ভগবানের কৃপায় আধুনিক যুগের শিক্ষিত উদীয়মান যুবক-মণ্ডলীর নিজ হাতে কারিকরের কার্য্য শিক্ষা করিতে ইচ্ছা সামান্য সামান্য প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু তাহাদিগের শিক্ষা দিবার জন্য কোন ব্যবস্থা সেরূপ দেখা যাইতেছে না। স্বদেশী যুগের প্রথমাবস্থায় National College, Bengal Technical স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও লোপ পাইবার উপক্রম। কারণ রাজসরকার বোধ হয় ওরূপ শিক্ষায় পক্ষপাতী নহেন। কিছুদিন হইল, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দির উদ্যোগে Poly Technical এক School স্থাপিত হইয়াছে—তাহাতে কত ছাত্র, আর কত দিনে সেই ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষা প্রকাশ হইবে, তাহাও বলা যায় না।

এতৎব্যতীত Gozit. Art School, Sibpur Engineering, কলেজে যে সব ছাত্র পাশ হইতেছে, তাহারাও অধিকাংশ চাকরী করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। সেই জন্য আমার বোধ হয় যে, বড় বড় Technical School স্থাপন করিয়া খুব বেশী স্থায়ীভাবে চালান আমার দেশে উপস্থিত সম্ভবপর হইবে না। যাহা দ্বারা উদীয়মান যুবক মণ্ডলীর চিন্তার ধারা কর্ম্ম জীবনে চালনা করা যায় বোঝান যায়—

উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহ মুপৈতি লক্ষ্মী।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

আর নিঃসংকোচে স্থানীয় কারিগরের নিকট কার্য্য শিক্ষা করা কোনও মান-হানী জনক নয়। তাহা হইলে দেশে যত শীঘ্র 'Practical man' কর্ম্মি পুরুষ হইবে, অন্য উপায়ে কিছুতেই তাহা হইবে না। যতক্ষণ না এই ত্যাগী সন্ন্যাসী ছাত্রদিগের চিন্তার ধারা বদলান যায়, যতক্ষণ কোন আশা নাই।

একবার মান সম্ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ নীচ ধারণা ত্যাগ করিয়া, দুঃখ, কষ্ট, পরিশ্রম করিয়া কার্য্য শিক্ষা না করিলে কখনও ব্যক্তিগত বা জাতীয় উন্নতি হইবে না।

এক পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, এক কবি একটী কলসকে সন্তোষ করিয়া বলিতেছেন যে তোমাকে প্রস্তুত করিবার সময় তুমি প্রথমে শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা যেরূপ প্রহৃত হইয়াছিলে তাহা তোমার শ্লাঘনীয়, পরে তুমি যে প্রচণ্ড রৌদ্রে পড়িয়াছিলে ইহাও তোমার পক্ষে শ্লাঘ্য, অতঃপর পঙ্ক লেপন দ্বারা তোমাকে যে প্রচণ্ড অনলে দগ্ধ করা হইয়াছিল, তাহাও এক্ষণে তোমার গর্ব্বের বিষয়, যেহেতু তুমি যুবতী রমণীর কক্ষে আরোহন করিয়া তাহার কুচকুম্ভ ও বাহুলতার স্পর্শন সুখ অনুভব করিতেছ, অতএব দুঃখ ব্যতীত কখনও সুখ লাভ হয় না।

একবার নানা কষ্টে শিক্ষিত হইলে ঠিক প্রস্তুত হইবে, দুঃখ আসিবে না। কর্ম্ম কর, ধর্ম্ম এসে আপনি জড়িয়ে ধরবে। অলক্ষ্মী দূর হইবে, লক্ষ্মীশ্রী হইবে।

(কাজের লোক।)

বাঙ্গালী ভেতো বলিয়া কি দুর্ব্বল হয়।

অনেকের ধারণা, অন্নের শরীরের পুষ্টি সাধনের ক্ষমতা অল্প। কিন্তু সেটা ভুল। প্রবল পরাক্রান্ত জাপানীগণ শুদ্ধ অন্নাহারে এত বলবান। যখন চীনের সহিত পাশ্চাত্য প্রদেশের ক্ষমতাসমূহের সংঘর্ষ হয়, তখন রুষিয়া, জর্ম্মণী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতির সৈন্যগণ শুদ্ধ চাউলের উপরই জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ফলে তাহারা শরীরিক বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের জন্য ফিলাডেলফিয়ার নিরামিশভোজী সম্প্রদায়ের রেভারেণ্ড এইচ, এস, চব্ কৃষিবিভাগে ইহার তথ্য জ্ঞাত হইবার জন্য লিখিয়া পাঠান, সেই পত্রখানি, তৎকালীন চীনদেশের চাউল প্রস্তুত প্রণালী অনুসন্ধিৎসু প্রফেসর এস্, এ, ন্যাব্ মহোদয়ের নিকট প্রেরিত হয়।

তিনি যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল। "অন্নের মাংশপেশী (Muscle) প্রস্তুত করিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। অন্যদেশে যথা আমেরিকায় এবং ইউরোপেও অন্ন ভোজনের প্রথা আছে কিন্তু তথাকার লোকে অন্নের দ্বারা চীন এবং জাপানের লোকের ন্যায় এত হৃষ্ট পুষ্ট হয় না। ইহার কারণ, তাহারা সৌখিন অত্যন্ত ছাঁটাই করা চাউল, যাহাকে (Polished) বা পালিশ করা বলে, সেইরূপ পরিচ্ছন্ন চাউলের অন্নই আহার করেন। চাউলের উপরে একটী বিশেষ পুষ্টিকারক পদার্থ আছে, অধিক ছাঁটাই করিলে সেই অংশটী নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ইহার পুষ্টিকারক গুণও অনেক নষ্ট হইয়া যায়, সেই জন্য আমেরিকা এবং ইউরোপের লোকে যেরূপ চাউল খাইয়া থাকে, তাহা দ্বারা বিশেষ হৃষ্ট পুষ্ট হইতে পারে না। সিগ্‌নোগ্রাম বলেন যে, এই খুব চিকণ চাউলের প্রায় ১১ আনা পুষ্টিকারক পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়। জাপান

এবং চীনের চাউল এত চিকণ ছাঁটাই নহে, এই জন্য পুষ্টিকারক ক্ষমতাও অধিক।

আমাদেরও এই কথা বিশেষ সারবান বলিয়া বোধ হয়। এ দেশের অনেক গরিব-লোক আছে, তাহারা ফেন ও ভাত এক সঙ্গে খাইয়া বিশেষ হৃষ্ট পুষ্ট ও কর্ম্মক্ষম হয় দেখা যায়। গরিবলোকে যে সকল চাউল খায়, তাহা প্রায়ই ভাল ছাঁটাই করা নহে।

আরও এদেশের আতপ চাউলও খুব চিকণ ছাঁটাই হয় না, চিকণ ছাঁটীতে যাইলেই ভাঙ্গিয়া যায়, সেই জন্য যাঁহারা আতপ চাউ-লের অন্ন খাইয়া থাকেন, তাঁহারা বিশেষ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকেন। ভাতের ফেন গালিয়া ফেলিয়া দেওয়ায় ছাঁটাইয়ের মত চাউলে যে টুকু পুষ্টিকারক অংশ থাকে, তাহাও বাহির হইয়া যায়। সৌখিন বাঙ্গালী বাবুরা খুব ভাল ছাঁটাই করা চাউল ভিন্ন খাইতেই নারাজ, তাহাও আবার ফেন্ গালিয়া ফেলিয়া দেওয়ায় তাহাতে আর কিছুই থাকে না। তাই বাঙ্গালী আবও দুর্ব্বল বাঙ্গালী হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে এই বাঙ্গালী ভাত খাইয়াই অসুরের ন্যায় বলশালী ও দীর্ঘজীবন লাভ করিত, এখন সৌখিনতা ঢুকিয়া বাঙ্গালীকে মারিয়া দিয়াছে। আবার সাবেক চাল ধরিলে এখনও বাঙ্গালীর মঙ্গল হয়। বাঙ্গালী আবার হয়ত জগতের দশ জনের মধ্যে এক জন গণ্য হইতে পারে।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

ব্লুম অফ্ রোজ।

ইহা সুন্দরীগণ গালে ও ঠোটে মাখেন। মাখিলে যেন সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় গাল দুটী দেখায়। ঐদেশে "কৃত্রিমরূপ" করা প্রথাটা ছিল না, যা'হউক আমরা মেম সাহেবদের দেখিয়া গৃহলক্ষ্মীদিগকে পথ দেখাইয়াছি। এখন নূতন বিবাহের পর ২।১টা ব্লুম অব্ রোজ না দিলে প্রায় অনেকেরই মান থাকে না,—তা—সেটা বিদেশীই যদি কিনিতে হয়, আর না দিলেই যখন চলে না, তখন দেশে এটা হওয়ার আবশ্যক হইয়াছে। ফ্যাসান ছাড়িলে সব বালাই চুকিয়া যায়। কিন্তু হাড়ে ডুগ ডুগী বাজিলেও আমরা ফ্যাশন ছাড়িতে পারিব না। সুতরাং এটা শিক্ষা করা আবশ্যক।

কারমাইন	১ ড্রাম
অ্যামোনিয়া ওয়াটার	২ ড্রাম
গোলাপজল	৪ আউন্স
এসেন্স অফ্ রোজ	২ আউন্স

প্রথমে কারমাইনকে অ্যামোনিয়ায় জলে মিশাইয়া তাহার পর গোলাপাদি দিয়া মিশাইলে বিক্রয়ের উপযুক্ত হইবে। ছেলেদের গালে দিলেও বেশ দেখাইবে।

ব্লাঙ্কো বা ক্যাম্বিসের জুতার সাদা রং।

রাণীগঞ্জ এবং বীরভূমের কোন কোন জঙ্গলে একপ্রকার সাদা খড়ির মত মাটী বাহির হয়, ইহা সম্ভবত বরণ কোংর পটা-রীতে, কলিকাতার পটারী ওয়ার্কস এবং কোন কোন বেনের দোকানেও বিক্রয় হয়। ইহাকে সাহেবেরা নাম দিয়াছেন কেওলীন। এই মাটী আগে ১॥০ টাকা মণ বিক্রয় হইত। এই মাটী চূর্ণ করিয়া গদের জলে মাখিয়া বেশ এঁটেল কাদার মত করিবে, সেই কাদা ছাঁচের মধ্যে দিয়া ব্লাঙ্কো প্রস্তুত হয়। ঐ মাটীর সহিত সামান্য নীলবড়ী চূর্ণ মিশাইলে, বা নীল বড়ীর জলে গুলিয়া ঐ জল কেওলীন মাটীর সহিত মিশাইলে রং খুব সাদা হইবে।

তরল ব্লাঙ্কো।

সলফেট্ অফ জিঙ্ক	১ আউন্স।
গঁদের জল	২ আউন্স।
গ্লিসারিন	১ আউন্স।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া শিশি বন্ধ কর, ইহা ক্যাম্বিসের জুতায় এবং সাদা চামড়ার জুতায় ব্যবহৃত হইবে। ।৵০ আনা ২ আউন্স শিশি বিক্রয় করা উচিত।

তোমার পকেটে কত টাকা আছে, সেটা বড় বেশী আলোচনার কথা নহে, কিন্তু সেই টাকা দ্বারা যে তুমি কি করিবে, সেইটাই ভাবিবার বিষয়। যেমন আয়, তেমনি ব্যয় করিতে অনেকেই জানে না।

অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেও সঞ্চয় করতে পার না, যেহেতু তুমি অর্থের ব্যবহার জান না, অপব্যবহার কর। যে ভাল গাড়োয়ান, সে অল্প জায়গাতেই ঘোড় ফেরাতে পারে।

অপব্যয়েই অভাব—অভাবেই মনুষ্যত্ব লোপ পায়, তাই অন্যায় উপায়ে উপার্জ্জনের প্রবৃত্তি জন্মায়। অপব্যয় না করলে অভাব হয় না, অভাব যার নাই, সে পাপকর্ম্ম দ্বারা অর্থো-পার্জ্জন করবে কেন? সুতরাং স্বেচ্ছায় অভাবের সৃষ্টি করো না। যেমন আয়, তেমনি ব্যয় করতে শিখবে। কিন্তু এ কথায় এখন-কার ছেলেরা কর্ণপাতও করে না। যে হেতু সৎ শিক্ষার অভাবে সব বেয়াড়া হয়ে উঠ্‌চেন। মিতাচার শৈশব হইতে শিক্ষা করতে হয়, সে কালের শিক্ষায় সেটা ছিল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাই-হাউস প্লট।

আমার সম্মুখেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য। আর তোমার অনুমান যদি মিথ্যা হয়, তুমি তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর, তাহাও দেখিবার জিনিস বটে।

রাজা রসেলকে সেই কক্ষে আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে রসেল সেই স্থানে উপনীত হইলেন এবং মস্তক অবনমিত করিয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন কিন্তু ডাচেসের প্রতি কোনরূপই সম্মান প্রদর্শন করিলেন না।

লুয়ি বিরক্তিভরে অধর দংশন করিয়া, অপাঙ্গে নৃপতির মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

নৃপতি কহিলেন,—"মহাশয়! দেখিতেছেন না এখানে একজন মহিলা উপস্থিত রহিয়াছেন?"

রসেল। আমি আশা করিয়াছিলাম, আপনি নির্জ্জনেই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

রাজা। নির্জ্জনে সাক্ষাৎ। যেখানে রাজার প্রতি ভক্তি এবং প্রীতির স্রোত প্রবাহিত হওয়া কর্ত্তব্য, সে স্থলে যদি বিশ্বাসঘাতকতা এবং রাজদ্রোহিতার পঙ্কিল প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে, সে স্থলে বিরলে রাজ সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করা কি সঙ্গত? ঐ দেখুন—ঐ সেই সোফা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে—কয়েক মাস পূর্ব্বে ঐ স্থানে মনে পড়ে কি—

রসেল। যে কষ্টকর বিষয়ের উল্লেখ করিতেছেন, আমার বেশ স্মরণ আছে।

রাজা। যাউক সে সব কথা। এখন বলুন আপনার কি আবশ্যক?

রসেল। এই মহিলার সম্মুখেই কি আমার আসিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে আদেশ করেন?

রাজা। 'এই মহিলা!'—ইনি যে ডাচেস অব পোর্টস মাউথ, তাহা কি আপনি জানেন না? প্রকাশ্য সভায় এবং অপ্রকাশ্য বৈঠকী মজলিসে ইহার বিষয় অনেকেই ত আলোচনা করিয়া থাকেন।

রসেল। ইনি যে ডাচেস অব পোর্টস মাউথ, তাহা আমি অবগত আছি কিন্তু আমি গোপনে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষী।

রাজা। বুঝিয়াছি—এই মহিলার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিবার জন্যই আপনার আগমন। তাঁহাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করাই আপনার অভিপ্রেত।

রসেল। এই মহিলা তাঁহার কার্য্যকলাপের দ্বারা দেশবাসীর যতদূর অপমান করিয়াছেন, আমার দ্বারা তাঁহার ততখানি অপমানিত হওয়া অসম্ভব। তিনি আপনার কার্য্যের দ্বারা জগৎবাসীর চক্ষে যতখানি হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছেন, আমার কোন কথায় বা কার্য্যে তিনি আর তাহার অধিক হেয় হইবেন না।

রাজার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"কি! এইরূপ ভাষার প্রয়োগ করিতে আপনার সাহস হয়?"

লুয়ি নৃপতির হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন,—"বাধা দিবেন না উহাঁকে কাপুরুষতার পরিচয় দিতে দিন। যে লোক রমণীর অবমাননা করে, নিশ্চয় সে অপদার্থ ভীরু! লোকে যে এরূপ লোককে ভীরু, রাজদ্রোহী, চক্রী বলিয়া ঘোষণা করিবে—তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি আছে!"

সগর্ব্বে রসেল উত্তর করিলেন,—"বেডফোর্ড বংশে যাঁহাদের জন্ম তাঁহারা ডাচেস অব পোর্টস মাউথের স্তুতি বা নিন্দার তোয়াক্কা রাখেন না।" তাহার পর নৃপতির দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"আমি সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আমার সহিত একবার নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করুন। আমি আপনার হিতৈষী বই শত্রু নই। আমাদের বংশ চিরদিন রাজভক্ত বলিয়া পরিচিত। আমি বিনীতভাবে আপনার চরণে পতিত হইয়া, কতকগুলি সুপরামর্শ নিবেদিত করিতে আসিয়াছি।"

লুয়ি বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া নৃপতিকে কহিলেন,—"এই সাধুচিত্ত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আপনার নিকট ধর্ম্মোপদেশ পাঠ করিতে আসিয়াছেন।"

রাজা আরও জ্বলিয়া উঠিলেন। তীব্র কণ্ঠে কহিলেন,—"ইনি যত শীঘ্র এখান হইতে বিদায় গ্রহণ করেন ততই মঙ্গল। যদি আর মুহূর্ত্তও এ কক্ষে বিলম্ব করেন, আমি প্রতিহারীকে আহ্বান করিয়া, অর্দ্ধ চন্দ্র দিয়া বিদায় করিবার ব্যবস্থা করিব।"

স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্য সহকারে রসেল উত্তর করিলেন,—"যে শুভ উদ্দেশ্যে আমি এখানে আসিয়াছিলাম, আপনার আদেশে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না।" এই কথা বলিয়া, নৃপতিকে অভিবাদন করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কক্ষের বাহির হইলেও লুয়ির বিদ্রুপপূর্ণ অট্টহাস্য তাঁহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় রামসি আসিলে কহিলেন,—"আমার বন্ধুগণকে বলিবেন, যতক্ষণ তাঁহাদের কার্য্যে ন্যায়, ধর্ম্ম, এবং সম্মানের সীমা অতিক্রম না করিবে, ততক্ষণ তাঁহাদের কার্য্যে আমার সহানুভূতি আছে।

চতুরধিকশততম পরিচ্ছেদ।

ষড়যন্ত্র।

আমাদের এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই, আমরা কলোনেল রামবল্ডের বাস-ভবনের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছি। ফটকের উপরেই একটী বিস্তীর্ণ কক্ষ। এই কক্ষে বসিয়া কলোনেল তাঁহার বৈষয়িক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, অতিথি অভ্যাগতের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কক্ষটী বেশ সুসজ্জিত। ইহার দুই দিকে দুইটী দ্বার। একটী সদরের দিকে অপরটী অন্তঃপুরের দিকে।

কলোনেল বাড়ীর মধ্যে বসিয়া পত্নী এবং ভগ্নীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলেন, সাড়ে আটটা বাজিবামাত্র, বাহিরে চলিয়া আসিলেন। ভৃত্য ফিলিপ বাহিরের বৈঠকখানায়, বেঞ্চি, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি যথাযোগ্য স্থানে সজ্জিত করিতেছিল। টেবিলের উপর একটী আলোক জ্বলিতেছিল। কলোনেল সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া অন্তঃপুরের দিকের দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"তুমি গিয়া ফটকের নিকট দাঁড়াও, কোন বন্ধু উপস্থিত হইলেই, তাঁহাকে ঘুরান সিঁড়ি দিয়া উপরে আসিতে বলিবে।"

সহসা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, লোকে সত্য মনে করিল। যুবকও প্রস্থান করিলেন। এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে ফাদার পিয়ারী উক্ত মঠে আসিলেন—আপনি তখন পীড়িত—অবস্থা সঙ্কটাপন্ন—মৃত্যু সন্নিকটবর্ত্তী ভাবিয়া উক্ত পুরোহিতের সম্মুখে পাপের কথা ব্যক্ত করিলেন। আপনি গোপনে এক মৃত সন্তান প্রসব করিয়া, সাবধানে অন্যের অজ্ঞাতে কোন স্থানে পুঁতিয়া ফেলিয়াছিলেন। আপনার জীবনান্ত পর্য্যন্ত অন্ততঃ একথা অন্যের নিকট প্রকাশ না করিতে পুরোহিতকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনুকম্পা এবং সহানুভূতিবশতঃ পুরোহিত আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে যাত্রা আপনি রক্ষা পাইলেন। আরোগ্য লাভের পর, মঠ পরিত্যাগ করিয়া পারিসে আপনার ভগ্নির নিকট প্রস্থান করিলেন। সে স্থান হইতে ফ্রান্সের কোন রাজকুমারীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর কি হইয়াছিল, বোধ হয় আর বলিবার আবশ্যক নাই। একুশ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল কথা ফাদার পিয়ারীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন কি না, মনে মনে ভাবিয়া দেখুন।

লুয়ি অবনত বিশুষ্ক বদনে বসিয়া বসিয় তাঁহার ভীষণ পাপের লোমহর্ষণ কাহিনী শ্রবণ করিলেন। নিশ্চল প্রস্তর প্রতিমার মত বসিয়া রহিলেন—তাঁহার বক্ষস্থল প্রকম্পিত বা তাঁহার মুখ দিয়া সহসা কোন কথা বাহির হইল না। গ্রেহাম বসিয়া বসিয়া তাঁহার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে লুয়ি সাহস সংগ্রহ করিয়', আর একবার তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন,—“যিনি অনর্থক কতকগুলি অপকলঙ্কের বোঝা আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া, আমার নিগ্রহে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার আমার কর্ত্তব্য, তাহাই চিন্তা করিতেছি।”

গ্রেহাম। এত কঠোরভাবে আমার ধৈর্য্যের পরীক্ষা করিবার কি আবশ্যক? পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, আমার আর্থিক অবস্থা সেরূপ সচ্ছল নয়—এই তথ্য সংগ্রহের জন্য বৃথায় আমি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে গমন করি নাই।

লুয়ি। যদি আমি আপনাকে আপনার ঐ প্রার্থিত অর্থ দিতে স্বীকার না করি?

গ্রেহাম। তাহা হইলে কি করিব জিজ্ঞাসা করিতেছেন? যিনি মোকদ্দমার সময় আমায় অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন—যাঁহার অর্থে পুষ্ট হইয়া আমি আমেরিকা পর্য্যন্ত ফাদার পিয়ারীর অনুসরণ করিয়াছিলাম—তাঁহার নিকট যাইব। তিনি কে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন? আপনার প্রতিযোগিনী বারবারা ফিলার্ড। চার্লসের মৃত্যুর পর আপনাদের উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার জয়লাভ করিবার জন্য সেরূপ বিবাদ না চলিলেও, বারবারার মত প্রতিহিংসাপরায়ণা রমণী, তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিযোগিনীকে বিপন্ন, লোক সমাজে হেয় প্রতিবাদন করিবার এ শুভ সুযোগ যে পরিত্যাগ করিবেন না, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। (ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ বর্ষ।] ২৫শে আশ্বিন, ১৩২৮ সাল। ইং ১১ই অক্টোবর, ১৯২১ সাল। [৬ষ্ঠ খণ্ড।

তরমুজ।

"কৃষিসম্পদে" তরমুজ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—তরমুজ যত বড় হয় তত সুস্বাদ হয়, ততই উহার মূল্য বেশী। আমাদের দেশে সাধারণতঃ গোয়ালন্দের তরমুজই খুব বড় হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন হুগলী জেলাস্থ তারকেশ্বরঅঞ্চলেও বৃহদাকারের তরমুজ দেখা যায়। মাটির গুণেই অনেকসময়ে তরমুজ বড় হয়। তবে প্রক্রিয়া বিশেষের সাহায্যেও, উহার আকার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। তরমুজ চাষে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না; উহার চাস-প্রণালীও সহজ।

বেলে-দো-আঁশ অথবা পলিপড়া চড়া-ভূমিই তরমুজ-চাষের পক্ষে প্রশস্ত। প্রথমতঃ কোদালি দ্বারা জমি কোবাইয়া, এবং তৎপর একবার হালচাষ করিয়া ও মই দিয়া জমি প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। খৈলসারই তরমুজের পক্ষে উত্তম। হালচাষ করিবার পরই, এই সার জমিতে প্রয়োগ করা আবশ্যক। মাঘমাসে ৬—৮ ফুট ব্যবধানে তরমুজবীজ রোপণ করিয়া, তদুপরি দুই ইঞ্চি মাটি চাপা দেওয়া উচিত। মৃত্তিকা নীরস হইয়া উঠিলে, আবশ্যকমত সময় সময় অতাল্প পরিমাণ জলসেচন করিতে হয়। বেশী জল দিলেও বীজ নষ্ট হইয়া যায়। তরমুজ যথোচিত বর্দ্ধিত না হইলে, লতার গোড়ায় একটু একটু জল দিতে হইবে। তদ্ভিন্ন, উহার আর অন্য কোনও রূপ পাইটের আবশ্যক হয় না।

তরমুজ অর্দ্ধপক্ব হওয়ার পূর্ব্বে, উহার বোঁটার গোড়া একটু চিড়িয়া দিয়া, তন্মধ্যে একটুকরা ভিজা নেকড়া শলিতার মত করিয়া ভরিয়া দিতে হইবে। এই নেকড়ার এক প্রান্ত তরমুজের বোঁটার গোড়ায় এবং অন্য প্রান্ত একটা জলপূর্ণ বোতলের মধ্যে রাখা আবশ্যক। যাহাতে বোতলের জল নেকড়ার ছিদ্রপথে তরমুজের মধ্যে সহজেই প্রবেশ করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যেই ঐরূপ করিতে হইবে। বোতলটি সকল সময়ই জলপূর্ণ করিয়া রাখিতে এবং বোতলের জলে সকল সময়ই নেকড়ার এক প্রান্ত সংলগ্ন রাখিতে হইবে। এইরূপ উপায় অবলম্বনে সহজেই তরমুজের আকার বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দুই সপ্তাহের অধিককাল বোতলের জল তরমুজের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে, উহা বিস্বাদ হইয়া যায়। শলিতাটি দেড় ফুট লম্বা হইবে; এবং ছয় ইঞ্চি ব্যবধানে বোঁটা ও বোতল রহিবে। বাকী এক ফুট শলিতা বোতলের মধ্যে জলের সহিত সংযুক্ত রাখিতে হইবে। ইহাতে শলিতাটি সর্ব্বদাই সিক্ত রহিল এবং বোতলের জল তরমুজে প্রবিষ্ট হইবে। এই উপায়ে তরমুজ খুব বড় ও খুব মিষ্ট হইয়া থাকে।

(কাজের লোক।)

ফলবান্-বৃক্ষের ফলনবৃদ্ধির উপায়।

ফলবান-বৃক্ষের ফলন সকল বৎসর সমান হয় না। কোনও গাছে একবৎসর অধিক-সংখ্যক ফল ধরিলে, তৎপরবর্ত্তী বৎসরে ঐ গাছে ফলের সংখ্যা হয়ত খুবই কম হয়; অথবা একেবারেই হয় না। অনেক গাছে দুই তিন বৎসর পরেও একবার অধিকসংখ্যক ফল জন্মিতে দেখা যায়। ফলবান্ বৃক্ষের ফলন সম্বন্ধে কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নাই,—থাকিতেও পারে না। ফলনের এরূপ পার্থক্য ঘটিবার কারণ অবগত নহেন বলিয়াই, অনেকে অনুমান করেন যে, ফলবানবৃক্ষমাত্রেই বংশের রীতি বজায় রাখে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ফলবান্ বৃক্ষের ফলধারণের নিয়ম বংশানুগত নহে। যে বৎসর অধিক-সংখ্যক ফল জন্মে, সে বৎসর ফলের সংবর্দ্ধন, সংরক্ষণ ও পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত বৃক্ষের অধিক পরিমাণে খাদ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মৃত্তিকা হইতে আবশ্যকানুরূপ খাদ্য সংগৃহীত না হওয়াতে বৃক্ষকে স্বীয় দেহের নানাস্থানের সঞ্চিত খাদ্য দ্বারাই অভাব

পূরণ করিতে হয়। ইহাতে সঞ্চিত-খাদ্য ব্যয়িত হইয়া যায়। এই জন্য পরবর্ত্তী বৎসরে অধিক মুকুল জন্মে না ; এবং যাহাও জন্মে, তাহাও খাদ্যের অভাবে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে।

এক বৎসর ফল না ধরিলে, বৃক্ষটি আবশ্যকাতিরিক্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, অতিরিক্ত অংশ স্বীয় ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে। এই সঞ্চিত খাদ্যের উপরই পরবর্ত্তী বৎসরের ফলন সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। বৃক্ষের ভাণ্ডার সঞ্চিত-খাদ্যে পূর্ণ না রহিলে, উহাতে ফল ধরে না। এক বৎসর অধিক সংখ্যক ফল ধরিতে সঞ্চিত খাদ্য যে নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উপযুক্ত সারপ্রয়োগ করিয়া ঐ অভাব অনায়াসেই দূর করিতে পারা যায়। ফলবানবৃক্ষের ফল নিঃশেষ হইয়া গেলেই, উহার শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহে, ততদূর স্থানের মৃত্তিকা কোদাল দ্বারা উত্তমরূপে কোপাইয়া ও ধূলিবৎচূর্ণ করিয়া, এবং উহা হইতে আগাছাদি বাছিয়া ফেলিয়া, সার দিতে ও আবশ্যকমত জল সেচন করিতে হয়। তরল সার, ছাই, চূণ, ও হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি ফলবান-বৃক্ষের পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট সার। নাইট্রোজেন-যুক্ত-সারে, কুঁড়ির পরিবর্ত্তে, কাঠের অংশই বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। কিন্তু হাড়ের গুঁড়া ফলের গন্ধ, স্বাদ ও মিষ্টতা বৃদ্ধি করে। সার-প্রয়োগও আবশ্যকমত জলসেচন করিতে পারিলে, ফলবান বৃক্ষের ফলন যে প্রতি বৎসরই অধিক হয়, তাহা আমরা বিশেষ ভাবেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

(কাজের লোক।)

পারিজাত—(পালতে মাদার) ইহার পাতার রস মধুর সহিত মিশাইয়া খাইলে ক্রিমি নাশ হয়। পাতার রস ছোট চামচের এক চামচে ও এক চামচে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে হয়। পালতে মাদারের পাতা বাটিয়া ঝোল করিয়া খাইলে উদরাময় ও আমাশয় আরোগ্য হইতে পারে। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে পালতে মাদার পাতার রস এক ছটাক সর্প দংশন মাত্র খাওয়াইতে পারিলে রোগী আরোগ্য হইতে পারে। পাতার রস নিঙড়াইয়া লইয়া সেই সিঠা ক্ষত স্থানে লাগাইতে হয়।

(কাজের লোক।)

স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারের কথা।

দেশের দ্রব্য যেমনই হোক, তাই সাদরে মাথায় তুলে লওয়াই দেশের লোকের পক্ষে একটা পবিত্র কার্য্য তাহার আর সংশয় নাই। কিন্তু এই পবিত্র কার্য্যের সম্মুখে একটা বিষম অন্তরায় আছে।

প্রথম কথা লোকে বলে যে, খাঁটী দেশ জাত মাল মসলায় তো দেশী জিনিস হয় না বিদেশ মাল মসলা দিয়েই এ দেশের স্বদেশী দ্রব্য প্রস্তুত হয়। কেবল দেশের পরিশ্রম জাত স্বদেশী দ্রব্যই প্রকৃত পক্ষে এদেশে পাওয়া যায়। যথা,—এদেশে সাবান, কাপড়, সূতা ইত্যাদি এই সকল দ্রব্যের মাল মসলা সমস্তই বিদেশ জাত, আমরা কেবল এখানকার শ্রমজীবিগণের দ্বারা বা নিজেদের পরিশ্রম দ্বারা বাজার চলন গোছের করে নিয়েই স্বদেশী বলে চালিয়ে দিই।

দ্বিতীয় কথা—সাধারণে বলে থাকেন যে যখন সময় সময় আমাদের বিদ্যের নিদ্রা ভেঙ্গে দেশ মাতৃকার পানে চেয়ে দেখি, তখনই আমাদের শ্মশান বৈরাগ্যের মত হঠাৎ স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন তুলে থাকি। সেটা শ্মশান বৈরাগ্যের মত হলেও যদি সম্মুখে স্বদেশী দ্রব্য পাওয়া যায়, এবং যদি একটু সুবিধা দর হয়, তাহলে আমাদের সাধারণের দেশী দ্রব্য ব্যবহারের আপত্য দেখা যায় না। কিন্তু এই স্বদেশী দ্রব্য আন্দোলনের হিড়ীক উঠবামাত্র এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা রাতারাতি বড়লোক হবার আশায় হুজুকের সময় ওঠে পড়ে লেগে যায়, এরা হলো এদেশের দোকানদার। যখন হুজুক উঠে, যখন হুজুকে পড়ে লোকে স্বদেশী দ্রব্যের দিকে ধাবিত হয়, তখন এদেশের দোকানদারগণ অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি করে ছুরি সানিয়ে বসে থাকে। কাজেই এই দুর্ম্মূল্যতার দিকে সাধারণে স্বদেশের প্রতি অচল মমতা থাকলেও কতক্ষণ পেরে উঠতে পারে ? কাজেই অল্প সময়ের মধ্যেই লোকের উৎসাহ ভঙ্গ হ'য়ে যায়, তারা তখন "চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা", এই নীতি অবলম্বন ক'র্ত্তে বাধ্য হয়ে পড়ে, এবং অচিরেই সমস্ত আন্দোলন আলোচনা মন্দ হয়ে যায়, এইটী হ'লো আসল কথা।

স্বদেশ প্রেম যে সাধারণ লোকের জন্য একচেটে, আর দোকানদারদের নয়, এইরূপ একটা ধারণা দোকানদারদের মধ্যে যেন বদ্ধমূল হয়ে গেছে। দোকানদারগণ বলে, দেশের দ্রব্যের জন্য কিছু অধিক মূল্য দিলেনই বা, একটু স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করুন। এ নিশ্চয়ই উত্তম কথা বটে, কিন্তু সাধারণে বলে, আপনিও একটু কম লাভ করুন। কিন্তু এই কথায় দোকানদার রাজি হয় না তার—স্বার্থত্যাগ যেমন স্বদেশ উন্নতির—আবশ্যকীয় উপকরণ, আমার স্বার্থত্যাগও সেইরূপ আবশ্যকীয়। যদি আমরা উভয় পক্ষেই এইটা বুঝিয়া লইতে পারি, তবে আর আমাদের ভাবনা কি ? কিন্তু আমরা ক্রেতার দল মুক্ত হস্তে স্বদেশী দ্রব্যও স্বদেশের জন্য জীবন পণ করিয়া সর্ব্বস্ব দিয়া যাই, আর অসৎ অর্থ পিশাচ ব্যবসায়ীগণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধ করিয়া বড় হইতে থাকুক, এই কুৎসিৎ নীতির যতদিন পরিবর্ত্তন না হইতেছে, ততদিন স্বদেশী দ্রব্যের উন্নতি হচ্ছে না। দেশ পূজায় সকলকে নিষ্কাম হইয়া স্বার্থ বলি দিয়া পূজায় বা সাধনায় বসিতে হইবে ; একনিষ্ঠ হইয়া সে

সাধনা সিদ্ধ করিতে হইবে, তবে প্রকৃত দেশপূজা হইবে। আসল কথা সেই মামুলী নৈতিক উন্নতি ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। নৈতিক অবনতি দ্বারাই আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি, পিশাচে পরিণত হইয়াছি; তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা। এ দুর্দ্দশা মোচন করিতে মানুষ হওয়ার মত আবশ্যক, অন্য বাজে কথা বাজে আন্দোলনে তত আবশ্যক নয়।

দোকানদার মহাজনগণ এই সময়ে কিছু স্বার্থত্যাগ করিলে, দেশের লোককে উৎসাহিত করিলে, অতিবড় মহৎ এবং প্রকৃত দেশের কাজ হয়ে উঠে কিন্তু সে নৈতিক জ্ঞান যে এদেশের ব্যবসায়ীর আদৌ নাই। এই স্থানেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ব্যবসায়ে সততা একটা খুব বড় মূলধন, টাকা না থাকিলেও শুধু সততা দ্বারায় খরিদার পাওয়া যায়, ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ কর্ত্তে পারা যায়, কিন্তু যেখানে সততার ন্যায় এতবড় মূলধনের অভাব, সেখানে ব্যবসায়ের উন্নতি সম্ভব নহে, ব্যবসায়ের ইতিহাস পাঠে আমরা তাই দেখতে পাই।

সেইজন্য আমাদের দেশীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর উন্নতি দেখ্‌তে পাই না। ২।৪ বৎসর খুব বহ্বাড়ম্বর, তার পরেই অবনতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে পথে এই গুলি প্রধান অন্তরায়। তারপর দেশী জিনিসের ফাঁকি বিস্তর। বোম্বাই প্রভৃতির মিলের কাপড়ের জোড়ায় ভিতর এক খানায় পাড় আছে, একখানায় নাই। একখানা ছোট, একখানা বড়। মাঝের সুতা কম, মুখ পাতের সূতা বেশী. অর্থব্যয় করিয়া সাধারণে কিনিয়া লইয়া গিয়া ঘরে মনস্তাপ ভোগ করে, ক্রমে তার উৎসাহ ভেঙ্গে যায়। কৈ বিলাতি কাপড়ের এমন সকল দোষ তো দেখা যায় না। যেমন মাপ সেই মাপই থাকে ছোট বড় হয় না।

আরও একটা মজার কথা পাঠকগণকে দেখাইতেছি, আমি একবার খুব নামজাদা বড় বিজ্ঞাপনদাতা, সাহেবী ধরণের একটা দোকান হইতে দেশী ধোয়া একজোড়া পুরা অর্থাৎ ১০ হাত ৪৪ ইঞ্চি বহরের কাপড় কিনে ছিলাম, তাঁদের এক কথায় বিক্রি, ৭৲ টাকা দিয়ে কাপড় কেনা হলো। আসিবার সময় আর একবার, জিজ্ঞাসা কল্লেম কাপড় মাপে ঠিক হবেতো, দোকানের মালিক কি ম্যানেজার বল্‌তে পারি না, একটু গম্ভীর হয়ে অহঙ্কারের সহিত বল্লেন—"এটা সাধারণ দোকান নয়"।

আস্তে আস্তে কাপড় নিয়ে চলে এলাম। চাকর কাপড় কোঁচাইবার সময়ে বলিল, বাবু কাপড় জোড়াটা ছোট, নয় হাতি, বহরে কম। সেই অবস্থায় আবার দোকানদারের নিকট লইয়া যাইলাম, দোকানদার বল্লেন, কাপড়ের ভাজ খোলা হয়েছে, আর ফেরৎ লইব না। আমি বুঝলাম, এ দোকানদার ডাকাত, ছোট লোক, অন্য বাক্যব্যয় বৃথা। অগত্যা ৭৲ টাকা জোড়া দামের নয় হাতি কাপড় লইয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম। এই এই প্রসঙ্গে আমি প্রত্যেক ভদ্রলোককে সাবধান করে দিতে চাই, কেহ যদি দেশী ধোবার দ্বারা ধোলাই করা কাপড় কিন্‌তে যান, তিনি যেন কদাচ কাপড় খুলে না মেপে গ্রহণ করেন না। আমার বন্ধু বান্ধব অনেকেই এইরূপে বহুবার প্রতারিত হয়েছেন। যত পুরাতন ষ্টকের মাল বস্তাপচা কাপড়কে আমি বড় বড় দোকানদারের ভিতরের লোকের নিকট শুনেছি, কাচিয়ে দিব্য ভাঁজ করে পূজাব সময় মফঃস্বলের লোকদিগকে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। ভাঁজ দেখ্‌লে ৯ হাত দশ হাতের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই প্রতারণা যদি দেশের দোকানদার করে দেশের লোককে প্রতারিত করে, তবে সাধারণ লোকে কেমন করে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার কর্ত্তে পারে। পাঠক মাত্রেই সেটা বিচার করুন।

তা—ছাড়া এই শ্রেণীর দোকানদারগণই স্বদেশী দ্রব্য লোকে যাতে ব্যবহার না করে, তার চেষ্টা করে থাকে।

দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাতেছি। এদেশের বস্ত্রাদি এখনও অবশ্য বিলাতি কাপড়ের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় নাই, ইহা স্বীকার করতে হবে, দ্বিতীয় কথা বিলাতি কাপড়ের উপরের চটক আগেই খরিদদারকে দেখাইয়া তাহার পর দেশী কাপড় দেখিয়ে দিয়ে বলে থাকে, "বিলাতির কাছে কি দেশী কাপড়" —মাপে ছোট বড়। পাছে খরিদদার হাত ছাড়া হয়, এই ভয়ে বিলাতি কাপড়েরই গুণগান করে বুঝিয়ে সুজিয়ে বিলাতিই বিক্রয় করে থাকে। ইহারা দেশ প্রাণ হয়ে দেশের লোকে যদি দেশজাত কাপড়ই বিক্রয় কর্ত্তো, তা হলে দেশী কাপড় ছাড়া লোকে বিলাতী কাপড়ের পক্ষপাতী হতো না। দেশকে যদি আপনার ভাব, দেশের জন্য যদি প্রকৃতই প্রাণের টানের কথা সত্য হয়, তা হলে দেশের জিনিস যত মোটা, যত খারাপই হউক তাহাই মাথায় তুলে নিতে হবে। তবে দেশের পয়সা দেশে থাকবে, বলা সার্থক হবে। আমরা ননকে অপারেশন বা বর্জ্জনবাদ বুঝতে চাই না, আমরা দেখতে চাই দেশের জন্য প্রকৃত টান আমাদের হয়েছে কিনা, সেটা কর্ত্তব্য বলে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে থাকে যদি, তা হলে আমরা প্রত্যেকে হল্লা গল্লা না করে অনায়াসে নীরবে দেশ সেবা করে যেতে পারি, তাতে বাধা দেয় কে? কিন্তু তেমন ঐকান্তিকতা অন্ততঃ বাঙ্গালায় দেখ্‌তে পাচ্চি না— কলিকাতার তো আপনার মুখেই সব মাতোয়ারা, সংবাদ পত্র পাঠে দূর হতে মনে হতো যে কলিকাতা কি কাজটাই কচ্চে। ওমা কল্‌কাতায় এসে দেখি, সেই কল্‌কাতা সেই কলকতাই আছে। স্কুল কলেজ ছাড়া ছেলে সব মল খসিয়ে লোক হাঁসিয়ে আবার ঢুকেছে, সেই সিগারেট, হাতঘড়ী, টেরী, জুড়ী, বায়স্কোপ থিয়েটারে সমান অপব্যয়; তাই মনে হয়, ঐকান্তিকতার তো কোন

চিহ্নই নাই। কথায় কাজে যাদের ঠিক করা অভ্যাস নাই, তারা আবার মানুষ হবে। ত্যাগী হও, প্রত্যেকে মহাত্মা গান্ধী, সি, আর, দাস হও দেখি দেশের অবস্থা নিশ্চয় ফিরবে। মটরের দৌরাত্মো রাজপথ যমালয় হয়ে উঠেছে, এখনও বিলাসিতার—এক কণা পরিত্যাগ কর্ত্তে পারে নাই, আর মুখে স্বদেশ সেবা কচ্ছ—দেখে আমরা পল্লীবাসী অপার ক্ষোভে মরে যাই।

যাক, আমরা ভাই বলছিলাম, যদি দেশের ব্যবসায়ীগণ দেশের লোককে একটু উদার হৃদয় হয়ে স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার কর্ত্তে উৎসাহিত করেন, তাহা হইলে স্বদেশী-দ্রব্য আরও অধিক হতে থাকে এবং দেশের লোকও স্বদেশের দ্রব্য মাথায় তুলে নিতে সক্ষম হয়। শুভ ঐ হুজুকে মেতে কাজ হবে না। প্রত্যেক ব্যবসায়ী স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের উপকারিতা ক্রেতাকে বুঝাইতে আরম্ভ করুন, অল্প লাভ লইয়া বিক্রয় করুন, দেখিবেন ব্যবসায়ে লাভ হইবে এবং অন্যায় পন্থার—আশ্রয় লইবার আবশ্যকই হইবে না। প্রত্যেক দোকানদার মনে করিতে শিখুক যে এ আমার দেশ, দেশের প্রত্যেক নরনারী আমারই আপনার, আমরা ব্যবসায়ে মাতৃ সেবায় নিয়োজিত, যথাসাধ্য লাভে দেশের কল্যাণ সাধনে মনপ্রাণে পবিত্র ভাবে কার্য্য করিব। আশা করে এই বিশালতা দেশের ব্যবসায়ীর হৃদয় অধিকার করিয়া দেশের অতি বড় কাজ করিব ?

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

গার্হস্থ্য শিল্প।

লোমনাশক চূর্ণ।

(১)

কুইকলাইম বা পাথুরে চূণ	৪ পাউণ্ড
অরপিমেণ্ট (হরিতাল)	১॥ আউন্স

উত্তমরূপে মিশাইয়া ইহার ছয়গুণ জল মিশাইয়া আটার মত করিয়া চুলে বা লোমে লাগাইয়া এক মিনিট পরে ধুইয়া ফেলিলেই লোম উঠিয়া যায়। ইহা বিষাক্ত।

(২)

ক্যালসিয়ম সলফাইড	৪ আউন্স
সুগার (চিনি)	১ আউন্স
ষ্টার্চ পাউডার	২ আউন্স
অয়েল লেমন	৩০ গ্রেণ (ওজন)
অয়েল পিপারমেণ্ট	১০ গ্রেণ

উত্তমরূপে মিশাইয়া শিশি বন্ধ করিয়া বিক্রয় করা যায়, ইহা জলে গুলিয়া লোমে লাগাইলে লোম উঠিয়া যাইবে।

হাত ফাটা যাহাকে আগুণে বাত বলে তাহার ঔষধ।

গ্লিসারিণ	৪ পাইণ্ট
জল	১ কোয়ার্ট
গোলাপ জল	১ কোয়ার্ট

ইহা দ্বারা হস্ত মুখ ধুইলে হাত ও গালের ফাটা মেছেতা পড়া ভাল হয়। ২ আউন্স শিশিতে পুরিয়া।০ আনা শিশি বিক্রয় করিলে লাভ হইতে পারে।

ষ্টোভ পালিস।

বিলাতী উনান অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহার নাম ষ্টোভ। ইহাকে পালিস করিবার আবশ্যক হয়। বিলাতে ইহাব ভারি কাট্‌তি একটী ছোট ২।৩ আউন্স প্যাকেট।০ দামে বিক্রয় হয়। কেহ ইচ্ছা করিলে ইহা পেটেণ্ট করিয়া বিক্রয় করিতে পারেন।

বাজারে রংএর দোকানে ব্লাকলেড বা প্লামবেগো নামক এক প্রকার জিনিস আছে তাহার।০ আনা পাউণ্ড ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট কাগজের বা কাঠের বাক্সে অন্ততঃ এক পাউণ্ডে ৪টী বাক্স হইতে পারে, সুন্দর লেবেল দিয়া প্রত্যেকটী ১০ আনায় বিক্রয় করা যাইতে পারে। ।০ চারি আনায় প্রায় ৵০ আনা লাভ হইবে।

ব্যবহার প্রণালী :—উননটীকে সোডা দ্বারা ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইবে, তাহাতে একটু ফ্লানেলকে জলে ভিজাইয়া ঐ গুড়া প্লামবেগোতে ডুবাইয়া ষ্টোভে মাখাইয়া একটু ফেলিয়া রাখিলেই শুকাইয়া যাইবে, তাঁহার পর শুষ্ক পশমী কাপড় দ্বারা ঘর্ষণ করিলে খুব উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ পালিস উঠিবে এবং দেখিতে নূতনের মত হইবে।

উৎকৃষ্ট দন্তশূল নিবারক ঔষধ।

ইহা বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে।

প্রস্তুত প্রণালী।

ক্যাম্ফর (কর্পূর)	১ আউন্স
সলফিউরিক ইথার	১ আউন্স
টিংচার লডেনম	১ আউন্স
টিং কেটিনি	১ আউন্স

সমস্ত গুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ ড্রাম যতগুলি শিশি হয়, পূর্ণ কর। ইহাতে একটু তুলা ভিজাইয়া যন্ত্রণাময় দন্তের গর্ত্তে ঐ তুলা লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হইবে। ঢোক গিলা নিষেধ। প্রত্যেক শিশি।০ আনায় স্বচ্ছন্দে বিক্রয় করা চলে। এক আউন্সে ৮ শিশি ঔষধ হইবে, ৪আউন্সে ৩২ শিশি ঔষধ হইবে। লাভ যথেষ্ট।

কালী তুলিবার আরক।

ইহাও আফিসে বিক্রয় হইবে, পাকা খাতায় একটা লিখিয়া যদি তাহা তুলিবার আবশ্যক হয়, সেই স্থানে এই আরক লাগাইলে বে-মালুম দাগ উঠিয়া যাইবে, অথচ কাগজ নষ্ট হইবে না। ইহা বিলাতী আইসে। আমাদের দেশেও প্রস্তুত হওয়া উচিত। প্রতি শিশি।০ আনো বিক্রয় করা যাইতে পারে।

১ পাউণ্ড ক্লোরাইড্ অফ লাইম্ এক গ্যালন জলে দিয়া একদিন ও রাত্রি একটা নিভৃত স্থানে রাখিয়া দাও। পরদিন ইহাতে

এসিটিক অ্যাসিড ৬ আউন্স দাও, এইরূপ অবস্থায় শিশিতে পুরিয়া খুব ভাল করিয়া কর্ক বন্ধ কর যেন বাতাস না প্রবেশ করিতে পায়। ইহার নাম লাইটনিং ইঙ্ক ইরেজার অর্থাৎ বৈদ্যুতিক কালী তুলিবার আরক। নিজে যাহা ইচ্ছা নাম দিয়া বিক্রয় করিতে পার।

নস্য প্রস্তুত প্রণালী।

খুব ভাল তামাকের পাতা লইয়া গোলাপ জলে ভিজাইয়া পর ভাল করিয়া চূর্ণ করিয়া কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে উৎকৃষ্ট গোলাপী নস্য হইতে পারে এবং বাজারে বিক্রয় হইতে পারে।

সোণালী কালী প্রস্তুত প্রণালী।

বাজারে ছাপাখানার ব্যবহারের জন্য এক প্রকার Bronze Powder বা সোণালী গুঁড়া বিক্রয় হয়, দাম বেশ নয়, এক একটী প্যাকে ১ আউন্স আন্দাজ থাকে, মূল্য প্রতি প্যাক ৶০। সেই চূর্ণ আনিয়া গঁদের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খলে উত্তমরূপে মাড়িয়া লও, এমন পরিমাণে জল ইহাতে দেওয়া উচিত, যেন কালী কলমের মুখে বেশ সরল হয়। লেবেল দিয়া প্রতি শিশি ।০, ৵০ আনা বিক্রয় হয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

এখানে এখন অনেকেই উপস্থিত আছেন, যাঁহারা আমার সহিত একসঙ্গে রণক্ষেত্রে অস্ত্র সঞ্চালন করিয়াছেন—তাঁহারা আমার স্বদেশানুরাগ, বিশ্বস্ততা এবং অবলম্বিত মতের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার কথা ব্যক্ত করিতে পারিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা সকলেও সেই মতের অকৃত্রিম পূর্ণ উপাসক। মহোদয়গণ! আপনাদের সম্মুখে যে ব্যক্তি দণ্ডায়মান, তাহার পরিবারভুক্ত কয়েক ব্যক্তি ষ্টুয়ার্ট বংশীয় চালসের হস্তে অতি নির্দ্দয়ভাবে নিগৃহীত হইয়াছে। যদিও এখন ইহা সর্ব্বজনবিদিত ঘটনা, তথাপি আমি আপনাদের সমক্ষে প্রকাশ করিতে লজ্জায় অধোবদন হইতেছি যে, আমার সহোদরা ঐ ব্যক্তির অতি পৈশাচিক বিশ্বাসঘাতকতায় কলঙ্কিনী। কিরূপ প্রলোভনের বিভৎস বিস্তার করিয়া সরলার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল সকলেই এখন জানিতে পারিয়াছেন। দুর্ব্বৃত্ত শুদ্ধই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া—তাহার ধর্ম্মনষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই—অভাগিনীকে তাহার দুঃখের অবলম্বন, শোকের সান্ত্বনার স্থল সন্তানটী হইতেও বঞ্চিত করিয়াছে। আমার পরিবারবর্গই যেন তাহার দানবলীলার চিহ্নিত ভূমি। গত বৎসর শরৎকালে আমার দুহিতা ও ভগ্নী ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলে, সার উইলিয়ম ব্রাগের নিয়োজিত গুণ্ডার দল তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। পরে অবগত হইলাম, এ দুষ্কার্য্যও ঐ দুর্ব্বৃত্তের ইঙ্গিতে এবং আদেশে সম্পাদিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের ভাগ্যবিধাতা আমার কন্যাকে নেদারল্যাণ্ডের অধীপের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য উৎপীড়ন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কি উপায়ে আমার কন্যা সে যাত্রা রক্ষা পায়, এ স্থানে বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই। সেই সময়ে আমার ভগ্নী তাহার সর্ব্বনাশকারীর প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে সক্ষম হয়। এই স্থলেই ঐ অত্যাচারের শেষ হয় নাই। যে সদাশয় পবিত্রহৃদয় যুবক আমার দুহিতার পাণিগ্রহণ করে, রাজাজ্ঞায় তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। তাহার অপরাধ—সে আমার কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার পর আমার কারাবরোধ—আমার স্কন্ধে হত্যাভিযোগের আরোপ—আমাকে অপরাধী প্রতিপন্ন করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাইবার জন্য সর্ব্বপ্রকারের আয়োজন। তাহার পর বিচারের নামে ব্যভিচার। যদি ভগবান আমার সহায় না হইতেন—প্রথিতযশা অদ্ভুত কর্ম্মা জেনারেল অলিফাণ্টকে আমার উদ্ধারার্থ প্রেরণ না করিতেন, আমাকে চিরদিনের মত কলঙ্কিত হইয়া বধ্যভূমিতে মস্তক দিতে হইত। যে ব্যক্তি আমার এবং আমার প্রিয়জনের উপর এই সকল অত্যাচার করিয়াছে, তাহার প্রতি আমার কিরূপ ব্যবহারের প্রত্যাশা আপনারা করেন?”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কলোনেল কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব হইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া, সমবেত প্রায় সকলেই দারুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

প্রায় এক মিনিট নীরব থাকিয়া পুনরায় তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“যদি চার্লস ষ্টুয়ার্ট আমার মত একজন নগণ্য ব্যক্তির প্রতি এই সকল অত্যাচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, আজ আপনারা এই স্থলে সকলে সমবেত হইতেন না। আমি স্বভাবতঃ প্রতিহিংসা পরায়ন নহি। অত্যাচারীর প্রতি অত্যাচার করিতেও আমি ভালবাসি না। প্রতিহিংসার পরিবর্ত্তে প্রতিহিংসা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়। পাপীর পাপের দণ্ডবিধানের জন্য ভগবানের কঠোর কুলিশ সর্ব্বদাই উদ্যত আছে—পরিচিন্তন করিয়া যে ব্যক্তি নিশ্চিন্তে কালহরণ করিতে পারে, তাহার আসন হয় সাধারণের আসনের অনেক উচ্চে অবস্থিত, নয় তাহার মত অপদার্থ জীব জগতে আর দুইটী নাই। আমিই যে কেবল একমাত্র চার্লসের অত্যাচারে উৎপীড়িত, এমন নয়। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, দেখিতে পাই আমার সহস্র সহস্র স্বদেশবাসী রাজ-অত্যাচারের পাষাণতলে নিপতিত হইয়া, মর্ম্মভেদী হাহা রবে অনবরত দশদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে! প্রজা করভারে নিষ্পেষিত হইয়া চক্ষের জলে বক্ষ প্লাবিত করিয়া রোদন করিতেছে—আর দেশের রাজা প্রজার সেই শোণিতসম অর্থে পুষ্ট হইয়া, ইন্দ্রিয়পরা-

হীনতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে! রাজ-বিলাসের সে তরঙ্গে দেশ টলমল করিতেছে —খৃষ্টানশাসিত সমগ্র দেশ কলঙ্কে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! দেশে অত্যাচারের বন্যা আসিয়াছে—বিচারের নামে ব্যভিচার হইতেছে—দেশের আইন অবিচারের পদতলে বিদলিত হইতেছে—লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা করা দায় হইয়াছে! দিন দিন ইংলণ্ড অধঃপাতের গভীর খাদে নিমজ্জিত হইতেছে—শক্তি সামর্থ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রোথিত গৌরব রাজসমূহের নামের তালিকা হইতে ইংলণ্ডের নাম মুছিয়া যাইতে বসিয়াছে। রাজা স্বয়ং ব্যসনে মগ্ন—তাঁহার পারিষদবর্গ তাঁহার অনুকরণে উন্মত্ত। ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রবল প্লাবনে দেশ ভাসিতেছে—এ প্লাবনের স্রোতে দেশের শ্রীসম্পদ সব ভাসিয়া যাইবে। সকল বিষয়েরই একটা সীমা আছে—মানবের সহনশীলতা অসীম নয়। এত অত্যাচারে, অবিচারেও যদি আমার ধৈর্য্যের বন্ধন শিথিল না হয়, আমার স্বদেশ এবং স্বদেশবাসীকে যদি ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে না পারি—স্বদেশের মঙ্গলের পদতলে যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিতে না পারি—তবে কখনই আমি ইংলণ্ডবাসী ইংরাজ বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য পাত্র নহি।”

তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলী আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের সে উত্তেজনার উপশম হইলে তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—“বন্ধুগণ! আমি ব্যক্তিগতভাবে যে উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছি—এবং সাধারণ ভাবে স্বদেশবাসীর সহিত যে ভাবে নিষ্পেষিত হইতেছি, সকলই আপনাদের সমক্ষে বিবৃত করিলাম। আপনারা হয়ত ভাবিতে পারেন, আমার নিজের উপর অত্যাচার হইয়াছে বলিয়াই, সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ দিবার জন্য আপনাদের সহানুভূতি আকর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিহিংসার পক্ষপাতী নাহি। আমি সরলভাবে সত্য বলিতেছি, এই কার্য্যের দ্বারা আমার ব্যক্তিগত একটী ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য সাধিত হইবে বটে, কিন্তু ইহার সফলতার সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও মহদুপকার সাধিত হইবে। যদি আমার এই ক্ষুদ্র স্বার্থও ইহার মধ্যে জড়িত না থাকিত আমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি এমনই ভাবে এই সংকল্পিত সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতাম। আমাদের এই সংকল্প সিদ্ধ করিতে হইলে, আমাদিগকে যে কোন উপায়ে রাজাকে আবদ্ধ করিতে হইবে।”

তাঁহার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইবা মাত্র, শ্রোতৃমণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। কেহ উত্তেজনাবশে মাথা নাড়িলেন—কেহ অপরের মুখের দিকে সন্দিগ্ধভাবে চাহিলেন—কেহ কথাটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া, বক্তার মুখের দিকে অবাঙ্মুখে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

কলোনেল পুনরায় কহিলেন,—“সভাগণ! আমার এ উক্তি সাময়িক উত্তেজনার ফল নয়। আমি অনেক ভাবিয়া, অনেক চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। যে কোনরূপে হউক রাজা এবং যদি সম্ভব হয় তাহার সহোদর ইয়র্কের ডিউককেও আবদ্ধ করিতে হইবে। কি উপায়ে এই কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাহাও বিবৃত করিতেছি। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমার উদ্দেশ্যের বিষয় শ্রবণ করুন। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথম উদ্দেশ্য :—চার্লস যখন আবদ্ধ হইয়া আমাদের সম্মুখে এই কক্ষে দণ্ডায়মান হইবে, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, সে আমার ভগ্নীর গর্ভজাত তাহার ঔরস পুত্র লইয়া কি করিয়াছে। তাহাকে আবদ্ধ করিবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য,—আমরা তাহাকে এমনভাবে বাধ্য করিব যাহাতে সে আর ভবিষ্যতে প্রজার অধিকার এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম না হয় এবং প্রজার যে সকল অধিকার অপহরণ, এবং স্বাধীনতার সঙ্কোচ করিয়াছে, তাহা প্রত্যর্পণ করে। এক্ষণে কি প্রকারে তাহাকে আবদ্ধ করিব শ্রবণ করুন। নিউমার্কেটের ঘোড়দৌড়ের আর বিলম্ব নাই সংবাদ পাইয়াছি, রাজা সেই ঘোড়দৌড়ে যোগ দিবে। তাহার ভাইও তাহার সঙ্গে থাকিবে। নিউমার্কেটে যাইবার পথ আমার এই বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া। চার্লস বেশী লোকজন সঙ্গে লইয়া বাহির হইতে ভালবাসে না। সেই জন্যই বলিতেছি, আমাদের সংকল্প সিদ্ধির সুবর্ণ সুযোগ সম্মুখে উপস্থিত। বিষয়টী মীমাংসার জন্য আপনাদের করে অর্পণ করিলাম—আপনারা বিচার বিতর্ক করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করুন।”

এই বলিয়া কলোনেল উপবেশন করিলেন।

পঞ্চাধিকশততম পরিচ্ছেদ।

বাদানুবাদ।

এইবার সকলে কলোনেলের প্রস্তাবের বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। মিষ্টার ওয়েষ্ট একজন উকিল—কিছু বেশী বচনবাগীশ এবং অনুপ্রাসের পক্ষপাতী। প্রথমেই তিনি আরম্ভ করিলেন,—“বর্ত্তমান বিষয়টী বলা বাহুল্য যাঁহারা এখানে বসিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বড়ই বিস্ময়জনক হইলেও, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সরলমনে ইহাতে সম্মতি সংজ্ঞাপন করিতেছি। সুমীমাংসার জন্য সাধ্যমত সকলকেই সোৎসাহে ইহাতে যোগ দিতে হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত সততা রক্ষা করিবার জন্য সত্যপাশে সংবদ্ধ হইতে হইবে। সত্য কথা বলিতে কি, সন্ধ্যাকালে সদলবলে এ স্থলে সমবেত হইবার পূর্ব্বে একবারও স্মরণপথে সমুদিত হয় নাই যে, এরূপ স্বদেশানুরাগের সমুজ্জ্বল সদৃষ্টান্ত সন্দর্শন করিয়া সুখী হইতে সক্ষম হইব। কিন্তু একটী বিষয় বিশেষ ভাবে ভাবিবার বিষয় বটে। রাজার নিকট হইতে জোর করিয়া যাহা আদায় করা যাইবে—শেষ পর্য্যন্ত তাহা যে রক্ষিত হইবে—তাহার জামিন কি?”

ভাটীওয়ালা বোর্ণ রূঢ়ভাবে উত্তর করিলেন,—"আমি দেখিতেছি একটীমাত্র জামিন আছে।"

কলোনেল রামসি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। পান্থাবাসের সত্বাধিকারী শেফার্ড কহিল,—"চার্লসের কথা বা জামিন কিছুতেই আমার বিশ্বাস নাই। সময় পাইলে দুইটীকেই সে দলিত করিতে পারে।"

ফাগু´সন কহিলেন,—"বন্ধুগণ বাজে তর্ক বিতর্ক না করিয়া অগ্রে আমাদের দেখা কর্ত্তব্য—আমাদের অবস্থা কিরূপ। যদি আমরা প্রজাতন্ত্র সম্প্রদায় একক দণ্ডায়মান হই, এবং বলপূর্ব্বক রাজা বা তাঁহার ভ্রাতার নিকট হইতে আমাদের অনুকূল সর্ত্তে কোন চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করিয়া লইতেও সমর্থ হই—তাহাতে কি ফল দর্শিবে। তাঁহারা মুক্ত হইবামাত্র আমাদিগকে উপেক্ষা করিবে—আমাদের সে চুক্তিনামার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিবে কিন্তু যদি আমাদের পার্শ্বে দেশের অপরাপর খ্যাতনামা সামন্তগণ দণ্ডায়মান হন, তবে কথনই তাহারা সেরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে সাহস করিবে না।"

রামসি। ঠিক বলিয়াছেন। আমাদের শক্তিশালী সাহায্যকারীর অভাব হইবে না। লর্ড উইলিয়ম রসেল সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের পৃষ্ঠপোষক হইবেন।

ফাগু´সন। উইলিয়ম রসেল যদি আমাদের দলে যোগ দেন, তাঁহার সঙ্গে আরও অনেকে যোগ দিবেন। তিনি কথনই একা আসিবেন না।

রামসি। নিশ্চয়। ইসেক্স, সাপ্টসবেরি, হোয়ার্ড, সিডনে, গ্রে, হাম্পডেন এমন কি ডিউক অব মন্মথ পর্য্যন্ত আসিবেন।

বোর্ণ। আমার মতে ডিউক, আর্ল বা লর্ড—ও সকল না আসিলেই ভাল।

শেফার্ড। আমারও মত তাই।

ওয়েষ্ট। সুহৃদ এবং স্বদেশবাসিগণ। সর্ব্বাগ্রে আমাদের দেখা কর্ত্তব্য কি সর্ত্তে উইলিয়ম রসেল আমাদের সম্প্রদায়ে আসিতে চাহিতেছেন।

রামসি। আপনারা সকলে তাঁহার প্রকৃতি জানেন। আমরা সহসা যাহাতে কোনরূপ অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় না দিই, তাহারই প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখিবেন। আমাদিগকে তাঁহার মতাবলম্বী হইয়া চলিতে হইবে। আপাততঃ এইরূপ বন্দোবস্ত—তাহার পর একবার আমাদের দলে নাম লেখাইলে, আর তিনি হটিতে পারিবেন না। দলে ভেঁড়ানই শক্ত—কিন্তু সে কার্য্য কাল সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

ফাগু´সন তাঁহার মতের সমর্থন করিলেন। রামবল্ডকে নীরব দেখিয়া রামসি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কোন মতামত প্রকাশ করিতেছ না কেন ?"

রামবল্ড। যে পর্য্যন্ত না আমার অবশিষ্ট বন্ধুদের অভিমত শুনি সে পর্য্যন্ত আমার কোনও কথা বলা কর্ত্তব্য নয়।

ওয়ালকট। আমিও উইলিয়ম রসেল এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের আমাদের পক্ষাবলম্বনের পক্ষপাতী। তাঁহারা আমাদের দলে আসিলে মন্মথের ডিউকও নিশ্চয় আসিবেন। ডিউক প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী। উক্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপর যখন জুলুম আরম্ভ হইয়াছে, তখন উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী সহস্র সহস্র লোক ডিউককে অগ্রণী করিয়া দলবদ্ধ হইবে।

ওয়েষ্ট। সভ্যগণ! আমি আপনাদের গোচরার্থ সরলভাবে এবং সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, ইহার সহিত ধর্ম্মের সংস্রব না রাখাই ভাল। আমার মতে মাননীয় কলোনেল রামবল্ডের মুখে অগ্রে শোনা কর্ত্তব্য। তিনি চার্লসের নিকট কি সর্ত্তে জামিন নামা লিখিয়া লইতে অভিপ্রায় করিয়াছেন।

আমষ্ট্রঙ্গ। আমি তাঁহার অভিপ্রায়ের আভাস পাইয়াছি; তিনি চার্লসকে এমনই কঠোর প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিয়া লইতে চান; এবং তাহাকে এমনই শপথগ্রহণে বাধ্য করিবেন যে, চার্লস যতই কেন অব্যবস্থিত চিত্ত ধর্ম্মহীন হউক না কেন, কথনই সে প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিতে সাহস করিবে না।

রামবল্ড। শুদ্ধ তাহাই নয়, ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত করিয়া রাজ্যময় প্রচার করিয়া দিব। আমাদের সকলকে যাহাতে সম্পূর্ণরূপে মার্জ্জনা করে, ভবিষ্যতে কথনও কাহারও প্রতি কোনও অত্যাচার না করে—তাহারও ব্যবস্থা করিয়া লইব। চার্লসের মৃত্যুর পর তাহার সহোদর ইয়র্কের ডিউক, যাহাতে রাজ্যের সকল দাবীদাওয়া ছাড়িয়া দেয়, তাহাও তাহার দ্বারা লেখাইয়া লইব। যে পর্য্যন্ত না আমাদের এই সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, আমরা তাহাদের দুই সহোদরকে আবদ্ধ করিয়া রাখিব। ইতিমধ্যে আমাদের ঘোষণাপত্র প্রচারের ফলে, রাষ্ট্রময় এমনই একটা উত্তেজনার তরঙ্গ উঠিবে—যাহার সম্মুখে মুক্তি পাইবার পরও, চার্লসের দণ্ডায়মান হইতে সাহস হইবে না।

শেপার্ড। যদি অবাধ্যতা প্রকাশ করে—আমাদের প্রস্তাবে সম্মত না হয় ?

রামবল্ড। ভয় প্রদর্শন করিব। আমাদের উগ্রতা দেখিলে নিশ্চয় তাহারা সম্মত হইবে। এই স্থলে আমি আপনাদিগকে আর একটী সংবাদ দিয়া রাখি। আপনারা এই কক্ষে আসিবার সময়ে, সম্ভবতঃ সোপানাবলীর পাদদেশে একটী দ্বার দেখিয়া আসিয়া থাকিবেন। ঐ স্থান হইতে নেদার হল পর্য্যন্ত একটী সুড়ঙ্গ আছে। তাহারই মধ্যে আমরা তাহাদিগকে দুই দশ দিন অনায়াসে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব।

রামসি এবং ওয়েষ্ট রামবল্ডের পক্ষাবলম্বন করিলেন। অন্ধকার ভূগর্ভাবাসের মধ্যে অর্দ্ধাহারে বা উপবাসে দুই চারিদিন অতিবাহিত করিতে হইলেই, রাজা এবং রাজসহোদর যে সহজেই তাঁহাদের প্রস্তাবে অনুমোদন করিবেন, তাহা তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিলেন।

শেফার্ড তাঁহাদের মতাবলম্বী।

রামসি। তাহা হইলে রাজা এবং তাহার সহোদরকে আবদ্ধ করাই স্থির হইল। রসেল বা তাঁহার বন্ধুবর্গ ইহাতে কখনই অসম্মত হইবে না।

আর্মষ্ট্রঙ্গ। কিন্তু কি উপায়ে এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবে?

রামবল্ড। সহজেই নিউমার্কেট রাস্তার যে অংশে আমার শস্যাগার অবস্থিত, সেই অংশটী সর্ব্বাপেক্ষা সংকীর্ণ। সেই পথে আমার একখানা মালগাড়ী পূর্ব্ব হইতেই এমনইভাবে রাখিয়া দিব যে, রাজ-শকট তাহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, সেখানা উল্টাইয়া যাইবে। পথরুদ্ধ হওয়াতে, রাজ-শকটেরও গতিরোধ হইবে। আমরা সদলবলে আমার শস্যাগার এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে লুক্কায়িত থাকিব। রাজার সঙ্গে বড় জোর অর্দ্ধ ডজন শরীররক্ষী থাকিবে। সে কয়জন শরীররক্ষীকে অস্ত্রচ্যুত এবং বন্দী করিতে বেশী সময় লাগিবে না। শকটচালক, সহিস এবং সেই সময়ে সে স্থলে যে কেহ দর্শক থাকিবে, তাহাদিগকেও বন্দী করিতে হইবে। গাড়ী ঘোড়া লুকাইয়া ফেলিব।

সকলেই সুখ্যাতির সহিত রামবল্ডের এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। তখন আর দুই চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের মীমাংসার পর, সে দিনের মত আলোচনা বন্ধ হইল। রামবল্ড তখন সমাগত সভ্যগণের সম্মুখে সুরা ও সুরাপাত্র বাহির করিলেন। রামসির রসনা আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া সকলের মধ্যে সুরাবণ্টনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ষড়াধিকশততম পরিচ্ছেদ।

হেনরিয়েটা।

কলোনেল রামসি অতিথিরূপে রাইহাউসে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার এস্থানে অবস্থান করিবার উদ্দেশ্য যে অন্যরূপ—তিনি যে তাঁহাদের সঙ্কল্পিত ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। রামবল্ডের তিনি যৌবনের সমর-সহচর—তাঁহার সহিত তাঁহার খুব হৃদ্যতা, সুতরাং তিনি সহসা অতিথিরূপে রাইহাউসে অবস্থান করিতে আসিলেও কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ হইল না। বাড়ীর গৃহিণী যেমন সরলা, তেমনই স্বল্পবুদ্ধি। কোনরূপ ছল চাতুরীর মধ্যে তাঁহার বুদ্ধি প্রবেশ করে না। হেনরিয়েটা আপনার দুঃখের বোঝা লইয়া শশব্যস্ত—অন্যদিকে চক্ষু কর্ণ সংযোগ করিবার তাঁহার অবসর কোথায়?

এইভাবে দুই চারিদিন গত হইবার পর হেনরিয়েটা দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সহোদর সন্ধ্যার পর প্রায়ই বাহিরের বৈঠকখানায় বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কি পরামর্শ করেন। কথায় কথায় একদিন একজন পরিচারিকার মুখে শুনিলেন, পান্থাবাসের সত্বাধিকারী শেপার্ড প্রায়ই সন্ধ্যার পর তাঁহার সহোদরের নিকট আনাগোনা করিতেছে। তাঁর ভ্রাতৃবধূ কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ না করিলেও একদিন তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল,—"কলোনেল রামসি বড়ই অমায়িক লোক—তাহার সহবাসে তোমার সহোদরের সময় বেশ সুখে অতিবাহিত হইতেছে। এরূপ একটী দুর্ঘটনার পর, এরূপ একজন বন্ধুর সাহচর্য্য লাভ করাতে, তাঁহার মানসিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।"

স্বামীর এবম্বিধ আচরণে পত্নীর মনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক না হইলেও, হেনরিয়াটার অন্তঃকরণ সংশয়ের নিবিড় ছায়ায় অন্ধকার হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি কাহারও নিকট কিন্তু তাঁহার এ সংশয় ব্যক্ত করিলেন না। তিনি আপনার নির্জ্জন কক্ষে একাকিনী উপবেশন করিয়া এ সম্বন্ধে যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন, তাঁহার অন্তঃকরণে পূর্ব্ব সন্দেহ ততই ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন তাঁহার সহোদরের হৃদয়ে কোনরূপ অযথা আত্মাভিমান না থাকিলেও কোন বিশেষ কারণের অস্তিত্ব ব্যতীত তিনি কখনই শেপার্ডের মত একজন সামান্য লোকের সহিত সমাতা সূত্রে আবদ্ধ হইবেন না। কোন গূঢ় অভিসন্ধি না থাকিলে, রামসির সহিত রুদ্ধদ্বার কক্ষে উপবিষ্ট হইয়া কখনই যামিনীর মধ্যযাম অতিবাহিত করিতেন না। শেফার্ডের রাজনৈতিক অভিমত পল্লীস্থ কাহারও অবিদিত নাই—কলোনেল রামসিও প্রজাতন্ত্রবাদী বলিয়া সর্ব্বত্র সুবিদিত—সুতরাং এরূপ তিনটী লোকের একত্র সমাবেশ নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদের মধ্যে যে কোনরূপ চক্রান্ত চলিতেছে, অনুমান করিয়া লইতে হেনরিয়েটার বড় বেশী বিলম্ব হইল না। তিনি ভ্রাতার পরিণাম ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এ চক্রান্ত যে রাজার বিরুদ্ধে হইতেছে—তাহাও বুঝিলেন। অলিফাণ্ট তাঁহাকে এরূপ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কেন করিয়াছিলেন? কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ কোন চেষ্টাই সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না। তাঁহার দূরদর্শিতায় তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল বলিয়াই, হেনরিয়েটা কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহারই জন্য তাঁহার সহোদর একবার আত্মজীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন—একবার দৈবানুকুল্যবশতঃ মৃত্যুর ব্যাদিত বদন হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, এবার যদি পুনরায় কোন কারণবশতঃ ধৃত হইয়া, বিচারকের সম্মুখে নীত হন, এবার আর কোন রূপেই নিস্তার পাইবেন না।

এখন তাঁহার কর্ত্তব্য কি? কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না।

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ বর্ষ।] ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩২৮ সাল। ইং ১১ই নবেম্বর, ১৯২১ সাল। [৭ম খণ্ড।

দেশের কথা।

নাবি বর্ষার জন্য বহু স্থানের বহু জমি অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছে—কৃষির অবস্থা আদৌ আশাপ্রদ নহে। চারিদিকেই বিকট ম্যালেরিয়ার প্রকোপ—ইতিমধ্যে প্রতি ঘরে ঘরেই হাসপাতালের রোগীর ন্যায় রোগ-শয্যা। সমস্ত দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য—অন্ন বস্ত্রের অভাব। অনাহারে পীড়িত ভগ্নদেহে নানান রোগের চিরআবাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ম্যালেরিয়ার জন্য একমাত্র মশা ও তাহাদের আবাসভূমি পচা পুকুর ও জঙ্গলকেই দায়ী করা হইয়াছে এবং তৎ সম্বন্ধেই কর্ত্তৃপক্ষগণ গবেষণায় প্রবৃত্ত, অথচ অর্থাভাবে অর্দ্ধভুক্ত—অনশন পীড়িত জন সাধারণকে নিজেরাই প্রতিবিধান করিবার জন্য সভা সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া হইতেছে, পেটের ভাতের যদি যোগাড় থাকিত—দুবেলা পুষ্টিকর খাদ্য শীতাতপ ...ভে দেহ রক্ষার উপযোগী বস্ত্রাদি যদি ...কে পাইত, তবে মশা তাড়াইবার প্রাটিস্ ...মর্শ দিবার জন্য সভাসমিতি, রিজো- ...শন—এ সকলের জন্য চেষ্টা করিতে ... না—ম্যালেরিয়া আপনা আপনি দে- ...স হইয়া যাইত। অনাহার, অর্দ্ধাশন, ...ভাবে উপযুক্ত বাসস্থান বস্ত্রাদির অভাবই যাবতীয় পীড়ার কারণ এটা উপেক্ষা করিয়া, বেচারা মশার ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিলে চলিবে কেন? অন্ন বস্ত্রের স্বচ্ছলতার জন্য মনোযোগী না হইলে ও শাসন সংস্কারের জন্য ধেই ধেই করিয়া নাচায় কোন ফলই জন সাধারণের চক্ষে ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্যই নহে। জন সাধারণ কাউন্সিলের মেম্বর, বড় বড় নাম খেতাবের দিকে লক্ষ্যও রাখে না—তাহারা চায় দুটি অন্নের সংস্থান—কয়েক খানি বস্ত্রের সংস্থান, তাহা হইলেই তাহারা শান্ত শিষ্ট ভাবে আপনাদের দীন জীবন অতিবাহিত করিয়া দিতে পারে। রাজনীতির ছায়াতেও তাহারা যাইতে চায় না। এইটুকুই আসল সত্য, কিন্তু রাজ-কর্ম্মচারী বা দেশের নেতাগণ এদিকে তেমন মনোযোগী নহেন। এই খানেই গলদ।

কৃষির উন্নতির জন্য প্রজা সাধারণ কি করিয়া উঠিতে পারে? তাহা তাহাদের সাধ্যের অতীত ব্যাপার। যে কার্য্য গবর্ণমেণ্ট অর্থাভাবের অজুহাতে সম্পন্ন করিতে অক্ষম, সে কাজ দীন—দরিদ্র প্রজায় কেমন করিয়া সাধন করিতে সক্ষম হইতে পারে? এদেশের কৃষির উন্নতির প্রধান অন্তরায় জলাভাব বা স্থানে স্থানে নদ নদী প্রধান প্রদেশ সমূহে অতি বৃষ্টি বা প্লাবন—এই দুইটী সমস্যার নিরাকরণ করিতে পারিলে এদেশের কৃষি গবেষণার সার্থকতা হয়, তবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর চাষের গবেষণা ধারণার মধ্যে আসিতে পারে। এজন্য দেশের মাঠের পুষ্করিণীর জীর্ণ সংস্কার ও ইরিগেশন এই সকল আবশ্যক। ইহাতে প্রচুর অর্থের আবশ্যক। কিন্তু সে অর্থ জলকর হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, যেখানে যেখানে ক্যানেলাদি আছে, সেখানে বিঘাপ্রতি কর ধার্য্য আছে—কৃষির উন্নতি হইলে প্রজার কর দিতে কষ্ট হয় না, সন্তোষের সহিত দিতে পারে। কিন্তু প্রজা সাধারণ ঐ এত বড় কার্য্য করিতে পারে না তো—সেটা গবর্ণমেণ্টেরই কাজ, কিন্তু তেমন কোন স্থলে হইতেছে কৈ? অর্থাভাবের অজুহাতে জন রক্ষা হয় না—জনপদ শ্মশানে পরিণত হয়, আধি ব্যাধিতে দেশ উৎসন্ন যায়—কোটী কোটী বিঘা জমী অনাবাদী পড়িয়া থাকে, আস্তে আস্তে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী সমগ্র দেশ গ্রাস করিয়া ফেলে, তখন ভাঁড়ের কর্পূর ফুরাইয়া আসে। দেশ মরুভূমিও হয়, তখন শ্রমজীবির অভাবে দেশের খনিজ সম্পদ, Raw material, যাহার জন্য সমগ্র জগতের ব্যবসায়ীর ভারত-মধুচক্রের দিকে লোলুপ দৃষ্টি, তাহাদেরও আশা ভরসা ফুরাইয়া যাইবে। আর তেমন দেশের প্রজা তো—যায়ই সে কি ভয়ানক

দিন—কিন্তু সকলেই দেখিতেছেন, এ দেশের যেন সেইরূপ দিনই নিকট হইয়া আসিতেছে পরমুখাপেক্ষী জাতি, যাহাদের কৃষি শিল্প বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে জাতি এত দুঃখ কষ্টেও বিলাসিতা অপব্যয়ের মদিরায় বিভোর, তাহারা আর কত কাল এইরূপে জীবিত থাকিতে পারে? তাই বলি, সেই মহাঘোর অমানিশায় ক্রমে এদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে বেশী বিলম্ব নাই! তখন সেই দিনে এই যে দেশের জনসাধারণের জীবন রক্ষার উপেক্ষা জনিত মহাপাপ, তাহার প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এদেশের অকাল মৃত্যু, ম্যালেরিয়া এবং অসংখ্য ব্যাধির কারণ কেবল মশা এবং রোগ বীজাণুই নয়—অন্ন বস্ত্রের সমস্যাই মুখ্য কারণ—যিনি সেই সমস্যার নিরাকরণ করিতে সক্ষম, তিনিই মহাপুরুষ—কিন্তু এই বিকট স্বার্থের যুগে সেরূপ মহাপুরুষ অন্ততঃ ভারতের ভাগ্যে দুর্লভ।

তবে দেশ একটা কাজ করিলে অতি যথার্থ্যতার মুখে কতকটা দাঁড়াইতে পারিয়া কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে—সেটা কি? মিতব্যয়িতা—বিলাসিতাকে দেশ হইতে বিতাড়িত কর, অনাবশ্যকীয় পোষাক পরিচ্ছদ পান ভোজনকে গৃহ প্রাঙ্গণ হইতে সমার্জ্জনী দিয়া দূর করিয়া দাও; অযথা আমোদ প্রমোদ, থিয়েটার, বায়স্কোপ, বাগানপার্টি, ছাড়িয়া দাও,—মোটা ভাত, মোটা কাপড় পরিয়া অর্থ সাহায্য করিয়া দুর্ম্মূল্যতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হও—বৃথা ফতো নবাবীর পয়সাটা খাদ্য দ্রব্যে লাগাইয়া জীবন রক্ষা কর—নচেৎ আজ নিস্তার নাই। এই স্বার্থের পাপময় যুগে কেহ কাহারও মুখ পানে ফিরিয়াও তাকাইবে না—চাচা আপনার প্রাণ বাঁচার যুগ!" আবার সেই সে যুগের আড়ম্বর শূন্য স্বাত্বিক ভাবে এখন জীবন যাপন করিলে তবে কিছু দিন টিকিয়া থাকিতে পার।

(কাজের লোক।)

সিদ্ধিলাভের গূঢ় রহস্য।

কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ কর্ত্তে হলে আগে তার জন্য অপেক্ষা কর্ত্তে শিক্ষা করার দরকার, অধৈর্য্য হলে চলে না। "Learn to wait for success" একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত De Maistre বলিয়াছেন, To know how to wait is secret of success" অর্থাৎ জীবনের পথে সিদ্ধিলাভ কর্ত্তে হলে—অপেক্ষা কর্ত্তে শিক্ষা করাই সিদ্ধি লাভের গূঢ় রহস্য।

ফ্রাঙ্কলীন বলেছেন, "He that can have patience can have what he will" অর্থাৎ যে ধৈর্য্য অবলম্বন করে, ঈপ্সিত কামনার জন্য অপেক্ষা করতে পারে, সে তাহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত কামনাতেই সিদ্ধিলাভ কর্ত্তে পারে। তুমি ব্যবসায়ী হও, স্বদেশ সেবকই হও, চিকিৎসক, ধর্ম্মোপাসক হও যাহা কিছুতেই তুমি সিদ্ধিলাভের বাসনা কর না কেন, ধৈর্য্য ধারণের ক্ষমতা অর্জ্জন কর—কামনা সিদ্ধ হইবে। প্রাচীন যুগের ঋষি তপস্বীগণের পৌরাণিক কাহিনী সমুদয় হতে সিদ্ধিলাভের এই মূল মন্ত্রই খুঁজে পাওয়া যায়। ফল পাকলেই পাড়বার সময় হয়, না পাড়লেও আপনা হতেই উপভোগের জন্য পড়ে থাকে। অধৈর্য্য হলে ফুলের মধুর আস্বাদন হতে বঞ্চিত হতে হয়। তাই বলি, আগে সিদ্ধিলাভের জন্য অপেক্ষা কর্ত্তে শিক্ষা কর—এই যে অপেক্ষা করা, ইহা সকল স্থলেই আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে—যার যতটুকু বিশ্বাস দৃঢ়—তাহার অপেক্ষা করবার শক্তিও ততটুকু দৃঢ়। এই হলো সিদ্ধিলাভের গূঢ় রহস্য। অধৈর্য্য হয়ো না। "Learn to wait for success."

(কাজের লোক।)

ফেরিওয়ালার কাজ।

আমরা একটা নূতন কাণ্ড দেখিয়া সুখী হইতেছি, অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক কলিকাতার রাস্তায় কাগজ পুস্তক সাবান প্রভৃতি ফেরি করিতেছেন—এটা শুভ লক্ষণ। আগে বাঙ্গালীর ছেলে ফাঁকা মানের অজুহাত দেখাইয়া এ কার্য্যকে ছোট লোকের কাজ বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিত, আজ আর সে ভাব নাই। লক্ষণটি শুভলক্ষণ। * * * বাঙ্গালায় বালকগণ যখন কেবল আমোদ প্রমোদেই অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দিয়া জীবন অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে, সেই সময় বড় বাজারে মাড়োয়ারী হিন্দুস্থানীদের ছেলেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাপড়ের দোকান চালায়। আজ যদি বাঙ্গালী বালকগণ মান অপমান জ্ঞান না করিয়া ফেরি করিবার দিকে মনোযোগী হইতে পারে তাহা হইলে বাঙ্গালায় অচিরে উন্নতির আশা করা অন্যায় হয় না। প্রত্যেক পল্লীগ্রামের যুবকগণও এই সহরের ছেলেদের অনুকরণ করুন। তাঁহারা দেশেই জীবিকা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন। যে দুর্দ্দিন পড়িয়াছে, এবং ঘনাইয়া আসিতেছে—বসিয়া বসিয়া খাওয়া আর কোন নরনারীরই উচিত নয়—প্রত্যেকে কিছু কিছু উপার্জ্জন কর—তবে টেকিয়া থাকিতে পারিবে। বসিয়া খাইয়া শুদ্ধ আমোদ প্রমোদে জীবনের মহান উদ্দেশ্যে পণ্ড করাও একটা পাপ, সেই পাপেই এদেশের এত দুর্দ্দশা। সেই পাপ মোচন কর।

ফেরি করায় কোন দোষ নাই দোষ কি? কে না ফেরি করে, ইংরেজ যখন এদেশে প্রথমে আসে, তখন হইতে এখন পর্য্যন্তও ফেরি চালাইতেছে, এই ফেরিওলার চেষ্টায় ইংরেজ রাজ্য ভারতে সুপ্রতিষ্ঠ—ইংরেজ জাতি ধনী।

কলিকাতায় পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক লোক আসিয়া শিশি বোতল, খবরের কাগজ, পুরাতন জিনিষ ক্রয় বিক্রয় করে।

আজ কাল, কলিকাতায় এবং বাংলার বহুস্থানে দেশী জিনিষ ফেরি করিয়া বিক্রয়ের চেষ্টা খুব চলিতেছে। কলিকাতায় Young

Bengal Trading Unionএর নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেকগুলি যুবক লইয়া এই কার্য্য খুব সুন্দর ভাবে চালাইতেছেন। অতি অল্প পয়সায় এই কাজ চালান যায় এবং স্বাধীন ভাবে থাকা যায়। বাঙ্গালী তোমরা ভাটিয়াদের মত দেশী দ্রব্য মাথায় করিয়া সর্ব্বত্র যাও ও বিক্রয় কর দেখিবে অতি অল্প দিনে তোমাদের বুদ্ধি, তোমাদের বিদ্যার জোরে তোমরা সর্ব্বত্র শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছ। বঙ্গভঙ্গের হাঙ্গামার সময় বাংলা করিল আন্দোলন, আর বোম্বাই তাহার সার লইয়া বড় বড় মিল করিল, বাঙ্গালী যে ফকির সেই ফকির রহিয়া গেল। আবার এই যুগে মহাত্মা গান্ধী চরকা চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন, বাঙ্গালী এখন উদাসীন থাকিলে সকল প্রদেশের পশ্চাতেই পড়িয়া থাকিবে।

(কাজের লোক।)

ভারতের কৃষি কলেজ।

ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মধ্য প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং বিহার উড়িষ্যায় এই ছয়টী প্রদেশে মাত্র ছয়টী কৃষি কলেজ আছে। বাঙ্গালা দেশে একটীও কৃষি কলেজ নাই।

বোম্বাই প্রদেশের পুণা সহরে একটী কলেজ আছে, এবং তাহার অধীনে আরও ২৩টী কৃষিবিদ্যালয় আছে—ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বোম্বায়ের কলেজের সুনাম আছে।

মান্দ্রাজের কইম্বাটুরে একটী কৃষিকলেজ আছে, ছাত্র সংখ্যা অধিক নাই, তবে পাঠ্য বিষয়গুলি ভাল।

মধ্য প্রদেশে নাগপুরে কলেজটীর গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় ক্রমোন্নতি হইতেছে।

পঞ্জাবের কৃষি কলেজটী লায়লপুরে স্থাপিত। পঞ্জাবের জমীদারগণ শিক্ষিত ছাত্রগণকে ষ্টেটের ম্যানেজার পদ প্রদান করেন বলিয়া ছাত্র সংখ্যা বাড়িতেছে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কানপুরে কলেজ স্থাপিত, এটীর অবস্থা তত ভাল নহে।

বিহার ও উড়িষ্যার কলেজটী সাবোর প্রতিষ্ঠিত। ৩ বৎসর পড়াশেষ হইলে ডিপ্লোমা দেওয়া হইত, কিন্তু এখন দুই বৎসর কোর্স পড়িতে হয়। এ কলেজে বাঙ্গালী ছাত্রগণও পড়িতে পারে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কৃষি কলেজ যাহা হউক আছে, কিন্তু বাঙ্গালা ও আসামের একটীও কৃষি শিক্ষার বিদ্যালয় নাই কেন? শুন যাইতেছে, বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের অর্থে ঢাকায় ও চুঁচড়ায় ২টী কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে! কিন্তু যতদিন না ক্যানেল প্রভৃতি জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইতেছে, ততদিন ও পুঁথিগত বিদ্যায় দেশের কৃষির অবস্থার উন্নতির আশা করা যায় না। দেশকে দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়ার হাত হইতে বাঁচাইতে হইলে কৃষির উন্নতির জন্য ঐ গুলি করিতে হইবে। নচেৎ যত অর্থ ব্যয়, তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

হাত ফাটা যাহাকে আগুণে বাত বলে তাহার ঔষধ।

গ্লিসারিণ	৪ পাঁইট।
জল	১ কোয়ার্ট।
গোলাপ জল	১ কোয়ার্ট।

ইহা দ্বারা হস্ত মুখ ধুইলে হাত ও গালের ফাটা মেছেতা পড়া ভাল হয়। ২ আউন্স শিশিতে পুরিয়া।০ আনা শিশি বিক্রয় করিলে লাভ হইতে পারে।

উৎকৃষ্ট দন্তশূল নিবারক ঔষধ।

ইহা বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে।

প্রস্তুত।

ক্যাম্ফর (কর্পূর)	১ আউন্স
সল্‌ফিউরিক ইথার	১ আউন্স
টিংচার লডেনম	১ আউন্স
টিং কেইনি	১ আউন্স

সমস্ত গুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ ড্রাম যতগুলি শিশি হয়, পূর্ণ কর। ইহাতে একটু তুলা ভিজাইয়া যন্ত্রণাময় দন্তের গর্ত্তে এই তুলা লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হইবে। ঢোক গিলা নিষেধ। প্রত্যেক শিশি।০ আনায় স্বচ্ছন্দে বিক্রয় করা চলে। এক আউন্সে ৮ শিশি ঔষধ হইবে, ৪ আউন্সে ৩২ শিশি ঔষধ হইবে। লাভ যথেষ্ট।

লিচুর মোরব্বা।

চীনদেশে লিচু শুকাইয়া রাখার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। তথায় থোপায় থোপায় লিচু রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখা হয়। শুষ্কলিচু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে বলিয়া, চীনদেশবাসীরা উহা ইচ্ছামত বৎসরের অন্য সময়েও খাইতে পারে। মোজঃফরপুরে আমরা লিচুফল শুষ্ক করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের এখানে সেরূপ শুষ্ক করিয়া ফলরক্ষা করিতে পারি নাই। লিচুর মোরব্বা করা যাইতে পারে। মোরব্বা প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ লিচুগুলির খোসা ছাড়াইতে ও বীজগুলি বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। তৎপরে একটি টীনের কৌটার এই তৃতীয়াংশ খোসাছাড়ান লিচু দ্বারা এবং অবশিষ্টাংশ চিনির রসে (syrup of sugar) পূর্ণ করিয়া উহার মুখে এমন ভাবে রাঙ্‌ঝাল করিতে হইবে, যাহাতে কৌটার ভিতরে কোনরূপেই বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে। কৌটাটিতে বায়ু প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া তদুপরি পেরেক দিয়া একটী ছিদ্র করিতে, এবং ফুটন্তজলের মধ্যে উহার অর্দ্ধাংশ ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। ফুটন্ত উষ্ণতায় কৌটার ভিতরে রস ফুটিয়া

উঠে; এবং উহার উপরিভাগের ছিদ্রপথে বাষ্প নির্গত হইতে আরম্ভ করে। ফলে, ক্রমশঃ কৌটার ভিতরের সবটুকু বাতাস বাহির হইয়া যায়, তদবস্থায় কৌটার ছিদ্রপথটি একটু রাঙ্গ ঝাল দিয়া বন্ধ করিয়া দিলে কৌটার ভিতরে বাতাস ঢুকিবার কোনও পথ রহিবে না। ফুটন্তজলের উষ্ণতায় লিচুর ফলাংশ এবং চিনির রসের মধ্যস্থিত বীজাণু নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, এবং বাহিরের বায়ুও কৌটার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারায়, কৌটায় রক্ষিত ফল পচিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রহে না। আমাদের দেশের মিঠাইওয়ালারা যেরূপভাবে চিনির রস করে, সেইভাবেই চিনির রস প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। কোন পাত্রে জলের সহিত উহার দেড়গুণ চিনি মিশাইয়া পাত্রটি জ্বালে চড়াইতে হয়। যখন হাতা দিয়া নাড়িলে রস একতারে ঘন হইয়া পড়িবে, তখনই জাল হইতে পাত্রটি নামাইয়া লইতে, এবং গরম থাকিতে থাকিতেই উহা টিনের কৌটার ফলের উপর ঢালিতে হইবে। তৎপর, উল্লিখিত প্রণালীতে কৌটাটি বায়ুশূন্য করিয়া লইলেই মোরব্বা প্রস্তুত হইল। এই মোরব্বা বৎসরাধিক কাল অবিকৃত অবস্থায় রাখিতে পারা যায়।

(কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

তাঁহার সন্দেহের কথা, তাঁহার সহোদরের নিকট ব্যক্ত করিয়া, সানুনয়ে সনির্ব্বন্ধে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেও, এখন কোন ফল ফলিবে না। কারণ তিনি তাঁহার ভ্রাতার স্বভাব জানিতেন। একবার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, কিছুতেই তিনি তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন না। তবে এখন উপায়। গোপনে সার পরেন্স এবং রুথকে এ বিষয় বলিলে হয় না? জামাতার অনুনয়ে কন্যার অশ্রুপাতেও কি তিনি কর্ণপাত করিবেন না? না। অলিফান্টকে এ সকল কথা বলিলে কি কোন সুফলের প্রত্যাশা নাই? না। হেনরিয়েটা অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি সতর্কতার সহিত তাঁহার সহোদরের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

এইভাবে আরও দিন কয়েক গত হইল। ইতিমধ্যে ফার্গুসন দুই তিনবার রাই-হাউসে আসিলেন। হেনরিয়েটা কোনই উপায় দেখিতে না পাইয়া আরও অধীরা হইয়া পড়িলেন। একদিন অপরাহ্নে তিনি বাহিরের বৈঠকখানায় আসিলেন। অভিপ্রায় সহোদরের পদতলে পতিত হইয়া, অশ্রুজলে তাঁহার সংকল্পের বন্ধন শিথিল করিবেন—তাঁহাকে বিপজ্জনক পন্থা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু রামবল্ড সে সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন না। হেনরিয়েটা টেবিলের উপর একখানা কাগজ দেখিতে পাইলেন—তাহাতে কতকগুলি নাম লেখা। ঐ লোকগুলিই সে দিন সান্ধ্য ভোজনে যোগ দিয়াছিলেন। ঐ নামের তালিকা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সন্দেহ অমূলক নয়—এই সকল ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন। তিনি সহোদরের সাক্ষাৎ না পাইয়া, চিন্তিত মনে আপন কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যার পর রামবল্ড তাঁহার বন্ধু রামসির সহিত বাহিরের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া, অপরাপর দিবসের ন্যায় বাটীর ভিতরের দিকে দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া দিলেন। হেনরিয়েটা অতি সন্তর্পণে আসিয়া, সেই রুদ্ধ দ্বারের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সে স্থানে তখন কোন আলোক না থাকায়, তাঁহার পক্ষে বড়ই সুবিধা হইল। উক্ত দ্বারের পাদদেশে চৌকাঠের নিম্নে খানিকটা স্থান ঈষৎ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় প্রায় এক ইঞ্চি ফাক হইয়াছিল। হেনরিয়েটা সেই স্থানে হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া পড়িলেন, তাহার পর সেই ছিদ্রপথে কর্ণ যোজনা করিয়া, কক্ষমধ্যস্থ ব্যক্তিগণের পরামর্শ শুনিতে লাগিলেন। ঘরের মধ্যে তিন জন ছিল, তাহাদের কণ্ঠস্বরে তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন। একজন তাঁহার সহোদর, দ্বিতীয় কর্ণেল রামসি, তৃতীয় শেপার্ড। তিনি তাহাদের কথাবার্ত্তা বেশ শুনিতে পাইলেন।

শেপার্ড জিজ্ঞাসা করিল,—"তাহা হইলে সকল বিষয়ই বেশ সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইতেছে?"

রামসি। আশাতিরিক্ত। ইহার অধিক আশা করা যায় না। ফার্গুসন এখনই আসিবে। আসিলেই জানিতে পারিব, উইলিয়ম রাসেল এবং তাঁহার পক্ষগণ আমাদিগকে কতখানি সাহায্য করিবেন। এখন যদি তাহারা সরিয়া দাঁড়াইতে চায়, পরিণামে আমাদের সাফল্য দেখিয়া নিশ্চয় তাহাদিগকে অনুতাপ করিতে হইবে। যদি আমাদের দলে যোগও দেয়, আমরা তাহাদিগকে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিব। এখন তাহারা যে পথই অবলম্বন করুক তাহাদিগকে আমাদের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

রামবল্ড। নিশ্চয় তাহারা আমাদের পক্ষাবলম্বন করিবে। এখন আর তাহাদের সরিয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই।

শেফার্ড। ঐ শোন—অশ্বের পদশব্দ শোনা যাইতেছে।

রামবল্ড। নিশ্চয় ফার্গুসন আসিতেছে। আমার বিশ্বাসী ভৃত্য ফিলিপ তাঁহার জন্য নীচে অপেক্ষা করিতেছে—আসিলেই উপরে পাঠাইয়া দিবে।

শেপার্ড। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ত কোনরূপ সন্দেহ করিতেছেন না?

রামসি। কিছুমাত্র না। বাড়ীর গৃহিণী অতি সরলা। তিনি কোন বিষয়ে চোখ

কাণ দেন না। আর অভাগিনী হেনরিয়েটা তাহার নিজের দুঃখেই বিভোর।

হেনরিয়েটা এই সময়ে দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দ পাইলেন। তিন জনেই ফার্গুসনকে সম্বৰ্দ্ধিত করিলেন।

রামবল্ড জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি সংবাদ?"

রামসি। নিশ্চয় সংবাদ শুভ! তোমার মুখের প্রফুল্লভাব দেখিয়াই আমি তাহা অনুমান করিয়া লইয়াছি। রামবল্ড! এইবার ভাই তোমরা এক বোতল মদ বাহির কর —বকিয়া বকিয়া আমার গলা শুখাইয়া গিয়াছে।

ফার্গুসন। সংবাদ আশাপ্রদ। রসেল এবং তাঁহার পক্ষগণ আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। রাজা এবং ডিউকের জীবনের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না শুনিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তবে যে ঘোষণপত্রে রাজার নাম স্বাক্ষরিত করিয়া লওয়া হইবে—সেই ঘোষণাপত্রের মুশাবিদা তাঁহারা করিয়া দিবেন প্রস্তাব করিয়াছেন—আমিও তাহাতে সম্মতি দিয়া আসিয়াছি।

রামসি। কিছুমাত্র আপত্তি নাই। তাঁহারা যেরূপই মুসাবিদা করিয়া দিন না কেন আমাদের এ সভায় পেশ করিলে, কাটিয়া ছাটিয়া আমাদের সুবিধামত করিয়া লইব।

ফার্গুসন। আমারও মনের ভাব তাহাই। আপাততঃ মৌখিক সম্মতি জ্ঞাপনে ক্ষতি কি?

রামবল্ড। তাহা হইলে কখন তিনি আসিতেছেন?

ফার্গুসন। রাজা এবং রাজ-সহোদর আবদ্ধ হইয়াছে, সংবাদ পাইলেই, তাঁহারা সদলবলে এখানে পদার্পণ করিবেন।

তাহার পর তাঁহারা কিরূপে রাজা এবং রাজ-সহোদরকে আবদ্ধ করিবেন তদ্বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং হেনরিয়েটা তাঁহাদের চক্রান্তের বিষয় সম্যকরূপেই অবগত হইবার অবসর পাইলেন।

হেনরিয়েটা নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে তাঁহার কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দুর্ভাবনায় সমস্ত সর্ব্বরী তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। বসিয়া বসিয়া ক্রমাগত ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায় অবলম্বন করিলে, এই ভয়ঙ্কর বিপদের কবল হইতে তাঁহার সহোদরকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার স্ত্রী, কন্যা বা জামাতাকে এ কথা বলিতে সাহস করেন না। তাহা হইলে প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তিনি গোপনে তাঁহার সহোদরের কার্য্য কলাপের উপর নজর রাখিয়াছেন। তবে করিবেন কি? একবার মনে করিলেন বেনামা পত্রের সাহায্যে রাজাকে সতর্ক করিলে হয় না? তিনি সাবধানতাবলম্বন করিলে তাহাদের ষড়যন্ত্র পণ্ড হইবে কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, তাহাতেও বিপদের সম্ভাবনা আছে। তবে তিনি কি করিবেন?

তাহার পর দিনও এইভাবে কাটিল। হেনরিয়েটা কোন উপায়ই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলেন না। রাত্রি প্রভাত হইলেই ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইবে। খেলা দুই দিন থাকে। দ্বিতীয় দিনই চক্রান্তকারীদের পাপাভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার দিন। সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, হেনরিয়েটার উদ্বেগ আশঙ্কাও ততই বাড়িতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে তিনি যখন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তাহার মাথা ঘুরিতেছিল—নিজের কক্ষে বসিয়াই, যৎসামান্য জলযোগ করিয়া, বায়ুসেবনার্থ উদ্যানে অবতরণ করিলেন। বেলা এগারটার সময় বাহিরে অশ্বের পদশব্দ শুনিয়া বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন, জেনারেল অলিফান্ট একজন মাত্র অনুচরের সহিত অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেছেন। রামবল্ড পত্নীর সহিত তাঁহার সম্বৰ্দ্ধনা করিতে অগ্রসর হইতেছেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র হেনরিয়েটার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এরূপ বিপদের সময়ে তাঁহার সহসা আগমনের অন্তরালে যে বিধাতার ইঙ্গিত লুক্কায়িত আছে তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। পূর্ব্বে কেন যে তাঁহার কথা তাঁহার মনে পড়ে নাই—এখন তাহাই ভাবিয়া তিনি বিস্মিত হইতে লাগিলেন।

অলিফান্ট সকলকে শিষ্টাচারে তুষ্ট করিয়া, বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। কর্ণেল রামসি এ সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন না—ফার্গুসনের সহিত কোন বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য তিনি প্রাতঃকালেই লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন। অলিফান্ট কর্ণেলকে কন্যা জামাতার সুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, তাহারাও আমার সহিত আপনাদিগকে দেখিতে আসিতেছিল কিন্তু আপনাদের সকলকে আমার ভবনে লইয়া গিয়া দেখিবার ব্যবস্থা হওয়াতে, আর আসিল না। আমি আর দশ বার দিন এখানে আছি—আমেরিকা যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আর একবার আমি আপনাদের সকলকে আমার আবাসে সমবেত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে দেখিতে ইচ্ছা করি। আগামী পরশ্ব তারিখে আপনারা তিন জনে আমার আলয়ে যাইবেন।"

কর্ণেল উত্তর করিলেন,—প্রিয়তম বন্ধু! আপনার এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলে আমি যে সুখী হইতাম, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, আমি বোধ হয় যাইতে পারিব না, কারণ কারাগারে অবস্থান কালে কাজকর্ম্মের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। আমার স্ত্রী ও ভগ্নী নিশ্চয় যাইবেন—আমি আপনার রওনা হইবার পূর্ব্ব দিন গিয়া সাক্ষাৎ করিব।"

অলিফান্ট তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া কহিলেন,—"আপনি যখন ব্যবসা বাণিজ্যে মনোনিবিষ্ট করিয়াছেন, তখন আমি কিছুতেই

আপনাকে বেশী উপরোধ বা প্রলোভিত করিব না। কিন্তু যাত্রা করিবার পূর্ব্ব দিনটা যেন আপনার সহবাস সুখে অতিবাহিত করিতে পারি। তাহা হইলে এই বন্দোবস্তই ঠিক থাকিল,—পরশ্ব প্রাতে আমার ওখান হইতে যথাযোগ্য লোকজন আসিয়া মহিলাদিগকে লইয়া যাইবে।”

কলোনেল কেন যে অলিফাণ্টের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন, হেনরিয়েটার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য অলিফাণ্টের সহিত একবার গোপনে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কিছুতেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে আহারাদির পর অপরাহ্নে সুযোগ উপস্থিত হইল। গৃহিণী বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য একবার সে কক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, ঠিক ঐ সময়ে বৈষয়িক কার্য্যে বাহিরে একবার কলোনেলের ডাক পড়াতে, তিনিও উঠিয়া গেলেন।

হেনরিয়েটা তাড়াতাড়ি অলিফাণ্টের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, “জেনারেল অলিফাণ্ট! আপনার নিকট আমার একটা প্রার্থনা আছে। অতি গোপনীয়—আপনি আসিয়া পর্য্যন্ত, আপনার সহিত গোপনে কথা কহিবার জন্য, আমি উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেছি।”

অলিফাণ্ট। বলুন—আদেশ করুন—আপনার কার্য্যে আমি আমার সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করিব।

হেনরিয়েটা। চুপ করুন—ঐ বুঝি কে আসিতেছে—না! শুনুন—ঈশ্বরের দোহাই—কাল আপনি ঘোড়দৌড়ে যাইবেন—রাজার প্রতি যেমন ভাল বুঝিবেন করিবেন—না, বলা হইল না—ঐ কে আসিতেছে—

অলিফাণ্ট। না—ও কেহ নয়। তাহার পর।

হেনরিয়েটা। আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন কি ?- হাঁ—নিশ্চয় করিবেন। আপনিই আমার ভরসা কিন্তু আমার সহোদরকে কিছু বলিবেন না।

অলিফাণ্ট। আমাকে আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন।

হেনরিয়েটা। ঘোড়দৌড়ে যাইবেন—যে কোনরূপে হউক—না ঐ কাহার পদশব্দ হইতেছে—

অলিফাণ্ট। এক কাজ করুন—একটু কাগজে লিখিয়া আমার হাতে দিন।

হেনরিয়েটা তাড়াতাড়ি নিজের আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। ঠিক সেই সময়ে গৃহিণী তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহার মিনিট দুই পরেই রামবল্ডও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হেনরিয়েটা অলিফাণ্টকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—“আমি আমার প্রিয়তমা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে একখানি পত্র দিব লইয়া যাইবেন।”

এই বলিয়া, একখানি কাগজে কয়েক ছত্র লিখিয়া, অলিফাণ্টের হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি সকলের নিকট বিদায় লইয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন।

সপ্তাধিকশততম পরিচ্ছেদ।

রাই-হাউসের ষড়যন্ত্র।

যে দিন জেনারেল অলিফাণ্ট রাই হাউসে আসিয়াছিলেন, ঐ দিবস মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে রাজ-শকট নিউমার্কেটের অভিমুখে যাত্রা করিল। শেপার্ড তাহার পান্থাবাসের সম্মুখে উহারই প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। শকটের উপর সহোদর ডিউকের সহিত নৃপতিকে উপবিষ্ট দেখিয়া আহ্লাদিত হইল। আটজন সশস্ত্র দেহরক্ষী তাঁহার সঙ্গে ছিল। চালক এবং সহিস ব্যতীত, সঙ্গে আরও তিনজন অনুচর যাইতেছিল। সুতরাং রাজা এবং তাঁহার সহোদর ব্যতীত, আরও তের জনকে আবদ্ধ করিবার আবশ্যক হইবে। অবিলম্বে এসংবাদ রামবল্ডের নিকট পঁহুছিল।

ঘোড়দৌড়ের প্রথম দিন যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল এ স্থলে সে সকলের বর্ণনা আমরা করিব না। দ্বিতীয় দিবসের ঘটনাবলী বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। নিউমার্কেটের মধ্যে যে বাসাটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, রাজা এবং তাঁহার সহোদরের জন্য পূর্ব্বাহ্নে সংগৃহীত হইয়াছিল। সকল শ্রেণীর সকল রকম নরনারী দ্বারা নিউমার্কেট পরিপূর্ণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিবস বেলা দশটার সময় চার্লস সহোদরের সহিত সুসজ্জিত অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঘোড়দৌড়ের প্রাঙ্গনে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বসিবার জন্য একটী উচ্চমঞ্চ প্রস্তুত হইয়াছিল। তাঁহারা কিন্তু একেবারেই মঞ্চে গিয়া আরোহণ করিলেন না—সমস্ত প্রাঙ্গণটা একবার মৃদুকদমে ঘুরিয়া আসিলেন। মধ্যে মধ্যে শকটারূঢ়া বিম্বাধরগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলেন। তাঁহার অনুরক্ত ভক্তদলের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও, জনসাধারণ তাঁহাদিগকে সেরূপ ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিল না। চার্লস এ বিষয় লক্ষ্য করিয়াও লক্ষ্য করিলেন না—তিনি প্রফুল্লভাবে সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন—ডিউক কিন্তু জনসঙ্ঘের এবম্বিধ আচরণে ব্যথিত হইয়া অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিলেন।

কিয়ংক্ষণ পরে তাঁহারা অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, মখমলখচিত মঞ্চের উপর আরোহণ করিলেন। এ স্থান হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থলে ঘোড়দৌড় হইবে, তাহার চতুর্দ্দিকে দড়ির বেষ্টনী। দড়ির বাহিরে যত বাজে লোকের দাঁড়াইবার স্থান। এই সকলের মধ্যেও নবীনা যুবতীর অভাব নাই। চার্লসের দৃষ্টি যখন ঐ সকল নবীনার ফুল্লেন্দীবর নেত্রের উপর পড়িতে লাগিল—তখন তাঁহার চোখে মুখে আনন্দের জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। এই সকল দণ্ডায়মান নরনারীর পশ্চাতে বহুসংখ্যক শকট—

শকটের উপর অসংখ্য নরনারী। মধ্যে মধ্যে হরেক রকম ফিরিওয়ালা স্ব স্ব বিক্রেয় জিনিষের নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে অপরাপর ক্রীড়াকৌতুকের স্থল। যখন এক একটী দৌড় শেষ হইতেছে, তখন পার্শ্বস্থ যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, তথায় সমবেত হইয়া রঙ্গ ভঙ্গ দেখিয়া আমোদ উপভোগ করিতেছে।

বেলা দ্বিতীয় প্রহরের কিছু পূর্ব্বে এই সকল নরনারীর দৃষ্টি ঘোড়দৌড় প্রাঙ্গণে আবির্ভূত এক নবাগতের প্রতি আকৃষ্ট হইল। নবাগত জেনারেল অলিফাণ্ট; তিনি সার হেনরি বিটন এবং অপর চারিজন অনুচরে পরিবৃত হইয়া এক সুন্দর তুরঙ্গম পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে ঘোড় দৌড় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহার আগমন সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। অমনই সকলে আনন্দে জয়-ধ্বনি করিয়া উঠিল। তিনিও তাঁহার মাথার টুপি খুলিয়া হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক সকলকে প্রত্যভিবাদন করিলেন। জনতার মধ্য দিয়া যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, সহস্র সহস্র হস্ত তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিবার জন্য উর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল। যে সকল জমিদার বা অশ্বসাদীর সহিত পূর্ব্বে তাঁহার পরিচয় ছিল—যে সকল শকটাসীনা ললনার সহিত তাঁহার জানাশুনা হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া, আপনা-দিগকে মহা গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগি-লেন।

আপামর সাধারণ এইভাবে অলিফাণ্টকে সম্বর্দ্ধিত করাতে নৃপতির গণ্ডদ্বয় পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। ডিউকের মুখের কঠোর ভাব আরও কঠোরতা ধারণ করিল। ইহার সহিত তুলনায় তাঁহার বা তাঁহার সহোদরের সম্বর্দ্ধনা অতি অকিঞ্চিৎকর।

নৃপতি আর মনের বিরক্তি ভাব চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। কহিলেন—"এক পক্ষ পূর্ব্বে যদি ইহাকে আমেরিকায় পাঠা-ইয়া দিতাম, ভাল হইত। কিন্তু কাল এমন কার্য্য করিব, যাহার দ্বারা আর সে ইংলণ্ডে অবস্থান করিবার সুযোগ পাইবে না।"

ডিউক কহিলেন,—"আমি যদি রাজা হই-তাম, কখনই তাহাকে একটা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা করিয়া, এমন নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতাম না। আমি তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতাম।"

রাজা। নির্ব্বাসিত! এইরূপ বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও, তাহাকে নির্ব্বাসিত করিতে তোমার সাহস হইত? সহস্র কণ্ঠের সমুত্থিত ঐ কঠোর কল্লোল কি তোমার কর্ণে পশিতেছে না! এ দৃশ্য দেখিয়া কোন ব্যক্তি স্থির থাকিতে পারে?

ডিউক। এ সকল বিদ্রোহী গুণ্ডার দল।

রাজা। ভাল মনে পড়িয়াছে—খুব সৎ-যুক্তি—উত্তম কাল।

ডিউক। কি বলিতেছ? আবার কি কোন নূতন রকমের মূর্খতার পরিচয় দিতে চাও? পার যদি এইস্থানে এই মুহূর্ত্তে তাহাকে ডিউক পদবীতে উন্নমিত কর—আর না হয়, তাহার চরণ তলে আপনার রাজমুকুট সংস্থাপিত কর।

রাজা। জেমস্! তোমার মুখ বড়ই আলগা! এ রকম উক্তি তোমার মুখ দিয়া কখনই শোভা পায় না। আমরা কৌশলে আমাদের এই মঞ্চকে সম্বর্দ্ধনার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করিব। আমাদের সেই কার্য্য দেখিয়া নিশ্চয়ই সাধারণে আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিবে।

ডিউক। বুঝিতে পারিলাম না।

রাজা। একটু অপেক্ষা কর—এখনই বুঝিতে পারিবে।

এই সময়ে অলিফাণ্ট রাজমঞ্চের সমীপ-বর্ত্তী হইয়াছিলেন। তিনি মস্তকের টুপি খুলিয়া, রাজা এবং রাজ-সহোদরের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন। নৃপতিও তাঁহার টুপি খুলিলেন—ডিউক কিন্তু মাথার টুপি খুলিলেন না—শিষ্টাচারের খাতিরে নাম মাত্র অভিবাদন করিলেন। নৃপতি সহাস্যে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং মঞ্চের উপর হইতে কয়েকটী সোপান অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার পার্শ্বে মঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া খেলা দেখি-বার জন্য আহ্বান করিলেন।

নৃপতির এ সাদর নিমন্ত্রণ যে রাজাজ্ঞার নামান্তর মাত্র তাহা তিনি জানিতেন। অন্য সময় হইলে এরূপ আহ্বান বা আদেশে তিনি কর্ণপাত করিতেন না কিন্তু এ সুযোগ ত্যাগ করিলে, পাছে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কোনরূপ অন্তরায় উপস্থিত হয়, ভাবিয়া সহজেই তিনি সম্মত হইলেন। অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, এক জনের হস্তে অশ্ববল্গা দিয়া এবং সার হেনরি বিটনের দিকে ইঙ্গিত পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, মঞ্চের উপর আরোহণ করিলেন। জন সাধারণ পুনর্ব্বার গগনমেদিনী কম্পিত করিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল।

এইবার আমরা রাই-হাউসে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। রামবল্ড গৃহিণী সরলা সংসার জ্ঞান-নভিজ্ঞা রমণী হইলেও, বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন, কোন কিছু একটা অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হইবে। কারণ তিনি দেখিতে-ছিলেন প্রাতঃকাল হইতে হরেক রকমের লোক ক্রমাগত রাই-হাউসে উপস্থিত হই-তেছে। কিন্তু তাঁহার স্বামী তাঁহাকে বুঝা-ইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত ব্যক্তি সকল তাঁহার কারামোচনে সহানুভূতি এবং আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্যই সমবেত হইতেছেন। স্বামীর উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস—সরলা তাহাতে বিশ্বাস করিয়া, স্বামীর বন্ধু বান্ধবের সেবার জন্য, প্রাতঃকাল হইতে, কখনও রন্ধনশালায়, কখনও ভাণ্ডার গৃহে তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছেন। হেনরিয়েটা কিন্তু এ কথায়

বিশ্বাস করেন নাই—এ সকল লোক সমাগমের প্রকৃত কারণ কি, পূর্ব্বাহ্ণে অবগত হইলেও বাহ্যভাবে মানসিক উদ্বেগ বা আশঙ্কার লক্ষণ ব্যক্ত হইতে দেন নাই। তিনি অধিকাংশ সময় আপন কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন—কখনও বা বাহিরে আসিয়া ভৃত্যগণের কার্য্যে সহায়তা করিতেছিলেন।

যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন, সকলেই উত্তমরূপে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত—সকলেই সে সকল গোপনে বস্ত্রের মধ্যে রক্ষা করিতেছিলেন।

বেলা তিনটার পূর্ব পর্য্যন্ত কর্ণেল রামবল্ড তাঁহার অভিসন্ধির কথা, তাঁহার অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারীর নিকট প্রকাশ করেন নাই। অবশেষে সকলকে শস্যাগারে আহ্বান করিয়া, মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার কর ধারণ পূর্ব্বক, তাঁহার আদেশ পালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তাহাদের সকলেরই চোখে মুখে এবং আচার ব্যবহারে দৃঢ় সংকল্পের ছায়া প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

বেলা চারিটা বাজিবার পর হইতে চক্রীর দল একে একে বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া প্রাঙ্গন পার হইয়া শস্যাগারের মধ্যে উপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁহারা এইস্থানে উপস্থিত হইয়া, স্ব স্ব বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুলি মজুরের মত পোষাক পরিল। মালগাড়ি উল্টাইয়া রাস্তা বন্ধ হইলে, যখন রাজশকট পথ না পাইয়া গতি বন্ধ করিতে বাধ্য হইবে, তখন এই সকল ছদ্মবেশী কুলিমজুর রাজভক্তির প্রাবল্যবশতঃ পথ পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য শস্যাগার হইতে ছুটিয়া বাহির হইবে। অঙ্গরক্ষ শরীররক্ষীগণ তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিবার পূর্ব্বে—তাহারা তাহাদের উপর পতিত হইয়া, শরীররক্ষীগণকে অনায়াসে বন্দী করিতে সমর্থ হইবে।

রাজশকট এ পথে আসিবার আর বিলম্ব নাই যড়যন্ত্রকারীরা এবং রামবল্ডের কারখানার সমস্ত কুলিমজুরেরা শস্যাগারের মধ্যে উদ্‌গ্রীব হইয়া স্থিপবিষ্ট। রামবল্ড স্বয়ং মুক্তদ্বারে দণ্ডায়মান। বাহিরে পথের উপর একখানা বোঝাই গাড়ী, তাহাতে চারিটী বলবান অশ্বসংযোজিত। শকটচালক বিশ্বাসী এবং কর্ম্মদক্ষ। পথের যে স্থানটী অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ—সেই স্থানে ঐ বোঝাই গাড়ী অবস্থিত। রাজশকট সেই পথের মধ্যে প্রবেশ করিলেই গাড়ী উল্টাইয়া যাইবে—বস্তা সকল পড়িয়া রাস্তা অবরোধ করিবে—কাজেই পথ না পাইয়া নৃপতির শকটেরও গতিরুদ্ধ হইবে। বোঝাই গাড়ীর ধুরার খিল খুলিয়া, পশ্চাতের চাকা দুখানিকে এমনভাবে তাহার সহিত গাঁথিয়া রাখা হইয়াছিল যে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিবামাত্র, উহা ধুরা হইতে খুলিয়া পড়িয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীখানিও উল্টাইয়া পড়িবে।

যড়যন্ত্রকারীরা এইভাবে উদ্যোগ আয়োজন করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। পাঁচটা বাজিবার অল্পক্ষণ পরেই, মালগাড়ির চালকের সঙ্কেত বাঁশী সহসা বাজিয়া উঠিল। চক্রীরা বুঝিল রাজশকট আসিতেছে।

শকট ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী। চক্রীরা তাহাদের গুপ্তস্থান হইতে শকটচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি এবং অশ্বখুরোত্থিত শব্দ শুনিতে পাইল। তাঁহাদের ধমনীতে শোণিতধারা প্রবলবেগে ছুটিতে লাগিল। আশু সঙ্কল্পসিদ্ধির উত্তেজনায় সকলেরই মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। মালগাড়ির চালক অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিল। রাজশকটে যাঁহারা উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা মনে করিলেন, নৃপতির শকট যাইতেছে দেখিয়া, উক্ত ব্যক্তি পথের মাঝখান হইতে তাহার শকট সরাইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে।

শকট আরও নিকটবর্ত্তী। মালগাড়ীর চালক-রাজশকটের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। তাহার উপর আদেশ ছিল, যদি গাড়ীতে রাজাকে দেখিতে পায়, তবেই গাড়ী উল্টাইবে, নচেৎ আবশ্যক নাই। রাজশকট নিকটবর্ত্তী হইলে, দেখিল তাহার মধ্যে তিন জন উপবিষ্ট। একজন ডিউক অব ইয়র্ক—সে মুহূর্ত্তে তাহাকে চিনিতে পারিল। তাঁহার পার্শ্বেই চার্লস উপবিষ্ট। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলেই, গাড়ী উল্টাইয়া পড়িত কিন্তু শকটমধ্যে জেনারেল অলিফান্টের মুখপ্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র লোকটা ভীত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তে তাহার দেহ যেন পাষাণে পরিণত হইল। তাহার হাতের চাবুক হাতেই রহিল—অশ্বগণ অবিচলিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—মালগাড়ী যেমন ছিল, তেমনই থাকিল—তাহার পাশ দিয়া রাজশকট বিনা বাধায় বিনা বিপত্তিতে চলিয়া গেল।

অষ্টাধিকশততম পরিচ্ছেদ।

রাজার গুপ্তকথা।

ষড়যন্ত্রকারীরা শস্যাগারের মধ্য হইতে রাজশকটের প্রস্থানের শব্দ শুনিতে পাইল—কিন্তু মালগাড়ী উল্টাইবার কোন শব্দ তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ লাভ না করাতে, তাহারা আশাভঙ্গে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল। সহজেই তাহাদের মনে হইল, এ শকটে রাজা নাই। কিন্তু তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহাদের গুপ্তস্থান ত্যাগ করিয়া বাহির হইল না। রাজা প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই এক স্থান হইতে সহসা এতগুলি লোক পথে বাহির হইলে, পাছে কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয়, এই কারণেই তাহারা তথায় আরও কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিল। অবশেষে রামবল্ড সর্ব্বপ্রথমে বাহিরে আসিলেন। ইতিমধ্যে মালগাড়ীর চালক কতকটা প্রকৃতিস্থতা লাভ করিয়াছিল বটে কিন্তু এখনও তাহার মুখমণ্ডলে উদ্বেগ এবং আশঙ্কার ছায়া সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই।

কর্ণেল তাহার ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—অমন করিয়া আমার দিকে চাহিতেছ কেন?

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ বর্ষ।] ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ সাল। ইং ১১ই ডিসেম্বর, ১৯২১ সাল। [৮ম খণ্ড।

কার্পাস চাষ।

অধুনা চারিদিকেই কার্পাসের চাষ লইয়া একটা আন্দোলন উঠিয়াছে। যদিও যতদূর গর্জ্জন, ততদূর বর্ষণ হইবার বিষয়ে আমাদের সংশয় আছে, তথাপি এদেশের প্রত্যেক পল্লীগ্রামেই ইহার চাষ হওয়া উচিত। আগে কার্পাসের চাষও হইত, ঘর বুনানী কাপড়ও আমরা পরিয়া বিদ্যালয়ে গিয়াছি। বিলাতি সুলভ কাপড় আমদানী হওয়ায় কার্পাসের চাষ, চরকা, খাউই, তাঁত সব গিয়াছে,এখন দেশের চাসার ছেলেই জানেনা কেমন করিয়া কার্পাসের চাষ করিতে হয়। যাহা হউক, আবার যখন ধুয়া উঠিয়াছে, তখন কার্পাস চাসের কথাও আলোচনা করা মন্দ হইবে না। কার্পাসের চাষ করিয়া নিজেদের কাপড় নিজেরা প্রস্তুত করাইয়া পরিধান করিলে দেশের বহু অর্থ বাঁচিয়া যাইবে, তবে সেটা যদি প্রকৃত ঐকান্তিকতার সহিত করি। নচেৎ হুজুকে মাতিয়া লম্বা লম্বা বক্তৃতায় দেশের দুঃখ ঘুচিবে না। আসল কথা, আমরা বলি যতদিন না বিলাসিতা, বাবু আনা ছাড়িতেছ, হাত ঘড়ী, টেরি, সিগারেট ছাড়িতে সাহস করিতেছ, ততদিন এই ভাব প্রবণতায় আর বিশ্বাস নাই।

এই বয়সে আমরা অনেক দেখিলাম। বাঙ্গালার ভাবপ্রবণতায় আদৌ আর শ্রদ্ধা নাই। যাক, এখন কার্পাস চাষের প্রবন্ধটী জনৈক অভীজ্ঞ লোকের লিখিত, আমরা নিয়ে তাহার সার সংকলন করিয়া দিলাম।

কার্পাস চাষ।

আমাদের দেশোৎপন্ন তুলা জাত দ্রব্যের অপকর্ষতার জন্যেই হউক, অথবা স্বল্পতার জন্যেই হউক, বর্ত্তমান সময়ে অনেক ব্যক্তিরই মন বিদেশীয় তুলাজাত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে তুলা চাষও অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে যে পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশ রপ্তানি হয় এবং যে সামান্য পরিমাণ থাকে, তাহা স্থূল বস্ত্র বয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশের অনেক স্থলে তুলা প্রধান ফসলরূপে বিবেচিত হয় না। সাধারণতঃ অপর ফসলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহার চাষ হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বে তুলা যে সমস্ত স্থানের প্রধান ক্ষেত্রজাত দ্রব্য রূপে পরিগণিত হইত, এক্ষণে সে সমস্ত স্থলেও উহা কেবল অন্যান্য ফসলের সহযোগী ফসলরূপে বিবেচিত হয়। বঙ্গদেশের সমস্ত স্থলের উপযোগী হইতে পারে, তুলা চাষ সম্বন্ধে এরূপ কোন সাধারণ উপদেশ প্রদান করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। তথাপি আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কতকগুলি সামান্য উপদেশ দেওয়ায় সঙ্কল্প করিয়াছি। আশা করি এই সমস্ত উপদেশ বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থলের পক্ষে প্রযুজ্য হইবে।

সাধারণতঃ মধ্য ভারতবর্ষ এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজ অঞ্চলের কতিপয় স্থানে তুলা অতি উৎকৃষ্ট রূপে জন্মাইয়া থাকে। যে মৃত্তিকায় এই তুলা জন্মায়, তাহার নাম 'কৃষ্ণবর্ণ তুলা জমি' (Black Cotton Soil)। তুলা চাষের জন্য ইহা আদর্শ জমি বলিয়া এস্থলে তাহার কতক বিবরণ প্রদান করা গেল। প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, এই জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে অঙ্গারক পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ অধিক মাত্রায় অঙ্গারক পদার্থ বর্ত্তমান থাকার জন্যই এই জমির বর্ণ,—কৃষ্ণ অধিকন্তু, পর্ব্বতের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা এই জমি গঠিত। অর্থাৎ পর্ব্বত গাত্র হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর কণা বিচ্যুত হইয়া অঙ্গারক পদার্থ সহযোগে এই মৃত্তিকা গঠিত করিয়াছে। পর্ব্বত গাত্র সম্ভূত হইলেও এই জাতীয় জমি কঠিন অথবা বালুকাময় নহে। পরন্তু ইহা অনেকটা কর্দ্দমময়। ইহা অনেক পরিমাণে জল আকর্ষণ ও সংরক্ষণ করিতে পারে। ইহাতে চুণের (Carbonate of lime) মাত্রা অধিক। আমাদের দেশে যে সমস্ত জমিতে

ফুট্‌ পাওয়া যায়, তাহা যদি জল সংরক্ষণের উপযোগী হয় তাহা হইলে সে সমস্ত জমিতে কার্পাস চাষ মন্দ হয় না। মধ্য ভারতবর্ষে কোন কোন স্থানে তুলার জমিতে কম জল দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ এই যে প্রথম বর্ষার জল পাইলে এই সমস্ত জমি এত অধিক পরিমাণে জল টানিয়া লয় ও সংরক্ষণ করে যে, পরে উক্ত জমিতে অল্প পরিমাণ জল সেচন করিলেই কাজ চলে। বস্তুতঃ তুলার জমি একটু আল্‌গা হওয়া আবশ্যক। একবারে বেলে অথবা একবারে কর্দ্দমময় জমিতে চাষ করিলে তুলা ভাল হয় না। অঙ্গারকসারযুক্ত দোয়াঁশই ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা। জমিও কিঞ্চিৎ গভীর হওয়া আবশ্যক। যে জমিতে বৎসরে ৩০ অথবা ৪০ ইঞ্চি জল পাত হইয়া থাকে, তাহাই কার্পাসের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। বর্ষার পূর্ব্বেই জমিতে তিন চারিবার লাঙ্গল দেওয়া আবশ্যক, এই সময় জমি বেশ করিয়া চষিয়া বীজ বুনিবার উপযুক্ত করিয়া লইতে হয়। পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইলেই বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ২—২॥০ সের বীজ বুনিলেই যথেষ্ট হয়। তুলার বীজ তুলা সংশ্লিষ্ট থাকায় জলে ভিজিলেই কিম্বা শুষ্ক অবস্থায়ও বীজ সমস্ত জড়াইয়া যায়। সেই জন্য কাদা, গোবর ও জল একত্র মিশাইয়া তাহাতে সমস্ত বীজ মাখাইয়া লওয়া হয়। পরে শুষ্ক হইলে দড়ির খাটিয়া অথবা ঐরূপ অপর কোন দ্রব্যের উপর ঘষিয়া বীজ-সমূহ বেশ করিয়া ছাড়াইয়া লওয়া হয়। তাহাতে বীজগুলি পরস্পরের সহিত জড়াইয়া থাকে না এবং বুনিবারও সুবিধা হইয়া থাকে। ২॥ হইতে ৩ ফিট অন্তরে দাঁড় করিয়া তাহাতে বীজ উপযুক্ত ব্যবধানে বুনা হইয়া থাকে। অঙ্কুরাবস্থায় কোন রূপে নষ্ট হইলে বীজ পুনরায় রোপণ করা আবশ্যক। বর্ষার অধিক পূর্ব্বে বপন করিলে বীজ পুঁতিয়া জল দেওয়ার আবশ্যক হয়, কিন্তু বর্ষার সময় সাধারণতঃ বৃষ্টি হওয়ায় উক্ত রূপ পাইট আবশ্যক হয় না। তুলার ফসল পরিপক্ক হইতে ৫.৬ মাস কিম্বা ততোধিক সময় আবশ্যক হয় বলিয়া তুলা ক্ষেত্রে অন্য ফসলও বুনিতে পারা যায়। বোম্বাই প্রদেশের স্থানে স্থানে তুলা ক্ষেত্রে ধান চাষ হয়। ইহাতে তুলা উত্তমরূপ না জন্মাইলে কৃষককে একেবারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। কিন্তু তুলাও ধানের পক্ষে এক রকম নিয়ম খাটে না। অধিক বৃষ্টি হইলে সাধারণতঃ তুলার ক্ষতি হয় কিন্তু ধানের সুবিধা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ বৃষ্টিতে তুলার গাছ ভাল হয়। ফলতঃ যে কোন ফসলই তুলা ক্ষেত্রে বপন করা হউক না কেন, তাহা এরূপ হওয়া আবশ্যক, যে তুলা গাছ চারি মাস হইলে উহা উঠিয়া যায়। এরূপ সময়ে উঠিয়া গেলে তুলা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে পারে। ধান ব্যতীত ধনে, লঙ্কা, মৌরী, তিল, ছোলা, অড়হর প্রভৃতিরও তুলার সহিত চাষ হইয়া থাকে। তুলার দাঁড়ার মাঝে মাঝে এই সমস্ত গাছ বসান হয় এবং ফসল উঠিয়া গেলে জমি বেশ করিয়া নিড়াইয়া দেওয়া হয়।

তুলা বুনিবার প্রশস্ত সময় দুইটি—প্রথমতঃ বর্ষার পূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠ হইতে আষাঢ় অথবা বর্ষার পর কার্ত্তিক হইতে অগ্রহায়ণ। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে যে ফসল বপন করা হয়, তাহা কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ নাগাদ পাকিয়া উঠে এবং কার্ত্তিক মাসের ফসল, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে। বঙ্গদেশের তুলা চাষের প্রধান প্রধান স্থলে অর্থাৎ সারণ, দ্বারবঙ্গ, কটক, মানভুম প্রভৃতি জেলায় উপরোক্ত উভয় সময়ই বীজ বপন করা হইয়া থাকে। কোন কোন জাতীয় তুলার ফসল জলদি অর্থাৎ ৫।৬ মাসে পরিপক্ক হয়। নিম্নে ইহারই বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

অনেক স্থলেই তুলার জমিতে কোন সার দেওয়া হয় না। কৃষিতত্ত্ববিৎ মলিসন্ সাহেব বলেন যে, সার অপেক্ষা চাষ দ্বারা তুলার অধিক উপকার হয়। সার দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার মত, যে তুলার জমিতে চাষের সময় সার দেওয়াতে যে উপকার হইয়া থাকে পূর্ব্ব প্রদত্ত সার অথবা তাহার অবশিষ্টাংশ দ্বারা ততোধিক উপকার হয়। বঙ্গদেশের কোন কোনও স্থলে তুলার জমিতে ভস্ম ও আবর্জ্জনা সার দেওয়া হয়। সার দেওয়া সব সময় অথবা সর্ব্বস্থলে লাভজনক না হইতে পারে, সুতরাং একটু সারবান জমি দেখিয়াই তুলা চাষ করা প্রশস্ত। যে জমিতে পূর্ব্বে কোন ফসলের জন্য সার দেওয়া হইয়াছিল সেইরূপ জমিতে তুলা বীজ বুনিলে তুলা মন্দ হয় না। বোম্বাই প্রদেশের স্থানে স্থানে ইহা দৃষ্ট হইয়াছে যে, এক জমিতে বৎসর বৎসর তুলা চাষ করা অপেক্ষা জমি এক বৎসর পতিত রাখিয়া তৎপর তুলা দিলে ফসল আরও ভাল হয়। জমি নিতান্ত সারহীন হইলে বিঘা প্রতি ৫০ মণ গোবর সার দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বীজ বুনিবার অনেক পূর্ব্বে দেওয়া আবশ্যক। কারণ তাহা না হইলে সার জমির সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত হয় না এবং উত্তমরূপ মিশ্রিত না হইলে তুলার বিশেষ উপকার হয় না। কিন্তু সকল সময় ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, সার অপেক্ষা চাষই তুলার পক্ষে অধিক উপকারী। বীজ বুনিবার পূর্ব্বে এবং গাছ জন্মিবার পরেও যাহাতে ক্ষেত্রে কোন রূপে আগাছা না জন্মাইতে পারে তৎসম্বন্ধে সাবধান হওয়া আবশ্যক। তুলা চাষে, অধিক না হইলেও উপযুক্ত পরিমাণে জল প্রয়োগ আবশ্যক। মৃত্তিকা গভীর ভাবে কর্ষিত হইলে জল কম আবশ্যক হয়। অনেক সময় উত্তমরূপে কর্ষণের অভাবে তুলার মূল শিকড় মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অধিক দূর পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে না। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে অধিক গরমের সময় মূল দ্বারা উপযুক্ত পরিমাণে রস শোষিত না হওয়ায় পাতা ঝিমাইয়া পড়ে। পাতাগুলি ক্রমশঃ পাটকিলে বর্ণ হইয়া যায় এবং বোধ হয় যেন আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, গাছের

কোন বিশেষ রোগের জন্য এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। শুদ্ধ গভীর কর্ষণের অভাবে এইরূপ হইয়া থাকে। তুলার জমিতে কত দিন অন্তর এবং কি পরিমাণে জল প্রয়োগ করিতে হয় এবং স্থান বিশেষে জল প্রয়োগ একেবারে আবশ্যক হয় কি না, তৎসম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বলিতে পারা যায় না; স্থান এবং বীজ বপনের সময় বিশেষে জলের পরিমাণের যথেষ্ট তারতম্য হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন জাতীয় কার্পাসের ফসল পরিপক হইতে ৫।৬ মাস লাগে। ফলতঃ এতদ্দেশে উক্ত জাতি সমূহই অধিক। ভারতবর্ষীয় তুলা সমূহকে সাধারণতঃ দুইটী ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। ১ম—যে সমস্ত জাতির ফসল পরিপক্ক হইতে অন্ততঃ আট মাস আবশ্যক হয়, ২য়—যাহাদের ফসল ৫।৬ মাসে তৈয়ারী হয়। প্রথমোক্ত জাতীয় তুলার আঁশ উৎকৃষ্টতর। ইহাদের গাছ বড় এবং ঝাড়াল কিন্তু ইহাদের চাষের উপযুক্ত জমি সর্ব্ব স্থলে দৃষ্ট হয় না। যে সমস্ত স্থানে মৃত্তিকা অধিক জল সংরক্ষণ করিতে পারে কিম্বা যে সমুদয় স্থানে বর্ষা অধিক দিন ব্যাপী, যেমন মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের কতিপয় স্থান, সেইরূপ স্থলেই এই সমস্ত জাতি উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ কার্পাসের চাষের জন্য অধিক জল আবশ্যক হয় না, ইহাদের গাছ ঝাড়াল নহে এবং আঁশও স্থূল। ইহাদের চাষে ক্ষতির আশঙ্কা অত্যন্ত অল্প বলিয়া মান্দ্রাজ প্রদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থলেই ইহার যথেষ্ট পরিমাণে চাষ হয়। বঙ্গদেশেও এই জাতীয় তুলার অধিক প্রচলন। বানী জাতীয় উৎকৃষ্ট কার্পাস এই শ্রেণীর অন্তর্গত! এই শ্রেণীস্থ সমস্ত কার্পাসই যে অপকৃষ্ট তাহা নহে। বাছিয়া চাষ করিতে পারিলে ইহাদের মধ্যেও উৎকৃষ্ট জাতি পাওয়া যাইতে পারে।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর কার্পাস চাষ বঙ্গদেশে লাভজনক হয় কি না তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ্য। অবশ্য আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত ছোট জাতীয় কার্পাস চাষে লাভ অত্যন্ত অল্প কিন্তু তেমন লোকসানের ভয়ও কম। ব্রোচ, বারবার কিম্বা মিশর অথবা মার্কিন তুলার গাছে লাভের মাত্রা বেশী হইতে পারে কিন্তু উহাদের চাষে, পরিশ্রম ও পাইট অনেক অধিক। দেশীয় তুলার চাষে অনাবৃষ্টিতে তেমন ক্ষতি হয় না। উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলার ক্ষেত্রে জল সেচন একান্ত আবশ্যক। বপনের পর উৎকৃষ্ট জাতি তুলার ৪।৫ বার নিড়াণি করিতে হয় এবং দাঁড়া বাঁধিয়া জল সেচন করিতে হয়। কতকগুলি আমেরিকা দেশীয় তুলা, যেমন সি-আইল্যাণ্ড প্রভৃতি সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে উত্তমরূপে জন্মায়। সমুদ্র বাতাসে যে তুলার কিয়ৎ পরিমাণ উপকার হয় তাহা নিশ্চয়। মান্দ্রাজ অঞ্চলের উপকুলবর্ত্তী কতিপয় স্থানের তুলা তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। বঙ্গদেশে যে সমস্ত জাতীয় তুলা ভালরূপ জন্মায় কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, সি-আইল্যাণ্ড এবং পেরু দেশীয় তুলা এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা বঙ্গদেশে এ সম্বন্ধে যে কয়েকটী পরীক্ষা করিয়াছি, তাহার ফলাফলের সমালোচনা করিলে বড় একটা সফলতার আশা করা যায় না।

গাছ কার্পাসের চাষ লইয়া বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, গাছ কার্পাসই আমাদের বর্ত্তমান আশাস্থল। সুতরাং গাছ কার্পাস চাষ সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে যে কয়েকটী জাতীয় গাছ কার্পাস দৃষ্ট হয় সে সমস্ত প্রায়ই উদ্যান পালিত। বিভিন্নদেশে উহার বিভিন্ন নাম যথা, রামকাপাস, দেবকাপাস, বীজকাপাস। সিংভূম মানভূম ও সাঁওতাল পরগণায় বুড়ি কার্পাসও এই শ্রেণী ভুক্ত। গাছ কাপাসের সমস্ত জাতিই যে উৎকৃষ্ট তুলা প্রসব করে তাহা নহে। মানভূমের বুড়ি কাপাস অপেক্ষা দেব কাপাস অথবা ঢাকাই গাছ কাপাসের আঁশ শ্রেষ্ঠতর। গাছ কাপাসের মধ্যে এক জাতির বীজগুলি স্বতন্ত্রভাবে তুলা দ্বারা পরিবেষ্টিত, আবার অপরগুলিতে সমস্ত বীজ (আটটি) একস্থানে থাকে এবং সহজে তুলা ছাড়াইয়া লওয়া যায়। শেষোক্ত শ্রেণীর কার্পাসই উৎকৃষ্টতর।

গাছ কার্পাসের চাষের কিছু বিভিন্নতা আছে। প্রথমতঃ ভাঁটি প্রস্তুত করিয়া ৯ হইতে ১২ ইঞ্চি পরিমিত ব্যবধানে বীজ পুঁতিয়া চারা তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। চারা তৈয়ারীর প্রশস্ত সময় বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাস; বীজের পরিমাণ বিঘা প্রতি আধ সের। কার্পাস-ক্ষেত্র পূর্ব্ব হইতেই তৈয়ারী করিয়া রাখিতে হয়। চারাগুলি একটু বড় হইলে সতেজ দেখিয়া চারা বাছিয়া লইয়া ছয় হইতে আট ফুট অন্তর লাগাইতে হয়। এক সঙ্গে এই তিনটী চারা এক স্থানে লাগাইতে পারা যায়, পরে যেটি বেশ জোর করিয়া উঠিবে, সেইটী রাখিয়া অপরগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়। দাঁড়াগুলি ছয় ফিট ব্যবধানে হইলেই চলে। কোন কোন জাতীয় গাছ কাপাস ১২।১৪ফুট উচ্চ হয় এবং পনের ষোল বৎসর পর্য্যন্ত ফসল উৎপাদন করিতে পারে। গাছ কার্পাসের গাছের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান থাকায় উহাদের মধ্যে ২।১ বৎসর অন্য ফসল যথা চিনের বাদাম,লঙ্কা,ধনে প্রভৃতি উৎপাদন করিতে পারা যায়। উক্ত ফসল সমূহের চাষ করিতে হইলেই উহাদের "যো" খুঁড়িয়া দিতে হয়। সুতরাং তাহাতে গাছ কাপাসেরও সুবিধা হয়। রীতিমত নিড়ানি এবং আবশ্যক মত জল প্রয়োগ করিলেই গাছ কাপাস শীঘ্রই খুব বাড়িয়া উঠে। কিন্তু গাছ গুলিকে ৬।৭ ফুটের অধিক উচ্চ হইতে দেওয়া উচিত নহে। তাহা হইলে ফল হাতে করিয়া পাড়িতে পারা যায় না। সেই জন্য ফসল তুলিবার পর গাছগুলি কিয়ৎ পরিমাণে ছাঁটিয়া দেওয়া আবশ্যক। কোন কোন জাতীয় গাছ কার্পা-

সের বৎসরে দুইবার ফসল লইতে পারা যায়। চৈত্র মাসে উপ্ত বীজের গাছে পৌষ মাসে একবার এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে দ্বিতীয় বার ফল হয়। সচরাচর মাঘ ফাল্গুন মাসেই গাছ কাপাসের ফল পাকিতে আরম্ভ হয় এবং বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ফল পাড়িতে পারা যায়। বিদেশীয় তুলা সমূহের চাষ সম্বন্ধে এখন এতদ্দেশে অধিক সংখ্যক পরীক্ষা হয় নাই, তবে তাহাদের চাষ অনেকটা গাছ কাপাসের চাষের মত।

কার্পাসের ফসল সাধারণতঃ দুই সময় থাকে। এক আশ্বিন কার্ত্তিক এবং অন্য একবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ। কিন্তু বীজ বপনের দোষে অর্থাৎ অধিক আগে (চৈত্র মাসের প্রারম্ভে) বীজ বপন করিলে বর্ষা থাকিতে থাকিতেও ফল পাকিয়া যায়। তাহাতে শুধু যে কার্পাস তুলিবার অসুবিধা হয় তাহা নহে, এ সময়ে পোকার প্রাদুর্ভাবও অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। সেই জন্য হিসাব করিয়া এমন সময় বীজ বপন করিতে হইবে যে বর্ষার সময় ফসল পরিপক্ক না হয়। তুলা গাছে ফুল দেখা দিলে ক্ষেত্রের মধ্যে আর চাষ দেওয়া উচিত নহে। কারণ এই সময় চাষ দিলে বীজোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। যদি এই সময়ে জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকে তাহা হইলে ফুল বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উত্তম ফল প্রসব করে। কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে পরাগ সঙ্গম উত্তমরূপে সাধিত হয় না এবং অপরিপক্ক ফলও অনেক সংখ্যায় বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়। এরূপ অবস্থায় কীটের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, কীটদষ্ট ফল বীজের জন্য একেবারেই বাদ দেওয়া উচিত। যে সমস্ত ফলের আঁশে রং ধরিয়াছে, সেগুলি প্রায়ই কীটদষ্ট। বীজের জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের তোলা ফলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ফলগুলি প্রত্যুষে তোলাই ভাল। কারণ তখন উপপত্র (Stipule) গুলি শিশির প্রভাবে নরম থাকে এবং তুলার সহিত জড়িত হইয়া যায় না। ফল পরিপক্ক হইলে গাছ হইতে তুলিয়া লইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। ফল গাছে শুষ্ক হইলে তাহা হইতে তুলা বিচ্যুত করিতে পারা যায়। কিন্তু সব সময় ফল গাছে পাকিতে দেওয়া সুবিধাজনক হয় না। সেই জন্য ৮।১০ দিন অন্তর পক্ক ও অর্দ্ধ পক্ক ফল এক সঙ্গে তোলা হয়। কিন্তু শুষ্ক পক্ক ফল তুলিতে হইলে সপ্তাহে দুইবার ফল তুলিলেই যথেষ্ট হয়। গাছ সংলগ্ন ফল হইতে তুলা বিচ্যুত করিয়া লওয়া হউক কিম্বা ফল পাড়িয়া তাহার পর তুলা বিচ্যুত করা হউক, সব সময় ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তুলার সহিত ফলের কোন অংশ না লাগিয়া থাকে। কারণ পরে তজ্জন্য তুলা বাহ্যতঃ দেখিতে ভাল হয় না, এবং মূল্যও কম হয়। ফল হইতে তুলা বিচ্যুত করার পর বীজ ছাড়াইয়া ফেলিতে হয়। কোন কোন জাতীয় তুলা হইতে বীজ সহজে ছাড়ান যায়, এবং কোনটিতে ছাড়াইতে অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়। দেশী থাউইয়ে সামান্য পরিমাণ তুলা ছাড়ান যাইতে পারে কিন্তু অধিক পরিমাণ তুলার বীজ ছাড়াইতে হইলে বিলাতী কটন জিন প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারা যায়। তাহাতে ব্যয় ও পরিশ্রমের অনেক লাঘব হয়।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

দুগ্ধ রক্ষার উপায়।

দুগ্ধ অধিকক্ষণ থাকিলেই অম্ল হইয়া যায়। কিন্তু দুগ্ধে যদি কিঞ্চিৎ বোরাসিক এসিড (Boracic acid) মিশাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে দুগ্ধ কাটিয়া যায় না, টক হয় না এমন কি ২।৩ দিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়।

কাগজ মণ্ড।

ইহা এক প্রকার পেপিয়ার মেচি। এস্থানে কাগজকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া ব্যবহার করা হয়। প্রথমতঃ কাগজকে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া এত নরম কর, যেন প্রায় খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এক খণ্ড টীনের এক প্রান্তে করাতের দাঁতের মত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত কাটিয়া লও। ৬।৭ খানা কাগজ বাম হস্তে চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হাতে উক্ত টীনের দাঁত লইয়া কাগজের উপর আঁচড়াইতে থাক। দেখিতে পাইবে, কাগজ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইতেছে। সমস্ত আঁচড়ান হইলে এই খণ্ডগুলি একখানা কাপড়ের উপর চাপিয়া জল বাহির করিয়া লও। এই কাগজ চূর্ণ ময়দার লেইয়ের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ইহা দ্বারা কাদার মত যে কোন জিনিষ প্রস্তুত করিতে পার।

নিম্নলিখিত ফরমূলা মতে ছাঁচ সাহায্যে কাগজ মণ্ড দ্বারা অতি সুন্দর সুন্দর জিনিস প্রস্তুত করা যায়।—

কাগজ মণ্ড	১০ ভাগ।
সিরিস	১০ ভাগ।
সবেদা	৮ ভাগ।
প্লাষ্টার অব প্যারিস	২ ভাগ।

সমস্ত ওজন মত লইবে। সিরিস এমন পরিমাণে জলে গলাইবে যেন পাতলা থাকে। এই জলে প্রথমতঃ কাগজ মণ্ড, পরে সবেদা দিয়া সমস্ত ভাল রকম মিশ্রিত কর। ছাঁচে ঢালিবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে প্লাষ্টার অব প্যারিস মিশ্রিত করিবে। ছাঁচের ভিতর দিকে উত্তমরূপে তৈলাক্ত করা আবশ্যক, নতুবা ছাঁচের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া যাইতে পারে।

স্বাস্থ্য কথা।

শুদ্ধ রোগের অজুহাতে রাশীকৃত ঔষধ উদরসাৎ করিলেই স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এবং রোগ মুক্তির জন্য জল,

বায়ু, রৌদ্রও কম আবশ্যকীয় নহে। রৌদ্র যা সূর্য্য কিরণ ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অতি অপরিহার্য্য উপকরণ।

চীনে মাটীর কোন জিনিষ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা বেশ জোড়া দিতে পারা যায়। গাড়ীতে যে বার্ণিস দেওয়া হয়, সেই বার্ণিস একটী তুলির দ্বারা ভাঙ্গা জিনিষের ধারে ধারে আগে লাগাইয়া লইবেন। তারপর ভগ্নাংশগুলি একত্র করিয়া জুড়িয়া লইয়া শুকাইতে দিবেন। মনোযোগের সহিত জুড়িতে পারিলে ভাঙা দাগটী পর্য্যন্ত সহজে নজরে পড়িবে না।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

আমার বোধ হইতেছে চার্লস গাড়িতে ছিল না। তাহার জন্য কি হইয়াছে? আমাদের আশাভঙ্গ হইলেও, আমরা নিরাশ হই নাই। অদূর ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষা নিশ্চয় কোন অধিকতর সুযোগপূর্ণ অবসর উপস্থিত হইবে।

তথাপি চালকের ভয় দূর হইল না। জড়িতকণ্ঠে কহিল—"কিন্তু মহাশয়! রাজা ঐ গাড়ীতে ছিল।"

রামবল্ড অতীব কর্কশকণ্ঠে কহিলেন,—"কি দুর্বৃত্ত! রাজা গাড়ীতে ছিল? হয় তুই ঘোর বিশ্বাসঘাতক, না হয় তোর মত ভীরু আর দুইটী নাই।"

চালক। মহাশয়! আমি দুইয়ের একটীও নাই। রাজার সঙ্গে আরও লোক ছিল—

রামবল্ড। তাহার ভাই ছিল কিন্তু তোর উপর কি আদেশ ছিল না যে—

চালক। কিন্তু আরও একজন ছিল!

রামবল্ড। কে সে আর একজন?

চালক। জেনারেল অলিফাণ্ট।

চক্রান্তকারীরা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। রাজ-শকটে যাহাকে দেখিয়া চালকের বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল, এক্ষণে তাহার নাম শুনিয়া চক্রীরাও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইল। রামবল্ড প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন—"বন্ধুবর্গ! নিশ্চয় একটা আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু ঐ দেখ কয়েক জন অশ্বারোহী এই পথে আসিতেছে—চল, ঘরের মধ্যে চল, বাহিরে এতগুলি লোককে এ বেশে সমবেত দেখিলে সহজেই সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইবে।"

মুহূর্ত্তে চক্রীরা সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িল এবং বাটীর মধ্যে উপস্থিত হইয়া, কুলি মজুরের বেশ পরিত্যাগ করিল। রামবল্ডও বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া, বাহিরে আসিলেন এবং বোঝাই গাড়ী খানিকে পথের উপর হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ইত্যবসরে অশ্বারোহী কয়জন তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। তাহারা সংখ্যায় পাঁচজন। রামবল্ড দেখিলেন অগ্রগামী ব্যক্তি সার হেনরি বিটন, অপর চারিজন জেনারেল অলিফাণ্টের অনুচর।

বিটন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তাঁহার হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিলেন,—"নমস্কার কর্ণেল! আমরা ঘোড়দৌড় দেখিয়া ফিরিতেছি। নৃপতি আজ আমার প্রভুকে যেরূপ খাতির যত্ন করিয়াছেন—তাহা ভাবিলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।"

কর্ণেল। বুঝিয়াছি। এই মাত্র তিনি রাজশকটে চড়িয়া এইস্থান দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বিটন। কি করিবেন—রাজার নিমন্ত্রণ! জানেন ত রাজ-নিমন্ত্রণ তাঁহার আদেশের নামান্তর মাত্র।

বিটনের কথায় রামবল্ড অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। তিনি বিটনকে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম এবং একপাত্র সুরাপান করিতে আহ্বান করিলেন কিন্তু যুবক শিষ্টাচার সহকারে সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া সহচরগণের সহিত লণ্ডনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রামবল্ড বাড়ীর মধ্যে গিয়া সহচক্রীদিগকে তাবৎ ঘটনা বিবৃত করিলেন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে জেনারেল অলিফাণ্টের মনে কোনরূপ সন্দেহ হয় নাই—তিনি যে ঘটনাচক্রে পড়িয়াই রাজশকটে বসিয়া যাইতেছেন জানিতে পারিয়া, তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবেন স্থির করিয়া, যে যাহার আবাসে প্রস্থান করিলেন।

হেনরিয়েটা কক্ষ বাতায়নে দাঁড়াইয়া সকলেই দেখিলেন। রাজশকট নির্ব্বিবাদে প্রস্থান করিলে পর, তিনি আশ্বস্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, সেই স্থলে নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন এবং ভক্তিভরে ভগবানের চরণে মস্তক অবনমিত করিলেন। সন্ধ্যার পর সহোদরার সহিত সাক্ষাৎ হইলেও, রামবল্ড তাঁহার ভাব দেখিয়া বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহারই সাধু চেষ্টার ফলের তাঁহার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে।

এই স্থলে আমাদের পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা কয়েকটী বিষয়ের কিঞ্চিৎ কৈফিয়ৎ প্রদান করিব। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, হেনরিয়েটা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দিবার জন্য অলিফাণ্টের হস্তে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। তিনি রাই-হাউস হইতে বহির্গত হইয়াই পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল,—

"ভগবানের দোহাই দিয়া আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি ঘোড়দৌড়ের শেষ দিনে নিশ্চয়ই নিউমার্কেটে উপস্থিত হইবেন এবং যে কোন উপায়ে হউক প্রত্যাবর্ত্তনকালে রাজ-শকটে বসিয়া আসিবেন। যাহা কিছু পবিত্র আছে তাহার দোহাই দিয়া বলিতেছি, ইহার অন্যথাচরণ করিবেন না। ইহার দ্বারা যে কি সুফল ফলিবে, তাহা এখন আর কি বলিব।"

পত্রপাঠ করিয়া লেখিকার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলেও, অলিফাণ্ট এইটুকু বুঝিলেন, রামবল্ড তাঁহার সুপরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া, কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

হইয়াছেন। হেনরিয়েটা কোনরূপে তাহার আভাস পাইয়া সহোদরকে নিশ্চিত ধ্বংসের কাল হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

হেনরিয়েটার অনুরোধে পড়িয়া অলিফান্ট দ্বিতীয় দিনের ঘোড়দৌড়ের মাঠে উপস্থিত হইলেন। সার হেনরি বিটনকে সকল কথা বলিয়া, কি ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে পরামর্শ দিয়া রাখিলেন। সহজেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। নৃপতি তাঁহাকে মঞ্চে বসিয়া খেলা দেখিতে আহ্বান করিলেন। অপরাহ্নে নৃপতির পার্শ্বে বসিয়া জলযোগ করিতেছেন, এমন সময়ে বিটন তথায় উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিল,—"আস্তাবলে আপনার ঘোড়াটী অপরাপর ঘোড়ার সহিত বাঁধা ছিল—কোনরূপে পশ্চাতের পদে আহত হইয়া হঠাৎ খোঁড়া হইয়া পড়িয়াছে। এখন কি কর্ত্তব্য—আপনার পরামর্শ জানিতে আসিয়াছি।"

অলিফান্ট কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বেই, নৃপতি কহিলেন,—"ইহার জন্য চিন্তা কি। আমার গাড়ীতে যথেষ্ট স্থান আছে—তাহাতেই বসিয়া যাইবেন।"

অলিফান্ট সহজেই সম্মত হইলেন। বিটন প্রস্থান করিলেন। তিনি যে সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন, তাহা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, পাঠক বোধ হয় অনুমান করিতে পারিয়াছেন।

রাজ-শকট রাই হাউসের নিকটবর্ত্তী হইলে, পথের মধ্যস্থানে বোঝাই গাড়ী এবং তাহার চালকের সেইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া অলিফান্ট কতকটা বিষয় অনুমান করিয়া লইলেন কিন্তু সম্যকরূপে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে শকট তাঁহার ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, যখন তিনি অবতরণ করিতে যাইতেছিলেন, রাজা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"এক পক্ষগত—কাল বেলা দুইটার সময় আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন—কাল আপনার আশা পূর্ণ করিব—এখন বিদায়!"

পরদিবস বেলা ঠিক একটার সময়ে সার উইলিয়ম ব্রাণ্ড রাজ প্রাসাদে উপনীত হইলেন। প্রাতঃকালে তাঁহার নিকট একজন দূত প্রেরিত হইয়াছিল—দূতের মুখে সংবাদ পাইয়া তিনি রাজকক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজা নির্জ্জন কক্ষে তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। সার উইলিয়ম উপস্থিত হইলে নৃপতি তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, নিম্নস্বরে কহিলেন,—"প্রিয় বিশ্বস্ত সুহৃদ্! এত দিন যে কথা সযত্নে বক্ষের মধ্যে রক্ষিত ছিল, আজ তাহা প্রকাশ করিতে হইবে।"

উইলিয়ম ব্রাণ্ড সাধারণতঃ একজন কঠোর গম্ভীর প্রকৃতির লোক। সহজে কেহ কখনও তাঁহাকে চঞ্চল হইতে দেখে নাই। অদ্য কিন্তু রাজার এই কথায় তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন,—"রাজন! সে গুপ্তকথা আপনার—এতদিন পরে, তাহা প্রকাশ বা অপ্রকাশ করা আপনার অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে।"

রাজা। না বন্ধু! সে আর এখন আমার গুপ্তকথা নয়—অন্যে তাহার অস্তিত্ব অবগত হইতে পারিয়াছে।

ব্রাণ্ড। বুঝিয়াছি,—মনে পড়িয়াছে—গত বৎসর একদিন আপনি আমাকে ঐ ভাবের কথা বলিয়াছিলেন বটে। নাচের মজলিসে বাজীকরের ছদ্মবেশ ধরিয়া একজন আপনার কর্ণের নিকট গুপ্ত ব্যক্তের আভাস দিয়াছিল। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, এই ছদ্মবেশী বাজীকর স্বয়ং জেনারেল অলিফান্ট।

রাজা। হাঁ—তাই বটে; এবং এখনও তিনিই আমাকে ঐ কথার সহিত যাঁহাদের সংস্রব, তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য জিদ করিতেছেন।

ব্রাণ্ড। গতবারে কিন্তু আপনি আমাকে বিশ্বাসহন্তা ভাবিয়া—

রাজা। কিন্তু প্রিয় সুহৃদ্ আমার সে সন্দেহ কি স্বাভাবিক নয়? কিন্তু আপনি দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ করিলে, আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করি এবং আপনার উপর অযথা সন্দেহ করিয়া, আপনার মর্ম্মপীড়া উৎপাদন করিয়াছিলাম বলিয়া, আপনাকে অভিনব উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়া সন্তুষ্ট করি।

ব্রাণ্ড। আমিও সে সম্মান সাদরে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

রাজা। কিন্তু এ কথা অলিফান্ট জানিল কি প্রকারে? আমরা চারিজন মাত্র এ সংবাদ জানিতাম। আপনি—আমার স্ত্রী—আমি এবং আমার সেই বিশ্বস্তা ফরাসী পরিচারিকা। পরিচারিকার সেই সময়েই মৃত্যু হইয়াছে—আমি কাহারও নিকট একথা প্রকাশ করি নাই—আপনিও স্বীকার করিয়াছেন কাহারও নিকট বলেন নাই—তবে কি—

ব্রাণ্ড। রাজন্! আমি সকল কথাই প্রকাশ করিতেছি। এ কার্য্যে আমার শুষ্কপ্রায় পুরাতন ক্ষত নূতন হইয়া রক্ত মোক্ষণ করিলেও, আমি বলিতে বাধ্য। সত্যই আমি কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করি নাই। গতবারে আমার স্ত্রীর হইয়া যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলাম—তাহা সত্য নহে। আমার স্ত্রী শুদ্ধ ঐ এক বিষয়ে নহে—অপরাপর বিষয়েও আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।

রাজা। এই অপ্রীতিকর বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতে আপনাকে বাধ্য করিয়া, আমি বড়ই অন্যায় করিয়াছি কিন্তু এখন আর উপায় নাই, আমার কৌতুহল শিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ব্রাণ্ড। আমিও যথাসাধ্য আপনার সে কৌতুহল নিবারণ করিতেছি। ষোল কিংবা সতের বৎসর পূর্ব্বে ফেবিয়ান পার্শি নামক কোন লোক অতিথি রূপে কিয়দ্দিন নৈদার হলে বাস করে। ফেবিয়ান পার্শি যুবক,

সুদর্শন, তীক্ষ্ণ উন্নত হৃদয় এবং সকল রকম ক্রীড়া কৌতুকে অভ্যস্ত—আমার অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট হইলেও, তাহার সাহচর্য্য তৎকালে আমার অতিশয় প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল। আমি বহুদিন তাহাকে অতিথি রূপে আমার আবাসে রাখিয়াছিলাম। তখন আমি জানিতে পারি নাই যে,আমি দুধকলা দিয়া কালসর্প পুষিতেছিলাম। একদিন ঘটনাক্রমে তাহার সহিত আমার পত্নীর বিশ্রম্ভালাপ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। শুনিলাম আমারি আদরিণী প্রণয়িণী তাহার তরুণ প্রেমাস্পদের কর্ণে প্রেমের মধুধারা বর্ষণ করিতেছে। শুদ্ধ তাহাই নয়—প্রেমোন্মত্তা আপনার গুপ্ত কথাও ব্যক্ত করিতেছে, এখন আপনি সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন, কেন আমি আমার পত্নীকে নির্জ্জন কারাকক্ষে আবদ্ধা করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহাকে আমরা বন্দিনী করিয়া রাখাই আমার অভিপ্রেত ছিল কিন্তু সেই অশুভক্ষণে—যে দিন আমি রামবল্ডের কন্যার পাণিগ্রহণে উদ্যত হইয়াছিলাম—সেই দিনে সহসা কারাকক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া আইসে। গতবারে আমাকে এ সম্বন্ধে যখন প্রশ্ন করেন, আমি তখন এই সকল বিষয় প্রকাশিত হইবার আশঙ্কায় ইচ্ছা পূর্ব্বক অসত্যের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

রাজা। তাহা হইলে আপনি কি বলিতে চান, ফেবিয়ান পার্শি তাহার পর অন্যের নিকট এ কথা ব্যক্ত করিয়াছিল ?

ব্রাণ্ড। এতদ্ভিন্ন অন্য অনুমান আমি খুঁজিয়া পাই না। সেই পাপিষ্ঠ এবং পাপিষ্ঠার কথাবার্ত্তা হইতে আমি বুঝিয়াছিলাম, পাপিষ্ঠা তাহার বহু পূর্ব্বে তাহার উপপতিকে ঐ গুপ্তকথা বলিয়াছিল। সুতরাং অপরের নিকট সে কথা প্রকাশ করিবার সে যথেষ্ট সময় পাইয়াছিল।

রাজা। কেন, তাহার পরেও কি সে, সে কথা অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে পারে না ?

নৃপতির এই প্রশ্নে সার উইলিয়ম ব্রাণ্ডের মুখ মলিন হইয়া উঠিল। অসাবধানতা প্রযুক্ত তাঁহার মুখ দিয়া তাঁহার পাপের পরিপোষক উক্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। নৃপতি তাঁহার হাত ধরিয়া কহিলেন,—"প্রিয় বন্ধু! জগণ্যবার আপনি প্রভুভক্তির পারকাষ্ঠা দেখাইয়া আমার সেবা করিয়াছেন। অসাবধানতাবশতঃ আপনার মুখ দিয়া যে কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহার জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। তাহার পর, এরূপ ক্ষেত্রে যাহা স্বাভাবিক, অত্যাচারিত স্বামী তাহার মান সম্ভ্রমের অপচয়কারীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, আপনি তাহাই করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনি কখনই দণ্ডার্হ হইতে পারেন না। বলুন তাহার পর কি হইল—ফেবিয়ান পার্শির পরিণাম শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিতেছে।

ব্রাণ্ড। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যাহা ঘটে, এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল। ফেবিয়ান পার্শির পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাহার প্রাণদণ্ডে পর্য্যবসিত হইয়াছিল—তাহার পাপের অংশভাগিনী আজীবন কারাগারে বন্দিনী হইয়াছিল—সেই স্থলেই তাহার পাপজীবনের পর্য্যবসান হইত কিন্তু জেনারেল অলিফান্ট আসিয়া, তাহাকে কারামুক্ত করিয়া দেয়।

রাজা। তাহার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কারণ কি ? ফেবিয়ান পার্শির সহিত কি তাহার পরিচয় ছিল ?

ব্রাণ্ড। স্মরণ হয় না। তাহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না। যে দিন রাইহাউসে রামবল্ডের নিকট আমার প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে উপস্থিত হই, সেই দিন সেই স্থলে তাহাকে প্রথম দেখি।

রাজা। আশ্চর্য্য। এখনই সে এখানে আসিবে। কেমন করিয়া সে আমার এ গুপ্তকথা অবগত হইল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব।

ব্রাণ্ড। তাহা হইলে এখনই আসিবে।

রাজা তাহার ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"আমি তাহাকে এখানে দুইটার সময় হাজির হইতে আদেশ করিয়াছি। বেলা ঠিক দুইটা—আসিল বলিয়া, তাহার মত লোকের কথায় বৈঠিক হয় না।"

তাঁহার মুখের কথা তখনও শেষ হয় নাই—দৌবারিক দ্বার প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল,—"জেনারেল অলিফান্ট আসিয়াছেন।"

নবাধিকশততম পরিচ্ছেদ।

রাজার গুপ্ত বাক্স।

জেনারেল অলিফান্ট রাজ-সকাশে উপনীত হইবা মাত্র, তাঁহার পার্শ্বে আর এক জনকে দেখিয়া অতি মাত্রায় চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তে সে চাঞ্চল্য বিদূরিত হইলেও অপরাপর লোকের চক্ষের দিকে যেমন সরল ভাবে খর দৃষ্টি সঞ্চালন করা তাঁহার অভ্যাস, এ ক্ষেত্রে সার উইলিয়ম ব্রাণ্ডের মুখের দিকে সে ভাবে চাহিতে সক্ষম হইলেন না। ইতিপূর্ব্বে রাই-হাউসে আর একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল—সে বারেও তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে সমর্থ হন নাই—এবারও হইলেন না।

নৃপতি তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া কহিলেন,—"আজ যে কথা আমি ব্যক্ত করিব, সে কথা আপনার ন্যায় আমার এই বিশ্বস্ত বন্ধুটীও অবগত আছেন, সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাঁহার উপস্থিতিও যুক্তিসঙ্গত বোধে তাঁহাকে এখানে আহ্বান করিয়াছি।

অলিফান্ট শিষ্টাচারের প্রদর্শন করিয়া ব্রাণ্ডকে অভিবাদন করিলেন। পুনরায় তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্বেগ খিন্ন এবং বিষাদের ঘনীভূত ছায়ায় মলিন হইয়া উঠিল।

রাজা। আপনি বোধ হয় একা আসেন নাই।

অলিফান্ট। না। যাহার সহিত এ

ঘটনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—তাহাকেও সঙ্গে আনিয়াছি। আমার অনুরোধে আপনার এক ভৃত্য তাহাকে কক্ষান্তরে বসিবার আসন দিয়াছে।

রাজা। এখন কেমন করিয়া এই আবরণ উন্মুক্ত হইবে? যেমন করিয়াই হউক, অতি ধীরে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। কে এই কথা প্রকাশ করিবে? আপনি না সার উইলিয়ম ব্রাণ্ড?

অলিফাণ্ট। আমিই এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলাম।

রাজা। কিন্তু কতকগুলি কৈফিয়ৎ দেওয়া কর্ত্তব্য। হেতু এই উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করা—

অলিফাণ্ট। কিছুই আবশ্যক হইবে না —সমস্তই আমি জানি।

রাজা। আপনি সবই জানেন? আশ্চর্য্য! অলিফাণ্ট! অগ্রে আমায় বলুন আপনি কি প্রকারে এই সকল বিষয় অবগত হইলেন।

অলিফাণ্ট। আজ সত্যই সকল রকম রহস্যের উপর যবনিকা উত্তোলিত হইবে। কিন্তু এখন নয়। আমি আপনার নিকট প্রতিশ্রুত হইতেছি, অদ্য বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, কি প্রকারে আমি এ সকল বিষয় জানিতে পারিয়াছি—প্রকাশ করিয়া বলিব। আপাততঃ যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি সম্পাদন করিয়া আসি।

এই কথা বলিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক রাজসকাশ হইতে বহির্গত হইলেন। এবং যে কক্ষে সার লরেন্স লি উপবিষ্ট ছিলেন, তথায় প্রবেশ করিলেন।

অলিফাণ্ট কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, লরেন্সের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। একের মুখে গাম্ভীর্য্য অপরের মুখে কৌতূহল এবং অনিশ্চয়তার ছায়া প্রতিফলিত।

অলিফাণ্ট গম্ভীর অথচ করুণা-প্লাবিত কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"প্রিয়তম তরুণ বন্ধু! আমি আজ তোমায় নিকট একটী অতি প্রয়োজনীয় গুপ্ত ব্যক্ত করিব। ধৈর্য্য সহকারে আমার বক্তব্য শ্রবণ কর। সর্ব্ব প্রথমে আমি তোমার পত্নীর পিসীর সম্বন্ধে গুটি কতক কথা বলিব। তুমি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে, হেনরিয়েটা যাঁহাকে ভাল বাসিয়াছিলেন তাঁহাকে ভাল বাসিবার সময় বিচক্ষণতার সম্যক পরিচয় দিতে সক্ষম হন নাই। প্রণয়ীর প্রত্যেক কথ তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার সম্ভ্রম সংন্যস্ত করিয়াছিলেন। কামজ মোহের ফলে তাঁহার এ অধঃপতন কখনই সংঘটিত হয় নাই। বাসনার প্রাবল্য হেতু সন্ত্রাসিত হইয়া কখনই তিনি পাপপথে পদার্পণ করেন নাই। প্রণয়াধিক্যই তাঁহার এই দুর্ব্বলতার কারণ—সর্ব্বনাশের সোপান। সেই প্রেমমুগ্ধার প্রণয়পাত্র যে চার্লস—তাহা তুমি শুনিয়াছ। তাঁহারা ফ্রান্সে প্রস্থান করেন। তথায় উপস্থিত হইয়া হেনরিয়েটা যখন বুঝিতে পারিলেন, তিনি গর্ভবতী হইয়াছেন, তখন সেই গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া, যাহাতে পিতৃনামে পরিচিত হইবার ন্যায় সঙ্গত অধিকার লাভ করে, তাহার জন্য চার্লসকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে ফিজ উইলিয়ম বলিয়া জানিতেন, সুতরাং সেই বিশ্বাসবশতঃ পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে তাঁহার প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। চার্লস কিন্তু নিত্য নূতন ছল চাতুরীর উদ্ভাবন করিয়া, ক্রমাগত বিলম্ব করিতে লাগিলেন। হেনরিয়েটা তাঁহার সকল রকম অনুনয় বিনয় উপেক্ষিত হইতে দেখিয়া, রাগারাগি আরম্ভ করিলেন। এদিকে দুর্ভাগ্য পীড়িত চার্লসের মনের অবস্থা ভাল ছিল না, সুতরাং সকল সময়ে হেনরিয়েটার অভিযোগবাণী তাঁহার প্রীতিপদ হইত না; তাই বলিয়া তুমি মনে করিও না, আমি চার্লসের পক্ষ সমর্থন করিতেছি। তিনি যদি অভাগিনীর ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ ঢালিয়া দিতে পারিতেন, আমি কত সুখী হইতাম, তাহা ভগবানই জানেন। অবশেষে হেনরিয়েটার বাক্যবাণ অসহ্য হওয়ায় চার্লস তাঁহাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। অভাগিনী উন্মাদিনীর মত কতই রোদন করিলেন—তাঁহার পর পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইলেন। যখন তাঁহার চৈতন্য হইল—দেখিলেন চার্লস তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এক ফরাসী রমণী তাঁহার পরিচারিকা ছিল—সে কোনরূপে চার্লসের প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিল কিন্তু হেনরিয়েটার নিকট তাহা প্রকাশ করে নাই। তবে তাঁহার প্রকৃত নাম যে ফিজ উইলিয়ম নহে, তাহাও বলিয়াছিল। এই কথা শুনিয়া হতভাগিনী পুনরায় শয্যাগত হইলেন—বিকারের ঘোরে অচৈতন্যাবস্থায় কত কি বকিতে লাগিলেন। এই সময়ে চার্লস প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি প্যারিসে তাঁহার বন্ধু অনুরক্ত সার উইলিয়ম ব্রাণ্ডের নিকট অর্থ সংগ্রহের জন্য গিয়াছিলেন। হেনরিয়েটার সহিত সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে, তাঁহাকে কিছু অর্থ প্রদান করিবার জন্য প্রত্যাবৃত হইয়া দেখিলেন, তিনি রোগশয্যায় শায়িত—ঘোর বিকারগ্রস্ত এবং সময়ে সময়ে নবপ্রসূত শিশুকে আক্রমণ করিতে উদ্যত। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শিশুটীকে স্থানান্তরিত করিতে যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। এরূপ করিবার আরও একটী হেতু ছিল—শিশু বড় হইয়া যাহাতে কোনরূপে বুঝিতে না পারে, ইংলণ্ডেশ্বর তাহার জনক—সে পথ রুদ্ধ করা সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য। এইপ্রকার সংকল্পে উপনীত হইয়া তিনি শিশুকে তাহার জননীর পার্শ্ব হইতে স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। ফরাসী পরিচারিকার উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল। হেনরিয়েটার চৈতন্য হইলে, তাঁহাকে দিবার জন্য, তাহার হস্তে কিছু অর্থ ন্যস্ত করিয়া—"

লরেন্স। আমরা যতদূর শুনিয়াছি তাহাতে বুঝিতেছি সে অর্থ মিস রামবল্ডের হস্তগত হয় নাই। (ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ বর্ষ।] ২৫শে পৌষ, ১৩২৮ সাল। ইং ৯ই জানুয়ারি, ১৯২২ সাল। [৯ম খণ্ড।

কৃষিতথ্য।

পেঁয়াজ চাষ করিয়া পেঁয়াজ প্রচুর জন্মান সহজ, কিন্তু পেঁয়াজ রক্ষা করা বিষম সমস্যার কথা। ফ্রান্সে হঠাৎ এই পেঁয়াজ রক্ষার একটা উপায় বেরিয়ে পড়েছে। ফ্রান্সের একজন পেঁয়াজের চাষ কর্ত্তো। তাহার পেঁয়াজ প্রচুর জন্মাতো বটে, কিন্তু পরের পেঁয়াজ চাষের মরসুমের সময় তার পেঁয়াজ গুলি পচে যেতো, বীজ রাখ্‌তে পেতো না। এক বৎসর সে ভিন্ন ভিন্ন জমীতে ভিন্ন ভিন্ন সার দিয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছে কল্লে যে তাতে কি রকম ফল দাঁড়ায়। ফসল প্রচুরই হয়ে ছিল, কৃষক প্রত্যেক জমীর পেঁয়াজ বস্তাবন্দী করে তাতে কি সার দেওয়া হয়েছিল লেবেল দিয়ে রেখে দিলে। চাষের মরসুমে দেখ্‌লে, একটা জমীর বস্তার সমস্ত দাগী এবং পচে গেছে, আর এক টার পেঁয়াজ ঠিক আছে। টিকিট দেখে বুঝলে, তাতে Sulphate of Potash সল্‌ফেট্‌ অফ্‌ পটাশের সার দেওয়া হয়েছিল। সেই অবধি সে সকল জমীতে এই সারই ব্যবহার কর্ত্তে লাগ্‌লো, আর পেঁয়াজ পচে না। আমাদের দেশের চাষারা কি এত অনুসন্ধান করে? এ দেশের চাষাও পেঁয়াজ চাষে সল্‌ফেট পটাস ব্যবহার কল্লে ক্ষতি হতে পায় না। এই জন্যে বৈজ্ঞানিক কৃষি শিক্ষা আবশ্যক। (কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

রাই-হাউস প্লট।

অলিফান্ট। না। সে দোষ চার্লসের নয়। হেনরিয়েটার নিকট তিনি অপরাপর বিষয়ে গুরুতর অপরাধী হইলেও এ বিষয়ে তাঁহার কোনই অপরাধ নাই। আমার বিশ্বাস এখনও তিনি জানেন না যে, হেনরিয়েটা রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া অর্থাভাবে পথে বসিয়াছিলেন। পুনরায় যখন অভাগিনীর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, জানিতে পারিলেন সেই দিন তাঁহার ফরাসী পরিচারিকার সহসা মৃত্যু হইয়াছে। যে চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন, তাঁহারই মুখে এই সংবাদ পাইলেন। কোন বিশিষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও, ঐ চিকিৎসক প্রবরই যে অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, আমরা এ বিষয়ের আর অধিক আলোচনা করিব না। দ্বিতীয়বার সংজ্ঞা লাভের পর হেনরিয়েটা শুদ্ধই যে তাঁহার পরিচারিকার মৃত্যু সংবাদ পাইলেন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে জানিতে পারিলেন, তাঁহার শিশু সন্তানটীও তাঁহার নিকট হইতে জন্মের মত স্থানান্তরিত হইয়াছে। চার্লস সেই সন্তানের পালন-ভার তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত বন্ধুর করে সমর্পণ করিলেন—তিনি তাহাকে ভ্রাতুষ্পুত্ররূপে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

লরেন্স লির মুখখানি পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। সকলই তিনি বুঝিতে পারিলেন—মুহূর্ত্তে তাঁহার চিত্ত উন্মীলিত হইল। শত সহস্র বিষয় এতদিন যাহা তাঁহার চক্ষে রহস্যাবৃত বোধ হইত—আজ মুহূর্ত্তে তাহাদের উপর হইতে রহস্যের আবরণ খসিয়া পড়িল। কেন তাঁহার পিতা মাতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সার উইলিয়ম নীরব হইতেন—তাঁহাদের সমাধিস্থল কোথায় দেখিতে চাহিলে কেন তাঁহার মুখে আশঙ্কার চঞ্চল ছায়া প্রতিফলিত হইত—রামবল্ডের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, চার্লস কেন তাহার প্রতিবন্ধতা করিয়াছিলেন—কেন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দুর্গে আবদ্ধ করিয়াছিলেন—ইত্যাকার সহস্র সহস্র ঘটনা এক লহমায় তাঁহার অন্তর মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তিনিই সেই সন্তান।

অলিফান্ট সস্নেহে তাঁহার হাত দুইটী নিজের হস্তের মধ্যে টানিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে কহিলেন,—"প্রিয় বন্ধু! সত্যই তাই

শান্ত হও বৎস! তোমার রাজকীয় পিতার আদেশেই এই গোপনীয় কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। তোমার মাকেও কাল এ সংবাদ দান করিব।”

বহু যুদ্ধে রণদুন্দুভির মধ্যেও যাঁহার হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই—তিনি এক্ষণে নিতান্ত অসহায় বালকের মত রোদন করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—“আহা অভাগিনী জননী আমার কত কষ্টই তুমি সহ্য করিয়াছ!”

জেনারেল অলিফাণ্টও অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষেও জল আসিল। ক্ষিপ্রহস্তে চক্ষুমার্জ্জনা করিয়া কহিলেন,—“লরেন্স! তোমার মনে যে কি হইতেছে তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু তোমাকে এ বিষয় জানান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। তোমার পিতা তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রকাশ্য বিচারালয়ে যাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন—এক্ষণে স্বমুখে তাহা স্বীকার করিয়া, স্বকৃত দুষ্কৃতির ফল গ্রহণ করিতেছেন। আমারই পরামর্শে মন্ত্রে সাধারণ্যে সে কথা প্রকাশ করিয়াছিল। আমি জানিতাম চার্লস অস্বীকার করিবেন—তোমার মাতার হৃদয়ে অভিনব ক্ষত উদ্ভূত হইবে—কিন্তু উপায় ছিল না। সেরূপ না করিলে, চার্লসকে তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত করিতে পারিতাম না।”

লরেন্স। হে সদাশয় হিতৈষী বন্ধু! আপনার সকল কার্য্যই রহস্যময় কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত করুণাপ্লাবিত। কিন্তু আপনি কতদিন হইতে আমার এই জন্ম রহস্য অবগত আছেন?

অলিফাণ্ট। অনেক দিন হইতে। তোমার কি স্মরণ হয় না—সেই যে দিন ডাচেস অব প্রোর্টস মাউথের ভবনে তোমার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল—বলিয়াছিলাম তোমাকে অতি শৈশব হইতে জানি?

লরেন্স। হাঁ—এইবার মনে পড়িয়াছে। আপনি বলিয়াছিলেন, এমন একদিন আসিবে, যে দিন সকল রহস্যের উচ্ছেদ হইবে।

অলিফাণ্ট। আজ সেইদিন সমুপস্থিত। কিন্তু তুমি হয়ত ভাবিতেছ, এতদিন একথা তোমার নিকট কেন প্রকাশ করি নাই—এবং রাজাকেই বা একথা প্রকাশ করিতে কেন বাধ্য করি নাই? কারণ ছিল—অন্ততঃ আমি ভাবিয়াছিলাম, ইহা কোনরূপে সুফল প্রসূ হইবে না। ভাবিয়াছিলাম, তোমার পিতা কে যদি তোমায় বলি, তাহার প্রতি কখনই তুমি অনুরাগ ভরে চাহিতে পারিবে না—মাতার সর্ব্বনাশকারী, তাঁহার কলঙ্ক এবং যন্ত্রণার মূলীভূত কারণ জানিয়া তাহার প্রতি বিরাগ ভাবই পোষণ করিবে। কিন্তু যখন দেখিলাম তিনি সেই অপহৃত সন্তানের সন্ধান জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন—তাঁহার উৎকণ্ঠা নিবারণের জন্য তাঁহার সহোদর চার্লসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, আত্ম জীবনকে বিপন্ন করিয়া বসিলেন, তখন দেখিলাম, না—আর এ বিষয় অপ্রকাশ রাখা কোনক্রমেই সমীচীন নহে—অভাগিনী হেনরিয়েটাকে জানান আবশ্যক হইয়াছে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর ঐ পতিই—তাঁহার সেই অপহৃত সন্তান।

লরেন্স। আপনি বলিলেন শিশুকাল হইতে আমাকে জানেন কিন্তু আপনাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়াত আমার মনে হয় না।

অলিফাণ্ট। তখন তোমার বয়স সাত কি আট বৎসর মাত্র।

লরেন্স। কৈ আমার ত কিছুই স্মরণ হইতেছে না! আমার বেশ মনে হইতেছে, সে সময়ে নেদারহলে বহু লোকের সমাগম হইত। এই সকল লোকের মধ্যে একজনের কথা আমার বেশ মনে আছে। আমার বালসুলভ ক্রীড়া কৌতুকে তিনি যোগ দিতেন—আমার সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি—ছুটাছুটি করিতেন—তিনিই আমাকে নৌচালনা করিতে—ছিপে মাছ ধরিতে শিখাইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে পরে অনেক কথা শুনিলেও—আমি এখনও তাঁহার স্মৃতিকে ভালবাসি—দুঃখ ভারাবনত হৃদয়ে তাঁহার উপাসনা করি। ঐ ব্যক্তির নাম ফেবিয়ান পার্শি।

অলিফাণ্ট। এস লরেন্স। তোমার রাজপিতা তোমার অপেক্ষা করিতেছেন।

পাঠক! লরেন্সের এই সময়কার হৃদয়ভাব অনুভবে বুঝিবার চেষ্টা করুন—উহা বর্ণনা করিবার বিষয় নয়। কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল—লরেন্স মুক্ত দ্বারপ্রান্তে মুহূর্ত্তের জন্য বিবিধ ভাবাবেশে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। পিতৃ হৃদয়েও অপত্য স্নেহের মন্দাকিনী ছুটিতে লাগিল—চার্লস দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন—লরেন্স ছুটিয়া আসিয়া পিতার প্রসারিত বাহুমধ্যে আবদ্ধ হইলেন।

পিতাপুত্রে সেই ভাবে বহুক্ষণ পরস্পরের আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তাহার পর তাঁহারা আসন পরিগ্রহ করিলে, স্যর উইলিয়ম ব্রাণ্ড কহিলেন,—এইবার জেনারেল অলিফাণ্ট! আপনি আপনার অঙ্গীকার পালন করিবেন—কি প্রকারে এই সকল গুপ্ত তথ্য অবগত হইয়াছিলেন, আমাদিগকে বলিবেন।”

আবেগকম্পিত মৃদুকণ্ঠে অলিফাণ্ট উত্তর করিলেন,—“আপনার মনে কি কোনরূপ সন্দেহ হয় না? কোন অভাবনীয় অচিন্তিতপূর্ব্ব অনুমান—তাহা যতই অসম্ভব হউক না কেন, আপনার মস্তিষ্কতে আলোড়িত করে নাই? অতীতের কোন ঘটনা—”

বাধা দিয়া উত্তেজিতভাবে ব্রাণ্ড কহিলেন,—“একমাত্র অনুমান আমি করিতে পারি—ফেবিয়ান পার্শির মুখে আপনি হয়ত এই কথা শুনিয়া থাকিবেন!”

অলিফাণ্টও তেমনই উত্তেজিত ভাবে কহিলেন,—“না না আপনি যাহার নাম করিলেন সে ব্যক্তি কখনই তাহার প্রতি ন্যস্ত বিশ্বাসের অপব্যবহার করে নাই! কিন্তু—আজিকার দিনে সকল গুপ্তই ব্যক্ত হইবে—

সকল ঘটনার উপর হইতেই রহস্যের আবরণ খসিয়া পড়িবে! আমিই—স্যার উইলিয়ম ব্রাণ্ড শিহরিয়া উঠিবেন না—আমিই সেই ফেবিয়ান পার্শি।”

দশাধিকশততম পরিচ্ছেদ।

অতীতের আলোচনা।

ফেবিয়ান পার্শি এবং জেনারেল অলিফান্ট যে একই ব্যক্তি—এই কথা শ্রবণ করিয়া সার উইলিয়ম ব্রাণ্ডের ন্যায় আমাদের পাঠকবর্গও বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং এই স্থলে আমরা অতীতের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া আমাদের বর্ত্তমান আখ্যায়িকার ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব।

ব্রিটানিতে লুসিডি কুয়ারিবালিসের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবার পর, নিতান্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফেবিয়ান পার্শি ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত হন। এখানে আসিবার পর ব্রাণ্ডদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়—তাঁহাদের সহিত তাঁহার খুব সম্বন্ধ ছিল। ব্রিটানিতে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে, তিনি হৃদয়ে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন—এখানে আসিয়া হৃদয়ের সেই অবসন্নভাব বিদূরিত করিবার জন্য এখানকার বিলাসপ্রমত্ত সমাজের আমোদ প্রমোদের মধ্যে আপনাকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া বসিলেন। এই তাঁহার দূর সম্পর্কীয় সার উইলিয়ম ব্রাণ্ড এবং তাঁহার পত্নীর সহিত পরিচিত হইয়া অতিথিরূপে তাঁহাদের আবাসে বাস করিতে লাগিলেন।

লেডি ব্রাণ্ড অতুলনীয়া রূপসী। তিনি যেমন মধুরভাষিণী, তেমনই দর্শক চিত্তবিনোদিনী। ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের সিংহাসন লাভের পর হইতে আভিজাত্যকুলের অভিলষণীয় আমোদ প্রমোদের তাঁহার যোগদান করিবার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, লোকে তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাঁহার স্বামীর মনে কিন্তু কোনরূপ সন্দেহ জন্মায় নাই! সার উইলিয়ম ব্রাণ্ড বরাবরই বড় কৃপণ স্বভাব—লেডি ব্রাণ্ড কিন্তু তেমনই মুক্তহস্ত। পোষাকে—পরিচ্ছদে—রত্নালঙ্কারে জলের মত তিনি অর্থ ব্যয় করিতেন। লর্ড ব্রাণ্ডের চক্ষে তাহা বড়ই দূষণীয় বোধ হইত বলিয়া সময়ে সময়ে তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতেন। ফেবিয়ান পার্শি নেদারহলে বাস করিতে আসিবার পর হইতেই লেডি-ব্রাণ্ড তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের এই প্রথম সঞ্চার। উইলিয়ম ব্রাণ্ডের সহিত তাঁহার যে পরিণয় হইয়াছিল, তাহাতে হৃদয়ের বিনিময় হয় নাই—সে টাকার বিবাহ—সে অর্থের সহিত পরিণয়। এক্ষণে তরুণ সুদর্শন ফেবিয়ান পার্শিকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন—সকল বাসনা, হৃদয়ের যাবৎ বৃত্তি এক্ষণে তাঁহাতে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িল। আগে যেমন সাগ্রহে সভ্য সমাজে মিশিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেন—এক্ষণে তেমনই সে সকল রঙ্গ রসে যোগ দিতে হইলে বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পত্নীর এবম্বিধ পরিবর্ত্তনে পতি সুখী হইলেন। কারণ তাঁহার অর্থের অপব্যবহার অনেকটা সংযত হইল। পত্নীর স্বভাবের পরিবর্ত্তনের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে তাঁহার কোনই সন্দেহ জন্মিল না। এই সময়ে তিনি প্রায়ই নেদারহলে থাকিতেন না—জমিদারীর বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন—কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতি বিবিধ বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং লেডি-ব্রাণ্ড সর্ব্বদাই ফেবিয়ান পার্শির সহবাস সুখে অতিবাহিত করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। ফেবিয়ান পার্শি কিন্তু লুসিকে যেমন ভালবাসিয়াছিলেন, ইহাঁকে সেরূপ ভালবাসিতে না পারিলেও, এরূপ রূপসীর হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর হইতে পারিয়াছেন ভাবিয়া আনন্দিত হইলেন এবং এই নবীন প্রেমের উন্মাদনায় ফ্রান্স হইতে আসিবার সময় হৃদয়ে দুঃখ এবং অবসন্নতার যে বোঝা চাপাইয়া আনিয়াছিলেন, অনেকটা নামাইয়া ফেলিলেন।

লুক গ্রিমফিল্ড এবং তাহার পত্নী বহুদিন হইতে লর্ড ব্রাণ্ডের চাকরি করিতেছে। তাহারা তিন সহোদর। লুক, রাল্ফ এবং আর একজন। তৃতীয় সহোদরের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার একমাত্র সন্তান। ফেবিয়ান পার্শি যখন নেদারহলে বাস করিতেছিলেন, তখন তাহার বয়স আঠার কি উনিশ। ব্রাণ্ড তাহাকেও ভৃত্যরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল না। একদিন সে চুরি করিয়া হাতে হাতে ধরা পড়িল। লুক এবং তাহার পত্নী তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত বলিয়া, সার উইলিয়ম তাহাকে আর অভিযুক্ত না করিয়া নেদারহল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। লুকের পরামর্শে সে লণ্ডনে গিয়া সৈন্যদলে প্রবেশ করিল। ইহার পর কিছুদিন তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

রাল্ফ গ্রিমফিল্ড লণ্ডনদুর্গে প্রহরীর কার্য্য করিত, একদিন নেদারহলে ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া সংবাদ দিল, তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্রটী আবার এক অভিনব সঙ্কটে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। একজন সেনানীর কি চুরি করিয়া, সেনাদল হইতে পলায়ন করিয়াছিল কিন্তু ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু সে স্থল হইতে কারারক্ষীকে আক্রমণ করিয়া, তাহাকে নিহতপ্রায় ফেলিয়া রাখিয়া পুনরায় পলায়ন করিয়াছে—এবং নিজেও গুরুতর আহত হইয়াছে।

রাল্ফ এই সংবাদ লোকমুখে শুনিয়া নেদারহলে তাহার সহোদরের নিকট সংবাদ দিতে আসিয়াছে। রাল্ফ কঠিন প্রকৃতির লোক, তাহার উপর উক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তাহার বড় একটা মমতা ছিল না, সুতরাং তাহার এবম্বিধ পরিণাম শুনিয়াও বড় একটা ব্যথিত হয় নাই। কিন্তু লুক এবং তাহার পত্নীর কথা স্বতন্ত্র। তাহারা এই সংবাদ শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। লর্ড ব্রাণ্ডকে সকল কথা বলিয়া, তাঁহার দ্বারা রাজকৃপা প্রার্থনা

করিতে পারিলে হতভাগ্য ভ্রাতুষ্পুত্রের এ যাত্রা জীবনরক্ষা হইতে পারে ভাবিয়া লুক তাঁহাকে সকল বিষয় নিবেদন করিতে মনস্থ করিল।

সন্ধ্যা অতীত প্রায়। তাঁহারা তিনজনে একটা ঘরে বসিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করিতেছে, এমন সময়ে কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া, যাহার বিষয় তাহারা আলোচনা করিতেছিল, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কারারক্ষীর অস্ত্রে গুরুতর আহত হইলেও, হতভাগ্য লণ্ডন হইতে এতদূর হাঁটিয়া আসিয়াছে, এবং অন্যের অলক্ষিতভাবে সেন্দারহলে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এখন উপায় কি? যুবক গুরুতর আহত—রক্তক্ষয়ে দুর্বল—ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবসন্ন—কক্ষতলে বসিয়া পড়িয়া আত্মীয়গণের কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিল এবং তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া অসম্ভব। আবার স্যার উইলিয়ম ব্রাণ্ড জানিতে পারিলেও, কখনই তাহার মত অপরাধীকে আইনের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার আবাসে আশ্রয় দিতে সম্মত হইবেন না। এ কার্য্য তাহাদের পক্ষেও নিরাপদ নহে। কোন অপরাধীকে গোপনে আশ্রয় দেওয়াও অপরাধ। রাল্প কহিল, সকল কথা গৃহস্বামীকে প্রকাশ করিয়া বলা হউক, তিনি যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিবেন। লুক এবং তাহার পত্নী কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিল না। তাহারা যুবককে অত্যন্ত স্নেহ করিত—তাহার প্রতি মমতা বশতই হউক অথবা তাহার করুণ ক্রন্দনে তাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হওয়াতেই হউক, তাঁহারা তাহাকে তাহাদের কক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে মনস্থ করিল। রাল্পের পুনঃ পুনঃ নিষেধসত্ত্বেও যখন তাহারা তাহাকে তাড়াইয়া দিতে স্বীকৃত হইল না, তখন অগত্যা তাহাকেও সেই মতে মত দিতে হইল।

বাড়ীর অপরাপর দাসদাসীরা ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারিল। তাহার ঘা শুষ্ক এবং দেহ সুস্থ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এক সপ্তাহের পর সহসা ঘায়ের অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা দিল—ক্ষত শুষ্ক না হইয়া পঁচ ধরিল—ফলে তাহার মৃত্যু হইল।

লুক এবং তাহার পত্নী বিষম বিপদে পড়িল। এখন কি প্রকারে কোথায় এই মৃতদেহ সমাহিত করিবে? এখন যদি তাহারা সকল কথা প্রকাশ করে—তাহাদের হাতে হাতকড়ি পড়িবে—অপরাধীকে আশ্রয় দিবার অপরাধে জেলে যাইতে হইবে। যে কারারক্ষীকে ঐ যুবক আহত করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল, ইতিমধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং ঐ যুবক খুনী আসামী। সুতরাং খুনী আসামীকে গোপনে আশ্রয় দেওয়াতে, তাহাদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে দিন ঐ হতভাগ্য যুবকের মৃত্যু হয়, সেই দিনই স্যার উইলিয়ম ব্রাণ্ড তাঁহার পত্নীর চরিত্র হীনতার কথা অবগত হন। যে ব্যক্তি তাঁহার পত্নীকে কলঙ্কিত করিয়া তাঁহার সম্ভ্রমের অপচয় করিয়াছে, তাহার অপরাধের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য তাঁহার হৃদয়ে বলবতী প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিলেও তিনি তাঁহার পত্নী বা তাহার উপপতির সম্মুখে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। মনে মনে সংকল্প স্থির করিলেন। ফেবিয়ান পার্শির মৃত্যু ভিন্ন কিছুতেই তাঁহার ক্রোধের উপশম হইবে না। কিন্তু তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতে বা স্বহস্তে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবার উপযুক্ত সাহস তাঁহার ছিল না। তিনি জানিতেন লুক তাঁহার প্রতি অনুরক্ত—এবং অর্থ পাইলে কোন দুষ্কর্ম্ম করিতেই পশ্চাৎপদ হইবে না। তিনি তাহাকে তাঁহার খাস কামরায় আহ্বান করিয়া তাহাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন এবং কি প্রকারে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে হইবে তাহারও আভাস দিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে লুক কিন্তু নির্দ্দয় কঠোর প্রকৃতির লোক ছিল না। অন্য সময় হইলে হয়ত সে সভয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত করিত কিন্তু সহসা তাহার মনে একটা ভাবের উদয় হওয়াতে প্রভুর প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। এই কার্য্যে তাহার দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। ফেবিয়ান পার্শির রক্তে হস্ত কলঙ্কিত না করিয়াও সে প্রভুর প্রস্তাবিত অর্থ আত্মসাৎ করিতে পারিবে এবং হতভাগ্য ভ্রাতুষ্পুত্রের শবদেহ স্থানান্তরিত না সমাহিত করিবার অবসর পাইবে।

ফেবিয়ান পার্শি ঐ অট্টালিকা শ্রেণীর মধ্যেই একটী কক্ষে রাত্রি যাপন করিতেন। পরামর্শ হইল, লুক রাত্রে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিতাবস্থায় তাহার বক্ষে শাণিত ছুরিকা বসাইয়া দিবে, ভৃত্য প্রভুর আদেশ পালন করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

তাঁহাদের পরামর্শ স্থির হইবার অব্যবহিত পরেই রাল্প সহোদরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। এখন সে প্রায়ই আসিয়া থাকে, এবং সে রাত্রি তথায় বাস করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে আপন কর্ম্মস্থলে চলিয়া যায়। আজও সে এখানে রাত্রে অবস্থান করিবে। সে রাত্রে যে ঘরে থাকিবে, সে ঘরটী তাহার সহোদর ও ফেবিয়ান পার্শির কক্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত। রাল্প এ বিষয় জানিতে পারে, স্যার উইলিয়মের ইচ্ছা নয়, কাজেই তিনি প্রস্তাবিত হত্যাকার্য্য সে দিনের মত স্থগিত রাখিতে মনস্থ করিলেন এবং রাল্প যাহাতে ঘুণাক্ষরে এ বিষয় জানিতে না পারে, তৎসম্বন্ধে লুককে বিশেষ ভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন।

রাল্প আসিয়াই সংবাদ পাইল অপরাহ্নে ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। প্রভুর নিষেধ সত্ত্বেও লুক সহোদরকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। শুনিয়া রাল্প সন্তুষ্ট হইল।

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ বর্ষ।] ২৫শে চৈত্র, ১৩২৮ সাল। ইং ৮ই এপ্রেল, ১৯২২ সাল। [১২শ খণ্ড।

দীর্ঘ পরমায়ু।

ডাক্তার ভার্জিল ডেভিস সর্ব্বসমেত ১০৭ জন দীর্ঘজীবী স্ত্রী পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পাইন হিলস্ নিবাসী শ্রীমতী কিলাবিসের বয়ঃক্রম ১৩৮ বৎসর, তাঁহার কন্যার বয়স ১০০ বৎসর। এই সমস্ত দীর্ঘজীবী লোকের প্রায় সকলেই আজন্ম উন্মুক্ত বাতাসে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। ২১ জন ব্যতীত কেহই সুরা, তাম্রকূট, চা এবং কফি পানে আসক্ত ছিলেন না। ডাক্তার ভার্জিল বলেন যে, এই সমস্ত উত্তেজক পানীয়ের কোন উপকারিতা নাই, অথচ এইগুলিকে লোকে মহামূল্য পরমায়ু দিয়া ক্রয় করেন।

তাঁহারা জীবনে অতি অল্প ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন। দেখা যায়, যাঁহারা দীর্ঘায়ু, তাহাদের শরীর অসুস্থ হইলে কোনও শারীরিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া অসুস্থতা নিরাকরণ করেন, কিন্তু যাহারা অল্পায়ু, তাহাদের শরীর অসুস্থ হইলে কিছু ঔষধ খাইয়া তবে শারীরিক অসুস্থতা অপনোদন করেন। এই দুই জাতীয় লোকের মধ্যে ইহাই প্রধান পার্থক্য। দীর্ঘায়ু ব্যক্তি মাত্রেই অতি মিষ্টভাষী, সদালাপী, সর্ব্বদা প্রফুল্ল এবং হাস্যময়, তাহারা বিষণ্ণতা ভাল বাসে না। বিপদের কারণ আসিলে যত শীঘ্র সম্ভব বিপদের কারণ বিস্মৃত হইতে প্রয়াস পান। অধিকন্তু সর্ব্বদা সন্তুষ্ট চিত্ততা দীর্ঘ পরমায়ু লাভের সুপ্রশস্ত পথস্বরূপ।

তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই এমন কি ধনবানগণও সমস্ত জীবন শারীরিক পরিশ্রম করিয়াছেন। সঞ্চিত অর্থ দ্বারা বিনা ব্যায়ামে শরীর-পালন করিতে যাইয়া অসুস্থ বা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন নাই। এই সমস্ত বৃদ্ধগণ অতি বার্দ্ধক্যেও রীতিমত কায়িক পরিশ্রম করেন। আমেরিকায় দেখিতে পাওয়া যায়, যে সমস্ত লোক ৫০ বৎসর বয়সের পর আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহাদের আত্মহত্যার কারণ তাহাদিগকে কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান। দীর্ঘজীবীগণেরে সন্তান সন্ততির সংখ্যা ৩ হইতে ৫টি। ডাক্তার ভার্জিল বলেন, অবিবাহিত নর নারী দীর্ঘজীবী হয় না।

এই সমস্ত দীর্ঘজীবী মাত্রেই স্থূলকায় নহে। আজকাল চিকিৎসকগণ প্রমাণ করিয়াছেন, যে স্থূলত্ব স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে, বরং স্থূলত্ব এক রূপ পীড়া এবং অল্প পরমায়ুর লক্ষণ। স্থূল লোক ক্বচিৎ দীর্ঘজীবি হয়। দীর্ঘজীবিমাত্রেই সুনিদ্রা উপভোগ করে। তাহারা রজনীর প্রথম ভাগেই শয্যায় গমন করে এবং অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করে। যাহারা অস্বাভাবিক আলোকে অর্থাৎ রাত্রি জাগিয়া কার্য্য করে, তাহাদের দীর্ঘায়ু লাভের আশা সফল হয় না।

দীর্ঘায়ু বংশপরম্পরা হইতে লোকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া পরমায়ুর উপরে বাহ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব অল্প নহে। বাহ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা বংশপরম্পরায় নষ্ট হইতে পারে। দীর্ঘজীবি লোকমাত্রেই মিতভোজী। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা ভক্ষণ করে না, অথবা তাঁহারা খাদ্যের রসাল আস্বাদে প্রলুব্ধ হয় না।

দীর্ঘজীবি লোক বেশী মাংস বা আদৌ মাংস খায় না। তাঁহারা পানীয় মধ্যে জলই অধিক ব্যবহার করেন। প্রত্যেকেই নানাবিধ কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন। অথচ প্রত্যেক কার্য্যের জন্য সময় নিরূপিত থাকে। এই সমস্ত দীর্ঘজীবী লোক অত্যধিক পাঠানুরক্ত, বিশেষতঃ শেষ জীবনে তাঁহাদের পাঠানুরাগ খুব বৃদ্ধি পায়। (কাজের লোক।)

রেশম কাচিবার সহজ উপায়।

দেশী কুমড়া একটা কাটিয়া তাহার জলে রেশমী বস্ত্র কাচিলে—তাহা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ইহা অতি সহজসাধ্য উপায়।

পাঁচড়ার ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী।

বেটা নাপ্থল	২০ গ্রেণ।
সল্ফার বা গন্ধক চূর্ণ	১ ড্রাম।
বালসম্ পেরু	১ আউন্স।
জিঙ্ক অয়েণ্টমেণ্ট	১ আউন্স।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া কৌটা বা গালিপটে রাখিতে হইবে। খোসগুলিকে গরম জল বা নিমপাতার জলে ধৌত করিয়া এই মলম লাগাইতে হইবে। ২।৪ দিনেই খোস আরোগ্য হইয়া যাইবে। এলোপ্যাথিক ঔষধের দোকানে মাল মশলা গুলি পাওয়া যায়।

(কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাই-হাউস প্লট।

ডিউক। আপনার কথার আভাসে বুঝিলাম, আপনি সরল সত্যবাদী। যাহারা ধার্ম্মিকতার আবরণে হৃদয়ের পাপবৃত্তি প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য মুখে মধুবর্ষণ করে, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা সরল সত্যে হৃদয়ের স্বার্থপরতা ব্যক্ত করে, আমি তাহাদের ভালবাসি।

রামসি। আপনি এ বৃদ্ধের কথায় বিশ্বাস করুন। আপনি পরম নিশ্চিন্ত মনে অসন্দিগ্ধ প্রাণে বিচরণ করিতেছেন কিন্তু আপনার অলক্ষিতে আপনার পদতলে যে ধ্বংসের দারুণ চক্রান্ত সংস্থাপিত হইতেছে, তাহা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না।

ডিউক। তাহা হইলে আপনি কি আমাকে সেই চক্রান্তের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিতে আসিয়াছেন?

রামসি। নিশ্চয়! যদি আপনি আমার কথায় কর্ণপাত করেন, সকলই অবগত হইতে পারিবেন।

ডিউক। সরলভাবে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলুন। আমি শপথ করিতেছি, আপনার উপরে বা আপনার কোন আচরণে আমি কিছুমাত্র বিরক্ত হইব না।

রামসি। রাজকুমার! অধিকাংশ লোকের রসনায় আপনার নাম ধ্বনিত হইতেছে। তাহাদের বিশ্বাস আপনি ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী—শুদ্ধ তাহাই নয়, তাহারা আরও শুনিয়াছে রাজ্যলাভের পর আপনি রাজ্য মধ্যে পুনরায় ক্যাথলিক মত প্রচার করিবেন। লোকের এ সকল উক্তিতে বৃদ্ধ সাধুপ্রকৃতি রামসির কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আপনি রাজ্যমধ্যে ক্যাথলিক মতই চালান—আর মুসলমান ধর্ম্ম বা ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মেরই প্রচার করুন, তাহার সহিত আমার কোনই সংস্রব নাই—তবে লোকে যাহা বলাবলি করিতেছে, তাহাই আপনাকে শুনাইতেছি মাত্র। তাহারা আপনাকে সরাইয়া কৌশলে মন্মথের ডিউককে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে চায়—তাঁহাকে উত্তরাধিকার দিবার জন্য চার্লসকে বাধ্য করিতে ইচ্ছা করে।

এইভাবের আরও একটা সংবাদ জনশ্রুতিতে ডিউকের কর্ণে উপস্থিত হইয়াছিল, সুতরাং এক্ষণে রামসির মুখে তাহার পুনরাবৃত্তি শুনিয়া, তাঁহার হৃদয়ে উদ্বেগের সঞ্চার হইল। মনের চাঞ্চল্য গোপন করিয়া ব্যঙ্গস্বরে ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বলেন কি, লোকে এইরূপ কল্পনা জল্পনা করিতেছে?"

রামসি। আমি আপনাকে প্রতারণা করিতে আসি নাই—আপনাকে সতর্ক করিয়া দিতে আসিয়াছি এবং যদি আমার সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকতা বোধ করেন, তাহাতেও প্রস্তুত আছি।

ডিউক। কি প্রকার সাহায্য করিতে পারেন? এবং সত্যই কি আপনি আমাকে সাহায্য করিতে অভিলাষী এবং সমর্থ?

রামসি। শুনুন রাজকুমার! আমার মত শত শত অর্থ প্রয়াসী সৌভাগ্যদেবীর প্রসাদলাভের আকাঙ্খায় সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা নিস্তেজ বাহুতে অস্ত্রধারণ করে না এবং পক্ষাপক্ষও বিবেচনা করে না। এইবার বোধ হয়, আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন?

ডিউক। এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম—আপনি এমন কতকগুলি লোক সংগ্রহ করিতে পারেন, যাহারা অর্থ পাইলে, যে কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে সম্মত আছে। কিন্তু এই সকল লোকের দ্বারা কি প্রকারে আমার সহায়তা করিতে পারেন, বুঝিতে পারিলাম না।

রামসি। যদি অভয় দেন, সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস হয়। ভয় হয়, পাছে সকল কথা শুনিয়া আমাকে রাজদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়া বসেন। বৃদ্ধ হইলেও এ মাথাটার উপর আমার মমতার এখনও হ্রাস হয় নাই।

ডিউক। পুনরায় আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আপনি নির্ভীক চিত্তে, সাদা কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন। বলুন আপনার অভিপ্রায় কি?

রামসি। যদি আমি আপনার স্থলাভিষিক্ত হইতাম, তাহা হইলে পূর্ব্বাপর সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, রাজা বা মন্মথের ডিউক যাহাতে আমার সিংহাসন লাভের অন্তরায় হইতে না পারেন, পূর্ব্বাহ্নে তাহার চেষ্টা করিতাম।

ডিউক। কি প্রকারে?

রামসি। এই মুহূর্ত্তে সিংহাসনে উপবেশন করিয়া।

কিয়ৎক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব। উভয়েরই মর্ম্মভেদী দৃষ্টি উভয়েরই উপর নিবদ্ধ। একজন ভাবিতেছেন অপরকে কতখানি বিশ্বাস করা যাইতে পারে—অপর ভাবিতেছেন তাঁহার কথা অন্যের হৃদয় কতখানি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অবশেষে রামসি কহিলেন,—"যদি আপনি আমার পরামর্শ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে যথাসময়ে আপনি দেখিবেন, আপনার রাজভ্রাতা বাধ্য হইয়া, আপনার পরিবর্ত্তে, আপনার ভ্রাতুস্পুত্র মন্মথের সর্ব্ব-

লোক প্রিয় সুদর্শন ডিউককে সিংহাসনের উত্তরাধিকার দিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন।"

ডিউক ভীত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন,—"আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলুন—আপনার প্রস্তাবিত বিষয়টা কি ?"

রামসি। অতি সহজেই কয়েক শত বিশ্বস্ত লোক সংগ্রহীত হইতে পারে। এই কার্য্য সমাধা হইলে, তাহার অর্দ্ধাংশ সহসা মন্মথের ডিউককে বন্দী করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিবে। বাকিঅর্দ্ধাংশ লইয়া আমি স্বয়ং লণ্ডনে প্রধান কাজটা হাসিল করিয়া ফেলিতে পারিব।

ডিউক। প্রধান কাজটা কি ?

রামসি। প্রাসাদমধ্যে সহসা গমন এবং নৃপতিকে আপনার অনুকুল প্রস্তাবে মত প্রদান করিতে বাধ্য করণ। এই কার্য্য এত সত্বরতার সহিত সম্পাদিত হইবে যে, ইহার ফলে অপরাপর চক্রীরা স্তম্ভিত—পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত অবসাঙ্গ হইয়া পড়িবে। রসেল গ্রে, ইসেক্স, হাম্পটন এবং তাহাদের দলের আর আর সকলে—

ডিউক। (সভয়ে)—বলেন কি! এই সকল সামন্ত সর্দ্দার এবং ভুম্যধিকারী চক্রান্তে লিপ্ত ?

রামসি। তাহারা সকল সময়েই কোন না কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আমি তাহাদের সকল সংবাদই রাখি। যদি আবশ্যক হয়, তাহাদের এই দুষ্কর্ম্ম প্রকাশ করিয়া দিতেও সম্মত আছি। দুইটী কারণে সমগ্র ইংলণ্ডের মধ্যে আমিই একমাত্র ব্যক্তি—যাহার বিশ্বস্ততা এবং সেবাপরায়ণতার উপর আপনি নির্ভর করিতে পারেন। প্রথমতঃ আমি জানি কি প্রকারে—কোথায় আমাদের কার্য্য সিদ্ধির উপযোগী লোক পাওয়া যাইবে। এক পক্ষের মধ্যে ঐরূপ পাঁচ বা ছয় শত লোকের নামের তালিকা আমি আপনার নিকট দাখিল করিব। যতক্ষণ আপনি অর্থ যোগাইতে পারিবেন, তাহারা আমার গোলাম হইয়া থাকিবে। তাহাদের প্রকৃতি ভারতীয় রবারের মত—যে দিকে যেমন ভাবে টানিবেন, বাড়িতে থাকিবে। দ্বিতীয় কারণ,—বিপক্ষ দলের সহিত আমার সদ্ভাব থাকায় আমি তাহাদিগকে ভ্রান্তপথে চালিত করিতে পারিব। তাহাদিগকে স্থানান্তরে অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া, আমরা লণ্ডনে কার্য্য হাসিল করিয়া লইব।

ডিউক। যদি আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হই, আপনি আমার নিকট পুরস্কারের প্রার্থনা করেন ?

রামসি। যদি আমি রাজ্যাধিকার লাভে আপনাকে সাহায্য করি, আপনি তাহার বিনিময়ে আমাকে একটা উপাধি এবং বাৎসরিক বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। বলুন আমার প্রস্তাব কি অসঙ্গত ?

ডিউক। না। কিন্তু প্রস্তাবিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইলে আপনার কি চাই ?

রামসি। প্রচুর অর্থ এবং আপনার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কার্য্য করিবার জন্য আমার নামে আপনার স্বাক্ষরিত হুকুমনামা।

ডিউক চিন্তিত হইলেন। অবশেষে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হুকুননামা না হইলে চলিবে না ? টাকা যাহা আবশ্যক দিব।"

রামসি। না।

ডিউক। আমি লিখিত কিছু দিতে প্রস্তুত নহি।

রামসি। তাহা হইলে কোন কার্য্যই হইবে না।

পুনরায় উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে বদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিলেন। অবশেষে ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্বাক্ষরিত হুকুমনামার আবশ্যক কি ?"

রামসি। বিস্তর। প্রথমতঃ আমি যে আপনার কার্য্য নির্ব্বাহক, লোকে কি দেখিয়া বিশ্বাস করিবে ? দ্বিতীয় কারণ,—সকলেই আমাকে প্রজাতন্ত্রের লোক বলিয়া জানে, আমি সহসা আমার রাজনৈতিক মত পরিহার করিয়া, আপনার পক্ষাবলম্বন করিয়াছি, আপনার স্বাক্ষরিত পত্র বাহির না করিলে, কেহই কেবলমাত্র আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া অন্তধারণ করিবে না। তৃতীয় কারণ,—সফলতা লাভ করিতে পারিলে, ষোল আনা পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা আছে না জানিয়া কেহই এরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। চতুর্থ কারণ,—ধৃষ্টতামার্জ্জনা করিবেন, রাজকুমারগণের স্বভাব, তাঁহারা যে অধিরোহিণীর সাহায্যে কোন উচ্চস্থানে আরোহণ করেন, সেই অধিরোহিণীকেই কার্য্য শেষ হবার পর পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করেন—সেই জন্য আমার এই সতর্কতাবলম্বন। আপনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, আপনার স্বহস্ত লিখিত ঐ হুকুমনামা আপনাকে দেখাইয়া আপনার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিতে পারিব।

ডিউক। আপনিও যে আমার ঐ হুকুমনামার অপব্যবহার করিবেন না, তাহার জামিন কি ? পান্থাবাসে বসিয়া নেশার ঝোঁকে ঐ কথার আলোচনা করিবেন না তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ? কিন্তু ঐ স্বাক্ষরিত হুকুমনামা খানা হাতে করিয়া বরাবর রাজসকাশে উপনীত হইয়া, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনিবেন না, তাহারই বা কি জামিন দাখিল করিতে পারেন ? তাহাতেও ত আপনার পুরস্কৃত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

রামসি। আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। যে ব্যক্তি উচ্চ পদবি এবং বার্ষিক বৃত্তির লালসায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে সে কার্য্যে কতখানি সতর্কতাবলম্বন করিবে সহজেই অনুমেয়। পান্থাবাসে বসিয়া সুরাপাত্র সম্মুখে রাখিয়া, ও সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে, সকল ষড়যন্ত্র ব্যক্ত হইয়া পড়িবে—তাহার ফলে আমার মাথাটা বধ্যভূমিতে গড়াগড়ি যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঐ পদার্থটার উপর আমার মমতা অত্যধিক

—সুতরাং ও ভাবের কোন কথা আমার মুখ দিয়া যে বাহির হইবে না—তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার পর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে—আমার বক্তব্য এই,—আমি যদি কোন প্রকারে আমাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার আয়ত্তের মধ্যে স্থাপিত করিতে পারি, তাহা হইলে আপনি কি সন্তুষ্ট হইবেন?

ডিউক। কি প্রকারে?

রামসি। অতি সহজেই। প্রায় দুই মাস আপনার সহোদর এবং আপনাকে আটক করিবার উদ্দেশ্যে আমি অপরাপর কতকগুলি লোকর সহিত যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলাম প্রকাশ করিয়া।

ডিউক শিহরিয়া, সাঙ্কেতিক বাঁশি তাঁহার অধরে স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু সহসা প্রকৃতিস্থ হইরা কহিলেন,—"বলেন কি? আশ্চর্য্য কথা! আচ্ছা এক কাজ করুন—সেই চক্রান্তের সংশ্লিষ্ট তাবৎ ঘটনা বিবৃত করিয়া, যদি আমার দয়ার মুখাপেক্ষী হইতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারিব—বুঝিব বর্ত্তমান ব্যাপারে কোনরূপ প্রতারণা করিবার আপনার অভিলাষ নাই।"

রামসি। উত্তম। আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে, আপনি দুইমাস পূর্ব্বে আপনার সহোদরের সহিত ঘোড়দৌড় দেখিতে গিয়াছিলেন?

ডিউক। খুব মনে আছে।

রামসি। জেনারেল অলিফাণ্ট আপনাদের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করেন—তাহাও বোধ হয় মনে আছে?

ডিউক। তিনিও কি ঐ ষড়যন্ত্রে——

রামসি। না—না, বরং তিনি আপদের শকটে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া, আমাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়া যায়।

ডিউক। সকল কথা খুলিয়া বলুন।

রামসি। লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন কালে আপনারা রাই-হাউসের সম্মুখ দিয়া আসেন—

ডিউক। রাই-হাউস—সেই নামজাদা প্রজাতন্ত্রী রামবল্ডের বাসভবন—হাঁ, তাহার পর?

রামসি। সেই বাড়ীর সম্মুখে মনে পড়ে কি একখানা বোঝাই গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল? গাড়ীর সম্মুখে একজন শকটচালক অপেক্ষা করিতেছিল—

ডিউক। হাঁ, মনে পড়িয়াছে। রাজশকট আসিতে দেখিয়া চালক সসম্ভ্রমে তাহার গাড়ীখানা একপার্শ্বে রাখিয়া দেন।

রামসি। (সহাস্যে)—হাঁ, সসম্ভ্রমেই বটে।

ডিউক। তাহার পর।

কলোনেল রামসি চক্রান্তের তাবৎ ঘটনা পরিব্যক্ত করিলেন। সেই চক্রান্তে যাঁহারা যাঁহারা লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদেরও নামোল্লেখ করিলেন। ডিউক সভয়ে এবং নির্ব্বাক বিস্ময়ে সকল কথা শুনিয়া, মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন। লর্ড উইলিয়ম রসেল এই দলের সহিতও যে ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বন্ধ ছিল, তাহাও ব্যক্ত করিয়া কহিলেন,—"দেখিতেছেন আমি মদ খাইলেও উক্ত গুপ্তকথা নেশার ঝোঁকে আমার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই কিংবা রাজার নিকট সেই কথা বিক্রয় করিতেও যাই নাই।"

ডিউক নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত। আমার স্বাক্ষরিত পত্র আপনাকে দিব। আমার নিকটেই একখানা মোহরাঙ্কিত সাদা কাগজ আছে। অন্য কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য সঙ্গে লইয়াছিলাম। এখনই তাহা পূরণ করিয়া দিতেছি। অদূরবর্ত্তী ঐ কুটীরে চলুন—উহাদের নিকট কালী কলম চাহিয়া লইব। কিংবা আমার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত এই স্থানে অপেক্ষা করুন।"

"তাহাই হউক!"—বলিয়া কলোনেল সেইস্থানে একটী বৃক্ষতলে তৃণাসনের উপর উপবেশন করিলেন। ডিউক প্রস্থান করিলেন।

পনের মিনিটের মধ্যে ডিউক ফিরিয়া আসিলেন এবং কলোনেল হস্তে সেই লিখিত পত্রখানি প্রদান করিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল, যাঁহারা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিবেন এবং তাঁহার কার্য্যোদ্ধারে সাহায্য করিবেন—তিনি তাঁহাদিগকে আশাতীত রূপে পুরস্কৃত করিবেন। তাহার পর ভবিষ্যতে পত্র লেখালেখি বা সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিয়া এবং কলোনেলের হস্তে এক তোড়া মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক, সে দিনের মত তাঁহারা পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম পরিচ্ছেদ।

জোসিয়া কিলিং।

সার লিওলাইন জেন্‌কিন্স স্বরাষ্ট্র সচিব। তিনি সেরূপ প্রতিভাবান পুরুষ ছিলেন না—কিন্তু ষ্টুয়ার্ট বংশের গোঁড়া এবং পরম হিতৈষী ছিলেন। তাঁহার আর একটা দোষ ছিল। তিনি বড়ই কাণ-পাতলা এবং চক্রান্তের ভয়ে শঙ্কিত। তিনি জোসিয়া কিলিংএর একজন গ্রাহক। পাঠক বোধ হয় জোসিয়া কিলিংকে বিস্মৃত হন নাই? রাই-হাউসে ষড়যন্ত্রকারীদের যে বৈঠক বসিয়াছিল—তাহার মধ্যে তিনিও ছিলেন। তিনি ঘোর উদারনীতিক ছিলেন—কিন্তু অল্পদিন মাত্র তাঁহার রাজনৈতিক মতের পরিবর্ত্তন ঘটাতে, তিনি রামবল্ডের প্রজাতন্ত্র সম্প্রদায়ে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। এই জোসিয়া কিলিং একদিন সার লিওলাইন জেন্‌কিন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, দুই মাস পূর্ব্বে রাইহাউসে যে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল—তাহার আমূল বিবরণ বিবৃত করিলেন।

জোসিয়া কিলিং কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার সহচক্রীগণের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—নির্দ্ধারণ করা তত সহজ নয়। (ক্রমশঃ।)

নাই। যিনি একবার কাশ্মীর-কুসুম ব্যবহার করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিতেছেন।

কাশ্মীর-কুসুমের

এত সুখ্যাতি কেন?

কাশ্মীর কুসুম যেরূপ সুলভ সাধারণের পক্ষে ইহা তেমনই মহোপকারী, সুতরাং সকলেই কাশ্মীর কুসুমের সমাদর করিয়া থাকেন। ফলতঃ অত্যধিক মূল্যের শত শত নামজাদা সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করিয়া যেখানে কোন উপকার পাওয়া যায় নাই, সেখানে এই সামান্য ৮০ বার আনা মূল্যের কাশ্মীর-কুসুমে অতি সুলভে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছয় শিশি তৈল প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা আশাতীত উপকার লাভ করিয়াছেন। তাই যেখানে—যে গ্রামে এই কাশ্মীর-কুসুম এক টিন মাত্রও গিয়াছে, সেখানে অধিকাংশ ব্যক্তি অন্য তৈল ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া এই কাশ্মীর-কুসুম দ্বারা অতি সুলভে অত্যুৎকৃষ্ট মহোপকারী তৈল প্রস্তুত করিয়া তাহাই নিত্য ব্যবহার করিতেছেন, এবং সেই তৈলের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছেন। ফলতঃ—

এমন মহোপকারী সুলভ সামগ্রী
আর দ্বিতীয় নাই।

তাই বলি—

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখিবার জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির জন্য কাশ্মীর-কুসুম
কেশের উৎকর্ষ সাধন জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
মনের স্ফূর্ত্তিবিধান জন্য কাশ্মীর কুসুম,
মেহজনিত দুর্ব্বলতা নিবারণ জন্য
কাশ্মীর-কুসুম,
সর্ব্ব প্রকার শিরঃরোগ শান্তির জন্য
কাশ্মীর-কুসুম,
চিন্তাশীলতার সাহায্য জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
দেহের কান্তি ও লাবণ্য বৃদ্ধির জন্য
কাশ্মীর-কুসুম,
চক্ষুর দীপ্তিবিধান জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
চুলউঠা, টাকপড়া, অকালপক্কতা
প্রভৃতি নিবারণের জন্য

কাশ্মীর-কুসুম! কাশ্মীর-কুসুম!

এ হেন কাশ্মীর-কুসুম একবার ব্যবহার করুন, নিশ্চয়ই আশাতীত ফললাভে মুগ্ধ হইবেন।

তাই আবার বলি,—

ছাত্র ও শিক্ষকদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
উকিল মোক্তার ও
বিচারকদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
চিন্তাশীল লেখক ও
পাঠকদিগের জন্য কাশ্মীর কুসুম
পরিশ্রমী অফিসারদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,

সুধুই কি তাই—

বিলাসিনী রমণীদিগের জন্য কাশ্মীর কুসুম
মূর্চ্ছারোগগ্রস্তা যুবতীর জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
গৃহকার্য্যে পরিশ্রান্তা গৃহিণীর জন্য
কাশ্মীর কুসুম,
বিদ্যানুশীলনরতা বিদুষীর জন্য কাশ্মীর কুসুম,

সাধারণ সকলেরই জন্য
কাশ্মীর-কুসুম!

এ হেন কাশ্মীর-কুসুম আপনি কি ব্যবহার করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন—আশাতীত ফল পাইয়া নিশ্চয়ই প্রীত হইবেন এবং এত সুলভে এরূপ উপকারিতা ও এমন মনোহর সুবাসের জন্য চিরকাল ইহার পক্ষপাতী থাকিবেন।

কাশ্মীর-কুসুমের এই অত্যাশ্চর্য্য গুণ আছে বলিয়াই আজ কাশ্মীর-কুসুম ঘরে ঘরে সমাদৃত হইতেছে—ফলতঃ সাধারণের পক্ষে এত সুলভে এরূপ মহোপকারী অত্যুৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুতের এমন সুবিধা আর নাই। তাই আজ হাজার হাজার সম্ভ্রান্ত লোকে মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসাবাদ করিতেছেন। এই সকল প্রশংসাপত্র কয়েকখানি মাত্র পাঠ করুন, তাহা হইলে আপনিও এই কাশ্মীর-কুসুম ব্যবহার ক'রতে উৎসুক হইবেন। [illegible] আপনি যদি একবার মাত্রও এই কাশ্মীর-কুসুম পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে, আমরা হস্ত করিয়া বলিতে পারি যে, নিশ্চয়ই আপনি ইহার সুখ্যাতি করিবেন, এবং এই কাশ্মীর-কুসুম বার মাস ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিবেন এবং হয়ত আপনার বন্ধু-বান্ধবকেও ইহা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিবেন ও অনুরোধ করিবেন। কাশ্মীর-কুসুমের প্রকৃত গুণের পরিচয় ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি [illegible] কাশ্মীর-কুসুম সম্বন্ধে প্রকৃত [illegible] প্রকৃত প্রশংসাপত্র ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি আছে?

কাশ্মীর-কুসুমের মূল্য—

এসেন্স সহ প্রত্যেক টিনের মূল্য ৮০ বার আনা, মাশুলাদি ।৶০ ছয় আনা; একত্রে তিন টিন ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৸৶০ চৌদ্দ আনা; ৬ টিন ৩৸০ তিন টাকা বার আনা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা দুই আনা; ১২ টিন ৭৲ সাত টাকা, মাশুলাদি ১৷৶০ এক টাকা দশ আনা।

কাশ্মীর-কুসুম।

শত সহস্র প্রশংসাপত্র পাঠ করুন।

প্রসিদ্ধ নবজন্ম বাবু শ্যামকিশোর বসু মহাশয় ১২৯ নং লক্ষ্মীপুর, ঢাকা হইতে লিখিয়াছেন—

ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে যে কাশ্মীর কুসুম আনাইয়াছিলাম, তাহা ব্যবহারে সন্তোষ লাভ করিয়াছি, আর এক টিন আমার নামে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা।

RED. NO. C 521.

১৪শ বর্ষ।] ২৫শে বৈশাখ, ১৩২৯ সাল। ইং ৮ই মে, ১৯২২ সাল। [১ম খণ্ড।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

THE UNITED TRADE GAZETTE

৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীশিবশঙ্কর সাহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ আশ্রম।

চিকিৎসা ও ব্যবস্থা বিভাগ।

অনেক মফঃস্বলবাসী রোগী রোগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়া আমাদের ব্যবস্থা বিভাগের কতিপয় সুবিজ্ঞ কবিরাজ মণ্ডলীর সম্মিলিত ব্যবস্থা লইতেছেন এবং তদনুসারে ঔষধাদি ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইতেছেন, আর বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে আমাদের ব্যবস্থা বিভাগের ব্যবস্থা লইবার জন্য অনুরোধ করায় আমাদের ঐ বিভাগের কাজ অসম্ভব পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। সেই কারণে আমরা এই বিভাগের আরও বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের নিকট যে কোন ব্যক্তি রোগের আমূল বিবরণ লিখিলে আমরা অতি যত্নের সহিত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হই[য়া] আমাদের নিকট হইতে ঔষধ লইতে ইচ্ছা করিলে ভিঃ পিঃতে সেই সমস্ত ঔষধ পাঠান হয়। যাঁহারা রোগের সবি[স্তার] বিবরণ সহ একেবারে ঔষধ পাঠাইতে লিখেন, তাঁহাদিগকেও অতি যত্নে সত্বর ভিঃ পিঃ ডাকে ঔষধ পাঠান হয়।

বি, সায়—আয়ুর্ব্বেদ আশ্রম। ৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, পোঃ বক্স নং ৩৪২, কলিকাতা।

ইউনাইটেড প্রেস—৩৩ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা। শ্রীহরিদাস চোংদার দ্বারা মুদ্রিত।

গেজেট সংক্রান্ত নিয়মাবলী

১। এই মাসিক পত্র প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। যে মাসের কাগজ প্রকাশ্য, তৎপরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেও কাগজ না পাইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইবেন।

২। এই মাসিক পত্রের বার্ষিক মূল্য আপাততঃ ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা মাত্র। মফঃস্বল বাসীগণ মাসে মাসে দুই আনার টিকিট পাঠাইলেও প্রতি মাসেই এক কপি করিয়া কাগজ পাইবেন।

৩। ইহাতে রাজনীতি বিষয়ক কোন বিষয় লিখিত হইবে না।

৪। কোন ব্যক্তি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলে তাহা যত্নের সহিত গৃহীত হইবে; কিন্তু সেই প্রবন্ধ সম্পাদক কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৫। লেখকগণ নকল রাখিয়া প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন; কারণ উহা মনোনীত না হইলে ফেরত দিবার নিয়ম নাই।

৬। পুরাতন গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ বর্ষ।] ২৫শে বৈশাখ, ১৩২৯ সাল। ইং ৮ই মে, ১৯২২ সাল। [১ম খণ্ড।

"বর্ষারম্ভে।"

পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপাশীর্ব্বাদে "ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট" তাহার জীবনের ১৩টী বর্ষ নিরাপদে অতিক্রম করতঃ আজ ১৪শ বর্ষে পদার্পণ করিল। মঙ্গলময়ের যে মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় অপ্রতিহত প্রভাবে "ইউ-নাইটেড ট্রেড গেজেট" দীর্ঘজীবি হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্যীকবৃন্দের ও ব্যবসায়ীগণের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছে, তৎপ্রভাবেই যেন ইহার ভবিষ্যত জীবন অধিকতর উজ্জ্বল হয়,—আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি যেন গ্রাহক-গণের সেবায় চির অক্ষুণ্ণ থাকে,—ক্রমো-ন্নতি বিধানে "ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট" যেন তাহার জীবনের মহদুদ্দেশ্য সাধনে এক দিনের জন্যও স্খলিতপদ না হয়—এই নব বর্ষারম্ভে শ্রীভগবানের চরণাম্বুজে ইহাই আমা-দের আজ একমাত্র প্রার্থনা।

বিনীত—সম্পাদক।

স্বাস্থ্যে হাসির ব্যায়াম।

শিশুগীতা শিশুযোগ প্রভৃতির লেখক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত লিখিত।

মনে একটা আহ্লাদ বা আনন্দ এলে যা হ'লে তাব একটা ঢেউ খেলে উঠে, সে ঢেউটা আবার বেগে উপ্‌ছে উঠে। আনন্দ প্রবাহ আবেগে মন ভরপুর হয়ে বাহিরে ছুটে আসে, —মুখে ব্যাপ্ত হয়ে চোখ অধরোষ্ঠ ব'য়ে যায়, ইহাই হাস্য বা হাসি। বহুদিন পরে স্ত্রী পুত্র ও সুহৃদদের মুখ দেখ্‌লে মনে কেমন একটা অব্যক্ত ভাষায় সুখের সমাবেশ হয়, তার গতি অতি দ্রুত, সে সুখ আত্মহারা করে বলে সে সুখ মুখে চোখে ঠোঁটে এসে ছড়িয়ে পড়ে—যেমন অরুণোদয়ের রক্তজবার আলো গাছে গাছে জলে স্থলে ঝাপিয়ে পড়ে, কিন্তু স্বভাবের বিজ্ঞান করস্পর্শে লোহিত রাগরক্ত শুভ্র সুষমায় পরিণত হয়ে অপূর্ব্ব বাহার দেয়, মানুষের হাসিও তেমনি প্রোজ্জ্বল রক্তিমা-লোক বাহিরে ছড়ায়। যখন তখন তার রূপ থাকে না. কিন্তু গুণ থাক; গুণ কিন্তু রূপে ভরা, অথচ রূপ গুণের কোন একটা আকার নাই; কিন্তু প্রাণ আছে—সে সজীব—তাই ধরা পড়ে। সজীব হাসি উপ্‌ছে উঠ্‌লে মন প্রাণ আনন্দে মাতিয়া নেচে উঠে, সুখ, শান্তি আরাম অনুভব বা উপলব্ধি হয়। এ হাসির কোন কৌশলে যদি বাহিরে বেরুতে না দেওয়া যায়, তবে দেহময় পরিব্যাপ্ত হতে পারে—সাধকেরা তাই করেন—তাতেই নিরাকারকে সাকারের ছাঁচে ঢালিয়া মূর্ত্তি গড়েন—পূজা করেন—ধ্যান ধারণায় প্রেমে বিভোর হন। যাক সে কথা সে অনেক কথার কথা, অনেকে নাও বুঝিতে পারেন। আমরা সে কথা বলতেও রাজি নহি। আমরা দেখাতে চাই হাসিই স্বাস্থ্য লাভের প্রকৃষ্ট উপায়—জীবনী শক্তি পরিপোষক মহৌষধ। হাস্য সাধন বা হাস্য ব্যায়ামই সমস্ত রোগের একমাত্র ঔষধ ও পথ্য এবং রোগ না হইবার প্রতিষেধক ভেষজ।

হাসি মনের স্ফূর্ত্তি ছাড়া আর কিছু নয় তাহলেও কিন্তু ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতির প্রবল পরাক্রমে একরূপ হাসি ফুটে উঠে থাকে। সুতরাং হাসির নানা মূর্ত্তিভেদ পরিলক্ষিত হয়। স্ফূর্ত্তির হাসি ও ঘৃণার হাসিতে পার্থক্য বিস্তর, আবার বিদ্রূপের হাসির ঢঙ স্বতন্ত্র। যাক আমরা কিন্তু ঐ স্ফূর্ত্তির হাসিটিই চাই। রোগে, শোকে, মর্ম্মপীড়ায়, উৎকণ্ঠায় ঐ স্ফূর্ত্তির হাসি হাসিব যতই ক্ষতিগ্রস্থ হই না, স্ফূর্ত্তির হাসিকে বিলা-ইয়া দিব না। যে অবস্থায় থাকি না কেন ঐশ্বর্য্য দারিদ্র মহাভ্রমে পড়িয়াও স্ফূর্ত্তির হাসি ছাড়িব না।

মনে যখন স্ফূর্ত্তির উদয় হবে, তখনই অল্প বিস্তর হাসি হবেই হবে, তবে কেউ জোরে হাসে—কেউ বা মনের হাসি মনে চাপিয়া মনে মনে হাসে, কিন্তু যেরূপে হউক প্রত্যেক মানবকে হাস্‌তেই হবে। তবে আনন্দের হাসিতেই সজীবতা—প্রাণ গলে,

আপনাকে বিলিয়ে দেয়—অথবা হারিয়ে ফেলে। আরও অন্যের প্রাণের সঙ্গে নিজের প্রাণ এক করা যায়, সহানুভূতি দেখান ও পাওয়া যায়, দেহ দৃঢ় হয়, গায়ে জোর বাড়ে, স্বাস্থ্য বজায় থাকে, পীড়া আরাম হয়, কোন পীড়া সহসা এসে ছুঁতে পারে না—এসব ছাড়া অকাল মৃত্যুর হাত থেকে ছটকে আসবার ইত্যাদি অনেক কাজ পাওয়া যায় যে হাসিতে, সে হাসি কেমন করিয়া হাসিব, এই ভাবনা। হাসি কেবলানন্দ, হাসিতে নিরানন্দের ছায়া বা ছাপ পড়তে পারে না। তাই হাসিই আনন্দময়, সচিদানন্দের বাহ্যিক মূর্ত্তি।

প্রত্যেক মনুষ্যই অল্প বিস্তর হেসে থাকেন,—সে হাসির কথা আমরা বলিতেছি না। সে হাসিতে লোকে দৈতোর হাসি, কাষ্ঠ হাসি, তোষামোদী হাসি, লোককে অপ্রতিভ করবার হাসি, লোককে ঠকাবার দোকানদারি হাসি, পরচর্চ্চার হাসি, পরস্ত্রী-কাতরতার হাসি, বিদ্রূপের হাসি, গর্ব্বের অহঙ্কারের হাসি, হামবড়র হাসি, মুনশিয়ানা বা মুরুব্বী ফলানর হাসি প্রভৃতি অনেক প্রকার হাসি আছে, সে হাসির কথা হচ্চে না; কিন্তু স্ফূর্ত্তির হাসিই আমাদের আলোচ্য, কেন না ঐ স্ফূর্ত্তির হাসিই ব্যায়ামের পক্ষে সম্যক উপযোগী। থল যে, সে হাসে না, মর্ম্মে যার ব্যথা সে হাসে না, রোগী, শোকী হাসে না, কিন্তু এরা যদি হাসিতে জানতো বা হাসতে অভ্যাস কর্ত্তো, তবে তারা দেবতা হতে পার্ত্তো। হাসি মনের ময়লা সাফ করবার সম্মার্জ্জনী, চিত্তক্ষেত্রে যে কোন আবর্জ্জনাই পড়ুক না কেন, হাসি সে সবই ঝাট দিয়া সাফ করে দিয়ে থাকে।

ক্ষমার হাসি, ঔদাস্যের হাসি, পরোপকার সাধনের হাসি, প্রভৃতি দেব হাসিতে হাস্য করিতে অভ্যাস কর—মজা পাবে। অভ্যাসই ব্যায়াম। অসুরের হাসি হাসিও না। দেব হাসিতে শান্তি পাইবে,—অসুরের হাসিতে কেবলই অশান্তি—দাবানল জ্বলে উঠবে। সুতরাং জেনে রাখ, কাকেও মজাতে নাই—অপরকে মজালে নিজে কিন্তু শেষ মজতে হবে। এমন হাসি হাসিতে হবে, যে হাসিতে অন্যেরা হাসে ও শান্তি অনুভব করে, যে হাসিতে প্রীতি, আনন্দ, জীবে দয়া অর্থাৎ পরার্থে নিয়োজিত ভালবাসায় প্রেম জন্মে, সেই পবিত্র স্বর্গীয় হাসির ক্ষয় নাই—তাই ঐ দেব হাসি হেসো। পরকে কাঁদাতে, জ্বালাতে, ব্যথা দিতে প্রভৃতিতে আসুরিক হাসি পরিত্যাজ্য। অন্যের শোকাশ্রু দূর করতে, পরহিত ব্রতী হয়ে হাসিও—প্রাণভরে—গালভরা হাসি হাসিও—নিশ্চয় ভাল হবে—সুখ ও শান্তি মিলবে—আনন্দময়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

দেশে দেশে ব্যামোহ—পেটেন্ট ঔষধে ও ডাক্তার কবিরাজে দেশ ছেয়ে ফেলেছে। কিন্তু দেশে খাদ্য দুর্ম্মূল্য অথচ ভেজাল কিন্তু টাকা সুলভ; তাই হুজুগে মেতে পেটেন্ট ওয়ালা, হুজুগে পয়সা রোজগার করে হাসছে। কারণ যে যাকে ঠকায় খায়, সে তার গুরু।" একটা যে কোন রোগের পেটেন্ট ঔষধ কর না কেন, বিজ্ঞাপন ছড়াও, থিয়েটারে, যাত্রায়, নামের অভিনয়ে বা গানে ঔষধের জয়ধ্বনিত কর, অথবা বায়স্কোপ দেখাও কি মজা হবে, পরের ঘরের পয়সা নিজের ঘরে বাণে ভেসে আসবে। এইত স্বদেশ প্রেম—দেশহিতকর কার্য্য। লোকে আধ পেটভরা খেয়ে উপবাস করে তোমার পেট ভরাবে, কিন্তু রোগ যেমন তেমনই রয়ে যাবে, তবে ২।৫ দিন একটু গা ঢাকা থাকবে এই মাত্র আরাম। ও সব ঔষধ আপদ বালাই—ছাই ভস্ম টাকা দিয়া কিনো না, পেটেন্ট ঔষধ খেতে নাই, পাপ হবে, দেহ যাবে। হয়ত রোগটা চাপা থাকলো কিন্তু অন্য একটা রোগে কাবু করবে যে তার কি? বিনা পয়সা খরচের হাসির ব্যায়ামটা একবার করেই দেখ না, হাতে হাতে ফল পাও কি না। ঐ অত বড় উদরে প্লীহা লিভার পুরিয়া পোষণ করতেছ, ও কোথায় পলায়ন করবে, হাসির এমনি গুণ। ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে অন্যান্য জীবন বিধ্বংসী রাক্ষসীদিগকে বলি দিতে চাও যদি, হাসি ব্যায়াম তীক্ষ্ণধার অসি ধারণ কর। তাই বলছি—হাসির ব্যায়াম কর, সুখে থাকতে পাবে। নতুবা পয়সা ও দেহ নিয়ে টানাটানি ঘুচাবার নয়।

হাস—রাত দিন হাস, কিন্তু আসুরিক হাসি হেসে, দেহ মাটী করো না, দেব হাসি হাস। হাস্য করতে কাহাকেও টাকা কড়ি খরচ কর্ত্তে হচ্ছে না, তবে কেন হাসবে না? রীতিমত নিয়ম করে হাস্য কর। দেহে বল হবে, বুদ্ধি বাড়বে, আরও কত কি হবে জানতে ও দেখতে পাবে। যত হাসিবে, ততই পরিপাক শক্তি বাড়তে থাকবে। অজীর্ণরোগ কোথায় পালিয়ে যাবে। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের হাত হতে অনায়াসে উদ্ধার পাবে। যাহারা হাসে না, তাহাদিগকে দেখ নাই কি তাদের শরীর কত দুর্ব্বল ও জীর্ণ শীর্ণ? যাদের মুখে হাসি ফুটে না, তারা ভাল লোক নয়, সাবধানে তাদের সঙ্গে কারবার করবে।

হাসির ব্যায়াম অভ্যাস করতে ধীরে ধীরে হাসি অভ্যাস করে জোরে জোরে হাসিতে হইবে। হাসির সময় শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিপরীত ভাবাপন্ন হয় অর্থাৎ কখন জোরে কখন ধীরে, কখন রোষে এই ভাবের শ্বাসের সহিত হাসি মিশিয়া প্রাণায়ামের কার্য্য চলে যেতে থাকে ও বাহ্য সমাধি স্বরূপ হাসি অবাধে চলতে থাকবে। যখন হাসতে হাসতে দম লাগিবে, তখন হাসি সম্বরণ বা পরিত্যাগ করিতে হইবে। "কথায় বলে হেসে হেসে নাড়ী ব্যথা" এইরূপ হাসি চাই—যাহাতে বাহ্য সর্ব্বশরীর ও শরীরাভ্যন্তরের যন্ত্রগুলি বেগে পরিচালিত হয় এবং রক্তাধার হতে সর্ব্বগাত্রের ধমনী শিরা প্রভৃতিতে রক্ত প্রবাহ বইতে থাকে। নির্ম্মল বায়ু প্রবাহযুক্ত গৃহে, ছাদে অথবা নদীতীরে বা খোলা ময়দানে সুখমনে বসে হাস্য করিতে

হয়। প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ২।৩ বারের কম না হয়, বেশী যত পারা যায় ততই মঙ্গল। হাস্তকারীরা দীর্ঘজীবি ও নিরোগী হইয়া থাকেন। হাসির একটা ভাব আছে, তাহা সাধারণের দুর্জ্ঞেয়—সাধকের সুজ্ঞেয়।

দেশের মধ্যে শতকরা ৮০।৯০ জন নিরক্ষর, কাজেই তাহারা অশিক্ষিত। এই অশিক্ষিত ও চাষা দিগকে হাস্‌তে বল, রোগে ধরবে না। শিক্ষিত ব্যক্তি আগে হাসি ব্যায়াম করে ফল লাভ করুন, পশ্চাৎ দেশবাসীদিগের হাসির শিক্ষক হউন এবং হাসি ব্যায়ামের ফলাফল জানিয়ে বাধিত করুন। একজন আমেরিকান ধনকুবের বার্ণম্ বলেছিলেন, তোমাকে কেউ হাসাতে পারে, এমন একটা লোক রেখো, সুখী হবে, দীর্ঘজীবি হবে, যে সংসারে হাসির ঢেউ উঠে না সে সংসার মরুভূমি।

(কাজের লোক।)

ভাল খেজুরে গুড় ও দোলো চিনি তৈয়ারী করিবার উপায়।

বাতাসের সঙ্গে নানারকম জীবাণু সকল সময় উড়িয়া বেড়ায়। খেজুরের রস খুব সাবধানে রাখিতে না পারিলে ঐ সকল জীবাণু তাহার উপর পড়িয়া অনেক ক্ষতি করিয়া দেয়। এজন্য রস হইতে ভাল গুড় পাওয়া যায় না এবং চিনির ভাগ কম হয়। কয়েকটি উপায়ে ক্ষতি বন্ধ করা যাইতে পারে :

১। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা রসের কলসী ঝুলাইবার আগে গাছের কাটা অংশ পরিষ্কার জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। ফরমালিন্ নামক আরকের কয়েক ফোঁটা ঐ জলের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে পারিলে আরও ভাল হয়। ডাক্তারখানায় খোঁজ করিলে এই আরক পাওয়া যাইবে।

২। রসের কলসী আগুনে তাতাইয়া লইবার যে নিয়ম আছে, তাহা না করিয়া কলসীর ভিতর ভাগ মাঝে মাঝে চূণ লেপিয়া লইলে খুব ভাল কল পাওয়া যাইবে। এমন কি এরূপ কলসীতে দিনের বেলায় ওলা রস জড় থাকিলে তাহা হইতেও ভাল গুড় করিতে পারা যাইবে।

৩। গাছে কলসী ঝুলাইবার সময় তাহার মুখ যতটা সম্ভব সরা বা আর কিছু দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া দরকার। কেবল নল হইতে কলসীতে রস পড়িবার জন্য একটু গর্ত্ত রাখিলেই যথেষ্ট।

৪। রস জ্বাল দিবার লোহার কড়াই সকল খুব পরিষ্কার রাখিতে হইবে। কোন রকম পোড়া গুড় বা চিনি তাহার গায়ে লাগিয়া থাকিলে জ্বাল দেওয়া রসের রং কাল হইয়া যায়।

৫। রস জ্বাল দিবার সময় অল্প করিয়া তেঁতুল গোলা জল তাহার উপর ছিটাইয়া দিলে খেজুর গুড় দেখিতে ঠিক কাঁচা সোণার মত হইবে। কয়েকদিন অভ্যাস করিলে বুঝা যাইবে, কোন রসে কতটা তেঁতুল জল দেওয়া দরকার।

৬। পাটা সেওলা দিয়া চিনি পরিষ্কার করিতে অনেক সময় লাগে। আজকাল এই কাজের জন্য এক রকম কল পাওয়া যায়, তাহাতে হাড়ের কয়লা ইত্যাদি কিছু ব্যবহার না করিয়াও অতি শীঘ্র ও অতি সহজে পরিষ্কার চিনি বাহির করা যায়। একজন খণ্ডসারির পক্ষে এই কল কেনা দুঃসাধ্য হইলেও পাঁচজনে মিলিয়া সমবায়বদ্ধ ভাবে কিনিলে সকলেরই বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ কলিকাতায় ৮৭এ পার্ক ষ্ট্রীটে ডিরেক্টর অফ্ ইণ্ডাষ্ট্রীর নিকট লিখিলে জানা যাইবে।

ডি, বি, মীক্, ডাইরেক্টর।

(কাজের লোক।)

পৃথিবী যে ঘুরিতেছে তাহা দেখিবার উপায়।

এস্ লিওনার্ড বাষ্টিন্ সায়েন্টিফিক আমেরিকান্ পত্রে কেমন করিয়া এক বালতি জলের সাহায্যে পৃথিবী যে ঘুরিতেছে, তাহা দেখিবার উপায় বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, প্রথমেই বাড়ীর মধ্যে যে ঘর সহসা কম্পিত না হয়,এমন একটী কক্ষ নির্ব্বাচন করিতে হইবে The room that is fairy free from Vibration. এইরূপ কক্ষ হওয়া চাই। তাহার পর একটা কলসী বা একটা টব যাহার পরিধি অন্ততঃ ১ ফুট আন্দাজ হওয়া আবশ্যক। এই টব বা কলসীটীকে এমন ভাবে জলপূর্ণ কর, যাহাতে দুইতিন অঙ্গুলি খালি থাকিবে মাত্র।

এই জলের টবটী ঘরের মেজের এমন স্থানে স্থাপন কর, যাহাতে ২।৪ ঘণ্টা কোন প্রকারে ইহার জল আলোড়িত না হয় বা টপ্‌টা স্থানান্তরিত করিবার আবশ্যক না হয়। তাহার পর খানিকটা রজনকে খুব সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিয়া ঐ জলের উপর একটা (Coating) কোটিং দেওয়ার মত ছড়াইয়া দাও। সূক্ষ্ম চূর্ণের স্বভাব, তরল পদার্থের উপর ছড়াইলে সে সহসা জলের সহিত মিশিতে চায় না এবং উপরে ভাসিতে থাকে। এক্ষেত্রেও রজন চূর্ণ নিশ্চয়ই জলের উপর ভাসিয়া থাকিবে। তাহার পর কয়লার কতকগুলি সূক্ষ্ম চূর্ণ সংগ্রহ করিয়া রজনের যে ভাসমান পর্দ্দার মত জলের উপর রহিয়াছে, তাহার ঠিক কেন্দ্রস্থল হইতে টবের কিনারা পর্য্যন্ত ব্যাসার্দ্ধের ন্যায় কয়লা চূর্ণ গুলি বেশ এক ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া করিয়া ছড়াইয়া আইস, যেন সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। ৩।৪ ঘণ্টা পরে আসিয়া দেখিবে যে,ঐ কয়লার রেখা স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে অথচ টবের জল স্থির আছে, যেন মনে হইবে টবটা ঘুরিয়া গিয়াছে। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে ঘুরিতেছে। টবের কয়লার ব্যাসার্দ্ধ যদি উত্তর

দিকেও দেওয়া হইয়া থাকে,তথাপি ঐক্যলার রেখা পশ্চিম পূর্ব্ব হইয়া যাইবে। পৃথিবী যে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে, ইহাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

(কাজের লোক।)

কাজের লোক হইবার সঙ্কেত।

কাজের লোক যাহারা, তাহারা কোন হুজুকে মাতে না। নীরবে সুদৃঢ় হৃদয়ে আপনার কাজ করিয়া যায়। প্রকৃত কর্ম্মীর বহ্বাড়ম্বর নাই। লোক দেখানর জন্য প্রকৃত কর্ম্মী কিছু করে না—যাহা করে, নীরবে একমনে কাজ করিয়া যায়।

সময় প্রকৃত কর্ম্মীর পক্ষে মূল্যবান। সে কখন সময় নষ্ট করিয়া বৃথা কাজে বৃথা বাক্যব্যয়ে আপনার জীবন অতিবাহিত করে না। কাহারও সময় নষ্টও করিয়া দেয় না। প্রকৃত কর্ম্মী কথায় কাজে ঠিক রাখে। সে দেনাকে ভয় করে, যথা সময়ে দেনা পাওনা চুকাইয়া তবে নিশ্চিন্ত হয়।

সে কদাচ অপব্যয় করে না, হঠাৎ বড়লোক হইবার জন্য অন্যায় পন্থাও অবলম্বন করে না। যাহা তাহার কর্ত্তব্য, তাহাই করে, তাহার অধিক কিছু করিতেও চাহে না।

সত্যবাদীতা, প্রিয়ভাবিতা, সর্ব্ববিষয়ে মিতাচার প্রকৃত কাজের লোকের অতি আবশ্যকীয় উপাদান। এ গুণগুলি যাহার নাই—সে কাজের লোক নয়।

যাহারা প্রকৃত কাজের লোক, তাহারা প্রকৃত মানুষ—প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে দেবতার ন্যায় তাহার চরিত্র থাকার আবশ্যক, কারণ—প্রকৃত মনুষ্যত্বই দেবত্ব। মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া কাজের লোক হওয়া যায় না—ফক্কড় ধড়িবাজ—সয়তান হওয়া যায়।

প্রকৃত সৎ কাজের লোকেরই লক্ষ্মীশ্রী হয়। যখন লক্ষ্মীশ্রী হয়, তখন মনুষত্ব ব্যঞ্জক সমস্ত সৎগুণ গুণই তাহাকে আশ্রয় করে। তখন দানে, দেশহিতে পরহিতব্রতের দিকে তাহার হৃদয় ধাবিত হয়। স্বভাব তখন দেবোপম হইয়া দাঁড়ায়।

যদি প্রকৃত কাজের লোক হইতে চাও, তাহা হইলে ঐ অতি আবশ্যকীয় গুণ গুলির উৎকর্ষতা সাধন করিও—সুখী হইবে, দশজনকে সুখী করিতে পারিবে।

কদাচ হিংসা বা প্রতিহিংসার আশ্রয় লইয়া অন্যায় কাজ করিও না— এই দুইটীই ঘৃণিত। নীরবে সহ্য করা একটা বড় রকমের মার—এমারে আর রক্ষা নাই। অতি বড় বীরও অহিংসার নিকট নতশির হইয়া পড়ে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে।

মিথ্যার আশ্রয় লওয়া আর অধঃপতনের আশ্রয় লওয়া একই কথা। অতি কাপুরুষ যাহারা, মনুষ্যত্ব হীন যাহারা, তাহারাই সত্য গোপন করিয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

এই মিথ্যাবাদী যাহারা, তাহারা সত্যভ্রষ্ট হইয়া লোকচক্ষে ভক্তি শ্রদ্ধা হারাইয়া হেয় হয়। তাহারা আর কস্মিনকালেও লোকের ভক্তি শ্রদ্ধার দাবী করিতে পারে না। তখন ঐশ্বর্য্য শক্তিতে বলবান হইলেও কিন্তু লোকশ্রদ্ধা পায় না। এমন হীনবল, এমন দীন তাহাদের ন্যায় আর কেহই নয়। তা' সে রাজা হউক আর প্রজাই হউক, তাতে কিছু আসে যায় না।

(কাজের লোক।)

মৃতবালকের পুনঃ জাগরণ।

রোমের ৫ই জানুয়ারীর (১৯২২) খবরে প্রকাশ—Rocco Sesataro নামে একটী বালক (Rocco Sesaiaro of Pizzo, Calabria) সাংঘাতিক রকমের ব্রঙ্কাইটিসে (Bronchitis.) ভুগে ডাক্তারের অক্লান্ত চেষ্টা সত্বেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ডাক্তার তাহার মৃত্যু সার্টিফিকেট (Death Certificate) লিখে দেয়। মরণের পর সতেরো ঘণ্টা বাদে তার মা তাকে শেষ বিদায় চুম্বন দেবার জন্যে যেই মুখের কাছে নুইয়ে পড়েছে, অমনি অবাক হয়ে দেখলে যে ছেলে চোখ মেলে চাইছে। তখন তার চেহারা দেখে বোধ হল, যেন সে সম্পুর্ণ নিরাময় ও সুস্থ হয়ে গেছে।

জন্ম মৃত্যুর রেজিষ্টারের তালিকাতে অনেক আগেই তার নাম উঠে গেছে—তাতে লেখা রয়েছে :— "Rocco Sesataro—Dead from Bronchitis" তার পর দিন আবার সেই লেখার পাশে মন্তব্য লেখা হয়েছে—"Risen from the dead".

মরণের পর বাঁচিয়ে রাখা।

বহুদিন আগে ফ্রান্সের এক ডিউকের মৃত্যুর পর হিসেব করে দেখা গেল যে, আর কয়েক ঘণ্টা পরে মৃত্যু হলে তার ছেলে আইনের চক্ষে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হতো। এখন সম্পত্তি অন্যের হস্তগত হয়। তখন বিখ্যাত ডাক্তার আলেক্সিস্ কারেলকে ডাকা হল, তিনি এসে Oxygen gas (অম্লজান বাষ্প) অনেক জটিল প্রক্রিয়ার হৃৎপিণ্ডের ভিতর ঢুকিয়ে আরও তিন ঘণ্টার উপর ডিউকের শ্বাস প্রশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। সম্প্রতি এদেশে এরূপ মরণের পর বাঁচিয়ে রাখার পরীক্ষা মাঝে মাঝে চলছে। গত নভেম্বর মাসে খবরের কাগজে একটী

সংবাদ বেরিয়েছিল—"অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে 'নাভার' মহারাজার নাতার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি গত কয়েক দিন ধরে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাহাকে Oxygen gas এর সাহায্যে মরণের পরও আরও কয়েকদিন ধরে জীবিত রাখা হয়েছিল।"

(কাজের লোক।)

পোষ্টকার্ডের মূল্য বৃদ্ধি।

পত্র লেখকগণ সতর্ক থাকিবেন।

গত ২৪শে এপ্রেল হইতে পোষ্টকার্ডের মাশুল একপয়সা স্থলে দুই পয়সা ও খাম দুই পয়সা স্থলে এক আনা হইয়াছে, লেখকগণ একপয়সা ওয়ালা পোষ্টকার্ডের উপর আর পয়সা মূল্যের টিকিট না দিলে এবং খামের উপর এক আনার টিকিট না মারিলে সেই সমস্ত চিঠি বেয়ারিং না করিয়া পোষ্ট আফিস নষ্ট করিয়া ফেলিবে, সুতরাং চিঠি লেখার কোন ফল হইবে না। পত্র লিখিবার সময় ইহা বেশ স্মরণ রাখিবেন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাই-হাউস প্লট।

ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতি সহসা তাঁহার অভক্তি বা ঘৃণার উদ্রেক হয় নাই—কিম্বা কোন পুরস্কারের প্রত্যাশায় এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও উদ্যত হন নাই। তবে কি বিবেকের তাড়নায় হৃদয় হইতে পাপের বোঝা অপসারিত করিতে আসিয়াছেন? তাহাও ত বোধ হয় না। তাঁহার উদ্দেশের একটী মাত্র যুক্তিসঙ্গত কারণ আমরা দেখিতে পাই। তিনি আশঙ্কায় প্রপীড়িত হইয়া আত্মরক্ষার পথ পূর্ব্বাহ্নে পরিষ্কার করিয়া রাখিবার জন্যই সম্ভবতঃ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রস্তাবিত সংকল্প যখন কার্য্যে পরিণত হয় নাই, তখন উহা একদিন না একদিন কাহারও দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইবে। যখন এরূপ হইবার সম্ভাবনা আছে, তখন তাহারই বা প্রকাশ করিতে আপত্তি কি? সার লিওলাইন জেনকিন্স আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহার সমস্ত কথা শুনিয়া, চক্রান্তকারীদের নামের একটা তালিকা সংগ্রহ এবং রাই-হাউসের একটা নক্সা প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিলেন।

কিলিং স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চক্রান্তকারীদের নামের একটা তালিকা প্রস্তুত করিলেন এবং বাড়ীখানির একখানি মাত্র নক্সা অঙ্কিত করিলেন। রামসির সহিত ডিউকের যে তারিখে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার পরদিন এই ঘটনা ঘটিল। পরদিন মধ্যাহ্নে নামের তালিকা এবং বাড়ীর মানচিত্র লইয়া কিলিং পুনরায় স্বরাষ্ট্র সচিবের আফিসে উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রীবর তাঁহাকে অভয় দিয়া, আপাততঃ এ ঘটনা সম্পূর্ণ গোপন রাখিতে পরামর্শ দিলেন এবং আর দুই একজনকে সরকারী সাক্ষীর শ্রেণীভুক্ত করিবার আভাস দিলেন।

কিলিং যে সময়ে মন্ত্রীর আফিসে প্রবেশ করিতেছিলেন, ঘটনাবশতঃ রামসি সেই সময়ে সেই পথ দিয়া আসিতেছিলেন। কিলিংকে মন্ত্রী ভবনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, রামসির মনে সন্দেহের সঞ্চার হইল—তিনি গোপনে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে বিশ্বাসঘাতক—তাই অপরের বিশ্বাস হীনতায় সহজেই তাঁহার উপলব্ধি হইল। অবশেষে প্রায় দুই ঘন্টার পর কিলিং বাহির হইয়া আসিলেন। বাহির হইয়া সম্মুখে রামসিকে দেখিয়া, তিনি কতকটা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইয়া, সহজভাবে রামসির সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

রামসি তাঁহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বন্ধু! মন্ত্রীর সহিত তোমার এমন কি গুরুতর কাজ ছিল যে, দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইল? কিলিং! যদি কোন বিপৎপাতের সম্ভাবনা বুঝিয়া থাক, আমি তোমার পুরাতন বন্ধু—আমাকে সময় থাকিতে সংবাদ দিয়া সুখী করিবে।"

কিলিং সরলভাবে তাঁহার কোন প্রশ্নের উত্তর করিলেন না দেখিয়া রামসির মনে পূর্ব্ব ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়া আসিল। কিলিং প্রকারান্তে তাঁহাকে বুঝিতে দিলেন, আত্মরক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। মন্ত্রীর মুখে যে আভাস পাইয়াছিলেন, সেই কথা স্মরণ করিয়া কহিলেন,—"আমার একটী বিশেষ কার্য্য আছে—আমি এখন চলিলাম, দুই তিন দিনের মধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও—তোমায় একটা বিশেষ সংবাদ দিব।"

এই কথা বলিয়া কিলিং তাঁহার ওষ্ঠাধরের উপর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া, ইঙ্গিতে আপাততঃ এ বিষয় লইয়া গোলযোগ করিতে নিষেধ করিলেন। রামসিও তাঁহার দিকে ইঙ্গিত পূর্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বিদায় লইলেন।

দ্বিতীয় দিবস কিলিংয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর, মন্ত্রীবর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ষড়যন্ত্রঘটিত তাবৎ বিষয় তাঁহার গোচর করিলেন। এই সংবাদে নৃপতি স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কম্পিত হৃদয়ে সোৎকণ্ঠে নামের তালিকায় দৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিলেন। পাছে এই তালিকায় লরেন্স লির নাম তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভাবিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মধ্যে তাঁহার নাম নাই দেখিয়া তিনি আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। জেনারেল অলিফান্টের নামও তাহার মধ্যে দেখিতে পাইলেন না বরং মন্ত্রী মুখে শুনিলেন, সে দিন অলিফাণ্ট তাঁহার শকটে উপস্থিত ছিলেন বলিয়াই, চক্রীরা তাহাদের সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হয় নাই। নৃপতি দিন দুই তিন অপেক্ষা করিতে আদেশ

করিলেন। মন্ত্রীবর বিদায় হইলে, চার্লস পুত্র সার লরেন্স লির নিকট গোপনে একজন দূত প্রেরণ করিলেন।

লরেন্স বাড়ীতেই ছিলেন, পিতৃ আহ্বানে অবিলম্বে রাজভবনে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। চার্লস তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, অপরাপর কথাবার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমাকে এবং ডিউক অব ইয়র্ককে বিপন্ন করিবার জন্য রাই-হাউসে সম্প্রতি একটা অতি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র হইয়াছিল শুনিয়াছ কি ?"

লরেন্স। শুনিয়াছি। মা গোপনে আমাকে এবং আমার পত্নীকে এ ষড়যন্ত্রের সংবাদ বলিয়াছেন।

রাজা। আমার নিকট এ কথা প্রকাশ কর নাই কেন ?

লরেন্স। বলি নাই কেন, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন না ? আমার প্রিয়তমার পত্নীর পিতা যে ইহার মধ্যে জড়িত ? তাহার পর সে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে—বিপদের আশঙ্কা কাটিয়া গিয়াছে—কলোনেল রামবল্ড আর কখনও এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না। জেনারেল অলিফান্টের নিকট শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীকার করিয়াছেন, আর কখনও অন্ততঃ আপনার রাজত্বকালে তিনি আর কোনরূপ চক্রান্তে লিপ্ত হইবেন না। তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার ভগ্নী আমার জননীর নিকট ষড়যন্ত্রের তাবৎ বিষয় বিবৃত করেন। মা তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিয়া, সাহস পাইয়া, তাঁহার পদতলে পড়িয়া, কি প্রকারে তাঁহার চেষ্টার ফলে ঐ ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত হইতে পায় নাই—প্রকাশ করিয়াছেন।

রাজা। বল কি ! তাঁহার চেষ্টার ফলে ঐ চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়াছে ! কেমন করিয়া ? কৈ কিলিং যে বিবরণ দাখিল করিয়াছে, তাহাতে ত উহার কোনই উল্লেখ নাই।

লরেন্স তখন বলিলেন,—কেমন করিয়া তাঁহার মাতা, ঐ চক্রান্তের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন এবং কি উপায় অবলম্বন করিয়া জেনারেল অলিফান্টের সহায়তায় চক্রীদের সমস্ত চেষ্টা পণ্ড করিয়া দেন।

রাজা। বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা। এ কার্য্যে জেনারেল অলিফান্ট এবং মাতার মহত্বই প্রকাশিত হইয়াছে ! কি করিলে তাঁহাদের এ মহদুপকারের প্রতিদান করিতে পারি ?

লরেন্স। এক জনের বন্ধুর এবং অপরের সহোদরের জীবন দান করিয়া। আমিও সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, এ যাত্রা কলোনেল রামবল্ডকে ক্ষমা করুন।

রাজা। দেখিতেছি এ বালক আমাকে লইয়া যাহা অভিপ্রায় করিতে পারে। উঠ লরেন্স ! তোমার প্রার্থনাই রক্ষা করিব।

লরেন্স গাত্রোত্থান করিয়া, নৃপতির প্রসারিত কর গ্রহণ করিয়া চুম্বন করিলেন। রাজা তখন বলিতে লাগিল,—"কিন্তু লরেন্স ! যাহারা এই পৈশাচিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, আমি কোন প্রকারেই তাহাদিগকে অব্যাহতি দিতে পারি না। এই দেখ চক্রীদের নামের তালিকা। ইহার মধ্যে রামবল্ড আছে। যদি সে ইংলণ্ডে অবস্থান করে, অপরাপর সকলের সহিত ধৃত হইয়া, নিশ্চিত দণ্ডিত হইবে। আগামী পরশ্ব ভিন্ন অপরাধীদের গ্রেপ্তারের পরোয়ানা বাহির হইবে না। ইহার মধ্যে তাহাকে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া পলায়নের পরামর্শ দাও। এই উপায়ে আমি তাহার জীবন দান করিতে পারি মাত্র।"

লরেন্স পুনরায় কৃতজ্ঞতার সহিত রাজকর চুম্বিত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। যুগপৎ হর্ষ বিষাদে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। হর্ষের কারণ,—তাহার পত্নীর পিতা—তাঁহার জননীর ভ্রাতার জীবন রক্ষা হইল। বিষাদের কারণ রামবল্ডকে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার ভার্য্যা এবং মাতার নিকট ধীরে ধীরে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—তাঁহাদেরও হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল এবং দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাহার পর অশ্বারোহণে একজন মাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া, রাই-হাউসে উপনীত হইলেন, এবং তাঁহার সহসা আগমনের কারণ বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া কলোনেল বলিলেন,—"যদি আমি সংসারে একা হইতাম, চার্লসের কোন দানই গ্রহণ করিতাম না। কিন্তু আমার পত্নী, দুহিতা, ভগ্নী এবং তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার জীবন নিরাপদ করিবার এই অবসর ত্যাগ করিব না। অদ্য সন্ধ্যার সময় আমার পত্নীকে সঙ্গে লইয়া, তোমার সহিত লণ্ডনে যাইব। তোমাদের সহবাসে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া কাল বিদেশগামী কোন জাহাজে আরোহণ করিব। কিন্তু তোমাকে একটীকথা জিজ্ঞাসা করি,—যাহারা আমার সহিত এই বিপদের পন্থায় পদার্পণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য কি না ?"

লরেন্স। নৃপতি এ সম্বন্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা দান করেন নাই। সম্ভবতঃ আমার বা আপনার সততা এবং আত্মমর্য্যাদার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। এরূপ স্থলে তাঁহার ন্যস্ত বিশ্বাসের অপব্যবহার করিলে, আমাদের পক্ষে কি কৃতঘ্নতার পরিচয় দেওয়া হইবে না ?

রামবল্ড। ঠিক বলিয়াছ—না, এ সম্বন্ধে আমি আর কোন উচ্চ বাচ্য করিব না। কিন্তু লরেন্স সহচরগণকে বিপদের গ্রাসে নিক্ষেপ করিয়া আত্মজীবন রক্ষার্থ পলায়ন করিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

লরেন্স। আপনার সহচরগণকে সতর্ক করিলে, আপনার সততা এবং আত্মমর্য্যাদাবোধ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। তাহার পর এখানে অবস্থান করিয়া, তাহাদের ভবিতব্যতার অংশ গ্রহণ করিলেও, তাহাদের কোনই উপকার সাধিত হইবে না।

রামবল্ড আর কোন কথা কহিতে সাহস

করিবেন না। পর দিন সস্ত্রীক হলণ্ডগামী একখানি জাহাজে গিয়া আরোহণ করিলেন।

এইবার আমরা রামসির নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিব। কিলিংয়ের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়াই, তিনি ডিউকের নিকট গোপনে একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। তদনুসারে তিনি সন্ধ্যার সময় পূর্ব্বোক্ত স্থানে রামসির সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি তাঁহার সন্দেহের কথা তাঁহার গোচর করিলেন।

ডিউক কহিলেন,—"কিলিং যদিও স্বরাষ্ট্রসচিবের নিকট ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া থাকে, তিনি এখনও সে বিষয় নৃপতির গোচর করেন নাই, কারণ তাহা হইলে নিশ্চয় আমি সংবাদ পাইতাম।"

রামসি। বড়ই আশঙ্কাপ্রদ ঘটনা। যদি আমি অপরাপর সকলের সহিত ধৃত হই—এইখানে সকল বিষয়ের শেষ হইবে। আমি জীবন পণ করিয়া আপনার কার্য্যোদ্ধার করিবার যে সুন্দর প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছি সেই সঙ্গে তাহারও শেষ হইবে।

ডিউক। আমি আপনাকে যে লিখিত হুকুমনামা দান করিয়াছি, আপনি সেখানি আমায় প্রত্যর্পণ করুন আমি আপনাকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতেছি। আপনি বিদেশে পলায়ন করুন।

রামসি। আজ্ঞা তাহা হইবে না। স্বদেশ ত্যাগ করিতে আমার অভিলাষ নাই আমি বিদেশে গিয়া বাস করিতে পারিব না। তাহার পর ঐ হাজার মুদ্রায় কতদিন চলিবে —ঐ অর্থ নিঃশেষিত হইলে আমার দশা কি হইবে? ও কথা ছাড়িয়া দিন অন্য কোন প্রস্তাব থাকে ত বলুন।

ডিউক। (চিন্তিতভাবে) সে দিন আমাদের মধ্যে যে পরামর্শ হইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে, মন্মথের ডিউক এবং রসেল প্রভৃতির প্রস্তাবিত ষড়যন্ত্র পণ্ড হইত।

রামসি। এবং আপনি ইংলণ্ডের সিংহাসনে উপবেশন করিতেন।

ডিউক। কিন্তু এখন যখন ঘটনাস্রোত বিভিন্ন দিকে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে আমার সহোদরের মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে।

রামসি। ঘটনাস্রোত ফিরিয়াছে?

ডিউক। হাঁ ফিরিয়াছে। সে দিন আপনি আমাকে রাইহাউসের ষড়যন্ত্রের কথা বলেন নাই কি? সে চক্রান্তে কে কে লিপ্ত ছিল, তাহাদের নাম নির্দ্দেশ করেন নাই কি?

রামসি। হাঁ—তাহা করিয়াছি। তাহাতে কি হইবে?

বুঝিতে পারিতেছেন না? যাহারা যাহারা আমাকে বঞ্চিত করিয়া, মন্মথের ডিউককে সিংহাসন দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল—এই ঘটনায় তাহাদের উচ্ছেদ সাধিত হইবে।

রামসি। সত্য কিন্তু কিলিং, রসেল প্রভৃতিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অভিযুক্ত করিতে পারিবে না—সে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইবে না।

ডিউক। সে না পারে, অপরে পারিবে।

রামসি। অপরে? কে সে?

ডিউক। আপনি।

রামসি। কিন্তু ইহাতে আমার কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে?

ডিউক। এইমাত্র আপনি বলিলেন, ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে আপনার অভিলাষ নাই। যদি কিলিং সত্যসত্যই সকল কথা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিয়া থাকে, আপনি আপনাকে সরকারী সাক্ষী হইয়া আপনার স্বাধীনতা এবং জীবন রক্ষা করিতে পারিবেন। এবং আপনার সাক্ষ্যে যদি মন্মথের ডিউক, রসেল, ইসেক্স প্রভৃতির অপরাধ সপ্রমাণ হয়, নিশ্চয় বধ্যভূমিতে তাহাদের মস্তক অবলুণ্ঠিত হইবে। যদি এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন, আমি আপনাকে যে পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, আমার পথ পরিষ্কৃত হইলে, নিশ্চয় সেই পুরস্কার আপনার করগত হইবে।

রামসি। আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কাল বা পরশ্ব কিলিংয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব। যাহা সন্দেহ করিয়াছি যদি সত্য হয়—নিশ্চয় তাহার প্রস্তাবানুযায়ী সরকারী সাক্ষী হইয়া আপনার জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষা করিব এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনারও পথ নিষ্কণ্টক করিব।

ডিউক। তাহা হইলে এই পরামর্শই ঠিক হইল। এইবার আমাকে সেই কাগজ খানা ফিরাইয়া দিন।

রামসি। রাজকুমার! এ অন্যায় প্রস্তাব করিবেন না। অভিজ্ঞতা এ কার্য্য করিতে আমাকে নিষেধ করিতেছে। ওখানি আমার অসময়ের সহায়। আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, ওখানি তাহার স্মারকলিপি। আপনি কোনরূপ আশঙ্কা করিবেন না। যখন সাক্ষী দিতে উপস্থিত হইব—সে কাগজখানি কখনই সঙ্গে আনিব না—এত হস্তীমূর্খ আমি নহি—কোন সুরক্ষিত নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিব।

ডিউক আর অধিক বলিতে সাহস করিলেন না। বাড়াবাড়ী করিলে পাছে তাঁহার সততা এবং সাধু উদ্দেশ্যে রামসির সন্দেহ জন্মে ভাবিয়া তিনি নীরব হইতে বাধ্য হইলেন। তিনি তাঁহার সহিত যথা-সাধ্য সদ্ভাব রক্ষা করিয়া বিদায় হইলেন।

পঞ্চদশাধিকশততম পরিচ্ছেদ।

গ্রেপ্তার।

কলোনেল রামবল্ড এবং তাঁহার পত্নী যতক্ষণ ইংলণ্ডের উপকূল ভূমি ত্যাগ না করিলেন, চার্লস তাঁহার সহোদর—ইয়র্কের ডিউককে ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কোন কথাই জানিতে দিলেন না। অবশেষে যখন লরেন্সের

নিকট সংবাদ লইলেন, তাঁহারা ইংলণ্ডের তটভূমি ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তিনি আপনাকে বিমুক্ত বিবেচনা করিয়া, ডিউককে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। ডিউক রাজ-সহোদরের মুখে সকল কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। ইহার পূর্ব্বে যে এ ঘটনা তাঁহার জ্ঞানগোচর হইয়াছে, তাহা আদৌ সহোদরকে জানিতে দিলেন না।

অবিলম্বে এক রুদ্ধদ্বার গৃহে পরামর্শ সভা বসিল। কিলিং সভার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, স্বরাষ্ট্র সচিবের সম্মুখে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার পুনরাবৃত্তি করিলেন। মোকদ্দমাটাকে সাংঘাতিক রূপে পাকাইয়া তুলিয়া, বিপক্ষদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে ডিউক কিলিংকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"তুমি কোন কথা গোপন করিবে না, সকল কথা অকপটে প্রকাশ করিয়া বলিবে। এই সর্ত্তে সার লিওলাইন জেন্‌কিন্স তোমার জীবন এবং স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সেই কথা স্মরণ করিয়া সত্য কথা বল—সত্য করিয়া বল দেখি ষড়যন্ত্রকারীরা কেবলই কি আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া ক্ষান্ত হইত, না আমাদিগকে হত্যা করিতেও সংকল্প করিয়াছিল।"

প্রধান বিচারপতি পেমজয়টন সেই কথায় প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন,—"হাঁ—যদি সত্য কথা না বল বা কোন কথা গোপন করিতে চেষ্টা কর, তোমার স্বাধীনতা এবং জীবনও বিপন্ন হইবে।"

অপরাপর দুই তিন সভ্যও ডিউকের পন্থার অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে উক্তভাবে প্রশ্ন করিলেন। কিলিং চতুর লোক—ডিউকের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অম্লান বদনে, বলিল, তাঁহাদিগকে হত্যা করাই চক্রীদিগের অভিপ্রায় ছিল। তাঁহার এ উক্তি যে সত্য নয়, চার্লস বুঝিতে পারিলেও তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। সভা ভঙ্গ হইলে, সার লিওলাইন জেন্‌কিন্স কিলিংকে আরও তিন চারিজন লোককে সরকারী সাক্ষীশ্রেণীভুক্ত করিতে পরামর্শ দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রাই-হাউসের ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য পরওয়ানা বাহির হইল। ডিউক মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, শীঘ্রই মন্মথের ডিউক এবং অপরাপর সম্ভ্রান্ত জমিদারগণকে উহার সংস্রবে লিপ্ত এবং অপরাধী বলিয়া রাজাজ্ঞা বাহির করিয়া লইতে হইবে।

কিলিং অবিলম্বে গণিতযন্ত্রনির্ম্মাণ বারবার, উকিল ওয়েট, হোটেলওয়ালা শেপার্ড, ভাটিয়াল বোর্ণ এবং কলোনেল রামসির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাদিগকে সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য প্রস্তুত করিলেন। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, রাই হাউসে চক্রীদের যখন বৈঠক বসে, এই কয়টী লোকেই শোণিতপাতের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের দয়ার্দ্র উদারচেতা সহচরগণের স্কন্ধে সেই অপরাধের আরোপ করিয়া, আপনাদের জীবন রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। (ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ বর্ষ।] ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ সাল। ইং ৮ই জুন, ১৯২২ সাল। [২য় খণ্ড।

ভারতে দুগ্ধ ও গো-পালন ব্যবসায়।

কৃষিকার্য্যের সহিত গো পালন একটী ব্যবসায়, কিন্তু ভারতে এই ব্যবসায়টী উপেক্ষিত। ভারতে গৃহপালিত গবাদি আছে বটে, কিন্তু ব্যবসায়ের হিসাবে গো পালন হয় না। দেশের গোয়ালারা ২।১০ টী গাভী রাখিয়া থাকে বটে, কিন্তু সে সকল গরুর দুর্দ্দশা দেখিলে চক্ষে জল আসে। এই অস্থ দুর্ব্বল রুগ্ন গাভী সমুদয় উদর পুরিয়া খাইতেও পায় না, বৎসগুলি প্রায়ই দুগ্ধাভাবে মরিয়া যায়, ফুঁকা দিয়া দুগ্ধের পরিবর্ত্তে শোণিত দোহন হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার পর সেই দুগ্ধে যতক্ষণ দুগ্ধের রং বজায় থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পচা পুকুরের জল মিশাইয়া যোগান দেওয়া হইয়া থাকে। এই সকল দুগ্ধ নানাপ্রকার রোগের আকর, এবং এই দুগ্ধপায়ী শিশুর স্বাস্থ্যের তো কথাই নাই। ভারতের শিশু মৃত্যুর তালিকা ইহার উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। এদেশের বড় লোকগণ মূল্যবান অশ্ব, কুকুর খরিদ করিয়া কুকুর ঘোড়ার সেবা করিবেন, তথাপি গো-পালন করিবেন না। এদেশে নামে মাত্র গাভী ও বৃষকে দেবতা বলা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেবতার ন্যায় যত্ন করা হয় না। কিন্তু যাহাদিগকে আমরা গো খাদক বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখি, সেই ইয়োরোপ এবং আমেরিকার গো সেবা ও গাভীগণের যত্ন ও আদর দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। গো-শালা গুলি বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গাভী বা বৃষগুলির গাত্রে কোন প্রকার ময়লা থাকিতে পায় না। বিশুদ্ধ পানীয় ও বিবিধ পুষ্টিকর খাদ্যে গাভী ও বৃষ প্রতিপালন করা হইয়া থাকে। এক একটী বৃষ ও গাভী এত উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে যে শুনিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। গাভীগণ প্রত্যহ ন্যূন পক্ষে ১০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৫০ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে। এইরূপ গাভী সাধারণ মধ্যে গণ্য।

"The cows producing 100 lb milk a day are not rare."

প্রত্যেক কৃষি ফারমের সহিত গো-শালা সংলগ্ন রাখিয়া এই প্রচুর দুগ্ধে মাখম, চিজ, প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়, এবং দেশের আবশ্যক পূর্ণ করতঃ বিদেশে বহু টাকার রপ্তানী করিয়া দেশের জাতীয় ধন বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

এদেশের অধিকাংশ লোক নিরামিষ ভোজী, সুতরাং দুগ্ধ ঘৃতের উপরই তাহাদিগকে অধিক নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এদেশের ধনী এই অত্যাবশ্যক ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং এই গো-পালন ও দুগ্ধের ব্যবসায় ভারতবর্ষে উপেক্ষিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এদেশের যৌথ কারবার হিসাবে এইরূপ গো-শালা স্থাপিত হইলে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয় যে তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। অধুনা এসম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হইতেছে, মারোয়াড়ী সমাজ গো-রক্ষার জন্য যত্নবান হইয়াছেন—কিন্তু বাঙ্গালী কেহ এজন্য অর্থ ন্যস্ত করিতেছেন শুনা যায় না।

পল্লীগ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এইরূপ ডায়েরী ফারম বা গো-শালা স্থাপিত করিয়া বিশুদ্ধ দুগ্ধ ঘৃতের স্বাচ্ছল্য করা অসম্ভব হয় না।

গো-শালা রক্ষা করায় কৃষি কার্য্যেরও মহৎ উপকার সাধিত হয়, গবাদির মলমূত্র কৃষিক্ষেত্রের উৎকৃষ্ট সার, ইহা সকলেই অবগত আছেন। ইহা দ্বারা চাষেরও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। যৌথ কারবারের মত গ্রামস্থ বর্দ্ধিষ্ণু ও মধ্যবিত্ত লোকের সমবায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া লিমিটেড্ কোং গঠন করিতে হয়, এবং প্রত্যেক গো-শালায় ৫০টী হইতে ১০০টী গাভী ও জনন কার্য্যের জন্য ১০ টী ষাড় রাখিতে হয়। উৎকৃষ্ট খাদ্য উৎকৃষ্ট গোয়াল প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া এ কার্য্য করিলে লাভবানই হওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট কো-অপারেটীভ ক্রেডিট-সোসাইটী

হইতেও এসকল কার্য্যের জন্য টাকা ধার দিয়া থাকেন। স্থানীয় লোক উদ্যোগী হইলে এরূপ সমবায়ে সুন্দর গো-শালা চালান যায়। দেশের লোক যদি কিছু না করে, তবে দুঃখ ঘুচে কেমন করিয়া?

সহরের গরুগুলি কিছু কিছু খাইতে পায় বলিয়া তাহাদের শ্রী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পল্লীগ্রামে গরুর কষ্টের সীমা থাকে নাই গরু চরিবার মাঠ নাই— গ্রামে গ্রামে খোঁয়াড় আছে, অনেক স্থলে ব্রাহ্মণগণও বেনামীতে খোঁয়াড় ডাকিয়া তাহার উপস্বত্ব ভোগ করে। খোঁয়াড়ওয়ালাগণ গরু প্রতি ৵০ আনা পয়সা তাহাদিগকে গোপনে দিয়া প্রলোভিত করে। গরু ঘরের বাহির হইলেই দুষ্ট লোকে ঐ পয়সার লোভে কাহারও শস্যের ক্ষতি না করিলেও অনেক গরু ধরিয়া খোয়াড়ে দিয়া আসে এবং দৈনিক ১৲ টাকা—বার আনা কোন পরিশ্রম না করিয়াও রোজগার করিয়া থাকে। এত অত্যাচারে এ দেশের গো-বংশও নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে। কিন্তু প্রতি-কারের জন্য কোন সদাশয় ব্যক্তিকেও চেষ্টিত দেখা যায় না।

(কাজের লোক।)

বিবিধ তত্ত্ব।

জীব জন্তুর অঙ্গ হইতে মানব দেহে প্রধানতঃ ৯টী রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে।

যক্ষ্মা ব্যাধিগ্রস্ত জন্তুর দুগ্ধ পানে যক্ষ্মারোগ হইয়া থাকে। কেবল তাই নহে, যক্ষ্মারোগাক্রান্ত জন্তু সংস্পর্শেও মানুষ ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

শিরাগ্রন্থিস্ফীতি রোগ অশ্ব হইতে সংক্রামিত হয়। এই ব্যাধি অতি-সংক্রামক ও সাংঘাতিক। এই রোগে আক্রান্ত হইলে মানুষের আর প্রাণরক্ষার আশা থাকে না। এই রোগাক্রান্ত অশ্বের চিবুকস্থ শিরা গ্রন্থি ফুলিয়া থাকে।

গো-স্ফোটক ব্যাধি গরু মেষ প্রভৃতি জন্তু হইতে মানবে সংক্রামিত হয়। চামড়া লোম প্রভৃতি নাড়া চাড়া দ্বারা কিংবা ব্রাস ব্যবহারে এই রোগ হইতে পারে।

গৃহপালিত গো মহিষ প্রভৃতি জন্তু হইতে পাদ ও মুখ ব্যাধি মানবে সংক্রামিত হয়। রোগাক্রান্ত জন্তুর দুগ্ধ পানেও এই সকল ব্যাধি হইয়া থাকে।

পাগলা কুকুর বা শৃগালের কামড় হইতে জলাতঙ্ক হইয়া থাকে।

পশ্বাদির খোষ পাচড়া ও অপর চর্ম্মরোগ মানবে সংক্রামিত হয়।

শূকর মাংস হইতে এক প্রকার ব্যাধি মানবদেহে সংক্রামিত হয়। রোগ বীজাণু শূকরের মাংস পেশী মধ্যে থাকে। যদি অর্দ্ধসিদ্ধ শূকর মাংস ভক্ষণ করা যায় তাহা হইলে এই রোগ হয়।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

ধাতব দ্রব্যে নীল রং করিবার সহজ উপায়।

এই উপায়ে ধাতব দ্রব্যকে গরম করিতে হয় না। ধাতব দ্রব্যকে নীলবর্ণ করিতে হইলে তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে তাহার প্রত্যেক অংশকে পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে? যেন কোনস্থানে ময়লাদি না থাকে। তাহার পর ১ ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড এবং ১০ ভাগ জল একত্র মিশাইয়া একটা সলুইশন করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ করিলে সেই সলুইসন-টার বর্ণ নীলাভ বা নীলবর্ণ হইয়া যায়। এই সলুইশনটাকে ধাতব দ্রব্যে লাগাইয়া দিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে একটু গরম জলে ধৌত করিয়া লইয়া ধাতবদ্রব্যটী একটু মসিনার তৈলে ন্যাকড়া বা তুলা ভিজাইয়া তদ্দ্বারা মুছিয়া ফেলিলেই কাজ শেষ হইয়া গেল, এখন এই দ্রব্যটী দিব্য ব্লু রং হইয়া যাইবে।

লাল ল্যাকার প্রস্তুত প্রণালী।

স্পিরিট অফ ওয়াইন	২ গ্যালন
ড্রাগনস্ ব্লড (খুন খারাপী)	১ পাউণ্ড
স্পানিস আনাটো (লটকন)	৩ পাউণ্ড
গাম সাণ্ডারাক্	৩॥ পাঃ
স্পিরিট অব্ টারপিন	৩ পাউণ্ড

এইগুলি একত্র করিয়া খুব নাড়িতে হইবে, কেবল স্পিরিট্ টারপিন মিশাইবে না। বাকীগুলি যখন উত্তমরূপে ভিজিয়া মিশিয়া যাইবে, তখন ইহাতে টারপিন মিশাইয়া পুনরায় নাড়িয়া পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া বোতলে পুরিয়া রাখিবে। এখন ইহার ব্যবহারের কথা বলি। টীনের খেলনা,কাঠনে এই ল্যাকার মাখাইলে বিলাতী জিনিষের ন্যায় উজ্জ্বল লোহিত লাকার করা হইবে। যদি স্পানিস আনাটো বা লটকন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে দেশী লটকন ফলের বীচি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কারি পাউডার প্রস্তুত প্রণালী।

কারি পাউডার নামক মসলার গুড়া বাজারে বিক্রয় হয়, অনেকেই দেখিয়াছেন, কারী পাউডার ইংরাজী নাম, ইহার বাঙ্গালা নাম রান্ধিবার মসলা চূর্ণ। যাঁহারা বিদেশে যাইবেন, বাসাতে যাহাদের মসলা পেশার লোক সরঞ্জাম সঙ্গে থাকে না, তাঁহাদের পক্ষে উপযোগী।

ধনে	⁄১
লবণ	⁄১০
মরিচ	৸৴০ ছটাক
তেজপত্র	অর্দ্ধ ছটাক
সরসে	অর্দ্ধ পোয়া
লঙ্কা	২ তোলা
লবঙ্গ	২ তোলা
হরিদ্রা	২ তোলা
সাজীরা	১ তোলা

মৌরি চূর্ণ	১ তোলা
ছোট এলাচ	১ তোলা

এইগুলিকে ঈষৎ গরম করিয়া উত্তম করিয়া সুক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া আট আউন্স শিশি পূর্ণ কর। কেহ কেহ এক সঙ্গেই লবণ দিয়া থাকেন, কেহ বা দেন না। সামান্য দারুচিনি চূর্ণও দেওয়া যাইতে পারে। তরকারী রন্ধন করিবার সময় এই মসলা দিয়া রাঁধিলেই হইল। লবণ এই সঙ্গে দেওয়া থাকিলে আর লবণ রন্ধনের সময় দিবার আবশ্যক নাই। বিক্রয়ের জন্য করিলে ভাল লেবেলাদি দিয়া।৵০ ॥০ আনা মূল্যে বিক্রয় করা চলে। লেবেলে লবণ দেওয়া আছে কিনা লিখিয়া দেওয়া উচিত।

পাখার কাজ।

গ্রীষ্মকালে ভারতের সর্ব্বত্রই হাত পাখার আবশ্যক। আমাদের দেশে তালের পাখা প্রচলিত। ভাল করিয়া ঝালর দিয়া রং ঢং করিয়া সুদৃশ্য করিতে পারিলে অসংখ্য পাখা বিক্রয় হয়। মুসলমান মহিলাগণ সামান্য পুজী লইয়া পাখা প্রস্তুত করিয়া রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্রয় করে। প্রত্যেক খানির মূল্য ৴১০ পয়সা, একটু ভাল হইলে ⁄০হইতে ।০ আনায় পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। আমাদের হিন্দু বালক বালিকা ভদ্রমহিলাগণ অবকাশ সময়ে যদি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে জিনিষটা আরও সৌখিন হয় এবং উচ্চ দরেও বিক্রয় হইয়া থাকে। কলিকাতার পাখা অপেক্ষা বর্দ্ধমানের, সিঙ্গুরের, ঢাকার পাখা ভাল এবং একটু উচ্চমূল্যেও বিক্রয় হয়। কলিকাতায় অনেকেই দেখিয়াছেন, বাহির হইতে পর্ব্বত প্রমাণ তালের পাখা গাড়ী করিয়া আসে ও বাজারে বাজারে বিক্রয় হয়। সেই পাখাই খরিদ করিয়া উত্তম ঝালর ও রং ঢং করিয়া দিলেই বিক্রয় হইতে বিলম্ব হয় না। এই পাখা পাইকারী খরিদ করিলে এক শত পাখা ১৲ হইতে ১।০, ১॥০ টাকায় পাওয়া যায়। এই কাজটী ক্ষুদ্র মনে হইতে পারে কিন্তু ইহার কাটতি অনেক। জাপান মহিলাগণ বাঁশ ও কাগজ দিয়া যে পাখা প্রস্তুত করে, তাহা জগতের সর্ব্বস্থানে লক্ষ লক্ষ টাকার রপ্তানী হইয়া যায়।

সেগুণ কাষ্ঠের জন্য পালিস।

চাঁচ গালা	২ আঃ
লবাণ	২ আঃ
খুন খারাপী রং	৪ ড্রাম
রুমি মুস্তকী	৮ ড্রাম
প্রূফ স্পিরিট	৪৮ আঃ

উপরোক্ত গালা, খুন খারাপী, রুমী মুস্তকীকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একটী বোতলের মধ্যে পুরিয়া তাহাতে প্রূফ স্পিরিটটা মিশাইয়া রৌদ্রের উত্তাপে গলাইয়া লইতে হয়। এই বার্ণিস দ্বারা কাষ্ঠের আলমারী দেরাজ চেয়ার প্রভৃতি পালিস করিলে সুন্দর দেখায়। পালিসের কাজ শিখিয়া কলিকাতায় বহুলোক অন্ন সংস্থান করিয়া থাকে।

যে কাষ্ঠকে পালিস করিতে হইবে, তাহা যদি পুরাতন হয়, তবে সাজীমাটী বা সোডা জলে গলাইয়া পুরাতন কাষ্ঠের দ্রব্যে বেশ করিয়া মাখাইয়া দিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে ধৌত করিয়া ফেলিলে উহার গাত্রের পুরাতন পালিস ময়লা উঠিয়া যাইবে, তাহার পর ২।৩ বার ধুইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে দিবে, যখন কাষ্ঠ গুলি শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন উহাকে বারম্বার শিরিস কাগজ দিয়া ঘসিতে হইবে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ২।১ কোট বার্ণিসে তুলা ভিজাইয়া পালিস করিতে হইবে, যখন ঘসিতে ঘসিতে আয়নার ন্যায় হইবে, তখনই ইহা উত্তম পালিস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ২।৪ দিন পালিসের দোকানে শিক্ষানবিস থাকিয়া পালিস করা শিক্ষা করিতে হয়। ইহাও অর্থকরী ব্যবসার মধ্যে গণ্য।

আমাশয় সদ্য আরোগ্য হইবার উপায়।

১ ছটাক আন্দাজ বাতাবি লেবুর রসে খানিকটা চিনি দিয়া পান করিলে সদ্যই আমাশয় আরোগ্য হয়। পরীক্ষা করা উচিত।

মুখব্রণ নিবারণের সহজ উপায়।

তিল ও শ্বেত সর্ষপ দুগ্ধের সহিত বাটিয়া এক সপ্তাহ মাখিলে পীড়িব্রণ ভাল হয়, এবং মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়।

(কাজের লোক)।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

রারবার এবং ওয়েষ্ট সর্ব্বাগ্রে আত্ম সমর্পণ করিলেন। মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত রাজ-সমক্ষে উপনীত হইয়া ফিলিপের ইঙ্গিতে, তাঁহাদের মিথ্যা এজাহার দাখিল করিলেন। ওয়েষ্ট আর একমাত্র উচ্চে উঠিলেন—চক্রান্ত-কারীদের স্কন্ধে শুদ্ধ সমস্তোদর রাজহত্যার অপরাধ আরোপিত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না—তিনি আরও প্রকাশ করিলেন, তাহারা নগরাধ্যক্ষ এবং রাজ্যের যত বড় বড় বিচারপতিকে ধৃত করিয়া তাঁহাদের গাত্র চর্ম্ম উন্মোচন পূর্ব্বক ওয়েষ্ট মিনিষ্টার নামক প্রাসাদের কক্ষে সজ্জিত করিয়া রাখিতে মনস্থ করিয়াছিল। সভাসদবর্গও বিনা বাক্য ব্যয়ে এই অতি পৈশাচিক মিথ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন।

কলোনেল রামসিও সরকারী সাক্ষী হইতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু এই সকল সরকারী সাক্ষীকে আপাততঃ হাজতে অবস্থান করিতে হইবে। মোকদ্দমা শেষ হইলে, তবে তাঁহারা মুক্তি পাইবেন। এ অবস্থায় ডিউকের স্বাক্ষরিত সে পত্রখানা নিকটে রাখা নিরাপদ নয় ভাবিয়া, রামসি সর্ব্বাগ্রে সেখানিকে নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিতে

কৃতসংকল্প হইলেন। অনেক লোকের সহিত তাঁহার জানাশুনা এবং বন্ধুত্ব ছিল। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লিয়ন্স নামক কোন ভদ্রলোককে এই কার্য্যের উপযোগী বিবেচনা করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, লিয়ন্স নিরপেক্ষ ব্যক্তি—কোন রাজনৈতিক দলের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব নাই। কিন্তু তাঁহার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। রসেল, ইসেক্স, গ্রে প্রভৃতি যে দলের লোক—সেই দলের প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। এবং ইহাঁদের মধ্যে একজনের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় সখ্যতা ছিল। রামসি সেই পত্রখানি একখানি পৃথক খামের মধ্যে পুরিয়া রীতিমত শীলমোহর করিয়া তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। লিয়ন্স এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলেন না।

পত্রখানি নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিয়া রামসি যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাকেও যথারীতি রাজ-সমীপে উপস্থিত করা হইল। ডিউকও তথায় উপস্থিত ছিলেন। কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহিলেন না, অথবা চাহিলেও, পরস্পরের মধ্যে যে আলাপ পরিচয় আছে, তাহা কাহারও আকার ইঙ্গিতে পরিব্যক্ত হইল না। ডিউক কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সর্ত্তে তোমার জীবন এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইবে না স্মরণ আছে কি? তাহা যদি স্মরণ থাকে, সত্য কথা বল—নৃপতি দয়াপরবশ হইয়া তোমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"

রামসি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের প্রতিধ্বনি করিয়া লর্ড উইলিয়ম রসেলের সহিত তাঁহার যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল প্রকাশ করিলেন। রসেল তাঁহার দলের মুখপাত্রস্বরূপ—নৃপতি এবং তাঁহার সহোদরের হত্যার যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। এইসময়ে সেফার্ড ও বোর্ণও উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের এজাহার দাখিল করিল। সকলকেই হাজতে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল।

এতক্ষণে ডিউকের বাসনা পূর্ণ হইল। নৃপতি মন্মথের ডিউক, লর্ড উইলিয়ম রসেল, গ্রে, ইসেক্স, হাউয়ার্ড, কলোনেল আলগরনন সিড্‌নে, হাম্পডন এবং আরও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত জমিদারকে অভিযুক্ত করিতে আদেশ প্রচার করিলেন। রাই হাউসের সম্পর্কে এই সকল লোকের উপর যে সন্দেহ বর্ত্তিতে পারে, পূর্ব্বাহ্নে তাহারা তাহার কিছুই আভাস পান নাই। রামসি এবং ফার্গুসন তাঁহাদের সহিত সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন—ফার্গুসন বিদেশে এবং রামসি যে সরকারী সাক্ষী হইয়াছেন—তাহা এখনও কেহ জানিতে পারেন নাই। সুতরাং তাহারা আপনাদিগকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিয়া নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিতেছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইল। লর্ড গ্রে এবং ইসেক্স ধৃত হইলেন কিন্তু গ্রে কোনরূপে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়া দেশত্যাগ করিলেন। সিড্‌নে, হাম্পডন এবং অপরাপর কয়েকজনও ঐ সময়ে ধৃত হইয়া দুর্গের কারাকক্ষে আনিত হইলেন। মন্মথের ডিউক বিভ্রাটের সংবাদ পাইয়া সরিয়া পড়িলেন। বাড়ীর মধ্যে পুলিসের আবির্ভাব দেখিয়া, লর্ড হাউয়ার্ড একস্থানে লুকাইয়া পড়িলেন কিন্তু পুলিসের চক্ষে ধূলি দিতে পারিলেন না। বন্দী হইয়া নিতান্ত কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিলেন এবং সরকারী সাক্ষী হইয়া আত্মজীবন রক্ষা করিবার প্রস্তাব করিলেন।

যে পুলিস কর্ম্মচারী লর্ড উইলিয়ম রসেলকে গ্রেপ্তার করিবার ভার পাইয়াছিলেন, তিনি নানাকারণে রসেলের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে সতর্ক করিতে সাহস না করিয়া, প্রকারান্তরে কার্য্যসিদ্ধি করিবার উদ্দেশে, তিনি একেবারে তাঁহার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, বাটীর সম্মুখে সন্দিগ্ধভাবে ঘুরিতে লাগিলেন। রসেল কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেও, তাঁহার ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিতে সক্ষম হইলেন না। কর্ম্মচারী যখন তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য বাটীর মধ্যে উপস্থিত হইলেন, তিনি নিশ্চিন্তমনে পাঠাগারে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলেন। কর্ম্মচারী তাঁহার আগমনের কারণ ব্যক্ত করিলে, তিনি অবিচলিতভাবে আত্ম সমর্পণ করিলেন, তাঁহার পত্নী সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সকল বিষয় অবগত হইয়া মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। প্রেমময়ী বিদূষী রমণী, নিমিষের মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া, পতিকে সাহস দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রসেল রাজ সমক্ষে নীত হইলেন। কলোনেল রামসিকে তাঁহার অভিযোক্তা-রূপে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া তিনি দমিয়া গেলেন। তাঁহার প্রতি আরোপিত অপরাধের দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল কিন্তু তিনি তাঁহার অপর কোন সহচর বা বন্ধুকেই জড়িত করিলেন না। অবশেষে তাঁহাকেও দুর্গের কারাগারে প্রেরণ করা হইল।

তাহার পরই লর্ড হাউয়ার্ড উপনীত হইয়া সরকারী সাক্ষীর শ্রেণীভুক্ত হইলেন এবং শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীকার করিলেন, রাজহত্যার অভিপ্রায়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার কলঙ্ক কালিমাময় জীবন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আরও মসীময় হইয়া চিত্রিত হইয়া রহিল।

কলোনেল ওয়ালকট ধৃত হইয়া রাজসভায় নীত হইলে, তাঁহাকেও সরকারী সাক্ষী হইতে অনুরোধ করা হইল। একবার জান ও মান বাঁচাইবার জন্য ইচ্ছা হইল কিন্তু পরক্ষণে দৃঢ়তার সহিত সে প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান করিলেন। মিত্রদ্রোহী বিশ্বাস-ঘাতক আখ্যা অর্জ্জন করিয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা, বধ্যভূমিতে ঘাতকের কুঠারে মস্তক দানই তিনি শ্রেয় বিবেচনা করিলেন।

ষোড়শাধিকশততম পরিচ্ছেদ।

আর্ল অফ ইসেক্স।

অপরাধীগণের প্রথম এজাহার রাজকর্ম্মচারীগণের দ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছিল। সে কার্য্য এত গোপনে এবং সতর্কতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের অপরাধই বা কি এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা স্বপক্ষ ত্যাগ করিয়া, সরকারী পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, সাধারণে তাহা বুঝিবার অবসর পায় নাই। লোকের মুখে মুখে অতিরঞ্জিতভাবে নানারূপ জনশ্রুতি প্রচারিত হইতে লাগিল। লরেন্স, তাঁহার জননী এবং পত্নীর কর্ণেও এই সংবাদ পঁহুছিল। নৃপতি এ সময়ে নানাকার্য্যে ব্যাপৃত—সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সত্যোদ্ধার করিতেও লরেন্সের সাহস হইল না। অবশেষে প্রকাশ্য আদালতে বিচার আরম্ভ হইল, অভিযোগের প্রকৃতি এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা সরকারী সাক্ষী হইয়াছেন, সংবাদ পাইলেন।

প্রথম দিন কলোনেল ওয়ালকট, রুস এবং হোন—এই তিন ব্যক্তির বিচার আরম্ভ হইল। প্রথম দুই ব্যক্তি বিচারের শেষ পর্য্যন্ত আপনাদিগকে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি কিন্তু আত্মদোষ স্বীকার করিয়া কহিলেন, তিনি রাজদ্রোহমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কলোনেল রামসি প্রভৃতি তাঁহাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। তাঁহাদের অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে, তাঁহাদের প্রতি প্রাণ দণ্ডের আদেশ হইল। বহুসংখ্যক দর্শক—অধিকাংশই বিষণ্ণ হৃদয়ে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইলেন। ওয়ালকট এবং রুস দৃঢ়তার সহিত ভবিতব্যতার পদে মস্তক অবনমিত করিলেন,—হোন কিন্তু ভয়ে অধীর হইয়া, বিলাপ করিতে করিতে ঘাতকের পরশুতলে মাথা পাতিয়া দিলেন।

এতদিনের পর সাধারণে জানিতে পারিল, রাই হাউসের ষড়যন্ত্রকারীরা রাজা এবং তাঁহার সহোদরকে হত্যা করিবার জন্য চক্রান্ত করিয়াছিল। কলোনেল পলায়ন করিয়া অব্যাহতি লাভ করিলেও, তাঁহার নাম রাজদ্রোহীর তালিকায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া লরেন্স, তাঁহার পত্নী এবং জননী যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলেন। লরেন্স নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, এ কথা যে সত্য নহে বলিয়া প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে নৃপতি কহিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার জননী চলিয়া আসিবার পর, চক্রীদের মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, এবং রাজা এবং তাঁহার সহোদরের শোণিতপাত করিতে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। লরেন্স তাঁহার জননীকে আদালতে হাজির করিয়া, উক্ত উক্তি প্রতিবাদ করিতে চাহিলে, নৃপতি বিরক্ত এবং কুপিত হইয়া কহিলেন, তিনি রামবল্ডের জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন, এক্ষণে বিচারের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করা তাঁহার কর্ত্তব্য নয়। নিতান্ত ক্ষুণ্ণ এবং হতাশভাবে লরেন্স স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথে আসিতে আসিতে অবশিষ্ট বন্দীগণের জীবন রক্ষা করিতে না পারিলেও, অন্ততঃ শ্বশুরের নামের এ কলঙ্ককালিমা মুছিয়া দিবার জন্য কত রকম উপায় উদ্ভাবন করিবার প্রয়াস পাইলেন। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার মাতা হৃদয়ের উত্তেজনাবশতঃ সাংঘাতিক পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এক বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইল। শয্যাগত পীড়িত জননীর পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া সাক্ষীরূপে আদালতে উপস্থিত হইবারও অবসর ঘটিল না।

প্রথম দিনের বিচার শেষ হইবার পর লিয়েন্স জানিতে পারিলেন, তাঁহার বন্ধু কলোনেল রামসি সরকারী সাক্ষী হইয়াছেন। রামসির প্রতি তাঁহার যে টুকু ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার স্বভাবে এবং ব্যবহারে তাহা ঘৃণা এবং আক্রোশে পরিণত হইল। তাঁহার নিকট রামসি যে শীলমোহর করা খামখানি রাখিয়া গিয়াছিলেন, এতদিনের পর তাহার প্রতি তাঁহার সন্দেহ হইল। উহার মধ্যে কি আছে? সম্ভবতঃ কোন প্রয়োজনীয় দলিল অথবা তাঁহার অপরাধের পরিপোষক কোন কাগজপত্র। তিনি সে কাগজপত্র আর তাঁহার নিকট রাখিতে সাহস করিলেন না। পরীক্ষা না করিয়া, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু যদি তাহাতে অন্য কিছু থাকে? তাহার দ্বারা, যাঁহাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি তাঁহাদিগের কোন উপকার কি হইতে পারে না? ইত্যাকার নানাবিষয় চিন্তা করিয়া অবশেষে উহা উন্মোচন করিয়া পরীক্ষা করাই স্থির হইল। শীলমোহর ভঙ্গ করিয়া খামের মধ্যে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুতারকা স্থির হইয়া আসিল। ঘৃণায় তাঁহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। লোকটা কি বিশ্বাসঘাতক! এ যে ডিউকের নিকট তাহার আত্মবিক্রয়ের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

তাঁহার উত্তেজনার প্রথম বেগ প্রশমিত হইলে তাঁহার এই আবিষ্কারের জন্য ববং তিনি আনন্দিতই হইলেন। এই সাংঘাতিক পত্রের সাহায্যে তিনি অবশিষ্ট বন্দীগণের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। এই পত্র শত্রুপক্ষের হস্তগত হইয়াছে দেখিয়া নিশ্চয় ডিউক ভীত হইয়া পড়িবেন এবং এই পত্রখানি ফিরাইয়া পাইবার জন্য, নৃপতিকে যে কোনরূপে সম্মত করিয়া, এই মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবনরক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং এ কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবেন না—একজন অভিযুক্ত বাদীর নিকট তিনি উহা অর্পণ করিবেন—বাদী উহার সাহায্যে তাঁহার নিজের এবং অপরের জীবন এবং স্বাধীনতা ক্রয় করিবেন। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, ১২ই জুলাই তারিখে দুর্গের

মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিচিত কোনও বাদীর হস্তে উহা সমর্পণ করিলেন।

১৩ই জুলাই লর্ড উইলিয়ম রসেলের বিচারের দিন। ঐ দিবস প্রাতঃকালে কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য ডিউক সহোদরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কার্য্য শেষ হইল, ভূপাল সহোদরকে সে দিন তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া, কোনরূপ আমোদ আহ্লাদ করিবার প্রস্তাব করিলেন। ডিউক কহিলেন,—"না, আজ আর তাহা হইবার উপায় নাই। আমি মধ্যাহ্নে কেল্লায় বেড়াইতে যাইব মনস্থ করিয়াছি।"

রাজা। বাঃ এ তোমার মন্দ খেয়াল নয়। কিংবা খেয়ালই বা কেন বলি—প্রতিহিংসা পরায়ণতা প্রদর্শন। তোমার বিজিত শত্রুরা কেমন বিমর্ষভাবে অবস্থান করিতেছে, তাই বুঝি দেখিবার অভিলাষ হইয়াছে।

ডিউক। খেয়ালই বল আর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতেই বল, যে জন্যই হউক আজ আমি কেল্লায় যাইতেছি। সত্য কথা বলিতে কি, শত্রুকে পদানত দেখিতে কাহার না সাধ হয়?

রাজা। সকলেরই হয়—সুতরাং আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।

ডিউক। তুমি যাইবে।

রাজা। কেন, তাহাতে ক্ষতি কি? লোকের নিকট প্রকাশ করিব আমরা অস্ত্রাগার এবং রত্নাগার দর্শন করিতে যাইতেছি।

ডিউক। কিন্তু যে স্থানে বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী রাজনৈতিক বাদীরা অবস্থান করিতেছে, সেখানে তোমার যাওয়া কি শোভা পায়?

রাজা। রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীর পক্ষে যাহা শোভন, রাজার পক্ষে তাহা অশোভন হইবে কেন? না, আমরা উভয়েই যাইব। বজরা সজ্জিত হইতে আদেশ দাও, দুই একজন মাত্র সহচর লইয়া, বিনা আড়ম্বরে আমরা কেল্লা দর্শন করিতে যাইব।

ডিউক অতি কষ্টে হৃদয়ের বিরক্তিভাব গোপন করিলেন। নৃপতির দৃঢ়তা দেখিয়া আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিলেন না, বজরা সজ্জিত হইল। বেলা দশটার সময় দুইজন মাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া তাঁহারা বজরায় আরোহণ করিলেন।

বজরা যথাসময়ে দুর্গের সমীপে উপনীত হইল। রাজা এবং রাজ-সহোদর অনুচরদ্বয়ের সহিত তীরে অবতরণ করিলেন। দুর্গাধ্যক্ষ সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে তাঁহাদের পার্শ্বে উপনীত হইলেন। সকলেই অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ডিউকের সে সকল ভাল লাগিল না। তিনি কহিলেন, "আমি অপরাপর বিষয় দেখিতে চলিলাম—শীঘ্রই তোমার সহিত রত্নাগারে মিলিত হইব।" একজন অনুচর তাঁহার অনুসরণ করিতে চাহিল, নিষেধ করিয়া, একাকী তিনি সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কক্ষের বাহির হইয়াই তিনি দ্রুত চলিতে লাগিলেন এবং দুর্গের যে অংশে রাজনৈতিক বাদীগণ আবদ্ধ, তদভিমুখে চলিলেন। সেই অট্টালিকাশ্রেণীর প্রবেশ দ্বারে একজন প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল, ডিউককে দেখিয়াই অভিবাদন করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই জেল দারোগার সহিত সাক্ষাৎ হইল। কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারিলেন, রসেল, তাঁহাদের আসিবার পূর্ব্বে, প্রহরী বেষ্টিত হইয়া বিচারালয়ে গিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় জানিতে পারিলেন, বন্দীগণের কক্ষদ্বার তালাচাবি বন্ধ নাই—কেবল বাহির হইতে অর্গল আঁটিয়া দেওয়া আছে।

ডিউক কহিলেন,—"আমি দুই একজন বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি খ্রীষ্টান—প্রত্যেক খৃষ্টানের কর্ত্তব্য, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, যুক্তিতর্কের তাহাদের হৃদয় হইতে বিদ্বেষভাব দূর করা। রাজা বা তাঁহার সহোদর তাহাদের ত কোন অপরাধই করে নাই—আহা অভাগ্যগণ কেন দুর্ম্মতিবেশে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।"

জেল দারোগা তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিল। তিনিও তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিয়া কহিলেন,—"না, তাহার আর আবশ্যক নাই। দুর্গের মধ্যে সকল স্থানই আমার পরিচিত। বিশেষতঃ কোন নির্দিষ্ট লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমার প্রয়োজন নাই। কোন কক্ষে কে আছে বল দেখি—বিবেচনা পূর্ব্বক, তাহাদেরই মধ্য হইতে দুই একজনের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

জেল দারোগা তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিলে, তিনি পাষাণ সোপান দিয়া উপরে উঠিলেন এবং বরাবর আর্ল অব ইসেক্সের কারাকক্ষে উপনীত হইলেন।

আর্লের বয়স অষ্টত্রিংশৎ বৎসর দেখিতে সুপুরুষ—নীলাভ নেত্র—এবং বিরল বিন্যস্তকেশ। তিনি শিষ্টাচার সম্পন্ন, সুবিদ্বান, উদারপ্রকৃতি এবং ন্যায়পরায়ণ বলিয়া বিখ্যাত। সম্প্রতি তাঁহার স্বাস্থ্য হানি ঘটিয়াছে। আপাততঃ তিনি শয্যাগত।

ডিউক তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি শয্যায় শুইয়া কি একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আর্ল পাঠ বন্ধ করিয়া পুস্তকখানি রাখিয়া দিলেন। ঘরটী ক্ষুদ্র। গবাক্ষে লোহার গরাদ। কক্ষের মধ্যে অন্য আসবাব কিছুই ছিল না। তাঁহার শয্যার শিয়রে একটী টেবিল—টেবিলের উপর আর্লের বেশবিন্যাসের আধার—আধার উন্মুক্ত—তাহার মধ্যে ক্ষুর, ব্রুস, সাবান, গন্ধতৈল, এবং অপরাপর সুগন্ধি দ্রব্য।

কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া ডিউক কহিলেন,—"আমি আপনার পত্র পাইয়া, সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

আর্ল। সেই পত্রে ইঙ্গিতে আমি জ্ঞাপন করিয়াছিলাম, ঘটনাক্রমে এমন একখানা পত্র আমার হস্তগত হইয়া পড়িয়াছে, যাহা কোন মতে আপনার হাতছাড়া করা কর্ত্তব্য নয়।

ডিউক। সে পত্র আপনি কোথায় পাইলেন?

আর্ল। সে কথা আপনার শুনিয়া কাজ নাই। যেমন করিয়া হউক পাইয়াছি এবং এইক্ষণে আমার নিকটে আছে।

এই কথা বলিয়া শয্যাগত আর্ল উপাধানের নিম্ন হইতে পত্রখানা বাহির করিয়া ডিউকের সম্মুখে ধরিলেন। কি সর্ব্বনাশ! এ পত্র যে তিনি কর্ণেল রামসিকে দিয়াছিলেন। নিতান্ত চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে কহিলেন,—"লোকটা কি বিশ্বাসঘাতক! যখন যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তখনই তাহার প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিয়াছে।"

পাছে ডিউক পত্রখানি তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লন্ এই আশঙ্কায় দৃঢ়ভাবে তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া, আর্ল কহিলেন,—"বোধ হয় কাহার লেখা বুঝিতে পারিয়াছেন?"

ডিউক। পারিয়াছি। আপনি উহা লইয়া কি করিবেন এবং আমাকে এ স্থানে আহ্বান করিবারই বা আবশ্যক কি?

আর্ল। ইহা লইয়া কি করিব? এ যে আমার এবং আমার বন্ধুবর্গের রক্ষাকবচ —মুক্তি-সোপান! পূর্ব্বেই বধ্যভূমিতে যাহাদের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার বিচ্ছিন্ন শির সংযুক্ত করিবার শক্তি ইহার নাই সত্য কিন্তু যাহারা এখনও জীবিত আছে, তাহাদের মস্তকগুলি স্বস্থানে রাখিতে সমর্থ হইবে। আপনি আমাকে স্বার্থপর ক্ষুদ্রচেতা ভাবিবেন না। যদি এই পত্রের বিনিময়ে কেবলমাত্র আমার জীবন রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হন, আমি কখনই আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইব না। ইহা আমার এবং আমার সহচরগণ—সকলেরই জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

ডিউক। তেজস্বী আর্ল অব ইসেক্স কি তাঁহার পাপ কর্ম্মের পরিণাম ভাবিয়া শঙ্কাতুর হইয়া পড়িয়াছেন? তাঁহার কৃতাপরাধ সহচরগণের জীবন রক্ষার ছল করিয়া কি তাঁহার হৃদয়ের আশঙ্কা প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন?

আর্ল। আর্ল অব ইসেক্স মৃত্যুকে ভয় করেন না। তবে যখন তাঁহার এবং তাঁহার সহচরগণের জীবন রক্ষা করিবার উপায় তাঁহার মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে তখন নিতান্ত নির্ব্বোধ অবিবেচকের মত জীবন উৎসর্গ করিতে তিনি সম্মত নহেন। তাহার পর যাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বদেশভক্ত এবং যাহারা কখনই পৈশাচিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নরশোণিতপাত করিবার পক্ষপাতী নহে—তাহাদের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্যে নরহত্যা এবং রাজদ্রোহিতার আরোপ করিতে উদ্যত হন—সেই সকল ব্যক্তির প্রতিকূলে যে উপায়ই অবলম্বিত হউক না কেন, তাহা যে নীতিবিগর্হিত নয়, তাহা বোধ হয় আপনি স্বীকার করিতে বাধ্য?

ডিউক। আপনার এই উক্তি যেমন কঠোর, তেমনই অহমিকার পরিচায়ক।

ডিউকের অবস্থা এখন বড়ই সঙ্কটাপন্ন। যে সকল ব্যক্তি মন্ত্রণাসভার সমবেত হইয়া, ষড়যন্ত্রে লিপ্তব্যক্তিগণকে অভিযুক্ত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন—ডিউকই তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এক্ষণে কেমন করিয়া তিনি তাঁহাদের অনুকূলবাদী হইবেন? না হইলেও যে উপায় নাই! এই সাংঘাতিক পত্র আর্লের হস্তে রাখিয়া যাইতেই বা তাঁহার সাহস কোথায়? ঐ সকল অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি যে অপরাধের আরোপ করিয়া তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ংই যে সেই অপরাধে অপরাধী। এই পত্রের দ্বারা তাঁহার সেই অপরাধই যে সপ্রমাণ হইবে? বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী রামসি যে তাঁহারই অর্থে পুষ্ট স্বার্থসহচর। এইরূপ লোকের সাক্ষ্যেই যে লোকের মাথা স্কন্ধ হইতে নামিয়া পড়িতেছে? তাহারই কথার উপর নির্ভর করিয়া লর্ড উইলিয়ম রসেলের অপরাধ যে সাব্যস্ত হইতেছে? এই সকল কথা যদি জনসমাজে প্রচারিত হইয়া পড়ে—তাঁহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন। তিনি মুখে আর্লের কথার উত্তর প্রদান করিলেও, অন্তরে অন্তরে এই বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় স্থির করিতেছিলেন।

আর্ল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার অভিপ্রায় কি ব্যক্ত করুন। সময় গত হইতেছে।"

ডিউকের দৃষ্টি সহসা আর্লের পার্শ্বে সংস্থাপিত পুস্তকখানির উপর পড়িল। তাঁহাকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আর্ল বইখানি পার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছিলেন। বইখানি খোলাই ছিল। সহসা তাঁহার দৃষ্টি উহার একটা পৃষ্ঠায় একটা ছত্রের উপর আকৃষ্ট হইল,—"আত্মহত্যা!"

ডিউক বহিখানি তুলিয়া লইয়া দেখিলেন। বইখানির নাম "আত্মহত্যা।"—গ্রন্থকার এই পুস্তকে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অবস্থাবিশেষে আত্মহত্যারও আবশ্যক হয়। ডিউক বইখানি রাখিয়া দিয়া কহিলেন, —"পুস্তকখানায় কিছু নূতনত্ব আছে দেখিতেছি।"

আর্ল। হাঁ—আমার অপরাপর পুস্তকের সঙ্গে ওখানাও এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা বলিয়া মনে করিবেন না, যদি কোন অত্যাহিত ঘটে—আমার প্রতি মৃত্যুদণ্ডেরই ব্যবস্থা হয়, আমি আত্মবিনাশ করিয়া, ঘাতকের সহায়তা করিব। যাউক, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনার অভিপ্রায় কি ব্যক্ত করুন।

ডিউক। পত্রখানা আমায় প্রত্যর্পণ

করুন—আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আমার সাধ্যমত চেষ্টা—

আর্ল। না—যাহা আমাদের রক্ষাকবচ অথবা প্রতিহিংসা সাধনের মূল যন্ত্র, তাহা কখনই এ ভাবে আপনাকে দিতে পারি না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমাদের সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, ততক্ষণ ইহা আমার নিকটেই থাকিবে।

এই বলিয়া আর্ল পত্রখানি পুনরায় উপাধানের নিম্নে রক্ষা করিবার জন্য ঈষৎ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। একটা অপরিহার্য্য, দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভূত হইল। বইখানাকে রাখিবার জন্য টেবিলের নিকট হাত লইয়া গিয়াছেন—সেই হাতের নিকটেই উন্মুক্ত বেশ-বিন্যাসাধারে শাণিত ক্ষুর। তিনি ক্ষিপ্র হস্তে ক্ষুর খানা তুলিয়া লইলেন—তাহার পর যাহা ঘটিল, চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে শেষ হইয়া গেল। আর্ল পত্রখানা বালিসের নীচে রাখিবার জন্য মুহূর্ত্তের জন্য পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবামাত্র, তিনি ক্ষুরখানা তুলিয়া লইলেন এবং হতভাগ্য আর্লের কণ্ঠদেশে বসাইয়া দিলেন। একবার মাত্র তাঁহার সর্ব্বশরীরে আক্ষেপ দেখা দিল—একবার একটী মাত্র অস্ফুট আর্ত্তনাদ তাঁহার ওষ্ঠাধর দিয়া নির্গত হইল। নিমিষমধ্যে মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল। আঘাত কণ্ঠনালী ছেদন করিয়া গ্রীবাস্থিত মেরুদণ্ড স্পর্শ করিল।

নিহতের শোণিতধারায় তাঁহার হস্ত রঞ্জিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার বস্ত্রের কোন স্থানে এক বিন্দুও রক্ত লাগে নাই। তিনি মৃতের দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত করিয়া, স্বশোণিতে রঞ্জিত করিয়া, অর্দ্ধছিন্ন শোণিতস্রাবী কণ্ঠের নিকট স্থাপিত করিলেন এবং ক্ষুরখানা বিছানার উপর এমন স্থানে ফেলিয়া রাখিলেন, যেন দেখিলেই বোধ হইবে তাঁহার অবশ হস্ত হইতে খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহার পর নিজের হাতের রক্ত বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া, হাতে দস্তানা আঁটিয়া দিয়া, উপাধানের নিম্ন হইতে পত্রখানা গ্রহণপূর্ব্বক সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বাহির হইতে কক্ষের অর্গল আঁটিয়া দিয়া, নীচে অবতরণ করিলেন। জেল দারোগার সহিত সাক্ষাৎ হইল—তাহার হস্তে একটী স্বুবর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক, বন্দীগণের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবার আদেশ দিয়া, তাহার নিকট বিদায় লইলেন।

ডিউকের মনের মধ্যে যাহাই হউক, তাঁহার বাহ্য প্রকৃতি কিন্তু অবিচল, গম্ভীর। তিনি রত্নাগারে সহোদরের সহিত মিলিত হইলেন এবং দুই সহোদরে তথাকার দ্রষ্টব্য দ্রব্য সমূহ দর্শন করিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন মানসে বজরার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বজরায় উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময় দুর্গ হইতে সবেগে একজন রক্ষী ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "আর্ল অব ইসেক্স আত্মহত্যা করিয়াছেন।" এই সংবাদে চার্লস স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

(ক্রমশঃ।)

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা।

RED. NO. C 521.

১৪শ বর্ষ।] ২৫শে আষাঢ়, ১৩২৯ সাল। ইং ৯ই জুলাই, ১৯২২ সাল। [৩য় খণ্ড।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

THE UNITED TRADE GAZETTE

৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীশিবশঙ্কর সাহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ আশ্রম।

চিকিৎসা ও ব্যবস্থা বিভাগ।

অনেক মফঃস্বলবাসী রোগী রোগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়া আমাদের ব্যবস্থা বিভাগের কতিপয় সুবিজ্ঞ কবিরাজ মণ্ডলীর সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তদনুসারে ঔষধাদি ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইতেছেন, আর বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনকে আমাদের নিকট হইতে ব্যবস্থা লইবার জন্য অনুরোধ করায় আমাদের এ বিভাগের কাজ অসম্ভব পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। সেই কারণ আমরা এই বিভাগের আরও বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের নিকট যে কোন ব্যক্তি রোগের আমূল বিবরণ লিখিলে আমরা অতি যত্নের সহিত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হইয়া আমাদের নিকট হইতে ঔষধ খরিদ করিলে ভিঃ পিঃতে সেই সমস্ত ঔষধ পাঠান হয়। যাঁহারা রোগের বিবরণ সহ একেবারে ঔষধ পাঠাইতে বলেন, তাঁহাদিগকেও অতি যত্নে সত্বর ভিঃ পিঃ ডাকে ঔষধ পাঠান হয়।

বি, সাহা—আয়ুর্ব্বেদ আশ্রম। ৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, পোঃ বক্স নং ৩৪২, কলিকাতা।

ইউনাইটেড প্রেস—৪৬ নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা। শ্রীহরিদাস চোংদার দ্বারা মুদ্রিত।

গেজেট সংক্রান্ত নিয়মাবলী

১। এই মাসিক পত্র প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। যে মাসের কাগজ প্রকাশ, তৎপরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেও কাগজ না পাইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইবেন।

২। এই মাসিক পত্রের বার্ষিক মূল্য আপাততঃ ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা মাত্র। মফঃস্বলবাসীগণ মাসে মাসে দুই আনার টিকিট পাঠাইলেও প্রতি মাসেই এক কপি করিয়া কাগজ পাইবেন।

৩। ইহাতে রাজনীতি বিষয়ক কোন বিষয় লিখিত হইবে না।

৪। কোন ব্যক্তি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলে তাহা যত্নের সহিত গৃহীত হইবে; কিন্তু সেই প্রবন্ধ সম্পাদক কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৫। লেখকগণ নকল রাখিয়া প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন; কারণ উহা মনোনীত না হইলে ফেরত দিবার নিয়ম নাই।

৬। পুরাতন গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ বর্ষ।] ২৫শে আষাঢ়, ১৩২৯ সাল। ইং ৯ই জুলাই, ১৯২২ সাল। [৩য় খণ্ড।

কাঙ্গালের মাতৃ-পূজা।

(গল্প)

কাঙ্গালচন্দ্র শর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ একটী পল্লীগ্রামে বাস করিতেন। কাঙ্গাল শুধু নামে কাঙ্গাল নয়,—তিনি সত্য সত্যই কাঙ্গাল। বৃদ্ধা বিধবা জননী, স্ত্রী ও তিনটী পুত্র ব্যতীত কাঙ্গালের সংসারে আর কেহ নাই। পুত্র তিনটীর বয়ক্রম যথাক্রমে নয়, সাত ও পাঁচ বৎসর মাত্র। যে ২।৪ বিঘা জমি আছে, তাহা ভাগে চাষ করাইয়া এবং যজমানদের গৃহে করণীয় কার্য্য করিয়া, কাঙ্গাল দুঃখে কষ্টে একরূপ সংসার চালাইতেন।

ভাদ্র মাস। সুজলা-- শ্যামলা ধরিত্রীদেবী অপরিসীম সাজে সজ্জিত হইয়া, জগজ্জননীর আগমন সূচনা করিতেছেন। আর এক মাস পরেই আনন্দময়ী মায়ের ভক্ত-মন্দিরে শুভাগমন হইবে। যদিও প্রতি বৎসর কাঙ্গালদের গ্রামে প্রতিমাকারে মায়ের পূজা হয়, তথাপি কাঙ্গালের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, এবৎসর হইতে মা'কে আপনার জীর্ণ কুটীরে আনিয়া পূজারাধনা করেন। কিন্তু হায়! দরিদ্র কাঙ্গালের সেরূপ সম্বল কোথায়?

সম্বল না থাকিলেও কাঙ্গালের মন আছে,—ভক্তি আছে। তাই ভাদ্রমাসের প্রথম সপ্তাহেই মাতৃ-পাদ-পদ্ম স্মরণ করিয়া, কাঙ্গাল তাঁহার পূজার্থে যজমানদের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গেলেন। ভাদ্রমাসের "তালপাকা" রৌদ্রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, কাঙ্গাল সন্ধ্যান্তে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ভিক্ষালব্ধ অর্থ দ্বারা মায়ের পূজা কার্য্যাদি একরূপ সম্পন্ন হইতে পারে।

কাঙ্গালের নিদ্রাহারের দিকে লক্ষ্য নাই। গ্রামান্তর হইতে সূত্রধর আনিয়া তিনি প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইতে লাগিলেন। পূজার ২।১ দিবস পূর্ব্বে প্রতিমার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইল। মায়ের অঙ্গে বসন ভূষণাদি দেওয়া হইলে পর, কাঙ্গাল মায়ের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আজ কাঙ্গালের মহা আনন্দ, বোধ হয় এ জীবন মধ্যে তিনি আর কখনও এরূপ আনন্দলাভ করেন নাই। কাঙ্গালের জীর্ণ কুটীর মায়ের অঙ্গপ্রভায় প্রদীপ্ত হইল। স্বীয় কুটীরে আনন্দময়ী মায়ের প্রতিমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, কাঙ্গালের পত্নী পতিদেবতার পদধূলি লইলেন।

সপ্তমী দিনে কাঙ্গালের বাড়ীতে মঙ্গল-বাদ্য বাজিয়া মায়ের আগমন ঘোষণা করিল। পরে অষ্টমী ও নবমীতে মায়ের সন্ধি ও মহা-পূজা কাঙ্গাল সাধ্যানুসারে যথাবিহিত সম্পন্ন করিলেন।

২৪ জন দরিদ্র অতিথিও কাঙ্গালের সেবায় পরিতৃপ্ত হইল। দশমীর দিনে বিসর্জ্জনের মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে কাঙ্গাল চক্ষের জলে ভাসিয়া অত্যন্ত মনকষ্টে বলিলেন,—"দেখিস্ মা! প্রতি বৎসর যেন দরিদ্র কাঙ্গালের কুটীরে এইরূপ ভাবে আসিস্।" কাঙ্গালের আবদার শুনিয়া দেবী যেন মুচকি হাসিয়া বলিলেন,—"কাঙ্গাল কি আমার ছেলে নয়।"

তার পর কাঙ্গালের স্ত্রী গঙ্গের সাজ আনিয়া মায়ের নিকট 'উলু' ধ্বনি দিলেন। মায়ের সীমন্তে সিন্দূর বিন্দু অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। দেবীর চরণ যুগল ধারণ করিয়া কাঙ্গালের স্ত্রী কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"মা! দয়া করিয়া গরীবের কুটীরে বছর বছর পায়ের ধূলা দিও।"

কাঁশি বাঁশি যেন করুণ স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। মাতৃভক্ত কাঙ্গালেরও দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিসর্জ্জন দিবার জন্য তিনি মা'কে কুটীর হইতে বাহির করিলেন। অতঃপর বাহকেরা দেবীকে লইয়া গ্রাম সরোবরে বিসর্জ্জন দিল।

দেবীকে বিসর্জ্জন দিয়া সকলে সরোবরের পাড়ে উঠিল। কাঙ্গালও স্নানান্তে পাড়ে উঠিলেন। এমন সময় কয়েকজন লোক বলিয়া উঠিল,—"ওটা কার ছেলে জলে ভাসিতেছে?"

তখনই এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি সাঁতার দিয়া জল হইতে ছেলেটীকে তুলিল। "মা! তোর মনে কি এই ছিল" বলিয়া কাঙ্গাল ছেলেটীর উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

ছেলেটী কাঙ্গালেরই কনিষ্ঠ পুত্র। মায়ের বিসর্জ্জন দেখিতে আসিয়া দৈবাৎ জলমধ্যে পড়িয়া যায়। জল হইতে তুলিবার পূর্ব্বেই হতভাগ্যের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া সকলেই বলিতে লাগিল,—"কাঙ্গাল, ঠাকুর পূজার ফল হাতে হাতে পাইলেন।"

(২)

এইরূপে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। পুনরায় আনন্দময়ী মায়ের আগমনে দেশে আনন্দস্রোত বহিল। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও ভিক্ষালব্ধ অর্থদ্বারা কাঙ্গাল, মায়ের পূজা আরম্ভ করিয়াছেন। গত বৎসর কাঙ্গালের কনিষ্ঠ পুত্রটী বিজয়ার দিনে মারা যাওয়ায় অনেকেই কাঙ্গালকে বলিয়াছিলেন, "যখন প্রথম বৎসরেই এত বিড়ম্বনা, তখন আমাদের মনে হইতেছে যে, তোমার পূজা সহিবে না; অতএব তোমার প্রতিমাকারে পূজা না করাই ভাল।" কিন্তু কাঙ্গাল সকলকেই বলিতেন,—'মরণ কার নাই ভাই? সংসারের কাজই তো জন্মমৃত্যু। আমার ছেলে মা'রা গেল বলিয়া কি আমি মায়ের পূজা বন্ধ করিতে পারি? আর ছেলেই বা কা'র,—সেও তো মায়েরিই ছেলে। বুঝিতে গেলে যাঁর ছেলে তাঁরই কাছে গিয়াছে।" ইত্যাদি—

গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরও কাঙ্গালের কুটীরে দেবীর বোধন, সন্ধি ও মহাপূজা ক্রমে ক্রমে সম্পাদিত হইয়া, দশমীর বিসর্জ্জনে পৌঁছিল। সস্ত্রীক কাঙ্গাল পূর্ণাশ্রু-লোচনে মায়ের নিকট হৃদয়ের কথা জানাইলেন। বিসর্জ্জনের করুণ বাঁশি আবার পূর্ব্বের ন্যায় বাজিয়া উঠিল। কাঙ্গালের কুটীর শূন্য করিয়া দেবী শ্যাম-সরোবরে চলিয়া গেলেন।

প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় কাঙ্গাল নিজ পত্নীর রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি ভাবিলেন,—হয়তো গত বৎসর এমনি সময়ে ছোট ছেলেটী মা'রা গিয়াছে ভাবিয়া, তাঁহার স্ত্রী রোদন করিতেছে। কিন্তু বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি বৃদ্ধা জননীরও রোদনের ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কাঙ্গাল তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—তাঁহাদের প্রাঙ্গনে অনেকগুলি লোক জুটিয়া হা হুতাশ করিতেছে। পরে দেখিলেন, তাঁহার মধ্যম পুত্রটী স্পন্দহীন হইয়া রক্তাক্ত শরীরে প্রাঙ্গণ মধ্যে পড়িয়া আছে। "মাগো! এই কি তোর পরীক্ষা" এই কথা বলিয়া কাঙ্গাল ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

যখন প্রতিমা কাঙ্গালের কুটীর হইতে বাহিরে আনা হয়, তখন সে স্থান লোকারণ্য হইয়াছিল। কাঙ্গালের মধ্যম পুত্র তাহা অবলোকন করিয়া দেবীকে দর্শন করিবার জন্য নিকটস্থ অশোকবৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল। তার পর যখন প্রতিমা শ্যাম-সরোবরে লইয়া যাওয়া হয়, তখন বালক যেমন তাড়াতাড়ি বৃক্ষ হইতে নামিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তেমনি হাত পা ছড়াইয়া বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হয়। একটী গ্রাম্য বালক ইহা দর্শন করিয়া কাঙ্গালের পত্নীকে সংবাদ দিল। কাঙ্গালের স্ত্রী আসিয়া আকুল হৃদয়ে পুত্রকে কোলে লইলেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই হতভাগ্যের জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়াছিল।

মা'কে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াই কাঙ্গালকে পুত্র বিসর্জ্জন দিতে হইল। গ্রামবাসীগন সকলেই একবাক্যে বলিল,—"মায়ের পূজা কাঙ্গাল ঠাকুরের খাটিবে না।"

(৩)

শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে কাঙ্গাল ঠাকুর আরও সুদীর্ঘ এক বৎসর কাটাইলেন। পুত্র শোকের পর কাঙ্গাল আবার মাতৃ শোক পাইয়াছেন, তাহাও দ্বিবিধ,—(১) মধ্যম পুত্রের মৃত্যুর ৫।৬ মাস পরেই তাঁহার জননী মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তাহার শোক; (২) আবার এবৎসর মাতৃ পূজায় আশা নাই, মা'র আগমনের আশা নাই তজ্জনিত শোক। কারণ মাতৃদায়ে পড়িয়া দরিদ্র কাঙ্গাল একেবারেই কাঙ্গাল সাজিয়াছেন। সে সময় সজ্জনদের নিকট কিছু কিছু সাহায্য লইয়াছেন বলিয়া এখন সে সাহায্যও একরূপ বন্ধ। মাতৃ-পুত্র শোকাপেক্ষা মায়ের পূজার জোগাড়ের চিন্তাই কাঙ্গালকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছে। "ঠাকুর! মায়ের পূজার যোগাড়ের কি করিতেছ?" কেহ একথা জিজ্ঞাসা করিলে কাঙ্গাল বলেন,—"আমি তাঁর পূজার যোগাড় কি করিব, তিনি নিজের পূজার যোগাড় নিজেই করিয়া লইবেন; সবই মায়ের ইচ্ছা—আমরাত কেবল উপলক্ষ মাত্র।" আবার কেহ কেহ মাতৃ-শোক, পুত্র-শোক স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে মায়ের পূজা বন্ধ করিতে উপদেশ দিতেন। কিন্তু কাঙ্গাল একরূপ কথার কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া কেবল চুপ করিয়া থাকিতেন। ইহা দেখিয়া সকলে ভাবিতেন, কাঙ্গালের মাতৃপূজা দুই বৎসরেই শেষ হইল।

পূজার মাত্র ১৫।১৬ দিন বাকী আছে। কাঙ্গাল মাতৃ-পদ স্মরণ করিয়া প্রতিমা গড়াইতে সূত্রধর আনিলেন। একদিন কাঙ্গালের পত্নী (বলিতে ভুলিয়াছি, তিনি এখন পূর্ণগর্ভা) পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ছুতোর আনিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইতেছ, কিন্তু তাহার পারিশ্রমিক—কোথা হইতে দিবে? হাতে যে এক কপর্দ্দকও নাই, তারপর ত পূজার আয়োজন আছেই।"

কাঙ্গাল বলিলেন,—আমি কোথা হইতে দিব, যাঁর কাজ তিনিই দিবেন। দরিদ্র কাঙ্গালকে কি মায়ের কৃপা হইবে না।"

একদা বেলা ১০ টার সময় কাঙ্গাল মায়ের কুটীরে বসিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ দেখিতে ছিলেন; এমন সময় একজন লোক কাঙ্গালদের দ্বার হইতে কাঙ্গালকে হাঁক দিল। কাঙ্গাল

তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন,—দ্বারে একখানি শিবিকা ও কয়েকজন সিপাহী উপস্থিত। কাঙ্গাল নিকটস্থ হইলে একজন ভদ্র প্রৌঢ় ব্যক্তি শিবিকা হইতে বাহির হইয়া, কাঙ্গালকে প্রণাম করিলেন। কাঙ্গালও চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলেন। আগন্তুক ভদ্রব্যক্তি বলিলেন,—"ঠাকুর! আজ আমি দেবীর স্বপ্নাদেশে আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। আপনার অনুগ্রহেই আমার পুত্র ও পৌত্র গঙ্গাগর্ভ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সেজন্য আমি আপনার নিকট চিরঋণী। উক্ত ঋণ হইতে কিয়ং পরিমাণ মুক্তিলাভের আশায় আমি দেবীর আদেশে আপনাকে ৫০০্ টাকা দিতেছি। আপনি গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে চরিতার্থ করুন।" এই বলিয়া ভদ্রব্যক্তি কাঙ্গালের সম্মুখে ৫০০্ টাকার একটী তোড়া রাখিয়া দিলেন।

আগন্তুক ব্যক্তি একজন জমিদার। প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হইল, একদিন জমিদার মহাশয় পুত্র-পৌত্র সমভিব্যাহারে নৌকা-রোহণ করিয়া গঙ্গাবক্ষে বায়ু সেবন করিতে ছিলেন। দৈবাং একখান ষ্টিমারের সহিত তাঁহাদের নৌকা সংঘর্ষ হইয়া ডুবিয়া যায়। নৌকার মাঝিরা জমিদার মহাশয়কে কোন-রূপে রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু জমিদারের পুত্র ও পৌত্রকে রক্ষা করিতে পারে নাই। কাঙ্গাল তীরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য অবলোকন করিতে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে জমিদার মহাশয়ের পুত্র ও পৌত্রের দেহ গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়া উঠে। কাঙ্গাল আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, নিজের প্রাণের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন, এবং সাঁতার দিয়া বহুকষ্টে উভয়কেই উদ্ধার করিলেন। সেইজন্য জমিদার মহাশয় উপ-কার বিনিময়ে অথচ দেবীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া আজ কাঙ্গালকে এরূপ পুরস্কৃত করিলেন।

মা যে কখন কি খেলা করেন, অজ্ঞান আমরা তাহা কিরূপে বুঝিব। কাঙ্গাল ঠাকুর প্রথমে টাকা লইতে অনেক আপত্তি করিলেন; কিন্তু জমিদার মহাশয় অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে টাকা লওয়াইলেন। কাঙ্গালের নয়নদ্বয়ে কৃতজ্ঞতার অশ্রু বহির্গত হইল। তিনি কায়মনোবাক্যে জমিদার মহাশয়ের শুভ কামনা করিলেন। জমিদার মহাশয় কাঙ্গালের হস্তে টাকা সমর্পণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন।

(৪)

আজ বিজয়া দশমী। এবৎসর বেশ ধুমধামের সহিত কাঙ্গালের বাড়ীতে মাতৃ-পূজা সম্পন্ন হইল। এরূপ বিপদ কালেও কাঙ্গালের অটলা অচলা মাতৃভক্তি দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। মায়ের পদপ্রান্তে নিবিষ্টচিত্তে উপবেশন করিয়া, কাঙ্গাল আজ মা'কে কত কি প্রার্থনা জানাইতেছেন,—কত স্তব স্তুতি করিতেছেন,—আবার কখন কখন ভাবে বিভোর হইয়া মায়ের পাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িতেছেন। পূর্ণগর্ভা সাধ্বী সতী কাঙ্গাল-পত্নীও স্বামীপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার মাতৃ আরাধনা দর্শন করিয়া, নয়নজলে বক্ষ প্লাবিত করিতেছেন। এমন সময়ে জনৈক প্রতিবাসী কাঙ্গালের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কোলে লইয়া আসিয়া বলিলেন,—"ভাই-ঠাকুরকে বিষধর সর্পে দংশন করিয়াছে।" লোকটীর কথা শুনিয়া কাঙ্গালের স্ত্রী চিৎকার করিয়া উঠিলেন, কিন্তু মাতৃভক্ত কাঙ্গাল নিশ্চলভাবে মার আরাধনায় নিযুক্ত। কাঙ্গালের পুত্রকে মায়ের নিকট রাখিয়া কয়েকজন সাপুড়ে ওঝা তাহাকে ঝাড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ ঝাড়িয়াও ওঝারা কিছুই করিতে পারিল না। বালকের শরীর ক্রমশঃ বিবর্ণ ও বিবশ হইল। ওঝারা নিরাশ হৃদয়ে বলিল,—"ছেলেটিকে আর বাঁচাইতে পারিলাম না।" ইহা শুনিয়া কাঙ্গালের পত্নী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

কাঙ্গালের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন এবং পুত্রকেও মৃতাবস্থায় দর্শন করিলেন। কিন্তু তথাপি কাঙ্গালের হৃদয় অবিচলিত।

বিসর্জ্জনের সময় হইল। কাঙ্গাল লোক-জন ডাকিয়া দেবীকে কুটীর হইতে বাহির করিলেন। মৃতপুত্রকে দেবীর চরণ-নিম্নে তক্তার উপর রাখিয়া কাঙ্গাল বাহকদিগকে বলিলেন,—"এবৎসর দেবীকে গঙ্গায় লইয়া চল, কারণ আমার পুত্রসহ তাঁহাকে চির-দিনের জন্য গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিতে হইবে।" তারপর পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"অভাগিনী চল্ আমরাও মায়ের পশ্চাতে যাই। আজ আমাদের পুত্র-রত্নকে লইয়া দেবী যে পথে যাইবেন,—এস! আমরাও উভয়ে সেই পথের পথিক হইবার জন্য প্রস্তুত হই।"

বাদ্যভাণ্ড রবে গ্রাম মুখরিত হইল। দেখিতে দেখিতে বাহকেরা দেবীকে লইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত। কাঙ্গাল পত্নীর করুণ ক্রন্দনে গঙ্গার গতিও মন্থর।

ভক্তের নিকট খেলা পাতিয়া ভক্তবাধ্য দেবদেবীদিগকেও অনেক সময় অপ্রতিভ হইতে হয়। ঋষি বর্ণিত পুরাণ সমূহে অনুসন্ধান করিলে ইহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ভক্তপুত্র কাঙ্গালের নিকট খেলা পাতিয়াও মা'কে সেইরূপ অপ্রতিভ হইতে হইয়াছে। কি করিলে কাঙ্গালকে সন্তুষ্ট করা যায়, এবং কি করিলেই বা তাহার বাড়ীতে আমার পূজা বজায় থাকে, বোধ হয়, এ চিন্তাটা এতক্ষণে মায়ের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে।

কাঙ্গালের পত্নীর করুণ ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া কোথা হইতে এক পাগলিনী আসিলেন। পাগলিনীর আজানুচুম্বি কেশ-দাম এলায়িত ও রুক্ষ,—পরিধানে শত গ্রন্থিযুক্ত মলিন বসন এবং বদনে বিকট অট্টহাসি। জনসঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাগলিনী দেবী পদ প্রান্তে কাঙ্গালের মৃতপুত্রকে দেখিতে পাইলেন। লোক-মুখে

ছেলেটীর তদবস্থার কারণ অবগত হইয়া তিনি দুর্গানাম মন্ত্রে ছেলেটীকে ঝাড়িতে লাগিলেন, এবং ছেলেটীর অঙ্গে একটী চপেটাঘাত করিয়া মৃদু মধুর কণ্ঠে বলিলেন,—"হাঁরে অবোধ ছেলে! তোর জন্য জননী কত কাঁদচে, আর তুই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে আছিস্? মার কান্না কি তোর শ্রবণে প্রবেশ করে নাই? শীঘ্র উঠিয়া তোর মাকে সান্ত্বনা কর।" পাগলিনীর বাক্যে মৃত বালক নয়ন মেলিয়া চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল,—"মা! বড় ক্ষিদে পেয়েছে।" জননী দৌড়িয়া আসিয়া হারাধনকে কোলে লইলেন।

কাঙ্গালকে লক্ষ্য করিয়া পাগলিনী বলিলেন,—"ঠাকুর! আমি জানি তুমি বড় মাতৃভক্ত! এক্ষণে তুমি আমার আদেশে দেবীকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন না দিয়ে প্রতি বৎসর যেখানে বিসর্জ্জন দাও, সেইখানে দাওগে। মায়ের কৃপায় তোমার ধন ও বংশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।" এই কথা বলিয়া পাগলিনী বিকট অট্টহাস্য করিয়া সেস্থান হইতে পলায়ন করিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে গেলেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

বালক আরোগ্য লাভ করিল। স্নেহময়ী জননী পুত্রকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন, এবং কাঙ্গাল প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া দেবীকে গ্রাম সরোবরে বিসর্জ্জন দিলেন।

অতঃপর কাঙ্গাল বাড়ী প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন,—তাঁহার স্ত্রীর প্রসব বেদনা আরম্ভ হইয়াছে; দেখিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ধাত্রী ডাকিয়া আনিলেন।

পতিব্রতা সতী যথাসময়ে যুগল নন্দন প্রসব করিলেন। নাড়িকা ছেদনের পর কাঙ্গাল পুত্র দুইটীকে দেখিয়া বলিলেন,—"এ যে আমাদের পূর্ব্বেকার হারান ধন! সেই মুখ,—সেই নাক,—সেই চোখ! মা! ধন্য তোর খেলা।"

পূজা কার্য্যাদি সমাধার পর যে টাকা উদ্বৃত্ত হইল, কাঙ্গাল সেই টাকায় জমি খরিদ করিলেন। তদ্দ্বারা তাঁহার সাংসারিক ব্যয় সম্পাদিত হইতে লাগিল। তদ্ভিন্ন যজমানদের বাড়ীর পাওনা তাঁহার মায়ের পূজার জন্য সঞ্চিত হইতে লাগিল। কয়েক মাস পরেই কাঙ্গাল মায়ের পূজার কুটীরটীকে সুবৃহৎ চারিচালা ঘরে পরিণত করিলেন।

পরে পুত্রেরা উপযুক্ত হইলে, তাঁহাদের উপার্জ্জনে মায়ের পূজাকার্য্য ও অতিথি সেবাদি রীতিমতভাবে সম্পন্ন হইয়া, কাঙ্গালের হাতে বেশ দশটাকা জমিতে লাগিল। মা জগদম্বার কৃপায় দরিদ্র কাঙ্গালের ভগ্ন কুটীর সুবৃহৎ হর্ম্ম্যে পরিণত হইল। এই সমস্ত দর্শন করিয়া সকলেই বলিতে লাগিল,—"ধন্য দেবী মাহাত্ম্য" আর ধন্য "কাঙ্গালের মাতৃপূজা।"

বিবিধ।

দুগ্ধ রক্ষার উপায়।

দুগ্ধ অধিকক্ষণ থাকিলেই অম্ল হইয়া যায়; কিন্তু দুগ্ধে যদি কিঞ্চিৎ বোরাসিক্ এসিড (Boracic acid) মিশাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে দুগ্ধ কাটিয়া যায় না, টক্ হয় না; এমন কি ২।৪ দিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়।

ফেস্ পাউডার।

ষ্টার্চ্চ—১ পাউণ্ড

অক্সাইড্ অফ্ বিসমথ—৪ আউন্স

উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ২।৪ ফোঁটা যে কোন এসেন্স বা আতর দিলেই মুখে মাখিবার পাউডার হইল। তার পর কৌটায় পুরিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিতে পার।

মাতগুড়কে পরিষ্কার করিবার উপায়।

এদেশে মাতগুড় টক্, অব্যবহার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইহাকে শোধন করিয়া লইলে অতি সুস্বাদু এবং উপাদেয় হইয়া থাকে।

গুড়টাকে উনানে মৃত্তিকা পাত্রে বা এনামেল করা কটাহে চড়াইয়া ফুটাইতে হইবে। ইহাতে কাঁচা খাঁটী দুগ্ধ (পরিমাণ এক গ্যালেন দুগ্ধে এক পাইট) হিসাবে ঢালিয়া দিতে হইবে।

— গুড় ফুটিয়া উঠিলেই দুগ্ধের শ্বেত সারাংশ গুড়ের সমস্ত ময়লাকে একত্র করিয়া উপরে ভাসিয়া উঠিবে। ইহাকে এদেশে গাদ কাটা বলে। ইহা সযত্নে ছাকনি দ্বারা তুলিয়া ফেলিতে হইবে, ইহা ফেন ও জলীয় অংশ। যখন এই গাদ আর উঠিবে না, তখন মাতগুড় চুলা হইতে নামাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হইবে। তখন ইহার আস্বাদ মধুর এবং সুস্বাদ ও সুন্দর হইয়া যাইবে। এই প্রক্রিয়ার এদেশের গুড়ের গাদ কাটিয়া চিনি করিবার প্রথা আছে।

কিন্তু বিলাতী প্রথাতে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে (Bullock Blood) ষাঁড়ের শোণিত দিয়া পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। সায়েন্টিফিক্ আমেরিকানএনসাইক্লোপিডিয়াতেকিন্তু গোরক্ত অপেক্ষা দুগ্ধেরই প্রশংসা দেখা যায়। বিলাতি চিনি পরিষ্কার প্রথাতেও গো-রক্ত ব্যবহার প্রথা দেখা যায়। হিন্দুর চিনি খাওয়ার প্রথাই ভাল নহে। চিনি যত পরিষ্কার ও দানাদার, তাহার ভিতর ঐ বিলাতি প্রথাই তত বর্ত্তমান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

ডিউকও সেই ভাবের অভিনয় করিলেন। নৃপতি উদ্বেগচঞ্চলকণ্ঠে কহিলেন,—"কি অশুভক্ষণেই আমরা আজ কেল্লা দেখিতে আসিয়াছিলাম।"

ডিউক কহিলেন, "নিশ্চয়ই মন্দপ্রকৃতি লোকে আমাদিগকে সন্দেহ করিবে? বলিবে আমাদেরই এই কাজ।"

রাজ-সহোদরদ্বয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে দুর্গাধ্যক্ষ ইসেক্সের আত্মহত্যার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে বসিলেন। মৃতদেহ কি অবস্থায় শয্যার উপর স্থাপিত ছিল—দক্ষিণহস্ত কোথায় ছিল—ক্ষুরখানা কি ভাবে পড়িয়াছিল বিবৃত করিয়া, ঐ সময়ে টেবিলের উপর, "আত্মহত্যা অবস্থা বিশেষে কর্ত্তব্য কি না"—নামক পুস্তকখানা যে পড়িয়াছিল, তাহাও তাঁহার বিবরণীর মধ্যে লিপিবদ্ধ করিতে বিস্মৃত হইলেন না। এই সকল ঘটনা একত্র করিলে হতভাগ্য আর্ল যে অবমাননার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছেন, সহজেই লোকের মনে ধারণা জন্মে *

* তাঁহার সমসাময়িক ইভালিন, তাঁহার স্বরচিত জীবন চরিত্রের মধ্যে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে লিখিয়া গিয়াছেন:—"আর্ল অব ইসেক্স তিন দিনমাত্র দুর্গস্থ কারাকক্ষে বন্দীদশায় অবস্থান করিবার পর আত্মহত্যা করিয়াছেন, সংবাদ পাইয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িলাম। তিনি যে দিন আত্মহত্যা করেন, সেই দিন রসেলের বিচার হয়—বিচারে তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। আমি ইসেক্সকে ভালরূপই জানিতাম। তিনি গম্ভীর প্রকৃতি, শান্তচিত্ত, ধর্ম্মভীরু এবং রাজভক্ত ছিলেন। ঐ দিন যে সময়ে নৃপতি তাঁহার সহোদরের সহিত দুর্গমধ্যে উপস্থিত হন, ইসেক্স একখানা ক্ষুর চাহিয়া লইয়া, তাঁহার কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করেন এবং ঐ ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু মৃতদেহ যেরূপ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, ঐ অবস্থায় কিরূপে তিনি উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, ভাবিয়া অনেকেই আশ্চর্য্য হইতেছেন। ক্ষুর কণ্ঠ নালী ছিন্ন করিয়া গ্রীবার মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। এইখানেই যাহা কিছু ভ্রমের বিষয়। কণ্ঠনালী ছিন্ন হওয়ার পরও, তাঁহার বাহুতে এত শক্তি কোথা হইতে আসিল। এ আত্মহত্যার প্রতি লোকে যে সন্দেহের দৃষ্টিতে চাহিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে।"

সপ্তদশাধিকশততম পরিচ্ছেদ।

লর্ড উইলিয়ম রসেলের বিচার।

ইতিমধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ে রসেলের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। আদালত গৃহ জনতায় ভরিয়া গিয়াছে। কেহ তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি, গ্রহবৈগুণ্যে হা হুতাশ করিতে আসিয়াছেন—কেহ বা তাঁহার পতনে আনন্দ প্রকাশ করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। বিচারাসনে সেই জজ পেমবারটন—জুরির আসনে রাজপক্ষের অতি হিতৈষী সেই জুরির দল—সরকারের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য সার রবার্ট সয়েয়ার—সেই এটর্ণি জেনারেল।

রাজদরবারে সমানীত হইলে রসেল কতকটা অধীরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু এখন তিনি অবিচল ভাবে আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান। মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আসামী বিচারকের নিকট প্রার্থনা করিলেন,—"আমাকে কাগজ, কালী, কলম এবং আমার বিরুদ্ধে যাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন, তাঁহাদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিয়া লইবার জন্য একজনকে অনুমতি দিবেন।" বিচারক তাঁহার প্রার্থনায় সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, "কাগজ, কালী, কলম আদালত হইতে আপনাকে দেওয়া হইতেছে কিন্তু জবানবন্দী লিখিয়া লইবার ভার আপনার কোন বন্ধুবান্ধব বা কর্ম্মচারীর উপর অর্পণ করিতে পারেন।"

আসামী উত্তর করিলেন,—"আমার পত্নী আদালতে উপস্থিত আছেন—তিনিই সে ভার লইবেন।"

একখানি বেঞ্চের উপর হইতে সেই বিশ্বাসময়ী প্রেমানুরক্তা পত্নী ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন। একবার তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র আনন্দ উৎস—স্বামীর দিকে অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে আনতাননে দণ্ডায়মান হইলেন। কারণ সকল চক্ষুই তখন তাঁহার উপর স্থাপিত। এই ক্ষুদ্র ঘটনায় সকলেরই সহানুভূতি তাঁহার উপর পতিত হইল। অধিকাংশ নর-নারীর গণ্ডযুগল অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল— অধিকাংশ হৃদয় আবেগে কম্পিত হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

প্রথমেই কলোনেল রামসি সাক্ষ্য দিতে উঠিলেন। মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে এই বিশ্বাসঘাতক কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। তাঁহার অধিকাংশ বাক্যই মিথ্যা—সত্যের সমাবেশ তাহার মধ্যে অতি অল্পই ছিল। তাহার পর শেপার্ড উঠিল। সেও পূর্ব্ববর্ত্তী সাক্ষীর সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হইল না।

তৃতীয় সাক্ষী লর্ড হাওয়ার্ড। মাদকসেবন, রাত্রিজাগরণ এবং অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে মুখাকৃতি অতি কুৎসিৎ ভাবাপন্ন এবং শারীরিক শক্তি নষ্ট হওয়াতে এখন ভগ্নস্বাস্থ্য এবং বার্দ্ধক্য উপস্থিত না হইতেই দেহযষ্টি অবনত হইয়া পড়িয়াছে। আভিজাত্য কুলে জন্ম হইলেও—স্বভাবে এবং ব্যবহারে তাঁহার মত নীচপ্রকৃতি অতি বিরল। তিনি গাত্রোত্থান করিবামাত্র, অধিকাংশ দর্শকই লজ্জা, ঘৃণা এবং ক্রোধে অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

আদালত কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি যে উত্তর দিলেন তাহার অধিকাংশই অতি ভয়ঙ্কর অতিরঞ্জিত অনৃতবাদিতায় পরিপূর্ণ। তিনি অম্লানমুখে স্বীকার করিলেন, আসামীর সহিত একযোগে রাজা ও তাঁহার সহোদরকে হত্যা করিবার জন্য গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

এই অভিজাতকুলকলঙ্ক আসন পরিগ্রহ করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে লর্ড ইসেক্সের

আত্মহত্যার সংবাদ আদালতে উপস্থিত হইল। সেই সংবাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত পাইলেন। কে যেন তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, এ অপঘাত মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী। হতভাগ্য ইসেক্স বধ্যভূমিতে মস্তকদানের অপমান হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই আত্মবিনাশ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল—মাথা ঘুরিতে লাগিল—কাঠগড়ার রেলিং ধরিয়া না ফেলিলে সেই স্থানে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেন।

মুহূর্ত্তে এই সংবাদ আদালতময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কেহ স্তম্ভিত—কেহ বিস্মিত—কেহ বা অশ্রুপ্লাবিত হইল। আসামী শোকার্ত্ত হইলেন—তাঁহার পত্নীর চক্ষে দর বিগলিত ধারা ছুটিল। হৃদয়হীন বিচারক এবং তাঁহার পারিষদবর্গ বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়া অম্লান বদনে অভিমত প্রকাশ করিলেন,—"ইসেক্স ঘাতককে ফাঁকি দিয়াছে—তাহার কষ্টের একটু লাঘব করিয়াছে মাত্র।"

কেহই স্বপ্নাক্ষরে সন্দেহ করিতে পারিল না যে, ইসেক্সের হস্ত তাঁহার আত্মনাশের জন্য উদ্যত হয় নাই—অন্য কর্ত্তৃক তিনি যে হত হইয়াছেন, কাহারও মনে মুহূর্ত্তের জন্য এ ধারণা স্থান পাইল না। রামসিও বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহারই সেই মূল্যবান পত্রিকাখানির জন্য এই অত্যাহিত সংঘটিত হইয়াছে এবং যে পত্রের নিম্নে তিনি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হস্তগত হইয়াছে।

অবশেষে আসামী আত্মসমর্থন করিতে উঠিলেন। দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ করিলেন, তিনি কখনই রাজা বা তাঁহার সহোদরের হত্যামূলক ষড়যন্ত্রে যোগ দেন নাই। তাহার পর বলিলেন, যে সকল সাক্ষী তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করিয়াছে—তাহারা সকলকেই আপন আপন মস্তক রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহাদের কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। অবশেষে জুরিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে জুরিমহোদয়গণ! এখন আমি সম্পূর্ণরূপে আপনাদের ন্যায় বিচারের মুখাপেক্ষী। আমার জীবন, সম্মান—সংস্থা কিছু পার্থিব সম্পত্তি, সমস্তই এখন আপনাদের মুষ্টিমধ্যে। আশা করি, দ্বেষাদ্বেষী বা শত্রুতাসাধনের বশবর্ত্তী হইয়া আপনারা একজন নিরপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করিবেন না। আমি আপৃথিবীগগণমণ্ডলকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, রাজহত্যার ষড়যন্ত্রে আমি কখন লিপ্ত ছিলাম না। আমার জীবন এখন আপনাদের হাতে—ভগবান যেন আপনাদিগকে সুপথে পরিচালিত করেন।"

ক্রোধকম্পিত কলেবরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে বিচারপতি জুরিগণকে মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহারাও অতি অল্পক্ষণ পরামর্শ করিয়া একবাক্যে আসামীকে অপরাধী বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন।

রসেল মৃদুকণ্ঠে পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"যাও প্রিয়তমে! যাও আমার সান্ত্বনাদায়িনী চির অনুরাগিনী! তোমার দাসীগণকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী যাও।"

অভাগিনী পত্নী স্বামীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ তাঁহার সম্মুখে উচ্চারিত হয়,—তাঁহার অভিপ্রায় নয়। তাঁহার হৃদয় মধ্যে যে তুমুল ঝটিকার উদ্ভব হইল, তাহার বেগ সহ্য করা তাঁহার মত কোমল প্রকৃতি রমণীর সাধ্য নয়, তিনি অতিকষ্টে অশ্রু প্রস্রবণ সংরুদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইলেন এবং সাহস সহকারে আর একবার স্বামীর বদনের উপর প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া ধীরে ধীরে আদালত হইতে বহির্গত হইলেন।

অবিলম্বে তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রচারিত হইল। তিনি অবনত মস্তকে ধর্ম্মাধিকরণের কঠোর আদেশ গ্রহণ করিয়া, নীরবে তাঁহার পত্নীর মত আদালত হইতে বহির্গত হইলেন।

অষ্টদশাধিকশততম পরিচ্ছেদ।

পিতা এবং পত্নী।

এই দণ্ডাদেশ শ্রবণ করিয়া ডাচেস অব পোর্টস মাউথের হৃদয় যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, রাজপক্ষীয় অপর কোন ব্যক্তির হৃদয়ে সেরূপ আনন্দেরতুফান সমুত্থিত হইল না। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, রাই হাউস ষড়যন্ত্রে যোগ দিবার পূর্ব্বে রসেল একবার নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ডাচেসও সেই স্থানে সমুপস্থিত ছিলেন। নৃপতির কোন প্রশ্নের উত্তর রসেল বলিয়াছিলেন,—"ঐ মহিলা তাঁহার কৃতকর্ম্মের দ্বারা দেশের লোক মতের প্রতি যেরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার কথা বা কার্য্য তাঁহাকে তাহার অধিক অবজ্ঞাত করিতে সমর্থ হইবে না।"

এই প্রতিহিংসাপরায়ণা রমণী সে কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার পতনে তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত দণ্ডাদেশ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

উক্ত দণ্ডাদেশ প্রচারিত হইবার কয়েক দিবস পরে একদিন মধ্যাহ্নে সুন্দরী তাঁহার সুসজ্জিত কক্ষে সুখাসনে সমাসীনা হইয়া সুখালাপে সময়াতিবাহিত করিতেছেন, এমন সময়ে একজন পরিচারক আসিয়া সংবাদ দিল, আর্ল অব বেডফোর্ড এবং লেডি রসেল একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। সুন্দরীর মুখে স্বভাবতঃ তাঁহার মনের ভাব প্রকটিত হয় না, কিন্তু এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, মুখকান্তি আনন্দে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহাদের আগমনের কারণ উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার হৃদয়ের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন আসামীর পিতা এবং পত্নী রাজানুগ্রহ লাভের আশায়, তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতে

আসিয়াছে। যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট অপরাধী, সে এখন তাঁহার প্রতিহিংসার বহির্ভাগে গমন করিলেও, তাঁহার আত্মীয়স্বজনের উপর সেই প্রতিহিংসা প্রকটিত করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে বলবতী কুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। পাছে সহচরীবৃন্দ কক্ষের মধ্যে উপস্থিত থাকিলে, অনুগ্রহ প্রার্থীরা সঙ্কোচ বোধ করেন, তাঁহাদের গভীর দুঃখের বেদনা উন্মুক্ত করিয়া দেখাইতে অক্ষম হন, এই কারণে সঙ্গিনীদিগকে বিদায় দিয়া, তাঁহাদিগকে সেই কক্ষে লইয়া আসিবার অনুমতি দিলেন।

অবিলম্বে ভক্তিভাজন বৃদ্ধ আর্ল পুত্রবধূর হাত ধরিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বার্দ্ধক্য এবং এই বিষম বিপদে তাঁহার দেহ-যষ্টি একেবারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধ বংশের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ, এই রমণীর পদতলে আসিয়া মস্তক অবনমিত করিলেন। লেডি রসেল শান্ত, স্থির, বিষাদের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা দীন ভাবে এই হীনতা প্রকাশ করিতে আসিলেও, তাঁহার সর্ব্বাবয়বে মহিমার একটা কোমলচ্ছটা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। নৃপতির অনুগ্রহীতা বৃত্তিভোগিনী এই বারবিলাসিনীর চরণতলে পতিত হইতে তাঁহার পুণ্যময় পবিত্র হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। তিনি বহু কষ্টে হৃদয়ের সেই ভাব দমিত করিয়া, শ্বশুরের সহিত, তাঁহার জীবনসর্ব্বস্বের জীবন রক্ষার্থ যে কোন অপমান সহ্য করিতে হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছিলেন।

ডাচেস সহসা তাঁহাদিগকে উপবেশন করিবার অনুমতি দিলেন না। রাজ্ঞীর মত মহা গৌরবে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। যেন তাঁহাদের এ স্থানে এ ভাবে উপস্থিত হওয়াতে তিনি কতই বিস্মিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে এখানে উপস্থিত হইবার অনুমতি দিয়া যেন তাঁহাদের প্রতি কতই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। অবশেষে তাঁহাদিগকে তাঁহার আসন হইতে কিয়দ্দূরে, পূর্ব্বে যে স্থানে তাঁহার পরিচারিকারা উপবিষ্ট ছিল, বসিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

মুহূর্ত্তের জন্য বৃদ্ধের শিরায় তাঁহার গৌরবময় বংশের শোণিতধারা প্রবলবেগে ছুটিয়া উঠিল। রমণীর এবম্বিধ ইচ্ছাকৃত তাচ্ছিল্য দর্শনে মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয়ে বংশ-গৌরব প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। বিপন্ন পুত্রের মলিন মুখ মনে করিয়া সে সকল ভুলিয়া যাইলেন। রমণীর প্রদর্শিত আসনে উপবেশন করিলেন—তাঁহার পুত্রবধূও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। ডাচেস জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন ?"

আর্ল। আমাদের আত্মপরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। মিথ্যা সাক্ষ্যে দণ্ডিত হতভাগ্যের আমি পিতা—আর এই দুঃখিনী তাহার পত্নী—

ডাচেস। আমার এ বিশ্রামাগার যে আপিল আদালত নয়, তাহা বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে।

আর্ল। তাহা না হইলেও, আপনার এ বিশ্রামাগার করুণাগার হইতে পারিবে।

ডাচেস। করুণা! অপরাধীরা তাহাদের সাধ্যমত অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়া যখন স্বকর্ম্মের ফলভোগ করিতে উদ্যত হয়, তখনই তাহাদের মুখে করুণার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আপনার পুত্র যদি এই ষড়যন্ত্র এবং রাজদ্রোহিতার ফলে শক্তির সুউচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিতে পারিতেন, তিনি কি আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিতেন ?

আসামীর পত্নী উত্তর করিলেন,—"দয়াবতি! আমার পতি আপনার কোন অনিষ্টই করিতেন না। কাপুরুষোচিত নির্ম্মম ব্যবহার তাঁহার স্বভাব নয়।"

ডাচেস। না—তবে নরহত্যামূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল ?

পত্নী। আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন কি ? আমি আশৈশব সকল রকম ধর্ম্ম-উপদেশে বিশ্বাসবতী ভগবানে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে—এই পৃথিবীর কর্ম্মফলের উপর আমার আত্মার কল্যাণ যে নির্ভর করে, তাহাও আমি বিশ্বাস করি, আমি সেই পরমেশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার স্বামী তাঁহার উপর আরোপিত অপরাধ হইতে সম্পূর্ণ অবিমুক্ত। করুণাময়ী! আমার স্বামীর উপর করুণা করুন। আপনার মুখের একটী কথা বাহির হইলেই, তাঁহার জীবন রক্ষা হইবে! বলুন—বলুন—সেই কথাটী উচ্চারণ করুন—তাহা হইলে, আপনার চরণতলে যাহাদিগকে পতিত দেখিতেছেন, তাহাদের কৃতজ্ঞ হৃদয়ের করুণ প্রার্থনা আজি হইতে, কি প্রভাতে, কি সন্ধ্যায়, আপনার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে অনন্তের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইবে।

ডাচেস। যদি আজি এই দয়াভিক্ষার আবশ্যক না হইত, গর্ব্বিত আর্ল অব বেডফোর্ড কিংবা তাঁহার গরবিনী পুত্রবধূ কখনই আমার সমীপে উপনীত হইতেন না। ইহার পূর্ব্বে কখনও কি আপনারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন ? না, এক্ষণে যাঁহার জীবন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন, তিনিই যখন স্বাধীনতার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ভ্রমণ করিতেন, শিষ্টাচারের খাতিরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন ?

পত্নী। আপনার সকল কথাই সত্য। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনি আপনার হৃদয়ের মহত্ত্ব এবং করুণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে কার্পণ্য করিবেন না। আমার দুর্ভাগ্য স্বামী যদি কখনও আপনার নিকট কোন অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন, আমি ত জীবনে আপনার চরণে কোন অপরাধ করি নাই। আপনারই মত একজন রমণী—নারী হৃদয়ের কোমল সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য, আপনার করুণা প্রার্থনা করিতেছি। আমার এ প্রার্থনা কি বিফল হইবে ? হায় যদি

কোন দুঃখার্ত্তের দুঃখ দূর করিবার আমার সামর্থ থাকিত, আমি তাহার দুঃখ বিমোচন করিবার অবসর পাইলে, কতই না আনন্দিত হইতাম! আমি আপনার চরণতলে পতিত হইয়া কাতরে প্রার্থনা করিতেছি, মুখের একটী মাত্র কথা বাহির করিয়া, আমার স্বামীর জীবন রক্ষা করুন।

আসামীর বৃদ্ধ পিতাও কহিলেন,—"আমিও আপনার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, আমার পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা দিন।"—এই বলিয়া বৃদ্ধ পুত্রবধূর সহিত সুখাসনে উপবিষ্টা সেই ফরাসি রমণীর পদমূলে ভূলুণ্ঠজানু হইয়া উপবেশন করিলেন।

ডাচেস। আপনারা তাহা হইলে আসামীর প্রাণরক্ষার্থ বিষম ত্যাগ স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

পত্নী। যদি আমার জীবন দান করিলেও আমার স্বামীর জীবন রক্ষা হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি।

ডাচেসের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছে দেখিয়া অভাগিনী পত্নীর হৃদয়ে মৃতপ্রায় আশালতা সজীবতা প্রাপ্ত হইল। তিনি ফরাসিনীর করপল্লব গ্রহণ করিয়া, নিজের করের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সজল কাতর নয়নে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

ডাচেস বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ গভীর ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন?"

আর্ল। আমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন—আমি আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিব—আপনাকে প্রীতির চক্ষে দেখিব!

ডাচেস। কিন্তু আপনার এ আশীর্ব্বচন এবং প্রীতি সম্ভাষণ সময়াতীত হইলে উপস্থিত হইয়াছে।

তাঁহারা উভয়ে শ্বশুর এবং পুত্রবধূ ধীরে ধীরে বিষণ্ণ চিত্তে গাত্রোত্থান করিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য উভয়েরই মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। এত অপমান—এ হীনতা স্বীকার—সকলই নিষ্ফল হইল ভাবিয়া, তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্য বিরক্ত এবং চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

আর্ল। তাহা হইলে আপনার করুণা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিলেন?

ডাচেস। আমার নিকট করুণার প্রত্যাশা করিবার আপনার কি অধিকার আছে?

আর্ল। এখন দেখিতেছি সত্যই আপনার দয়ার প্রত্যাশা করিয়া ভাল করি নাই। কিন্তু যদি আমাদের প্রতি এতদূর নির্দ্দয়তাই প্রকাশ করিবেন, তবে মুহূর্ত্তের জন্য সহানুভূতির আভাস দিলেন কেন? মুহূর্ত্তের জন্য আমাদিগকে দুঃখের গভীর খাদ হইতে উত্তোলন করিয়া কি জন্য বিষাদের অতল বারিধি বক্ষে পুনঃ নিক্ষেপ করিলেন?

ডাচেস। এইবার বুঝি ভর্ৎসনার পালা? আপনাদের আশা পূর্ণ করিলে কিন্তু আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন—প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ বর্ষ।] ২৫শে শ্রাবণ, ১৩২৯ সাল। ইং ১০ই আগষ্ট, ১৯২২ সাল। [৪র্থ খণ্ড।

গাঢ় দুগ্ধ।

(ডাঃ প্রিয়নাথ নন্দী মহাশয় লিখিত।)

অনেক বিলাতিপ্রিয় ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে আর্য্যঋষিগণ গাঢ়দুগ্ধ প্রস্তুত প্রণালী অবগত ছিলেন না, এই জন্যই তাঁহারা ইহা শিশুদিগকে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন নাই। তাহাদের এই ভ্রম দূর করিবার জন্য আমরা সাধারণ পাঠকগণকে অবগত করাইতেছি যে, আর্য্যঋষিগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে এরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালীতে গাঢ়দুগ্ধ প্রস্তুত করিতেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে কোন দেশে কোন ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সমগুণযুক্ত গাঢ়দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন নাই। আজকাল গাভী ও ছাগী-খাদকদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, সুদূর পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত, গোদুগ্ধ এবং ছাগীদুগ্ধ সময় সময় একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সকল স্থানে পর্য্যন্ত আজকাল অনিষ্টকর দেশী ও বিলাতী নানাপ্রকারের গাঢ়দুগ্ধ সদ্যোজাত শিশুকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইতেছে। এজন্য দেশস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির, গাঢ়দুগ্ধের দোষ বিশেষ করিয়া বুঝা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

আর্য্য ঋষিগণ গাঢ়দুগ্ধ শিশুদিগকে নিত্য নৈমিত্তিক ভাবে ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে তীর্থ পর্য্যটন আদি কারণে দূরদেশে গমনের আবশ্যক হইলে বিকল্পে গাঢ়দুগ্ধ ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

আর্য্যঋষিদের গাঢ়দুগ্ধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী।

একখণ্ড বস্ত্র ক্ষার বোলের জল দিয়া আগুনে ভাল করিয়া জ্বাল দিয়া এবং সুধৌত করিয়া কাপড়ে যখন কিছুমাত্র মাড় থাকিবে না, তখন ঐ কাপড় রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, এই শুষ্ক কাপড়, এক কি দুই বন্ধা গোদুগ্ধে ডুবাইয়া সামান্য নিংড়াইয়া এই কাপড় রৌদ্রে ভাল করিয়া শুকাইয়া রাখিয়া দিবে। যখন শিশুকে দুগ্ধ সেবন করাইবার আবশ্যক হইবে, তখন ইহার এক এক টুকরা কাটিয়া গরম জলে নিক্ষেপ করিলে উৎকৃষ্ট দুগ্ধ হইবে। ঐ দুগ্ধকে পুনরায় রীতিমত জ্বাল দিয়া শিশুকে সেবন করিতে দিবে। আবার কেহ কেহ দুগ্ধকে দুই একবার "বলক্" না দিয়া কাঁচা গোদুগ্ধে উপরোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত কাপড় ভিজাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লয়। এই প্রণালীতে ছাগদুগ্ধ গাঢ়দুগ্ধে পরিণত করা হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে সাধারণ পাঠক বুঝুন, অগ্নি কিংবা ষ্টিমের (Steam) উত্তাপে দুগ্ধ জ্বাল দিয়া গাঢ় করিলে ক্ষীর হয়। এই ক্ষীর শিশুর খাদ্য নহে, তাহাদের পক্ষে বিষবৎ অনিষ্টকর তাহা সকলেই অবগত আছেন।

গাঢ়দুগ্ধ প্রস্তুত করিবার আধুনিক প্রণালী।

দুগ্ধ, ফুটন্ত অগ্ন্যুত্তাপে বা ষ্টিমের উত্তাপে জ্বাল দিয়া গাঢ় করিলে বিজ্ঞানসম্মত Condensed milk বা গাঢ়দুগ্ধে পরিণত হয় না; কেন না, এই প্রক্রিয়ায় দুগ্ধের Colo lial condition অর্থাৎ দুগ্ধের জলে দ্রবণীয় গুণ বিনষ্ট হইয়া ক্ষীর রূপে পরিণত হয়। ক্ষীর আহার করা শিশুর পক্ষে যে বিশেষ অপকারী, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। দুগ্ধ গাঢ় করিবার সময় তাহার Colo lial condition বা জলে দ্রবণীয় গুণ যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তাহার উপায় বাহির করিবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ Vacum Pan নামক দুগ্ধ গাঢ় করিবার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রে দুগ্ধ অতি সামান্য উত্তাপে গাঢ় হইতে পারে। বাজারে যে সমস্ত বিলাতি উৎকৃষ্ট গাঢ়দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ এই প্রণালীতে প্রস্তুত। এই প্রকারে প্রস্তুত গাঢ়দুগ্ধ অনেকটা জলে দ্রব হয়, কিন্তু ডাক্তার ফিসার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ বালক-চিকিৎসকগণ বলেন যে, "দুগ্ধ গাঢ় করিবার জন্য যত

প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার কোন উপায়ে শিশুদের সেবনোপযোগী বিশুদ্ধ গাঢ়দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে কেহ এপর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।" কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় এই যে, এদেশস্থ অধিকাংশ চিকিৎসকগণ ইহা বুঝেন না। তাঁহারা গাঢ়দুগ্ধে, ছানার অংশ (Protied) এবং মাখনের অংশ (Hydro carbon) অধিক বর্ত্তমান থাকিলে ভাল করিয়া বুঝেন; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন কোন খাদ্যের পুষ্টিকারী অংশ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিলে যে, সে খাদ্যের উপকারিতা বৃদ্ধি পায় এমত নহে,— It must be indigestible form পরন্তু এই সমস্ত পুষ্টিকারী অংশ সহজে পরিপাক হয়, এই প্রকার অবস্থা খাদ্যে বর্ত্তমান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। বড় দুঃখের বিষয়, এদেশস্থ বড় বড় Exhibition প্রদর্শনীর জুররগণও (Juror) ইহা বুঝেন না। এমন কি, ১৯০৬।০৭ সালের জাতীয় মহাসমিতির সংশ্রবে কলিকাতার সুবৃহৎ প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে অনেকপ্রকার উপাধিপ্রাপ্ত গভর্ণমেণ্টের রাসায়নিক পণ্ডিতগণ (Chemical Analyser Jurors) বা খাদ্য পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। বহু দেশ-দেশান্তর হইতে অনেক প্রকার গাঢ়দুগ্ধ, অনেক অর্থব্যয় করিয়া, গুণের প্রতিযোগিতা অনুসারে প্রশংসাপত্রের লালসায়, প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল; কিন্তু বড় দুঃখ এবং লজ্জার বিষয় এই যে, বৃটিশরাজ্যের কোন রসায়ন শাস্ত্রজ্ঞ এই সকল গাঢ়দুগ্ধ মধ্যে কোন্‌টী শিশুর উদরে সহজ পাচ্য, কোন্‌টী কত গুরুপাক, ইহার পরীক্ষা কেহ করিলেন না। তাহার বিপরীত অতি দুষ্পাচ্য বিলাতী গোয়ালিনী মার্কা গাঢ়দুগ্ধকে আদর্শস্থানীয় করিয়া, তাহার সহিত তুলনার সমালোচনা করিয়া, যে গাঢ়দুগ্ধে যত ছানা এবং মাখনের অংশ কম হইল, সে গাঢ়দুগ্ধ তত নিকৃষ্ট বলিয়া দোষারোপ করা হইল। (গোয়ালিনী মার্কা গাঢ়দুগ্ধে প্রায় চারিভাগের একভাগ বাজারের সাধারণ চিনি মিশ্রিত আছে।)

যাহা হউক, যাঁহারা বাধ্য হইয়া আপন আপন শিশুকে গাঢ়দুগ্ধ সেবন করান, তাঁহারা গাঢ়দুগ্ধকে জলে দ্রব করিয়া ব্লটিং বা ফিল্টার কাগজের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া, অদ্রবনীয় অংশ (Residue) ফেলিয় দিয়া, উক্ত দুগ্ধে আরও জলমিশ্রিত করিয়া জাল দিয়া সেবন করিতে দিবেন। আর যে মার্কার গাঢ়দুগ্ধে যত অধিক পরিমাণ অদ্রবনীয় (Residue) অংশ থাকিবে, সেই প্রকারের দুগ্ধ অতি নিকৃষ্ট বলিয়া বুঝিবেন। আবার কোন কোন গাঢ়দুগ্ধে আদৌ মাখনের অংশ নাই। এই প্রকারের গাঢ়দুগ্ধ দুগ্ধপোষ্য শিশুর পক্ষে বিশেষ অপকারী; কেন না, অতি শিশু অবস্থায় বালকদিগের স্বাভাবিক শারীরিক উত্তাপ অনেক কম থাকে। দুগ্ধের মাখন এবং চিনির অংশ পরিপাক হইয়া, এই তাপ পরিপূরণ হয়।

যাহা হউক, আর্য্যঋষিদিগের প্রণালী অনুসারে প্রস্তুত গাঢ়দুগ্ধে এই সমস্ত দোষ না থাকিলেও, তাঁহারা ইহা নিত্য নৈমিত্তিক রূপে ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অনেকে দুগ্ধের ক্ষীর এবং গাঢ়দুগ্ধ একই পদার্থ মনে করিয়া বড় কটাহে অগ্ন্যুত্তাপে, কেহবা (Boiler steam) বয়লার-উত্থিত ষ্টিমের উত্তাপে দুগ্ধের ক্ষীর করিয়া গাঢ়দুগ্ধ নামে বাজারে বিক্রয় করিতেছেন। এদেশস্থ পাণ্ডিত্যাভিমানী অনভিজ্ঞ ডাক্তার, রসায়নজ্ঞ, এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, কোন্ দুগ্ধ কি প্রকারে প্রস্তুত তাহা না বুঝিয়া এই প্রকার ক্ষীরকে, গাঢ়দুগ্ধ ভ্রমে অনেক অনেক প্রশংসাপত্র দিতেছেন; ইহাতে দেশের যে কত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা উপরে বিশেষ করিয়া বুঝান হইয়াছে। দুগ্ধের ক্ষীর চিরকাল এদেশে আছে, এবং ক্ষীর কখন শিশুর খাদ্য হইতে পারে না, তাহাও সকলে অবগত আছেন। তাই সাবধান হউন, বিলাতী কুহকে পড়িয়া কেন স্বীয় সন্তানের আয়ুক্ষয় করিয়া এইকালে দুঃখ এবং পরকালে পাপ সঞ্চয় করিবেন?

(কাজের লোক)

বিবিধ।

ঘোল।

ঘোলের মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড্ আছে, এই লাকটিক অ্যাসিড্ শোণিত শিরার মধ্যে যাবতীয় মৃৎপদার্থকে আক্রমণ করে এবং গলাইয়া ফেলে। সেইজন্য সমস্ত Blood vessels শোণিত বাহিকা শিরাগুলিকে খোলসা করিয়া দেওয়ায় রক্তচলাচল ক্রিয়া সুন্দররূপে পরিচালিত হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং কোনস্থলে শোণিত জমাট বাঁধিতে পায় না। যদি লোকে প্রত্যহ ঘোল পান করে, তাহা হইলে ১০ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত আরও নিরাপদে অধিক বাঁচিতে পারে। প্রত্যহ এক কোয়ার্ট অর্থাৎ ও পোয়া আন্দাজ ঘোল খাওয়াই শেষ মাত্রা, ইহার অধিক খাওয়া উচিত নহে। যাহারা বাতরোগ গ্রস্থ তাহাদের পক্ষে ইহা অতিশয় হিতকারী সামগ্রী। ইহা দ্বারা যকৃত মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়া সুন্দর পরিচালিত হয়, ইহা পেট ও পাকস্থলীর ক্রিয়া বৃদ্ধি করে, এবং বিশুদ্ধ শোণিত জন্মাইবার সহায়তা করে। যদি বাত রোগাক্রান্ত হইয়া থাক, তবে মাংস, মিষ্টদ্রব্য, মদ্য,মসলাযুক্ত খাদ্য,রুটী প্রভৃতি ব্যবহার পরিত্যাগ করা উচিত। যাহা খাইলে পেটে বায়ু সঞ্চার হয়, তাহা পরিহার্য্য। টাট্‌কা ফল, স্নিগ্ধ ফলের আচার পরিমিত ভাবে সেবন করা যাইতে পারে। যাঁহাদের হাটু ও হাতের কব্জীতে নড়িলে চড়িলে কড় কড় শব্দ হয়, নড়িতে চড়িতে কষ্ট হয়, তাহারা ঘোল ব্যবহার করিলে অতিশয় উপকৃত হইবেন। কেননা ইহার মধ্যে যে ল্যাকটিক এসিড্ আছে, তাহা ঐ সকল স্থলের জমরেৎ দূষিত পদার্থকে দ্রব করিয়া দিতে সক্ষম। তবে দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া লওয়ার পর সদ্য

টাট্কা খোলই হিতকর। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

নারকেল ক্রিম প্রস্তুত প্রণালী।

একটী বড় নারকেল লইয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া তাহার জলটাকে একটী পরিষ্কার পাত্রে রাখিতে হয়। তাহার পর ৪॥ পাউণ্ড প্রায় /২ সের /২৷৹ সাদা দানাদার চিনি একটা কড়াইয়ে দিয়া তাহাতে নারকেলের জলটা ঢালিয়া দিতে হইবে এবং মৃদু জ্বালে ফুটাইতে হইবে যখন চিনি গাড় হইয়া আসিবে তখন আগুণ হইতে নামাইয়া ৫ মিনিট কাল ঠাণ্ডা হইতে দিয়া আবার পুনরায় আর একটা নারকেলের জল তাহাতে দিয়া দশ মিনিট কাল অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া লও এবং নামাইয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাক। তাহার পর একটা চিনা মাটীর প্লেটে মাখন বা উৎকৃষ্ট ঘৃত অল্প মাখাইয়া তাহাতে ঢালিয়া দাও। যখন জমিয়া যাইবে, তখন ছুরির দ্বারা চৌকা করিয়া লইবে এবং একটা শীতল স্থানে কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিবে। তাহার পর ইহা উপাদেয় হইবে।

জল সহনশীল মিশ্রণ।

উপকরণ।

শ্বেত মোম	১ আঃ
স্পারমাসেটী	১ আঃ
ভেড়ার চর্ব্বি	৪ আঃ

১ পাইণ্ট অলিভ অয়েলের সহিত আগুনের উত্তাপে গলাইয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর যে জিনিষকে ওয়াটার প্রুফ করিতে হইবে, তাহাতে ঈষৎ গরম থাকিতে থাকিতে কোমল ব্রুশ দ্বারা ৩।৪ কোট লাগাইলে ওয়াটারপ্রুফ হইয়া যাইবে। ইহাতে জল প্রবেশ করিতে পারে না। প্রত্যেক কোট মাখাইয়া শুষ্ক করিয়া আবার লাগাইতে হয়।

কল কারখানার জন্য লিউব্রিকাণ্ট প্রস্তুত প্রণালী।

ঘর্ষণে কল কব্জা নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ কলের যে সকল অংশ ঘর্ষণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই সকল স্থানে দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার নাম লিউব্রিকাণ্ট। এই লিউব্রিক্যাণ্ট বিলাত হইতেও আমদানী হয়। এখানেও ইহা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই জিনিসটীর বাজারে কাট্তি আছে। প্রস্তুত করিয়া কল কারখানায় বিক্রয় করিতে হয়।

প্রস্তুত প্রণালী।

	শতকরা
Petroleum	30 পার্ট
Parffin oil	20 ,,
Lard oil	20 ,,
Palm oil	20 ,,
Cotton seed oil	20 ,,

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া টীনে পুরিয়া বিক্রয় হয়।

EMBROCATION.

এমব্রোকেশন একটা মালিস বই আর অন্য কিছু নয়। ইহা মোচড়ান বেদনা, বাত বেদনা প্রভৃতিতে, আঘাতের বেদনায় মালিশ করিয়া তুলা দ্বারা বান্ধিয়া রাখিলে বেদনা নষ্ট হয়। ইহার ঝাঁজ উড়িয়া গেলে ভাল কাজ হয় না, সেইজন্য তুলা দ্বারা মালিশ করার পর বান্ধিয়া রাখা দরকার।

প্রস্তুত প্রণালী।

১। সোপ লিনিমেণ্ট	২ ফ্লুড্ আউন্স
অলিভ অয়েল বা সুইট অয়েল	২ ,, ,,
Ammonia (0. 960) লাইকার	২ ফ্লুড্ আঃ

একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত মিশাইবে:—

কর্পূর	৬ আঃ
অলিভ অয়েল	৪ ফ্লুড্ আঃ

এই একটী সুন্দর এমব্রোকেশন। ইহা পেটেণ্ট ঔষধের ন্যায় বিক্রয় করা যায়।

(কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

আন্। যদি একান্তই দয়া না করেন—কোনরূপ একটা বন্দোবস্ত করুন। আমার পুত্রের জীবন রক্ষা করুন, আমি আপনাকে এক লক্ষ পাউণ্ড দিব।

ফরাসিনী শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার বলবতী অর্থলালসা মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। কিন্তু পরক্ষণে ভাবিলেন, যদি তিনি এখন নৃপতির সমক্ষে রসেলের সপক্ষে করুণা ভিক্ষা করেন, অতি সহজেই তাঁহার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইবে—ভাবিবেন খুব বেশী রকমের উৎকোচ পাওয়াতেই তিনি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহা হইলে, ঐ টাকার অংশ—যেমন তেমন অংশ নয়—বেশী অংশটাই তাহার উদরস্থ হইবে। তাহা হইলে তাঁহার থাকিবে কি? বড় জোর বিশ ত্রিশ হাজার। এই যৎসামান্য টাকার উৎকোচের আশায়, প্রতিহিংসা চরিতার্থতার সুখ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন? কখনই না। তিনি মুখভাবে বিরক্তি, বিদ্বেষ এবং ঘৃণা বিকসিত করিয়া কহিলেন,—"এতক্ষণ পর্য্যন্ত সকল আবদারই সহ্য করিয়াছি—এই দূর হও এস্থান হইতে।"

বৃদ্ধ সদম্ভে মস্তকোত্তলনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া, ক্রোধারক্তিম নেত্রে, ঘৃণাব্যঞ্জককণ্ঠে কহিলেন,—"হাঁ—আমরা দূর হইতেছি। আমাদের আশাই অনুচিত হইয়াছে। কিন্তু রমণী! এমন একদিন আসিবে, যে দিন তুমি এই পলিত কেশ অশ্রুপ্লাবিত বৃদ্ধের কথা স্মরণ করিয়া মর্ম্মাহত হইবে। প্রিয়তম পুত্রের প্রাণভিক্ষার্থী, তোমার চরণতলে

পতিত এই স্থবিরের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিবে! এই অভাগিনী সাধ্বীর অশ্রুসিক্ত বিবর্ণ মুখশ্রীও তোমার স্মরণপথে উদিত হইবে। পিশাচীর মত নিষ্মমভাবে তাঁহার হৃদয়ে বিদ্বেষের যে বিষদগ্ধ ছুরিকা বসাইয়া দিয়াছ—তাঁহার কাতর প্রাণে আশার আলোক জ্বালিয়া দিয়া, হিংসাবশে পরমুহূর্ত্তে নিভাইয়া, তাহার হৃদয়ে চিরনৈরাশ্যের যে অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছ—তাহাও তোমার মনে পড়িবে।"

লেডি রসেল শ্বশুরের হাত ধরিয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের উক্তিতে ফরাসিনীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—তিনি তাহার কোনই প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না। বৃদ্ধ পুত্রবধূর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

পতিপরায়ণা পতির মুক্তির কামনায় অপরাপর পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। রাজার নিকট আবেদন প্রেরিত হইল—ডিউক অব ইয়র্ক এবং তাঁহার পত্নীর করুণা প্রার্থনা করা হইল—কিন্তু কেহই অভাগিনীর করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না। রসেলের বন্ধুবর্গ জেল হইতে পলায়নের উপায় উদ্ভাবিত করিয়া তাঁহার গোচর করিলে, তিনি দৃঢ়তার সহিত তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অবশেষে সেই সাংঘাতিক দিনের প্রভাত হইল।

বধ্যভূমিতে যূপকাষ্ঠ প্রোথিত হইল। তাঁহার বিপক্ষদল তাঁহার এই অন্তিম মুহূর্ত্তে যে পন্থার অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা অতীব হেয়—অতীব পৈশাচিক। তাঁহারা তাঁহাকে তাঁহার বাটীর সম্মুখ দিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিল। উদ্দেশ্য,—এই শেষ মুহূর্ত্তে স্বভবনের শান্তিময় সুখচিত্র, পত্নী-পুত্র এবং আত্মীয় স্বজনের মুখচ্ছবি বিশদভাবে নেত্র-প্রান্তে প্রতিভাত হইবে। অবশেষে সকলে বধ্যভূমিতে সমুপস্থিত হইল,—যথাবিধি উদ্যোগ আয়োজন অনুষ্ঠিত হইল—তাহার পর লর্ড উইলিয়ম রসেলের রক্তাক্ত মুণ্ড বধ্যভূমিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

সেপ্টেম্বর মাসে আলজারনন সিডনের বিচার শেষ হইল। তিনিও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মস্তক দান করিলেন। হাম্পডন চল্লিশ হাজার পাউণ্ড মুদ্রা জরিমানা দিয়া নিষ্কৃতিলাভ পাইলেন। হলওয়ে এবং টমাস আমষ্ট্রঙ্গ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। মন্মথের ডিউক মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইয়া মোকদ্দমাটী মিটাইয়া ফেলিলেন।

সরকারী সাক্ষীরা এতদিন হাজতে আবদ্ধ ছিলেন। মোকদ্দমা শেষ হইলে অব্যাহতি পাইলেন। কলোনেল রামসি মুক্তিলাভের পরই, লিয়ন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেই গচ্ছিত পত্রখানা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সেখানে যে উত্তর পাইলেন, তাহাতে রামসির মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিতান্ত কর্কশ স্বরে লিয়ন্স বলিলেন,—"সে পত্রখানি তোমার বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ হেয় চরিত্রের আর একটী জাজ্বল্যমান প্রমাণ। সে পত্র আমার নিকট নাই।"

এই কথা বলিয়া লিয়ন্স ভৃত্যকে আহ্বান পূর্ব্বক, রামসির প্রতি অর্দ্ধচন্দ্র দানের ব্যবস্থা করিলেন। ভৃত্য তৎক্ষণাৎ প্রভুর আদেশ পালন করিল। হতমান রামসি তাহার প্রতিকার করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রোধাতিশয্যবশতঃ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। লিয়ন্সও প্রকৃতপক্ষে অবগত নহেন, সে পত্রের পরিণাম কি হইয়াছে। তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল, আর্ল অব ইসেক্সের মৃত্যুর পর দুর্গের কক্ষ সম্ভবতঃ তাঁহার গাত্রবস্ত্রের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া অগ্নিসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে।

ঊনবিংশাধিকশততম পরিচ্ছেদ।

দুই বৎসরের পর।

১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রাই-হাউসের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। তাহার পর দুই বৎসর গত হইয়াছে। এখন ১৬৮৫ সালের জুন মাস। কলোনেল রামবল্ড সেই অবধি পত্নীর সহিত হলন্ডেই বাস করিতেছেন। তিনি কন্যা-জামাতার প্রায়ই সংবাদ লন—তাঁহারাও তাঁহাকে পত্র লিখেন। লরেন্সের দুইটী সন্তান হইয়াছে। তিনি সপরিবারে এখনও অলিফাণ্টের ভবনে বাস করিতেছেন। অলিফান্ট ইতিমধ্যে তাঁহাদিগকে কোন পত্রাদি লেখেন নাই—তবে তাঁহারা লোক-পরম্পরায় মধ্যে মধ্যে তাঁহার সংবাদ পান। তিনি ১৬৮৪ সালের মাঝামাঝি শাসনকর্ত্তার পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কি কারণে পরিত্যাগ করেন—এইবার তাহার আলোচনা করিব।

রাই-হাউস-ষড়যন্ত্রের মামলা নিষ্পত্তির ফলে বহুলোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল—প্রজাতন্ত্র সম্প্রদায় এবং সাম্যবাদী দল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। ডিউক নানা কৌশলে তাঁহার রাজ-সহোদরের উপর প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নিউ মার্কেটে যে দিন ঘোড়দৌড় হয়, ডিউকের সেই দিনের উক্তি হইতে, পাঠক বোধ হয়, অনেকটা অনুমান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, জেনারেল অলিফান্টের উপর তাঁহার ভয়ঙ্কর জাতক্রোধ। এক্ষণে তাঁহাকে আমেরিকার ঔপনিবেশিক শাসনকর্ত্তার পদ হইতে অপসারিত করিবার জন্য,নৃপতিকে ক্রমাগত পরামর্শ দিতে লাগিলেন। তাঁহার উপর নৃপতির কোন কালেই অনুরাগ ছিল না—তিনি সর্ব্বজনপ্রিয়, বিশ্ববিশ্রুত বীর বলিয়াই—এতদিন তাঁহার প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিতে সাহস করেন নাই। এখনও তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে তাঁহার সাহস হয় না। কারণ যদি তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, বিক্ষিপ্তপ্রায় সাম্যবাদীর দল এবং প্রজাতন্ত্র সম্প্রদায় তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, রাজ্যমধ্যে একটা খণ্ডপ্রলয়ের সূচনা করিবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি মধ্য পন্থ অবলম্বন করিলেন। দুইটি হিতৈষী বারজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে

আমেরিকায় প্রেরণ করিলেন। জেনারেল অলিফান্ট এখন হইতে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া বা তাঁহাদের অনভিমতে উপনিবেশ মধ্যে কোনরূপ অভিনব শাসন ব্যবস্থার প্রচলন করিতে পারিবেন না।

এই নবনিয়োজিত মন্ত্রীবর্গ উপনিবেশে পদার্পণ করিবামাত্র অলিফান্ট তাঁহাদের স্কন্ধে উপনিবেশের শাসনভার সংন্যস্ত করিয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। সার হেনরি বিটন, সার যোসেপ ল্যাম্বটন এবং আরও কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত মেক্সিকোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আরও একবার তিনি উক্ত গভর্ণমেণ্টের অধীনে সর্ব্ব প্রধান সেনানীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সাধারণের নিকট তাঁহার গন্তব্য স্থানের নির্দ্দেশ না করিলেও, গোপনে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, লরেন্সের নিকট পত্র লিখিলেন।

সেই পত্রের পর লরেন্স তাঁহার নিকট হইতে আর কোন পত্রাদি পান নাই। তাহার পর জনরবে নানারূপ বিসম্বাদী সংবাদ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। মেক্সিকো সৈন্য দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করিয়া, বিবিধ রাজ্য জয় করিল—বিজয়োন্মত্ত সেনা তাহাদের বীর পরিচালকের অধিনেতৃত্বে কত মহাসমরে জয়লাভ করিল—সংবাদ পাইলেও, সেই বীর সেনানায়কের নাম ইংলণ্ডে কেহ জানিতে পারিল না। তাহারা স্পেনের উপনিবেশ আক্রমণ করিল—আমেরিকার বর্ব্বর দুর্দ্দান্ত আদিম অধিবাসীদিগকে পর্য্যুদস্ত করিল কিন্তু তাহারা ইংরাজ উপনিবেশে একবারও পদার্পণ করিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখন ১৬৮৫ সালের জুন মাস। চারি মাস হইল, চার্লসের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর একদিন পূর্ব্বে লরেন্সকে সংগোপনে তাঁহার শয়ন প্রকোষ্ঠে আহ্বান করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সহোদর, ডিউক অব ইয়র্ক, দ্বিতীয় জেমস নাম পরিগ্রহ করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। ডাচেস অব পোর্টস মাউথ রাজপ্রাসাদের মহল ত্যাগ করিয়া, সেণ্ট জেমস স্কোয়ার নামক স্থানেএক প্রকাণ্ড অট্টালিকা লইয়া তথায় বাস করিতেছেন। নবভূপাল তাঁহার সহিত সদ্ভাব রাখিয়াছেন—মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ডাচেস কূট-নীতিজ্ঞা—ফ্রান্সের রাজদরবারের সহিত রাজনৈতিক চক্রান্তের পরিচালনা করিতে হইলে তাঁহার সাহায্যের আবশ্যক।

জুন মাসের প্রারম্ভেই জেমস তাঁহার মন্ত্রণা মজলিসে তাঁহার সচিবগণ ও অপরাপর হিতৈষী জনসমূহের দ্বারা পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি তাঁহার চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিলেন,—"কর্ত্তব্যপরায়ণ অনুরক্ত আমার বন্ধুবান্ধবকে এইভাবে সমবেত হইতে দেখিয়া আমি বড়ই সুখী হইয়াছি। এইবার আমরা স্কটলণ্ডের নূতন সংবাদ পাইব।"

এই সময়ে স্বরাষ্ট্রসচিব কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভূপালের মুখ দিয়া উক্ত কথা বাহির হইল।

মন্ত্রীবর। উত্তর করিলেন,—"আমি আনন্দের সহিত একটী শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের রাজভক্ত স্কটল্যাণ্ড-বাসীগণের সহায়তায় আরগাইল তাহার বিপথগামী অনুচরগণের সহিত সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হইয়াছে।"

নৃপতি উত্তর করিলেন,—"বিপথগামী বলিবেন না। কতকগুলি রাজদ্রোহী, অসন্তুষ্ট স্কচবাসী হলন্দে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কয়েকজন নির্ব্বাসিত ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া চক্রান্ত করিতেছিল। এতদিন তাহারা অবসর পায় নাই, এক্ষণে আরগাইলকে পরিচালক লাভ করিয়া স্কটলাণ্ডের উপকূলে অবতরণ করে এবং আমার রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।"

অপর একজন সভাসদ কহিলেন,—"এই উপলক্ষে স্কটলাণ্ডের সম্ভ্রান্ত অভিজাত্য সম্প্রদায় তাঁহাদের রাজভক্তি প্রকাশের অবসর পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।"

অপর একজন কহিলেন,—"মুহূর্ত্তে বিশ ত্রিশ হাজার যোদ্ধা বিদ্রোহীদলের গতি-রোধ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিল—এ দৃশ্য অন্যত্রও অসম্ভব হইবে না।"

সহাস্যে নৃপতি কহিলেন,—"আপনার এ উক্তির মর্ম্ম বুঝিয়াছি। বিশ্বাসঘাতক মন্মথের ডিউকও শীঘ্রই তাহার বিদ্রোহী সৈন্য লইয়া ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবে। তাহার অদৃষ্টেও তাহার বন্ধু আরগাইলের মত পরাভব এবং অপমান প্রতীক্ষা করিতেছে।"

মন্ত্রীবর কহিলেন,—"এবং মৃত্যু।"

নৃপতি। মৃত্যু! কি বলিতেছেন আপনি—আরগাইল মরিয়াছে?

মন্ত্রী। না মহাশয়! যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু ত গৌরবজনক। এইমাত্র আমি সংবাদ পাইলাম আরগাইল তাহার সহকারীর সহিত বন্দী হইয়াছে।

নৃপতি আরগাইল বন্দী! বলেন কি? এ যে সুখের সংবাদ! কিন্তু সহকারীটী কে?

মন্ত্রী। বিশ্বাসঘাতকের চূড়ামণি—রিচার্ড রামবল্ড।

নৃপতি। রাই-হাউসের সেই রামবল্ড না কি?

মন্ত্রী। আপনার হৃদয় কারুণ্যে পরিপূর্ণ হইলেও, এরূপ বিশ্বাসঘাতকের প্রতি আপনি যে কোনরূপ দয়া প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইবেন না—তাহা আমি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া, তাহাদের বধের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়া আসিয়াছি। কেবল আপনার স্বাক্ষরের বাকী।

এই বলিয়া বধাজ্ঞা নৃপতির সম্মুখে ধরিলেন। তিনি তাহার নিম্নে তাঁহার নাম দস্তখৎ করিয়া দিলেন। এই সময়ে লর্ড চেম্বারলেনও তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"এই মাত্র একটা বিস্ময়কর সংবাদ পাইলাম।"

নৃপতি। কি সংবাদ?

চেম্বারলেন। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে

এতদিন ভাসা-ভাবে যে সকল অনিশ্চিত সংবাদ আসিত—অদ্য তথাকার সঠিক সংবাদ পাইলাম। সত্যই একদল মেক্সিকোবাসী সৈন্য, অত্যাচারের প্রতিবিধান পরিকল্পে দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাহার উপকূল হইতে জলদস্যুগণকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করিয়া বিতাড়িত করিয়াছে।

নৃপতি। অতি উত্তম করিয়াছে। উক্ত প্রদেশের বর্ব্বর জাতিগণ এবং জলদস্যু সকল সমুদ্রপথের আতঙ্কস্বরূপ ছিল। উহাদের দৌরাত্ম্যে আমাদের ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছিল।

চেম্বারলেন। এই মেক্সিকোবাহিনী যে স্থানে পদার্পণ করিয়াছে, বিজয়লক্ষ্মী তাহাদের অঙ্কশায়িনী হইয়াছে। এই বীর বাহিনীর যিনি অধিনায়ক, তাঁহার দাপে বৈরী মাত্রেই অবনত মস্তক। জলদস্যুগণের প্রধান প্রধান আড্ডায় বিদ্যুৎগতিতে গিয়া পতিত হইয়া, তাঁহাদের অর্ণবতরি সকল অধিকার করিয়া বসিলেন। দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্পেনের অধিকার দখল করিলেন,—আদিম অসভ্যগণকে পর্য্যুদস্ত করিলেন—কয়েক মাসের মধ্যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ তাঁহার করগত হইল। তিনি মেক্সিকো-পতির অনুমতি লইয়া এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

নৃপতি। এ রকম লোক সকলেরই সম্মানের পাত্র। বোধ হয় তিনি স্বয়ং সেই স্বাধীন রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া রাজ-আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন!

চেম্বারলেন। না—তাহা করেন নাই। তিনি সেই নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রচলন করিয়াছেন। তাঁহার অনুরক্তবাহিনী এবং বিজিত রাজ্যের সাধারণ প্রজা একবাক্যে তাঁহাকেই সভাপতি বা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছে। এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া এই নব নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের সহিত তাঁহার রাজ্যের বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি সংস্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

নৃপতি। বোধ হয় তিনি আমাদের দরবারে দূত প্রেরণ করিয়াছেন এবং দূতের আগমন সংবাদ দান করিতে আসিয়াছেন?

চেম্বারলেন। না মহাশয়! তিনি স্বয়ং আসিয়াছেন। দুই ঘণ্টা হইল, লণ্ডনে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার দেহ রক্ষীদ্বয় দুই জনেই ইংরাজ—দুইজনই প্রতিভাবান খ্যাতিমান পুরুষ, আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, এই সকল সংবাদ প্রদান করিলেন। শাসনকর্ত্তা স্বয়ং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।

নৃপতি। প্রজাতন্ত্র এবং সভাপতি—দুইটী শব্দই যদিও আমার নিকট অতিশয় অপ্রীতিকর, তথাপি এই বিজয়ী বীরকে আমি যথাযোগ্য সম্মানের সহিত গ্রহণ করিব। আপনার মুখে যেরূপ বর্ণনা শুনিলাম, তাহাতে আমাদের ঔপনিবেশিক ব্যবসায়ের যে বেশ উন্নতি হইবে, তাহা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি। সভাপতি একটা রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি—প্রধান বিচারক—রাজশক্তি সম্পন্ন শাসনকর্ত্তা—এক জন রাজার সমকক্ষ। সুতরাং তিনি দূতবেশে আমার দরবারে উপস্থিত হইলেও, আমি তাঁহাকে আমার সমপদস্থ ব্যক্তির ন্যায় সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক গ্রহণ করিব। এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যেরই বা কি নাম এবং শাসনকর্ত্তাই বা কি নামে পরিচিত।

চেম্বারলেন। রাজ্যের নাম অলিফান্টা। শাসনকর্ত্তার নাম—

দৌবারিক এই সময়ে দরবার কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া হাঁকিল,—"জেনারেল অলিফান্ট!"—সঙ্গে সঙ্গে সানুচর বীরপুঙ্গব কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বিংশাধিকশততম পরিচ্ছেদ।

অলিফান্টার শাসনকর্ত্তা।

জেনারেল অলিফান্টের নাম রাজকর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র, জেমসের মুখমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন শশধরের মত মলিন হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে শত সহস্র চিন্তা তাঁহার হৃদয়-মধ্যে উদ্ভুত হইল। উভয়ের স্বার্থের মধ্যে বর্ত্তমানে কতটুকু ব্যবধান উপলব্ধি করিয়া, মুখের সে বিষণ্ণভাব পরিহার পূর্ব্বক, যতদূর পারিলেন প্রফুল্লতা ধারণ করিলেন। তাঁহার সম্মুখে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর সমুপস্থিত। তাঁহার আচরণের উপর সেই বীরের শত্রুতা বা মিত্রতা লাভের সম্ভাবনা নির্ভর করিতেছে। তিনি একটী স্বাধীন রাজ্যের শাসনকর্ত্তা প্রবল পরাক্রান্ত সেনাদলের অধিনেতা—যাহার বিরুদ্ধে এই বিজয়বাহিনী পরিচালিত করিবেন, তাহারই পরাজয় অবশ্যম্ভাবি। তাঁহার রাজ্যের পার্শ্বেই ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক রাজ্য। অলিফান্ট যদি সসৈন্যে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তবে তাহারও অস্তিত্ব লোপ পাইবে। এই সকল নিমিষের মধ্যে চিন্তা করিয়া জেমস সাদরে প্রফুল্লমুখে তাঁহাকে অভ্যর্থিত করিতে উদ্যত হইলেন।

সভাসদবর্গ নৃপতির মুখভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিয়া লইলেন এবং অভ্যর্থনা ব্যাপারে তাঁহার পন্থার অনুসরণ করিবেন।

জেনারেল অলিফান্ট যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছেন। অঙ্গে বহুমূল্যের পরিচ্ছদ—টুপির উপর লাল এবং কাল রঙ্গের পালক—বক্ষে বহুমূল্য রত্নরাজি তারকাকারে সুসজ্জিত—অসিকোষও হীরকাদি খচিত। তাঁহার বয়োক্রম প্রায় চত্বারিংশৎ বৎসর কিন্তু এখনও তাঁহার কেশকলাপ সুচিক্কণ—সুকৃষ্ণ। সুন্দর মুখ, উচ্চ ললাট, প্রচুরায়ত নেত্রে অকুতোভয়তা, উদারতা এবং আত্মনির্ভরতার দেদীপ্যমান নিদর্শন পূর্ণ প্রকটিত।

তাঁহার পশ্চাতে স্যার হেনরি বিটন, স্যার জোসেফ ল্যাম্বটন এবং আরও ছয় অনুচর। ইঁহারা সকলেই স্বদেশীয়। তিনি সহাস্য মুখে, সকলকেই প্রত্যভিবাদন করিতে করিতে রাজসমক্ষে উপনীত হইলেন। নৃপতি আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করিলেন। এ প্রকার সম্মান কেবল স্বাধীন দেশের স্বাধীন নৃপতির প্রতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডের অধীশ্বর এবং অলিফান্টার শাসনকর্ত্তার মধ্যে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইল, আমরা এস্থলে সে সকল আর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করিব না। তবে অলিফান্ট নৃপতির প্রশ্নের উত্তরে কেমন করিয়া তাঁহার সৈনিক এবং সেনানীরা জলদস্যুগণকে পরাভূত করিয়াছিল—তাহাদের অর্ণবতরি সকল অধিকার করিয়া লইয়াছিল—দেলেন পর দেশ জয় করিয়া রাজ্যাধিকার বিস্তৃত করিয়া বর্ণনা করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে বিটন এবং ল্যাম্বটন রণক্ষেত্রে কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিবৃত করিয়া নৃপতির সহিত তাঁহাদিগকে পরিচিত করিয়াদিলেন। এই বর্ণনার মধ্যে তিনি একবারও কিন্তু তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের উল্লেখ করিলেন না। অবশ্য তাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী তাঁহার অনুচরবর্গের মুখে সভাসদবর্গের সমক্ষে পরে প্রকাশ পাইল।

তাহার পর প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে করিতে, স্বরাজ্যের কথা উত্থাপিত করিয়া, ডিউক অব আরগাইলের স্কটল্যাণ্ড আক্রমণ এবং পরাভব ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মন্মথের ডিউক কর্ত্তৃক ইংলণ্ড আক্রমণের সম্ভাবনার কথা বলিলেন। তাহার পর সহসা একটা বিষয় স্মরণ হওয়াতে বলিলেন,—"আরও একটা বিষয় আপনাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আর্গাইলের সহিত আরও একটী লোক বন্দী হইয়াছে—লোকটা আপনার নিতান্ত অপরিচিত নয়—গতবারে তাহার বিচারকালে, আপনি তাহার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি এবং আনুকূল্য প্রদান করিয়াছিলেন।"

অলিফান্ট। রিচার্ড রামবল্ডের কথা বলিতেছেন বোধ হয়?

নৃপতি। তাই বটে। উক্ত বিশ্বাসঘাতক আরগাইলের সৈন্য পরিচালনার ভার লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় কিন্তু পরাভূত হইয়া তাহার প্রভুর সহিত বন্দীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

অলিফান্ট। আপনিও বোধ হয় কালবিলম্ব না করিয়া এই বিশ্বাসঘাতকদের ভবিতব্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন?

নৃপতি। হাঁ আমি তাহাদের বধাজ্ঞা স্বাক্ষরিত করিয়া আমার স্বরাষ্ট্র সচিবের হস্তে অর্পণ করিয়াছি এবং তিনিও হয়ত এতক্ষণ দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূতের সাহায্যে উহা যথাস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। চলুন আমার খাস কামরায়—উভয় রাজ্যের কল্যাণার্থ রাজনৈতিক এবং বাণিজ্য ঘটিত অনেক বিষয়ের আলোচনা এবং মীমাংসার আবশ্যক হইবে।

এই বলিয়া অলিফান্টকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার খাস কামরায় উপনীত হইলেন এবং উভয়ে আসন পরিগ্রহ করিলে পর নৃপতি কহিলেন,—"আমি সরলভাবে আপনার রাজ্যকে প্রজাতন্ত্র শাসিত রাজ্য বলিয়াই গ্রহণ করিলাম এবং সেই রাজ্যের আপনি যে সভাপতি তাহাও সসম্মানে স্বীকার করিয়া লইলাম—যতদিন ইংলণ্ডে অবস্থান করিবেন, আপনার প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শনের কোনই ত্রুটী হইবে না। আমার মন্ত্রীবর্গের সহিত আপনার যে বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধির লেখাপড়া হইবে, তাহার মধ্যে কোন স্থানে আমার ঔপনিবেশিক রাজ্যের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার কথাটাও উল্লেখ করিলে ভাল হয়।

অলিফান্ট। যখন উভয় রাজ্যের মধ্যে শান্তিভঙ্গের কোনই সম্ভাবনা নাই, তখন শান্তিরক্ষণের সন্ধির কথাটা যেন কতকটা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতেছে।

নৃপতি। তাহা হইতে পারে কিন্তু চারিদিকের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এই ব্যবস্থাই সমীচিন বলিয়া বোধ হয়।

অলিফান্ট। স্মরণ রাখিবেন, আপনার উপনিবেশে যে সৈন্যদল অবস্থান করিতেছে, অলিফান্টের প্রজাতন্ত্র রাজ্য তাহার আশঙ্কা রাখে না।

নৃপতি। আমিও আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, ইংলণ্ড আপনার জন্মভূমি—সুতরাং আমি আপনার রাজভক্তির দাবী করিতে পারি। কিন্তু তাহা না করিয়া আমি আপনার শৌর্য্যবীর্য্য এবং কীর্ত্তিকলাপের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া আপনাকে নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের শাসনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। সুতরাং আপনার নিকট ন্যায়সঙ্গত কোন বিষয়ের দাবী করিলে, তাহা কি অসঙ্গত হইবে?

অলিফান্ট। মহাশয় যাহার ইঙ্গিতমাত্রে লক্ষ সৈন্য সমরাঙ্গণে সমবেত হইতে পারে—পোতাশ্রয়ে যাহার ষষ্ঠীসংখ্যক রণপোত অবস্থান করিতেছে—যাহার প্রজামণ্ডলীর নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও কর গৃহীত না হইলেও, যাহার ধনভাণ্ডার রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ—এরূপ কোন দেশের অধিপতি কাহারও নিকট অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ কিছু গ্রহণ করিতে পারেন না—স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজার মত তাহার দাবী করিতে পারেন।

পুনরায় নৃপতির মুখমণ্ডলে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইল। এরূপ শক্তিসম্পন্ন অদ্বিতীয় বীর বিরূপ হইলে, তাঁহার ঔপনিবেশিক রাজ্যের শান্তি-রক্ষা যে দুষ্কর হইবে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—"আমি ইচ্ছা করিয়া আপনার বিরক্তি উৎপাদন করি নাই। আপনি সভাপতিরূপে কত দিন উক্ত প্রজাতন্ত্র রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবেন?"

অলিফান্ট। যত দিন বাঁচিয়া থাকিব এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে অপরকেও উক্ত পদে

নিযুক্ত করিয়া যাইবার অধিকার আমার আছে।

নৃপতি। আপনার যত দিন আয়ু ততদিন এই সভাপতিত্ব! আশা করি আমার উপনিবেশের সহিত শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে স্বীকার করিয়া, আপনি আমাকে অনুগৃহীত করিয়া যাইবেন। অবশ্য ইহার প্রতিদান স্বরূপ আমি কিছুই দিতে সক্ষম হইব না, কিন্তু আমার রাজ্য মধ্যে আপনার এমন কি কেহ নাই, যাহার আমি কোনরূপ উপকার করিতে পারি? আপনার সততার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে—ইংলণ্ডের অধীশ্বর যে অকৃতজ্ঞ এবং নীচান্তঃকরণ নহেন, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য আমি সমুৎসুখ আছি।

এই বলিয়া জেমস কতকগুলি কাগজপত্র বাহির করিলেন। তাহার মধ্য হইতে একখানি হুকুমনামা বাহির করিলেন। তাহাতে সকল বিষয়ই যথারীতি লিখিত আছে—স্বরাষ্ট্রসচিবের নামও যথাস্থানে সন্নিবেশিত আছে; কেবল যে বিষয়ের উপর রাজাদেশ প্রদত্ত হইবে,সেই স্থানটী ফাঁক—নৃপতি উক্ত পত্রের নিম্নে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া, অলিফাণ্টের হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন,—"এই পত্রখানি আপনার অভিপ্রায়ানুরূপ ব্যবহার করিতে পারিবেন।"

অলিফাণ্ট কহিলেন,—"আপনার মহানুভবতা এবং আমার উপর আপনার অগাধ বিশ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। এখন হইতে আমার শাসন নীতির মূলমন্ত্র হইবে শান্তিস্থাপন। রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্খা আমার নাই—যে রাজ্য আমি অধিকার করিয়াছি, তাহারই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-বিধান এবং সর্ব্বত্র শান্তিস্থাপনই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং অতি সহজেই এবং সানন্দে আমি আপনার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলাম।"

এই বলিয়া অলিফাণ্ট পত্রখানি বস্ত্রের মধ্যে রক্ষা করিয়া, নৃপতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। নৃপতি তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধ হওয়ায় মনে মনে আনন্দিত হইলেন।

রাজপুরী হইতে বহির্গত হইয়া, অলিফাণ্ট বরাবর তাঁহার স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সার লরেন্স, তাঁহার পত্নী এবং জননী দুঃখে মুহ্যমান হইয়া বসিয়া আছেন। আর্গাইল এবং রামবল্ডের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ তিনঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বে প্রদত্ত হইলেও, ইতিমধ্যে সহরের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। রামবল্ড পত্নীর সহিত ক্রন্দন করিতেছেন—তাঁহার কন্যা, জামাতা বা ভগ্নী জানিতেন। কিন্তু তিনি যে ইহার মধ্যে স্কটলাণ্ডে উপস্থিত হইয়া আর্গাইলের সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং রাজসৈন্যের সহিত সংঘর্ষে পরাস্ত হইয়া বন্দী হইয়াছেন, এ সংবাদ তাঁহারা পূর্ব্বে প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং এক্ষণে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ সহসা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহারা বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ বর্ষ।] ২৫শে ভাদ্র, ১৩২৯ সাল। ইং ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯২২ সাল। [৫ম খণ্ড।

শিশুর স্নান।

লেখক—ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী।

শিশুকে শীতল জলে অথবা সূর্য্যপক্ক জলে স্নান করান এদেশের চির প্রথা। আজকাল অনেকে সূর্য্যপক্ক জলের পরিবর্ত্তে গরম জলে শিশুকে স্নান করিতে দেন। ইহা বড় দোষকর। গরম জলে স্নান করিতে শিশুর অভ্যাস হইলে তাঁহার শীতসহিষ্ণু শক্তি হ্রাস হইয়া যায়, কাজে কাজেই অল্প ঠাণ্ডা লাগিলে জ্বর কাশি ও সর্দ্দি হয়। জল সুপক্ক হইলে জলে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে বুঝিতে গেলে দেখা যায় যে, Chromopathic অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি ও ভিন্ন ভিন্ন রং দ্বারা যাঁহারা চিকিৎসা করেন, তাহারা সূর্য্যপক্ক জলের অশেষ গুণ বর্ণনা করেন। থালা, গামলা ইত্যাদির ন্যায় মুখ বড় পাত্র, জলপূর্ণ করিয়া তাহার উপর দূর্ব্বা ঘাস দিয়া রৌদ্রে ২।৩ ঘণ্টা রাখিয়া, সূর্য্যপক্ক জল প্রস্তুত করিতে হয়। দূর্ব্বাঘাসগুলি জলের উপরিভাগে ভাসিতে থাকে, ইহাতে জলে সূর্য্যকিরণ সবুজ বর্ণের ঘাসের উপর পতিত হইয়া, জলের উপরিভাগে ওজোন (ozone) নামক প্রাণপ্রদ বায়ু উৎপন্ন করে এবং উহা জলের সহিত দ্রবীভূত হইয়া জলকে পরিশোধিত করে। যাঁহারা বিজ্ঞানের এই সূক্ষ্মতত্ত্ব হৃদয়ে ধারণা করিতে না পারিবেন, তাঁহারা, এদেশস্থ ধোপাদিগের কাপড় ধুই বার প্রণালী মনোযোগপূর্ব্বক দেখিবেন। ধোপারা সাবান, সাজিমাটী বা ক্ষার দিয়া "ভাটি" দিবার পর কাপড় ধৌত করিলে, কাপড়ের তৈলাক্ত পদার্থ এবং বাহ্যমল বিদূরিত হইয়া যায়; কিন্তু কাপড় কখনও এই প্রক্রিয়ায় ধপ্‌ধপে সাদা হয় না; পরন্তু যখন কাপড় রৌদ্রে দূর্ব্বাঘাসের উপর বিস্তৃত করিয়া, "তপনি" করে অর্থাৎ মধ্যে জল ছিটাইয়া কাপড় ভিজাইয়া দেয়, তখন কাপড়গুলির সমস্ত দাগ উঠিয়া যায় এবং সাদা ধপ্‌ধপে হয়। এই তপনি-ক্রিয়াকে বিজ্ঞান Ozon Bleach বলে অর্থাৎ এই প্রকার ধৌতি, ওজোন নামক বাষ্পের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

যে সমস্ত বিলাতিপ্রিয় ব্যক্তি মনে করেন যে, আর্য্যঋষিগণ ওজোন বাষ্পের এই প্রকার ক্রিয়ার সংবাদ রাখিতেন না, পাশ্চাত্য কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এদেশে আসিয়া ধোপাদিগকে এইপ্রকার "তপনি" করিবার প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন Ure's Dictionery of Art and Manufacture নামক গ্রন্থের প্রথম হইতে চতুর্থ সংস্করণের Turkey Red Dyeing অধ্যায় পাঠ করেন; তাহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, এই প্রকার তপনি করিবার প্রথা ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি (East India Company) আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতে (Time immemorial)—বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। আর্য্যঋষিদিগের এই অমূল্য উপদেশ, অজ্ঞানতা বশতঃ পরিত্যাগ না করিয়া, তাহা প্রতিপালন করা প্রত্যেক গৃহস্থের কর্ত্তব্য।

শিশুর স্নানের জল তপনি করিবার সময় দুই একটী দূর্ব্বা না দিয়া কিছু অধিক পরিমাণে দূর্ব্বা দেওয়া ভাল।

সাবান ব্যবহারের দোষ।

শিশুকে স্নানের সময়—সাবান ব্যবহার করাইবার সময়—বিলাতিপ্রিয় বাবুদের একটু বিশেষ সাবধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কেননা, সাবান নরম এবং শক্ত (Soft and hard) ভেদে দুই প্রকার। নরম সাবান পটাস্ (Potash) এবং শক্ত সাবান সোডার (Soda) বোল (Lye) দিয়া প্রস্তুত হয়। এদেশের ধোপারা অতি প্রাচীন কাল হইতে কলা গাছের শুক্‌না পাট বা ছাল পোড়াইয়া, ক্ষার করিয়া, এই ক্ষারে জল ও চুণ মিশ্রিত করিয়া চোয়া (filtered) দিয়া ক্ষারের বোল

(Potash Lye) এবং সাজিমাটিতে জল ও চূণ মিশ্রিত করিয়া সাজিমাটির বোল (Soda Lye) প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই প্রকার ধোপার কাপড়কাচা বোলে হাত দিয়া পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, মনুষ্য-চর্ম্মের উপর ইহার দাহিকা শক্তি খুব প্রবল। এক্ষণে বুঝুন, ইহা অপেক্ষা অতি উগ্র দাহিকাশক্তিসম্পন্ন বোলের সহিত গবাদির চর্ব্বি, রজন ও তৈল মিশ্রিত করিয়া যথানিয়মে জ্বাল দিয়া সাবান প্রস্তুত হয়। আবার বাবুদের ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত সুগন্ধযুক্ত সাবান (Toilet Soap) প্রস্তুত হয়, তাহা গবাদির চর্ব্বি, ক্ষার "বোলের" সহিত অগ্ন্যুত্তাপে জল না দিয়া, (Cold Process) কেবল বোল, চর্ব্বি এবং গন্ধদ্রব্য পাত্রবিশেষের মধ্যে ঘুটিয়া ঘুটিয়া প্রস্তুত হয়। এক্ষণে বিলাতি প্রিয় বাবুরা ভাল করিয়া বুঝুন, এই প্রকারে প্রস্তুত সাবান, হিন্দু বা মুসলমানের যে প্রকার অস্পৃশ্য, সেই প্রকার স্বাস্থ্যেরও বিশেষ অনিষ্টকর; কেন না, এই প্রকারে প্রস্তুত সাবানে অত্যধিক পরিমাণে দাহিকাশক্তি যুক্ত "বোল" (Free Alkali) বিদ্যমান থাকে; এই প্রকারে প্রস্তুত সাবান, কি যুবক, কি শিশু, ব্যবহার করিলে, তাহাদের চর্ম্মের লাবণ্য বিনষ্ট হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সুস্থশরীরে প্রত্যেক মনুষ্যের চর্ম্ম হইতে এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ নিঃসৃত হইয়া চর্ম্মের উপরিভাগে বিরাজিত থাকে; এই তৈল-পদার্থের বিশেষ ক্রিয়া—সংক্রামকরোধক শীতল ও উষ্ণ নিবারক। যে সাবানে অপরিবর্ত্তিত বোল (Free Alkali) বর্ত্তমান থাকে, তাহা ব্যবহার করিলে এই তৈলবৎ পদার্থ বিদূরিত ও শরীর খস্‌খসে হইয়া যায়; সুতরাং এই প্রকার দূষিত সাবান ব্যবহারে শ্রীভগবানের জীবরক্ষণ কার্য্য (Safeguard Process) নষ্ট করিয়া অনেক প্রকার রোগ জন্মাইয়া দেয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা মনে রাখিবেন যে, এদেশস্থ অধিকাংশ ডাক্তার বাবু অজ্ঞানতাবশতঃ রোগীর বাটীতে যে কোন প্রকার সাবান পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা Soap Anima অর্থাৎ সাবান জলে পিচকারী দিয়া থাকেন; ইহা বড় দোষাবহ, কেননা এই সমস্ত সাবানের সঙ্গে Free Caustic Alkali "বোল" বর্ত্তমান থাকে। এই বোল উদরস্থ হইলে শ্রাবণ (Secretion) ক্রিয়ার অনেক হ্রাস করিয়া দেয়; সুতরাং শিশুকে এই প্রকার সাবান-জলে পিচকারী দিবে না।

সাবানের গুণ।

বিজ্ঞানসম্মত বিশুদ্ধ সাবানে উপরোক্ত কোন দোষ নাই; এই সাবানকে Neutral Soap বা বোল-বিমুক্ত সাবান বলে; অর্থাৎ বিশুদ্ধ সাবানে অপরিবর্ত্তিত তৈল এবং চর্ব্বি বর্ত্তমান থাকে না। এই প্রকারে সাবান প্রস্তুত করিতে অনেক ব্যয় পড়ে। ইংলণ্ডের প্রস্তুত ক্যাষ্টাইল সোপ (Castile Soap) এবং ফরাসি দেশের মার্‌সেলিল (Marcellis) নামক সাবান অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত। কলিকাতার বড় বড় ডাক্তারখানায় ইহা পাওয়া যায়। ইহাতে কোন প্রকারের গন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত থাকে না। আর অধিক মূল্যের বিলাতী গায়ে মাখিবার সাবানের (Toilet) মধ্যে কোন প্রকার সাবান বিশুদ্ধ, তাহা রাসায়নিক পরীক্ষা ব্যতীত সহজে বুঝা যায় না। তবে সাধারণ পাঠকগণ আপনারা এই প্রকারে সাবানের পরীক্ষা করিবেন,—সাবানের জল দিয়া হাতে ঘর্ষণ করিয়া, যখন ফেনা উঠিবে, তখন ফেনা নিজের কপাল ও মুখের চর্ম্মের উপরিভাগে ভাল করিয়া লাগাইয়া দিবেন; পরে সামান শুকাইয়া গেলে মুখ ও চক্ষের পাতায় ক্ষার বা বোল লাগ ইলে যে প্রকার রুক্ষভাব হয়, এই প্রকার কোন ভাব না হইয়া, তাহার বিপরীত যদি তৈল-মর্দ্দনের ন্যায় স্নিগ্ধভাব হয়, তখন বুঝিবে, এই শ্রেণীর সাবান ভাল এবং ব্যবহারের উপযোগী। এই প্রকার সাবান ব্যবহার করিলে আমাদের শরীর স্নিগ্ধ হয় এবং শরীরের লাবণ্য নষ্ট হয় না।

(কাজের লোক)

পেঁপিয়ার চাস।

বাঙ্গালাদেশে কেবল পেঁপের বীজ গুলি অযত্নেই ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, দৈবগতিকে যদি চারা বাহির হয়, বাড়ীর মহিলাগণ সেইটীকে যত্ন করিয়া যদি গাছ তৈয়ারী করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে কিছু কিছু ফল হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে প্রচুর জমী জায়গা বাড়ীর চতুর্দ্দিকে অনর্থক পড়িয়া থাকে, তাহাতে পেঁপে ও আতার চাস করিলে প্রচুর ফল উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু এই পাড়াগাঁয়ে কুঁড়ের বাদসা সকল কেবল তাস কুটের শ্রাদ্ধ করে, আর পরনিন্দা পরচর্চ্চায় দিন কাটায়। কোন ভাল জিনিস ইহারা চক্ষেও দেখিতে পায় না, খাইতেও পায় না—এমনি এদেশের দুর্দ্দশা। আর দীনতার কথা আর কি বলিব, কাহারও একবেলা জোটে, কাহারও জোটে না, আহারের ভাল সংস্থান নাই, এক খানা ভাল ঘর নাই, ছেলে পুলের পরিবারবর্গের শীতাতপ হইতে দেহ রক্ষার একটু ভাল বস্ত্র নাই, অথচ শ্রমকাতর, নির্জীব, চেষ্টা চরিত্র বিহীন, অশিক্ষিত পল্লীবাসীর কোন দৃকপাতও নাই। এই পেঁপে ও আতার চাস যাহারা হুগলী ও চব্বিশপরগণা জেলায় এবং পশ্চিমাঞ্চলে করে, তাহারা বলে যে ধান চাষে যে পরিমাণ পরিশ্রম ও ব্যয় হয়, এ সকল ফল চাষে তাহার সিকিও মেহনৎ এবং ব্যয় হয় না, অথচ আজ কালকের বাজারে পেঁপে, আতা, আনারস, শসা, পেয়ারার যেরূপ দাম, তাতে

মাঠের ধান চাস অপেক্ষাও তাহারা এই সকল ফলের চাসকে লাভ জনক মনে করে। একটা বড় রকমের পেঁপে কলিকাতা সহরে ।/০ ।৶০ পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়, আনারস ১টা সময় সময় ৷৹০ ১৲ পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়, শসা দুই পয়সার একটা, পেয়ারা ৵০ জোড়া বিক্রয় হয়। এমন আর কত দেখাইব।

পেঁপের চাস করিতে হইলে যে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হইবে, সেই জমিকে কোদাল দ্বারা কোপাইয়া মাটী ভাঙ্গিয়া বেশ চুর করিতে হয়। তাহার পর পাতলা করিয়া ইহার বীজ বপন করিতে হয়, বীজের উপর খুব পুরু মাটী দিয়া বীজ চাপা দিবার আবশ্যক নাই, উপরে সামান্য মাটী দিয়া চাপা দিয়া তারপর তাহাতে সামান্য সামান্য জল ছিটাইয়া দিতে হয়। তাহার পর ইহার চারা যখন ৪।৫ অঙ্গুলী বড় হয়, তখন খুব সাবধানে গোঁড়ার যথেষ্ট মাটী সমেত এমন ভাবে চারা তুলিতে হয়, যেন চারার গায়ে সামান্য আঘাত না লাগে বা শীকড় না কাটিয়া যায়। যেস্থানে ঐ চারা রোপণ করিতে হইবে তাহা খুব গভীর গর্ত্ত না করিয়া সামান্য গর্ত্ত করিয়া চারা পুতিতে হয়, পরে জল সিঞ্চন করিতে হয়, গাছ বাড়ীতে থাকে। এই সময় গাছের গোঁড়া আগাছা গুলি নিড়াইয়া দিতে হয়। পেঁপে গাছের গোঁড়ায় জল বসিলেই গাছ মরিয়া যায়, সুতরাং গোঁড়ায় মাটী দিয়া এমন উচু করিয়া দিতে হয়, যেন গোড়ায় জল জমিতে না পারে। পেঁপে গাছ দুই প্রকারের। স্ত্রী ও পুরুষ জাতি। এই পুরুষ জাতির গাছে কেবল ফুল হয়, ফল হয় না। ইহাদিগকে নষ্ট করিয়া দিতে হয়। পেঁপে গাছে প্রচুর জল দেওয়ার আবশ্যকও আছে। পেঁপের চাসে এই সামান্য কাজ, গাছ বড় হইয়া যাইলে ইহার দিকে আর বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলেও গাছ অনেক দিন থাকে এবং ফল প্রদান করিতে থাকে। পেঁপে গাছে একেবারে অনেক ফল ধরে। পেঁপে কাঁচা পাকা দুই-ই বিক্রি হইয়া থাকে, সুতরাং লাভ হিসাবেও পেঁপের চাস অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু এদেশ কুঁড়ের বাদসার দেশ—এই সামান্য পরিশ্রমের কাজও না করিয়া উদাসীন ভাবে জীবিত থাকে মাত্র। এদেশের উন্নতি সুদুর পরাহত নহে কি?

বাড়ীর আসে পাশে পড়াজমীগুলিতে চারিধারে কার্পাসের গাছ লাগাইয়া দাও মধ্যে পেঁপে, আনারস, আতা প্রভৃতি লাগাও —বিক্রয় হইয়াও দুপয়সা হইবে, অথচ খাইয়াও বাঁচিবে ও প্রচুর তুলা জন্মিবে।

(কাজের লোক)

ভারতীয় চিনির কাজ।

ইণ্ডিয়ান ইনড্াষ্ট্রিয়াল কনফারেন্সে মিঃ মোক্তার সিং (মিরট) কেমন করিয়া ভারতীয় চিনির অবস্থার উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মিঃ মোক্তার সিংএর মতে যে সকল ইক্ষুর ছাল পাতলা এবং কোমল সেই ইক্ষুর রস হইতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট চিনি। এই শ্রেণীর ইক্ষু পেষণ করিয়া সহজে সমস্ত রস বাহির করিতে পারা যায় এবং পেষণও সহজ সাধ্য। ইক্ষুর বীজ ও ডগা দুই হইতেই চাস হয়। বীজ ও ডগা যে সকল ইক্ষু বেশ সতেজ এবং তোগাল, সেইরূপ গাছ হইতেই রাখিলে পর বৎসর উৎকৃষ্ট ইক্ষু জন্মে এবং তাহাদের রসও উৎকৃষ্ট হইবে ইহাই স্বাভাবিক।

ইক্ষুর জমীতে সার বাছাই করার জন্য একটু বিবেচনার আবশ্যক। এদেশে খোল, ছাই, প্রভৃতি নানাপ্রকারের সার দেওয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সার, Green Manure, নীলগাছ, ধৈঞ্চাগাছ, মটরের গাছ গাঁজা গাছ এইগুলি গ্রীন ম্যানিওর নামে পরিচিত। জমীতে চাস দিয়া ইহাদের বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়, যখন গাছ একটু বড় হয় অথচ ফুল ও ফল না ধরে, সেই সময় পুনরায় লাঙ্গল দিয়া গাছগুলি মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া জল সেচন করিয়া দিতে হয়। তখন সেই গাছগুলি মাটীর সঙ্গে মিশিয়া পচিয়া উৎকৃষ্ট সার হইয়া উঠে। এইরূপ প্রস্তুত ক্ষেত্রে ইক্ষুর ভাল চাস হইবে। ইহাতে ইক্ষুগাছের পরিপোষণের সমস্ত উপাদান থাকে। ইক্ষু ক্ষেত্রের পাট করা একটা বড় কাজ, সমস্ত জমীকে কর্ষণ করিয়া মই দিয়া মাটী প্রস্তুত করার নাম পাট করা।

ইক্ষু পিড়নের সময় ইক্ষু কাটিয়াই যত শীঘ্র সম্ভব ইহার রস বাহির করিয়া লইতে হয়, নচেৎ ইক্ষুর রসে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, তাহাতে ভাল চিনি উৎপন্ন হয় না।

(কাজের লোক)

বিনা বিজ্ঞাপনে কোন ব্যবসায় চলে কি না।

কোন ব্যবসায়ে পসার হইলেও তাহার আর বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত কি না, আজ আমরা ইহার একটী দৃষ্টান্ত দেখাইব।

বর্মিংহাম গেজেটে এই বিষয়ের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

লণ্ডনের একটী বৃহৎ কারখানাতে খুব উৎকৃষ্ট চাটনী এবং মোরব্বা প্রস্তুত হইত। বিলাত এবং আমেরিকার কারবারের নিয়ম, সেখানে কারবারে যতটাকা ন্যস্ত করা হয়, তাহার কতক অংশ বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই ফারমেরও বার্ষিক ৫০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫৲ টাকা পাউণ্ড ধরিলেও ৭৫০০০ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। বহুবর্ষ ধরিয়া এইরূপ একটা বড় রকমের টাকা ব্যয় হইয়া আসিয়াছিল, এবং এমন পসার হইয়াছিল যে, ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় ইহাদের চাটনী ও মোরব্বা ক্রয় করিত না এমন কোন গৃহস্থ বাড়ীই ছিল না। যাহা হউক, ইহাদের একবার মনে ধারণা হইল যে, এত পসার হইয়াছে, এখন আর বিজ্ঞাপন দিয়া আবশ্যক নাই, নামের গুণে এমনিই যথেষ্ট কাজ হইবে।

প্রথম বর্ষ গেল, হিসাব হইল। ইহারা দেখিলেন "বিক্রয় কমিয়াছে।" বিজ্ঞাপন বন্ধ হইতেই চারিদিকে কানা ঘুসা চলিতে লাগিল যে, ফারমের অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ হইয়াছে—অংশীদারগণ টাকা উঠাইয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। চারিদিকে ফারম ফেল হইবে এই আশঙ্কায় কেনা বেচার ভয়ানক গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। শেষে এমন শোচনীয় অবস্থা হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল যে, ফারমের নাম প্রায় লুকাইয়া যায়। ফারমের কর্ত্তারা বাজারে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন;—বুঝিলেন,বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতেই এই অনর্থ ঘটিয়াছে। তাঁহারা সেই বৎসরেই ৭৫০০০ টাকার দ্বিগুণ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করিয়া দিয়া প্রায় ১০ বৎসরে পূর্ব্ব প্রতিপত্তি ফিরিয়া পাইলেন। প্রচার কমিলেই যে পসার কমে, ইহার সন্দেহ নাই। আমরাও জানি, আমাদের কলিকাতার কয়েকটী ফারমও বিজ্ঞাপন কমাইয়া নগণ্যের মধ্যে পড়িতেছেন। এদেশের এখনও ব্যবসায় বুঝিতে বাস্তবিক বিলম্ব আছে।

(কাজের লোক)

ব্যবসায়ীর কথা।

বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য—কেমন করিয়া চালাকী করিয়া খরিদ্দারকে জিনিষ বেচিতে হইবে। কিন্তু পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ, যাঁহারা অধুনা ব্যবসাদার জাতি বলিয়া সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন, তাঁহারা বলেন, ক্রেতাকে স্বেচ্ছায় জিনিষ কিনিতে প্রবৃত্তি দেওয়ার যে উপায়, তাহাই প্রকৃত দোকানদারী।

তাঁহাদের কথার দোকানদারী কেমন? "The most important thing is to get Customer to want the goods" অর্থাৎ চালাকী বা বাচালতার কোন দরকার নাই; ক্রেতা আপনিই জিনিস খুঁজিয়া ক্রয় করিবে; তাহারই যাহা উপায়, তাহাই দোকানদারী এবং ইহারই নাম Art of salesmanship ইহা একটা আর্ট অর্থাৎ বিদ্যা, ইহা শিখিবার যোগ্য বিষয়—ইহা অধ্যয়নের বিষয়। ইহা জনসমাজে বলিবার কহিবার কথা। এদেশের দোকানদারীর মূলে চালাকী সুতরাং ইহা আর্ট অর্থাৎ বিদ্যা নয়, ইহা প্রতারণা মূলক; তাই জনসমাজে বলিবার কহিবার যো নাই। পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ সেই জন্য অবিলম্বে উন্নতি করিয়া ধনকুবের হইতে পারেন; কিন্তু এদেশের ব্যবসায়ী তাই অতি কদাচিত ঘরের পুঁজী ঘরে ঢুকাইতে পারেন—লাভ ত দূরের কথা।

প্রকৃতির কেমন একটা স্বাভাবিক নিয়ম, অন্যায় অন্যায়কে আকর্ষণ করে। যেখানে একটী অন্যায় হইয়াছে, সেখানে শত শত অন্যায় অকর্ম্ম আসিয়া জুটিতেই হইবে,—ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। সেই নিয়মের জন্যই বাঙ্গালার ক্রেতাও সঙ্গদোষে অসৎ; তাহারাও চালাকী করিয়া দোকানদারকে ঠকাইতে পাইলে ছাড়ে না। সুতরাং ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই কলুষিত হইতেছে, একথা অস্বীকারের উপায় কৈ? প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে সৎপথ অবলম্বন করিতে হইবে; ক্রেতাকে সৎ করিতে হইবে,তবে ব্যবসায়ের সুখ হইবে, ব্যবসায় স্থায়ী হইবে; তবে ব্যবসায়ের স্বার্থকতা হইবে।

লোক চরিত্র, লোকের রুচি-অরুচি, এই গুলিতে বহুদর্শিতা লাভ করা দোকানদারী শিক্ষার প্রধান উপকরণ এবং প্রথম পাঠ। প্রত্যেক দোকানদারকে প্রকৃত "ভদ্রলোক" হইতে হইবে,তবে খরিদ্দার ধরিতে পারিবে। যাহার সেগুণ নাই, তাহাকে দোকানের সম্মুখে রাখিলে, তাহা খরিদ্দার ধরিবার জন্য রাখা হয় না, খরিদ্দার তাড়াইবার জন্য রাখা হয়। এমন দোকানদার বাঙ্গালীর কোন দোকানে আছে বলুন?

প্রত্যেক স্বত্বাধিকারীর এই বিক্রয়-বিভাগে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা উচিত। প্রত্যেক Business manager এর এইরূপ দোখতে শিক্ষা করা উচিত। বাঙ্গালীর কারবারের ম্যানেজার দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা দায়, ইহারা কার্য্যস্থলে আসিবেন—ইচ্ছামত সময়ে। দ্বিতীয়তঃ ম্যানেজারী কাজ পাইয়াছেন, সুতরাং বড় গম্ভীরই তাঁহাকে হইতে হইবে;—তাঁহার ধারণা। লোকের সঙ্গে মিশিলে তাঁহার মান যায়। লোকের সঙ্গে এক প্রকার না মেশাই বাঙ্গালী ম্যানেজার একটা সনাতন ধর্ম্ম বিবেচনা করেন। তাঁহার বিশ্বাস,সহী করিবার জন্য তাঁহার আফিসে উপস্থিত থাকা। চোকে বেশ সোণার চসমা দিয়া সিল্কের রুমালে গায়ের জামা ঝাড়িবেন, অতি সন্তর্পণে—পাছে আঙ্গুলে কালী লাগে; এমন ভাবে কলম ধরিয়া সহী করিবেন—গোঁফ জোড়াটী কসমেটিক দিয়া, ঠিক শিকারী বিড়ালের মত, সাহেবদের বড় বড় কারবারের ম্যানেজারদের অনুকরণে—গোঁফকে উর্দ্ধমুখ করিয়া দিয়া বা ডগা কামাইয়া এমন গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিবেন যে, ক্রেতার সাহসও কুলাইবে না,তাঁহার কাছ দিয়াও ঘেঁসিতে পারে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন,—"ম্যানেজার মহাশয়! অমুক জিনিসের কোন সংবাদ জানেন কি?—তৎক্ষণাৎ অবিচলিত ভাবে উত্তর—তা'ত বলিতে পারি না। আমার লোক জন আসুক—জানিয়া বলিতে পারি।"—

ইহাঁদের বিশ্বাস যিনি বেচিতেছেন, তাঁহার নিকট চেয়ার ছাড়িয়া যাওয়াটা ম্যানেজারী পদের বিশেষ অন্তরায়। তাই তিনি প্রত্যেক বিক্রেতাকে, প্রত্যেক বেয়ারাকে পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই নিজের কক্ষে ডাকিয়া ডাকিয়া, সমস্ত কাজ নষ্ট করিয়া ফেলিবেন, তথাপি,তাহাকে ভয়ানক ব্যস্ত দেখিলেও, তাহার নিকট যাইয়া কথাটার মীমাংসা করিয়া আসিবেন না,—পাছে তাঁহার ম্যানেজারী পদের গৌরব নষ্ট হয়।

প্রকৃত পাকা Salesmanই বিলাতী কারবারের ম্যানেজার হয়,—তিনি প্রত্যেক ক্ষুদ্র বিষয় হইতে প্রত্যেক বড় বিষয়ের তথ্য জ্ঞাত থাকেন। তাহার মস্তিষ্কটী যেন একটা ড্রয়ারের

পিজেন-হোলের মত, প্রত্যেক বিষয়টী যেন সেই খোপগুলিতে পূর্ণ করা আছে। কোন কথা উঠিলেই ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ তাহার সদুত্তর দিতে পারেন। প্রত্যেক বিক্রেতা বা সেলস্‌ম্যানকে তিনি পরিচালিত করিতে জানেন এবং প্রত্যেক জিনিবের গুণাগুণ ও ক্রেতার চরিত্র পাঠে তাঁহার এত অভিজ্ঞতা আছে যে, তিনি উপস্থিত হইলেই যেন প্রত্যেক ক্রেতা সন্তুষ্ট হইয়া যায়।

(কাজের লোক)

বিবিধ।

(সংগ্রহ)

যে বস্ত্রে রং লাগিয়াছে, তাহা হইতে রং উঠাইতে হইলে একটা পরিষ্কার বস্ত্রে ইথার লাগাইয়া তদ্দ্বারা যেখানে রং লাগিয়াছে, তাহাতে একটু ঘষিলেই উঠিয়া যাইবে। বেঞ্জল দিয়াও ঐ কার্য্য হয়।

যে ঘরের দেওয়াল ভিজা বা স্যাঁতসেতে, তাহাতে নিম্নলিখিত জিনিষ মাখাইয়া দিলে তিন চার দিনে শুকাইয়া যাইবে। উহার মধ্য দিয়া আর জল যাইতে পারে না। ইষ্টকের গুঁড়া ৯৩ ভাগ এবং লিথার্জ ৭ ভাগ, মিশাইয়া তাহার সহিত তিসির তৈল এমন ভাবে মিশাইতে হইবে যে বেশী পাতলা না হয় অথচ তুলি দিয়া লাগান যাইতে পারে।

মুখের ছুলি, মেচেতা প্রভৃতির দাগ লেবুর রসে একেবারে উঠিয়া যায়। লেবুর রস না পাইলে দুই আউন্স গোলাপ জলের সহিত Liq. potassae এক ড্রাম মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। রৌদ্রে চামড়া কাল হইলে উহা পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে গেলে Pot. carbonate sol. প্রয়োগে উপকার হয়। মুখ ফর্সা করিতে হইলে Bichloride of mercury sol. প্রয়োগে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফল লাভ করা যায়। ইহা বিষ, সেজন্য সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিতে হয়।

কপিং পেপার তৈয়ারী করিতে হইলে লাবান (soft soap) লইয়া তাহার সহিত যে কোন রং যথা ভূষা, নীল বা লাল রং ভাল করিয়া মিশাইয়া লইয়া তুলিদ্বারা কোন শক্ত, অথচ পাতলা কাগজে লাগাইয়া দিতে হইবে। তৈল প্রয়োগে প্রস্তুত কপিইং কাগজ অপেক্ষা এই উপায়ে উৎকৃষ্ট জিনিষ হয়।

মোটরের পুরাতন টায়ার লইয়া পুরাতন জুতার তলার মাপে কাটিয়া বসাইয়া লইলে জুতা বহুদিন টিঁকে এবং টায়ার ক্ষয় হইলে আর একটি লাগাইয়া লওয়া যায়।

(কাজের লোক)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

তাঁহাদের এ প্রকার বিষণ্ণতার কারণ উপলব্ধি করিতে অলিফান্টের বিলম্ব হইল না। একেবারে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে পাছে তাঁহারা, বিশেষতঃ রমণীদ্বয় আনন্দের আতিশয্যবশতঃ উন্মত্ত হইয়া উঠেন এই আশঙ্কায় প্রথমতঃ তাঁহাদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিলেন, তাহার পর বলিলেন, যাঁহার জীবন তাঁহাদের অতি প্রিয়তম, তাহা রক্ষা করিবার সামর্থ্য তাঁহার আছে। সেই কথা শ্রবণ করিয়া তিন জনেই গদগদলোচনে ভক্তিভারাবনত মনে তাঁহার চরণে পতিত হইয়া, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে উদ্যত হইলেন। অলিফান্ট তাঁহাদিগকে গাত্রোত্থান করিয়া, শান্ত সংযত হইতে অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু আর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই। অলিফান্ট স্কটলণ্ড যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বপ্রযত্নে এ বিষয় গোপন রাখিবার আদেশ করিলেন। কারণ এ সংবাদ নৃপতির কর্ণগোচর হইলে, তিনি কূট নীতির বিস্তার করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে পারেন। সহসা তাঁহার অন্তর্দ্ধান লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিবে ভাবিয়া, তিনি পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন, লোকের নিকট প্রচার করিয়া ছিলেন। লরেন্স তাঁহার সহিত যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, অলিফান্ট নিষেধ করিয়া কহিলেন, সহসা একযোগে তাঁহাদের উভয়েরই তিরোধানে লোকে সন্দেহ করিবে। কাজেই লরেন্স নিরস্ত হইলেন।

অলিফান্ট যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সার হেনরি বিটনকে আহ্বান করিয়া গোপনে কহিলেন,—"ডাচেস অব পোর্টস মাউথ এক্ষণে জেমস্ স্কোয়ারে কোন অট্টালিকায় অবস্থান করিতেছেন, তুমি তাঁহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া বলিবে ফাদার পিয়ারীর মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু তাহার মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে সার হেক্টার গ্রেহাম নামক কোন লোক, ছদ্মবেশ ধরিয়া এবং ছদ্মবেশে পরিচয় দিয়া, ফাদার পিয়ারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ডাচেসকে বলিও এ সংবাদ আমার কর্ণগোচর হইলে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরওয়ানা বাহির করিয়াছিলাম। কিন্তু ধূর্ত্ত তাহার পূর্ব্বেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল এবং যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস সে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তাঁহাকে আরও বলিও, আমার প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে, গ্রেহাম যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে, কৌশলে তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে বলিবে—আমি ফিরিয়া আসিয়া তাহার সম্বন্ধে যথা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিব। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলিলেই, ডাচেস আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে পারিবেন।"

বিটন তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করিতে প্রস্থান করিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে ধরণী সমাচ্ছন্ন হইলে, অলিফান্ট সার জোসেফ

ক্যাম্বটন এবং একজন মাত্র পরিচারক সঙ্গে লইয়া, অশ্বারোহণে স্কটল্যাণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

একবিংশাধিকশততম পরিচ্ছেদ।
লুয়ির গুপ্তকথা।

জেনারেল অলিফাণ্টের স্কটলাণ্ড যাত্রার পর দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় ডাচেস অব পোর্টস্‌মাউথ তাঁহার সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিতেছেন। তাঁহার পরিধানে শোকবসন—নৃপতির রক্ষিতারূপে অবস্থান করিলেও, তাঁহার মৃত্যুর পর ছলনাময়ী, বৈধব্যের বেশ ধরিয়া ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন।

সার হেনরি বিটন যে সংবাদ দিয়া গিয়াছেন, তাহারই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। এই ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ে অনুষ্ঠিত পাপের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। এ স্মৃতি তাঁহার পক্ষে বড় আরামদায়িনী নহে। তাহার পরই সার হেক্টর গ্রেহামের কথা মনে পড়িল—তিনি এখন তাঁহার নির্য্যাতনকারীরূপে দণ্ডায়মান। জেনারেল অলিফাণ্ট তাঁহার কবল হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার আশ্বাস দিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতি কালে সেই নিগ্রহকারী আসিয়া উপস্থিত হইলে, কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? এই চিন্তা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল।

লুয়ি আপন মনে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় একজন পরিচারক আসিয়া সংবাদ দিল, একটী লোক কোন বিশেষ কার্য্যবশতঃ তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিতেছে। সে তাহার নাম বলিতে চাহে না। তাহা না বলুক—সে যে তাঁহার নিগ্রহকারী সার হেক্টর গ্রেহাম, বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতেও সাহস হইল না—তাঁহাকে সেই কক্ষে লইয়া আসিতে ভৃত্যের প্রতি আদেশ করিলেন।

এই দুই বৎসরের মধ্যে সার হেক্টরের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। অনাহার, অনিদ্রা, পথশ্রম, দুশ্চিন্তা এবং দীনতার তাড়নায় তাঁহার দেহের সে লাবণ্য আর নাই। শরীর শীর্ণ, স্বাস্থ্য ভগ্ন, চক্ষু কোটরগত এবং সর্ব্বাবয়বে দরিদ্রের মলিনতা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। তাঁহার এই প্রকার হীন, মলিন বেশ দেখিয়া লুয়ি ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। সার হেক্টর তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন,—"হয় আপনি আমায় চিনিতে পারেন নাই অথবা আমার রুগ্ন শীর্ণ মলিন বেশ দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছেন?"

লুয়ি। আমি আপনাকে চিনিয়াছি—আপনি সার হেক্টর গ্রেহাম! এখন বলুন, আমার নিকট কি আবশ্যক?

গ্রেহাম। কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি।

এই বলিয়া সার হেক্টর তাঁহার নিকট একখানা আসনে বসিয়া পড়িলেন। অলিফাণ্টের উপদেশ স্মরণ করিয়া লুয়ি কোন প্রতিবাদ করিলেন না।

গ্রেহাম বলিলেন,—"প্রায় দুই বৎসর হইল, আমি জেল হইতে খালাস পাইয়াছি। কোন অর্থশালিনী রমণী বন্ধুর বদান্যতায় আমি অর্থদণ্ডের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করি। তাহার পর তাঁহারই অর্থ সাহায্যে পুষ্ট হইয়া কোন লোকের অনুসন্ধানে বহির্গত হই, লোকটী আমার বিশেষ পরিচিত—ফাদার পিয়ারী।"

এই বলিয়া তিনি লুয়ির বদনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। লুয়ি কিন্তু নীরব। গ্রেহাম পুনরায় আরম্ভ করিলেন,—"ফ্রান্স হইতে পলায়ন করিবার সময় ফাদার পিয়ারীকে সঙ্গে করিয়া আমি ইংলণ্ডে আনিয়াছিলাম। পান্থাবাসে অবস্থানকালে জেনারেল অলিফাণ্ট তাহাকে আমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যায়। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াই আমি তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। কয়েক দিন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিবার পর জানিতে পারিলাম, অলিফাণ্ট তাহাকে আমেরিকায় চালান দিয়াছে। আমিও আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম কিন্তু কূলের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র আমাদের জাহাজ জলমগ্ন হইল। আমি বহুকষ্টে রক্ষা পাইলাম বটে কিন্তু একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলাম। অবর্ণনীয় যন্ত্রণা এবং কষ্ট সহিবার পর অলিফাণ্টের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া ফাদার পিয়ারীর সন্ধান পাইলাম। কিন্তু দেখিলাম তাহার নিকট উপস্থিত হওয়া দুর্ঘট। এই সময়ে আর এক ঘটনা ঘটিল, অলিফাণ্ট কর্ম্মত্যাগ করিয়া, কোথায় প্রস্থান করিল—অবশ্য ফাদার পিয়ারীকেও সঙ্গে লইতে বিস্মৃত হইল না।"

পুনরায় গ্রেহাম রমণীর মুখের দিকে চাহিলেন। পুনরায় তাঁহাকে নীরব দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এই সময়ে আমার স্বাস্থ্য এত দূর ভগ্ন এবং এত দূর দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, কয়েকটী লোক কৃপাপরবশ হইয়া সাহায্য না করিলে, সেই স্থানেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতাম। আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলাম। মেক্সিকো হইতে জনরবে নানা সংবাদ আসিতে লাগিল। শুনিতে পাইলাম মেক্সিকো সৈন্য বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছে—তাহাদের সেনানায়কের নাম অবগত হইতে না পারিলেও, জানিতে পারিলাম কোন ইংলণ্ডবাসীই না কি সেই বিজয়ী-বাহিনীর পরিচালক। অলিফাণ্টকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিলেও ঐ সেনানায়কই যে, অলিফাণ্ট তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। কারণ এরূপ শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ একমাত্র তাহাতেই সম্ভব। আমি মেক্সিকো যাত্রা করিলাম। আমার অনুমানই সত্য হইল। ফাদার পিয়ারীর সন্ধান পাইলাম। এখানে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আর পূর্ব্বের মত

সতর্কতাবলম্বন করা হয় নাই। ফাদার পিয়ারী আমায় দেখিয়া আনন্দিত হইল। অলিফান্টের উপর সে বিরক্ত হইয়াছিল—এভাবে জীবন যাত্রা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। সে মনে মনে পলায়ন করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কল্পনা করিতেছিল। আমি তাহাকে তাহার পলায়নে সহায়তা করিব প্রতিশ্রুত হইলাম। ফ্রান্সে অবস্থান কালে যে ঘটনার কিয়দংশ মাত্র সে আমার নিকট বিবৃত করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার অবশিষ্টাংশ প্রকাশ করিল।"

পুনরায় গ্রেহাম লুম্বির মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি সংস্থাপিত করিলেন। লুম্বির মুখাকৃতি সহসা মলিন হইয়া উঠিলেও, তিনি পূর্ব্বেরই ন্যায় নীরবে বসিয়া রহিলেন।

গ্রেহাম। "আমি তাহাকে ইংলণ্ডে লইয়া আসিবার জন্য গোপনে উদ্যোগ আয়োজন করিতেছি, এমন সময়ে ফাদার পিয়ারী সহসা পক্ষাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। কাজেই আমি একাকী জাহাজে উঠিলাম। পথে আসিতে আমার নিকট যে সামান্য অর্থ ছিল নিঃশেষিত হইল। ব্রিষ্টলে যখন অবতরণ করিলাম, আমি কপর্দ্দকশূন্য। এই সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছি। লণ্ডনে আসিয়াই সর্ব্বপ্রথমে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।

লুম্বি। কেন? কি জন্য?

গ্রেহাম। আমি যে গুপ্ত কথার সন্ধান পাইয়াছি—তাহা বড়ই মূল্যবান। আপনার এখানে বিক্রয় করিতে আসিয়াছি।

লুম্বি। আপনি কি আমায় উৎপীড়িত করিতে আসিয়াছেন?

গ্রেহাম। আপনার সম্ভ্রম, সচ্চরিত্রতা এবং সুযশ সম্পূর্ণভাবে আমার করগত। যদি বিশ্বাস না হয় শুনুন,—১৮৬৪ সালের শেষাংশে এক সময়ে আপনি ব্রিটানির কোন মঠে কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর এক সুন্দর ইংরাজ যুবক জলমগ্ন জাহাজ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া, আপনার পিতার ভবনে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। সেই যুবকের সহিত আপনার অবৈধ প্রণয় সঞ্চার হয়—ফলে আপনি গর্ভ—

লুম্বি। সার হেক্টর গ্রেহাম! এ কি ঘৃণিত প্রসঙ্গ!

গ্রেহাম। আপনি অর্থবতী। বিংশ সহস্র মুদ্রা আমার মুখবন্ধের মূল্য।

লুম্বি। চিন্তা করিতে আমার অবসর দিন—দিন কয়েক পরে আপনার কথার উত্তর দিব।

গ্রেহাম। এক দিনও নয়—এক ঘণ্টাও নয়। কল্যই যদি আপনি ফ্রান্সে পলায়ন করেন, আপনি জানেন, আমি আপনার কিছুই করিতে পারিব না। আপনারই কৃপায় একবার আমি বাসিলে আবদ্ধ হইয়াছিলাম।

লুম্বি। কিন্তু আপনি যে বিস্তর টাকার দাবী করিতেছেন।

গ্রেহাম। যাহার জন্য দাবী করিতেছি সেও যে অতি ভয়ঙ্কর কথা। শুনুন, সকল কথা বলি, নহিলে আপনার বিশ্বাস হইবে না।

লুম্বি। আপনি অনর্থক আমার দুর্নাম রটনা করিতেছেন—কেহই আপনার কথায় বিশ্বাস করিবে না।

গ্রেহাম। স্বপ্নেও ও আশাকে হৃদয়ে স্থান দিবেন না। তাহার পর শুনুন, আপনি যখন মঠে বাস করিতেছিলেন, তখন গর্ভবতী। শীতকালের এক রাত্রে, চন্দ্রদেব যখন গগনতলে বিরাজিত হইয়া কৌমুদীজালে ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিতেছিলেন, কোনরূপে মঠ হইতে গোপনে বাহির হইয়া, আপনার পিতার ভবনে উপস্থিত হন এবং প্রণয়ীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। আপনি সাশ্রুনয়নে সেই যুবককে আপনার সহিত পলায়ন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। যুবক তখন রিক্তহস্ত, কাজেই আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। তিনি বরং আপনার পিতার পদতলে পতিত হইয়া, তাঁহার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার মার্জ্জনা অর্জ্জনপূর্ব্বক, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এই বিপজ্জনক কলঙ্কের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের পরামর্শ দিয়াছিলেন। জীবনে হতাশ হইয়া, আত্মবিনাশের জন্য আপনি হলাহল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই বিষ আপনার সঙ্গেই ছিল। আপনি প্রণয়ীর কক্ষ ত্যাগ করিয়া, নিদ্রিত পিতার শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক, সেই প্রাণঘাতী কালকূট সুষুপ্ত পিতার ওষ্ঠাধরের মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

লুম্বি। মিথ্যা কথা।

দৃঢ়তার সহিত গ্রেহামের উক্তির প্রতিবাদ করিতে অক্ষম হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল—মুখমণ্ডল মৃত ব্যক্তির মত বিবর্ণতা ধারণ করিল।

গ্রেহাম। না—ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। আপনার মুখাকৃতিই ইহার সাক্ষী! শুনুন,—আরও আছে। তাহার পর আপনি প্রণয়ীর পার্শ্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঐ যুবক আপনার মুখে সকল কথা শুনিয়া ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বে আপনার প্রতি তাঁহার যে ভালবাসা ছিল, তাহা ঘৃণায় পরিণত হইল। পিতৃঘাতিনীকে বিবাহ করিতে তিনি অসম্মত হইলেন। আপনি তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া, তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিলেন—এ কথা প্রকাশ না করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি পূর্ব্বাসক্তির কথা স্মরণ করিয়া, এ কথা গোপন রাখিয়া, আপনার জীবন রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন।

লুম্বি। সার হেক্টর গ্রেহাম!—

গ্রেহাম। না—আমাকে শেষ করিতে দিন। বুঝুন আপনি কতখানি আমার আয়ত্ত। আপনি গোপনে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যুবক আপনার পিতার অন্ত্যেষ্টিক ক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। লোকে আপনার জীবন পাপের কথা জানিতে পারিল না—হৃদরোগে

সহসা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, লোকে সত্য মনে করিল। যুবকও প্রস্থান করিলেন। এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে ফাদার পিয়ারী উক্ত মঠে আসিলেন—আপনি তখন পীড়িত—অবস্থা শঙ্কটাপন্ন—মৃত্যু সন্নিকটবর্ত্তী ভাবিয়া উক্ত পুরোহিতের সম্মুখে পাপের কথা ব্যক্ত করিলেন। আপনি গোপনে এক মৃত সন্তান প্রসব করিয়া, সাবধানে অন্যের অজ্ঞাতে কোন স্থানে পুঁতিয়া ফেলিয়াছিলেন। আপনার জীবনান্ত পর্য্যন্ত অন্ততঃ একথা অন্যের নিকট প্রকাশ না করিতে পুরোহিতকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনুকম্পা এবং সহানুভূতিবশতঃ পুরোহিত আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে যাত্রা আপনি রক্ষা পাইলেন। আরোগ্য লাভের পর, মঠ পরিত্যাগ করিয়া প্যারিসে আপনার ভগ্নির নিকট প্রস্থান করিলেন। সে স্থান হইতে ফ্রান্সের কোন রাজকুমারীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর কি হইয়াছিল, বোধ হয় আর বলিবার আবশ্যক নাই। একুশ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল কথা ফাদার পিয়ারীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন কি না, মনে মনে ভাবিয়া দেখুন।

লুয়ি অবনত বিশুষ্ক বদনে বসিয়া বসিয়া তাঁহার ভীষণ পাপের লোমহর্ষণ কাহিনী শ্রবণ করিলেন। নিশ্চল প্রস্তর প্রতিমার মত বসিয়া রহিলেন—তাঁহার বক্ষস্থল প্রকম্পিত বা তাঁহার মুখ দিয়া সহসা কোন কথা বাহির হইল না। গ্রেগাম বসিয়া বসিয়া তাঁহার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে লুয়ি সাহস সংগ্রহ করিয়া, আর একবার তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন,—"যিনি অনর্থক কতকগুলি অপকলঙ্কের বোঝা আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া, আমার নিগ্রহে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার আমার কর্ত্তব্য, তাহাই চিন্তা করিতেছি।"

গ্রেগাম। এত কঠোরভাবে আমার ধৈর্য্যের পরীক্ষা করিবার কি আবশ্যক? পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, আমার আর্থিক অবস্থা সেরূপ সচ্ছল নয়—এই তথ্য সংগ্রহের জন্য বৃথায় আমি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে গমন করি নাই।

লুয়ি। যদি আমি আপনাকে আপনার ঐ প্রার্থিত অর্থ দিতে স্বীকার না করি?

গ্রেগাম। তাহা হইলে কি করিব জিজ্ঞাসা করিতেছেন? যিনি মোকদ্দমার সময় আমায় অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন—যাঁহার অর্থে পুষ্ট হইয়া আমি আমেরিকা পর্য্যন্ত ফাদার পিয়ারীর অনুসরণ করিয়াছিলাম—তাঁহার নিকট যাইব। তিনি কে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন? আপনার প্রতিযোগিনী বারবারা ফিলার্ড। চার্লসের মৃত্যুর পর আপনাদের উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার জয়লাভ করিবার জন্য সেরূপ বিবাদ না চলিলেও, বারবারার মত প্রতিহিংসাপরায়ণা রমণী, তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিযোগিনীকে বিপন্ন, লোক সমাজে হেয় প্রতিপাদন করিবার এ শুভ সুযোগ যে পরিত্যাগ করিবেন না, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। (ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ বর্ষ।] ২৫শে আশ্বিন, ১৩২৯ সাল। ইং ১২ই অক্টোবর, ১৯২২ সাল। [৬ষ্ঠ খণ্ড।

মন্তব্য।

গ্রাহক মহোদয়গণ বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, বহুদিন পূর্ব্বে আমাদের গেজেটে নানাবিধ প্রশ্ন বাহির হইত; এবং সেই সকল প্রশ্নের উত্তর করিতে প্রায় সকল গ্রাহকগণই প্রতিযোগিতা করিতেন এবং উপযুক্ত প্রশ্নোত্তরকারিগণ যথাযথ পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন। বহুদিবস যাবত ঐ প্রশ্ন বাহির হওয়া বন্ধ থাকায়, বহুসংখ্যক গ্রাহকমণ্ডলী হইতে ঐ প্রকার প্রতিযোগিতার প্রশ্ন পুনর্ব্বার বাহির করিবার জন্য ভুয় ভুয় অনুরোধ পত্র আসায় গ্রাহকগণের মনতুষ্টির জন্য আমরা এই আশ্বিন মাসের সংখ্যা হইতে প্রতি মাসেই ঐ প্রকার প্রশ্নাদি বাহির করিবার বন্দোবস্ত করিলাম। আশা করি, এক্ষণে গ্রাহকগণ আবার প্রশ্নোত্তরে প্রতিযোগিতা করিয়া পুরস্কার লাভে সমর্থ হইবেন।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসে গেজেটে ৩টী করিয়া পুরস্কারের প্রশ্ন বাহির হইবে। প্রতি প্রশ্নের উত্তরের পুরস্কার ২৲ দুই টাকা।

গেজেটের গ্রাহক মাত্রই এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু উত্তরের সহিত কুপন না থাকিলে কোন উত্তরই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। প্রশ্নের শেষ ভাগে পুরস্কারের কুপন আছে। উত্তরের সহিত গ্রাহক নম্বর লিখিবেন।

২। একজন গ্রাহক ৩টী পুরস্কারের জন্য উত্তর পাঠাইতে পারেন; কিন্তু একাধিক পুরস্কার এক মাসে একই গ্রাহককে দেওয়া হইবে না।

৩। পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচার সকল সময়েই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

৪। প্রতি মাসের প্রশ্নের উত্তর তৎপরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। প্রতিযোগিতার ফল পরবর্ত্তী মাসের গেজেটে বাহির হইবে। উল্লেখযোগ্য উত্তরপ্রেরকগণের নাম ঐ সঙ্গে গুণানুসারে প্রকাশিত হইবে।

৫। কাগজের এক পৃষ্ঠায় উত্তরগুলি লিখিতে হইবে। প্রথমেই, গ্রাহক নম্বর, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক। একাধিক ব্যক্তির উত্তর একই এবং ঠিক হইলে লেখার ধরণ এবং পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য করিয়া পুরস্কার যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবে।

আশ্বিন মাসের প্রশ্ন।

১ম প্রশ্ন।

(ক) এমন একটী ভগ্নাংশ বাহির করিতে হইবে যেন টাকার সেই ভগ্নাংশ, আধুলির সেই ভগ্নাংশ, সিকির সেই ভগ্নাংশ, দুই আনির সেই ভগ্নাংশ এবং আনির সেই ভগ্নাংশ একত্রে যোগ করিলে সম্পূর্ণ এক টাকা হয়।

(খ) নিউ ইয়র্ক সহরে কোন এক কাপ্তেন এক দোকানে একখানি রুমাল ৩৪ সেণ্ট (Cent) মূল্যে ক্রয় করেন এবং যখন সেই জিনিসের দাম দিতে যান তখন দেখেন যে তাঁহার কাছে এক ডলার (Doller = 100 Cents) মূল্যের মুদ্রা একটি, ৩ সেণ্ট মূল্যের মুদ্রা একটী এবং ২ সেণ্ট মূল্যের মুদ্রা একটী আছে আর দোকানদারের নিকট একটী অর্দ্ধ ডলার মূল্যের ও একটী সিকি ডলার মূল্যের মুদ্রা আছে। এরূপ সময়ে আর একটী ভদ্রলোক দোকানে সওদা লইতে আসেন তাহার নিকট দুইটী ১০ সেণ্ট মূল্যের, একটী ৫ সেণ্ট মূল্যের, একটী ২ সেণ্ট মূল্যের এবং একটী ১ সেণ্ট মূল্যের মুদ্রা ছিল। ঐ তিন জনের মুদ্রার সাহায্যে ক্যাপ্টেনকে

মিটাইয়া দেওয়া হইল। এক্ষণে কিরূপভাবে সকলকে Change দেওয়া হইল।

২য় প্রশ্ন।

(ক) নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি লইয়া একটী ঔষধের নাম, একটী ফলের নাম, একটী দেশের নাম, একটী ফুলের নাম, একটী পশুর নাম, একটী পুস্তকের নাম লিখিতে হইবে।

ই, ই, ড়া, রু, হ, র, র, ব, না, ন, কু, ডা, জা, রি, হ, ল, ম, মা, ভা, ত, পী, ফু, ঋ।

(খ) এমন একটী ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকের নাম লিখিতে হইবে যাহার প্রথম অক্ষরটি তুলিয়া শেষে যোগ করিলে এবং শেষ দিক হইতে পড়িলে তাহাই হইবে।

৩য় প্রশ্ন।

(ক) নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি হইতে এরূপ ৯টী সংখ্যা উঠাইয়া লও, যাহাতে তাহাদের বাকীগুলির যোগফল ১১১১ হইবে।

১১১
৩৩৩
৫৫৫
৭৭৭
৯৯৯

(খ) কোন এক সওদাগরের নিকট কতকগুলি ছাগল ও কতকগুলি মুরগী ছিল; সমুদয় প্রাণীগুলির চোক ৭২টী, পা ১০০টী; ছাগল কয়টী এবং মুরগী কয়টী?

ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট
পুরস্কার কুপন নং ১

এ কি সেই চালাক ছেলে নব্য বাঙ্গালায়।

কেও খেঠের বাছা তুলিয়ে কোঁচা
ফেলে তুলে যায়।
চুনাট করা পিরান পরা কারপেটের
স্লগ পায়॥
চুল চুনাটের ধরণ দেখে, মরি হাসি পায়।
এ কি সেই চালাক ছেলে নব্য বাঙ্গালায়॥

কালা পেড়ে ধুতি পরে নাগর হতে সাধ।
আতর গোলাপ সুইট আলাপ
প্রেমেতে উন্মাদ॥
বোতল করে আঙ্গটি পরে রসের
কথা কয়।
এ কি সেই চালাক ছেলে নব্য বাঙ্গালায়॥

চসমা চোখে হুজুক দেখে
সেই দিকেতে ধায়।
নারীর পানে আড় নয়নে নয়ন তাকায়॥
কণ্ঠদেশে সর্প বেশে দোছট দোলায়।
এ কি সেই চালাক ছেলে নব্য বাঙ্গালায়॥

ষ্টিক হাতে পথে ঘাটে সর্ব্বত্র বেড়ায়।
বুকের মাঝে গিল্টি করা শিকল ঝুলায়॥
দাড়ি রেখে হ্যাণ্ড সেকে সভ্যতা দেখায়।
এ কি সেই চালাক ছেলে নব্য বাঙ্গালায়॥

কেও সোণার ছেলে ছলে বাবুটি সাজিয়ে।
বিদ্যালয়ে যাবেন বলে বেশ্যালয়ে গিয়া॥
করেন পূজা দশ ভুজা সুরার কৃপায়।
এ কি সেই চালাক ছেলে নব্য বাঙ্গালায়॥

ভেলেন্টিয়ার হবার ভাদের বাসনা সদাই।
দেখলে পরে মনে পড়ে তাল পাতার
সিপাই॥
মূর্ত্তিমন্ত ম্যালেরিয়া ভীরু দুনিয়ায়।
এ কি সেই চালাক ছেলে নব্য বাঙ্গালায়॥

না চিনতে এ বি চিন্‌লে বিবি
সাহেব হতে সাধ।
বাপ পিতা মোর নাম ডুবায়ে ঘটায়
পরমাদ॥
এমন রতন সাত রাজার ধন ভুলেছে
যোমরায়।
এ কি সেই চালাক ছেলে নব্য বাঙ্গালায়॥

টাউন হলে গলা তুলে লেকচারিফাই হয়।
হয়ে ব্যাণ্ড করে কাণ্ড হয়েন দিগ্বিজয়॥
অন্ন তরে কেঁদে মরে ঘরে বাবুর মায়।
এ কি সেই চালাক ছেলে নব্য বাঙ্গালায়॥

বি এ বাবুর বিয়ে করে ঘটলো বিষম দায়।
কাজ জুটেনা পেট চলেনা হলেন নিরুপায়॥
বাঁকা টেরি জারি জুরি সবই ফেসে যায়।
এ কি সেই চালাক ছেলে নব্য বাঙ্গালায়॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম সব অধর্ম্ম পাপপুণ্য অলীক।
না হিন্দু না মুসলমান নহেন ক্যাথলিক॥
ইট্ ড্রিঙ্ক বি মেরি উকটিন চলিল ধরায়।
এ কি সেই চালাক ছেলে নব্য বাঙ্গালায়॥

নিশি দিনে বঙ্গভূমে করে সর্ব্বনাশ।
কে তোলেরে কে করে রে পাপের বিকাশ॥
বঙ্গবাসী দেখ আসি সুমথ দিয়া যায়।
এ কি সেই চালাক ছেলে নব্য বাঙ্গালায়॥

বিবিধ।

মুখে ব্রণ বেশী হইলে ২।৪ মাস একেবারে মাংস, মৎস্য খাওয়া ছাড়িয়া দিলে ভাল হইয়া যাইবে; ঔষধের কোন আবশ্যক নাই। আর তা' যদি না পারেন, তবে আরাম হইবে না। তবে চিকিৎসকগণকে মাঝে মাঝে কিছু দেওয়া ভাল। রোগের জন্য ডাক্তারের খরচ স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘণরূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তও বটে।

রাত্রে ভাল ঘুম না হইলে শুইতে যাইবার আগে পা দুটীকে ঈষদুষ্ণ গরম জলে ডুবাইয়া মুছিয়া একটা কিছু গরম কাপড় পা দুটির উপর রাখিয়া মস্তকে মৃদু পাখার হাওয়া দিলেই ঘুমাইয়া পড়িবে। ইহা পরীক্ষিত।

চুলউঠা নিবারণের সহজ উপায়।

ইহা খুব সস্তা অথচ কার্য্যকরী। গরম জলে কিঞ্চিৎ চা—যাহা না খাইলে আজকাল আমরা মৃতপ্রায় হইয়া পড়ি, সে চা গরম জলে ফেলিয়া দিয়া ৩।৪ ঘণ্টা রাখিয়া দাও, তাহার পর সেই জলটা রাখিয়া চুলের গোড়ায় ঢালিয়া চুল ধোও [illegible], দেখিবে আর চুল উঠিবে না। [illegible]হাতে যদি মন না উঠে, মাকাসার অয়েল প্রভৃতির আবশ্যক হয়, সেটা চুল উঠা নিবারণের জন্য না হইতেও পারে, সেটা বিলাসিতার জন্য। যাহা ভাল হয়, তাহাই করিবে।

কৃত্রিম হস্তীদন্ত প্রস্তুত প্রণালী।

কতকটা সাদা ইণ্ডিয়া রবার বা গাটাপার্চাকে ক্লোরোফরমে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা আটারমত (Thick paste) বা কাদার মত হইবে। তাহার পর তাহাতে চুর্ণীকৃত ফস্‌ফেট্ অফ্ লাইম (Phosphate of lime) অথবা কার্ব্বনেট্ অফ্ জিঙ্ক মিশ্রিত করিয়া বেশ এঁটেল কাদার মত হইবে, এই জিনিষটাতে যাহা ইচ্ছা রং দেওয়া যাইতে পারে। তাহার পর উত্তপ্ত যে কোন জিনিষের ছাঁচে দিয়া চাপ দিলে সেই জিনিষ হইবে, তাহা দেখিতে সাদা বা রং করা হস্তী দন্তের মত হইবে।

দন্তকে মুক্তার মত শ্বেতবর্ণ করিতে ইচ্ছা হইলে কাঠের কয়লাকে খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া মধুমিশ্রিত করিয়া, কর্দ্দমবৎ করতঃ মৃত্তিকা নির্ম্মিত কৌটায় রাখিয়া দিবে। এই জিনিষটার দ্বারা দন্তমঞ্জন করিলে দাঁত মুক্তার ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইয়া বড় সুন্দর দেখায়। কয়লা দুর্গন্ধ নাশক এবং দন্তমূল দৃঢ়কারক—এত সুলভ, এত সহজসাধ্য উপায় থাকিতে আমদানী দন্তমঞ্জন কিনিয়া মরিবার কোন আবশ্যক নাই।

(কাজের লোক)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

লুসি। তবে তাহাই যান। আমি সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া, বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া এই অভিযোগের প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রকাশ করিব।

গ্রেহাম। আপনার অপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্য, বারবারা অর্থ ব্যয়িত করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করিবেন না। আমি বিকৃত-মস্তিষ্ক বা অপগণ্ড শিশু নই। সকল বিষয় সম্যকরূপে পরিচিন্তন না করিয়াই কিছু আমি আপনার নিকট উপস্থিত হই নাই। ব্রিটানিতে বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া আপনার অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ কিছু কঠিন হইবে না। পল্লীবাসী নর নারীর উক্তিতে আপনার পিতার সহসা মৃত্যুর কথা প্রমাণিত হইবে—একজন ইংরাজ যুবকও যে সেই সময়ে আপনাদের বাটীতে বাস করিত, তাহাও তাহাদের এজাহারে অপ্রকাশ থাকিবে না। তাহার পর অনুসন্ধান করিলে, যে স্থলে সেই নবজাত শিশুকে প্রোথিত করিয়াছিলেন, তাহার কঙ্কালমালা বাহির হইতে পারে। ফাদার পিয়ারীর মুখবন্ধের আবশ্যক না হইলে, এযাবৎ তাঁহাকে বৃত্তি দিতেন না। অবশেষে ফাদার পিয়ারী আপনার অপরাধের কথা প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে, তাহাকে কৌশলে কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছিলেন—এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা একত্রে গ্রথিত করিলে আপনার লোমহর্ষণ অপরাধের সপ্রমাণ করা কঠিন হইবে না। সেই জন্য বলিতেছি, এখনও সাবধান হউন—আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, আমার প্রার্থিত মূল্যে এই গুপ্তকথা ক্রয় করুন। নচেৎ এই সকল কলঙ্ক-কাহিনী প্রকাশিত হইলে, জনসাধারণের বিরাগভাজন হইবেন—ইংলণ্ডে বাস করা আপনার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিবে—অন্যপক্ষে ফ্রান্সে পদার্পণ করিবামাত্র পিতৃহত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইবেন—বিচারপ্রার্থিনী হইয়া স্বদেশের ধর্ম্মাধিকরণে বিচারকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হইবে।

লুসি। কিন্তু আপনার প্রার্থিত মূল্যের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। যদিই আমি আপনাকে ঐ অর্থ দান করি—আপনি যে তাহার পর বারবারার নিকট যাইবেন না, তাহার প্রমাণ কি ?

গ্রেহাম। আমি ইহার জন্য কোনই প্রমাণ দিতে পারি না। তবে শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিতে পারি, আমি ভবিষ্যতে আপনার প্রতি আর কোনই দুর্ব্যবহার করিব না।

লুসি। কিন্তু এত অর্থ ত আমার নিকট নাই। এ অর্থ সংগ্রহ করিতে অন্ততঃ কয়েক দিন সময় আবশ্যক হইবে।

গ্রেহাম। আমি আপনার চাতুরীতে ভুলিব না। আপনি প্রচুর অর্থশালিনী—সকলেই এ কথা অবগত আছে। এত টাকা আপনার ঘরে জমা না থাকিতে পারে, কিন্তু যে কোন মুহূর্ত্তে একটা নাম স্বাক্ষর করিলেই, এই অর্থ আপনার হস্তগত হইতে পারে।

লুসি। কাল যে কোন সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আমি ইতিমধ্যে—

গ্রেহাম। না—তাহা হইবে না। আমি আপনাকে সহসা ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া যাইবার অবসর দিব না।

লুসি। রাত্রি প্রায় দশটা। যাহাদের নিকট আমার অর্থ আছে, তাহাদিগকে শয্যা হইতে তুলিয়া, ঐ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিতে অন্ততঃ এখনও দুই ঘণ্টা সময় লাগিবে। এই সময় আমি আপনাকে আমার আবাসে অবস্থান করিবার অনুমতি দিতে পারি না। লোকে কি মনে করিবে—আমার চরিত্রের উপর অযথা একটা কলঙ্ক কালিমা পরিলিপ্ত হইবে মাত্র।

গ্রেহাম। আচ্ছা তাহাই হউক। আমি এখন চলিলাম কিন্তু রাত্রি ঠিক বারটার সময়

আসিব। নিকটেই আমি অবস্থান করিব—যদি কোনরূপে বুঝিতে পারি, আপনি গোপনে গা ঢাকা দিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে, সেই মুহূর্ত্তে আমি আপনার আবাস মধ্যে প্রবেশ করিব—এবং আপনার সমস্ত দাসদাসীর সম্মুখেই আপনাকে পিতৃঘাতিনী বলিয়া অভিহিত করিব।

লুষি। রাত্রি ঠিক বারটায় আসিবেন—আসিলেই টাকা এই স্থানে মজুত দেখিতে পাইবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই অর্থ সংগ্রহের জন্য আমাকে বন্ধুবান্ধবের নিকট লোক পাঠাইতে হইবে—তাহাদিগকে বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিয়া, অবশ্য ভাবিবেন না যেন আমি পলায়ন করিতেছি।

গ্রেহাম। নিশ্চয় না। আমি এখানে অবস্থান করিলে, যদি লোকে সন্দেহ করে, রাত্রি বারটার সময় পুনরায় যখন আসিব—তাহা দেখিয়া লোকে দূষ্য ভাবিবে না?

লুষি। গোপনে আসিবেন। এই লউন আমার খিড়কির চাবি। এই চাবির সাহায্যে বাড়ীর পশ্চাদস্থ উদ্যান বাটিকার দরজা খোলা যায়। ঠিক বারটার সময় আসিবেন—আমি বাগানের মধ্যে আপনার জন্য অপেক্ষা করিব। দাসদাসীরা তখন সকলেই বিশ্রাম করিতে স্ব স্ব কক্ষে প্রস্থান করিবে। সুতরাং কাহারও কোন কথা জানিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

সার হেক্টর গ্রেহাম খিড়কির চাবি লইয়া, তখনকার মত বিদায় লইলেন।

দ্বাবিংশাধিকশততম পরিচ্ছেদ।

খিড়কির চাবি।

সার হেক্টর গ্রেহাম চাবি লইয়া, মনে মনে হাসিতে হাসিতে বাটীর বাহির হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এত দিনে তাঁহার দৈন্যের অবসান হইল—এতদিনে তাঁহার ভাগ্য-গগণে সুখ-সূর্য্যের উদয় হইল। তিনি হাস্যরঞ্জিতাধরে ভবিষ্যতের সুখচিত্র কল্পনার তুলিকায় মানসপটে অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। কালই এই মলিন বেশ ত্যাগ করিয়া বহুমূল্য পরিচ্ছদ ধারণ করিবেন—পকেট ভর্ত্তি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা লইয়া, তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত প্রোমদাগার সকল পরিদর্শন করিবেন—প্রাচীন বন্ধুবান্ধবেরা আবার তাঁহার পার্শ্বে ছুটিয়া আসিবে—কত নূতন লোকের সহিত আলাপ হইবে। কি আনন্দ! তিনি আপন মনে আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শুদ্ধ তাহাই নয়। এই বিংশ সহস্র মুদ্রা এখনই তাঁহার করগত হইবে। লুষি তাঁহার লোমহর্ষণ অপরাধের কাহিনী গোপন রাখিবার জন্য তাঁহাকে এই অর্থ দান করিবেন। তাহার পর কাল প্রত্যূষে উঠিয়াই, বারবারার নিকট যাইবেন—তাঁহাকে এই গুপ্ত সংবাদ বিক্রয় করিয়া, তাঁহার নিকট হইতেও প্রভূত অর্থ গ্রহণ করিবেন। কমলা যখন তাঁহার উপর প্রসন্না হইয়াছেন, তখন অর্থাগমের এ শুভ সুযোগ কেন তিনি পরিত্যাগ করিবেন?

এই সকল বিষয় পরিচিন্তন করিতে করিতে, তিনি লুষির ভবনের আসে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাঁহার বাটীর দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং একজন পরিচারক বাহির হইয়া কোথায় চলিয়া গেল। গ্রেহাম মনে মনে কহিলেন,—"লুষি যে লোক পাঠাইবার কথা বলিয়াছিল ও সেই লোক অর্থের চেষ্টায় গেল।"

কিছু সময় পরে ঐ ভাবে আর একজন বাহির হইয়া অন্য পথে অন্য দিকে গেল। গ্রেহাম ভাবিলেন, এ ব্যক্তিও ঐ উদ্দেশ্যে অন্য লোকের নিকট যাইতেছে। ঐ অর্থ শীঘ্রই তাঁহার পকেট জাত হইবে ভাবিয়া, তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

ক্রমে ক্রমে বাটীর নিম্নতলের আলোক নিভিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তিনি ভাবিলেন, দাসদাসীরা বিশ্রামার্থ শয্যার আশ্রয় লইতেছে।

এইভাবে একঘণ্টা অতিবাহিত হইল। দেখিতে দেখিতে একে একে দুইজন ভৃত্যই প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তিনি অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"আর এক ঘণ্টা পরেই আমি ধনশালী হইব—আমি প্রভূত অর্থের অধীশ্বর হইব।"

ধীরে ধীরে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। লুষির ভবনের দিকে সোৎসুক দৃষ্টি রাখিয়া গ্রেহাম ভাবিতে লাগিলেন, টাকাটা হস্তগত হইলেই, একটা পান্থাবাসে উপস্থিত হইয়া, উপাদেয় আহার্য্য, সুপেয় সুরা সরবরাহ করিবার আদেশ করিবেন। প্রত্যূষে উঠিয়াই বড় গোছের একটা পরিচ্ছদাগারে প্রবেশ করিয়া এক প্রস্থ মূল্যবান পরিচ্ছদ ক্রয় করিবেন, তাহার পর একটা সুন্দর অশ্ব খরিদ করিয়া, তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক বারবারার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন।

গ্রেহাম এবম্বিধ সুখ-স্বপ্নে বিভোর হইয়া লুষির আবাসের দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, তাঁহার অট্টালিকার সমস্ত আলোকই নিভিয়া গেল। সুতরাং রাত্রি যে বারটা বাজিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। তিনি সেস্থান ত্যাগ করিয়া—অট্টালিকার পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইলেন। চাবির সাহায্যে উদ্যানের ফটক খুলিয়া, বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি মেঘাচ্ছন্ন। কচিৎ দুই একটী তারা ইতস্ততঃ পরিদৃষ্ট হইতেছে। বাগান পার হইয়াই বাটীর পশ্চাতে একটা দ্বার দেখিতে পাইলেন। এইটীই খিড়কির দরজা। চাবির সাহায্যে সেই দরজা খুলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে সূচীভেদ্য গাঢ় অন্ধকার। হতভাগ্য গ্রেহাম কয়েক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি অন্ধকারময়ী রজনীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, গভীর গর্জ্জনে একটা পিস্তলের শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া, গ্রেহাম মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া ভূতলে অবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

কি প্রকারে এই দুর্ঘটনা ঘটিল এবং কাহার হস্তেই বা গ্রেহামের ভব-লীলার পরিসমাপ্তি হইল, আমরা বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব। গ্রেহামের প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই, লুম্বি তাঁহার প্রধান প্রধান দাসদাসীদিগকে তাঁহার সম্মুখে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"ঐ যে লোকটী এইমাত্র প্রস্থান করিল—ও কে জান? উহার নাম সার হেক্টর গ্রেহাম। ও একজন নামজাদা বদমায়েস। দুর্বৃত্তার জন্য একবার জেল খাটিয়াছিল। পূর্ব্বে কোন সময়ে আমার সহিত আলাপ ছিল, সেই আলাপের দোহাই দিয়া, নিজের দীনতা এবং দুরাবস্থা জানাইয়া কিছু সাহায্য চাহিতে আসিয়াছিল। আমি উহাকে কিছু সাহায্যও করিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে উহার মন উঠিল না—অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। তাহার চলিয়া যাইবার পর একটা কথা আমার মনে পড়িল—লোক পরম্পরায় শুনিয়াছি গ্রেহাম ডাকাতের দলে যোগ দিয়াছে।"

শুনিয়া সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"সত্যই কি সে আপনার নিকট অর্থ সাহায্য লইতে আসিয়াছিল,—না, তাহার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল?"

লুম্বি। তাহাত বলিতে পারি না। কেন? তোমার এ প্রশ্নের অর্থ কি?

ভৃত্য। কারণ আমি শুনিয়াছি, ঐরূপ আকৃতির একটা লোক ভিক্ষার ছল করিয়া বড়লোকের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং কোথায় কি আছে দেখিয়া যায়—তাহার পর রাত্রিতে যখন সদলবলে উপস্থিত হয়, তাহার এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগে।

লুম্বি। কি সর্ব্বনাশ! সত্য সত্যই যদি রাত্রে আমার বাড়ীতে চুরী করিতে আইসে কি হইবে? একি! খিড়কির দরজার চাবিটাও যে অন্তর্হিত হইয়াছে!

এই সংবাদে সকলেই একান্ত ভীত হইয়া পড়িল। এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য এক একটা অভিমত প্রকাশ করিল। কেহ শান্তিরক্ষকের নিকট সংবাদ পাঠাইতে বলিল—কেহ বলিল ছয়জন চৌকিদার আনিয়া বাড়ির মধ্যে বসাইয়া রাখুন—কেহ বা রাজপ্রাসাদ হইতে সৈন্য আনাইয়া বাটীর পাহারায় নিযুক্ত করিবার পরামর্শ দিল কিন্তু সর্দ্দার খানসামা সকলকে ধমক দিয়া কহিল, "কিছুমাত্র আবশ্যক নাই—আমরা যে কয়জন লোক আছি, তাহাদের কার্য্যে বাধা দিতে যথেষ্ট। আমি ত যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবে, গুলির চোটে তাহার মাথা উড়াইয়া দিব।"

লুম্বি প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন,—"না, কাহারও সাহায্যের আবশ্যক নাই—আমার বাড়ীতে যে লোকজন আছে, তাহাই যথেষ্ট। এক কাজ কর, আমাদের আশঙ্কা ভিত্তিহীন কিনা দেখিয়া আইস। তোমাদের মধ্যে যে কোন দুইজন বাটী হইতে বাহির হইয়া বিভিন্ন দিকে গমন কর। যদি বাড়ীর আসে পাশে কোন কদর্য্যাকৃতি লোককে সন্দিগ্ধ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখ—তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে, অদ্যই তাহারা আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিবার প্রতীক্ষা করিতেছে। তোমরা সহসা প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া, যেন কোন কার্য্যে বাহির হইয়াছ, এই ভাব দেখাইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিবে। আমরাও তাহাদের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিব।"

এই প্রকারে চতুরা রমণী কৌশলে ভৃত্যবর্গের অন্তরে আসন্ন বিপদের ছায়া ঘনীভূত করিয়া দিলেন। ভৃত্য দুই জনকে বাহিরে পাঠাইয়া, এককালে দুই কার্য্য সিদ্ধ করিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া গ্রেহাম ভাবিলেন, তাঁহারা অর্থের সংগ্রহে গমন করিতেছে—ভৃত্যদ্বয়ের মধ্যে একজন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সংবাদ দিল, সত্যই গ্রেহামের মত একটা লোক অন্ধকারে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কাহারও মনে আর কোনই সন্দেহ রহিল না, সকলেই নিশ্চিতরূপে বুঝিল সেই রাত্রে বাড়ীর মধ্যে তস্করের শুভাগমন হইবে। তিন চারিটী পিস্তলে গুলি বারুদ ঠাসিয়া, বাটীর বিভিন্ন স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। আলোগুলি নিভাইয়া দিয়া প্রকাশ করা হইল, বাটীর সকলেই বিশ্রামার্থ শয়ন করিয়াছে। অবশেষে বারটার পর গ্রেহাম খিড়কির পথে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সর্দ্দার খানসামার গুলিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রয়বিংশাধিক শততম পরিচ্ছেদ।

এডিনবরা দুর্গ।

এইবার স্কটল্যাণ্ডের রাজধানীতে আমাদের দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইবে। রাত্রি আটটা। হোলিরুড প্রাসাদের একটী কক্ষে দুই বর্ষীয়ান পুরুষ উপবিষ্ট। তাঁহার সম্মুখে টেবিলের উপর কতকগুলি কাগজ পত্র ছড়ান—কক্ষে একটী মাত্র আলোক জ্বলিতেছিল। তাহার দীপ্তি একের অহমিকাপূর্ণ কঠোর দৃশ্য মুখের উপর এবং অন্যের পৈশাচিক ধূর্ত্ততাপূর্ণ বদনমণ্ডলের উপর পড়িয়া কাঁপিতেছিল। প্রথম ব্যক্তি কুইনসবারির ডিউক—দ্বিতীয় প্যর্থের আর্ল—উক্ত দেশের চ্যানসলার।

এই দুই ব্যক্তিই নবীন ভূপালের পরম ভক্ত, একান্ত স্বার্থপর এবং অব্যবস্থিত চিত্ত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁহাদের স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত পড়ে, তাঁহারা কোন রাজাদেশই পালন করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। স্কটল্যাণ্ডের মহাসভায় যাঁহারা সভ্য—সকলেই তাঁহাদের দলভুক্ত। কাজেই ইতিমধ্যে তাঁহারা অনেক কঠোরতামূলক শাসননীতির প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কুইনসবারির ডিউক, আর্গাইলের ডিউকের পরম শত্রু। রাজনৈতিক মতভেদের জন্যই যে এই শত্রুতার উদ্ভব তাহা নহে; তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণও যথেষ্ট ছিল। সে কারণ আমরা এস্থলে বিবৃত করিব না। এক্ষণে

আর্গাইলের ডিউক ধৃত হওয়াতে কুইনসবারির ডিউকের আর আনন্দের পরিসীমা নাই। তিনি উৎকণ্ঠিতভাবে তাঁহার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাত্রি আটটা। কুইনসবারির ডিউক এবং পার্থের আর্ল একত্রে উপবিষ্ট হইয়া সরকারি কাগজপত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে ইংলণ্ড হইতে দূতের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বে কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তরে আর্ল কহিলেন,—"তাহা হইলে রাজাজ্ঞা উপস্থিত হইলেই কার্য্যে পরিণত করিবেন ?"

ডিউক। বিশ্বাসঘাতকদিগকে রাজাদেশ শুনাইয়া দিব, তাহার পর ঘাতকের শাণিত পরশু তাহার কার্য্য সম্পাদন করিবে।

আর্ল। যদি মধ্যরাত্রিতে ঐ দণ্ডাদেশ আসিয়া উপস্থিত হয় ?

ডিউক। যখনই আদেশ আসুক—তাহার এক ঘণ্টার মধ্যে কার্য্য শেষ হইবে। ঐ শোন দ্রুতগামী অশ্বের পদশব্দ শোনা যাইতেছে।

আর্ল। হাঁ—তাই বটে। (উঠিয়া গবাক্ষের নিকট গিয়া) খুব সম্ভবতঃ সেই প্রত্যাশিত দূতই বটে। লোকটা খুব বেগে অশ্বচালনা করিয়া আসিয়াছে—তাহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত। ঐ অশ্ব হইতে অবতরণ করিল।

আন্তরিক উৎকট আনন্দের জ্যোতিঃ তাঁহার মুখমণ্ডলে ভাসিয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন,—"প্রিয়তম আর্গাইলের ডিউক! তোমার অন্তিম মুহূর্ত্ত নিকটবর্ত্তী!"

একজন পরিচারক দ্রুতগতি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, ইংলণ্ড হইতে একজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। ডিউক তাঁহাকে তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

কিন্তু যখন সেই নবাগত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদাদি ধূলিধূসরিত হইলেও, তাঁহারা দেখিলেন, তিনি রাজসরকারের সাধারণ দূত বা পত্রবাহক নহেন। তাঁহারা মনে করিলেন, সম্ভবতঃ নৃপতি তাঁহার সভাস্থ কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে পত্রবাহকরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। নবাগত তাঁহাদিগকে শিষ্টাচারসঙ্গত অভিবাদন করিলেন—তাঁহার সে অভিবাদনের ভঙ্গিমায় তিনি যে পদমর্য্যাদায় তাঁহাদের কোন সমকক্ষ ব্যক্তি তাহাই সূচিত হইল।

ডিউক তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বোধ হয় আপনি ইংলণ্ডের রাজসভা হইতে আসিতেছেন ?"

নবাগত। আমি ব্রিটিস রাজধানী হইতে আসিতেছি সত্য কিন্তু ইংলণ্ডের রাজসভার সহিত আমার কোন সংস্রব নাই।

ডিউক আপনি বোধ হয়, বন্দীদের বধাজ্ঞা লইয়া আসিয়াছেন ?

নবাগত। না—আমি রাজাদেশ লইয়া আসিয়াছি—এই দেখুন।

এই বলিয়া নবাগত তাঁহার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া, ডিউকের হস্তে অর্পণ করিলেন। ডিউক গম্ভীরভাবে পত্রখানি গ্রহণ করিয়া, তাহার আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। আর্ল তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনিও পত্রখানি পড়িলেন। মুহূর্ত্তে উভয়েরই মুখে নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। আগন্তুক সে সকল লক্ষ্য করিয়াও করিলেন না—নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিলেন।

ডিউক তাঁহার নিজের চক্ষুকেও বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আশ্চর্য্য!"

আর্ল কহিলেন,—"এ যে নিতান্ত অবিশ্বাস্য ঘটনা! বন্দীগণের প্রতি সম্পূর্ণ মার্জ্জনা—কিন্তু তাহাদিগকে ইংলণ্ডেশ্বরের অধিকার ত্যাগ করিতে হইবে।"

নবাগত উত্তর করিলেন,—"হাঁ—রাজাজ্ঞার মর্ম্মই তাই।"

ডিউক এবং আর্ল পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। তাহার পর পত্রখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু সেখানি যে কৃত্রিম, সেরূপ সংশয় সন্দেহ করিবার কোনই কারণ না পাইয়া, যার-পর-নাই বিরক্ত হইলেন।

অবশেষে ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন,—যিনি এই রাজাজ্ঞা লইয়া আসিয়াছেন, আমরা কি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি ? এবং কিজন্যই বা ইহা সাধারণভাবে অর্থাৎ পত্রবাহকের মারফৎ প্রেরিত হইল না ?"

আগন্তুক উত্তর করিলেন,—"আমার নাম বোধ হয় আপনাদের নিতান্ত অপরিচিত নাও হইতে পারে। আমি জেনারেল অলিফান্ট।"

এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহাদের মুখভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল—ভয়ভক্তিতে তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শুনিয়াছিলাম আপনি আমেরিকার উপনিবেশ সমূহের শাসনকর্ত্তার পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন—বোধ হয় রাজেশ্বরের অধীনে অপর কোন স্থানে কোন কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন ?"

অলিফান্ট উত্তর করিলেন,—"আমি এখন আর ইংলণ্ডেশ্বরের ভৃত্য নাই। দক্ষিণ আমেরিকায় কোন নব প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাজ্যের পরিচালক। সেই প্রজাতন্ত্র অলিফান্টো রাজ্যের সভাপতিরূপে ব্রিটিশ দরবারে গৃহীত হইয়াছি।"

পুনরায় উভয়ে অভিবাদন করিলেন। তাহার পর ডিউক কহিলেন,—"আজ রাত্রি অধিক হইয়াছে—কল্য রজনী প্রভাতে আমি বন্দীদিগকে রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিব।"

অলিফান্ট। যাহা ভাল হয় করিবেন কিন্তু আমি আপনার স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, এই মুহূর্ত্তেই এই শুভ সংবাদ বন্দীদিগকে জ্ঞাপন করিতাম। তাহা হইলে পত্রখানি আপাততঃ আমায় প্রত্যর্পণ করুন—

কাল প্রাতঃকালে কখন্ বন্দীগণকে তঁাহাদের মুক্তিসংবাদ জ্ঞাপিত করিবেন স্থির করিলেন?

ডিউক। বেলা ঠিক নয়টার সময়।

অলিফান্ট পত্রখানি পকেটে পুরিয়া, অভিবাদনপূর্ব্বক, তাঁহাদের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিলেন।

তিনি বাহিরে আসিয়া তাঁহার ঘোটকে আরোহণপূর্ব্বক পান্থাবাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী সার যোসেপ ল্যাম্বটন এবং তাঁহার পরিচারক এখনও বহুদূরে। তিনি তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়া প্রাণপণশক্তিতে অশ্ব চালিত করিয়া আসিয়াছেন। একটী পান্থাবাসে উপস্থিত হইয়া, যথাসাধ্য বেশভূষা পরিষ্কার করিয়া, কেবল এক পাত্র সুরা উদরস্থ করিয়া, পান্থাবাস হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার উদার হৃদয় রামবল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে তাঁহার মুক্তির সংবাদ জানাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। আর্গাইলের ডিউককেও এ সংবাদ জ্ঞাপন করিতে মনস্থ করিলেন। কূটনীতি এবং করুণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি ঐ রাজাদেশে রামবল্লের নামের পার্শ্বে তাঁহারও নামটী সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কোন লোকের জীবন রক্ষা করিবার অবসর ঘটিলে, তিনি কখনই তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না।

এডিনবরা সহরে এই তাঁহার প্রথম পদার্পণ। দুর্গ কোন্ স্থানে অবস্থিত, কাহাকেও দেখাইয়া দিবার আবশ্যক হইল না। পথে বাহির হইবামাত্র সেই প্রাচীন দুর্গের উন্নত শীর্ষ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বন্দীদ্বয় এই দুর্গমধ্যেই অবরুদ্ধ। যখন তিনি দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন দুর্গদ্বার রাত্রির মত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কোন বিশিষ্ট রাজ-কর্ম্মচারীর আদেশ ব্যতীত এত রাত্রে কোন অপরিচিত লোককে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া আইনবিরুদ্ধ।

দুর্গস্থ প্রহরীর প্রশ্নের উত্তরে অলিফান্ট কহিলেন,—"তোমার অধ্যক্ষের নিকট গিয়া সংবাদ দাও, জেনারেল অলিফান্ট দুর্গ প্রবেশের অনুমতি চাহিতেছেন। তিনি স্বয়ং যোদ্ধৃপুরুষ—অপর সৈনিকের এ প্রার্থনা তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।"

প্রহরী বিস্ময়ে নির্ব্বাক্। সেই স্থানে সেই সময়ে আরও কয়েকজন অবস্থান করিতেছিল। তৎকালের সর্ব্বপ্রধান বীরকে স্বচক্ষে দেখিবার জন্য সকলেই অগ্রবর্ত্তী হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তিনি পকেট হইতে একটী স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া তাহাদিগকে আমোদ প্রমোদ করিতে আদেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আইনের কঠোরতারও হ্রাস পাইল। দুর্গদ্বার মুক্ত হইল। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

জেনারেল অলিফান্ট প্রহরীর সর্ব্বপ্রধান আড্ডায় উপস্থিত হইয়া এখন কোন্ কর্ম্মচারীর উপর দুর্গরক্ষার ভার অর্পিত, অনুসন্ধান করিলেন।

প্রত্যুত্তরে রক্ষীসর্দ্দার কহিল,—"লেফ্টেনান্ট অর্মসলি।"

এই নামের এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার আলাপ ছিল। যে দিন তিনি সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে পদার্পণ করেন, এঞ্জেল নামক পান্থাবাসে পরিচয় হইয়াছিল।

এদিকে সংবাদ পাইয়া অর্মসলি তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখের উপর আলোক রশ্মি পতিত হইবামাত্র অলিফান্ট তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। ইনিই সেই ব্যক্তি। অর্মসলিও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"ইহাও কি সম্ভব! জেনারেল অলিফান্ট এখানে!"

উভয়ে উভয়ের করমর্দ্দন করিলেন। অলিফান্ট বন্দীদ্বয়ের সহিত কয়েক মিনিটের জন্য একবার সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি যে তাঁহাদের মুক্তির পরওয়ানা আনিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলেন না।

অর্মসলি উত্তর করিলেন,—"তাইত কি করি? দুর্গাধ্যক্ষ এখন দুর্গে উপস্থিত নাই। আপনার প্রার্থনা পূরণ করাও আমার সাধ্যাতীত—আবার উহার প্রত্যাখ্যান করিতেও আমার সাহস হয় না। যেরূপ কঠোর—"

বাধা দিয়া অলিফান্ট কহিলেন,—"বিধি বিগর্হিত কার্য্য করিতে পরামর্শ দিবার লোক আমি নহি। আমি নিজে সৈনিক—সৈনিকের কর্ত্তব্যে আমি অপরিচিত নহি কিন্তু আমি যে কার্য্যে আসিয়াছি, বড়ই প্রয়োজনীয় সেই জন্যই এই অসঙ্গত প্রস্তাব করিতেছি।

অর্মসলি কহিলেন,—"কার্য্য বড়ই বিপজ্জনক—তথাপি আপনার সন্তোষ বিধানার্থ এ কার্য্য করিব। আমি গোপনে বন্দীদের সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিতেছি বন্দীগণকেও সতর্ক করিয়া দিবেন যেন তাঁহারাও এ কথা অপরের নিকট প্রকাশ না করেন।"

অলিফান্ট সহজেই সম্মত হইলেন। তখন তরুণ সেনানী কোন কৌশলে কারাকক্ষের চাবি সংগ্রহ করিয়া, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে রামবল্লের কক্ষে লইয়া গেলেন। অলিফান্ট ভিতরে প্রবেশ করিলেন, তিনি বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া রামবল্লের আনন্দ এবং বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার হিতৈষী বন্ধু এ সময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিবেন। অলিফান্ট তাঁহাকে কিছুমাত্র ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করিলেন না। ধীরে ধীরে আনন্দ সংবাদ তাঁহার শ্রুতিগোচর করিলেন। রামবল্ল কাঁদিয়া ফেলিলেন। আনন্দের অশ্রুধারা তাঁহার গণ্ডপ্লাবিত করিয়া বহিতে লাগিল। জীবন-রক্ষা হওয়াতে তাঁহার যে এই আনন্দ—তাহা নহে। যাঁহাদিগকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসেন, পুনরায় তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ ঘটিবে বলিয়াই, তাঁহার এত আহ্লাদ। কারণ মৃত্যুভয়ে একবারও তাঁহার হৃদয় কম্পিত

হয় নাই। অলিফাণ্ট এ সকল কথা আপাততঃ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত করমর্দ্দন পূর্ব্বক সে কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন।

এইবার তিনি আর্গাইলের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আর্গাইল মধ্য বয়স্ক, মধুর প্রকৃতি, সুন্দর পুরুষ। তিনি রামবল্ডের মুখে অলিফাণ্টের বিবিধ গুণের এবং শৌর্য্য বীর্য্যের কথা অনেক শুনিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তাহার পর যখন তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য অবগত হইলেন, তখন তাঁহার উদারতা এবং মহত্ত্বে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। অলিফাণ্ট তাঁহাকে এ কথা আপাততঃ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অর্ম্মসলি তাঁহার সহিত দুর্গ প্রাঙ্গণে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সেনানী নিতান্ত বিনীতভাবে কহিলেন,—"যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সহিত বসিয়া দুই এক পাত্র সরাপ পান করেন, আমি যারপরনাই আনন্দিত এবং আপনাকে মহা সম্মানিত বিবেচনা করিব। আমার মত দীন আপনার ন্যায় মহামান্য অতিথির সৎকারে তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থ যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবে।"

অলিফাণ্ট হাসিয়া কহিলেন,—"এ রকম সরলতা এবং আগ্রহপূর্ণ নিমন্ত্রণ কখনই প্রত্যাখ্যিত হইতে পারে না।"

দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিবার এমন শুভ সুযোগ তিনি কখনই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। রাজ-সনন্দ পাঠ করিতে করিতে কমিশনার সাহেবের মুখাকৃতির কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহার অলক্ষিত ছিল না।

তরুণ সেনানী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিজ কক্ষে উপস্থিত হইলেন। কক্ষটী ক্ষুদ্র হইলেও, সুসজ্জিত। এক ধারে একটী শয্যা, অপর দিকে চেয়ার টেবিল প্রভৃতি। অর্ম্মসলি টেবিলের উপর সুরা পানপাত্র এবং আহার্য্য স্থাপিত করিয়া অতিথি সৎকারে প্রবৃত্ত হইলেন। এক জন ঔপনিবেশিক শাসনকর্ত্তার সহিত একাসনে বসিয়া পানাহার করিবার অবসর উপস্থিত হওয়াতে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিলেন—কিন্তু যখন শুনিলেন, তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তি এখন আর শাসনকর্ত্তা নহেন, একটী স্বাধীন রাজ্যের মহাপরাক্রান্ত অধীশ্বর, তখন আর তাঁহার আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। ভাবিতে লাগিলেন, এরূপ সৌভাগ্য লাভ বোধ হয় জীবনে এই প্রথম এবং শেষ। দেখিতে দেখিতে রাত্রি বারটা বাজিল। দুর্গাধ্যক্ষ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—ফটকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। তাঁহার উপর সে রাত্রিতে দুর্গরক্ষার ভার পড়িয়াছিল, তিনি প্রহরীর আড্ডা ছাড়িয়া, এতক্ষণ স্থানান্তরে অবস্থান করিতেছেন জানিতে পারিয়া পাছে দুর্গাধ্যক্ষ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এই আশঙ্কায় তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অতিথির সমক্ষে সকল কথা বিবৃত করিলেন।

ক্রমশঃ।

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ বর্ষ।] ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩২৯ সাল। ইং ১১ই নবেম্বর, ১৯২২ সাল। [৭ম খণ্ড।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসে গেজেটে ৩টী করিয়া পুরস্কারের প্রশ্ন বাহির হইবে। প্রতি প্রশ্নের উত্তরের পুরস্কার ২৲ দুই টাকা। গেজেটের গ্রাহক মাত্রই এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু উত্তরের সহিত কুপন না থাকিলে কোন উত্তরই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। প্রশ্নের শেষ ভাগে পুরস্কারের কুপন আছে। উত্তরের সহিত গ্রাহক নম্বর লিখিবেন।

২। একজন গ্রাহক ৩টী পুরস্কারের জন্য উত্তর পাঠাইতে পারেন; কিন্তু একাধিক পুরস্কার এক মাসে একই গ্রাহককে দেওয়া হইবে না।

৩। পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচার সকল সময়েই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

৪। প্রতি মাসের প্রশ্নের উত্তর তৎপরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। প্রতিযোগিতার ফল পরবর্ত্তী মাসের গেজেটে বাহির হইবে। উল্লেখযোগ্য উত্তর-প্রেরকগণের নাম ঐ সঙ্গে গুণানুসারে প্রকাশিত হইবে।

৫। কাগজের এক পৃষ্ঠায় উত্তরগুলি লিখিতে হইবে। প্রথমেই, গ্রাহক নম্বর, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক। একাধিক ব্যক্তির উত্তর একই এবং ঠিক হইলে লেখার ধরণ এবং পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য করিয়া পুরস্কার যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবে।

আশ্বিন মাসের প্রশ্নের ফল।

১ম প্রশ্নোত্তর—

(ক) ১৬/৩১ অর্থাৎ

১৲ টাকার	১৬/৩১	=	১৬/৩১	টাকা।
আধুলির	১৬/৩১	=	৮/৩১	টাকা।
সিকির	১৬/৩১	=	৪/৩১	টাকা।
দুয়ানির	১৬/৩১	=	২/৩১	টাকা।
আনির	১৬/৩১	=	১/৩১	টাকা।

সমষ্টি = ১৲ এক টাকা।

(খ) প্রথমে কাপ্তেন দোকানদারকে ডলারটি দিল, এবং দোকানদার কাপ্তেনকে নিজের অর্দ্ধ ডলার ও সিকি ডলার ফেরত দিল। রুমাল খানির মূল্য ৩৪ সেণ্ট সুতরাং, কাপ্তেনকে আরও ৯ সেণ্ট প্রদান করিতে হইবে। সেই জন্য কাপ্তেন সিকি ডলারটী এবং ৩ সেণ্ট মুদ্রাটী আগন্তুক ভদ্রলোকটীকে প্রদান করিয়া ২টী ১০ সেণ্ট এবং ১টী ৫ সেণ্ট, ২টী ২ সেণ্ট এবং ১টী ১ সেণ্ট মূল্যের মুদ্রা বদল স্বরূপ গ্রহণ করিয়া দোকানদারকে ৫ সেণ্ট মূল্যে মুদ্রাটী এবং ২টী সেণ্ট মূল্যের মুদ্রা প্রদান করিয়া রুমালখানি ক্রয় করিলেন।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীরেবতীমোহন সেন।
শ্রীনগর, ঢাকা।

২য় প্রশ্নের উত্তর।

(ক) ঔষধের নাম—"কুইনাইন"।
ফলের নাম—"ডাব"।
দেশের নাম—"জারমানী"।
ফুলের নাম—"কৃষ্ণচূড়া"।
পশুর নাম—"হরিণ"।
পুস্তকের নাম—"মহাভারত"।

(খ) Grammar.

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীসাগরকান্ত বিশ্বাস।
পোঃ ইটিণ্ডা, জেলা ২৪ পরগণা।

৩য় প্রশ্নের উত্তর।

(ক) ১ * *
* * ৫
* * ৭
৯ ৯ ৯

১১১১

(খ) ছাগলের সংখ্যা—১৪
মোরগের সংখ্যা—২২

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীগিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
মেদিনীপুর।

প্রশ্নোত্তরকারীগণের
প্রতি নিবেদন।

বহু সংখ্যক ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের গেজেটে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর পাঠাইতেছেন এবং উত্তরও অনেকের যথাযথ হইতেছে কিন্তু পুরস্কারের নিয়মাবলীর প্রথম ধারা অনুসারে তাঁহাদের উত্তর গ্রহণ করা হইতেছে না—কারণ গেজেটের গ্রাহক ভিন্ন অন্য কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় না; সেই কারণ যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিয়া পুরস্কার পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রথমে এক টাকা বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন কিম্বা আমাদের নিকট চিঠি লিখিলে আমরা রেজেষ্ট্রী খরচা সমেত ১৵৹ চার্জ্জ করিয়া ভিঃ পিঃতে বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া থাকি।

কার্ত্তিক মাসের প্রশ্ন।

১ম প্রশ্ন।

(ক) The following queer inscription is said to be found on the chancel of a small church in Wales, just over the Ten Commandments, The addition of a single letter, repeated at verious intervals, renders it not only intelligable, but appropriated to the situation.

PRSVRYPRFCTMN
VRKPTHSPRCPTSTN.

(খ) Make one word of the following letters.

EDORNOW

২য় প্রশ্ন।

(ক) নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি লইয়া এক একটী প্রবাদ-বাক্য (Proverb) লিখিতে হইবে।

(1) a e e g g h i l l m n n n o o o o r r s s s s t t.

(2) a a c e e e f f h h i i i i i m n o o o p r r s s t t t t t.

(3) a a a d d e e f i i i m m n n n o o r t t w.

(4) a a b b d d e e h h h h h i i i i n n n o o r r s s t t t t u w w.

(খ) কোন দোকানদার একখানি পুস্তক ২ পাউণ্ড ১৬ সিলিং দামে বিক্রয় করায় তাহার কিছু লোকসান হইল, তখন বাজার দর ঐ পুস্তকের ৩ পাউণ্ড ৫ সিলিং এবং ঐ দরে বিক্রয় করিলে তাহার যত লোকসান হইয়াছে তাহার তিনগুণ লাভ হইত, পুস্তকের খরিদ দাম কত?

৩য় প্রশ্ন।

(ক) একদা চারি বুড়ী আহারে বসিয়া,
বয়স গণনা করে হাসিয়া হাসিয়া;
প্রথম বুড়ীটী বলে আমি স্বামী হতে,
দ্বাদশ বৎসর কম হই বয়সেতে;
শুনিয়া দ্বিতীয়টী বলে শুনেছি শ্রবণে,
যবে তোর তিনি হন হয়েছি সেই দিনে;
উভয়ের বয়ঃক্রম দুভাগ করিলে,
পাইবে বয়স মোর তৃতীয়টী বলে;
বয়সে দ্বিতীয় চেয়ে হই বড় কুড়ি,
শেষ জন বলে আমি সকলের বুড়ী।
বিচারিয়া বল কত বয়স কাহার?
দুশত পঞ্চাশ হয় মোটে সবাকার।

(খ) এরূপ ভাবে কতকগুলি সংখ্যা বসাও যাহা ক্রমান্বয়ে বসাইয়া গেলে ৪৫ হইবে, পরে সেই সংখ্যাগুলিকে ঘুরাইয়া বসাইলেও ৪৫ হইবে এবং উভয়ের বিয়োগ ফলও ৪৫ হইবে।

ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট
পুরস্কার কুপন নং ২

গৃহিণীর বৈঠক।

—:০:—

ভুনি খিচুড়ী।

—:০:—

প্রথম-দৃশ্য।

অন্তঃপুরস্থ দালান।

"যে গিন্নি ভাল রকম রাঁধিতে না পারে সে গিন্নিটী গিন্নি হবার উপযুক্তই নহে।

'বৌমা! আজ তোমাকে তুমি খিচুড়ী রাঁধতে হবে' এই কথা বলে গিন্নি বৌমার কাছে এসে বসলেন।

বৌমা বল্লেন,—"আমি ত রাঁধতে জানি না মা!"

গিন্নি বল্লেন—"সব কি মায়ের পেট থেকে পড়ে জানা যায় বাছা? সাহস করে শিখতে হয়। আমি কাছে থাকব, আর তুমি রাঁধবে, বুঝেছ?"

বৌমা প্রমাদ গণিলেন; কিন্তু উত্তর দিলেন না। শাশুড়ী বুঝলেন, বৌমার ভয় হয়েছে, বল্লেন, "কি বাছা, ভয় হয়ে গেল নাকি? তা আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব এখন; চল এখন বেলা যায়, ছেলেদের আজ তুমি খিচুড়ী খাবার সাধ হয়েছে।"

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রান্নাঘর।

অগত্যা বৌমা উঠিলেন, ছোট ছোট বৌদের গিন্নি সব ডাকলেন, মেয়ে, নাতনী এলো, গিন্নি সকলকে বল্লেন, "চল সব রান্নাঘরে, বড় বউ আজ তুমি খিচুড়ী রাঁধবে, তোমাদিগকে সব যোগাড় করে দিতে হবে।"

রান্নাঘর গুলজার, বড়, মেজ, ছোট তিনটী বৌ, গিন্নির মেয়ে সরসীবালা, নাতনী সরযূ আর গিন্নি স্বয়ং। উনান ধরান হ'ল। চাল, ডাল, থালা, বাটী, বঁটী সব জড় হ'ল। খুব একটা হৈ চৈ দেখে গিন্নি বল্লেন, "বস সব চুপটী করে।"

গিন্নি। তুমি খিচুড়ী কি করে রাঁধতে হয় তোমরা জান?

নাতনী সরযূ—না, দিদিমা খেতে জানি।

গিন্নি। হাঁ—তা—জানবে বৈ কি?

বৌগুলো সব হেসে উঠল। নাতনী বল্লে, "এর আর অন্যায় কি বল্লেম, রাঁধতে জানি না—খেতে জানি।"

গিন্নি। তা বেশ, এখন পোন—এক-সের খাড়ী মসুরীর ডাল, দেড় পোয়া চাল, আধসের ঘি, নুন ৩ তোলা, হলুদ বাটা ১ তোলা, ধনে বাটা ● তোলা, বাটা আদা ১ তোলা, বাটা লঙ্কা ১ তোলা, জীরামরিচ বাটা ১ তোলা, তেজপাতা ১০।১২ খান, ছোট এলাচ গোটা আধতোলা, লবঙ্গ তিন আনা, দারচিনি আধতোলা, দধি ১ পোয়া এই গুলি ভাঁড়ার হতে নিয়ে এস। বউএরা যোগাড় করে ছুটিল।

নাতনী সরযূ বল্লে, "কখন রান্না হবে দিদিমা?"

গিন্নি। কেন বল দেখি, তোর কি জিনিষ গুলির নাম শুনেই জিবে জল সরতে লেগেছে?

একটু পরেই সব যোগাড় হয়ে এল। বড় বৌমা বৌদিদের কাপড় [illegible] সঙ্গে হাসতে হাসতে উপস্থিত হইলেন, বৌয়ের ঠাকুরঝি সরসী এতক্ষণ চুপ করেছিলেন, বল্লেন, "দেখ বৌদিদি! যেন রাত্রে উপবাস থাকতে না হয়।"

বউ। দেখলেন মা? ঠাকুরঝি পিছনে ডাকলে, সর্ব্বনাশ হবে দেখছি।

গিন্নি। এত আর অসুখ নাশ করতে যাচ্ছে না মা, যে পেছু ডাকলে দোষ আছে। নাও এখন বেলা যায়। আগে চালগুলিকে বেছে বেশ পরিষ্কার করে নাও। ঐ কড়া-খানাকে উনানে চড়াও।

বউমা তাই কল্লেন।

"এখন খানিকটা ঘি দিয়ে ঘিয়ের ফেনাটা মরে গেলে, ঐ ঘিয়ে সমস্ত মসলা চাল ডাল গুলি দিয়ে নাড়তে থাক, চাউল ২।১টী ফুটলে সেই ঠিক ভাজা হয়ে এল বুঝতে হবে। এইবার ওতে জল ঢাল; যখন চালগুলি দুই একটা ফুটতে লাগল, তখন বৌমা বল্লেন, "কতটা জল দিব মা?"

গিন্নি বল্লেন, আন্দাজ সের দুই। এই বার হাঁড়ীর মুখে একটা সরা চাপা দাও। ফুটেছে কি?

বৌমা। হুঁ।

গিন্নি বল্লেন, এইবার নুন দাও আর মুখটা বন্ধ কর। মাঝে মাঝে নাড়া চাড়া করে দাও—যেন তলা না ধরে যায়। তা' হলে সব মাটি হয়ে যাবে।

বৌমা তাই কল্লেন।

গিন্নি। এখন একটু জাল কমিয়ে দিতে হয়—দাও। বেশী জাল দিলে ধরে যাবে যে—

এই বলে গৃহিণী গৃহান্তরে চলে গেলেন। এ কালের মেয়ে সব, কোন কাজকর্ম্ম শিখে না। একটু কাজ করিয়াই বড়বৌ'র গাল দুইটী ফুটন্ত গোলাপের মত হয়ে উঠল। বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিয়া মুখখানি যেন শিশির সিক্ত গোলাপের ন্যায় হইয়া গেল। বড়বৌ অতীব সুন্দরী, এরূপ অবস্থায় যেন সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

ঠাকুরঝি বল্লেন, বৌদিদি! মুখটা মুছিয়ে দিব নাকি" দাদা যদি মুখখানি দেখতেন, তা'হলে বলতেন, বরং আলু ভাতে খাওয়া ভাল। বাবা—খিচুড়ী রান্নায় এত ঘাম পড়ে?

বউ বল্লেন, ঠাকুরঝি! ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে, ঠাট্টা কচ্ছ কর, কিন্তু জান কি করতে পারি?

"কি কর্ত্তে পার বৌ দিদি?"

রাত্রে উপস—যারে নাম উপবাস রেখে দিতে পারি।

সরযূ বল্লে, মামী মা আর কত দেরি?

বৌ। হ'য়ে গেছে এক হাতা খাবে?

সরযূ। মুখ পুড়ে যাবে যে।

এমন সময় গিন্নি এসে বল্লেন, জলটা মরে গেছে কি বৌমা? সিদ্ধ হয়েছে?

বৌমা। হুঁ মা হয়েছে।

গিন্নি বল্লে, এইবার হাঁড়ীর গলা ধরে একবার বেশ করে নেড়ে দাও।

বৌমা তাহাই কল্লেন।

কিছুক্ষণ পরে গিন্নি বল্লে, "এইবার হয়েছে নামিয়ে ফেল।"

বউমা তাহাই কল্লেন। খিচুড়ী রান্না শেষ হয়ে গেল।

রাত্রে বড় বাবু, তাঁহার দুই ভাই, ভগ্নিটী খেতে বস্‌ল, বউমা সকলকে পরিবেশন করে দিলেন। ছোট ও মেজ বৌ ও ঠাকুরঝি জানালার আড়ালে থেকে দেখতে লাগ্‌ল। বড়বৌ আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে মন্তব্যের অপেক্ষা কর্ত্তে লাগলেন।

বড় বাবু। বাঃ! এযে ভুনি খুচুড়ী দেখছি।

একটু খাইয়া বল্লেন, "বাঃ বেশ হয়েছে তো! রাঁধলে কে?"

বড় ঠাকুরাণী গদগদ হইয়া জোড় হাতে বল্লেন, "দেবতা এই অধিনী।"

বড় বাবু। বল কি? যত ছিল নাড়া বুনে, সব হ'ল কিত্তুনে।

ভগ্নিটী আসিয়া বলিলেন, দাদাবাবু বৌদিদির খিচুড়ী রাঁধতে মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল আর বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছিল।

বড় বাবু বল্লেন, বটে!

তৃতীয় দৃশ্য।

বড় বাবুর শয়ন কক্ষ।

আহারাদি শেষ হলে রাত্রি ১১টার সময় বড় বাবু ও বড় বৌ শয়ন ঘরে প্রবেশ কল্লেন।

বড় বাবু। আচ্ছা বল দেখি, এমন রাঁধতে তুমি কোথায় শিখলে, বাপের বাড়ী কি রাঁধতে? ভুনি খিচুড়ী এখনও আমার মুখে যেন লেগে রয়েছে।

বড়বৌ। মা আমাকে আজ রাঁধিতে শিখিয়েছেন, আর আজই আমার রাঁধার হাতে খড়ি হ'ল।

বড় বাবু। যাক সব ভাল, কিন্তু গিন্নি তোমার হাতের রান্না আমার পেটে যে হজম হচ্ছে না, পেটটাও ফাঁপ রেখেছে, আর মাঝে মাঝে ভয়ানক অম্ল ঢেকুর উঠ্‌ছে, কেন বল দেখি?

বড়বৌ। আমার পোড়া কপাল, তা না হলে সকলেরই হজম হ'ল আর তোমারই বা হজম হ'ল না কেন?

বড় বাবু। না গো না। তুমি ত জান আজ প্রায় মাস খানেক আমার ডিস্পেপসিয়া ও অম্বলের দোষ হয়েছে তাহাতে আবার খিচুড়ীটা কিছু বেশী খাওয়া হয়েছে, কাজেই হজম হয় নাই।

বড়বৌ। আচ্ছা তুমি একটা ঔষধ খাওনা কেন? ছোট ঠাকুরপোর ঐ রকম মাঝে মাঝে হত, সে—বি, সায়ের "আঙ্গুরিনা" এক বোতল এক টাকা দিয়ে এনে আর সেই খেয়ে বেশ আরাম হয়ে গেছে। তুমি সেই এক বোতল নিয়ে এস না, দামত বেশী না, এক টাকা মাত্র।

বড় বাবু। ঠিক বলেছ, তাই কাল একটা আনব।

বড়বৌ। আনবো না—না, কাল আনা চাই-ই, ঐ কাল যদি তুমি না আন ত আমি জল স্পর্শই করব না। কি বলব, জিনিষটা ভারী উপকারী, বল্‌তে আর কি, আমার একদিন রাত্রে কেমন হঠাৎ অম্বলের ঢেকুর উঠতে লাগল, তাই ছোট ঠাকুর পোয়ের কাছ থেকে একটুখানি "আঙ্গুরিনা" নিয়ে খেলুম আর তৎক্ষণাৎ কমে গেল। বলব কি, অমন জিনিষ আর নাই। কাল অবশ্য অবশ্য এক বোতল আনবে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

অবশেষে বিনীত ভাবে কহিলেন,— "রাত্রি অনেক হইয়াছে, এত রাত্রে সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করা আপনার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইবে। বিশেষতঃ এতক্ষণ পান্থাবাসের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই ক্ষুদ্র কক্ষে রাত্রিবাস করিতে সম্মত হন, অনায়াসে আপনার ভাবিয়া ইহা ব্যবহার করিতে পারেন। আজ রাত্রে আপনার ভাল আহারাদি হইল না—কল্য প্রাতঃভোজনের সময় এ অভাব পূরণ করিবার কতকটা অবসর পাইব।"

অলিফাণ্ট আনন্দের সহিত এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অর্মসলি তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, প্রহরীর আড্ডায় প্রস্থান করিলেন। ঘটনাক্রমে দুর্গ মধ্যে রাত্রি-যাপন করিবার অবসর উপস্থিত হওয়ায়, অলিফাণ্ট বরং সন্তুষ্টই হইলেন। কুইন্স-বারির ডিউকের সহিত তাঁহার অতি অল্প সময়ের জন্য আলাপ হইলেও তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, বন্দীদের বধের আজ্ঞা লইয়া রাজদূতের আসিবার আর বিলম্ব নাই। সে দণ্ডাদেশ ডিউকের হস্তগত হইলে, তাঁহার পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করা অসম্ভব হইবে না। কুচক্রী ডিউক রাত্রির মধ্যে সেই দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করিয়া তাঁহার হৃদয়ের প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবেন। তিনি নিকটে থাকলে, তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে সমর্থ হইবেন ভাবিয়াই তিনি আনন্দের সহিত নবীন সেনানীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

পথশ্রমে নিরতিশয় পরিক্লান্ত হইলেও অলিফাণ্ট রাত্রির অবশিষ্টাংশ বিনিদ্রনয়নে অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন।

এই ভাবে আরও এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। দুর্গ নিস্তব্ধ। প্রহরীর পদশব্দ ব্যতীত আর কোনই শব্দ শোনা যাইতেছিল না। এই ভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতে আলোকটী নিভিয়া গেল। তিনি অন্ধকারেই বসিয়া রহিলেন। তন্দ্রা তাঁহার চক্ষু দুইটীকে নিমীলিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল কিন্তু তিনি যত্নপূর্ব্বক অলসতা পরিহার করিয়া, বসিয়া বসিয়া মনে মনে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিল। এইবার যেন তাঁহার মনে হইল,

দুর্গ মধ্যে কি একটা ঘটিতেছে। কারণ দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত প্রহরীর পদশব্দ ব্যতীত আরও যেন কিসের শব্দ তাঁহার শ্রুতিবিবরে প্রবেশ করিল। তাঁহার যেন মনে হইতে লাগিল, বহুসংখ্যক লোক দুর্গ প্রাঙ্গণে সমবেত হইতেছে। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া গবাক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিশক্তি রজনীর সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া কিছুই দর্শন করিতে সমর্থ হইল না। মধ্যে মধ্যে দুই একটা অস্ত্রের ঝনাৎকার শব্দও শুনিতে পাইলেন। অবশেষে কোন পদস্থ কর্ম্মচারীর মুখে ধ্বনিত হইল,—"থাম, সম্মুখে।" এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, দুর্গ প্রাঙ্গণে সৈন্য সমবেত হইতেছে, কিন্তু কেন?

তিনি বাতায়ন পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, সহসা তাহার নিম্নভাগ মশালের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে আরও একটা—আরও একটা—ক্রমে ক্রমে অনেক মশাল জ্বলিল। সমস্ত প্রাঙ্গণ উজ্জ্বলালোকে আলোকিত হইল—সে আলোকচ্ছটায় অন্ধকারে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান সৈন্যগণের ধাতুময় শিরস্ত্রাণ, বর্ষাফলক এবং তরবারির উপর পতিত হইয়া ঝকমক্ করিয়া উঠিল। অলিফাণ্ট বুঝিলেন, রজনীযোগে এইভাবে সৈন্য সমাবেশ নিশ্চয় কোন ভয়ঙ্কর কার্য্য সম্পাদনের জন্য সমাহিত হইতেছে।

তথাপি তিনি সেই গবাক্ষপার্শ্বে নিশ্চেষ্ট ভাবে দণ্ডায়মান। তাঁহার সংশয় ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। সৈন্যদল শ্রেণীবদ্ধভাবে ক্রমশই অগ্রসর। এই সৈন্যদলের মধ্যে মধ্যে দুই চারিজন দেওয়ানী কর্ম্মচারীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের পরিধানে সদা-সিধে পরিচ্ছদ। তাহার পরে—ঐ দল হইতে কিছু অন্তরে এক ব্যক্তি—যেন লোকে যত্নপূর্ব্বক তাহার সঙ্গ পরিহার করিবার চেষ্টা করিতেছে—পরিধানে কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ—স্কন্ধদেশে শাণিত কুঠার।

কিন্তু তাহার পরে ঐ শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যদলের মধ্যে ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে আসিতেছে, উহারা কে? অলিফাণ্ট তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে কুইন্সবারির ডিউক এবং পার্থের আর্ল এবং বহুসংখ্যক অনুচর।

এতক্ষণে এই নৈশ সৈন্য সমাবেশের কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি আর স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিলেন না। সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতগতিতে দুর্গ প্রাঙ্গণে বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে একটা উচ্চ মঞ্চের উপর এক যূপকাষ্ঠ প্রোথিত। সৈন্যদল বৃত্তাকারে তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল, ডিউক অব আর্গাইল এবং রামবল্ড সেই যূপকাষ্ঠের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে পরস্পর কর মর্দ্দন করিয়া আর্গাইল যূপ মধ্যে মস্তক স্থাপন করিয়া নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন। ঘাতক তাহার পরশু উত্তোলন করিল। ঠিক সেই সময়ে কে এক ব্যক্তি কঠোর রবে আদেশ করিলেন—"থাম!" দীর্ঘাকৃতি এক পুরুষ সৈন্য প্রাচীর ভেদ করিয়া যূপসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

নবাগত জেনারেল অলিফাণ্ট।

চতুর্ব্বিংশাধিকশততম পরিচ্ছেদ।

বন্দীদ্বয়।

কারাকক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া বধ্যভূমিতে মস্তক দান করিতে আসিতে আসিতে বন্দীদ্বয় এই ভাবেই কোন কিছু একটা সম্ভাবিত হইবার প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা মনে প্রাণে জানিতেন অলিফাণ্ট প্রতারিত হইবার লোক নহেন। তিনি তাঁহাদিগকে কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই কারণে তাঁহাদিগকে মার্জ্জনা করা হইয়াছে জানিয়াও, তাঁহারা নীরব।

এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে বন্দীদ্বয়ের বধাজ্ঞা লইয়া দূত আসিয়াছে। সেই আদেশ পত্র হস্তগত হইবামাত্র কুইন্সবারির ডিউক সেই মুহূর্ত্তেই সেই আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে স্থির সঙ্কল্প হইলেন। জেনারেল অলিফাণ্টের দ্বারা আনীত সংবাদ প্রথমে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেও, রাজদূতের মারফৎ প্রেরিত দণ্ডাদেশ অনুসারে কার্য্য করাই তাঁহারা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। কারণ ইহাতে তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তদনুসারে আর কাল বিলম্ব না করিয়া, দেওয়ানী বিভাগের অপরাপর রাজকর্ম্মচারীগণকে আহ্বান করিয়া দুর্গে আনিলেন। দুর্গাধ্যক্ষ তাঁহাদের মুখে সকল কথা শুনিয়া যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। সেনানী আর্মস্লির উপর সে দিন দুর্গরক্ষার ভার ছিল, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই ডাক পড়িল। তিনি দুর্গ প্রাঙ্গণে সৈন্য সমাবেশ করিতে ব্যস্ত হইলেন। প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার কক্ষে উপস্থিত হইয়া অলিফাণ্টকে এ সংবাদ দিয়া আসিতে তাঁহার সাহস হইল না। এতদ্ভিন্ন তিনি জানিতেন না যে, অলিফাণ্টের পকেটে বন্দীদের প্রতি মার্জ্জনার সনন্দ বর্ত্তমান আছে। যখন তাঁহারা কক্ষতলে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন, একবার গবাক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন কক্ষ অন্ধকার। ভাবিলেন তাঁহার অতিথি সুষুপ্তির কোলে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন।

জেনারেল অলিফাণ্টের সহসা আবির্ভাবে সকলেই চমকিয়া উঠিল। আর্গাইল এবং রামবল্ড শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে আশাতন্তু ধরিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল। আর্মস্লি ভাবিতে লাগিলেন, অলিফাণ্টের মুখে যাহাই প্রকাশ পাউক না কেন তাঁহাকে কোনরূপে বিপন্ন হইতে হইবে না। কুইন্সবারির ডিউক এবং পার্থের আর্ল তাঁহাকে চিনিতে পারিবামাত্র সভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। অধিকাংশ লোকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে

দিত না—ভদ্র সমাজে মিশিতে পাইতেন না। সাধারণতন্ত্রের উপাসক যাঁহারা ঘৃণা করিতেন—সাম্যবন্দীর দল সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। ডিউকের নিকট দুই তিনখানি দরখাস্ত করিলেন—তাঁহার করুণ-ভিক্ষা করিলেন—নিজের দুরবস্থা জানাইয়া কোন একটী চাকরির প্রার্থনা করিলেন কিন্তু তিনি তাচ্ছিল্যভাবে তাহার কোনই উত্তর দিলেন না। অবশেষে তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, আর একবার তাঁহার করুণ দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেবারেও আশা ফলবতী হইল না। কিছুদিন পরে শুনিলেন ডিউক আর্গাইল এবং মন্মথ হলণ্ডে অবস্থান করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন,—সেই সংবাদ পাইয়া প্রথমে আর্গাইলের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি রামবল্ডের মুখে তাহার প্রকৃত চরিত্রের পরিচয় পাইয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন না। সরল বিশ্বাসী মন্মথের ডিউক কিন্তু তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া একদল সৈন্য পরিচালনের ভার দিলেন। সেজমুরের যুদ্ধে মন্মথের পরাজয় হইল। এ যুদ্ধে রামসি রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই কিন্তু ডিউক এবং তাঁহার অন্যতম সেনানী লর্ড গ্রের কাপুরুষতার ফলেই এ যুদ্ধে পরাভব ঘটিল। এই লর্ড গ্রে রাইহাউসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এবং পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইবার আশঙ্কায় পূর্ব্বাহ্নে পলায়ন করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার রামসি বিচারকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। এ বারেও সেই সরকারী সাক্ষীরূপে। গুডক্রাপ নামক তাঁহার এক পূর্ব্ব সহচরও সরকারী সাক্ষী মনোনীত হইলেন। এই দুই জন সত্যবাদী সাক্ষীর জবানবন্দীতে বিশ্বাস করিয়া বিচারক নগরাধ্যক্ষ কর্নিশকে ফাঁসিকাষ্ঠে লটকাইলেন—তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার নির্দ্দোষিতা সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে প্রমাণিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তাঁহার পরিবারবর্গকে তাঁহার সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার পর গুডক্রাপ বা রামসির আর কোনই সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ বিদেশে কোনস্থানে নিতান্ত দীনভাবে ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মন্মথের ডিউক অপরাধ স্বীকার করিয়া নিতান্ত কাতরভাবে প্রাণভিক্ষা চাহিলেও, নৃপতি তাঁহার আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। ছত্রিশ বৎসর বয়সে ঘাতকের শাণিত কুঠারে মস্তক দান করিয়া কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

সত আর্জেনের বিধবা পত্নী ভুলিয়া আর বিবাহ করেন নাই। সংসারের আমোদ প্রমোদ এবং বিলাস সম্ভোগ হইতে দূরে থাকিয়া, দীন দুঃখীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। প্রাচীন বয়সে যখন মৃত্যু আসিয়া শিয়রে দণ্ডায়মান হইল, বুঝিলেন, ভগবানের করুণা এবং মানব সমাজের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

ক্রমশঃ।

REGD. No. C 881.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ বর্ষ।] ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ সাল। ইং ১১ই ডিসেম্বর, ১৯২২ সাল। [৮ম খণ্ড।

দি ইউনাটেড ট্রেড গেজেট পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসে গেজেটে ৩টী করিয়া পুরস্কারের প্রশ্ন বাহির হইবে। প্রতি প্রশ্নের উত্তরের পুরস্কার ২৲ দুই টাকা। গেজেটের গ্রাহক মাত্রই এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু উত্তরের সহিত কুপন না থাকিলে কোন উত্তরই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। প্রশ্নের শেষ ভাগে পুরস্কারের কুপন আছে। উত্তরের সহিত গ্রাহক নম্বর লিখিবেন।

২। একজন গ্রাহক ৩টী পুরস্কারের জন্য উত্তর পাঠাইতে পারেন; কিন্তু একাধিক পুরস্কার এক মাসে একই গ্রাহককে দেওয়া হইবে না।

৩। পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচার সকল সময়েই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

৪। প্রতি মাসের প্রশ্নের উত্তর তৎপরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। প্রতিযোগিতার ফল পরবর্ত্তী মাসের গেজেটে বাহির হইবে। উল্লেখযোগ্য উত্তরপ্রেরকগণের নাম ঐ সঙ্গে গুণানুসারে প্রকাশিত হইবে।

৫। কাগজের এক পৃষ্ঠায় উত্তরগুলি লিখিতে হইবে। প্রথমেই, গ্রাহক নম্বর, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক। একাধিক ব্যক্তির উত্তর একই এবং ঠিক হইলে, লেখার ধরণ এবং পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য করিয়া পুরস্কার যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবে।

কার্ত্তিক মাসের প্রশ্নের ফল।

১ম প্রশ্নোত্তর—

(ক) The Letter "E"

Persevere ye perfect men, Ever keep this precepts ten.

(খ) One word.

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। যশোহর।

২য় প্রশ্নের উত্তর।

(ক) (1) Rolling stones gather no moss.

(2) Procastination is the thief of time.

(3) Time and tide wait for no man.

(4) A bird in the hand is worth two in the bush.

(খ) পুস্তকের খরিদ দাম ২ পাউণ্ড ১৮ সিলিং ৩ পেন্স্।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীসত্যচরণ পরামাণিক। বেলগেছিয়া।

৩য় প্রশ্নের উত্তর।

(ক) প্রথম বুড়ীর বয়স—৫০ বৎসর।

দ্বিতীয়	„	„	৬২ „
তৃতীয়	„	„	৫৬ „
চতুর্থ	„	„	৮২ „

(খ) ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ = ৪৫
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ = ৪৫

৮ ৬ ৪ ১ ৯ ৭ ৫ ৩ ২ = ৪৫

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীবসন্তকুমার সেনগুপ্ত। ভাগোড়া কানয়ারী, ঝরিয়া, মানভূম।

প্রশ্নোত্তরকারীগণের প্রতি নিবেদন।

বহু সংখ্যক ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের গেজেটে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর পাঠাইতেছেন এবং উত্তরও অনেকের যথাযথ হইতেছে কিন্তু পুরস্কারের নিয়মাবলীর প্রথম ধারা অনুসারে তাঁহাদের উত্তর গ্রহণ করা হই-

তেছে না—কারণ গেজেটের গ্রাহক ভিন্ন অন্য কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় না; সেই কারণ যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিয়া পুরস্কার পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রথমে এক টাকা বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন কিম্বা আমাদের নিকট চিঠি লিখিলে আমরা রেজেষ্ট্রী খরচা সমেত ১।৶০ চার্জ্জ করিয়া ভিঃ পিঃতে বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া থাকি।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রশ্ন।

১ম প্রশ্ন।

(ক) এমন একটী ষোল ঘর বিশিষ্ট ঘর কর এবং তাহাতে এইরূপ সংখ্যা সকল স্থাপন কর, যে তাহার যে দিক হইতে ঠিক দিবে সে দিকেই অর্দ্ধ টাকার পয়সা হইবে।

(খ) কোন এক ব্যক্তির ৯ নয়টী সন্তান এবং ৮১ ঘর প্রজা। উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর ভ্রাতাগণের মিল না থাকায় তাহাদের অংশ ভাগ করিতে ইচ্ছুক, অতএব তাহারা গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে সমান অংশে ভাগ করিয়া দিতে অনুরোধ করে; প্রজাদিগের নম্বর অনুযায়ী খাজনা দেয়, যেমন ১ম প্রজার খাজনা ১৲ দ্বিতীয় ২৲ তৃতীয় ৩৲ টাকা এইরূপ, অতএব প্রত্যেক ভ্রাতা নয় ঘর প্রজা এবং সমান টাকা ভাগ হওয়া দরকার। কিরূপে ভাগ হইল?

২য় প্রশ্ন।

নিম্ন লিখিত জমিটীকে এরূপ চারিভাগে ভাগ করিতে হইবে যেন তাহাদের আকৃতি আয়তন ও কালি সর্ব্বতোভাবে সমান হয়।
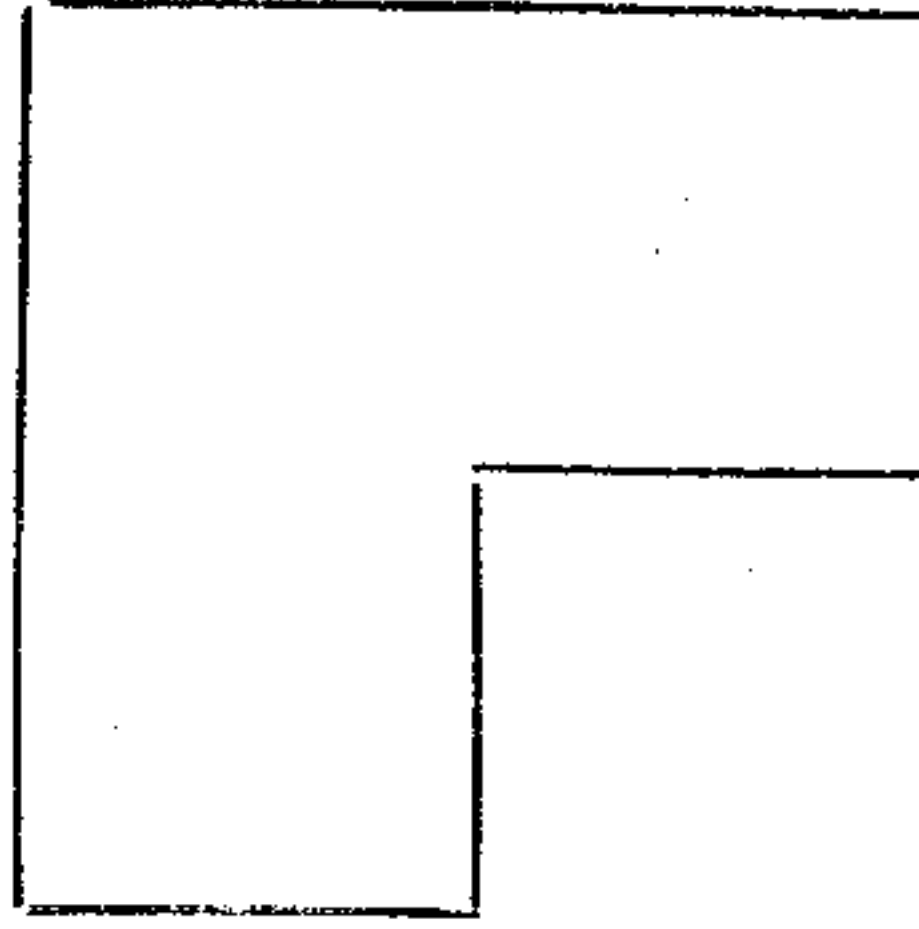
৩য় প্রশ্ন।

(ক) What is that from which you may take away the whole and yet have some left.

(খ) Ten after cypher what is that creature?

(গ) O after 50, E after 5, tell what is their relative.

(ঘ) What is an animal if you cut the head off still it is an animal.

ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট
পুরস্কার কুপন নং ৩

ঠাকুরমার টোট্‌কা
বা
পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

অজীর্ণ—অগ্নিমান্দ্য।

আধ ছটাক মৌরী, দেড় পোয়া জলে এক বা দেড় ঘণ্টা ভিজাইয়া, পরে রগড়াইয়া ছাঁকিয়া লইবেন এবং উহাতে আধ ছটাক চুণের জল ও একটী কাগজী লেবুর রস মিশাইয়া এক ঝিনুক পরিমাণে দিনে ৩।৪ বার পান করিলে অতি শীঘ্র অজীর্ণ নিবারিত হয়।

মুথা, সৈন্ধব লবণ ও আমরুলের শাক একত্রে ছেঁচিয়া আগুনে একটু সেঁকিয়া ঠাণ্ডা হইলে রস নিংড়াইয়া লইবেন—এই রস এক কাঁচ্চা পরিমাণ ২।৩ বার সেবন করিলে অজীর্ণ উপশমিত হয়।

লবঙ্গ, বিটলবণ, মৌরি ও যোয়ান সমভাগে লেবুর রসে বাটিয়া কুল আঁটির মত বড়ী করিয়া চালুনি জল কিম্বা শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ বিনষ্ট হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

হিঙ্গসাগরের পাতা, যোয়ান, মৌরী ও সৈন্ধব পানের সহিত চিবাইয়া খাইলে অজীর্ণ নাশ হয়।

কেবল কাগজী লেবুর রসে কিঞ্চিৎ বিটলবণ বা সৈন্ধব লবণ অথবা কড়িভস্ম কাঁচির চিনি সহ খাইলে যথেষ্ট উপকার হয়।

অতিসার।

জায়ফল, জীরা, বেলশুঠ প্রত্যেকের চূণ সমভাগ, চুণের জলের সহিত মাড়িয়া ৬ রতি প্রমাণ বড়ী করিয়া রাখিবেন। তিন ঘণ্টা অন্তর এক একটী বড়ী গরম ধাতুতে চালুনীর জলের সহিত ও কফের ধাতুতে কর্পূর জলের সহিত সেবন করিলে অতিসার বন্ধ হয়।

সোহাগার খই ১ ভাগ, পুরাতন দেওয়ালের চুণ ১ ভাগ, ধনে চূর্ণ ১ ভাগ, মোচরস ১ ভাগ ও মৌরী চূর্ণ ২ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ইহার ।০ বা ৵০ আনা ওজনে শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অতিসারের বেগ ক্ষান্ত হয়।

কচি তেতুল পাতা, বাবলা পাতা, যোয়ান, আধপোয়া লবঙ্গ এবং ফুলখড়ী একত্রে আমরুলের রসে পিষিয়া কুল আঁটির মত বড়ী করিয়া চুণের জলের সহিত বা শীতল জলের সহিত সেবন করিলে প্রবল অতিসার নিবৃত্ত হয়।

কমলা নেবুর খোসা, বেলপাতা, সিদ্ধি, শুঠ, জীরা, বিটলবণ, শঙ্খভস্ম মুথা ও কয়েদবেলের পাতা সম পরিমাণে একত্রে জল দিয়া বাটিয়া ছোট কুলের আঁটির মত বড়ী করিয়া শুকাইয়া রাখিবেন। এই বড়ী আবশ্যক মত চালুনির জল, কর্পূর জল বা নেবুর রসের সহিত দিনে ৩।৪টা সেবন করিলে অম্লজনিত দমকা ভেদ, পেট কামড়ানি, পেটফাঁপা, আমাতিসার, পুরাতন গ্রহণী প্রভৃতি রোগের দুর্দ্দমনীয় ভেদ আশু প্রশমিত হয়।

ক্রমশঃ।

দেশীয় বাণিজ্য।

তিন শত বৎসর এতদ্দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের যতদূর বিস্তার হইয়াছে, পূর্ব্বে এতদূর ছিল না বটে কিন্তু স্মরণাতীত কালাবধি ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বিদেশীয় বণিকগণের বিবিধ বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। রোমান, গ্রীক, ওলন্দাজ, পর্ত্তুগিজ, আর্ম্মাণ প্রভৃতি বিবিধ জাতি বঙ্গদেশ হইতে পণ্য দ্রব্য লইয়া যাইত, রোমানেরা বঙ্গদেশের তুলার অধিক আদর করিত। একজন সাহেব বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন—রোমানেরা বাঙ্গালার তুলাকে কার্পাস বলিয়া জানিত। কার্পাস যে বিদেশী ভাষা নহে—সংস্কৃত ভাষায় তুলার নাম কার্পাস, সাহেব তাহা জানিত না, যাহা হউক বৈদেশিক বাণিজ্য আমাদের দেশে নূতন নহে, ঢাকার সুবর্ণ গ্রাম এবং হুগলীর সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশের মধ্যে বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থল ছিল। কেবল তুলা নহে অনেক প্রকার পণ্য-দ্রব্য এ দেশ হইতে বিদেশে নীত হইত ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। বিদেশের বস্তু এ দেশে কি পরিমাণে আমদানী হইত, তাহার ঠিক ঠিক নিদর্শন পাওয়া যায় না।

বঙ্গদেশ রত্ন-গর্ভা, এ দেশের ভূমি চির উর্ব্বরা। বঙ্গের উর্ব্বরা ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার শস্য ও ফল উৎপন্ন হয় এই কারণে বিদেশীয় বণিকেরা সলোভ দৃষ্টিতে বঙ্গদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। বিনিময় বাণিজ্য কতদূর প্রবল ছিল তাহা বোধ হয় অতি প্রাচীন লোকেরাও স্মরণ করিয়া বলিতে পারে না। আজ কাল ইংরাজের অধিকারে বিনিময় বাণিজ্যের অধিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বিনিময় বাণিজ্য যে সকল দেশের মঙ্গলের হেতু, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এখন জগতের পাশ্চাত্য ভাগ বাণিজ্য প্রধান সভ্য দেশ বলিয়া বিখ্যাত, পাশ্চাত্য বাণিজ্য বিনিময় বাণিজ্যের একান্ত পক্ষপাতী, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তবে একটী কথা এই যে, একস্থানের বহুমূল্য পণ্য গ্রহণ করিয়া অন্য দেশের লোকেরা তাঁহাদের স্বদেশের অল্প মূল্য পণ্য প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহাদের সৌভাগ্যের উজ্জ্বল পরিচয় হয়। শ্রীমন্ত সওদাগর যখন সিংহল পাঠান বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বিনিময় সঙ্কল্প কবি কঙ্কন চণ্ডীতে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, "শুক্তির বদলে মুক্তা লব, ভেড়ার বদলে ঘোড়া" এই বাক্যে দ্বারা বিনিময় বাণিজ্যের মহিমা উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, এক্ষণে কোন কোন বিষয়ে পাশ্চাত্য বণিকেরা তাহার অনুকরণ করিতেছেন।

এখনকার দিনে বৈদেশিক বাণিজ্যই প্রবল। দেখাদেখি দেশবাসীরাও বাণিজ্য করিতে শিখিতেছেন, যাঁহারা বঙ্গ বাণিজ্যের ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা বলেন, ভারতের রাজধানী কলিকাতা, এক্ষণে ভারতের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। প্রমাণ দর্শনে আমরা একথার সম্পূর্ণ যথার্থ স্বীকার করিতে পারি না; বরং বোম্বাইকে বাণিজ্য কেন্দ্র বলিয়া গৌরব করা ন্যায় সঙ্গত, কলিকাতায় বহু দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী হইতেছে সত্য, কিন্তু গণনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয়, বিদেশী লোকেরাই বঙ্গবাণিজ্যের অধিক ফল-ভাগী। কলিকাতায় যতগুলি বড় বড় হাউস দেখা যায় প্রধানতঃ সেই সকল হাউসের মালিকেরা বৈদেশিক সওদাগর, দেশের লোকেরা কতকগুলি ছোট ছোট দোকান খুলিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কেহ কেহ দুই চারিটী আড়ত খুলিয়াছেন, পল্লী বিশেষে কয়েকজন স্বদেশী মহাজন আছেন এই পর্য্যন্ত। তাঁহারা কিন্তু বিদেশীয় বণিকগণের সহিত কোনও অংশে প্রতিযোগীতা করিতে সমর্থ নহেন।

যে অবধি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর বঙ্গদেশকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া শাসন প্রণালীর সুবিধা করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, সেই অবধি এতদ্দেশীয় যুবকেরা স্বদেশী বাণিজ্যের নামে সমুৎসাহিত হইয়াছেন, স্বদেশের স্বদেশীয় পণ্যের উৎপাদনে যাঁহারা যত্ন করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের সাধুবাদের পাত্র; কিন্তু যে পরিমাণে স্বদেশী বস্তুর প্রাবল্য হইলে দেশের আকাঙ্খামত উপকার হইতে পারে—যে পরিমাণে স্বদেশী দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে না, ক্রমে ক্রমে হইতে পারে এরূপ আশা করা যায়, কিন্তু আরম্ভেই যদি দেশের লোকের উৎসাহ ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে আশা ভঙ্গ হইয়া যাইবে, এ আশা আমাদের মনে বলবতী, সে আশঙ্কা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র দূরীভূত হয় তদ্বিষয়ে উৎসাহশীল যুবকগণের বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, যে সকল বস্তু আমাদের দেশে বিশেষ প্রয়োজন অগ্রে সেই সকল বস্তুরই উৎপাদনের দৃঢ় সংকল্প হওয়া আবশ্যক। প্রধান হইতেছে অন্ন বস্ত্র, নিত্য ব্যবহার্য্য সামান্য সামান্য বস্তুর অভাব থাকিলেও তাহা এখন গৌণকল্প বলিয়া বোধ হয়। কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধান এবং বস্ত্র বয়নের আধিক্য সর্ব্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়। আর একটা কথা বোধ হয় সকলেই জানেন কৃষিকার্য্যের প্রতি এদেশীয় ভদ্র-বংশীয় জনগণের অনাস্থা আছে। প্রথমে যখন ভারতের আর্য্য বংশের উপনিবেশ সংস্থাপিত হয় তখন সেই আর্য্যেরা স্বহস্তে কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিতেন। সেই আর্য্যবংশধরেরা সে কথা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। ভূমি কর্ষণাদি

প্রধান কার্য্যকে তাঁহারা হীন কার্য্য বিবেচনা করেন, অশিক্ষিত নীচ বংশীয় কৃষকগণের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছেন। জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ—বঙ্গদেশের উর্ব্বর ক্ষেত্রগুলি-অতি অল্প আয়াসেই ফলপ্রসূ হয়, সেই কারণেই সামান্য সামান্য কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে কৃতকার্য্য হইতেছে। চির প্রচলিত লাঙ্গলাদি দ্বারা মৃত্তিকা আঁচড়াইয়া বীজ বপন করিলেই বসুমতী সুপ্রসন্না হয় তাহাতেই দেশের লোকের অন্ন সংস্থান হয়, কেবল দেশের লোকে কেন ভিন্ন ভিন্ন দেশেও শস্য রপ্তানি করিতেও বঙ্গদেশ অপ্রস্তুত হয় না—কৃষি প্রণালীর উৎকর্ষ সাধিত হইলে দেশের বহুল পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। অনেকেই আলস্যবশে তাহা ভুলিয়া রহিয়াছেন, আরও একটী কথা—ধান্য এ দেশের জীবন স্বরূপ, যে সকল ভূমি ধান্য ক্ষেত্র বলিয়া গণনীয় ও প্রসিদ্ধ সেই সকল ভূমিতে অন্য প্রকার বীজ রোপণ বপন চলিলে ধান্য অল্প জন্মিবে ইহা বিসম্বাদ নাই, অথচ সময়ে সময়ে বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। নীলকর সাহেবরা যখন এ দেশে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন জেলায় নীলকুঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিয়াছিলেন, তখন প্রজালোকের ধান্য ক্ষেত্রে নীলবীজ বপন করিয়া প্রজালোকের নানা কষ্টের হেতু হইয়াছিল, বেশী কথা কি—ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ধান্য চারা রোপিত হইলে তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া নীল চাষ করিবার জন্য তাহারা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেন, মূর্খ কৃষকেরা আপাততঃ মনে হয় যৎকিঞ্চিৎ লাভের আশায় কুঠিয়াল সাহেবদের নিকট হইতে নীলের দাদন লইত, তিন পুরুষেও সেই দাদনের ঋণ পরিশোধ হইত না, ভুক্তভোগী হইয়াও নীলকরের জুলুমের ভয়ে ধান্যক্ষেত্রে নীল বপন করিতে বাধ্য হইত, কাজে কাজেই ধান্য ক্ষেত্র অল্প হইয়া আসিয়াছিল। এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের গৃহস্থ লোকেরা ১৲ টাকায় একমণ চাউল পাইতেন, নীলকরী হাঙ্গামার পর হইতে চাউলের দাম ক্রমশঃ বাড়িতে আরম্ভ হয়, তাহার পর এক্ষণে ধান্য ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে পাটের চাষ হইতেছে, পাটের ব্যবহার এ দেশে অল্প সে তুলনায় অধিক পরিমাণে জন্মিতেছে, অধিকাংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে, সামান্য লাভের আশায় নির্ব্বোধ কৃষকেরা ধান্য চাষে অবহেলা করিতেছে, কাজে কাজেই দিন দিন চাউলের মূল্য বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহার উপরেও চাউলের রপ্তানি আছে, দৈব বিড়ম্বনায় এক এক বৎসর অজন্মা হয়। তাহার ফল ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ।

ধান্য যাহাতে এ দেশে অধিক পরিমাণে জন্মে তাহার উপায় বিধান করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। চাউল সস্তা হইলে মানুষ নিশ্চিন্ত থাকিয়া অন্যান্য ব্যবসায়ে মনোযোগ প্রদান করিতে পারে, পেটের দায়ে হাহাকার করিলে বিলাস দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার উৎসাহ থাকে না ইহা স্বভাব সিদ্ধ। স্বদেশে স্বদেশী জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে—ইহা আহ্লাদের বিষয়, কিন্তু দেশে চাউলের অভাব থাকিলে বিলাস দ্রব্যের প্রাচুর্য্য হইলেও লোকের কষ্ট নিবারণ হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই জন্যই আমরা বলিতেছি অগ্রে ধান্য চাষের বাহুল্য প্রচার করা, গৃহে গৃহে বস্ত্র বয়নের ব্যবস্থা করা, সেই সঙ্গে অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের উৎপাদনে যত্ন করা; তাহা হইলেই বঙ্গলক্ষ্মী প্রসন্না হইবেন, বঙ্গলক্ষ্মী পুনরুজ্জীবিত হইবেন। কৃষির উন্নতির সহিত বাণিজ্যের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

বঙ্গবাসীগণ যদি বঙ্গ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে চান, তাহা হইলে লোকের গৃহে গৃহে যাহাতে অন্নের অসংস্থান না থাকে তদ্বিষয়ে অধিক যত্ন ও অধিক উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য—এখন এই পর্য্যন্ত। বারান্তরে আমরা এ বিষয়ে কিছু পুনর্ব্বার আলোচনা করিব এরূপ আশা রহিল।

শিল্পকথা।

একজন বিজ্ঞ লোক বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, তেলী, মালী, কামার, কুমার, রাজ-মিস্ত্রি, এমন কি, নাপিত, ধোপা পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চাকরী পাইবার আশায় স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেছে, সেই জন্য সমস্ত বিদ্যালয় কোলাহলপূর্ণ এবং সেই জন্যই বর্ত্তমান সময়ে অধিক সংখ্যক বিদ্যালয়ের আবশ্যক হইতেছে—কিন্তু এত লোককে কি গবর্ণমেণ্টের চাকরী দেওয়া সম্ভব? কাজেই সুশিক্ষিত লোকও প্রায় চাকরী পাইয়া উঠিতেছে না। শিক্ষার প্রধান লক্ষ হইতেছে চাকরী—আবশ্যকীয় সর্ব্ব বিষয়েই জ্ঞান লাভের পিপাসা বিশেষ ক্ষীণ হইতেছে। ফলে দেশীয় শিল্প ও কৃষির অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তানগণ বহু পরিশ্রমে বহু অর্থ ব্যয়ে শিক্ষিত হইয়া শেষে দিনান্তে একজন রাজমিস্ত্রির অপেক্ষাও কম উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।" কথাগুলি অতি সত্য হইলেই সে কথা ভাবে কে?

একবার অযোধ্যার ডেপুটী কমিশনার বহু সংখ্যক একত্রিত পরীক্ষার্থী বালককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহারা কি জন্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আইসে। প্রশ্নের উত্তরে ৫০টী কণ্ঠ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে, "কেবল চাকরীর জন্য।" তিনি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, "কি চাকরী?" তাহাতে সমস্ত বালক সমস্বরে বলিতে থাকে, "গবর্ণমেণ্টের চাকরী।" তিনি বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন "কেবল কেরাণী আর উকিলের জাতি উপবাস করিয়া মরে; খাদ্য সামগ্রী, পোষাক পরিচ্ছদ, বাসস্থান সকল বিষয়েই একরূপ জাতী ক্রেতার স্থান অধিকার করে মাত্র, কিন্তু ইহারা জিনিষ জন্মাইতে পারে না।"

ভারতের দৈন্যদশা যে দেশবাসীর কেবল অলসভাবে বসিয়া থাকার এবং পরিশ্রম সম্বন্ধে

ভ্রান্ত-ধারণার জন্য তাহাই নহে। ইহাদের জাতীয় শিল্পকর্ম্ম অশিক্ষিত লোকের হস্তে ন্যস্ত থাকায় শিল্পের আরও অবনতি হইয়াছে। পাঠক চিন্তা করুন—কথাগুলি সত্য কিনা? ক্রিশ্চিয়ান সোসাইটী হইতে প্রকাশিত কোন পুস্তকে লেখা আছে—ভারতবর্ষের শিল্পী জগতের অন্যান্য শিল্পীগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। জগতের যে কোন অংশের শিল্পীর সমকক্ষ; কিন্তু তাহাদিগকে পরিচালিত করিবার উপযুক্ত বুদ্ধিমান পরিচালকের অভাব ও আবশ্যক। জগতের নানাস্থানে শিল্পের যে সকল অভিনব প্রণালী আবিষ্কৃত হইতেছে যদি তাহা এ দেশে প্রচলিত করা না হয়, তাহা হইলে এ দেশের শ্রমজীবিগণ কখনও জগতের অন্য শিল্পীগণের সহিত প্রতিযোগীতায় সক্ষম হইতেই পারে না। সুতরাং তাহাদের কি করা হইবে? শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিজেদের শিল্পশিক্ষা এবং জিনিস প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে এবং সভ্য জগতের যে সকল উন্নত উপায় দ্বারা উন্নত প্রকারের দ্রব্যাদির প্রস্তুতের প্রণালী ব্যবহৃত হইতেছে, সেই সমুদায় প্রণালীতে সুদক্ষতা লাভ করিয়া নিজেদের দেশের শ্রমজীবিদিগকে পরিচালিত করিতে হইবে।

বাস্তবিকই ইহাইত প্রকৃত উপায়। শুষ্ক মুখে শিল্প শিল্প করিয়া গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া কোন ফলই হইবে না। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে শিল্প শিক্ষা করিয়া এ দেশে ফিরিয়াছেন তাহারা শিক্ষা দিলেও দিতে পারিতেন, কিন্তু পেট চলে না। দেশের ধন-কুবেরগণ ভোগসুখে আছেন ভাল, সুতরাং এ বিদেশ প্রত্যাগত শিক্ষিত শিল্পীগণের উদ্যম কার্য্যে পরিণত করিতে সাহায্য করিবার লোক নাই। হায় হতভাগ্য দেশ!

দেশবাসীগণ কেবল কাটতিকারী হইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া ক্ষীণ হইতে আর ক্ষীণতর হইও না। প্রস্তুতকারক হইতে কায়মনে চেষ্টা কর, তবে দীনতা ঘুচিবে।

আরও পরিতাপের কথা, এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় শ্রমসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে নিতান্তই নারাজ। বরঞ্চ এরূপ উপদেশ ও প্রস্তাবকে নিতান্ত উপেক্ষার সহিত হাসিয়া উড়াইয়া দেন। দেশ যে পূর্ণ বিকারগ্রস্ত! এ বিকার কি সহজে কাটিবে? ভারতবাসী শিক্ষিত হইলে পৈতৃক জমি ভাগ যোতে বিলি করিয়া আসিয়া সহরে আসিয়া বসিয়া থাকেন, দেশীয় শিল্পে তাঁহাদের ঘৃণাবশতঃ দেশীয় শ্রমজীবির কাছ দিয়া যাইতে লজ্জা বোধ করেন। কাজেই সহানুভূতির অভাবে উৎসাহের অভাবে দেশীয় শিল্প নষ্ট হইয়া যায়। একি বিদেশীয়গণের দোষ? বিদেশীয়গণ চক্ষুর সম্মুখে আদর্শ স্বরূপ বিদ্যমান—কিন্তু আমরা বিকারগ্রস্ত—নিদ্রিত মৃতবৎ। সে আদর্শ দেখিয়া ভাবি কৈ—শিখি কৈ?

মন বেদনা।

(১)

গত নিশি স্বপ্ন দেখি দহিছে অন্তর,
না বলিয়া তুমি নাথ গেছ দেশান্তর;
সত্য কিরে প্রাণপাখী, হৃদয় পিঞ্জরে রাখি—
উড়িয়া গিয়াছ চলি আনন্দ ভবন।
বিচ্ছেদ বহ্নিতে আমি দহি অনুক্ষণ!

(২)

তোমার বিচ্ছেদ আমি সহিতে নারিব,
জাহ্নবী সলিলে গিয়া ডুবিয়া মরিব;
ইচ্ছা হয় বিষ খাই, যমপুরে চলে যাই,—
চাঁদ মুখ মনে পড়ি ফিরি আসি আমি,
সকলই জানহ সখে! তুমি অন্তর্য্যামী!

(৩)

সমাগত ঋতুরাজ ঐ ডাকে পাখী—
কেমনে সখে হে! আমি ঘরে একা থাকি;
চাঁদ আসে চলি যায়, বসন্ত বহিছে যায়,—
তুমি হে হৃদয় চাঁদ হবে না উদয়,
বাসন্তী সমীর দেখ ধীরে বয়ে যায়!

(৪)

জীবন সর্ব্বস্ব তুমি অভাগীর ধন,
দয়া করি সখা এসে দাও দরশন,
যদিও কঠিন আমি, ভালবাস তুমি জানি,—
তাই ডাকি কাতরেতে এস একবার,
সহিতে না পারি আর বিচ্ছেদ তোমার!

(৫)

ঘুমিয়ে স্বপন দেখি আসিতেছ তুমি—
উঠিয়া বসিয়া থাকি অবশিষ্ট যামী;
জালিয়ে আশার বাতি, বসি থাকি সারারাতি—
তোমার চিন্তায় আমি থাকিয়ে মগন,
দেখাও কেন বা বৃথা আশার স্বপন!

(৬)

বুঝিলাম একে একে সবাকার মন,
পিতা মাতা ত্যজিয়াছে তুমিও তেমন,
কল্যাণে থাকহ তুমি,
তবে এবে আসি আমি—
দিনান্তে করিও প্রাণ বারেক স্মরণ
নতুবা জানিবে প্রাণ জীবনে মরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাই-হাউস প্লট।

জেনারেল অলিফান্ট যে সময়ে স্কটলাণ্ডে নেদারহলের অধিস্বামী লর্ড উইলিয়ম ব্রাণ্ডের মৃত্যু হয়। তিনি লরেন্স লিকে তাঁহার বিষয় এবং পদবীর উত্তরাধিকার দিয়া যাইলেও, লরেন্স শেষোক্তটী গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। কেন করেন নাই, প্রকাশ পাইবে। তিনি নেদারহলের স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার পত্নী তাহার কয়েক মাস পূর্ব্বে ভবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন।

ক্লিভলাণ্ডের ডাচেস বারবারা ভিলার্স ইংলণ্ডের রাজদরবারে আর কখনই আধিপত্যলাভে সমর্থ হন নাই। চার্লসের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু

হইয়াছে। তিনি সম্পত্তি, প্রতিপত্তি এবং পদবীর লোভে স্বীয় পরিণীতা পত্নীকে স্বেচ্ছায় রাজার নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। বিধবা হইবার অব্যবহিত পরেই বারবারা বোফিণ্ডিং নামক একজন নামজাদা লম্পট এবং জুয়ারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লোকটার গুণের মধ্যে বেশ ফুট্‌ফুটে চেহারা-খানি ছিল এবং সর্ব্বদা বেশভূষা করিয়া ফিটফাট হইয়া থাকিতেন। কিন্তু এ বিবাহে বারবারা সুখী হইতে পারিলেন না। দ্বিতীয় স্বামী যেমন অমিতব্যয়ী, তেমনই অত্যা-চারী। অবশেষে তাঁহার অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় আদালতের আশ্রয় লইয়া, তাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। শুনা যায় নাকি, ঐ স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী তখও বর্ত্তমান ছিল, সেই কারণেই আদালত তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। স্বামীর দুর্ব্ব্যবহারে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়িয়া-ছিল—সহসা কঠিন রোগ দেখা দিল—তাহারই ফলে আটষট্টি বৎসর বয়সে ইহ লোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহা হইতেই গ্রাফটন বংশ সমুদ্ভূত। তাঁহার বংশধরেরা এখনও ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতে বাৎসরিক বার হাজার পাউণ্ড বৃত্তি পাইতেছেন।

অলিফাণ্ট স্কটলাণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শুনিলেন, সার হেক্টর গ্রেহাম ডাচেস অব পোর্টস মাউথের ভবনে রাত্রে চুরি করিতে ঢুকিয়াছিল। ডাচেসের একজন গুলি করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। পুলিসের অনুসন্ধানে উহার যথার্থ্য সপ্রমাণ হওয়ায় সকল গোল মিটিয়া গিয়াছিল—জন-সাধারণেও বিশ্বাস করিয়াছিল, অলিফাণ্ট কিন্তু উহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি-লেন না। তিনি তাহার পর প্রায় দুই-মাস ইংলণ্ডে ছিলেন কিন্তু ডাচেসের সহিত আর সাক্ষাৎ করেন নাই। ইহার অল্পদিন পরেই ডাচেস ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইংলণ্ড হইতে যে প্রভূত অর্থ লইয়া গিয়াছিলেন, সে স্থানে কোন লাভের ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিতে গিয়া সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। শেষে এমন অবস্থা ঘটিল যে, তাঁহার দিন চলা ভার হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডবাসী পুত্রের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন, পুত্ররত্ন সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট সদয় হইয়া একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই সময় হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার বাহ্য প্রকৃতিতে গত বিষয়ের জন্য একটা অনু-শোচনার ভাব প্রকাশ পাইল, কিন্তু তাহা কত দূর সত্য ভগবানই বলিতে পারেন। অবশেষে সপ্তশীতি বৎসর বয়সের সময় ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যিনি এক সময়ে জগতের নাট্যশালায় প্রধান অভিনেত্রীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন, যিনি এক সময়ে সুখৈশ্বর্য্যের সর্ব্বোচ্চ শৈলশিখরে সমারূঢ়া হইয়া বিলাসিতার সুশীতল স্নিগ্ধ-চ্ছায়ায় জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই ডাচেস অব পোর্টস মাউথ—ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লসের আদরিণী প্রণয়িনী শেষ দশায় দরিদ্রতার কঠোর কশাঘাতে নিপীড়িত হইয়া, সামান্যা অজ্ঞাত-নাম্নী দুঃখিনী রমণীর মত মৃত্যুর শান্তিময় কোলে আশ্রয় লাভ করিয়া সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। তাঁহা হইতে যে বংশের সমুদ্ভব হইয়াছিল, তাহা রিচমণ্ড নামে অভিহিত। ঐ বংশের বংশ-ধরেরাও বহুদিন যাবৎ বাৎসরিক প্রায় বিংশ সহস্র পাউণ্ড বৃত্তি লাভ করিয়া আসিতে-ছিলেন। পরবর্ত্তী কয়েকজন নৃপতির রাজত্ব-কালেও তাঁহার এবং বারবারার বংশধরগণকে ঐ বৃত্তি প্রদত্ত হইত। তাহার পরে জন-সাধারণে এই বিষয়ে এতই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল যে, গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে হইল। অস-হায় দীন দুঃখীকে সাহায্য করিবার জন্য প্রজা সাধারণের উপর একটা ব্যয়ভার ন্যস্ত আছে—সেই সংগৃহীত অর্থ হইতে দীন-দরিদ্রকে যেমন সাহায্য করা হয়, ঐ দুই বারবণিতার বংশধরগণকে উত্তরকালে জনসাধারণের বদান্যতার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল।

অলিফাণ্ট দুই মাস ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া, ইংলণ্ডের সহিত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে বহুবিধ ব্যবস্থা করিলেন। সেই সকল কার্য্য এমন সুকৌশলে সম্পন্ন করিলেন যে, জগৎবাসী বুঝিল তিনি শুদ্ধ অদ্বিতীয় বীর নহেন, এক-জন পাকা রাজনীতিজ্ঞও বটেন। তাঁহার এডিনবরা যাত্রার বিষয় নৃপতি আদৌ জানিতে পারিলেন না। ইংলণ্ডে কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি ফ্রান্স যাত্রা করিলেন। লরেন্স এই অবসরে তাঁহার বাসভবনাদি বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ করিলেন। ফরাসি সরকারও তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তথাকার কার্য্য সমাধা করিয়া সদলবলে জাহাজে আরোহণ করিলেন। ডিউক আর্গাইল, কলোনেল রামবল্ড, হেনরি-য়েটা, লরেন্স, তাঁহার পত্নী রুথ, তাঁহাদের সন্তান সন্ততি এবং সেনানী অমদলি তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

কুইনসবারির ডিউক যথা সময়ে ইংলণ্ডে সংবাদ পাঠাইলেন, রাজরাজেশ্বরের আদেশ যথাবিধি প্রতিপালিত হইয়াছে। ঐতিহাসি-কেরাও কখনও ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। ইংলণ্ডের ইতিহাসেও ইহা ধ্রুব সত্য রূপে স্থান পাইয়াছে। সে সময়ে সে স্থানে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা পরে দুর্গের বাহিরে সে কথা প্রকাশ করিলেও, অধিকাংশ লোকেই তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান কালের মত সে সময়ে সংবাদপত্রের এত প্রচলন ছিল না, থাকিলেও কেহ লোক পাঠাইয়া সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন না। এই সময়ে জেমসের রাজত্বে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় এবং নানা প্রকারে ব্রিটিশ শাসন বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠায়,

ও সকল বিষয়ে মনোসংযোগ করিবার বড় একটা কেহ অবসর পাইল না। উত্তরকালে যদি কোন বৃদ্ধ সৈনিক, যিনি সে দিন দুর্গ মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কোন গল্পের মজলিসে সেই কথার অবতারণা করিতেন, দুই একজন সন্দিগ্ধ ভাবে মস্তক সঞ্চালন করিতেন কিন্তু অধিকাংশই অবিশ্বাসের হাসি হাসিতেন।

অলিফাণ্টের রণতরী নির্ব্বিবাদে তাঁহার রাজধানী অলিফাণ্টায় আসিয়া পঁহুছিল। তাঁহার অভ্যর্থনা করিবার জন্য দুর্গ হইতে বজ্রনিনাদে ঘন ঘন কামানধ্বনি হইতে লাগিল—নগরবাসী তীরে সমবেত হইয়া উচ্চ আনন্দরোলে গগনমেদিনী প্রকম্পিত করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিল। অলিফাণ্টের রাজ্যে কোন উচ্চ পদবীর প্রচলন ছিল না, এই কারণেই সার লরেন্স লি, উইলিয়ম ব্রাণ্ডের মৃত্যুর পর তাঁহার উচ্চ উপাধি উত্তরাধিকার সত্ত্বে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। রাজ-প্রদত্ত অসার পদবি অপেক্ষা, রণভূমে অসিমাত্র সহায় করিয়া যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বিমোহিত হইয়া তিনি আপনাকে সমধিক গৌরববান্ মনে করিতেন। অলিফাণ্টায় আসিয়া তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে বরিত হইলেন। কলোনেল রামবল্ড নামান্তর গ্রহণ করিয়া সৈন্যবিভাগে উচ্চাসন লাভ করিলেন। আর্গাইল এবং অর্ম্সলিও বঞ্চিত হইলেন না। সার হেনরি বিটন এবং সার যোসেপ ল্যাম্পটন বহু সম্মানে সম্মানিত এবং যথোচিত পুরস্কার লাভ করিয়া স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত রহিলেন।

মর্ত্তাভূমে অবস্থান করিয়া যতদূর সুখ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারা যায়, সেই সকল সুখকে করগত করিয়া, তাঁহারা সকলেই মনের আনন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। হেনরিয়েটা যিনি এক সময়ে জীবন ভার দুর্ব্বহ বিবেচনা করিয়া, মরণের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এখন দেখিলেন সংসার শুদ্ধ দুঃখের আগার নহে—এখানে সুখের স্নিগ্ধ প্রবাহিনীও প্রবাহিতা আছে। আর পিতা-মাতার প্রতি ভক্তিমতী, পতিপদ-পরায়ণা রুথ—তিনি কেমন আছেন? তিনি কি সুখিনী? যখন তিনি প্রায় অজ্ঞাতনামা সামান্য একজন সেনানীকে ভালবাসিয়া পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই, উত্তরকালে তিনি এতদূর সৌভাগ্য এবং যশের অধিকারী হইবেন। যখন প্রথম তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন, তখন তিনি একজন সামান্য সেনানী —আর এখন তিনি একটী স্বাধীন রাজ্যের কর্ণধার—সর্ব্বপ্রধান সচীব। সকলেই সুখী —সকলেই আনন্দ সাগরে ভাসমান। সময়ে সময়ে সকলে অলিফাণ্টের বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতেন, তিনি প্রহৃষ্টান্তরে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতেন সকলের চক্ষু হইতেই কৃতজ্ঞতার মধুধারা ক্ষরিত হইতেছে।

প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত অলিফাণ্ট তাঁহার সংস্থাপিত রাজ্যের শাসন দণ্ড পরিচালন করিলেন। তাঁহার সুশাসনে সকলেই শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠিল। মৃত্যুকালে পূর্ব্বসর্ত্তানুসারে তিনি তাঁহার পদের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়া যাইলেন। সার লরেন্স লি তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় আসনে উপবেশন করিয়া, সর্ব্বপ্রযত্নে সেই পদের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার উপর সংন্যস্ত বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সমাপ্ত।

বিবিধ।

"ডেলি মেল" উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধের আশঙ্কা জানাইয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, ভারত সরকার ওয়াজিরিস্থানকে শান্ত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। কাজেই দুই এক মাসের মধ্যেই নাকি যদ্ধের সম্ভাবনা। সীমান্তে ইদাক হইতে রাজমাক গিরিপথ পর্য্যন্ত ৪০ মাইল লম্বা একটি সামরিক পথ তৈয়ার করা হইতেছে। এই পথটি তৈয়ার হইয়া যাইলেই নাকি যুদ্ধ বাধিবে। গত জুন মাসে রাস্তা তৈয়ার আরম্ভ হইয়াছে। ইহা শেষ করিতে অনুমান দেড় লক্ষ টাকা পড়িবে। বর্ত্তমানে পথটি রক্ষায় জন্য স্থানীয় লোকজন নিযুক্ত হইয়াছে। ওদিকে স্থানীয় সর্দ্দারদিগকে নাকি বহু অর্থ ব্যয়ে নীরব রাখা হইয়াছে। ডেলিমেলের এই সম্ভাবিত যুদ্ধে দশ হাজার লোক নিযুক্ত হওয়ার কথা। ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা; তবে ইংরেজী নববর্ষ পর্য্যন্ত উহা স্থগিত থাকিতেও পারে। এই ভাবী ওয়াজিরস্থান অভিযানে সাড়ে এগারো কোটী টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান। বলা বাহুল্য, ভারত সরকারকেই সে ব্যয়-ভার বহন করিতে হইবে।

রাজমাকে একটী স্থায়ী আড্ডা করা হইবে। অভিযান তথা হইতে দক্ষিণে পার্ব্বত্য মাশুদ অঞ্চলের মধ্য দিয়া যাইবে। ওয়াজিরস্থানে মাশুদ ও ওয়াজির নামে দুইটি জাতির বাস। তন্মধ্যে ওয়াজিররাই অধিক দুর্দ্দান্ত এবং তাহাদের উপরই ভারত-সরকারের ক্রোধ অধিক। এবারকার অভিযানটা যুদ্ধের ভাবেই হইবে।

প্রেমের দায়ে দেহত্যাগ।

জনৈক জার্ম্মাণ নাবিক তাহার প্রেমিকার নিকট হতাদর পাইয়া জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে। সেদিন জেটীতে একটি রিভলভার হাতে লইয়া সে আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করে। তাহাকে তখন ধরিয়া ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে পাঠান হয়।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা।

RED. NO. C 521.

[১৪শ বর্ষ।] ২৫শে পৌষ, ১৩২৯ সাল। ইং ৯ই জানুয়ারি, ১৯২৩ সাল। [৯ম খণ্ড।]

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

THE UNITED TRADE GAZETTE

৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীশিবশঙ্কর সাহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ আশ্রম।

চিকিৎসা ও ব্যবস্থা বিভাগ।

অনেক মফঃস্বলবাসী রোগী রোগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়া আমাদের ব্যবস্থা বিভাগের কতিপয় সুবিজ্ঞ কবিরাজ মণ্ডলীর সম্মিলিত ব্যবস্থা লইতেছেন এবং তদনুসারে ঔষধাদি ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইতেছেন, আর বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে আমাদের ব্যবস্থা বিভাগের ব্যবস্থা লইবার জন্য অনুরোধ করায় আমাদের ঐ বিভাগের কাজ অসম্ভব পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। সেই কারণে আমরা এই বিভাগের আরও বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের নিকট যে কোন ব্যক্তি রোগের আমূল বিবরণ লিখিলে আমরা অতি যত্নের সহিত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হইয়া আমাদের নিকট হইতে ঔষধ লইতে ইচ্ছা করিলে ভিঃ পিঃতে সেই সমস্ত ঔষধ পাঠান হয়। যাঁহারা রোগের সবিশেষ বিবরণ সহ একেবারে ঔষধ পাঠাইতে লিখেন, তাহাদিগকেও অতি যত্নে সত্বর ভিঃ পিঃ ডাকে ঔষধ পাঠান হয়।

বি, সায়—আয়ুর্ব্বেদ আশ্রম। ৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, পোঃ বক্স নং ৩৪২, কলিকাতা।

ইউনাইটেড প্রেস—৩৩ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা। শ্রীহরিদাস চোংদার দ্বারা মুদ্রিত।

গেজেট সংক্রান্ত নিয়মাবলী

১। এই মাসিক পত্র প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। যে মাসের কাগজ প্রকাশ্য, তৎপরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেও কাগজ না পাইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইবেন।

২। এই মাসিক পত্রের বার্ষিক মূল্য আপাততঃ ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা মাত্র। মফঃস্বলবাসীগণ মাসে মাসে দুই আনার টিকিট পাঠাইলেও প্রতি মাসেই এক কপি করিয়া কাগজ পাইবেন।

৩। ইহাতে রাজনীতি বিষয়ক কোন বিষয় লিখিত হইবে না।

৪। কোন ব্যক্তি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলে তাহা যত্নের সহিত গৃহীত হইবে; কিন্তু সেই প্রবন্ধ সম্পাদক কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৫। লেখকগণ নকল রাখিয়া প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন; কারণ উহা মনোনীত না হইলে ফেরত দিবার নিয়ম নাই।

৬। পুরাতন গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ বর্ষ।] ২৫শে পৌষ, ১৩২৯ সাল। ইং ৯ই জানুয়ারি, ১৯২৩ সাল। [৯ম খণ্ড।

দি ইউনাটেড ট্রেড গেজেট পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসে গেজেটে ৩টী করিয়া পুরস্কারের প্রশ্ন বাহির হইবে। প্রতি প্রশ্নের উত্তরের পুরস্কার ২৲ দুই টাকা। গেজেটের গ্রাহক মাত্রই এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু উত্তরের সহিত কুপন না থাকিলে কোন উত্তরই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। প্রশ্নের শেষ ভাগে পুরস্কারের কুপন আছে। উত্তরের সহিত গ্রাহক নম্বর লিখিবেন।

২। একজন গ্রাহক ৩টী পুরস্কারের জন্য উত্তর পাঠাইতে পারেন; কিন্তু একাধিক পুরস্কার এক মাসে একই গ্রাহককে দেওয়া হইবে না।

৩। পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচার সকল সময়েই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

৪। প্রতি মাসের প্রশ্নের উত্তর তৎপরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। প্রতিযোগিতার ফল পরবর্ত্তী মাসের গেজেটে বাহির হইবে। উল্লেখযোগ্য উত্তর-প্রেরকগণের নাম, ঐ সঙ্গে গুণানুসারে প্রকাশিত হইবে।

৫। কাগজের এক পৃষ্ঠায় উত্তরগুলি লিখিতে হইবে। প্রথমেই, গ্রাহক নম্বর, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক। একাধিক ব্যক্তির উত্তর একই এবং ঠিক হইলে লেখার ধরণ এবং পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য করিয়া পুরস্কার যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবে।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রশ্নের ফল

১ম প্রশ্নের উত্তর—

(ক)

				৩২
১	৮	৯	১৪	৩২
১১	১২	৩	৬	৩২
৭	২	১৫	৮	৩২
১৩	১০	৫	৪	৩২
৩২	৩২	৩২	৩২	৩২

(খ)

১ম পুত্র—৩৭, ৭৮, ২৯, ৭০, ২১, ৬২, ১৩, ৫৪, ৫ = ৩৬৯৲

২য় ,,—৬, ৩৮, ৭৯, ৩০, ৭১, ২২, ৬৩, ১৪, ৪৬ = ,,

৩য় পুত্র ৪৭, ৭, ৩৯, ৮০, ৩১, ৭২, ২৩, ৫৫, ১৫ = ৩৬৯৲

৪র্থ ,,—১৬, ৪৮, ৮, ৪০, ৮১, ৩২, ৬৪, ২৪, ৫৬ = ,,

৫ম ,,—৫৭, ১৭, ৪৯, ৯, ৪১, ৭৩, ৩৩, ৬৫, ২৫ = ,,

৬ষ্ঠ ,,—২৬, ৫৮, ১৮, ৫০, ১, ৪২, ৭৪, ৩৪, ৬৬ = ,,

৭ম ,,—৬৭, ২৭, ৫৯, ১০, ৫১, ২, ৪৩, ৭৫, ৩৫ = ,,

৮ম ,,—৩৬, ৬৮, ১৯, ৬০, ১১, ৫২, ৩, ৪৪, ৭৬ = ,,

৯ম ,,—৭৭, ২৮, ৬৯, ২০, ৬১, ১২, ৫৩, ৪, ৪৫ = ,,

পুরস্কৃত ব্যক্তি—

গ্রাহক নং ৫০১৪।
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।
১ নং শিব গোপাল লেন,
পোঃ সালখিয়া।
হাওড়া।
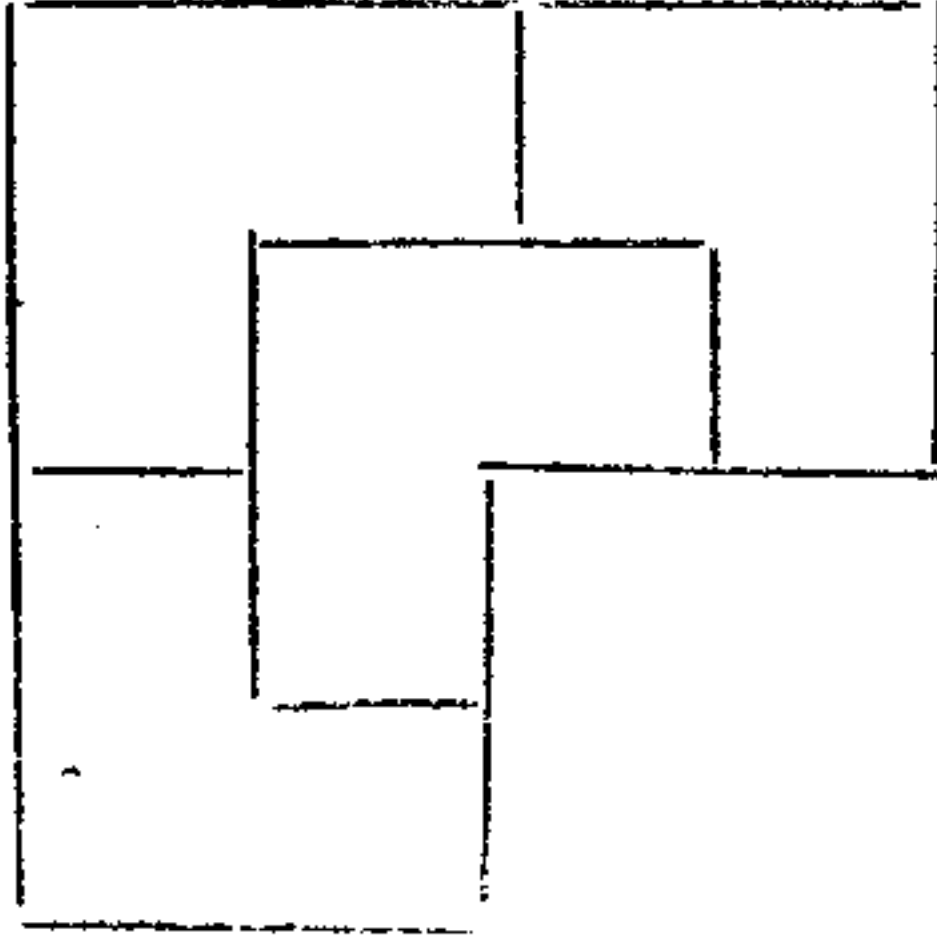
২য় প্রশ্নের উত্তর।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—

গ্রাহক নং ৫০০৪।
শ্রীভুবনমোহন রায়।
পোঃ পুঠিয়া, জেলা রাজসাহী।

৩য় প্রশ্নের উত্তর।

(ক) Wholesome.
(খ) Ox.
(গ) Love.
(ঘ) Fox.

পুরস্কৃত ব্যক্তি—

গ্রাহক নং ৫০১৩।
শ্রীনন্দগোপাল দত্ত।
পোঃ নিমাসরাই, মালদহ।

প্রশ্নোত্তরকারীগণের
প্রতি নিবেদন।

বহু সংখ্যক ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের গেজেটে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর পাঠাইতেছেন এবং উত্তরও অনেকের যথাযথ হইতেছে কিন্তু পুরস্কারের নিয়মাবলীর প্রথম ধারা অনুসারে তাঁহাদের উত্তর গ্রহণ করা হইতেছে না—কারণ গেজেটের গ্রাহক ভিন্ন অন্য কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় না; সেই কারণ যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিয়া পুরস্কার পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রথমে এক টাকা বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন কিম্বা আমাদের নিকট চিঠি লিখিলে আমরা রেজেষ্ট্রী খরচা সমেত ১৶০ চার্জ্জ করিয়া ভিঃ পিঃতে বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া থাকি।

নিম্নে লিখিত মহাশয়গণ প্রশ্নের উত্তর পাঠাইয়াছেন কিন্তু তাঁহারা আমাদের গেজেটের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত নহেন বলিয়া তাঁহাদের উত্তর গ্রহণ করা হয় নাই।

সেখ সাজাদ হোসেন, নদীয়া।
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, মানভূম।
,, বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস, যশোহর।
,, এ, সি, মুখার্জ্জী, বর্দ্ধমান।
,, উমেশচন্দ্র সরকার, নদীয়া।
,, কাছিমমুদ্দিন ব্যাপারী, রংপুর।
,, হরিপদ মৈত্র, পাবনা।
,, পতিতপাবন বিশ্বাস, হুগলি।
,, অমূল্যচন্দ্র দত্ত, পুরুলিয়া।
,, যামিনীকান্ত মহেন্দ্র, পুরুলিয়া।
,, কালিকৃষ্ণ পাল, মেদিনীপুর।
,, হরিপদ সেনগুপ্ত, ঢাকা।
,, ভোলানাথ বরুয়া, আসাম।
,, কালিপদ গাঙ্গুলী, দিনাজপুর।
,, রামপদ ধীবর, মানভুম।
,, মোহিনীমোহন চৌধুরী, পাবনা।
,, রাখালচন্দ্র দাস, মুর্শিদাবাদ।
,, গোপালগির গোস্বামী।
,, আশুতোষ মণ্ডল, বাঁকুড়া।
,, গিরীশচন্দ্র বেদতীর্থ, মেদিনীপুর।
,, এম অমেদ হোসেন, পাবনা।
,, বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী রায়পুর।
,, বিশ্বেশ্বর কবিরাজ, খুলনা।
,, শরৎচন্দ্র রায়, ময়মনসিংহ।

পৌষ মাসের প্রশ্ন।

১ম প্রশ্ন।

(ক) কেবল নিম্নলিখিত পদ গুলির সাহায্যে একটী কবিতা লিখিতে হইবে।

ভালবাসা, সুখী, দাও, ভোর, আপনার, হৃদয়ে, ভাঙ্গাও, কি, দুখী, আহা, স্নেহে, আগে, কখন, ঘোর করিলে, এ, ঘুম, প্রেমের, বিনা, দুখিরে, হইতে, আপনি, ভাবিনি, আপনার, কেন, ঘুমের, দাও, মগন, আপনি, লাভ, কেন, সুখে, দাও, স্বপনের, ঘুমাইতে।

(খ) নিম্নলিখিত কবিতা দুইটী পূরণ কর।

(১) নারীবধ ভেবে যদি ভয় হয়,
… … … …
মরার উপর খাঁড়া নাহি সয়,
… … … …

(২) হে পৃথিবী দেবি, গগন, পবন,
… … … …
বল কোথা মম পতি প্রাণধন
… … … …
ওগো তরুলতা, ওহে গিরিবর,
… … … … ;
… … … … ?
কোথা গেলে, আমি পাইব তারে ?

২য় প্রশ্ন।

(ক) নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক পত্র দুইটীর অর্থ উদ্ধার করিতে হইবে।

(১) (২৬, ৩২।২২, (২৮।।১, ২৪।৮।১৬, আ। (৭, ৩৩,২৭, (২৮।১, ••••। ••।

(২) আজিকার আলোকে হস্তী পবন শাসনে ইক্ষু বৃক্ষ নাশ পূর্ব্বক, হাসিয়া রবনি গর্ব করিয়া ছেদিল। এমাটী খনন নদী যদি দিগন্ত অবশেষে বড় সচিব রত্নাকর থাকে কেশরী অনুগ্রহ করিয়া দর্শন দিবেন।

৩য় প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত ছিন্ন পত্রখানি পূরণ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত শ্বশুর মহাশয় —

প্রণামি শতকোটী

আমার এই শেষ পত্র।

ইন্না আজ ৭।৮ বৎসর পশ্চি

বিবারও বয়স্থা হইয়াছে।

যে, সে এখানে

আপত্তি করি

শুনিতে গেলে চলে না।

৯শে তারিখে ভাল দিন আছে,

প্রাণাধিক সুরেশচন্দ্রকে পাঠাইব।

শু পাঠাইবেন। যদি না পাঠান,

র এই শেষ। নিবেদন ইতি—

প্রণত—শ্রীরাসবিহারী চক্রবর্ত্তী।

ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট
পুরস্কার কুপন নং ৪

মুক্তির দিশা।

(গল্প)

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পটলার কথা।

তার পিতৃদত্ত নাম ছিল দুর্গাগতি, ছেলে বেলার ডাকনাম ছিল পটলা। লেখা পড়া শিখে, নভেল পড়ে, কবিতা লিখে, রোমান্টিক ক্রেজ্‌শিপ করে, তাদের ওয়ার্ডসওয়ার্থ ক্লাবে লেকচার দিয়ে পটলা যখন মানুষ হ'লো, তখন তার বয়স চব্বিশ। "এ যৌবন-জল তরঙ্গ রোধিবে কে?"—কাজেই অসহায় পটলা সে স্রোতে একদম কুটোগাছির মত ভেসে গেল, অর্থাৎ তার চূর্ণ চিকুর কুন্তলে ওরফে বাবরিতে লতার বল্লরীর মত কুঞ্চন দেখা দিল, গোঁফ ও দাড়ি কামানোর চোটে একেবারে লোপাট হয়ে, রক্ত ওষ্ঠ আর গৌর চিবুক বেরুল; তার অঙ্গেও এল লতার মত আশ্রিতার ভাব, চলনে জাগলো "সখি আমায় ধর ধর" ভঙ্গী, তার চোখের চাহনি হলো কখন উদাস, কখন বিলোল, কখন "আধ-মেলা ভাবঢুলুঢুলু।" সঙ্গে সঙ্গে পটলার ডাকনাম আর বাপ-মায়ের দেওয়া ঐ অসভ্য নামটা বদলে গিয়ে পোষাকী নাম দাঁড়াল জ্যোৎস্নাজীবন সান্ন্যাল।

বলা বাহুল্য যে তার এই সব ভাবান্তর দেখে নির্দ্দয় বন্ধুর দল তার পেছু লাগলো। কেউ নাম দিলে জ্যোৎস্নাচিকোন, কেউ নাম দিলে বৌমা, কেউ তার সেই অশ্রাব্য ডাকনামটারই একটা স্ত্রী-সংস্করণ করে নিয়ে, নাম রাখলো শ্রীমতী পটলবালা দেবী। বন্ধুদের বড় দোষ ছিল না, কারণ পটলা উড়ুনি মাটিতে লুটিয়ে চলতো, তুলে গায়ে দেবার সময় উড়ুনি তোলবার ভঙ্গীতে মনে হতো বুঝি কোন সীমন্তিনী তার খসা আচলখানা বুকে দিচ্ছে। তার ওপর পটলার অমন উদারা কণ্ঠস্বর কি করে যেন ক্রমে ক্রমে মুদারা থেকে তারায় চড়ে সেই পর্দ্দার পঞ্চমে গিয়ে দাঁড়ালো। সে অন্য ঘর থেকে যখন গাইত "বঁধু বারণ কর তবে গাহিব না," তখন মনে ভ্রম হ'তো, হয়তো কোন তরুণী বাঈজী বা গলা সাধছে। কাউকে চিঠি লিখতে হ'লে তার দশ পাতার কমে চলতো না, আর সেই দীর্ঘ গদ্য-কবিকার অন্ততঃ বার আনা অংশ থাকতো রবিবাবুর গানের ও কবিতার কোটেশন।

সে নিজেও কবিতা লিখতো মন্দ নয়, কিন্তু সে কবিতার ভাব-ভাষা ঝঙ্কার সবই ছিল রাবীন্দ্রিক। কোন বড় লোককে কোনভাবে চলতে বলতে লিখতে দেখলেই, পটলা কেমন যেন স্বভাব বশে তা নিজের কাজে-কর্ম্মে হাবে-ভাবে নকল করতো! এই রকম করে-করে তার নিজের অন্তরের মানুষটি ফোটবার কোন সুবিধা ও সুযোগ না পেয়ে ক্রমে ক্রমে বেঙ্কুড় আকার ধারণ করলো! ফলে পটলা হ'লো মানুষের হাব-ভাবের জোড়াতালি দেওয়া এক বিরাট নকল! তা ছাড়া জগদ্ধিতায় একটা না একটা বড় খেয়াল তার মাথায় সদা সর্ব্বদা বাসা বেঁধে থাকতোই; কখন দেশোদ্ধার, কখন বিশ্ব-মানবতা, কখন বিধবা-বিবাহ আবার কখন আজীবন কৌমার ব্রত, কখন বুদ্ধের নির্ব্বাণ এবং পর ক্ষণেই চণ্ডীদাসের ভক্তিরসের পদাবলী। এইরূপে ক্রমে ক্রমে নানা আদর্শের মুখরোচক পক্কান্ন, বুদ্ধির খোলায় পাক করে করে পটলার ধ্রুব ধারণা হয়েছিল, যে তার এ দুর্লভ জীবনটা মানব-জাতির কল্যাণের জন্যই হয়েছে। যার বাস্তব জীবনে এক রত্তি ত্যাগ, তপস্যা বা পর হিতব্রত ছিল না, সে দিবারাত্র দধীচির নামে কবিতা লিখতো, নয় এক ছত্র গণতন্ত্রের সম্বন্ধে প্রবন্ধ ভাজতো, অথবা দারিদ্র্য-ব্রতের মহিমা কীর্ত্তন করে বক্তৃতা দিত যে, তার জীবনে শুধু উপযুক্ত অবসর আর সুবিধারই যা অভাব, নইলে সে একটা সেন্ট বার্ণাড বা লিঙ্কলন্ নিশ্চিতই হতে পারতো। এই রকম ফাঁকা ভাব-বিলাসিতা আর ক্ষুদ্র স্বার্থপর জীবনের চাপে পটলার ভিতরটা ক্রমে ক্রমে পচে আসছিল।

এই অবস্থায় তার বাপ কার্ত্তিকচন্দ্র সান্ন্যাল, একদিন জীবনের জমা-খরচ শেষ করে, ভব-পারে চলে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে পটলাকে গেলেন অকূল সাগরে ভাসিয়ে। কারণ তাঁর অতুল সম্পত্তি দিয়ে গেলেন বিধবা মেয়ে তারামণিকে, যে সম্পত্তির পনের আনা গেল বিশাল বিপুল ঋণ-ভার চোকাতে। বিষয়ী ধূর্ত্ত পরিণাম-দর্শী কার্ত্তিকচন্দ্র এতদিন ছেলের সব আব্দার যেমন রক্ষা করে এসেছিলেন, তেমনি বুঝেও ছিলেন, যে, পটল এ বিষয় হাতে পেলে তাঁর নামে

অপবশ আনবে। গরদ-পরা নিরাভরণা ভক্তিমতী মেয়েকে তিনি বিশ্বাস করতেন বেশী, মেয়েও তাঁর এ বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখলো; পিতার মৃত্যুর পর দেনাদারদের ডেকে ডেকে তাদের পাই-পয়সাটি অবধি চুকিয়ে দিয়ে, সামান্য টাকা নিয়ে ভদ্রাসন বাড়ীখানি আগলে বসে রইল তার ভরা জীবনের শূন্য-হাট সাজিয়ে, আর কল-কেতার মেসে রয়ে গেল পটলা, যার সমস্ত মানব জাতির কল্যাণের এত সাধের স্বপ্ন-সৌধ আজ এক ঝাপ্টায় গুটিয়ে নিজের মেস-খরচার দুশ্চিন্তায় এসে দাঁড়াল। তার ওপর যত নির্দ্দয় ফিঙের পাল আজ ঝড়ো হাওয়ায় চিল-বেচারীকে কাবু দেখে ঠোকরাতে সুরু করল। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বন্ধুদের কেউ বললো, "ওর ভাবনা কি? Plain living and high thinking ওর অভ্যাস আছে;" কেউ বললো, "আহা, দধীচির অস্থি এবার জগতের কাজে লাগে, বুঝি!" কেউ তার পিঠ ঠুকে বললো, "ভায়া হে, Son of God hath no place to rest his head, ওটা মহা-পুরুষেরই লক্ষণ।"

যে পটল তার এসেন্স সাবান ছড়ি ঘড়ি ইত্যাদি পুরোদস্তুর বাবুয়ানীর জীবনে মাসে এক শ' দেড় শ' টাকা অবধি উড়িয়েছে, তার আজ পেটের ভাত জোটানো দায়। এক মাস সে একটা নতুন মাসিকের সহকারী সম্পাদকী করে ছেড়ে দিল, এক-জনের লেখা নভেল নিজের বলে ছাপাতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হলো, শেষে দু' মাস বেকার বসে, ওয়াণ্টেড কলমটা নিজ আশায়-পাঠ ও চাকরীর উমেদারীতে কাটাল। ক্রমে যখন মেসের ঋণ উত্তমর্ণের চক্রবৃদ্ধি হারের সুদের মত নির্ম্মম অঙ্কে বেড়ে চললো, তখন পটলের শেষে মনে পড়লো, তার বিধবা বোন তারামণির কথা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পটলা হরণ।

বাপ বেঁচে থাকতে পটল কখন বাড়ী যায় নি, সবাই জানতো কার্ত্তিকচন্দ্র তাঁর একমাত্র পুত্র-সন্তানকে তার প্রয়োজন অধিক অর্থ দেন কিন্তু তার মুখ দেখেন না। এত-বড় ব্যাপারটার কারণ কিন্তু কেউ জানতো না, জানতো, শুধু মুখ বোজা নীরব মেয়ে তারামণি। মেসের ছেলেরা এই নিয়ে পটলাকে অনেক রকমে বেয়ে-চেয়ে দেখেছে, কিন্তু এ রহস্যের কোন একট কূল-কিনারা করতে পারে নি। আজ চার মাস পর পিতৃবিয়োগে সত্যি সত্যি চারিদিক অন্ধকার দেখে আর পরম হিতৈষী বন্ধুদের ঠাট্টা তামাসায় উদ্বাস্ত হয়ে পটলচন্দ্র বাড়ী এল। তখন ডুবন্ত রবির সিঁদুরে রং পশ্চিম আকাশের পাটে সন্ধ্যা দেবীর সীমন্তটি রাঙিয়ে দিচ্ছে, দিগন্তের কোল থেকে আপন ছায়া শ্যাম নীলাম্বরীখানি তুলে নিয়ে অঙ্গ ঢাকতে সন্ধ্যা বধূ সবে জড়িত চরণে তাঁর শয়ন মন্দিরে আসছেন।

কার্ত্তিকচন্দ্রের পাঁচিল ঘেরা ইটের বাড়ী, সামনে ফুলবাগান, পেছনে খিড়কীর পুকুর। বাড়ীখানি আম, জাম, নিম, অশথ, শিউলী, কদম গাছে গাছে ঢাকা, দূর থেকে ছাতের শেওলা-পড়া আলিশার কোণটুকু মাত্র দেখা যায়। পটল যখন বাড়ী এল, তখন তারামণি সবে স্নান করে সিক্ত-বস্ত্রে তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করছে, ভাইকে দেখে ইসারায় ঘরে উঠতে বলে তারামণি একমনে মালা জপতে বসে গেল। তার আহ্নিক শেষ হ'তে লাগলো এক ঘণ্টা, ততক্ষণ পটল জলযোগ সেরে হুঁকোটি নিয়ে দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে। দাসী লক্ষ্মী এগারো বছরের মেয়ে মা হারা, অনাথা মেয়ে তারামণির হাতেই মানুষ, সে পটলের ফাই-ফরমাস শেষ করে সবে হেঁসেল নিকোতে লেগে গেছে।

তারামণি ভুঁয়ে আঁচল পেতে দোর-গোড়ায় বসে ভাইকে জিজ্ঞেস কল্লো,—বড় রোগা দেখছি যে?

পটল। এই, অমনি আর কি!

তারা। আজ আমি চার মাস একাটি পড়ে, আগে এলেই পারতিস্!

পটল। তোমার ঘর-দোর, দিদি, যদি ঢুকতে না দাও!

তারা। ওমা! ও কি কথা? তুই আমার মার পেটের ভাই নোস্?

পটল। তা'হলে কি হয়, এত দিন এ-মুখো হবার পথ ছিল?

তারা। সে বাবার জন্যে। তিনি পুরুষ মানুষ, কঠিন-প্রাণ। আমি তো তোর বোন।

পটল আর কিছু বললো না, তার একটা স্বস্তির দীর্ঘ নিশ্বাস পড়লো মাত্র। অনেক ক্ষণ ভাই-বোনে সেই সন্ধ্যার ঘোরে নীরবে বসে রইল। হঠাৎ তারামণি একটু কেশে একটু ইতস্ততঃ করে বলে ফেললে—তার খবর কিছু রাখিস্?

পটল চমকে উঠে বললো,—কার?

তারা। বিন্দুর?

পটল। না,—আমি কি করে জানবো!

আবার অনেকক্ষণ দু'জনেই নীরব। ঘরে উঠানে কলা-ঝোপে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। আজকের সন্ধ্যা কুহকময় বড় ছম্-ছমে। ঘরেও আলো নেই। দূরে পশ্চিম আকাশের ওষ্ঠে তখনও উদাস হাসির পাটল আভাস টুকু জেগে রয়েছে। সেও যেন কি মর্ম্মান্তিক রহস্যের স্মৃতিটুকু বুকে ধরে কত কি অর্থ-ভরা উদাস হাসি হাসছে।

তারা অগত্যা বললো,—তোরা পুরুষ মানুষ বড় নির্দ্দয়।

পটল। কেন?

তারা। কেন আবার? বলতে লজ্জা করে না? হতভাগীকে এমন সর্ব্বনাশের পথে তুলে দিয়ে কিনা তুই পালিয়ে গেলি।

পটল হাতের হুঁকো রেখে দিল, সনিশ্বাসে বললো,—তুমিও দিদি তাই বিশ্বাস কর?

তারা। তবে কি হয়েছিল, আমায় বল।

পটল। হয়েছিল আমার মাথা আর মুণ্ড। বিন্দু কত বড় মস্তি মেয়ে, তা' কি তুমি জানো না? আমি তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারি? আমি তাকে নিয়ে পালিয়েছিলুম, না, সেই ই আমায় নিয়ে পালিয়েছিল।

তারামণি চুপ করে রইল। দিদির বিশ্বাস হয় নি বুঝে পটল অকুল সাগরে পড়লো, ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হুঁকোটা আবার তুলে নিয়ে বললো,—আমার কপাল, তা' তুমি বিশ্বাস করবে কেন?

তারা। ওরে, আমি তোর মুরোদ খানা জানি। সে আশায় দিলে তুই তার কাছে এগুতে পারবি নে, তা কি আমি বুঝি নে? আমায় সব কথা বল, যেখানে মিথ্যে বলবি আমি ধরে ফেলবো।

পটল। সে কি মেয়ে মানুষ, না রাক্ষসী। সাধে কি হরিশদা নাম রেখেছিল জেনারাল বিন্দি। তুমি তো সবই জান, ছেলে বেলা থেকে—আমাদের কত ভাব। তার যখন জমিদার-বাড়ী বিয়ে হবে হবে তখনই সে এমনিতর পালাতে চেয়েছিল, আমি যেতে রাজী হইনি। চির দিন আমিও তাকে ভাল বেসেছি, কিন্তু কেমন যেন কোন দিকেই হাত-পা এগোয় নি।

তারা। টাকার লোভে তার বাপ মা যে হনুমানের হাতে দিলে, তাতে না পালানোই আশ্চর্য। হিঁদুর মেয়ের সবই সয়। আমরা তো মেয়ে নই, শাপ-গ্রস্তা পাষাণী অহল্যা, কবে এদেশে শ্রীরামচন্দ্রের মত পুরুষ জন্মাবে—তবে তার পরশে আবার এ পাষাণীরা সত্যিকার মেয়ে হবে।

পটল। এই গাঁয়ে আর আশেপাশে জমিদার পুত্তুর যত কাণ্ড করেছে সবই তো বিন্দু ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছে। বিয়ের রাত্রে আমার কাছে যে বুক ভাঙা কান্নাটা কেঁদেছিল,—

তারা। তাইতো বলি, পুরুষ মানুষ তোরা বড় পাষাণ—

পটল। কেন? আমার দোষ কি?

তারা। তোর দোষ কি, দোষ বিধাতার! সে তোকে শক্ত ধাতুতে গড়লে, বিন্দুর মত মেয়েটার জীবন শ্মশান হয়ে যেতে পারে?

পটল। মুখ ভার করে বসে রইল, তার পর বললো,—যা বল'ছিলুম, বলি। পাঁচ বছর আগের সেই দুর্যোগের রাত্তির, তোমার মনে আছে, আমি আসছিলুম নসিপাড়া থেকে। তখন কালো ঘন চাপ-চাপ মেঘে সারা আকাশ আঁধার, বৃষ্টি হয়-হয়। রাত্তি আটটা। ওদের বাড়ীর খিড়কীর পুকুরের বাঁশ ঝাড় থেকে বিন্দু বেরিয়ে এসে আমার হাত ধরলো। আমিতো অবাক। তার বাঁ হাতে আঁচলে ঢাকা একটা পুঁটুলীর মত কি। আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি, সে আমায় টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললো,—যদি কাল ঐ পুকুরে আমার মরা দেহ ভাসতে না দেখতে চাও, তা'হলে এখন আমায় কিছু জিজ্ঞেস করো না। যেখানে নিয়ে যাই, চলো। যখন মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এলো তখন আমরা ষ্টেশনের টিনের চালায় পৌঁছে গেছি। সে আমাকে দিয়ে কাশীর দু'খানা টিকিট করালে, টাকা সেই দিলে। গাড়ীতে বসা অবধি আমায় মুখ খুলতে দিল না; যতবার কথা বলতে গেছি, ততবার সে এমন করুণ চোকে আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়েছে যে আমার বাক্ আপনি হরে গেছে। গাড়ী ছাড়বার পর সে বেঞ্চির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো আর ঝাড়া একঘণ্টা ফুলে ফুলে কাঁদলো। তার পর হঠাৎ চোখ মুছে উঠে বসে এলোচুলগুলো হাতে জড়িয়ে বাঁধলো, আর শেষে আমার দিকে শান্ত চোখে চেয়ে বললো,—"এইবার বল, কি বলবে।" তখন দেখি, বিন্দী হাসছে। দিদি, তোমরা মেয়ে মানুষ এক তাজ্জব জিনিষ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিন্দুর চিঠি।

আমি বললুম,—বিন্দু! আমায় আগে বল, এ ব্যাপারটা কি?

বিন্দু। কি আর? আমি পালিয়ে যাচ্ছি।

আমি। পালিয়ে যাচ্ছ? কোথায়?

বিন্দু। যে দিকে দুই চক্ষু যায়।

আমি। আর আমি? আমাকে টানলে কেন?

বিন্দু আবার আমার দিকে সেই রকম করে চাইল, তার চোখ ছাপিয়ে জল ঝরে পড়লো। তাড়াতাড়ি তা' মুছে ফেলে কঠিন স্বরে বললো, 'আমি একটা আস্তানা ধরলে তুমি তোমার পথে যেয়ো।' এর পর আমার যেন কেমন কণ্ঠরোধ হয়ে এল। অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ করে গাড়ীর জানালা দিয়ে বাইরে গাছ-পালার ছায়াবাজির দিকে চেয়ে ছিলুম। তখন চাঁদ উঠেছে, জগৎ হাসছে! অনেক ভেবে-চিন্তে আমি এ কথাটা না জিজ্ঞেস করে পারলুম না,—বিন্দু! আমরা পালাচ্ছি, তা হ'লে এত পথ লুকিয়ে এসে গাড়ী ছাড়বার আগে অমন করে গাঁয়ের কেষ্ট কাকার সামনে ঘোমটা তুললে কেন?' বিন্দু প্রথমে কিছু উত্তর দিল না, তারপর বললো, 'ও গিয়ে যা' দেখেছে তা বলবে বলে। আমার ফেরবার পথে কাঁটা দিয়ে যাচ্ছি, বিন্দী আজ থেকে ওদের কাছে যাতে মরার বাড়া হয়ে যায়।'

আমি। তোমার যা হবার হলো, আমাকেও কলঙ্কে জড়ালে!

বিন্দুর মুখ-চোখ রাঙা হয়ে উঠলো, সে চেঁচিয়ে বললো,—তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার কি? ঘরে ফিরে যেয়ো, সমাজ তোমায় মাথায় তুলে নেবে। আর দেবতার কাছেও তো তুমি নিষ্পাপ, একটা মেয়ে মানুষকে দিন-দিন জীবন্তে দগ্ধে মরার জীবন থেকে বাঁচাতে, এইটুকু বদনামের ক্ষতি সইতে পারো না?

আমার মুখে যেন কে চড় মারলো। আমি এর পর আর কথাটি কইলাম না।

তারা। তার পর ?

—তার পর আর কি ? কাশীতে পৌঁছে আমরা একটা ঘর ভাড়া করে কয়েক দিন ছিলাম, তারপর আমি একবার দেশে এলাম, বাবা ব্যাপারটা কি-চোখে দেখছেন জানতে এসে সেই এস্তক এখানেই আছি।

তারা। কাশীতে সে একা থাকে ?

পটল। না গিরীনের বাড়ীতে আছে।

তারা। গিরীন কে ?

পটল। একটি ছেলে, সেও কাশীতেই আছে, বেশ পয়সাওয়ালা। জীবনে যেন কি দাগা পেয়ে দেশান্তরী হয়ে আছে। গঙ্গার ধারে বাড়ী, একা মানুষ, খুব বিদ্বান, ফর্সা, ঢ্যাঙা, সুপুরুষ চোখে চশমা—

তারা। থাক্, আর বর্ণনা করতে হবে না। বিন্দীর ঠিকানা আমায় দে।

ভাই-বোনে কথা হবার পরের দিন তারামণি কাশীতে বিন্দুবাসিনীকে পত্র দিল। সাত দিন পরে জবাব এল, অভাগিনী লিখেছে,—

শ্রীচরণে শতকোটী প্রণামান্তর নিবেদন—

তারা দিদি, আজ আমার অমানিশির মাঝে চাঁদ উঠেছে, আমার ঘর ছাড়া সমাজ ছাড়া বুঝি ধর্ম্ম-ছাড়া ছন্নছাড়া জীবনে তুমি দুয়ার ঠেলে এসেছ। এত মানুষ থাকতে এই মুখপুড়ীকে মনে করলে কেন বোন ? আমি সকল আপনার জনের কাছে মরে ছিলাম—পাথর-চাপা জীবনের চেয়ে আমার মরাই সুখের মনে হয়েছিল। কিন্তু হাজার দুঃসাহসী গোঁয়ার হলেও আমি বাঙালীর ঘরের মেয়ে তো, এত বড় অকূলে একা ঝাঁপ দিতে সাহসে কুলিয়ে উঠ্‌লো না; তাই তোমার ভাইটীকে টেনে এনে তোমাদের দুঃখ দিয়েছি। আজ এই পাঁচ বছরে আমি অনেক ঠেকেছি, অনেক সয়েছি, তাই অনেক শিখেছি। আজ দরকার হলে, একা কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, লাহোর করে বেড়াতে পারি। আজ আবার নতুন করে মরবার সাধ হলে একাই মরি, সঙ্গে সঙ্গে আর কাউকে ডোবাই না, কিন্তু সে দিন আমার কাঁচা মন, কাঁচা বয়েস। সত্যি দিদি জীবনেও যেমন মানুষ মরণেও তেমনি সাথী চায়। যে একা পথ চল্‌তে পারে, সে হয় দেবতা আর নয় পশু। মানুষ পারে না, তার মন প্রাণ চিত্ত হাজার টানে মাটির সঙ্গে বাঁধা, একা পথ চলা যে সব অবলম্বন খুইয়ে পাখীর মত আস্‌মানে ওড়া।

তুমি জিজ্ঞেস করেছ এমন কাজ করলুম কেন ? সে কথার উত্তর আগেই দিয়েছি, তোমাদের ঐ পাথরচাপা জীবনের চাইতে, এ আমার ঢের সুখের লেগেছিল, আজ আমার ওপর আমার অন্তর-দেবতা ছাড়া আর কারুর দাবী নেই, এ কি কম মুক্তি! তুমি বল্‌বে "স্বামী"। কে আমার স্বামী, দিদি ? আমার মনুষ্যত্ব, আমার নারীত্বের অপমান করবার অধিকার তাকে দিল ? ধর্ম্ম ? তাহলে অধর্ম্ম কি ? সমাজ ? তা'হলে দাসী-বেচার হাট কি ? একধারে আমার শিক্ষক, গুরু, বন্ধু, আমার বাবা মারা গেলেন, আর পাড়া-পড়শীর সঙ্গে পরামর্শ করে টাকার লোভে, বনেদী বংশের লোভে, মা আমার যার হাতে তুলে দিলেন, সে কি পদার্থে তৈয়ারী, তা তোমরা শুনেছ, জান না। আমি জানি, আমি ছ' মাস তার ঘর করেছি, আমার নারীত্ব আর মনুষ্যত্ব তাকে যথেচ্ছা পায়ে করে দলতে দিয়েছি। শেষে যখন একদিন রাত্রে আমার ঘরে এসে দেখলাম, নসিপাড়ার বামুনদের কচি বৌটা সেখানে কাটা পায়রার মত পড়ে ছটফট করে কাঁদছে, তখন আমার পাষাণে-বাঁধা ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তাকে চুরি করে বাড়ী পাঠিয়ে দিলুম, সকালে শুনলুম, হতভাগী রক্ষিতদের পুকুরে ডুবে মরেছে। সেই রাত্রে আমি পালাই। একা পালাতে পারতাম না, আমিও হয় তো তারি মত ডুবেই মরতাম। কিন্তু কে প্রাণের মাঝে ডেকে বল্‌লো, "তোর পথ দেখাবার মানুষ পথেই পাবি।" তাই গহনার পুঁটলি হাতে করে বেরিয়ে ছিলাম, নিজের অদৃষ্ট-দোষে তোমার ভাই আমারই মরণ পথে দেখা দিল। আমি ঐ ভাঙা নৌকাই সম্বল করে ভেসে পড়লাম। যে সন্দেহ কাণা সমাজ করবে, তুমি তা করবে না, জানি, কারণ তুমি বুদ্ধীমতী, তুমি জান, কোন একটা বড় ভাল কাজ বা মন্দ কাজ করবার শক্তি ওর নেই। তুমি বলেছ, এ মুখপুড়ীকে দেখতে আসবে। এসো দিদি। কাশী ত তীর্থ, সহজেই আসা যায়। আমার মুক্তির সুখ একবার দেখে যাও, যার কাছে আছি, তার কথা চিঠিতে বলবো না। আগে তাকে চোখে দ্যাখো, তার পর সাক্ষাতেই সব বল্‌বো। যদি জিজ্ঞেস কর, সে আমার কি, বলতে পারি নে! এ সম্বন্ধকে আমাদের সমাজে প্রকাশ করবার ভাষা নেই। এ সমাজে কোন মেয়ে মানুষের এমন বন্ধু থাকতে নেই!

ইতি তোমার বিন্দী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যখন তারামণি নিতান্ত নিমরাজি পটলাকে এক রকম গ্রেপ্তার করে নিয়ে কাশীতে গিরীনের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'লো তখন বেলা তিনটে। বিন্দু পটলকে আন্‌তে এক রকম স্পষ্টই বারণ করেছিল, অথচ তারা যখন তারই সঙ্গে এসে বিন্দুর সাম্‌নে দাঁড়াল, তখন তার মুখ গাল কাণ সব রাঙা হয়ে উঠলো, আরও নিবিড় চোখ দুটি কেঁপে কেঁপে উঠে পড়ে শেষটা প্রায় মুদে এল; এক মিনিটে সে সাম্‌লে নিয়ে তাহার হাত ধরে আসনে বসাতে বসাতে বললো, "এস দিদি, এস।" পটলের দিকে খানিকক্ষণ আর ফিরেও চাইল না। তারামণি এইটুকু দেখতেই ভাইকে নিষেধ সত্ত্বেও সঙ্গে এনেছিল। এখন তার এত দিনের মনের ধোঁকা কাটলো। পটল এতক্ষণ নিতান্ত অপ্রস্তুতভাবে কামানো গোঁফে যেন কতই অন্যমনস্কে তা' দিচ্ছিল, এখন গিরীনের ঘরের দিকে আস্তে

আস্তে সরে পড়লো। তারামণি বিন্দুর চিবুক ধরে বললো,—এখন বুঝেছ বোন, মেয়ে মানুষের মুক্তি নেই। বিধাতার রাজ্যে বুঝি পুরুষেরও নেই, তাই জ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা নারীর সতীত্বের আর একনিষ্ঠার এতমর্য্যাদা দিয়েছেন।

বিন্দু। ওটি তোমার ভুল, দিদি।

তারা। কি ভুল,—যা দেখলাম তাই ?

বিন্দু। (লজ্জিতভাবে) না, যা' বললে।

তারা। কি ভুল, বল ?

বিন্দু। সেই বাঁধনই সুখের, যে বাঁধন আমি নিজের আনন্দে নিয়েছি, শাস্ত্র ধর্ম্ম সমাজ তাই শুধু স্বীকার করে নেবে, তারই নাম বিবাহ,- সে মানুষ হাজার অপদার্থ হোক, সেই আমার স্বামী।

বলতে বলতে বিন্দুর কালো চোখে সন্ধ্যার গভীরতা ছেয়ে এল, সুখালস দৃষ্টি যেন বহু দিনের কোন হারানো পথের সন্ধানে চলে গেছে

তারামণি বললো,—তারপর ? এ জীবন নিয়ে কি করবে ?

বিন্দু। তা, তো জানি নে। ভাবনা করে কি হবে ? আমি বেশ আছি।

পাশের ঘরে কার শান্ত পদবিক্ষেপ শোনা গেল, সে মানুষ যেন স্বপ্নে চলছে। বিন্দু গলার স্বর উঁচু করে ডাকলো,—রাঙাদা এদিকে এস, তারাদিদি এসেছেন।

যে এলো তার খুব বড় চোখ, বাঁকালো নাক, ক্ষীণ পাৎলা ঠোঁট, চক্ষে গভীর তন্ময়তা, নিটোল সবল দীর্ঘ শ্যাম অঙ্গখানি ব্যেপে এক অপূর্ব্ব শান্তি ও শুচিতা বিরাজ করছে গিরীন এসে নমস্কার করে মৃদুস্বরে বললো,—এয়েচেন, বেশ করেছেন। অনেক কাল পরে টুনটুনি কথা বলার সঙ্গী পেল। আমার মত বোবা মানুষের সঙ্গে বাস করে সহজ মানুষ হাঁপিয়ে ওঠে। আচ্ছা, তোমরা গল্প কর আমি যাই।

এবার বিন্দু তারামণির মুখের দিকে, কৌতূহল ভরা চোখে চেয়েছিল, গিরীন চলে গেলে জিজ্ঞেস করলো,—দেখলে, দিদি ?

তারা। হুঁ।

বিন্দু। কেমন মানুষ ?

তারা। খুব উঁচু দরেরই বটে।

বিন্দু। দেবতা দিদি, ও দেবতা। নইলে আমার মত পাপের বোঝা থামকা মাথায় করে ?

তারা। কেমন করে পরিচয় হলো ?

বিন্দু। তোমার ভাইএর সঙ্গে এখানে পরিচয় হয়েছিল।

কীর্ত্তিমান পুরুষ এখান থেকে সরে যাবার আগে বুঝি একটুখানি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির তাড়ায় ওকে বলে যায়। তারপরদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে সরাসরি আমায় বললো, 'আপনি আমার বাড়ীতে থাকবেন, চলুন।"

আমি। আপনার বাড়ীতে কে আছে ?

গিরীন। কেউ না, একা আমি।

আমি। আমি এইখানেই থাকি, আপনি মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাবেন যে মরে আছি কি বেঁচে আছি।

গিরীন। তাতে দোষ কি ? আপনি আমি খাঁটি থাকলেই হলো, লোকের কথায় আমাদের কি এল গেল ?

আমি। আমি নিঃস্ব, হাতের পয়সা সব খরচ হয়ে গেছে। আমার একটা রোজগারের উপায় বলে দিতে পারেন ? কারুর বাড়ীর দাসী বা রান্নার কাজ ?

গিরীন। আমার কাছে অনেক, টাকা আপনার গচ্ছিত আছে।

আমি। সে কি ?

গিরীন। তা নয় তো কি। আমি একা মানুষ, কি করবো এত টাকা। আর ভগবান দেখুন, আপনাকে এখানে এমন অবস্থায় এনে ফেললেন, এই তো ইঙ্গিত যে ও টাকা কিছু আপনার কাজে লাগবে।

আমি। না, আমি খেটে খাব।

গিরীন। বেশ, আমার বাড়ীই খেটে খাবেন চলুন, আমি রাঁধুনী আজই তাড়িয়ে দেব, আপনি রাঁধবেন।

দিদি, ও মানুষ যা ধরে তাই করে। ওকে বোধ হয় কেউ না বলতে পারে না। এই তো আছি, একা মেয়েমানুষ, অথচ মনে হয় যেন কোন্ স্বর্গের মানুষের সঙ্গে আছি— যার সঙ্গে যেন মেয়ে মানুষের কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না। শুচি ছেলেদের মত সরল চোখে ওর দৃষ্টিই নেই তা' আমায় দেখবে কি অথচ নীরবে আমার জন্যে সব করে, কিন্তু কিছু চায় না।

দেশে ফেরবার দিন সজল চোখে তারামণি বিন্দুকে কোলে নিল, মাথায় হাত বুলিয়ে বললো,—দুঃখী মেয়ে, নিজের দুঃখের বোঝা আর বাড়িও না। এমন দেবতার সঙ্গ পেয়েছ, তবু অপদার্থ একটা মানুষের জন্যে তোমার বুকে পাষাণ চেপে আছে ? তুমি না বুদ্ধিমতী ?

বিন্দু অনেকক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে রইল তারপর বললো,—দিদি, নারীর হৃদয় কাণা। সে মানুষের ভিখারী, দেবতা নিয়ে কি করবে ?

তারা। না বিন্দী, আমাদের দেশের মেয়েরা একদিন এমনি দেবতারই দেবী ছিল। আজ তাদের সে মহত্ত্ব গেছে বলেই তাদের এত দুঃখ। তুই মুক্তি মুক্তি করিস, ভেতর থেকে মুক্তি না এলে নারীর মুক্তি কস্মিনকালেও নেই। মানুষের জন্ম-জন্মের পায়ের শেকল ঘোচাবে কে ? সে শকল যে প্রকৃতির দান। এমনি দেবতাই মুক্ত, মানুষ মুক্ত নয়, তা যত ভাল সমাজেই থাক।

বিন্দু। দিদি, তুমি ভুল করছ। ওর জীবনে প্রবেশের কোন পথ নেই, যে পথ আছে তা আমি পাই নি।

তারা। তাহলে নিজেকে নিয়ে কি করবি ?

বিন্দু। কেন ? আমি বেশ আছি। ছেলেবেলা যাকে পেলে জীবন সুখের হতো, সে মানুষ নয়। তবে মিছে হা হুতাশ করে কি হবে, দিদি ? মানুষ কি এতই বড় যে তাকে না হলে আমার চলে না ? যিনি এ জীবন দিয়েছেন, এক দিন সেই বিশ্বনাথের পথ পাবো, আগে এমনি নিরর্থক বসে বসেই হাজার সাধ আকাঙ্ক্ষার হাটগুলো ভেঙে যাক।

ভারতী—অগ্রহায়ণ, ১৩২৯।

বিংশ শতাব্দির অপূর্ব্ব আবিষ্কার!

আয়ুর্ব্বেদিক ও এলোপ্যাথিক ভেষজের বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ এট কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম।

মহর্ষি চ্যবনমুনির আবিষ্কৃত চ্যবনপ্রাশের গুণ বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়া ও ভেষজের অভাব বশতঃ অনেকের প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ শাস্ত্রানুযায়ী আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না। সেই কারণে আমরা ভারতের নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া মেদ, মহামেদ, বংশলোচন প্রভৃতি মহা আবশ্যকীয় দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতঃ বিশেষ সতর্কতার সহিত এই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া আমেরিকান প্রক্রিয়ায় ইহার সহিত নরওয়ে জাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কডলিভার ওয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম সংযোজনা করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকমতে সম্মিলিত হওয়ায় পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে চ্যবনপ্রাশ, কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম এই ত্রিবিধ ঔষধের প্রত্যেকের শরীরের উপর কার্য্যকরি ক্ষমতা (Physiologial action) দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করিলে ফুসফুস সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া যথা—শ্বাস, কাশ, পার্শ্বশূল, বক্ষস্থলে বেদনা বা ভারবোধ, সপূঁজ কফ বা রক্ত নিষ্ঠীবন, নিশাস্বেদ, পুরাতন ব্রংক্রাইটিস প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। যাঁহাদের নিজের বা পৈত্রিক কাশির দোষ আছে বা হাঁপানি রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ অমৃত তুল্য। অনেকের শুদ্ধ কডলিভার অয়েল সহ্য হয় না, পেট গরম হয়, পাতলা দাস্ত হয়, তদ্ভিন্ন ইহার অতিশয় তীব্র গন্ধ হেতু অনেকে ব্যবহার করিতে চান না এবং ব্যবহার করিয়াও অনেকে বমন করিয়া ফেলেন। কিন্তু আমাদের এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের সহিত কতকগুলি এইরূপ দেশীয় ভেষজ দ্বারা অভিনব প্রণালীতে কডলিভার অয়েল সংমিশ্রিত হইয়াছে, যে ইহা সকল শরীরে সহজে হজম করাইয়া নূতন রক্ত কণিকা প্রস্তুত করে, তদ্দ্বারা ফুসফুস সবল হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে দেহ বলিষ্ঠ ও লাবণ্যময় দেখায়; তদ্ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা কডলিভার অয়েলের গন্ধ নাশ করা হইয়াছে; এবং ইহার গন্ধ ও আস্বাদ অপ্রীতিকর নহে।

যাহারা যে কোন কারণ বশতঃ কডলিভার অয়েল, সিরাপ হাইপোফস্ফেট অব লাইম কিম্বা কডলিভার অয়েল ঘটিত যে কোন ঔষধ ব্যবহার করেন তাহারা একবার সেই সকল ঔষধের পরিবর্ত্তে আমাদের কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া দেখুন, দেখিবেন কত অল্পদিনের মধ্যে আপনার উপকার দর্শাইবে এবং একমাসের মধ্যে দেহের ওজন বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুতে দীর্ঘদিন ধরিয়া সেবন করিলে ধাতু পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন দেহ হয়। ইহা বৃদ্ধদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী।

ব্যবহার বিধি।—চা চামচের এক চামচ মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সহ্যানুযায়ী চারি চামচ মাত্রা পর্য্যন্ত এক ছটাক অল্প গরম দুগ্ধের সহিত আহারের পর দিবসে দুইবার ব্যবহার করিতে হয়।

মূল্য প্রতি ফাইল (আট আউন্স) ২৲ দুই টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৸৹ বার আনা; একত্রে তিন ফাইল ৫৷৹ সাড়ে পাঁচ টাকা, মাশুলাদি ১৷৹ দেড় টাকা।

একখানি মাত্র প্রশংসাপত্র দেখুন—

বংগাঁও হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন ও প্রাজ্ঞমা চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ডাক্তার টি, সি, দত্ত, এল, এম, এস, মহাশয় লিখিয়াছেন—

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের যে এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পূর্ব্বে আমি জানিতাম না, কিন্তু কয়েকটী রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ উপকার দেখিয়াছি। আজ কাল যত রকম কডলিভার অয়েল ঘটিত ঔষধ আছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

সোল এজেণ্টস্—

শাহ এণ্ড কোং।

ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্টস্।

৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ বর্ষ।] ২৫শে মাঘ, ১৩২৯ সাল। ইং ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৩ সাল। [১০ম খণ্ড।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসে গেজেটে ৩টী করিয়া পুরস্কারের প্রশ্ন বাহির হইবে। প্রতি প্রশ্নের উত্তরের পুরস্কার ২৲ দুই টাকা। গেজেটের গ্রাহক মাত্রই এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু উত্তরের সহিত কুপন না থাকিলে কোন উত্তরই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। প্রশ্নের শেষ ভাগে পুরস্কারের কুপন আছে। উত্তরের সহিত গ্রাহক নম্বর লিখিবেন।

২। একজন গ্রাহক ৩টী পুরস্কারের জন্য উত্তর পাঠাইতে পারেন; কিন্তু একাধিক পুরস্কার এক মাসে একই গ্রাহককে দেওয়া হইবে না।

৩। পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচার সকল সময়েই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

৪। প্রতি মাসের প্রশ্নের উত্তর তৎপরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। প্রতিযোগিতার ফল পরবর্ত্তী মাসের গেজেটে বাহির হইবে। উল্লেখযোগ্য উত্তরপ্রেরকগণের নাম ঐ সঙ্গে গুণানুসারে প্রকাশিত হইবে।

৫। কাগজের এক পৃষ্ঠায় উত্তরগুলি লিখিতে হইবে। প্রথমেই, গ্রাহক নম্বর, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক। একাধিক ব্যক্তির উত্তর একই এবং ঠিক হইলে লেখার ধরণ এবং পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য করিয়া পুরস্কারযোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবে।

পৌষ মাসের প্রশ্নের ফল।

১ম প্রশ্নের উত্তর—

(ক) ভালবাসা বিনা ভাবিনি কখন,
আপনার ভাবে আপনি ভোর;
আপনার স্নেহে আপনি মগন,
হৃদয়ে প্রেমের ঘুমের ঘোর!
আহা! কেন কেন এ ঘুম ভাঙাও,
কি লাভ দুঃখীরে করিলে দুঃখী!
দাও দাও আরো ঘুমাইতে দাও,
স্বপনের সুখে হইতে সুখী।

(খ) ১। নারী বধ ভেবে যদি ভয় হয়,
পাষাণ হৃদয় তোমার মনে;
মরার উপর খাঁড়া নাহি সয়,
দাও বিসর্জ্জন নিবিড় বনে।

২। হে পৃথিবী দেবী, গগন, পবন,
তোমরা না জান এমন নয়,
বল কোথা মম পতি প্রাণধন;
জীবন কুসুম ফুটিয়ে রয়!
ওগো তরুলতা, ওহে গিরিবর,
পাগল হয়েছি খুঁজিয়ে যাঁরে:
দেখেছ কি সেই প্রিয় প্রাণেশ্বরে?
কোথা গেলে আমি পাইব তাঁরে।

গ্রাহক নং ২১০।
পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীহরিচরণ মণ্ডল।
বাগবাজার, কলিকাতা।

২য় প্রশ্নের উত্তর—

(ক) ১। যে সব লোক মজুত আছে হরলোক ড্যু হাজার।

২। আপনার আশা পূর্ণ হইয়াছে। এখন যদি অবসর থাকে, অনুগ্রহ করিয়া দর্শন দিবেন।

গ্রাহক নং ৪৯২৩।
পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীসত্যচরণ পাল।
ব্যাটরা।

৩য় প্রশ্নের উত্তর—

শ্রীযুক্ত শ্বশুর মহাশয়—
প্রণাম শতকোটী নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

আমার এই শেষ পত্র। আপনি পরিবার লইয়া আজ ৭।৮ বৎসর পশ্চিমে আছেন। আমার পরিবার বয়স্থা হইয়াছে। তাহারও

নিতান্ত বাসনা যে, সে এখানে আইসে। আপনি বারম্বার আপত্তি করিতেছেন। আর আপত্তি শুনিতে গেলে চলে না। আগামী ২৭শে তারিখে ভাল দিন আছে, সেই দিন প্রাণাধিক সুরেশচন্দ্রকে পাঠাইব। অবশ্য অবশ্য পাঠাইবেন। যদি না পাঠান, তবে আমার এই শেষ। নিবেদন ইতি—

প্রণত—শ্রীরাসবিহারী চক্রবর্ত্তী।

গ্রাহক নং ৭২১।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীমণিরাম গগৈ।

আসাম।

প্রশ্নোত্তরকারীগণের প্রতি নিবেদন।

বহু সংখ্যক ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের গেজেটে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর পাঠাইতেছেন এবং উত্তরও অনেকের যথাযথ হইতেছে কিন্তু পুরস্কারের নিয়মাবলীর প্রথম ধারা অনুসারে তাঁহাদের উত্তর গ্রহণ করা হইতেছে না—কারণ গেজেটের গ্রাহক ভিন্ন অন্য কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় না; সেই কারণ যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিয়া পুরস্কার পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রথমে এক টাকা বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন কিম্বা আমাদের নিকট চিঠি লিখিলে আমরা রেজেষ্ট্রী খরচা সমেত ১৵৹ এক টাকা দুই আনা চার্জ্জ করিয়া ভিঃ পিঃতে বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া থাকি।

মাঘ মাসের প্রশ্ন।

১ম প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত ধাঁ ধাঁ তিনটির অর্থ কি?

(ক) বুধের পিতা যাঁহার ভালে।
যে জীব শোভে তাঁহার গলে॥
তাহারে ধরি যে জন খান।
তাঁহার পৃষ্ঠে যে জন যান॥
তাঁর গৃহিণীর ভগ্নী যিনি।
কি বাহন তাঁর বলহ শুনি॥

(খ) জীব জন্তু নহে সেই গোলাকার কায়।
আপনি না জানে কিছু পরেরে জানায়॥
হস্ত পদ নাই কিন্তু দিবানিশি চলে।
কার জোরে চলে ইহা বলহ সকলে॥

(গ) কোন নারী দরশনে বলপুণ্য হয়।
আলিঙ্গনে মোক্ষলাভ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

২য় প্রশ্ন।

নিম্নে + চিহ্নিত স্থান হইতে একটী করিয়া কথা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে; সেই কথাগুলি বসাইয়া অর্থ পূরণ করিতে হইবে।

ভারতের + আর সে + রাজা নাই, + নাই, সকলই + সাগরের + নীরে + হইয়া +। কিন্তু + কীর্ত্তি গাঁথা + জগতের + ইতিহাসে + খোদিত +। কারণ + মুচ্ছিবার +, বিলীন + নয়। ভারত + আজও + শত শত + বিদ্যমান। + রাজ্যস্থ + সমুদয় অট্টালিকা + হইতে + পাইয়াছে তাহা + স্বীকার + হইবে + ঐ + প্রাচীন + এখনও + মধ্যে + বলিয়া পরিগণিত + উহার + কৌশল, + ও + তুলনায়, + কোনও + দণ্ডায়মান + পারে না।

৩য় প্রশ্ন।

(ক) ইংরাজী ভাষায় এমন একটী সরল বাক্য (Simple sentence) রচনা করিতে হইবে, যাহার মধ্যে A হইতে Z পর্য্যন্ত সমস্ত অক্ষরই থাকিবে।

(খ) এমন ছয়টী ভৌগলিক নাম ইংরাজীতে লিখ, যাহাদের প্রত্যেকের আদ্য অক্ষর লইয়া রুষিয়ার একটা হ্রদের নাম হইবে।

Science of Advertising.

বিজ্ঞাপনের বৈজ্ঞানিকত্ব।

ব্যবসা যত ছোট বা যত বড়ই হউক না কেন, আধুনিক যুগের ব্যবসা, বিজ্ঞাপন ব্যতীত নিশ্চল, এই সর্ব্বদাই মনে রাখ্‌তে হবে। যে ব্যবসায়ী ইহা বিশ্বাস করেন না, তাঁকে সেই মামুলী পদ্ধতিতে হাঁটুতে হাত জড়িয়ে পথিকের মুখ পানে তাকিয়ে আশা এবং নৈরাশ্যের তুফানে উঠা নামা করে দিন কাটাইতেই হইবে।

আমেরিকার "Ad-Sence সেই জন্য বলেছেন যে —

We may live without poetry, music and art,
We may live without conscience and live without heart,
We may live without friends, we may live without fad,
But business of to-day can not live without ads.

তাৎপর্য্য হচ্ছে, বরং আমরা সঙ্গীত, শিল্প, কবিতা, বন্ধু, জ্ঞান বুদ্ধি এমন কি হৃদয় বিনাও বাঁচ্‌তে পাল্লেও পার্ত্তে পারি, কিন্তু আধুনিক ব্যবসায় বাণিজ্য বিজ্ঞাপন ব্যতীত বাঁচ্‌তে পারে না। তা হ'লেই ব্যবসায় বাণিজ্যের জীবনই হ'চ্ছে বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপন যেমন তেমন হলেও আবার কাজ হবে না—বিজ্ঞাপন-সঙ্গত হ'তে হবে। তবে উদ্দেশ্য সফলের সহায়ক হ'তে পারিবে। বিজ্ঞাপনের কাপি প্রস্তুত একটা মস্ত বড় মাথার কাজ। তারপর যে জিনিষের

বিজ্ঞাপন সেটা কোথায় দিতে হবে, এও ভারি বিচার বিবেচনার কাজ।

সেই জন্য "Banker & Tradesman" নামক আমেরিকার একখানি পত্র একজন বিচক্ষণ বল্‌চেন যে, যেমন জিনিষ তার উপযুক্ত কাগজ বাছাই করিয়া নিতে হবে। শুধু বিজ্ঞাপনের কাপি ভাল হলেই হবে না—

"To attract the notice of the public, people who are to be interested in the advertisement, must be dressed attractively and placed in the Journal where that particular class sought are to be found."

বিজ্ঞাপনটীকে লোকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে, সে জিনিষ কোন শ্রেণীর লোকের ব্যবহার্য্য, তা বুঝতে হবে। তারপর যে কাগজে, সে বিজ্ঞাপনটী দেওয়া হবে, সে কাগজের গ্রাহকগণ বাস্তবিক সেই জিনিষ ব্যবহার করে কি না, তা বিচার করে দেখ্‌তে হবে। যদি বুঝা যায় যে, আমার বিজ্ঞাপিত জিনিষের খরিদ্দার সেই কাগজের গ্রাহক শ্রেণীর মধ্যে আছে, তবে সেই কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে তার চাহিদা বাড়্‌বে, ইহা সুনিশ্চিত। আমি যদি Sportingএর খেলার কাগজে রুটী প্রস্তুতের মাল মশলার বিজ্ঞাপন দেই, তাহলে সে বিজ্ঞাপন যত সুসজ্জিত এবং চিত্তাকর্ষকই হউক, তার খরিদ্দার মিল্‌বে কেন? Sporting Papere Sporting goods—খেলার জিনিষইতো কাটবে, কেননা সেই শ্রেণীরই লোক তার গ্রাহক। আবার খেলা ধূলার জিনেষের বিজ্ঞাপন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কাগজের উপযুক্ত হবে না। কেননা তার গ্রাহক হচ্ছে আধ্যাত্মিক বিষয়ের পাঠক, খেলার জিনিষ তার লক্ষ্য নয়, সুতরাং বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হবে। যে সকল কাগজে ধর্ম্ম নীতি, অর্থ নীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প, চিকিৎসা প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা থাকে, তাতে সর্ব্বশ্রেণীর গ্রাহক পাওয়া যায়, এমন কাগজ সকল শ্রেণীরই লোকেই পড়ে, সেই জন্য সকল শ্রেণীর জিনিষের গ্রাহক পাওয়া যেতে পারে।

আর একটা কথা হচ্ছে—

"High class advertisements belong specially to high class papers, because the readers of high class papers have the money and the diposition to purchase such articles."

যে সকল কাগজ প্রথম শ্রেণীর—উচ্চ দরের, তার গ্রাহকগণও অবস্থাপন্ন, তারা বেশী দামের কাগজ পরে, বেশী মূল্যবান্‌ সামগ্রীও তারা ক্রয় করতে পারে, কেননা তাদের অর্থ আছে। তেমন কাগজে মূল্যবান্‌ দ্রব্যেরই বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত। এই সকল কথা বিচার করে দেখ্‌বার আছে। উচ্চ শ্রেণীর কাগজের গ্রাহক অর্থাৎ যাঁরা ধনী শ্রেণীর, তাঁরা তোমার ।৹ আনা কি এক টাকা মূল্যের পেটেন্ট্‌ ঔষধ খেয়ে জীবন রক্ষা করাকে Degradation মনে করেন, কারণ তাঁদের পয়সা আছে, তারা ডাক্তার ডাক্‌বে, তাঁকে বিশ্বাস করবে। যাঁদের অবস্থা মধ্যবিত্ত—যারা অধিক ব্যয় কর্ত্তে অসমর্থ, তাঁরাই পেটেন্ট্‌ ঔষধে বিশ্বাস করে তাই কিনে থাকেন। সুতরাং পেটেন্ট্‌ ঔষধাদি বা সাধারণ লোকের ব্যবহার্য্য জিনিষের বিজ্ঞাপন সাধারণ শ্রেণীর উপযুক্ত কাগজেই দিতে হইবে, নইলে কাজ হবে না। কিন্তু এ দেশের ব্যবসায়ীগণ এ বিষয়ে আদৌ বিবেচনা করে দেখে না, দেখ্‌তে জানে না। তাই যখন বিজ্ঞাপন নিয়ে হতাশ হয়, তখন বলে থাকে, বিজ্ঞাপনে কাজ হয় না। সেই কারণেই বিচক্ষণগণ (Experts) বলে থাকেন যে—

"Advertisement writing Coupled with the proper knowledge of how and where to place it to achieve the best results is becoming more and more a matter of scientific ability."

বিজ্ঞাপন লেখার সঙ্গে বিজ্ঞাপন কোথায় দিতে হবে, যাতে করে সুফল পাওয়া যেতে পারে, এই বিষয়টা ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে থাকে। যাঁরা ব্যবসায়ী, তাঁরা এটা ভেবে দেখ্‌বেন।

বেকারের উপায়।

অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তান মাঝে মাঝে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে—আমার কোন মূলধন নাই, সহায় সম্পত্তিও নাই যে চাকুরী হয়—কি করা যায়, তার পরামর্শ। যাঁর মূলধন নাই, তাঁকে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করতে হবে, নইলে সে খেতেই পাবে না, এমন সকল লোকের ক্যান্‌ভাস্‌ ক'রে অপরের জিনিস বিক্রয় করে বেড়ালে অন্ন সংস্থান হবে। এই ক্যানভাসিং কেমন ক'রে করতে হয়, তা বিস্তারিত রূপে "কাজের লোক" ১৯০৯ সালে বুঝিতে দেওয়া হয়েছে। এই ক্যান্‌ভ্যাসিং কেমন ক'রে কর্ত্তে হয় শিখ্‌তে হয়। যদি আত্মাভিমান, শিক্ষা দীক্ষার অহমিকা ভু'লে ঐকান্তিকী ইচ্ছার সহিত এই কার্য্যক্ষেত্রে বস্‌তে পার, তবে তোমার আবার অন্নের অভাব? তাতেও বাবুসাজা চল্‌বে। চল্‌বেনা কেবল অহমিকা আর শিক্ষার বড়াই বুঝেছ?

এই ক্যান্‌ভ্যাসিং বিজ্‌নেসের ক্ষেত্রের সীমা বাড়ী হতে বেরুলেই অসীম। এই কাজেই অনেকে লক্ষপতি হয়েছেন। বিলাত, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের ক্যান্‌ভাসার ও দালাল এ দেশে এসে জিনিষ বেচে দালালী বা কমিশন্‌ পেয়ে বড় লোক হয়ে যাচ্ছে, আর এ দেশের শিক্ষিত যুবক দুটী পেটের ভাতের জন্য হাঁয় হায় ক'রে

মরচো এমনই কলেজী লেখা পড়া শিখিছেন যে মুখ দিয়ে কথাই ফোটে না। আর ১২ বছরের মারওয়ারীর ছেলের বড়বাজারে দোকানদারী করা দেখ্‌লে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। লজ্জার কথা বলবো কত? কিন্তু দোষ সবই ছেলেদের নয়, ব্যবসায় সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই সে পায় নাই,—সে শাস্ত্রই সে পড়েনি। দোষ এই আধুনিক শিক্ষার; এতে কেবল বাবু হতে শিখিয়েছে, শিক্ষার একটা বড়াই ঢুকিয়ে দিয়েছে মাত্র, আর কিছু হয় নি।

স্বাধীন জীবিকার উপায়।

অল্প শিক্ষিত ভদ্র ফেরিওয়ালার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কলিকাতার উত্তরাংশে অনেক ভদ্র যুবক খবরের কাগজ, সাবান, তওলিয়া, মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছেন; ইহা শুভ লক্ষণ। ২০৲—৩০৲ টাকা বেতনের কেরানীগিরি অপেক্ষা এরূপ স্বাধীন ব্যবসায় যে লাভজনক, এবং সুবিধাজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ কাল ম্যাট্রিক্ পাশ বা ফেল, আই-এ পাশ বা ফেল প্রভৃতি যুবকদিগের ২৫৲—৩০৲ টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য যেরূপ উমেদারী করিতে হয় ও বেগ পাইতে হয়, আবার শতকরা ৮০।৯০ জনের ভাগ্যে চাকুরী পাওয়া যেরূপ অসম্ভব, তাহাতে ফেরিওয়ালার কাজ অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। এ বিষয়ে মুসলমান যুবকগণ পশ্চাদপদ, তাহাদের চাকুরীর নেশা আজিও ছুটে নাই, উপরোক্ত শ্রেণীর ফেরিওয়ালার কাজ করিতে বেশী মূলধনেরও আবশ্যক করে না; ৮৲—১০৲ টাকা পুজি হইলেই যথেষ্ট, যাঁহারা এই শ্রেণীর ফেরিওয়ালার কাজ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করি, মুসলমানদিগের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলার এবং খাস কলিকাতায় কতকগুলি লোককে চটিজুতার ফেরি করিতে দেখা যায়; আর কতকগুলি মুসলমান বাংলা সাবান এবং গুড়-গুড়ি হুকার নল্‌চে তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে। ফলওয়ালাদের মধ্যে অধিকাংশ পশ্চিমে মুসলমান। তাহারা ফলের ফেরি করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে। দৈনিক ১৲ টাকার কম কোনও ফেরিওয়ালারই আয় নহে। অনেকের আয়ই ১৷৹—২৲ টাকা. চাকুরীপ্রিয় যুবকদিগকে আমরা অধিক পরিমাণে ফেরিওয়ালার কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

মৎস্যের কার্‌বার একটা মস্ত লাভজনক ব্যবসা। বঙ্গদেশে মৎস্যের ব্যবসায় প্রায়ই জাতিগত হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যে জেলে, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, তিয়র, বাগ্দী প্রভৃতি জাতি এই ব্যবসায় করে; আর মুসলমানদিগের মধ্যে নিকারী, খাওয়া এই দুই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। নিকারীগণ মাছধরায় কাজ খুব কমই করিয়া থাকেন; জেলেদের নিকট মৎস্য ক্রয় করিয়া খরিদ্দারের নিকট বিক্রয় করেন, এবং প্রচুর লাভ করিয়া থাকেন। কলিকাতাও ইহাদের মৎস্যের বিরাট ব্যবসায় আছে। কলিকাতার পশ্চিমে হিন্দু মুসলমান মুটে এবং উড়ে হিন্দুগণ প্রধানতঃ শীতকালে রেলের মৎস্য আনিয়া বাজারে বিক্রয় করে ও প্রচুর লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের দৈনিক ৪৲—৫৲ টাকা লাভও হয়, কলিকাতায় দেশীয় জেলে এবং মেছুনীদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে। অবশ্য মিউনিসিপালিটীর বাজার সমূহে ও অন্যান্য অনেক বড় বড় বাজারে এখনও ইহাদের প্রধান্য আছে। পাঞ্জাবের কতিপয় মুসলমান ২৪ পরগণার নানাস্থান হইতে মৎস্য ক্রয় করিয়া কলিকাতায় চালান দিতেছেন, এবং খুব লাভবান হইতেছেন। বহু হিন্দু ভদ্র লোকও মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় মৎস্য চালান দিয়া বেশ দশ টাকা লাভ করেন। দেশের সাধারণ হিন্দু মুসলমান মৎস্যের ব্যবসায় করেন না। করা যে উচিত, একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। অনেকে মৎস্যের ব্যবসায়ে শীতকালের কয়েক মাসে বৎসরের উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। কার্ত্তিক মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত, কিম্বা কার্ত্তিক মাসের শেষাংশ হইতে ফাল্গুন মাসের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত ৪।৫ মাস কাল এই ব্যবসায় খুব চলিতে পারে, আবার বর্ষাকালে আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত ইলিস মাছের কারবার বেশ চলে। চাকরীপ্রিয় নিঃসহায় উমেদওয়ারগণ একাকী বা ১০।১৫ জনে মিলিয়া সমবায় প্রণালীতে এই ব্যবসায় চালাইয়া লাভবান হইতে পারেন। কোনও ব্যবসায়ই জাতি বিশেষের হাতে থাকা উচিৎ নহে, এই প্রথায় দেশের উন্নতি হইতে পারে না,—ধরুন গোয়ালার ব্যবসায়। বঙ্গদেশে এই [illegible] গোয়ালাদের একচেটিয়া। সকল জেলায় ভাল গোয়ালা না থাকাতে, মফঃস্বলের অনেক স্থলে দুগ্ধ সুলভ মূল্যে পাওয়া গেলেও, দুগ্ধের সদ্‌ব্যবহার হয় না, সেই সকল স্থানে ✓৹ হইতে ✓১০ মূল্যে প্রতিসের খাঁটি দুগ্ধ বিক্রয় হয়। সেই সকল স্থানে দুগ্ধ হইতে মাখন তৈয়ার করিলে প্রচুর লাভ হইতে পারে। সাধারণ নিয়মে বাঁশের চোঙ্গা দিয়া দুধ টানিয়া মাখন তৈয়ার করিলে তদ্দারা ঘৃতও তৈয়ার হইতে পারে। ১✓ মণ দুগ্ধের মূল্য ২৷৹ বা ৩৲ কিংবা খুব জোর ৪৲ টাকা হইলেও উহাতে উৎকৃষ্ট ✓২৷৹ সের, ✓৩ সের মাখন তৈয়ার হইবে তাহার মূল্য কলিকাতায় ৬৲ ৬৷৹, বা ৭৲—৭৷৹ টাকার কম নহে। মফঃস্বলে বসিয়া কেহ দৈনিক ।৹ সের মাখন তৈয়ার করিতে পারিলে খরচ খরচা বাদে খুব কম পক্ষে ৫৲ টাকা লাভ করিতে পারেন। ১০০৲—১৫০৲ টাকা মূলধন বা পুঁজি হইলেই এই ব্যবসায় চলিতে পারে। ৪✓ মণ দুগ্ধের মূল্য ১৬৲ টাকা (খুব বেশীর পক্ষে) এবং ৪ জন লোকের মজুরী ৩৲ টাকা এই ১৯৲ টাকা খরচে ।৹ সের মাখন

হইলে খুব কম পক্ষে ২৫৲ টাকায় বিক্রয় হইবে, ঘোল বা মাটা গুলি ৫ সের হিসাবে বিক্রয় করিলেও প্রায় ২৲ টাকা আয় হইবে। আর উৎকৃষ্ট দুগ্ধ ।২—।৩ সেরেই ৴১ সের মাখন হইবে। যে অঞ্চলে দুগ্ধ সস্তা আমরা সেই অঞ্চলের লোকদিগকে মাখন ও ঘৃতের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি।

ছাগল ও মেষ পালন একটি লাভজনক ব্যবসায়। কৃষি প্রধান স্থানে ইহা পালন করা সুবিধাজনক নহে; কারণ উহারা ক্ষেতের ফসল খাইয়া ধ্বংস করে। যে অঞ্চলে বহু পতিত জমি আছে (যেমন নদীয়া জেলার বড় বড় মাঠ, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং বর্দ্ধমান জেলায় শালবন সমূহ ইত্যাদি), সেই অঞ্চলে এবং যে সকল অঞ্চলে কেবল-মাত্র ধান্যের চাষ হয়, আর প্রায় ৬ মাস কাল মাঠগুলি খালি পড়িয়া থাকে, সেই সকল প্রদেশে ছাগল এবং ভেড়া পালন করা খুব সুবিধাজনক। আজকাল ছাগল, খাসী, ভেড়া প্রভৃতির মূল্য যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহাতে বৎসরে ঐ সকলের ২টা করিয়া বাচ্চা হইলে প্রত্যেকটায় গড়ে ১০৲—১২৲ টাকা আয় হইতে পারে, সুতরাং ১২৫টা ছাগল ও ভেড়া পুষিলে তাহার বাচ্চার মূল্য গড়ে ১০৲ টাকা হিসাবে ধরিলেও ১২।১৩ শত টাকা হইবে, ২ জন চাকর রাখিলেই যথেষ্ট, তাহাদের বেতনাদিতে বৎসরে ২০০৲—২১৫৲ টাকা খরচ হইলেও ১,০০০৲ টাকা লাভ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভবপর। পতিত মাঠ সমূহে ঘাস খাইয়া এবং শালবন অঞ্চলে শাল-পাতা খাইয়া ছাগল এবং ভেড়াগুলি প্রতি-পালিত হইতে পারে, সামান্য পরিমাণে ছোলা খাওয়াইলে খাসীগুলি খুব চর্ব্বিযুক্ত এবং মূল্যবান্ হইবারই কথা। খুব উৎকৃষ্ট জাতীয় দেশী ছাগল এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় পশ্চিমা ভেড়া পালন করা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত স্থান সমূহ ছাগল ভেড়া পালনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অনেকে সাঁওতাল পরগণায় বহুস্থানে এই ব্যবসায় করিয়া প্রচুর লাভবান হইতেছেন। সমবায় হিসাবে ১০।১২ হাজার টাকা মূলধন লইয়া সাঁওতাল পরগণায় এই ব্যবসায় করিলে খুব লাভবান হওয়া যায়। শত করা ১০০৲ টাকা লাভ হইবার কথা।

কলার বাগান একটি লাভ জনক ব্যাপার। ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরে মুন্সী-গঞ্জ মহকুমার অধীন রামপাল অঞ্চলে (যে রামপাল হিন্দুরাজত্বের কালে বঙ্গের বিরাট রাজধানী ছিল) কলার উত্তম চাষ হয়। এমন কলার চাষ বঙ্গদেশের আর কোথায়ও নাই। তত্রত্য কলা-চাষী অপেক্ষাকৃত উঁচু ভিটা-জমিতে দস্তুর মতন চাষ করিয়া কলার বাগান করে। অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় কলার ঝাড় করে না। উপযুক্তরূপ তফাৎ তফাৎ কলার চারা যথা সময় লাইনবন্দী করিয়া পুতিয়া দেয়। চারা বাহির হইলে তাহা তুলিয়া বিক্রয় করে; একটী করিয়া মাত্র গাছ থাকে। তাহারা এমন সার দেয় এবং এমন হিসাবে কলার বাগান তৈয়ার করে যে, একই সময় কলার কাঁদি অর্থাৎ ছড়া বাহির হয় এবং কাঁদিগুলি একই দিকে হেলিয়া থাকে; তাহা বড়ই সুন্দর দেখায়, রামপালের কবরী, শবরী (চাটিম) অমৃতসাগর, লালসাগর, দুগ্ধসাগর প্রভৃতি কলা বিশেষ প্রসিদ্ধ এক বিঘা জমিতে ২০০।২৫০ চারা রোপণ করা যায়। গড়ে ১৲ করিয়া কান্দি বা ছড়া বিক্রয় হইলেও ২০০৲—২৫০৲ টাকা আয় হইতে পারে, খরচ খরচা বাদ দিলেও প্রচুর লাভ থাকে, যাঁহারা কলার উৎকৃষ্ট চাষ শিক্ষা করিতে চান, তাঁহাদিগকে আমরা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে রামপালে গিয়া উহার চাষ প্রণালী শিক্ষা করিতে অনুরোধ করি। কলার চাষ মহা লাভজনক, আর বঙ্গদেশের সকল জেলায়ই অল্পাধিক পরিমাণে কলা জন্মিয়া থাকে।

মফঃস্বলে জ্বালানী কাষ্ঠের বাগান না করিলে ভবিষ্যতে সকলকে বড় বিপন্ন হইতে হইবে। সমগ্র বঙ্গে কয়লার প্রচলন হওয়া সম্ভবপর নহে; কারণ সহর বন্দর হইতে লইয়া যাওয়া কষ্টসাধ্য ও বহুব্যয় সাপেক্ষ। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ জ্বালানীকাষ্ঠ মান্দার গাছ, সিমুল গাছ, হিজল গাছ, ছাতিয়ান গাছ প্রভৃতি। অকর্ম্মণ্য প'ড়ো জমিতে এই সকল গাছের বাগান করিলে জ্বালানী কাষ্ঠের অভাব পূরণ হইতে পারে। বঙ্গের যে সকল জেলায় সুপারি গাছ জন্মে, সেই সকল জেলায় প্রথমে মান্দারের বাগান করিয়া পরে সুপারির বাগান করিলে সুপারির বাগান খুব উত্তম হইতে পারে। বাখরগঞ্জ জেলার উত্তর সাহবাজপুর, দক্ষিণ সাহ-বাজপুর, নোয়াখালী জেলার বহু স্থানে এবং ত্রিপুরা জেলায় চাঁদপুর মহকুমার এলা-কায় এই প্রণালীতে সুপারির বাগান ও মান্দার গাছের বাগান করা হইয়া থাকে। মান্দার পাতার সারে সুপারির গাছ খুব সবল হয় এবং উহার ফলনও অধিক হইয়া থাকে; সুতরাং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই মান্দার গাছের বাগান করিয়া জ্বালানী কাষ্ঠের অভাব পূরণ করা উচিত।

আকন্দ গাছ বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার নিকট পরিচিত। এই গাছ সাধারণতঃ দুই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা শ্বেত ও রক্ত আকন্দ, কতকগুলি শৃঙ্গের ন্যায় ফলের মধ্যে পশমের ন্যায় এক প্রকার জিনিষ উৎপন্ন হয়, তাহাই আকন্দ তুলা নামে অভিহিত হয়। কফ ও বাত রোগে এখনও অনেক স্থানে অনেকে শিশুদের জন্য আকন্দ তুলায় বালিশ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। চেষ্টা করিলে আকন্দ তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত হইতে পারে, তবে কার্পাসাদি তুলার ন্যায় সহজ সাধ্য নয়, একটু ধৈর্য্য ও পরিশ্রম চাই। আকন্দ তুলার সূত্রে যে গেঞ্জি, কম্-ফর্টার ও মোজা প্রস্তুত হয় তাহা শীতকালে মহোপকারী। যদি রীতিমত চাষ করা যায় তাহা হইলে এতদ্দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হয়। আকন্দের চাষে কোনরূপ কষ্ট

বা ব্যয় নাই, পতিত জমিতে বীজ ছড়াইয়া দিলেই গাছ জন্মিয়া থাকে, ছাগাদি পশুতে প্রায়ই এই গাছের অনিষ্ট করে না। একটু চেষ্টা করিলে বোধ হয় এই তুলা রেশমের স্থান অধিকার করিতে পারে।

প্রথমে যদি সূতা প্রস্তুত করিতে না পারা যায় তবে তাহাতেও তত ক্ষতি নাই, বালিশ ও গদির জন্য সাধারণে না পারেন বিলাসীগণ যে উচ্চমূল্যে ক্রয় করিবেন তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। রীতিমত চালানাদির ব্যাপারে লিপ্ত থাকিলে ইহা একটি বিশেষ লাভজনক পণ্যে পরিণত হইতে পারে। চেষ্টাবান্ ব্যক্তি একবারটি চেষ্টা করিয়া দেখুন না। আমি একেবারে চাষ করিতে অনুরোধ করি না। প্রথমে কিছু আকন্দ তুলা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় বড় সাহেবদের দোকানে নমুনা পাঠাইয়া দর যাচাই করিতে পারেন, পরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই চলিবে।

—বঙ্গরত্ন।

Business of Small Capital.

অল্প মূলধনের ব্যবসায়।

অল্প মূলধন লইয়া যাঁহারা ব্যবসায় বা দোকান করিতে অগ্রসর, তাঁহাদের কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হওয়া উচিত।

ব্যবসায় করিবার পূর্ব্বে কোন ভাল দোকানে কিছুদিন থাকিয়া বেচা-কিনার কার্য্য প্রণালী শিক্ষা করা উচিত। কোন ব্যবসায়ের অনুকরণে ব্যবসা করিতে হইলে নূতন লোকের পক্ষে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব। নূতন লোক অভিজ্ঞতার অভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া দেউলিয়া হইয়া পড়ে। প্রত্যেকের নিজের নিজের মৌলিকত্ব যদি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হওয়া সুনিশ্চিত।

অল্প মূলধন যাঁহাদের, তাঁহাদের সর্ব্ব বিষয়েই খুব সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। বিশেষ বিবেচনার সহিত স্থান নির্ব্বাচন করিতে হয়, নচেৎ ভাড়া, ট্যাক্স, লাইসেন্সে মূলধন নষ্ট হইয়া যায়। সেই স্থানের উপযোগী সামগ্রীর দোকান যেখানে করিলে খরিদ্দার পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু মসলা পটিতে কেহ যদি লোহার বিম বিক্রয় করিবার জন্য দোকান খুলিয়া বসেন, তাহা হইলে অনেক সময়ই তাঁহাকে বসিয়া দিন কাটাইতে হইবে, তাহা সুনিশ্চিত।

অল্প মূলধন লইয়া কোন পল্লীর মধ্যে বা নিকটে দোকান করাই সঙ্গত, আর তাহার দোকানে যাহা বিক্রয়ার্থ আছে; তাহার নাম, ব্যবহারের আবশ্যতা ও মূল্যাদি দিয়া বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া ঘরে ঘরে তাহা বিতরণ করিলে স্থানীয় খরিদ্দার আয়ত্ত করা যায়।

বড় বড় দোকান ঘর লইয়া অনেক ব্যয় করিয়া অনেক সময় ব্যবসায়ীগণ তেমন লাভ পান না, কিন্তু সামান্য ফেরিওয়ালারা সেই সকল জিনিষ মাথায় করিয়া ঘরে ঘরে বিক্রয় করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক লাভ করে। এখন আর লোক সহজে বাজারে যাইয়া ক্রয় করিতে চাহে না। তাহার কারণ বাজারের দোকানদারগণ এক চক্রে একটা দর স্থির করিয়া সকলে সেই দরে বিক্রয় করে, কিন্তু আপনার ঘরে বসিয়া গৃহস্থগণ দর করিয়া নিজে ক্রয় করিতে পায়, তাহাতে দরে সুবিধা হয়, জিনিষও পছন্দ সই পায়। ফেরিওয়ালার মূলধন অল্প, কিন্তু খরচা কম, সে সুলভেও দিতে পারে। অল্প মূলধনী প্রতিদিন তাহার ন্যায্য লাভ রাখিয়া যদি তাহার জিনিষের মূল্য যদি গৃহস্থগণকে জানাইতে পারেন, তাহাতে খরিদ্দার পাইতে পারেন; নচেৎ ক্রেতার অভাবে ব্যবহারের দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া পড়ে, শেষে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া দেউলিয়া হইতে হয়। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে বিদ্যালয় পরিত্যাগের পরই ছেলেদিগকে কোন ভাল দোকানে কিছুকালের জন্য শিক্ষা নবীশ রাখিয়া কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার পর তাহারা স্বাধীন ভাবে নিজেদের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে মিতব্যয়ী হইতে হইবে, একটী পয়সা যাহাতে অপব্যয় বা অন্যায় প্রকারে নষ্ট না হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। সততা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর অতি মূল্যবান উপকরণ, ন্যায্য দাম লইয়া মূল্যের উপযোগী দ্রব্য ক্রেতাকে দিয়া সন্তোষ করার নামই সততা। [illegible] সততাই বড় ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর বড় মূলধন। কথার শ্রী ও শীলতা ও সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, কার্য্যতৎপরতা, বিনয় ও নম্রতা এইগুলি যে ব্যবসায়ীর নাই, তিনি ছোটই হউন, আর বড়ই হউন, ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না; অল্প মূলধনীর বড় ব্যবসায়ীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যাওয়া সাংঘাতিক। স্থান নির্ব্বাচন অল্প মূলধনের ব্যবসায়ীর একটী কঠিন কর্ত্তব্য। যে জিনিষ বিক্রয়ের জন্য স্থান নির্ব্বাচন করা হইতেছে, সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে সেই জিনিষের ক্রেতা পাওয়া যাইবে কি না, কিছুদিন ধরিয়া তাহা দেখা উচিত। কলিকাতা ব্যবসায়ের এক একটি পটি আছে, সেই সকল স্থানে শ্রেণী বিশেষের খরিদ্দার যাতায়াত করে। অল্প মূলধনীর দোকান সুন্দর সাজান গোছান হওয়া উচিত। সেখানে ক্রেতার বসিবার দাঁড়াইবার স্থান থাকা উচিত, বসিতে দাঁড়াইতে স্থান পায় না বলিয়া অনেক সময় চলিয়া যায়। ক্রেতার সুখ সচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ দরকার। একবার ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করিলে ক্রেতার প্রথম ধারণা ভাল হইলে সে ক্রেতা যে শুদ্ধ নিয়মিত পাকা খরিদ্দার হয় তাহাই নহে, তাহার বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনকেও সেই দোকানে টানিয়া আনে। এইরূপে নিত্যই দোকানের উন্নতি হইয়া থাকে।

ঠাকুরমার টোট্‌কা

বা

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

অনিদ্রা।

কোনও রোগের জন্য নিদ্রা হানি হইলে, সেই রোগেরই চিকিৎসা আবশ্যক। বায়ু-জনিত হইলে নিম্ন লিখিত প্রক্রিয়া আবশ্যক—

নারিকেল জলে মিশ্রি, হরিতকী, আমলকী ও বহেরা ভিজাইয়া, সেই জল ছাকিয়া পান করিলে ও মস্তকের উপরে ন্যাকড়ার পাটি করিয়া লাগাইলে, মস্তিষ্ক শীতল হইয়া নিদ্রা হয়।

কেশুত্তে পাতা, সুশুনি শাক ও হিম সাগরের পাতা ছেঁচিয়া সেই রস পরিষ্কার চিনির সহিত পান করিলে নিদ্রা হয়।

তেলাকুচার পাতা ও কাঁচা হলুদ ছেঁচিয়া তাহার রস তিল তৈলের সহিত ফেনাইয়া মস্তকে মর্দন করিলে এবং ঘৃতকুমারীর শাঁস মস্তকে লাগাইলে ও চিনির সহিত খাইলে ও মস্তিষ্কের উত্তাপ ও নিদ্রাবিঘ্ন দূর হয়।

কাঁচা পটোল, [illegible] ও শতমূলী এক সঙ্গে পেষণ করিয়া অথবা তালের বেগেলোর রস বাহির করিয়া সেই রসের সহিত এক রতি মকরধ্বজ অভাবে একরতি রস সিন্দূর মাড়িয়া পান করিলে অনিদ্রা দূর হয়।

অম্লপিত্ত।

হাঁসের ডিমের খোলা ভস্ম ১, যোয়ান ২, তেঁতুলফলের খোলা ভস্ম ১, সাজীমাটী ॥০, আমলকী চূর্ণ ২ ভাগ—ইহার ৵০, ⁄০ বা ।০ আনা পরিমাণ শীতল জলের সহিত আহারান্তে সেবন করিলে, অম্লপিত্ত ও তজ্জনিত শূলের আশু প্রতিকার হয়।

কাঁচা হলুদ, পলতা, কাঁচা আমলকী ও আদা একত্রে ছেঁচিয়া, উহার রসে ৩০ ফোঁটা কাঁচা পেঁপের আঠা দিয়া প্রতি দিন প্রাতে সেবন করিলে যকৃতের দোষ ও অম্লের দোষ নিবারিত হয়।

পুদিনা শাক, পুরাতন তেঁতুলের শাঁস, কিস্‌মিস্, ইক্ষুগুড় ও অল্প গোলমরিচ একত্রে বাটিয়া চাট্‌নী করিয়া প্রত্যহ ভাতের সহিত খাইলে অম্লপিত্ত উপশমিত হয়।

মিশ্রি ৪, ছোলা ৩, আমলকী ২, ও লবঙ্গ ১ ভাগ একত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে পান করিলে, অম্লপিত্ত নিশ্চয় দমন হয়। আহারান্তে ডাবের জল ভক্ষণ উপকারী।

হরীতকী, আমলকী, বহেরা ও নাল্‌তে ভিজাইয়া কিঞ্চিৎ চূণের জলের সহিত পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

অর্শ।

জাঙ্গী হরীতকী, নাগেশ্বর ফুলের রেণু, দূর্ব্বামূল ও পিপুল মুল সমভাগ একত্রে আমলা ভিজান জলে পিষিয়া, কুল আটির মত বড়ী করিয়া শুকাইয়া রাখিবেন। এই বড়ী ঘোলের সহিত দুবেলা দুটী সেবন করিলে, দুই প্রকার অর্শ ই আরোগ্য হয়।

বুনো ওল চূর্ণ ॥০, কৃষ্ণজিরা ।০ ও গন্ধক ⁄০ একত্র করিয়া মাখন ও মিশ্রির সহিত প্রত্যহ খালি পেটে খাইলে, নানা প্রকার অর্শরোগ ভাল হয়।

আলতা ভিজান জলের সহিত ।০ আনা লাল গাঁদা ফুলের পাপড়ি, ৵০ আনা আতপ চাউল ও ৬ রতি খয়ের একসঙ্গে বাটিয়া খাইলে অর্শের রক্তস্রাব আশু নিবারণ হয়। আমগাছের ছালের রস সেবনেও বিশেষ উপকার দর্শে।

সিদ্ধিচূর্ণ ৪, হলুদের গুঁড়া ২, ও শুঁঠ চূর্ণ ১ ভাগ একত্রে কাপড়ের পুঁটুলিতে আগুনে গরম করিয়া অর্শের গুটীতে স্বেদ দিলে বা কোনও পাত্রে সামান্য আগুন রাখিয়া ধুনার ধোঁয়া অর্শে লাগাইলে শীঘ্র বেদনা নিবারণ হয়।

১ রতি আফিং, ৪ রতি কর্পূর ও ৮ রতি সাজীমাটী একত্রে গাওয়া ঘি এর সহিত মাড়িয়া প্রলেপ দিলে, অর্শের ব্যথা নিবারণ হয় ও বলি শুকাইয়া যায়।

আগুনে পোড়া।

রেড়ীর তৈল ও মধু এক সঙ্গে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, পোড়া জায়গায় জ্বালা নিবারণ হইয়া ফোস্কা বা ঘা হইতে পারে না।

ঘৃতকুমারীর রসে চিনি মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, পোড়ার জ্বালা সদ্য নিবারণ হয়।

মাখন ও মধু বা মাখন ও মাৎগুড়, অথবা গোলাপজল ও তিলের তৈল একসঙ্গে মিশাইয়া পোড়া জায়গায় লাগাইয়া দিলে জ্বালা নিবারণ হয় ও ঘা হইতে পারে না।

চূণের জলের সহিত তিল তৈল বা নারিকেল তৈল ফেনাইয়া প্রলেপ দিলে, তদ্দণ্ডে পোড়া ঘাএর জ্বালা নিবারণ হইয়া, ক্রমে ঘাও শুষ্ক হয়। নূতন দরজায়, জানালায় যে সাদা রং ব্যবহার হয় মসিনার তৈলের সহিত দগ্ধ স্থানে লাগাইলে তদ্দণ্ডে জ্বালা নিবারণ হয়, ফোস্কা হয় না।

আঞ্জনী।

সিদ্ধিচূর্ণ, হলুদের গুঁড়া ও নিমপাতা চূর্ণ, একত্রে কাপড়েরর পুঁটুলিতে করিয়া আগুনের তাপে গরম গরম স্বেদ দিলে, ব্যথা ও ফোলা নিবারণ হয়।

মধুতে জায়ফল ও গেরিমাটি ঘসিয়া পানের বোঁটায় করিয়া লাগাইয়া দিলে, আঞ্জনী বসিয়া যায়।

আমাশয়।

আধপোয়া চিড়া ভিজাইয়া চটকাইয়া কাথ ছাঁকিয়া লইবে, সেই কাথের সহিত মর্ত্তমান কলা দৈ বা খুব পুরাণ একটু তেঁতুল ও চিনি মিশাইয়া খাইলে, পেট গরম জনিত আমাশয় ভাল হয়।

ইসবগুল ভাজিয়া, গুঁড়া করিয়া কাশীর চিনির সহিত মিশাইয়া দুইবার খাইলে অতি শীঘ্র আমাশয় ভাল হয়।

দুই রতি শ্বেত ধুনা, ৪।৫টি কচি কুলপাতা, দু আনা সাদা জিড়া, ॥০ আনা কাশীর চিনি একত্রে পিষিয়া দুইবারে খাইলে শীঘ্র আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

(ক্রমশঃ।)

বিংশ শতাব্দির অপূর্ব্ব আবিষ্কার!
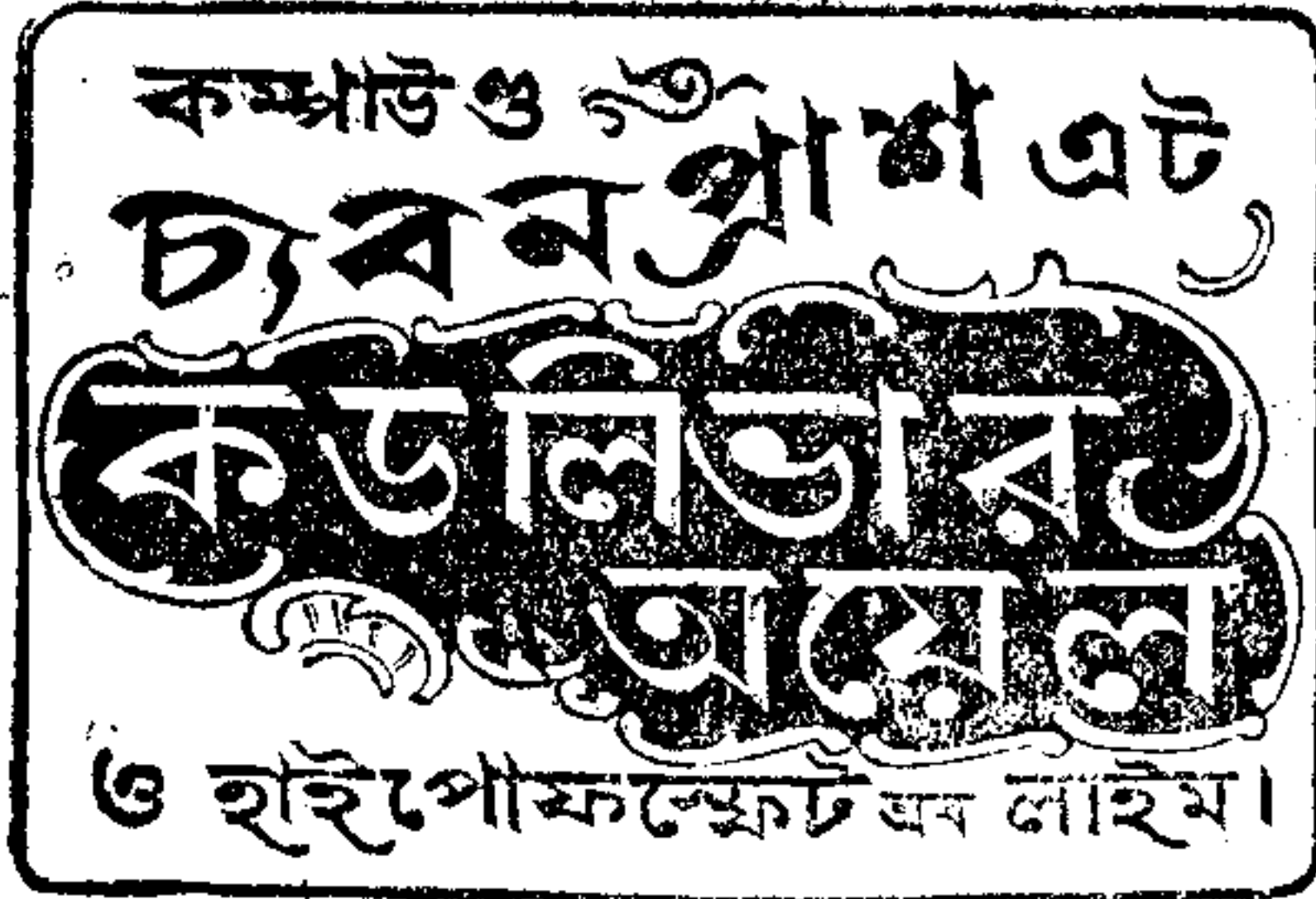
আয়ুর্ব্বেদিক ও এলোপ্যাথিক ভেষজের বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ এট কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম।

মহর্ষি চ্যবনমুনির আবিষ্কৃত চ্যবনপ্রাশের গুণ বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়া ও ভেষজের অভাব বশতঃ অনেকের প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ শাস্ত্রানুযায়ী আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না। সেই কারণে আমরা ভারতের নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া মেদ, মহামেদ, বংশলোচন প্রভৃতি মহা আবশ্যকীয় দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতঃ বিশেষ সতর্কতার সহিত এই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া আমেরিকান প্রক্রিয়ার ইহার সহিত নরওয়ে জাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কডলিভার ওয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম সংযোজনা করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকমতে সম্মিলিত হওয়ায় পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে চ্যবনপ্রাশ, কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম এই ত্রিবিধ ঔষধের প্রত্যেকের শরীরের উপর কার্য্যকরি ক্ষমতা (Physiologial action) দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করিলে ফুসফুস সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া যথা—শ্বাস, কাশ, পার্শ্বশূল, বক্ষস্থলে বেদনা বা ভারবোধ, সপূঁয কফ বা রক্ত নিষ্ঠীবন, নিশাঘর্ম্ম, পুরাতন ব্রংক্রাইটিস প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। যাঁহাদের নিজের বা পৈত্রিক কাশির দোষ আছে বা হাঁপানি রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ অমৃত তুল্য। অনেকের শুদ্ধ কডলিভার অয়েল সহ্য হয় না, পেট গরম হয়, পাতলা দাস্ত হয়, তদ্ভিন্ন ইহার অতিশয় তীব্র গন্ধ হেতু অনেকে ব্যবহার করিতে চান না এবং ব্যবহার করিয়াও অনেকে বমন করিয়া ফেলেন; কিন্তু আমাদের এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের সহিত কতকগুলি এইরূপ দেশীয় ভেষজ দ্বারা অভিনব প্রণালীতে কডলিভার অয়েল সংমিশ্রিত হইয়াছে, যে ইহা সকল শরীরে সহজে হজম করাইয়া নূতন রক্ত কণিকা প্রস্তুত করে, তদ্দারা ফুসফুস সবল হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে দেহ বলিষ্ঠ ও লাবণ্যময় দেখায়; তদ্ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা কডলিভার অয়েলের গন্ধ নাশ করা হইয়াছে; এবং ইহার গন্ধ ও আস্বাদ অপ্রীতিকর নহে।

যাহারা যে কোন কারণ বশতঃ কডলিভার অয়েল, সিরাপ হাইপোফস্ফেট অব লাইম কিম্বা কডলিভার অয়েল ঘটিত যে কোন ঔষধ ব্যবহার করেন তাহারা একবার সেই সকল ঔষধের পরিবর্ত্তে আমাদের কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া দেখুন, দেখিবেন কত অল্পদিনের মধ্যে আপনার উপকার দর্শাইবে এবং একমাসের মধ্যে দেহের ওজন বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। শ্লেষ্মাধিকা ধাতুতে দীর্ঘদিন ধরিয়া সেবন করিলে ধাতু পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন দেহ হয়। ইহা বৃদ্ধদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী।

ব্যবহার বিধি :—চা চামচের এক চামচ মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সহ্যানুযায়ী চারি চামচ মাত্রা পর্য্যন্ত এক ছটাক অল্প গরম দুগ্ধের সহিত আহারের পর দিবসে দুইবার ব্যবহার করিতে হয়।

মূল্য প্রতি ফাইল (আট আউন্স) ২, দুই টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷৹ বার আনা; একত্রে তিন ফাইল ৫॥০ সাড়ে পাঁচ টাকা, মাশুলাদি ১॥০ দেড় টাকা।

একখানি মাত্র প্রশংসাপত্র দেখুন—

বনগাঁও হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন ও এ্যালমা চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ডাক্তার টি, সি, দত্ত, এল, এম, এস, মহাশয় লিখিয়াছেন –

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের যে এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পূর্ব্বে আমি জানিতাম না, কিন্তু কয়েকটী রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ উপকার দেখিয়াছি। আজ কাল যত রকম কডলিভার অয়েল ঘটিত ঔষধ আছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

সোল এজেণ্টস্—

শাহ এণ্ড কোং।

ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্টস্।

৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ বর্ষ।] ২৫শে ফাল্গুন, ১৩২৯ সাল। ইং ৯ই মার্চ্চ, ১৯২৩ সাল। [১১শ খণ্ড।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসে গেজেটে ৩টী করিয় পুরস্কারের প্রশ্ন বাহির হইবে। প্রতি প্রশ্নের উত্তরের পুরস্কার ২৲ দুই টাকা। গেজেটের গ্রাহকমাত্রই এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু উত্তরের সহিত কুপন না থাকিলে কোন উত্তরই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। প্রশ্নের শেষ ভাগে পুরস্কারের কুপন আছে। উত্তরের সহিত গ্রাহক নম্বর লিখিবেন।

২। একজন গ্রাহক ৩টী পুরস্কারের জন্য উত্তর পাঠাইতে পারেন; কিন্তু একাধিক পুরস্কার এক মাসে একই গ্রাহককে দেওয়া হইবে না।

৩। পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচার সকল সময়েই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

৪। প্রতি মাসের প্রশ্নের উত্তর তৎ-পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। প্রতিযোগিতার ফল পরবর্ত্তী মাসের গেজেটে বাহির হইবে। উল্লেখযোগ্য উত্তর-প্রেরকগণের নাম ঐ সঙ্গে গুণানুসারে প্রকাশিত হইবে।

৫। কাগজের এক পৃষ্ঠায় উত্তরগুলি লিখিতে হইবে। প্রথমেই, গ্রাহক নম্বর, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক। একাধিক ব্যক্তির উত্তর একই এবং ঠিক হইলে লেখার ধরণ এবং পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য করিয়া পুরস্কার-যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবে।

মাঘ মাসের প্রশ্নের ফল
চৈত্র মাসের সংখ্যায়
প্রকাশিত হইবে।

প্রশ্নোত্তরকারীগণের প্রতি নিবেদন।

বহু সংখ্যক ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের গেজেটে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর পাঠাইতেছেন এবং উত্তরও অনেকের যথাযথ হইতেছে কিন্তু পুরস্কারের নিয়মাবলীর প্রথম ধারা অনুসারে তাঁহাদের উত্তর গ্রহণ করা হইতেছে না—কারণ গেজেটের গ্রাহক ভিন্ন অন্য কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় না; সেই কারণ যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিয়া পুরস্কার পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রথমে এক টাকা বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন কিম্বা আমাদের নিকট চিঠি লিখিলে আমরা রেজেষ্টী খরচা সমেত ১৶০ এক টাকা দুই আনা চার্জ্জ করিয়া ভিঃ পিঃতে বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া থাকি।

ফাল্গুন মাসের প্রশ্ন।

১ম প্রশ্ন।

(ক) দশভুজ পতির দ্বিভুজা কামিনী;
তাঁহার শাশুরী হয় সতী সোহাগিনী,
তাঁহার তৃতীয় পুত্রে পুত্র যেই জন,
পত্নীভ্রাতা তার মোরে দাও হে এখন।

(খ) নীর মধ্যে বাস কিন্তু নাহি ছোঁয় পানি,
হাঙ্গর কুমীর নহে তিন কোণা ইনি,
নীচে দিকে মণি কিন্তু মাথা ঊর্দ্ধে রয়,
যাত্রাকালে উচ্চারিলে যাত্রা নষ্ট হয়;
রামের পার্শ্বেতে কিন্তু নহে সে লক্ষ্মণ,
নামটি তার মোদের হয় প্রয়োজন।

(গ) নারীজাতি গর্ভবতী সব সময় হয়,
বিশেষ সমস্যার কথা হইল উদয়।
কোন্ দেশে কেবা পুরুষ গর্ভ ধরে ছিল,
কিবা আর কোন্ কালে সে প্রসব করিল,
প্রসবের ফলও কি হইল তার পরে,
এ প্রশ্ন করিলাম মোরা পত্রিকা ভিতরে।

২য় প্রশ্ন।

নিম্ন লিখিত প্রবাদ গুলির মধ্যে + এই চিহ্নিত স্থান হইতে একটি করিয়া অক্ষর

উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, প্রবাদগুলি পূরণ করিতে হইবে।

(ক) + র + য়ে + র + স্ + ই।
পা + প + শী + মৃ + না + ।

(খ) ফ + ন + রি + য় + ।

(গ) + ছে + ঠা + গো + + ল।

(ঘ) + টা + + য়ে + ক + কা + স্ব + ।

(ঙ) + ই + ছ + খ + ভা + ।

৩য় প্রশ্ন।

নিম্ন লিখিত সমস্ত পদ গুলি লইয়া এবং অন্য কোনও পদের সাহায্য না লইয়া একটি বাক্য রচনা করিতে হইবে।

না, দুঃখ, বলে, কোন, রাজসত্যাগ, নিত্যকর্ম্ম, ফল, এবং, রাজসত্যাগে, কায়ক্লেশ ভয়ে, তাহাকে, হয়, ত্যাগ, করিলে।

ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট
পুরস্কার কুপন নং ৬

সমবায় সমিতি।

"প্রত্যেকে সকলের জন্য, সকলে প্রত্যেকের জন্য।"

একার দ্বারা কোন কাজ, ব্যবসায় বাণিজ্য এমন কি সাংসারিক কার্য্যও সুসম্পন্ন হয় না। পরস্পর পরস্পরের সাহায্য-সাপেক্ষ। মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকিতেই ভালবাসে। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াতেই তাহার আনন্দ এবং সুখ—কেন? যে হেতু তাহা দ্বারা পরস্পরের সাহায্য সহানুভূতি পাইবার সুবিধা পাওয়া যায়। আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি যে, বড় কাজ কারবার করিতে হইলেই পরস্পর পরস্পরের সাহায্য চাই। তাহার নাম হইল Co-operation বা সমবায়। কো-অপারেশন লাটিন কথা হইতে উৎপন্ন – Co শব্দের অর্থ একত্রে Operetio = working; একত্রে কাজ করার নাম Co-operation বা সমবায়।

ধনীর টাকা এবং শ্রমজীবির পরিশ্রম এই দুইটীর একত্র সমাবেশে জগতের যাবতীয় বড় বড় কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, যেখানে এই শ্রম এবং মূলধনের একত্র-সমাবেশে কাজ হয় না, সেখানে সমবায় অভাবে কাজের উন্নতি হয় না।

যে কোন কারবারে যাহা কিছু লাভ হয়, সেই লাভটা দুই অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে। একভাগ যাঁহার মূলধন—তাহার, আর তাহার নাম Profit বা ধনীর লভ্যাংশ; অন্যটা যায় শ্রমজীবীর অংশে—যাহাকে আমরা wages বা মজুরী বলিয়া থাকি।

ধনী তাহার মূলধনের জন্য লাভ পান, মজুর (Labourer) তাহার শ্রমের বিনিময়ে মজুরী (wages) পাইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা শ্রমজীবী, তাহারাই যদি মূলধন যোগাইয়া কাজ করে, তাহা হইলে সমুদয় লাভটা ঐ একজনেই পাইয়া থাকে। কারণ যে ধনী, সেই ত মজুর। কেমন?

কিন্তু অনেক স্থলেই এইটা হয় না, কারণ শ্রমজীবিগণ মজুরী করিয়া যায় মাত্র, তাহার শ্রমের বিনিময়ের উপার্জ্জিত অর্থ সে ভোগ-সুখে খরচ করিয়া ফেলে। তার দিন মজুরী যেন শুধু হাত আর মুখের জন্য ভিন্ন আর কিছুর জন্য নয়।

তাহাদের এই শোচনীয় অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই, কতকগুলি সোসাইটী সমগ্র জগতেই গঠিত হইয়াছে। সেই সোসাইটী গুলির নাম Co-operative Society বা সমবায় সমিতি। দেশের প্রত্যেক জেলার মহকুমায় এই সমিতি স্থাপিত হইয়া তাহারা শ্রমজীবী ও কৃষক সমূহকে সমিতির মেম্বর-শ্রেণীভুক্ত করিয়া কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন করিতেছে। এদেশে এইরূপ সমিতির যদিও প্রসার প্রতিপত্তি আজও ভালরূপ হয় নাই, কিন্তু এরূপ সমিতির যে বিশেষ আবশ্যক আছে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

কেমন করিয়া সমবায় সমিতির মূলধন সংগ্রহ হইতে পারে?

দেশের শ্রমজীবী শ্রেণীর লোক দরিদ্র। বিশেষতঃ এদেশের শ্রমজীবী ও কৃষকগণ সকল দেশের কৃষকগণ অপেক্ষা দরিদ্র। ইহারা অর্থাভাবেই সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে ঋণজালে জড়িত হয়, মহাজনের নিকট তাহার শ্রমজাত দ্রব্য অতি সামান্য মূল্যেই বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, কাজেই তাহার দেনার ভার কখনও লাঘব হয় না। সুতরাং সে প্রকার দরিদ্রগণ কেমন করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে, সেইটিই এখন সমস্যার কথা। কিন্তু এই মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন কথা নয়। দশ জন কি একশত জন, কি হাজার জনে সামান্য সামান্য টাকা জোগাড় করিয়া লইয়া কোন একটা কার্য্যে লাগিতে পারে। যদি ১০০০ জন লোক কষ্টেসৃষ্টে ১০৲ টাকা করিয়া দেয়, তাহা হইলে ১০০০০৲ টাকা উঠিতে কোনও কষ্ট হয় না—বিলম্বও হয় না। এই দশ হাজার টাকা দিয়া যদি তাহারা দেশের উৎপন্ন ধান্য সমস্ত নয়ালির সময় ক্রয় করিয়া গুদাম বা গোলা-জাত করিয়া রাখে, আবশ্যকের অভাবের সময় সেই ধান্য সমবায় সমিতির নিকট ধার করে, এবং পরবৎসর ধান্য জন্মাইলে ধান্যের সুদ বা বাড়ীসমেত আবার সমিতিকে ফেরৎ দেয়, তাহা হইলে ক্রমাগত সুদে আসলে ধান্য বাড়িয়া যায়, তারপর যখন দেশে বা গ্রামে অজন্মা হইয়া শস্যের দর বাড়িয়া যায়, তখন সমিতির মজুত শস্য উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইয়া যায়। মেম্বরগণ সকলেই সেই উচ্চ লভ্যের টাকার অংশ পাইয়া থাকেন। এইরূপ উপায়ে প্রজার দুঃখ দৈন্য দূরীভূত হইয়া সে ক্রমে অবস্থাপন্ন হইয়া উঠে। তখন সে

দেশের দশটা সৎকার্য্য সাহায্য করিতেও পশ্চাদপদ হয় না।

ঐ উপায়ে ক্রমে ক্রমে অনেক জমী পাইয়া ভাল বলদ, ভাল সার দিয়া কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া প্রত্যেকের সামান্য মূলধনের সমষ্টিতে বড় কাজ করা যাইতে পারে। তাহাতে যে লভ্যাংশ হইবে, শ্রমজীবীকে তাহার অংশ কোন মূলধনীকে দিতে হইবে না, সমস্ত লাভ টাই তাহাদের। ঐ উপায়ে দোকান, কারখানা প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা করা যায়। সমবায় সমিতি প্রত্যেক পল্লীর একটা অতি মঙ্গলজনক কার্য্য, তাহার আর সন্দেহ নাই।

উদ্দেশ্য এক হইলে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলন ও ঘনিষ্টতা হওয়া অসম্ভব নয়। তারপর সভ্যগণ পরস্পর পরস্পরের স্বভাব, আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে বহুকাল হইতেই পরিচিত, কারণ তাঁহারা সকলেই এক পল্লীতে বহুকাল বাস করিতেছেন। এইরূপ সমবায় সমিতি তাঁহারাই চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সমিতিতে প্রত্যেকের স্বার্থ জড়িত, ক্ষতির দিকে সকলেরই সমান লক্ষ্য থাকিবে, সুতরাং সকলেই সতর্ক হইয়া কাজ করিয়া যাইবে, কোন প্রকারেই ক্ষতি সহজে তো হইবার কথাই নহে।

আমরা যে একতা একতা করিয়া চিৎকার করিয়া মরি, এইরূপ সমবায় সমিতির পথ যত প্রসারিত হইবে, ততই লোকে পরস্পর পরস্পরের সহিত একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া যাইবে। কারণ স্বার্থ যেখানে এক, মিলন সেখানে অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দেশে যতই সমবায় সমিতি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, ততই দেশের বাঞ্ছনীয় মঙ্গল সাধিত হইবে। এ দেশে গবর্ণমেণ্টও এইরূপ সমবায় সমিতির উৎসাহদাতা, কিন্তু সে গুলির সবই কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটি। কোন স্থানের লোক কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে জমা দিলে সমিতি যথাযোগ্য জামিনাদি লইয়া টাকা ধার দিয়া থাকেন। আবার চুক্তির সময়ের অবসানে টাকা সুদসমেত আদায় করিয়া লয়েন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কিছু হাত আছে। কিন্তু কি জানি, ঐ গবর্ণমেণ্টের সংস্রবকে লোকে এত ভয় করে যে, তাহারা সহজে ঘেঁসিতে চাহে না, বরং উচ্চ সুদ দিয়া সেই মহাজনের নিকটই যাইয়া মরে। কিন্তু এক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ভাল। প্রজাদের অবস্থার উন্নতি করিয়া দিবার জন্যই এই পন্থা বটে। অন্যান্য দেশ যথা রুসিয়া, জার্ম্মানী, আয়র্লাণ্ড, ইটালী, সকল দেশেই এই সমবায় দ্বারা প্রজার উন্নতি হইয়াছে। এ দেশেও সেই উদ্দেশ্যেই সমবায় পদ্ধতি প্রচারের প্রচেষ্টা, কিন্তু দেশবাসীর অজ্ঞতা বশতঃই হউক, বা অকারণ ভীতি বশতঃই হউক, সাধারণ লোকে ইহা ভালরূপ বুঝিতেছে না। উদ্দেশ্যের বহুলপ্রচার হওয়া উচিত। আমরা বলি, গ্রামে গ্রামে এইরূপ সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া পল্লীর মঙ্গল সাধিত হউক।

(কাজের লোক।)

শিক্ষার স্বরূপ।

মানুষমাত্রেরই প্রচেষ্টা—কিসে সে নিজের উন্নতি করিতে পারিবে। রাজা মহারাজার উন্নতি, তোমার আমার উন্নতি, ভীম ভবানীর উন্নতি, আবার সাধু মোহান্তর উন্নতি সবই উন্নতি বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ত ইহারা এক পর্য্যায়ভুক্ত নয়। তাহা না হউক কিন্তু মূলে উন্নতি বলিলে যাহা বুঝিতে হয় তাহা সকলেরই পক্ষেই সমান। 'উন্নতি' বলিলে কি বুঝিতে হয় সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা না থাকিলে অনেক সময়ই কাজের গোল হয়, সুতরাং এই কথাটারই আমরা প্রথমে আলোচনা করিব।

যত রকমে ভাবা যাক, যে দিক দিয়াই ধরা যাক, "মানুষ উন্নতি চায় কেন?"—এ প্রশ্নের উত্তরে সেই একই কথা আসিয়া পড়ে সুখের জন্য, অর্থাৎ সে দুঃখ চায় না, সুখ চায়—সুতরাং সে এই দুঃখ হইতে দূরে থাকাকেই বা দুঃখ নিবারণের অবস্থাকেই "উন্নতি" বলিয়া ভাবে।

তাহা হইলে দেখিতে হয়, দুঃখ কি—এবং কেমন করিয়াই বা তাহা আমাকে আশ্রয় করে?

আমার মনের বাসনা পূর্ণ হয় না, এ আমার এক প্রকার দুঃখ; রোগে অবসন্ন হইয়াছি এও এক প্রকার দুঃখ; বন্যায় নিরাশ্রয় হইতে হইয়াছে—আর এক প্রকার দুঃখ; আবার সাদা বিড়ালটা মাছ চুরি করিয়া খাইয়াছে—এ অন্য এক প্রকার দুঃখ। সুতরাং দুঃখ জিনিষ মূলে এক হইলেও প্রকারে ভেদ আছে এবং বিভিন্ন পথ দিয়াই সে আমায় আক্রমণ করে;—তাহা হইলে সেই সব পথ বন্ধ করিতে পারিলেই আমাকে দুঃখ পাইতে হইবে না।

যদি আমি এমন বাসনা না করি যাহা আমার পূর্ণ হইবার নয়, যদি আমি এমন ভাবে থাকি যে রোগে অভিভূত করিতে না পারে, এমন ভাবেই আশ্রয় বাঁধি যে বন্যায় নিরাশ্রয় করিতে না পারে এবং এমন ভাবে সাবধান হই যে সাদা বিড়ালটা মাছ চুরি করিতে না পারে—তাহা হইলে আমায় দুঃখ পাইতে হয় না। সমস্তটা সম্ভব না হইলেও যতটা পারি, ততটা দুঃখ ঘটে না।

জীবন ধারণ করিতে হইলে, সুস্থ থাকার প্রয়োজন আছে, নচেৎ দুঃখ হয়। সুস্থ থাকিতে হইলে উপযুক্ত আহার, উপযুক্ত ব্যায়াম প্রভৃতির প্রয়োজন। সংসারে বাস করিয়া অন্নবস্ত্রের কষ্ট হইলে সুখ হইবে কেন? আমার অন্নবস্ত্রের অভাব নাই, কিন্তু শরীর ভাল নয় অথবা মনের শান্তি নাই; তাহাতেও সুখ পাইতে পারি না—শরীর, মন অন্নবস্ত্র প্রভৃতির অভাব যাহাতে না অনুভব করিতে হয়, এমন অবস্থা হওয়ার নামই উন্নতি হওয়া। অ-ভাবেই দুঃখ, ভাবেই সুখ, তা তোমার আমার ভিতরই হউক, স্বামী-স্ত্রীতেই হউক, আর অন্নবস্ত্রের সহিতই হউক।

সকলের সঙ্গে সকলের 'ভাব' রাখিতে পারলেই সুখী হওয়া যায়।

কিন্তু এই 'ভাব' রাখিতে হইবে, 'ভাব' রাখিতে জানা চাই নচেৎ 'ভাব' থাকে না। তাহা হইলে এই জানাটুকুর উপরই সমস্ত নির্ভর করে—এই জানাটুকুর নামই 'শিক্ষা'।

সুতরাং 'শিক্ষা' বলিলে কেবল কতকগুলি পুস্তক পাঠ নয়, তদনুরূপ নিজের জীবনে কাজে লাগানই—প্রকৃত কাজ, প্রকৃত সুখের মূল।

কি কি শিখিলে, কি রকম ভাবে শিখিলে মানুষ মানুষ হয়, শরীর মন বুদ্ধি ধর্ম্ম অর্থ প্রভৃতি সকল বিষয়েই পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধ সমান ভাবে বজায় থাকে।

আমাদের যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে; এখন সন্তান-সন্ততিগণকে—ভবিষ্য বংশধরদিগকে যাহাতে কর্ম্মঠরূপে সংসারে রাখিয়া যাইতে পারা যায় তাহাই অবশ্য আমাদের চিন্তার বিষয়।

পল্লীমঙ্গল, প্রণেতা
শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।
(কাজের লোক।)

ডাকে বেচা কেনা।

গত নভেম্বর সংখ্যায় আমরা বুঝিয়াছি যে, শুধু দোকান করেই ব্যবসায়ী হয় না; ডাকেও কেনা-বেচার খুব ভাল ব্যবসায় চলে আসচে—তাতে ক্রেতা ও বিক্রেতারও সুবিধে বুঝিয়ে দিয়েছি।

এখন কেমন করে সেই কাজ আরম্ভ কর্ত্তে হয়।

যে কাজ-কারবারই করা যাক্ না কেন, খরিদ্দার না হলে তা চল্‌তে পারে না। সেই খরিদ্দার জোগাড় করবার ২টি পন্থা আছে। ১ম—ক্যানভাসার রেখে, বাড়ী বাড়ী ঘুরে মাল বিক্রয় করা; ২য়—সংবাদপত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন দিয়া,—প্রাইস-লিষ্ট বা মূল্য-তালিকাদি বা পোষ্টকার্ডে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে ডাকে পাঠান দ্বারা। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলে বহুদূরস্থানেও প্রচার করা যায়। পোষ্টকার্ড বা মূল্য-তালিকা, বাছা বাছা নাম সংগ্রহ করে, সেই নামে পাঠিয়ে দিতে হয়। তারপর অর্ডার পেলেই তা পাঠিয়ে ভিঃপিতে টাকা আদায় করে লওয়া হয়। ডাইরেক্টারী দেখে, সিভিল লিষ্ট দেখে খবরের কাগজের আফিসের, অন্যান্য ব্যবসায়ীর দোকানের চিঠি ও পোষ্টকার্ড সংগ্রহ কর্ত্তে পারলে সেই সকল নামে সার্কুলার বা বিজ্ঞাপন পাঠালে বেশ কাজ পাওয়া যায়। মফঃস্বলের খরিদ্দারদের কাজ হয়ে গেলে প্রায় বহু ব্যবসায়ী চিঠি ফেলে দেন বা পুড়িয়ে ফেলেন; কিন্তু আমেরিকা ও ইংলণ্ডে সেই সব চিঠি বিক্রয় হয়ে থাকে। এই সকল চিঠির নাম ডাইরেক্টারীর নাম অপেক্ষা ভাল। কারণ সে সব জীবন্ত লোকেরই ঠিকানা। ডাইরেক্টারীতে মফঃস্বলের নামও খুবই কম পাওয়া যায়, তাহা হতে বহুকালের পুরাতন নাম, আদৌ সংশোধিতও হয় না। সুতরাং ডাইরেক্টারীর নাম অপেক্ষা চিঠিপত্র হইতে সংগৃহীত নামের উপর অধিক নির্ভর করা যেতে পারে।

এই Mail-order Businessটাকে side-line বা পার্শ্ববর্ত্তী উপার্জ্জন পন্থা বলা যেতে পারে। আফিসে যিনি কাজ করেন, তিনি অবসরে বৃথা সময় নষ্ট না করে, অনায়াসে আরও কিছু আয়বৃদ্ধি কর্ত্তে পারেন। সন্ধ্যা সকালে যে টুকু সময় পাওয়া যায়, সেই সময় টুকুতে এ কাজ বেশ চালান যায়।

কোন্ কোন্ জিনিষ ডাকে কেনা বেচার উপযুক্ত?

পুস্তক, পেটেণ্ট ঔষধ, এসেন্স, সাবান, হেয়ার অয়েল, পরচুল, দামী কাপড়, ষ্টেশনারি, ছাপার কাজ, চিত্র, চিত্রযুক্ত পোষ্টকার্ড, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের কাজের হাতের-পত্র, খেলনা প্রভৃতি এবং জুয়েলারীর অলঙ্কার, আরও কত জিনিষ। যা' হালকা, আশ্চর্য্যকীয় ফ্যান্সি, অল্প ডাক-খরচায় যায়, এমন সব জিনিষ। আগামী সংখ্যায়, কেমন করে এ কাজ আরম্ভ কর্ত্তে হয়, কেমন করে খাতা-পত্র রাখ্‌তে হয় তার বিষয় বল্‌বো।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

নারিকেল গাছের পোকা।

নারিকেল গাছে পোকা লাগিলে গাছ দুর্ব্বল হইয়া মরিয়া যায়। যশোহরের শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় যশোহর—মহম্মদপুর হইতে বহুদিন পূর্ব্বে এই নারিকেল গাছের পোকা নষ্ট করিবার একটি সহজ উপায় লিখিয়াছিলেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, এই উপায়টি কার্য্যকারী, সেই জন্য পাঠকগণকে উপহার দিলাম; পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। আধসের বা তিন পোয়া পরিমিত তিল বা সর্ষপের খোল একটা হাঁড়ীতে খানিক জল দিয়া ভিজাইয়া, পোকাধরা গাছের গোড়ায় রাখিয়া দিতে হয়; এইরূপ অবস্থায় হাঁড়ীর খোল যত পচিতে থাকিবে, গাছের মাথার পোকা ততই জন্মিয়া আসিয়া ঐ হাঁড়িতে পড়িয়া মরিয়া থাকিবে। ৬।৭ দিন এইরূপ করিলে গাছের পোকা আর একটিও থাকিবে না। নারিকেল গাছের মাথার মাইজেই পোকা লাগিয়া মাইজ কাটিয়া দেয় বলিয়া গাছ মরিয়া যায়। এই উপায় অতি সহজ। নারিকেল-গাছের পোকা পক্ষবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ এবং গুবুরে পোকার মত বড় বড়।

নারিকেল গাছের জন্য তরল-সার প্রস্তুত করিতে হইলে একটা বড় গামলায় কয়কচ্ লবণ, সর্ষপ-খইল ও পচামাছ একত্র করিয়া ৬।৭ দিন রাখিয়া দিলে মশলাগুলি পচিয়া

উঠে। তখন ঐ দুর্গন্ধময় পদার্থের ৫ গুণ জল তাহাতে মিশাইয়া সেই জল গাছের গোড়ায় দিলে গাছের উন্নতি হইবে। সার দেওয়ার পর প্রায়ই গাছে জল দিতে হইবে, নচেৎ সার দেওয়ার ভাল কাজ হইবে না।

আনারস।

শ্রদ্ধাস্পদ মনীষী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন যে, আনারসটার আদিম জন্মস্থান আমেরিকার ব্রাজিল দেশ, ফার্নান্ডেজ নামক জনৈক পর্টুগীজ ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপে আনারস আনেন, তারপর পর্টুগীজদের আমলে ভারতে আনীত হয়ে এর চাষ আরম্ভ হয়। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বহুকালই আনারসের নাম বিদ্যমান।

"বহুনেত্র ফলকাম্লং ক্রিমিঘ্নং মধুরং রসম্।
বল্যং বাতহরং রুচ্যং শ্লেষ্মসংতর্পণং গুরুং॥"

আনারস অম্লমধুর রসযুক্ত, ক্রিমিনাশক, সারক, রুচিকর, বায়ুনাশক, তৃপ্তিপ্রদ এবং গুরুপাক।

আনারস একটি সুমধুর ফল। আনারসের চাষ অতি অল্প ব্যয়েই করা যেতে পারে। আনারসের গায়েই এর চারা জন্মে, তাকে মুথী বলে। বর্ষকালেই আনারসের চাষ কর্ত্তে হয়। ভিজে সেঁৎসেঁতে স্থানে আনারস ভাল হয়, শুকনো খটখটে স্থান আনারসের উপযুক্ত নয়। ২ হাত অন্তর আধ হাত গর্ত্ত করে আনারসের মুথীগুলি ব'সয়ে যেতে হয়। গাছের গোড়ায় বাড়ী ঝাঁটা দেওয়া আবর্জ্জনা দিলেই যথেষ্ট। এই গাছ হতে আবার অনেক গাছ জন্মে প্রতি বৎসর নূতন গাছ তুলে নূতন গর্ত্ত করে বসাতে হয়। আনারস গাছ বসতবাটিতে বা বসতবাটির নিকটে বসাতে নাই। শুনা যায়, আনারস গাছের গোড়ায় সাপ থাকে।

অল্প পুঁজী নিয়ে একটু মনোযোগ দিয়ে আনারসের চাষ কল্লে যথেষ্ট পয়সা উপার্জ্জন হতে পারে। সময় সময় এক একটা আনারস ৷৷০ আনা হতে ১ টাকায় বিক্রী হয়ে থাকে। আমরা ইতিপূর্ব্বে আনারসের সিরাপ, চাটনী ও মোরব্বার কথা প্রকাশ করে ছিলাম। আনারসের চাস খুব লাভজনক কৃষিকার্য্য, বাগানের চতুর্দ্দিকে আনারস বা গাছ রোপণ কল্লে বেড়ারও কাজ হয়, আনারসও প্রচুর জন্মে। পড়োবাড়ীতেও আনারস হতে পারে।

আনারসের ফল খাওয়া ছাড়া এর দ্বারা আর একটা কাজ হয়। সেটা এর পাতা হতে আঁইস বাহির করা। এর আঁসা পরিষ্কার করে নিলে ঠিক রেশমের সূতার মত চকচকে হয়। এই আঁসাদ্বারা রসি, কাপড় বোনাও হয়।

আঁশ বাহির করবার উপায়।

উপায় খুব সহজ। বাবলা অর্জ্জুন প্রভৃতি কাঠের ছোট ছোট আকমাড়া চরকী কলের মত কল করে নিতে হয়, ঐ কলে আনারসের পাতাগুলো একবার ঢুকিয়ে দিলেই পিষে চাপটা হয়ে যায়। তারপর একখানা কাঠের তক্তার উপর সেগুলোকে রেখে দিয়ে কাঠের মুগুর দিয়ে পিটতে হয়। তারপর বারবার জলে ধুতে হয়। ধুতে ধুতে পাতার সবুজ রং সব ধুয়ে গিয়ে সাদা রেশমের মত আঁসা বেরুতে থাকে। আনারসের চাষে এইটা বেশ উপরি লাভ। জাভা প্রভৃতি দেশে আনারসের আঁসা উচ্চমূল্যে বিক্রী হয়ে থাকে। এদেশেও আনারস প্রচুর জন্মে কিন্তু কাহাকেও আঁসা বাহির করিতে দেখি নাই। এদেশেও ইহার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

এমিরি পেপার।

এই কাগজ দিয়ে কি কর্ত্তে হয়, হয়তো অনেক তা জানেন না। লৌহ বা ধাতুনির্ম্মিত কোন জিনিষে যদি মড়চে ধরে, তা হলে এই এমিরি পেপার দিয়ে ঘষলে মড়চে সাফ হয়ে যায়। নিকেলের জিনিস, লৌহ বা ইস্পাতের দ্রব্যমাত্রেই যখন মড়চে ধরে, তখন এই এমিরি পেপার দিয়ে ঘষে দিলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। কাঠের জিনিসকে যেমন শিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে ঘষে খুব মসৃণ করতে হয়, লৌহ ও ধাতুনির্ম্মিত জিনিসকেও তেমনি, তা সে পুরাণো বা নূতনই হউক, ঘষলে খুব মসৃণ হয়ে যায়। এই জন্যই এই জিনিসটার দরকার। এটা আমরা বাজার থেকে কিনি; বিদেশ থেকে আমদানী হয়েই এদেশে আসে। কিন্তু ইহা ঘরে প্রস্তুত করাও শক্ত কাজ নয়। কেমনকরে প্রস্তুত কর্ত্তে হয় তাই বলচি।

এমিরি কাগজ প্রথমে বেশ মোটা কাগজে উৎকৃষ্ট শিরিশ গলিয়ে এক পোঁচ চ্যাপটা ব্রুস দিয়ে মাখিয়ে তার উপর, খুব সূক্ষ্ম উখায় করে একটা ইস্পাতকে ঘষলে যে গুড়ো পড়ে তাই বেশ সমানভাবে ছড়িয়ে দিয়ে, কাগজটাকে শুকিয়ে নিলেই এমিরি কাগজ হয়ে যেতো। কিন্তু লোহা ঘষতে যেয়ে কাগজ অনেক সময়েই ছিঁড়ে যেতো বলে ঐ উপায়ে লিনেন কাপড়ের উপর শিরীষ মাখিয়ে ইস্পাতের গুঁড়ো দিয়ে এমিরি ক্লথ প্রস্তুত হতে লাগলো। বাজারে এখন এই রকম এমিরি ক্লথই চলছে বটে, কিন্তু এতেও আশানুরূপ কাজ হয় না। সেইজন্য এখন এক রকম নিরেট এমিরি (Solid Emiry Paper) প্রস্তুত হয়েছে। এই শেষের উপায়ে খুব ভাল কাজই হচ্চে। এতে খুব ফাইন কার্ডবোর্ডকে গুঁড়িয়ে সূক্ষ্ম করে নিতে হয়। যে পরিমাণ গুড়ো হবে তার তিন ভাগের একভাগ ইস্পাতের গুঁড়া দিয়ে খুব ভাল করে মিশিয়ে ফেলতে হয়। তারপর এতে শিরীষ দিয়ে কর্দ্দমবৎ কর্ত্তে হয় তাতে করে ইস্পাতের গুঁড়ো বেশ সমান ভাবেই কার্ডবোর্ডের সঙ্গে মিশে যায়। এই পদার্থটাকে ১ ইঞ্চি হতে ১০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত মোটা

হতে পারে এমনি ছাঁচে ঢেলে নিয়ে, শুকিয়ে নিতে হয়। এই যে সিরেট এ্যমিরি হলো, এ হাতে করে ধরে ঘষ্‌তেও সুবিধা হয়, আর ক্ষয় হয়ে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কার্জ কর্ত্তে থাকে। এমন জিনিষ বাজারেও বেশ বিক্রী হতে পারে।

শিরীষ কাগজ।

বাজার চলিত শিরীষ কাগজ প্রস্তুত হয় ঠিক ঐ প্রকার উপায়ে। সেটা প্যাকিং পেপারের উপর শিরীশ গলিয়ে চ্যাপটা ব্রুস দিয়ে বেশ পাতলা রকম এক পোঁচ শিরীশ মাখিয়ে দিয়ে, তাতে সূক্ষ্ম বা মোটা যে যেমন কাজে লাগ্‌বে সেইরূপ কাঁচের গুঁড়া সমান ভাবে ঐ শিরীশ মাখান কাগজের উপর ছড়িয়ে দিতে হয়; তার পর শুকিয়ে নিলেই শিরীশ কাগজ হয়ে গেল। সাধারণতঃ শিরীশ কাগজের সাইজ বা আকার একখানা ফুলিসক্যাপ কাগজের ৪ ভাগের এক ভাগও হয়ে থাকে। এও বেশ ভাল বিক্রীর জিনিষ বটে।

কাল জুতার পালিশ।

চা খাওয়ার এক চামচ পরিমাণ ভিনিগার, সিকি টি স্পুনফুল অলিভ অয়েল, বাজারে যে ২।৩ পয়সা করে জুতার কালীর টীন বিক্রী হয়, তার সমগ্র কালীটুকু, এক চামচ চিনি, এই গুলি একসঙ্গে বেশ করে ঘুটে মিশিয়ে একটা মুখ চওড়া শিশিতে পুরে রেখে দাও। তারপর তার মুখের ছিপিতে একটু স্পঞ্জ এটে রাখ, এতে করে কালী লাগান চল্‌বে আর শিশির মুখ আটাও হবে। জুতোয় মাখিয়ে ব্রুস দিয়ে ঘসে দিলে খুব চক্‌চকে হবে।

অগ্নি নির্ব্বাপক আরক।

পাড়াগেঁয়ে যাদের বাস, তাদের সদাই আগুনের ভয়। কখন কোথায় আগুন লেগে সর্ব্বনাশ করে ফেলে। এইজন্য একটা সহজ উপায় হাতের কাছে করে রাখা ভাল। আগুন হ'বা মাত্র এই আরকটা আগুনের উপর ছুড়ে দিতে পার্‌লে তৎক্ষণাৎ আগুন নিবে যাবে।

Salt (লবণ) ওজনে ৩ পাউণ্ড আন্দাজ ১॥ সের, এক গ্যালন জলে গলিয়ে ফেল। তাতে আধ পাউণ্ড অর্থাৎ এক পোয়া আন্দাজ Salt ammonic মিশিয়ে বোতলে পুরে রেখে দাও। আগুন জলে উঠ্‌লে তার উপর আরকটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেই আগুন নিবিয়ে যাবে। একদিন তৈয়ারি করে আগুন জেলে পরীক্ষা করে দেখ্‌তে পারেন।

মাথার ব্রুস্‌ পরিস্কার কর্ত্তে হলে একটু সোডা ভিজিয়ে সেই জলে একবার ডুবিয়ে তারপর ভাল জলে ভাল করে ধুয়ে নাও। তারপর ছায়াতে—রোদে নয়—বাতাসে রেখে দাও—শুকিয়ে যাবে। সাবানে ব্রুস ধুয়ো না, খারাপ হ'য়ে যাবে।

(কাজের লোক।)

ঠাকুরমার টোট্‌কা

বা

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

আমাশয়।

গন্ধভাহলে (গাঁদাল), থানকুনী (ফুলকুড়ী), দাড়িম পাতা ও মুথা ছেঁচিয়া সেইরূপ বা কুড়্‌চী ছালের রস আধ ছটাক পরিমাণ খাইলে, নিশ্চয়ই আমাতিসার ভাল হয়।

রাত্রে একটী কাঁচা বেল আগুনের মধ্যে রাখিয়া দিয়া প্রাতঃকালে তাহার ২ রতি শাঁস লইবেন, পরে চাল ধোয়া জলের সহিত শ্বেত চন্দন ঘষিয়া এই বেল শাঁসের সহিত মিশাইবেন এবং উহাতে আধরতি কর্পূর ও আধভরি চিনি মিশাইয়া খাইলে, আমাশয় ও তৎসহিত পেট কামড়ানি, গা বমি বমি প্রভৃতি উপসর্গ নিশ্চিত ভাল হয়।

ডালিমের খোলা, ধনে, সিদ্ধি, মোচরস, হরিদ্রা, সোহাগার খই ও জায়ফল একত্রে বাটিয়া ৪।৫ রতি প্রমাণ বড়ি করিয়া খাইবেন। গরম ধাতুতে মুথার রস ও নরম ধাতুতে চাল ধোয়া জলের সহিত ব্যবহার করিলে সত্বর উহা আরোগ্য হয়।

কেবল জীরা ভাজার গুঁড়া ৬ রতি ও মোচরস চূর্ণ ৩ রতি মধু বা দধি দিয়া দিনে ২।৩ বার খাইলেও আরোগ্য হয়।

আধকপালী।

গুলঞ্চ ও বিট্‌লবণ বাটিয়া ওলের রসে গুলিয়া ব্যথা স্থানে প্রলেপ দিলে, ব্যথার উপশম হয়।

দারু চিনি, কুচলে, লবঙ্গ ও চিনি বাটিয়া প্রলেপ দিলে বেদনার শান্তি হয়।

মুচুকুন্দ ফুল (বেণের দোকানে পাওয়া যায়) কর্পূর, গোলমরিচ, সমুদ্র ফেন ও ধুতুরার বীজ একসঙ্গে ছাগ দুগ্ধে বাটিয়া লাগাইলে, বেদনায় আশু উপশম হয়।

আলজীব ফোলা।

হরীতকী, গেরিমাটী, রান্নাঘরের ঝুল ও গোলমরিচ বাটিয়া জলে গুলিয়া সেই জল গরম করিয়া আকণ্ঠ কবল করিবেন অর্থাৎ মুখের মধ্যে এত বেশী পরিমাণে পুরিয়া রাখিবেন, যাহাতে গলার মধ্যে ঐ জলের তাপ লাগে। এক ঘটী জলে খএর, কর্পূর ও অল্প পরিমাণে চূর্ণ গুলিয়া ঐ ঘটী আগুনের উপর বসাইবেন, যখন উহার মধ্য হইতে বাষ্প বাহির হইতে থাকিবে, তখন ঘটীর উপরে মুখ হাঁ করিয়া গলার মধ্যে গরম সেঁক লইলে, শীঘ্র ব্যথা ও ফোলার উপশম হয়।

আমরক্ত।

সাদা জীরা, খএর, কুকুসিমার শিকড় (কুকুর শোঁকা) ও কচি ডালিম বাটিয়া, মেথি ভিজান জলের সহিত ।০ আনা পরিমাণ দিনে ৩।৪ বার খাইলে, অতি কঠিন রক্ত আমাশয়ও ভাল হয়।

আয়াপানের পাতা, আকনদ পাতা (নিমুখীর পাতা), কচি জামপাতা ও ইন্দ্র যব বাটিয়া /০ আনা হইতে ৵০ আনা পরিমাণ জলের সহিত সেবন করিলে প্রবল রক্তাতিসার আরোগ্য হয়।

কুড়চি, মেথী, দাড়িম ফুল, বটের ঝুরি ও গেরিমাটি প্রত্যেক সমভাগ, জল দিয়া বাটিয়া কুলবীজের মত বড়ী করিয়া রাখিবেন; ইহার এক একটী বড়ী ছাগ দুগ্ধের সহিত দিনে তিন বার সেবন করিলে অতি দুঃসাধ্য রক্তামাশয় নিশ্চিত আরোগ্য হয়।

কুড়চি ১ ভরি, বকুলছাল ৷৷০ ও গাবের ছাল ৷৷০ আট আনা, /৷৷০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /০ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ঠাণ্ডা হইলে তিনবারে সেবন করিলে, নিশ্চয় রক্তামাশয় ভাল হয়।

উন্মাদ।

পুরাতন ঘৃত ।০ আনা, বহেরার বীজ চূর্ণ ৵০, উৎকৃষ্ট মকরধ্বজ একরতি, মধু ।০ আনা, মিশ্রি চূর্ণ ৷৷০ আনা একত্রে মারিয়া খাইয়া /৷৷০ আধ সের ধারোষ্ণ দুগ্ধ (গরুর টাট্‌কা দোহা দুধ) প্রতি দিন প্রাতে পান করিলে, দুর্জ্জয় উন্মাদ রোগ প্রশান্ত হয়।

ব্রাহ্মীশাকের রস আধ ছটাক, কাঁচা হলুদের রস এক কাঁচ্চা, শতমূলীর রস এক কাঁচ্চা, পরিষ্কার চিনি ২ ভরি, মাখন ২ ভরি একত্রে উত্তমরূপে মিশাইয়া খাইলে ও ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রলেপ দিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ঋতুগোলমাল।

সোহাগার খই, দারুচিনি, কাবাব চিনি, জাঙ্গী হরীতকী ও রেণুক সমানভাগ জবাফুলের রসের সহিত বাটিয়া /০ আনা পরিমাণ বটী সেবন করিলে, ঋতুদোষ নিবারণ হয়।

দূর্ব্বার মূল, সোঁদালের আঠা, গোল মরিচ, পিপুল, শুঁঠ একত্রে ৵০ আনা পরিমাণ গরম জলের সহিত সেবনে উক্ত দোষ উপশম হয়।

হীরার কষ ১, মুসব্বর ২, জিরা ৩ ও জাঙ্গী হরীতকী ৫ ভাগ, কাঁটানটের শিকড়ের রসের সহিত /০ আনা পরিমাণ বটী করিবেন, ডাবেরজল একটু গরম করিয়া তাহার সহিত সেবন করিলে রজোবিঘ্ন নিবারণ হয়।

একশিরা।

ঘরের ঝুল, সৈন্ধব লবণ, পুরাতন ঘৃত ও আকন্দের আঠা একত্রে মাড়িয়া রৌদ্র পক্ক করিয়া প্রলেপ দিলে, ব্যথা ও ফোলা নিবারণ হয়।

জয়ন্তী পাতা, নিশিন্দাপাতা, গোলমরিচ, বেলপাতা ও ধুতুরাপাতা পিষিয়া রুটীর মত করিয়া, আগুনের তাপে গরম করিয়া কোষে বাঁধিয়া রাখিলে, ব্যথা ও ফোলা উপশমিত হয়।

এঁড়েলাগা।

লবঙ্গ, যোয়ান, মৌরী, হরীতকী, আমলা, চিরতার ফুল, যবক্ষার ও সোহাগার খই প্রত্যেকের চূর্ণ সম ভাগ একত্রে মিশাইয়া, ২।৩ রতি পরিমাণে দুবেলা উষ্ণ জলের সহিত দিবেন।

ওলাউঠা।

রোগটী হওয়া মাত্র কর্পূরযুক্ত এক গেলাস শীতল জল পান করিলে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে পারে না।

কস্তুরী /০ আনা, আপাঙ্গের শিকড়ের ছাল /০ আনা, রস সিন্দুর ৷৷০ আধ রতি, জাফ্রান ১ রতি একত্রে মারিয়া, কর্পূরের জলের সহিত সেবন করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

হিং, আফিং, কর্পূর, গোলমরিচ প্রত্যেক সমভাগ, তাম্র ভস্ম অর্দ্ধ ভাগ একত্রে মটর প্রমাণ বটী করিয়া শীতল জলের সহিত দিনে ২।৩ বার সেবন করিলে, প্রবল ভেদ বমি শান্ত হয়।

৩ টা বটের কুঁড়ী, ১ টা বিছাটির পাতা ও একটি স্থলপদ্মের কচি পাতা একত্রে বাটিয়া সেবন করিলে ওলাউঠা আরোগ্য হয়।

কাউর ঘা।

(বিকাচ বা বিখাজ)

নিমপাতা, ঘরের ঝুল, হরিদ্রাচূর্ণ, জাঙ্গী হরীতকী চূর্ণ ও উননের পোড়া মাটি প্রত্যেক সমভাগ, মনঃশিলা (মনছাল) সিকি ভাগ সর্ষপ তৈলে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ঐ রূপ ঘা ভাল হয়।

গন্ধক ২ ভরি, গোবর ভস্ম (ঘুঁটের ছাই) ।০ আনা, সোরা ৷৷০ আনা, কর্পূর ৷৷০ আনা, আয়াপানের রস /০ পোয়া, আকন্দ পাতার রস /০ পোয়া, নারিকেল তৈল /৵০ পোয়া একত্রে সিদ্ধ করিয়া তৈল অবশেষ থাকিতে নামাইয়া, শীতল হইলে দিনে দুবার করিয়া প্রলেপ দিলে, ইহায় আশু উপকার দর্শায়।

১ ভাগ আলকাতরা ও দুই ভাগ গর্জ্জন তৈল একত্রে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে অতি শীঘ্র উপশম হয়।

গুলঞ্চ, অনন্ত মূল, ধনে ও জাঙ্গী হরীতকী সিদ্ধ করিয়া সেই জল প্রাতে খালি পেটে খাওয়া উচিত।

(ক্রমশঃ।)

বিংশ শতাব্দির অপূর্ব্ব আবিষ্কার!

আয়ুর্ব্বেদিক ও এলোপ্যাথিক ভেষজের

বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ এট

কডলিভার অয়েল

ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম।

মহর্ষি চ্যবনমুনির আবিষ্কৃত চ্যবনপ্রাশের গুণ বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়া ও ভেষজের অভাব বশতঃ অনেকের প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ শাস্ত্রানুযায়ী আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না। সেই কারণে আমরা ভারতের নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া মেদ, মহামেদ, বংশলোচন প্রভৃতি মহা আবশ্যকীয় দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতঃ বিশেষ সতর্কতার সহিত এই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া আমেরিকান প্রক্রিয়ায় ইহার সহিত নরওয়ে জাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কডলিভার ওয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম সংযোজনা করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকমতে সম্মিলিত হওয়ায় পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে চ্যবনপ্রাশ, কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম এই ত্রিবিধ ঔষধের প্রত্যেকের শরীরের উপর কার্য্যকরি ক্ষমতা (Physiological action) দশগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। এই ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করিলে ফুসফুস সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া যথা—শ্বাস, কাশ, পার্শ্বশূল, বক্ষস্থলে বেদনা বা ভারবোধ, সপূয কফ বা রক্ত নিষ্ঠীবন, নিশাস্বেদ, পুরাতন ব্রংক্রাইটিস প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। যাঁহাদের নিজের বা পৈত্রিক কাশির দোষ আছে বা হাঁপানি রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ অমৃত তুল্য। অনেকের শুদ্ধ কডলিভার অয়েল সহ্য হয় না, পেট গরম হয়, পাতলা দাস্ত হয়, তদ্ভিন্ন ইহার অতিশয় তীব্র গন্ধ হেতু অনেকে ব্যবহার করিতে চান না এবং ব্যবহার করিয়াও অনেকে বমন করিয়া ফেলেন; কিন্তু আমাদের এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের সহিত কতকগুলি এইরূপ দেশীয় ভেষজ দ্বারা অভিনব প্রণালীতে কডলিভার অয়েল সংমিশ্রিত হইয়াছে, যে ইহা সকল শরীরে সহজে হজম করাইয়া নূতন রক্ত কণিকা প্রস্তুত করে, তদ্দ্বারা ফুসফুস সবল হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে দেহ বলিষ্ঠ ও লাবণ্যময় দেখায়; তদ্ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা কডলিভার অয়েলের গন্ধ নাশ করা হইয়াছে; এবং ইহার গন্ধ ও আস্বাদ অপ্রীতিকর নহে।

যাহারা যে কোন কারণ বশতঃ কডলিভার অয়েল, সিরাপ হাইপোফস্ফেট অব লাইম কিম্বা কডলিভার অয়েল ঘটিত যে কোন ঔষধ ব্যবহার করেন তাহারা একবার সেই সকল ঔষধের পরিবর্ত্তে আমাদের কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া দেখুন, দেখিবেন কত অল্পদিনের মধ্যে আপনার উপকার দর্শাইবে এবং একমাসের মধ্যে দেহের ওজন বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুতে দীর্ঘদিন ধরিয়া সেবন করিলে ধাতু পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন দেহ হয়। ইহা বৃদ্ধদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী।

ব্যবহার বিধি :—চা চামচের এক চামচ মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সহ্যানুযায়ী চারি চামচ মাত্রা পর্য্যন্ত এক ছটাক অল্প গরম দুগ্ধের সহিত আহারের পর, দিবসে দুইবার ব্যবহার করিতে হয়।

মূল্য প্রতি ফাইল (আট আউন্স) ২৲ দুই টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷৷৹ বার আনা; একত্রে তিন ফাইল ৫৷৹ সাড়ে পাঁচ টাকা, মাশুলাদি ১৷৹ দেড় টাকা।

একখানি মাত্র প্রশংসাপত্র দেখুন—

বনগাঁও হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ও এ্যাজমা চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ডাক্তার টি, সি, দত্ত, এল, এম, এস, মহাশয় লিখিয়াছেন—

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের যে এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পূর্ব্বে আমি জানিতাম না, কিন্তু কয়েকটী রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ উপকার দেখিয়াছি। আজ কাল যত রকম কডলিভার অয়েল ঘটিত ঔষধ আছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

সোল এজেণ্টস্—

শাহ এণ্ড কোং।

ফার্ম্মাসিউটিকাল কেমিষ্টস্।

৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ বর্ষ।] ২৫শে চৈত্র, ১৩২৯ সাল। ইং ৮ই এপ্রেল, ১৯২৩ সাল। [১২শ খণ্ড।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসে গেজেটে ৩টী করিয়া পুরস্কারের প্রশ্ন বাহির হইবে। প্রতি প্রশ্নের উত্তরের পুরস্কার ২্ দুই টাকা। গেজেটের গ্রাহকমাত্রই এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু উত্তরের সহিত কুপন না থাকিলে কোন উত্তরই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। প্রশ্নের শেষ ভাগে পুরস্কারের কুপন আছে। উত্তরের সহিত গ্রাহক নম্বর লিখিবেন।

২। একজন গ্রাহক ৩টী পুরস্কারের জন্য উত্তর পাঠাইতে পারেন; কিন্তু একাধিক পুরস্কার এক মাসে একই গ্রাহককে দেওয়া হইবে না।

৩। পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচার সকল সময়েই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

৪। প্রতি মাসের প্রশ্নের উত্তর তৎপরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। প্রতিযোগিতার ফল পরবর্ত্তী মাসের গেজেটে বাহির হইবে। উল্লেখযোগ্য উত্তর-প্রেরকগণের নাম ঐ সঙ্গে গুণানুসারে প্রকাশিত হইবে।

৫। কাগজের এক পৃষ্ঠায় উত্তরগুলি লিখিতে হইবে। প্রথমেই, গ্রাহক নম্বর, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক। একাধিক ব্যক্তির উত্তর একই এবং ঠিক হইলে লেখার ধরণ এবং পরিচ্ছন্নতার উত্তর লক্ষ্য করিয়া পুরস্কার যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবে।

মাঘ মাসের প্রশ্নের ফল।

১ম প্রশ্নের উত্তর—

(ক)

ভালে শশী, ভোলানাথ, ভূতের ঈশ্বর।
গলেতে বেষ্টিত ফণী, কিবা মনোহর॥
গরুড় ভুজঙ্গ অরি, বিধির বিধান।
নমঃ দেব নারায়ণ, গরুড় বাহন॥
শ্রীপতির বামে লক্ষ্মী জগত জননী।
বীণাপাণি দেবী হন, তাঁহার ভগিনী॥
মায়ের কটাক্ষ লভি, মূর্খ হয় জ্ঞানী।
তাঁহার বাহন, রাজহংস এই জানি॥

(খ)

ঘটিকা নামেতে যন্ত্র, নির্ম্মাণ কৌশলে।
দম দিয়া রেখে দিলে, দিবানিশি চলে॥
ইহা কিন্তু জড় বস্তু, হস্ত পদ নাই।
কটা বেজেছে, মোরা দেখে টের পাই॥
কতগুলি চাকা, আর ইস্প্রিংয়ের জোরে।
নিয়মিত কার্য্য, ইহা সততই করে॥

(গ)

বিষ্ণু পদোদ্ভবা, যিনি কলুষ নাশিনী।
যোগীবর শঙ্করের শির বিহারিণী॥
পতিত সাগর বংশ, উদ্ধার করিতে।
ভগীরথ আনিলেন, যাঁহারে মহীতে॥
দ্রবময়ী নামে, যিনি খ্যাতা চরাচরে।
বারেক হেরিলে যাঁরে সর্ব্ব পাপ হরে॥
মোক্ষদাত্রী গঙ্গা, তিনি সর্ব্বজন জানে।
দর্শনে অশেষ ফল, মুক্তি পরশনে॥

গ্রাহক নং ৩২০৫।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীলালবিহারী বর্দ্ধন। ঢাকা।

২য় প্রশ্নের উত্তর—

ভারতের এখন আর সে মুসলমান রাজা নাই, রাজ্য নাই, সকলই কাল সাগরের অতল নীরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তিগাথা স্বর্ণাক্ষরে জগতের নিরপেক্ষ ইতিহাসে আজও খোদিত রহিয়াছে। কারণ তাহা মুছিবার নয়, বিলীন হইবার নয়। ভারত বক্ষে আজও তাঁহাদের শত শত কীর্ত্তিস্তম্ভ বিদ্যমান। ইসলামী রাজ্যান্ত যে সমুদয় অট্টালিকা পতনোন্মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহা দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ সমুদয় প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ এখনও পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত এবং উহার নির্ম্মাণ কৌশল, কারুকার্য্য ও

শিল্প নৈপুণ্যতার তুলনায় জগতের কোন অট্টালিকা দণ্ডায়মান হইতে পারে না।

গ্রাহক নং ৪০০।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীহরিপদ ঘোষ।

ময়মনসিংহ।

৩য় প্রশ্নের উত্তর—

(ক) Pack my box with five dozen liquor jugs

or

The Quick brown fox jumps over the lazy dog.

(খ) Ladoga Lake in Russia.
L—o n d o n.
A—d e n.
D—r e o d e n.
O—r i n a c o.
G—a n g e s.
A—z o v.

গ্রাহক নং ৪০৭০।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীযাদুগোপাল বসাক।

মালদহ।

ফাল্গুন মাসের প্রশ্নের ফল

১ম প্রশ্নের উত্তর—

(ক) বিরাট তনয়, উত্তর।
(খ) ব্যঞ্জন বর্ণ "র"।
(গ) দ্বাপর যুগে দ্বারকায় শাম্ব কর্ত্তৃক মুষল প্রসব এবং তদ্বারা যদুবংশ ধ্বংস।

গ্রাহক নং ৫০৪।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রী নিরূপমণি মিত্র।

রাজসাহী।

২য় প্রশ্নের উত্তর—

(ক) যার বিয়ে তার হুস্ নাই।
পাড়া পড়শীর ঘুম নাই।
(খ) ফলেন পরিচীয়তে।
(গ) গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
(ঘ) চ্যাটায় শুয়ে লাক্ টাকার স্বপ্ন।
(ঙ) নাই কাজ ত খই ভাজ।

গ্রাহক নং ৩০৭২।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—এচ, সি, বেজবরুয়া।

আসাম।

৩য় প্রশ্নের উত্তর—

দুঃখ এবং কায়ক্লেশ ভয়ে নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করিলে তাহাকে রাজস ত্যাগ বলে, রাজস ত্যাগে কোন ফল হয় না।

গ্রাহক নং ২০২০।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীরঘুনাথ দাস।

মেদিনীপুর।

প্রশ্নোত্তরকারীগণের প্রতি নিবেদন।

বহু সংখ্যক ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের গেজেটে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর পাঠাইতেছেন এবং উত্তরও অনেকের যথাযথ হইতেছে কিন্তু পুরস্কারের নিয়মাবলীর প্রথম ধারা অনুসারে তাঁহাদের উত্তর গ্রহণ করা হইতেছে না—কারণ গেজেটের গ্রাহক ভিন্ন অন্য কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় না; সেই কারণ যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিয়া পুরস্কার পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রথমে এক টাকা বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন কিম্বা আমাদের নিকট চিঠি লিখিলে আমরা রেজেষ্ট্রী খরচা সমেত ১৶০ এক টাকা দুই আনা চার্জ্জ করিয়া ভিঃ পিঃতে বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া থাকি।

চৈত্র মাসের প্রশ্ন।

১ম প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত কবিতাগুলি পূরণ করিতে হইবে।

(ক)

(দুই মত্ত হস্তী যথা উর্দ্ধশুণ্ড করি।
+ + + + + —

ঘুরায়ে ভীষণ গদা শূন্যে কাল-রণে,
+ + + + + —

(খ)

+ + + + + +

সিন্ধুপতি! মণিভদ্রে ভুলনা, নৃমণি!
+ + + + +

রস দানে, পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে
+ + + + +।

২য় প্রশ্ন।

কোন পল্লীগ্রামে ৩ জন পুরুষ ও ৩ জন স্ত্রীলোক একত্রে বসবাস করিত; তাহারা একদিন দৈববাণী শুনিতে পায় যে, যদি স্ত্রী পুরুষের একত্র অবস্থান কালে, কোন কারণে স্ত্রী সংখ্যা পুরুষ সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাদের অকাল মৃত্যু অনিবার্য্য। একদিন উক্ত ৬ জন স্ত্রী পুরুষের নদীর অপর পার যাইবার আবশ্যক হওয়ায়, তাহারা নদীতীরে যাইয়া দেখিল যে, একখানি মাঝি বিহীন, ভগ্ন ডিঙ্গি ব্যতীত পার হইবার আর কোন উপায় নাই; কিন্তু ঐ ডিঙ্গিতে আবার এক সময়ে একত্রে দুই জনের অধিক আরোহণ করিলে ডিঙ্গি ডুবিয়া যায়, এক্ষেত্রে তাহারা কিরূপে পরপারে যাইবে।

(খ) বর্দ্ধমান প্রদেশে সুন্দর নগরে বিদ্যাবতী নামে এক হাট ছিল। তথায় দিবসে দুইবার হাট বসিত, তথাকার এক গোয়ালা একদা প্রাতঃকালে নিজের দুই পুত্রকে দুগ্ধ লইয়া হাটে বেচিতে যাইতে বলিল। প্রথম পুত্রকে এক মণ ও দ্বিতীয় পুত্রকে অর্দ্ধ মণ দুগ্ধ দিল; এবং ইহা বিশেষ রূপে বলিয়া দিল, দেখ, তোমরা দুইজনে একই দরে দুগ্ধ বিক্রয় করিবে, এক সময়ে কথনও দুইজনে দরের বিভিন্নতা করিও না। পুত্রদ্বয় পিতার আদেশ মত একজন এক মণ, অপর জন অর্দ্ধ মণ দুগ্ধ লইয়া হাটে গেল এবং সন্ধ্যার পর উভয়েই বাড়ী আসিয়া পিতার হস্তে প্রত্যেকে দশ টাকা

করিয়া দিল। কি প্রকারে তাহারা একদরে বিক্রয় করিল, তাহা বুঝাইতে হইবে।

৩য় প্রশ্ন।

দরিদ্রতা বিষয়ক একটী প্রবন্ধ লিখিতে হইবে, সংক্ষেপ ও ভাবপূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট
পুরস্কার কুপন নং ৭

কৃষিতথ্য।

আমে পোকা। ২৪ পরগণার বারুইপুর প্রভৃতি স্থানে বাগান প্রচুর, এথানে অন্যান্য আম ছাড়া বোম্বাই আমও প্রচুর জন্মে। লিচু, লকেট, গোলাপজাম, জামরুল, কাঁটাল প্রভৃতি প্রচুর জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আমে পোকা হইত। স্থানীয় জনৈক ভদ্রলোক ইহার প্রতিকারের উপায় কোন পূর্ব্ব বঙ্গীয় বন্ধুর নিকট অবগত হয়েন। তিনি ইহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার পরবৎসর হইতে আর বাগানের আমে পোকা দেখা যায় নাই।

প্রক্রিয়া সহজ, সুতরাং যে সকল স্থানে আমে পোকা হয়, তাঁহারা সহজেই পরীক্ষা করিতে পারেন। আমের মুকুল হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ কার্ত্তিক হইতে পৌষ মাসের মধ্যে যথন আম গাছের গোড়া কোপাইয়া মাটী খুলিয়া দেওয়া হয়, সেই সময় গাছের গোড়ার ছাল খানিকটা খুলিয়া দিয়া সেই স্থানে তরল পারদ বা পারা লাগাইয়া দিলে আমে আর পোকা হয় না। তিনি পূর্ব্ব-বঙ্গের বন্ধুটির নিকট আরও একটি অতি আবশ্যকীয় বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন, সেটি—

টক্ আম মিষ্ট করিবার উপায়।

যে গাছের আম ভয়ানক টক্, সেই গাছের গোড়ায় মাটি বউল হইবার পূর্ব্বে বেশ করিয়া খুঁড়িয়া খানিকটা সোডা গাছের চতুর্দ্দিকে দিয়া মাটি চাপা দিয়া দিতে হয়। তাহার পর যথন আম ধরিবে, সে আম, টকের বদলে বেশ মিঠা হইয়া যাইবে। লেথক লিথিয়াছেন যে, টক্ আম কাটিয়া তাহাতে সোডা মাখাইলে তাহার অম্লত্ব নষ্ট হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। গাছের গোড়ায় কি পরিমাণ সোডা বা পারা দেওয়া উচিত, তাহা অবশ্য অনভিজ্ঞ গ্রাম্য লোক কিছু পরিমাণ করিয়া দেন নাই। শিক্ষিত লোকে পরীক্ষা দ্বারা সেটা নির্ণয় করিলে বোধ হয় ফল খুব ভালই হইবার সম্ভাবনা।

গোলাপ চাষের কয়েকটি আবশ্যকীয় কথা।

গোলাপ একটি উৎকৃষ্ট পুষ্প। সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের মনোহর গন্ধ যেমন হৃদয়ের উপভোগ্য বস্তু গোলাপ ফুলও তেমনি নয়ন তৃপ্তিকর। কিন্তু গোলাপ চাষের অভিজ্ঞতা না থাকায় ফুলও তেমন নয়ন তৃপ্তিকর হয় না, গন্ধও অন্তর্হিত হয়।

গোলাপের চাস তো লাভজনক বটেই, যাঁরা ঘরে টবে ২।৩টি গোলাপ বসাইয়া পুষ্পবতী করিবার আশায় সতৃষ্ণ নয়নে প্রতীক্ষা করেন, তাঁহাদের গোলাপ গাছগুলিকে সতেজ করিবার জন্য গোলাপ চাষ সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জানা উচিত।

গোলাপের কলম বসাইবার সময় ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি হইতে মার্চ্চের ১৫।১৬ দিন পর্য্যন্ত। অনেকে না বুঝিয়া বর্ষাকালে বা বর্ষা শেষেই গোলাপের চারা বসান, কিন্তু গাছ বাচাইয়া রাখিতে পারেন না। অথবা কোন প্রকারে গাছ হইলেও ফুল ধরে না। গোলাপ বসাইবার স্থান একটু উচ্চভূমি, যেথানে জল বসে না। ভিজে সেঁতসেঁতে জমীতে গোলাপ জন্মে না, মাটি টানিয়া গেলে, প্রচুর শিশির পড়িতে আরম্ভ হইলে সেই সময় গোলাপ বসাইতে হয়। গোলাপের গাছ বসাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে ফুল হইবে না। প্রতি বৎসর গাছ ছাঁটিয়া দিতে হয়। অক্টোবর হইতে নবেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত গাছ ছাঁটার সময়। যে সকল গোলাপের ফুল আগে ফুটে, সেই গাছগুলিই আগে ছাঁটা উচিত। নামী গোলাপ গাছ পৌষ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ছাঁটিলেও চলে। এই ছাঁটার গুণেই ফুল জল্দী এবং নামী হয়। গাছ ছাঁটার পর গাছের গোড় খুঁড়িয়া দিয়া পচা গোবর সার, মানুষের বিষ্ঠাও দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার পর নূতন কলি বাহির হইতে থাকে ও ফুল হইতে আরম্ভ হয়।

Tea Rose যাহাকে বলে টি গোলাপ, তাহার শুষ্ক ডালগুলি কাটিয়া দিতে হয়, কাঁচা গাছ ছাঁটিবায় আবশ্যক নাই। ফুল ফুটিলে শুষ্ক ফুলগুলি তুলিয়া ফেলিবে এবং গাছে সাবানের জলের পিচকারী দিবে। তাহা হইলে গাছে পোকা ধরিবে না। গোলাপ চাসে মোটামুটি এই কথাগুলি স্মরণ রাখিতে হয়, নচেৎ গাছের উন্নতি হয় না।

একজন কৃষিতত্ত্ব বিদ্ পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, অন্ধকার স্থানে ফুলের গাছের উন্নতি হয় না, ফুল ছোট হয়, বদ রং হয়। সূর্য্যের আলোতে যে ফুল ফোটে, তাহার বর্ণ উজ্জ্বল হয়, ওজনে বেশী হয়, বোঁটা ছোট হয়, সৌরভও বৃদ্ধি হয়।

কোয়াসা হইলে আমের মুকুল ঝড়িয়া যায়, সেই জন্য আমগাছের গোড়ায় ধোঁয়া দিলে মুকুল রক্ষা হয়।

নিম গাছ আবাস স্থানের নিকট থাকা ভাল, ইহা দ্বারা দূষিত বায়ু সংশোধিত হয়। বসন্তকালে নিম খুব দরকারী, একটী মুখপ্রিয় খাদ্য। নিম প্লেগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাচা নিমপাতা বাটিয়া তাহার সহিত একটু লবণ মিশাইয়া ছোট ছোট বড়ি করিয়া খাইলে নাকি প্লেগ আক্রমণ করিতে পারে না। বরদা রাজ্যে অনেক নিম গাছ, সেখানে

প্লেগের সময় যাহারা প্রাণ ভয়ে পলাইয়া নিমতলায় আশ্রয় লইয়া ছিল, তাহাদের অধিকাংশ লোকই প্লেগাক্রান্ত হয় নাই। নিমে কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য হয়।

পায়রা ও পশু পক্ষীর বিষ্ঠা উৎকৃষ্ট সার, গাছের গোড়ায় দিলে উৎকৃষ্ট সারের কাজ করে। সার দেওয়ার পর প্রচুর জল সেচন আবশ্যক, তবে কঠিন সার তরল হইয়া উদ্ভিজ্জ মূলের দ্বারা শোষিত হইয়া পুষ্টিসাধনে সমর্থ হয়।

(কাজের লোক।)

চর্ব্বি বৃক্ষ।

জীবজন্তুর দেহে একপ্রকার শ্বেত বর্ণ পদার্থ জন্মে, তাহাকে গলাইলে তৈল বা ঘৃতের ন্যায় যাহা পাওয়া যায়, তাহা চর্ব্বি; এই চর্ব্বি মানুষের নানা প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। চর্ব্বি নানান জিনিষে ভেঁজাল দেয়, চর্ব্বির বাতি হয়। কিন্তু চীন দেশে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহা হইতে চর্ব্বীর অনুরূপ একপ্রকার পদার্থ পাওয়া যায়, সেই জন্য তাহার নাম রাখা হইয়াছে, চর্ব্বি বৃক্ষ। এই বৃক্ষ চীনে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রোপন করা হয়। ইহার পাতা ঘোর বেগ্‌নী রঙ্গের অথবা উজ্জ্বল লাল বর্ণের হইয়া থাকে। পুষ্প-হরিদ্রা বর্ণের, দূর হইতে ইহার গাছ দেখিলে মনে হয় মনোহর ফুলের বাগিচা। চর্ব্বি বৃক্ষের ফল অনেকটা সুপারির ন্যায় ছোবরা দ্বারা আবৃত থাকে। ফল পাকিলেই আপনা হইতে এই ছোবড়া ফাটিয়া ইহার বীজটী বাহির হইয়া পড়ে। এই বীজের বর্ণ শুভ্র, অনেকটা বাদামের মত। এই বীজের ভিতরেই উদ্ভিজ্জ বসা বিদ্যমান থাকে। এই বীজগুলিকে লইয়া বাষ্পের উত্তাপে বহুক্ষণ রাখিলে ইহা কোমল হইয়া উঠে, তাহার পর চাপ প্রয়োগ করিয়া চর্ব্বি বাহির করা হয়। অন্ত আর এক উপায়েও সাধারণ লোকে ইহার চর্ব্বি বাহির করিয়া থাকে। ফলগুলির খোসা ছাড়াইয়া গরম জলে ফেলিয়া ফুটাইতে থাকে। ফুটাইতে ফুটাইতে বীজ হইতে তৈলাক্ত পদার্থের ন্যায় চর্ব্বি জলের উপর ভাসিয়া উঠে, সেই ভাসমান চর্ব্বিকে ছাঁকনী দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া হয়। কিছুক্ষণ রাখিলে চর্ব্বি—শ্বেত কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। পুনরায় ইহাকে গলাইয়া বাতি প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এই বৃক্ষজাত চর্ব্বির বাতি প্রাণীজ চর্ব্বির বাতি অপেক্ষা আদৌ নিকৃষ্ট নহে। চীন তো ভারতবর্ষ হইতে আজকাল বহু দূর নহে, বহু ভারতবাসী অধুনা চীনে ভ্রমণ করিতে যাইতেছেন। তাঁহারা এই চর্ব্বি বৃক্ষের চাষের প্রণালী শিখিয়া ভারতে প্রচার করিলে একটা নূতন আয়কর কৃষির প্রচলন হইতে পারে।

মাখম বৃক্ষ।

আফ্রিকার গভীর অরণ্যে এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহার বীজকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করা হয়, সেই বীজ চূর্ণ জলের সহিত ফুটাইলে মাখম উত্থিত হয়। সেই মাখম পূর্ণ একবর্ষ কাল বিনালবণেও বেশ থাকে আস্বাদন গন্ধও গো দুগ্ধের মাখমেরই অনুরূপ, আদৌ পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না।

ভারতের নেপালের কুমাউন প্রদেশে এক প্রকার Butter Tree বা মাখম বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। ইহা খুবই শুভ্রবর্ণ, বীজ গুলিকে চাপ দিয়া ইহারও মাখম বাহির করা হইয়া থাকে। তবে এই মাখম লোকে খায় কিনা জানি না। ইহা দ্বারা নেপালবাসীগণ বাতের মালিস প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঘানিতে পীড়ন করিয়া মাখম বাহির হইলে তাহার পর ইহার যে খইল থাকে, কেহ কেহ তাহা খাইয়া থাকে এবং গবাদি পশুদিগকে খাওয়ান হইয়া থাকে। মহুয়া গাছও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, ইহার বীজ হইতেও মাখমের ন্যায় স্নেহ পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা এদেশে কোঁচড়া তৈল নামে অভিহিত। প্রদীপ জ্বালানী কার্য্যে এবং অধুনা টিপি সাবান প্রস্তুতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোঁচড়া তৈল কলিকাতা বড় বাজারে বিক্রয় হয়।

(কাজের লোক।)

ভূমিকম্প।

(লেখক শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি, এম্, এ।)

ভূমিকম্পের প্রকোপ প্রবলভাবে লক্ষিত হইলেও ভূমিকম্পের সময় প্রায় সমস্ত পৃথিবীটাই অল্পবিস্তর কাঁপিয়া উঠে। এই প্রকার বহুদূর বিস্তৃত কম্পন না হইলে সে কম্পনকে ভূমিকম্প বলা যায় না।

দুধ জ্বাল দিবার সময় অগ্নির তাপে দুধ উথলিয়া উঠে। তাপ প্রবল হইলে দুধ অত্যন্ত কাঁপিয়া উঠে এবং পাত্রের মাথা ছাপাইয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু জ্বাল মৃদু হইলে ক্রমে ক্রমে দুধের উপর সর পড়ে এবং সেই সর অল্পে অল্পে গাঢ় হইতে থাকে। দুধের সরটা পুরু হওয়ার পর যদি আবার পাত্রের নীচে তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দুধ পুনরায় কাঁপিয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে পুরুসর খানাও কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু যদি কোনও প্রকারে সরখানার কোনও অংশে একটা ছিদ্র করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ছিদ্র দিয়া প্রবল বেগে সরের অভ্যন্তর হইতে বাষ্প নির্গত হয়। তখন আর সমস্ত সরখানা কাঁপিয় উঠে না। কেবল মাত্র ঐ ছিদ্রের চতুপার্শ্বস্থ অল্পমাত্র আয়তনে কিঞ্চিৎ কম্পন দেখা যায়। কিন্তু বাষ্প-নির্গমের পর আর সে কম্পনও থাকে না।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ উত্তপ্ত তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। কোন কারণ বশতঃ অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইলে উত্তপ্ত দুগ্ধের ন্যায় এই তরল পদার্থ কাঁপিয়া উঠে। পৃথিবীর উপরিভাগে

যে সকল পর্ব্বত-মালা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে ঐ ভূগর্ভস্থ তরল-পদার্থের উপর ভাসমান দুধের সরের ন্যায় এক প্রকার কঠিন পদার্থের বিস্তৃত স্তর বলা যায়। এই সকল পর্ব্বত-মালার অভ্যন্তরভাগ আর্দ্র কর্দ্দমের ন্যায় অর্দ্ধ-তরল এবং তাহা ঐ ভূগর্ভস্থ তরল পদার্থের উপর ভাসিতেছে। দুধের উপর এক একখানি পাতলা স্তর পড়িয়া যেমন ক্রমে ক্রমে দুধের পুরু সর গঠিত হয়, ভূগর্ভস্থ তরল পদার্থের স্তরের উপর স্তর পড়িয়া ক্রমে ক্রমে সেইরূপে পর্ব্বত-মালার সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে দশ মাইল অর্থাৎ পাঁচক্রোশ নিম্নে পর্ব্বতের কঠিন স্তর নাই। সেখানে আছে কেবল ঐ ভূগর্ভস্থ তরল পদার্থ, ঠিক যেন দুধের কঠিন সরের নীচে তরল দুধ। যতক্ষণ ভূগর্ভস্থ তরল পদার্থ পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে দশ মাইল নীচে থাকে, ততক্ষণ তাহার উপর ভাসমান কঠিন আবরণের কোনও প্রকার সঞ্চালন হইতে পারে না। কারণ ঐ পর্য্যন্তই ঐ তরল পদার্থের সীমানা, এবং উহার নিম্নে পৃথিবীর আবরণের যে অংশ ডুবিয়া আছে, তাহাও তরল। সুতরাং যখন ঐ তরল পদার্থ কাঁপিয়া ঐ সীমানা অতিক্রম করিয়া কোনও গর্ত্তের ভিতর দিয়া উপরের কোনও স্তরের মধ্যে আসিয়া আটকাইয়া যায়, তখনই পৃথিবীর উপরিভাগের কঠিন আবরণ খানি কাঁপিয়া উঠে অর্থাৎ ভূমিকম্প হয়। এই সময়ে যদি পৃথিবীর কঠিন আবরণের স্তরদ্বয়ের মধ্যে অবরুদ্ধ তরল পদার্থ কোনও ছিদ্রপথে পৃথিবীর উপরিভাগে চলিয়া আসিতে পারে, তাহা হইলে সেই খানে আগ্নেয়গিরির অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ হয়, এবং ভূমিকম্পের প্রবলতা কমিয়া যায়। ঐ তরল পদার্থ পৃথিবীর উপরিভাগের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া উপরে আসিবার চেষ্টায় পৃথিবীতে অসংখ্য আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহার ফলে পৃথিবীর অন্যান্য অংশে, অর্থাৎ যে সকল অংশে আগ্নেয় পর্ব্বত নাই, সেই সকল স্থলে, ভূমিকম্পের সংখ্যা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরি না থাকিলে ঘন ঘন সর্ব্বত্রই ভূমিকম্প দেখা যাইত এবং পৃথিবী জীবজন্তু ও মনুষ্যের বাসের পক্ষে অযোগ্য হইয়া পড়িত।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে পৃথিবীতে অধিকসংখ্যক আগ্নেয় পর্ব্বত আছে বলিয়া ভূমিকম্প হয়, একথা সত্য নহে; সত্যকথা এই যে, পৃথিবীতে অধিক সংখ্যক আগ্নেয় পর্ব্বত থাকাতেই ভূমিকম্পের সংখ্যা ও প্রবলতার হ্রাস হইয়াছে। জাপান প্রভৃতি যে সকল দেশে নিকটবর্ত্তী আগ্নেয়গিরি সমূহের অগ্নুৎপাত বশতঃ ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়, সে দেশও মনুষ্যবাসের অযোগ্য নহে। ভূমিকম্পের প্রবলতা নাই বলিয়াই জাপানীরা তাহাদের দেশে কাঠের ঘরে নিরাপদে বাস করিতে পারে। ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ তাহাদের দেশে নাই। কিন্তু যদি তাহাদের দেশের সন্নিকটে বহু আগ্নেয় পর্ব্বত না থাকিত, তাহা হইলে ভূমিকম্পের প্রবলতা এত বেশী হইত যে, কোন্ দিন জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের অতলজলে নিমগ্ন হইয়া পড়িত, জাপান দেশের কোনও চিহ্নই পাওয়া যাইত না। ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি উভয়েরই কারণ এক হইলেও আগ্নেয়গিরি ভূমিকম্পের কারণ নহে। পরন্তু আগ্নেয়গিরি ভূমিকম্পের প্রতিষেধক কারণ।

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন সহরে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহার কথা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। নবেম্বর মাসের ১লা তারিখে এই ভূমিকম্প সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ভূমিকম্প আরম্ভ হইবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই মাটির ভিতর হইতে কামান-গর্জ্জনের ন্যায় গুড় গুড় গুম্ গুম্ শব্দ অতি অল্প মাত্র সময়ের জন্য শুনা গিয়াছিল। তারপর অবিলম্বে যে প্রবল কম্পন আরম্ভ হয়, তাহাতে সমস্ত সহরটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং সেই সঙ্গে আচম্বিতে লিসবনবাসী ৬০০০০ নরনারীর জীবলীলার অবসান হয়। ভূমিকম্প আরম্ভ হইবা মাত্র শত শত লোক জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে ইষ্টনাম জপ করিবার জন্য ধর্ম্ম-মন্দির সমূহে সমবেত হয় এবং অবশেষে ধর্ম্ম-মন্দিরসহ সকলে একত্র হইয়াই অকস্মাৎ ভূগর্ভে প্রবেশ করে। ভূমিকম্পের পর মাটি খুঁড়িয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনা-নিরত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। কত শত নর-নারী স্ব স্ব গৃহের মার্ব্বেল নির্ম্মিত অলিন্দে আত্মরক্ষার জন্য পলায়নের চেষ্টায় বাহির হইয়াছিল। সেই অবস্থাতেই কেহ শুইয়া, কেহ বসিয়া, কেহবা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সমুদ্রকূল-বর্ত্তী বহুস্থান সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। বহু পর্ব্বত শতধা বিদীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ফলে বহু উপত্যকা ভূমি পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার নীচে যে কত নর-নারী চাপা পড়িয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। পোর্ত্তুগাল হইতে ফ্রান্স পর্য্যন্ত বহুবিস্তীর্ণ ভূভাগে ভূমিকম্পের প্রভাব বর্ত্তাইয়া ছিল। মোরোক্কো প্রদেশে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হওয়ায় বহু বিল ও খাল উৎপন্ন হইয়াছিল। স্কটলণ্ডে লক লমণ্ড নামক হ্রদের জল ভূমিকম্পের সময় পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া নাচিয়া উঠিয়াছিল। লিসবন সহরে প্রথম কম্পনের প্রভাব লুপ্ত হইবার আধ ঘণ্টা পরেই আবার দ্বিতীয়বার কম্পন আরম্ভ হয়। এই সময় সমুদ্রের জল ৬০ ফুট উচ্চ হইয়া সমস্ত দেশটাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এক মিনিটের মধ্যে সমস্ত লিসবন সহর ধ্বংসসাৎ হয়।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গদেশের বহু অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। সে ক্ষতি রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও কুচবিহার অঞ্চলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো নগরের অধিকাংশই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। (-কাজের লোক।)

য়্যাজমা (হাঁপানি)।

হাঁপানী রোগ—নানারকম কারণে হয়ে থাকে।

বাইওকেমিক পণ্ডিতগণ বলেন, কয়েকটী সেল সাল্ট (Cell salts) বা বাইওকেমিক্ লবণের অভাব—বশতঃ কতকগুলি অর্গানিক্ পদার্থ অকার্য্যকারী হওয়াতে—তারা ঠিকমত কাজ কর্ত্তে না পারার জন্য—যে সকল দূষিত পদার্থ জমে যায়—অন্যান্য শক্তি দ্বারা ঐ দূষিত বিষাক্ত পদার্থদিগকে বার করে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা ঠিকমত রাস্তা দিয়া বার কর্ত্তে না পারায়,যখন উহারা ঐ দূষিত পদার্থসকলকে শ্বাসযন্ত্র দিয়া বার করবার চেষ্টা করে, তখনই উহারা ব্রংকিয়েল্ টিউবে এবং শ্বাসযন্ত্র মধ্যে নানারকম আক্ষেপ উপস্থিত করে। এই রকমে যে আক্ষেপ হয়, তাকেই হাঁপানী বলে।

ফুস্ফুস্ মধ্যে সে সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নলী—শিরা, টীশু, স্থিতিস্থাপক সূত্রাদি আছে—তাহা ঐ সকল লবণ অভাবে অকার্য্যকারী হওয়াতে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, হাঁপিয়ে উঠে, টানের মত হয়। এই সময় লক্ষণ মত বাইওকেমিক লবণ সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করে পূর্ব্বোক্ত অভাব পূরণ করে দিলে, ক্রমশঃ রোগের উপশম হয়।

সংক্ষিপ্ত লক্ষণ। এর প্রধান লক্ষণ হচ্চে—টান। শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্যে রোগী প্রায়ই হাঁ ক'রে নিশ্বাস টানে। এই জন্য হাঁপানীকে—"Gasping for breath" (গ্যাসপীং ফর ব্রেথ্) বলে। এ রোগ প্রায়ই রাত্রে আরম্ভ হয়, আর বাড়েও রাত্রে। অনেকেরই দেখা যায়,রাত ১২টার পর থেকে শেষ রাত পর্য্যন্ত এ রোগের আক্রমণ এবং বৃদ্ধি হয়। শুলে বেশী টান বাড়ে ব'লে রোগী উঠে বসে। টান বাড়্লে রোগী খুব বেশী হাওয়া নিশ্বাসের সঙ্গে পাবার জন্যে খোলা জানালা কপাটের কাছে মুখ করে বসে। ভালরকম বাতাস না পেলে আস্তে আস্তে পাখার বাতাস দিতে বলে। রোগী খোলা জানালার কাছে প্রায়ই হাঁ করে সিধাভাবে বসে থাকে। প্রায়ই খুব জোরে জোরে ঘন ঘন নিশ্বাস টানে। রোগবৃদ্ধির সময় রোগীর মুখের চেহারা পাশুটে ও বিবর্ণ (কালসিটে পড়ার মত) দেখায়, এবং সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকে। এ সময় কখনও কখনও হাত পা ঠাণ্ডা হয়, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত—কখনও ক্ষুদ্র ও দ্রুত—কখনও বা নাড়ী ঠিকমত পাওয়া যায় না, অনিয়মিত (irregular) হয়।

খুব বৃদ্ধির সময় নাড়ীর গতি সবিরামও হয়। তবে এ অবস্থায় এ রকম সবিরাম গতিবিশিষ্ট নাড়ী হলেও হঠাৎ যে মৃত্যু হয়, তা হয় না। রোগী আদৌ শুতে পারে না। এ সব কষ্টদায়ক লক্ষণ কয়েক ঘণ্টা হতে কয়েক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। কখনও কখনও ৩.৪ দিনও থাকে। বুকের ভিতর সাঁই সাঁই শব্দ হয়। কারো কারো থোবা থোবা শ্লেষ্মা উঠে শীঘ্র উপশম হয়। কারো বা শীঘ্র শ্লেষ্মা উঠে না—বা খুব শক্ত রকমের একটু আধটু গয়ের উঠে, এবং ২।৪ দিন কষ্ট ভোগ করে।

মেয়েদের চেয়ে পুরুষের এ রোগ বেশী হয়, আবার যুবাদের চেয়ে বেশী-বয়স্কদের এ রোগ বেশী হতে দেখা যায়।

রোগাক্রমণের কোনও বাঁধা-ধরা সময়ের ঠিক নাই। তবে যাদের এ রোগ আছে, তাদের পাটের গুঁড়া, ধূলা, গুদামের ধূলা, কয়লার গুঁড়াদি লাগ্লে তখনই টান বৃদ্ধি হতে পারে; প্রায়ই রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থাতেই রোগ আক্রমণ করাতে রোগী বিছানা থেকে তেড়ে উঠে পড়ে। এ অবস্থায় রোগী মনে করে—তার বুক যেন কে চেপে রয়েছে, আর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। আবার এ রকম হঠাৎ বৃদ্ধি হ'লে হয়তো খুব তরল থোবা থোবা শ্লেষ্মা উঠে ২।৪ ঘণ্টার মধ্যে যন্ত্রণাদির উপশমও হয়ে যায়।

খুব বেশী রকম বাড়্লে হাত পা ঠাণ্ডা, মুখ বিবর্ণ মলিন তো হয়ই, তার সঙ্গে নাড়ীর গতিও বদলে যায় এবং সর্ব্বাঙ্গে ঘাম হ'য়ে রোগী খুবই কাহিল হ'য়ে পড়ে। এ অবস্থায় প্রায়ই মুখ বুজে নিশ্বাস নিতে ফেলতে পারে না।

কারো কারো ব্রংকাইটিসের লক্ষণও এর সঙ্গে থাকে; প্রথম নতুন রোগ আরম্ভ হলে অনেক দিন পরে দ্বিতীয় আক্রমণ হয়। ২।৪ বার এই রকম দেরীতে-দেরীতে হয়ে ক্রমশঃ রোগ যতো পুরানো হয়ে আসে আর রোগী কাহিল হয়ে পড়ে, ততই শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কিন্তু রোগ পুরানো হয়ে এলে আর তত কষ্ট হয় না। ক্রমশঃ সহ্য হয়ে গিয়ে এক রকম অভ্যাসে দাঁড়ায়।

কেবল হাঁপানীতে রোগী হঠাৎ মরে না, এর সঙ্গে ব্রংকাইটীস্, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি ইত্যাদি হলে হঠাৎ মৃত্যু হ'তে পারে।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

White cream for Patent leather.

বার্ণিস চামড়ার জন্য সাদা ক্রিম। বিদেশ হতে বার্ণিস চামড়ার জুতা প্রভৃতির জন্য এক প্রকার সাদা ক্রিম্ আসে, অনেকেই তা দেখেছেন, আর ব্যবহারও করে আস্চেন। কিন্তু এদেশেও ওটা প্রস্তুত করা যেতে পারে।

White Castile Soap (সাদা কাষ্টাইল সাবান)—২ আউন্স।

সাদা মোম—১ পাউণ্ড।

তারপিন—১ কোয়ার্ট (আন্দাজ ৩পোয়া)

প্রথমে তারপিন আর মোমটাকে একত্র অগ্নির উত্তাপে গালিয়ে ফেল। তারপর ফুটন্ত জলে কাষ্টাইল সাবানটাকে গালিয়ে তাতে মিশিয়ে ফেল। এই ক্রিম সামান্য পরিমাণ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বার্ণিস জুতায় মাখিয়ে কোমল বস্ত্র ঘষে দিলেই চামড়া উজ্জল এবং কোমল হয়ে উঠবে।

এই ক্রিম ব্যবহার কল্লে বার্ণিস চামড়া ফাটে না।

এক রকম পাকাকালী।

এটা মাড়োয়ারীরা ব্যবহার করেন।

"কজ্জল পৈশা একভর, ভুভর চাপড়া জান।
তিন সোহাগা, তেলিয়া দেড়, লোধ পরিমাণ॥
পানি পাকা সের তিন তানিমান উথাল।
পানামে ফুঠে নাহি সিয়াহি তৌদর হাল॥"

এর মানে:—

ভুশা এক ভরি, লা ছয় ভরি, সোহাগা তিন ভরি, লোধ কাষ্ঠ দেড় ভরি, জল /১ সের। প্রথমে লা এবং লোধ কাষ্ঠকে কুটিয়া লইয়া সোহাগা এবং ভুশা মিশাইয়া ৩ সের জলে সিদ্ধ করিয়া দেড় পোয়া আন্দাজ থাকিতে নামাইয়া বোতলে পুরিয়া রাখিবেন। ইহা উৎকৃষ্ট কাল কালী হইবে। দলিল খাতাপত্র লিখিতে ইহা উৎকৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই। (কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ঠাকুরমার টোট্‌কা

বা

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

কাটা ঘা।

দূর্ব্বা ও লাল গাঁদা ফুল, ফট্‌কিরী ভিজান জলে বাটিয়া লাগাইলে, তদ্দণ্ডে রক্ত বন্ধ হয় ও ক্রমে ঘা জোড়া লাগিয়া যায়।

তগর পাত্রকার পাতা (পাড়াগাঁয়ের পুকুরে ছোট ছোট পদ্ম পাতার মত দেখা যায়) ও আয়াপানের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে কাটা ঘা শীঘ্র শুখিয়া যায়।

আলতার জলে ন্যাকড়ার পটি ভিজাইয়া বাঁধিয়া রাখিলে বিশেষ উপকার হয়, জল-পটির মত (রেড়ির তৈলের পটি) রেড়ির তৈলে সাদা পাতলা ন্যাকড়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়।

কাণপচা ও ব্যথা।

ঘোড়ার বিষ্ঠার সরে একটু সমুদ্রফেন চূর্ণ মিশাইয়া কর্ণমধ্যে প্রবেশ করাইলে, কাণের পুঁজ ও ব্যথা নিবারণ হয়।

তামার পাত্রে সর্ষপ তৈলের সহিত বড় শামুক ও রসুন সিদ্ধ করিয়া সেই তৈল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া কাণের মধ্যে দিলে, এ রোগের দুঃসাধ্য অবস্থাতেও উপকার হয়।

শুষ্ক পানের রস গরম করিয়া অথবা গরুর চোনা গরম করিয়া, কাণের মধ্যে দিলে, আশু শান্তি পাওয়া যায়।

আধ ভরি সর্ষপ তৈলে দুই তিন ফোঁটা তার্পিন তৈল দিয়া, পানের উপরে প্রদীপ শিখায় গরম করিয়া কর্ণের রন্ধ্রে ফোঁটা ফোঁটা ঢালিয়া দিলে কর্ণশূল আশু নিবারণ হয়।

কামলা।

নিশাদল পোড়াইয়া তাহার তিনরতি, কট্‌কী চূর্ণ /০ আনা, হরীতকী চূর্ণ ।০ আনা, আমলকী ভিজান জলের সহিত খাইলে শীঘ্রই ন্যাবা (কাঁওল) আরোগ্য হয়।

পুনর্নবাষ্টক পাচনের সহিত একরতি লৌহভস্ম সেবন করিলে, দুঃসাধ্য অবস্থাতেও বিশেষ উপকার হয়; পুনর্নবাষ্টক পাচন যথা—পুনর্নবা (বা শ্বেপুনে) ।০ আনা, নিমছাল ।০ আনা, পলতা ।০ আনা, শুঁঠ ।০ আনা, কট্‌কী ।০ আনা, গুলঞ্চ ।০ আনা, দারু হরিদ্রা ।০ আনা, হরীতকী ।০ আনা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া /৴০ পোয়া অবশেষ রাখিবেন। রোগীর উদরাময় থাকিলে কট্‌কী স্থানে ইন্দ্রযব এবং হরীতকী স্থানে মোচরস দিবেন।

পিপুল চূর্ণ /০ আনা ও আধ ছটাক কাঁচা হলুদ, পলতার রসের সহিত সেবন করিলে, আশ্চর্য্য উপকার হয়।

কাস।

কাবাব চিনি, বড় এলাচের দানা, তুলসী মঞ্জরী ও মিশ্রি এক টুকরা মুখের মধ্যে রাখিয়া ক্রমে চুষিলে, কাসবেগ ক্ষান্ত হয় ও শ্লেষ্মা তরল হইয়া উঠিয়া যায়।

বচ, যষ্টিমধু, পিপুল ও কুড় প্রত্যেকের চূর্ণ একত্রে /০ আনা পরিমাণ দিনে দু-তিন বার মধুর সহিত লেহন করিলে, নিশ্চয় কাসের উপশম হয়।

কচিপান, কাল তুলসীর পাতা, আদা, কল্লকেপুর ও লবঙ্গ একসঙ্গে দিনে দু-তিন বার চিবাইয়া খাইলে শ্বাসনালী হইতে শ্লেষ্মা উঠিয়া গিয়া বুকের ভার কমে ও কাসের উদ্বেগ ক্ষান্ত হয়।

বংশলোচন ২ রতি, পিপুল চূর্ণ ২ রতি, গন্ধক চূর্ণ ১ রতি, সোহাগার খই ১ রতি, আকন্দফুল চূর্ণ ১ রতি একত্রে মধুর সহিত গুলিয়া খাইলে, আলজিভ্ বৃদ্ধির জন্য কাসি, বায়ুজনিত উৎকাসি ও বুকের ঘড়্ ঘড়্ শব্দ-যুক্ত শ্লেষ্মাপূর্ণ কাস প্রভৃতি নানা প্রকার কাসরোগ ভাল হয়।

যষ্টিমধু /০ ছটাক, কণ্টকারী /০ ছটাক, পিপুল আধ ছটাক, তুলসীর মঞ্জরি আধ ছটাক একত্রে থেঁতো কুটিয়া /১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেন ও উহাতে /০ পোয়া মিশ্রী ও একভরি বচ চূর্ণ দিয়া সিদ্ধ করিবেন, এবং ঘন হইলে নামাইয়া কাঁচ পাত্রে রাখিবেন। ইহার পরিমাণ ।০ আনা হইতে ॥০ আনা পর্য্যন্ত; অনুপান গরম জল; দিনে ২।৩ বার সেব্য। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার কাস, বিশেষতঃ বালকের কাস শীঘ্রই উপশমিত হয়। বালকের মাত্রা /০ আনা মাত্র।

বাসক ফুল, পাতা, ছাল মিশ্রী দিয়া সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে অথবা শুধু বাসক পাতার রস শিশুদিগের কাসে উপকারী।

(ক্রমশঃ।)

বিংশ শতাব্দির অপূর্ব্ব আবিষ্কার!

আয়ুর্ব্বেদিক ও এলোপ্যাথিক ভেষজের
বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ এট
কডলিভার অয়েল
ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম।

মহর্ষি চ্যবনমুনির আবিষ্কৃত চ্যবনপ্রাশের গুণ বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়া ও ভেষজের অভাব বশতঃ অনেকের প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ শাস্ত্রানুযায়ী আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না। সেই কারণে আমরা ভারতের নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া মেদ, মহামেদ, বংশলোচন প্রভৃতি মহা আবশ্যকীয় দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতঃ বিশেষ সতর্কতার সহিত এই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া আমেরিকান প্রক্রিয়ায় ইহার সহিত নরওয়ে জাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কডলিভার ওয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম সংযোজনা করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকমতে সম্মিলিত হওয়ায় পরীক্ষা দ্বার সপ্রমাণিত হইয়াছে যে চ্যবনপ্রাশ, কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম এই ত্রিবিধ ঔষধের প্রত্যেকের শরীরের উপর কার্য্যকরি ক্ষমতা (Physiological action) দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করিলে ফুসফুস সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া যথা—শ্বাস, কাশ, পার্শ্বশূল, বক্ষস্থলে বেদনা বা ভারবোধ, সপূঁয় কফ বা রক্ত নিষ্ঠীবন, নিশাস্বেদ, পুরাতন ব্রংক্রাইটিস প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। যাঁহাদের নিজের বা পৈত্রিক কাশির দোষ আছে বা হাঁপানি রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ অমৃত তুল্য। অনেকের শুদ্ধ কডলিভার অয়েল সহ্য হয় না, পেট গরম হয়, পাতলা দাস্ত হয়, তদ্ভিন্ন ইহার অতিশয় তীব্র গন্ধ হেতু অনেকে ব্যবহার করিতে চান না এবং ব্যবহার করিয়াও অনেকে বমন করিয়া ফেলেন; কিন্তু আমাদের এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের সহিত কতকগুলি এইরূপ দেশীয় ভেষজ দ্বারা অভিনব প্রণালীতে কডলিভার অয়েল সংমিশ্রিত হইয়াছে, যে ইহা সকল শরীরে সহজে হজম করাইয়া নূতন রক্ত কণিকা প্রস্তুত করে, তদ্দ্বারা ফুসফুস সবল হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে দেহ বলিষ্ঠ ও লাবণ্যময় দেখায়; তদ্ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা কড্‌লিভার অয়েলের গন্ধ নাশ করা হইয়াছে; এবং ইহার গন্ধ ও আস্বাদ অপ্রীতিকর নহে।

যাহারা যে কোন কারণ বশতঃ কডলিভার অয়েল, সিরাপ হাইপোফস্ফেট অব লাইম কিম্বা কড্‌লিভার অয়েল ঘটিত যে কোন ঔষধ ব্যবহার করেন তাহারা একবার সেই সকল ঔষধের পরিবর্ত্তে আমাদের কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া দেখুন, দেখিবেন কত অল্পদিনের মধ্যে আপনার উপকার দর্শাইবে এবং একমাসের মধ্যে দেহের ওজন বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুতে দীর্ঘদিন ধরিয়া সেবন করিলে ধাতু পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন দেহ হয়। ইহা বৃদ্ধদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী।

ব্যবহার বিধি :—চা চামচের এক চামচ মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সহ্যানুযায়ী চারি চামচ মাত্রা পর্য্যন্ত এক ছটাক অল্প গরম দুগ্ধের সহিত আহারের পর, দিবসে দুইবার ব্যবহার করিতে হয়।

মূল্য প্রতি ফাইল (আট আউন্স) ২৲ দুই টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৸০ বার আনা; একত্রে তিন ফাইল ৫৷০ সাড়ে পাঁচ টাকা, মাশুলাদি ১৷০ দেড় টাকা।

একখানি মাত্র প্রশংসাপত্র দেখুন—

বনগাঁ ও হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও এ্যালমা চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ডাক্তার টি, সি, দত্ত, এল, এম, এস, মহাশয় লিখিয়াছেন—

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের যে এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পূর্ব্বে আমি জানিতাম না, কিন্তু কয়েকটী রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ উপকার দেখিয়াছি। আজ কাল যত রকম কডলিভার অয়েল ঘটিত ঔষধ আছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

সোল এজেন্টস্—

শাহ এণ্ড কোং।

ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্টস্।

৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা।

RED. NO. C 521.

১৫শ বর্ষ।] ২৫শে বৈশাখ, ১৩৩০ সাল। ইং ৮ই মে, ১৯২৩ সাল। [১ম খণ্ড।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

THE UNITED TRADE GAZETTE

৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীশিবশঙ্কর সাহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

ইউনাইটেড প্রেস—৩৩ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা। শ্রীহরিদাস চোংদার দ্বারা মুদ্রিত।

গেজেট সংক্রান্ত নিয়মাবলী

১। এই মাসিক পত্র প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। যে মাসের কাগজ প্রকাশ্য, তৎপরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেও কাগজ না পাইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইবেন।

২। এই মাসিক পত্রের বার্ষিক মূল্য আপাততঃ ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা মাত্র। মফঃস্বলবাসীগণ মাসে মাসে দুই আনার টিকিট পাঠাইলেও প্রতি মাসেই এক কপি করিয়া কাগজ পাইবেন।

৩। ইহাতে রাজনীতি বিষয়ক কোন বিষয় লিখিত হইবে না।

৪। কোন ব্যক্তি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলে তাহা যত্নের সহিত গৃহীত হইবে; কিন্তু সেই প্রবন্ধ সম্পাদক কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৫। লেখকগণ নকল রাখিয়া প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন; কারণ উহা মনোনীত না হইলে ফেরত দিবার নিয়ম নাই।

৬। পুরাতন গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ বর্ষ।] ২৫শে বৈশাখ, ১৩৩০ সাল। ইং ৮ই মে, ১৯২৩ সাল। [১ম খণ্ড।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসে গেজেটে ৩টী করিয়া পুরস্কারের প্রশ্ন বাহির হইবে। প্রতি প্রশ্নের উত্তরের পুরস্কার ২৲ দুই টাকা। গেজেটের গ্রাহকমাত্রই এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু উত্তরের সহিত কুপন না থাকিলে কোন উত্তরই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। প্রশ্নের শেষ ভাগে পুরস্কারের কুপন আছে। উত্তরের সহিত গ্রাহক নম্বর লিখিবেন।

২। একজন গ্রাহক ৩টী পুরস্কারের জন্য উত্তর পাঠাইতে পারেন; কিন্তু একাধিক পুরস্কার এক মাসে একই গ্রাহককে দেওয়া হইবে না।

৩। পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচার সকল সময়েই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

৪। প্রতি মাসের প্রশ্নের উত্তর তৎপরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। প্রতিযোগিতার ফল পরবর্ত্তী মাসের গেজেটে বাহির হইবে। উল্লেখযোগ্য উত্তরপ্রেরকগণের নাম ঐ সঙ্গে গুণানুসারে প্রকাশিত হইবে।

৫। কাগজের এক পৃষ্ঠায় উত্তরগুলি লিখিতে হইবে। প্রথমেই গ্রাহক নম্বর, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক। একাধিক ব্যক্তির উত্তর একই এবং ঠিক হইলে লেখার ধরণ এবং পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য করিয়া পুংস্কার যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবে।

চৈত্র মাসের প্রশ্নের ফল।

১ম প্রশ্নের উত্তর—

(ক) দুট মত্ত হস্তী যথা উর্দ্ধশুণ্ড করি,
রকত-বরণ আঁখি, গরজে সঘনে,—
ঘুরায়ে ভীষণ গদা শূন্যে, কাল রণে,
গরজিলা দুর্য্যোধন, গরজিলা অরি।

(খ) ভুলে যদি থাক মোরে ভুলনা নন্দনে,
সিন্ধুপতি! মণিভদ্রে ভুলনা, নৃমণি!
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে
রসদানে, পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে
শিশুর জীবন নাথ! কহিনু তোমারে।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
যশোহর।

২য় প্রশ্নের উত্তর—

(ক) প্রথমবার ২টী স্ত্রীলোক ডিঙ্গি আরোহণ করিয়া দ্বিতীয় পারে যাইবে, তথায় একটী স্ত্রীলোক নামিয়া থাকিবে, অপরটী ডিঙ্গি লইয়া প্রথম পারে আসিয়া তথা হইতে অন্য স্ত্রীলোকটীকে লইয়া দ্বিতীয় পারে নামাইয়া দিয়া পুনরায় প্রথম পারে আসিয়া তীরে থাকিবে। তখন ২টি পুরুষ ডিঙ্গি করিয়া দ্বিতীয় পারে যাইবে এবং তথায় ১টি পুরুষ ও ১টি স্ত্রীলোককে রাখিয়া অপর পুরুষ ও অপর স্ত্রীলোকটি প্রথম পারে ফিরিয়া আসিবে এবং পুরুষটি সঙ্গী স্ত্রীলোকটিকে প্রথমপারে নামাইয়া তৎপরিবর্ত্তে অবশিষ্ট পুরুষটিকে লইয়া দ্বিতীয় পারে যাইয়া নামিবে। এক্ষণে দ্বিতীয় পারস্থিত স্ত্রীলোকটি ডিঙ্গি লইয়া প্রথমপার হইতে ২টি স্ত্রীলোককে দুইবারে দ্বিতীয় পারে আনিবে।

(খ) এই প্রশ্নের উত্তর একাধিক হয়, তন্মধ্যে নিম্নে একটিই দেওয়া গেল। প্রথম বারের হাটে দুগ্ধের দর টাকায় ৴১ সের ছিল, তখন প্রথম পুত্র ৴৭ সের ৭৲ টাকায় এবং দ্বিতীয় পুত্র ৴৯ সের ৯৲ টাকায় বিক্রয় করিল। দ্বিতীয়বারের হাটে টাকায় ।১ সের দর হইলে তখন ১ম পুত্র তাহার বক্রী ৮৩ সের দুগ্ধ ৩৲ টাকায় এবং দ্বিতীয় পুত্র তাহার বক্রী ।১ সের দুগ্ধ ১৲ টাকায় বিক্রয় করিল।

এইরূপে বিক্রয় করিয়া ১ম পুত্র ১/০ মণ দুগ্ধে ১০৲ এবং ২য় পুত্র ।০ দুগ্ধে ১০৲ টাকা পাইল।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীচন্দ্রকুমার লাহা।
ঢাকা।

৩য় প্রশ্নের সম্বন্ধে—

এই প্রশ্নের উত্তর কাহারও ভাল হয় নাই বলিয়া বাহির করা হইল না।

প্রশ্নোত্তরকারীগণের প্রতি নিবেদন।

বহু সংখ্যক ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের গেজেটে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর পাঠাইতেছেন এবং উত্তরও অনেকের যথাযথ হইতেছে কিন্তু পুরস্কারের নিয়মাবলীর প্রথম ধারা অনুসারে তাঁহাদের উত্তর গ্রহণ করা হইতেছে না—কারণ গেজেটের গ্রাহক ভিন্ন অন্য কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় না; সেই কারণ যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিয়া পুরস্কার পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রথমে এক টাকা বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন কিম্বা আমাদের নিকট চিঠি লিখিলে আমরা রেজেষ্ট্রী খরচা সমেত ১৵০ এক টাকা দুই আনা চার্জ্জ করিয়া ভিঃ পিঃতে বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া থাকি।

বৈশাখ মাসের প্রশ্ন।

১ম প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত পদগুলি লইয়া একটী পদ্য রচনা করিয়া তাহার অর্থ করিতে হইবে।

(ক) ত্রিঅক্ষর লঙ্ঘন প্রথম খণ্ডন দ্বিতীয় তাহার গঠন তথাপি আখ্যান যদ্যপি সংহার গুরুত্ব যোজনে হয় অভাবে করয়ে অক্ষরটী অর্থ নামের দেবতার তৃতীয় দেবতার করয়ে হইয়া হয় নাম না অক্ষয় হয় যদি কিন্তু যার।

(খ) হর আদি মহাশয় নিরাকার সেই পাপীলোকে এই মধ্যেতে অক্ষর পাপমুক্ত নির্ম্মস্তক রায় অক্ষর উচ্চারিলে ভেদমাত্র বসে অজ্ঞাত আছেন শেষ।

২য় প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত ঘর দুইটী কতকগুলি সংখ্যার দ্বারা এরূপ পূরণ করিতে হইবে যেন তাহাদের প্রত্যেক লাইনের, কর্ণের যোগ ফল ১০২ হয়।

৩য় প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত হেঁয়ালির অর্থ করিতে হইবে।

(ক) এমন কি কথা আছে যাহা প'ড়িলে লোকের ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব বুঝায়, উল্টাইয়া বলিলে একটী নগর হয় আর রাগিয়া অপরিচিত লোককে বলিয়া মার খাইতে হয়।

(খ) মিষ্ট বটে, তিক্ত বটে, এক ভাবে দেখলে বড় আনন্দ হয় কিন্তু আগে মন্দ বসাইলে কাঁদিতে হয়।

ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট
পুরস্কার কুপন নং ৮

অল্প মূলধনের সাহায্যেই আমেরিকার সৌভাগ্য।

একখানা আমেরিকান কাগজে অনেক দিন আগে পড়িয়াছিলাম, "Americau industries have been built almost entirely by small investors. That is a tremendous statement but the record proves it." আমেরিকা এখন ধনকুবেরের দেশ, কিন্তু এই যে লক্ষ্মীশ্রী, ইহা কেবল আমেরিকার বৃহৎ বৃহৎ কাজ কারবারেরই ফল। সেই সকল কাজ কারবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধনের সাহায্যেই গঠিত। এদেশের লোকে আমাদের দেশের মত টাকাকে আবদ্ধ করিয়া বসাইয়া অকর্ম্মণ্য করে না। কাজ-কারবারে টাকা ন্যস্ত করিবার সাহস রাখে, অল্পদিনেই টাকা বাড়িয়া যায়, ক্ষুদ্র লোক বড় হইয়া দাঁড়ায়।

টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া সামান্য শতকরা ৩৲ টাকা সুদেই আমরা কৃতার্থ, কিন্তু ব্যাঙ্ক ইহার নিকট হাজার, উহার নিকট ৫০০৲ অন্য একজনের নিকট দশ হাজার এইরূপে সামান্য ২।৩ পারশেণ্ট সুদে টাকা গ্রহণ করিয়া বড় বড় কার্য্যে ন্যস্ত করিয়া বড় বড় লাভ করে, ইহা আমরা জানি—নিত্যই দেখিতেছি, কিন্তু আমাদের সাহস নাই যে আমরা কোন ভাল কাজ-কারবারে বা যৌথ কারবারে টাকা ন্যস্ত করি।

১০০ জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধনের সমষ্টিই বড় মূলধনের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র বালুকাকণার সমষ্টিতেই পর্ব্বতের সৃষ্টি, বিন্দু বিন্দু বারির সমষ্টিই অপার-সিন্ধুর সৃষ্টি করে। অতি ক্ষুদ্র নগণ্য অসংখ্য মূলধনের সমষ্টিতেই বৃহৎ মূলধনের সূচনা। আমেরিকানগণ বলিয়া থাকেন, "Our big industries were built by poor men" আমাদের যত বড় বড় কলকারখানা কারবার সমস্তই গরীব লোকের দ্বারা গঠিত। ছোট ছোট ১ ডলারের শেয়ার বা অংশ অগণ্য

শ্রমজীবিদের মধ্যেই বিক্রয় হইয়া অসংখ্য টাকায় বৃহৎ কাজ চলিয়াছে। তাহার পর যখন কারবারে লাভ হইয়াছে, তখন তাহার লভ্যাংশ ঐ গরীবগণও পাইয়াছে। রক্তের আস্বাদন পাইলে যেমন জলৌকা আর ছাড়িতে চাহে না, এই সকল গরীব লোকও তেমনি একবার লভ্যাংশ পাইলে আর ছাড়িতে পারে না, নানান কার্য্যে সেই সকল টাকা ন্যস্ত করিয়া তাহারাও বড় হইয়া উঠে। টাকা তাহারা বসাইয়া রাখিতে চাহে না। "Money brings money"—টাকায় টাকা ধরিয়া আনে,—আমেরিকানগণ এই কথা জগতের অন্য সমস্ত জাতি অপেক্ষা ভালই বুঝিয়া থাকে। তাহারা অর্থনীতি ভাল করিয়া বুঝে, তবে কাজে নামে—কৃতকার্য্য হয়। এদেশে, বিশেষ বাঙ্গালাদেশে কেহ অর্থের মর্য্যাদা বুঝে না। যৌথ-কারবারে আমাদের বিশ্বাস নাই। বিশ্বাস না করিবার কারণও যথেষ্ট আছে। টাকার যৎকিঞ্চিৎ সুদেই আমরা কৃতার্থ, কিন্তু যাহারা আমাদের টাকা ধার লইয়া যৎকিঞ্চিৎ সুদ দেয়, তাহাদের অবস্থা দেখ, আর আমরা অর্দ্ধাশনের যোগাড়ও করিতে পারি না, কাজেই দাসত্ব ভিন্ন আমাদের উপায় নাই। ভারতের সকল জাতি বাঙ্গালার মত নয়, তাই রক্ষা। বোম্বাইওয়ালা, মাড়বারীগণ, ভাটিয়াগণ, পাঞ্জাবীগণও টাকা বসাইয়া রাখে না, কাজ কারবারে টাকা ন্যস্ত করে; তাহাদের অবস্থা সেইজন্য বাঙ্গালীর অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল। বাঙ্গালার সমস্ত সম্পত্তি, বাঙ্গালার সমস্ত কাজ কর্ম্ম, আজ দ্রুত তাহাদের হাতে যাইয়া পড়িতেছে, আর বাঙ্গালী লম্বা কোঁচা আর বাঁকা সিঁতি কাটিয়া অর্দ্ধাশনে দেঁতোর হাসি হাসিয়া নাচিয়া গাহিয়া নিজের জাতিকে গালি দিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছে। বাঙ্গালী পরস্পরকে বিশ্বাস করে না, সহানুভূতি দেখায় না, বাঙ্গালী আজ অধঃপতিত জাতি, সমগ্র জগতে অকর্ম্মণ্য—ঘৃণিত।

এইতো হইবারই কথা। ক্ষুদ্র—অতিক্ষুদ্র মূলধন ন্যস্ত করিয়া বাঙ্গালীও বড় কাজের সৃষ্টি করিতে পারে না কি? কিন্তু বাঙ্গালীর কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না—করিবার উপায় নাই। নৈতিক অবনতি বাঙ্গালায় যেমন হইয়াছে, এমন কোন জাতিরই হয় নাই। এই অবনতির গতি অবরোধ করিতে হইলে সহস্র কাজ ফেলিয়া আগে প্রকৃত ভদ্রলোক হইবার দরকার। সেই প্রকৃত ভদ্রলোক হইলেই নৈতিক উন্নতির চেষ্টাই আগে আবশ্যক। কিন্তু কে এমন Reformer এপর্য্যন্ত জন্মিয়াছেন, যিনি এই নৈতিক সংস্কারের জন্য জীবন পণ করিতে প্রস্তুত? কাহাকেও তো তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন দেশ কেমন করিয়া তবে অস্তিত্ব বজায় করিতে পারিবে?

নৈতিক অবনতির জন্য স্বার্থজ্ঞান বাড়িয়া উঠে। এদেশেও তাই হইয়াছে। এইখানেই সব প্রচেষ্টার মূলেই গলদ।

(কাজের লোক।)

অসভ্য জাতির কথা।

প্রায় ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত ভ্রমণকারী লিভিংষ্টোন (David Livinstone) আফ্রিকার বিপদসঙ্কুল ভীষণ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া বহু নূতন স্থান আবিষ্কার করেন। তাহার পূর্ব্বে আর কেহ আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। সেখানে তিনি বহু রকমের অদ্ভুতাকৃতি ভীষণদর্শন নরমাংসভোজী রাক্ষস গরিলা, হাতী, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জানোয়ার দেখেছিলেন তাহার ইয়ত্তা নেই। কতবার এই সমস্ত নরখাদক অসভ্যদের কবলে পড়িয়া তিনি অতিকষ্টে বাঁচিয়া গিয়াছেন—সে সমস্ত কাহিনী অতীব বিস্ময়কর। কিছুদিন পরে ষ্টানলি নামক আর একজন ভ্রমণকারী (Sir Henry Morton Stanley) লিভিংষ্টোনের সন্ধান করিতে আফ্রিকায় যান। তিনি আফ্রিকার অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। তাঁহাদের ভ্রমণকালে আফ্রিকার অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থা হইতে আরও ভীষণ ছিল। ইহার সর্ব্বত্রই ভীষণ মরুভূমি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বত, হ্রদ, কর্দ্দমাক্ত জলাভূমি ও বহুদূরবিস্তৃত বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত বন-জঙ্গলে ও নদ-নদীতে আছে কেবল ভীষণকায় বন্য হস্তী, সর্প, গণ্ডার, বন্য মহিষ, গরিলা, সিংহ, ব্যাঘ্র, কুমীর, জলহস্তী প্রভৃতি। এদের মধ্যে সব চেয়ে ভীষণ হইল—নরমাংসভোজী অসভ্য মানুষ। তাহারা দল বাঁধিয়া গভীর অরণ্যের নিভৃততম প্রদেশে বাস করে। বাঘ ভাল্লুক বা হাঙ্গর কুমীরের কবল হইতে বরং নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের হাতে পড়িলে নিস্তার নাই। বর্শায় বিঁধিয়া মারিয়া ফেলিয়া সবাই মিলিয়া টানাটানি কাড়াকাড়ি করিয়া ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিবে। আমাদের দেশের মশার মত আফ্রিকার জঙ্গলে—অসম্ভব বড় এক রকমের অসংখ্য পোকা উড়িয়া বেড়ায়, মশার চেয়ে এরা আরও ভয়ানক। সেখানে ওই পোকাগুলিকে বলে জি-জি মক্ষিকা। রক্তের গন্ধ পাইলে আর রক্ষা নাই। দলে দলে অসংখ্য জি জি পোকা আসিয়া শিকার ঘিরিয়া ফেলে। তাদের তাড়ায় কার সাধ্য? এমন কি মহাকায় বন্য পশুরাও তাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি পায় না। ইহাদের দংশনের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আক্রান্ত প্রাণী ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া শেষে প্রাণ হারায়। তাহা ছাড়া—আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগ বড়ই অস্বাস্থ্যকর। তাহার উপর মশা কামড়াইলেই এক রকম জ্বর হয়—তাহার নাম পীতজ্বর (Yellow Fever), সে জ্বরে রক্ষা পাওয়া একরকম দুঃসাধ্য। তাহা ছাড়া সে সব দেশের অধিবাসী অনেকেরই ঘুমানো রোগ (Sleeping Sickness) বলে একরকম পীড়া হয়ে থাকে। সে রোগে মানুষ তিল

তিল করিয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে থাকে। বর্ত্তমানে ঔপনিবেশিকগণের প্রচেষ্টায় অনেক স্থলেই জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়াছে; রাস্তাঘাট তৈয়ারী হওয়াতে নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। আজকাল সেখানে যে সমস্ত অসভ্যজাতীয় লোক বাস করে তাহারা সভ্যতার আলোক পাইয়া অনেক উন্নত হইয়া উঠিয়াছে।

এখন তাহারা কাঁচা মাংস খায় না। খ্রীষ্টান মিশনরীদের কৃপায় তাহাদের অধিকাংশই এখন খ্রীষ্টান। কিন্তু মানুষের মাংস খাওয়ার প্রবৃত্তি এখনও তাহাদের অনেকের মন হইতে নাকি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বহুদিনের অভ্যাস—মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল, দুই এক পুরুষে তাহা সহজে কি বিলুপ্ত হয়? এই নরমাংস ভোজনের প্রথা বহুদিন হইতেই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। আর এক এক জাতি এক এক রকম বদ্ধমূল ধারণা লইয়া এই পৈশাচিক কার্য্যে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যদের বিশ্বাস যে, মানুষের মাংসে একটা বিশেষ দৈবশক্তি আছে। এই ধারণা ইউরোপ ও এশিয়ার মন্ত্রশক্তি বিশ্বাস অনেক উন্নত জাতিদের মধ্যেও বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। অনেকের ধারণা দেবতারা নররক্তে বড় প্রীতিলাভ করেন—এই জন্য আমাদের দেশেও কিছুদিন পূর্ব্বে নরবলির প্রচলন ছিল; তবে এদেশে নরমাংসভক্ষণ প্রচলিত ছিল না। কিন্তু অন্যান্য দেশবাসী অর্দ্ধসভ্য, অসভ্য লোকেরা উৎসর্গীকৃত নরমাংস অতি আগ্রহের সহিত ভোজন করিত, ধর্ম্মহেতু নরমাংস ভোজন প্রায় অধিকাংশ অসভ্য জাতিদের মধ্যে বহুপরিমাণে প্রচলিত ছিল। ফিজিদ্বীপের অসভ্যদের বিশ্বাস—মানুষ দেবতার উদ্দেশে বলি দিলে তাহার আত্মা দেবতা খাইয়া ফেলেন, কাজেই দেহটাকে দেবতার সেবাইত পুরোহিত-আর আর লোকেরা ভাগাভাগি করিয়া খায়। নরমাংস ভোজন তাহাদের ধর্ম্ম-কার্য্যের এক অঙ্গ। মেকিস্কোতে পুরোহিত বন্দীদের হৃদপিণ্ডটা টানিয়া ছিঁড়িয়া রক্তে ভিজাইয়া তদ্দারা দেবতার পূজা করিত আর মৃতদেহটা ভেজে খাওয়ানো হইত। আফ্রিকার লোকেরা নরমাংস ভোজনের নানারকম ছল ছুতা দেখাইত, তবে অনেকেই স্বীকার করে, খাইতে সুস্বাদু বলিয়া তাহারা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য মানুষের মাংস খাইয়া থাকে, অনেকে বলে—অভ্যাস হইয়া গিয়াছে এখন ছাড়িবার উপায় নাই, কাহারও কাহারও যুক্তি—পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহা করিয়াছেন, আমরা তাহা ছাড়িব কি করিয়া। টীয়েরা-ডেল ফিউগো প্রদেশে শীতকালে কেহ ঘরের বাহির হইতে পারে না, ভয়ানক শীত। আদিম অধিবাসীরা শীতকালে গৃহের বাহির হইয়া শিকার করিতে যাইতে পারিত না কাজেই কুঠিরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যে থাকিত, তাহাকে মারিয়া মাংস ভক্ষণ করিত। তাহারা গৃহপালিত কুকুরের মাংস না খাইয়া কেন নিজেদের আত্মীয় স্বজনের মাংস খায়, একথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে—"কুকুরে অন্যকে ধরে যে!"

যখন প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যের অভাব হইয়া পড়ে বা অন্য কোন কারণে খাদ্যাদি দুষ্প্রাপ্য হয়, তখন পলিনেশীয়া, টোঙ্গাদ্বীপ পুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের অনেকেই পরস্পর মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ করিয়া দিত। উদ্দেশ্য শত্রু মারিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করা। উত্তর আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া প্রদেশে অসভ্যদেশে একটা গল্প প্রচলিত আছে, তাহাতে মণ্টুর (শ্রেষ্ঠ আত্মা) সহিত একজন যোদ্ধার আলাপ হইতেছে, মণ্টু কথাচ্ছলে পরাজিত শত্রুর রক্ত ও মাংস খাইতে আদেশ দিতেছে, বিশেষতঃ তাহাতে প্রতিহিংসা ও ক্ষুধা উভয়ই চরিতার্থ হয়। পলিনেশিয়ার লোকেরা পরাজিত শত্রুর রক্ত পান করিয়া তাহার মাংস ভোজন করা একান্ত প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে। মহাভারতে আছে, ভীম, দুঃশাসনকে যুদ্ধে পাতিত করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রেই বুক চিরিয়া তাহার রক্ত পান করিয়াছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার খুব নিম্ন শ্রেণীর অসভ্যদের পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন নিজেদের ছেলে মেয়ের মৃতদেহ ফেলিয়া দেয় না, স্নেহের দায়ে পড়িয়াই নাকি তাহারা সে সব মৃতদেহ নিজেরা যত্ন-পূর্ব্বক রাঁধিয়া খায়, আগে নাকি কাঁচাই খাইত।

মানুষ মরিয়া গেলেও আমরা তাহার মৃত্যুর পর অনেক রকম অবশ্য কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, মধ্য এশিয়ার ইসিডনস্ জাতীয় লোকেরা কেহ মরিয়া গেলে আত্মীয় স্বজনেরা অন্যান্য মাংসের সঙ্গে মৃতদেহের মাংসও রাঁধিয়া ভক্ষণ করিত, আর মাথার খুলিটা একটা সোণার পাত্রে রাখিয়া দিত, ইহাই কিন্তু হইল তাহাদের দেশের মৃতের মঙ্গলার্থে পারলৌকিক অনুষ্ঠান। প্রায় ৪০০।৫০০ বৎসর আগে তিব্বতীয়েরাও পিতামাতা বা ছেলে মেয়ের মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়া ফেলিত, আর এখনও অনেকস্থলে তাহারা যে মৃতের মাথার খুলি, তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত পানপাত্রের মত ঘরে ঘরে ব্যবহার করিয়া থাকে।

আদিম অসভ্যেরা বিশ্বাস করিত যে, কাহারও মাংস-ভক্ষণে তাহার শরীরের সমস্ত গুণ ভক্ষণকারীর শরীরে চলিয়া আসিবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পেনসিলভ্যানিয়া প্রভৃতি দেশের অসভ্যেরা নরমাংস লোলুপ হইয়া উঠিয়াছিল। আফ্রিকার আশান্তি, ডাহোমিরাও অনেকে ঐ বিশ্বাসে নরমাংস ভোজন করিত। চীনের সাংঘাই বন্দরের একজন ইংরেজ বণিক লিখিয়াছেন যে, টেপিং অবরোধের সময় একদিন দেখিলেন, তাহার চীন চাকরটা একজন মৃত বিদ্রোহীর হৃৎপিণ্ডটা বাড়ী লইয়া যাইতেছে। তিনি

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—যোদ্ধাদের হৃৎপিণ্ড খাইলে সেও যোদ্ধার মত সাহসী হইবে, সেই জন্যই হৃৎপিণ্ডটা বাড়ী লইয়া গিয়া রাঁধিয়া খাইবে।

অর্দ্ধ সভ্য সুমাত্রা ও বর্নিয়ো প্রভৃতি দ্বীপের অধিবাসীরা খুব সুস্বাদু বলিয়া নাকি মানুষের মাংস খায়, আফ্রিকার কঙ্গোদেশের অধিবাসীরাও সুস্বাদু বলিয়াই যুদ্ধবাদী, অপরাধী, ক্রীতদাস বা তাহাদের বৃদ্ধ আত্মীয় স্বজনকে মারিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিত, মধ্য আফ্রিকায় অনেক স্থলে মানুষের মাংস বাজারে বিক্রয় হয়, ওখানকার মনবাট্টোরা মানুষের মাংস শুকাইয়া অন্যত্র বিক্রয়ের জন্য চালান দেয়। আর জ্যান্ত বন্দীদের মাংস বিক্রয়ের জন্য দলে দলে বাঁধিয়া গরু বাছুরের মত তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হয়।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

মাথায় উকুন হ'লে সহজে তাহা নষ্ট করা যায় না। কিটিংস ইন্‌সেকট্ পাউডার (Keatings Insect Powder) চুলে মাখিয়ে দিলে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে উকুন গুলো মাথা হতে পড়ে যায়। একটি বাছুরের গায়ে ভারি উকুন হয়েছিল, কিছুতেই উকুন নষ্ট করতে পারি নাই শেষে মনে হলো, কিটিংস পাউডারে ছারপোকা, লাল পিপড়ে, মরে যায়, কিটিংস পাউডারে উকুন কি মরে না। পাচ আনা পয়সা দিয়ে এক কৌটা কিটিংস পাউডার এনে বাছুরের গায়ে মাখিয়ে দিয়ে দেখ্‌লাম, উকুনগুলো মৃতপ্রায় অবস্থায় জমীতে বিছিয়ে পড়ে গেছে, তার পর ছেলেদের মাথার উকুনেও দিয়ে দেখেছি, উকুন নষ্ট হয়ে গেছে। একবার এটা পরীক্ষা কল্লেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভেঙ্গে যায়। প্রায় সকল ভাল ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়, কোনরূপ বিষাক্ত নয়, সম্পূর্ণ নিরাপদ জিনিষ বটে। বিলাতে প্রস্তুত হয়ে এদেশে আসে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বহু পরীক্ষায় স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে যাঁরা অধিক কদলী ভক্ষণ করেন, তাঁদের বাত, স্নায়ুশূল, কটিবাত প্রভৃতি পীড়া প্রায়ই হয় না। ভারতের আর্য্য-চিকিৎসকগণ এ সকল কথা বহুকাল পূর্ব্বেও জানতেন; সে জন্য সকল দেবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে ও সাত্ত্বিক আহারে কদলীকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন। ফলাহারীগণের বড় বেশী ব্যারাম হয় না। ফল খাওয়া ভাল।

টাকা পয়সা বহু লোকের হাতে ঘুরে বেড়ায়, সেই জন্য অনেকের ধারণা যে, ইহা দ্বারা রোগবীজাণু এক দেহ হতে অপর দেহে পরিচালিত হয়ে রোগ বিস্তার করে থাকে। Dr. Charloth B. Ward এবং Fred W. Tamner বল্‌ছেন যে এটা ভুল কথা। প্রত্যেক ধাতুরই বীজাণু ধ্বংস করবার ক্ষমতা আছে, সেই জন্য কোন রোগবীজাণু ধাতুর সংস্পর্শে আসা মাত্রই ধ্বংস হয়ে যায়। ভারতে ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার বদলে কাগজেরই চলন বেশী হচ্ছে, সুতরাং ভারতবাসীর বীজাণুর হাত হতে পরিত্রাণের উপায় নাই দেখ্‌চি।

রসুনের থাইসিস্ রোগের বীজাণু নষ্ট করবার ক্ষমতা আছে। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে যে, ইহার Blood pressure (রক্তের চাপ) কমাবার ক্ষমতা আছে। যাঁদের ব্লড্-প্রেসার বেশী, তাঁদের রসুন ব্যবহার কল্লে উপকার হয়। তিনজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। রসুন ৩ সপ্তাহ স্পিরিটে ভিজিয়ে রেখে তার রস ৩০ ফোঁটা মাত্রায় ইন্‌ট্রাভেনাস ইন্‌জেক্‌শন কল্লে রক্তের চাপ স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। (চিঃ প্রঃ)

হৃদপিণ্ডের উপর ইক্ষুর ক্রিয়া।—লণ্ডনের চিকিৎসকগণ বল্‌চেন যে, ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীর রোগের পর হৃদপিণ্ডের দুর্ব্বল অবস্থায় ইক্ষুর রস উপকারী। ইহা দ্বারা হৃদপিণ্ডের পৈশিক প্রাচীর শীঘ্র সবল হয়ে উঠে।

ডাক্তার Thompson একজন ৮০ বৎসরের বৃদ্ধকে চিকিৎসা কর্ত্তে গিয়ে ছিলেন; তার নাড়ীর বিট প্রতি মিনিটে ১৪০ হচ্ছিল। এই রোগীকে তিনি ঔষধের ব্যবস্থা না করে আখের রস পান করবার ব্যবস্থা দেন। পরদিন প্রাতঃকালে দেখ্‌লেন, নাড়ী মিনিটে ৮৮ হয়েছে। পর পর কয়েকদিন দিতেই নাড়ীর অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে গেছিল। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগীকে ইক্ষু খেতে দেওয়া ভাল। লণ্ডনের একজন চিকিৎসক বলেছেন যে, এতে হৃদ্‌পিণ্ড সবল করে, শরীর গরম রাখে, দেহের পুষ্টি সাধিত হয়।

ছেলেকে রাগিয়ে কাঁদিয়ে যেন কিছু খাওয়ান না হয়, তাতে উৎকট পীড়া হয়ে পড়ে, পেটে শূল-বেদনার মত এমন বেদনা হয় যে ছেলের জীবন সংশয় হয়ে ওঠে। প্রসূতিরা ছেলেকে ঠাণ্ডা না করে যেন কদাচ কিছু না খাওয়ান।

(কাজের লোক।)

ক্ষিপ্ত কুকুর দংশনের ঔষধ।

১। কাল ধুতুরার পাতার রস (অভাবে সাদা অথবা কনক ধুতুরার পাতার রস) ১ তোলা, গব্য ঘৃত।০ চারি আনা, কাশির চিনি চারি আনা, দধি ২ তোলা একত্রে মিশাইয়া বৈকালে রোগীকে পান করাইতে হইবে। প্রাতঃকালে ভাত পাক করিয়া তাহাতে জল মিশাইয়া রাখিবে এবং ঐ জল-দেওয়া ভাত যে পরিমাণে খাইতে পারে তাহাতে মিশাইয়া সন্ধ্যার সময় খাইবে, কিন্তু লবণ মিশাইবে না। রাত্রে যে ঘরে রোগী শয়ন করিবে, সেই ঘরে লোক থাকার প্রযো-

জল। নেশায় রোগী যেন ঘরের বাহির না হইয়া যায় এবং কোন উপদ্রব না করে তজ্জন্য সাবধানে থাকিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে কোন প্রকার ভয়ের কারণ নাই। তৎপরদিন রোগীকে স্নান করাইয়া দধি ভাত খাইতে দিবে। বৈকালে খাওয়ার সম্বন্ধে কোন প্রকার নিয়মের আবশ্যক নাই। জলাতঙ্ক উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলেও এই ঔষধ তৎক্ষণাৎ খাওয়াইলে রোগী বাঁচিয়া যাইবে, এবং দংশনের পর এই ঔষধ ব্যবহারে জলাতঙ্ক হইবে না; ঔষধ একবার খাইবার নিয়ম; কিন্তু ঔষধ খাইয়া বমন হইলে উহা দ্বিতীয়বার সেবন করাইতে হইবে। কুকুর কিম্বা শৃগাল দংশনের ৫।৭ দিন পরে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

২। যে কোন ধুতুরার রস ২ তোলা, ইক্ষুগুড় ২ তোলা, খাঁটি কাঁচা দুগ্ধ ২ তোলা, খাঁটি গব্যঘৃত ২ তোলা, মোট ৮ তোলা; একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হইবে। এই ঔষধ প্রাতে খালিপেটে সেবন করিতে হয়। সেবনে রোগীর মত্ততা জন্মে এবং তজ্জন্য সে পাগলের ন্যায় ব্যবহার করে। নিদ্রার পর রোগীর মত্ততা বিদূরিত হয়। ঔষধ সেবনের পর রোগীর অল্প মত্ততা হইলে তাহাকে স্নান করাইয়া শুক্তর ঝোল ও ঘোল দিয়া ভাত খাওয়াইবে। রাত্রিতে রোগীকে ডাল, ভাত, তরকারী, মাছ, দুধ, সকলই খাইতে দিবে। কেবল মত্ততা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত কোন মিষ্টদ্রব্য খাইতে দিবে না। ধুতুরার পাতাগুলি ব্যবহারের পূর্ব্বে ধুইয়া শুষ্ক কাপড় দিয়া মুছিয়া লইবে এবং রস ছাঁকিয়া লইবে। ফল কথা, ঔষধ সেবনের পর খুব মত্ততা জন্মিলেই বিষ নষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রথম দিন ঔষধ সেবনের পর মত্ততা কম হইলে, কয়েকদিন পরে আর একবার ঔষধ সেবন করাইবে।

৩। শ্বেত আকন্দপাতার রস ১ ঝিনুক, কাঁচা খাঁটি দুগ্ধ ৵৹ অর্দ্ধ পোয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে খালিপেটে খাইতে হইবে। বিষ থাকিলে বমি হইবে না; যে কয়দিন বমি না হয়, সে কয়দিন প্রাতঃকালে ১ বার করিয়া খাইবে। বমি হইলে বুঝিতে হইবে বিষ নাই সুতরাং তখন ঔষধ সেবন অনাবশ্যক। এই স্থলে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে,—শয্যা হইতে উঠিয়া জলস্পর্শ না করিয়া উপরোক্ত গাছের পাতা সংগ্রহ করিতে হইবে। রোগীও সেবনের পূর্ব্বে জল স্পর্শ করিবে না।

উপরি উক্ত ১।২।৩ নং ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; প্রত্যেকটীই ফলপ্রদ।

৪। ধুতুরার মূল ।৹ চারি আনা আকোড় গাছের মূল ॥৹ আনা বা বাঁশের মূল ॥৹ আট আনা, দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রাতে খালিপেটে খাইলে কুকুর-বিষ নষ্ট হয়।

৫। কুকুর কামড়াইবা মাত্র ধুতুরার শিকড় ।৹ চারি আনা ও ২॥টা গোলমরিচ একত্র বাঁটিয়া খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়। প্রাতঃকালে খালিপেটে খাইবে।

৬। ধুতুরার মূল ২ রতি ও সাদা পুনর্নবার মূল ।৹ চারি আনা বাঁটিয়া খাইলে বিষ নষ্ট হয়। প্রাতঃকালে খালিপেটে খাইবে।

৭। আপাং গাছের মুকুলসহ অগ্রভাগ ৸৹ বার আনা ওজন লইয়া চিনি সহ বাটিয়া বড়ি করিবে। ঐ বড়ি প্রাতঃকালে জলসহ সেবন করিলে বিষ নাশ হয়।

৮। কুন্দবকি (কুঁদরি) লতার মূল ২ তোলা বাঁটিয়া আদার রসের সহিত ভক্ষণে কুকুরদংশন জনিত উন্মাদ আরোগ্য হয়।

৯। কুচলে ॥৹ আট আনা, ময়ূরপুচ্ছ ।৹ চারি আনা ও তামা পিত্তলের গায়ের উপর সবুজ ময়লা জন্মে তাহা ৵৹ দুই আনা একত্রে ঘুটের আগুনে পুটপাকে পোড়াইবে। পরে শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ৬ ছয় রতি ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়।

১০। মৌরী মধুর সহিত বাঁটিয়া দংশন-স্থানে প্রলেপ দিলে ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশন-জনিত ঘায়ের উপকার হয়।

১১। কুকুর, বিড়াল, শিয়ালাদির দংশনে ঘা হইলে "কালীঝাঁপের" পাতা বেঁটে দংশনস্থানে প্রলেপ দিলে ঘা আরোগ্য হয়।

১২। আকন্দ-আটা, সরিষার তৈল, ইক্ষুগুড় সমভাবে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতের উপর প্রলেপ দিলে ঘা শুকাইয়া যায়।

পথ্য।—শুদ্ধ গব্য ঘৃত বা অল্প পরিমাণ অন্নের সহিত বেশী পরিমাণ গব্য ঘৃত মিশ্রিত করিয়া খাইলে বিষ নষ্ট হয়।

উপরি-উক্ত ঔষধ গুলির মাত্রা যুবক এবং বৃদ্ধদিগের জন্য। অল্পবয়স্ক বালকদিগের জন্য অর্দ্ধ কিম্বা সিকি মাত্রা ঔষধ গ্রহণ করিবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাং ডোমজুড়, জেলা হাওড়া।

মেদিনীপুর হিতৈষী

গৃহিণীর বৈঠক।

"কেমন করিয়া কইমাছ প্রভৃতির পাতরী করিতে হয় জানিস্?"

একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে গৃহিণী উপবিষ্টা। চারিদিকে তাঁহার নাত্নীগণ ও বধূগণ গিন্নীর কাছে বসিয়া গল্প শুনিতেছে। সেকালের গৃহিণীরা দিবানিদ্রা জানিতেন না, কখনও আলস্যে এক মুহূর্ত্ত সময়ও কাটাইতেন না। বড় নাত্নীটী এখন বয়স্কা হইয়াছে। দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—সরসি, অনেক দিন তো শ্বশুর ঘর ক'রে এলি, কইমাছের "পাত্রী কেমন করে কর্ত্তে হয় জানিস্? সরসী হাঁসিয়া বলিল, না দিদিমা—যে পর্য্যন্ত শ্বশুর-বাড়ী গিয়াছি, এ সব শেখ্বার আর সুবিধে হয় নি। আমার খাশুড়ী একালেরই তো,—ওসব কিছু জানেন না। তিনিও আমাদেরই মত—ঐ নাটক-গল্প-পড়া মেয়েমানুষ, সারাদিন বই নিয়ে না হয় সুতো ক্রুচেট নিয়ে বসে আছেন। আমাদিগকে শিখুচ্ছে কে দিদিমা?

দিদিমা বল্লেন, বোস্, আজ তোকে একটা নতুন জিনিষ শিখিয়ে দিচ্চি। কই-মাছের পাত্‌রী খেতে ভারি সুস্বাদু, অরুচির রুচি হয়ে যায়।

সরসী। দিদিমা, আপনার পাতরীর নাম শুনে এখনই আমার জিবে জল সরচে। কাল বাগ্‌দী-বৌ ১০।১২টা খুব বড় বড় কইমাছ দিয়ে গেছে, আজই কল্লে হয় না?

দিদিমা। আপত্তি কি। আমি তা জানি যে কাল কইমাছ দিয়েছে, তাই জন্যেই তো কথাটা পাড়লুম।

সরসী আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া একেবারে নীচে যাইয়া রামীর মাকে ডেকে নিয়ে উপরে হাজির হল।

গিন্নী বলিলেন, "ভাখ্ রামীর মা, যে কইমাছগুলো আছে, সেগুলোর শিরের কাঁটাগুলো কেটে কানকো আর কাঁটা-পোটা বের করে দিয়ে মাছগুলো বেছে দে।

রামীর মা বল্লে, মাছ বাছ্‌তে কি আর জানিনা মা?—এই ক'রে বুড়ো হয়ে গেলাম।

গিন্নী। তা জানি, তবে পাছে মুণ্ড কেটে ফালি করে রাখিস্, তাই জন্যে গোটা গোটা রাখ্‌তে বলে দিচ্চি।

রামীর মা চলিয়া গেল।

তারপর গিন্নী বল্‌তে লাগ্‌লেন—দ্যাখ্ সরসী, ঐ বাছা-কইমাছগুলোকে একটু লঙ্কা বাঁটা, সরষের বাটনা, বাটনার সিকি ভাগ তেতুলের মাড়ী বা কাগ্‌জী নেবুর রস, একটু নুণ আর দু'পলা তেল দিয়ে সব মাছগুলির গায়ে বেশ একটু পুরু ক'রে মাখিয়ে দিতে হবে। তারপর প্রত্যেক মাছটীকে লাউপাতা বা কুমড়াপাতা দিয়ে জড়িয়ে ফেলতে হবে; একটু সুতো দিয়ে বেঁধে দিলেও মন্দ হয় না। তারপর একটা তাওয়া চড়িয়ে তাতে ঐ পাতাজড়ান মাছগুলিকে ছেড়ে দিতে হবে দিয়ে তার উপর একখানা সরা বা বাটী চাপা দিতে হবে আর ২।৩ পলা তেল ঐ বাটী বা সরার চারদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে—দেখিস্ যেন পাতা বা মাছ পুড়ে না যায়। একটু এই রকমভাবে থাকার পর খুন্তি ক'রে উল্‌টে দিয়ে চাপা দিতে হবে। ৮।১০টা মাছ তাওয়ায় যেতে পারে বটে, কিন্তু যাতে সেগুলো পুড়ে না যায় সেদিকে খুবই নজর রাখ্‌তে হবে। এখন পাথরী প্রস্তুত হলো। আগুনের আঁচ মৃদু হবে।

একটু সন্ধ্যে হলেই করবে—যেন তোমার মামাবাবুর খাবার আগে তৈয়েরি হয়ে যায়, সে পাতরী বড় ভাল বাসে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে না হতেই সরসী তার মামীমাদের সঙ্গে পাতরী তয়েরী করে ফেল্লে। বাড়ীর ব্যাটাছেলেদের খাওয়া শেষ হলে সরসী যখন খেয়ে দিদিমার কাছে ফিরে এলো তখন দিদিমা জিজ্ঞাসা কল্লেন "সরসি," পাতরী কেমন খেলি?

সরসী বলিল, সে আর কি বল্‌বো দিদিমা—সে যে কি সুন্দর তা বলতে পারি না। যেয়েই আমার খাশুড়ীকে একদিন রেঁধে খাওয়াতে হবে।

দিদিমা বল্লেন—কেন, তোর বরকে একদিন খাওয়াবি না?

সরসী হাসতে হাসতে বল্লে—সে কথাটা আর মুখ ফুটে না বল্লেই নয় দিদিমা?

দিদিমা বল্লেন, পাতার ভিতর মাছগুলো ভাপে সিদ্ধ হয়ে যায় বলেই বোধ হয় এর নাম পাতরী হয়েছে। কইমাছ ছাড়া ইলিস্ ও অন্যান্য মাছেরও পাতরী হতে পারে।

(কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ঠাকুরমার টোট্‌কা

বা

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

কুকুরে কামড়ান।

কুকুরের গায়ে এক রকম লালমাছি থাকে তাহা কলায় ভরিয়া খাওয়াইতে হয়। লাল কেন্নো শুকাইয়া গুঁড়ো করিয়া ৩।৪ রতি প্রমাণ কলায় ভরিয়া খাওয়াইবে। কুকুরে কামড়াইবা মাত্র ধুতুরার শিকড় ।০ আনা ২।৩টা গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া খাওয়াইয়া দিবে, কম্বলের লোম কলায় ভরিয়া খাওয়াইবারও নিয়ম আছে। কুঁচলে ॥০ আনা, ময়ুর পুচ্ছ ।০ আনা ও তামা পিত্তলের গায়ে যে সবুজ ময়লা জন্মে তাহা ৵০ আনা একত্রে ঘুটের আগুণে পুটপাকে পোড়াইবে। পরে শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া রাখিবে, এই চূর্ণ ৬ রতি ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া খাওয়াইলে ফল পাওয়া যায়।

কুষ্ঠ।

এই পাপজনিত মহাব্যাধির ঔষধ লাভের দেবতানুগ্রহই উপায়। ভজন, পূজন, গঙ্গা-মৃত্তিকা লেপন, নিরামিষ ভোজন, গঙ্গা-স্নানাদি শুদ্ধাচার এবং তৎসহ এই যোগ—গর্জ্জন তৈল ৩০ ফোঁটা প্রতি দিন দুগ্ধ সহ সেবন ও তৈলের বাহ্য প্রয়োগ, খাঁটি হরিতাল ভষ্ম, ঘৃত ও মধু সংযোগে সেবন। মনঃশিলা ভেলার আঠায় মাড়িয়া ছোলার মত বড়ী করিবে—এই বড়ী প্রাতে ও সন্ধ্যায়, ছাতিম পাতার রস সহ সেবন কর্ত্তব্য। চাল-মুগরা তৈল, নিমতৈল মিশাইয়া প্রলেপ উপকারী।

কোষ্ঠ বদ্ধ।

সোঁদালের ফুল ঘৃতে ভাজিয়া, প্রতিদিন আহারের প্রথম গ্রাসের সহিত খাইলে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

সোনামুখী ॥০ আনা, বড় হরীতকী ৪টা, জাঙ্গী হরিতকী ৮টা, মৌরী ॥০ আনা, মিশ্রী ২ ভরি রাত্রে গরম জলে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে দুই একটি দাস্ত হইয়া বায়ু ও পিত্তদোষ নিবারিণ হয়।

(ক্রমশঃ।)

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ বর্ষ।] ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ সাল। ইং ৮ই জুন ১৯২৩ সাল। [২য় খণ্ড।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসে গেজেটে ৩টী করিয়া পুরস্কারের প্রশ্ন বাহির হইবে। প্রতি প্রশ্নের উত্তরের পুরস্কার ২৲ দুই টাকা। গেজেটের গ্রাহকমাত্রই এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু উত্তরের সহিত কুপন না থাকিলে কোন উত্তরই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। প্রশ্নের শেষ ভাগে পুরস্কারের কুপন আছে। উত্তরের সহিত গ্রাহক নম্বর লিখিবেন।

২। একজন গ্রাহক ৩টী পুরস্কারের জন্য উত্তর পাঠাইতে পারেন; কিন্তু, একাধিক পুরস্কার এক মাসে একই গ্রাহককে দেওয়া হইবে না।

৩। পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচার সকল সময়েই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

৪। প্রতি মাসের প্রশ্নের উত্তর তৎপরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। প্রতিযোগিতার ফল পরবর্ত্তী মাসের গেজেটে বাহির হইবে। উল্লেখযোগ্য উত্তরপ্রেরকগণের নাম ঐ সঙ্গে গুণানুসারে প্রকাশিত হইবে।

৫। কাগজের এক পৃষ্ঠায় উত্তরগুলি লিখিতে হইবে। প্রথমেই গ্রাহক নম্বর, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক। একাধিক ব্যক্তির উত্তর একই এবং ঠিক হইলে লেখার ধরণ এবং পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য করিয়া পুরস্কার যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবে।

বৈশাখ মাসের প্রশ্নের ফল।

১ম প্রশ্নের উত্তর—

(ক)

ত্রি-অক্ষর যোজনে হয় নামের গঠন,
প্রথম অভাবে হয় দেবতার আখ্যান।
দ্বিতীয় অক্ষরটী যদি করয়ে সংহার,
গুরুত্ব হইয়া কিন্তু যায় অর্থ তাহার।
যদ্যপি তৃতীয় অক্ষর করয়ে খণ্ডন,
তথাপি দেবতার নাম না হয় লঙ্ঘন॥
অর্থ—"ভাস্কর।"

(খ)

আদি অক্ষর অজ্ঞাত শেষ অক্ষর সেই,
নরাকার নিম্নাঙ্ক ভেদ মাত্র এই।
মনোতে বসে আছেন রায় মহাশয়,
পাপীলোকে উচ্চারিলে পাপ মুক্ত হয়॥
অর্থ—"নারায়ণ।"

২য় প্রশ্নের উত্তর—

৯	৭২	২৮৮	৩৩৩	=৭০২
৩০৬	৩১৫	২৭	৫৪	=৭০২
৬৩	১৮	৩৪২	২৭৯	=৭০২
৩২৪	২৯৭	৪৫	৩৬	=৭০২
‖ ৭০২	‖ ৭০২	‖ ৭০২	‖ ৭০২	৭০২

(কর্ণ বরাবর: ৭০২, ৭০২)

২৬০	১০৪	৩৩৮	=৭০২
৩১২	২৩৪	১৫৬	=৭০২
১৩০	৩৬৪	২০৮	=৭০২
‖ ৭০২	‖ ৭০২	‖ ৭০২	৭০২

(কর্ণ বরাবর: ৭০২, ৭০২)

৩য় প্রশ্নের উত্তর—

(ক) শালা।

(খ) সন্দেশ।

প্রশ্নোত্তরকারীগণের প্রতি নিবেদন।

বহু সংখ্যক ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের গেজেটে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর পাঠাইতেছেন এবং উত্তরও অনেকের যথাযথ হইতেছে কিন্তু পুরস্কারের নিয়মাবলীর প্রথম ধারা অনুসারে তাঁহাদের উত্তর গ্রহণ করা হইতেছে না—কারণ গেজেটের গ্রাহক ভিন্ন অন্য কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় না; সেই কারণ যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিয়া পুরস্কার পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রথমে এক টাকা বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন কিম্বা আমাদের নিকট চিঠি লিখিলে আমরা রেজেষ্ট্রী খরচা সমেত ১৲০ এক টাকা দুই আনা চার্জ্জ করিয়া ভিঃ পিঃতে বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া থাকি।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রশ্ন।

১ম প্রশ্ন।

১। চারি লাইনে দুইটী পদ্য হেঁয়ালী লিখিতে হইবে যাহাদের উত্তর—'বিভীষণ' ও 'ঘুড়ী' বুঝাইবে।

২য় প্রশ্ন।

২। নিম্ন লিখিত হেঁয়ালী ২টীর অর্থ পূরণ করিতে হইবে।

(ক)

ত্রি অক্ষরে নাম মম চতুষ্পদ হই।
মধ্য বিনে মানবের সঙ্গে আমি রই॥
আদি অক্ষর হীনে যে নামের গঠন।
সকলের কাযে লাগে বুঝহ এখন॥
ভোক্তা মাঝে থাকে হই অন্ত বাদ দিলে।
সমস্যা পূরণ কর বন্ধু সবে মিলে॥
আদি দীর্ঘ স্বর মোর লয়ে হ্রস্ব করে।
সব অর্থ পাবে এবে পাঠাও উত্তরে॥

(খ)

রবিবারে রজঃস্বলা হয় যদি নারী।
তাহাতে যা হয় দেখ করিয়া বিচারি॥
বসন হইয়া হল কেবা সদা থাকে।
কিবা তার নাম তাই বলহ আমাকে॥
তাহার অভাবে কভু না হয় লিখন।
কিবা অর্থ কিছু দিন ভাবহ এখন॥

৩য় প্রশ্ন।

(ক) এমন একটী দীর্ঘ বাক্য রচনা করিতে হইবে যেন তাহার প্রত্যেক পদের আদি অক্ষর 'ক' হয়।

(খ) এমন একটী শ্লোক লিখিতে হইবে, যেন তাহার প্রথম দিক হইতে পড়িলে যাহা হইবে, শেষ দিক হইতেও পড়িলে তাহাই হইবে।

ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট
পুরস্কার কুপন নং ৯

কৃষিকার্য্য।

জ্যৈষ্ঠ মাস।

কৃষিক্ষেত্র—এই সময় আমন ধান বোনা হয়। পাট ও আউস্ ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, প্রয়োজন মত ভাঁটি বান্ধিয়া দিতে হয়। এই মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বোনা যায়। হলুদ, ওল, কচু, আদা প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইলে চলে। শাকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় পর্য্যন্ত বপন করা চলে।

সজী বাগ,—এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত, কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলাদি ফসল হইতে ইতিমধ্যে মকাই ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। লাউ, কুমড়া, ঢেড়স, পালা ঝিঙ্গা, শসার বীজও এই মাসে বপন করা চলে। বর্ষাতি মূলা ও নানাজাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে।

ফুল বাগিচা—এই সময়ে জিনিয়া, দোপাটী, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজও এই সময়ে বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়ার মূল এই সময়ে বসাইতে বলেন। আমরা কিন্তু বলি আমাদের দেশে অত্যধিক বর্ষায় মূলগুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে সেই জন্য বর্ষান্তে বসাইলেই ভাল। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্ব কথিত মূল বীজ ব্যতীত আমরান্থস্, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মাটীনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ বপনের এই সময়।

ফলের বাগানে এখন বিশেষ কোন কাজ নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্য্য। তবে কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের ধূপে কলম করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশে ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে।

আতা পাতা।

বিষাক্ত স্ফোটকের (Carbuncle) বিশেষ ফলপ্রদ দেশীয় ঔষধ।

ডাক্তার এল্, এম্, সেনগুপ্ত গিরি এল্, এম্, এস, সংবাদ পত্রে প্রকাশ করেন যে তিনি একটি দেশীয় সহজ প্রাপ্য ঔষধ দ্বারা বহু-দূষিত ঘা, ফোড়া, নালী ইত্যাদি চিকিৎসা করিয়াছেন এবং ঐ ঔষধটির আরোগ্যকারী শক্তি দেখিয়া এত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন যে সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজ সোসাইটিতে পাঠ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, পাছে এই সহজ-প্রাপ্য ও আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধটি বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেই জন্য সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিতেছেন।

এই ঔষধটির উপাদান—আতার পাতা।

পশ্চিম অঞ্চলে আতার নাম সীতাফল ইংরাজীতে custard apple এবং উদ্ভিদ্ তত্ত্বে (Botany) ইহার নাম "Anona Squamosa"

কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়?

কতকগুলি পাতা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইতে হয়। তৎপরে থেঁতো করিয়া রস বাহির করতঃ উহা ক্ষতস্থানে লেপন করিয়া তাহার উপরে ঐ পাতা বাটিয়া গরম করিয়া পুলটিস দিবে। এরূপ দিনে দুইবার করিয়া দেওয়া শ্রেয়। উপশমের চিহ্ন—ক্ষতের চতুর্দ্দিকে চক্রাকার একটি সাদা দাগ লক্ষিত হয় এবং ক্ষতের পূঁজ, রক্ত বা রস কমিয়া গিয়া ক্ষতস্থান লাল দেখায়।

তিনি এই ঔষধ ফোড়া, ঘা, নালী ক্ষত, কার্ব্বঙ্কল এমন কি, ক্ষয়রোগজনিত হাড়ের পচনেও (Tubercular caries) ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত সুফল পাইয়াছেন। বহু স্থানে কার্ব্বলিক, আইডোফর্ম প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঔষধ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া কোন সুফল না পাওয়ায় এই সামান্য ঔষধি ব্যবহারে আশাতীত ফল লাভ করিয়াছেন।

তিনি বলেন এই ঔষধ উল্লেখের কারণ—ইহা এত সহজ প্রাপ্য অথচ এরূপ ফলদায়ক। বিশেষতঃ যে সকল দরিদ্র লোক আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যয়সাধ্য বলিয়া অবলম্বন করিতে পারেন না এবং এদেশে এইরূপ লোকই বোধ হয় বার আনা ভাগ, তাঁহাদের যদি কিছু উপকার হয়। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে কেহ ইহা ব্যবহার করিয়া নিরাশ হইবেন না।

নালীঘায়ে এই পাতার রস পিচকারি করিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। বিনা অস্ত্রে আরোগ্য হইবার ইহা একটি প্রশস্ত উপায়।

(কৃষক।)

সংহতি ও জাতি।

চরকা চলে না, তার কারণ অন্য অনেক কিছু থাকলেও, শক্তির অভাবই যে বড় অভাব এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের কোনটা চলে? কোন্ আদর্শটা গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমরা সার্থক করতে পারছি? হিসাব করে দেখলে, কোনও উদ্দেশ্যই আমরা সিদ্ধ করে তুলতে পারিনি। বাধার সামনে দাঁড়িয়ে, বেশী দিন যুদ্ধ করা আমাদের সামর্থ্যে কুলায় না। নাগপুরের পতাকা আন্দোলনও, দেশের উৎসাহ অভাবে নিভে আসছে। চরকা চালানোর চেয়ে এটা ত বেশী শক্ত কাজ নয়। অনেকে বল্‌বে, একি একটা কাজ? গুরুদ্বারে অকালী শিখের আত্মবলি এই রকম কাজের সূত্র ধরেই জয়যুক্ত হয়েছে। যে জাতি সঙ্কল্প রক্ষায় জীবন দিতে জানে না, জাতীয় সম্মান রক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয় না, সে জাতির ভবিষ্যৎ শেষ পর্য্যন্ত চীৎকার করে মরা ভিন্ন অন্য কিছু নেই আর তা না হ'লে গোলামীর শীল মোহর কপালে এঁটে, নৈহাটির মত বছর বছর গোটাকতক সাহিত্য সভা করা, আর মিউনিসিপাল ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ পেয়ে গলাবাজী করা ভিন্ন অন্য কাজে হস্তক্ষেপ করবার যোগ্যতা আমরা হারিয়েছি।

চরকা প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে টিক্‌বে না, এ কথা নূতন নয়, পরাধীন জাতির কোন্ ব্যবসা প্রতিযোগীতায় টিকে? যদি বৈদেশিক বণিকগণের সহানুভূতি না থাকে? আজ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট দ্রব্যাদি খরিদে একটু কৃপণতা দেখাতেই, ব্যবসার বাজারে হাহাকার উঠেছে, মুদি কপালে হাত দিয়ে বসেছে, ধান চালের রপ্তানি না হ'লে মহাজনদের মাথায় বজ্রপাত, আমরা সর্ব্বক্ষেত্রেই যে বিদেশীর মুখ চেয়ে বসে আছি এই অবস্থাটা তো আমাদের সত্য অবস্থা নয়! সত্য স্বাধীন অবস্থা গড়ে' তুলতে হ'লে জীবনব্যাপী তপস্যা চাই, ত্যাগ ধৈর্য্য আত্মপ্রত্যয় চাই, তা না হ'লে, দু' থেয়েই গুলি মাপ্‌লে লোকে আমাদের পাগল বল্‌বে।

"স্বরাজ" চাই, সে "স্বরাজ" লাভ করতে হ'লে এই সোজা কথাটা জেনে রাখলেই তো হয়, যে তার আগে জাতি চাই, একটা আশ্রয় না পেলে বস্তুটা অবধারণ করবে কে? লোকের ধারণা, জাতি আবার নূতন করে' চাই কি? ত্রিশকোটি নরনারী কি জাতি নয়? আমাদের সঙ্গে বিরোধ তো এই খানেই, এইটা যদি জাতি হতো, তা হ'লে পরাধীনতার শৃঙ্খলে এই বিপুল জাতি বাঁধা পড়বে কেন? যে বোধ থাকলে নিজেদের জাতি বলে পরিচয় দেওয়া যায়, সে বোধ আমাদের কোন কালে ছিল কিনা সন্দেহ। ভারতের মধ্যে জাতিগঠনের চেষ্টা হয়ে ছিল শিখেদের মধ্যে, সে চেষ্টা ব্যাপক ভাবে সিদ্ধ না হ'লেও ভারতে জাতি বল্‌তে শিখদের নামোল্লেখ করা যায়, কেননা শিখদের সংহতি শক্তির অভিব্যক্তি আজিও শোণিতাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাচ্ছে, আর জাতি বলতে মহারাষ্ট্রকে স্বীকার করা যায়, শিবাজীর তপঃশক্তি একটা জাতি গঠনের আয়োজন করেছিল, সমগ্র ভারতশক্তির তুলনায় ইহা কিছুই নয়, তা হলেও "স্বরাজ প্রাদেশিকভাবেও যদি পাওয়া যায়, আমাদের বিশ্বাস এই দুই জাতিই তা যথারীতি রক্ষা করে ভোগ করতে পারবে।

সম্প্রতি অনেকের মাথায়, বলশী নীতি ঢুকেছে, সেটা হচ্ছে mass movement—ত্রিশ কোটী নরনারীর মধ্যে আটাশ কোটি যখন শ্রমজীবি, তখন এদের জাগরণেই দেশের সৌভাগ্য ফিরবে, এই ধার করা বিদ্যে নিয়ে, আবার আমাদের দিন কর্তক নাকানি চুবানি খেতে হবে দেখ্‌ছি। যারা খেটে খায়, তাদের সুখ সাচ্ছন্দ্য বিধান কর্‌তে হবে এ কথা অস্বীকার কেউ করে না কিন্তু আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে, আটাশ কোটী নরনারীকে জাগিয়ে তোলা

আর হাজার দশেক মানুষের সংহতি গ'ড়ে তোলা দুটার মধ্যে কোন্‌টা সহজে ও ক্ষিপ্র গতিতে সিদ্ধ করা যায়, তাই এখন বিবেচ্য। আমেরিকার স্বাধীনতার যুগের ইতিহাসে দেখা যায় দেশের অধিকাংশ লোকই স্বাধীনতার বিরোধী ছিল কিন্তু স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত কয়েকশত নারী পুরুষ দেশের ভাগ্যচক্র ইচ্ছামত ঘুরিয়ে দিয়ে ছিল, তার ফলে আমেরিকার অধিকাংশ অধিবাসী উৎসন্নের পথে যে যায় নি তা আর প্রমাণ দাখিল করে দেখাতে হবে না।

দেশে অসংখ্য মত ও পথ নিয়ে আন্দোলন চলেছে, সব পথেই মানুষের দৌড়াদৌড়ি করা অসত্য নয়, কেননা নিজ নিজ বিশ্বাস ও দর্শন নিয়ে সবাই চলেছে, তবে আমরা অন্ততঃ একদল লোকের কাছে এই কথাটা স্পষ্ট করে' বল্‌তে চাই, যে ভারতের স্বাধীনতা ঔপনিবেশিক অথবা পার্লামেণ্টেরী এ সবের কোনটাই নয়, ভারত সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা চায়, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ভারত চায় কি চায় না, এ বিচার এখন নয়, ইংরাজের সহিত আমাদের কি রূপ সম্বন্ধ থাকবে তাও 'স্বরাজ' লাভের প্রয়াসকালে নির্ণয় হবে, ভারতের সত্য আকাঙ্খা পূরণের সদিচ্ছা রাজশক্তির থাকলে বিরোধের ব্যাপার ইহার মধ্যে কিছুই নাই, তা না হলে অনিবার্য্য সংঘর্ষ তো আস্‌বেই, ভয়ে এই সত্য চিন্তাগুলি গুটিয়ে নিজেদের সঙ্কীর্ণ করে তোলা, অভীষ্ট সিদ্ধির পথে বাধাকেই বাড়িয়ে তোলা নয় কি?

দেশ চায়—উপায় কি? পথ কি? সে উপায়, সে পথের নির্দ্দেশ কে দিবে? আমরা অনেক মানুষের মুখের দিকেই তাকালুম কত নেতার উত্থান পতন দেখ্‌লুম, শনৈঃ শনৈঃ জাতীয় রথ অগ্রসর হয় বটে, কিন্তু ছেদহীন গতি আজ পর্য্যন্ত কেউ দিতে পারে নি, সে দেওয়ার সাধ্য কারুর নাই, তাই যারা পথ চান, নির্দ্দেশ চান, তাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য নিজেদের মধ্যে অন্তর্যামীকে জাগিয়ে তোলা, তিনি শক্তির উৎস, জ্ঞানের উৎস আনন্দের উৎস—এই জাগরণের মন্ত্র উৎসর্গ। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবনের সব কিছু দিয়ে যাওয়া। যিনি সকল কামনার কেন্দ্র, তিনি জাতির এই শ্রেষ্ঠ কামনা পূরণ করবেন। জাতীয় শিক্ষার মধ্যে এই আত্মসমর্পণের দীক্ষা সার্থক করে তুলতে হবে।

তারপর সংহতি রচনা করা। সে সংহতির উদ্দেশ্য "স্বরাজ"। আদর্শ গোপন করার প্রয়োজন নেই, গোপন গঠন দুর্ব্বলতাকে লুকিয়ে রাখে, ভীরুতাকে প্রশ্রয় দেয়, জীবন গতিও হীন পথে অভিযান করে। বাধাকে ভয়ের চক্ষে দেখলে চলবে না। স্বাধীনতার জন্য বৈধ চেষ্টা রাজবিদ্বেষ নয়, রাজ্য শাসনের নীতি বিরোধী নয়, সুতরাং দোষশূন্য। আদর্শ যত অস্পষ্ট রাখা যায় জীবনগতিও জটিল দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়ে, এরূপ ঘুরিয়ে নাক দেখান দুর্ব্বলতার চিহ্ন, ইহার মধ্যে নিজেকে হীনভাবে বাঁচিয়ে রাখার দুর্ব্বুদ্ধি থাকে; যাহা চাই জীবনপণেই তা আয়ত্ত হবে, তবে অন্তঃকরণ নিষ্পাপ ও অমলিন রাখা চাই, বিদ্বেষের বশবর্ত্তী যে সংহতি, সে সংহতি এই মহান্‌ ধর্ম্মসাধনের উপযোগী নয়।

এই সংহতি পরিচালনের সামর্থ্য দেশকেই বহন কর্ত্তে হবে, ইহার জন্য লোকবল, অর্থবল দেশের বুকে সঞ্চিত আছে; আহরণের উপযোগী চরিত্র নির্ম্মাণেই ইহা অনায়াস সাধ্য হবে!

সংহতির স্থায়ী অর্থপ্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণের সাধনা কৃষি ও বস্ত্র শিল্প। সংহতির ধনসঞ্চয়ের ইহাই সুষ্ঠু পন্থা। দেশে ফসল উৎপন্ন করা চাই, খদ্দরে দেশ ছেয়ে ফেলা চাই। এক্ষণে প্রতিযোগিতার কোন কথা নাই, জাতির তপস্যা এই পথেই মূর্ত্ত হয়ে উঠবে, মহাত্মাজী এই খদ্দরের প্রচারেই ল্যাংকেসায়ারে হাহাকার তুলেছিলেন, অক্ষমতা ঘুচিয়ে খদ্দরের জয় ধ্বজাই ওড়াতে হবে, যে তপঃশক্তিতে হাজার হাজার লোক অন্তরাত্মার সত্যে ঐক্যবদ্ধ হবে, তা জাতীয় এই কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই মূর্ত্ত হয়ে উঠবে, মানুষের মুখ বন্ধ করে অন্তঃশক্তি জাগিয়ে তোলার ইহাই একমাত্র পন্থা—একাজ শক্ত নয়, আমরা সংঘ হিসাবে যা সফল করেছি, জাতি ব্যাপকভাবে সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে সত্যই বাংলায় শিখজাতিরমত এক মহাশক্তিশালী জাতি গড়ে উঠবে, আমরা এই গঠননীতিই দেশের কাছে বলি, শুধু লিখেই আমরা নিশ্চিন্ত নই, সাধ্যমত এই অনুষ্ঠানেই আমরা শত শত লোক জীবন ঢেলে দিয়েছি; সাফল্যের যোল আনা আশা আছে, তাই নিঃসঙ্কোচে দেশকে এই পথেই নির্দ্দেশ দিই।

(নবসঙ্ঘ।)

বাঙ্গালীর অবস্থা।

বাঙ্গালী জাতি মরণোন্মুখ। দারিদ্র্যে, রোগে বাংলার প্রাণবায়ু নির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার যে অবস্থা ছিল আজ আর তাহার সে অবস্থা নাই, শতকরা নব্বই জন লোক দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না; বাকী শতকরা দশজন লোকের মধ্যে কতক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, আর খুব অল্প সংখ্যকই একটু সমৃদ্ধিশালী। বাঙ্গালী রোগে জীর্ণ, দারিদ্র্যই ইহার প্রধান কারণ, আবশ্যক মত সে পথ্য বা ঔষধ পায় না তারপর সুস্থ দেহেও তার যে অবস্থা ইহাপেক্ষা ভাল তাও নয়; অনাহারে তাহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে ইহার উপর নিত্য ব্যাধি আজ ম্যালেরিয়া, কাল অজীর্ণ, পরশ্ব আরও দুরারোগ্য অন্য কোন ব্যাধি, এইরূপে বাঙ্গালী আজ ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া দিন দিন মৃত্যুর পথেই ছুটিয়াছে। তারপর যাও দু'চার জন সমৃদ্ধিশালী ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ আছেন তাঁহাদেরও স্বাস্থ্য যে

অনাহার দারিদ্র্য ক্লিষ্ট অপেক্ষা ভাল তাও নয় ইহাদেরও নশ্বর দেহ অত্যাচার অনাচারের ফলে শীঘ্রই ব্যাধির মন্দিরে পরিণত হয়, সংসার চলার উপযোগী অর্থের অধিকারী হইয়াও কত বাঙ্গালী যে অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের উপর দেশের জলবায়ুর এবং সময়ের যে অনেকটা প্রভাব রহিয়াছে ইহা অস্বীকার করা যায় না।

*　*　*

পৃথিবীর লোক সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রাত্যহিক জন্ম সংখ্যা ২ লক্ষ ২০ হাজার মৃত্যু সংখ্যা ১ লক্ষ ৮০ হাজার, সুতরাং প্রতিদিন ৪০ হাজার এবং প্রতিবর্ষে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ লোক বাড়িতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের কোথাও এই হারে লোক বাড়িতেছে না, সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালার অবস্থাই শোচনীয়, বাঙ্গালার জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অধিক, বিগত কয়েক বৎসরে জন্মাপেক্ষা প্রায় ৪ লক্ষ লোক অধিক মরিয়াছে। তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গেরই অবস্থা খারাপ, বঙ্গের যে সব জিলায় জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অধিক সে গুলি মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিম বঙ্গে। এইগুলি ম্যালেরিয়ার আগার। পশ্চিম বঙ্গে যত লোক ম্যালেরিয়ায় মরে পৃথিবীর কুত্রাপি শুধু ম্যালেরিয়ায় অত লোক মরে না, এমন কি ভারতবর্ষেও নয়। এই ম্যালেরিয়া ছাড়া ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, কলেরা রোগে কত লোকই যে ইহধাম ছাড়িয়া চলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ১৯২১ সালে বাঙ্গালায় হাজার করা সাড়ে ত্রিশ জন মানুষ মরিয়াছে; এত অধিক মৃত্যুর হার পৃথিবীর কোথাও নাই। বাঙ্গালা দেশই পৃথিবীর সকল রোগের আকর।

*　*　*

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকের অপেক্ষা বাঙ্গালীরই পরমায়ু কম। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়রল্যাণ্ড, কানাডা, মার্কিন যুক্তপ্রদেশ, নরওয়ে ও সুইডেনে প্রত্যেক ব্যক্তির গড় পরমায়ু ৪৫ বৎসর, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে ৪০ বৎসর, রুষিয়ায় ২৪ বৎসর এবং ভারতবর্ষে ২৩ বৎসর। শুধু বাংলা দেশের হিসাব খতাইয়া দেখিলে ইহাপেক্ষা কম হইবে নিশ্চয়। দারিদ্রের অনুপাতেই আয়ুর তারতম্য দেখা যাইতেছে, শুধু ভারতবর্ষ ব্যতীত রুষিয়াই পৃথিবীর সব দেশ অপেক্ষা দরিদ্র, সেখানকার আয়ুও ভারতবর্ষেরই ঠিক উপরে। শস্য শ্যামলা বাঙ্গালা আজ শুধু কথার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে—বাঙ্গালারই ফলে জলে পুষ্ট বাঙ্গালী আজ মৃত্যুর দ্বারে অতিথি, আর বাঙ্গালার অর্থে পুষ্ট পৃথিবীর অন্যান্য দেশ কেমন আনন্দে, সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া সুন্দর স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে করিতে জীবন কাটাইতেছে। যে হারে বাঙ্গালীর পরমায়ু কমিতেছে এবং যেরূপ দ্রুতহারে বাঙ্গালার মৃত্যু সংখ্যা বাড়িতেছে তাহাতে মনে হয় ভবিষ্যৎ অতি ভয়াবহ। এখন হইতেই ইহার প্রতিকার আবশ্যক।

*　*　*

সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালী হিন্দুর অবস্থা শোচনীয়। মুসলমানের সংখ্যা সামান্য বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া হিন্দু মুসলমানের একত্র মৃত্যুহার তত অধিক বোধ হইতেছে না, বাঙ্গালী হিন্দুর মৃত্যুহার আলাহিদা দেখিলে আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠিবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা ৪॥ লক্ষ বেশী ছিল, পঞ্চাশ বৎসর পরে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ৪৬॥ লক্ষ বেশী দাড়াইয়াছে। মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই সংখ্যা বাংলায় বৃদ্ধি হইতেছে, শুধু হিন্দুর সংখ্যাই কমিতেছে। আরও বিচিত্র এই, বঙ্গে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যাই কমিতেছে। মুসলমান রাজত্বকালে যে অদ্ভুত ছুৎমার্গ হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারই পরিণাম এখনও হিন্দু-সমাজে সংক্রামক ব্যাধি রূপে রহিয়াছে তদ্ভিন্ন হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণতাও হিন্দু হ্রাসের আর একটি প্রধান কারণ, সমাজ যে ভাবে অনুষ্ঠ-বদ্ধ রহিয়াছে তাহাতে তাহার প্রসারের ত কোনই উপায় নাই, তদ্বিপরীতে সামান্য কারণেই হিন্দুকে সমাজচ্যুত ও ধর্ম্মচ্যুত করা হয়, এই কারণেও হিন্দু সমাজ দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া মৃত্যুমুখে চলিয়াছে। এককালে হিন্দু যে কমঠ ব্রতের সাহায্যে আপনার বৈশিষ্ট্য এবং অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিল, তখন তাহার সে আবশ্যকতা থাকিলেও আজ বাঙ্গালী হিন্দু যদি বাঁচিতে চায় তাহাকে সকল গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া আত্মরক্ষার জন্য সহজ ও সরল পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

*　*　*

সর্ব্বত্র দেশের স্বাস্থ্যের জন্য গবর্ণমেণ্টই দায়ী, কিন্তু আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর এ বিষয়ে উদাসীন—গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলে এতদিন দেশ হইতে ম্যালেরিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইত, অন্যান্য ব্যাধির প্রকোপও কম হইত, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে সেরূপ আগ্রহ না থাকায় দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া দূরে থাক, ক্রমশঃ অবনতিই হইয়াছে। দারিদ্র্য প্রধান কারণ, কিন্তু অর্থনৈতিক বিষয়ে একটি দেশের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে আমাদিগকে নিজের পায়েই ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে, গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের জন্য মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে আমরা যাও আছি তাহাও অচিরে নিঃশেষ হইবে। দেশের সকল উন্নতির মূলে রহিয়াছে শিক্ষা, এই শিক্ষা বিষয়ে আমরা যদি আমাদের নিজের চেষ্টায় দেশকে জাগাইতে পারি, তবেই দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা ফিরিবে, লোকের মতিগতি বদলাইবে পল্লীর স্বাস্থ্যে আবার উন্নতি দেখা দিবে। একমাত্র শিক্ষার বলেই বাঙ্গালীকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করা সম্ভব, অন্য পন্থা আর নাই।

(নবসত্য।)

———

বিংশ শতাব্দির অপূর্ব্ব আবিষ্কার!

আয়ুর্ব্বেদিক ও এলোপ্যাথিক ভেষজের

বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ এট কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম।

মহর্ষি চ্যবনমুনির আবিষ্কৃত চ্যবনপ্রাশের গুণ বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়া ও ভেষজের অভাব বশতঃ অনেকের প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ শাস্ত্রানুযায়ী আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না। সেই কারণে আমরা ভারতের নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া মেদ, মহামেদ, বংশলোচন প্রভৃতি মহা আবশ্যকীয় দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতঃ বিশেষ সতর্কতার সহিত এই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া আমেরিকান প্রক্রিয়ায় ইহার সহিত নরওয়ে জাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম সংযোজনা করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকমতে সম্মিলিত হওয়ায় পরীক্ষা দ্বার সপ্রমাণিত হইয়াছে যে চ্যবনপ্রাশ, কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম এই ত্রিবিধ ঔষধের প্রত্যেকের শরীরের উপর কার্য্যকরি ক্ষমতা (Physio'ogical action) দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করিলে ফুসফুস সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া যথা—শ্বাস, কাশ, পার্শ্বশূল, বক্ষস্থলে বেদনা বা ভারবোধ, সপূঁয কফ বা রক্ত নিষ্ঠীবন, নিশাস্বেদ, পুরাতন ব্রংক্রাইটিস প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। যাঁহাদের নিজের বা পৈত্রিক কাশির দোষ আছে বা হাঁপানি রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ অমৃত তুল্য। অনেকের শুদ্ধ কডলিভার অয়েল সহ্য হয় না, পেট গরম হয়, পাতলা দাস্ত হয়, তদ্ভিন্ন ইহার অতিশয় তীব্র গন্ধ হেতু অনেকে ব্যবহার করিতে চান না এবং ব্যবহার করিয়াও অনেকে বমন করিয়া ফেলেন; কিন্তু আমাদের এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের সহিত কতকগুলি এইরূপ দেশীয় ভেষজ দ্বারা অভিনব প্রণালীতে কডলিভার অয়েল সংমিশ্রিত হইয়াছে, যে ইহা সকল শরীরে সহজে হজম করাইয়া নূতন রক্ত কণিকা প্রস্তুত করে, তদ্দ্বারা ফুসফুস সবল হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে দেহ বলিষ্ঠ ও লাবণ্যময় দেখায়; তদ্ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা কড্‌লিভার অয়েলের গন্ধ নাশ করা হইয়াছে; এবং ইহার গন্ধ ও আস্বাদ অপ্রীতিকর নহে।

যাহারা যে কোন কারণ বশতঃ কডলিভার অয়েল, সিরাপ হাইপোফস্ফেট অব লাইম কিম্বা কড্‌লিভার অয়েল ঘটিত যে কোন ঔষধ ব্যবহার করেন তাহারা একবার সেই সকল ঔষধের পরিবর্ত্তে আমাদের কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া দেখুন, দেখিবেন কত অল্প দিনের মধ্যে আপনার উপকার দর্শাইবে এবং একমাসের মধ্যে দেহের ওজন বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুতে দীর্ঘদিন ধরিয়া সেবন করিলে ধাতু পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন দেহ হয়। ইহা বৃদ্ধদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী।

ব্যবহার বিধি।—চা চামচের এক চামচ মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সহ্যানুযায়ী চারি চামচ মাত্রা পর্য্যন্ত এক ছটাক অল্প গরম দুগ্ধের সহিত আহারের পর, দিবসে দুইবার ব্যবহার করিতে হয়।

মূল্য প্রতি ফাইল (আট আউন্স) ২৲ দুই টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৸৹ বার আনা; একত্রে তিন ফাইল ৫৷৹ সাড়ে পাঁচ টাকা, মাশুলাদি ১৷৹ দেড় টাকা।

একখানি মাত্র প্রশংসাপত্র দেখুন—

বনগাঁও হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ও এ্যাজমা চিকিৎসার বিশেষ পারদর্শী ডাক্তার টি, সি, দত্ত, এল, এম, এস, মহাশয় লিখিয়াছেন—

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের যে এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পূর্ব্বে আমি জানিতাম না, কিন্তু কয়েকটী রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ উপকার দেখিয়াছি। আজ কাল যত রকম কডলিভার অয়েল ঘটিত ঔষধ আছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

সোল এজেণ্টস্—

শাহ এণ্ড কোং।

ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্টস্।

৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

REGD. No. C 641.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ বর্ষ।] ২৫শে আষাঢ়, ১৩৩০ সাল। ইং ১০ই জুলাই ১৯২৩ সাল। [৩য় খণ্ড।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসে গেজেটে ৩টী করিয়া পুরস্কারের প্রশ্ন বাহির হইবে। প্রতি প্রশ্নের উত্তরের পুরস্কার ২৲ দুই টাকা। গেজেটের গ্রাহকমাত্রই এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু উত্তরের সহিত কুপন না থাকিলে কোন উত্তরই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। প্রশ্নের শেষ ভাগে পুরস্কারের কুপন আছে। উত্তরের সহিত গ্রাহক নম্বর লিখিবেন।

২। একজন গ্রাহক ৩টী পুরস্কারের জন্য উত্তর পাঠাইতে পারেন, কিন্তু একাধিক পুরস্কার এক মাসে একই গ্রাহককে দেওয়া হইবে না।

৩। পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচার সকল সময়েই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

৪। প্রতি মাসের প্রশ্নের উত্তর তৎ-পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। প্রতিযোগিতার ফল পরবর্ত্তী মাসের গেজেটে বাহির হইবে। উল্লেখযোগ্য উত্তর-প্রেরকগণের নাম ঐ সঙ্গে গুণানুসারে প্রকাশিত হইবে।

৫। কাগজের এক পৃষ্ঠায় উত্তরগুলি লিখিতে হইবে। প্রথমেই গ্রাহক নম্বর, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক। একাধিক ব্যক্তির উত্তর একই এবং ঠিক হইলে লেখার ধরণ এবং পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য করিয়া পুরস্কার যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রশ্নের ফল।

১ম প্রশ্নের উত্তর—

(ক)

জাতিতে রাক্ষস আমি হিংসা নাহি করি।
শুনিলে নিজের নাম নিজে ভয়ে মরি॥
ধার্ম্মিক বলিয়া আমি হয়েছি অমর।
বল দেখি কেবা আমি হে পাঠকবর॥

অর্থ—বিভীষণ।

(খ) বেগে ধায় রথ নাহি চলে এক পা।
নাচয়ে সারথি তার পাসরিয়া গা॥
হেয়ালি প্রবন্ধে হে পণ্ডিত দেহ মতি।
অন্তরীক্ষে ধায় রথ ভূতলে সারথি॥

অর্থ ঘুড়ী।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীগিরীশচন্দ্র মাইতি
আসাম।

২য় প্রশ্নের উত্তর—

(ক) 'ভুকল' অর্থ অদম্য ঘোটক। ইহার আদি দীর্ঘস্বর হ্রস্ব করিয়া লইলে 'ভুকল' হয়।

(খ) রবিবারে ঋতুমতী নারী যদি হয়।
বিধবা হইবে তাহে নাহিক সংশয়॥
বিধবার অর্থ শুধু 'স্বামিহীনা' নয়।
'বিবস্ত্রা' অপর অর্থ অভিধানে কয়॥
বিরূপাক্ষ বক্ষে 'কালী' করাল বদনী।
উলঙ্গিনী রূপে রহে বিদিত ধরণী॥
'কালী' নামে খ্যাত সেই এ সংসারময়।
কালী না হইলে কভু লিখন না হয়॥

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীহরিচরণ ঘোষ।
মধুপুর সি, পি,।

৩য় প্রশ্নের উত্তর—

(ক) কমল কল্লোলে কমল কলিকা কমনীয় কলেবর কম্পিত করিয়া কমলাক্ষীর কর্ণ কর্ষণ করিতেছে।

(খ)

সারমান বরাযোকা নগেভাগমনাহি যা।
গাহি নামগ ভাগেন হারোরা বনমার সা॥

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীরামচরণ গগৈ।
ডিব্রুগড়।

(ক)

প্রশ্নোত্তরকারীগণের প্রতি নিবেদন।

বহু সংখ্যক ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের গেজেটে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর পাঠাইতেছেন এবং উত্তরও অনেকের যথাযথ হইতেছে কিন্তু পুরস্কারের নিয়মাবলীর প্রথম ধারা অনুসারে তাঁহাদের উত্তর গ্রহণ করা হইতেছে না—কারণ গেজেটের গ্রাহক ভিন্ন অন্য কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় না; সেই কারণ যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিয়া পুরস্কার পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রথমে এক টাকা বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন কিম্বা আমাদের নিকট চিঠি লিখিলে আমরা রেজেষ্ট্রী খরচা সমেত ১৵০ এক টাকা দুই আনা চার্জ্জ করিয়া ভিঃ পিঃতে বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া থাকি।

আষাঢ় মাসের প্রশ্ন।

১ম প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত হেঁয়ালীগুলির অর্থ পূরণ করিতে হইবে।

(ক) চারি বর্ণ সংযোগেতে কোন রমা হয়।
আদ্যন্তে অক্ষরে তার অর্থ করা হয়॥
সতী বলে খ্যাতা তিনি এই চরাচরে।
কিন্তু স্বামী ত্যাগে তাঁরে বনের মাঝারে।

(খ) হস্ত দুই শূন্য কার চক্ষু দুই শূন্য।
খাদকের হাতে মরে কি জাতিতে গণ্য॥

(গ) কেবা সেই লোক হয় এই ভূমণ্ডলে।
পুত্রের হাতে মরে সে জানে তা সকলে॥
জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে তার নাম প্রয়োজন।
সমস্যা পূরণ কর সবে বন্ধুগণ॥

২য় প্রশ্ন।

(ক) এমন একটী শব্দ লিখিতে হইবে, যাহা প্রায় সকল প্রাণীর বিশেষ আবশ্যকীয় এবং সেইটী প্রথম হইতে পড়িলে যাহা হইবে, শেষ হইতে পড়িলেও তাহাই হইবে।

(খ) ত্রি অক্ষরযুক্ত এমন দুইটী শব্দ লিখ, যাহাদের উভয়ের সমান অর্থ এবং উভয়ের আদি অক্ষর বাদ দিলেও সেই অর্থ বুঝাইবে এবং অন্ত অক্ষর বাদ দিলেও সেই অর্থ হইবে।

৩য় প্রশ্ন।

গবর্ণমেণ্ট পোষ্টকার্ডে বা ঐ মাপের কাগজে একটী সুন্দর গল্প লিখিতে হইবে।

(যিনি যত অধিক লাইনে অথচ স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে লিখিবেন, তিনিই পুরস্কৃত হইবেন।)

ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট
পুরস্কার কুপন নং ১০

দৈন্যের কারণ কি ?

দেশের লোকেরা অতিশয় মামলা বাজ হইয়া উঠিয়াছে, মামলা মকর্দ্দমায় অনেক গৃহস্থ লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছে, মকর্দ্দমায় মকর্দ্দমায় দেশ উৎসন্ন হইতেছে বলিলেও বেশী বলা হয় না। রাজপুরুষেরা অশান্তি নিবারণের অভিপ্রায়ে এতদ্দেশে ক্রমাগতই আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন, মোটা মোটা বেতনে বহুতর হাকিম নিযুক্ত হইতেছেন; এক এক আদালতের কত খরচা বার্ষিক বজেট আলোচনা করিলে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আলোচনার সময় আমাদের আত্মা শিহরিয়া উঠে, নয়নে জলধারা প্রবাহিত হয়, এ দেশের লোক পূর্ব্বে এতদূর মামলা বাজ ছিল না। ইংরাজ রাজপুরুষগণের কৃপায় প্রজালোকের শান্তিস্বত্ব সুরক্ষিত হইতেছে বটে, কিন্তু দেশের লোকের মকর্দ্দমাপ্রিয়তা তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। যাহারা মকর্দ্দমা করে, উল্লাসে উল্লাসে তাহারা বগল বাজাইয়া নৃত্য করিয়া থাকে, মনে করে কতই যেন বাহাদুরি দেখাইতেছে। মকর্দ্দমায় জয়লাভ হইলে বিজয়ী পক্ষ ঢাক বাজাইয়া ছাগাদি পশু বলিদান করিয়া দেবতাগণের পূজা দেয় কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে ভ্রমে একবারও তাহা মনেও ভাবে না। সকল কথাই সত্য, কিন্তু মকর্দ্দমা-প্রিয়তা ভিন্ন আরও অনেক কারণে বঙ্গদেশে দৈন্যদশা বর্দ্ধিত হইতেছে। ম্যালেরিয়া বিষ একটি অন্যতর প্রধান কারণ। ব্যক্তি বিশেষ নয়, গৃহ বিশেষ নয়, স্থান বিশেষ নয়, দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া—সর্ব্বগ্রাসী ম্যালেরিয়া। দেশের সর্ব্বস্থান ভ্রমণ করিয়া আইস, দেখিতে পাইবে জ্বর, প্লীহা, যকৃত প্রায় সকল ঘরেই প্রবেশ করিয়াছে। সে সকল রোগে গৃহে গৃহে না কেহ শয্যাগত নাই—এমন কুত্রাপি দেখিতে পাইবে না। ম্যালেরিয়া ছাড়া আরও কত প্রকার অশ্রুত-পূর্ব্ব নূতন নূতন রোগ এ দেশে দেখা দিতেছে তাহার সংখ্যা হয় না। যে সকল রোগের নাম ইতিপূর্ব্বে এ দেশের কোন লোকের কর্ণে প্রবেশ করে নাই—আজ কাল সেই সকল নূতন নূতন রোগের বিষম প্রাদুর্ভাব। এমন কি বিজ্ঞ বিজ্ঞ ডাক্তারেরাও সকল রোগের চিকিৎসাও খুজিয়া পাইতেছেন না। নিবারণের উপযোগী তাহার ঔষধও আবিষ্কৃত হইতেছে না। রোগে রোগে দেশের লোক দুর্ব্বল হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। শ্রমজীবি লোকেরা শ্রমসাধ্য কার্য্যে অক্ষম হইতেছে, কেবল তাহাও নহে, গৃহস্থ সংসারে চিকিৎসকের খরচ এত অধিক বাড়িয়া উঠিয়াছে সংসার খরচ অপেক্ষা চিকিৎসকের খরচ চতুর্গুণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। চিকিৎসক মহাশয়েরা দেশের এই অশুভ দিনে আপনাদের ভিজিট অসম্ভব বাড়াইয়া তুলিতেছেন। তাঁহাদের একটা অভ্যাস আছে দিবসের ভিজিট অপেক্ষা রজনীর ভিজিট দ্বিগুণ। তদ্ভিন্ন দিবসের মধ্যে ২।৩ বার আহুত হইলে ভিজিটের কোন তারতম্য থাকে না। এক একজন চিকিৎসক এরূপ নিষ্ঠুর আছেন যে, এক বাড়ীতে আহুত হইলে দস্তুর মত ভিজিট

গ্রহণ করেন, সে বাড়ীতে যদি একাধিক রোগী থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক রোগীর জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভিজিট আদায় করিয়া থাকেন। এমন কি, একটি বালকের হাত দেখিতে হইলেও বিনা ভিজিটে তিনি স্বীকৃত হন না। এই প্রকারে চিকিৎসার ব্যয়াধিক্য অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। একেত সমস্ত খাদ্য দ্রব্যের মূল্য প্রায় চরম সীমায় উঠিয়াছে, তাহার উপর মকর্দ্দমার খরচ, রোগের খরচ ও বিলাসী লোকের অন্যান্য বাজে খরচ। এই সকল কারণেই দিন দিন দেশের দৈন্যদশা বাড়িয়া উঠিতেছে। রোগে যাহারা শয্যাগত তাহাদের পরিবার মধ্যে যদিও কোনও কার্য্যক্ষম লোক সুস্থ শরীরে না থাকে অথবা শ্রম ব্যতিরেকে অন্য বিষয়ে কিছু আয় হইবার উপায় না থাকে তাহা হইলে সেইরূপ সংসারে যে কি ভয়ানক অবস্থা হইয়া দাঁড়ায় তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। ইচ্ছা করিয়া কেহ দৈন্য আনয়ন করে না। দৈব দুর্বিপাক অথবা নিরূপিত আয় অভাবে সংসারী লোকে কষ্ট পায়। ইচ্ছা করিয়া কেহ দৈন্য আনয়ন করে না, এই কথা বলা হইল বটে কিন্তু বিলাস যাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে তাহারা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য। অবস্থার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া তাহারা নিয়তই বিলাসের পূজায় রত হয়। বিভ্রান্ত লোকের সুরাসক্তি ও বেশ্যানুরক্তি দৈন্য বৃদ্ধির আনুসঙ্গিক কারণ। ইহা দেবতার দোষ নহে, রাজার দোষ নহে, বন্ধু বান্ধবের দোষ নহে—যাহারা অধঃপাতে যায়, তাহাদের নিজের দোষ। সংসারের দৈন্য যাহাতে কমে, সে দিকে যত্ন না করিয়া দৈন্যের অঙ্গ বৃদ্ধি করা কতদূর অনিষ্টকর সকল লোকে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অনর্থক বিলাসে যাহারা মত্ত হইয়াছে তাহাদের উদরান্নের সংস্থান নাই এমন দৃষ্টান্ত অনেক শুনা যায়। কি প্রকারে এই রোগের উপশম হইতে পারে, বারান্তরে আমরা তদ্বিষয়ের আলোচনা করিব।

কাশ্মীর-কুসুমের জন্য স্ত্রীর বায়না।

ওহে কণ্ঠ আভরণ, অধিনীর প্রাণধন,
মনচোরা হীরামন, হৃদয়ের ময়না।
বিদেশে প্রবাসী হলে, এ দাসীরে দাসী বলে,
এক ডিবা "কাশ্মীর-কুসুম" এনে দিতে পার না ?
মোহিনী দিদির পাশে, ডিবা আসে মাসে মাসে,
কাশ্মীর-কুসুমের অভাব কভু তার রয় না।
মোহিনীর কি বাহার, এবার সোয়ামি তার,
দেখে তার চুলের বাহার পাঠায়েছে গয়না ॥
হীরাকাটা সিঁতি দানা, বাহারি চিরুণী খানা,
তার মাঝে মনোগ্রাম তুলনাত হয় না।
কপালে টিকুলি তার, বাহার কি কব আর,
চমৎকার কাছে তার অন্ধকার রয় না ॥
আমাদের যাহা আছে, না পারি তাহার কাছে,
কুন্তল অভাবে মোর শোভা ত হয় না।
এক ঘরে বাস করা, হেন ভেদ পরম্পরা,
হয়ে আছি লাজে মরা, হৃদয়েত সয় না ॥
তাই বলি প্রাণধন, এক কৌটা কিনে এনো,
কাশ্মীর-কুসুম বিনা ভাল তেল হয় না।
সেই তৈল ব্যবহারে, অতিশয় শোভা বাড়ে,
অন্য তেল মাখিতে মন মোর চায় না ॥
মাসাবধি ব্যবহারে, কেশ যবে যাবে বেড়ে,
তখন চাইব নাথ নানাবিধ গয়না।
আর কি লিখিব প্রাণ, দশদিক শূন্য জ্ঞান,
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ যায় যায় যায় না ॥
পাইলে তোমার লেখা, পাঠাইয়া দিব জোখা,
কপালের লেখা জোখা বলা কিছু যায় না।
তোমার বিরহ ক্ষীণা, তব প্রেমাধীনা দীনা,
তোমার মঙ্গল বিনা আর কিছু চায় না ॥

কৃষকের অবস্থা।

দেশে ধান্য চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, বাহিরে বাহিরে ইহা দর্শন করিয়া অনভিজ্ঞ লোকেরা বলিয়া থাকে ভদ্র গৃহস্থ লোক অপেক্ষা চাষী লোকেরা এক রকম সুখে আছে। কিয়দংশে ইহা সত্য হইলেও আসলে কিন্তু তাহার বিপরীত। মফঃস্বলের অবস্থা যাঁহারা পরিজ্ঞাত আছেন তাহাদের মুখে শুনা যায়, অনেক কৃষকের ঘরে অন্ন নাই, চালে খড় নাই, পুত্র কন্যার পরিধানের বস্ত্র নাই, বিদ্যাশিক্ষা ত অনেক দূরের কথা। চাষী লোকের অবস্থা মন্দ হয় কেন তাহার দুটি কারণ—একটি কারণ এই যে, অনেক চাষা লোকের চাষা নাম আছে কিন্তু চাষ করিবার জমি নাই। অন্য লোকের বাড়ীতে মজুরি করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করে কষ্টে স্বষ্টে তাহাতেই তাহাদের দিন চলে। যাহাদের বাড়ীতে মজুরি করিবার লোক অল্প, আহার করিবার লোক অপেক্ষাকৃত অধিক তাহাদের কষ্ট অনন্ত। সত্য যাহারা চাষী লোক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যাহাদের চাষের জমি আছে তাহারাও প্রতি বৎসর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফসল প্রাপ্ত হয় না। চাষের জমি যাহাদের অল্প তাহারা পরিশ্রম করিয়া বপন রোপণ করে, ভাগ্যে যদি সুফল ফলে তবে দুই বেলা পেট ভরিয়া আহার করিতে পায়, নতুবা তাহাদের গৃহেও নিত্য দুর্ভিক্ষ। যাহারা প্রচুর পরিমিত ভূমিতে ধান্য চাষ করে তাহারাও বৎসরের মধ্যে ৪।৫ মাস বাজার হইতে উচ্চ মূল্যে চাউল কিনিয়া খায়। ইহার কারণ বড় সন্তোষকর হইবে না। কারণ কি—বিদেশে ধান্য রপ্তানি, ধান্য যত হউক না হউক চাউল রপ্তানি। বিদেশী বণিকেরা বাজার দর অপেক্ষা বেশী মূল্য দিয়া কৃষকের নিকট হইতে চাউল ক্রয় করে, ঘরের লোকে কি খাইবে অবোধ কৃষকেরা তাহা না ভাবিয়া অর্থ লোভে পরের হস্তে আপনাদের জীবনোপায়গুলি সমর্পণ করিয়া দেয় তাহাতেই তাহাদের কষ্ট।

যে বৎসর ক্ষেত্রগুলি সুফলা হয়, সে বৎসর অধিক কষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু অজন্মা বৎসরে কষ্টের সীমা থাকে না। আমাদের দেশে ধান্য ক্ষেত্রগুলি দুই অংশে বিভক্ত—দেবমাতৃক ও নদীমাতৃক। যে ক্ষেত্রগুলি নদীতীরে আকাশে বৃষ্টি না হইলেও পরিশ্রমী কৃষকেরা নদী হইতে জল সিঞ্চন করিয়া সেই সকল জমি উর্ব্বরা করিতে পারে; কিন্তু যে জমিগুলি দেবমাতৃক কৃষকের যত্নে তাহার উর্ব্বরতা সাধন অসম্ভব। তথাকার কৃষকেরা বর্ষার প্রারম্ভ হইতে হাঁ করিয়া আকাশ পানে চাহিয়া থাকে, আকাশে মেঘোদয় দেখিলে আহ্লাদে তাহাদের হৃদয় নৃত্য করে কিন্তু বাতাসে সেই মেঘ উড়াইয়া দিলে তাহারা হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়। অনাবৃষ্টির বৎসরে জমিগুলি পতিত হইয়া থাকে। অতি বৃষ্টির বৎসরে জমি গুলি ডুবিয়া যায়। যে বৎসর ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য, সেই বৎসর তাহাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে কি হইবে, রপ্তানির তুফানে সে প্রসন্নতা অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে। সেই জন্যই সুফলা বৎসরে ও অফলা বৎসরে কৃষক লোকেরা সমভাবে কষ্ট ভোগ করে।

ভগবানের কৃপা সকলের উপরই সমান। দেবমাতৃক দেশের জমি গুলির এতাদৃশী শক্তি যে কেবল আচড়াইয়া আচড়াইয়া ধান্য বীজ ছড়াইয়া দিলেই চাষ হয়। কৃষককে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। সে সুবিধা থাকিলেও বৃষ্টির জল আবশ্যক। প্রজা হিতৈষী বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এ দেশের কৃষি ক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত বহু অর্থব্যয়ে নানাস্থানে খাল খনন করিয়া দিতেছেন। বহুদূর ব্যাপী প্রশস্ত প্রশস্ত খালের প্রসারণে ক্ষেত্রের জল সিঞ্চনের সুবিধা হইতেছে। যে সকল কৃষক আলস্য পরতন্ত্র নহে জল সিঞ্চনের প্রস্তুত প্রণালী জানে, জমিতে সার দিবার ব্যবস্থা জানে, তাহারা অবশ্য ফল ভোগী হয়। যাহারা কৃষিকার্য্য জানেন না, অথচ ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চাষ করে শীঘ্র তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দুরাশা। ইরিগেশন কোম্পানী যদি তাহাদের প্রতি দয়া করিয়া সর্ব্বত্র জল সিঞ্চনের সদুপায় করিয়া দেন, তাহা হইলে অনেক দূর উপকার হওয়া সম্ভব। দেবমাতৃক দেশের কৃষকগণকে নিরন্তর আকাশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয় না। সর্ব্বত্র সমান ফসল হইলে দেশে এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের ভয়ও থাকে না। সকল কথাই বলিলাম, কিন্তু কৃষকের অবস্থা কিসে উন্নত হয় তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিলাম না। কারণ তাহারা নিজের পায়ে নিজে নিজে কুঠার আঘাত করিতেছে। আপনাদের ঘরে ধান্য চাউল না রাখিয়া বিদেশে রপ্তানির সহায়তা করিতেছে। যে দেশে সাধন বাণিজ্য নাম আছে, সে দেশ হইতে রপ্তানির প্রথা উঠিয়া যাইবার নহে। রপ্তানি থাকে থাকুক কৃষকেরা যদি সাবধান হইয়া চলে ঘরের সংস্থান ঘরে রাখিয়া দেশের সংস্থান দেশে রাখিয়া উদ্বৃত্ত শস্যগুলি রপ্তানি ওয়ালাদের সঁপিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে অধিক কষ্ট পাইতে হয় না। জিনিষ দুর্ম্মূল্য হলে কারবারী লোকের অধিক লাভ হয় একথা যাহারা বলেন তাহাদের ভুল। দ্রব্য যদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সুলভ মূল্যে শস্য বিক্রয় করিলেই প্রচুর লাভ করিতে পারে। ধান্য ক্ষেত্রগুলি উর্ব্বরা করিবার উপায় করিয়া কৃষকেরা যদি প্রচুর ফসল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয়, রপ্তানি ওয়ালাদের হস্তে ষোল আনা সমর্পণ না করে তাহা হইলে তাহাদেরও অবস্থার উন্নতি হয় দেশেরও দুর্ভিক্ষ নিবারণের সুবিধা হয়, দুই দিক রক্ষার সুবিধা হইলেই সকল দিকে মঙ্গল। প্রজার অবস্থা স্বচ্ছল হলে রাজারও সুখ, প্রজারও লাভ, একথা বলা বাহুল্য।

———

পাঁচ মিশলি।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গত বৎসর হিসাব।—

বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভাগ হইতে সম্প্রতি বিগত ১৯২২৷২৩ সনের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব বাহির হইয়াছে।

১৯২২ সনের এপ্রিল হইতে ১৯২৩ সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত বেসরকারি বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি ১৯২১৷২২ সালের মূল্যের তুলনায় শতকরা ১৩৲ টাকা কম হইয়াছে, অর্থাৎ ১৯২১৷২২ সালে ২৬৬ কোটী টাকা আর ১৯২২৷২৩ সালে ২৩৩ কোটী টাকার মাল আমদানি হইয়াছে। কিন্তু রপ্তানি পুনঃ রপ্তানি সহ শতকরা ২৮৲ টাকা বাড়িয়াছে। অর্থাৎ ২৪৫ কোটী টাকা হইতে ৩১৪ কোটী টাকা।

আমদানিতে খাদ্য দ্রব্য, পানীয় দ্রব্য, তামাকের মূল্য, চিনি ও গমের আমদানি হ্রাসের দরুণ ৯৬৪ লক্ষ টাকা কমিয়া ৩০৯৯ লক্ষ টাকা হইয়াছে। আমদানি ১৬ ডি, এস্ চিনির পরিমাণ শতকরা ৩৮ কমিয়া ৪৪২,০০০ টন হইয়াছে।

মাত্র ৩৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৯,০০০ টন গম আমদানি হইয়াছে। গত বৎসর হইয়াছিল ৯৯৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪৩০,০০০ টন গম আমদানি। কাচা মালের আমদানি ৩৬৭ লক্ষ টাকা কমিয়া ১৮৩৭ লক্ষ টাকা হইয়াছে। কয়লা ও কোক্ ৫৯২,০০০ টন অর্থাৎ শতকরা ৩৯ কমিয়া ৯০৯,০০০ টন হইয়াছে। ইহার মূল্য ২৬৯ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৪৫ কমিয়া ৩২২ লক্ষ টাকা হইয়াছে। কাচা তুলা ২১,০০০ টন আমদানি হইয়াছে। তাহার মূল্য ছিল ৩৪৭ লক্ষ টাকা। এই বৎসর আমদানি তুলার মূল্য ৭৩ লক্ষ টাকা। কাটা কাপড়ের ১৫ কোটী টাকা মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও শিল্প দ্রব্যের আমদানি ১০ কোটী টাকা কমিয়া ১৭৯ কোটী হইয়াছে। আমদানি কাটা কাপড়ের গজ শতকরা ৪৬ কমিয়া ১০৯০০ হইতে ১১৯৩০ লক্ষ গজ ও তাহার মূল্য শতকরা ৩৯ কমিয়া ৫৮—১—২ কোটী টাকা হইয়াছে।

সুতার আমদানি ২০ লক্ষ পাউণ্ড বাড়িয়াছে, কিন্তু তন্মূল্য ২২৫ লক্ষ টাকা, শতকরা ১০ টাকা কমিয়াছে। আমদানি লৌহ ইস্পাতের পরিমাণ ৬১৩০০০ টন হইতে ৭৪৬০০০ টন অর্থাৎ শতকরা ২২ বাড়িয়াছে। কিন্তু তন্মূল্য শতকরা ১৩ টাকা কমিয়া ১৮৬৭ লক্ষ টাকা হইয়াছে। যন্ত্রপাতির আমদানির ১১০৬ লক্ষ টাকা হ্রাস বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। খনিজ তৈলের আমদানি ৪ লক্ষ গ্যালন বাড়িয়াছে কিন্তু তাহার মূল্য ৬৫ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। আমদানি মোটরের সংখ্যা বাড়িয়া ২৮৯৫ হইতে ৪০২৩ হইয়াছে; কিন্তু মূল্য কমিয়া ১৭৩ লক্ষ টাকা হইতে ১৩৮ লক্ষ টাকা হইয়াছে। ইলেক্ট্রিক যন্ত্রপাতির আমদানি ১৯২ লক্ষ টাকা কম ও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পিতলের ৯৯ লক্ষ টাকা, তামা ৭২ লক্ষ টাকা, কাপড়ের কলের যন্ত্র পাতিতে ৮৫ লক্ষ টাকা, সিগারেট ৫৪ লক্ষ ও কাগজ ৫৭ লক্ষ টাকার আমদানি বৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

রপ্তানিতেঃ—খাদ্য দ্রব্য, পানীয় দ্রব্য তামাকের মূল্য ১৬ কোটী টাকা অর্থাৎ শতকরা ৩০ বাড়িয়া ৬৯ কোটী হইয়াছে। চাউলের পরিমাণ শতকরা ৫৩ বাড়িয়া ২০ ৪০০০ টন এবং শতকরা ৪১ টাকা বাড়িয়া ৩৫ কোটী টাকা হইয়াছে। গম বাড়িয়া ৮১০০০ টন হইতে ২২০,০০০ টন হইয়াছে। চা'র রপ্তানি কমিয়া ৩১৪ পাউণ্ড হইতে ২৮৮ পাউণ্ড হইয়াছে, কিন্তু মূল্য বাড়িয়া ১৮ কোটী হইতে ২২ কোটী হইয়াছে। কাচা মালের রপ্তানি ৪২ কোটী টাকা বাড়িয়াছে। "ভারতবর্ষ"।

কমলালেবুর চাষ।

কমলার চাষ কলম করিয়া অথবা চারা প্রস্তুত করিয়া উভয় প্রকারেই করা যায়। কলমে শীঘ্র ফল ধরে, কিন্তু গাছ বেশী দিন বাঁচে না। চারার গাছে ফল বিলম্বে হয় বটে, কিন্তু গাছ বেশী দিন টিকে।

চারার দ্বারা গাছ করিতে হইলে গাছের সর্ব্বোচ্চ ডাল হইতে ফল সংগ্রহ করিতে হইবে। সুপক্ক ফলের বীজ তত ভাল নহে। ফল বেশ সুপুষ্ট এবং পাকিবার অবস্থা হইলে তাহার বীজই উৎকৃষ্ট। শ্রীহট্টবাসীগণ সুপক্ক ফল সংগ্রহ করিয়া তাহার বীজগুলি জলে ডুবাইয়া পরীক্ষা করে। যে বীজগুলি জলে ডুবিয়া যায় তাহাই সংগ্রহ করিয়া লয়। সুপুষ্ট কমলার বীজই রোপণোযোগী। বীজ রোপণ পক্ষে মাঘ মাসই প্রশস্ত সময়। উত্তমরূপে মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া বীজগুলি ৪।৫ ইঞ্চি ব্যবধানে লাগাইতে হইবে। যে স্থানে জল না জমে সেইরূপ ভূমিতে বীজ লাগাইতে হয়। চারাগুলি ছয় ইঞ্চি লম্বা হইলে তথা হইতে উঠাইয়া নিয়া অন্যত্র ৭।৮ ইঞ্চি ব্যবধানে এক একটী চারা লাগাইবে। দুই বৎসর কাল ঐ স্থানে রাখিয়া তৎপরে তথা হইতে উঠাইয়া নির্ব্বাচিত ক্ষেত্রে ৭।৮ হাত অন্তর এক একটী চারা বসাইবে। এই কমলার বাগান হইল। ৭।৮ বৎসর পর হইতেই কমলা ফলিতে আরম্ভ করিবে। যে ক্ষেত্রে বাগান করিবে, তাহাতে অনুমান একমাস পূর্ব্ব হইতে ১॥ হাত গভীর, ১॥ কিম্বা ২ হাত প্রস্থ একটী গর্ত্ত করিয়া ঐ গর্ত্তে আবর্জ্জনা ফেলিয়া পোড়াইয়া দিয়া কিছু গোবরের সার দ্বারা পূর্ণ করতঃ মাটি চাপা দিয়া রাখিলে ভাল হয়। তাহা হইলে গাছগুলি শীঘ্র শীঘ্র সতেজ হইয়া উঠিবে। চারা রোপণের পর প্রতি বৎসরই বর্ষার শেষে চারাগুলির গোড়া খুড়িয়া শিকড় বাহির করিয়া ১৪।১৫ দিন গোড়ায় বাতাস খাওয়াইবে। গাছের গোড়ে আগাছা জন্মিলে উঠাইয়া ফেলিবে। কমলা গাছে কমলা বেশী পাকাইবে না। ফল বেশী পাকিতে দিলে গাছ দুর্ব্বল হইয়া যাইবে এবং হয়ত গাছটী মরিয়া যাইবে। যে দিন গাছ হইতে

ফল বেশী পরিমাণ কিম্বা সমস্ত পাড়িয়া লইবে, সেই দিন গাছের গোড়ে কয়েক কলস জল অবশ্য সেচন করিবে।

প্রজাস্বত্ব বিল।

প্রজাস্বত্ব বিল সম্বন্ধে দেশের মধ্যে নানা কথা উঠিয়াছিল, অনেকের মনে বিশেষ আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল; ভাগ চাষীগণের জমীতে জোতস্বত্ব বর্ত্তিবার প্রস্তাবে বাঙ্গালা দেশে বাস্তবিক একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এ কথা বুঝিতে পারিয়া যে কমিউনিক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।

গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন—

"ভাগচাষী-বর্গাদার এবং আধিয়াদার প্রভৃতির জোতস্বত্ব লাভের প্রস্তাবে কতকটা উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে এবং অত্যধিক প্রতিবাদ উঠিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট বিস্তর পরিমাণ অভিমত প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং জন সাধারণের অবগতির জন্য ইহা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় যে গবর্ণমেণ্ট এই ধারা গ্রহণ করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তবে ভবিষ্যতে এই প্রথার বিস্তৃতি সাধন বা ইহা রোধ করিতে পারা যায় কিনা, গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

* * * *

ইহার পর, কমিউনিকে এই মর্ম্মে বলা হইয়াছে, এই প্রজাস্বত্ব বিল সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বিস্তর অভিমত পাইতেছেন এবং এখনও পাইবার আশা করিতেছেন। এই সকল অভিমত সম্বন্ধে আলোচনা বিবেচনা করিয়া এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে এবং অভিমত প্রকাশে সম্ভবতঃ কিছু সময় লাগিবে। যদিই গবর্ণমেণ্ট এই বিল ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হইবে বলিয়াই স্থির করেন, তাহা হইলেও এই বিল কিম্বা এই বিলের কোন পরিবর্ত্তিত প্রস্তাব আইনে পরিণত হইবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বিবেচনা এবং বিতর্ক করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাইবে।

এই বলিয়া পবলিসি অফিসার বলিতেছেন—এই বিল সম্বন্ধে জন সাধারণের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্টের অভিমত গ্রহণের সময় বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হইল ১লা জুলাই পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ১লা জুলাই পর্য্যন্ত জন সাধারণ এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট আপন আপন অভিমত জানাইতে পারিবেন। সুতরাং আমাদের মতে এখনও লক্ষ লক্ষ লোকের এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট আপন আপন মন্তব্য অবিলম্বেই জানান উচিত।

খদ্দরের উপায়।

খদ্দর বুঝি আর টিকে না। বাজারে খদ্দরের কাটতি একেবারেই কমে গেছে, বাংলায় যে সব তাঁত দিবা রাত্র ঠক্ ঠক্ করে জাতির জেগে থাকার লক্ষণ প্রকাশ করছিল, এখন সব শুদ্ধ। আমাদের হাড়েও ঘুণ ধরছে, তাঁতগুলিও ক্ষয়ে কাটছে, কংগ্রেসের টাকা যাঁদের হাতে আছে তাঁরা কোন গতিকে, জোড়া দিয়ে, খদ্দরের অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছেন, কিন্তু জাতিকে যদি স্বদেশী করে তোলা না যায়, চেষ্টা করে আর কতদিন জেদ বজায় রাখা যাবে?

বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের প্রধান অস্ত্র ছিল স্বদেশী। দেশকে স্বদেশজাত বস্ত্র ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করাই তখন একমাত্র প্রচার ছিল, কোথা থেকে যে প্রয়োজন মত বস্ত্র সরবরাহ হবে, সে দিকে স্বদেশীর পুরোহিতবৃন্দ দৃষ্টি দেন নি, সে সুযোগে, বোম্বেয়ের ব্যবসায়ীগণ দু পয়সা করে নিলেন, তাও ম্যানচেষ্টারের সূতায়, কাপড়ের গাটে স্বদেশী মিলের মার্কা থাকলে যথেষ্ট হতো দেশের লোক সেদিনও দেশের নামে ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত হয় নি।

আজ স্বদেশী প্রচারের সঙ্গে, নেতৃবৃন্দ বস্ত্র উৎপন্ন করার দিকেও দৃষ্টি দিয়াছেন, আশার কথা। কিন্তু এখনও আমাদের ভেবে দেখতে হবে, আমরা চরকায় সূতা কেটে, স্বদেশী-ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারব কিনা? দেশী বস্ত্র ব্যবহারে অর্থনীতির দিক দিকে যথেষ্ট সুবিধা আছে, তা'ছাড়া রাজনীতিরও বড় চাল এই সঙ্গে আছে, এই দুই চালে কিস্তিমাৎ করতে না পারলে স্বদেশী আমাদের সার্থক হবে না।

লর্ড কর্জ্জন জনমত উপেক্ষা করে, বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করেছিলেন, দেশবাসীর গলা ছেড়ে চেচিয়ে প্রতিবাদ করা ছাড়া দ্বিতীয় উপায় তখন আর ছিল না, কিন্তু বণিক জাতি ইংরাজের চৈতন্য সম্পাদন করতে তাদের পকেটে হাত দেওয়ার চিন্তা মাথায় যেমনি আসা, অমনি তাই নিয়ে কাজে লেগে যাওয়া গেছিল, এই সমস্ত রাজনীতিক চালটা আরও যে স্বদেশী প্রচলনের মধ্যে নেই তা নয়, বিলেত থেকে কোটি কোটি টাকার বস্ত্র আমদানি যদি বন্ধ হয়, ইংরাজের চক্ষু চড়ক গাছ হবে, কিন্তু সে ন মোন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না, এই জেনে ব্রিটিশসিংহ নির্ভীত থাবা গেড়ে বসে আছেন, তোমরা যাই চেচাও আর হুমকি দেখাও, তামাসা ছাড়া জিনিষটা বেগোড় কিছু নয় তা এরা বেশ বুঝেছেন।

শুনতে পাই এদেশে তুলা যথেষ্ট হয়, সূতা প্রস্তুত করাও অসম্ভব নয়, দেশে বস্ত্র ব্যবহারও ফুরাবে না, এই অবস্থায়, বঙ্গলক্ষীর মত, আরও বড় বড় কল নির্ম্মাণ হলে, যদি চরকায় আমরা কৃতকার্য্য না হই, এতদ্দ্বারা স্বদেশীর প্রাণ রক্ষা হতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ের চরম সিদ্ধান্তে আসতে হলে, একবার প্রাণপণ করে দেখা উচিত, চরকায় আমরা বস্ত্র সমস্যা দূর করতে পারব কিনা?

আমাদের মনে হয়, চরকায় সূতা কেটে কাপড় বুনে এত বড় দেশের বস্ত্রাভাব দূর করতে হলে, এক অসাধারণ উপায় অবলম্বন করতে হবে, আর সে উপায়টা অর্থকরী

তো নয়, পরন্তু কৃচ্ছ্র তপস্যামূলক। কেন না, সূতার মজুরি যুগিয়ে যদি বস্ত্র বুনা হয়, তা হ'লে বস্ত্রের মূল্য কোনমতেই, আমরা বিলাতি কাপড়ের তুলনায় কম করতে পারবো না, আর দেশের যেরূপ বর্ত্তমান অবস্থা, শারীরিক শ্রম দিয়ে দেশের কাজে মরণকেও মেনে নিতে অনেকে রাজী হতে পারে, কিন্তু অর্থ দিয়ে দেশসেবা একপ্রকার অসম্ভব। ভগবানের দেওয়া শরীর যখন আছে, তখন দধীচির মত তা দিয়ে যদি শত্রুবধের বজ্র নির্ম্মাণ হয়,অনেক দধীচির সন্ধান পাওয়া যায়, এই লক্ষ্মীছাড়া জাতির এমনই অর্থহীন অবস্থা, অর্থ দিয়ে দেশপ্রীতি রক্ষা দায়ের কথা—এক প্রকার অসাধ্য বল্লে অত্যুক্তি হয় না।

আজন্ম দেশসেবায় জীবন উপসর্গ সংকল্প নিয়ে অনেক তরুণকে দেখি, পরিধেয় বস্ত্রখানি কিন্তু তাদের খদ্দর নয়, তার কারণ উলঙ্গ থাকার দায় থেকে পরিত্রাণ পেতে গিয়ে, যৎকিঞ্চিৎ মূল্যে এক খানা বস্ত্র খরিদ কালে, স্বদেশীর বিচার করতে পারে না, কাজেই বলতে হয়, খদ্দরের মূল্য যথেষ্ট চড়া হ'লে দেশের লোককে তা ব্যবহার করতে বাধ্য করা যায় না।

তবে উপায় কি? আমরা বলি, দেশের মা বোনেরা চরকা যদি ধরেন, সখের দায়ে নয়, জীবনের দায়ে, আর বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, একযোগে, তা হলে কি হয় বলা যায় না, দেশ যদি জাগে তা হলে একযোগেই জাগবে দেশের প্রাণ বলতে কেবল তুমি আমি নই, সে হচ্ছে একটা অখণ্ড সামগ্রী, সে প্রাণ কি জেগেছে! তা যদি জাগতো তা হলে এই স্বদেশীব্রত পালনে আমাদের নারী-শক্তিকেও উদ্বুদ্ধ দেখতুম।

উর্ব্বরা সোণার বাংলায় গৃহস্থের প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে অতি সহজে কার্পাস বৃক্ষ জন্মে, বৎসরে দুইবার তুলা উৎপন্ন হয়, প্রতি গৃহকর্ত্রী যদি হরিনামের মালা ছেড়ে, দিবানিদ্রা শিকায় তুলে, পরকুৎসায় সময়ক্ষেপ না করে, এই কর্ম্মে উদ্যত হন আর সেই গৃহপ্রস্তুত সূতায় প্রতি বাড়ীতে একখানি করে তাঁত চলে, তা'হলে উঠানের এককোণে অনায়াসে যেমন লাউ কুমড়া বেগুন প্রভৃতি প্রতিদিনের আনাজ উৎপন্ন হয়, সেইরূপেই বিনা ব্যয়ে বস্ত্রাভাব দূর করতে পারে। অর্থের দিকে সুবিধার চূড়ান্ত, তা ছাড়া এতবড় বিলাতী ব্যবসায়ে লালবাতি জ্বলবে কেবল বঙ্গ নারীর কল্যাণেই, চের বড় রকমের রিফর্মের লাড়ু ঝাঁকায় ঝাঁকায় দেশের দুয়ারে ঢিপ মারবে, কিন্তু এত বড় কাজটা যে দেশের নারীশক্তি সম্পন্ন করতে পারে, সে জাতি আর রিফর্মের লালসায় বিমুগ্ধ হবে না, কতখানি প্রাণ থাকলে ভাবতে য সহজ কাজেও করা তা বাধবে না, মায়েরা বোনেরা কথাটা ভেবে দেখবেন কি?

"নবজ্যো।"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ঠাকুরমার টোট্‌কা

বা

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

গলা-বুক-জ্বালা।

গুঁড়া সোডা একটু জল দিয়া খাওয়া অথবা গলায় না লাগে এরূপ ভাবে পানসাজা চূণের একটুখানি শক্ত চূণ গোলমরিচ প্রমাণ বড়ী করিয়া মুখের মধ্যে জল রাখিয়া গিলিয়া ফেলিলে জ্বালা আশু নিবৃত্তি হয়।

গলা ভাঙ্গা।

২ ভরি প্রমাণ আদার রসে ৵০ আনা পিপুলের গুঁড়া, ৵০ আনা জাঙ্গী হরীতকী গুঁড়া, ।০ আনা পুরাতন তেঁতুলের শাঁস, ॥০ ভরি মধুসহ উত্তম রূপে মিশাইয়া, দিনে দুইদিন বার লেহন করিলে অতি শীঘ্র ইহা ভাল হয়।

১ রতি কর্পূর ও এক টুকরা কাঁচা সোহাগা মুখ মধ্যে রাখিয়া দিলে এবং গরম জলের ভাপ্‌রা লইলেও বিশেষ উপকার হয়।

তেজপত্র ৵০, পিপুল ।০, লবঙ্গ ।০, মিশ্রি ১ ভরি একত্রে গরম জল ফেলিয়া রাখিয়া, কিছুক্ষণ পরে ছাঁকিয়া পান করিলে স্বর শুদ্ধি, ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীরে স্ফূর্ত্তি হয়।

গা বমি বমি।

মৌরী, বিড়ঙ্গ, চিরতা একত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া কিছুক্ষণ পরে ছাঁকিয়া লইবেন, এই জলে ফুল খড়ি ঘষিয়া পান করিলে বমনোদ্বেগ নিবারণ হয়।

শ্বেত চন্দন ঘষার সহিত মৌরী বাটিয়া, সেই মৌরী বাটা নারিকেল জলে গুলিয়া দিবেন। আধভরি পরিমাণ চূণের জলের সহিত ঐ নারিকেল জল পান করিলে, বমির উদ্বেগ নিবারণ হয়।

ত্রিফলা ও ধনে ভিজান জলে মধু গুলিয়া পান করিলে শীঘ্রই উপকার বোধ হয়।

ঘামাচি।

কাঁচা হলুদ, নিমপাতার রস, শ্বেত চন্দন ঘসিয়া শরীরে লেপন করিলে ইহা ভাল হয়।

হরিদ্রা চূর্ণ ও কর্পূরের সহিত মিশ্রিত সর্ষপ তৈল মাখিলে যথেষ্ট উপকার হয়।

সর্ষপ তৈলের সহিত নিমের ফুল ও সজনেফুল ভাজিয়া সেই তৈলে শরীর মর্দ্দন করিলে ঘামাচি ভাল হয়।

হিঞ্চার শাক ভাতে দিয়া খাইলে ও হিঞ্চার রস গায়ে মাখিলে বা তেঁতুল মাখিয়া গা ধুইলেও বিশেষ উপকার হয়। বৃষ্টির জল বা শুদ্ধ শ্বেত চন্দন ঘসিয়া গায় মাখিলেও ঘামাচি সারিতে পারে।

চুলকণা।

চৌকি সোহাগা ও কর্পূর সমভাগে নারিকেল তৈলে ফেলিয়া ঐ তৈল মাখিলে সারে। (ক্রমশঃ।)

বিংশ শতাব্দির অপূর্ব্ব আবিষ্কার!

আয়ুর্ব্বেদিক ও এলোপ্যাথিক ভেষজের

বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ এট

কডলিভার অয়েল

ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম।

মহর্ষি চ্যবনমুনির আবিষ্কৃত চ্যবনপ্রাশের গুণ বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়া ও ভেষজের অভাব বশতঃ অনেকের প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ শাস্ত্রানুযায়ী আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না। সেই কারণে আমরা ভারতের নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া মেদ, মহামেদ, বংশলোচন প্রভৃতি মহা আবশ্যকীয় দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতঃ বিশেষ সতর্কতার সহিত এই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া আমেরিকান প্রক্রিয়ায় ইহার সহিত নরওয়ে জাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কডলিভার ওয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম সংযোজনা করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকমতে সম্মিলিত হওয়ায় পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে চ্যবনপ্রাশ, কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম এই ত্রিবিধ ঔষধের প্রত্যেকের শরীরের উপর কার্য্যকরি ক্ষমতা (Physiological action) দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করিলে ফুসফুস সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া যথা—শ্বাস, কাশ, পার্শ্বশূল, বক্ষস্থলে বেদনা বা ভারবোধ, সপূঁয কফ বা রক্ত নিষ্ঠীবন, নিশাস্বেদ, পুরাতন ব্রংক্রাইটিস প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। যাঁহাদের নিজের বা পৈত্রিক কাশির দোষ আছে বা হাঁপানি রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ অমৃত তুল্য। অনেকের শুদ্ধ কডলিভার অয়েল সহ্য হয় না, পেট গরম হয় পাতলা দাস্ত হয়, তদ্ভিন্ন ইহার অতিশয় তীব্র গন্ধ হেতু অনেকে ব্যবহার করিতে চান না এবং ব্যবহার করিয়াও অনেকে বমন করিয়া ফেলেন; কিন্তু আমাদের এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের সহিত কতকগুলি এইরূপ দেশীয় ভেষজ দ্বারা অভিনব প্রণালীতে কডলিভার অয়েল সংমিশ্রিত হইয়াছে, যে ইহা সকল শরীরে সহজে হজম করাইয়া নূতন রক্ত কণিকা প্রস্তুত করে, তদ্দ্বারা ফুসফুস সবল হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে দেহ বলিষ্ঠ ও লাবণ্যময় দেখায়; তদ্ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা কডলিভার অয়েলের গন্ধ নাশ করা হইয়াছে; এবং ইহার গন্ধ ও আস্বাদ অপ্রীতিকর নহে।

যাহারা যে কোন কারণ বশতঃ কডলিভার অয়েল, সিরাপ হাইপোফস্ফেট অব লাইম কিম্বা কডলিভার অয়েল ঘটিত যে কোন ঔষধ ব্যবহার করেন তাহারা একবার সেই সকল ঔষধের পরিবর্ত্তে আমাদের কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া দেখুন, দেখিবেন কত অল্প দিনের মধ্যে আপনার উপকার দর্শাইবে এবং একমাসের মধ্যে দেহের ওজন বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুতে দীর্ঘদিন ধরিয়া সেবন করিলে ধাতু পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন দেহ হয়। ইহা বৃদ্ধদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী।

ব্যবহার বিধি :—চা চামচের এক চামচ মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সহ্যানুযায়ী চারি চামচ মাত্রা পর্য্যন্ত এক ছটাক অল্প গরম দুগ্ধের সহিত আহারের পর, দিবসে দুইবার ব্যবহার করিতে হয়।

মূল্য প্রতি ফাইল (আট আউন্স) ২৲ দুই টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৸৹ বার আনা; একত্রে তিন ফাইল ৫৷৹ সাড়ে পাঁচ টাকা, মাশুলাদি ১৷৹ দেড় টাকা।

একখানি মাত্র প্রশংসাপত্র দেখুন—

বনগাঁও হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন ও এ্যালক্সা চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ডাক্তার টি, সি, দত্ত, এল, এম, এস, মহাশয় লিখিয়াছেন—

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের যে এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পূর্ব্বে আমি জানিতাম না, কিন্তু কয়েকটী রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ উপকার দেখিয়াছি। আজ কাল যত রকম কডলিভার অয়েল ঘটিত ঔষধ আছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

সোল এজেণ্টস্—

শাহ এণ্ড কোং।

ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্টস্।

৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

REGD. No. C 522

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ বর্ষ।] ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩০ সাল। ইং ১০ই আগষ্ট, ১৯২৩ সাল। [৪র্থ খণ্ড।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসে গেজেটে ৩টী করিয়া পুরস্কারের প্রশ্ন বাহির হইবে। প্রতি প্রশ্নের উত্তরের পুরস্কার ২৲ দুই টাকা। গেজেটের গ্রাহকমাত্রই এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু উত্তরের সহিত কুপন না থাকিলে কোন উত্তরই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। প্রশ্নের শেষ ভাগে পুরস্কারের কুপন আছে। উত্তরের সহিত গ্রাহক নম্বর লিখিবেন।

২। একজন গ্রাহক ৩টী পুরস্কারের জন্য উত্তর পাঠাইতে পারেন; কিন্তু একাধিক পুরস্কার এক মাসে একই গ্রাহককে দেওয়া হইবে না।

৩। পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচার সকল সময়েই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

৪। প্রতি মাসের প্রশ্নের উত্তর তৎ-পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। প্রতিযোগিতার ফল পরবর্ত্তী মাসের গেজেটে বাহির হইবে। উল্লেখযোগ্য উত্তর-প্রেরকগণের নাম ঐ সঙ্গে গুণানুসারে প্রকাশিত হইবে।

৫। কাগজের এক পৃষ্ঠায় উত্তরগুলি লিখিতে হইবে। প্রথমেই গ্রাহক নম্বর, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক। একাধিক ব্যক্তির উত্তর একই এবং ঠিক হইলে লেখার ধরণ এবং পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য করিয়া পুরস্কার যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবে।

আষাঢ় মাসের প্রশ্নের ফল।

১ম প্রশ্নের উত্তর—

(ক) দময়ন্তী।

(খ) রাবণ জাতিতে রাক্ষস।

(গ) অর্জ্জুন :—ফাল্গুনী।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীহরিপদ ঘোষ।
বাঁকুড়া।

২য় প্রশ্নের উত্তর—

(ক) নয়ন।

(খ) ভূপতি, নৃপতি।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীরমণীমোহন দত্ত।
ময়মনসিংহ।

৩য় প্রশ্নের উত্তর—

এই প্রশ্নের উত্তর কেহই পাঠান নাই এবং বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনা না করায় উহা দেওয়া হইল না।

প্রশ্নোত্তরকারীগণের প্রতি নিবেদন।

বহু সংখ্যক ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের গেজেটে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর পাঠাইতেছেন এবং উত্তরও অনেকের যথাযথ হইতেছে কিন্তু পুরস্কারের নিয়মাবলীর প্রথম ধারা অনুসারে তাঁহাদের উত্তর গ্রহণ করা হই-তেছে না—কারণ গেজেটের গ্রাহক ভিন্ন অন্য কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় না; সেই কারণ যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিয়া পুরস্কার পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রথমে এক টাকা বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন কিম্বা আমাদের নিকট চিঠি লিখিলে আমরা রেজেষ্ট্রী খরচা সমেত ১৵৹ এক টাকা দুই আনা চার্জ্জ করিয়া ভিঃ পিঃতে বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া থাকি।

শ্রাবণ মাসের প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত + এই চিহ্নিত স্থানগুলি পূরণ করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

১ম প্রশ্ন।

(ক) ত্রি-অক্ষরে + অতি + স্থান হয়।
+ হীনে তায় + না বুঝায়॥
অন্তে + হয় তাই + গঠন।
শরীরের + অংশ + এখন॥

+ ঐ যদি + তবে + সেই।
বল + শীঘ্র কিবা + হল + ॥
(খ) অর্থহীন + কিন্তু + আমি + ,
+ ভড়ং + বহুব্যয়ী নই।
প্রজা + কিন্তু + + হই,
চিনামী + যে + কুসুমেতে + ।
+ আমি চিনিতে + পাঠক + ,
পথে + + ঝাপে + দরশন।

২য় প্রশ্ন।

(ক) নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক পত্রিকাটীর অর্থ বাহির করিতে হইবে।

মন হারাইলে শমন যাগিয়া যেমন লোকের কেবল বলে খোঁচা জলে কর্ম্ম রিক্তে তেমনি ছেলেরা নইলে সেথানে বেশ নানা রকম সেথে।

(খ) নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি লইয়া পাঁচটী ভৌগলিক নাম এবং তাহাদের অবস্থান লিখিতে হইবে।

য়া ডা কো রী স্ আ টা
র গো পা য়ি ম গা কা
জো পা ক্রো গ্রি বু স্কা না।

৩য় প্রশ্ন।

(ক) এক ব্যক্তি ৩টা ও ৪ টার মধ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ৮টা ও ৯ টার মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিল যে ঘড়ির কাঁটাদ্বয় পরস্পর পরস্পরের সহিত স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে, সে কোন সময় বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়াছিল।

(খ) ইংরাজী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৮টার সময় কোন দুইটা ঘড়িতে ঠিক ৮টা বাজিল, তাহার পর একটী ঘড়ি দিনে ৬ সেকেণ্ড স্লো, অপরটী ১০ সেকেণ্ড ফাষ্ট যাইতে লাগিল, কোন দিবস ঘড়ি দুইটীর আধ ঘণ্টা অন্তর হইবে; এবং ঐ সময় কোন ঘড়িতে কত সময় দেখাইবে।

ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট
পুরস্কার কুপন নং ১১

সখ-শোভা-সম্বাদ।

প্রথম উল্লাস

শোভা। ওগো, তুমি যে মাথায় মাথ্‌বার তেল সুগন্ধি করবার জন্যে এক কৌটা 'কাশ্মীর-কুসুম' এনে দিয়েছিলে—তা ফুরিয়ে গিয়েছে।

সখ। এত শিগ্‌গির ফুরুলো যে?

শোভা। এত শিগ্‌গির কি ফুরুতো—আমি 'কাশ্মীর-কুসুমের' তেল মাথায় দিয়েছি; ও বাড়ীর বিদ্যুৎমালিনী ছুঁড়ী এসে বল্‌লে—বৌদি তোমার ঘরে কি এসেন্স প'ড়ে গেছে? এত গন্ধ কিসের? আমি তাকে খুলে ব'লে কৌটা দেখাতেই সে অনেক খানি ঢেলে নিয়ে গেল। বলে গেল, "বা—বা, এতো চমৎকার তেলের মশলা। তোমার মাথার গন্ধে বাড়ী শুদ্ধ গুল্‌জার হয়ে গিয়েছে!"

সখ। তা নিয়ে যাক্—তা নিয়ে যাক্। আমি এখুনি আবার এনে দিচ্ছি।

শোভা। না—না, এখন নয়। খাওয়া দাওয়ার পর বিকেলে যেও এখন।

সখ। কি রকম?

তুমি মোর প্রিয়তমা—আমি তব প্রিয়তম—
তব পদে প্রাণ মন দিইনি তিলটি কম।
যেতে পারি আনিবারে যাহা তব মনোরম,
যদি যেতে হয় সেথা যেথায় রহেন যম।

শোভা। ও কি কথা!—ছি! মিন্সের ঢং দেখ!

সখ। ঢঙ নয়—রঙ নয়!
পরখ্ করেই দেখোনা গো—
মিথ্যে কথা নয় প্রেয়সী,
হুকুম করলে মই দে' পেড়ে
আকাশ থেকে আন বা শশী!
তোমায় তৃপ্ত করার চেয়ে নাইলো
আমার অন্য সাধন—
তোমার তরে ডিঙ্গিয়ে সাগর
আনতে পারি গন্ধমাদন।

শোভা। তা তুমি—পার, আমি জানি। তুমিই তো ত্রেতায়—

সখ। থাক—থাক। হয়েছে—আর ব্যাখ্যানায় কাজ নেই। এই আমি এখনি চল্লুম।

শোভা। না—না ওবেলা এনো। এখন খাও দাও।

সখ। বলো না—বলোনা প্রিয়ে তুমি আমায় খাও দাও—প্রাণ আমার বলে প্রিয়ে —এখনি উধাও ধাও।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় উল্লাস।

সখ। এই নাও—এই নাও। একটা নয়—দুটো নয়—একেবারে তোমার জন্যে আধ ডজন "কাশ্মীর-কুসুম" এনেছি।

শোভা। তুমি কি পাগল নাকি?

সখ। প্রিয়ে, পাগল ছিলুম না—তোমার মাথায় কাশ্মীর-কুসুম মিলানো তেলে আমাকে পাগল করেছে।

শোভা। ঠিক! তা তোমার এতো দেরী হলো যে?

সখ। ওরে বাবা! কি ভিড়! কি ভিড়! ৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেনে, বি, সাহের আয়ুর্ব্বেদ আশ্রমে কি ভিড়! হাজার হাজার কাশ্মীর-কুসুম তো বিদেশে চালান যাচ্ছে! তার ওপর খুচ্‌রো খদ্দের! আমি প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে! দেখ্‌লুম, আমার চোখের সাম্‌নে বোধ হয়, গ্রোস গ্রোস 'কাশ্মীর কুসুম' বিক্রি হয়ে গেল। এই তেলের মশলাটা অতি চমৎকার বলে এর কাট্‌তি বড় বেশি। এ মশলা শুধুই ভূস্বর্গ কাশ্মীরের নানা জাতীয় সুগন্ধ কুসুমে তৈরী। বড় সুন্দর—বড় উৎকৃষ্ট!

মন মজানো গন্ধে ভরা এ কাশ্মীর-কুসুম,
মিশিয়ে তেলে মাখ্‌লে পড়ে প্রেমের
-কি মরশুম!!

— —

নির্ব্বাসিতের ডায়েরীর
কয়েকপাতা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ।

আন্দামান।——১২ই জুলাই, ১৯১৪। স্বদেশী দলে যারা ঢুকেছে, তাদের আবার জীবনই বা কি মরণই বা কি। আন্দামানে আসার পর থেকে একটা কথা স্পষ্ট মনে হচ্ছে যে দেশের সুদিন আসার এখনও অনেক বাকী, এমন কি, মাঝে মাঝে মনে সন্দেহও হচ্ছে যে এ রকম এক দল লোক কেবল মরিয়া হ'য়ে সমস্ত দেশ থেকে, সমস্ত সমাজ থেকে আলগা হ'য়ে দেশের কাজ করলে, কিছু ফল হবে কি?

২৭শে জুলাই, ১৯১৪। আজ সকাল থেকে পাগলা ঝোড়ো হাওয়া সমুদ্রের ঢেউ গুলোকে কি তুর্কি নাচনই নাচাচ্ছে—বিক্ষিপ্ত জলকণা আজ সমুদ্রের উপরকার আকাশ অন্ধ দিক্‌ করে তুলেছে—আর উপরে স্তরের পর স্তর কালো মেঘের বেণী এলিয়ে প্রলয়ের দেবী নীলাঞ্চল বিছিয়ে কাহার প্রতীক্ষায় অস্থির হ'য়ে উঠেছে—নয়নে তাঁহার সর্ব্বনাশ বিজলির ঝিলিক, গর্জ্জনে তাঁহার চরাচর আজ স্তব্ধ।

আমরা কয়েকটী মানুষ মাত্র পৃথিবীতে আজ এই সর্ব্বনাশ প্রকৃতির সাক্ষী—এই পাগলা ঢেউগুলো আমার বড় ভাল লাগে, ওরা আমার সাক্ষী কত প্রাতে কত সন্ধ্যায় ওরা আমার কাণে কাণে প্রাণে প্রাণে বলেছে ভয় নেই—ভয় নেই—অনেক দূরের যাত্রী আমরা, তোমায় আমরা চিনি, তুমিও তো সুদূরের পিয়াসী। ওদের কাছ থেকে যখন মানুষের সভ্যতার কামরায় ফিরে আসি, তখনও ওরা দূর থেকে হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে আমায় ডাকে, ওরা জানে না যে আমি ওদের মত মুক্ত নই।

যাক্‌ আজ আকাশের কালো এলো কেশ দেখে সেই পুরাণো কথা মনে পড়ে গেল। সেই একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে। এহো চুল একরাশ, বড় বড় ডাগর চোখ দুটি,—সেই স্নিগ্ধ মধুর হাসি, আজ আন্দামানে বসে সব মনে পড়চে। এমন দিনও গিয়েছে, যখন মন থেকে তার মুখের স্মৃতি জোর করে দূর করেছি, আর আজ প্রাণপণে চেষ্টা করছি তার সমস্ত দেহের সমস্ত অঙ্গের খুঁটি নাটির কথা মনে করতে। স্পষ্ট আজ আমার চোখের উপর ভাসচে, তার ভুরুর উপরকার তিলটি পর্য্যন্ত। এই আন্দামানে তার মুখখানিই ত আমায় জিইয়ে রেখেছে। তখন তো আর নিজের দিকে একটু তাকাই নি—প্রলয়ঙ্করীর তাণ্ডব নৃত্যে অট্টহাসি হেসে কি শ্মশানের সাধনাতেই তখন মেতে গিয়েছিলুম?

সত্যি কথা, আজ এটুকু মনে করেও ভাল লাগচে যে, সে আমায় মনে প্রাণে ভালবাসত। তাদেরই বাড়ীর বৈঠকখানায় ছিল আমাদের দলের আড্ডা।

কতদিন কলেজ থেকে ফিরে বাটীর উপর তলায় উঠবার সময় যেন ভুল ক'রে সেই ঘরটায় এসে পড়ে সে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে নমস্কার ত্রস্ত পদে চলে যেত। সেই হাসির ঢেউ তখনও যে মনকে নাড়া দিত না তা নয়, কিন্তু আমাদের যে মন্ত্র ছিল ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ—ও সব বন্ধনে, মুখের মায়ায় আমাদের বাঁধা থাকলে চলবে কি করে? আমাদের তখন দীক্ষা হয়ে গেছে অগ্নিমন্ত্রে হাজার বছরের পদদলিত দেশটাকে জাগাবার জন্য যে বিশাল যজ্ঞ সুরু হয়েছে সে যজ্ঞের পুরোহিতদের আবার স্বার্থই বা কি, সুখই বা কি?

১২ই অক্টোবর, ১৯১৪।

আজ মা এসে লুকিয়ে জিগেস করল তুই চোর ঘরে বসে ভাবিস কি? পাগল হয়ে যাবি যে, না তুইও যোগ আরম্ভ করেছিস না কি? আমি বল্লুম তার কথা ভাবি। মা জিগেস করল, কার কথা? আজ মাকে সব কথা খুলে না বলে থাকতে পারলুম না। সেই সমস্ত কথা সেই যে তার মায়া, তার ভালবাসায় একান্ত জড়িয়ে না পড়ি, তার জন্য অন্তরে বাহিরে নিজের সঙ্গে নিজের সে দিন কি লড়াই—ই-না লেগেছিল? কোথায় লাগে দেবাসুরের যুদ্ধ।

তারপর এমন কি নানা কৌশলে তাদের বাড়ী থেকে আমাদের আড্ডা আমিই স্থানান্তরিত করলুম। তার ভাই আমাদেরই দলের, আমার ছিল বিশেষ বন্ধু। আড্ডা বদলানো হ'ল ভারতবর্ষময় নানান জায়গায় টো টো করে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম, মনকে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করতে দিলুম না। তারপর কলকাতায় আবার ফিরে এলুম। ভাবলুম এতদিনে সব চুকে গেছে। কিন্তু ২।৩ দিন পরেই হঠাৎ বন্ধুটি একদিন তার বাড়ীতে আমায় নেমন্তন্ন করল।

আবার সেই—আবার সেই হাসি— সেই চাহনি— সেই নমস্কার—বরং এবার আরও একটু বেশী—আপনি আমাদের বাড়ী আর আসেন না কেন?

মাথা নীচু করে উত্তর করলুম "সময় হয়ে উঠে না। এত দিনতো কলকাতায়ই ছিলুম না।" "দাদা বলছিলেন, আপনি সব কাজের সময় পান, কেবল এ বাড়ীতে আসার সময় পান না।" স্পষ্ট শুনলুম, তার কণ্ঠস্বরে অভিমানের কান্নার পূর্ব্বাভাস।

অত্যাচারীদের নির্ম্মূল করা আমাদের কাজ হলেও বোধ হয় আমাদের বাঙ্গালীর মনটি ছিল শুধু শুধু একটি তরুণীর মনে কষ্ট দেওয়ার মত আমরা নিষ্ঠুর নই। ভাবলুম দেখা করার কি দোষ, আমার কর্ত্তব্য থেকে আমায় এক চুল ভ্রষ্ট করতে পারে কে? যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা" আমাদের দলের

প্রত্যেকেরই ছিল এই গান, প্রত্যেকেরই জীবন ছিল দেশমাতার চরণতলে উৎসর্গীকৃত।

তার সঙ্গে হাসি, গল্প, বন্ধুত্ব ক্রমে ক্রমে উঠল। যে দিন কোন কাজে হঠাৎ আমার তাহাদের বাড়ী যাওয়া হ'ত না, তারপর দিন তার মুখে চোখে কি অভিমানের ছবিই দেখতে পেতুম। এ সব দেখে মনে মনে দুঃখও হত আবার হাসিও পেত। হায়রে নারী, তুমি কত মায়াই জান, কিন্তু পুরুষ যে বড় চঞ্চল, বড় দুর্দ্দান্ত, বড় কঠোর।

যাক্ তার সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব এল। শুনলুম সে আমায় ভালবাসে। বন্ধুরা বলতে লাগল বেশত ওকেও দেশের কাজে লাগিয়ে দেবে, দোষ কি?

বজ্রের মত কঠোর মনও সে দিন কেঁপে উঠেছিল এখন কোন পথ। জীবনে এই সব মুহূর্ত্ত বড় ভয়ানক; এ সময়ে বন্ধু-বান্ধব মহাপুরুষ কারো কথায় যেন মনে ঠিক সায় পাওয়া যায় না। মনে হয় সব মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা।

পাগলের মত সে দিন দুপুরে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বিনা কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছি হঠাৎ দেখলুম, একটা জায়গায় অনেক লোক জমেছে। কি ব্যাপার? একটা পাহারা-ওয়ালা থামকা একটি কলেজের ছোকরাকে ধরে লাঞ্ছনা করেছে। ছেলেটি নিরুপায় হয়ে সার্জ্জেণ্টের শরণাপন্ন হয়েছে, কিন্তু উল্টা বুঝলি রাম। ছেলেটিকে হাজতে নিয়ে চল্ল। রাস্তার দুধারের লোক ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। আমি আর কি করব? আমাদের দলের এ সব প্রকাশ্য ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করা একেবারে নিষেধ ছিল। ভালো মানুষটির মত সেখান থেকে ধীরে ধীরে সরে পড়লুম। কিন্তু আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর ক্রোধে ঘৃণায় জলে যাচ্ছিল। ইচ্ছে করছিল ঐ জানোয়ারদের হাত থেকে তরুণ সুকুমার ছেলেটিকে ছিনিয়ে আনতে, কিন্তু নিরুপায়, নিরুপায়। মরা দেশ এই রকম করে সমস্ত অপমান নির্য্যাতন নীরবে সইছে। না আছে এর সমুচিত প্রতীকার, না আছে কোথায়ও সুবিচারের আশা। পথের কুকুরটার মতও আমাদের ভরসা নাই, সব নীরবে সইতে হবে। এক মুহূর্ত্তে মনে হল দেশমাতা যেন অপমানিত হয়ে কাতর চক্ষে আমার দিকে চেয়ে বলছেন আমার উপর নির্য্যাতন অপমান সবই সমানই চলবে আর তুমি সুখের সংসারে দিব্য আরামেই থাকবে ধিক! সেই মুহূর্ত্তেই বিবাহের প্রস্তাব ঝড়ের মুখে তৃণের মত কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল— মিথ্যা বন্ধন, এ বন্ধন আমি ছিন্ন করবই প্রতিজ্ঞা করলুম— এ সব সুখের স্বপ্ন আর নয়।

তারপর যেদিন তার সঙ্গে আবার দেখা হল, দেখলুম তার চোখে মুখে লজ্জা ও করুণার ভাব। সেদিন কর্ত্তাবার্ত্তার মাঝ-খানে হঠাৎ মাথা নীচু করে কান মুখ লজ্জায় লাল করে সে বল্ল আপনি কি আমায় ভালবাসেন না। আমি হতবুদ্ধি হয়ে বল্লুম "আমি আমার দেশকে ভাল-বাসি।" সে বল্ল, আমি কি আপনার দেশেরই নই, আমি কি আপনার কাজের সঙ্গিনী হতে পারি না?" ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করলুম "ক্ষমা করবেন, আপনাকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি করি।

কিন্তু আমার জীবনের ব্রতে বিবাহ নিষিদ্ধ। তার পর? তারপরও তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আবার সেই হাসি—সেই চাহনি—সেই সব—কিন্তু সবটার মধ্যেই কেমন একটা ম্লান ছায়া পড়ে এসেছে। কেমন একটা সঙ্কোচ, কেমন একটা দ্বিধা।

যাক, তারপর ধরা পড়লুম, হাজতে পচলুম। আণ্ডামানে আসার দিন লোক মারফত তার কাছ থেকে একটা গোলাপ ফুলের তোড়াও পেলুম।

মা সমস্ত কথা শুনে অবাক্। তার দুই চোক জলে ভরে এসেছিল, সে আমায় জড়িয়ে ধরে বল্ল—ভাইটি সে পুরোণা কথা মনে করে কেন আর কষ্ট পাস্? বিদায় বরেছ যারে নয়ন জলে তারে আর ভেবে লাভ কি বল?

আমি বল্লুম 'বলিস' কি? সে আমায় ভালবাসে এই কথাটাই আজ আমার নির্ব্বা-সনের একমাত্র সম্বল। দেশের কাজ থেকে বিধাতা যখন আজ অবসর দিয়েছেন তখন তার স্মৃতি টুকুই আজ আমার সমস্ত দিনের কাজ—আমি আজ বেঁচে গেছি। আমার সব দ্বিধা আজ দূর হয়ে গেছে। আজ আমিও তাকে ভালবাসি। আঃ"

১৪ই মার্চ্চ, ১৯২১।

আণ্ডামান থেকে ফিরে এসেছি দেশ জুড়ে আজ আমাদের কত সম্মান, কত পূজা, কত কৃতজ্ঞতা। দেশে আবার দেখি সেই আপন ভোলা তরুণের দল সকল মুখে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে দেশে কাজে প্রাণ দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে।

আমার নির্ব্বাসনের সঙ্গিনী এখনও অবি-বাহিতা। বেথুন কলেজে সে আর পড়ে না। এখন সে পড়ায়। মুখে চোখে আর সে লাবণ্য নাই কিন্তু হৃদয়ের মাধুর্য্য আগেকার মতই আছে। রাত দিন পড়া শুনায় ব্যস্ত। আবার নারী সমিতির সে হল সম্পাদিকা। এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বল-বারও তার সময় নাই।

সকলেই ব্যস্ত। কেবল আমার আজ কাজে মন নেই। তেমন আর ভরসা পাচ্ছি না নিজেই অবশ, কাকে আর বল দেব বল?

২৭শে মে, ১৯২১।

বাস, এবারই আমার সত্যি সত্যি নির্ব্বা-সন সুরু হল। রাজা আমায় নির্ব্বাসিত করতে পারেন নি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আমার পায়ের তলায় মাটী আর স্থির নেই—মাথার উপরকার আকাশ আমার অচেনা, চারিদিকের প্রকৃতি আজ আমার কাছে নির্ব্বাক।

এ কি হল? জীবনের বাকী কটা দিন কি এমনি অবশভাবে কাটাব? কোথায় গেল আমার সাধের দেশ, কোথায় গেল আমার দুর্জ্জয় মনের বল?

নিরালয়ে পেয়ে আজ তাকে এতদিন পরে বলেছিলুম তুমি আমার আগুমানের সঙ্গিনী ছিলে। জীবনের বাকী কটা দিন এস আমরা দুজনে সঙ্গে থাকি। তোমাকে পেলে আমি ধন্য হব। আগেকার কথা সব ভুলে যাও।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা টানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বল্লে জীবনের সব সাধ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে—পড়ে আছে শুধু একটা কঙ্কাল। যৌবনের মিথ্যা অভিনয় করে আর কি লাভ? আমায় ক্ষমা করবেন। ভগবান আপনাকে সুখে রাখুন এই আমার চিরদিনের প্রার্থনা। বজ্রাহতের মত আমি বসে রইলুম—ধীরে ধীরে সে চলে গেল। এ যাত্রার মত সব খতম—সব শেষ।

"ভারতবর্ষ।"

ভারতের মুদ্রাপদ্ধতি।

বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশ সমূহে লেন দেনের মূল্য নিরূপণের আদর্শ পরিমাণ হচ্ছে স্বর্ণমুদ্রা। পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ ছিল না—স্বর্ণ এবং রৌপ্য উভয় মুদ্রাই একটী সুনির্দ্দিষ্ট অনুপাতে পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে আসছিল। এদের ভিতরকার এই যে আনুপাতিক সম্বন্ধ এটা মানুষের আইন দিয়ে গড়া মানুষের খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত সম্বন্ধ। প্রকৃতি মানুষের আইন মেনে চলে না, সে চলে তার নিজের খেয়ালে। সুতরাং পৃথিবীতে স্বর্ণ এবং রৌপ্য এ দুটী ধাতুর উৎপাদন ও সংগ্রহ হতে লাগলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হারে, এবং তদনুসারে তাদের বাজার দরেও এমন একটা খেয়ালী অনুপাত এসে দেখা দিল যে এ দুটী ধাতু মুদ্রার আইন গড়া আনুপাতিক সম্বন্ধটী বজায় রাখা সুকঠিন হয়ে উঠলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে প্রচলিত মুদ্রাপদ্ধতির সংস্কারের একটা মস্ত প্রচেষ্টা সুরু হয়েছিল। তার ফলে স্বর্ণমুদ্রাই দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণের একমাত্র পরিমাপ বলে বিধিবদ্ধ হয়। ইউরোপের অপরাপর দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পারস্পরিক মূল্যের একটা সুনির্দ্দিষ্ট অনুপাত রক্ষার জন্যে বিপুল সমবেত চেষ্টা চলেছিল, কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে পরাভূত হয়ে শেষে তারাও ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বাধ্য হয়।

সোণার তুলনায় রূপোর দাম যাতে পড়ে না যায় সে জন্যে আমেরিকাও প্রভৃত চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হয়ে অবশেষে অপরাপর দেশের ন্যায় তাকেও বলতে হয়েছিল,—"বদলে গেল মতটা, ছেড়ে দিলাম পথটা।"

এখন এ বিষয় ভারতবর্ষের অবস্থা কি তারি একটু আলোচনা করা যাক। ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব্বে এ দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় মুদ্রারই নির্ম্মাণ ও যুগপৎ প্রচলন ছিল। কিন্তু ১৮৩৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে রৌপ্য মুদ্রাই আইনতঃ একমাত্র প্রচলিত মুদ্রা বলে প্রচারিত হয় এবং ১৮৫৩ সালে স্বর্ণ মুদ্রার নির্ম্মাণ ও প্রচলন আইন দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কতিপয় সরকারী কর্ম্মচারী এবং বণিক সঙ্ঘ, রৌপ্য মুদ্রার পাশাপাশি স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের জন্যে আবেদন করেছিলেন, কিন্তু তাদের সে আবেদন অগ্রাহ্য হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্ততি ও অশীতিতম দশকে স্বর্ণের তুলনায় রৌপ্যের দাম অস্বাভাবিকরূপে পড়ে যাওয়ায় গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত উদ্বান্ত হন। ভারত গভর্ণমেণ্টের এরূপ উৎকণ্ঠার প্রধান হেতু এই যে ফি বছর তাকে হোম চার্জ্জ নামে অভিহিত ইংলণ্ডের কতকগুলা দাবী মেটাতে হত (এখনও হয় এবং এই বার্ষিকীর পরিমাণ ২০ হতে ৩০ কোটী পাউণ্ডের অর্থাৎ ৩০০—৪৫০ কোটী টাকার কম নয়)। এই কর ভারতবর্ষে আদায় হয় রৌপ্য মুদ্রায়, কিন্তু ইংলণ্ড রৌপ্য মুদ্রা গ্রহণ করে না, গ্রহণ করে ফি বছর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোনা। সুতরাং রূপোর দর পড়ে যাওয়ায় ঐ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোণার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে বছরে বছরে বেশী রৌপ্য মুদ্রা দিতে হয়েছিল। তা ছাড়া রৌপ্য মুদ্রার বদলমূল্যের হার (Exchange) এমন ভাবে পরিবর্ত্তনশীল হওয়ায় ব্যবসাদার প্রভৃতি যাদের বিদেশে টাকা পাঠাতে হত তাদের অত্যন্ত অসুবিধা হল। গভর্ণমেণ্টের বজেট বরাদ্দ ওলটপালট হয়ে তহবিল ঘাটতি হল এবং নতুন কর স্থাপন করেও সে ঘাটতি মেটান সম্ভবপর হল না। এই দুর্দ্দিনে গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিলেন, টাকশালে টাকা তৈরী বন্ধ করে রৌপ্য মুদ্রার বদল মূল্যের হার সুনির্দ্দিষ্ট মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে সেই মূল্য বজায় রাখতে হবে। ব্রিটিশ রাজকোষের নিকট এই প্রস্তাব প্রেরিত হলে, ভারতবর্ষের মুদ্রা নিয়ে এই প্রকার ফাঁকিবাজির তীব্র প্রতিবাদ করে তাঁরা বল্লেন,—"এরূপ কৃত্রিম উপায়ে রৌপ্য মুদ্রার মূল্য চড়িয়ে, "হোম চার্জ্জ" পাঠানোর দরুণ যে ক্ষতি হবে তার বোঝা শুধু ভারতবাসীর স্কন্ধেই অর্পণ করা হবে।"

যাঁরা প্রচলিত মুদ্রাপদ্ধতির কোনরূপ পরিবর্ত্তনের পক্ষে ছিলেন না তাঁরা মত দিলেন যে রৌপ্য মুদ্রার বদল মূল্যের ওঠা-পড়ায় দেশের বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, তবে ভারত গভর্ণমেণ্টের যে সমস্যা তার মীমাংসা করতে গেলে কৃত্রিম উপায়ে টাকার মূল্য বাড়িয়ে দিলেও হবে না, হোম চার্জ্জের দাবীর পরিমাণ কমাতে হবে। উপস্থিত সমস্যার রীতিমত তদন্ত এবং আলোচনার জন্যে ১৮৯৩ সালে একটী কমিটী নিযুক্ত হয় এবং তাঁরা ভারত গবর্ণমেণ্টের নীতিরই অনুমোদন করে বল্লেন,—টাকশাল বন্ধ করা

হোক। হর্শেল কমিটীর এই অভিমতের ফলে টাকশাল বন্ধ হল, টাকশালে রূপো নিয়ে গিয়ে টাকা তৈরী করিয়ে নেবার অধিকার আর কারুর রইল না। রৌপ্য মুদ্রার প্রচার এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে গবর্ণমেন্ট তাকে স্বর্ণ মূল্যের হার ক্রমে চড়িয়ে দিয়ে Exchange বা বদল মূল্যের হারের সমতা রক্ষা করলেন। তারপর কি করা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য ফাউলার কমিটি বস্‌লেন। তাঁরা মত দিলেন—স্বর্ণ মুদ্রাই মূল্য নিরূপণের আদর্শ পরিমাণরূপে প্রতিষ্ঠিত হক এবং রৌপ্য মুদ্রার পাশাপাশি স্বর্ণ মুদ্রারও প্রচলন প্রবর্ত্তিত হোক। এ ব্যবস্থাটী গৃহীত হয়ে রৌপ্য মুদ্রার বদল মূল্যের হার নির্দ্ধারিত হল ১৬ পেনি অর্থাৎ ইংলণ্ডের আদর্শ স্বর্ণমুদ্রার মূল্য হল আমাদের মুদ্রার ১৫৲ টাকা। এ অবস্থায় টাকা জিনিষটা রূপোর অঙ্গীকার খোদিত নোট মাত্র হয়ে দাঁড়াল এবং তার প্রচলন নিয়ন্ত্রিত করে গবর্ণমেন্ট টাকার খেয়ালী কৃত্রিম মূল্য বজায় রাখিলেন। উল্লিখিত কমিটীর উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রাকে আদর্শ মুদ্রারূপে প্রচলিত করা এবং টাকাকে শুধু রেজগীর হিসেবে চালানো। এ নীতি মেনে নিলেও কার্য্যকলাপে এবং টাকার বদল মূল্যের হার বজায় রাখার জন্য বিবিধ দুর্নীতি অবলম্বনের ফলে গবর্ণমেণ্ট ক্রমে কমিটীর সে প্রকৃত উদ্দেশ্য হতে স্খলিত হয়ে পড়লেন। এই স্বেচ্ছাচারিতার বহুবিধ প্রতিকুল সমালোচনা হওয়ায় অবশেষে ১৯১৩ সালে অষ্টেন চেম্বারলেনের নেতৃত্বে একটী রয়েল কমিশন বসলো। তাঁরা গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন প্রচলিত নীতিরই সমর্থন করলেন। স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন আর প্রবর্ত্তিত হল না এবং রৌপ্য মুদ্রাই ভারতবর্ষের প্রচলিত আদর্শ মুদ্রা হয়ে রইল।

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে একটা টাকা তৈয়ার যে টুকু রূপোর প্রয়োজন হত তার দাম ছিল দশ আনা মাত্র। এই দশ আনার জিনিষ দিয়ে ষোল আনা হিসাবে কি টাকায় আদায় করে গভর্ণমেণ্ট যে ছয় আনা লাভ করতেন সেই লাভটা জমিয়েই Gold Standard Reserve নামে ইংলণ্ডে একটী ফণ্ড তৈরী করা হয়েছে। ১৯১৯ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে মায় সুদ এই ফণ্ডে জমে উঠেছিল ৩, ৭২, ৬০, ৪০০ পাউণ্ড। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষের হিসাবের খাতায় থাকিলেও এ টাকাটা খাটছে ইংলণ্ডে। বিগত যুদ্ধের সময় এই ফণ্ডটী গবর্ণমেণ্টকে অনেকখানি বাঁচিয়ে ছিল।

ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যক্ত উদ্দেশ্য এই ফণ্ডটীর সাহায্যে ভারতবর্ষের টাকার বদল মূল্যের হার নিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু কার্য্যতঃ এই ফণ্ডে ইংলণ্ডের ইণ্ডাষ্ট্রীর সহায়তা করা হচ্ছে। যুদ্ধের পরে পাউণ্ডের দাম যে সময় ১০৲ টাকায় নেমে ছিল তখন আমরা অবশ্য খুব সস্তায় বিদেশী দ্রব্য পেয়েছিলুম কিন্তু তার ফলে ইংরাজ বনিকদের কোন ক্ষতি ত হয় নি বরং প্রকৃত লাভের পথ প্রশস্ত হয়েছে। প্রথম কথ সস্তার দরুণ তার জিনিষের কাটতি বেড়ে গেল—জিনিষ ব্যবহারের দিকে আমাদের দেশের লোকের অভ্যাস বা নেশা বাড়তে লাগলো—এবং প্রতিযোগীতায় টিকতে না পেরে আমাদের স্বদেশী ইণ্ডাষ্ট্রীগুলি ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হতে লাগলো। তারপর যে জিনিষ দিয়ে গভর্ণমেণ্ট এ দেশ থেকে পেলেন ১০৲ দশটী টাকা তার জন্য তাঁকে কিন্তু ইংলণ্ডের দোকানদারকে দিতে হল এক পাউণ্ড। এ ব্যবসায়ে যে লোকসান হল গভর্ণমেণ্ট তা বহন করলেন ঐ Gold reserve fund থেকে, যে ফাণ্ড তৈরী হয়েছে আমাদেরই কাছে দশ আনার জিনিষ ষোল আনা আদায় করে করে।

ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রাকে আদর্শমুদ্রারূপে প্রচলিত না করার পক্ষে গভর্ণমেণ্টের যুক্তি এই যে ভারতবর্ষের জন সাধারণ স্বর্ণমুদ্রা চায় না। করস্বরূপ বা ভাঙ্গার জন্য মোহর নিয়ে ট্রেজারিতে যেতে হলে তাঁরা বলেন, ভারতবাসীর কাছে স্বর্ণমুদ্রার কদর নাই। উপরন্তু ট্রেজারীতে না দিয়ে মোহর যদি লোকে হাতে রাখে তবে তাঁরা বলেন, ভারতবর্ষ মোহর পুঁজি করতেই জানে, মুদ্রারূপে ব্যবহার করতে চায় না।

ভারত রমণীদের স্বর্ণালঙ্কারপ্রিয়তা সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের একটা অতিরঞ্জিত বদ্ধমূল ধারণা আছে। তাই তাঁদের আশঙ্কা এই যে ভারতবর্ষে যদি বিদেশ থেকে সোনার অবাধ আমদানী চলে তবে তাঁদের দেশের প্রচলিত মুদ্রাপদ্ধতি উপোষী হয়ে মারা যাবে।

ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রাকে আদর্শমুদ্রারূপে প্রচলিত না করবার গূঢ় কারণ ভারতবর্ষ ফি বছরে আমদানীর উপরে অনেক টাকার মাল বাড়তি রপ্তানি করে এবং সেই মাল ইংলণ্ড ছাড়া অপরাপর প্রধান প্রধান দেশেও গিয়ে থাকে। সেই সব দেশের কাছ থেকে ইংলণ্ড বিনিময়ে আদায় করে সোনা। এই সোনাটা সে রেখে নিজের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করবার সুযোগ পায় কারণ ভারতবর্ষকে ত রূপো দিলেই চলে। দ্বিতীয় কারণ রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন থাকায় নিজের দেশের ব্যবসার সুবিধানুযায়ী ইংলণ্ড টাকার দাম নিজের খেয়ালে কমবেশী করতে পারে—এই কৌশলই হচ্ছে ইংলণ্ডের হাতে তার স্বদেশের ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করার এবং ভারতের ইণ্ডাষ্ট্রীকে দমিয়ে রাখার ব্রহ্মাস্ত্র।

"শশী।"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ঠাকুরমার টোট্‌কা

বা

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

ছুলী।

গরুর চোনায় শ্বেত চন্দন ও অল্প একটু

হরিতাল মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, ছুলী আরোগ্য হয়।

নিমের ফুল ও কাঁচা সোহাগা হুঁকার জলে বাটিয়া সাদা স্থানে ঘর্ষণ করিলে, পুনরায় রং ফিরিয়া আসে।

ছাগলের মূত্রে হরিতাল ঘষিয়া প্রলেপ দিলে, ছুলী নিশ্চয়ই ভাল হয়।

জীর্ণজ্বর।

নিমপাতা, নিসিন্দার পাতা, কালমেঘ (কল্পনাথ) ও নাটার ডগার ঘুসরা করিয়া আধ ছটাক পরিমাণ রস মধুর সহিত প্রাতে খালিপেটে খাইলে, কঠিন জীর্ণ জ্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

গুলঞ্চ, সিউলীপাতা (সেফালিকা), ক্ষেত পাপরা ও আদা এক সঙ্গে করিয়া ঘুসড়া করিবেন, ইহার রস মধুর সঙ্গে খাইলে জীর্ণজ্বর অবশ্য আরোগ্য হয়।

উক্ত দুই ঘুসড়ার সহিত সহস্র পুটিত লৌহ একরতি সেবন করিলে, আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

* ঘুষড়া :—কাঁচ গাছড়া বা লতা পাতা কলার পাতার মধ্যে পোড়াইয়া বাসি করিয়া প্রাতে রস নিংড়াইয়া লওয়াকে ঘুসড়া বলে।

পিপুল।০, পলতা।০, চিরতা।০, নাটার বীজ।০, রক্তচন্দন।০, জাঙ্গী হরীতকী।০, সজনে ছাল।০, ও গোক্ষুর।০, জল ৴৷০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, এই পাচনের সহিত শোধিত সেঁকো বিশ এক সর্ষপ প্রমাণ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, সকল প্রকার দুঃসাধ্য জীর্ণজ্বর নিশ্চিত আরোগ্য হয়।

জ্বর।

কল্পনাথ (কালমেঘ), তুলসী পাতা ও বেলপাতা ছেঁচিয়া সেই রস ২ তোলা পরিমাণ লইয়া, এক আনা নিশাদল ও এক আনা সোরার সহিত দিবসে দু তিনবার সেবন করিলে, দাহ ও পিপাসা যুক্ত প্রবল জ্বর ছাড়িয়া যায়।

রস সিন্দুর ১ ভাগ, কট্‌কী ২ ভাগ, সোরা ৩ ভাগ শ্বেত আকন্দ মূলের রসে মাড়িয়া ৪ রতি প্রমাণ বড়ী করিবেন, এই বড়ী আদার রসের সহিত দিনে তিনবার সেবন করিলে, সত্বর জ্বর বিচ্ছেদ হয়।

জ্বরাতিসার।

ধনে, ইন্দ্রযব ও মুথা বাটিয়া জলে গুলিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবেন, ইহা এক ঝিনুক পরিমাণ ২।৩ বার খাইলে, জ্বরাতিসার ভাল হয়।

ধুতুরা মূলের ছাল ১, শোধিত হিঙ্গুল ২, সোহাগার খই ১, ইন্দ্রযব ১, শুঁঠ ৷৷০ ভাগ একত্রে পানের রসে মাড়িয়া, মটর প্রমাণ বড়ী করিবেন, ইহার অনুপান ধনে ভিজান জল ও মধু—ইহা জ্বরাতিসারে অত্যন্ত উপকারী ঔষধ।

উশীরাদি পাচন এই রোগে প্রসিদ্ধ। যথা—বেণার মূল, বালা, মুথা, ধনে, শুঁঠ বরাক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ, বেলশুঁঠ, সমস্ত একত্রে ২ তোলা, জল ৴৷০, শেষ ৵০ পোয়া।

ঝিন্‌ঝিনি বাত।

এক ভাগ রেড়ীর তৈল, দুভাগ সর্ষপ তৈল, রশুন, কুঁচলে, সৈন্ধব লবণ ও গাঁদাল পাতা (গন্ধভাদালে) একত্রে উভয় তৈলের সিকি পরিমাণ; তৈলের চতুর্গুণ জল এই সমস্ত একত্রে পাক করিয়া জল শুষ্ক হইয়া গেলে ছাঁকিয়া লইবেন। ইহা মর্দন করিলে ঝিন্‌ঝিনী বাত ও স্নায়বিক জড়তা নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

মাষকলাই, সোরা, সৈন্ধবলবণ ও আদা একত্রে ছেঁচিয়া কাপড়ের পুটলীতে করিয়া গরম স্বেদ দিলে যথেষ্ট উপকার হয়।

টাকপড়া।

হীরাকস, চিনি, পেঁয়াজ, কেশুত্তে (কেশরাজ) ও জবা ফুলের কলি বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, টাক সারিয়া যায়।

আমের আঁটি ছেঁচিয়া রস লইয়া, টাকের উপরে মাখাইয়া রাখিবেন পরে ঐ রস শুকাইয়া গেলে মানকচুর ডাঁটা কাটিয়া উহার ভিজা মুখটী টাকের উপরে ঘর্ষণ করিবেন, এইরূপ কিছুদিন করিলেই শীঘ্র নূতন কেশের উদ্গম হয়।

লতা ফটকীর (নাফটকীর) মূল, যষ্টিমধু, সূর্য্যমুখীর পাতা, কৃষ্ণতিল ও সোমরাজ গরুর দুগ্ধে বাটিয়া টাকের উপরে প্রলেপ দিলে বহুদিনের টাকেও নূতন কেশ উত্থিত হয়।

ঠুনকো।

একটী কুঁচলে ও একখানা শুষ্ক হরিদ্রা জল দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে, উক্ত রোগের শান্তি হয়।

কামিনী ফুলের পাতা, নিমপাতা, দূর্ব্বা ও জয়ন্তীপাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেইজলে বারংবার ধুইলে বিশেষ উপকার হয়।

এক আনা আফিং ও চারি আনা সফেদা, এক কাঁচ্চা পুরাতন ঘৃতের সহিত গুলিয়া প্রলেপ দিলেও, নিশ্চয় ইহা আরোগ্য হয়।

ঠোঁটফাটা।

আধ ভরি শতধৌত ঘৃতে, পুরাতন ঘৃতে বা মাখনে, ২।৩ রতি ফটকিরি চূর্ণ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ঠোঁট ফাটা নিবারণ হয়।

মাখন, মধু ও আঠাল মাটি উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে অল্প সময়ের মধ্যে উহা সারিয়া যায়।

ভেড়ার চর্ব্বি প্রলেপ দিলে, নিশ্চয়ই ঠোঁটফাটা শীঘ্র ভাল হইয়া যায়।

ঢোকগিলিতে ব্যথা।

খএর ও গোলমরিচের গুঁড়া ঘটীর মধ্যে জলের সহিত সিদ্ধ করিবেন এবং ঐ ঘটীর উপরে মুখ হাঁ করিয়া গলার মধ্যে গরম বাষ্প লইবেন।

(ক্রমশঃ।)

বিংশ শতাব্দির অপূর্ব্ব আবিষ্কার !

আয়ুর্ব্বেদিক ও এলোপ্যাথিক ভেষজের বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ এট কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম।

মহর্ষি চ্যবনমুনির আবিষ্কৃত চ্যবনপ্রাশের গুণ বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়া ও ভেষজের অভাব বশতঃ অনেকের প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ শাস্ত্রানুযায়ী আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না। সেই কারণে আমরা ভারতের নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া মেদ, মহামেদ, বংশলোচন প্রভৃতি বহু আবশ্যকীয় দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতঃ বিশেষ সতর্কতার সহিত এই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া আমেরিকান প্রক্রিয়ায় ইহার সহিত নরওয়ে জাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কডলিভার ওয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম সংযোজনা করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকমতে সম্মিলিত হওয়ায় পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে চ্যবনপ্রাশ, কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম এই ত্রিবিধ ঔষধের প্রত্যেকের শরীরের উপর-কার্য্যকরি ক্ষমতা (Physiological action) দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করিলে ফুসফুস সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া যথা—শ্বাস, কাশ, পার্শ্বশূল, বক্ষস্থলে বেদনা বা ভারবোধ, সপুঁয কফ বা রক্ত নিষ্ঠীবন, নিশাস্বেদ, পুরাতন ব্রংক্রাইটিস প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। যাঁহাদের নিজের বা পৈত্রিক কাশির দোষ আছে বা হাঁপানি রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ অমৃত তুল্য। অনেকের শুদ্ধ কডলিভার অয়েল সহ্য হয় না, পেট গরম হয়, পাতলা দাস্ত হয়, তদ্ভিন্ন ইহার অতিশয় তীব্র গন্ধ হেতু অনেকে ব্যবহার করিতে চান না এবং ব্যবহার করিয়াও অনেকে বমন করিয়া ফেলেন; কিন্তু আমাদের এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের সহিত কতকগুলি এইরূপ দেশীয় ভেষজ দ্বারা অভিনব প্রণালীতে কডলিভার অয়েল সংমিশ্রিত হইয়াছে, যে ইহা সকল শরীরে সহজে হজম করাইয়া নূতন রক্ত কণিকা প্রস্তুত করে, তদ্দ্বারা ফুসফুস সবল হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে দেহ বলিষ্ঠ ও লাবণ্যময় দেখায়; তদ্ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা কড্‌লিভার অয়েলের গন্ধ নাশ করা হইয়াছে; এবং ইহার গন্ধ ও আস্বাদ অপ্রীতিকর নহে।

যাঁহারা যে কোন কারণ বশতঃ কডলিভার অয়েল, সিরাপ হাইপোফস্ফেট অব লাইম কিম্বা কড্‌লিভার অয়েল ঘটিত যে কোন ঔষধ ব্যবহার করেন তাঁহারা একবার সেই সকল ঔষধের পরিবর্ত্তে আমাদের কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া দেখুন, দেখিবেন কত অল্পদিনের মধ্যে আপনার উপকার দর্শাইবে এবং একমাসের মধ্যে দেহের ওজন বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুতে দীর্ঘদিন ধরিয়া সেবন করিলে ধাতু পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন দেহ হয়। ইহা বৃদ্ধদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী।

ব্যবহার বিধি।—চা চামচের এক চামচ মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সহ্যানুযায়ী চারি চামচ মাত্রা পর্য্যন্ত এক ছটাক অল্প গরম দুগ্ধের সহিত আহারের পর, দিবসে দুইবার ব্যবহার করিতে হয়।

মূল্য প্রতি ফাইল (আট আউন্স) ২, দুই টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৸৹ বার আনা; একত্রে তিন ফাইল ৫॥৹ সাড়ে পাঁচ টাকা, মাশুলাদি ১॥৹ দেড় টাকা।

একখানি মাত্র প্রশংসাপত্র দেখুন—

বনগাঁও হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্টান্ট সার্জ্জন ও এ্যালপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ডাক্তার টি, সি, দত্ত, এল, এম, এস, মহাশয় লিখিয়াছেন—

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের যে এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পূর্ব্বে আমি জানিতাম না, কিন্তু কয়েকটী রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ উপকার দেখিয়াছি। আজ কাল যত রকম কডলিভার অয়েল ঘটিত ঔষধ আছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

সোল এজেন্টস্—

শাহ এণ্ড কোং।

ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্টস্।

৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ বর্ষ।] ২৫শে ভাদ্র, ১৩৩০ সাল। ইং ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ সাল। [৫ম খণ্ড।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসে গেজেটে ৩টী করিয়া পুরস্কারের প্রশ্ন বাহির হইবে। প্রতি প্রশ্নের উত্তরের পুরস্কার ২৲ দুই টাকা। গেজেটের গ্রাহকমাত্রই এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু উত্তরের সহিত কুপন না থাকিলে কোন উত্তরই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। প্রশ্নের শেষ ভাগে পুরস্কারের কুপন আছে। উত্তরের সহিত গ্রাহক নম্বর লিখিবেন।

২। একজন গ্রাহক ৩টী পুরস্কারের জন্য উত্তর পাঠাইতে পারেন; কিন্তু একাধিক পুরস্কার এক মাসে একই গ্রাহককে দেওয়া হইবে না।

৩। পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচার সকল সময়েই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

৪। প্রতি মাসের প্রশ্নের উত্তর তৎপরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। প্রতিযোগিতার ফল পরবর্ত্তী মাসের গেজেটে বাহির হইবে। উল্লেখযোগ্য উত্তরপ্রেরকগণের নাম ঐ সঙ্গে গুণানুসারে প্রকাশিত হইবে।

৫। কাগজের এক পৃষ্ঠায় উত্তরগুলি লিখিতে হইবে। প্রথমেই গ্রাহক নম্বর, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক। একাধিক ব্যক্তির উত্তর একই এবং ঠিক হইলে লেখার ধরণ এবং পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য করিয়া পুরস্কার যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবে।

শ্রাবণ মাসের প্রশ্নের ফল।

১ম প্রশ্নের উত্তর—

(ক)

ত্রি-অক্ষরে নাম অতি রম্য স্থান হয়।
আদ্যক্ষর হীনে তার মানে না বুঝায়॥
অন্তে অন্ত হয় ভাই যাহার গঠন।
শরীরের কোন অংশ বুঝহ এখন॥
মধ্য ঐ যদি কর তবে হইবে সেই।
বল বল শীঘ্র কিবা কথা হল এই॥

অর্থ—'কানন।'

(খ)

অর্থ হীন বটে কিন্তু রাজা আমি হই,
পোষাকেতে ভড়ং খুব বহুব্যয়ী নই।
প্রজা নাই কিন্তু তার অধিপতি হই,
বিলাসী এত যে সদা কুসুমেতে শুই।
কে আমি চিনিতে পার পাঠক সুজন,
পথে ঘাটে ঝোপে ঝাপে সদা দরশন।

অর্থ—'প্রজাপতি।'

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীহরিপদ মাইতি।
শিলচর।

২য় প্রশ্নের উত্তর—

(ক) মহাশয়া যে লোকের খোঁজ করিতেছেন সে বেনারসে।

(খ) (১) ফ্লোরিডা—উত্তর আমেরিকার উপদ্বীপ।

(২) পারনামবুকো—দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলের একটী নগর।

(৩) টাপাজোস—দক্ষিণ আমেরিকার আমেজনের উপদ্বীপ।

(৪) আকাঙ্কাগোয়া—দক্ষিণ আমেরিকার চিলীর পর্ব্বত।

(৫) গ্রিগারী—দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার হ্রদ।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীরাজারাম গর্গ।
আসাম।

৩য় প্রশ্নের উত্তর—

(ক) গমনের সময়—৩টা ৪১$\frac{1}{3}$ মিঃ।

প্রত্যাগমনের সময়—৮টা ১৮$\frac{2}{3}$ মিঃ।

(খ) ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ১০ই এপ্রেল রাত্রি ৮টার সময় ঘড়ি দুইটা আধ ঘন্টা অন্তর হইবে। যে ঘড়িটী ফাষ্ট যায় তখন তাহাতে রাত্রি ৮টা ১৮ মিঃ ৪৫ সেঃ ও শ্লো ঘড়িতে ৭টা ৪৮ মিঃ ৪৫ সেঃ সময় দেখাইবে।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীঅতুলচন্দ্র প্রধান,
(গ্রাহক নং ৫০৪১)
বহড়াগোড়া, এম, ই, স্কুল বোর্ডিং।
পোঃ বহড়াগোড়া, জেলা সিংভূম।

প্রশ্নোত্তরকারীগণের প্রতি নিবেদন।

বহু সংখ্যক ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের গেজেটে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর পাঠাইতেছেন এবং উত্তরও অনেকের যথাযথ হইতেছে কিন্তু পুরস্কারের নিয়মাবলীর প্রথম ধারা অনুসারে তাঁহাদের উত্তর গ্রহণ করা হইতেছে না—কারণ গেজেটের গ্রাহক ভিন্ন অন্য কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় না; সেই কারণ যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিয়া পুরস্কার পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রথমে এক টাকা বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন কিম্বা আমাদের নিকট চিঠি লিখিলে আমরা রেজেষ্ট্রী খরচা সমেত ১৵৹ এক টাকা দুই আনা চার্জ্জ করিয়া ভিঃ পিঃতে বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া থাকি।

ভাদ্র মাসের প্রশ্ন।

১ম প্রশ্ন।

নিম্ন লিখিত অক্ষর গুলি লইয়া ভারতীয় একটী ঐতিহাসিক নাম, একটী নদীর নাম, একটী তীর্থ স্থান একটী, পর্ব্বতের নাম, ৬কটী পোষ্টাফিসের নাম ও ৫টী প্রবাদ বাক্য লিখিতে হইবে।

ঙ্গ ঙ্গ তী ই মি ক সে আ তৈ যা মু স্ব য় যা আ ব র খঁ দ পা ঙ্গে মা ল র সে ল র ব স র স্ব রা ডু বি দ হ্মা বু চ দ ল বু গাঁ য়া না গো রে র ই রা মা বা না নে য কা না ব আ নি প রে তা ত মো ল ড় জে স নে শু ই থ র র্ম্মে ধ অ কে ন্তু জ ভা লা যে টী বা কা নী হি।

২য় প্রশ্ন।

অর্থ করিতে হইবে।

(ক)

চারি বর্ণে জন্ম মম থাকি মহীতলে।
ত্রিবার ভোগ করে মম প্রসব ফলে॥
যদ্যপি আমারে কেহ দুই ভাগ করে।
মানব সকল মোরে জন্তু বলে ধরে॥
দ্বিতীয় ভাগ তাহার বাসস্থান হয়।
কিবা মোর নাম হয় করহে নির্ণয়॥

(খ)

ভগ্নী যার ভার্য্যা হয় শুনি বিপরীত।
মাসীকে শাশুড়ি বলে জগতে বিদিত॥
কে সে কাহার তনয় কিবা হয় জাতি।
কোন স্থানেতে পতন বল শীঘ্রগতি॥

৩য় প্রশ্ন।

নিম্ন লিখিত পদ গুলির সাহায্যে একটী কবিতা লিখিয়া তাহার অর্থ পূরণ করিতে হইবে।

অর্থহীন দরশন বটে সদা কিন্তু ঝাপে
রাজা ঝোপে আমি ঘাটে হই পথে
পোষাকেতে সুজন ভড়ং পাঠক খুব পায়
বহুব্যয়ী চিনিতে নই—আমি কে
প্রজা শুই নাই কুসুমেতে কিন্তু সদা
তার যে অধিপতি এত হই বিলাসী॥

ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট
পুরস্কার কুপন নং ১২

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ভাদ্র মাসের প্রশ্নের উত্তর কার্ত্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে এবং কার্ত্তিক মাসের সংখ্যায় ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের প্রশ্নের ফল এবং প্রতিযোগিতার ফল বাহির হইবে।

ব্যবসা।

আমাদের কলিকাতায় বা বড় কোন সহরে ব্যবসা করিতে আসার আগে মফস্বলের গঞ্জে বা নিতান্ত পক্ষে সহরে আড্ডা করা বর্ত্তমান অবস্থায় যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে। মফস্বলের লোকের ধারণা কলিকাতা এত বড় সহর, মফস্বল হইতে রাতারে কাতারে লোক সস্তায় মাল কিনিবার জন্য আসিয়া জমা হয়। সুতরাং কলিকাতার দোকান বা দালালী করিলে প্রসপেক্ট খুব বেশী। কি রকম আয় হইবে তার কিন্তু সঠিক ধারণা তখন হয় না, ব্যয় কিন্তু সঠিক বরাবরই হইতে থাকে। যে মূলধন বা অভিজ্ঞতা লইয়া আসিয়া বসেন তার ফলে তাঁরা বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। ২।১ বৎসর হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে কত নূতন নূতন দোকান রাস্তার কিনারে দেখা দেয়, কিন্তু পুরাতন গুলি promotion পাইয়া নিশ্চয়ই বড় সহর রাস্তায় বা হেড আফিসের পটিতে যায় না—অধিকাংশই সব খোয়াইয়া গণেশ উল্টাইয়া দেয় আর মালিকেরা চাকুরী গ্রহণ করেন বা বাড়ীমুখো রওনা হন।

এই রকম অকৃতকার্য্যতার অনেক কারণের মধ্যে বড় কারণ, ফাঁকতালে কিছু লাভ—এই ইচ্ছাই তাঁদের বরাবর থাকে। মাড়োয়াড়ীরাও কিন্তু সব মন দিয়া অনেকেই ব্যবসা করে না, অব্যবসায়ীদের অনেক লক্ষণ তাদের মধ্যে বাঙ্গালীর চেয়ে অনেক বেশী—অথচ তাদের চলে যায় কারণ তাদের চারি-

দিকে নানারকমের সহায় দাঁড়াইয়া আছে—মূলধন, ব্যাঙ্ক, স্বজাতি, আর তাদের "ব্যবসাদার নাম।" মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, নাকোদা, দিল্লিওয়ালা এমন কি হিন্দুস্থানীরা পর্য্যন্ত দাঁড়াইবার সহায় পায়। কারণ উহাদের জোট ইতিপূর্ব্বেই হইয়া আছে, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ জিনিষের একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে নিজেদের মধ্যে—এবং অন্য ব্যবসায়ীরাও তাহাদের মাল বাকীতে দেয়। তাদের জাতীয় ব্যাঙ্ক আছে। ইহার জোরেই তাদের "ভাই-ব্রাদারদের—বার বার পড়িলে—মহাজন উঠিয়া দাঁড়াইবার সাহায্য করে। বাঙ্গালার ছেলেরা মাঝে—যুদ্ধের বাজারে যখন ব্যবসা কোন বিশেষ নিয়মের বাঁধা বাঁধির মধ্যে ছিল না—অবসরে ২।৪ পয়সা উপার্জ্জন করিয়া বড় বড় সহরে ব্যবসাদার হইবার উপক্রম করিয়াছিল। আমাদের দেশের মাড়োয়ারী ভাটিয়ারা যতদিন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি জিনিষ ধরিয়া কারবার করিতেছিল, ততদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা আফিস করিয়া বিদেশ হইতে মাল আমদানী বা কোন কোন বড় কোম্পানীকে মাল সরবরাহ করিয়া ছোটখাট দালালী করিয়া ভরণ পোষণ কায়ক্লেশে করিতেছিল! মাড়োয়ারীরা যুদ্ধের বাজারের ঘাঁতঘাত জানিয়া নেওয়াতে, অপরিমিত মূলধন হাতের কাছে থাকার দরুণ—বেতন দিয়া বাঙ্গালী বাবু রাখা বা নিজের কাজ কর্ম্ম শিখা প্রভৃতি কারণে যে ২।১টা রাস্তা বাঙ্গালীর ছেলের লেখা পড়া জানার দরুণ সহজ ছিল তাও হাতছাড়া হইতে চলিল। একেবারে নূতন ভাবে ব্যবসা বাঁধাবাঁধির নিয়মের মধ্যে না যাওয়া পর্য্যন্ত ফাঁকতালে দুপয়সা করিয়া ভরণ-পোষণ প্রায় দুঃসাধ্য হইল।

অন্যদিকে মাড়োয়ারীরা সহরে গঞ্জে ছাইয়া বসিয়া আছে—সেখানে তার টাকার কতকটা জোর থাকিতে পারে কিন্তু অন্য বিষয়ে বাঙ্গালীর ছেলের অনেক বেশী সহায় আছে, বুদ্ধিতে চিন্তা শক্তিতে এবং কি নিয়ম মানিয়া চলিলে বা না চলিলে ব্যবসায় উন্নতি ও অবনতি হয় এ ধারণা তার মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট; শুধু অভ্যাস বা স্বভাবের দরুণ সে ঐ নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না। বড় বড় ধারণা বই পড়িয়া মাথায় পাকাইতে থাকে, ফলে জোর করিয়া তার নিজের ক্ষমতার অনুযায়ী কাজ বাছিয়া লইতে চায় না বা পারে না।

সবই All India, All world গোছের মাথায় তার খেলে! এখনও যদি আমরা, ছোট ছোট কতকগুলি জিনিষ নিয়ে যে একটা বড় কিছু হয় এ ধারণা নিয়ে কাজে নামি—তা হলে যে কাজ মাড়োয়ারীরা বড় সহরে বা ব্যবসায়ের কেন্দ্রে যে অবস্থায় লইয়া গিয়াছে—আর ২।৫ বৎসর পরে গ্রাম্য ব্যবসাগুলিকেও হাত করিয়া গোড়া পোক্ত করিয়া লইতে পারি। একদিক হাতে রাখিলে পারিলে অন্যদিক হাতে আনিবার সম্ভাবনা রহিয়া যায়। গ্রামে, গঞ্জে, ছোট সহরে—কৃষককুল বা তাদের দালালরা তাদের উৎপন্ন মালের খদ্দের বাঙ্গালী মহাজন পাইলে বরং দুপয়সা কম দরে মাল ছাড়িয়া দেয়—তবু মাড়োয়ারীদের কাছে যাইতে তারা অনেকখানি নারাজ। এখন যায় কেন?—তার উৎপন্ন মালের খদ্দের পায় না বলিয়া। নিজগ্রামের বা সন্নিকটবর্ত্তী স্থানের উৎপন্ন মাল লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে বেশী পয়সার দরকার হয় না, দাম প্রভুর সম্বন্ধ যদি না থাকে। প্রত্যেক Season-এর মাল একটু গুছাইয়া ব্যবস্থা করিতে পারিলে ২।৫ শত টাকার মূলধনে শতাবধি পর্য্যন্ত আয় করে এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায়—প্রতি বৎসরই এমন কোন না কোন ফসল জন্মে যা নিকটবর্ত্তী অন্য আর এক জিলায় জন্মায় না বা কম জন্মায়—ঐ সব ফসল কলিকাতা ভারতবর্ষ এমন কি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র কয়েক মাস ধরিয়া রপ্তানি হয় উহা ধরিয়া রাখিলে অধিকাংশ বৎসরই বিশেষ লাভ হয়—সঙ্গে সঙ্গে কাটাইতে পারিলেও ৫।৭ বার মাসে রপ্তানির ফলে শতকরা টাকায় যে লাভ, হয়ত চাকুরীর আয় অপেক্ষা লাভজনক।

আমাদের দেশের—বাঙ্গলা নবিশী ব্যবসাদার জাতিরা মন প্রাণ দিয়া কারবার করে বলিয়া সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ অবস্থা হইলেও পুরুষানুক্রমে ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছে। আধুনিক শিক্ষিত ছেলেরা—ব্যবসা নামের একটা Romance কল্পনা করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন। ব্যবসায়-নীতি বা নিজ নিজ Business Secret-এর অনুভূতি লইবার অবসর দেন না—পড়া বা শোনা কথা বা খুব জোর ঝাপসা একটা কল্পনা লইয়া—কারবার করিতে সুরু করেন। এই জন্য কোন প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাইতে পারিতেছেন না। সজ্ঞান হইয়া নিজেকে একেবারে না মজাইয়া—অথচ যখন যে যত ছোট কাজটাই করি না কেন, সবটা মন দিয়া করার চেষ্টা রাখিলে—যা কিছু আয়াসসাধ্য ধর না কেন—দাঁড় করাইতে পারিবেই।

ব্যবসার গুপ্তনীতি যাহার দ্বারা দশ জনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া দেওয়া নেওয়া চলে, সেই সূত্রটী ভিন্ন ভিন্ন লোকের বিভিন্ন হইয়া থাকে। একজনের মুখে আর একজন শুনিয়া কাজে খাটাইতে গেলে অকৃতকার্য্য হওয়াই স্বাভাবিক।

এই রকমের ব্যবসার ভিত্তি হইলে—চরিত্র গঠন, দায়িত্বজ্ঞান, সাহস, ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ইত্যাদি অনেকগুলি জাতীয় সম্পদ ফুটিয়া উঠিবে। অবশ্য ব্যবসায়ের সঙ্গে পাশাপাশি কতকগুলি দোষও দেখা দিয়া থাকে। ঐ দোষ বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের অভাবকে না বাড়াইলেও ভবিষ্যতের পক্ষে তেমন লাভজনক নাও হইতে পারে। আর যদি আমাদের ব্যবসা না করিয়া অন্য কোন এমন বিস্তৃত উপায় হাতের কাছে নাই, তখন ইহার অবশ্য-পালনই ধর্ম্মসঙ্গত।

গ্রামে গ্রামে ছেলেরা ব্যবসা আরম্ভ

করিলে গ্রামের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে, সংঘবদ্ধতার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে—যাহা শত বক্তৃতা, রাজনীতিচর্চ্চা, স্বাধীনতা, স্বরাজ ইত্যাদি যত কিছু বড় বড় ধার করা কথার আমদানী কর না কেন—কিছুতেই হইবে না।

ব্যবসা বা জমি আবাদ করিয়া অল্প মূলধনে ফল ইত্যাদির চাষ করিলে স্বোপার্জ্জনক্ষম হইবে ও নিজেদের স্বার্থ দ্বারাই ব্যাপক ভাবে উপলব্ধি করিবার সুযোগ আনিয়া দিবে। এক কথায় এই স্বার্থের মধ্য দিয়া জোটএর কতকটা পাকা গাথুনি হইবে সঙ্গে সঙ্গে যে ধর্ম্ম বা স্বদেশ ভক্তি চায় তাহা দিয়া মাখাইয়া জোটকে আরও পাকা করিয়া দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা না করিয়া স্বাধীনতা স্বরাজ, দেশমাতৃকা ইত্যাদি ভাসা ভাসা ভাব ২।১ জনের মধ্যে পরিস্ফুট হইতে পারে—সাধারণের ভিতরে উপদেশ দিয়া এমন কি উদাহরণ দিয়াও ধরিয়া বদ্ধমূল করিয়া কাজ হাঁসিল করিতে পারা যায় কিনা সন্দেহ। তখন দেশের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য কৃষককুল ব্যবসাদ্বারা চলিতে চাহিবে ও ২।১ জন করিয়া সঙ্গে হাঁটিতেও শিখিবে। তার আগে এতগুলি স্তর বাদ দিয়া গড়িতে গেলে কেবল ভাঙ্গন আর গড়নই সার হইবে। চাই, তখন যেমন ধরণেরই নকো কর না কেন ফলও হাতে হাতে পাইবে।

"বিজলী।"

নারী অবলা কি না।

শক্তি সহনীয়তায় কে বড় ?

যখন-তখন একটা কথা শুনি, 'নারীরা অবলা'! কিন্তু কথাটা লইয়া একটু ভাবিয়া দেখিলেই এর ঠিক মানেটি বুঝা যায় না। 'নারী অবলা' কোন্ হিসাবে? মনে, না দেহে?

আচ্ছা, আগে মনের কথাটাই ধরা যাক্। স্বামীর প্রেমে অধিকাংশ নারীর মন যে-ভাবে সবল, স্বামীকে সে যে ভাবে ভালবাসে, অধিকাংশ পুরুষই কি স্ত্রীর সম্বন্ধে নিজেদের মনকে তেমনভাবে দৃঢ় রাখিতে পারে? ইউরোপ-আমেরিকায় দেখি, বহু বিবাহের অপরাধে যত পুরুষ অভিযুক্ত হইয়াছে, নারীর সংখ্যা তাহার শতাংশের এক অংশও নয়।

পুরুষ সম্বন্ধে নারীর মনের ভিতরে কোন টান থাকিলেও, সাধারণতঃ সে নিজের মন দমন করিতে পারে, আপনার মানসিক দুর্ব্বলতা পুরুষই বরং অগ্রে জাহির করিয়া ফেলে। কোর্টসি'পের দেশেও পুরুষই আগে আপনার প্রস্তাব জানায়। আবার দেখুন যাহারা মার্কামারা পতিতা, সে সব নারীও পুরুষকে ডাকিতে যায় না—পুরুষই তাহাদিগের আলয়ে যায় এবং টাকা খরচ করিয়া ফতুর হইতেও নারাজ নয়।

গৃহস্থের বাড়ীতে, যেখানে অর্থের মাহাত্ম্য নাই, সেখানে একসঙ্গে চার-পাঁচ-ছয়টী সন্তান পালন ও সংসারের কাজ করিয়াও নারী হাসিমুখে স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিতে ও তাঁহার সুখ দুঃখেও নজর রাখিতে অক্ষম নয়. কিন্তু পুরুষ সারাদিন বসিয়া বসিয়া কলম পিষিয়াই এমন কাতর হইয়া পড়ে ও চটা মেজাজ লইয়া বাড়ীতে ফেরে যে তা আর বলিবার নয়। বাঙ্গালী বিধবা যে রকম মনের জোর এবং যে ভাবে সে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করে, বাঙ্গালী পুরুষ নিশ্চয়ই তা পারে না। পারিলে, এক স্ত্রীর চিতার ধোঁয়া মিলাইতে না মিলাইতে আবার সে বিবাহ করিয়া ফেলিত না। আবার রোগে যাতনায়ও নারী কখনও পুরুষের মত অধীর হইয়া পড়ে না। অধিকাংশ নারীই প্রথমে অসুখের কথা মুখ ফুটিয়া বলে না—স্বামীকে তাহা আবিষ্কার করিতে হয়। অনেকে দেহের ভিতরে রোগ লইয়া সংসারের নিত্যকার কাজ নীরবে সারিয়া যায় এবং এ-সব দৃষ্টান্ত নারীর মনের জোরকেই প্রমাণিত করে।

তারপর দেহের কথা। নারীরা সব দেশেই ঘর-সংসারের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকে। দৈহিক শক্তি-চর্চ্চা পুরুষদের মত একাগ্র ও নিয়মিতভাবে তাহারা করিয়া উঠিতে পারে না। অবশ্য ভারতে ও পাশ্চাত্য দেশে সার্কাসের নারী খেলোয়াড়রা গুরুতর ব্যায়ামের গুণে যথেষ্ট বলবান হইয়া উঠে বটে, এবং সাধারণ পুরুষকেই তাহারা যে তুলিয়া আছাড় মারিতে পারে, তাহাতেও আর সন্দেহ নাই। তবে এ সব স্বভাবের ব্যত্যয় মাত্র। সাধারণ নারী সাধারণ পুরুষের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় সফল হইবে না এবং কোন ব্যায়ামকারিণী নারীও আজ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠতম পুরুষ ব্যায়াম-বীরের উপরে যাইতে পারে নাই।

ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ারা সাধারণ ঘোড়ার চেয়ে দ্রুতগামী,—খানিকদূর পর্য্যন্ত। দীর্ঘকালব্যাপী দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়া নিশ্চয়ই ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াকে হারাইয়া দিবে—কারণ প্রথমোক্তের শক্তিতে যে সহিষ্ণুতা আছে, দ্বিতীয়ের মধ্যে তাহার একান্ত অভাব।

এই সহনীয়তার মাপকাঠিতে বিচার করিয়া দেখিলে, নারীর কাছে অধিকাংশ পুরুষই শক্তিতে হার মানিতে বাধ্য। কলিকাতার পথে পথে নিশ্চয়ই সকলে পশ্চিমের ফল বা শাকসব্জীওয়ালীদের দেখিয়াছেন। তাহাদের অনেকের মাথায় থাকে ফলফসলের বাজরা এবং কোলে থাকে শিশু। এই অবস্থায় রোদে-জলে সারাদিন তারা পথে পথে ফেরি করিয়া বেড়ায়। জিজ্ঞাসা করি, কয়জন পুরুষ এমন গুরুতর পরিশ্রমও অবহেলায় সহ্য করিতে পারে?

এর চেয়েও সহজ পরিশ্রমে পুরুষ মাত্রই কাবু হইয়া পড়িবে। গৃহস্থের ঘরের বৌরা প্রায়ই সারা দিন শিশুকে কাঁকালে বহন করিয়া থাকে। শিশু তো দেখিতে ছোট এবং হালকাও বটে। তাহাদের কোলে লইতে সাধও হয়। কিন্তু পাঠকদের মধ্যে

যাঁহারা খোকা-খুকির বাপ আছেন তাঁহারা জানেন, খানিকক্ষণ কোলে লইবার পরেই সাধ আমাদের একেবারে মিটিয়া যায় এবং ছোট শিশুই তখন এমন গুরুভার হইয়া উঠে যে, তাহাকে মায়ের কোলে তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া দিতে হয়। অথচ মায়েরা এই শিশুর ভার বুঝিতেও পারেন বলিয়া মনে হয় না।

গরিব গৃহস্থের ঘরে প্রায়ই দাস দাসীর অভাব। কিন্তু বাড়ীর একটিমাত্র বৌ কাপড়-কাচা, বাসন মাজা, বাটনা বাটা, একতালা থেকে উপরে ঘড়া-ঘড়া জল তোলা, ঘরবাড়ী ধোয়া ও ঝাঁট দেওয়া থেকে সুরু করিয়া রান্নাঘরের সকল কাজ পর্যান্ত একলাই সারিয়া ফেলেন। এ যে কি ভীষণ পরিশ্রম ও শক্তিসাধ্য কর্ত্তব্য, তা নিজের হাতে না করিলে কেউ বুঝিবেন না। প্রতিদিন মেয়েদের যতবার সিঁড়ি ভাঙিয়া ওঠা-নামা করিতে হয়, কেবল তাহাতেই অনেক পুরুষের গায়ে ব্যথা হইবে।

আর বাটনা বাটা, ময়দা ঠেসা ও বেলা, ক্রমাগত জল তুলিয়া সারা বাড়ী ধোয়া প্রভৃতি কাজ আপনারা কি সহজ মনে করেন? ইহার মধ্যে যে কোন একটিমাত্র কাজ বাছিয়া লইয়া পাঠকরা একবার পরখ করিয়া দেখিতে পারেন। তাহা হইলেই সকলকে মানিতে হইবে যে, নারীদের দুর্ব্বলতার অপবাদ একেবারে মিথ্যা।

"হিন্দুস্থান।"

বিবিধ।

বৃদ্ধের যৌবন লাভের অপূর্ব্ব সুযোগ।

যযাতি রাজা বৃদ্ধ হলে তাঁর পুত্র পুরু নিজের ত্যাগ দেখিয়ে যৌবনশ্রী পিতাকে দিয়েছিলেন, এই কথাই আমরা উপকথার মত শুনে আস্‌ছি। কিন্তু সম্প্রতি ডাঃ বরোনফ্ (Dr. Veronoff) এক অদ্ভুত উপায়ে বৃদ্ধদিগের যৌবন ফেরাবার মতলব করেছেন। তাঁর চিকিৎসার নাম "gland treatment বা গ্রন্থী সংযোগ চিকিৎসা। ইংলণ্ডে কিছু দিন আগে যে ডাক্তারদের কংগ্রেস বসে তাইতে তিনি বাঁদরের গ্রন্থী অনেক বৃদ্ধের শরীরে বসিয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। এবারেও রোমের সার্জ্জিকাল কংগ্রেসে তিনি ৭৩ বৎসরের দুজন বুড়োকে সঙ্গে করে চলেছেন। এর ফলে ইউরোপের নারীমহলে বিশেষ সাড়া পড়ে গেছে। ডাঃ বরোনফ বলেন, শুধু শরীরের নয় এই গ্রন্থী সংযোগে এমন কি মানব প্রকৃতির পরিবর্ত্তন, যেমন বদমাইসকে শান্ত প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন করা ইত্যাদি অনায়াসেই চলতে পারবে। পরতঃ কিং ভবিষ্যতি?

বেশ্যা তাড়ন আইন।

শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গণিকা ব্যবসায় দমন করিবার জন্য এক পাণ্ডুলিপি রচনা করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছেন। সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

এক কলিকাতায় প্রায় ৪০ হাজার গণিকা বাস করে এবং প্রতি বৎসর প্রায় ১২০০ বিধবা সধবা ও বালিকাকে ভুলাইয়া এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করা হয়। এই ব্যবসায় ৪ শ্রেণীর লোকের দ্বারা পুষ্ট হইতেছে। কুটনীরা সহর ও পল্লী হইতে স্ত্রীলোক হরণ করিয়া আনিয়া পতিতালয়ে বিক্রয় করে। পতিতালয়ের অধিকারী পুরুষ স্ত্রীলোকেরা অপহৃতা বিধবা ও বালিকাদিগকে কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। তৃতীয় শ্রেণীর লোক পুরুষ ভুলাইয়া পতিতালয়ে লইয়া আইসে, চতুর্থ শ্রেণীর লোক ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় পতিতালয়ে গমন করিয়া আপনাদের ধর্ম্ম অর্থ ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে।

আইনের পাণ্ডুলিপিতে কুটনী, পতিতালয়ের রক্ষক, পতিতালয়ের মালিক, প্রলোভনকারীদিগকে দমন করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র-পুরুষ দমনের কোন ব্যবস্থা নাই। গ্রাহক যতদিন থাকিবে, ততদিন কোন ব্যবসায় বন্ধ হইতে পারে না।

"নোয়াখালী হিতৈষী।"

লুকান পাপ।

তুমি ভাব, তোমার মনের পাপ কেহ দেখিতে পায় না, তুমি দশ জনের সঙ্গে মেশ, দশ জন তোমাকে আদর করে, দশ জনের সঙ্গে ভাল কথার আলোচনা কর, ভাল কাজে সহানুভূতি কর, তোমার অন্তরে যে গরল, কেহ তাহা জানিতে পারে না, বুঝিতে পারে না। প্রভু অন্তর্য্যামী যে সকলই দেখেন, তা ত জান। মানুষের চোখই বা তুমি এড়াতে পার কই। তোমার যে অতি গোপন চিন্তা, তাহাও যে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। লোক বলে, Even the walls have ears দেওয়ালের কাণ আছে; আমি বলি, Even the walls have eyes দেওয়ালেরও চক্ষু আছে। নির্জ্জনে, গোপনে যে কাজ কর, একান্তে যে চিন্তা কর, যে ভাব হঠাৎও মনে আসে, তাহাও তোমার মুখে প্রকাশ পায়, তোমার চাহনিতে ধরা পড়ে। বিনা তারে সংবাদ পাঠান যায়, তা জান ত; তড়িৎ প্রবাহের ভিতর দিয়া খবর দূর দেশে যায় জান ত! তোমার মনের ভাব ও চিন্তাও তড়িৎ প্রবাহে অপরের মনে সঞ্চারিত হয়। তুমি গোপন করিলে কি হইবে? তোমার সব ভাব ও চিন্তা লোকের নিকট প্রকাশ হ'য়ে পড়বে। তুমি ভাব—"কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না, লোকের চক্ষে সাধু র'য়ে গেলাম। এ ভুল তোমার; কাহারও দৃষ্টি এড়াতে পারে না। তবে কাচের মত স্বচ্ছ হও, বরফের মত শুভ্র হও, ফুলের মত সুন্দর হও—অন্তরে বাহিরে পবিত্র হও। অভিসন্ধি বর্জ্জন কর; জীবন পুণ্য হউক। তত্ত্ব কৌমুদী।

আজব দুনিয়া।

[শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, বি, এ, ।]

বিষাক্ত চুম্বন।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া নগরে স্থাথান্ কেম্লারে নামক এক-ব্যক্তি চৌর্য্য অপরাধে ধৃত হইয়া জেলখানায় প্রেরিত হয়। একদিন একটী বহু-মূল্য পরিচ্ছদে ভূষিতা রমণী গাড়ীতে চড়িয়া আসিয়া বলেন, তিনি কেমলারের আত্মীয়া এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান॥ জেলের কর্ম্মচারী তাঁহাকে কেম্লারের ঘরের রেলিংএর বাহির হইতে কথা বলিতে অনুমত দেন। কি কথা হয়, তাহা দূর হইতে কর্ম্মচারী শুনিতে পান নাই। বিদায়ের সময় রমণী তাঁহার ঘোমটা তুলিয়া কেমলারের অধরে একটী গাঢ় চুম্বন লিপ্ত করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, কেমলারের মৃতদেহ ঘরের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তাহার অধর ও ওষ্ঠের মধ্যে এক টুকরা সিগারেটের কাগজ রহিয়াছে। উহাতে এমন ভয়ানক বিষ ছিল যে কয়েদী তাহাতেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। রমণীটি যে কে, তাহার এখনও কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় নাই।

'সাধু সাবধান'!

পুনর্জন্ম।

সম্প্রতি মাদ্রাজের একনৈক চারিবর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণ বালক তাহার পূর্ব্ব জন্মের কথা বিবৃত করিয়াছে। সে বলে যে ২৮বৎসর পূর্ব্বে ৫৫ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে সে ২১টী উক্তি করে। তাহার পূর্ব্বজন্মের সন্তানাদির নামও ঠিক বলিয়াছে। তাহার পূর্ব্বজন্মের বাসগ্রামে লইয়া গেলে, সে তাহার বড় ছেলের হাত ধরিয়া অনায়াসে তাহার বাড়ীতে গমন করে। এ জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নহে!

ফটোগ্রাফের প্রেমে।

(১)

কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের মিস রীভস্ নাম্নী উনিশ বৎসর বয়স্কা যুবতী ও আমেরিকাস্থ মিঃ হ্যারিস নামক ধনী ব্যবসায়ী উভয়ে উভয়ের ফটোগ্রাফ্ দেখিয়া পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া ছিলেন। গত জুলাই মাসে মিস্ রীভস্ নিউইয়র্কে তাঁহার ভাবী স্বামীর নিকট গমন করেন। কিন্তু হ্যারিসকে দেখিয়াই যুবতী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "একি! ছবিতে দেখিয়া যে বয়স আন্দাজ করিয়াছিলাম, এ যে দেখিতেছি তাহার দ্বিগুণ বয়স। চেহারাটাও তো ফটোগ্রাফের মত সুন্দর নহে। ইহাকে আমি কিছুতেই ভালবাসিতে পারিব না। ইত্যাদি। বেচারী হ্যারিস কত চোখের জল ফেলিলেন, তাঁহার প্রণয়িণীর জন্য সুরম্য বাড়ী কিনিয়াছেন, বলিলেন। কিন্তু যুবতীর মন টলিল না। মিস্ রীভস অবিলম্বে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। "Apply with photos" গণ সতর্ক হউন!

(২)

জার্ম্মাণীর এক সংবাদ পত্র পরিচালক একটী কুমারীর চিত্র দেখিয়া তৎপ্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়েন। চিত্রকরের নিকট হইতে সংবাদ লইলেন, কুমারী টাইরোলের একটি কৃষক বালিকা। প্রেমিক পুরুষ বালিকার গৃহে যাইয়া দেখেন তাঁহার প্রণয়িনী চিত্রাপেক্ষা অধিক সুন্দরী। সারল্ (পুরুষের নাম) তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। উভয়ে বহুদিন আনন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে সারলের মৃত্যু হয়। সম্প্রতি তাঁহার প্রণয়িণী ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

রমণী ও পুরুষের মনের ও চোখের পার্থক্য।

জার্ম্মানীর মুদ্রা।

পূর্ব্বে এক পাউণ্ডের (১৫৲ টাকা) পরিবর্ত্তে জার্ম্মাণ মুদ্রা মাত্র ২০টী মার্ক পাওয়া যাইত। এখন জার্ম্মানীতে এমন অর্থনৈতিক দুরবস্থা যে ১ পাউণ্ড ও ৪৫ লক্ষ মার্ক সমান। অর্থাৎ আপনি যদি বার্লিনে আপনার কোন বন্ধুকে এখান হইতে ১ পাউণ্ড পাঠান, তিনি সেখানে ৪৫ লক্ষ মার্ক পাইবেন। তিনি সেখান হইতে ৪৫ লক্ষ মার্ক পাঠাইলে, আপনি পাইবেন মাত্র ১৫ টাকা। জার্ম্মানীতে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে, অনেক গুলি মার্ক দিয়া এক পেয়ালা চা কিনিতে হয়। সেখানকার লোকেরা আজকাল কি রকম রোজগার করে শুনিবেন। শুনুন—

মাসিক আয়।

অবিবাহিত রেলের গার্ড—২৫	লক্ষ	মার্ক
ইঞ্জিন চালক —৩২	লক্ষ	মার্ক
ডাকের পিয়ন—৩০	"	"
প্রধান বিচারপতি— ১ কোটি ৬ লক্ষ		"
রাজদূত—	১ " ৩০ "	"
ষ্টেট্ সেক্রেটারী—	১ " ৬০ "	"
ক্যাবিনেটের মন্ত্রী—	২ " ৩০ "	"
চান্সেলার(প্রধান সচিব)—	২ " ৬৫ "	"
আইন পরিষদের সভা—	৬০ "	"

প্রত্যেকেই লক্ষপতি। ডাকপিয়ন পর্য্যন্ত।

"শিশির।"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ঠাকুরমার টোট্‌কা

বা

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

ঢোক গিলিতে ব্যথা।

গলায় পশমী বস্ত্র জড়াইয়া রাখা, শক্ত বস্তু না খাওয়া, ঠাণ্ডা না লাগান ইত্যাদি ব্যবস্থা কর্ত্তব্য।

তলপেটে ব্যথা।

গোক্ষুর বীজ, এরণ্ডমূলের ছাল, বিড়ঙ্গ,

শুঁট, হরীতকী ও শ্বেত পুনর্নবা প্রত্যেক সাড়ে পাঁচ আনা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵৹ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ৪।৫ রত্তি বিটলবণ চূর্ণের সহিত সেবন কর্ত্তব্য।

গোঁরুর চোনা গরম করিয়া, অথবা খালি জল গরম করিয়া বোতলে পুরিয়া ব্যথা স্থানে বুলাইলে, শীঘ্র ব্যথা নিবারণ হয়।

থেত্‌লে যাওয়া।

ঠাণ্ডা জলের পটী বান্ধিয়া রাখিলে উত্তাপ, ব্যথা ও ফোলা নিবারণ হয়।

সোরা ভিজান জলের পটি বাঁধিলে আরও বেশী উপকার হয়।

কাঁচা হলুদ ছেঁচিয়া, তাহাকে কর্পূর ছড়াইয়া দিয়া, কাপড়ের পুটলীতে করিয়া অল্প গরম স্বেদ দিলে, বিশেষ উপকার হয়।

রক্ত বাহির হইলে কাটা ঘায়ের মুষ্টিযোগ দেখুন।

দাদ।

ঘেঁটকোলের (এক প্রকার বন্য কচু) শিকড়, কর্পূর, তুলসীপাতা ও পাথুরে চূণ একসঙ্গে হুঁকার জল দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে, নিশ্চয়ই দদ্রুরোগ নির্ম্মূল হয়।

তুলসীপাতা, কর্পূর ও সৈন্ধব লবণ একসঙ্গে রগড়াইয়া লাগাইয়া দিলে, দাদ সারিয়া যায়। গন্ধক ৪, কর্পূর ১, নিশাদল ১, তুঁতে পোড়া ॥৹, গর্জ্জন তৈলের সহিত গুলিয়া লাগাইলে, নিঃসন্দেহে ইহা ভাল হয়।

মনঃশীলা (মনছাল) ৵৹, ধুনা।৹, গন্ধক।৹, কাঁচা সোহাগা।৹, জাঙ্গাল (তেঁতুলের মত বেগেতি জিনিষ) ৵৹ আনা চূর্ণ করিয়া সর্ষপ তৈলের সহিত মাড়িয়া লাগাইলে, অতি শীঘ্র সর্ব্ব প্রকার দাদ নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

দাঁতে পোকা।

বড় পানার শিকড় ও কর্পূর বাটিয়া প্রলেপ দিলে দাঁতের পোকা মরিয়া যায়।

আকরকরা, হীরাকষ পোড়া ও বিট লবণ চূর্ণ করিয়া দাঁতের মাড়িতে টিপিয়া দিলে, পোকা মরিয়া যায়।

খয়ের ১, গোলমরিচ ১ ভাগ, কর্পূর।৹, তুঁতে পোড়া।৹ মিশাইয়া টিপিয়া লাগাইলে, নিশ্চয় উপকার হয়।

দাঁতের মাড়ি ফোলা।

শুষ্ক তামাক পাতা চূর্ণ, গোলমরিচ, গিরিমাটি ও সিদ্ধি বীজ সমভাগে মধুতে মাড়িয়া লাগাইবেন। ১০টী গোলমরিচ, ৫টী লবঙ্গ, মুসব্বর ৵৹ আনা, ফট্‌কিরি ৵৹ আনা, মনসা পাতার রসে বাটিয়া লাগাইয়া দিবেন।

তুঁতে পোড়া, সুপারি ভস্ম, গোলমরিচের গুঁড়া, ভাজা পাপড়ি খয়ের চূর্ণ, শুষ্ক নিশিন্দা পাতার চূর্ণ এই গুলি মিশাইয়া হুঁকার জলের সহিত ব্যথা স্থানে অল্পে অল্পে টিপিয়া লাগাইলে শীঘ্র উপশম হয়।

ধবল।

শ্বেত করবীর ফুল, আপাং বীজ, আকরকরা, সিউলিপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ধবল স্থানে স্বাভাবিক বর্ণ উপস্থিত হয়।

জাঙ্গাল, হরিতাল, সোমরাজ বীজ, অনন্তমূল, শ্বেত সর্ষপ ও চিতামূল, প্রত্যেক সমভাগ, সমষ্টির চতুর্গুণ খাঁটী সর্ষপ তৈলে সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইয়া শ্বেতবর্ণ স্থানে মালীশ করিলে চর্ম্মের স্বাভাবিক রং ক্রমে ফিরিয়া আসে।

শ্বেত মাকালের শিকড় ২, চিতামূল ১, তুঁতে ভস্ম।৹, হরিতাল।৹, মাখনের সহিত ধবল স্থানে লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়।

নালী ঘা।

সোঁদালের আঠা, শ্বেত ধুনা, গোয়ালিয়া লতার রস ও সফেদা, পুরাতন ঘৃতের সহিত মাড়িয়া প্রবেশ করাইয়া দিলে নালী ঘা অবশ্য ভাল হয়।

গাজা, গন্ধক, রুদ্রাক্ষ, খয়ের ও মনসা পাতার রস নারিকেল তৈলে সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিলে দুঃসাধ্য নালী ঘা ও অন্যান্য ঘা আরোগ্য হয়।

হীরাকষ॥৹, পোড়া মাটির গুঁড়া ১, মেটে সিন্দুর ১, মালুকা ১, ফট্‌কিরি চূর্ণ॥৹, চালমুগড়া ফল ১, সর্ষপ তৈল ১৫ ও ঘৃত ১০ ভাগ একত্রে জাল দিয়া ছাকিয়া লইবেন। উহা নালীর মধ্যে প্রবেশ করাইলে অতি কঠিন নালী ঘাও ভাল হয়।

হাকর মাদির আঠার সহিত খয়ের গুলিয়া প্রয়োগ করিলে নিশ্চয়ই নালী ঘা আরোগ্য হয়।

নাসা।

হঠাৎ রক্তপড়া বন্ধ করা ভাল নয়, আবশ্যক হইলে লালকাঞ্চন ফুল ও দূর্ব্বা ছাগ দুগ্ধে বাটিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া নস্য লইবেন।

আলতার জলে অল্প ফিট্‌কিরি চূর্ণ মিশাইয়া নস্য করিলে শীঘ্র রক্ত বন্ধ হয়।

দাড়িম ফুলের নস্য নাসিকায় রক্ত রোধ করে, ছাগ দুগ্ধের সহিত শুষ্ক আমলকী ও চিনি বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে মস্তিষ্কের উত্তাপ জন্য নাসিকা পথের রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

পক্ষাঘাত।

আলকুশী বীজ চূর্ণ /৹ আনা, রসুনের রস ১ তোলা, পুরাতন ঘৃত।৹, অশ্বগন্ধা।৹, আলকুশীর বীজ।৹, শালপাণির মূল।৹, চিতামূল।৹, বেলের শিকড়ের ছাল।৹, এরণ্ড মূল।৹, অনন্ত মূল।৹, কুঁচলে আধখানা, জল ১॥৹ সের শেষ ৵৹ পোয়া এই পাচন সেবনে পক্ষাঘাত নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

(ক্রমশঃ।)

বিংশ শতাব্দির অপূর্ব্ব আবিষ্কার !

আয়ুর্ব্বেদিক ও এলোপ্যাথিক ভেষজের বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ এণ্ড কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম।

মহর্ষি চ্যবনমুনির আবিষ্কৃত চ্যবনপ্রাশের গুণ বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়া ও ভেষজের অভাব বশতঃ অনেকের প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ শাস্ত্রানুযায়ী আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না। সেই কারণে আমরা ভারতের নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া মেদ, মহামেদ, বংশলোচন প্রভৃতি মহা আবশ্যকীয় দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতঃ বিশেষ সতর্কতার সহিত এই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া আমেরিকান প্রক্রিয়ায় ইহার সহিত নরওয়ে জাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কডলিভার ওয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম সংযোজনা করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকমতে সম্মিলিত হওয়ায় পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে চ্যবনপ্রাশ, কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম এই ত্রিবিধ ঔষধের প্রত্যেকের শরীরের উপর কার্য্যকরি ক্ষমতা (Physiological action) দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করিলে ফুসফুস সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া যথা—শ্বাস, কাশ, পার্শ্বশূল, বক্ষস্থলে বেদনা বা ভারবোধ, সপূঁয কফ বা রক্ত নিষ্ঠীবন, নিশাস্বেদ, পুরাতন ব্রংক্রাইটিস প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। যাঁহাদের নিজের বা পৈত্রিক কাশির দোষ আছে বা হাঁপানি রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ অমৃত তুল্য। অনেকের শুদ্ধ কডলিভার অয়েল সহ্য হয় না, পেট গরম হয়, পাতলা দাস্ত হয়, তদ্ভিন্ন উহার অতিশয় তীব্র গন্ধ হেতু অনেকে ব্যবহার করিতে চান না এবং ব্যবহার করিয়াও অনেকে বমন করিয়া ফেলেন; কিন্তু আমাদের এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের সহিত কতকগুলি এইরূপ দেশীয় ভেষজ দ্বারা অভিনব প্রণালীতে কডলিভার অয়েল সংমিশ্রিত হইয়াছে, যে ইহা সকল শরীরে সহজে হজম করাইয়া নূতন রক্ত কণিকা প্রস্তুত করে, তদ্দারা ফুসফুস সবল হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে দেহ বলিষ্ঠ ও লাবণ্যময় দেখায়; তদ্ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা কড্‌লিভার অয়েলের গন্ধ নাশ করা হইয়াছে; এবং ইহার গন্ধ ও আস্বাদ অপ্রীতিকর নহে।

যাহারা যে কোন কারণ বশতঃ কডলিভার অয়েল, সিরাপ হাইপোফস্ফেট অব লাইম কিম্বা কড্‌লিভার অয়েল ঘটিত যে কোন ঔষধ ব্যবহার করেন তাহারা একবার সেই সকল ঔষধের পরিবর্ত্তে আমাদের কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া দেখুন, দেখিবেন কত অল্পদিনের মধ্যে আপনার উপকার দর্শাইবে এবং একমাসের মধ্যে দেহের ওজন বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুতে দীর্ঘদিন ধরিয়া সেবন করিলে ধাতু পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন দেহ হয়। ইহা বৃদ্ধদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী।

ব্যবহার বিধি।—চা চামচের এক চামচ মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সহ্যানুযায়ী চারি চামচ মাত্রা পর্য্যন্ত এক ছটাক অল্প গরম দুগ্ধের সহিত আহারের পর, দিবসে দুইবার ব্যবহার করিতে হয়।

মূল্য প্রতি ফাইল (আট আউন্স) ২৲ দুই টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৸০ বার আনা; একত্রে তিন ফাইল ৫৷৷০ সাড়ে পাঁচ টাকা, মাশুলাদি ১৷৷০ দেড় টাকা।

একখানি মাত্র প্রশংসাপত্র দেখুন—

বনগাঁও হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ও এ্যাজমা চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ডাক্তার টি, সি, দত্ত, এল, এম, এস, মহাশয় লিখিয়াছেন—

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের যে এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পূর্ব্বে আমি জানিতাম না, কিন্তু কয়েকটী রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ উপকার দেখিয়াছি। আজ কাল যত রকম কডলিভার অয়েল ঘটিত ঔষধ আছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

সোল এজেণ্টস্—

শাহ এণ্ড কোং।

ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্টস্।

৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ বর্ষ।] ২৫শে আশ্বিন, ১৩৩০ সাল। ইং ১২ই অক্টোবর, ১৯২৩ সাল। [৬ষ্ঠ খণ্ড।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসে গেজেটে ৩টী করিয়া পুরস্কারের প্রশ্ন বাহির হইবে। প্রতি প্রশ্নের উত্তরের পুরস্কার ২৲ দুই টাকা। গেজেটের গ্রাহকমাত্রই এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু উত্তরের সহিত কুপন না থাকিলে কোন উত্তরই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। প্রশ্নের শেষ ভাগে পুরস্কারের কুপন আছে। উত্তরের সহিত গ্রাহক নম্বর লিখিবেন।

২। একজন গ্রাহক ৩টী পুরস্কারের জন্য উত্তর পাঠাইতে পারেন; কিন্তু একাধিক পুরস্কার এক মাসে একই গ্রাহককে দেওয়া হইবে না।

৩। পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচার সকল সময়েই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

৪। প্রতি মাসের প্রশ্নের উত্তর তৎপরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। প্রতিযোগিতার ফল পরবর্ত্তী মাসের গেজেটে বাহির হইবে। উল্লেখযোগ্য উত্তরপ্রেরকগণের নাম ঐ সঙ্গে গুণানুসারে প্রকাশিত হইবে।

৫। কাগজের এক পৃষ্ঠায় উত্তরগুলি লিখিতে হইবে। প্রথমেই গ্রাহক নম্বর, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক। একাধিক ব্যক্তির উত্তর একই এবং ঠিক হইলে লেখার ধরণ এবং পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য করিয়া পুরস্কার যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবে।

প্রশ্নোত্তরকারীগণের প্রতি নিবেদন।

বহু সংখ্যক ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের গেজেটে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর পাঠাইতেছেন এবং উত্তরও অনেকের যথাযথ হইতেছে; কিন্তু পুরস্কারের নিয়মাবলীর প্রথম ধারা অনুসারে তাঁহাদের উত্তর গ্রহণ করা হইতেছে না—কারণ গেজেটের গ্রাহক ভিন্ন অন্য কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় না; সেই কারণ যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিয়া পুরস্কার পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রথমে এক টাকা বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন কিম্বা আমাদের নিকট চিঠি লিখিলে আমরা রেজেষ্ট্রী খরচা সমেত ১৴৹ এক টাকা দুই আনা চার্জ্জ করিয়া ভিঃ পিঃতে বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া থাকি।

আশ্বিন মাসের প্রশ্ন।

১ম প্রশ্ন।

নিম্ন লিখিত কবিতা দুটী পূরণ করিতে হইবে।

(ক) নারী বধ ভেবে যদি ভয় হয়,
… … … … ;
মরার উপর খাঁড়া নাই সয়,
… … … … ।

(খ) হে পৃথিবী দেবী, গগন, পবন,
… … … … ,
বল কোথা মম পতি প্রাণধন
… … … … !
ওগো তরুলতা, ওহে গিরিবর,
… … … … ;
… … … … ?
কোথা গেলে আমি পাইব তাঁরে।

২য় প্রশ্ন।

নিম্ন লিখিত সাঙ্কেতিক পত্রের অর্থ করিতে হইবে।

(ক)

দুই লম্বা টানা লোক সারিয়া ইজারা কমা কাযেব করে নমস্কার হইবে য়া কারসাজি বাহির ফেলিয়া ইনি ছেনি রকম রক্ষা লইবে। এইবেলা সাবধান হও।

(খ) 19 + 20 + 1 + 18 + 20, 1 + 20, 15 + 14 + 3 + 5, 20 + 15, 19 + 1 + 22 + 5, 3 + 15 + 21 + 14 + 20 + 18 + 25.

৩য় প্রশ্ন।

একখানি গভর্ণমেণ্ট পোষ্টকার্ডে বা ঐ মাপের কাগজে "কাশ্মীর কুসুম" বিষয় লইয়া একটী ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখিতে হইবে।

ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট
পুরস্কার কুপন নং ১৩

ভারতের কার্পাস-শিল্পের ইতিহাস।

"Modern Review" পত্রে কিছুদিন পূর্ব্বে "ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের কার্পাস-শিল্পের ইতিহাস" শীর্ষক একটী মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটি লাহোরের ফোরম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজের অধ্যাপক Mr. P. G. Shah, M. A., M. S. C. I. মহাশয়ের লেখনী প্রসূত। আমরা নিম্নে প্রবন্ধটীর সারাংশ অনুবাদ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম। এই প্রবন্ধ-পাঠে পাঠকের মনোকষ্টের সীমা থাকিবে না বটে, কিন্তু বহু তথ্য জ্ঞাত হইবেন। কেমন করিয়া ভারতের বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করা হইয়াছে তাহা দেখিয়া বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন।

বর্ত্তমান ভারতবাসীর প্রাচীন ভারতের কার্পাস ও রেশমজাত শিল্পের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে ধারণা হওয়া সুকঠিন। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে এবং কতক ধারণাও হইলেও হইতে পারে যে, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের কার্পাসজাত বস্ত্র ইয়োরোপের বস্ত্র শিল্পীর চক্ষে একটা বিভিষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তজ্জন্য ইংলণ্ডকে আইন করিয়া ভারতজাত বস্ত্রের আমদানী বন্ধ করিবার জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ভারতজাত বস্ত্রের সুলভ মূল্য এবং উৎকর্ষতা ইয়োরোপের নরনারীকে এতই মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল যে, তাহাদের স্বদেশজাত বস্ত্র শিল্পের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতের মসলিন, ছিট, প্রভৃতির সহিত তখনকার ইয়োরোপজাত বস্ত্রশিল্প যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠিতেছিল না, তখন ইয়োরোপের ব্যবসায়ীগণ যাহাতে ভারতজাত বস্ত্র আর ইয়োরোপে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। চারিদিকে ঘোর আন্দোলন চলিতে লাগিল। আন্দোলনের প্রধান কথা এই যে, ভারতের বস্ত্রশিল্প ইংলণ্ডের পশম-শিল্পকে ধ্বংশ করিতে বসিয়াছে। ইয়োরোপের নরনারী ভারতজাত বস্ত্র এবং তাহার কারুকার্য্য এবং মূল্যের সুলভতায় মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তখন আন্দোলন উপদেশে বিশেষ কিছু হইল না, তখন ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীগণ তদানীন্তন রাজার নিকট হইতে ভারতজাত বস্ত্রের আমদানীর উপর উচ্চ শুল্ক বসাইবার আইন পাস করিয়া লইল। ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্রের মূল্য চড়িয়া গেল, কিন্তু তথাপি লোক ইহা ব্যবহার করিতে বিরত হইল না।

তখন তাহারা আন্দোলন করিয়া উপর্য্যুপরি আরও কয়েকটা আইন পাশ করাইয়া লইল। এই সকল আইনের প্রথম আইন—Act 2 and 12 of William Cap. 10 (1700)। এই আইনের মর্ম্ম এই যে, "যে কেহ ভারতের কার্পাশ এবং রেশমজাত ছিট এবং অন্যান্য বস্ত্র ব্যবহার করিবে বা বিক্রয় করিবে, তাঁহার ২০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৩০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইবে।" কিন্তু এইরূপ কঠোর আইনও যখন পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হইল না, তখন ১৭০৮ খ্রীঃ অব্দে ড্যানিয়েল ডিফো নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ঘোর আন্দোলন চলিতে লাগিল। সেই আন্দোলনের ফলে আরও কঠোর আইন পাশ হইয়া গেল। আমরা সে সকল আইনের মর্ম্ম এস্থলে দিতে চাহি না, তবে এই সকল ব্যাপার হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ইংলণ্ডে ভারতের বস্ত্র যে প্রচুর রপ্তানী হইয়া যাইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ ১৮১৫ খৃঃ-অব্দ পর্য্যন্ত ভারতের বস্ত্র দ্বারা ভারতবাসীর সমস্ত অভাব মোচন হইয়াও ইংলণ্ডে বৎসরে ১৩০০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৯ কোটী ৫০ লক্ষ টাকার কাপড় রপ্তানী হইয়া যাইত। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও যে না যাইত, এমন নহে। ১৮১৬-১৭ খৃঃ পর্য্যন্ত ভারত হইতে ১৬৫৯৪৩৮ পাউণ্ড মূল্যের কাপড় বিলাতে আমদানি হইয়াছিল। মিঃ শা বলিতেছেন, ইহার পরই নানা প্রকার কঠোর আইন প্রচলনের ফলে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। ইংলণ্ডের কলের তাঁতের সহিত প্রতিযোগিতায় এবং তাহার উপর ভারতজাত বস্ত্রের উপর উচ্চ শুল্ক বসায় ইংলণ্ডে ভারতের বস্ত্রের বিক্রয় কমিতে লাগিল। ও দিকে কলের কাপড় ভারতে প্রচুর পরিমাণে আমদানীও হইতে লাগিল। এইরূপে ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে দেখা গেল যে, ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে এক প্রকার বস্ত্র রপ্তানী বন্ধই হইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার ৩ গুণ ইংলণ্ডের কলের কাপড় ভারতে আমদানী হইয়া আসিয়াছে। উপরোক্ত তিনটি ধ্বংশাবস্থার সময়ে ইংলণ্ডের বস্ত্র-শিল্প উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসিল এবং জগতের মধ্যে ইংলণ্ডই বস্ত্র শিল্পে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া পড়িল। আর ভারত—চিরতরে রসের বাজারে ডুবিয়া গেল, জগতের শ্রেষ্ঠ বস্ত্র-

শিল্পী ভারত—কেবল আমদানীকারক হইয়া দাঁড়াইল। প্রোফেসার মিঃ শা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে অধীন ভারতে স্বাধীন দেশের স্বার্থে বাণিজ্যের ফলেই যে ভারতের এই শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

"The gradual undermining of cotton manufactures of India, remarks Prof. Shah shows the desastrous effect of free trade between a dependent country and well progressed independent nation,"

প্রোফেসর শা ভারতের বস্ত্র শিল্পের অবনতির নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন :—

(১) ভারতের হস্তচালিত তাঁতের কাপড় ইংলণ্ডের কলের প্রস্তুত বস্ত্রের মূল্যের তুলনায় উচ্চ মূল্য হইয়া পড়িল। ইংলণ্ডে যখন কলের প্রচলন ছিল না, তখন ভারতজাত বস্ত্রই ইংলণ্ডবাসীগণের নিকট সুলভ বলিয়া পরিগণিত হইত।

(২) এরূপ উচ্চ মূল্য সত্ত্বেও যদিও বা ভারতজাত বস্ত্র স্বীয় সৌন্দর্য্যের গুণে ইংলণ্ডে বিক্রয় হইয়া শতকরা ৫০ হইতে ৬০ পর্যন্ত লাভ হইতে সমর্থ হইত কিন্তু ইংলণ্ডের শিশু বস্ত্র শিল্পের রক্ষার্থে ভারতজাত বস্ত্রের উপর শতকরা ৬০ হইতে ৭০ পর্য্যন্ত "ডিউটী" বসাইয়া দেওয়া হইল। কোন কোন জিনিস কেবলমাত্র ধনী লোকেরাই ব্যবহার করিতে পারিবে এইরূপ নিয়ম কিছুদিন রাখিয়া দিয়া পরে ইংলণ্ডে ভারতের কাপড় আমদানী একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এই রহিতাজ্ঞা—ভারতের মত দেশ যাহার নিজের অভাব পূর্ণ করিয়া উদ্বৃত্ত মালের একমাত্র বাজার ছিল ইংলণ্ড—তাহাতে রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় ভারতের বস্ত্র-শিল্পের অবস্থা যে সাংঘাতিক হইয়া পড়িবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সেই জন্য ভারতের বস্ত্রশিল্প অচিরেই ধ্বংস হইয়া গেল। ভারত যদি স্বাধীন দেশ হইত, অথবা ইংলণ্ড ছাড়া তাহার মাল কাটাইবার অন্য দেশ থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আজ ভারতের বস্ত্র-শিল্পের এরূপ দশা দেখিতে হইত না।

(৩) ভারতের বস্ত্র বিদেশী বাজারে কাটতি না হইলেও যদি ইংলণ্ডজাত বস্ত্র ভারতের বাজারে আমদানী হইয়া ভারতের বস্ত্রের চাহিদা নষ্ট করিয়া না দিত, তাহা হইলেও ভারতের এমন দুর্দ্দশা হইত না। তাহার পর ভারতের মাল ইংলণ্ডে রপ্তানী হইল তাহার উপর যেমন উচ্চহারে শুল্ক বসান হইয়াছিল, ইংলণ্ডের রপ্তানী বস্ত্রের উপর ভারতে যদি সেই হারে শুল্ক বসান হইত, তাহা হইলেও ভারতজাত বস্ত্র-শিল্পের অবস্থা এত খারাপ হইত না। কিন্তু তাহা না হইয়া ইংলণ্ডের আমদানী কাপড়ের উপর অতি সামান্য শতকরা ৩॥০ মাত্র শুল্ক ধার্য্য হইয়াছিল। এইরূপ অন্যায় যুদ্ধে ভারতের বস্ত্র-শিল্প ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। যদিও ভারতজাত বস্ত্রের উপর শুল্ক করভার বসাইয়া তাহার শোচনীয় অবস্থা করিবার কোন ত্রুটী হইল না, তথাপি মানচেষ্টার এবং ব্লাকবরণের তাঁতীগণ ভারতজাত সূতা তখনও প্রচুর পরিমাণ ভারত হইতে আমদানী করিয়া নিজেদের কলে বহুদিন কাজ করিতে যে বাধ্য হইয়াছিল, ভারতের পক্ষে তাহাও কম গৌরবের কথা নহে।

(৪) উপরোক্ত কারণসমূহ ব্যতীত তদানীন্তন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আর একটী কাণ্ড করিয়া বসিলেন। তাহাদের বোর্ড অফ ডাইরেক্টর যেমন যেমন নমুনা স্থির করিয়া ভারতের ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণকে ফরমাইস পাঠাইতে লাগিলেন, সেইরূপ নমুনার কাপড় কোম্পানীর নির্দ্দিষ্টদরে প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতের তাঁতীগণকে বাধ্য করা হইতে লাগিল। এজন্য একটা Reguiation বা আইন জারী হইল। সেই আইন মত তাঁতি এবং তাহার বংশধর সকলকেই চুক্তিতে আবদ্ধ করা হইল যে, যেরূপ কাপড় ইংলণ্ডের বাজারে আবশ্যক, সেইরূপ কাপড় কোম্পানীর ফ্যাক্টরীতেই প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। তাঁতিদের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতি আদৌ লক্ষ না রাখিয়া জোর করিয়া এইরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ করায় অনেক তাঁতি তাহার জাতীয় ব্যবসায় একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কৃষি প্রভৃতি দ্বারা অতি কষ্টে জীবনাতিপাত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মিঃ শা বলিতেছেন :—

"Those forced contracts were made binding upon not only the weaver, but also his family by regulations passed by the Government." এইরূপ বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িয়া কোন দেশেরই শিল্পী স্বীয় অস্তিত্ব বজায় করিতে কখনই সক্ষম হইতে পারে না। ইহার পরেই আমরা দেখিতে পাই, ভারতের তাঁতিকুল আপনাপন পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কৃষি প্রভৃতি দ্বারা মজুর খাটিয়া জীবিকার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আর ইংলণ্ডের বস্ত্র শিল্প আজ নিরাপদে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৫) এই যে কৃষিতে তাঁতিগণের প্রত্যাগমনের বাসনা, ইহাও ইংলণ্ডের বাণিজ্য নীতি দ্বারা কেমন করিয়া ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল, তাহা দেখাইতেছি। ইংলণ্ড ভারতকে এরূপ একটী উপনিবেশ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল, যাহার ফলে কেবল ইংলণ্ড জাত বস্ত্রই অবাধে বিক্রয় হইবে, তাহার কৃষিজাত কাঁচা মালের বিনিময়ে। সুতরাং যত উৎসাহ ভারতে উৎকৃষ্ট তুলা জন্মাইবার দিকেই নিয়োজিত হইতে লাগিল এবং ইংলণ্ডের বস্ত্রের বিনিময়ে সমস্ত তুলাই ইংলণ্ডে রপ্তানির ব্যবস্থাই করা হইল। ভারতে তুলা জন্মিলেও আর আদৌ বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারিল না। ক্রমে তাঁতি

তাহার তাঁতের কাজ ভুলিয়া গেল। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে Cotton Supply Association স্থাপিত হইল, তাহারা মত প্রকাশ করিলেন যে, গভর্ণমেণ্টের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত যে ভারতজাত সমস্ত কাঁচা মাল ভারত হইতে বাহির করিয়া লইয়া সেইস্থানে ইংলণ্ডজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করা। As late as in 1860 this policy was advocated by the Cotton Supply Association of Manchester—"the true policy of the Government is primarily to legislate so as to drain the raw cotion out of the country and create demand for our manufactured goods in lieu of those now manufactured in Iddia" বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের বস্ত্র শিল্পের যতদূর সুবিধা বাঞ্ছনীয়, গবর্ণমেণ্ট তাহাই করিয়া দিলেন। ভারতের কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর তুলা উৎপাদনের জন্য গবর্ণমেণ্ট উৎসাহ দেওয়াতে তাঁতিরা পৈতৃক ব্যবসা ছাড়িয়া কৃষির দিকেই ঝুকিয়া পড়িল, অন্যদিকে তাহার বস্ত্র-শিল্পকে অষ্টে পৃষ্ঠে আইনের বন্ধনে বান্ধিয়া পঙ্গু করিয়া দেওয়ায় অচিরেই ভারতের দুর্লভ বস্ত্র-শিল্প চিরতরে ধ্বংস হইয়া গেল। এখন ইংলণ্ডের তাঁতিগণ কাপড় না যোগাইলে ভারতের নরনারীকে বিবস্ত্র থাকিতে হয়। কি শোচনীয় পরিণাম! এই হইল ভারতের বস্ত্র-শিল্পের অতি শোচনীয় ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাস পাঠ করিলেই পাঠক ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতের অসংখ্য নরনারীর অভাব মোচন করিয় ভারত অন্য দেশে বহু কোটী টাকার বস্ত্র রপ্তানী করিতে পারিয়াছিলন সেই সমস্ত বস্ত্র ও সূতা ভারতের তাঁতীদেরই হাতে প্রস্তুত—ভারতে বস্ত্রের কল ছিল না। প্রত্যেক নরনারী, বালকবালিকা চরকায় সূতা কাটিয়া এত সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করিতে পারিতেন, যে সেই সকল সূক্ষ্ম বস্ত্র দেখিয়া ইংলণ্ডের নরনারী উন্মাদ হইয়া নিজের দেশের বস্ত্রশিল্পকে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছিল এবং তাহাদের এই ভারতীয় বস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ আইন কানুন করিয়া, নষ্ট করিতে হইয়াছিল। সেই ভারত আজ বস্ত্রের কাঙ্গালিনী!

এখনও আবার যদি প্রত্যেক নরনারী প্রতিগৃহে চরকায় সূতা কাটে, প্রত্যেক গৃহস্থ তুলার চাষে কিছু কিছু জমী নিয়োজিত করে, তাহা হইলে অনায়াসেই প্রত্যেক সংসারের বস্ত্রের অভাব যে অনায়াসেই মিটিয়া যায়, তাহার আর সন্দেহ নাই।

শুদ্ধ তাহাই নহে, ভারতের বহু কোটী টাকা রক্ষা হইতে পারে। এইজন্যই রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধী প্রতি গৃহে চরকার প্রচলনের জন্য উপদেশ দিয়া মুক্তির পন্থা দেখাইয়া দিয়াছিলেন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অক্লান্ত পরিশ্রমে চরকার প্রচলনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু পরিতাপ, দেশবাসী এই মুক্তির বাণীতে উদাসীন—একেবারে বধির হইয়া বসিয়া আছে।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
(সেকালের লোক।)

আনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিননাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

পুরুষ।

১। ভাব ও অভাব পদার্থ।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো
নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ২।১৬ ॥

অসতঃ (অবিদ্যমানস্য। ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তোঃ ইতি বেদান্ত। জড়বর্গস্য ইতি চণ্ডী। অনিত্যস্য ইতি বেদান্তসার) ভাবঃ (সত্তা) ন বিদ্যতে। সতঃ (বিদ্যমানস্য। ব্রহ্মস্য ইতি বেদান্ত। চেতনবর্গস্য ইতি চণ্ডী। নিত্যস্য ইতি বেদান্তসার) অভাবঃ (মরণং। অসত্তা) ন বিদ্যতে। তু তত্ত্বদর্শিভিঃ (স্বরূপ বস্তুদর্শিভিঃ) অনয়োঃ উভয়োঃ অন্তঃ (নিশ্চয় জ্ঞানং) দৃষ্টঃ।

অসতের সত্তা হইতে পারে না; যথা ছায়া প্রতিবিম্ব মরীচিকা প্রভৃতি পদার্থের ন্যায় অনুভূত হইলেও উহাদের সত্তা অর্থাৎ নিমিত্ত উপাদান হইতে পারে না। সতের সত্তার কখনও অভাব হইতে পারে না অর্থাৎ যার নিমিত্ত উপাদান আছে তাহার সেই নিমিত্ত উপাদানের কখনও বিনাশ হইতে পারে না। নিমিত্ত উপাদানযুক্ত পদার্থকেই সৎ বলা হয়।

একটী মাটির ঘট হইতে মাটি সরাইয়া লইলে ঘটের অস্তিত্ব থাকে না। মাটি হইতে অনু সরাইয়া লইলে মাটির অস্তিত্ব থাকে না। অনু হইতে পরমানু সরাইয়া লইলে অনুর অস্তিত্ব থাকে না। পরমানু হইতে অব্যক্ত সরাইয়া লইলে পরমানুর অস্তিত্ব থাকে না। অব্যক্ত হইতে সনাতনকে সরাইয়া লইলে অব্যক্তের অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং সনাতনই সৎ তাই বেদান্ত সৎ অর্থ ব্রহ্ম দিয়াছেন। এই সনাতন হইতেই পরমান্বাদি সনাতন জাতির বিকাশ হইয়াছে বলিয়া চণ্ডী এই সৎকে চেতনবর্গ বলিয়াছেন। যতই ব্যক্তের বিকাশ হউক না কেন এই সনাতন সনাতনই থাকে, তাই বেদান্তসার ইহাকে নিত্য বলিয়াছেন।

(ক্রমশঃ।)

বিবিধ।

ব্যবসায় বাণিজ্যের কথা।

ব্যবসায়ীর ভাল জিনিষই তার উৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপন। মূল্যের উপযুক্ত ভাল জিনিষ দিলে ক্রেতা সন্তুষ্ট হয়, আর দশজনকে দোকানের সততার কথা বলিয়া বেড়ায়।

সেই টাই উৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপন। সংবাদপত্রাদিতে যে বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তাহা অপেক্ষাও এই বিজ্ঞাপন যে উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই।

সুযোগ।

নিজের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য কেহ সুযোগ সুবিধার জন্য বসিয়া থাকে, কেহ বা নানাপ্রকার উপায়ে সুযোগের (opportunity) পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। সুবিধা সুযোগ ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়, তবে তাহাকে পাওয়া যায়। ব্যবসায়ীর নিজে নিজেকে এ সম্বন্ধে শিক্ষিত করিয়া লইতে হয়। এইরূপে লাভ-লোকসান ঘাত-প্রতিঘাতে, বহুদর্শিতা জন্মিয়া সুযোগ চিনিবার ক্ষমতা জন্মে। "The best way is for the merchant to school himself in recognising opportunity and then in developing the chance to its greatest possibility."

অতি হীন যুক্তি।

বিজ্ঞাপন দিয়া যদি সুফল না পাও সেটা বিজ্ঞাপন দেওয়ার দোষ নয়, সে দোষ বিজ্ঞাপনদাতার নিজের। যেহেতু কেমন করিয়া বিজ্ঞাপনকে ফলপ্রদ করিতে হয়, সে বিষয়ে অনভিজ্ঞতাই এই প্রকার বিফল-মনোরথ হইবার কারণ। আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একজন বিজ্ঞাপনদাতা বলিয়াছেন—"It's poor excuse for not advertising to say that I have tried it and found it did not pay, If it failed to pull. perhaps, the fault was in the way it was handled and not in the idea of advertising"

এদেশের যাঁহারা বিজ্ঞাপন দেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে আদৌ মাথা ঘামাইয়া উৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপনের কাপি প্রস্তুত করিতেও জানেন না, একটা যা-তা লিখিয়া কাগজে দিয়া বসিয়া থাকেন। সেইরূপ বিজ্ঞাপনে সুফল কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে? এ বিজ্ঞাপন প্রথাটার দোষ নয়। যুক্তিহীন, অবান্তর কথায় পরিপূর্ণ বিজ্ঞাপন কখন ক্রেতা হরিতে পারে না। এ কথা এদেশের ব্যবসায়ীকে বুঝায় কে? কোন যুক্তিই বিজ্ঞাপনের ম্যানেজারও শুনিতে চান না। কাজেই দুদিন পরে গণেশ উল্টাইয়া যায়।

ব্যবসায়ের প্রাণ।

বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ের প্রাণ। প্রচার-কার্য্য বন্ধ হইলেই ব্যবসায়ও অক্কা পায়। নির্ব্বোধ ব্যবসায়ীই বিজ্ঞাপনে অবিশ্বাস করিয়া পথিকের মুখপানে তাকাইয়া বসিয়া থাকে। শেষে প্রাণহীন ব্যবসায় ভূতলশায়ী হয়।

অল্প মূলধনের ছোট ছোট শিল্প-কাজ।

Voice Pills

For improving Voice.

গলার স্বরের উন্নতি সাধনের জন্য এই ট্যাবলেট ব্যবহার হয়। বক্তা, সংগীত-কারীগণ ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাদের স্বর পরিষ্কার হয়। ইহা পেটেন্ট করিয়া বিক্রয় করিলেও বেশ উপার্জ্জন করা চলে।

প্রস্তুত প্রণালী।

মৌ মোম্ (Bee wax) ২ ড্রাম
কোপেবা বাল্সাম—৩ ড্রাম
Powdered Licorice root বা
(যষ্টিমধু চূর্ণ—৪ ড্রাম।

একটা নূতন মাটীর পাত্রে কোপেবা বাল্সাম্ আর মধু মোমটাকে গলাইয়া ফেলিয়া উনান হইতে নামাইয়া লও এবং তাহাতে যষ্টিমধু চূর্ণ (খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ) মিশাইয়া, ঠাণ্ডা হইয়া যাইলে যখন জমিয়া যাইতেছে, সেই অবস্থায় এক একটী ৩ গ্রেন্ পিল বা বটিকা করিয়া লও। সেবন ব্যবস্থা:—ঐ বটিকা সময় সময় ২টী করিয়া সমস্ত দিনে ২ বার ব্যবহার করা যাইতে পারে, ইহা দ্বারা স্বর-ভঙ্গও সারিয়া যায়। সমস্ত জিনিসগুলি ডাক্তারখানায় এবং বেণের দোকানে পাওয়া যায়। পরিষ্কার হস্তে পিল বা বটিকা প্রস্তুত করা উচিত।

কামাইবার সাবান।

White wax (সাদা মৌ মম্)		½ আউন্স
Spermeceti ..	...	½ আউন্স
Windsor soap	...	½ পাউণ্ড
Almond oil	...	½ আউন্স
গোলাপ জল ...	...	(আবশ্যক-মত)

গোলাপ-জলে সাবানটাকে গুলিয়া বেশ আটা আটা রকমের করিয়া একটা পাত্রে রাখিয়া দাও। তারপর স্পার্ম্মেসেটী এবং শ্বেত-মোমকে অগ্নির উত্তাপে আমণ্ডঅয়েল বা বাদামের তৈলের সহিত গলাইয়া ফেল। তাহার পর অগ্নির উত্তাপ হইতে নামাইয়া পূর্ব্বের যে সাবান এবং গোলাপ জল প্রস্তুত আছে, তাহার সহিত উত্তমরূপে ঘুঁটিয়া মিশাইয়া ফেল। এইটী ঠিক আঁটার মত হইবে। কামাইবার সময় জলে ব্রুস ডুবাইয়া ঐ Shaving Paste ঠেকাইয়া দাড়ীতে ঘষিলে খুব ফেনা হইবে। ইহা উৎকৃষ্ট কামাইবার সাবান, পেটেণ্টের মত—ইহা বাজারেও বিক্রয় হইবে—ভাল জিনিষ।

Water Proofing for Silk.

খুব ফাইন কার্পাস বস্ত্র অথবা রেশমী কাপড়কে কেমন করিয়া ওয়াটার-প্রুফ্ করিতে হয়, তাহার সহজ উপায় বলিতেছি।

Boiled oil (পাকা তিসির তৈল)		১৫ ভাগ
Litherage (চূর্ণ)	...	৩ ভাগ
মোম	...	১ ভাগ
যে কোন রং দিবার ইচ্ছা	...	৩ ভাগ

অগ্নির উত্তাপে ঐ সবগুলি উত্তমরূপে

মিশাইতে হইবে। তারপর যে কাপড়ে মাখাইতে হইবে, তাহাকে চারিদিকে ধাক্কন দিয়া একখানা তক্তার উপর আটিয়া তাহার পর উপরোক্ত ওয়াটারপ্রুফ্‌টাকে চ্যাপ্‌টা তুলী বা ব্রুস দ্বারা ২।৩ কোট লাগাইয়া শুষ্ক করিয়া লইলে উৎকৃষ্ট জলসহনশীল হইয়া যাইবে। বর্ষার সময় এই প্রকার ওয়াটার-প্রুফ বিশেষ আবশ্যকীয় জিনিষ।

(কাজের লোক।)

গাচ্চা কথা।

কর্ম্মকালে জানিবে ভৃত্য ব্যবহার।
বন্ধু পরীক্ষা হয় দুঃখ কালে আর॥
বিপদে জানিবে মৈত্রের মৈত্রতা।
ধনক্ষয়ে জানিবে ভার্য্যার আত্মীয়তা॥

"মজলিসের"

বড় বাবু।

মার্চ্চেণ্ট আফিসের বড়বাবু
এক নবীন অবতার।
তাঁর লীলা খেলা দেখতে লাগে
অতি চমৎকার।
বড়বাবুর Contact এ
যে এসেছে ভাই,
সেই বলবে এমন জীব,
দুনিয়ায় বেশী নাই।
করতে না পারেন বাবু,
নাইকো হেন কাজ,
হরেক রকম রকম ফের
এই বিশ্বের মাঝ।
মিথ্যে কথায় ইহার কাছে
Broker মানে হার,
পট্টি দিতে ভারি পোক্ত
বহুৎ হুসিয়ার।
কেরাণীকুল স্তব করে,
ঘেরি নিরন্তর,
"তুমিই ব্রহ্ম তুমিই বিষ্ণু,
তুমিই মহেশ্বর"।
বাড়ীতে কোন ক্রিয়া হলে,
যত কেরাণীর দল,
অর্ডার্লি পিয়নের মত,
হাজির হামে হাল।
কেহ ছুটেছে বাজারে,
কেহ সেক্‌রার বাড়ী,
কারো হাতে ভাঁড়ার জিম্মা
(কেহ) আন্‌ছে ঠিকা গাড়ী।
কেহ টাঙ্গায় ঝাড় লণ্ঠন,
কেহ খাটায় পাল,
কেহ গিয়ে ভাঁড়ার ঘরে,
মাথায় ছাদার তাল।
কেহ বিছায় কুশাসন,
কেহ আনে ভাড় খুরী,
কেহ কাটে কলাপাতা,
হাতে নিয়ে ছুরি।
পরিবেশনের কাজ,
এরাই ভাল জানে,
কোন কাজেই লোকাভাব
হয় না এদের টানে।
পূজা পার্ব্বণ, ব্রত শান্তি,
ছেলে মেয়ের বিয়ে,
সব কাজই হাসিল করে
ক্লার্কের দল গিয়ে।
আফিসেও এই ব্যাপার,
দপ্তরের সব কাজ,
কেরাণীকুল সাবাড় করে,
খেয়ে বাবুর ঝাঝ।
আফিসের যা কিছু কাজ,
বাবুরা করে দেন,
কর্ত্তাও নিজে জবর চালাক,
উসুল করে নেন।
আদায় নিতে বড় বাবু,
বড়ই বাহাদুর,
কোথায় লাগে ধূর্ত্ত নাপিত,
কিবা সে চতুর।
Daily passenger এর দেরি হলে,
বাবু ক্রোধে কহে,
'এত দেরি? নবাব সাহেব,
কোথায় ছিলে ওহে?'
ধীরে বলে কেরাণী রত্ন,
(মুখটী) কানের কাছে নিয়ে,
দেরি হয়েছে হুজুরের,
মাছ ধরতে গিয়ে।
রায় পুকুরের মিষ্ট মাছ,
এনেছি তিনটে ধরে,
দেখবেন খেয়ে কেমন লাগে,
টকা ভাজা করে।
কথা শুনেই বড় বাবু,
হেসে কুটি কাটী,
তাইতে দেরি, ফিরোয় তবে,
দেব সকাল সকাল ছুটীপ
এই রূপেতে এক একদিন,
পড়ে সবার পালা,
অনেক ব্যাপার তারি মধ্যে,
লিখতে ভারি জ্বালা।
সজনে খাড়া মোচা থেকে,
নেংড়া ফজলি আম,
তামাক থেকে খাসা সন্দেশ,
বেল ফল্‌সা জাম।
বার মাস তাঁর বাড়ীতে,
যোগান দেওয়া চাই,
নইলে শিগ্‌গীর দিতে হবে
গোলামীর মুখে ছাই।
এত জোরেও বড় বাবুর,
মন পাওয়া নাহি যায়,
কখন কোন্ মেজাজে থাকেন,
বোঝা বিষম দায়।
মেজাজ বুঝে কেরাণীদের,
সদাই চল্‌তে হয়,
কখন Bad Report হবে,
মনে নিত্যই ভয়।
এ হেন যে অবতার,
হৌসের বড়বাবু,
তিনি নিজের শালার কাছে,
হয়ে থাকেন কাবু।
যখন তখন আফিস থেকে
পালায় ছোঁড়া শালা,

দোষ ঢাক্‌তে বড়বাবুর
প্রাণটুক্ যালা পালা।
বলতে গেলে শালা বাবু
হুম্‌কি দিয়ে ওঠে,
বড়বাবু বুক্ ধবু
অস্থির শালার চোটে।
কথা বল্লেই বলে ছোঁড়া
এত কি জারিজুরি,
জেনো গিয়ে দিদির কাছে
ভাঙ্‌ব হাটের হাড়ী।
কেমন মজা টেরটা পাবে
আফিস থেকে গিয়ে,
পেটে তখন গুঁত বুলিও
হুকোটা হাতে নিয়ে।
বাবু তখন বলে মিছে
গোল করিস্‌নে আর,
শিগ্‌গে গিয়ে তারে বলে
লক্ষী ভাই আমার।
বাবুর নাকাল দেখে যত
কেরাণী আশে পাশে,
লেখার ছলে মুখ নামিয়ে
ফিক্ ফিকিয়ে হাসে।
বড়বাবু হয়ে কাবু,
কাজে বসে যান,
চোক ফিরিয়ে দেখে,
শালা দিয়েছে পিট্টান।
এক দিকে যেমন সুখ,
কোঁৎকা ওপর থেকে,
সাহেব দেয় জুতোর গুতো
গিন্নি দেয় ঝেকে।
কলিতে বিচিত্র বড়বাবু চরিত্র,
পঠনে বা শ্রবণে হয় হৃদয় পবিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ঠাকুরমার টোট্‌কা

বা

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

পাঁকুই (হাজা)।

লোহার পাত্রে কাঁচা হলুদের রস রাখিবেন, তাহাতে হরীতকী ঘষিয়া গরম করিয়া, একটু গাঢ় হইলে প্রলেপ দিবেন। নিমপাতার রসে খএর ঘষিয়া প্রলেপ দিবেন। কাল, সবুজ, বেগুণে যে কোন রং লাগাইলেও শীঘ্র সারে।

পাঁচড়।

উত্তমরূপে গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া, পরে নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগগুলির যে কোন একটী ব্যবহার করিবেন।

সোহাগার খৈ, মুদ্রাশঙ্খ, গন্ধক ও কর্পূর নারিকেল তৈলে মাড়িয়া লাগাইলে নিশ্চয় আরাম হয়।

ভূষাসিন্দুর, হরিদ্রা চূর্ণ, সোরা ও চাল মুগড়া ফল, সর্ষপ তৈলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, অতি শীঘ্র খোস পাঁচড়া ভাল হয়।

ম্যাজেণ্টার যে কোন রং জলে গুলিয়া উহাতে অল্প পরিমাণ কুইনাইন মিশাইয়া লাগাইলে, আশ্চর্য্য উপকার হয়।

পা ফাটা।

শ্বেত ধুনা মোমের সহিত মাড়িয়া, ফাটার মধ্যে প্রবেশ করাইবেন।

পালা জ্বর।

জ্বর আসিবার পূর্ব্বে থানকুনি, তেলাকুচার পাতা ও কৃষ্ণজীরা একত্রে বাটিয়া কাপড়ে পুঁটুলী করিয়া পুনঃ পুনঃ ঘ্রাণ লইলে এবং উহাই ।০ আনা পরিমাণে, জ্বর আসিবার পূর্ব্বে চিনির সহিত জল দিয়া বাটিয়া খাইলে জ্বর আসিতে পারে না।

জ্বর আসিবার পূর্ব্ব হইতেই কুকসিমার গাছ হাতে রগড়াইয়া শুঁকিতে আরম্ভ করিলে আর জ্বর আসে না।

একটী ছারপোকা মারিয়া তাহার রক্ত চিনির সহিত মিশাইয়া প্রাতঃকালে খাওয়াইলে পালাজ্বর ভাল হয়।

বংশপত্র হরিতাল ৮ রতি তুঁতে ৪ রতি, গন্ধক ১৬ রতি একত্রে লৌহপাত্রে প্রচণ্ড আগুণে দীর্ঘকাল ভাজিয়া, শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া ৭টী পুরিয়া করিবেন, ইহার সহিত এক পুরিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া খাইয়া, পরে ভেরেণ্ডা পাতার রস আধছটাক, জ্বর আসিবার পূর্ব্বে ও জ্বর ছাড়িবার কালে সেবন করিলে, দুঃসাধ্য পালাজ্বর ভাল হয়।

একটী ছোট জাতীয় ক্ষুদ্র মাকড়াষা কিঞ্চিৎ গিরিমাটী চূর্ণ করিয়া উহার সহিত উত্তমরূপে মাড়িয়া ৩টী পুরিয়া করিবেন। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে একটী পুরিয়া জল দিয়া খাইবেন ইহাতেই জ্বর বন্ধ হইবে, যদি এক দিনে জ্বর বন্ধ না হয় তবে এইরূপে পরদিন জ্বর আসিবার পূর্ব্বে আর একটী পুরিয়া খাইতে হয় তাহাতে না হইলে তৃতীয় দিনে আর একটী খাইবেন, তিন দিনে তিনটী পুরিয়া মধ্যে দুইটীর বেশী কাহারও প্রয়োজন হয় না—ইহা পালাজ্বরের অব্যর্থ ঔষধ।

পিত্ত বৃদ্ধি।

ধ'নে ও পলতা; শুল, যষ্টিমধু ও ধনে; ধনে নাল্‌তে পাতা ও মৌরী; এই তিন প্রকার মুষ্টিযোগের কোন একটী মিলিত এক তোলা পরিমাণে, এক পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, ঠাণ্ডা হইলে প্রাতে ও বৈকালে খাইবেন। ৩য় মুষ্টিযোগটী রাত্রে এক ছটাক জলে ভিজাইয়া প্রাতে ছাঁকিয়া সেবন করিলেও হয়।

ছোলা, ধ'নে ও মিশ্রী ভিজান জল অথবা শুধু ছোলা ভিজান জল সেবনেও উপকার হয়।

কাঁচা হলুদের টুকরা, ইক্ষুগুড় সহ প্রাতে খাইলেও ফল দর্শে। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে রেচক ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কোষ্ঠ পরিষ্কার ব্যতিরেকে পিত্তনাশ অসম্ভব।

(ক্রমশঃ)।

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ বর্ষ।] ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৩০ সাল। ইং ১১ই নবেম্বর, ১৯২৩ সাল। [৭ম খণ্ড।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট পুরস্কারের নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসে গেজেটে ৩টী করিয়া পুরস্কারের প্রশ্ন বাহির হইবে। প্রতি প্রশ্নের উত্তরের পুরস্কার ২৲ দুই টাকা। গেজেটের গ্রাহকমাত্রই এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, কিন্তু উত্তরের সহিত কুপন না থাকিলে কোন উত্তরই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। প্রশ্নের শেষ ভাগে পুরস্কারের কুপন আছে। উত্তরের সহিত গ্রাহক নম্বর লিখিবেন।

২। একজন গ্রাহক ৩টী পুরস্কারের জন্য উত্তর পাঠাইতে পারেন; কিন্তু একাধিক পুরস্কার এক মাসে একই গ্রাহককে দেওয়া হইবে না।

৩। পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকের বিচার সকল সময়েই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

৪। প্রতি মাসের প্রশ্নের উত্তর তৎ-পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। প্রতিযোগিতার ফল পরবর্ত্তী মাসের গেজেটে বাহির হইবে। উল্লেখযোগ্য উত্তর-প্রেরকগণের নাম ঐ সঙ্গে গুণানুসারে প্রকাশিত হইবে।

৫। কাগজের এক পৃষ্ঠায় উত্তরগুলি লিখিতে হইবে। প্রথমেই গ্রাহক নম্বর, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক। একাধিক ব্যক্তির উত্তর একই এবং ঠিক হইলে লেখার ধরণ এবং পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য করিয়া পুরস্কার যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবে।

ভাদ্র মাসের প্রশ্নের ফল।

১ম প্রশ্নের উত্তর—

১। তৈমরলঙ্গ—ঐতিহাসিক নাম।
সরস্বতী—নদীর নাম।
সেতুবন্ধ রামেশ্বর—তীর্থস্থানের নাম।
বিন্ধ্যাচল—পর্ব্বতের নাম।
বুদ্‌বুদ—পোষ্টাফিসের নাম।

আমি যাই বঙ্গে, আমার কপাল যায় সঙ্গে;
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল;
যার কায তারে সাজে, অন্যকে লাঠী বাজে;
নাই কায ত খই ভাজ;
চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীহরিপদ রানা।
রাজসাহী।

২য় প্রশ্নের উত্তর—

(ক) নীল তরু—নারিকেল বৃক্ষ।
নীল—বানর বিশেষ।
তরু—বৃক্ষ, বানরের বাসস্থান।

(খ) অর্জ্জুন।

ইন্দ্রের ঔরসে জন্ম কুন্তীর উদরে।
পাণ্ডুপুত্র বলি পার্থ খ্যাত এ সংসারে॥
শ্রীকৃষ্ণের পিসি কুন্তী, সুভদ্রা ভগিনী।
সময়ে বিবাহ তারে করেন ফাল্গুনী॥
দ্বাপরের অবসানে কলি আসে হেরি।
ছাড়েন অর্জ্জুন প্রাণ নন্দীঘোষ পরি॥

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীকেবলরাম দাস।
মনোহরপুর।

৩য় প্রশ্নের উত্তর—

অর্থহীন বটে কিন্তু রাজা আমি হই,
পোষাকেতে ভড়ং খুব বহুব্যয়ী নই;
প্রজা নাই কিন্তু তায় অধিপতি হই;
বিলাসী এত যে সদা কুসুমেতে শুই।
কে আমি চিনিতে পার পাঠক সুজন,
পথে ঘাটে ঝোপে ঝাপে সদা দরশন॥

অর্থ—প্রজাপতি।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীকানাইলাল কর্ম্মকার।
ঢাকা।

আশ্বিন মাসের প্রশ্নের ফল।

১ম প্রশ্নের উত্তর—

(ক) নারীবধ ভেবে যদি ভয় হয়,
পাষাণ হৃদয় তোমার মনে;
মরার উপর খাঁড়া নাহি সয়,
দাও বিসর্জ্জন নিবিড় বনে।

(খ) হে পৃথিবী দেবী, গগন, পবন,
তোমরা না জান এমন নয়,
বল কোথা মম পতি প্রাণধন;
জীবন কুসুম ফুটিয়ে রয়।
ওগো তরুলতা, ওহে গিরিবর,
পাগল হয়েছি খুঁজিয়ে যাঁরে;
দেখেছ কি সেই প্রিয় প্রাণেশ্বরে?
কোথা গেলে আমি পাইব তাঁরে।

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীরামহরি ঘটক।
ময়মনসিংহ।

২য় প্রশ্নের উত্তর—

(ক) দুই লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে কারবার ফেল, এই বেলা সাবধান হও।

(খ) Start at once to save country.

পুরস্কৃত ব্যক্তি—শ্রীমতিলাল দত্ত।
দিনাজপুর।

৩য় প্রশ্নের উত্তর—

এই প্রশ্নের উত্তর বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা না করায় প্রদত্ত হইল না।

প্রশ্নোত্তরকারীগণের প্রতি নিবেদন।

বহু সংখ্যক ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের গেজেটে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর পাঠাইতেছেন এবং উত্তরও অনেকের যথাযথ হইতেছে কিন্তু পুরস্কারের নিয়মাবলীর প্রথম ধারা অনুসারে তাঁহাদের উত্তর গ্রহণ করা হইতেছে না—কারণ গেজেটের গ্রাহক ভিন্ন অন্য কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় না; সেই কারণ যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিয়া পুরস্কার পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রথমে এক টাকা বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন কিম্বা আমাদের নিকট চিঠি লিখিলে আমরা রেজেষ্ট্রী খরচা সমেত ১/০ এক টাকা দুই আনা চার্জ্জ করিয়া ভিঃ পিঃতে বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া থাকি।

কার্ত্তিক মাসের প্রশ্ন।

১ম প্রশ্ন।

(ক) নিম্নলিখিত ঘরটী এরূপে পূরণ কর যেন ইহার কর্ণদ্বয়ের যোগফলের সমষ্টি প্রত্যেক লাইনের যোগ ফলের দ্বিগুণ হয়।

(খ) এবং ঐ ঘরটী আর একবার এরূপভাবে পূরণ কর যেন ইহার উত্তর দক্ষিণ লাইন চতুষ্টয়ের সমষ্টির যোগফল পূর্ব্ব পশ্চিম লাইন চতুষ্টয়ের সমষ্টির যোগফলের সমান ও কর্ণদ্বয়ের সমষ্টির দ্বিগুণ হইবে। আরও প্রকাশ থাকে কর্ণদ্বয়ের সমষ্টি পরস্পর সমান।

২য় প্রশ্ন।

(ক) কেবল নিম্নলিখিত পদগুলি লইয়া একটী শ্লোক রচনা করিতে হইবে।

প্রস্থতা, ততঃ, যতঃ, পদং, প্রপন্তে, ভূয়ঃ, তৎ, গতা, পরিমার্গিতব্যং, চাদ্যং, যস্মিন্, পুরুষং, ন, পুরাণী, প্রবৃত্তিঃ, তমেব, নিবর্ত্তন্তি।

(খ) নিম্নলিখিত পদগুলি লইয়া চার লাইনে একটী পদ্য রচনা কর ও তাহার অর্থ কর।

কর থাকিতে ভাই সেই বিচারি
সে কিরূপে নাম তার নয়ন
রাজপত্নী অন্ধ জন্মিল নারী বলহ
হয় কি কেন পুত্র হইল তাহার
রাজকন্যা হন।

৩য় প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত কাব্যটী কাহার এবং কাহার প্রতি উক্তি?

(ক) + + + + +

দ্বিজ হৈয়া কর কেন ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম ॥
ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নয় লোকের হিংসন।
অল্প দোষে দেখ মোর দুর্গতি লক্ষণ ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করহ পালন।
ভয়ার্ত্ত জনেরে রক্ষা করিয়া যতন ॥

(খ) + + + + +

কে তুমি কোথায় থাক কাহার নন্দিনী।
কারি হেতু আইলে তুমি কহ সত্যবাণী ॥
ত্রৈলক্যের মধ্যে যত আছে রূপবতী।
তব পদ নখ তুল্য নাহি কারো জ্যোতি ॥
দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী শচী অরুন্ধতী।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা তিলোত্তমা রতি ॥
নাগিনী মানুষী দেবী ত্রৈলক্য বাদিনী।
সবে মোরে জানে আমি সবাকারে জানি
ব্রহ্মাণ্ডে আছহ কভু না শুনি না দেখি।
কোথা হতে এলে সত্য কহ শশীমুখী ॥

ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট
পুরস্কার কুপন নং ১৪

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিননাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

তাহা হইলে আমরা তিন রকম পদার্থ দেখিতেছি—

১। অসৎ—অস্তিত্ব-বিহীন হইয়াও যে কার্য্যকারী হইতেছে তিনি মায়া।

২। সৎ—যিনি সকল বিদ্যমানতার একমাত্র উপাদান কারণ।

৩। সদসৎ—নাম রূপধারী বিদ্যমান। ইহারা ব্রহ্ম উপাদানে উৎপন্ন। স্বর্ণে বলয় চিকাদি স্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছে। ইহাদের উপাদান সৎ কিন্তু নাম রূপ অসৎ। তাই সনাতন ভিন্ন ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎকে সদসৎ বলা হইল।

যা নাই তার বিচারের প্রয়োজন করে না সুতরাং অসৎ সম্বন্ধীয় শাস্ত্রাদি মোক্ষে নিষ্প্রয়োজন। সৎ মোক্ষে লভ্য এবং উহা একমেবাদ্বিতীয়ং হওয়ায় উহার বিচার হয় না। তাই সদসৎ পদার্থকে অবলম্বন করিয়া বিচার দ্বারা অসৎকে ত্যাগ করিয়া সৎকে বোধগম্য করিতে হয়। সেই জন্যই দ্বিতীয় শ্লোক হইতে সদসৎ রূপ ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের বিচার আরম্ভ করা হইল।

বস্তুর স্বরূপদর্শীরা উক্ত উভয় সূত্রের নিশ্চয় জ্ঞান মীমাংসা দ্বারা স্থির করিয়াছেন। দর্শী ত্রিবিধ—১। স্থূলদর্শী যাহারা জগতের বাহ্য ভাবকে দর্শন করে। ২। সূক্ষ্মদর্শী—যাহারা জগতের কর্ম্মভাগকে ও অন্তরভাগকে বিজ্ঞান ও যন্ত্রাদি দ্বারা দর্শন করে। ৩। তত্ত্বদর্শী—যাহারা জ্ঞানের দ্বারা জগতের নিত্য স্বরূপ দর্শন করে।

Apparent things as shade mirage etc. can have no constituent. Real thing that is Unitary substance or elementary substance or anything filling up the space can never be without constituents. This is a decided fact with the philosophers and scientists.

———

২। অব্যক্ত ও ব্যক্ত।

অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ
প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে
তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ৮।১৮

অব্যক্তাৎ (মহদাদেঃ অনাদেঃ বা) সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ (লোকাঃ) অহঃ (ব্রহ্মণঃ দিবা। কল্প) আগমে (প্রারম্ভে) প্রভবন্তি। এব রাত্রি (ব্রহ্মণঃ রাত্রি। মহাপ্রলয়) আগমে তত্র অব্যক্ত সংজ্ঞকে প্রলীয়ন্তে।

ব্রহ্মার দিনে লোক সকল অব্যক্ত হইতে প্রকাশিত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রিতে সেই অব্যক্তে সকল লীন হয়।

আমরা সদসৎ পদার্থে দুইটী ভাব দেখিতে পাই—একটী উপাদান কারণ আর একটী প্রকাশিত অবস্থা। একটি মৌলিক ভাব আর একটী মিশ্র অবস্থা। একটী বীজ ভাব আর একটী বৃক্ষ অবস্থা। একটী জল ভাব আর একটী বরফ অবস্থা।

অব্যক্ত বলিলে মহৎ ব্রহ্ম ও অনন্ত অণুর সাগর উভয়ই বুঝা যায়। শাস্ত্রে দ্বিবিধ সৃষ্টিরই উল্লেখ আছে। মহদাদি সৃষ্টি বা অনাদি সৃষ্টি। মহৎ হইতে সৃষ্টি বিকশিত হইয়া কেহ কেহ বলিতেছেন অণুতে পরিণত হইতেছে আর অণু হইতে সৃষ্টি হইয়া কেহ কেহ বলিতেছেন মহতে পরিণত হইতেছে। পরন্তু এই উভয় সৃষ্টিই চলিতেছে। মহৎ হইতে অণু সৃষ্টি অনুলোম এবং অণু হইতে মহৎ বিলোম সৃষ্টি। মহৎকে যদি আগে ধরি তাহা হইলে সৃষ্টি অণুতে বিকশিত হইয়া পুনরায় মহতে বিলীন হয়। সেইরূপ অণুকে আগে ধরিলে অণু হইতে মহৎ বিকশিত হইয়া পুনরায় অণুতে বিলীন হয়।

In destruction compound things are breaking up into elementary things and in creation elementary things are combining to form compounds. By day we mean the period of creation and by night that of destruction. This is true for real things only. Apparent things can never substantially appear and disappear,

———

৩। অব্যক্তের অব্যক্ত সনাতন।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তো-
ঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু
ন বিনশ্যতি ॥ ৮।২০

তু (পক্ষান্তরে) তস্মাৎ অব্যক্তাৎ অন্যঃ (একঃ এব) পরঃ (অদ্বিতীয়ঃ) অব্যক্ত (অস্ফুটঃ। অবাঙ্‌মানসগোচরঃ) যঃ ভাবঃ স সনাতনঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু (ব্যক্তাব্যক্তেষু) নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।

পক্ষান্তরে সেই অব্যক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এক অদ্বিতীয় বাক্য ও মনের অগোচর যে ভাব তাহা সনাতন। যিনি সকল বস্তু নষ্ট হইলেও নষ্ট হন না।

অণুর অনন্ত সাগর বা সেই মহৎ পদার্থ এক অদ্বিতীয় বাক্য ও মনের অগোচর সনাতন উপাদানে ঘটিত। ব্যক্ত অব্যক্তে পরিণত হইয়া প্রাকৃত প্রলয়ে মহদাদি সনাতনে অবস্থিত হয় কিন্তু সেই সনাতনের কখনও অভাব হয় না।

প্রলয় চতুর্ব্বিধ— ১) নিত্য লোকক্ষয়কারী প্রলয়—নিত্য প্রলয়। (২) ব্রহ্মার কল্পান্তে—নৈমিত্তিক প্রলয়। (৩) মহদাদির সংক্ষয়ে—প্রাকৃত প্রলয়। (৪) আর যোগীর

জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মায় লয় —আত্যন্তিক প্রলয়।

মিশ্র পদার্থ মৌলিক পদার্থে পরিণত হইয়া একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্মে পরিণত হয়। ইহার পরিণাম নাই সুতরাং ইহা সনাতন। বীজ ও বৃক্ষের উপাদান অণুগুলি যেন সনাতন। জল ও বরফের বাষ্প যেন সনাতন।

There is an Unitary Substance which is the basis of that elementary substance and is ever indestructible. All compounds are breaking up into elements and the elements are losing into that homogeneous unrivalled inexplicable Unitary substances.

(ক্রমশঃ।)

ভারতে শিল্পোন্নতির কথা।

স্যার থিয়োডোর মরিসন সাহেব লণ্ডনের চেম্বার অফ কমার্য সভায় একবার বলিয়াছিলেন যে, "ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখন শিল্পোন্নতির দিকে অধিক মনোযোগী হইয়াছেন; তাঁহারা দেশ-দেশান্তরের কল-কারখানায় শিল্পশিক্ষার জন্য যাইতেছেন এবং শিক্ষাও করিতেছেন। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখন গভর্ণমেণ্টের চাকরী বা আইন শিক্ষা করিয়া আদালতসমূহে অর্থোপার্জ্জনের দিকে আর তত লালসা দেখাইতেছেন না; ইহা অবশ্য শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। যদি এই ভাবে তাঁহারা শিল্প শিক্ষা করিয়া ভারতের শিল্পোন্নতি করিতে সক্ষম হন, এবং ধরিয়া লওয়া যায় যে ভারতের অভাব পূর্ণ করিতে ভারতজাত দ্রব্যই প্রচুর তাহা হইলে বিদেশজাত দ্রব্য ভারতে আর স্থান পাইবে না এবং ভারতবর্ষের সমস্ত কাঁচামাল যাহা এখনও বিদেশে রপ্তানী হইতেছে, তাহা হইতে ভারতের প্রচুর ধনাগম হইবে। এই আশঙ্কায় ইংলণ্ডের অনেক ব্যবসায়-বাণিজ্যে শিল্প কারখানায় ভারতীয় শিক্ষানবীশ লইতে অনিচ্ছুক; কেন না ভারতের ছাত্রগণ তথায় এই সকল শিল্প শিক্ষা করিয়া দেশে গিয়া যদি ভারতীয় শিল্পের উন্নতি করে। ভারতে নূতন নূতন কল-কারখানা বসায়, তাহা হইলে ইংলণ্ডজাত দ্রব্যের ভারতীয় বাজার সুদূর ভবিষ্যতে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহাতে ইংলণ্ডের ক্ষতি বই লাভের সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য স্যার থিয়োডোর দেখাইয়াছিলেন যে, ভারতীয় ছাত্রদিগকে ইংলণ্ডেই শিক্ষা দেওয়া উচিত; কেন না তাহারা যদি শিক্ষিত হইয়া দেশে যাইয়া ভারতের শিল্পোন্নতি করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতের জন্য কল-কব্জার আবশ্যক হইবে। আজ দরিদ্র ভারত ইংলণ্ডজাত সুলভ দ্রব্য লইবার জন্য যেরূপ ব্যস্ত, ভারতের শিল্প এবং অবস্থার উন্নতি হইলেও তাহারা ইংলণ্ডের খরিদদার হইবারই সম্ভাবনা, তাহাতে ইংলণ্ডের লাভের সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু তাহাদের শিক্ষার জন্য যদি ইংলণ্ডের শিক্ষার স্থান সমূহের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা জাপান, জর্ম্মাণী প্রভৃতি অন্যান্য স্থান সমূহে শিক্ষার জন্য যাইতে বাধ্য হইবে এবং ভারতীয় বাজারে সেই সেই দেশের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া ইংলণ্ডের সমূহ ক্ষতি হইবার যে সম্ভাবনা, তাহা চিন্তাশীল ইংলণ্ডবাসী অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন, সন্দেহ নাই।"

স্যার থিয়োডোর মরিসন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার উদার চরিত্রের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবাসী যে শিল্প শিক্ষা করিয়া আসিয়া ভারতের শিল্পোন্নতি করিতে সক্ষম হইবে সে আশা দুষ্ট-কল্পনার মধ্যে গণ্য। কেননা ভারতের বহু ছাত্র বিলাতে শিক্ষা লাভ করিয়া এদেশে ফিরিয়াছেন; কিন্তু মূলধনের অভাবে তাঁহারা কিছু করিতে না পারিয়া, কেহ কেহ চাকরীতে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; আবার কেহ-বা শিক্ষিত হইয়াও বেকার বসিয়া দুর্দ্দশায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

ভারতের যাঁহারা অর্থশালী, তাঁহারা ব্যাঙ্কে অতি সামান্য সুদে টাকা রাখেন; শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি ফললাভের কল্পনাকেও মস্তিষ্কে স্থান দান করিতে প্রয়াসী নহেন। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন না হইলে কেরাণী এবং আইনজ্ঞের সংখ্যাই এখনও বৃদ্ধি পাইবে—তাহাতে অন্নের সংস্থান হউক বা না হউক, আশায় আশায় লোকে এখনও সেই পথেই ধাবিত হইবে এবং হইতেছে। শিল্প যে কি, শিল্পের উন্নতি দ্বারা যে দেশের কি উন্নতি হইতে পারে, একথা শিক্ষা দিতেছে কে? আর তজ্জন্য ক্যাপিটাল বা মূলধন কোথায়? লোকে জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাকরীতে আসিয়া অন্নসংস্থান তো করিতেই পারিতেছে না, অপিচ নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। সেইজন্য দরিদ্র ভারতের পক্ষে অন্যান্য দেশের বড় বড় ব্যবসায়-বাণিজ্যের কল্পনাকে মস্তিষ্কে স্থান না দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ-শিল্পের ন্যায় প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রত্যেকের কিছু কিছু মূলধনের সংস্থান করিয়া লওয়াই আগে দরকার। কিন্তু সেই প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিবার জন্য অন্য প্রকার শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলনের আবশ্যক। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে কর্ম্মঠ শিক্ষকের শিক্ষকতায় এই প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে। তেমন চেষ্টা দেশবাসীর কৈ? এইরূপ শিক্ষা প্রচলন করিয়া স্বাধীন জীবিকার পন্থা প্রদর্শন করা, চরিত্র গঠন করা, মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিবার প্রবৃত্তি গঠন করাই প্রকৃত গঠন-কার্য্য। সে গঠন কার্য্যের জন্য দেশবাসী কি করিল? শুষ্ক গঠন গঠন করিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? প্রবন্ধ বক্তৃতা দ্বারা দেশ উদ্ধারের আশা আবহমান কাল শুনিয়া আসিতেছি, কৈ এ পর্য্যন্ত কোন সংস্কারক কিছু করিতে পারিয়াছেন

কি? তাহার মানে—আসল কাজের কথনও গোড়া পত্তনই হয় নাই—এখনও হইতেছে না। সমাজসংস্কার, বিবাহসংস্কার প্রভৃতি অসংখ্য সংস্কারকে ছাপরে ফেলা হইয়াছে, কিন্তু কোন সংস্কারই যে হইবে না ইহা সুনিশ্চিত। সংস্কারপ্রার্থীদের কার্য্যপদ্ধতি ভাল নয়। আগে ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়া সেইরূপ শিক্ষা দিয়া সংস্কার-মন্ত্র গ্রহণের যোগ্যতা দেশবাসীর হৃদয়ে স্থাপন কর, সেইরূপ শিক্ষা দাও, তবে হৃদয় যখন উদার হইবে, তখন লোকে সংস্কারের অর্থ বুঝিতে পারিবে, সংস্কার হইলেও হইতে পারিবে। কিন্তু যেরূপই সংস্কার করিতে যাও, অর্থবল একটী বড় বল। ধনী লোকেরা পারিপার্শ্বিক লোকের সন্তোষ অসন্তোষের দিকে লক্ষ্য না করিয়াও সমাজে চলিতে পারে, কারণ সে অর্থ দ্বারা লোকবল পায়। গরীব যাহারা তাঁহারা পারিপার্শ্বিক সাহায্য ব্যতীত বাঁচিতে পারে না, সেই পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশীদের সকলেই যে সংস্কার প্রার্থী নয়; সুতরাং সংস্কার আকাঙ্ক্ষিত বিষয় হইলেও কেহ সাহস করে না। আগে দারিদ্র মোচনের জন্য চেষ্টা কর, ধর্ম্ম, মোক্ষ, সংস্কার সম স্তেই অর্থের আবশ্যকতা আছে।

সেই অর্থাগমের প্রকৃষ্ট পন্থা শিল্প এবং কৃষি এবং সেই পন্থা গঠনের যাহা কিছু প্রচেষ্টা তাহাই গঠন কার্য্য। অর্থের অভাবেই মানুষের চিত্ত দুর্ব্বল হয়। সেই অর্থের স্বাধীনতা হইলেই—ট্যাকে পয়সা থাকিলেই শত হস্তীর বল আপনা হইতেই হৃদয়ে স্থান পায়। শস্যশ্যামলা ভারত আজ দরিদ্র হইয়াই দুর্ব্বল হইয়াছে, তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি আজ অর্থাভাবেই নিম্নগামী হইয়াছে, একটী আসল কথা। তাই বলিতেছিলাম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান দ্বারা—গৃহ-শিল্প দ্বারা আগে দরিদ্রতা দূর করিয়া পায়ে দাঁড়াইবার মত শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। দেশবাসি! মিতব্যয়ী হও, বিলাস পরিত্যাগ কর, ক্ষুদ্র শিল্পী হও—অর্থ সঞ্চয় কর, তবে তুমি বাঁচিবে, নতুবা তোমার এ মরণ-ব্যাধির ঔষধ নাই।

(কাজের লোক।)

বিবিধ।

তৈলের ল্যাম্পের আলো অনেক সময় ক্ষীণ এবং মলিন হয়। এই আলোকের তৈলপাত্রে যদি কিঞ্চিৎ কর্পূর দেওয়া হয়, তাহা হইলে কিছুক্ষণ পরে অতি সুন্দর উজ্জ্বল আলোক হইবে। যদি কর্পূর না পাওয়া যায়, সামান্য একটু ভিনিগার দিলেও উজ্জ্বল আলোক হয়।

Tomato—যাহাকে বলে বিলাতি বেগুণ, গোল গোল, লাল লাল, বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়, ইহা অদ্বিতীয় রক্ত-পরিষ্কারক খাদ্য। ডাক্তার কেলগ বলেন যে, রক্তাল্পতার জন্য লৌহঘটিত যে সকল ঔষধ চিকিৎসার্থে ব্যবহার হয়, ইহা তাহা অপেক্ষাও সুন্দর কাজ করিয়া থাকে। কারণ বিলাতি বেগুণ বা টমাটোতে Iron আছে। আহার্য্য রূপে ব্যবহার করিলে আহার ও ঔষধ দুই কার্য্যই সাধিত হইতে পারে। বিলাতি বেগুণের এদেশে অভাব নাই, কিন্তু বাঙ্গালীরা খুব কমই ব্যবহার করেন। অনেক ইংরাজকে ইহা কাঁচা খাইতেও দেখিয়াছি।

মাথাধরার জন্য ভিজা কাপড়ের পটী দিতে হইলে খুব পাতলা কাপড় ১পুরু অথবা ২পুরু করিয়া দিতে হয়। ৩।৪ ভাজ কাপড়কে জলে ভিজাইয়া মাথায় দিলে মাথার আভ্যন্তরিক উত্তাপ বাষ্পাকারে উড়িয়া বাহির হইতে না পারিলে মাথার যন্ত্রণা কমা দূরে থাকুক, বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। খুব পাতলা কাপড় দিলে তাহার সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া উত্তাপ বাহির হইয়া যাইয়া মস্তিষ্ক শীতল করিতে পারে, ইহাই তো স্বাভাবিক।

অনেকে অতিশয় জ্বর হইলেও মাথার উত্তাপ এবং চক্ষু লাল প্রভৃতি মাথার রক্তাধিক্যের লক্ষণ থাকিলেও মাথায় জল দিতে ভীত হন। তাঁহাদের ধারণা—পাছে ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি কাশী প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহা হয় না। মাথা এবং কপালে জলপটী দিলে তাহা অতি শীঘ্র বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়; জল বসিবার অবসর কোথায়? জলপটি দিতে দিতেই জ্বরের উত্তাপ —Temparature হ্রাস হইতে দেখা যায়। জল যে জীবনস্বরূপ।

অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, সামান্য একটু (Borax) সোহাগ চূর্ণ দুর্দ্দম্য কাশীতে মুখে ফেলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ কাশী থামাইয়া দিতে সক্ষম। ঐ উপায়ে গলক্ষতও আরোগ্য হয়। গলক্ষত হইলে এক চা-চামচের এক চামচ লবণ এক চামচ সোহাগাচূর্ণ এবং জল আর ১ পাইন্ট একত্র মিশাইয়া (Gargle) কুল্লী করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

"Family Doctor" নামক পুস্তকে এক ডাক্তার বলিতেছেন যে, সর্দ্দি হইলে একটা গরম কাপড় গায়ে দিয়া খানিকটা জোরে হাঁটিয়া আসিলে একটু ঘাম হইবে। যখন শরীর হইতে ঘাম নিঃসরণ হইতেছে বুঝিবে, তখন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া গায়ের গরম কাপড় ছাড়িয়া একগ্লাস গরম জল খাইয়া একখানা কম্বল চাপা দিয়া শুইয়া থাকিবে। প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া যাইলেই সর্দ্দী ভাল হইয়া গেল। আর বড় কিছু করিতে হইবে না।

(কাজের লোক।)

Toys বা খেলনা।

বিদেশের সুন্দর সুন্দর খেলনায় ভারতের বাজার পরিপূর্ণ। ভারতের সেই সেকালের কাঠের পুতুল আর মাটীর আহ্লাদী যুগযুগান্তর—শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত

হইয়াছে. তাহার উৎকর্ষ সাধনের জন্ম এ দেশে কোন উদ্যোগও হয় নাই। কিন্তু সমগ্র জগতের খেলনার বাজার হইল ভারত। কোটী কোটী টাকা এই ভারত হইতে ছেলেদের খেলনার জন্য বিদেশে চলিয়া যায়। সমগ্র জগতের মধ্যে আবার জর্ম্মানীর খেলনারই সর্ব্বদেশে আধিপত্য অধিক। সামান্য খুটী-নাটী খেলনা এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বিজ্ঞানসম্মত—এত সুলভ এবং এমন চিন্তাশীল মস্তিষ্কের পরিচায়ক যে, ছেলের বাবাও দেখিলে তাহার কিনিতে বাসনা হয়। জর্ম্মানীর Dresden এ একটা খেলনার প্রদর্শনী হইয়া থাকে, এবারেও হইবে। খেলনার হিসাব (statistics) হইতে দেখা যায়, ১৯১৩ সালে ৫৬০০০ টন খেলনা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল. তাহার মূল্য ১০৩ লক্ষ মার্কস্ জার্ম্মানমুদ্রা। ১৯২০তে খেলনার রপ্তানী নামিয়া যাইয়া একেবারে ২৭০০ টনে আসিয়া পড়ে।

তাহার পর ১৯২২ সালে ৬০০০০ টনে উঠিয়াছে, তাহার দাম ৩১ মিলিয়ার্ড পেপার মার্কস! তথাপি সুইডেন এবং আলসাস লোরেন প্রভৃতি দেশের রপ্তানি বাদ দিয়া অত মূল্যের শুদ্ধ খেলনা রপ্তানি হইয়াছিল। পাঠক বুঝুন, তুচ্ছ খেলনায় বিদেশী বণিকের ঘরে কত টাকা যায়। এদেশের বুকে বালিস দিয়া শুদ্ধ নাটক নভেল পড় মস্তিষ্কে কোনও প্রকার কঠিন জটিল বিষয় ভাবিবার ক্ষমতাই গিয়াছে। এত যে ইঞ্জিনিয়ারী পড়া, এত যে মেকানিক অধ্যয়ন, কোন কাজেরই হয় নাই শুদ্ধ দেহপাত হইয়াছে মাত্র,একটা ছেলের খেলনার শিল্পচাতুর্য্য বুঝিয়া উঠিতে একটা ইঞ্জিনিয়ারেও ক্ষমতা নাই। উদ্ভাবন করার শক্তিতো দূরের কথা। কাজেই সেই সেকালের মাটীর পুতুল আহ্লাদী আর কাঠের পুতুলই থাকিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণনগরের মাটীর পুতুল অল্প কোন কোন সৌখিন সাহেব কেনে বটে, কিন্তু এদেশে তাহার কাটতি নগণ্যেরই সামিল।

আজকাল জর্ম্মানীর বহু খেলনা ভারতের বাজারে আমদানী হইতেছে। তাহার কোনটাই ওদিনের অধিক বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় না। ফেরিওয়ালারা এই জর্ম্মানীর খেলনা বিক্রয় করিয়া দু" পয়সা বেশ রোজগারও করিতেছে। এদেশে কেবল ক্রেতা—চিরকাল কিনিয়াই যাইবে, ইহাই এদেশের অদৃষ্টের লিপি। এইতেই বিদ্যার বড়াইয়ে আমাদের দেশের ছেলেদের অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়ে না! অথচ বিদ্যালয় ছাড়িয়া যখন সংসারে প্রবেশ করে, তখন দৈনিক অন্নেরও সংস্থান করিবার ক্ষমতা হয় না। এটা বুঝিয়াতো লজ্জাও হয় না! এমন শিক্ষার মুখে ঝাঁটা। আমাদের দেশের ছেলে নাটক নভেল পড়িবে, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিয়া দেঁতোর হাসি হাসিয়া বাবু সাজিয়া বেড়াইবে। আর অভাবে পড়িলেই স্বভাব নষ্ট হইবে, তখন যতদূর ঘৃণিত কাজ মূর্খলোকেও করিতে পারে না, তাহাও করিবে—মরণ আর কি।

খেলার ব্যবসায়ে জাপানও বড় ফেলা যায় না। তবে জর্ম্মণের খেলনা আমদানীতে জাপানের অনেক জিনিসকেই কোণঠাসা হইতে হইয়াছে। ভারতের খেলনার উন্নতির জন্য কেহ মাথা ঘামায়ও না। হইলেই ব ছোট কাজ। লক্ষ লক্ষ ভারতের বালক-বালিকা, বিক্রয়ের বাজারও খুঁজিতে হইবে না।

পেটের ভাতের যোগাড় নাই, শুধু তাল পুকুরের নাম লইয়া প্রত্নতত্ত্বে আর ঐতিহাসিক গবেষণায় দিন কাটান সাজিতেছে না ভাল। কে আছ মস্তিষ্কবান মহাপুরুষ! ভারতের দৈন্য দূর করিবার জন্য মস্তিষ্ক চালনা কর, ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের পন্থা দেখাইয়া দাও। দেশে শিল্পী হউক, খাটিয়া অন্নের সংস্থান করুক।

(কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ঠাকুরমার টোট্‌কা

বা

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

পিপাসা।

ধনে ।০, মৌরী ॥০, যষ্টিমধু ॥০, বেণামূল ॥০, কচি আমপাতা ॥০, একত্রে ৴১ সের গরম জলে আধঘণ্টা ফেলিয়া রাখিবেন পরে শীতল হইলে ছাঁকিয়া সেইজল অল্প অল্প পান করিলে তৃষ্ণায় শান্তি হয়।

নারিকেল জলে ধনে ও মৌরী এবং বড় এলাচ ভিজাইয়া রাখিয়া কিছুক্ষণ পরে ছাঁকিয়া পান করিলে উৎকট পিপাসার শান্তি হয়।

অল্প অল্প গোলাপ জল পান করিলেও পিপাসা থামে।

ধনে, আমলকী ও কচি জামপাতা সিদ্ধ করিয়া, ঠাণ্ডা হইলে, উহাতে অল্প বরফ দিয়া পান করিলে বহুমূত্র রোগীর পিপাসা প্রশান্ত হয়।

জল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া, ঠাণ্ডা হইলে, উহাতে ধনে, মৌরী ও কিসমিস্ ছেঁচিয়া কাপড়ের পুঁটুলীতে বাঁধিয়া রাখিবেন। এই পুঁটলী ঐ জলে ডুবাইয়া মধ্যে মধ্যে চুষিলে পিপাসার শান্তি হয়। "পেট জ্বালা" অধিকারে কথিত ঔষধ বাছিয়া ব্যবহার করুন।

পেট জ্বালা।

ধনে ১, আমলকী ১॥০ ও চিরত ॥০, জলে ভিজাইয়া সেই জলে ৵০ আনা, সৈন্ধব দিয়া অথবা (গরম ধাতু হইলে) ॥০ আনা চিনি দিয়া সেবন করিলে, বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ডাবের জলে ধনে ও মৌরী ভিজাইয়া পান করিলে বাত পিত্ত জনিত অসহ্য জ্বালাও নিবৃত্তি হয়।

মৌরীর আরক ও গোলাপ জল সম ভাগে মিশাইয়া, বারে বারে অল্প অল্প করিয়া পান করিলে অবশ্য পেট জ্বালা নিবারণ হয়।

কাঁচা দুগ্ধ ও জল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া খাইলে পেটজ্বালা উপশমিত হয়।

অম্ল-ঘটিত পেটজ্বালা হইলে কোনও ক্ষার বা লবণাক্ত ঔষধ খাইলে তৎক্ষণাৎ উপশম হয়।

পেট ফাঁপা।

সোরা, আমলা, নিশাদল ও কৃষ্ণতিল বাটিয়া নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিলে, অল্প সময়ের মধ্যে বায়ু নিঃসরণ হইয়া পেট পাতলা হইয়া যায়।

হিং, সোরা, অম্লবেতস, যোয়ান, সৈন্ধব ও মৌরী বাটিয়া ৩।৫ রতি বড়ী করিবেন, ইহা লেবুর রসের সহিত খাইলে ফল পাওয়া যায়।

এক ঝিনুক লেবুর রসের সহিত ৵৹ আনা পরিমাণ মৌরী বাটা ও ৩।৩ রতি বিট লবণ বা সৈন্ধব লবণ গুলিয়া খাইলে, পেট ফাঁপা দূর হয়।

এক ছটাক জলে।৹ আনা সোরা, ১ ভরি শুষ্ক আমলকী ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া পরে রগ্‌ড়াইয়া ছাঁকিয়া লইবেন,—এই জল দুবারে পান করিলে পেট ফাঁপা সারিয়া যায়।

পেট ব্যথা।

হরীতকী, বহেরা, আমলকী ও লবঙ্গ জলে ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবেন, এই জলে আধরতি কর্পূর ও অল্প চুণের জল মিশাইয়া পান করিলে, পেটব্যথা নিবারণ হয়।

ক্রিমি আছে বলিয়া সন্দেহ হইলে ক্রিমি নাশক ঔষধ দিবেন। অম্ল পিত্তে অম্লের ঔষধ, বায়ুজনিত হইলে বায়ুনাশক ঔষধ আবশ্যক।

প্রদর।

লাল গাঁদা, রক্তজবা লাল কাঞ্চন ফুল এবং অশোক ফুল একত্রে ছেঁচিয়া সেই রস ছাগ দুগ্ধের সহিত পান করিলে, প্রবল রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

এক রতি লৌহভস্ম, সিমুল ফুলের চূর্ণ ।৹ আনা, যষ্টিমধু ৵৹ আনা, সাদা জীরা ৵৹ আনা, চালুনী জলের সহিত খাইলে নিশ্চয় রক্তস্রাব নিবৃত্ত হয়।

কাঁচা দুধে শ্বেত চন্দন ও আরবী গঁদ ঘষিয়া, মাখন ও চিনি উত্তমরূপে মিশাইয়া সেবন করিলে, যোনি জ্বালা ও নানাবর্ণের রজঃস্রাব নিবারণ হয়। এই মিশ্রণে একরতি লৌহভস্ম দিলে বিশেষ উপকার হয়।

জৈত্রী ৴৹ আনা, শ্বেতধুনা ২ রতি, বঙ্গভস্ম ১ রতি, গিরিমাটি ১ রতি, বেনামূল বাটার সহিত সেবন করিলে, দুঃসাধ্য শ্বেত ও রক্তপ্রদর ভাল হয়।

অশোক ছাল ২ ভরি, মোচ রস ১ ভরি, ধাইফুল ১ভরি,আতপ চাউল ১ ভরি—সোয়াসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৴৹ পোয়া থাকিতে নামাইবেন, পরে উহাতে জীরাচূর্ণ ।৹ আনা, রুমী মস্তকী ।৹ আনা, আমলকী চূর্ণ ।৹আনা, রক্ত চন্দন ।৹ আনা, ও তালের মিশ্রি ৴৹ পোয়া একত্রে মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিবেন; ঘন হইয়া লেই বা কাঁদা মত হইলে ৵৹আনা কর্পূর চূর্ণ মিশাইয়া কাচ পাত্রে রাখিবেন; ইহার ।৹ বা ।৵৹ আনা পরিমাণ ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার প্রদর রোগ ও জরায়ু দোষের শান্তি হয়।

চিনা সিন্দুর ১ রতি, মোম ২ রতি, আফিং ও সর্ষপ—ইহাতে টী বড়ী করিবেন, অনুপান—কাটানটের শিকড়ের রস ও মধু; এ ঔষধটী অত্যন্ত উপকারী।

প্রমেহ।

কাঁচা হলুদ, কাঁচা গুলঞ্চ, আমলকী ও কাঁচা যজ্ঞডুমুর ছেঁচিয়া সেই রস জল মিশ্রিত কাঁচা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, মূত্র নালীর জ্বালা ও স্রাব নিবারিত হয়। গাঁদা পাতার রস সেবনে সবিশেষ উপকার হয়।

গোক্ষুর, কাবাব চিনি, বেড়েলার মূল, শ্বেত পুনর্নবার মূল ও পোস্তর ঢেঁড়ী একত্রে এক তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৴৹ ছটাক থাকিতে নামাইয়া, ৵৹ আনা যবক্ষার চূর্ণের সহিত পান করিলে, প্রমেহের প্রথম অবস্থায় বিশেষ উপকার হয়।

জৈত্রী চূর্ণ ৴৹ আনা, শ্বেত বেড়েলার মূল চূর্ণ ৵৹ আনা, ঘৃত কুমারীর শাঁস ১ ভরি, পরিষ্কার চিনি ১ ভরি একত্রে মাখনের সহিত মিশাইয়া খাইলে, প্রমেহ রোগ উপশমিত হয়।

কাঁচা হলুদের রসে শ্বেতচন্দন ও আরবী গঁদ ঘষিয়া তাহার সহিত ১ রতি প্রমাণ বঙ্গভস্ম ও শ্বেত কাটানটের মূল চূর্ণ ৵৹ আনা সেবন করিলে, শীঘ্র আরোগ্য হয়।

প্রস্রাব বন্ধ।

সোরা, নীলবড়ী ও স্থলপদ্মের পাতা বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে, দু তিন ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাব হয়।

রজনী গন্ধের ফুল ও নদী তীরের বালি বাটিয়া নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিলে, শীঘ্রই প্রস্রাব বহির্গত হয়।

কাবাব চিনি, সোরা ও শশার বীজ মুড়ি ভিজান জলের সহিত পিসিয়া নাভির চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে অতি শীঘ্র প্রস্রাব হয়।

প্লীহা।

মুসব্বর ১, হিং ২, যবক্ষার ৩, ও জাঙ্গী হরীতকী ৪ ভাগ এই চূর্ণ ।৹ আনা হইতে ॥৹ আনা পরিমাণ গরম জলের সহিত সেবন করিলে প্লীহা আরোগ্য হয়।

(ক্রমশঃ।)

বিংশ শতাব্দির অপূর্ব্ব আবিষ্কার!

আয়ুর্ব্বেদিক ও এলোপ্যাথিক ভেষজের
বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ এট কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম।

মহর্ষি চ্যবনমুনির আবিষ্কৃত চ্যবনপ্রাশের গুণ বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়া ও ভেষজের অভাব বশতঃ অনেকের প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ শাস্ত্রানুযায়ী আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না। সেই কারণে আমরা ভারতের নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া মেদ, মহামেদ, বংশলোচন প্রভৃতি মহা আবশ্যকীয় দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতঃ বিশেষ সতর্কতার সহিত এই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া আমেরিকান প্রক্রিয়ায় ইহার সহিত নরওয়ে জাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কডলিভার ওয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম সংযোজনা করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকমতে সম্মিলিত হওয়ায় পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে চ্যবনপ্রাশ, কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম এই ত্রিবিধ ঔষধের প্রত্যেকের শরীরের উপর কার্য্যকরি ক্ষমতা (Physiological action) দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করিলে ফুসফুস সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া যথা—শ্বাস, কাশ, পার্শ্বশূল, বক্ষস্থলে বেদনা বা ভারবোধ, সপূঁয কফ বা রক্ত নিষ্ঠীবন, নিশাস্বেদ, পুরাতন ব্রংক্রাইটিস প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। যাঁহাদের নিজের বা পৈত্রিক কাশির দোষ আছে বা হাঁপানি রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ অমৃত তুল্য। অনেকের শুদ্ধ কডলিভার অয়েল সহ্য হয় না, পেট গরম হয়, পাতলা দাস্ত হয়, তদ্ভিন্ন ইহার অতিশয় তীব্র গন্ধ হেতু অনেকে ব্যবহার করিতে চান না এবং ব্যবহার করিয়াও অনেকে বমন করিয়া ফেলেন; কিন্তু আমাদের এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের সহিত কতকগুলি এইরূপ দেশীয় ভেষজ দ্বারা অভিনব প্রণালীতে কডলিভার অয়েল সংমিশ্রিত হইয়াছে, যে ইহা সকল শরীরে সহজে হজম করাইয়া নূতন রক্ত কণিকা প্রস্তুত করে, তদ্দ্বারা ফুসফুস সবল হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে দেহ বলিষ্ঠ ও লাবণ্যময় দেখায়; তদ্ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা কড্‌লিভারি অয়েলের গন্ধ নাশ করা হইয়াছে; এবং ইহার গন্ধ ও আস্বাদ অপ্রীতিকর নহে।

যাহারা যে কোন কারণ বশতঃ কডলিভার অয়েল, সিরাপ হাইপোফস্ফেট অব লাইম কিম্বা কড্‌লিভার অয়েল ঘটিত যে কোন ঔষধ ব্যবহার করেন তাহারা একবার সেই সকল ঔষধের পরিবর্ত্তে আমাদের কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া দেখুন, দেখিবেন কত অল্পদিনের মধ্যে আপনার উপকার দর্শাইবে এবং একমাসের মধ্যে দেহের ওজন বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুতে দীর্ঘদিন ধরিয়া সেবন করিলে ধাতু পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন দেহ হয়। ইহা বৃদ্ধদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী।

ব্যবহার বিধি।—চা চামচের এক চামচ মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সহ্যানুযায়ী চারি চামচ মাত্রা পর্য্যন্ত এক ছটাক অল্প গরম দুগ্ধের সহিত আহারের পর, দিবসে দুইবার ব্যবহার করিতে হয়।

মূল্য প্রতি ফাইল (আট আউন্স) ২৲ দুই টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৸৹ বার আনা; একত্রে তিন ফাইল ৫৷৹ সাড়ে পাঁচ টাকা, মাশুলাদি ১৷৹ দেড় টাকা।

একখানি মাত্র প্রশংসাপত্র দেখুন—

বনগাঁও হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন ও এ্যাজমা চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ডাক্তার টি, সি, দত্ত, এল, এম, এস, মহাশয় লিখিয়াছেন—

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের যে এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পূর্ব্বে আমি জানিতাম না, কিন্তু কয়েকটী রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ উপকার দেখিয়াছি। আজ কাল যত রকম কডলিভার অয়েল ঘটিত ঔষধ আছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

সোল এজেণ্টস্—

শাহ এণ্ড কোং।

ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্টস্।

৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ বর্ষ।] ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ সাল। ইং ১১ই ডিসেম্বর, ১৯২৩ সাল। [৮ম খণ্ড।

শাল্মলী বা শিমূল।

লেখক ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

আমাদের চতুর্দ্দিকে কত শত আশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন উদ্ভিদ রহিয়াছে, আমরা তাহার বড় একটা সংবাদ রাখি না। শাল্মলী বা শিমুল গাছ এদেশের প্রায় সকলেরই পরিচিত। ইহা বাংলার সর্ব্বস্থানেই বন্যভাবে জন্মিয়া থাকে। ইহা যে একটী শ্রেষ্ঠ রসায়ন, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। তাই আজ ইহার কিছু পরিচয় দিতেছি।

সংস্কৃত অভিধানে শাল্মলীর বহু প্রতিশব্দ আছে। যথা—শাল্মল, পিচ্ছিলা, পুরাণী, মোচা, স্থিরায়ুঃ, রক্তপুষ্পক ইত্যাদি।

ইহা আয়ুঃপ্রদ এবং অগ্নি, মেধা, বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক বলিয়া রাজনির্ঘণ্ট ইহাকে "দীর্ঘায়ু", চিরজীবি ও বহুবীর্য্য"—এই তিনটী বিশেষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। শুনিয়াছি, কোন এক ব্যক্তি পঞ্চাশ বৎসর বয়সে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এক ফকিরের উপদেশে তিনি প্রত্যহ এক তোলা শিমূল মূলচূর্ণ, ঘৃত ও চিনি সংযোগে পাক করিয়া সেবন করিতে লাগিলেন। ইহাতেই তিনি পুনরায় কর্ম্মঠ হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদে শাল্মলীর গুণ :—

"শাল্মলী শীতলা স্বাদ্বী রসে পাকে রসায়ণী।
শ্লেষ্মলা স্নিগ্ধবীজা চ বৃংহনী রক্তপিত্তজিৎ॥"

রসায়নের জন্য শাল্মলীকন্দই ব্যবহৃত হয়। এই মূল স্নিগ্ধকারক ও উৎকৃষ্ট ধাতু-পোষক।

শাল্মলীর আঠাকে মোচরস বলে। মোচরসে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড্ থাকে। ইহার মূলে শতকরা ১৫ অংশ শ্বেতসার দেখিতে পাওয়া যায়।

শাল্মলীমূল শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করতঃ সিকি হইতে এক তোলা মাত্রায় চিনির সহিত কিছু দিন সেবন করিলে রুগ্ন-ভগ্ন দেহও পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে। এমন কি ইহা নিত্য ব্যবহার করিলে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত আসিতে পারে না।

মূলের রস চিনিসহ সেবন করিলেও উপকার পাওয়া যায়। রোগান্তে দৌর্ব্বল্য নিবারণের জন্য ইহা অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আজকাল আমাদের দেশে ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগের অভাব নাই। বোধ হয় শতকরা ৭৫ জন অল্লাধিক এই রোগ ভোগ করিতেছেন। ইহা মানুষকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। রোগীর মুখশ্রী কেমন একপ্রকার রুক্ষভাব ধারণ করে। অম্ল, অজীর্ণ, স্মরণশক্তির হ্রাস, উদ্যমহীনতা এই রোগের সহচর বলিলেও চলে। কোন কোন স্থলে যক্ষ্মা, মৃগী, উন্মত্ততা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিগুলিও ইহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়।

শুক্রদোষই এই রোগের প্রধান কারণ। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ"

শরীরে শুক্রধাতু অবিকৃত থাকিলে কখনই এই রোগ উপস্থিত হইতে পারে না।

শাল্মলীমূল ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগের একটী প্রধান ঔষধ। ইহা শুক্রদোষ নিবারণ করিয়া রোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া তুলে। আমরা এইস্থানে শাল্মলীমূল সংযুক্ত ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগের একটী সুপরীক্ষিত ঔষধ লিপিবদ্ধ করিলাম। যাঁহারা দীর্ঘকাল ঐ রোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদিগকে এই ঔষধটী ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

জেলা ২৪ পরগণার জজ আদালতের ভূতপূর্ব্ব রেকর্ডকীপার এবং অধুনা বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপুর বাহাদুর C. S. I. মহোদয়ের ট্রেজারার পূজ্যপাদ পিতৃব্য শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক দিন পূর্ব্বে কর্ম্মোপলক্ষে ময়মনসিংহে অবস্থানকালে জনৈক সাধুর নিকট এই ঔষধটী প্রাপ্ত হন। তিনি নিজে

ছিলেন এবং একাল পর্য্যন্ত ইহার দ্বারা অনেক রোগীকে রোগমুক্ত করিয়াছেন। এই ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতাও কম নহে। আমি নিজের এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া অনেক ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগীকে নিরাময় করিয়াছি। নষ্টশুক্র ব্যক্তি উদ্দম ও উচ্ছৃঙ্খল ভাব ত্যাগ করিয়া এই ঔষধ ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই সুফল পাইবেন বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

তিসী ... ... একপোয়া
কাঁচা হরিদ্রা ... ... ঐ
কার্পাসতুলার বীজ মধ্যস্থ
শস্য (১) ... অর্দ্ধ পোয়া
ক্ষুদ্র শাল্মলীবৃক্ষের মূল ... দেড় পোয়া
খোরমা (২) ... ... এক পোয়া
চিনি ... ... অর্দ্ধ সের
গব্য ঘৃত ... ... ঐ
তিন সের নির্জ্জলা দুগ্ধের ক্ষীর।

প্রথমে তিসী, কাঁচা হরিদ্রা, কার্পাসতুলার বীজ মধ্যস্থিত শস্য, শাল্মলীমূল ও খোরমা উত্তমরূপে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া সুচূর্ণ করিবেন। পরে একখানি কটাহে ঘৃত চাপাইয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে জ্বাল দিতে হইবে। ঘৃত নিশ্চল, নিষ্ফেন ও বিরত শব্দ হইলে উহাতে পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ, চিনি ও ক্ষীর প্রক্ষেপ দিয়া নাড়িতে নাড়িতে একত্র মিশ্রিত হইয়া মোহনভোগের ন্যায় হইলে নামাইয়া একটি নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া দিবেন। প্রত্যহ সকালে একবার মাত্র এই ঔষধ দুই তোলা (৩) পরিমাণে খাইয়া সহ্যমত এক পোয়া হইতে অর্দ্ধ সের ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিবেন।

এই ঔষধ নিয়মমত তিন সপ্তাহ কাল সেবন করিতে হয়। আবশ্যক হইলে আরও অধিক দিন ব্যবহার করা যাইতে পারে। ঔষধ সেবনকালে শাক, অম্ল, দধি ও খেসারির ডাউল খাওয়া নিষেধ। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান, নির্ম্মল বায়ু সেবন, সহ্যমত ব্যায়াম, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সাধুসঙ্গ ও সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তা করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইতে অভ্যাস করিবেন। দুশ্চিন্তা, সুকোমল শয্যায় শয়ন, বিলাসবাসনা, মদ্য, মাংস, ডিম্ব, পলাণ্ডু ও অধিক গরম মসলা দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্যাদি সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি স্নিগ্ধ বলকারক খাদ্যই এই রোগে প্রশস্ত। পথ্যাপথ্যের প্রতি উদাসীন থাকিয়া ঔষধ সেবন করিলে রোগোপশম হয় না, এ কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উক্ত আছে—

"বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্যাবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি॥"

(১) কার্পাসতুলার বীজ বিশেষ সাবধানে ভাঙ্গিয়া উহার মধ্যস্থিত শাঁস বাহির করিতে হয়।

(২) খোরমা এক জাতীয় শুষ্ক খর্জ্জুর ফলবিশেষ, কলিকাতা মেওয়া ফল বিক্রেতার দোকানে পাওয়া যায়।

(৩) যাঁহাদের পাকযন্ত্র দুর্ব্বল, তাঁহারা এক তোলা অথবা আরও কিছু কম মাত্রায় সেবন করিবেন।

(স্বাস্থ্য-সমাচার।)

বেকার-সমস্যা
ও
শিল্প-শিক্ষা।

আমাদের দরিদ্র দেশ। বড় বড় কলকারখানার কথা না ভেবে ছোট ছোট শিল্প, যা হাতে হেতেরে করা যায়, এমন সকল কাজের কথাই আগে ভাবতে হবে। অর্থ সঞ্চয় করে নিয়ে তারপর মূলধনের যোগাড় হলেই বড় কাজ কর্ত্তে পারা যাবে। সেই জন্যে ঘরে ছোট ছোট কাজ কিছু কিছু করে বাজারে চালাইতেই হবে।

* * * * * *

এদিকে শিক্ষিত যুবকগণ চাকরী বা উদরান্নের কোন উপায় না কর্ত্তে পেরে হতাশ হয়ে আত্মহত্যা কর্ত্তে সুরু করেছেন। চাকরী না পাওয়ায় এই রকমে ২।৩ জন ভবলীলা শেষ করেছেন, তবু ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে প্রাণ যায় নাই। কিন্তু হিন্দুস্থানী যাদিকে আমরা ছাতুখোর বলে ঘৃণা করি, তারা কাগজের এক পয়সায় খেলনা করে নিজে ফেরি করে বেচে প্রচুর উপার্জ্জন ক'রে বড় বড় গদীয়ান হয়ে বসেছে। বাঙ্গালীর ছেলে সেদিক দিয়েও যাবে না, পাছে তার বাবুত্বটুকুর মর্য্যাদা নষ্ট হয়। এদেরই মধ্যে যারা দুর্ব্বল-চেতা, তারা আত্মহত্যা ক'রে বসে, ভাঙ্গে তবু মচকায় না। কেউ কিছু করবে না তা জানি; কেন-না, বোধ হয় এখনও যেন দিন আসে নাই, আরও অন্নবস্ত্রের কষ্ট হউক, চাকরীর বাজারে চাকরী আরও দুর্লভ হউক, না খেতে পেয়ে চক্ষের সামনে পুত্র কন্যা পরিবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করুক, তখন যদি চৈতন্য হয়। ঘোড়া ধরবার ক্ষমতা নাই, কেউটে ধর্ত্তে চায়। ৩ পয়সা পুঁজি বার করে যাঁর কাজ করবার সাধ্য নাই, তিনি যান ফ্যাক্টরী খোলবার স্বপ্ন দেখতে; ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাক্ টাকার স্বপ্ন দেখা। যার খেলবার ইচ্ছে থাকে, সে কাণা-কড়ি দিয়েও খেলতে পারে। সে সব কথা নয়—বাবাজীরা চান বাবু হতে। যেমন তেমন চাকরী ঘি-ভাত—এধারণা এখনও যায় নাই।

কি আর বলা যাবে বল। অনেকে খুঁজচেন, কি করে সাবানের কারখানা খোলা যায়, আর তার ফরমূলা দেখতে আসেন, আমাদের আফিসে। এমন পয়সা নাই যে সাবান প্রস্তুতের একখানা বই কিনে পড়েন। আরে সাবানের কারখানা করা কি সোজা ব্যাপার, তাই হঠাৎ একটা ফরমূলা দেখে সেই কাজে লেগে যাবে? সে অনেক টাকার কাণ্ড, ২।৪ লক্ষ টাকার দরকার, কিন্তু সে ধারণা তাঁদের নাই, শুধু জল্পনা কল্পনায় অমূল্য জীবনটা কাটিয়ে দিলে। যদি কিছু করবার ইচ্ছা থাকে,

একটা জিনিস নিয়ে লেগে থাক, তাহলে সেই একটা হতেই বড় লোক হয়ে যাবে। চাষের কাজে গায়ে কাদা ধুলা লাগবে, ছোট কাজে হস্ত দেবে না, তাতে বাবুত্ব যাবে, নিজের জিনিষ ফেরী করে বেচতে পারবে না, তাতে লজ্জা হবে—মান যাবে, তবে তোমরা করবে কি, কেউ তা বলে দিতে পারে না। যখন অভাবের কষাঘাত শঙ্কর মাছের চাবুকের মত পিঠে পড়তে আরম্ভ হবে, বিলাসিতার সাধের সামগ্রী পাবে না, তখন হয় তো মর্ত্তে মন্বন্তর হবে, না হয় ডাকাতির দল ক'রে দেশ উদ্ধারের নামে দেশের লোকেরই সর্ব্বনাশ করে শেষে জেলে না হয় ফাঁসী কাঠে ঝুলবে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ—শত্রু যারা তাদের দিকে তো বীরত্ব দেখাতে কখন কাকেও যেতে দেখি নাই বা শুনি নাই। নিরীহ তোমার দেশবাসী, তোমার আপনার লোক—তাদিকে ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করে—নারীগণকে উৎপীড়ন করে অর্থসংগ্রহ করার প্রবৃত্তি যদি দেশের বেকারদের মধ্যে জেগে থাকে, তাহা হলে এদেশ জাপানের ভূমিকম্পের মত এক কম্পনেই এখনই রসাতলে যাক্।

বেকারের উপায় এ দেশে কেউ করে দেবে না, গবর্ণমেণ্টও না—সওদাগরী আফিস না। কর্ত্তে হবে তোমাকে নিজে—তার ভাবনা নিজে ভাবতে হবে। বিলাতের বেকার নিয়ে তারা বিব্রত। সে বেকার তোমাদের মত বেকার নয়, তাদের স্বাধীনতা আছে, গায়ে শক্তি আছে, তাদের একতা আছে, তাদের কুল-কিনারা না করলে উপায় কি? আর তোমরা কোটরগত চক্ষু, মানের ভয়ে কাতর, পরাধীন, বাবু বনে গেছ বেকার, একতা কাকে বলে জানই না—সংঘবদ্ধ হওয়া দূরের কথা, ২জন একসঙ্গে হলেই ঝগড়া বাধিয়েছ বলে কথা, এহেন জীব যারা, তাদের আবার উপায় করে দেবে কে? নিজে নিজের পথ দেখ। হিন্দুস্থানী উড়েদের মত জুতো জামা খোল, মাথায় মোট করে গ্রামে গ্রামে পল্লিতে পল্লিতে ফেরি করে বেড়াও, পয়সার মুখ দেখতে পাবে—শুক্‌নো শরীরে শ্রী হবে, কোটরগত চক্ষু আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠবে, জীর্ণ শীর্ণ পাঁজরায় মাংস গজিয়ে উঠবে, তোমার বৃদ্ধ পিতা মাতার—তোমার দরিদ্র্য-পীড়িত ভার্য্যার মুখখানি আবার সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় প্রফুল্লিত হয়ে উঠবে। ছাড় বিলাসিতা—নাচ গান আমোদ আহ্লাদ পচা ধসা ইয়ারকি। মানুষ হও দেখি—কিছু কর, ক্ষুদ্র কাজ হতে বড় হওয়াতেই পৌরুষ আছে। আমেরিকার ও ইংলণ্ডের ছেলেরা টিফিনের পয়সায় ফল কিনে সেই ফল স্কুলের সহপাঠীদিগকে বিক্রী করে ধনকুবের হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত অনেক।

তোমাদের দেশে এসে বিদেশী ব্যবসায়ী চীনের কটকটী বেচে লক্ষ টাকা নিয়ে গেল; হিন্দুস্থানী ফেরিওয়ালা ভাই বেচে পয়সা করে নিলে, আর তোমরা ফাঁকা-বাঁকা টেরি মান নিয়ে বসে থাকবে, কিছুই করবে না, এ কি লজ্জার কথা নয়? কি করা যাবে? কুশিক্ষায় আজ লজ্জা পর্য্যন্ত এদেশ থেকে পালিয়েছে!

যথেচ্ছাচারী হয়ে নিজেদের সর্ব্বনাশ করো না। পেটে যাদের ভাত নাই—আসমুদ্র যাদের অভাব, তারা যে "সাজা বাবু" হয়ে আজও ছাতি ফুলিয়ে কেমন করে বেড়াতে পারে, তা আমরা ভেবেই পাই না। অভাব তুমি যদি টেনে আন, তবে তার উপায় কি?

(কাজের লোক।)

বস্ত্র-সমস্যা।

লেখক—ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী।

বহুকাল হইতে নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে করিতে পরিশেষে আজ কাল ভারতবাসী বুঝিতে পারিতেছে, যে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে না পারিলে ভারতের দুরবস্থা ঘুচিবে না। দেশস্থ নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেক দিন হইতে এই বিষয়ের আন্দোলন করিতে করিতে তাহার ক্রম-বিকাশ পরিণতির ফলে মহাত্মা গান্ধী দেব ভারতের নেতারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। আজ কাল পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে স্বীকার করিতেছেন, যে, মহাত্মাজী ভারতের প্রকৃত নিঃস্বার্থ বন্ধু। তাঁহার চরিত্র এবং তাঁহার উপদেশাবলী সর্ব্ব-সাধারণেই জ্ঞাত আছে, সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

মহাত্মার উপদেশের মধ্যে বস্ত্র-সমস্যার মীমাংসা করা একটী সর্ব্বমঙ্গলকারী উপদেশ। কিন্তু এই মীমাংসা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। ইহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, বস্ত্র-নির্ম্মাণের উপাদান কারণ, সমবায়ী কারণ, এবং নিমিত্ত কারণগুলি বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। তুলা ও সূত্র বস্ত্রের উপাদান কারণ, চর্কা বা অন্যান্য যন্ত্রসকল সমবায়ী কারণ। আর বস্ত্র-বয়নকারী তন্তুবায় নিমিত্ত কারণ। বঙ্গদেশের মধ্যে কুমিল্লা Cotton বা তুলা বলিয়া যে স্থানে যে তুলা বিক্রয় হয়, তাহা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যে সকল তুলা উৎপন্ন হয়, তাহাতে ২০ নং হইতে ৩০ নং পর্য্যন্ত মোটা সূতা প্রস্তুত হইতে পারে। কুমিল্লা (Cotton) তুলা অল্প পরিমাণে জন্মে, তাহার মূল্যও অত্যধিক; ফরাসী দেশে তাহা রপ্তানী হইয়া থাকে।

সুতরাং ২০ নং হউক আর ৩০ নং হউক, সূতা হইলেই যে বস্ত্র-বয়নের উপযোগী হয়, এমন নহে। সূতার Tension বা ভারসহ শক্তির একটী Standard Tension বা নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকা আবশ্যক, কেন না, ঐ Standard বা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভারসহ শক্তি না থাকিলে ইহার দ্বারা কাপড় প্রস্তুত হইলে এই কাপড় শীঘ্র ছিঁড়িয়া যায়, সুতরাং

বস্ত্র-গ্রাহককে ইহাতে ঠকান হয়। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, চরকার দ্বারা সূতা কাটাই হউক, আর মিলের দ্বারা সূতা কাটাই হউক, Standard সূতার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভারসহ শক্তি না থাকিলে ব্যবসায় হিসাবে সে কার্য্য করিয়া কখনও কৃতকার্য্য হওয়া যায় না, ইহা ব্যবসায়বিরুদ্ধ হয়। তবে নেতাদিগের উত্তেজনায় অল্প কয়েক দিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া লোকে এই প্রকার নিকৃষ্ট বস্ত্র অধিক মূল্য দিয়া খরিদ করিতেও পারে বটে, কিন্তু স্থায়ীভাবে প্রচলন আশা করা যায় না।

এক্ষণে বিবেচ্য, এই সূতার Standard Tension বা ভারসহ শক্তি বৃদ্ধির উপায় কি ?

১। যে তুলার দ্বারা সূতা প্রস্তুত হইবে, তাহার fibre বা আশগুলির ভারসহ-শক্তি যত অধিক হইবে, তাহার দ্বারা প্রস্তুত সূতার টানসহ শক্তি তত অধিক বৃদ্ধি হইবে।

২। তুলা এমন সুন্দর করিয়া ধুনিতে হইবে যে, সূতা পাকের সময় সূতার সর্ব্বস্থানে সমপরিমাণ তুলা যোগান হয়; Uniform thickness অর্থাৎ পাকান সূতার কোন স্থান সরু এবং কোন স্থান পুরু না হয়, পরন্তু সর্ব্বস্থান সমান হয়,—কলেই হউক, আর চরকাতেই হউক।

৩। যত নম্বরের সূতা প্রস্তুত করুন বা কেন, সমস্ত সূতার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাক হইবে। এই পাকের পরিমাণ ঠিক না থাকিলে সূতার কোন স্থান কম পাক হয়, কোন স্থান অধিক পাক হয়; সুতরাং তাহার tension টানসহ শক্তির নির্দ্দিষ্ট সীমা ঠিক হয় না।

৪। এই তিন প্রকারে প্রস্তুত Standard সূতার টানসহ শক্তি দুইগুণ বৃদ্ধি পায়, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

৫। সূতার size বা মাড়ে দেওয়া একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য। ভাত, খৈ, Potato's Starch (গোল-আলুর শ্বেতসার), ময়দা অথবা পাউরুটীর মণ্ড দিয়া সাধারণতঃ সূতার মাড় দেওয়া হইয়া থাকে। এই মাড় দেওয়া প্রণালীর দোষগুণে, সূতার টানসহ শক্তি অনেক হ্রাস হয় ও বৃদ্ধি হয় এবং ঐ মাড় দিবার দোষগুণে কাপড়ে ছাতা পড়িয়া কিম্বা পোকা ধরিয়া নূতন কাপড় পচিয়া যায়। ইহা ব্যতীত আরও অনেক প্রকার practical difficulties বা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কাপড় বয়ন করিতে হয়। এ সম্বন্ধে অন্য প্রবন্ধে বর্ণনা করিবার বাসনা রহিল। এক্ষণে সূতা, কাপড় প্রস্তুতের উপযোগী করিবার জন্য, যে পাঁচটী প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হইল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পূর্ব্বকালে ভারতবাসী তাঁতিগণ কি প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইতেন, এবং আধুনিক বিলাতী কলওয়ালাগণই বা কি প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইতেছেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝা একান্ত আবশ্যক।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায়, তন্তুবায়ের ও কুম্ভকারের কার্য্য বৈদিক যুগ হইতে অর্থাৎ সভ্যতার আদিম কাল হইতে ভারতবর্ষে বহুল-প্রচলিত ছিল। ইহার দ্বারা বিচারক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, ভারতে তন্তুবায়গণ যুগযুগান্তর কাল হইতে তুলার চাষ এবং চরকা কাটা শিক্ষা করিয়া অতি সূক্ষ্মতর মাকড়সার সূতার ন্যায় সূতা সৃষ্টি করিত; ঐ সূতার দ্বারা ঢাকাই মসলিন বা আবরোঁথা নামক জগদ্বিখ্যাত কাপড় প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, ঢাকায় নানা রংএর সূতা দিয়া নানা প্রকার ঝাঁপের কার্য্য অর্থাৎ নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট নকসা, ফুল-পাতাদির প্রতিচ্ছবি তাঁতের বুননির সহিত হইত, ইহা দেখিয়া পাশ্চাত্য জগতের বিশেষজ্ঞগণ বিমুগ্ধ হইতেন। এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বলিবার বাসনা রহিল।

যাহা হউক, ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে আসিয়া ভারতের বস্ত্রশিল্পাদি, বিবিধ শিল্পদ্রব্য বিলাতে লইয়া যান, এবং লণ্ডন মিউজিয়ম বা যাদুঘরে তাহার অনেক নমুনা রাখিয়া দেন। এই সময় বিলাতে তুলার দ্বারা কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে, ইহা কেহই জানিত না। কেবল ইহা নহে, তুলিকা দ্বারা পশমের বস্ত্রের উপর ইচ্ছানুরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া পরিধান করিতেন, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত রংএর কার্য্য (Dying and Calico Printing) করিতে জানিতেন না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশ হইতে লাল সালু কাপড়, নীল রংএর ছিট্, ছাপ দেওয়া কাপড়, ইত্যাদি অনেক রকম কাপড় বিলাতে লইয়া যান, তখন তাহা দেখিয়া বিলাতের বিশেষজ্ঞগণ একেবারে বিমোহিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, ভারতের শিল্পকে কখনও বিনষ্ট করিতে পারিবেন। কেবল ইহাই নহে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারত হইতে যখন চিনি বিলাতে প্রেরণ করিতেন, তখন ইহা "ভারতের লবণ" (Indian Salt) নামে খ্যাত ছিল। বড় বড় ডাক্তারখানায় ইহা বিক্রয় হইত। এই প্রকার রেশম এবং রেশমে প্রস্তুত বস্ত্র বিলাতের লোকেরা জানিতেন না।

এক্ষণে কি প্রকার অধ্যবসায় সহকারে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বিলাতের বিশেষজ্ঞগণ ভারতের সমস্ত শিল্প বিনষ্ট করিয়া তাহাদের নিজ শিল্প এদেশে প্রচার করিয়াছেন, তাহা একবার বিচার করিয়া বুঝুন।

প্রথমতঃ—বিলাতের ধনিগণ বিশেষজ্ঞদিগের সাহায্যে এদেশে আসিয়া, চিনির কুঠি, রেশমের কুঠি, শালু রং করিবার কুঠি, ইত্যাদি কারখানা স্থাপন করিয়া সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া তাহা হইতে কি প্রকারে কত টাকা লাভ করা যায়, তাহা বুঝিয়া পরিশেষে French Academy of Science এর ন্যায় উচ্চ বিজ্ঞানসমিতির

বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের পরামর্শানুসারে এবং রাজার সাহায্যে বিলাতে এই সমস্ত ব্যবসায় কি প্রকার অধ্যবসায়ের সহিত প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ—ফ্রান্সী গভর্ণমেণ্ট ইক্ষুর এবং খেজুরের চাষ করিবার জন্য বহু অর্থ পারিতোষিকের প্রলোভন দেখাইয়াও বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের দ্বারা ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, একশত বৎসর চেষ্টার ফলে বিট পালং হইতে এক প্রকার অতি অপরিষ্কার চিনি প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য্য হন। পরে ফরাসীগণ তাঁহাদের রাজ্যে উৎপন্ন চিনির উন্নতিকল্পে এই প্রকার চিনির কারখানাওয়ালাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য ভারতজাত চিনির আমদানী আইনের শাসনে বন্ধ করিয়া দেন। এক্ষণে এই বিট পালংএর মূলজাত চিনি উন্নতিলাভ করিয়া ভারতের বাজারে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া ভারতজাত চিনির কারখানা সকল ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।

তৃতীয়তঃ—শালু বা পাকা লাল রংএর কাপড় রং করার উপাদান। ফরাসী দেশের "Academy of Science" এর বিশেষজ্ঞগণ এই রংএর উপাদান মঞ্জিষ্ঠা নামক বৃক্ষ বিলাতে উৎপন্ন করিবার জন্য নানাস্থানে চাষ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, পরিশেষে একশত বৎসর পরীক্ষার ফলে তুরস্কদেশে এড্রিয়ানোপল নামক স্থানে খড়িমাটীর সার দিয়া মঞ্জিষ্ঠাজাতীয় মেডার (Madler) নামক বৃক্ষ হইতে শালু নামক লাল কাপড় রং করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এক্ষণে এই শালু কাপড় বিলাত হইতে আমদানি হইয়া ভারতের শালু-রংএর কারখানা বিধ্বংস করিয়া দিয়াছে। তুরস্ক দেশে এই রং হইয়াছে বলিয়া এই লাল রংএর কাপড়কে ইংরাজ ব্যবসায়ীরা "Turkey Red" বলেন; আর ফরাসী ব্যবসায়ীরা ইহাকে "Adrianople" বলেন।

চতুর্থতঃ ...

বলিবার কিছুই নাই। এক গুণে এবং দুই গুণে বিলাতে বিশেষজ্ঞদিগের বহুকালের চেষ্টার ফলে Manufacturing Scale প্রচুর পরিমাণে তুলার সূতা ও কাপড় বয়ন করিবার জন্য কল, তুলাধোনার কল, দুই গুণে সরু সূতা প্রস্তুতের কল, জেকার্ডলুম নামক ঝাঁপে নকসা প্রস্তুত করিবার কল বাহির করিয়া প্রতিযোগিতায় তাঁতিকুলের সকল প্রকার কার্য্য ধ্বংস করিয়া বিলাতী কাপড় এদেশে প্রচলিত হইয়াছে।

এক্ষণে বস্ত্রশিল্পের পুনরায় উন্নতি করিবার উপায় হইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় ম্যান্‌চেষ্টারের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পের উন্নতি করিতে গেলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় মনে রাখিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে আমরা নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইব, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। সকলেই অবগত আছেন যে, বিলাতী এক গুণে হউক অথবা দুইগুণে হউক, যে নম্বরের সরু সূতায় দ্বারা বিলাতী কলে যে কাপড় প্রস্তুত হয়, সেই সেই নম্বরের দেশী তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের তুলনায় সমালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দেশী কাপড়ে মাড় দিবার প্রণালীতে সূতার টানসহ শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং এজন্য দেশী তাঁতের কাপড়ে টেকসহ শক্তি অধিক হয়। এই দেশস্থ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা বিলাতী বস্ত্রশিল্পের দুর্ব্বল অংশ সকল সমালোচনা করিতে সক্ষম, তাঁহাদিগকে আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করি যে, নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুটীতে একবার মনোনিবেশ পূর্ব্বক বুঝিতে চেষ্টা করুন।

১। সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে বস্ত্রের তুলার বাজারে আজকাল মিশর এবং আমেরিকা হইতে উৎকৃষ্ট তুলা আমদানী হইতেছে, কংগ্রেস কমিটী এই সকল তুলা খরিদ করিয়া ভারতবর্ষের সুবিধাজনক স্থানে মিলের দ্বারা সুবিধা দরে একগুণে মোটা এবং দুই গুণে সরু সূতা প্রস্তুত করিয়া কংগ্রেসের ...

এই সূতায় বস্ত্র প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করুন।

২। গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস লোক পাঠাইয়া তাঁত বুনিবার কার্য্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করুন। তাহা হইলে যাঁহারা চাকরী করিবার জন্য লালায়িত, তাঁহারা এ কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। ইহাতে ২০।৩০ হইতে ১০০৲ ২০০৲ টাকা মাসে আয় করিতে সক্ষম হইবেন।

(কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

৪। অক্ষর ও ক্ষর।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে
ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থো-
ঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৫।১৬ ॥

ক্ষরঃ (উৎপত্তি বিনাশশীলঃ মিশ্র পদার্থঃ) অক্ষরঃ (অপরিবর্ত্তনশীলঃ অমিশ্র পদার্থঃ। সনাতনঃ) চ দ্বৌ এব ইমৌ পুরুষৌ আধেয়ৌ লোকে (ব্যক্তে)। সর্ব্বাণি ভূতানি (ব্যক্তানি) ক্ষরঃ, অক্ষরঃ কূটস্থঃ (একরূপতয়া যঃ কালব্যাপী সঃ কূটজঃ ইত্যমরঃ। একেনৈব স্বভাবেন নিরবধি কালস্য ব্যাপকো যঃ ইতি ভবতঃ) উচ্যতে।

ব্যক্তের মধ্যে আমরা দু রকম পুরুষ দেখিতে পাই। একটী উৎপত্তিবিনাশশীল সকল পদার্থ ক্ষরনামক, আর একটী উৎপত্তিবিনাশবিহীন সর্ব্বকালে এক রূপী ক্ষরের নিমিত্ত উপাদান কারণ রূপ বা ক্ষরাভ্যন্তরে অবস্থিত অক্ষর। ইহাকে কূটস্থ বলে।

যেমন বালা ক্ষর সোণা অক্ষর, জল বরফ

উহার মধ্যে যদি বাষ্প রাখি তাহা হইলে সেই বাষ্পের নামও অক্ষর বা কূটস্থ হয়। সনাতন আকুঞ্চিত হইয়া ক্ষরের উদ্ভব করিতেছে সুতরাং ক্ষরস্থ আকুঞ্চিত সনাতন অক্ষর বা কূটস্থ। ক্ষর দ্বারা ঘট প্রস্তুত হইতেছে, সেই ঘটের মধ্যে যে সনাতন অবস্থিত হইতেছে সেও কূটস্থ সুতরাং আমরা দুটী জাতি পাইলাম। একটী সনাতন জাতি বা চণ্ডী উক্ত চেতনবর্গ ইনি ঘটে থাকিয়া ঘটের চৈতন্য সম্পাদন করেন আর একটী ক্ষর বা চণ্ডী উক্ত জড়বর্গ ইনি ঘটসমূহকে উদ্ভব করিয়া চেতনবর্গকে ধারণ করেন।

পুরুষ বলিলে অধিকারী বুঝায় ইতি রাজ নির্ঘণ্ট সুতরাং এক্ষণে মহাশূন্যকে অধিকার করিয়া আছে যে তাহাকে পুরুষ বলা হ'ল। এই একই পুরুষকে আমরা দুভাবে দেখি বলিয়া দুটী পুরুষ বলা হইল। একই বস্তুর আকুঞ্চিত ও প্রসারিত অবস্থা যথা জল ও বাষ্প বা জল ও বরফ। যেমন শীত প্রধান দেশের সাগরে আমরা বলি জল ও বরফ আছে অর্থাৎ জল ও বরফের দ্বারা স্থান অধিকৃত হইয়াছে। যদিও জল ও বরফ একই বস্তু। সেই প্রকার মহাশূন্যকে ক্ষর ও অক্ষর অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাই পুরুষ কথাটী ব্যবহার করা হইল।

পুরুষ অর্থ আত্মা ইত্যমরঃ। আত্মাকে দুই রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যথা— আত্মা দেহ ও আত্মা পরমাত্মা। আত্মা দেহকে জড়াত্মা বলে এবং পরমাত্মাকে চিদাত্মা বলে।

এভিঃ সম্পাদিতঃ ভুঙ্‌ক্তে পুরুষঃ পঞ্চবিংশতঃ।
ঈশ্বরেচ্ছা বশঃ সোঽপি জড়াত্ম কথ্যতে বুধৈঃ॥
ইতি মৎস্যপুরাণে।

সুতরাং চিদাত্মা অক্ষর এবং জড়াত্মা ক্ষরঃ। এই দুই আত্মা দ্বারাতে বিশ্ব ব্যাপ্ত।

The Unitary substance contracts to form the elements in creation and the elements dilate into the Unitary substance in destruction. As the glaciars are floating on the ocean so the elements hang in that Unitary substance. Thus we find there are two masses occupying the infinite space, one is elementary substance and destructible, the other is Unitary substance and indestructible. The unitary substance is latent in the elementary substance and enters into the compound bodies formed by the elements. We call this substance dormant. (কূটস্থ)

৫। ঈশ্বর।

উত্তমঃ পুরুষ স্ত্বন্যঃ পর-
মাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্য-
ব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৫।১৭॥

তুয়ঃ অন্যঃ (বিলক্ষণঃ) উত্তমঃ পুরুষঃ (অক্ষরঃ। কূটস্থঃ। সনাতনঃ) লোকত্রয়ং (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ) আবিশ্য (অনুপ্রবিষ্ট স্বন্) বিভর্ত্তি (ধারয়তি) সঃ অব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ পরপরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ (উক্ত)।

যে বিলক্ষণ উত্তম পুরুষঃ অর্থাৎ সনাতন ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হইয়া ত্রিলোককে ধারণ করিয়া কূটস্থ হইয়া আছেন তাঁহাকে অব্যয় ঈশ্বর পরমাত্মা ইতি নাম দেওয়া হয়।

ক্ষর দ্বারা ত্রিলোক প্রস্তুত হইয়াছে এবং সনাতন তাহাতে প্রবেশ করিয়া এবং তাহার বহির্ভাগে থাকিয় ঈশ্বর বা পরমাত্মা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। অভ্যন্তরস্থিত ভাগ অন্তর্ব্বদ্ধ এবং বহির্ভাগ যাহা ত্রিলোক সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে উহা বহির্ব্বদ্ধ। এই ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ ত্রিলোকের বাহ্যাভ্যন্তরে অবস্থিত এবং ত্রিলোকের উপাদান কারণ অক্ষর বা সনাতন হওয়ায় উহাও ঈশ্বরই। সেইরূপ ত্রিলোকের সকল শক্তিই উনি তাই সর্ব্বশক্তিমান এবং ত্রিলোকের কালকর্ম্মও উঁহারই তাই সর্ব্বজ্ঞ।

আমাদের অনন্তের বিচারে নিষ্প্রয়োজন তাই সান্তের যে টুকু আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট সেই ত্রিলোকটুকু মাত্র বিচার করিতে পারিলেই আমাদের যথেষ্ট।

The Unitary substanoc that enters into an Universe, is latent in it and holds it, is called God or Universal Soul. In the infinite space there are such innumerable Universes.

(ক্রমশঃ।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঠাকুরমার টোট্‌কা
বা
পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

প্লীহা।

সৈন্ধবলবণ ১, বিটলবণ ১, হীরাকষ ১ ভাগ এই তিন দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া আকন্দপত্রে জড়াইয়া মুখ বাঁধা হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া ঘুঁটের আগুণে ভস্ম করিবেন। এই ভস্মের ৩,৪ রতি প্রাতঃকালে পুরাতন গুড় ও পিপুল চূর্ণের সহিত সেবন করিলে, নিশ্চয় প্লীহা আরোগ্য হয়।

পিপুল মূল ।০, চিরতা ।০, সজনের ছাল ।০, রক্তচিতার মূল ।০, বড়ার ছাল ।০, শরপুঙ্খ (বননীল) ।০, রক্তচন্দন ।০, হরিতকী ১টা বা ২টা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া /০ ছটাক থাকিতে নামাইবেন ইহাতে ৩০।৪০ ফোঁটা কাঁচা পেঁপের আটা মিশাইয়া পান করিলে, দুঃসাধ্য প্লীহা ভাল হয়; এই পাচনের সহিত ১ রতি সহস্রপুটিত লৌহ যোগ করিলে, চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

ফিক্ ব্যথা।

রসুন ও সৈন্ধব লবণ ছেঁচিয়া কাপড়ের পুটুলিতে করিয়া গরম স্বেদ দিলে ঐ ব্যথা ও বাতের ব্যথা নিবারণ হয়।

কেরোসিন তৈল ও তার্পিণ তৈল সমভাগে মিশাইয়া, তাহাতে কর্পূর দিয়া অথবা খাঁটি সরিষার তৈলে কর্পূর দিয়া মালীশ করিলে তৎক্ষণাৎ ব্যথা ভাল হয়।

সিদ্ধি ও লবণ মিশাইয়া কাপড়ের পুঁটলীতে করিয়া গরম স্বেদ দিলেও ব্যথা ভাল হয়।

গরম জল বোতলে ভরিয়া ব্যথাস্থানে বুলাইলেও বেদনা কম পড়ে।

ফোড়া।

(১) বসাইবার উপায়—রসাঞ্জনের গুঁড়া, মধু ও চূণের সহিত গুলিয়া লাগাইলে, ফোড়া বসে।

উনানের পোড়া মাটি ও কালকাশুন্দার পাতা হুঁকার জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, ফোড়া বসিয়া যায়।

সমুদ্রফেন, মুসব্বর ও গোলমরিচ, আদার রস ও ধুতুরাপাতার রসে গুলিয়া, অগ্নিতাপে কিঞ্চিৎ গাঢ় করিয়া গরম গরম বারংবার প্রলেপ দিলে, পাকিবার উপক্রমেও বসিয়া যায়।

আদার রসে মুসব্বর বা আফিং ঘসিয়া প্রলেপ দিলে নিশ্চয় ফোড়া বসিয়া যায়।

(২) পাকাইবার উপায় কৃষ্ণকলি ফুলের পাতা বা তেলাকুচার পাতা চিনির সহিত বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইলে, ফোড়া ফাটিয়া যায়।

কচি পুঁইপাতার সম্মুখের পিটে, গরম করা গাওয়া ঘি লাগাইয়া, ফোড়ার উপরে বসাইয়া দিবেন।

গরুর দাঁত ও হরিণের শিং, ঘৃত ও মধুতে ঘষিয়া লাগাইলে ফোড়া পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

গব্য ঘৃতের সহিত এক ভাগ ইসফগুল ও ২ ভাগ রসুনে বাটিয়া গরম করিয়া পুলটীস প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে অথবা তোকমারি ও যবের ভূষি সমভাগে ঘৃতের সহিত পুলটীস করিয়া দিলে, বিনা ক্লেশে ফাটিয়া পুঁয নির্গত হয়।

বাবুই তুলসীর বীজ রেড়ীর তৈলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে, ফোড়া পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

পাতাড়ীর পাতার (পুকুরে হয়) উল্টা-পিঠে একটু ঘি লাগাইয়া ফোড়ার উপর দিয়া বাঁধিলে অতি কঠিন ফোড়াও সত্বর আরোগ্য হয়।

ফোলা।

পুনর্ণবা, নিমছাল, পলতা, শুঁঠ, কট্‌কী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, হরিতকী প্রত্যেক ।০ আনা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ⁄৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করা কর্ত্তব্য।

শ্বেত পুনর্ণবা, বেলপাতা ও স্থলপদ্মের পাতা ছেঁচিয়া ⁄০ ছটাক রস নিংড়াইয়া ৫।৬ রতি সোরার সহিত পান করিলে ফোলা শুকাইয়া যায়।

গোক্ষুর ।⁄১০, গণিয়ারি ।⁄১০, শুষ্ক মূলা ।⁄১০, বেলের শিকড় ।⁄১০, কণ্টকারী ।⁄১০, জাঙ্গী হরিতকী ।⁄১০, আদা, অৰ্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ।⁄০ ছটাক শেষ রাখিবেন; ইহাতে ⁄০ আনা পরিমাণ গোলমরিচ চূর্ণ মিশাইয়া পান করিলে, নিশ্চয়ই উপকার দর্শায়।

৵০ আনা যবক্ষার চূর্ণ ও ⁄০ আনা গোলমরিচ চূর্ণ মিলাইয়া পুরিয়া করিবেন; দিনে তিন পুরিয়া, কুলেখাড়ার রস বা পুনর্ণবার রসের সহিত পান করিলে, বিশেষ উপকার হয়।

সজিনার মূলের ছাল, জয়ন্তী পত্তা, নিশিন্দা পাতা, ধুতুরা পাতা ও সৈন্ধবলবণ একত্রে ছেঁচিয়া কাপড়ের পুঁটলীতে আগুনে গরম করিয়া স্বেদ দিলে শোথ নষ্ট হয়।

বমি।

আল্‌তা, বাব্‌লাছাল, আমল, মৌরী, ছোলা ও মিশ্রী একসঙ্গে ভিজাইয়া, সেই জল এক ছটাক পরিমাণ পান করিলে, বমি, হিক্কা, পিপাসা ও পেটজ্বালা নিবারণ হয়।

শ্বেতজীরা, দূর্ব্বার শিকড়, আতপ চাউল, যষ্টিমধু ও কুলবীজের শাঁস ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ভিজাইয়া রগড়াইয়া ছাঁকিয়া পান করিলে বমি, হিক্কা প্রভৃতি নিবারণ হয়। স্তনদুগ্ধে শ্বেতচন্দন ঘষিয়া খাইলেও যথেষ্ট উপকার হয়।

এক রতি ফটকিরি পোড়া ও আধ ভরি কাশীর চিনি ডাবের জলের সহিত বা শুধু ডাবের জল ও বরফ পান করিলে বমি বন্ধ হয়।

শুধু বরফের জল বা বরফের টুক্‌রা একটু একটু মুখে রাখা আর ভাল।

বয়ঃস্ফোট।

মসুরের ডাল, শিমুলের কাঁটা ও জায়ফল, ছাগদুগ্ধে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ বিলীন ও মুখশ্রী বৃদ্ধি হয়।

বেণার মূল, গোলাপ কুঁড়ি, মেথী ও কর্পূর বাটিয়া প্রলেপ দিলে মুখব্রণ উপশমিত হয়।

বহুমূত্র।

আমের আঁটি চূর্ণ ২, যজ্ঞডুমুরের বীজ চূর্ণ ৩, আমলকী চূর্ণ ৪ ভাগ—এই চূর্ণ ।০ আনা, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবনে যথেষ্ট উপকার হয়।

লৌহভস্ম ১ রতি, সালিম মিশ্রি চূর্ণ ।৵০ আনা, তৈজবী চূর্ণ ⁄০ আনা, শিলাজতু ।০ আনা, নাগেশ্বর চূর্ণ ⁄০ আনা, বটের ঝুরী চূর্ণ ।০ আনা, মাখন ২ ভরি, তালের মিশ্রী ।০ আনা, একত্রে সেবন করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

সন্ধ্যার পর রাত্রে অল্প মাত্রায় আফিং সেবন মন্দ নহে। (ক্রমশঃ।)

বিংশ শতাব্দির অপূর্ব্ব আবিষ্কার!

আয়ুর্ব্বেদিক ও এলোপ্যাথিক ভেষজের
বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ এট কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম।

মহর্ষি চ্যবনমুনির আবিষ্কৃত চ্যবনপ্রাশের গুণ বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়া ও ভেষজের অভাব বশতঃ অনেকের প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ শাস্ত্রানুযায়ী আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না। সেই কারণে আমরা ভারতের নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া মেদ, মহামেদ, বংশলোচন প্রভৃতি মহা আবশ্যকীয় দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতঃ বিশেষ সতর্কতার সহিত এই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া আমেরিকান প্রক্রিয়ায় ইহার সহিত নরওয়ে জাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কডলিভার ওয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম সংযোজনা করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকমতে সম্মিলিত হওয়ায় পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে চ্যবনপ্রাশ, কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম এই ত্রিবিধ ঔষধের প্রত্যেকের শরীরের উপর কার্য্যকরি ক্ষমতা (Physiological action) দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করিলে ফুসফুস সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া যথা—শ্বাস, কাশ, পার্শ্বশূল, বক্ষস্থলে বেদনা বা ভারবোধ, সপূঁয কফ বা রক্ত নিষ্ঠীবন, নিশাস্বেদ, পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। যাঁহাদের নিজের বা পৈত্রিক কাশির দোষ আছে বা হাঁপানি রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ অমৃত তুল্য। অনেকের শুদ্ধ কডলিভার অয়েল সহ্য হয় না, পেট গরম হয়, পাতলা দাস্ত হয়, তদ্ভিন্ন ইহার অতিশয় তীব্র গন্ধ হেতু অনেকে ব্যবহার করিতে চান না এবং ব্যবহার করিয়াও অনেকে বমন করিয়া ফেলেন; কিন্তু আমাদের এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের সহিত কতকগুলি ঐরূপ দেশীয় ভেষজ দ্বারা অভিনব প্রণালীতে কডলিভার অয়েল সংমিশ্রিত হইয়াছে, যে ইহা সকল শরীরে সহজে হজম করাইয়া নূতন রক্ত কণিকা প্রস্তুত করে; তদ্দারা ফুসফুস সবল হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে দেহ বলিষ্ঠ ও লাবণ্যময় দেখায়; তদ্ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা কড্‌লিভার অয়েলের গন্ধ নাশ করা হইয়াছে; এবং ইহার গন্ধ ও আস্বাদ অপ্রীতিকর নহে।

যাহারা যে কোন কারণ বশতঃ কডলিভার অয়েল, সিরাপ হাইপোফস্ফেট অব লাইম কিম্বা কড্‌লিভার অয়েল ঘটিত যে কোন ঔষধ ব্যবহার করেন, তাহারা একবার সেই সকল ঔষধের পরিবর্ত্তে আমাদের কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া দেখুন, দেখিবেন কত অল্পদিনের মধ্যে আপনার উপকার দর্শাইবে এবং একমাসের মধ্যে দেহের ওজন বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুতে দীর্ঘদিন ধরিয়া সেবন করিলে ধাতু পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন দেহ হয়। ইহা বৃদ্ধদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী।

ব্যবহার বিধি।—চা চামচের এক চামচ মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সহ্যানুযায়ী চারি চামচ মাত্রা পর্য্যন্ত এক ছটাক অল্প গরম দুগ্ধের সহিত আহারের পর, দিবসে দুইবার ব্যবহার করিতে হয়।

মূল্য প্রতি ফাইল (আট আউন্স) ২৲ দুই টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৸৹ বার আনা; একত্রে তিন ফাইল ৫৷৹ সাড়ে পাঁচ টাকা, মাশুলাদি ১৷৹ দেড় টাকা।

একখানি মাত্র প্রশংসাপত্র দেখুন—

বনগাঁও হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ও এ্যাজমা চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ডাক্তার টি, সি, দত্ত, এল, এম, এস, মহাশয় লিখিয়াছেন—

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের যে এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পূর্ব্বে আমি জানিতাম না, কিন্তু কয়েকটী রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ উপকার দেখিয়াছি। আজ কাল যত রকম কডলিভার অয়েল ঘটিত ঔষধ আছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

সোল এজেন্টস্—

শাহ এণ্ড কোং।

ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্টস্।

৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ বর্ষ।] ২৫শে পৌষ, ১৩৩০ সাল। ইং ১০ই জানুয়ারি ১৯২৪ সাল। [৯ম খণ্ড।

প্রেম-মহাবিদ্যালয়।

(আশ্বিনের "ভারতী" হইতে উদ্ধৃত।)

নাম শুনিয়া কেহ মনে করিবেন না, এক কাল্পনিক বিদ্যাপীঠের কথা বলিতে বসিয়াছি। এই মহা-বিদ্যালয়টি চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে দেশভক্ত রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ বাহাদুরের যত্ন ও অর্থে বৃন্দাবনে খোলা হয়—এবং আজ আকারে-আয়োজনে, সাজে সরঞ্জামে ও কার্য্যকারিতায় এই বিদ্যালয় এক বিশাল বাণীভবনে পরিণত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, যাহা স্বতঃই শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করে। সে কথা পরে বলিতেছি।

আজকাল—শুধু আজকাল বলি কেন,—বরাবরই আমাদের দেশে শিক্ষা যে প্রথায় চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে আমরা ঠিক তৃপ্তি পাইতেছি না। তাহাতে না পাই মনের খোরাক, অথচ শরীরের খোরাকও সংগ্রহ করিতে পারি না। চৌকস মানুষেরই বা সৃষ্টি হইতেছে কৈ? বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া আদালতে ভিড় জমাইয়া অর্থ বা শান্তিই পাইতেছি কি? অন্ন-সমস্যা যেমন তেমনি রহিয়া যাইতেছে। রাশ-রাশ পাশ করিয়া শতকরা একজনের হয়তো অবস্থা ফিরিতেছে, বাকী ৯৯জন অতৃপ্তির নিশ্বাস টানিয়া কোনমতে দিন-গুজরান করিতেছি।

দেশ নেতারা বক্তৃতা করিয়া আসর মাতাইতেছেন—চাকুরী ছাড়ো, আদালতের নেশা কাটাও, হাতে-কলমে কাজ কর—কিন্তু তার ব্যবস্থা কোথায়? ভদ্রলোকের ছেলে সত্যই কিছু কামার-শালে গিয়া হাতুড়ি পিটিয়া কাজ শিখিতে পারে না। আমাদের সৌভাগ্য, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার বন্দোবস্ত হইতেছে। ব্যবস্থা পাকা হইলে অবস্থা ফিরিবে বলিয়া আশা হয়।

প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে দেশভক্ত রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ মানস-নেত্রে দেশের ভবিষ্যতের ছবি দেখিয়াছিলেন। তাই ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃন্দাবনে এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। নগরের বাহিরে বিদ্যালয়—কোন কলরব নাই, কোলাহল নাই—প্রচুর আলো ও হাওয়ায় ঝর্ণার মধ্যে উদ্যান-বাটিকার মতই মনোরম গৃহ। শরীর ও মন যেন সেখানে অপ্রফুল্ল বা অবসন্ন হইতে জানে না। বিদ্যালয়ের ঠিক নীচে যমুনা—চড়া পড়িলেও বর্ষায় কূলে কূলে ভরিয়া যায়—তখন সেখানকার দৃশ্য যা হয়, সে অপূর্ব্ব।

এই বিদ্যালয় পরিচালনের জন্য একটি কমিটী আছে। একজন জেনারেল ম্যানেজার আছেন, মন্ত্রী—তিনি বেতন লন্ না। তাঁর সহায়ক আছেন, আরো বিস্তর সদস্য আছেন। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগে একজন করিয়া কর্ত্তা আছেন; তাঁরা মন্ত্রীর অধীন। তা ছাড়া একজন legal adviserও আছেন।

এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় তিন রকম।

১। বিদ্যালয় সাধারণ শ্রেণী—শিক্ষার সহিত লিখন।

২। শিল্প-শ্রেণী—শিল্পশিক্ষার সহিত সাহিত্য-শিক্ষা।

৩। বাণিজ্য-শিক্ষা।

প্রথম বিভাগে—প্রাথমিক বাল-শিক্ষা। এ বিভাগে সাতটী ক্লাশ আছে। এই সব ক্লাশে হিন্দী ও ইংরাজী ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, ড্রয়িং, অর্থশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব ও ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়। তা'ছাড়া সেলাই, খেলনা তৈয়ার, ছুতোরের কাজ—এই তিনটির মধ্যে একটি কাজ এই বিভাগে শিখানো হয়, এবং প্রত্যেক ছাত্রকে এই তিনটির মধ্যে একটি বিষয় শিখিতেই হইবে ইহাই নিয়ম।

বাল-শ্রেণীর পর—অর্থাৎ সাত বৎসর এখানে কাটাইয়া উদ্যোগির শ্রেণী। এই শ্রেণীতে ম্যাট্রিকুলেশনের উপযোগী বিষয়-সমূহ পড়ানো হয়। এই শ্রেণী হইতে বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয় বিভাগ, শিল্পশ্রেণীতে ছয়টি উপ-বিভাগ আছে।

১। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।
২। কাঠের কাজ।
৩। গালিচা তৈয়ার।
৪। কাপড় বোনা।
৫। খেল্‌না ও বাক্স তৈয়ারী।
৬। লোহা ঢালাই।

এই বিভাগে গণিত ও হিন্দী এবং প্রেসের কাজও শেখানো হইয়া থাকে।

তৃতীয় বিভাগ—বাণিজ্য-শিক্ষা। প্রেম-বিদ্যালয়ের ছাত্রও এ বিভাগে ভর্ত্তি হইতে পারে। তবে তার পক্ষে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ হওয়া বা তদনুরূপ শিক্ষা থাকা দরকার। এই বিভাগে টাইপ-রাইটীং, শর্টহ্যাণ্ড, বুক-কীপিং প্রারম্ভেই শেখানো হয়। তারপর নাগরিক ধর্ম্ম, অর্থশাস্ত্র,—এ দুইটিই পড়িতে হয়। তিনটি শ্রেণীতেই ড্রয়িং শিখিতে হয়।

এ ছাড়া মহিলা-শ্রেণী আছে; তার নাম মহিলা-বস্ত্র-কলা শ্রেণী। সূতা কাটা, কাপড় বোনা, সেলাই—এ সমস্তই এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। হার্ম্মোনিয়ম শিক্ষার ব্যবস্থাও এ শ্রেণীতে আছে।

তার উপর আলোচনা, সাহিত্য-রচনা শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য সকল বিভাগেই ডিবেটিং ক্লাব আছে—'প্রেম বাল-সভা', 'প্রেম-মহিলা-সভা'। প্রতি সোমবার এই সভার বৈঠক বসে। এই সকল সভায় ছাত্রেরা প্রবন্ধ রচনা করিয়া পাঠ করে, নানা-বিষয়ের আলোচনা করে—এবং বিশেষজ্ঞ-গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহাদের দ্বারা বক্তৃতা ও আলোচনা প্রভৃতি করানো হয়। ইহার দ্বারা ছাত্রদের মানসিক শক্তির বিকাশ হয়,—এবং যাহাদের প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হয়, তাদের পারিতোষিক দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি আছে—২৮০০৲ টাকার; তন্মধ্যে ৮০৲ বিদ্যালয় বিভাগে এবং ১৬০০৲ ওয়ার্কশপ বিভাগে। প্রেম-শিক্ষা দেওয়া হয় হিন্দী ভাষায়। হিন্দিতে যে সব বিষয়ে গ্রন্থ নাই, বিশেষ গ্রন্থ হইতে অধ্যাপক তাহার ব্যাখ্যা প্রভৃতি করেন হিন্দী ভাষায়, ইংরেজীতে নয়। যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী এ বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে। তবে সকল ছাত্রই যাহাতে নিজেদের ধর্ম্মাচরণে মনোযোগী থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়। ছাত্রদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যাহাতে সহানুভূতি জাগে, সকলে সকলকে সহিতে পারে, বনাইতে পারে—সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। পড়া আরম্ভ করিবার বা ওয়ার্কশপে বাহির হইবার পূর্ব্বে সকল ছাত্রকেই নিজের প্রথানুযায়ী উপাসনা করিতে হয়। ছাত্রদের থাকিতে হয় ছাত্রাগারে (বোর্ডিংয়ে), নয় কোন যোগ্য ও দায়িত্বজ্ঞানবিশিষ্ট অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আবার বিদ্যালয়ের মন্ত্রী দেখিয়া লন, তিনি অভিভাবকত্ব করিবার পক্ষে যোগ্য ব্যক্তি কি না এবং ছাত্রের উপর যথার্থ নজর রাখিবেন কি না।

ছাত্রদের যাহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, সেজন্য খেলাধূলার আয়োজনও আছে। খেলাধূলার জন্য প্রত্যেক শুক্রবারে বিদ্যালয়ের ছুটী হয় বেলা ২টার—অর্থাৎ সেদিনটা half holiday। খেলায় প্রাইজ আছে বিস্তর। দেশী বিদেশী সব খেলারই এখানে সমান আদর। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রতিদিন কোনরূপ খেলায় বা ব্যায়ামে যোগ দিতেই হইবে—ছাড়ান্ নাই।

বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার সময় প্রত্যেক ছাত্রকে একটা পরীক্ষা দিতে হয়। যোগ্যতা অনুসারে ছাত্রের শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হয়। বারো বছরের কম বয়সের বালককে লওয়া হয় না।

ছুটীর ব্যবস্থা পাল-পার্ব্বণ-উপলক্ষে একমাস, বার্ষিক পরীক্ষার পর ১৫ দিন, পূজার সময় একমাস—এই যা ছুট। রবিবারে বিদ্যালয় খোলা থাকে। তার পরিবর্ত্তে প্রতি মঙ্গলবারে বিদ্যালয়ের ছুটী থাকে—সেদিনটা অনধ্যায়।

বিদ্যালয়ের বোর্ডিংয়ে ৯০ জন ছাত্র থাকিতে পারে। বাসের জন্য ঘর-ভাড়া লাগে না—শুধু ১০৲ দশ টাকা জমা রাখিতে হয়। এই ছাত্রাগারে বা বোর্ডিংয়ে যে সব ছাত্রের স্বাস্থ্য খুব ভাল, তাহাদেরই থাকিতে দেওয়া হয়। কর্ত্তৃপক্ষও বিশেষ লক্ষ্য রাখেন, যাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকে। ছাত্রদের অভিভাবকেরা যদি দেখা করিতে আসেন, তবে তাঁহাদের বাসের জন্য অতিথি-শালা আছে। এই অতিথিশালায় তিন দিন তিনি থাকিতে পারেন, ভোজনের ব্যয়টা তাঁকেই দিতে হয়। তাছাড়া এমনি যদি কেহ বিদ্যালয় দেখিতে যান, তিনি মন্ত্রীর অনুমতি পাইলে তিন দিন থাকিতে পারেন—রন্ধনের জন্য তিনি বাসন প্রভৃতি পান; কিন্তু রন্ধন-কার্য্যটা তাঁহাকে অপর লোক দিয়া করাইতে হয়।

বিদ্যালয়ের সহিত লাইব্রেরী আছে। এই লাইব্রেরীতে বিদ্যালয়ের উপযোগী ৫০০০ গ্রন্থ আছে—তার সঙ্গে পঠনাগার (ফ্রী রীডিং রুম) আছে। তাহাতে হিন্দি ও ইংরাজী দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক পত্রাদি সংরক্ষিত হয়। এই পাঠাগার বেলা ৯॥০ হইতে ৪টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। সাধারণের জন্য মুক্ত, চাঁদা লাগে না। যাহার খুসী আসিয়া কাগজ-পত্র পড়িয়া যাও। বিদ্যালয়ের নিজের প্রেস আছে। এই প্রেসে বিদ্যালয়ে যত কিছু কাগজ ও সাপ্তাহিক পত্র "প্রেম" ছাপা হয়।

বিদ্যালয়টির প্রধান লক্ষ্য—দেশে কর্ম্মী মানুষ তৈয়ার করা। পুঁথি জ্ঞানের চেয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানের দিকে নজরও কাজেই বেশী। বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি মিউজিয়ম আছে, ছাত্রদের তৈয়ারী সুন্দর দ্রব্য সেখানে রক্ষিত হয়।

এই বিদ্যালয়টী মাত্র একজনের অর্থে,

একজনের বৃহৎ যত্নে মঙ্গল-কার্য্য সাধন করিতেছে। উহারই আদর্শে বাংলায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এমন ধনী কি কেহ নাই—যিনি মোটর, আরাম ও উপাধির মায়া ত্যাগ করিয়া এত বড় দেশের হিতে অর্থ ও মন নিয়োগ করিতে পারেন?

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

—

কলিকাতায় ডাক্তারি।

(জনৈক স্বপ্নদর্শী লিখিত।)

(১)

এ জগতে "করিৎ কর্ম্মা" (Successful) কে? ইহার উত্তরে বলিব ইনিই করিৎ-কর্ম্মা, যিনি বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করেন, গাড়ী জুড়ি হাঁকান, লোক লোচনের সম্মুখে বেশ "হাঁক ডাক" করিতে পারেন। এখন, কলিকাতার অলিতে গলিতে ডাক্তার, ঘরে ঘরে কেহ না কেহ আত্মীয় ডাক্তার; কিন্তু ইহাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন হা-পয়সা যো-পয়সা করিয়া, কেহ বা সার্টিফিকেট বেচিয়া, কেহ দুশিশি মিকশ্চার বেচিয়া, কেহ ডাক্তারীর সঙ্গে মোটর ভাড়া, কাঠের কারবার, সন্দেশ-চপ-কাটলেটের দোকান রাখিয়া, কেহ বা কমিশন আদায় করিয়া, কেহ বা জমিদারের গৃহ-চিকিৎসকরূপ মাটি মোসাহেব থাকিয়া, কেহ পাঁচজন বড় ডাক্তারের এপ্রাজামী করিয়া, দিন কাটাইয়া যাইতেছেন। মিউনিসিপালিটিতে চাকুরী, সওদাগরী আপিসের চাকরী, কুলি চালানি আড়কাটিদের চাকরী, জীবন-বীমা আপিসের চাকরী, জাহাজের চাকরী, সরকারী বেসরকারী-স্কুলে মাষ্টারী, বেসরকারী হাঁসপাতালে অ্যাপ্রেন্টিস্‌গিরি, প্রভৃতি নানারকমের অস্থায়ী চাকরী করিয়া কেহ কেহ কায়ক্লেশে দিন গুজরান করিতেছেন। সংশেরই আশা ভবিষ্যতে ভাল হইবে। কিন্তু, সেই—পোড়া ভবিষ্যৎ আর আসে না।

(২)

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, কলিকাতায় ডাক্তারখানাও যেমন সংখ্যায় কম ছিল, ডাক্তারেরাও সংখ্যায় তেমনই কম ছিলেন। কাজেই, তখন ডাক্তারখানায় বসিয়া, "বিনা-মূল্যে উপদেশ দেওয়া" উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিলেও, এখন আর তাহা নহে। এখন নিজের ছোটখাট ক্ষুদে-ডাক্তার খানার কথা ছাড়িয়া দিলে, এত বড় কলিকাতা সহরে কয়টা বড় ডাক্তারখানা আছে? পুরা দু ডজনও হইবে না, আর যাহারা বড় ডাক্তারখানা রাখে, তাহারা ডাক্তারের চেয়েও কারবারের দিকে মন বেশী রাখে; কাজেই সে সব জায়গায় বসিয়া "দাতব্য ব্যবস্থা দান" করাটা তেমন সুবিধাজনক ব্যাপার নয়। সেকালে সাদাসিধা ইজের চাপকান হইলেও যথেষ্ট হইত, এবং একখানা গাড়ী ও একটা চারপেয়ে ঘোড়া থাকিলেই যথেষ্ট হইত। এখন কোট প্যাণ্টুলেনের উপরে মাথায় ধুচনি, গলায় বকলোষ, মোটরকার চাই। চাল অতিরিক্ত বাড়িয়া গিয়াছে, অথচ লোকেরাও চালাক হইয়াছে, তাই ত ডাক্তারিটা ছ্যা ছ্যা হইয়া পড়িয়াছে। মুখে noble profession (বা মহদ্বৃত্তি) বলিলে কি হয়, ইহা এখন ব্যবসাদারীর চরম সীমায় উঠিয়াছে। অনবরত noble profession কথাটী সাধারণকে শুনাইয়া শুনাইয়া লাভবান করিয়াছেন সাধারণকে; আর বোকা ব'নিয়াছেন ডাক্তার ভায়ারা নিজে। অর্দ্ধেক বা সিকি বা বিনা "ফি"তে দেখাইয়া লইবার সময়ে সাধারণে, noble profession এর দোহাই দেয়, কত বড় বড় কথার দোহাই দেয়,আর ডাক্তার বেচারি নির্ব্বিকার হইয়া সব ঠকানটুকু বেমালুম হজম করে। Noble profession বলিয়া যেন প্রকাশ্যে ফি লওয়াটা একটা গর্হিত কায; আর ফিয়ের টাকাটাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করাটাই যেন মাহাত্ম্যের মাপ-কাটি—তাই যত লোকে ডাক্তারকে অচল টাকা, ও বিজোড় বা ছেঁড়া নোট, সিঙ্গাপুরের রেজকী দিয়া ঠকায়। আর noble profession বিধায়ে কায করিবার আগে ফি চাহিবার যো নাই বলিয়া, লোক খাটাইয়া যথেষ্ট ফাঁকি দেয়। এক হাতে তালি বাজে না—এক পক্ষেও পুরা nobility বা মহদন্তঃকরণ দেখান চলে না—বিশেষ করিয়া কলিকালে। একালে যে লোকে ঠকাইবার জন্য সর্ব্বদাই ফন্দি খুঁজিতেছে।

(৩)

ইহার ফল কি? অর্থাৎ এক পক্ষে ভদ্র ঘরের সন্তানেরা পয়সা খরচ করিয়া, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া, দিনরাত জাগিয়া, মলমূত্র নির্ব্বিকার চিত্তে ঘাঁটিয়া, নিয়ত রোগের সম্মুখীন থাকিয়া নিজ আয়ুক্ষয় ও জীবনকে বিপন্ন করিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জনের কামনা করে, কারণ যাহারা ডাক্তারি লাইনে ঢোকে তাহাদের বাপদাদার জমিদারী না থাকিবারই কথা। আর অপর পক্ষে, ডাক্তারদিগকে "মহাশয়েরা noble profession করেন" বলিয়া চুমরাইয়া ফি না দিয়া, ফি কাটিয়া লইয়া, কাণা টাকা দিয়া, কোলে করিয়া gratis advice (অর্থাৎ বিনামূল্যে রোগীর ব্যবস্থা) গ্রহণ করিয়া, পথে ঘাটে দুটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া, সাধারণে যদি ঠকায়, তবে তাহার ফল কি? স্বভাব নষ্ট করিলেই অভাব হয়। তাই আজকালকার ডাক্তারেরা যা খুসি তাই করিতেছেন, আর তাহার ফলে রোগীরা ধনে ও প্রাণে মারা যাইতে বসিয়াছে। দু পক্ষে (ডাক্তার ও সাধারণে) অনবরত ঠকান ভাব ধারণ করিলে, কাহারো শ্রেয়ঃ হয় না। দু পক্ষেই পরস্পরের মুখ তাকাইতে হইবে। নতুবা ফল আরও বিষময় হইবে। যাহাতে জনসাধারণে ও চিকিৎসকগণ এই বিষয়ে অবহিত হন, সেই উদ্দেশ্যেই এই কথাগুলি লিখিতে হইল।

(৪)

রোগীর চেয়ে ডাক্তারের সংখ্যা সহরে

খুব বেশী। কাজেই, ডাক্তারকে অন্ততঃ বাহ্যতঃ সুলভ হইতেই হইবে। "প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে দাতব্য-ব্যবস্থা দান" (advice gratis) সেই সুলভতার মুখোস! আর সেই দাতব্য-ব্যবস্থা পাইবার জন্য এ জাতি লালায়িত! "বিনা মূল্যে" বা "উপহার" বা "দাতব্য" স্বরূপ কিছু লইতেও এ জাতি তৎপর! এ হ্যাংলাখোর মানে বুঝ না! যাহা হউক, "দাতব্য" চিকিৎসাটি দেখিতে বেশ—ইহাতে হৃদয়ের পরিচয় পাইবারই কথা। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, ইহা ডাক্তারীর "চার" ছড়াইবার ফন্দি, ইহা ভদ্রভাবে বিজ্ঞাপন দান! দাতব্য ব্যবস্থার মৌতাত গিলিতে গিলিতে অনেকেই বাঁধা পড়িয়া যান। তখন আর যায় কোথায়? তখন তাহাকে বেশ করিয়া কোপ দিতে বাধা নাই।

ইংরাজী সভ্যতার নিয়মানুসারে, ডাক্তারের "বিজ্ঞাপন" দেওয়া মহাপাপ। অথচ ডাক্তারেরা যোজনগন্ধা নহেন; এমন অবস্থায়, সাধারণে কি করিয়া জানিবে, যে, কোনও ডাক্তারের আস্তানা এখানে আছে? ঐ সভ্যতামূলক আইনকে নলচের আড়াল দিবার জন্য ছিল (ও আছে) "দাতব্য" ব্যবস্থা দান; এবং আজকাল ক্রমশঃই হু হু শব্দে (থুড়ি—নীরবে, কিন্তু মাত্র খস্ খস্ আওয়াজের সঙ্গে) দালাল রাখার ব্যবস্থা বাড়িতেছে। এই দালালেরা বহুরূপী। আপাততঃ আপনারা ইহাদের ফটোগুলি দেখুন।

(৫)

এক নম্বর। ইনি ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার বেশে বিরাজিত। ইহার কায, সমবেত রোগীদের সম্মুখে ডাক্তার বাবুর অদ্ভুত অদ্ভুত রোগ সারাবার (বলা বাহুল্য, কল্পিত) বিবরণ গল্প করা; ইহার কায, সর্ব্ব সময়ে, অপর ডাক্তারের নিন্দা করা,—অবশ্য তুলনায় সমালোচনার মুখে নিন্দা করা; ইহার কায, ডাক্তার বাবুর টেবিলের উপর খুব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এমন জায়গায় একখানা কাগজে ৮।১০টা নাম ও ঠিকানা লিখিয়া রাখা এবং কোন রোগী ডাক্তার বাবুকে লইতে আসিলে, মুখভার করিয়া, কোঁথাইয়া, স্বগতঃ ভাবে বলা—"তাই ত, এত কায সারিয়া, বাবু কখন যাইতে পারিবেন তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না—নাম তো লিখিয়া রাখিলাম, বাবুকে বলিব—দেখি—কতক্ষণে যাওয়া ঘটিয়া উঠে কিনা?" বলা বাহুল্য, ইনি বস্তিতে অলিতে গলিতে স্বয়ং ডাক্তারি করিয়া বেড়ান এবং "টাকটা সিকিটা নিদেন দু আনা পাইলেই খুসি হন; ডাক্তার বাবুর অজ্ঞাতসারেই সস্তায় বস্তিতে ঔষধ "দান" করিয়া থাকেন, এবং ক্ষণে ক্ষণে তাহার রোগীমণ্ডলীকে একবার ডাক্তার বাবুকে দেখাইতে পরামর্শ দেন। এইরূপে উভয়েই উভয়ের সাহায্য করিয়া ধন্য হন।

(৬)

দুই নম্বর। ইহারা দলে দলে ঘুরেন। হয়তো বা গঙ্গাস্নানের ঘাটে; হয়ত বা অফিসের সময়ে, বেশ ভিড়ওয়ালা ট্রামে ইহারা চড়িয়া বেড়ান। ট্রামের প্রথম সীটে একজন, আর হয়ত পঞ্চম সীটে অপর জন বসেন। অকস্মাৎ চোখোচোখি হওয়ায়—ভাণ করিয়া, ইঁহারা পূর্ব্ব সঙ্কেতানুসারে এই ভাবে কথোপকথন চালান:—

রাম। কি মশাই, অনেক দিন পরে দেখিতেছি যে? শরীর ভাল ত? ইস্ বড্ড রোগা দেখাচ্ছে কেন? কি হইয়াছিল?

শ্যাম। হইয়াছিল? বাবা! তিন তিন মাস অমুক ব্যারামে (টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্রভৃতি বড় বড় রোগের নাম ভিন্ন নাম মুখেই আসে না!) ভুগিয়া, কত সব বড় বড় ডাক্তার দেখাইয়া, ধনে ও প্রাণে মরিতে বসিয়াছিলাম। বেঁচে থাক আমার অমুক ডাক্তার—ঐ যে গো—এত নম্বর অমুক ষ্ট্রীটের অমুক বাবু—ছেলে মানুষ হলে কি হয়—আমাকে অমন যমের মুখ থেকে টেনে ত নিয়ে এলো।

[এই বলিয়া অপর ট্রামের জন্য নামিয়া পড়া] (গঙ্গার ঘাটেও মেয়ে মহলে এই ভাবে ঠিক এই-কথার প্রণালী কার্য্য সম্পন্ন হয়।)

(৭)

তিন নম্বর। ইনি ডাক্তার বাবুর সহকারী বা General assistantএর মূর্ত্তিতে বিরাজিত। দেখিতে সুরূপ, সুবেশধারী, লেখা পড়াও একটু মন্দ নয়। ইনি বন্ধু বান্ধব, স্থান-অস্থান, যেখান থেকে হউক রোগী ধরিয়া আনিয়া দিলেই দক্ষিণার বখরা পান, তা সে আধা-আধি বা সিকি যাহা হউক একটা। ডাক্তার বাবু যদি হাঁসপাতালের ডাক্তার হন, তাহা হইলে সেখানেও ইনি জুটেন। হাঁসপাতালের রোগীকে কত রকমে লুব্ধ করিয়া কবলিত করা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত লউন:—

(১) আউট ডোর (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে যেখানে রোগীকে দেখা হয়, এবং আবশ্যক হইলে ভর্ত্তি করা হয়, নতুবা ঔষধ দিয়া বিদায় দেওয়া হয়) ঘরে প্রথমে ভাল করিয়া না দেখা অথবা সবিশেষ পর্য্যন্ত বসাইয়া রাখিয়া দেখা হয়। চেহারা দেখিলেই বোঝা যায়, কে কি দরের লোক—কাযেই ঝোপ বুঝিয়াই কোপ মারা হয়। লোকটিকে হতশ্রদ্ধা করিয়া দেখিয়া, সঙ্গে সঙ্গে স্বগত ভাবে ডাক্তার বাবু স্বয়ংই বলেন—"আপনারা হাঁসপাতালে আসেন কেন? হাঁসপাতাল অক্ষমদিগের জন্য। আপনারা ত বাড়ীতেই ডাক্তার ডাকিয়া দেখাইতে পারেন।" যদি সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান হয়, তবে হয় সরিয়া পড়ে, নতুবা ডাক্তার বাবুর নাম ঠিকানা লয়। একটু বোকা বা নির্ব্বোধ লোক হইলে, দালাল মহাশয় (যিনি রোগীদের মধ্যে ভেক-ক্ষণ রোগী সাজিয়া বসিয়া, ঘন ঘন চারিদিকে নজর দিতে ছিলেন, কে টোপ গিলিবার উপযুক্ত এবং যিনি উহার মধ্যে পাঠানো লোকগুলির নাম ঠিকানাও সংগ্রহ করিতে ছিলেন) চুপি চুপি তাঁহাকে একান্তে ডাকিয়া

পরামর্শ দেন—"সত্য মহাশয় হাঁসপাতালে কি কখনও ভাল করিয়া দেখা হয়? এত কাজের মধ্যে মাথা ঠিক রাখা যায় কি? আমাদের ডাক্তার বাবুটি যেমন পণ্ডিত, তেমন অমায়িক—খোদ ডাক্তার সাহেব উঁহার সঙ্গে সব কাযে পরামর্শ লইয়া তবে কায করেন। আমার সঙ্গে উঁহার আলাপ হইয়াছে, আমিও উঁহার বাড়ীতে গিয়া এক কি দুই দিন দেখাইয়াই ভাল হইয়াছি। অমুক অমুক সময়ে, অমুক নম্বর, অমুক ষ্ট্রীটে উনি থাকেন। বলেন ত আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়াও যাইতে পারি—তাহাতে আপনার খুব সুবিধা হইবে আমি দু-কথা আপনার হইয়া বলিয়াও দিব।" এই টোপ দশ জনের মধ্য পাঁচ জনে গিলে!!!

(২) কোন রোগী মফঃস্বল হইতে ভর্ত্তি হইতে আসিয়াছে, ডাক্তার বাবু স্বয়ং, বা তাহার দালালের মারফৎ সে কথা জানিতে পারিয়াছেন। বাস্—অমনি সব বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল। সে রোগী ডাক্তারের নিকট যাইবামাত্র ঔষধ লেখা হইয়া গেল—সে যতই ভর্ত্তি হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে, ততই ডাক্তার বাবু বধির হইয়া অপর রোগী দেখিতে থাকেন। ইত্যবসরে রোগী-রূপী দালাল মহাশয় তাঁহার নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া রোগীর বন্ধু সাজিয়া, ডাক্তার বাবুর "হাতে পায়ে ধরিয়া" তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

(৩) রোগী কোন রকমে ভর্ত্তি হইয়াছে; কিন্তু ৮।১০ দিন ধরিয়া তাহার দুধ সাগু পথ্যও যোটেনা, আর তাহার রোগের ব্যবস্থাও হয় না। আবার সেই দালাল মশাই ঘন ঘন আত্মীয়তা করিয়া কিছু আদায় করিয়া দেয় তবে সে বেচারির পথ্য ও চিকিৎসার যথাযোগ্য ব্যবস্থা হয়। যে সব রোগী ঘর ভাড়া লইয়া (রুম পেসেণ্ট হইয়া) থাকে তাহাদেরই এই গ্রহ বেশী ভোগায়!

(খ)

(৪) রোগী ভর্ত্তি হইয়াছে—কতকটা আরামও হইয়াছে, এমন সময়ে, একদিন মুখভার করিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন—"তুমি কাল চলিয়া যাইও তোমাকে একখানি পাশ কাটিয়া দিব, তাহা দেখাইয়া "আউট ডোরে" ঔষধ ও ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি করাইও। আমার অপরাপর জরুরি রোগী ভর্ত্তি করিতে হইবে আর যায়গা খালি নাই।" বলা বাহুল্য, বাছিয়া বাছিয়া মফঃস্বলবাসী, অর্দ্ধ আরোগ্য লাভ করিয়াছে এমন রোগীদিগকেই এই কথা বলা হয়। আরো বলা বাহুল্য যে, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইলে "ব্রাহ্মণ, বাদল, ও বানের" ন্যায়, ডাক্তার বাবুরও ভ্রূকুটি লোপ পায়। আর "যায়গার টানাটানি ধামা চাপা পড়ে।

(৫) রোগী আরোগ্য হইয়াছে বাড়ী যাইবে এমন সময় চিকিৎসক মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "একটা অমুক জিনিষ করাইয়া দিতে হইবে—তা'হলে ব্যায়রামের জের টুকু যাইবে। রোগী মহা ফাঁফরে পড়িয়া আবার কবলিত হইল, আবার কিছু আদায় হইল।

এইখানে বলিয়া রাখি—যে এই জাতীয় দৃষ্টান্ত বিরল। আরো বলিয়া রাখি যে, এই কাযে সাহেবরাই আমাদের গুরু। তাঁহারা সময়ে সময়ে, অস্ত্রোপচার করিবার সময়ে, যথেষ্ট মোটা দক্ষিণা আদায় করেন, আবার "বখশিস" আদায় করেন। তাঁহারা কেহ কেহ রোগীকে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করিবার পূর্ব্বে "বাড়িতে" একবার রোগীকে দেখিতে চাহেন, এবং বাড়ীতে একটা ফি আদায় করিয়া তবে ভর্ত্তি হইবার অর্ডার (হুকুমনামা) লিখিয়া দেন।

(৮)

চারি নম্বর। ইহারা সব এক জাতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ ডাক্তার স্বয়ংই ডাক্তারের দালাল একটা বিলাতী সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলাম—"কোন দুজন ছোকরা ডাক্তারের কিছু হইত না; তাঁহারা একজন ভবানীপুরে, অন্যজন শ্যামবাজারে বাসা লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, রোগী খুব অল্পই জুটিত। যেমনই রোগী জুটুক, দুই এক দিন দেখায় পরেই, শ্যামবাজারের ডাক্তারটি বলিতেন—'দেখুন? আমার দু একটা বিষয়ে একটু সন্দেহ ঠেকিতেছে, তা' যদি আপনি ভবানীপুরের অমুক ডাক্তারের সঙ্গে আমাকে একবার পরামর্শ করিবার সুযোগ দেন, ত বড় ভাল হয়।' এই ভাবে ভবানীপুরের ডাক্তারটী শ্যামবাজারের ডাক্তারের নাম করিতেন, আর শ্যামবাজারের তিনি ভবানীপুরের তাঁর নাম করিতেন। পরে অজ্ঞাতসারে বন্ধুদ্বয় একদিকে যেমন consultant হিসাবে বেশী fee (ফি) আদায় করিতে লাগিলেন, তেমনি পরস্পর পরস্পরের নাম চতুর্দ্দিকে জাহির করিয়া দিলেন।

পাঁচ নম্বর। ইনি স্বার্থান্বেষী গৃহস্থ। ইহার উদ্দেশ্য—স্বয়ং ডাক্তারকে কিছু দিব না কিন্তু দুপাশাড়ি যত লোকের অসুখের কথা শুনিব, সবাইকে ইহার কাছে আনিয়া দিব, ব্যাস্, ডাক্তার বাবু তাহা হইলেই আমার বাধ্য থাকিবেন। এই জাতীয় দালালেরা যে গুণমুগ্ধ পুরুষ, সে কথা বলিতে পারি না, ইহারা স্বার্থান্বেষী। জুনিয়ার অর্থাৎ টাটকা পাশকরা কোন কোন ডাক্তার, এইভাবে কোন একটি আত্মীয় বয়োবৃদ্ধ ডাক্তারের সাহচর্য্য করিয়া তাঁহার এবং নিজের প্র্যাকটিস্ বাগাইয়া থাকেন। যে ডাক্তারেরা ডাক্তারি স্কুলে পড়ান, বা হাঁসপাতালে কায করেন, তাঁহারা অনেক সময়ে ছাত্রদিগকে দালালরূপে ব্যবহার করিবার সুযোগ পান।

ছয় নম্বর। দেশ-হিতৈষী সাজিয়া, বা কোনও সাধু মহাত্মার নাম করিয়া অতিসুন্দর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কেহ সস্তায় বা বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণের 'চার' ছড়ান। কেহ সস্তায় বা বিনামূল্যে ইনজেক্‌শন্ বা অপারেসনের চার ছড়ান। বলিয়াছি ত এদেশে 'বিনামূল্যে বা সুলভে' বিষ্ঠা পাওয়া গেলেও লোকে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য লালায়িত

হয়। বলা বাহুল্য, সুলভ বা বিনামূল্যে ঔষধ-দানকারী স্বর্গ হইতে সদ্যোঃ আগত দেবদূত নহেন। তাঁহার সুলভ ঔষধ টাকা দাদন দেওয়ার মত কাজ করে। সিকি গ্রেণ কুইনাইন, সিকি গ্রেণ হীরাকস্ সোণামুখীর পাতা চূর্ণকে "ম্যালেরিয়ার মহৌষধ" রূপে বিতরণ করিয়া নাম জাহির করিতে দেখিয়াছি। কেহ বা বস্তিতে বস্তিতে স্বদেশহিতৈষী সাজিয়া, প্রথম প্রথম বিনামূল্যে চিকিৎসক সাজিয়া, নিজের কোলে ঝোল টানিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন!!!

সাত নম্বর। কাহারো বাপ-দাদা-শ্বশুর প্রভৃতি আত্মীয় মমতান্ধ হইয়া যায় তার ঘাড়ে ভর করিয়া ছেলেকে বা ভাইকে গছাইয়া দেন এবং তাহার সুখ্যাতিতে সহস্র জিহ্বা হন! আপাততঃ আর দৃষ্টান্ত দিব না।

(ক্রমশঃ)।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিননাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

৬। আত্মা।

অহমাত্মা গুড়াকেশ
সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ
ভূতানামন্ত এব চ॥

১০।২০।

অহং (ঈশ্বরঃ) সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ (সর্ব্বভূতাধারস্থঃ) আত্মা (চিদাত্মেতি)। অহং (আত্মা) ভূতানাং (জীবানাং) আদিঃ (জন্ম) চ মধ্যং (জীবিতকালং) অন্তঃ (বিনাশকালং) এব চ।

ঈশ্বর ভূতকৃত আধারের মধ্যে আগমন করিলে উহার নাম আত্মা হয়। তখন ঐ ভূত জীবিত হয় বলিয়া ঐ আগমন কালকে তাহার আদি বা জন্ম বলা হয়। আত্মা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ উহার মধ্য বা জীবিত কাল এবং আত্মা যখন চলিয়া যান তখন উহার অন্তঃ বা বিয়োগকাল। এই আত্মাযুক্ত ভূতকে মূর্ত্তি বলে। শিব পূজার সময় ঐ মূর্ত্তিদের অষ্টমূর্ত্তি রূপে পূজা হয়।

God when enters into the cavity of a being is called Soul. He enlivens the body and the time is called the beginning of a life or the birth. As long as he stays the body lives and the period is called life. When he departs, the body dies and the time is called the end of a life or the death. Thus his appearance is the beginning, existence is the middle, and disappearance is the end of a being. This beginning is inspiration—helping repair and mid-life is repair helping repoduction and the end-life is waste. These waste, repair and reproductions are the fundamental principles of the life. So we find two sorts of elements, one is with the fundamental principles and is living henceforward will be called a being, the other with out-waste repair and reproduction and is dead, henceforward will be called an Atom. Let us conceive a pore in an atom entering into which the Soul inspires it and as long as the Soul lives in it, the atom is a being.

৭। জীবাত্মা।

মমৈবাংশো জীবলোকে
জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতি-
স্থানি কর্ষতি॥

১৫।৭।

এব মম সনাতনঃ জীবভূতঃ (জীবাখ্যা প্রাপ্তঃ) অংশ জীবলোকে (জীবকৃত ঘটে) প্রকৃতি স্থানি (অব্যক্তে স্থিতানি) মনঃষষ্ঠানী ইন্দ্রিয়াণি কর্ষতি।

জীবাত্মা স্বরূপ প্রাপ্ত আমার সনাতন অংশ, জীবকৃত আধারে প্রকৃতি স্থিত মন সহিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। মূর্ত্তিরা একত্রিত হইয়া একটী আশয় প্রস্তুত করিলে তন্মধ্যে মূর্ত্তিস্থ আত্মাদের অংশ একত্রিত হইয়া জীবাত্মা হয়। এই জীবাত্মা প্রকৃতি হইতে অর্থাৎ মূর্ত্তিদের শক্তিভাগ হইতে মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে কর্ষণ করে।

বরফ দ্বারা ঘট প্রস্তুত হইয়া সেই ঘটের মধ্যে বাষ্প প্রবেশ করিলে ঐ ঘট যেন মূর্ত্তি হয়। ঘটগুলি যেন পঞ্চভূত। পাঁচটী ঘট একত্রিত হইয়া একটী দুর্গ প্রস্তুত হইলে উহার নাম জীবলোক বা শৈলপুত্রী বা দুর্গা হয়। এই শৈলপুত্রীর আশয়ে আত্মার যে অংশ অবস্থিত হয় উহা জীবাত্মা। মূর্ত্তিতে যে আত্মা থাকে উহা আত্মা। এবং উহার মধ্যে ক্ষরাক্ষর ব্যাপী যিনি তিনি পরমাত্মা। এই শৈলপুত্রীই সর্ব্ব বা ক্ষিতিমূর্ত্তি হইতে গন্ধ আকর্ষণ করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতেছে, ভব বা জলমূর্ত্তি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া রসনেন্দ্রিয়, রুদ্র বা তেজমূর্ত্তি হইতে রূপ আকর্ষণ করিয়া দর্শন ইন্দ্রিয়, উগ্র বা বায়ু মূর্ত্তি হইতে স্পর্শ আকর্ষণ করিয়া স্পর্শেন্দ্রিয়, ভীম বা ব্যোম মূর্ত্তি হইতে শব্দ আকর্ষণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় হইতেছে এবং সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি শক্তিতে পরিণত হইয়া মন হইতেছে। পাঁচটী ঘট হইতে দুর্গ মধ্যে যে বাষ্প আসিল তাহাই জীবাত্মা। এই জীবাত্মা ঐ ঘটদের নিকট

হইতে ঘট উদ্ভব করিয়া পূর্ব্ব নিয়মে পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন প্রস্তুত করে। ইহার নাম এখন অন্তর্দ্দেহ হয়। "জীবঃ কর্ম্মফলং ভুঙ্ক্তে আত্মা নির্লিপ্ত এব চ" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

প্রকৃতি দ্বিবিধ,—

১। অচেতনা—অপ বা ভূতের অনন্ত সাগর ইতি অবাদি। ইহাতে সত্ত্ব, রজ, তম গুণ সাম্য অবস্থায় অবস্থিত।

সত্ত্বংরজস্তমশ্চৈব গুণত্রয়মুদাহৃতম্।
সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতি পরিকীর্ত্তিতা॥

মাৎস্যে।

ইহারই আর এক নাম প্রধান বা অপরা প্রকৃতি বা অর্ণব (বৈদিক সন্ধ্যায় উক্ত)।

২। চেতন মূর্ত্তিদের অনন্ত সাগর বা মহদাদি। ইনি পরা প্রকৃতি। ইহার আর এক নাম জীবভূতা বা সমুদ্র।

ত্রিগুণাত্ম স্বরূপায়া সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা।
প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

These beings join together to form a cell body. The focus of the Souls in the cell of the cell body is called "Self." This "Self" differentiates the cell life called protoplast into mind and five sensory central cells.

(ক্রমশঃ।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঠাকুরমার টোট্‌কা

বা

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

বাতরোগ।

নিসিন্দাপাতা, বেলপাতা, গাঁদাল পাতা ও আদা ছেঁচিয়া ।/০ ছটাক রস অল্প গরম করিয়া ৬ রতি সৈন্ধবের সহিত পান করিলে, বাতের উপশম হয়।

রসুন ॥০ আনা, রেড়ীর শিকড়ের ছাল ॥০ আনা, নিসিন্দা ।৶০ আনা, শুঁঠ ।৶০ আনা, গুলঞ্চ ।০ আনা, জল ৵॥০ সের শেষ ।৶০ পোয়া। এই পাচন বিশেষ ফলদায়ক।

তিশিরা মনসার পাতার রসে সৈন্ধব চূর্ণ মিশাইয়া, ব্যথা স্থানে প্রলেপ দিয়া ঐ স্থানে রৌদ্র লাগাইবেন।

কাঁচা লঙ্ক, সজনে ছাল, ধুতুরা পাতা, আকন্দ পাতা ও সৈন্ধব লবণ বাটিয়া প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই ব্যথা আরাম হয়।

শ্বেত সর্ষপ, মুসব্বর, সজনে ছাল, গোল মরিচ, হিং, আদা, বিট্‌লবণ ও ধুতুরার শিকড় বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে অবশ্য ব্যথা নিবারণ হয়।

বাধক।

পুরাতন সিদ্ধি, বন আদা ও ভেরেণ্ডার কচি পাতা সমভাগে বাটিয়া ৵০ আনা পরিমাণ বটি করিয়া বেদনাকালে সেবন করিলে নিশ্চয় উপশম হয়।

রিঠ চূর্ণ ৵০ আনা, উলট্‌কম্বলের শিকড় ৵০ আনা, গোলমরিচ ৪টা, জল দিয়া বাটিয়া সেবন করিলে নিশ্চয়ই ঐ ব্যথার শান্তি হয়।

দারুচিনি চূর্ণ ১ ভাগ, আমলকী ১ ভাগ, মুসব্বর ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ, হিং ১ ভাগ, লৌহভস্ম ১ ভাগ, তেউরি মূল চূর্ণ ৪ ভাগ, এই চূর্ণের মাত্রা ৵০ আনা হইতে ৶০, অনুপান গরম জল,—এটী বাধকের ভাল ঔষধ।

বুক ধড় ফড়।

জটামাংসী ১ ভরি, শ্বেত বেড়েলার মূল ॥০, শালপানির মূল ॥০ আনা, গব্যদুগ্ধ আধ পোয়া, জল ৵॥০ সের,শেষ ।৶০ পোয়া—ইহা সেবনে হৃদ্বায়ুজনিত বুক ধড়ফড় করা ভাল হয়।

রেড়ীর ছাল ॥০ আনা, গোক্ষুর ।০ আনা, রাস্না ।০ আনা, অশ্বগন্ধা ॥০ আনা, হরিতকী ।০ আনা, বেলের শিকড়ের ছাল ।০ আনা, জল ৵॥০ সের, শেষ ৵০ ছটাক—এই পাচন অত্যন্ত ফলদায়ক।

বুক ব্যথা।

পুরাতন ঘৃত ২ ভরি, আদার রস ৪ ভরি, কর্পূর ।০ আনা, আকন্দের আঠা ॥০ আনা, একত্রে জ্বাল দিয়া শুকাইয়া লইবেন—ইহা বুকে মালিশ করিলে ব্যথা নিবারণ হয়।

মসূরের ডালের গুঁড়া ও শুঁঠ চূর্ণ, মুরগীর ডিমের তরল অংশের সহিত গুলিয়া প্রলেপ দিলে, বুকের ব্যথা আরাম হয়।

বোল্‌তা কাটা।

সোরা, গুড় ও চিনি একত্রে মালিশ করিলে শীঘ্র জ্বালার নিবারণ হয়।

রসুনের বা পিঁয়াজের রস কিম্বা তামাক লাগাইয়া দিতে হয়। চূণ ও গোবর একত্রে লাগাইয়া দিলে, শীঘ্র স্বস্তি হয়। তার্পিণ তৈল বা কেরোসিন মর্দ্দনে জ্বালার শান্তি হয়।

মাকড়সার গরল।

গন্ধক ও রান্নাঘরের ঝুল, নারিকেল তৈলে মাড়িয়া প্রলেপ দিবেন।

জীর্ণ ঘুনের ভাঁড়ের চটা কর্পূর, গন্ধক ও হরিদ্রাচূর্ণ গাওয়া ঘিয়ে মাড়িয়া প্রলেপ দিবেন।

মাথাঘোরা।

ভীমরাজের পাতার রস অথবা হিঞ্চা শাকের রস সর্ষপ তৈলে মিশাইয়া উহা রৌদ্রপক্ক করিয়া মাথায় দিবে বা ভয়সা ঘৃতে জল মিশাইয়া ফেনাইয়া মাথায় প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ।)

বিংশ শতাব্দির অপূর্ব্ব আবিষ্কার !

আয়ুর্ব্বেদিক ও এলোপ্যাথিক ভেষজের

বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ এণ্ড কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম।

মহর্ষি চ্যবনমুনির আবিষ্কৃত চ্যবনপ্রাশের গুণ বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়া ও ভেষজের অভাব বশতঃ অনেকের প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ শাস্ত্রানুযায়ী আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না। সেই কারণে আমরা ভারতের নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া মেদ, মহামেদ, বংশলোচন প্রভৃতি মহা আবশ্যকীয় দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতঃ বিশেষ সতর্কতার সহিত এই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া আমেরিকান প্রক্রিয়ায় ইহার সহিত নরওয়ে জাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম সংযোজনা করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকমতে সম্মিলিত হওয়ায় পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে চ্যবনপ্রাশ, কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম এই ত্রিবিধ ঔষধের প্রত্যেকের শরীরের উপর কার্য্যকরি ক্ষমতা (Physiological action) দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করিলে ফুসফুস সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া যথা—শ্বাস, কাশ, পার্শ্বশূল, বক্ষস্থলে বেদনা বা ভারবোধ, সপূঁয কফ বা রক্ত নিষ্ঠীবন, নিশাস্বেদ, পুরাতন ব্রংক্রাইটিস প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। যাঁহাদের নিজের বা পৈত্রিক কাশির দোষ আছে বা হাঁপানি রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ অমৃত তুল্য। অনেকের শুদ্ধ কডলিভার অয়েল সহ্য হয় না, পেট গরম হয়, পাতলা দাস্ত হয়, তদ্ভিন্ন ইহার অতিশয় তীব্র গন্ধ হেতু অনেকে ব্যবহার করিতে চান না এবং ব্যবহার করিয়াও অনেকে বমন করিয়া ফেলেন; কিন্তু আমাদের এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের সহিত কতকগুলি এইরূপ দেশীয় ভেষজ দ্বারা অভিনব প্রণালীতে কডলিভার অয়েল সংমিশ্রিত হইয়াছে, যে ইহা সকল শরীরে সহজে হজম করাইয়া নূতন রক্ত কণিকা প্রস্তুত করে, তদ্দ্বারা ফুসফুস সবল হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে দেহ বলিষ্ঠ ও লাবণ্যময় দেখায়; তদ্ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা কড্‌লিভার অয়েলের গন্ধ নাশ করা হইয়াছে; এবং ইহার গন্ধ ও আস্বাদ অপ্রীতিকর নহে।

যাহারা যে কোন কারণ বশতঃ কডলিভার অয়েল, সিরাপ হাইপোফস্ফেট অব লাইম কিম্বা কড্‌লিভার অয়েল ঘটিত যে কোন ঔষধ ব্যবহার করেন, তাহারা একবার সেই সকল ঔষধের পরিবর্ত্তে আমাদের কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া দেখুন, দেখিবেন কত অল্পদিনের মধ্যে আপনার উপকার দর্শাইবে এবং একমাসের মধ্যে দেহের ওজন বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুতে দীর্ঘদিন ধরিয়া সেবন করিলে ধাতু পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন দেহ হয়। ইহা বৃদ্ধদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী।

— ব্যবহার বিধি।—চা চামচের এক চামচ মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সহ্যানুযায়ী চারি চামচ মাত্রা পর্য্যন্ত এক ছটাক অল্প গরম দুগ্ধের সহিত আহারের পর, দিবসে দুইবার ব্যবহার করিতে হয়।

মূল্য প্রতি ফাইল (আট আউন্স) ২৲ দুই টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৸০ বার আনা; একত্রে তিন ফাইল ৫॥০ সাড়ে পাঁচ টাকা, মাশুলাদি ১॥০ দেড় টাকা।

একখানি মাত্র প্রশংসাপত্র দেখুন—

বনগাঁও হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ও এ্যালপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ডাক্তার টি, সি, দত্ত, এল, এম, এস, মহাশয় লিখিয়াছেন—

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের যে এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পূর্ব্বে আমি জানিতাম না, কিন্তু কয়েকটী রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ উপকার দেখিয়াছি। আজ কাল যত রকম কডলিভার অয়েল ঘটিত ঔষধ আছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

সোল এজেণ্টস্—

শাহ এণ্ড কোং।

ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্টস্।

৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ বর্ষ।] ২৫শে মাঘ, ১৩৩০ সাল। ইং ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ সাল। [১০ম খণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কলিকাতায় ডাক্তারি।

(জনৈক স্বপ্নদর্শী লিখিত।)

(৯)

যেখানে মুখপাতে এমন ব্যবস্থা, সেখানে দোকানদারী ছাড়া, আর কি ভাব আসিতে পারে? এই দোকানদারীর কয়েকটা নক্সা দেখা যাউক। Noble profession এর মুখপাত হইতে পরিণতি পর্য্যন্ত কি কি "চাল" চলন্‌ হইতেছে, তাহা ক্রমে ক্রমে দেখা যাউক।

Noble profession অর্থাৎ যে বৃত্তির একমাত্র মূলধন, হৃদয় বা মাহাত্ম্য—সেই ব্যবসায়ের আজ মূলমন্ত্র দাঁড়াইয়াছে বেশ্যা-বৃত্তি। পাশ হইয়া ডাক্তার হইলেই সাহেবিয়ানার মর্কটামি করা চাই অর্থাৎ, এই স্বদেশী বা Nationalism এর যুগে, চাঁদনীর সস্তা ও খেলো পোষাকে সাহেব সাজিতেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ একটি বসিবার ঘরও চাই—তা হউক সে আস্তাবলের আধখানা, বা হউক সে পায়খানার গায়ে—ঘরটি পাকা ও চূণকাম করা হইলেই হইল। সেখানে ২।৪ খানা চেয়ার, একটা টেবিল, একটুখানি পর্দ্দার আড়াল দেওয়া 'প্রাইভেট' যায়গা চাই। এ হেন কন্‌সালটিং (না ইন্‌সালটিং?) রুম, "সার্জ্জারি" বা "অফিসে", সকাল হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত, তীর্থের কাকের মত বসিয়া থাকা চাই। চাকর না জুটে, দরজা বন্ধ করিয়া নিজে ঘর পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে—নিজে আলো জ্বালিতে ও ঘর বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণের সম্মুখে, হ্যাট-কোট আঁটিয়া সাহেবী চালে বসিয়া থাকিতে হইবে, যেমন অধঃপতিতা মাতৃজাতীয়েরা বেশ-ভূষা করিয়া সারারাত্রি রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া সময় কাটান। এচাল এখন পুরাতন হইলেও, অধিকাংশ ছোকরা ডাক্তারেরা, গরীব গৃহস্থের ছেলে বলিয়া অনন্যোপায় বিধায়ে এচাল এখনও চালাইতেছে। যাহাদের বাপ বা শ্বশুর বড়লোক, তাহারা নূতন চাল আরম্ভ করিয়াছে। সে গুলির মূলমন্ত্র এই গোড়া থেকেই, কিস্তিমাৎ করিতে হইবে। আগে গরীবানা চালে আরম্ভ করিয়া, শেষে অবস্থা ফিরাইবার জন্য বসিয়া থাকিলে, সে ভাল দিন প্রায় আসে না! এই জন্য গোড়া থেকেই, খুব লম্বা চৌড়া চালে কাজ আরম্ভ করা হয়। লোকের প্রথম ধারণাই বরাবর রহিয়া যায়। The first is the best impression এই জন্য, আজকাল, অনেক ছোকরা ডাক্তার এই এই গুলি করেন:—(১) একখানি ফিটফাট্ মোটর কেনা চাই:—কায থাকুক আর নাই থাকুক যখন তখন এ গলি সে গলিতে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করিয়া, ঘুরিয়া বেড়ান চাই। শ্বশুরবাড়ী, দাদা, খুড়া, বন্ধুবান্ধব সকলের বাড়ীতে, দিনে ২।৩ বার যাইয়া, সেখানে ২।১ ঘন্টা বসিয়া সময় ধ্বংস করিয়া, বেলা ১২টার সময়ে, ও রাত্রে ৯টায় বাড়ী ফিরিতে হইবে। (২) পকেটে কতকগুলা 'পোষা টাকা' থাকা চাই যখন তখন, যেন হঠাৎ হাত লাগিয়া, বা পকেটে কোন জিনিষ রাখিবার বা বাহির করিবার ছুতায়, সে গুলির শব্দ হওয়া চাই। (৩) মাঝে মাঝে, লোককে শুনাইয়া, "উঃ কি গরম!" "উঃ আর খাটিতে পারি না!" "উঃ কাল বাড়ী ফিরিয়া আর উঠিতে পারি নাই, এত পরিশ্রম গিয়াছে—অমুক যায়গায় কাল তিনটা প্রসব করাইয়াছি আর সতরটা টাইফয়েড কেশ দেখিয়াছি," ইত্যাকার কথা বলিতে হইবে। (৪) পকেট হইতে সদা সর্ব্বদাই ষ্টেথসকোপ বা অপর যন্ত্র বাহির হইয়া পড়া চাই। গাড়ীতে ব্যাগ (সেটি খালি হইলেও আপত্তি নাই) অষ্ট প্রহর থাকা চাই। আর যদি মোটর গাড়ী থাকে, তবে যায়গা বুঝিয়া তাহা থামাইয়া, তাহার কল মেরামত দেখা চাই—অবশ্য পা ফাঁক করিয়া, চুরুট মুখে দিয়া। (৫) গাড়ীতে উঠিতে নামিতে, পাদানীতে কতক্ষণ পা

দিয়া রাস্তার মাঝখানে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া হাতে ষ্টেথস্কোপ ঘুরাইতে ঘুরাইতে গল্প করা চাই। (৬) যেখানে তাহার বসিবার ঘর বা ডাক্তারখানা, সেখানে ইলেক্‌ট্রিক লাইট, পাখা ও টেলিফোন থাকা চাইই। (৭) দরকারী-অদরকারী যত রকমের যন্ত্রপাতি লোকে দেখিতে পায় এমন যায়গায় সাজাইয়া রাখা চাই। দরকারে অদরকারে একটা রোগী দেখিতে দশটা যন্ত্র বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে।

(১০)

কিছুদিন যুঝিবার মত পয়সা যাহার ঘরে আছে, সে ব্যক্তির পক্ষে কখনো বিনামুল্যে দাতব্য ব্যবস্থা দিতে নাই, যে হেতু, দাতব্য ব্যবস্থা কাহারও চক্ষে মুল্যবান হইতে পারে না। এই জন্য প্রথম হইতেই "ফি" লইয়া ব্যবস্থা দান সুরু করায় লাভ আছে। তাহাতে প্রথম প্রথম রোগী জুটে না বটে, কিন্তু পরে সমূহ লাভ। যাহারা হাঁড়ি চড়াইয়া চড়াইয়া ডাক্তারি করিতে বসে, তাহাদের পক্ষে এটা অসম্ভব। কাযেই যাহারা পারে তাহারা যেন ভুলিয়াও "দাতব্য ব্যবস্থা" খানা না খোলে। যে যে ছোকরা ডাক্তার এই ফন্দি ধরিয়াছে, তাহারা কেহই ঠকে নাই। তাহার কারণ এই যে মরিলেও মানুষের অহঙ্কার যায় না; আর এই অহংজ্ঞানটাই মানুষের মর্ম্মস্থান। যে লোক আজ তোমাকে পয়সা ফি দিয়া ব্যবস্থা পত্র করাইয়া লইয়াছে, সে ব্যক্তি সেই ব্যবস্থায় উপকার না পাইলেও, ডাক্তারকে মূর্খ বলিলে আপনারই মূর্খতার পরিচয় হইবে বলিয়া মনে মনে জল্পনা করিবে—তাইত, এ ডাক্তার কখন বাজে লোক হইতে পারে না; কারণ, এ ব্যক্তি পয়সা না লইয়া দেখে না; কাল যে কালে দুটা টাকা ব্যয় করিয়া ইহাকে দেখাইয়াছি, আমিও তেমন বোকা নহি যে আবার যাকে তাকে টাকা দিয়া দেখাইব—কাজেই ফের দেখি না, এ লোকটা কি বলে? আর দুটা টাকা লাগে লাগুক উঁহাকে এক কথায় ছাঁটিয়া ফেলিলে লোকে যে আমারই বিচার শক্তির নিন্দা করিবে! বারবার গণনা না মিলিলেও যেমন লোকে সেই একই জ্যোতিষীর কাছে যায়, তেমনি, পয়সা লইয়া যে ডাক্তার দেখে, লোকে উপকার না পাইলেও অহঙ্কার তাড়িত হইয়া, তাহারি কাছে পাঁচবার যায়—কিন্তু দাতব্য-ব্যবস্থাকারীর উপকার না পাইলে, তখনি অপর দাতব্য-ব্যবস্থাকারী লোকের নিকট যায়।

তাহা ছাড়া আরও এক কথা। এখন কলিকাতায় ক্রমাগত অবাঙ্গালীরা আসিয়া জুটিতেছে। তাহারা বাঙ্গালীদের চেয়ে ধনী। আমার বিশ্বাস, কালে, ধনী বাঙ্গালী ও ধনী অবাঙ্গালী ছাড়া, আর কোন কেহ কলিকাতায় থাকিতে পারিবে না। ধনীরা দু'পয়সা বেশী না ব্যয় করিলে খুসী হয় না। বিনা পয়সায় ডাক্তার ও সস্তায় ডাক্তার তাহাদের মনঃপুত হয় না। এই জন্যও ফি লইয়া ডাক্তারি করা চাই।

(১১)

আজকাল, সাধারণ অর্থাৎ (General Practitioner বা শুধু নাড়ীটেপা ডাক্তার) প্রত্যেক ডাক্তারেরই একটী করিয়া ডাক্তারখানা থাকে। যাহারা "বিনামূল্যে" ব্যবস্থা দেয়, তাহাদের নিকট হইতে ঔষধ বাবৎ দুচার আনা আদায় করিয়া, কোনও রকমে দিন গুজরান করাই এই ডাক্তারখানার উদ্দেশ্য। যাঁহারা এই রকম ডাক্তারখানা রাখেন, তাঁহাদের "চুনোপুঁটির"—প্রাণ—পুঁজি অতীব কম। কিছু দেওয়া দূরের কথা, কিছু পাইলেই তাঁহাদের উপকার। অথচ, যাঁহারা একটু শাঁসাল, যাঁহারা নিজ ঘরে বসিয়া ফি লইয়া রোগী দেখেন, ডাক্তারখানা রাখা তাঁহাদের পক্ষে অপমানজনক হইলেও, তাঁহাদেরই বাড়ীতে মল, মূত্র, কফ, রক্ত প্রভৃতি পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা থাকে। ডাক্তারখানায়, বারো আনার একশিশি ঔষধ বেচিলে, বড় জোর চার আনা লাভ থাকে, কিন্তু বড় ডাক্তারের বাড়ীতে মল মূত্রাদি পরীক্ষার্থে এক কথায় ৫।১০ টাকা আদায় হয়। হরে দরে, সেই এক হাঁটু জলই দাঁড়ায়! অর্থাৎ গরীব, সহায়-সম্বলহীন ডাক্তারেরা যেখানে দাতব্য ব্যবস্থা দেন ও একশিশি ঔষধ বেচিয়া চার আনা পকেটস্থ করেন, ফি আদায়কারী বড় ডাক্তারেরা তথায় ফিয়ের উপরে ক্রাউ স্বরূপ, প্রস্রাব পরীক্ষার দক্ষিণা আদায় করিয়া পকেট ভারী করেন। গরীব, দাতব্য-ব্যবস্থাকারী ডাক্তারেরা যত রাজ্যের "ল্যাবরেটারীকে" পুষ্ট করেন নিজেদের দৈন্য ঘুচাইতে পারে না, বড় ডাক্তারেরা ষোল আনা ঝোল নিজের কোলেই টানেন। তাযা ছাড়া, গরীব দাতব্য-ব্যবস্থাদানকারী ডাক্তার বা রোগীরা "ল্যাবরেটারীতে" মলমূত্রাদি পরীক্ষা করাইয়া, তাহাদের ফলাফল সমস্তই রোগীর হাতে সমর্পণ করিয়া, ষোল আনা রোগীর মুখাপেক্ষী হন, কিন্তু ফি আদায়কারী বড় ডাক্তারেরা সে সব রিপোর্ট নিজেদের হাতে রাখিয়া, রোগীদিগকে নিজ মুঠার মধ্যেই রাখিতে পারেন। গরীবের সবদিকেই অসুবিধা!

(১২)

বড় লোকের কথাও বড়। বড় (অর্থাৎ ধনী বা প্রাচীন বা বিলাত ফেরত) ডাক্তারেরা রোগী দেখিতে আসিলে কেহ কেহ এই এই গুলি করিয়া থাকেন;—

১। আসিয়াই, মলমূত্রাদি পরীক্ষা করিবার জন্য হুকুম দেন, বেশী চালাক হইলে, সে গুলিকে নিজের বাড়ীতে পরীক্ষার্থ পাঠাইতে বলেন। "আমার বাড়ীতে পাঠাইলে, আমি স্বয়ংই পরীক্ষা করিয়া লইব" এই ধাপ্পা দেন বটে, কিন্তু সে কাযটা সব সময়ে যে কতদূর হয় তাহা মা-গঙ্গাই জানেন।

২। তাঁহারা একটু বেশী পেটের অসুখকে "কলেরা" একটু বুকে সর্দ্দি বসাকে "ব্রঙ্ক-নিউমোনিয়া" একটু দীর্ঘস্থায়ী জ্বরকে

"টাইফয়েড" বলিবেনই বলিবেন। এরূপ দম দেওয়ায়, রোগীর আত্মীয়েরা ভয় পায় তাহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার ভাবিয়া তাঁহার "কৃপা" ভিক্ষা করে। আর যে সব "ভদ্র", দরিদ্র ডাক্তার সত্য কথা বলেন, তাঁহারা ব্যারামটীকে বাড়াইয়া না বলায় রোগীর মর্য্যাদা হানি হয়, তাহার আত্মীয়দের তৃপ্তি হয় না, এবং সে সামান্য রোগ সারাইলেও, সে হতভাগা ডাক্তার বড় ব্যারাম সারানর যশোলাভে বঞ্চিত হন।

৩। ঔষধের খুব ঘটা চাই। যেমন মনে করুন—সামান্য সর্দ্দি জ্বর হইলে, যেখানে ব্যবসায়ে বুদ্ধিহীন দাতব্য-ব্যবস্থাকারী খুদে ডাক্তার একটা মিকশ্চার লিখিয়া ছাড়িয়া দেন, সেখানে বড় ডাক্তারেরা কি কি দিতে পারেন ও দিয়া থাকেন তাহা দেখুন—

এক শিশি ৮ দাগ মিকশ্চার।
এক বাক্স্ ৬টা পুরিয়া।
এক শিশি মালিশের ঔষধ।
বুকে বাঁধিবার জন্য তুলা ও থার্ম্মোফিউজ।
শুঁকিবার একটা ঔষধ অথবা অকৃসিজেন।
একটা ভ্যাকশীন ও তদানুসঙ্গীক জিনিষ।

অর্থাৎ বোকা, অব্যবসায়ী ডাক্তার যেখানে আট দশ আনা ব্যয় করাইবে মোটর বিহারী মোটা ফি-ভোগী বড় ডাক্তার সেখানে বিশ পচিশ টাকা শুধু ঔষধেই ব্যয় করাইবে। ইহার ভিতরে পাটোয়ারী চালটুকু ধরিতে পারিলে কি?

প্রথমতঃ যে ডাক্তারকে ডাকিলে মোট ২।৵০ ব্যয় হয়, এক কথায় তাহাকে বিদায় দিলেও গৃহস্থের বেশী ক্ষতি হয় না, ২।৵০ অনেক গৃহস্থের পক্ষে কিছুই নয়। কিন্তু যে "নামজাদা" ডাক্তারকে ডাকে, এবং যাহাকে ডাকার ফলে এক কথায়, তাহার ৩৮।৪০ টাকা ব্যয় হয়, তাহাকে বদলাইতে যে কলিজার দরকার হয় সে কলিজা চট্ করিয়া সকলে দেখাইতে পারে না—কেন না, আবার যে আসিবে, সেও ২০।৩০ টাকা খরচ করাইয়া দিবে। দ্বিতীয়তঃ, চিকিৎসায় 'ঘটা' না করিলে অনেক রোগীর ও তাহার আত্মীয়ের অভিমানে আঘাত লাগে। এক খণ্টি অব্যবসায়ী ডাক্তারেরা ভুলিয়া যান। তৃতীয়তঃ এক সঙ্গে অনেকগুলি ব্যবস্থা করিলে কোনও না কোনটী উপকারে আসিবেই। এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখা যায়। যাহারা সুপণ্ডিত, যাহারা সদ্বিবেচক, এ রকম চিকিৎসকেরা বলেন—"ঠিক রোগটীর মূল নির্ণয় কর; মূল নির্ণয় করিয়া একটি অব্যর্থ ঔষধ দাও।" কিন্তু কলিকাতায় যাঁহারাই "বড় ডাক্তার বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়া উজাড় করিয়া প্রত্যেক রোগীর বাড়ীতে ঢালিতেন এবং এখনকার "বড় ডাক্তরেরা"ও সেই পথে চলিতেছেন। কাযেই পুকুরে ঘটি পড়িয়া গেলে, জাল গণক আনিয়া ঠিক যায়গায় কাঁটা ফেলিয়া উঠানতে বাহাদুরি থাকিলেও, সে কায দেখিতে লোক বড় জড় হয় না। কিন্তু পুকুরে ঘটী পড়িয়া গেলে, চার দিক হইতে, চারটা বেড়া জাল টানাইয়া ঘটী উঠাইলে, বহু লোক তাহা দেখিয়া ধন্য হয়।

(১৩)

রোগী পাইলেই তুমি ছোট ডাক্তারই হও আর বড় ডাক্তারই হও মলমূত্রাদি পরীক্ষা করাইতে ভুলিও না—হউক না রোগী অক্ষম, হউক না রোগী গরীব, হউক না তাহার ব্যারাম অতি সুস্পষ্ট! তুমি রোগী পাইলেই, ঐ সব পরীক্ষার জন্য জেদ্ করিবে। —এক রকম নাছোড়-বান্দা হইয়া জেদ্ করিবে। রোগী নিতান্ত অপারগ হইলে ছাড়িবে। যে ডাক্তার রোগীর বাড়ীর লোকের মুখ থেকে পরীক্ষার কথা শুনিয়া তবে পরীক্ষা করাইতে বলেন, অথবা ধর্ম্ম বিশ্বাসে বা রোগীর আর্থিক অবস্থার হিসাবে তাহা নিষ্প্রয়োজনীয় বোধ করেন, তিনি শীঘ্রই রোগীর চক্ষে হেয় বিবেচিত হন।

(১৪)

করুণ্য হৃদয় হওয়া সকল সময়ে চিকিৎসকের পক্ষে ভাল কথা নয়। দেখা গিয়াছে যে, ব্যবসায় বুদ্ধিহীন ডাক্তার মহাশয় রোগীর আর্থিক অবস্থা ভাল নয় বলিয়া, সুধু সুধু রক্তাদি পরীক্ষা করিতে বলেন নাই। তাহার ফলে, সেই রোগী, সুচতুর চিকিৎসকের পাল্লায় পড়িয়া, অকাতরে পয়সা খরচ করিয়াছে, আর পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারকে মূর্খ ও অকর্ম্মণ্য বোধে মনে মনে গালি পাড়িয়াছে। অতএব, রোগীর আর্থিক অবস্থা যেমনই হউক, তাহার গলায় পা দিয়া, তাহার রক্তাদি পরীক্ষা করাইবে, এবং অবসর বুঝিলে, এমন কি বাজে মার্কা ইন্‌জেকৃসন্‌ও দিবে, নতুবা বিতাড়িত হইবার সম্ভাবনা বেশী। যদি বুদ্ধিমান হও ত, ঘরে কতকগুলা সাধারণ ইন্‌জেকৃসনের ঔষধ রাখিবে—রোগীকে কি দিলে, কত মাত্রায় দিলে, তাহা জানিতে দিবে না — নিকটের ল্যাবরেটারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত রাখিবে—যখন যা দরকার হইবে, সেখানে যাইয়া নিজে করিয়া আনাইয়া দিবে। রোগীর হাতের মধ্যে যাইয়া পড়িও না? মলমূত্রাদি পরীক্ষা করা হউক বা না হউক, রোগী পাইলেই "ইন্‌জেকৃসন্" দেওয়ার প্রস্তাব করা চাই। সকলেই জানেন যে, মাত্র ৫।৭টা রোগে ইন্‌জেকসন্ দিয়া ফল হয়—আর কোনও রোগে কিছু হয় না। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? রোগী ইন্‌জেকৃসন্ চায়—মনে করে ইন্‌জেকৃসন্ পাইলে হাতে হাতে ফল পাইবে, সে কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না যে, সব রোগের ইন্‌জেকৃসন্ নাই। ইন্‌জেকৃসন্ যত রকমেরই থাক, তাহার মধ্যে মেকী—ইনজেকসন কয়েক রকম হইয়াছে। কোনও কোনও ডাক্তার সুধু ডিষ্টিল্ ওয়াটার বা পরিশ্রুত জল দেন। কেহ কেহ ডাক্তার কোনও কোনও লোকের সঙ্গে "কলয়ডাল গোল্ড" (অর্থাৎ স্বর্ণ চূর্ণ গঁদে মিশাইয়া) প্রভৃতি মন মজান ইনজেকসন তৈয়ারী করিয়া দিবার বন্দোবস্ত রাখেন। তাহারা খুব চতুর—রোগীকে লিখিত

প্রেস্ক্রপসন দেন না। কোথা হইতে কত মাত্রায় কি কি মশলা আনিতেছেন, এ সব কথা ঘূণাক্ষরে জানান না—ইনজেকসন্ তৈয়ারীর খরচ ৮।১০ টাকা আদায় করিয়া, সেই ইন্জেক্সন চালান। একবার এই জাতীয় একটী ডাক্তারকে ধরিলে, তিনি না পারেন ঔষধের সব মশলার নাম করিতে, না পারেন মাত্রা বলিতে, অথচ তিনি এই ইন্জেক্সন কয়টি দিয়া ফেলিয়াছেন। ধরা পড়িলে আম্তা আম্তা করিয়া বলেন—অমুকেরাই এই ঔষধ আমাকে বহুদিন ধরিয়া বরাবর করিয়া দিতেছে, মাত্রাও তাহারা ঠিক করিয়া দেয়। মেকী ইন্জেক্সন দিয়া হয় ত লোকে পয়সা উপার্জ্জন করেন। আবার যা তা অজ্ঞাত, ইন্জেক্সন স্বরূপ বিষ কত রোগী আগ্রহের সহিত দেহের অভ্যন্তরে ঢুকাইয়া ধন্য হয়। এ জাতিটাই ধন্য।

(১৫)

মলমূত্রাদি পরীক্ষারও যে, কত রকম ফাঁকি ও কত রকম মেকী আছে তাহা বলা যায় না। অনেক সময়ে পরীক্ষা না করিয়াই, পরীক্ষার ফলাফল (রিপোর্ট) লেখা হয়। অনেক সময়ে আসল বা দরকারী ছত্র কটা দেখিয়া বাকীগুলা আন্দাজে বসান হয়। অনেক সময়ে পরীক্ষকের অবিমৃষ্যকারীতার দোষে বা অল্প বিদ্যার ফলে, যা তা লেখা রিপোর্ট আসে। অথচ আজকাল এ সব পরীক্ষা না করাইলে, ডাক্তারের ভদ্রস্থতা নাই।

(১৬)

একজনের একটী নিরক্ষর চাকর ছিল, তাহার একবার কঠিন ব্যারাম হয়—সে কাহাকেও দেখাইত না, ডাক্তার মনিবকে ও কিছু জানিতে দিত না। একদিন এই জন্য তাহাকে কিঞ্চিৎ অনুযোগ করাতে সে (দেশী মুসলমান) বলিল—কোন্ শক্ত রোগটা তোমরা আরাম কর বল ত মশাই? সে ব্যামোটা আপনিই সেরে যেতো, সেইটাই তোমরা "দাওয়াই" দিয়া জলদি সারও।" এই কথাটি অনেকে ভুলিয়া যান, বিশেষতঃ যাঁহারা "দাতব্য" ব্যবস্থা দান করেন, তাঁহাদের নিকটে এমন ভাবে লোক আসে যে, তাহাতে ডাক্তারের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটা অসম্ভব নয়। কেহ হয় তো তেল মাখিয়া স্নানে যাইতেছেন, কেহ হয় ত বাজার করিয়া ফিরিতেছেন, কেহ হয় ত আফিসে যাইতেছেন, এমন ভদ্র মহোদয়েরা ডাক্তার বেচারি কি বলেন না বলিয়া সময়ে অসময়ে, কাল্পনিক বা তুচ্ছ ব্যারাম বা ব্যারামের ভাণ করিয়া ডাক্তারকে বিরক্ত করে। তাহারা পয়সা দিয়া ঔষধ লইবে না, তাহারা ব্যারামের তাড়নায় আসিবে না, শুধু পয়সা লাগিবে না এই বোধ পাইয়া তাহারা ডাক্তারকে বিরক্ত করে। দাতব্য-ব্যবস্থা-দানকারী ডাক্তার মহাশয়কে এই সমস্ত অপমান নীরবে সহ্য করিতে হয়। কিন্তু যাহারা চালাক বা ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন, তাহারা এই জাতীয় অভদ্র লোককে না চটাইয়া, 'অপর এক সময়ে আসিবেন' বলিয়া ২।৫ দিন ঘুরাইয়া আক্কেল দেন। ফলকথা—দাতব্য-ব্যবস্থা দানকারী ডাক্তার মহাশয়কে চারিটি কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে।

(ক) তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, ঘামাচি, ফোঁড়া, চুলকানি প্রভৃতি তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ ব্যারাম লইয়াই তাঁহাকে নাড়াচাড়া করিতে হইবে। চুণোপুঁটিই তাঁহার প্রাপ্য—রুই কাতলা ধনীর প্রাপ্য। কাযেই তাহাকে ধৈর্য্য হারাইলে চলিবে না। এই চুনোপুঁটি তুচ্ছ ব্যারামের চিকিৎসা করিয়াই তাহাকে লাভবান হইতে হইবে। বোকামী করিয়া টোটকা বলিলে চলিবে না। রোগীরা ডাক্তারের মুখে "টোট্‌কা" শুনিতে চাহে না। এবং টোট্‌কা বলিয়া ডাক্তারেরও পেট ভরে না।

(খ) ডাক্তারকে "বকার" হইতে হইবে সব বয়সের সব অবস্থার, সব রকমের লোকের সঙ্গে সমানে মিশিতে হইবে, সমানে গল্প গুজব করিতে হইবে, তাহাদের সকলের কথায় সমান তাল রাখিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া, কাহারও সঙ্গে অযথাভাবে মেশা, ইয়ারকি দেওয়া সামাজিক বা অপর কোনও বিষয়ে মতভেদ করিয়া বাদানুবাদ করা ভুল। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিবে—ডাকিয়া লোকের সঙ্গে আলাপ করিবে—যে পাড়ায় একবার যাইবে, দশবার সে পাড়ায় কারণে অকারণে যাইবে, কিন্তু নিজের ইজ্জত রাখিয়া চলিবে।

(গ) যে বাড়ীতে একবার রোগী দেখিয়াছ, সেই পাড়া দিয়া যাইবার কালীন যেন খোঁজ লইতে আসিয়াছ—এইভাবে অনাহূত হইয়াও সেই বাড়ীতে ২।৫ বার যাইবে, পারত ফিটাও চাহিবে—এটা ঝোপ বুঝিয়া কোপ, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা সব ফাঁসিয়া যাইবে। মোটর বিহারী উচ্চ ফি দাবীকারী, বড় ডাক্তারদের বেলা এটি বেশ চলে—বিনামূল্যে দাতব্য-ব্যবস্থা-দানকারীদের পক্ষে এটা একটু আস্পর্দ্ধার জিনিষ বটে।

(ঘ) যখনি যেখানে ব্যারামের কথা শুনিবে তা' সে তোমাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লক্ষ্য করিয়া না বলা হইলেও,—তখনই গায়ে পড়িয়া বলিবে "চলুন না—একবার দেখিয়া আসি"—এবং পায়ে পায়ে দেখিবার জন্য অগ্রসর হইবে। আপনা হইতে কাগজ কলম চাহিয়া ব্যবস্থা লিখিবে; এবং অনাহূত হইলেও পরদিবসে রোগীর বাড়ীতে যাইবে। পূর্ব্বের ডাক্তারের প্রেস্ক্রপসনের কথা যত কেন বলুক না, সে কথা কানে তুলিবে না,—"আচ্ছা আমার এক শিশি খাওয়ান ত—দেখবেন সব সেরে যাবে।" এমনি চোখা চোখা বুলি দিতে হইবে। সুধু তাই নয়—বাড়ীতে একটা রোগী দেখিতে দেখিতে, সেই বাড়ীর বা পাড়ার কোনও লোকের এতটুকু অসুখ দেখিলে ডাকিয়া কাছে আনাইয়া জবরদস্তি প্রেস্ক্রপসন লিখিয়া

বসিবে এবং "অমুক বাবু,—এই এক শিশি ঔষধ আপনার ছেলেকে আজই আনাইয়া দিন অনর্থক ভোগাইবেন না, এক শিশি-তেই ও সারিয়া যাইবে", এই কথাগুলি বড় গলায় ও বারম্বার বলা চাই। সে কালের বুড়া ডাক্তারেরা এ বিষয়ে বড় দক্ষহস্ত ছিলেন, মুখচোরা, অত্যধিক আত্মমর্য্যাদা (?) জ্ঞান-সম্পন্ন; আজকালকার ছোকরা ডাক্তারেরা এ বিষয়ে তেমন পটু নয়।

("সংহতি" আশ্বিন, ১৩৩০।)

(ক্রমশঃ।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিননাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

৮। দেহী।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ
প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে
দেহিনমব্যয়ম্ ॥
১৪।৫।

সত্ত্বং রজঃ তম ইতি প্রকৃতি সম্ভবাঃ (পরাপ্রকৃতিজাঃ) গুণাঃ অব্যয়ং (অক্ষরং) দেহিনং দেহে নিবধ্নন্তি।

শৈলপুত্রীতে জীবাত্মার যে ভাগমূর্ত্তিদের আদি মধ্য অন্ত বা সত্ত্ব রজ তম লইয়া দেহ রক্ষার জন্য বদ্ধ হয় তাহার নাম দেহী বা শৈলপুত্রীদের দ্বারা নির্ম্মিত একটী দেহে জীবাত্মাদের যে অংশ ঐ দেহের আশ্রয়গত হইল তাহার নাম দেহী। এই দেহধারী যে মৌলিক বা মিশ্র জীব হইল তাহার নাম দেহী বা বুদ্ধি করিয়া অপরা প্রকৃতিতে নেওয়া হইয়াছে।

সত্ত্ব—জীবদেহ প্রতিনিয়ত ক্ষয় হইতেছে। যে গুণের দ্বারা উহা মেরামত হইতেছে।

রজঃ—যে গুণের দ্বারা একটী শৈলপুত্রী হইতে আর একটী শৈলপুত্রী উদ্ভব হইতেছে, বা একটী মূর্ত্তি হইতে আর একটী মূর্ত্তি হইতেছে।

তমঃ—যে গুণের দ্বারা দেহ ক্ষয় হইতেছে বা মূর্ত্তিদের অন্ত হইতেছে।

জীবাত্মা জীবলোক গত হইয়া একটী সুখ অনুভব করে। সে সুখের জন্য ঐ তমগুণকে প্রতিরোধ করিয়া সত্ত্বকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। ইহাই দেহীর দেহে বন্ধন। এই দেহীই উদ্ভিদ শক্তি।

The part of the self looking after the vegetative functions (waste repair and reproduction) of the cell-body or the focus of the selves in a cellular body noticing the same functions is called vegetacy. Waste repair and reproduction entie this self or vegetacy with the body for self protection. Thus the vegetable kingdom grows.

৯। ক্ষেত্রজ্ঞ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয়
ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ
ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।
১৩।১।

ইদং শরীরং (ইন্দ্রিয়ায়তনং) ক্ষেত্রং ইতি অভিধীয়তে এতৎ যো বেত্তি তৎবিদঃ (ব্রহ্মবিদঃ) তং ক্ষেত্রজ্ঞঃ (শরীরাধিদৈবতঃ ক্ষেত্রং শরীরং জানাতি বা শরীরে ক্ষেত্রে জানাতি—জ্ঞানবান ভবতি যঃ) ইতি প্রাহুঃ।

সত্ত্ব রজ তম গুণের দ্বারা আবদ্ধ দেহী বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিলে দেহ রক্ষা কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না বলিয়া ইন্দ্রিয়ায়তন শরীরকে উদ্ভব করিয়া বাহ্য জগৎকে অনুভব করিতে থাকে। এই ইন্দ্রিয়ায়তনের নাম ক্ষেত্র দেওয়া হয় এবং দেহীর যে অংশ বাহ্য অনুভব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। ব্রহ্মবিদেরা ক্ষেত্রজ্ঞ বলে এই কথার তাৎপর্য্য এই যে তদ্ভিন্ন ব্যক্তিরা উহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া না জানিয়া আমি বলিয়া থাকে।

পরমাত্মা হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ পর্য্যন্ত আত্মার যতগুলি ভাব জীবে দেখা গেল তৎসমুদয়কে পুরুষ বা অধিদৈবত বলা হয়।

বরফের ঘটীকৃত কোটরের মধ্যে বরফ দ্বারা একটী পিনাট তৈয়ারি হইল। উহা পঞ্চেন্দ্রিয়। একটী বরফের ঘট ঐ পিনাটকে ধারণ করিল, উহা মন। আর একটী ঘট ঐ পিনাটের উপর বসিল, উহা দেহী। সেই ঘটের উপর একটী বরফের শিলা রাখা হইল, উহা ঐ লিঙ্গের বজ্র বা ক্ষেত্রজ্ঞ। ঐ বজ্র যাবৎ লিঙ্গের মস্তকে থাকে তাবৎ সে বদ্ধ শিব বা জীব, বজ্র নামিয়া গেলেই উহা শিব বা মুক্ত জীব। এই ক্ষেত্রজ্ঞই আমিত্ব জ্ঞান আনিয়া আমি আমি করাইয়া থাকে। সুতরাং ইহার আধার অর্থাৎ জীবাত্মার এই অংশকে যে মূর্ত্তি ধারণ করে সেই অহঙ্কার।

The vegetable body developes to reply to the external stimulus and is now called animal body. The part of the self that feels the externam is called "animacy." This animacy in animism is termed the "Spirit." Thus we find in an animal body vegetacy conducting the vegetative functions or vegetation and animacy or the 'Spirit' is conducting the animal functions or animation. The body grows, developes and decays under vegetation and feels,

replies and learns under animation. The Spirit knows the body as mine and actions of it as his. Thus generating the self individual conception.

১০। কর্ত্তাহং।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ
কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহ-
মিতি মন্যতে॥

৩।২৭।

প্রকৃতেঃ (পরা) গুণৈঃ সর্ব্বশঃ কর্ম্মাণি (শরীর ব্যাপারাদিনী) ক্রিয়মানানি। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা (ক্ষেত্রজ্ঞস্ত) দেহাভিমানে অধ্যাস গ্রস্থঃ অত্মা) অহং কর্ত্তা ইতি মন্যতে।

পরা প্রকৃতির সত্ত্ব রজ তম গুণের দ্বারাই যাবতীয় শরীর ব্যাপারাদি সম্পন্ন হইতেছে। অহঙ্কার দ্বারা অধ্যস্থ আত্মা আমিই কর্ত্তা অর্থাৎ আমার দ্বারাই এই সকল হইতেছে মনে করিতেছেন।

Waste repair and reproduction of the protoplastic bodies are discharging all the actions. The Soul within it overwhelmed by the self individual conception hallucinates that he is doing everything.

(ক্রমশঃ।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঠাকুরমার টোট্‌কা

বা

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

মাথা ধরা ব্যথা।

পিপুল ও শ্বেত অপরাজিতার মূল, মনসা পাতার রসে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে, মাথা ধরা ছাড়িয়া যায়।

পাথুরে চূণ অভাবে শামুকের চূণ মধুতে গুলিয়া পানের পৃষ্ঠে মাথাইয়া লাগাইবেন।

এরণ্ডমূল, রক্তচন্দন, কুড় ও গোলমরিচ ছাগলের দুধে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্যথা উপশমিত হয়।

বচচূর্ণ এক ভাগ, জায়ফল চূর্ণ ১ ভাগ, তামাকপাতা চূর্ণ ১ ভাগ উত্তমরূপে মিশাইয়া নৈশ্য লইলে, মাথাধরা ছাড়িয়া যায়।

মুখে ঘা।

শুষ্ক খএর বা খএর, থুলকুড়ী (থানকুনি) ও কর্পূর বাটিয়া লাগাইলে ভাল হয়।

হীরাকস ১, সোহাগার খৈ ৪, বিরজ চূর্ণ ২ ও কর্পূর ২ ভাগ মধুতে মারিয়া প্রলেপ দিলে, অল্প সময়েই মুখের ঘা ভাল হয়।

বকুলছাল, নিমছাল, বেলফুলের পাতা ও কুড়চির ছাল জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া সেই জল দিয়া বারংবার মুখ ধুইলে ঘা নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

লাক্ষা ২ ভাগ, ফট্‌কিরী ১ ভাগ, অর্দ্ধচূর্ণ করিয়া গরম জলে ফেলিয়া রাখিবেন, ১ ঘন্টা পরে ছাঁকিয়া লইয়া সেই জলে মুখ ধুইলে আশু মুখক্ষত আরোগ্য হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্র।

স্থলপদ্মের পাতা ও হিমসাগরের (পাথর কুচী, পাথর চূণে) পাতা ছেঁচিয়া, সেই রসে ১০।১২ রতি সোরা দিয়া পান করিলে প্রস্রাব পরিস্কার হইয়া বাহির হয়।

গোক্ষুর, কাবাবচিনি, বেণমূল, যষ্টিমধু, হরিতকী, দুরালভা, কুশমূল, শশার বীজ প্রত্যেক।০ আনা, জল ৵৷০ সের, শেষ ৵৴০ পোয়া।

কুলত্থকলায় ৷৷০, বরুণছাল ৷৷০, গোক্ষুর ৷৷০ ও পুনর্নবা ৷৷০ আনা, জল ৵৷০ সের, শেষ ৵৴০ পোয়া এই পাচনের সহিত ৵০ আনা যবক্ষার যোগ করিয়া সেবনীয়। ইহাতে সকল প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র তা নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

নীলবড়ী ও সোরা গুলিয়া নাভিতে ও নাভির চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে মূত্ররোগ নিবারণ হয়।

মেচেতা।

রক্তচন্দন, বটের কুঁড়ী ও ঘৃতে ভাজা মসুর ডাল, দুধে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, মেচেতা ভাল হয়।

ডাবের জলে সোমরাজ ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া উহা দ্বারা দিনে দুবার মুখ ধুইলে সকল রকম কাল দাগ উঠে।

তাম্রপাত্রে ৭ দিন লেবুর রস রাখিয়া পরে উহাতে তুলসী পাতার রস ও কাল কাশুন্দার রস দিয়া রৌদ্রপক ও কিঞ্চিৎ গাঢ় করিয়া লাগাইলে, মুখের কাল দাগ উঠিয়া যায়।

যকৃৎ।

নিশাদল ১, শ্বেত পুনর্নবার মূলচূর্ণ ২ ও কট্‌কী চূর্ণ ৩ ভাগ এই মিশ্রচূর্ণের ৵০ আনা বা ৵০ আনা পরিমাণ, ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে যকৃদ্দোষ নিবারিত হয়।

যোয়ান, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, হরীতকী, রেণুদ, গোলমরিচ, আমলকী ও চিরতার পাতা জল দিয়া বাটিয়া দু তিন আনা পরিমাণ বটী করিয়া সেবনীয়।

একছটাক কাগজী লেবুর রসে ৬ রতি কারীলবণ ও ৪০ ফোঁটা কাঁচা পেপের আটা মিশাইয়া খাইলে যকৃত আরাম হয় ও পরিপাক শক্তি বাড়ে।

রক্ত খারাপ।

ছাতিমছাল, বেতের শিকড়, কট্‌কী, অনন্তমূল, সোণামুখী, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, চোপচিনি, কেলেকড়া প্রত্যেক ৵০ আনা ৵৷০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵৴০ আধ পোয়া অবশেষ থাকিবে। প্রাতঃকালে

ইহা সেবন করিলে দাস্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি ও রক্ত পরিষ্কার হয়।

শোধিত গন্ধক ২ রতি, রক্তবর্ণ গৈরিক ১ রতি, ঘৃত কুমারীর রস ১ ভরি, কুকসিমার রস ॥০ ভরি একত্রে প্রতি দিন সেবন করিলে রক্ত পরিষ্কার হয়।

নিমের ফুল শুকাইয়া চূর্ণ করিবেন এবং সোঁদালের ফুল শুকাইয়া চূর্ণ করিবেন এই দুই চূর্ণ একত্রে ।০ আনা এবং লৌহভস্ম ১ রতি কাঁচা হলুদ ও পলতার রসের সহিত খাইলে রক্ত পরিষ্কার হয়।

ছোট ছোট কাঁচা পেপের রস প্রতি দিন একটু একটু খাইলে রক্ত শুদ্ধি হয়।

রক্ত বমি (রক্তপিত্ত)।

দূর্ব্বা, গাঁদাল পাতা, মুথা ও হিঞ্চাশাক ছেঁচিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্ত বমি নিবারণ হয়।

কচি জামপাতা, পাকা যজ্ঞডুমুর ও বাকস পাতা, ছেঁচিয়া সেই রস ১ ছটাক ও ১ ভরি পরিষ্কার চিনির সহিত পান করিলে রক্ত উঠা আরোগ্য হয়।

আলতা ভিজান জলের সহিত স্তনদুগ্ধ গুলিয়া তাহাতে ২ রতি গেরীমাটি চূর্ণ মিশাইয়া খাইলে রক্ত বমন নিবৃত্ত হয়।

চাল কুমড়ার তরকারী ও মোরব্বা উপকারী।

রতিশক্তিহীনতা।

কতক গুলি তেঁতুলের বিচী মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলে অঙ্কুরিত হওয়ার পর, গাছটী ফেলিয়া দিয়া বীজ গুলি পেষণ করিয়া শেষে উহা ঘৃত, চিনি, ছাগদুগ্ধ ও শতমূলীর-রসের সহিত হালুয়া প্রস্তুত করিয়া খাইলে ধারণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

কচি শিমুলের মূল চূর্ণ ৵০ আনা, জায়ফল চূর্ণ ৪ রতি, আমলকী চূর্ণ ৵০ আনা মাখন ও মিশ্রির সহিত খাইলে, রমণ-শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

তালমূলী, অশ্বগন্ধা, জৈত্রী, আলকুশী বীজ সমভাগ, সিদ্ধি বীজ বা পত্র ২ ভাগ, চিনি ৩ ভাগ ঘৃত ও মধুতে মাড়িয়া কুল আঁটির মত বড়ী করিয়া—অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহিত সেবনীয়। ইহাতে শুক্র গাঢ় ও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

বাবলার ফুল, ফল, ছাল, পাতা ও মূল শুকাইয়া ভিন্ন ভিন্ন চূর্ণ করিবেন, সেই চূর্ণ ৫ ভাগ, রুমী মস্তকী ১ ভাগ, আমলকী চূর্ণ ২ ভাগ, কর্পূর ।০ সিকি ভাগ, ঘৃত কুমারীর রসে মাড়িয়া ৭ দিন রৌদ্রে শুকাইবেন। পুনঃ পুনঃ শুকাইয়া পরিশেষে চূর্ণ করিয়া রাখিবেন। ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত অথবা মাখন মিশ্রীর সহিত এই চূর্ণ প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিলে, অতিশয় পৌরুষ-শক্তির বৃদ্ধি হয়।

অর্দ্ধপোয়া আতপ চাউল চড়ুই পাখীর ডিম ভাঙ্গিয়া উহা দ্বারা মাখিয়া মাখিয়া ৭ দিন রৌদ্রে শুকাইয়া ডিমের তরল অংশ চাউলের মধ্যে বসাইয়া দিবেন। শেষে ঐ চাউল ছাগদুগ্ধ ও তালমিশ্রীর সহিত পায়স প্রস্তুত করিয়া খাইলে প্রচণ্ড রতি-শক্তি জন্মে।

গাজাচূর্ণ ১, মৃগনাভি ১, ও আলকুশী বীজ চূর্ণ ২ ভাগ, সিদ্ধিপত্র রসে ৩ বার মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবেন; অনুপান আরবী গদ ভিজান জল ও কাবাব চিনি চূর্ণ ।০ আনা। ইহা উত্তেজক ও বীর্য্য স্তম্ভ করে।

রক্তাতিসার।

কুটজাষ্টক, দাড়িম্ব চতুঃসম, বিল্বপঞ্চক পাচন অর্থাৎ বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচ রস ও মুথা মিলিত ১ তোলা, ছাগদুগ্ধ ।৵০ পোয়া, জল ।৷০ সের শেষ দুগ্ধ মাত্র।

কাসে—পুষ্করাদি চূর্ণ অর্থাৎ কুড়, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, দুরালভা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, অনুপান মধু।

ময়ুর পুচ্ছ ভস্মের সহিত মিশ্রিত বংশলোচন, তুলসী পাতা বা বাকস পাতার রস ও মধু।

শূল।

শুঁঠচূর্ণ ॥০, হিং ১ তোলা, জাফরাণ ॥০, যবক্ষার ২ তোলা, শঙ্খভস্ম ৪ তোলা, তেউরী চূর্ণ ৩ তোলা, আধ ছটাক কুচলে ১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই কুঁচলে ভিজান জলের সহিত মাড়িয়া ৪ রতি বড়ী করিবেন। এই বড়ী গরম জলের সহিত প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিলে শূল রোগ উপশমিত হয়।

আপাংক্ষার ১, তেঁতুল চটাক্ষার ১, হরিণ শৃঙ্গ ভস্ম ১, হিং ভস্ম ১, লৌহভস্ম ১ ও তেউরী চূর্ণ ২ ভাগ এই চূর্ণ ৵০, ৶০ বা ।০ আনা মাত্রায় কর্পূর জলের সহিত সেবন করিলে নিঃসন্দেহ শূল যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

শামুকের চূর্ণ ১, সৈন্ধব লবণ ২, বিটলবণ ২, যোয়ান ৪ ভাগ নারিকেলের মধ্যে পুরিয়া ঐ নারিকেলের গায়ে কাদা মাখান কাপড় জড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া প্রচণ্ড ঘুঁটের আগুনে পোড়াইবেন। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া চূর্ণ করিয়া রাখিবেন। বেদনা কালে ইহার ৵০ আনা গরম জলের সহিত সেবনীয়।

বেদনাকালে বড় এলাচের দানা, কর্পূর ও টুক্রা মিশ্রি মুখের মধ্যে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে ঢোক গিলিলে কথঞ্চিৎ বেদনার উপশম হয়।

যোয়ান, সৈন্ধব চূর্ণ ও কৃষ্ণতিলের সহিত রেড়ীর তৈল মাখাইয়া, কাপড়ের পুঁটলীতে আগুনের তাপে গরম গরম স্বেদ দিলে, শূল বেদনা আশু নিবারণ হয়।

(ক্রমশঃ।)

বিংশ শতাব্দির অপূর্ব্ব আবিষ্কার !

আয়ুর্ব্বেদিক ও এলোপ্যাথিক ভেষজের বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ এট কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম।

মহর্ষি চ্যবনমুনির আবিষ্কৃত চ্যবনপ্রাশের গুণ বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়া ও ভেষজের অভাব বশতঃ অনেকের প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ শাস্ত্রানুযায়ী আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না। সেই কারণে আমরা ভারতের নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া মেদ, মহামেদ, বংশলোচন প্রভৃতি মহা আবশ্যকীয় দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতঃ বিশেষ সতর্কতার সহিত এই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া আমেরিকান প্রক্রিয়ায় ইহার সহিত নরওয়ে জাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কডলিভার ওয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম সংযোজনা করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকমতে সম্মিলিত হওয়ায় পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে চ্যবনপ্রাশ, কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম এই ত্রিবিধ ঔষধের প্রত্যেকের শরীরের উপর কার্য্যকরি ক্ষমতা (Physiological action) দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করিলে ফুসফুস সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া যথা—শ্বাস, কাশ, পার্শ্বশূল, বক্ষস্থলে বেদনা বা ভারবোধ, সপূঁয কফ বা রক্ত নিষ্ঠীবন, নিশাস্বেদ, পুরাতন ব্রংক্রাইটিস প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। যাঁহাদের নিজের বা পৈত্রিক কাশির দোষ আছে বা হাঁপানি রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ অমৃত তুল্য। অনেকের শুদ্ধ কডলিভার অয়েল সহ্য হয় না পেট গরম হয়, পাতলা দাস্ত হয়, তদ্ভিন্ন ইহার অতিশয় তীব্র গন্ধ হেতু অনেকে ব্যবহার করিতে চান না এবং ব্যবহার করিয়াও অনেকে বমন করিয়া ফেলেন; কিন্তু আমাদের এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের সহিত কতকগুলি এইরূপ দেশীয় ভেষজ দ্বারা অভিনব প্রণালীতে কডলিভার অয়েল সংমিশ্রিত হইয়াছে, যে ইহা সকল শরীরে সহজে হজম করাইয়া নূতন রক্ত কণিকা প্রস্তুত করে, তদ্দ্বারা ফুসফুস সবল হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে দেহ বলিষ্ঠ ও লাবণ্যময় দেখায়; তদ্ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা কড্লিভার অয়েলের গন্ধ নাশ করা হইয়াছে; এবং ইহার গন্ধ ও আস্বাদ অপ্রীতিকর নহে।

যাহারা যে কোন কারণ বশতঃ কডলিভার অয়েল, সিরাপ হাইপোফস্ফেট অব লাইম কিম্বা কড্লিভার অয়েল ঘটিত যে কোন ঔষধ ব্যবহার করেন, তাহারা একবার সেই সকল ঔষধের পরিবর্ত্তে আমাদের কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া দেখুন, দেখিবেন কত অল্পদিনের মধ্যে আপনার উপকার দর্শাইবে এবং একমাসের মধ্যে দেহের ওজন বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুতে দীর্ঘদিন ধরিয়া সেবন করিলে ধাতু পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন দেহ হয়। ইহা বৃদ্ধদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী।

ব্যবহার বিধি।—চা চামচের এক চামচ মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সহ্যানুযায়ী চারি চামচ মাত্রা পর্য্যন্ত এক ছটাক অল্প গরম দুগ্ধের সহিত আহারের পর, দিবসে দুইবার ব্যবহার করিতে হয়।

মূল্য প্রতি ফাইল (আট আউন্স) ২৲ দুই টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷৷৶৹ বার আনা; একত্রে তিন ফাইল ৫৷৹ সাড়ে পাঁচ টাকা, মাশুলাদি ১৷৹ দেড় টাকা।

একখানি মাত্র প্রশংসাপত্র দেখুন—

বনগাঁও হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ও এ্যালমা চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ডাক্তার টি, সি, দত্ত, এল, এম, এস, মহাশয় লিখিয়াছেন—

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের যে এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পূর্ব্বে আমি জানিতাম না, কিন্তু কয়েকটী রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ উপকার দেখিয়াছি। আজ কাল যত রকম কডলিভার অয়েল ঘটিত ঔষধ আছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

সোল এজেন্টস্—

শাহ এণ্ড কোং।

ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্টস্।

৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ বর্ষ।] ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৩০ সাল। ইং ৮ই মার্চ্চ, ১৯২৪ সাল। [১১শ খণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কলিকাতায় ডাক্তারি।

(জনৈক স্বপ্নদর্শী লিখিত।)

(১৭)

প্রেস্কৃপসন লেখা সম্বন্ধে কতকগুলি মজার ব্যাপার দেখা যায়, সেগুলি এই :—(ক) যাঁহাদের নিজেদের ডাক্তারখানা আছে, তাঁহারা সঙ্কেতে প্রেস্কৃপসনে লেখেন, যথা—'My mixture No" বা "Kundu's fever cure" অথবা প্রেস্কৃপসনের মধ্যে একটা ঔষধ লেখা থাকে। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এদেশের বেইমান জাতকে অপ্রকাশ্যে শিক্ষা দেওয়া। একেত বিনা পয়সায় ডাক্তারকে খাটাইতে এ জাতের কুণ্ঠা নাই, তাহার উপরে এক শিশি ঔষধ কিনিয়া ডাক্তারকে যে ২।৽ আনা লাভ দিয়া তাহার মাথা কেনা—তাহাও এদেশের লোকেরা করে না। কাযেই ডাক্তার বেচারা noble profession এর সত্তা কি না তাই তিনি ভদ্রভাবে প্রেস্কৃপসনের মাঝে একটী সঙ্কেত প্রচ্ছন্ন রাখেন, যাহার ফলে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহারই ডাক্তারখানায় রোগীকে আসিতেই হয়।

(খ) যত ভাল ডাক্তার দেখুক না কেন, আর ঔষধ যতই ঠিক দেওয়া হউক না কেন, কলিকাতার ফ্যাসানই হইতেছে আগেকার ডাক্তারের খুব নিন্দাবাদ করা এবং প্রেস্কৃপসনকে ভাঙ্গিয়া ২।৩টা করা অথবা সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তন করা। এরূপ না করিলে, না কি ডাক্তারির মহিমা জাহির করা হয় না। ভুলিয়াও যেন এ ভাবের কথা মুখ দিয়া না বাহির হয়, আগে যিনি দেখিতেছিলেন, তাহার ঔষধ ও রোগ নির্ণয় ঠিকই হইয়াছে।

(গ) যতবার রোগীকে দেখিতে আহূত হইবে, ততবারই প্রেসক্রিপ্‌সন কিছু না কিছু বদল করা চাই. যে ডাক্তার একই প্রেস্‌কৃপসন্ বরাবর বজায় রাখে তাহার খাতির তেমন হয় না. তাহার উপরে রোগীর বিশ্বাস যায়। অথচ একথাটা ঠিক যে, যে ডাক্তার ব্যারাম ঠিক ধরিতে পারে, সে একই প্রেস্‌কৃপসন বজায় রাখে। যে ডাক্তার বারম্বার প্রেস্‌কৃপসন্ বদলায়, সে হয় ঔষধের কার্য্যাকার্য্য কিছুই ঠিক জানে না, অথবা তাহার রোগ ধরিবার ক্ষমতা নাই।

(ঘ) রোগী দেখিতে যাইয়া পরে পরে এইগুলির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিবে :—

প্রথমতঃ। বাড়ীর মেয়েদের খেয়াল তৃপ্ত করিবে। যিনি যাহা বলেন এবং যিনি যাহা চাহেন, তাহাতে অবিচারিত চিত্তে সায় দিতে হইবে। যদি সেই সংসারের কোনও স্ত্রীলোক সম্মুখে আসেন—তাহাকে প্রণাম করা, তাঁহার শুশ্রূষায় ও পর্য্যবেক্ষণের প্রশংসা করা, তাঁহার কথিত ঔষধের বা চিকিৎসা-প্রণালীর উপযোগিতার প্রশংসা করা চাই; এবং যথা সম্ভব কার্য্যতঃ করা চাই। কারণ, এদেশে বাড়ীর মেয়েরাই ডাক্তার ডাকা বা ডাক্তার বিদায় করার মালিক। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট"—তাঁহাকে হাত করিতে পারিলে, সে বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াতের খুব সুবিধা।

দ্বিতীয়তঃ। বাড়ীর মেয়েদের খেয়াল তৃপ্তি করিয়া, বাড়ীর কর্ত্তাদের মনস্তুষ্টি করা চাই। তাঁহারা যে পথ ভাল বলিবেন, তাহা অবাধে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে।

তৃতীয়তঃ। রোগীর খেয়ালগুলি মনোযোগ করিয়া শুনিতে হইবে।

সর্ব্বশেষে রোগীর ব্যারামের প্রকৃত চিকিৎসা করিতে হইবে। অর্থাৎ সরাসরি রোগের চিকিৎসা, ন্যায় ও ধর্ম্মমতে করিলে চলে না—পাঁচ জনের খোসামুদি করিয়া তবে এদেশে ব্যারাম চিকিৎসা করিতে হয়।

(ঙ) মাড়োয়ারী ও মুসলমান ইহারা ২৲ টাকার যায়গায় ৪৲ টাকা খরচ করিতে কাতর নহে কিন্তু প্রথম শিশিতেই যথেষ্ট উপকার দেখান চাই। মনে করুন, কাহারো আমাশয় হইয়াছে। তাহার প্রথম অবস্থায়, সামান্য বিবেচনাই প্রশস্ত, কিন্তু সে পথে যাইলে

পেটব্যাথা ও ব্যারাম সারিতে ২।১ দিন বিলম্ব ঘটিতে পারে—সে বিলম্বে তাহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। তাহাদিগকে প্রথম দেখা মাত্রেই অহিফেন ঘটিত ঔষধ দিয়া ব্যাথা ও মলত্যাগের সংখ্যায় হ্রাস দেখান চাই—তাহার পরে প্রকৃত ঔষধ দিলেও চলে।

(চ) কোনও কোনও ডাক্তার বেশী দামী দামী পেটেণ্ট ঔষধ প্রেসকৃপসনে ব্যবহার করেন। এরূপ করিলে প্রেসকৃপসনের দাম বাড়ে, কাযেই রোগী মন খুসী হয়। তাহা ছাড়া, বর্ত্তমান কালে, কলিকাতায় ডাক্তারখানায় নিত্যই যে ভেজাল ও গণ্ডগোল দেখা যায় সেরূপ অবস্থায় ভাল ভাল পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার করায় অতীব সুফল ফলিবারই কথা।

(১৮)

ডাক্তারখানার সঙ্গে ডাক্তারদের সম্বন্ধটা আজকাল তেমন ঘনিষ্ঠ নাই। পূর্ব্বে যখন ডাক্তার ও ডাক্তারখানা বিরল ছিল, তখন প্রত্যেক ডাক্তারের সঙ্গে ডাক্তারখানায় কমিশনের বন্দোবস্ত ছিল। এখন অনেকেরই নিজ নিজ ক্ষুদে ডাক্তারখানা আছে। "চোখের ডাক্তারদের" সঙ্গে চশমাও চালায়, এখনও কমিশন আদান প্রদান চলে।

আজকাল অনেকগুলি ডাক্তারখানা হওয়ায়, লোকে প্রতিযোগিতার মুখে সস্তায় ঔষধ খোঁজে তাহার বিষময় ফল এই যে, সব সময়ে যথেষ্ট মাত্রায় ঔষধগুলি তাহারা পায় না। খরিদ্দার সস্তায় ঔষধ চায়, কাজেই ডাক্তারখানাওয়ালারা সস্তায় মাল, নিকৃষ্ট মাল অথবা কম কম দিয়া খরিদ্দারের মন রাখে। ইহার ফলে, বাজারের আর ভাল মেকারের মাল পাওয়া যায় না, যত খেলো বাজে মার্কা মাল বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে।

(১৯)

কাহারো সঙ্গে পরামর্শ করা (Consult) আজকালও যেমন, পূর্ব্বেও তেমনি ফ্যাসান ছিল। কিন্তু তখন সাহেব ডাক্তারের উপরে অগাধ বিশ্বাস ছিল। এখন দেশী বড় বড় অনেক ডাক্তার হওয়ায়, তাহাদেরই সঙ্গে পরামর্শ করা হয়। সাহেবদের সঙ্গে পরামর্শ করার সুবিধা দ্বিবিধ ছিল। প্রথমতঃ—রোগী কখনও ঘরের ডাক্তারকে ডিঙ্গাইয়া সাহেবের কাছে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে যাইতে পারিত না। বাঙ্গালী বা ইহুদী বড় ডাক্তারেরা অধিকাংশ সময়ে এ ভদ্রতাটুকু রাখেন না বলিয়া (অর্থাৎ যখন তখন রোগীর লোক যাইবে, তাহাদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপদেশ দেন বলিয়া) অনেক সময় ছোকরা ডাক্তারেরা রোগীকে হারায়, কারণ রোগী যখন দেখে যে বড় ডাক্তারেরও অবারিত দ্বার, আর বাড়ীতে কাহাকেও কিছু দক্ষিণা দিতে হয় না, তখন সে বড়কে ছাড়িয়া কেন আর ছোটর কাছে যাবে? দ্বিতীয়তঃ—সাহেব-সুবার সঙ্গে আলাপ থাকিলে, কলেজের বা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনেক বিষয়েই লাভবান হওয়া যায়।

এখন দেশী "বড়" ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করার ফলে অনেক রকমের সুবিধা হইয়াছে। যে ছোট (অর্থাৎ বয়োকনিষ্ঠ বা জ্ঞান অপক্ক) ডাক্তার বারম্বার একই বড় ডাক্তারকে ডাকে, সেই বড় ডাক্তার আবার কথায় কথায় সেই ছোট ডাক্তারের পসারের জন্য চেষ্টা করেন। এই ভাবে যেমন পূর্ব্ব কথিত দুচার জন পরস্পর সাহায্যকারী ছোট ছোট ডাক্তারেরা ঐ উপায়ে আপনাদের পসার বৃদ্ধি করিয়া লইতেছেন, সেই পথ ছোট বড়তেও আজ অনুসরণ করিতেছেন। ইহাকে ইংরাজীতে—"গ্রূপ প্র্যাকটিস্" বলে। বাঙ্গালায় ইহাদের ক্ষুদে "বণিক সংঘ" বলা যাইতে পারে। আমি বলি কি—এ পর্য্যন্ত noble profession এর nobilityর (অর্থাৎ মহানুভবতার) যথেষ্টই পরিচয় পাইলাম। আর ময়ূরের আড়াল দেওয়া কেন? সোজা সোজী ব্যবসা নামে ইহাকে চালাইলেই ত হয়? তাহা হইলে গোড়ায় পয়সা লইয়া তবে রোগীকে হাত করিতে হয়।

(২০)

কলিকাতায় ডাক্তারী ব্যবসায়ের সঙ্গে মোটর ভাড়া দেওয়ার ব্যবসায় অন্যতম। কোনও ডাক্তার মোটর কিনিয়া দেখিলেন যে, হাতী পোষার খরচ লাগে। সুচতুর চিকিৎসক অমনি ভিতরে ভিতরে অপর লোককে তাহা ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। হয়ত সকালে ২ ঘণ্টা ডাক্তারের জন্য মোটর বরাদ্দ রহিল; দুপুরে একজনকে তাহা ভাড়া দিয়া ১২৫৲ টাকা তাহা আদায় হইল, আবার সন্ধ্যায় আর একজনকে ভাড়া দিয়া মাসিক ১০০৲ টাকা একুনে ২২৫৲ ভাড়া আদায় হইতে থাকিল। লোকে ডাক্তারকে মোটরে চড়িয়া বেড়াইতে দেখিল, অথচ মোটরের খরচ অন্য দিক দিয়া আদায় হইতে থাকিল। ডাক্তারদের সঙ্গে অনেকেই অন্যান্য ব্যবসায় করিয়া থাকেন।

কাহাকেও চামড়ার ব্যবসায়, কাহাকেও ময়দার দালালি, কাহাকেও ঘোড়ার দালালি, কাহাকেও চপ-কাটলেটের কেবিন (বেনামী) এ সবই দেখিয়াছি। "তত্র দোষং ন পশ্যামি।"

যে ব্যবসায়ই করুন, কলিকাতায় একটি মজার জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তিকে ধারে ঔষধ দেওয়া যায় বা যাহার কাছে ফি পাওনা বাকী হয়, প্রায়ই তাহারা সে ডাক্তারের কাছে আর আসে না। অন্য নামজাদা বড় ডাক্তারের কাছে এ সব চালাকি করিবার যো নাই। ভাল মানুষ, ভদ্র, ছোট-খাট ডাক্তারেরা ধারে ঔষধ দিলে বা ফি বাকী রাখিলে, প্রায়ই সে দাম ও ফি ত পায় না বটেই, পরন্তু সে জুয়াচোর এই সামান্য পাওনা ঠকায় সে আর সে ডাক্তারের কাছে আসে না। এই জন্য কলিকাতায় অনেক ছোট ডাক্তার হয় ধার দেন না, আর যদি দেন ত "ছাড়িয়া দিলাম" এই বোধে দেন, আরো তাগাদা করেন

না। আজ তবে এই পর্য্যন্ত। পাঠক-মহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে পারে—হয় তো বা ঘটিয়াছে। অনেক হক কথা বলিয়া ফেলিলাম। এ নক্সা অতি রঞ্জিত নয়। এ নক্সা দেখিয়া যদি কাহারও কোন উপকার হয় এই আশায় এই নক্সা আঁকিলাম। ইহার মধ্যে প্রতিহিংসার একটুকু গন্ধ নাই।

(সংহতি—আশ্বিন, ১৩৩০।)

গো-মড়ক
ও
দেশের কৃষির অবস্থা।

এবৎসর অতি বিলম্বে বর্ষা হওয়ায় কৃষির অবস্থা অতি নিরাশাময়, কোন স্থানেই এখনও সুচারু চাষ হয় নাই। প্রত্যেক লোকের যে পরিমাণ চাষের জমী আছে, তাহার অর্দ্ধেকও আবাদ হইবার সময় পাওয়া যাইবে না। প্রজাস্বত্ব আইনের খসড়া দেখিয়া বহুলোকে ভয়ে প্রজাবিলি করিতে পারে নাই। গবর্ণমেণ্টও বিলম্বেই প্রজাস্বত্ব আইনের সংস্কার সম্বন্ধে শেষ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন। সুতরাং মধ্যস্বত্ববিৎগণের পরে প্রজাবিলি হইলেও সে সকল জমী আবাদ হইবে না, কারণ প্রজা এই শ্রাবণের শেষভাগেই বর্ষা পাইয়া আগে নিজের জমীই আবাদ করিবে, পরে সময় পাইলে ভাগের জমী আবাদ করিবে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তাহা সম্ভব হইবে বলিয়া বোধ হয় না। তাহার উপর প্রায় সমগ্র বাঙ্গালায় গো মড়ক আরম্ভ হইয়া অসংখ্য গরু মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই ভয়ানক পীড়াকে গরুর প্রেগ বলা যাইতে পারে। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের প্রত্যেক গ্রামেই এই গোমড়ক আরম্ভ হইয়া গোয়ালের সমস্ত গরুই সাবাড় হইয়া যাইতেছে বা এই কৃষির সময়ে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। এজন্য এবার বহুস্থানেই আবাদের কার্য্য অচল হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেকখানা লাঙ্গলের মূল্য ১।০ স্থলে ২॥০ টাকা, ৩৲ টাকা হইয়া পড়িয়াছে। এই রোগের প্রতিষেধক রূপে কোন কোন স্থলে প্রত্যেকদিন আড়াই শত গরুকে ইনজেকশন্ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদেরও অধিকাংশ গরু পরেও এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

গরুর মৃতদেহ পুঁতিয়া ফেলাই গবর্ণমেণ্টের পশু চিকিৎসকগণ রোগ বিস্তারের প্রতিষেধক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু পল্লীগ্রামের ভাগাড় অর্থাৎ যেখানে গবাদির মৃতদেহ ফেলিয়া দেওয়া হয়, সে সকল স্থান বর্ষার জলে নিমজ্জিত, পুঁতিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা সম্ভব নহে। মুচিরা এই সকল মৃতদেহের চামড়া উঠাইয়া লয়। এই গোমড়কে তাহাদের যথেষ্ট লাভ হইতেছে। তাহারা এই মৃত পশুর মাংস ভক্ষণও করে সুতরাং গো মড়কে তাহাদের মরসুম পড়িয়া যায়। অনেকে মনে করেন, ইহারা এই সকল মৃত গবাদির পাকস্থলীর বিষ গো-চারণের মাঠে মাঠে গোপনে ফেলিয়া দিয়া সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার করিয়া থাকে। গরুকে পুঁতিয়া দিলে মুচিদের এই দৌরাত্ম্য কমিয়া যায়, সংক্রামকতা বৃদ্ধি হইতে পায় না। কিন্তু এই বর্ষাকালে তাহা সম্ভব হইতেছে না, সুতরাং সংক্রামকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে, গোবংশ বা নির্ব্বংশ হইয়া যায়। গঙ্গানীর ন্যায় বড় গ্রামে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, প্রত্যহ ৮।১০টা গরু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অনেকস্থলে চাষের কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গরুই চাষের প্রধান অবলম্বন। সুতরাং এই ভীষণ গো-মড়কে এবারকার কৃষির অবস্থা নিরাশাজনক। গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে এই গো-মড়কের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রতিবিধান করুন, নচেৎ দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

পল্লীগ্রামে আগে বহু গো-চিকিৎসক ছিল, এখন আর নাই। এরূপ ক্ষেত্রে নিরীহ পশুগুলি বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। প্রতিবিধানের চেষ্টা রাজারই কর্ত্তব্য। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ভেটারিনারী ডাক্তারদের সংখ্যা অতি অল্প, যাহা আছে, তাহাদের দ্বারা এত বড় সংক্রামক পীড়া প্রশমিত করা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। সমগ্র জেলার মধ্যে হয় তো ৩।৪টী ডাক্তার আছেন। লক্ষ লক্ষ গরুর চিকিৎসা তাঁহাদের দ্বারা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? এই গরুর মৃত্যুতে চাষ আবাদ চলিবে না, গাভীর অভাবে দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতির অভাব হইবে, দেশের শিশুর জীবন রক্ষা অসম্ভব হইবে, সুতরাং শিশুমৃত্যুর আধিক্য অবশ্যম্ভাবী। এ তো উপেক্ষার বিষয় নয়।

এই গো-মড়কের প্রধান লক্ষণ—প্রথমে গরু ঝিমাইয়া থাকে, নাক মুখ চক্ষু দিয়া লালা ও জলস্রাব হয়; গরুর তরল ভেদ হয়, পেট কাঁপে, গরু প্রথম ৩।৪ দিন কিছু খাইতে পারে না। কোন কোন গরুর গলা ফুলিতে থাকে, কাহারও কাহারও গলা ফুলে না। গলার ঝালরে ও কাহারও কাহারও সর্ব্বাঙ্গে গুটিকার ন্যায় উদ্ভেদ বাহির হয়। মলে রক্ত দেখা যায়, মল অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত হয়। কোন কোন স্থলে রক্তভেদ হয়। গরু পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারে না। নাকে জিহ্বায় ঘা হয়। জ্বর তো হয়ই। কান নোটাইয়া পড়ে। ক্রমে গরু দুর্ব্বল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকে বলিতেছেন, ইহা গুটির পীড়া। ইংরাজী গো চিকিৎসা পুস্তকে ইহাকে Cattle Plague বা গো মড়ক বলা হইয়াছে। দেশীয় চিকিৎসকগণ বলিতেছেন, আকুলন্ত কণ্টকারীর শিকড় আর আড়াইটী গোলমরিচ বাঁটিয়া সেবন করাইলে সুস্থ গরু আক্রান্ত হইতে পারে না! কিন্তু ইহার সত্যতা পরীক্ষাসাপেক্ষ্য। আক্রান্ত গরুকে শিমুলতুলার বীচি প্রথম দিন ২৫টী, দ্বিতীয় দিন ১৮টী, তৃতীয় দিন ১২টী—এইক্রমে

খাওয়ালে নাকি উপকার হয়। ২।১টী গাভীকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা হইয়াছিল এবং অন্য টোটকা ঔষধও দেওয়া হইয়াছিল। কোন্ ঔষধে কি হইল বলা যায় না। কিন্তু সেগুলি রক্ষা পাইয়াছে। পেট-ফাঁপার জন্য চায়না ৩০ শক্তি দেওয়ায় পেট-ফাঁপা কমিয়াছিল। গলা ফুলায় ও মুখ দিয়া লালাস্রাবে ল্যাকেসিস্ ৩০ শক্তির অণুবটিকা ৮।১০টী একেবারে দেওয়া হয়; ফলে লালাস্রাব কমিয়া যায়, গলার ফুলাও কমিয়া যায়। তাহার পর অন্য টোট্‌কা ঔষধও দেওয়া হয়; সুতরাং বোঝা গেল না যে কোন ঔষধে উপকার হইল। কোন একটী গরুকে শুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিয়া দেখা উচিত।

(কাজের লোক)।

গো-মড়ক।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

Preventive Medicines.

প্রতিষেধক ঔষধ :—Arsenicum album আর্সেনিক আল্‌বম ট্রিটুরেশন ১০ গ্রেণ প্রতিদিন জলের সহিত সেবন করাইতে হইবে। যদি অনেক গরুর চিকিৎসা একবারে করিতে হয়, তাহা হইলে ১২ ড্রাম ঔষধ ২ কোয়ার্ট জলের সহিত মিশাইয়া প্রত্যেক গরুকে এক টেবেল স্পুন প্রত্যহ একবার সেবন করাইতে হইবে। এই ঔষধ, যে স্থানে অসুখ হইতেছে, তথাকার সমস্ত গরুকেই খাওয়াইতে হইবে।

রোগ আক্রমণ করিলে নিকটে যদি কোন হোমিও ভিটারীনারি সার্জন থাকেন, তাঁহাকে সংবাদ দিবে। যদি তাহা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সময় নষ্ট না করিয়া নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রথমেই দেখিবামাত্র হোমিওপ্যাথিক বেলেডোনা ১০ ফোঁটা প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর জলের সহিত ২৪ ঘণ্টা প্রয়োগ করিতে হইবে।

গরুর এই অসুখে প্রথমেই নাসিকারন্ধ্র লোহিতবর্ণ ও ঈষৎ স্ফীত হয়, মাথা যেন ঝুলিয়া পড়িয়া যায়। কান ও সিং এবং গাত্রের স্বাভাবিক উত্তাপের পরিবর্ত্তন হয়। গরু খাইতে চাহে না। গাভীগণের পালান ছোট হইয়া যায়, জননযন্ত্র লোহিতবর্ণ ধারণ করে। এইরূপ লক্ষণ দেখিলে বেলেডোনা পূর্ব্বোক্তরূপে সেবন করাইতে হয়। যদি ইহাপেক্ষা গরুর অন্য কোন খারাপ অবস্থা না হয়, তাহা হইলে এই ঔষধই ৩।৪ দিন ৪৫ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইতে হইবে।

যদি রোগাক্রান্ত হইলে লক্ষণসমূহ আরও জটিল হয়, অর্থাৎ নাক মুখ দিয়া লালাস্রাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে, শীত বোধ করে, কখন গরম, কখন ঠাণ্ডা বোধ হয়, অতিশয় পিপাসা, নাড়ী দুর্ব্বল, গরু আর দাঁড়াইতে পারে না, চক্ষু ফুলিয়া উঠে, তাহা হইতে সপূজ অশ্রুস্রাব, মুখে ফেনা ভাঙ্গে, ঠোঁটে এবং নাকে লাল লাল পীড়কা দেখা যায়। মুখে দুর্গন্ধ, তরল মল, বা আমমিশ্রিত দুর্গন্ধময় মল নির্গত হয়, পেটে টাটানী থাকে, এরূপ অবস্থায় আর্সেনিক ১০ ফোঁটা জলের সহিত মিশাইয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইতে হয়।

যদি উপরোক্ত লক্ষণ সমূহের সহিত কাঁধে এবং পায়ে খেচুনীর ভাব, যেন গরুর মাথা ঘুরিতেছে, পায়ে পক্ষাঘাতের মত অসাড় ভাব দেখায়, তাহা হইলে রসটক্স ১০ ফোঁটা ১ টেবেলস্পুন জলের সহিত ৩ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইলে উপকার হইবে। যদি ২৪ ঘণ্টা ঔষধ খাওয়ানোর পর বিশেষ উপকার বোধ না হয়, তাহা হইলে পুনরায় আর্সেনিক ব্যবহার করাইবে।

যদি অন্যান্য যন্ত্র অপেক্ষা বক্ষযন্ত্র আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে গরু অতি কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতে থাকে, ঘন ঘন শুষ্ক কাশী হয়। নাক ও গলা ঘড়ঘড় করিতে থাকে। ফস্ফরাস ১০ ফোঁটা জলের সহিত ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। এইরূপে ২৪ ঘণ্টা, ৩৬ ঘণ্টা, ৪৮ ঘণ্টা সেবন করানর পর পুনরায় আর্সেনিক সেবন করাইবে।

যদি গরুর পেট ফাঁপে, তজ্জন্য শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমোনিয়ম কষ্টিকম ১০ ফোঁটা জলের সহিত ২ ঘণ্টা অন্তর যে পর্য্যন্ত পেট ফাঁপা না কমে, ততক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে।

কখন কখন দেখা যায় গরু সারিয়া উঠিতেছে কিন্তু দুর্গন্ধকর উদরাময় অনেক দিন থাকিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় ফস্ফরিক এসিড জলের সহিত দিবসে ৩বার দিলেই রোগ সারিয়া যাইবে। গো-চিকিৎসায় প্রায় নিম্ন শক্তির ঔষধই ব্যবহার হয়।

আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।

প্রতিদিন ঈষৎ গরম জলে নাক মুখ ধৌত করিয়া দিবে। চক্ষু, গুহ্যদ্বার, জননযন্ত্রাদি পরিষ্কার করিয়া দিবে।

পথ্য।

প্রথমাবস্থায় ভাতের মাড় ২।৩ বার অল্প লবণ দিয়া আধ গ্লাস মুখে ঢালিয়া দিয়া খাওয়াইতে হইবে।

ক্রমে যখন গরুর ক্ষুধা হইতেছে, খাইবার ইচ্ছা বোঝা যাইবে, তখন সামান্য সামান্য সহজ সাধারণ খাদ্য যাহা নিজের ইচ্ছায় খায়, তাহা দেওয়া যায়। কাঁচা ঘাস সামান্য দেওয়া উচিত।

প্রত্যেকবার বাহ্য প্রস্রাবের পর গোয়াল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পল বিছাইয়া দিবে। মলমূত্রসংযুক্ত বিচালী পল পোড়াইয়া ফেলা উচিত। ফিনাইল দিয়া ধুইয়া ঘর শুষ্ক করিয়া তাহাতে গরু রাখিবে।

নিমকাষ্ঠ আল্‌কাতরা সংযোগে, গৃহমধ্যে পোড়াইবে; ধোঁয়া দিয়া ঘর বিশুদ্ধ করিবে। পীড়িত গরুকে স্বতন্ত্র স্থানে, যে পর্য্যন্ত ভাল না হয়, রাখিবে। ইহা অতি ভয়ানক সংক্রামক রোগ।

(কাজের লোক।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিননাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

১১। প্রকৃতি। গুণ ও বিকার।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥

১৩।১৯।

প্রকৃতিং পুরুষং এব চ উভৌ অপি অনাদিঃ (আদিঃ প্রথমঃ রহিতঃ) বিদ্ধি। বিকারান্ (প্রকৃতেরন্যথাভাবঃ বিকারঃ। পরিণামঃ ইতি ভরতঃ) গুণান্ (দ্রব্যাশ্রিত গুণঃ) এব চ প্রকৃতি সম্ভবান্ বিদ্ধি।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই প্রথমারম্ভরহিত অর্থাৎ অনন্তে প্রকৃতি পুরুষের কখনও আদি হয় নাই। পরমাত্মা আত্মা ও জীবাত্মাদিগকে পুরুষ বলা হইতেছে। ইহাদের আধার লোক সকল যে আদি পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত তাহাকে প্রকৃতি বলা হইতেছে।

অনন্তে অনন্তব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। কোন ব্রহ্মাণ্ড বাল্যে কোন ব্রহ্মাণ্ড যৌবনে কোন ব্রহ্মাণ্ড বার্দ্ধক্যে বা কোন ব্রহ্মাণ্ড মহাপ্রলয়ে অনন্তকাল হইতে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং অনন্তে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এককালীন লয় হইতে কখন পারে না বা কোন দিন অনন্তে ব্রহ্মাণ্ড ছিল না এরূপ হইতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতি পুরুষের দ্বারা নির্ম্মিত সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষ কোন দিন আরম্ভ হইয়াছে এরূপ হয় না। যদিও প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে তাহাদের আরম্ভ ও লয় দেখা যায় তথাপি অনন্তে তাহাদের আরম্ভ ও লয় হয় না। তাই প্রকৃতি পুরুষকে অনাদি বলা হইল।

প্রকৃতি হইতে পদার্থান্তর রূপ পরিণাম সকল অর্থাৎ বিশ্বের বিচিত্রতা এবং দ্রব্যের গুণ সকল উদ্ভব হইতেছে।

The unitary substance entering into the body of atoms is called Soul, Self or Spirit and the body of atoms is called Matter or Medium. Both of them are eternal. Innumerable universes are floating in the infinite space. Some of them are growing, some of them are developing and some of them are decaying. It is impossible that the infinite space was ever without an universe. Each universe is made of Spirit and Matter and thus they are fundamental.

The substance and the attributes are being developed from matter.

১২। অপরা প্রকৃতি।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

৭।৪।

ভূমিঃ (পৃথিবীতন্মাত্রং তথা সর্ব্বত্র) আপঃ অনলঃ বায়ুঃ, খং (আকাশ তন্মাত্রং) মনঃ (মনসঃ কারণং অমর্দ্দিকং তথা সর্ব্বত্র) বুদ্ধিঃ (প্রতিভাঃ) অহংকারঃ (অহমিত্যয়ং তস্য কারণং) এব চ ইতি ইয়ং মে (পুরুষস্য) অষ্টধা ভিন্না (বিভাগং প্রাপ্তা) প্রকৃতি।

ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমাদির তন্মাত্রা (অর্থাৎ গন্ধাদি বিষয়গ্রহনকারী শক্তির অধিষ্ঠান) মন বুদ্ধি এবং অহংকারাদির অধিষ্ঠান সকল পুরুষের অষ্ট প্রকার বিভিন্না প্রকৃতি অর্থাৎ পুরুষ এই সকল অণুতে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে মূর্ত্তিতে পরিণত করে। পুরুষ ক্ষিতি অণুতে প্রবেশ করিয়া উহাকে সর্ব্ব নামক মূর্ত্তিতে পরিণত করে এবং ঐ মূর্ত্তি তখন গন্ধগ্রাহী নাসিকা ইন্দ্রিয় হয়। এইরূপ অন্যান্য ভূত ও মনাদিতেও চিন্তনীয়।

Solid, liquid, colorific, gaseous, etherial, electric, phosporescent and conscious matters are the eight different mediums for the Spirit. Those when impregnated by the Spirit be respectively developed into the smell, the taste, the optic, the touch, the auditory, the mental, the intellectual and the conscious centers.

(ক্রমশঃ।)

লেবুর চাষ।

একটী ভারতীয় ব্যবসায়।

জার্ম্মাণী হইতে Mr. N. C. Ganpaty ইংরাজী ভাষায় "Indo-German Commercial Review" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন এবং ইহার প্রথম সংখ্যা সমালোচনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। কাগজখানি সুন্দর—জার্ম্মাণীর বহু ব্যবসায়-তথ্যে পরিপূর্ণ। আমরা একটী প্রবন্ধের সারাংশ অনুবাদ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

ভারতে প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে লেবু জন্মে এবং ভারতেই ইহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ। কোন ব্যবসায় বাণিজ্যের কাগজে ইহার রপ্তানীর কোন হিসাব কখন বাহির হইতে শুনি নাই। তাহার কারণ, বিদেশে ইহার রপ্তানী কখনও হয় না। রেল বা জাহাজে চাপাইলে মাল পচিয়া যায়। সেই জন্য ইহার ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইলেও ভারতের মধ্যে যতদূর ইহার ব্যবহার হইবার হইয়া

বাকী লেবু নষ্ট হয়। সুতরাং ভারতের লেবু বিদেশে রপ্তানীর কথা উল্লেখযোগ্যই নহে।

কাঁচা লেবু রপ্তানী হইতে পারে না। কিন্তু অন্য উপায়ে ইহা হইতে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে এবং তাহা ভারতের একটী উৎকৃষ্ট ব্যবসায় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। লেখক দেখাইতেছেন, যদি ভারতের আস্ত লেবু ভারত হইতে রপ্তানীর সুবিধাও থাকিত, তাহা হইলেও ইয়োরোপের এমন কয়েকটী দেশ আছে, তাহারা জার্ম্মানীর নিকটবর্ত্তী এবং সেই সকল স্থান, যথা ইটালী, পর্টুগাল প্রভৃতি, এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মরক্কো হইতেও স্বল্পব্যয়ে শীঘ্র টাট্‌কা লেবু জার্ম্মাণীতে রপ্তানী হইয়া আইসে। তাহার সহিত ভারতজাত লেবু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইতে পারিত না। ইটালী ভারতের তুলনায় জার্ম্মানীর অনেক নিকট; তদ্ভিন্ন ইয়োরোপের দ্রুতগামী রেলগাড়ী থাকা সত্ত্বেও ইটালী তাহার দেশজাত টাট্‌কা লেবু পাঠাইয়া এখনও সুবিধা করিতে পারে নাই। সেইজন্য এক উপায় অবলম্বন করিয়া এখন তাহারা এই সকল লেবুর সদ্গতি করিতে সমর্থ হইতেছে।

অনেকেই অবগত আছেন যে, লেবুর রস হইতে এক প্রকার (Acid) অ্যাসিড্ প্রস্তুত হয়, তাহার নাম সাইট্রিক এসিড। ইটালীর গ্রাম্য নরনারীগণ লেবু হইতে এই সাইট্রিক এসিড্ প্রস্তুত করিয়া জর্ম্মানীতে রপ্তানী করিয়া থাকে। এই অ্যাসিড্ প্রস্তুতের কাজটাকে তাঁহারা গৃহ-শিল্পমধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছে। এই সকল পল্লীজাত সাইট্রিক অ্যাসিড্ তত পরিষ্কৃত হয় না—কিন্তু লবণের ন্যায় দানা বান্ধিয়া যায়। এই দানা জার্ম্মাণীতে যাইয়া পুনরায় রিফাইন হইয়া উৎকৃষ্ট সাইট্রিক অ্যাসিড হইয়া জগতের নানাস্থানে রপ্তানি হইয়া যাইসে। সাইট্রিক অ্যাসিড্ ঔষধ প্রস্তুতে এবং নানাপ্রকার মিষ্টান্নাদি প্রস্তুতে ব্যবহার হইয়া থাকে। ইটালীর ন্যায় ভারতের নরনারী লেবু হইতে সাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিয়া জর্ম্মাণীতে রপ্তানী করিতে পারে। তাহা নিশ্চয়ই লাভজনক একটী উৎকৃষ্ট ব্যবসায় হইবে সন্দেহ নাই।

কেমন করিয়া সহজে সাইট্রিক অ্যাসিড্, বিশেষতঃ কোনও রাসায়নিক যন্ত্রের বিনা সাহায্যে প্রস্তুত হয়, তাহাই বলিতেছি।

এইরূপ সাইট্রিক অ্যাসিড্ প্রস্তুত প্রণালী অতি সহজ। প্রথমতঃ একটা সিমেন্ট করা চৌবাচ্চায় বা কাঠের পিপেতে লেবুর রস বাহির করিয়া জমা করিতে হয়। প্রচুর পরিমাণ লেবুর রস সংগ্রহ হইলে ইহার উপর পাথুরে চূণের গুঁড়া ছড়াইয়া দিতে হয়। চূণটা ক্যালসিয়ম কারবনেট্ সংমিশ্রিত। এই ক্যালসিয়ম কারবনেট্ ইটালীর মার্কেল প্রস্তরেরই রূপান্তর, মার্কেল পাথর চূণের দানার রূপান্তর মাত্র। লেবুর রস সাইট্রিক অ্যাসিড্, ইহা একটা ক্ষমতাশালী অম্লজান। সুতরাং অবিলম্বেই চূণ হইতে কার্ব্বনিক অ্যাসিড্‌টাকে পৃথক করিয়া ফেলে এবং জলবৎ একটা লোশন সৃষ্টি করে, তাহাকে সলিউশন অফ্ ক্যালসিয়ম সাইট্রেট বলে। এই সলিউশনটাকে ফিল্টার করিয়া লইলেই এই যে পরিষ্কৃত সলিউশন, ইহাকে একটা মুখ চওড়া কাঠের পিপের মধ্যে রাখিয়া রৌদ্রে দিলেই জলটা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় এবং সুন্দর দানাদার লবণের ন্যায় কঠিন পদার্থ পড়িয়া থাকে। ইহাই ক্যালসিয়ম সাইট্রেট্ (Calcium Citrate)। এই জিনিসটা উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে কাঠের বাক্‌সে প্যাক করিয়া রপ্তানী করা হইয়া থাকে। এই ক্যালসিয়ম সাইট্রেট্ সচরাচর জর্ম্মাণীতে রপ্তানী হইয়া আইসে। ইহাকেই জর্ম্মাণ রাসায়নিকগণ পরিষ্কার করিয়া বিশুদ্ধ সাইট্রিক অ্যাসিড্ প্রস্তুত করিয়া লয়।

ভারতেও যেমন রাসায়নিক কারখানার উন্নতি সাধিত হয় নাই, ইটালীর অবস্থাও সেইরূপ। কিন্তু তথাপি এদেশের লোক কোন জিনিসই বৃথা নষ্ট হইতে দেয় না। কিন্তু ভারতের লোকে লাভ ক্ষতির দিকে দৃক্‌পাত করিতেও শিক্ষা করে নাই। ইটালীর লোকে যে উপায়ে লেবুগুলির গতি করে, ভারতের লোকে আবাল বৃদ্ধবনিতা মিলিয়া এই উপায়েই একটা লাভজনক কাজ করিতে পারে। রস বাহির করিয়া লওয়ার পর পরিত্যক্ত লেবুর খোসাদি উৎকৃষ্ট সার হইতে পারে; সেই সার ফলের বাগানের উৎকৃষ্ট সার হইবে। ভারতের নানাস্থানে প্রচুর লেবু উৎপন্ন হয়। এইরূপ একটা লাভজনক কাজ করিতে আরও লেবুর চাষ করা উচিত। কেবল ধান ও পাট চাষ করিয়া সমস্ত বৎসর হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে দেশের দীনতা ঘুচিবে না। অনেক সময় জলাভাবে সকল বৎসর শস্য জন্মে না, কিন্তু অন্য উপায়ে এবং বাগিচাদি করিয়া এইরূপ লেবু ও অন্যান্য ফলের চাস করিলে, দুঃসময়ে—অজন্মার দিনে তাহার আয় হইতে জীবন রক্ষা হইতে পারে। অলস অকর্ম্মণ্য এদেশবাসী দুঃসময়ে হায় হায় করিতে পারে, কিন্তু প্রতিকারের উপায় আগে থাকিতে ভাবিতে জানে না। ইহাদের দুঃখ কি কেহ ঘুচাইতে পারে?

তাহার পর এই লেবুর ছাল হইতে Lemon Oil নামক অতি সুবাসিত তৈল বাহির করা হইয়া থাকে। লেবুর উপরের ছাল হইতেই এই তৈল পাওয়া যায়, ভিতরের ছালটায় তিক্ত বিস্বাদ পদার্থ থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ইয়োরোপের মহিলাগণ ইহার বাহিরের ছাল সুকৌশলে চাঁচিয়া লইয়া রুটী প্রস্তুত করিবার ময়দার সহিত মিশাইয়া দিয়া রুটী ভাজিয়া লইয়া থাকে। ইহাতে রুটীতে কাগজী লেবুর ন্যায় সুন্দর গন্ধ হইয়া থাকে। লেবু হইতে এইরূপে ছাল তুলিবার জন্য এখন কল প্রস্তুত হইয়াছে, সেই কলের সাহায্যে ছাল তুলিয়া লইয়া তৈল বাহির করিবার কলে তৈল বাহির করা হইয়া থাকে। তাহার পর এই তৈলকে অন্য যন্ত্রসাহায্যে বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়।

ভারতে এরূপ তৈল কল্প দ্বারা তৈয়ার বাহির করিবার ফ্যাক্টরী সম্ভবতঃ নাই। কিন্তু লেবুর ছালকে শুষ্ক করিয়া জর্মাণীতে পাঠাইলে তাহারা ছাল হইতেই তৈল বাহির করিয়া লইতে পারে। এই লেবুর তৈলের ইয়োরোপে খুব কাটতি আছে। ইহার গুণ, সামান্য কয়েক ফোঁটা মাত্র তৈলে অনেক বেশী পরিমাণ সামগ্রীকে সুগন্ধ করা যায়। সাইট্রিক এসিড এবং লেমন অয়েল উভয় দ্রব্যই এই উদ্দেশ্যেই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, অথচ কাঁচা লেবু অপেক্ষা সুলভ।

এইরূপ উপায়ে জর্মাণীতে ভারতীয় লেবুর রপ্তানি হইতে পারে, পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। * * *

(কাজের লোক)।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঠাকুরমার টোট্‌কা

বা

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

শ্বাস (হাঁপানি)।

কুড়, কাঁকুড়া শৃঙ্গ, কুল আঁটির শাঁস, পিপুল, জটামাংসী, শঠি, বড় এলাচ ও যবক্ষার রক্ত তুলসী পাতার রসে মাড়িয়া ৵০ পরিমাণ বড়ী করিয়া প্রাতঃকালে ও বৈকালে কাঁচা কণ্টকারীর রস বা শুষ্ক কণ্টকারী ভিজান জলের সহিত সেবন করিলে শ্বাস রোগ আরোগ্য হয়।

আকরকরা, কণ্টকারী, বৃহতী, কাবাব চিনি, গুলঞ্চ, দুরালভা, তুলসী মঞ্জরী ও বহেড়া প্রত্যেক ।০ আনা, জল ৴৷০ সের, শেষ ।৵০ পোয়া। এই পাচনে ১ রতি মুলতানী হিং গুলিয়া পান করিলে, বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

রসসিন্দুর ১, গন্ধক ১, আগুলার পালক ভস্ম ১, ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ১, ও কাল কাস্তুন্দার বীজচূর্ণ ২ ভাগ, পুরাতন ঘৃতের সহিত মাড়িয়া ৪ রতি প্রমাণ বটী করিবেন। অনুপান উষ্ণজল; ইহা শ্বাসশ্লেষ্মার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ধুতুরাফলের মধ্য হইতে বীজ ফেলিয়া উহার মধ্যে আফিং পুরিবেন এবং ঐ ফলের চতুর্দ্দিকে হিং লাগাইয়া দিবেন তৎপর হিংএর চতুর্দ্দিকে জয়ন্তীর পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে শুকাইবেন। শুকাইয়া গেলে গোবর-চুলিতে পুরিয়া কুলকাঠের আগুনে পোড়াইবেন, শীতল হইলে উহার মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া চূর্ণ করিয়া রাখিবেন; ইহার মাত্রা ১ রতি। অনুপান উষ্ণজল— ইহা শ্বাস রোগের একটী চমৎকার ঔষধ।

শ্বেত প্রদর।

তৈত্রী, কচি শিমুলের মূল, ধাইফুল, কৃষ্ণতিল, পোস্তদানা ও গাঁদা পাতা ছাগদুগ্ধে বাটিয়া ।০ আনা পরিমাণ বড়ী করিয়া দুবেলা আমলকী ও যজ্ঞডুমুরের রসের সহিত সেবন করিলে, শ্বেত প্রদর ও মেহ আরোগ্য হয়।

শ্বেত ধুনা ১ রতি, ঝিনুক ভস্ম ১ রতি, বঙ্গ ভস্ম ॥ আধ রতি, শিলাজতু ১ রতি, ঘৃতকুমারীর রসের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে অতি শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়।

খয়ের কাঠ, অনন্তমূল, অশোক ছাল, লোধ, দারুহরিদ্রা, দুর্ব্বার শিকড়, জাঙ্গী হরিতকী ও শ্বেত কুঁচের শিকড় অভাবে (লাল কুঁচের) প্রত্যেক ।০ আনা, জল ৴৷০ সের, শেষ ৴০ ছটাক—এই পাচন শ্বেতপ্রদরের মহৌষধ।

সর্দ্দি।

খালি পানের মধ্যে ছোট এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূর, তুলসীপাতা ও এক টুকরা আদা ভরিয়া চিবাইয়া খাইলে, সর্দ্দি সারিয়া যায়।

দু আনা চা, দু আনা তেজপাতা, দু আনা যোয়ান, এক সিকি লবঙ্গ ও মিশ্রী অল্প ভরি কিছুক্ষণ গরম জলে ফেলিয়া রাখিবেন, পরে ছাঁকিয়া সেই জল অল্প গরম থাকিতে পান করিলে, অতি শীঘ্র সর্দ্দি উপশম ও কোষ্ঠশুদ্ধি ও ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

মস্তক হইতে তলপেটের নিম্ন পর্য্যন্ত ভিজা গামছা দ্বারা মুছিয়া, হাঁটু পর্য্যন্ত গরম জলে ডুবাইয়া রাখিলে, সর্দ্দি ভাল হয়।

স্মৃতিশক্তি হীনতা।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে শতমূলী ও ব্রাহ্মী-শাক ছেঁচিয়া, সেই রস ।৵০ পোয়া ধারোষ্ণ দুগ্ধ সহ পান করিলে স্মৃতিশক্তি ও চক্ষুর জ্যোতি বর্দ্ধিত হয়।

কচি শিমুলের মূল চূর্ণ ৫, আমলকী চূর্ণ ৪, যষ্টিমধু চূর্ণ ৩, শঠী চূর্ণ ২, বংশলোচন ও জটামাংসী অর্দ্ধভাগ—এই চূর্ণে ৴০ আনা পরিমাণ মাখন, মধু, চিনি ও বকৃ দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া খাইলে, স্মৃতি ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

স্বপ্নদোষ।

কচি শিমূলের মূল চূর্ণ, বঙ্গভস্ম, কাবাবচিনি ও গুলঞ্চের পালো একত্রে ৴০ আনা পরিমাণ, প্রাতঃকালে একবার ও রাত্রে আহারান্তে একবার, আমলকী ভিজান জলের সহিত পান করিলে, নিশ্চিত স্বপ্নদোষ আরোগ্য হয়।

ঘৃতকুমারীর রসের সহিত গুপারি গাছের এক টুকরা শিকড় কাশীর চিনির সহিত ৭ দিন প্রাতঃকালে বাটিয়া খাইলে, স্বপ্নবিকার দূরীভূত হয়।

ছাগ দুগ্ধের সহিত সোরা ও মাজুফল বাটিয়া নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিয়া শুইয়া থাকিলে স্বপ্নদোষ ঘটিতে পারে না।

হাম।

হামের দুই এক দিন দেখিয়া শেষে বাবুই তুলসীর বীজ ও শুষ্ক পলতা ভিজান জল, দুই এক দিন পরে অন্ন খএর ধানে ভিজান জল দেওয়া যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ।)

বিংশ শতাব্দির অপূর্ব্ব আবিষ্কার!

আয়ুর্ব্বেদিক ও এলোপ্যাথিক ভেষজের বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ এট কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম।

মহর্ষি চ্যবনমুনির আবিষ্কৃত চ্যবনপ্রাশের গুণ বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়া ও ভেষজের অভাব বশতঃ অনেকের প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ শাস্ত্রানুযায়ী আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না। সেই কারণে আমরা ভারতের নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া মেদ, মহামেদ, বংশলোচন প্রভৃতি মহা আবশ্যকীয় দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতঃ বিশেষ সতর্কতার সহিত এই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া আমেরিকান প্রক্রিয়ায় ইহার সহিত নরওয়ে জাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কডলিভার ওয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম সংযোজনা করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকমতে সম্মিলিত হওয়ায় পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে চ্যবনপ্রাশ, কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম এই ত্রিবিধ ঔষধের প্রত্যেকের শরীরের উপর কার্য্যকরি ক্ষমতা (Physiological action) দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করিলে ফুসফুস সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া যথা—শ্বাস, কাশ, পার্শ্বশূল, বক্ষস্থলে বেদনা বা ভারবোধ, সপূঁয কফ বা রক্ত নিষ্ঠীবন, নিশাস্বেদ, পুরাতন ব্রংক্রাইটিস প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। যাঁহাদের নিজের বা পৈত্রিক কাশির দোষ আছে বা হাঁপানি রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ অমৃত তুল্য। অনেকের শুদ্ধ কডলিভার অয়েল সহ্য হয় না, পেট গরম হয়, পাতলা দাস্ত হয়, তদ্ভিন্ন ইহার অতিশয় তীব্র গন্ধ হেতু অনেকে ব্যবহার করিতে চান না এবং ব্যবহার করিয়াও অনেকে বমন করিয়া ফেলেন; কিন্তু আমাদের এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের সহিত কতকগুলি এইরূপ দেশীয় ভেষজ দ্বারা অভিনব প্রণালীতে কডলিভার অয়েল সংমিশ্রিত হইয়াছে, যে ইহা সকল শরীরে সহজে হজম করাইয়া নূতন রক্ত কণিকা প্রস্তুত করে, তদ্দ্বারা ফুসফুস সবল হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে দেহ বলিষ্ঠ ও লাবণ্যময় দেখায়; তদ্ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা কড্‌লিভার অয়েলের গন্ধ নাশ করা হইয়াছে; এবং ইহার গন্ধ ও আস্বাদ অপ্রীতিকর নহে।

যাহারা যে কোন কারণ বশতঃ কডলিভার অয়েল, সিরাপ হাইপোফস্ফেট অব লাইম কিম্বা কড্‌লিভার অয়েল ঘটিত যে কোন ঔষধ ব্যবহার করেন, তাহারা একবার সেই সকল ঔষধের পরিবর্ত্তে আমাদের কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া দেখুন, দেখিবেন কত অল্পদিনের মধ্যে আপনার উপকার দর্শাইবে এবং একমাসের মধ্যে দেহের ওজন বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুতে দীর্ঘদিন ধরিয়া সেবন করিলে ধাতু পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন দেহ হয়। ইহা বৃদ্ধদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী।

ব্যবহার বিধি।—চা চামচের এক চামচ মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সহ্যানুযায়ী চারি চামচ মাত্রা পর্য্যন্ত এক ছটাক অল্প গরম দুগ্ধের সহিত আহারের পর, দিবসে দুইবার ব্যবহার করিতে হয়।

মূল্য প্রতি ফাইল (আট আউন্স) ২৲ দুই টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৸৹ বার আনা; একত্রে তিন ফাইল ৫৷৹ সাড়ে পাঁচ টাকা, মাশুলাদি ১৷৹ দেড় টাকা।

একখানি মাত্র প্রশংসাপত্র দেখুন—

বনগাঁও হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন ও ক্ষয়কাশ চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ডাক্তার টি, সি, দত্ত, এল, এম, এস, মহাশয় লিখিয়াছেন—

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের যে এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পূর্ব্বে আমি জানিতাম না, কিন্তু কয়েকটী রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ উপকার দেখিয়াছি। আজ কাল যত রকম কডলিভার অয়েল ঘটিত ঔষধ আছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

সোল এজেন্টস্—

শাহ এণ্ড কোং।

ফার্ম্মাসিউটিকাল কেমিষ্টস্।

৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

REGD. No. C 631.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৫শ বর্ষ।] ২৫শে চৈত্র, ১৩৩০ সাল। ইং ৭ই এপ্রেল, ১৯২৪ সাল। [১২শ খণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঠাকুরমার টোট্‌কা

বা

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

হৃদ্‌রোগ।

জটামাংসী।০, অর্জ্জুনছাল।০, অশ্বগন্ধা।০, জীবন্তী।০, অনন্তমূল।০, শালপানি।০, শুঁঠ ৵, বেড়ের ছাল।০ আনা, দুগ্ধ /৵ পোয়া জল /॥ সের শেষ /৵০ পোয়া বা দুগ্ধ মাত্র শেষ। এই দুগ্ধে ৷৷০ রতি পুরাতন ঘৃত গুলিয়া পান করিলে, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস বিকৃতি-নিবারিত হয়। এই পাচনের সহিত ১ রতি অভ্র ভস্ম ও ২ রতি বংশলোচন সেবন করিলে, অধিকতর ফল পাওয়া যায়।

ক্ষয়কাশ (যক্ষা)।

আয়াপানের পাতা, পাকা যজ্ঞডুমুর, কণ্টকারী ও বাসকপাতা একত্রে ছেঁচিয়া কলার পাতে পোড়াইয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় রস নিংড়াইয়া ৩।৪ রতি বংশলোচন ও কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে, ক্ষয়কাস উপশমিত হয়।

বাসকছাল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, লাক্ষা, কিস্‌মিস্‌, লোধ, কণ্টকারী ও অর্জ্জুনছাল প্রত্যেক।০ আনা, জল /॥০ সের, শেষ /০ এক ছটাক, এই পাচনের সহিত ২ রতি পরিমাণ সহস্র পুটিত অভ্র সেবন করিলে বিলক্ষণ উপকার পাওয়া যায়।

বহেড়া চূর্ণ, শুঙ্কের পালো, যষ্টিমধু চূর্ণ, বংশলোচন, প্রবাল ভস্ম ও পিপুলের গুঁড়া সমভাগে, মধুর সহিত লেহন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

রস সিন্দুর ১, গিরিমাটি ১, গন্ধক ১, ভূর্জ্জপত্র ১, অনন্তমূলের ছাল ১, নাগেশ্বর ১, মুথা ১, বাবলছাল ১, পিপুল ১, বংশলোচন ১, বিড়ঙ্গ ১, কিস্‌মিস্‌ ৪, তালের মিশ্রী ৪, মোম ২, পিণ্ডখর্জ্জুর ২, পুরাতন ঘৃত ২, এবং মধু (মাড়িবার জন্য যত আবশ্যক) একত্রে পেষণ করিয়া।০ আনা পরিমাণ বড়ী করিবেন। গরম দুগ্ধের সহিত ইহা সেবন করিলে যক্ষা উপশম ও বল বৃদ্ধি হয়।

হিষ্টিরিয়া (অপস্মার)।

মূর্চ্ছা অবস্থায় চোখে মুখে শীতল জল ছিটাইয়া দেওয়া, নাসিকার কাছে লঙ্কা ও গোলমরিচ পোড়াইয়া, অথবা নিশাদলের সহিত মিশ্রিত চূর্ণ শুঁকাইয়া চৈতন্য আনিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এ রোগের মুষ্টিযোগ "খেঁচুনি" ও "উন্মাদ" দেখুন।

হিক্কা।

হিং ও গোলমরিচ ঘৃতে পিষিয়া কাগজে মাখাইয়া চুরুটের মত করিবেন—ইহার এক দিকে আগুন লাগাইয়া নাকের কাছে ধরিলে, হিক্ক নিবারণ হয়।

রজনীগন্ধ ফুলের রসে ৷৵ রতি সোরা গুলিয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ হিক্কা থামিয়া যায়।

মুড়িভিজান জলের সহিত চন্দন ঘষিয়া উহাতে ১০।১৫ ফোঁটা স্তনদুগ্ধ গুলিয়া পান করিলে ১০ মিনিটের মধ্যে হিক্কা রোগ নিবারণ হয়।

৵০ কট্‌কি, ।০ বহেড়া ও ৵০ নিশাদল জলে বাটিয়া পান করিলে, অতি শীঘ্র হিক্কা বেগ নিবারিত হয়।

নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ইষ্টদেবের নাম জপ করিলে অথবা ভয় প্রলোভন প্রভৃতি দ্বারা কোনরূপ অন্যমনস্ক করাইতে পারিলে সাধারণ হিক্ক থামিয়া যায়।

নাভির উপরে কাঁসার বাটী রাখিয়া তাহার মধ্যে ঠাণ্ডা জল ঢালিতে থাকিলে বা একখণ্ড বরফ রাখিলে, হিক্কার শান্তি হয়।

পুরাণ কড়িকাঠের ঘুণ বেশ মাড়িয়া মধুর সহিত খাইলে, হিক্কার শান্তি হয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিননাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

১৭। পরা প্রকৃতি।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং
বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং
ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৭।৫ ॥

মহাবাহো ইয়ং তু অপরা (ব্যাপ্যত্বাদ-পরাপি) ইতঃ মে পরাং (ব্যাপকত্বাৎ পরাপি স্যাৎ) অন্যাং জীবভূতাং (জীব স্বরূপাং চৈতন্য-বিশিষ্টাং) প্রকৃতিং বিদ্ধি যয়া ইদং জগৎ (জঙ্গমং ইতি মেদিনী) ধার্য্যতে (অন্তঃ প্রবৃষ্টয়া জঙ্গমস্ত নিমিত্তভূতাং ভবতি)।

গুণে প্রকৃষ্টে সত্ত্বেচ প্রশব্দো
বর্ত্ততে শ্রুতৌ।
মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তীশব্দো
তমসঃ স্মৃতঃ ॥
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সর্ব্বশক্তি-
সমন্বিতা।
প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্রকৃতি-
স্তেন কথ্যতে ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

প্র শব্দে সত্ত্ব গুণ, কৃ রজো গুণ, এবং তি শব্দে তমো গুণ বুঝায়। এই ত্রিগুণসমন্বিতা সর্ব্বশক্তিযুক্তা সৃষ্টিকরণে প্রধানাকে প্রকৃতি বলা হয়। ইহাই পরা প্রকৃতি। জীব শরীরে দুই রকম পদার্থ আমরা দেখিতে পাই। একটী চেতন পদার্থ বা চিতি শক্তি। ইহা সর্ব্বদা ক্ষয় পাইতেছে (তম) বৃদ্ধি পাইতেছে (সত্ত্ব) এবং প্রসব করিতেছে (রজ)। ইহাকে পরা প্রকৃতি বলা হয়। অপরটী অচেতন পদার্থ। ইহাতে উপরোক্ত ক্ষয় বৃদ্ধি ও প্রসব শক্তি নাই।

সত্ত্বংরজস্তমশ্চৈব গুণত্রয়-
মুদাহৃতং।
সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতিঃ
পরিকীর্ত্তিতা ॥
মাৎস্যে।

সত্ব রজ তম গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। সুতরাং ইহাই অপরা প্রকৃতি। এই অপরা প্রকৃতিতে পরা প্রকৃতি অন্তঃ প্রবৃষ্ট হইলে জগৎ বা জঙ্গমের উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বোক্ত আটটী অপরা প্রকৃতি ভিন্ন আমার একটী পরা প্রকৃতি আছে যিনি জীবত্ব বা জীবনীশক্তি বিশিষ্টা হইয়া জঙ্গমদিগকে ধারণ করিয়া আছেন।

এই পরা প্রকৃতি ত্রিগুণবিশিষ্টা হওয়ায় ইহাতে আমরা ত্রিবিধ পদার্থ দেখিতে পাই। সত্ত্ব বা সত্ত্বাংশ বা বৃদ্ধিকারী পদার্থ। রজ বা স্থূলাংশ বা প্রসবকারী পদার্থ। তম বা মলাংশ বা ক্ষয়কারী পদার্থ।

এই ত্রিবিধ পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন গুণ পরে বর্ণিত হইতেছে।

সকল জীব শরীরেই এই ত্রিবিধ পদার্থ আছে। যাহাতে যেটার আধিক্য তাহার সেই প্রকৃতি হইয়া থাকে।

Those eight mediums are formed matters or container of the vital fluid. Separate from them is my formative or metabolic medium or the content, which being the vital fluid causes all the living bodies. This formative medium is called the Protoplasm. Waste, repair, and reproduction are its fundamental functions. In this metabolic body we find three different matters. First, the reparative or constructive matter, henceforword will be called the Fine matter, second, the reproductive matter, henceforword will be called the Gross matter, and third, the waste or destructive matter, henceforword will be called Effete matter.

Every living body is formed of these three different matters. Each matter has its separate inherent properties. The tenor of the body is caused by the prevailing matter. Their separate properties are given in the following Slokas.

In Hilotheism Philosophers identify their God with this Vital fluid and do not proceed further to conceive an Unitory Substance or the Spiritual matter which developing these two mediums from his homogenious mass and entering into these mediums developes —Gods, Souls, Selves and Spirits.

(ক্রমশঃ।)

ভ্রম সংশোধন।

গত বারের ১২ নং শ্লোকের টীকায় "অমর্দ্দকং" কথাটী "অনঙ্গকং" হইবে।

চোখ উঠা
ও
দেশীয় মতে চিকিৎসা।

লেখক—কবিরাজ শ্রীঅমূল্যচরণ চক্রবর্ত্তী ভিষগ্রত্ন।

পদদ্বয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যে দুইটী স্থূল শিরা সন্নিবিষ্ট আছে, উক্ত শিরা দুইটী হইতে শরীরে বহুতর শিরা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া নেত্রগত হইয়াছে; রৌদ্রে কিম্বা ঠাণ্ডায় সময় নগ্নপদে ভ্রমণ, চক্ষে ধূলী বা সংঘটন পীড়াদি দ্বারা উক্ত স্থূল শিরা

দুইটী দূষিত হইয়া নানাবিধ চক্ষুরোগ উৎপাদন করে। অত্র প্রবন্ধে আমরা "চোখ উঠা" সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

পূর্ব্বরূপ :—চক্ষে ধূলিকণা বা ধূম প্রবেশ, রৌদ্র বা শীতল বায়ু লাগা, ঘাম, প্রমেহ, অত্যন্ত মাদকদ্রব্য সেবন, অতিরিক্ত স্ত্রীপ্রসঙ্গ, মস্তকে আঘাত লাগ প্রভৃতি কারণে চোখ উঠে। শিশুদের ভূমিষ্ঠ হইবার পরে (সূতিকাগারে থাকা কালীন) ঠাণ্ডা বা ধোঁয়া লাগিয়া কিম্বা দাঁত উঠার সময় অনেক শিশুরই চোখ উঠে। ইহা অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি। গৃহস্থের একজন এই রোগে আক্রান্ত হইলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে প্রায়ই শুশ্রূষাকারীদিগকে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ শিশুদের উপর ইহার সংক্রামক শক্তি প্রবল। শাস্ত্রকার ইহাকে চারি প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা :—বাতজ, পিত্তজ, কফজ এবং রক্তজ। ইহা অবস্থাভেদে দুই প্রকার, যথা :—তরুণাবস্থা ও পকাবস্থা।

বাতজ—নেত্র সূচিবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত, জড়তাপন্ন, রুক্ষ ও শুষ্কতাবিশিষ্ট হয়, বালুকাকণা পতনের ন্যায় চক্ষু কর্ কর্ করে এবং উহা হইতে শীতল রস নির্গত হয়। রোগীর শিরঃপীড়া ও রোমাঞ্চ হইয়া থাকে।

পিত্তজ—চক্ষু উষ্ণ, পীতবর্ণ, দাহ এবং পাকযুক্ত হয়। বহুল পরিমাণে উষ্ণ রসস্রাব হয়, এবং শীতক্রিয়া করিলে সুখবোধ হয়।

কফজ—চক্ষু তৈলাক্ত, ভারি, শীতল, চুলকাণি এবং শোথযুক্ত হয়। মুহুর্মুহু পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হইতে থাকে এবং উষ্ণ প্রয়োগে আরাম বোধ হয়।

রক্তজ—চক্ষু তাম্রবর্ণ বা রক্তবর্ণ, দাহ ও পাকযুক্ত হয়। চক্ষুর চতুপার্শ্বস্থ শিরাসমূহ অত্যন্ত রক্তবর্ণ এবং বহুল পরিমাণে উষ্ণ রসস্রাব হয় ও শীত ক্রিয়া করিলে সুখ বোধ হয়।

তরুণাবস্থা—চক্ষুর শ্বেতাংশ লালবর্ণ হয়। চক্ষে সূচিবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হয় এবং সর্ব্বদা বেদনা থাকে। কখন কখনও চক্ষে বালি কিম্বা কাঁকর পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় ও অত্যন্ত কর্ কর্ করে। প্রথমে চক্ষু হইতে জলের ন্যায় তরল রস নির্গত হইতে থাকে, পরে উহা গাঢ় আঠার মত চট্ চটে হইয়া পিচুটী পড়ে ও নিদ্রিত অবস্থায় চক্ষুর পাতা জুড়িয়া যায়। আলোক মোটেই সহ্য হয় না। দিবস অপেক্ষা রাত্রে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়।

পকাবস্থা—চক্ষুযন্ত্রের প্রশস্ততা, চক্ষুর শোথ ও জলস্রাব নিবারণ, অল্প বেদনাযুক্ত ও কণ্ডু (চুলকানি) এই সকল লক্ষণ চোখউঠার পক অবস্থায় জন্মিয়া থাকে।

শুশ্রূষা বা আনুসঙ্গিক চিকিৎসা—রোগীকে গরম আলো বা উষ্ণস্থান হইতে পৃথক করিয়া একটি পরিষ্কার অন্ধকার ঘরে থাকিতে হইবে কিম্বা দরজায় সম্মুখে সবুজ বা কাল কাপড় ঝুলাইয়া দিবে। চক্ষে সবুজ কিম্বা রঙ্গিন চশমা ব্যবহার করা আবশ্যক। অপরিষ্কার কাপড় বা অপরিষ্কার বিছানায় থাকিবে না। চক্ষু মুছিবার জন্য সর্ব্বদা পরিষ্কার রুমাল বা হলুদরঞ্জিত রুমাল ব্যবহার করিবে। পৃথক বিছানায় শয়ন করিবে। অশুচী স্ত্রীলোকস্পর্শ একেবারে নিষিদ্ধ। স্ত্রীপ্রসঙ্গে চক্ষু একেবারে নষ্ট হইতে পারে। সুপথ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহার করিবে। মৎস্য ও মিষ্ট দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ। ঠাণ্ডা জল বা বরফ ব্যবহার করিবে না। গোলাপ জল বা অল্প গরম দুগ্ধ দ্বারা চক্ষু পরিষ্কার করিবে। পকাবস্থায় চক্ষে অঞ্জনাদি প্রয়োগ করিবে।

চিকিৎসা :—

(১) ফিট্‌কিরি দুই রতি, দুই তোলা গোলাপ-জলে মিশাইয়া, ফোটা ফোটা করিয়া চক্ষে দিলে উপকার হয়।

(২) তেঁতুলের পাতা, শিরীষ পাতা, হলুদ ও ফিট্‌কিরি প্রত্যেক ২।০ মাষা বাটিয়া পুটুলি বাঁধিয়া সামান্য গরম জলে সিক্ত করিয়া সর্ব্বদা চক্ষে বুলাইলে বেদনার উপশম হয়।

(৩) ঘৃতকুমারী বাটিয়া শয়নকালে চক্ষে দুই ফোঁটা রস দিলে প্রদাহের উপশম হয়।

(৪) বড় হরীতকী ঘষিয়া চক্ষুর চতুঃস্পার্শে প্রলেপ দিলে চক্ষুর বেদনার উপশম হয়।

(৫) পাকা আমলকীর রস চক্ষে দিলে জলস্রাব ও বেদনা প্রশমিত হয়।

(৬) আমলকী বৃক্ষস্থিত আমলকী মূল সূক্ষ্ম অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিলে তাহাতে যে রস নির্গত হইবে, সেই রস চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

(৭) গেরিমাটী, রক্তচন্দন, খড়িমাটী ও শুট একত্র জলে বাটিয়া চক্ষুর আবরণের উপর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে সকল প্রকার "চোখ উঠা" রোগ উপশম হয়।

(৮) গোঁড়ির (গুগলী) ভিতরের জল ছাঁকিয়া চক্ষে ২।৪ ফোঁটা দিলে লালবর্ণ কাটিয়া পরিষ্কার হয়।

(৯) দারুহরিদ্রার কাথ বা কাঁচা খাঁটি দুগ্ধ দিয়া চক্ষু ধৌত করিলে অথবা উষ্ণ দুগ্ধের ভাপ বা (ভাপ) লইলে চক্ষুর লালবর্ণ কাটিয়া যায় এবং চক্ষের যাতনা কমিয়া উপশম হয়।

(১০) সজিনা পাতার রস অর্দ্ধ তোলা, মধু দুই আনা ও সৈন্ধব লবণ দুই রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর উপর প্রলেপ দিলে দাহ, জলস্রাব এবং বেদনা অপহৃত হয় ও নূতন চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

(১১) করবী-গাছের কোমল পাতা ছেদন করিলে যে রস নির্গত হয় সেই রস চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে "চোখ-উঠা" রোগ বিনষ্ট হয় ও চক্ষু দৃঢ় হইয়া থাকে।

(১২) আমলকী, হরীতকী, বহেড়া খানিকটা জলে ভিজাইয়া পুরু কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া, সেই জল এক ছটাকে আন্দাজ লইয়া

তাহাতে ১ রতি ফিটকিরি মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখিয়া মাঝে মাঝে ঐ জল তিন চারি ফোঁটা চক্ষে দিলে যন্ত্রণা ও দাহ উপশম হয়।

(১৩) লাল আমরুল শাকের রস অতি সামান্য সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ২ ফোঁটা চক্ষে দিলে "চোখ উঠা" রোগের যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া আরোগ্য হয়।

(১৪) লোধ রসবৎ ও ফিটকিরি সমান অংশে লইয়া সামান্য জল দ্বারা মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর পাতার উপর ও চতুপার্শ্বে প্রলেপ দিলে "চোখ উঠা" রোগ উপশম হয়।

(১৫) কচি বিল্বপত্র রস অর্দ্ধ তোলা, সৈন্ধব লবণ দুই রতি, ঘৃত চারি বিন্দু, এই সব তাম্রপাত্রে পেঁটেকড়ি দ্বারা যে পর্য্যন্ত কষ না হয়, তাবৎ ঘর্ষণ করিবে। তৎপরে ঘুঁটের আগুনে ধূমিত করিয়া এবং নারীদুগ্ধে তরল করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে "চোখ উঠা" রোগ উপশম হয়।

(১৬) মনসা সিজের পাতায় কিম্বা চোরপলিতা গাছের ছালে অঞ্জন (কাজল) করিয়া চক্ষে দিলে "চোখ উঠা" রোগ উপশম হয়।

কাথ তৈয়ার বিধি:—দুই তোলা পরিমিত মোট দ্রব্য কুটিয়া লইয়া ॥০ আধসের জলে একটী মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ৴১০ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ব্যবহার করিবে।

(কাজের লোক।)

———

হরিদ্রা।

হলুদের মণ এখন বাজারে প্রায় ৪০৲ টাকা, এক টাকা সের, অথচ রান্নার কাজে হলুদ না হলে চলে না। হিন্দুর বিবাহ, পৈতা প্রভৃতি মাঙ্গল্য কাজে হলুদ চাই-ই। বাঙ্গালায় হলুদের চাষও কার্পাসের চাষের ন্যায় লুপ্ত হয়ে যাবার যোগাড় হয়ে উঠ্‌চে। অথচ এটা একটা বেশ লাভজনক কৃষিকাজ।

কেমন করে হলুদ চাষ কর্ত্তে হয়?

খনার বচনে দেখা যায়—

"বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে হলুদ রোও
দাবা খেলা ফেলিয়া থোও
আষাঢ় শ্রাবণে নিড়াগে মাটী
ভাঙ্গবে নিড়ায়ে করবে খাঁটী
অন্যথা নিয়মে পুতুলে হলদী
পৃথিবী বলেন তাতে কি ফল দি।"

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে হলুদ বসাবার সময় আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র মাসে নিড়ান। অন্য সময় হলুদ চাষ কল্লে হলুদ হয় না।

হলুদ চাষের জন্য দোআঁস—কিছু দিনের পতিত জমী হলেই ভাল হয়। নদীর ধারে পলী পড়া জমীতে হলুদ চাষ খুব ভাল হয়।

হলুদ চাষ কর্ত্তে হলে কার্ত্তিক মাসে জমীটা কুপিয়ে অন্ততঃ এক হাত পরিমিত গভীর করে মাটীর চাংগুলো উল্‌টে ফেলতে হয়। ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হলে এই কোপান চাংগুলো গলে যায়, তার পর দুইটা চাষ দিয়ে তাতে গোবর ও তিসির খোলের সার দিতে হয়। এরূপ অবস্থায় বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত থাকে। তার পর আর একবার চাষ দিয়ে পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা লম্বা—২ হাত অন্তর ভেলি বেঁধে দিতে হয়। সেই ভেলির মুধ্যে তাহাতে অন্ততঃ এক হাত ব্যবধানে হলুদের বীজ বসিয়ে যেতে হয়। হলুদের গাছ হতে হলুদের বীজ হয় না, হলুদের গাঁইট আলুর চাষের মত বসিয়ে যেতে হয়।

মোতা হলুদই রোপণের চাষের প্রশস্ত। মোতা হলুদকে ধারাল ছুরি দ্বারা এমন ভাবে চিরতে হবে যেন দুই দিকেই চোক থাকে। এই চোকওয়ালা মোতাগুলি পুতে একবার আলু চাষের মত সামান্য জল সেচন করে দিতে হয়। তাহার পর গাছ বাহির হলে মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া দিতে হয়। জল অনাটন হলে মধ্যে মধ্যে সেচন আবশ্যক। আকাশের বৃষ্টি হলে হলুদ-বাড়ীতে কদাচ যেতে নাই, কারণ পায়ের চাপে হলুদ নষ্ট হয়ে যাবে। আশ্বিন পর্য্যন্ত এইরূপ বল্লে আর কিছু বড় কর্ত্তে হয় না। মাঘ মাসে হলুদ পাকে, কাহারো কাহারো ফাল্গুনের শেষ পর্য্যন্তও সময় লাগে। তার পর গাছ শুকিয়ে গেলেই বুঝ্‌তে হবে, হলুদ তুল্‌তে হবে। এই সময় গাছগুলোতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে তার পর কোদাল দিয়ে ঠিক আলু তোলার পদ্ধতিতে হলুদ তুলে নিতে হয়। এই হলুদ বাড়ীতে ধান দিলে বেশ ধান জন্মাবে। হলুদের পাট করার কথা বল্‌চি: হলুদ তুলে এনে মাটীর উপর ফেলে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে; কিন্তু সেই সময় মাটিতে ফেলে মাঝে মাঝে দলাই মলাই কর্ত্তে হবে। তাতে হলুদের গঠন বেশ সুডোল গোল হবে। খুব শুকিয়ে গেলে তখন বিক্রীর বা ব্যবহারের উপযুক্ত হবে। একজন লিখেচেন যে, এক বিঘা জমীতে খরচ বাদে ১০০৲টাকা লাভ হয়েছে। তা হতে পারে, হলুদের মণ এখন যে চল্লিশ টাকা হয়ে উঠেছে। এ দেশের চাষীরা কুঁড়ে, আক চাষের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য হলুদ কেহ কেহ দেয় মাত্র। (কাজের লোক).

———

কেরোসিন তৈলের উপকারিতা।

১। কেরোসিন তৈল কাঠের জিনিষে মাখাইয়া দিলে বার্ণিসের কাজ হয়, ইহাতে কাঠ চকচকে হয় ও ভাল থাকে।

২। পিপীলিকা, উই, আরসোলা প্রভৃতির উপদ্রব বেশী হইলে তাহাদের আস্তানায় এই তৈল ঢালিয়া দিলে তাহা নিবারণ হয়।

৩। ছুঁচ প্রভৃতি লোহার ছোট ছোট জিনিষ এই তৈলে ডুবাইয়া রাখিলে ভাল থাকে। মরিচ ধরা লোহার জিনিষ পরিষ্কার করিতে অনেকে কেরোসিন তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। মরিচা ধরা জিনিষটা এই তৈলের দ্বারা বেশ করিয়া ২।১ দিন আর্দ্র অবস্থায় রাখিয়া ঘসামাজা করিলে মরিচা সহজে উঠিয়া যায়।

৪। মধুমক্ষিকা, বোলতা, বিছে প্রভৃতির দংশনে দষ্ট স্থানে এই তৈল লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়।

৫। কাণে পুঁয হইলে, অল্প গরম জল বা সাবান জলসহ পিচকারী দিয়া ধুইয়া এই তৈল ২।১ ফোঁটা কর্ণের মধ্যে দিতে হয়। বহুকালের পীড়া হইলে আরোগ্য হইতে কিছু সময় আবশ্যক করে, নচেৎ অতি শীঘ্র আরাম হয়।

৬। পাঁচড়া রোগের ইহা একটী মহৌষধ। একটু কর্পূর ও সরিষার তৈল ইহার সহিত মিলাইয়া পাঁচড়ায় লাগাইলে অতি অল্প দিনে আরাম হয়। গরম জল ও সাবান দিয়া পাঁচড়াগুলি অগ্রে ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। কর্পূর ও সরিষার তৈল না দিলেও চলে, দিলে কেরোসিনের উগ্রগন্ধ অনেক কম হয়।

৭। মাথায় উকুন হইলে নারিকেল বা সরিষার তৈল ও কর্পূরের সহিত ইহা মিলাইয়া মাথায় মাখিলে উকুন মরিয়া যায়।

৮। বর্ষাকালে জলে কাদায় হাটাহাটির জন্য পায়ের অঙ্গুলির গলির ভিতর হাজা বা ক্ষত হইলে কেরোসিন তৈল উপর্যুপরি কয়েক দিন লাগাইলে আরাম হয়।

৯। কেরোসিন তৈল দদ্রু রোগের এক মহৌষধ। দদ্রুতে লাগাইবার জন্য ইহার সহিত গন্ধক চূর্ণ দিয়া বেশ করিয়া গুলে মাড়িয়া লইতে হয়। ইহাতে দদ্রু অব্যর্থরূপে আরোগ্য হয়। কিন্তু কোমল স্থানের চর্ম্মের উপর ইহা কদাচ লাগাইও না—অত্যন্ত জ্বালা করে।

হোমিওপ্যাথিক মতেও "পেট্রোলিয়ম" চর্ম্মরোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(কাজের লোক।)

সিদ্ধিলাভের মূলমন্ত্র।

কোন কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভের নামই সিদ্ধিলাভ। ... গণ বলেন "success is doing once's duty as well as it can be done in whatever may be one's position." যে কোন অবস্থাতে যে কেহ থাকুক, সেই অবস্থায় থাকিয়া তাহার যে কর্ত্তব্য, তাহা যদি সে সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে ঐকান্তিক চেষ্টার সহিত করিয়া যায়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইয়া সাধনায় সিদ্ধ হইবে—এই হইল সিদ্ধি লাভের গূঢ় এবং গুপ্ত মন্ত্র।

ডেভেনপোর্ট আডাম বলিয়াছেন যে, 'The habit of diligent application, the habit of temparate living, the habit of high thinking, ever carries in itself a blessing. The cultivation of such habit is the secret of success and is the secret which lies within the reach of us if we will but use our opportunities and our means aright."

যে কার্য্য আমরা গ্রহণ করি, সে কার্য্য দৃঢ়তার সহিত সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টার অভ্যাস, সরল এবং সহজ ভাবে জীবনাতিপাত করিবার অভ্যাস এবং উচ্চ চিন্তাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার অভ্যাস এই গুলিতে অপার আনন্দও আছে। যে কেহ আপনার স্বভাবে এই অভ্যাস গুলির উৎকর্ষতা সাধনের আন্তরিক চেষ্টা করে, সেই কৃতকার্য হয়। এই হইল সিদ্ধিলাভের গূঢ় মন্ত্র এবং এই সাধনা করাও সকলেরই আয়ত্তাধীন; যদি আমরা আমাদের সুযোগ এবং আমাদের উপায় গুলিকে ঠিক পথে পরিচালিত করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলে সিদ্ধিলাভ করা অসম্ভব নয়।

লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইলে—কর্ম্মে একান্ত অনুরাগ থাকিলে, সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিবার অভ্যাস থাকিলে মানুষ সকল কার্য্যই করিতে পারে, তাহার আর সন্দেহ ... কয়েকটী সদ্‌গুণের আবশ্যকতাও আছে। মানসিক এবং শারীরিক স্ফূর্ত্তি, সুদৃঢ় ধৈর্য্য এবং অকুতোসাহস, এই তিনটী উপকরণ লইয়া সাধনার দিকে অগ্রসর হইতে হয়। তাহার পর সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগেই সিদ্ধিলাভ করা যায়।

প্রকৃত কাজের লোক হইতে হইলে তাহাকে সর্ব্ব বিষয়েই অনুসন্ধিৎসু হইয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হয়, তাহাকে শারীরিক এবং মানসিক উৎকর্ষতার যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করিয়া প্রকৃত মানুষ হইতে হইবে। কেহ সুপণ্ডিত সুলেখক হইতে পারেন, উত্তম ব্যবসাদার হইতে পারেন, উত্তম ধার্ম্মিক হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যনীতিতে লক্ষ্য নাই, বিষয় কর্ম্মে অভিজ্ঞতার অভাব, সময় এবং অর্থের মিতব্যয়িতার দিকে মনোযোগ নাই, সেরূপ লোক Perfect অর্থাৎ সম্পূর্ণ একটা মানুষ নয়। ভগ্নস্বাস্থ্য রুগ্ন ব্যক্তির মনের দৃঢ়তা থাকে না। রোগ এবং প্রতিকারের উপায় না জানা থাকায় তাহাকে সমস্ত পরিবার ও নিজের চিকিৎসায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া যাইতে হয়; সুতরাং দারিদ্র্যের তাড়নায় তাহার স্বভাব নষ্ট হয়, মনের বল কমিয়া যায়; মিতব্যয়িতার অভাবে—সুবিবেচনার অভাবে যত আয়—তত ব্যয় হইয়া যায়, কাজেই জীবন ভারবোধ হইয়া উঠে। সকল কর্ত্তব্য কার্য্যেই তাহার শিথিলতা আসিয়া পড়ে—সে মানুষ কেমন করিয়া কোন কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারে, এইগুলি বিফল-মনোরথ হইবার কারণ হয়, সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত কাজের লোককে সংসারিক বহু বিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে, তবে সে একটা প্রকৃত মানুষ হইতে সক্ষম হইবে। গোটা মানুষ হওয়া চাই।

কারলাইল বলিয়াছেন :—

"There is always hope in a man

In idleness alone is there perpetual despair."

যদি মানুষ প্রকৃত ঐকান্তিকতার সহিত কাজ করে, তবে তাহাকে কখনও হতাশ হইতে হয় না। কেবল আলস্যেই হতাশা বিদ্যমান। সাধনায় সিদ্ধিলাভের এই হইল মূলমন্ত্র। কিন্তু সে সকল গুণের উৎকর্ষতা-সাধনে মানুষ মানুষ হয়—বড় হইতে পারে, প্রায় অধিকাংশ লোকেরই তাহাই অভাব। আর সেই অভাবেই অধঃপতন।

"Time as a man's Estate."

সময় মানুষের একটা অমূল্য সম্পত্তি।

বিষয় বৈভব কর, অর্থ কর, কিন্তু সময়ের মূল্য যদি বুঝিবার শক্তি এবং আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে অর্থ বা বৈভবও রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না, কারণ সময়ের মিতব্যয়িতার সঙ্গে ঐ সকলের বড় বেশী ঘনিষ্ঠতা আছে। সেই জন্য কর্ম্মবীর পাশ্চাত্য অভিজ্ঞেরা উপদেশ দিতেছেন যে, "take care of the minute and days will take care of themselves." প্রতি মিনিটকে যদি সতর্কতার সহিত কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে পার, তাহা হইলে জীবনের দিনগুলিও তাহাদের নিজদিগকে সযত্নে রক্ষা করিয়া যাইবে। সময়ের কাজ সময়ে না করিতে পারিলে সুযোগ সুবিধা অযত্নে চলিয়া যায়, সে সুযোগ সে সুবিধা আর না জীবনে আসিতেও পারে। যদি বহু অর্থব্যয়ে, বহু চেষ্টায় আবার সেইরূপ সুযোগ ফিরিয়া আনিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাতে সময় এবং অর্থের অপব্যয় অনিবার্য্য এবং সুনিশ্চিত। সুতরাং সময়ের মিতব্যয়িতা অর্থের মিতব্যয়িতা অপেক্ষা মূল্যবান, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

"Men become great and good just as they understand how to make use of their time". মানুষ যদি সময়ের সদ্ব্যবহার বুঝিতে পারে, তাহা হইলেই সে [illegible] এবং বড় হইতে পারে। আজকের কাজ কাল করিব, এই প্রায় আমরা বলি; কিন্তু আজ যে সুবিধা এবং সুযোগ পাইবার উপায় ছিল, কাল যে, তাহা পাইব, এ আশা দুরাশা মাত্র।

মানুষ বিষয় বৈভব, ব্যবসায় বাণিজ্য এসমস্তই সময়ের সুযোগেই পাইয়া থাকে। যদি সময়ের মূল্যবোধ না থাকে, সুবিধা সুযোগ সে দেখিতে পায় না। সুতরাং সময়ই সম্পত্তি। এই অমূল্য সম্পত্তি বিনামূল্যেই পাওয়া যায়, যদি মানুষ সময়মত যখন যাহা করা কর্ত্তব্য, ঠিক সেই সময়েই তাহা করিয়া যায়। পরিতাপ—আমার দেশ এই সময়ের মূল্য বুঝে না, সে অভ্যাস সে কখন করে নাই; তাই আমরা যাহার নিকট যাই, তাহার সময় নষ্ট করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করি, আর নিজেও অধঃপাতে যাই, একথা গভীর ভাবে কেহ ভাবি কি? একথা অনেকবারই বলিয়াছি আবার বলি :—

"Think nought a
trifle though it small appear.
Small sands the mountain,
moment make the year.
and trifles, life.

সময় ২।১ মিনিট অপব্যয় হইলে কি হইবে, একথা কখনও মনে করিও না। ক্ষুদ্র বালুকাকণার একত্র সমাবেশেই পর্ব্বত, ক্ষুদ্র জলকণা সঞ্চয়ে সমুদ্রের উৎপত্তি সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত একত্র হইয়াই তো বর্ষ সৃষ্টি হয় এবং সময়ের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপব্যয়েই জীবন ব্যর্থ করিয়া তুলে। পৃথিবীর সমস্ত মহান্ ব্যক্তিই সময়ের এই মুহূর্ত্ত রূপ কণা কুড়াইয়াই জীবনটা বড় করিয়া তুলিয়া থাকেন। সময়ে সুযোগমত সৎকাজ করিয়া যাইলেই সেই কাজ জগতে তোমার অমর স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া তোমাকে অমর করিয়া রাখিয়া যাইতে পারে। তাই বলি, সময়ের সৎ-ব্যবহার করিতে অভ্যাস কর—মানুষ হও। বৃথা সময় নষ্ট করিয়া বড় হইতে চাও? কি ধৃষ্টতা! তোমায় ঘড়ী অলঙ্কার নয়, শোভা-বর্দ্ধনের জন্য ধারণ করিও না, সময়ে সময়ের কাজ করিয়া ধরিয়া রাখ, সময়ও একদিন তোমাকে রক্ষা করিবে।

(কাজের লোক।)

অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়।

Preservation of– Meat by Boracic Acid,

ফ্লোরেন্সের প্রফেসার স্কীফ (Schiff) বলেন যে, তিনি রক্ষিত মাংস এবং এই সকল মাংসের অনেক প্রকার খাদ্য পরীক্ষা এবং আস্বাদন করিয়া দেখিয়াছেন, সেই মাংসের খাদ্য সমূহ হারজেনের (Hergen's) পদ্ধতিতে রক্ষিত হইয়াছিল। তিনি অনুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করিয়াও ইহার মধ্যে কোন প্রকার স্বাস্থ্যের অনিষ্টকর কিছু পান নাই। এই সকল মাংস সাধারণ টীনের মধ্যে প্যাক হইয়া অনেক গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও যাইয়া প্রায় ২ বৎসর অবিকৃত অবস্থায় ছিল। তাহাদের রং ও আস্বাদ যেমনকার তেমনি ছিল, পচিয়া যায় নাই। তিনি বলিতেছেন :—

A solution of Crude Borasic acid in water to which Borax has been added to render it more soluble is employed in the process, the effect of the solulion is also hightened by addition of salt and sultpetre which tends to preserve the original fresh appearance of the meat. (Year book of the Fact P. P. 113.)

খাঁটি বোরাসিক অ্যাসিডকে জলে গুলিয়া ফেলিতে হয়, তাহার সহিত বোরাক্স্ বা সোহাগা যোগ করিয়া দিলে

সলিউশনটির আরও রক্ষণশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ইহার ক্রিয়া আরও বর্দ্ধিত করিতে হইলে ইহার সহিত লবণ এবং সোরাও দেওয়া যাইতে পারে; তাহা হইলে এই সলুইশনে নিমজ্জিত মাংস এবং তাহার স্বাভাবিক রং অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে। এই সকল উপকরণের কোন পরিমাণ দেওয়া নাই, ইহা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে এইরূপ মাংস সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? ইহা দ্বারা মাংসের জন্য দেশেও রপ্তানীর পন্থা সহজ হইতে পারে।

প্রদর্শনী এবং তাহাতে দেশের ইষ্টানিষ্ট।

এক্জিবিসনে নানান দেশের নানান মস্তিষ্কজাত শিল্প সম্ভারের একত্র সমাবেশ হয়। তাহাতে দেখিবার এবং শিখিবার অনেক থাকে, যদি দর্শকগণ সেই সকল দ্রব্য দেখিবার এবং তাহা হইতে কিছু শিখিবার একটা বাস্তব আকাঙ্ক্ষা লইয়া সেস্থানে গমন করে। কিন্তু এদেশের লোকে সে আকাঙ্ক্ষা লইয়া যে প্রদর্শনী দেখিতে গমন করেন, এমন দেখা যায় না—এদেশের প্রদর্শনীর সঙ্গে বিবিধ প্রকার আমোদ আহ্লাদের উপকরণ সংযোগ করিয়া না দিলে প্রদর্শনীতে দর্শক জমে না। কিছু মজা চাই—ওই মজা না থাকিলে প্রদর্শনীতে লোক সমাগমও হয় না—এবং লোকেও মজা দেখিয়াই ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রদর্শিত শিল্প সম্ভারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপেরও সময় কুলায় না তাহার উপর এদেশের নরনারীর শিল্প ব্যবসায়ের দিকে আস্থাও কম।

প্রদর্শনীতে শিল্প সম্ভারের সহিত সাধারণ দর্শকগণের জন্য আমোদ প্রমোদের আয়োজন সকল দেশেই আছে, নচেৎ প্রদর্শনীর ব্যয় চালাইবার জন্য যে অর্থের আবশ্যক, সেটা আসে কোথা হইতে? কিন্তু ইহাও স্থির যে, এইরূপে আমোদ কৌতুকের জন্য প্রদর্শনীর যেটুকু প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ নানাপ্রকার কারিকরের নানা প্রকার দ্রব্য দেখিয়া শিল্পে যে আসক্তি জাগাইবার চেষ্টা, সেটার অর্দ্ধেক নষ্ট হইয়া যায়—ঐ আমোদ প্রমোদের ঘটায় এবং আয়োজনে। কারণ সকলেরই মন নানাদিকে চলিয়া যায়। শিল্প কৌশল দেখিবার সময়ও থাকে না। সুতরাং সেরূপ জিনিষ প্রদর্শনীতে দেখাইয়া দেশের কোন বিশেষ ইষ্ট সাধিত হয় না। এদেশের প্রদর্শনী দেখা আমোদ আহ্লাদের জন্য মাত্র।

অনেকে বলেন যে, প্রদর্শনীতে জিনিষ দেখাইয়া বিজ্ঞাপন বা প্রচারের সাহায্য হয়। সেটা কতক হয় বটে কিন্তু আমোদ প্রমোদে রত নরনারীর নিকট বিজ্ঞাপন প্রচারে বিক্রয় যে বৃদ্ধি হয়, সেরূপ দেখা যায় না। কতকগুলো বিজ্ঞাপন অনেক ব্যয় করিয়া বিলি বন্দোবস্ত হয় বটে, কিন্তু বিক্রি বাড়ে না। সে সকল কাগজ ছেলেদের খেলার সামগ্রী হয় বটে—কাজে কিছু হয় না। এ সকল কথা যে বলিতেছি এ কেবল এই দেশের পক্ষে খাটে অন্য দেশে প্রদর্শনীর যাহা মূল উদ্দেশ্য যাহা তাহা সফল হয়।

সুতরাং ইহা দেখিয়া সাধারণ লোকের বিশেষ কিছু উপকার হয় না। যদি সেরূপ হিতসাধন কিছু হইত, তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বে অনেকতো প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া লোকে অনেক জিনিষ প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারিত। কিন্তু তেমন কিছু দেখা যায় না বরং যে সকল জিনিষ এদেশের কেহ কেহ কষ্টে স্রষ্টে প্রস্তুত করিয়া দেয়, প্রদর্শনীর পরে সে সকলের নামও আর শুনিতে পাওয়া যায় না। যে হেতুক উদ্ভাবনের মস্তিষ্ক হয়তো অনেকের থাকিতে পারে, কিন্তু এমন কিছু কল কারখানা এ দেশীয়দের নাই, যাহা দ্বারা সুলভে সহজে সুদৃশ্য রূপে জিনিসটা বাজার চলিত চলনসই করিয়া সাধারণে দেওয়া যায়। সেরূপ কোন কিছু এদেশের নাই। পাশ্চাত্য দেশে তাঁহাদের শিল্প অনুরাগ এবং শিল্প দর্শনের প্রকৃত চক্ষু আছে—দেখিতেও জানে, কাজ করিতেও পারে।

বৃহৎ শিল্প প্রদর্শনীতে এদেশজাত দ্রব্য প্রদর্শিত হইলে বিদেশী বণিকের বিশেষ সুবিধা হয়, তাহারা এদেশের হস্তজাত সকল মাল দেখিয়া সেখানে কলে প্রস্তুত করিয়া আনিয়া অতি সুলভে এদেশে বিক্রয় করিতে থাকে, ফলে এদেশের হস্তজাত গার্হস্থ্য শিল্প চিরতরে ধ্বংস হইয়া যায় এবং এখানকার শিল্পী তাহাদের জাত ব্যবসায় ছাড়িয়া চাকুরী করিতে বাধ্য হয়।

যে দেশ পরাধীন—দরিদ্র, যাহাদের কাঁচা মালে কোন প্রকার দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান হইবার সুযোগ ও সুবিধা না থাকায় বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়, সে দেশ অপরের উন্নত প্রণালীর শিল্প যদি দেখিয়াই আসে, তবে কি করিতে পারে? করিবার তো কোন উপায়ই নাই। সুতরাং এমন অক্ষম ও অসহায় জাতীর পক্ষে বড় প্রদর্শনী অন্ততঃ যাহার সহিত বৈদেশীক ব্যবসায়ীর সংস্রব, সেরূপ প্রদর্শনীতে দেশীয় দ্রব্য প্রদর্শন করায় বরং ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হইয়া যায়। জার্ম্মাণী যখন সময় ভাল ছিল, তখন অনেক পিত্তলের তৈজস পত্র ঠিক এদেশেরই মত করিয়া আনিয়া বাজারে এত সুলভে দিয়াছিল যে, দেশীয় অনেক দ্রব্যেরই অস্তিত্ব লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কলের জিনিসের সহিত হস্ত শিল্প কখনই দাঁড়াইতে পারে না।

প্রদর্শনী যদি হিতকর হয়। তবে আমাদের দেশীয় দ্রব্যের প্রদর্শনীই হিতকারী। কারণ সেখানে দেশী জিনিস দেশের অনেকেই প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়া থাকে। দেশী লোকেই কেনে বেচে, দেশের লোকেরই শিক্ষা হয়। (কাজের লোক।)

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা। RED. NO. C 521.

১৬শ বর্ষ।] ২৫শে বৈশাখ, ১৩৩১ সাল। ৮ই মে, ১৯২৪ সাল। [১ম খণ্ড।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

THE UNITED TRADE GAZETTE

৪৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীশিবশঙ্কর সাহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

ইউনাইটেড প্রেস—৩৩ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা। শ্রীহরিদাস চোংদার দ্বারা মুদ্রিত।

গেজেট সংক্রান্ত নিয়মাবলী

১। এই মাসিক পত্র প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। যে মাসের কাগজ প্রকাশ্য, তৎপরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেও কাগজ না পাইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইবেন।

২। এই মাসিক পত্রের বার্ষিক মূল্য আপাততঃ ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা মাত্র। মফঃস্বলবাসীগণ মাসে মাসে দুই আনার টিকিট পাঠাইলেও প্রতি মাসেই এক কপি করিয়া কাগজ পাইবেন।

৩। ইহাতে রাজনীতি বিষয়ক কোন বিষয় লিখিত হইবে না।

৪। কোন ব্যক্তি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলে তাহা যত্নের সহিত গৃহীত হইবে; কিন্তু সেই প্রবন্ধ সম্পাদক কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৫। লেখকগণ নকল রাখিয়া প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন; কারণ উহা মনোনীত না হইলে ফেরত দিবার নিয়ম নাই।

৬। পুরাতন গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

নাই। যিনি একবার কাশ্মীর-কুসুম ব্যবহার করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিতেছেন।

কাশ্মীর-কুসুমের
এত সুখ্যাতি কেন?

কাশ্মীর-কুসুম যেরূপ সুলভ সাধারণের পক্ষে ইহা তেমনই মহোপকারী, সুতরাং সকলেই কাশ্মীর-কুসুমের সমাদর করিয়া থাকেন। ফলতঃ অত্যধিক মূল্যের শত শত নামজাদা সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করিয়া যেখানে কোন উপকার পাওয়া যায় নাই, সেখানে এই সামান্য ১৲ এক টাকা মূল্যের কাশ্মীর-কুসুমে অতি সুলভে অত্যুৎকৃষ্ট ছয় শিশি তৈল প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা আশাতীত উপকার লাভ করিয়াছেন। তাই যেখানে—যে গ্রামে এই কাশ্মীর-কুসুম এক টিন মাত্রও গিয়াছে, সেখানে অধিকাংশ ব্যক্তি অন্য তৈল ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া এই কাশ্মীর কুসুম দ্বারা অতি সুলভে অত্যুৎকৃষ্ট মহোপকারী তৈল প্রস্তুত করিয়া তাহাই নিত্য ব্যবহার করিতেছেন, এবং সেই তৈলের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছেন। ফলতঃ—

এমন মহোপকারী সুলভ সামগ্রী আর দ্বিতীয় নাই।

তাই বলি—

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখিবার জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
কেশের উৎকর্ষ সাধন জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
মনের স্ফূর্ত্তিবিধান জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
মেহজনিত দুর্ব্বলতা নিবারণ জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
সর্ব্বপ্রকার শিরঃরোগ শান্তির জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
চিন্তাশীলতার সাহায্য জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
দেহের কান্তি ও লাবণ্য বৃদ্ধির জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
চক্ষুর দীপ্তিবিধান জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
চুলউঠা, টাকপড়া, অকালপক্কতা প্রভৃতি নিবারণ জন্য

কাশ্মীর-কুসুম! কাশ্মীর-কুসুম!

এ হেন কাশ্মীর-কুসুম একবার ব্যবহার করুন, নিশ্চয়ই আশাতীত ফললাভে মুগ্ধ হইবেন।

তাই আবার বলি,—

ছাত্র ও শিক্ষকদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
উকিল, মোক্তার ও বিচারকদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
চিন্তাশীল লেখক ও পাঠকদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
পরিশ্রমী অফিসারদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,

শুধুই কি তাই—

বিলাসিনী রমণীদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত যুবতীর জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
গৃহকার্য্যে পরিশ্রান্ত গৃহিণীর জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
বিদ্যানুশীলনরতা বিদুষীর জন্য কাশ্মীর-কুসুম,

সাধারণ সকলেরই জন্য
কাশ্মীর কুসুম!

এ হেন কাশ্মীর-কুসুম আপনি কি ব্যবহার করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন—আশাতীত ফল পাইয়া নিশ্চয়ই প্রীত হইবেন এবং এত সুলভে এরূপ উপকারিতা ও এমন মনোহর সুবাসের জন্য চিরকাল ইহার পক্ষপাতী থাকিবেন।

কাশ্মীর-কুসুমের এই অত্যাশ্চর্য্য গুণ আছে বলিয়াই আজ কাশ্মীর-কুসুম ঘরে ঘরে সমাদৃত হইতেছে—ফলতঃ সাধারণের পক্ষে এত সুলভে এরূপ মহোপকারী অত্যুৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুতের এমন সুবিধা আর নাই। তাই হাজার হাজার সম্ভ্রান্ত লোকে মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসাবাদ করিতেছেন। এই সকল প্রশংসাপত্র কয়েকখানি মাত্র পাঠ করুন, তাহা হইলে আপনিও এই কাশ্মীর-কুসুম ব্যবহার করিতে উৎসুক হইবেন। বিশেষতঃ আপনি যদি একবার মাত্রও এই কাশ্মীর-কুসুম পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে আমরা দম্ভ করিয়া বলিতে পারি যে, নিশ্চয়ই আপনি ইহার সুখ্যাতি করিবেন, এবং সেই কাশ্মীর-কুসুম বার বার ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিবেন এবং হয়ত আপনার বন্ধু বান্ধবকেও ইহা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিবেন ও অনুরোধ করিবেন। কাশ্মীর কুসুমের প্রকৃত গুণের পরিচয় ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি জানাইব? কাশ্মীর-কুসুম সম্বন্ধে স্বতঃ প্রদত্ত প্রকৃত প্রশংসাপত্র ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি আছে?

কাশ্মীর-কুসুমের মূল্য—

এসেন্স সহ প্রত্যেক টিনের মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা; একত্রে ৩ তিন টিন ২৸০ দুই টাকা বার আনা, মাশুলাদি ৸৶০ চৌদ্দ আনা; ৬ টিন ৫।০ পাঁচ টাকা চারি আনা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা দুই আনা; ১২ টিন ১০৲ দশ টাকা, মাশুলাদি ১৷৶০ এক টাকা দশ আনা।

কাশ্মীর-কুসুমের
শত সহস্র প্রশংসাপত্র পাঠ করুন।

প্রসিদ্ধ সবজজ বাবু শ্যামকিশোর বসু মহাশয় ১৯ নং লক্ষ্মীপুর, ঢাকা হইতে লিখিয়াছেন—

ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে যে কাশ্মীর কুসুম আনাইয়াছিলাম, তাহা ব্যবহারে সন্তোষ লাভ করিয়াছি, আর এক টিন আমার নামে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

তিন শিশির কম ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না।

ডাকমাশুল সহ মূল্য—৩ তিন শিশি ৩৵০ তিন টাকা দুই আনা, ছয় শিশি ৫৶০ পাঁচ টাকা ছয় আনা, ১ ডজন ৯৷০ নয় টাকা আট আনা। কিঞ্চিৎ অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে রেল কিম্বা ষ্টিমার যোগে মাল পাঠান হয় না।

মূল্য ৩ ডজন ২৩৲ তেইশ টাকা, রেলভাড়া স্বতন্ত্র। এক সঙ্গে ৫ গ্রোস লইলে প্রত্যেক গ্রোস ৯২৲ বিরানব্বই টাকা, রেলভাড়া স্বতন্ত্র। শতকরা ২৷০ আড়াই টাকা কমিশন দেওয়া হয়।

সতর্কতা :—ইহার অতিরিক্ত কাটতি দেখিয়া দুষ্ট লোকে ইহার নকল করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছে। বিশেষ অনুরোধ এই যে, ক্রেতাগণ ক্রয়কালীন শিশির উপর রেজেষ্টারী করা **"মহাদেব মূর্ত্তি"** ট্রেড মার্ক ও আমার নাম ও ঠিকানা এবং শিশির সহিত আমার নাম ও ঠিকানা সংযুক্ত ইংরাজি অক্ষরে ছাপান ফিতা দেখিয়া লইবেন, নচেৎ প্রতারিত হইবেন।

অভিনব আবিষ্কার। অভিনব আবিষ্কার।

ট্রেড মার্ক — রেজেষ্টারী করা

KISHORI LAL KHETRI

কিশোরীলাল ক্ষেত্রীর কৃত

আদি ও অকৃত্রিম "কলকে" মার্কা

তামাকুরঞ্জন

বা

তামাকের আশ্চর্য্য মশলা।

এই মহা সৌগন্ধযুক্ত তামাকুরঞ্জন সামান্য পরিমাণে তামাকের সহিত মিশাইলে তামাক এত সৌগন্ধযুক্ত ও এত মিষ্ট হয় যে, একবার এক ছিলুম তামাক সেবনে মন প্রাণ অত্যন্ত প্রফুল্লিত হয় এবং আর কখনও বেশী দামের তামাক ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হইবে না। এই মসলা কস্তুরী প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা চুরুট, বিড়ী এবং বার্ডসাই প্রভৃতিতে অল্প পরিমাণে লাগাইলে অতিশয় প্রফুল্লকর সৌগন্ধ নির্গত হয়। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগ, সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা রতিশক্তি ও উত্তেজনা শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই তামাকুরঞ্জন রাজা, মহারাজা প্রভৃতি বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি ব্যবহার করিয়া আমায় শত সহস্র প্রশংসাপত্র পাঠাইয়াছেন। এই মন প্রফুল্লকর তামাকুরঞ্জন জনসমাজে এত অল্পকাল মধ্যে এরূপ আদরণীয় হইবে তাহা আশা করি নাই, সাধারণ লোকে আগ্রহের সহিত এই তামাকুরঞ্জন ক্রয় করিতেছে। ইহার কাটতি দেখিয়া অনেকে ইহার নকল আরম্ভ করিয়াছে; সেইজন্য আমি গ্রাহকগণকে পূর্ব্ব হইতে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা যেন ক্রয়কালীন কৌটার উপর আমার ঠিকানা ৮৯ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা এবং আমার নাম **কিশোরীলাল ক্ষেত্রী** ও রেজেষ্টারী করা ট্রেড মার্ক **কলকে** ও ডিবিয়ার পিছনে আমার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া লইবেন, নচেৎ প্রতারিত হইবেন। রাজা মহারাজা হইতে অতি সামান্য ব্যক্তি পর্য্যন্ত যাহাতে ব্যবহার করিতে পারেন, তজ্জন্য মূল্য অত্যন্ত অল্প করা হইল।

এক ডজনের কম ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না।

ডাকমাশুল সহ মূল্য—১ ডজন ৪৸০ চারি টাকা তের আনা, ৩ ডজন ১৪৷৵০ চৌদ্দ টাকা সাত আনা, ৬ ডজন ২৮৷০ আটাশ টাকা চারি আনা, ১২ ডজন ৫৩৷০ তিপান্ন টাকা চারি আনা।

ট্রেড মার্ক — রেজেষ্টারী করা।

ত্রিশূল।

কিশোরীলাল ক্ষেত্রীর কৃত

জগদ্বিখ্যাত

তাম্বুল বিহার।

বহুপ্রকার মূল্যবান সামগ্রী ও সুগন্ধি মশলার সংমিশ্রণে এই তাম্বুল-বিহার প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার আস্বাদ পানের সহিত যেরূপ সুমধুর, সুবাসও তদ্রূপ চমৎকার। ইহার অনির্ব্বচনীয় মনমুগ্ধকর সুগন্ধে মনে বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তির বিকাশ হয়। বলিতে কি, একাধারে এত অধিক গুণাবশিষ্ট বিলাসোপযোগী অথচ সুলভ সামগ্রী এদেশে ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই।

মূল্যাদি—১ নং ত্রিশূল মার্কা তাম্বুল বিহার ১ ডজন মায়মাশুল ২৴০ দুই টাকা এক আনা।

২ নং ডম্বুর মার্কা প্রতি ডজন মায়মাশুল ১৸০ এক টাকা বার আনা।

এক ডজনের কম ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না।

কিশোরীলাল ক্ষেত্রী।

৮৯ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিংশ শতাব্দির অপূর্ব্ব আবিষ্কার!

আয়ুর্ব্বেদিক ও এলোপ্যাথিক ভেষজের বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ এণ্ড কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম।

মহর্ষি চ্যবনমুনির আবিষ্কৃত চ্যবনপ্রাশের গুণ বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়া ও ভেষজের অভাব বশতঃ অনেকের প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ শাস্ত্রানুযায়ী আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না। সেই কারণে আমরা ভারতের নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া মেদ, মহামেদ, বংশলোচন প্রভৃতি মহা আবশ্যকীয় দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতঃ বিশেষ সতর্কতার সহিত এই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া আমেরিকান প্রক্রিয়ায় ইহার সহিত নরওয়ে জাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কডলিভার ওয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম সংযোজনা করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকমতে সম্মিলিত হওয়ায় পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে চ্যবনপ্রাশ, কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম এই ত্রিবিধ ঔষধের প্রত্যেকের শরীরের উপর কার্য্যকরি ক্ষমতা (Physiological action) দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করিলে ফুসফুস সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া যথা—শ্বাস, কাশ, পার্শ্বশূল, বক্ষস্থলে বেদনা বা ভারবোধ, সপুঁয কফ বা রক্ত নিষ্ঠীবন, নিশাস্বেদ, পুরাতন ব্রংক্রাইটিস প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। যাঁহাদের নিজের বা পৈত্রিক কাশির দোষ আছে বা হাঁপানি রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ অমৃত তুল্য। অনেকের শুদ্ধ কডলিভার অয়েল সহ্য হয় না, পেট গরম হয়, পাতলা দাস্ত হয়, তদ্ভিন্ন ইহার অতিশয় তীব্র গন্ধ হেতু অনেকে ব্যবহার করিতে পারেন না এবং ব্যবহার করিয়াও অনেকে বমন করিয়া ফেলেন; কিন্তু আমাদের এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের সহিত কতকগুলি এইরূপ দেশীয় ভেষজ দ্বারা অভিনব প্রণালীতে কডলিভার অয়েল সংমিশ্রিত হইয়াছে, যে ইহা সকল শরীরে সহজে হজম করাইয়া নূতন রক্ত কণিকা প্রস্তুত করে, তদ্দ্বারা ফুসফুস সবল হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে দেহ বলিষ্ঠ ও লাবণ্যময় দেখায়; তদ্ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা কডলিভার অয়েলের গন্ধ নাশ করা হইয়াছে; এবং ইহার গন্ধ ও আস্বাদ অপ্রীতিকর নহে।

যাহারা যে কোন কারণ বশতঃ কডলিভার অয়েল, সিরাপ হাইপোফস্ফেট অব লাইম কিম্বা কডলিভার অয়েল ঘটিত যে কোন ঔষধ ব্যবহার করেন, তাহারা একবার সেই সকল ঔষধের পরিবর্ত্তে আমাদের কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া দেখুন, দেখিবেন কত অল্পদিনের মধ্যে আপনার উপকার দর্শাইবে এবং একমাসের মধ্যে দেহের ওজন বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুতে দীর্ঘদিন ধরিয়া সেবন করিলে ধাতু পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন দেহ হয়। ইহা বৃদ্ধদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী।

ব্যবহার বিধি:—চা চামচের এক চামচ মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সহ্যানুযায়ী চারি চামচ মাত্রা পর্য্যন্ত এক ছটাক অল্প গরম দুগ্ধের সহিত আহারের পর, দিবসে দুইবার ব্যবহার করিতে হয়।

মূল্য প্রতি ফাইল (আট আউন্স) ২৲ দুই টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৸৹ বার আনা; একত্রে তিন ফাইল ৫৷৷৹ সাড়ে পাঁচ টাকা, মাশুলাদি ১৷৷৹ দেড় টাকা।

একখানি মাত্র প্রশংসাপত্র দেখুন—

বনগাঁও হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ও এলোপ্যাথি চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ডাক্তার টি, সি, দত্ত, এল, এম, এস, মহাশয় লিখিয়াছেন—

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের যে এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পূর্ব্বে আমি জানিতাম না, কিন্তু কয়েকটী রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ উপকার দেখিয়াছি। আজ কাল যত রকম কডলিভার অয়েল ঘটিত ঔষধ আছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

সোল এজেণ্টস্—

শাহ এণ্ড কোং।

ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্টস্।

৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ষ্টেট গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৬শ বর্ষ।] ২৫শে বৈশাখ, ১৩৩১ সাল। ইং ৮ই মে, ১৯২৪ সাল। [১ম খণ্ড।

ব্যবসায়-প্রতিভা।

ব্যবসায়ে কার্য্যকরী প্রতিভা যাহার যত বেশী, সিদ্ধিলাভও তাহার পক্ষে তত সহজ। Practical talent বা কার্য্যকরী বুদ্ধি আর বিদ্যাবত্তা পৃথক গুণ। অনেক বুদ্ধিমান সূক্ষ্মদর্শী ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির এই Practical talent না থাকায় তাহাদিগকে অকৃতকার্য্য হইতে হইয়াছে, এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বহু প্রতিভাশালী পণ্ডিত ...দের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাবলী পাঠ করিয়া —তাঁহাদের জ্ঞানের উচ্চতা দেখিয়া জগত স্তম্ভিত হয়, এমন সকল মনীষিগণের ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। Drydenএর ন্যায় কবি এবং সুলেখক হিসাব রাখিয়া চলিতে পারিতেন না বলিয়া দেনদার হইতেন। Adam Smith যিনি জাতীয় ধন 'Wealth of Nation" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকের গ্রন্থকার; যিনি জাতীয় ধন সম্বন্ধে এত যুক্তিপূর্ণ গবেষণা করিয়া জগতে অমর অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি নিজের সংসারের সুবন্দোবস্ত করিতেও পারিতেন না। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত ব্যবসায় প্রতিভা থাকিবেই হইবে, তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে "There is no necessary connection between deep thinking and the Practical talent, talent that most readily discharges the duties of daily life" সুতরাং উচ্চশিক্ষিত হইলেই বা উচ্চ গবেষণা করিতে পারিলেই যে তাহার কার্য্যকরী প্রতিভা থাকিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। বহু জ্ঞানী নৈয়ায়িকের সাধারণ বুদ্ধির অভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত যুবকগণের একটা শিক্ষা-গৌরব আছে। তাহাদের ধারণা যে, যখন শিক্ষিত হইয়াছি, তখন ব্যবসায়ে ঢুকিয়া তাহার উন্নতি করিতে পারিব না—এ কখনও হইতে পারে না। এই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বসে। কিন্তু এমন সচরাচরই দেখা যাইতেছে যে, নিরক্ষর বহু শত শত ব্যক্তির ব্যবসায়-বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণও তাহাদের নিকট নতশির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। এ দেশের মাড়োয়ারীগণ যাঁহারা আদৌ উচ্চ শিক্ষার কাছ দিয়াও কখন যান নাই, তাঁহাদের ব্যবসায়-প্রতিভা দেখিয়া কে না আশ্চর্য্য হইবে? এই ব্যবসায় প্রতিভা যাহার আছে, সেই ব্যবসায়-ক্ষেত্রে উন্নতি করিয়া জগতের ও নিজের হিতসাধনে সক্ষম। সেই কার্য্যকরী প্রতিভার উন্মেষণের জন্য এ দেশে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই, আর শিক্ষার্থীগণেরও চেষ্টা নাই। দাসত্ব করিবার লক্ষ্যই শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষাও দাস-প্রস্তুতের উপকরণ হইয়া থাকে। এখানে উচ্চশিক্ষিত আছেন, নৈয়ায়িকের ন্যায় চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন, কিন্তু দৈনিক জীবন যাপনের জন্য বা ব্যবসা বাণিজ্যের কোন মৌলিক পন্থা আবিষ্কারের লোক অতি বিরল—নাই বলিলেও চলে। এখানে কেবল গবেষণা, কথার কচকচি; আসল কাজের কিছুই নাই। এ রোগ না ঘুচিলে দেশের উন্নতির আশা কেবল আকাশ-কুসুম মাত্র। এ দেশের শিক্ষায় কেবল সময় নষ্ট করে, জীবিকা নির্ব্বাহের পথ দেখায় না। কেবল তার্কিক উদ্ধত যুবকের সৃষ্টি করে। ভার্জ্জিনীয়ার একটা নগরে একজন চামড়া-ব্যবসায়ী সেই নগরের একটা বাজারের মোড়ে একটা বৃহৎ অট্টালিকা করিয়া সেই স্থানে তাহার চামড়ার কাজ চালাইতে মনস্থ করিয়াছিল। বাড়ী প্রস্তুত হইলে সে ভাবিতে লাগিল, কি উপায়ে সে তাহার এই ব্যবসায়ের প্রতি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে। এই জন্য তাহার সাইন বোর্ডে এমন কিছু দিবার জন্য মতলব আঁটিতে লাগিল, কিন্তু কোনটাই মৌলিক এবং মনঃপূত হইল না। অবশেষে সেই ব্যবসায়ী তাহার বৃহৎ দরজার এক পার্শ্বে একটা নাতিবৃহৎ ছিদ্র করিয়া একটা বাছুরের লাঙ্গুল তাহাতে

এমন ভাবে প্রবেশ করাইয়া দিল, যেন তাহার চামড়ের ন্যায় পুচ্ছগুলি রাস্তার দিকে বাহির হইয়া থাকে। একদিন প্রাতঃকালে ব্যবসায়ী দেখিতে পাইল, একটী চশমাধারী গম্ভীর প্রকৃতির ভদ্রলোক অতি মনোযোগের সহিত সেই বৎসপুচ্ছের দিকে লক্ষ্য করিয়া আছেন। ব্যবসায়ী বাহিরে আসিয়া বলিলেন :—

"প্রাতঃপ্রণাম"।

ভদ্রলোক। প্রাতঃপ্রণাম (চিন্তায় তাঁহার ললাটদেশ কুঞ্চিত।)

ব্যবসায়ী। আপনি কি চামড়া চান?

ভদ্র। না।

ব্যবসায়ী। আপনি চামড়া বিক্রী কত্তে চান?

ভদ্রলোক। না।

ব্যবসায়ী। আপনি বোধ হয় কৃষক?

ভদ্র। না।

ব্যবসায়ী। আপনি বোধ হয় ব্যবসায়ী?

ভদ্রলোক। না।

ব্যবসায়ী। আপনি তবে বোধ হয় ডাক্তার?

ভদ্রলোক। না।

ব্যবসায়ী। তবে আপনি কি?

ভদ্রলোক। আমি নৈয়ায়িক, আমি এই স্থানে প্রায় এক ঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি, কেমন করিয়া এই বাছুরের ল্যাজটী এই ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

ব্যবসায়ী তো অবাক, এত বড় লোক এই সামান্য বিষয় লইয়া এক ঘণ্টা কাল গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়াও এই সামান্য তথ্যের মীমাংসা করিতে পারে নাই। সেইজন্য সেই চর্ম্ম-ব্যবসায়ী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "Many are Philosophers in this world who waste their time and energies to speculations of equal vanity and are as easily deluded."

যাক, এদেশের যাহারা ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবেশ করে, তাহারা অপরের ব্যবসায় দেখিয়া তাহার অনুকরণে ব্যবসায় করিতে যায়, তা ত শারা ব্যবসায়-প্রতিভা, অভিজ্ঞতা থাকুক আর নাই থাকুক। সেইজন্য গণেশ উল্টাইতে বেশী বিলম্ব হয় না।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে তাহাকে কোন ব্যবসায়ীর নিকট বহুদিন থাকিয়া ব্যবসায়ের সমস্ত রহস্য শিক্ষা করিতে হয়, তবে তাহারা স্বাধীন হইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিবার সাহস পায় ও ব্যবসায়-বুদ্ধির উন্মেষ হয়। সে দেশের ব্যবসায়ী সেইজন্য প্রকৃত কাজের লোক হইয়া ধনকুবের হইতে সক্ষম হয়। এদেশে যাঁহারা প্রকৃত ব্যবসায় বাণিজ্যে আছেন, তাঁহারা কাহাকেও শিক্ষানবীশ লইতে চাহেন না, আর শিক্ষাভিমানী যুবকগণ দোকানদারের নিকট শিখিতেও চাহে না। কাজেই প্রকৃত কার্য্যকরী ব্যবসায়-প্রতিভা তাহাদের মধ্যে জন্মিতেও পারে না, এই হইয়াছে গলদ। আহা! বেচারীরা যখন সংসারে প্রবেশ করিয়া উপার্জ্জনের কোন পন্থাই দেখিতে পায় না, তখন তাহাদের উচ্চশিক্ষার অহঙ্কার নিভিয়া যায়, দুটী উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়াই যা তা দাসত্বে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় এবং সেই সঙ্গে সকল উচ্চাশা, সকল ভরসা ফুরাইয়া যায়। কেননা যে উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছে, যাহার আত্মাভিমান জন্মিয়াছে, সে কি মাথায় মোট করিয়া তাহার বাণিজ্য-সম্ভার বিক্রয় করিতে পারে? কিন্তু দেখ, হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারীগণকে—তাহারা মাথায় করিয়া কাপড় ও নানা দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ধনকুবের হইয়া দাঁড়ায়। এখন যেখানে যাই, সেখানেই মাড়োয়াড়ী ও হিন্দুস্থানীরাই ব্যবসায়ী—আর বাঙ্গালী কেবল ক্রেতার জাতি হইয়াই রহিয়া গেল। বাঙ্গালীর অর্থাভাব—সে ক্রমেই নিঃস্ব হইয়া যাইতেছে, হুজুক হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া ভবঘুরে হইয়া পড়িতেছে, তাই দরিদ্র বাঙ্গালীর ব্যবসায়-প্রতিভা, উচ্চাশা জন্মিতে পারে না। (কাজের লোক।)

ধাতু শিল্প।

পিতলের চাদর হইতে ডাইসের সাহায্যে অনেক জিনিষ আপনারা তৈয়ার করিতে পারিবেন। পিতলের মুখওয়ালা ও চিমনীযুক্ত দেওয়ালে আটকানো টীনের ল্যাম্প আজকাল প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ ঘরেই দুই চারিটি করিয়া পাওয়া যায়ই। এইরূপ একটী আলো লইয়া তাহার গঠন প্রণালী লক্ষ্য করিয়া দেখুন। আলোটির যে অংশ টীনের সেটী টীনের চাদর হইতে এখানে প্রস্তুত হইতেছে। এই টীনের খোলটি কয়েকটি অংশে বিভক্ত। এক একটী অংশ এক এক আকারের ডাইসের সাহায্যে কাটিয়া পরে জুড়িয়া ঝাল দিয়া টীনের খোলটি প্রস্তুত হয়। এই ডাইস ও তাহার কল হাতেই চলে। একেবারে কয়েক খানি টীন উপরি উপরি রাখিয়া কলের ভিতর ফেলিয়া Punch করিয়া লওয়া হয়। তার পর সে গুলিকে ঝাল দিয়া জুড়িয়া লওয়া হয়। এই আলোর পিতলের মুখগুলি এখনও বিদেশ হইতে আসে। কিন্তু পিতলের চাদরও যখন আমদানী হয়, তখন ডাইসের সাহায্যে এটীও এখানে তৈয়ার করিয়া লওয়া যায়। পিতলের মুখটির এক প্রান্ত টীনের খোলটির সঙ্গে ঝাল দিয়া জুড়িয়া দেওয়া হয়। এইরূপ মুখ রাধাবাজারে এবং সহরের নানা স্থানে মনোহারী দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। এই রকম মুখ আমি আপনাদের এখানে তৈয়ার করিয়া দিতে বলিতেছি।

দুই একটী এই রকম মুখ বাজার হইতে কিনিয়া আনুন। আনিয়া বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখুন, উহার গঠন কি রকম। দেখিবেন, উহার প্রধানতঃ দুইটী অংশ আছে, সেই দুইটী অংশ প্যাঁচ দিয়া পরস্পরের সঙ্গে জোড়া যায়, আবার খোলা যায়। এই দুইটী অংশের মধ্যে একটী অংশ টীনের খোলের মধ্যে ঝাল দিয়া জোড়া থাকে। অপর অংশটীতে পলিতা পরাইয়া, খোলের

ভিতর কেরোসিন তৈল ঢালিয়া প্যাচ কসিয়া দিলেই আলোটী সম্পূর্ণ হইল। যে অংশটী খোলের সঙ্গে ঝাল দিয়া জোড়া থাকে, সেটী একটী ডাইসের সাহায্যে প্রস্তুত হইবে। এটী একটী অখণ্ড অংশ। অপর অংশটী আবার আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু সেই সকল খণ্ড পরস্পরের সঙ্গে জুড়িবার জন্য কোথাও ঝাল দিতে হয় না, আর এখানে ঝাল দেওয়া চলেও না; কারণ, ল্যাম্প জ্বালিলে এটি এমন উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে ঝাল গলিয়া গিয়া জোড় খুলিয়া যাইতে পারে। সেই জন্য এই ছোট ছোট অংশ গুলি এমন কৌশলে ডাইসের সাহায্যে কাটা হয় যে, সেগুলি কেবল মাত্র মুড়িয়া (বিনা ঝালে) পরস্পরের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া যায়। মুখটির অংশ গুলির জোর খুলিয়া একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই আপনারা সেই কৌশলটি বুঝিতে পারিবেন।

এখন একটী মুখের সকল জোর একখানি ছুরীর সাহায্যে খুলিয়া ফেলিয়া খণ্ডগুলি বিচ্ছিন্ন করুন। তারপর দেখুন, সেই গুলি প্রস্তুত করিতে কয়খানি কি কি রকমের ডাইস দরকার। খণ্ডগুলি আলাদা করিলে দেখিবেন, সমস্ত অংশই ডাইসের সাহায্যে প্রস্তুত হইতে পারিবে। এমন কি, পলিতা উস্কাইবার স্ক্রুটী পর্য্যন্ত। স্ক্রুটী যদি ডাইসের সাহায্যে প্রস্তুত করিবার সুবিধা না হয়, তবে উহা ঢালাই করিয়াও লইতে পারা যায়। তবে সকল অংশ একই পিতলের চাদরে প্রস্তুত হইবে না। দুই তিন রকম বেধের পিতলের চাদর দরকার হইবে।

টীনের ভিন্ন ভিন্ন বেধের চাদর আমদানী হয়; টীনের চাদর হইতে যেমন খোলটী প্রস্তুত হইতেছে, আমার মনে হয়, পিতলের চাদর হইতে সেইরূপ মুখটিও এখানে তৈয়ার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আরও একটি নূতন Industryর পথ এ দেশে খুলিয়া যাইবে। আপনারা দেখিবেন, একটু চেষ্টা করিলেই এইটী তৈয়ার করিয়া লওয়া যায়; ইহা একটুও অসম্ভব ব্যাপার নহে। ইহার জন্য খুব দামী ও খুব জটিল কল কব্জার দরকার হইবে না; দুদশ লাখ মূলধনও দরকার হইবে না। কলকব্জাগুলি বোধহয় বাজারে পাওয়া যায়; কেন না, সে রকম অনেক কল অন্য উদ্দেশ্যে বাজারে চলিতেছে। যদি না পাওয়া যায়, তবে যে কোন কারখানায় (Work Shop এ) উহা অর্ডার দিয়া তৈয়ার করিয়া লওয়া যাইবে। কারখানায় যাইয়া আপনার উদ্দেশ্যের কথা বুঝাইয়া বলিলেই কারখানাওয়ালারা আপনাকে যথামূল্যে কল তৈয়ার করিয়া দিবে।

টীনের জার্ম্মাণ খেলানা।

মুর্গিহাটা, রাধাবাজার এবং অধিকাংশ মনোহারী দোকানে জার্ম্মাণী হইতে আমদানী বিবিধ মনোহর টীনের খেলনা পাওয়া যায়। কলের গাড়ী (রেলওয়ে ট্রেণ, এঞ্জিন বাদে) মোটর, এরোপ্লেন, মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি অনেক রকম সুন্দর সুন্দর টীনের খেলনা জার্ম্মাণী হইতে আমদানী হইয়া এ দেশে খুব বিক্রী হয়। জিনিষগুলি খুব সুন্দর দেখিতে ও খুব মজবুত বলিয়া তাহাদের দামও খুব বেশী। তাহাদের ক্রেতারও অভাব নাই। ইহাদের প্রচুর আমদানীই তাহার প্রমাণ।

রাধাবাজার হইতে কতকগুলি এইরূপ খেলানা সংগ্রহ করিয়া দেখুন; দেখিবেন, ইহাদের অনেকগুলি অংশ আছে। সে গুলি ঝাল দিয়া জোড়া হয় না, মুড়িয়া জুড়িয়া দেওয়া হয়। জোর গুলি খুলিয়া অংশ গুলি স্বতন্ত্র করিলে দেখিবেন, পূর্ব্বোক্ত চিমনীর ল্যাম্পের পিতলের মুখের মত, এগুলিও পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন আকারের ডাইসের সাহায্যে প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের রং দিয়া সজ্জিত করা একটু কঠিন। রং খুব বিচিত্র ও উজ্জ্বল হওয়া চাই; এবং খুব সতর্কতা ও কৌশল সহকারে রং লাগানো চাই। এবং রং বোধ হয় ছাপা যাইতে পারে। এবং টীনের উপর ছাপিবার কারখানাও বেলেঘাটায় খোলা হইয়াছে। মোট কথা, ছেলে মেয়েরা ইহার খরিদ্দার। তাহারা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ রং দেখিয়া ভুলিবে, এবং কিনিতে চাহিবে। তার পর ইহার অন্য গুণের বিচার করিবে।

আর এক রকম খেলানা।

শিশুদের ক্রীড়নক নির্ম্মাণ শিল্পে জাপান দেখিতেছি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। সে দিন এক ফেরিওয়ালার কাছে দুই একটা নূতন রকমের খেলনা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সে খেলানা গুলি দেখিলেই জাপানী হাতের শিল্পি কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। খেলনা গুলি বিশেষ কিছু নয়—একটী কুকুর ও একটী কাঠের হাত-পা-ওয়ালা বানর। কাঠের উপর লোমযুক্ত কোন পশুর কাঁচা চামড়া লাগাইয়া পুতুল গুলি প্রস্তুত হইয়াছে। সে গুলি দেখিতেও খুব সুন্দর এবং লোমগুলি ও চামড়া অতি নরম। সে কোন পশুর চামড়া ও লোম তাহা আমি ঠাহর করিতে পারিলাম না। লোমশ কুকুর এদেশেও তৈয়ার হয় এবং এক পয়সায় একটী বিক্রী হয়। ভেড়ার লোম দিয়া বোধ হয় সে কুকুরগুলি প্রস্তুত হয়। কিন্তু তাহা দেখিতে তাদৃশ সুন্দর নহে। কিন্তু এই জাপানী পুতুল গুলি দেখিতে এমন সুন্দর যে তাহা দেখিয়াই আমার এবং আরও দুই একজন পথিকের কিনিতে লোভ হইল। কিন্তু দাম শুনিয়াই চক্ষু স্থির। এক একটী ছয় আনা; পাঁচ আনার কমে সে কিছুতেই বিক্রী করিবে না। তাই দিয়াই দুটা কেনা হইল। পুতুল গুলি দেখিতে যেমন সুন্দর তেমন মজবুত বলিয়া বোধ হইল না। ছেলেদের হাতে পড়িলে তাহাদের পুতুল লীলার অবসান হইতে একদণ্ডও লাগিবে না। অথচ পুতুলগুলি দেখিতে এমন সুন্দর যে, কম

মজবুত হইলেই, এ দেশে ঐরূপ উচ্চমূল্যে তাহাদের খরিদদারের অভাব হইবে না বলিয়া বোধ হয় না।

আমাদের দেশেও ত অনেক রকম জীব জন্তু আছে। তাহাদের লোম ও চর্ম্ম শিল্পে প্রয়োগ করিতে পারা যায় কি না, তাহা দেখা উচিত। যাঁহারা জীব হিংসায় নারাজ তাহাদের অবশ্য এ অনুরোধ করা চলে না। কিন্তু যাঁহাদের জীবহিংসায় কোন আপত্তি নাই, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিতে পারেন। আর একটী কথা মনে রাখিবেন, জাপানীরা প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। অথচ তাহারাই পশু লোম ও পশু চর্ম্ম হইতে খেলানা প্রস্তুত করিয়া এদেশে পাঠাইতেছে। খরগোস, গিনিপিগ, কাঠবিড়াল, বেজী, ভোঁদড়, খটাস প্রভৃতি জন্তুর চর্ম্ম ও লোম বোধ হয়, ঐরূপ শিল্পের উপযোগী হইতে পারে। বিশেষতঃ যে সকল প্রাণী মানুষের ক্ষতি করে, তাহাদিগকে ফাঁদ পাতিয়া ধরিয়া এই কাজে লাগাইতে পারিলে আহার ঔষধ দুইই হইবে —ক্ষতি নিবারণও হইবে অর্থাগমও হইবে।

Paper Clip.

অফিস অঞ্চলে ব্যবহার জন্য Paper clip আপনাদের নিজেদের কাছেও দুই চারিটা থাকা অসম্ভব নহে। লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত থাকিলে প্রায় এই জিনিষটির দরকার হয়। যখন আপনারা এই জিনিষটি ব্যবহার করেন, তখন এই জিনিষ—এমন দরকারী জিনিষ—এখানে তৈয়ার করিতে পারা যায় কিনা, তাহা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা তৈয়ার করা খুব কঠিন কাজ নয়। অথচ, আপনারা যাহা ব্যবহার করিতেছেন, তাহা বিদেশ হইতে আমদানী। অথচ, দেখুন, আপনারা যদি চিমনীর আলোর মুখ বা টীনের খেলনার কারখানা খোলেন, তাহা হইলে সেই কারখানাতেই সেই সকল জিনিষের সঙ্গে এটীও তৈয়ার হইতে পারিবে। যে যে যন্ত্রের সাহায্যে চিমনীর আলোর মুখ ও টীনের খেলানা তৈয়ার হইবে, তাহারই দুই একটীতে ইহারও কতক অংশ তৈয়ার হইবে। দ্বিতীয়তঃ Springটি। ইস্পাতের তার বাজারে পাওয়া যাইবে। তাহাকে লোহার খিলের গায়ে জড়াইয়া লইলে স্প্রিং তৈয়ার হইবে। স্প্রিংটি একটি যন্ত্রের সাহায্যে তৈয়ার করিতে হইবে। এই যন্ত্রের দাম বেশী নয়, ২৫৲।৩০৲ টাকার মধ্যে হওয়াই সম্ভব—যে কোন Work shopএ অর্ডার দিয়া ইহা তৈয়ার করিয়া লওয়া যায়। তারপর খিল। লোহার মোটা তার উপযুক্ত মাপে কাটিয়া লইয়া খিল তৈয়ার করিতে হইবে। তারপর অংশগুলি ঠিকভাবে সংযুক্ত করিয়া যাহাতে খিল হইতে অংশগুলি খুলিয়া না যায় সেজন্য খিলটির দুই প্রান্তে একটু একটু পিটিয়া দিতে হইবে। তারপর কার্ড বোর্ডের উপর কারখানার নাম ছাপিয়া এক ডজন হিসাবে ক্লিপ তাহাতে সেলাই করিয়া হউক—অথবা রবারের সূতার দ্বারা হউক, আটকাইয়া বাজারে পাঠাইয়া দিন। একই শ্রেণীর জিনিষগুলি এক কারখানাতে তৈয়ার হইলে বিস্তর সুবিধা হইতে পারে।

ফিতা-বোনা কল।

যশোহরের চিরুণীর কারখানার প্রতিষ্ঠাতা জাপান-প্রত্যাগত বিখ্যাত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম, সি, ই, (জাপান), এম আর, এ-এস, (লণ্ডন) মহাশয় আপনাদের সুবিধার জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখুন। তিনি গৃহ-শিল্পের উপযোগী তাঁত ও অন্যান্য কম-দামের ছোট ছোট কল ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপান হইতে আমদানী করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি ফিতা-বোনা কল আনাইয়া, তাহার বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। দেখুন আপনারা তাহা হইতে কিছু সুবিধা করিতে পারেন কি না।

জুতার ও বুটের ফিতা, ঘড়ির হার প্রভৃতি, আজকাল আমাদের দেশে আদৌ প্রস্তুত হয় না বলিলেই হয়। আমাদের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতাই ইহার একমাত্র কারণ। এই সমস্ত ব্যবসায়ে যে খুব বেশী মূলধনের আবশ্যক হয়, এমন নহে। * * * এই প্রকার কলেই উপরিউক্ত চওড়া এবং গোল সর্ব্ব প্রকার ফিতা প্রভৃতিই, সূতা রেশম বা নকল রেশম হইতে প্রস্তুত হইতে পারে। এই কলগুলি সাধারণতঃ ছোট ইলেকট্রিক মোটর বা অয়েল ইঞ্জিনে চালাইবার উপযোগী করিয়াই প্রস্তুত করা হয়।

এক ঘোড়া (I. H. P.) ইঞ্জিনে এইরূপ ৫টী কল চলে। এত কম power আবশ্যক হয় বলিয়া ইচ্ছা করিলে এই কল হাতে চালাইবার বন্দোবস্তও করিয়া লওয়া যায়, অবশ্য তাহাতে কলের কার্য্য অপেক্ষাকৃত কম হয়। এঞ্জিনে চালাইলে ফিতার বিভিন্নতা অনুযায়ী একটা কলে দৈনিক ৮ ঘণ্টায় ৮০০ হইতে ১০০০ ফিট ফিতা প্রস্তুত করা যায়। একটা কলে একই মাপের ফিতা প্রস্তুত হয়। স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া লইলে একই কলে চওড়া এবং গোলফিতা তৈয়ারী করা চলে। জুতার ফিতা সাধারণতঃ দুই প্রকার হয়। "ডারবী সু" প্রভৃতিতে যে ফিতা ব্যবহৃত হয় উহাতে ৬৫টী ফিতা ববিণ-যুক্ত কল আবশ্যক। অপেক্ষাকৃত সরু আর এক রকম ফিতা আছে, তাহাতে ৪৯টী সূতা থাকে। উহা ৪৯ ববিণ যুক্ত কলে প্রস্তুত হয়। এই দুই প্রকার কলের দাম যথাক্রমে ৭৫০৲ এবং ৯৫০৲ টাকা মাত্র।

বাজারে যে বুট জুতার ফিতা বিক্রয় হয়, উহাতে সাধারণতঃ ২৪টী সূতা থাকে। ঐরূপ গোল ফিতা প্রস্তুত করিতে ২০ ববিণ-যুক্ত কল আবশ্যক। উহার মূল্য ২৭৫৲ টাকা মাত্র। এতদ্ব্যতীত জুতার ফিতার অগ্রভাগে যে টীনের পাতদ্বারা আটকান

থাকে, উহা লাগাইবার জন্য একটী "টিপিং" মেশিন আবশুক। ইহা পায়ে চলে এবং ইহার দ্বা। ঘণ্টায় প্রায় ৫ গ্রোস ফিতায় টিনের বা পিতলের পাত লাগাইয়া লওয়া যায়। ইহার মূল্য মাত্র ১৮৭৲ টাকা। ফিতায় লাগাইবার উপযোগী পাত এখানে কাটিয়া করিয়া লওয়া যায়, অথবা বিদেশ হইতেও আনাইয়া লওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ডে প্রায় ৪৲ টাকা খরচ পড়ে।

একই প্রকার মেসিনেই অন্য অনেক প্রকার ফিতা, ঘড়ির কার প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। জুতার ফিতা প্রস্তুত করিতে কিরূপ খরচ পড়িতে পারে, তাহার একটা মোটামোটী হিসাব দেওয়া হইল।

২০০ জোড়া বুটের ফিতা প্রস্তুত করিতে হইলে সূতা ছিঁড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি কারণে নষ্ট হওয়া সমেত ———

৬ পাউণ্ড প্রতি পাউণ্ড ১৷৹ হিঃ — ৬৷৷৹
টিনের পাত অর্দ্ধ পাউণ্ড - প্রতি পাউণ্ড ৪৲ টাকা হিঃ—২৲
মজুরি—২ জন লোক—দৈনিক ১৲ টা। হিঃ—২৲
প্যাকিং ও অন্যান্য ব্যয়— ৷৷৹
মোট ৯৲

২০০ জোড় ফিতা—পাইকারী হিসাবে প্রতি জোড়া ৵৹ আনা করিয়া বিক্রয় করিলেও ন্যূন কল্পে ১২৷৷৹ টাকায় বিক্রয় হইবে। তাহাতে মোট লাভ দৈনিক—অন্ততঃ ৩৷৹ থাকিতে পারে।

(ভারতবর্ষ।)

পলাণ্ডুর পচন নিবারক উপায়।

ফ্রান্সে এক পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে পলাণ্ডু বা পিঁয়াজের ক্ষেত্রে Sulphate of Potas এর সার ব্যবহার করিলে পিঁয়াজ পচে না। এক এক একর জমীতে ১ হন্দর (Hundred weight) পরিমাণ এই সারই যথেষ্ট। পিঁয়াজ চাষে এদেশের কৃষকগণ পরীক্ষা করিলে ভাল হয়। পিঁয়াজ এদেশেও প্রচুর জন্মে বটে, কিন্তু অধিকাংশই পচিয়া যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিননাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

১৪। সত্ত্ব।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশক-
মনামযম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন
চানঘ ॥ ১৪।৬।

অনঘ তত্র (জীবভূতায়াং) নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকং (স্ফটিক বা মণিরিব) অনাময়ং (নিরোগং) সত্ত্বং সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ বধ্নাতি (দেহীনং সুখানুভবেন জ্ঞান সাহচর্য্যেন দেহাত্মজ্ঞানে বদ্ধং করোতি)।

সেই জীবভূতার মলহীন উজ্জ্বল স্বচ্ছ নিরোগ সূক্ষ্মাংশ বা সত্ত্ব দেহীকে সুখ ও ও জ্ঞান যন্ত্রের দ্বারা দেহাত্মজ্ঞানে বদ্ধ করে। অর্থাৎ এই সূক্ষ্মাংশের দ্বারাই আমি সুখী আমি সজ্ঞান ইত্যাদি ধারণা বিশিষ্ট হয়।

In that metabolic mass the fine matter aloof of the gross and effete matters, is transparent, enlightening, lustrous and lusty. Through it the self enjoys and is sensible. In animal body it developes the nervous system. In embriology, in segmentation of the fertilised ovum, we find it as transparent epiblast which developes the skin, sensory organs and the nervous system.

১৫। রজঃ।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ-
সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন
দেহিনম্ ॥ ১৪।৭।

কৌন্তেয় রাগাত্মকং (গৈরিকাদিরিব) রজঃ তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং (দেহাভিলাষানুভব কারকং) বিদ্ধি তৎ কর্ম্মসঙ্গেন (কর্ম্মকারী যন্ত্রেণ) দেহিনং নিবধ্নাতি (দেহাত্মজ্ঞানে বধ্নাতি)।

জীবভূতার স্থূলাংশ বা রজঃ বা রঞ্জক উপাদান জীবদেহের তৃষ্ণা অনুভবকারী যন্ত্রের উৎপাদক এবং কর্ম্মকারী যন্ত্রের দ্বারা দেহীকে দেহাত্মজ্ঞানে আবদ্ধ করে।

The gross matter colours and cements the body. The desires of the body are manifested through it. From the exertions of the body for the fulfilment of its propensities, the working organs of the body are formed by it. Through it the Self works. In embriology we find it as hypoblast and mesoblast which develope all membranous and muscular parts of the body. The nervous body can not manifest the practical work without the muscular aparatus.

১৬। তমঃ।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং
সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি
ভারত ॥ ১৪।৮।

ভারত তমঃ তু অজ্ঞানজং (অজ্ঞানং জাতং যস্মাৎ) সর্ব্বং দেহিনাং মোহনং

(মূর্চ্ছাকারকং বা মুগ্ধতাকারকং) বিদ্ধি তৎ প্রমাদ (অনবধানং মৃত্যুভয়ং বা) আলস্য নিদ্রাদিভিঃ নিবধ্নাতি।

তম জীবভূতার মলাংশ। উহা জীবের যাবতীয় অচেতন ভাগ। এই অচেতন ভাগই জীবের জীবত্বের মুগ্ধকারক অর্থাৎ অচেতন ভাগের দ্বারা জ্ঞানকারক সচেতন সূক্ষ্মাংশ যতই আচ্ছাদিত হয় জীব ততই মুগ্ধ হয় অর্থাৎ বহিস্করণ বন্ধ হইয়া মূর্চ্ছাগত হয়। ইহা অনবধানতা আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা দেহিকে দেহাত্মজ্ঞানে বদ্ধ করে।

Its effete matter is unconscious and covers the conscious parts from external communications, that is, intoxicates self to swoon. Self is inattentive, idle, and sleepy through it. The fear of death is also accelarated by it.

১৭। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ।

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো-
লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতো-
হজ্ঞানমেব চ ॥ ১৪।১৭।

সত্ত্বাৎ জ্ঞানং (চেতনা বিকাশং) সংজায়তে, রজসঃ লোভঃ (অভিলাষঃ) এব চ তমসঃ অজ্ঞানং (চেতনাবিকাশবিহীনভাবং) প্রমাদমোহৌ (প্রমাদ ভ্রমৌ) এব চ ভবতঃ।

সত্ত্ব বা সূক্ষ্মাংশ জ্ঞানের বহ্ন সহস্রারাদির চেতনা বিকাশ করিয়া থাকে। রজ বা স্থূলাংশের দ্বারা বাসনার বহ্ন রসনাদির অভিলাষ উদ্ভূত হয় এবং তমঃ বা মলাংশ হইতে অজ্ঞানতা (অর্থাৎ বাহ্য চেতনার বিকাশ বন্ধ) অনবধানতা এবং ভ্রম উদ্ভব হয়।

Consciousness comes from the fine matter, cravings of the body from the gross matter and inattention, mistakes and unconsciousness from the effete matters.

(ক্রমশঃ।)

ভারতের কৃষির উন্নতিকল্পে কি আবশ্যক।

অনেকদিনের কথা, প্রফেসার যোগেন্দ্র নাথ সমাদ্দার মহাশয় "মুসলমান রিভিউ" নামক পত্রে আলোচনা করে দেখিয়েছিলেন যে, ভারতের কৃষির উন্নতির জন্য আবশ্যক :—(১) উন্নত প্রণালীর কৃষি; (২) সুলভ এবং কর্ম্মক্ষম শ্রামিক; (৩) সুলভ মূলধন।

কৃষি সম্বন্ধে তিনি বলচেন যে, যে সকল অনাবাদী ভূমি পতিত হয়ে আছে, সেইগুলি আবাদ করে হাসিল কর্ত্তে হবে, আর সেরূপ পতিত জমী এদেশে প্রচুরই আছে। সেই সকল ডাঙ্গা পতিত জমী আবাদের জন্য জলের দরকার। সেইজন্য এখন যে পরিমাণ টাকা ক্যানালাদিতে খরচ করা হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা এতে লাগাতে হবে।

এজন্য তিনি অঙ্ক ও যুক্তি দ্বারা দেখিয়েছেন যে, ইরিগেশন জন্য ৪৬ ক্রোর টাকা খরচ হয়, কিন্তু রেলওয়ের জন্যে সেই যায়গায় ৩৪৬ ক্রোর টাকা খরচ করা হ'য়ে থাকে। অথচ রেলওয়ে অপেক্ষা ক্যানেল হতে বেশী লাভ হয়।

ক্যানেলাদি হতে শতকরা ৮৮৬ লাভ হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ষ্টেট রেলওয়ে হতে লাভ শতকরা ১৫। সেইজন্য তিনি গবর্ণমেণ্টকে বলচেন যে, রেলে যখন ইরিগেশন অপেক্ষা কম লাভ হয়, তখন ইরিগেশন অর্থাৎ ক্যানেল করাই ভাল, কারণ লাভের হিসাবে তাতে বেশী লাভই হবে অথচ ভারতের কৃষির উন্নতি হলে গবর্ণমেণ্টের ও প্রজার অবস্থা ফিরে যাবে। কথাটা ঠিকই বটে, কিন্তু সে কথায় গবর্ণমেণ্ট বা বাণিজ্যসমিতি কর্ণপাত করেন না।

একথা খুবই সত্যি যে জলের অভাবেই এদেশের চাষের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠে। উন্নত প্রণালীর চাষের কথা বল্লেই জলসরবরাহের দরকার হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেদিকে বড় লক্ষ্য কর্ত্তে চান না। যে পরিমাণ রেল বিস্তারের চেষ্টা, সে পরিমাণ জলের চেষ্টা থাকলে এদেশে অন্নকষ্টও হ'তো না, আর অনাবাদী জমীও পড়ে থাকতো না।

অধ্যাপক দেখিয়েছেন যে, এদেশের মজুরী সুলভ হলেও মজুরগণ অশিক্ষিত, অলস ও কপটাচারী—দাম দিলেও প্রাণ খুলে কাজ করতে চায় না—অসাবধান সুতরাং অনেক ক্ষতি করে ফেলে। সেইজন্য এদের দুঃখ দৈন্য চিরসঙ্গী, অর্দ্ধাশনে বা অনশনে জীবন কাটিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এইরূপ দুর্ভিক্ষপীড়িত শ্রামিকের ছেলে পুলেও যে আধমরা—দুর্ব্বল হবে তাতে আশ্চর্য্য হবারও কিছু নাই।

সুতরাং শরীরের যার এই অবস্থা, সে কঠোর পরিশ্রম কর্ত্তে কখনও সমর্থ হতে পারে না। তাই ভারতের মজুরী সুলভ নয়। পাশ্চাত্য দেশের মজুরদের সামর্থ্য বেশী, ১ জন ইংরাজ শ্রমজীবীর সঙ্গে এদেশের ছয় জন শ্রমজীবীর তুলনাও বোধ হয় হয় কিনা তাতেও সন্দেহ হয়। তারপর তারা যে কাজে হাত দেয়, প্রাণপণে সেটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার চেষ্টা করে, তার জন্য মাথা ঘামায়; সেই জন্য তাদের মজুরী বেশী হলেও এদেশের মজুরী অপেক্ষা সস্তা।

তারপর অধ্যাপক মহাশয় দেখিয়েছেন যে, এদেশে টাকা যাদের আছে, তাদের সে টাকা বন্ধ করে রাখলে চলবে না, দেশের শ্রমশিল্পে নিয়োগ কর্ত্তে হবে, ইত্যাদি অনেক কথাই তিনি বলেছেন। কিন্তু এমনি দেশের অদৃষ্ট যে দেশের কান্নাকাটী গবেষণা আলোচনা

দেশের লোকেও স্কুলে কাজ করে না, আর রাজাও টাকার অভাবের অজুহাতে মনোযোগ দেন না।

সেকালের জমীদারগণ মাঠে মাঠে চাষের জলের জন্য অনেক পুকুর কাটিয়ে দিয়ে গেছিলেন। সে সকল পুকুর সংস্কারের অভাবে ডাঙ্গা হয়ে যাচ্ছে। চাষীরা একত্র হয়ে সেই পুকুরগুলি পরিষ্কার কর্ত্তে পারে তো? কিন্তু যখন জলাভাবে শস্য মরে যায়, চারিদিকে হাহাকার ওঠে, তখন কেবল নাকে কান্দে, আর দেবতার উপর দোষ দেয়। কোন জমীদার এই গুলির সংস্কার করে জলের দামও তো আদায় করে নিয়ে জল ছেঁচতে দিতে পার্ত্তেন, কিন্তু কেউ তেমন করেছেন তা তো শোনা যায় না। তা হলেই যে কাজ আমরা পাঁচ জনে কর্ত্তে পারি, তাই যখন করি না, তখন সরকার বাহাদুর করে দেবেন, সে আশা করা অন্ততঃ আজ-কালকার দিনে যে কতদূর সঙ্গত হ'তে পারে, সেটা বুঝাবার দরকার নাই।

কেউ কারো জন্যে কিছু করে দেবে না. সে নীতি, সে শিক্ষা-দীক্ষা এদেশ থেকে শেষ বিদায় হয়ে গেছে। নিজে ক'রে-কর্ম্মে নিয়ে বাঁচতে পার—বাঁচ, নইলে মর—এই হলো এখনকার নীতি। দেশে রাস্তাঘাট, কৃষি, জল-নিকাশের কথা তুল্লেই তার জবাব হচ্ছে যে, তোমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের এ সকল কাজ; নিজেদের হাতে কতকটা শাসনভার নিয়েছ বাবা, গবর্ণমেন্ট কি করবেন।

যাঁরা এই রিফরম্ চেয়েছিলেন, তাঁদের সাধারণ লোকে পুষ্প-চন্দন দিয়ে পূজা কর্বেন, সন্দেহ নাই। এ দেশে হবেও চিরদিনই এইরূপ, লোকে তা বেশই বুঝে নিয়েছে। এখন ক্রমাগত ট্যাক্স দাও—আর নাকে কান্দ। আসল কথা নিজের উপায় নিজে দেখ, বাঁচবার পন্থা নিজেরা ভাব—নইলে গত্যন্তর নাই। এইটাই হলো সার কথা—বুঝেচ? (কাজের লোক।)

কৃষিতথ্য।

Hawi Agricultural Experiment Stationএর রিপোর্টে জানা যায় যে, জলাভূমির ধান চাষে Amoneum sulphateই অধিক উপকারী সার। সেই স্থলে Nitrate of Soda দ্বারা বিশেষ কোন উপকার হয় নাই, ইহা দ্বারা ধানগাছের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠে। জলাভূমিতে Sulphate of Soda ব্যবহার করলে ধানগাছের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। The Experiment Station shows "that Amoneum sulphate is greatest use as a manure for rice in wet cultivation, while Nitrate of Soda produces little or no effect."

গাভী-রক্ষণের কয়েকটী অবশ্য-প্রতিপাল্য সঙ্কেত।

যাঁহারা গাভী রাখিয়া দুগ্ধের কারবার করেন, তাঁহাদের নিম্নলিখিত সঙ্কেতগুলি অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত।

১। গাভীকে তাহার গোয়ালে রাখিবার পূর্ব্বে গাত্র বেশ করিয়া দলাই মলাই করিয়া গো-ময়ের দাগ গুলি খড়ের নুড়ো করিয়া জলে ভিজাইয়া ময়লা পরিষ্কার করিয়া দিয়া কিছুক্ষণ বাহিরে রাখিয়া তাহার পর লোম শুখাইলে গোয়ালে রাখা উচিত। ইহা দ্বারা আলগা লোমগুলি পড়িয়া যায়, এবং গাভীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

(২) দুগ্ধ দোহনের পূর্ব্বে ভিজে ন্যাকড়া দ্বারা গাভীর বাঁট ও পালান ধুইয়া তবে দুগ্ধ দোহন করা উচিত। ইহা করিলে গাভীর বাঁট কোমল হইয়া আইসে, ফাটে না, এবং বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যকর দুগ্ধ পাওয়া যায়।

(৩। গাভী দোহনের পূর্ব্বে গোয়ালের হাত ধুইয়া পরিষ্কার করাইয়া লইবে। নচেৎ তাহার অপরিষ্কৃত হস্তের সহিত কত সাংঘাতিক রোগ-বীজাণু দুগ্ধের সহিত মিশিয়া জীবননাশ করিতে পারে। গোয়ালার হাত কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা লক্ষ্য রাখা উচিত।

(৪) দুগ্ধ দোহন হইলেই তাহাকে ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে ঢালিয়া রাখা উচিত এবং দুগ্ধ অনাবৃত রাখা উচিত নয়। কারণ দুগ্ধ রোগ-বীজাণু টানিয়া লইয়া থাকে।

যে জিনিষ শিশুদিগকে খাওয়াতে হইবে বা নিজেরা খাইতে হইবে, তাহা অতি সযত্নে রক্ষা করা উচিত।

কুইনিন সন্ধান।

এতদিন পরে কুইনিনের একটা গুপ্ত স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনৈক মার্কিণবাসী বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন যে, তিনি নিউগিনির এক প্রকার বৃক্ষের ত্বকে প্রচুর পরিমাণে কুইনিনের সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি বলেন, এ পর্য্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকা, যবদ্বীপ, সিংহল, ভারতবর্ষ ও জামাইকার বৃক্ষ ত্বক্ হইতেই কুইনিন সংগৃহীত হইত; কিন্তু তাহা পরিমাণে কম। নব-আবিষ্কৃত বৃক্ষের ত্বকে কুইনিন প্রচুর। মার্কিণ বৈজ্ঞানিক এই গাছের চাষ ইতিমধ্যেই স্বদেশে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম পত্তনেই এক লক্ষ বৃক্ষ প্রস্তুত হইতেছে। আমাদের বঙ্গদেশে ইহা চালান হউক না। তাহা হইলে এক বেলা অন্নের সঙ্গে ঐ গাছের একটু শুক্ত আহার করিলেই হয়ত রক্ষা পাওয়া যাইবে। তিক্ত আস্বাদ ক্রমশঃ অভ্যাস হইয়া যাইবে।

(কাজের লোক।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৬শ বর্ষ।] ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল। ইং ৮ই জুন, ১৯২৪ সাল। [২য় খণ্ড।

বাঙ্গালার আর্থিক সমস্যা।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের আর্থিক সমস্যা যে ভয়ানক গুরুতর ভাব ধারণ করিয়াছে—তাহা বোধ হয় কাহাকেও আর বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই সমস্যার সমাধানের উপর বাঙ্গালীর জীবন মরণ বিশেষভাবে জড়িত। ইহা দূর করিবার জন্য সকল বাঙ্গালীর বদ্ধ পরিকর হওয়া উচিত।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের সর্ব্বত্রই অর্থকৃচ্ছতা পূর্ণ মাত্রায় দেখা যায়। বঙ্গের পল্লী আর পূর্ব্বের মতন নাই। ইহার পূর্ব্বের শ্রী ও প্রফুল্লতা চিরদিনের তরে অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান সময়ে সকলেই যেন অভাবের তাড়নায় ক্লিষ্ট এবং নিষ্পেষিত। তাহার উপর দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী বঙ্গের পল্লীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ইহাকে ভীষণ শ্মশানে পরিণত করিতেছে। কৃষক হইতে আরম্ভ করিয়া, সকলেই অভাবে জর্জ্জরিত।

কৃষকের শস্য ভাণ্ডারের ভিতর যেন অলক্ষ্মী প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সারাদিন পরিশ্রম করিয়াও—সে দুইবেলা দুটী ভাতের সংস্থান করিয়া উঠিতে পারে না। বঙ্গের কৃষকের অবস্থা ক্রমেই যেন মন্দের দিকেই চলিয়াছে। বঙ্গের পল্লীকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার জন্য কে যেন পূর্ণমাত্রায় সহায়তা করিতেছে বলিয়া বোধ হয়।

কৃষকের দারিদ্রতার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী মাত্রেরই দরিদ্রতা অত্যন্ত বাড়িতে চলিতেছে। এই দারিদ্রতা ও অভাবের তাড়না যেন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ঘরেই ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে।

পিতা অর্থাভাবে তাহার পুত্র কন্যাকে বিষের চক্ষে দেখিতেছে। মাতা তাহার প্রাণসম সন্তানের মৃত্যু কামনা করিতেছে। কলেজ শিক্ষিত যুবক চাকরী না পাইয়া অভাবের তাড়নায় আত্মঘাতী হইতেছে। এইরূপ ভাবে চলিতে থাকিলে, অদূর ভবিষ্যতে মাতা পিতা, অভাবের তাড়নায় তাহাদের সন্তানদিগকে পণ্য দ্রব্যের ন্যায় যে বিক্রি করিতে বাধ্য হইবে, তাহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

অধুনা সকলেই রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যস্ত বলিয়া মনে হয় কিন্তু বঙ্গের বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যা উহার চেয়ে যে কম গুরুতর ব্যাপার তাহা মোটেই মনে হয় না। ইহাও অবশ্য স্বীকার করা উচিৎ, পরাধীনতাও আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার সর্ব্ব প্রধান কারণ।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের পল্লীতে বর্ত্তমান হাহাকারের এক সহস্রাংশও দৃষ্টি গোচর হইত না। এখন যেন সর্ব্বত্রই "নাই" "নাই" শব্দ। কৃষক ধান জন্মাইতেছে—অথচ তাহার ভাগ্যে ভাত নাই।

ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে মূল কি মনে হইবে?

সরকার হইতে আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যা সমাধানের সাহায্যের প্রত্যাশা করা অতীব দুরাশা মাত্র। এই বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য আমাদিগকেই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একযোগে কাজ করিতে হইবে নচেৎ অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর মরণ অনিবার্য্য—তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

অনতিবিলম্বে কৃষকদিগের মঙ্গলের জন্য আমাদের কৃষি সমিতি, সমবায় সমিতি প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে স্থাপন করিতে হইবে। কারণ কৃষকদের উপরেই আমাদের উন্নতি, অবনতি, জীবন, মরণ সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে।

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের প্রতি অনুরোধ এই যে—বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাতে কিঞ্চিন্মাত্র কালক্ষেপ না করিয়া, তাহাদের অনতিবিলম্বে কৃষি উপনিবেশ প্রভৃতি স্থাপন করিতে হইবে—নচেৎ তাহাদের অবশ্য ধ্বংসের পথ হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

যৌথ-কারবার।

একার মূলধনে বড় কারবার করা সম্ভব নয় এবং যদি ক্ষতি হয়, তাহাহইলে একজনের সর্ব্বস্ব যায়। এইজন্য অন্ততঃ ৭জন অংশীদার একত্র মিলিয়া মূলধন ন্যস্ত করিয়া যে কারবার করা হয়, তাহাকে বলে যৌথ-কারবার বা লিমিটেড্ কোম্পানী। ৭জন অংশীদারের কম নয়, তাহার উপর যত ইচ্ছা অংশীদার লওয়া যাইতে পারে। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট যে আইন করিয়াছেন তাহার নাম ইণ্ডিয়ান কোম্পানী আইন। (The Indian Companies Act of 1882 & 19 13, its subsequent act of amendment by Act VI of 1987 এবং এই আইন সংক্রান্ত অন্যান্য আইনগুলি যাঁহারা যৌথ কারবার করিতে চাহেন, তাঁহাদের পাঠ করিয়া তাহার সমস্ত নিয়ম কানুন বুঝিয়া তবে একার্য্যে নামা উচিত।

এই যৌথ কারবারের পদ্ধতি বিদেশীয়, এবং এদেশে যত লিমিটেড্ কোম্পানী দক্ষতার সহিত চলিতেছে, তাহার অধিকাংশই বিদেশীয়গণের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। এখনকার এদেশীয় অনেক ব্যবসায়ী বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণের অনুকরণে যৌথ-কারবার করিতেছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দেউলিয়া হইয়া যাইতেছে। [illegible] এদেশীয়গণ এখনও এ কাজে [illegible] অর্জন করিতে [illegible] আরো [illegible]

এই যৌথ কারবার খুলিয়া পূর্ব্বে সুদক্ষ অ্যাটর্ণির দ্বারা নিয়মাবলী গঠন করাইয়া লইয়া তবে এই কার্য্যে প্রবেশ করিতে হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে একের মূলধনে বড় কাজ করা অসাধ্য কিন্তু দশ জনের কি শতজনের সামান্য সামান্য মূলধন একত্র হইয়া বড় মূলধন হইলে সে কাজ অসাধ্য এবং অসুবিধাজনক হয় না, এই সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই জগতের সমস্ত যৌথ-কারবার চলিতেছে।

যৌথ কারবার হয় দুই প্রকারের। যথা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী (Private Limited Company) এবং পাবলিক Public।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী কাহাকে বলে তাহাই বুঝাইতেছি। কোন একটা কারবার ছিল বা আছে, বা নূতন কারবারে পাঁচজন অংশীদার একত্র এবং একমত হইয়া সেই ব্যবসারের সমস্ত কার্য্যের দায়িত্ব নিজেরা লইয়া ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে বাহিরের কাহাকেও Share বা অংশ বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করা হয় না এইজন্য ইহার নাম প্রাইভেট লিমিটেড্ কোম্পানী, ইহাতেও লিমিটেড কোম্পানীর মতই কাজ চলিয়া থাকে সেইজন্য লিমিটেড্ কোম্পানীও বলা হইয়া থাকে। Public Limited Company পাবলিক লিমিটেড্ কোম্পানী কাহাকে বলে—যাহাতে উপরোক্ত পাঁচজন অংশীদার ব্যতীত অনেক সাধারণ লোককেও অংশীদার লওয়া হয়, তাহার নাম পাবলিক লিমিটেড্ কোম্পানী।

রাম, শ্যাম, নকুল, সহদেব, যুধিষ্ঠির এই পাঁচজন ছেলে তাহাদের পিতার কারবার ছিল, সেইটাকে লিমিটেড্ করিতে ইচ্ছুক হইয়া Indian Company's Act এর নিয়মানুসারে কারবারটীকে লিমিটেড্ করিয়া লইল। এইরূপ কোম্পানীর একটা মূল্য ধরা হইল যেন পাঁচ লক্ষ টাকা, উহারা পাঁচজনেই যেন সেই পাঁচ লক্ষ টাকা দিল—এবং লাভ লোকসান সমস্তরই তাহারা ঐ পাঁচজনেই দায়ী হইয়া কাজ চালাইতে লাগিল, ইহাই হইল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী। ইহাদের মধ্য হইতেই কেহ মেম্বর,কেহ ডাইরেক্টার, কেহ বা সেক্রেটারী হইয়া কার্য্য চালায়—হিসাব পত্র রাখে।

লাভ সকলেই সর্ত্তানুসারে গ্রহণ করে। পবলিক লিমিটেড কোম্পানীর একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। কাহারও কারবার ছিল বা নাও থাকিতে পারে, একটা কারবারের মোট মূলধন যেন আন্দাজ করিয়া লওয়া হইল মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। প্রতি অংশের মূল্য ধরা হইল ১০০৲, দশ হাজার জন অংশীদার সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহার ভিতর এমন যদি কেহ থাকেন যে তিনি একাই হয় তো অর্দ্ধেক অংশ খরিদ করিতে পারেন বা ৪।৫ জনে অর্দ্ধেক খরিদ করিলেন, আর বাকি অর্দ্ধেক ক্যানভাষার বা দালাল রাখিয়া অংশীদার সংগ্রহ করিয়া ঐ দশ লক্ষ টাকা উঠিয়া যে কারবার চলিতে লাগিল, তাহাই হইল পবলিক লিমিটেড্ কোম্পানী। ঐ যে ১০০৲ টাকা করিয়া অংশনামার কাগজ বিক্রয় হইল, তাহার নাম ইংরাজীতে Share বা অংশ। বৎসরের শেষে লাভ লোকসান হিসাব হইয়া খরচ খরচা বাদে যাহা খাঁটী লাভ হইল, সেই লভ্যাংশ সমস্ত অংশীদারকে বাঁটোয়ারা করিয়া দেওয়া হইল। ইহাকে ইংরাজীতে বলে Divident ডিভিডেণ্ট বলা হয়।

এইখানে আর একটা কথা বলিবার আছে। শেয়ারের বা অংশের আবার শ্রেণী বিভাগ আছে। যথা প্রাইভেট্ শেয়ার, (Private share) সাধারণ অর্থাৎ Ordinary Share আর Preferential share, যে সমস্ত অংশের কাগজ কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যেই বিক্রয় হইয়া যায়, তাহাই Private share নামে অভিহিত হয়। আর যে সকল Share বা অংশ সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া বা দালাল দ্বারা সাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হয়, তাহাকে সাধারণ বা Ordinary share বলে। Preferential share, অনেকটা ঐ অর্ডিনারী শেয়ারের মত, তবে ইহার বিশেষত্ব, ইহাতে একটা নির্দ্দিষ্ট লভ্যাংশ দিতে হয়। এই শ্রেণীর অংশের কারবারের

লাভ লোকসানের হিসাব হইয়া যদি লাভ হয়, তবে অংশ পায়। কিন্তু ইহার একটা বিশেষত্ব ইহায় একটা নির্দ্দিষ্ট ডিভিডেণ্ট দেওয়াতো হইয়াই থাকে, আরও একটা সুবিধা, যদি কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া Liquidationএ যায়, অর্থাৎ দেওলিয়া হইয়া পড়ে, তাহা হইলে দেওলিয়া আফিস আগে এই Share এর টাকা দিয়া তবে অরডিনারী প্রভৃতি শেয়ারের টাকা দিয়া থাকেন।

যৌথ কারবার অর্থাৎ লিমিটেড কোম্পানী মাত্রেরই বৎসরের মধ্যে ২ বার হিসাব নিকাশ হয় এবং বৎসরে ২ বার মোনফা দেওয়া হইয়া থাকে। যে সকল কারবারের কোম্পানী যত বেশী ডিভিডেণ্ট বা লাভ দিতে পারেন, তাহাদেরই শেয়ার বা অংশ অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। এইজন্য ভারতের বড় বড় সহরে যথা বম্বে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে লিমিটেড কোম্পানীর অংশ বিক্রয়ের জন্য বাজার আছে, তাহাকে Share Market বলে। সেখানে প্রত্যহ অংশের কাগজের কেনা বেচা হইতেছে। সে কথা আর একদিন বলা যাইবে।

Liquidation বা দেওলিয়া কি ?

কারবারে যখন ক্রমাগত ক্ষতি হইতে থাকে, তখন কারবার আর থাকিতে পারে না। দেউলে হইয়া যায়, যাহাকে বলে ফেল্ হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের হাতে সেই কারবারের হিসাবপত্র যাহা কিছু সম্পত্তি থাকে, তাহা ছাড়িয়া দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট সেই সকল সম্পত্তি বিক্রয়াদি করিয়া যাহা পান, তাহাই গবর্ণমেণ্টের খরচা বাদ কোম্পানীর অংশীদারগণের মধ্যে বাঁটোয়ারা করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, ইহারই নাম কারবারের লিকুডেশনে যাওয়া—অর্থাৎ আমাদের চলিত কথায় গণেশ উল্টান। কোম্পানীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির যদি তেমন কিছু থাকে, তবে অংশীদারগণ কিছু কিছু ঘোড়া ঘরের কাঠের মত পায়, নচেৎ কিছুই পায় না। সর্ব্বস্বই যায়।

(কাজের লোক।)

ভারতে কয়লার ব্যবসায়।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে দুইটি শ্রেণীর কয়লার খনি দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমটি গোন্দওয়ানা খনি, ঐ বিভাগের মধ্যে বঙ্গের গিরিধি, ঝরিয়া, জয়ন্তী, রাণীগঞ্জ,বোখোরো, সম্বলপুর, প্রভৃতি মধ্যভারতের সোহাগপুর, উথারিয়া প্রভৃতি মধ্যপ্রদেশের পেঞ্চ উপত্যকা, মোহপানি ইয়েটন, চন্দা প্রভৃতি এবং হাইদ্রাবাদের সিঙ্গারেনি প্রভৃতি স্থান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় বিভাগ হইল ভৌগলিক তৃতীয় স্তরের। ইহার মধ্যে বেলুচিস্থানের খোস্ত, কানাড় প্রভৃতি, আসামের মাকুম প্রভৃতি, পাঞ্জাবের ঝিনাম, মিয়াওয়ালি প্রভৃতি, রাজপুতনায় বিকানির প্রভৃতি, ও ব্রহ্মের নৈয়ান প্রভৃতি খনি। সমগ্র ভারতের শতকরা ৯৭৷০ ভাগ কয়লা প্রথম বিভাগের মধ্যে।

খাদের মুখে কয়লার মূল্য।

১৯১৮ সালে ভারতে খাদের মুখে কয়লার প্রতি টনের মূল্য ছিল ৪৶০ ১৯২০ সালে তাহা ৫৶০ হয় এবং ১৯২২ সালে ৭৷৶০ হইয়াছিল। ইংলণ্ডে প্রতিটন কয়লার খাদের মুখে মূল্য ছিল ১৬৶০, ফ্রান্সে ২১/০ জার্ম্মানীতে ৭৸৶০, আমেরিকায় যুক্তরাজ্যে ৭।০ জাপানে ১০৸৶০ ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ৫৷০। ইয়ুরোপে মজুরের জন্য অধিক ব্যয় হয়, তাহা ছাড়া খাদগুলি বেশী গভীর এই সকল কারণে পাশ্চাত্যদেশে কয়লার মূল্য অধিক হয়। ভারতের মাটির নিকটই কয়লা পাওয়া যায়, তাহা ছাড়া ভারতের মজুর সস্তা।

রেলভাড়া।

প্রতি টন কয়লা রাণীগঞ্জ হইতে কলিকাতা আনিতে ৩।০ রেলগাড়ী ভাড়া পড়ে, কানপুরে ৮৷০, দিল্লীতে ১১৲, বোম্বাইতে ১৫৷৶০ ও করাচীতে ১৭৶০ রেলভাড়া পড়ে। জাহাজে প্রতি টন কয়লা কলিকাতা হইতে পাঠাইতে নিম্নলিখিতরূপ ভাড়া পড়ে।

স্থান	১৯২০ সাল	১৯২২ সাল
বোম্বাই	১১৶০	১১
মাদ্রাজ	১২৲	৭৶০
রেঙ্গুন	১১৸০	৬৷০
করাচী	২২৷০	১০৷০

মজুর সংখ্যা।

১৯২২ সালে ২০০২১৩ জন লোক কয়লা তুলিবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল; ১৯২১ সালে ২০৫৮৭৯ জন লোক ছিল।

প্রদেশ	পুরুষ	স্ত্রীলোক	বালক বালিকা	মোট	শতকরা	গড়ে কত কয়লা উঠে
বিহার উড়িষ্যা	৭২৪৩৩	৩৪৬১০	২৭৪৭	১১৯৭০০	৫৯.৮	১০৬ টন
বঙ্গদেশ	২৮৯৫৬	১৫৫৫০	৩৮৭	৪৪৮৯৩	২২.৪	৯৬.৪ ,,
আসাম	৭০৯৬	৪৪৪	৯৬	৭৬৩৬	[illegible]	৯৫.৭ ,,
সমগ্র ভারত	১২৭৬১০	৬৫৬৫৪	৭২৪৭	২০০২১৩	১০০	৯৬.৬ ,,

প্রতি লোক কত কয়লা তুলে।

১৯১৯ সালে ভারতীয় মজুরগণ যকটা কয়লা তুলিত, ১৯২০ সন হইতেই প্রায় ২০ টন কয়লা তোলা কম হইয়া গেল। ১৯১৯ সনে উহাদের বেতন বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহার ফলে মজুরগণ অধিক দিন কার্য্যে

অনুপস্থিত থাকিতে লাগিল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা কম কয়লা তুলিতে লাগিল। ভারতের মজুরগণের দায়ীত্বহীনতার প্রমাণ ইহাপেক্ষা অধিক আর নাই।

সাল	জন প্রতি গড়ে কত কয়লা তোলা হইয়াছে।
১৯১৮	১০৮।০ টন
১৯২০	৯৮।০ টন
১৯২১	৯৭॥০ টন
১৯২২	৯৮॥০ টন

অপর দিকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কত অধিক কয়লা মজুরগণ উঠায় তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

স্থান	জনপ্রতি গড়ে কত কয়লা তোলা হইয়াছে
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	৭৫৩ টন
ইংলণ্ড	১৪৩ „
জার্ম্মাণী	১৮৬ „
ফ্রান্স	১৩২ „
ভারতবর্ষ	৯৪ „

ভারতে যত কয়লা পাওয়া যায়, তাহার শতকরা ৫২।০ ভাগ ঝরিয়া হইতে ও ২৭।০ ভাগ রাণীগঞ্জ হইতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ প্রায় ৮০ ভাগ কয়লা বঙ্গদেশ হইতে পাওয়া যায়। বাকী ২০ ভাগ ভারতের সর্ব্বত্র হইতে পাওয়া যায়।

ঐ কয়লার শতকরা ৩০॥০ ভাগ রেলে ব্যবহৃত হয়, বস্ত্রের কলে শতকরা ৫॥০ ভাগ, পাটের কলে ৬৸০ ভাগ, লৌহের কারখানায় ১২ ভাগ, নদীগামী ষ্টিমারে ৫ ভাগ, ইষ্টকাদি নির্ম্মাণে ১'২ ভাগ, কয়লার খাদে ব্যবহার ও নষ্ট হয় ১২'৩ ভাগ এবং গার্হস্থ্য কার্য্যে ও ক্ষুদ্র শিল্পে শতকরা ২২॥০ ভাগ ব্যবহৃত হয়।

১৯১৩—১৪ সালে ১৮২টা কোম্পানি কয়লার ব্যবসায় করিত এবং উহার মিলিত মূলধন ছিল ৭২৫ লক্ষ টাকা, ১৯২২—২৩ সালে তার স্থানে ২৮৮ কোম্পানি কয়লার ব্যবসায় করিত এবং উহার মিলিত মূলধন ১২৩৭ লক্ষ টাকা ছিল, এই সকল কোম্পানীর মধ্যে একটি কোম্পানীর লাভের হিসাবে দেখা যাউক। ঐ কোম্পানী ১৯০১—০৫ সালে শতকরা ৩৭॥০ টাকা লাভ দিয়াছে, ১৯০৬—১০ সালে শতকরা ৯৬ টাকা, ১৯১১—১৫ সালে ৯১ টাকা, ১৯১৬—২০ সালে ১০৯ টাকা, ১৯২১ সালে ১৬০ টাকা এবং ১৯২২ সালে শতকরা ১৪৫ টাকা লাভ দিয়াছে। এইরূপে অনেক কয়লার ব্যবসায়ী লাভ পাইয়াছে।

ভারতে কয়লা বহনের জন্য রেল ভাড়া প্রতি টন ও প্রতি মাইলে ২৬ পাই। কেবল হাবড়া পর্য্যন্ত ৪॥ পাই প্রতি মাইল কিন্তু জাপানে রেল ভাড়া প্রতি টন প্রতি মাইল ৬ পাই।

সঙ্কীঃ।

একটী পদ্য।

(বাসর)

বিমল বসনা নিশি, নির্ম্মল অম্বর,
ফুল, পাতা, তরু,লতা, সোহাগে কহিছে কথা,
আদরে চন্দ্রমা চুমে কলিকা অধর,
প্রমোদে প্রমদা হাসে প্রমত্ত অন্তর।

অনুরাগে তারা জাগে, পিক কুহু গায়,
ফুল মনে ফুল শর, সাধে বাধে করে কর,
বালিকা কলিকাহৃদি বিকাশে আশায়,
কিশোরী কিশোর হাসি— চোখে চোখে চায়।

প্রাণে প্রাণে বিনিময়, মনে বাঁধা মন,
সম্ভ্রমে মরম ঢাকা, মনোভাব মুখে আঁকা,
সরল চাতুরী-মাখা সরাগ বদন,
বিমল হৃদয় ছবি—নয়ন দর্পণ।

মোহিত কুসুমশর, কুসুম বাসর,
নবপ্রেম অনুরাগে, প্রেমিক প্রেমিকা জাগে,
নবীন পিপাসা প্রাণে উঠে নিরন্তর,
সাধের মিলনে সুধা ঢাল সুধাকর।

সিলভার সাবান।

এই সাবান গায়ে মাখবার জন্যে নয়, এর দ্বারা রূপার জিনিষ পরিষ্কার করা হইয়া থাকে।

হার্ড সোপ—৪ আউন্স।
টারপিন— ১॥ „
জল— ৪ „

এই তিনটী জিনিষকে আগুনে চড়িয়ে যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে গলে মিশে যায়, ততক্ষণ ফুটুতে হবে। তারপর আগুন হ'তে নামিয়ে এর সঙ্গে লাইকার এমোনিয়া ৩ আউন্স দিয়ে নাড়তে থাকবে। যখন জমতে থাকবে, তখন ছোট ছোট আকারে ছাঁচে ঢেলে সাবান করে নিতে হবে। তারপর সেই সাবানগুলিকে রূপালি-পাত দিয়ে মুড়ে কাগজের বাক্স করে লেবেলাদি দিয়ে বিক্রয়ের উপযোগী কর্ত্তে হয়। এক এক খানা সাবানের দাম ।০ আনা পর্য্যন্ত করা যেতে পারে। ব্যবহার-প্রণালী :—রৌপ্য-নির্ম্মিত তৈজস-পত্রে জলের সঙ্গে সাবান গুলে মাখিয়ে তারপর পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হয়। তারপর বাসনগুলির জল ঝরে শুকিয়ে গেলে শ্যাময় চামড়া দিয়ে বা পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে মুছে এবং সামান্য ঘসে দিলেই চকচকে হয়ে উঠবে।

বিলাতি ফরমুলা।

এই জিনিসটায় বিলাতি ফরমুলা অন্য রকম। তাও দেওয়া হলো,—

Firm Castile Soap ১০ ভাগ।
জল ... ১০ ভাগ।

আগুনের উত্তাপে বেশ গলিয়ে নিয়ে এর সঙ্গে "Whiting" ৩০ ভাগ দিয়ে খুব নেড়ে মিশিয়ে নিলেই হবে।

কাঠের জিনিষকে রৌদ্র-বৃষ্টি সহনশীল করিবার উপায়।

বিশুদ্ধ চুণে ঘোল-সহযোগে চুণটাকে ফুটাইয়া (Slaked) লও। তৎপরে তাহার

সহিত পরিমাণ মত জল মিশাইয়া তরল কর। এই তরলপদার্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্যে মাখাইয়া শুকাইয়া লইলে সেই দ্রব্য নিকৃষ্টপক্ষে দশ বৎসর রৌদ্র-বৃষ্টিতে অটুট থাকিবে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিননাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

১৩।১৯। সবিকার ক্ষেত্র।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধি-
রব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ
চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ১৩।৫
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং
সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকার-
মুদাহৃতম্‌॥ ১৩।৬।

মহাভূতানি অহঙ্কার বুদ্ধিঃ অব্যক্তং (পরা প্রকৃতি) দশ ইন্দ্রিয়াণি একং চ (মনঃ) পঞ্চ ইন্দ্রিয় গোচরাঃ (শব্দাদয়ো বিষয়াঃ) ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতঃ (সমষ্টি উপস্থিত চৈতন্যঃ) চেতনা ধৃতি এতৎ সবিকারং ক্ষেত্রং সমাসেন (সংক্ষেপেন) উদাহৃতং।

মহাভূত (ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম) অহংকার বুদ্ধি পরা প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয় মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয় গোচরদের (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) সমষ্টি ক্ষেত্র। ইচ্ছা (সমষ্টি পালন প্রবৃত্তি) দ্বেষ (সমষ্টি বিনাশকারী বিষয়ের বিরোধকারিণী প্রবৃত্তি) সুখ, দুঃখ, সংঘাত (সমষ্টিতে আমিত্বজ্ঞান) চেতনা (বাহ্য বিষয়ানুভব) এবং ধৃতি (অনুভূত বিষয়ের স্মৃতি অর্থাৎ সংস্কারধারণকারিণী শক্তি) এই সকল ক্ষেত্রের বিকার। উক্ত ক্ষেত্র এবং এই বিকার সংযোগে ক্ষেত্রকে সবিকার ক্ষেত্র বলা হয়।

The eight formed mediums, the formative medium, five sensory organs, (the eyes, the ears, the nose, the tonge and the epidermis) five motor organs (the vocal cord, the hands, the arms, the generative organ and legs) and the substances stimulating the five sensory organs respectively together form a Physique (a physical body). Desire (it starts with self maintenance) animosity (it starts with self protection), pleasure, misery, egotism, (the individual idea in totality), sensibility and intuition are irritations of the Physique. These combined, the Physique is called irritable physical body.

২০। জীব।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ
সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্‌।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি
ভরতর্ষভ॥ ১৩।২৬।

ভরতর্ষভ যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবর জঙ্গমম্‌ (উদ্ভিজ প্রাণিজং) সত্ত্বং (জীবং) সংজায়তে তৎ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ (পূর্ব্বোক্তং সবিকার ক্ষেত্রং তু পুরুষাধ্যায়ে কথিতং ক্ষেত্রজ্ঞং চ) সংযোগাৎ বিদ্ধি।

জীবনধারী যাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণি জগতে যা কিছু উৎপন্ন হয় তৎসমুদয়ই এই ক্ষেত্র ও পুরুষাধ্যায়ে কথিত ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে উদ্ভূত হয়। পূর্ব্বকথিত মূর্ত্তিদের দ্বারা ঘট প্রস্তুত হইলে সেই ঘটে আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রবৃষ্ট হইলে জীবনধারী সত্ত্বা জন্মে।

Anything developing as vegetable or animal is combination of the Physique and the Spirit.

Another import of this stanza is that all livings bodies be developed by conjugation of the male and female elements.

২১। সব ত্রিগুণাত্মক।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি
দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্ম্মুক্তং যদেভিঃ
স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥ ১৮।৪০

পৃথিব্যা বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ তৎ সত্ত্বং ন অস্তি যৎ প্রকৃতিজৈ এভিঃ ত্রিভিঃ গুণৈ মুক্তং স্যাৎ।

পৃথিবীতে বা স্বর্গে দেবতাদের মধ্যেও এমন জীব নাই যে পরা প্রকৃতির এই ত্রিগুণান্বিত নয় অর্থাৎ যাহারা জীবন ধারণ করিয়া স্বয়ম্প্রকৃতিপ্রসবরূপ হইয়া বর্ত্তমান আছে তাহাদের সকলেরই সত্ত্ব, রজ তমাংশ আছে।

There can not be any living organisation terrestrial or celestial without waste, repair and reproduction or destructive, constructive and reproductive matters.

The atoms impregnated by the Soul appear as beings we have seen before. These beings form a mess to develop a cell which is impregnated by the self. These cells join together to form a Pysique which being impregnated by the Spirit appears as vegetable or animal.

(ক্রমশঃ।)

বিলাতি মুরসুমি ফুল।

বৎসরের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই ফুল ফোটে, ব'লে এই ফুলকে Season Flower,

বা মরসুমি ফুল বলে। আমাদের দেশীয় অনেক ফুল বৎসরের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফোটে, তাদিকেও যে মরসুমি ফুল না বলা যায় এমন নয়। তবে আমরা আজ বিলাতী মরসুমি ফুলের কথাই বল্‌বো। এই মরসুমি ফুল শীতকালেই ফোটে, আর শীত ফুরিয়ে গেলেই গাছে বীজ হয় এবং গাছগুলি মরে যায়।

যদি বাড়ীর উঠানে বা বাগানের রাস্তার দুধারে এই সিজন ফ্লাউয়ার দেওয়া যায়, তাহা হলে যখন ফুল ফোটে, তখন মনে হয়, যেন কেউ একখানি বহুমূল্য কার্পেট বিছিয়ে রেখে দিয়েছে। কল্‌কাতায় গোল-দিঘীতে, কর্জ্জন গার্ডেনে শীতকালে যদি কেউ নানাজাতীয় এইরূপ মরসুমি ফুলের সৌন্দর্য্য দেখে থাকেন, তাহলে ঐ সৌন্দর্য্য থেকে তাঁর চক্ষু ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন। এই সকল সিজেন ফ্লাউয়ারের নানাপ্রকার বীজ একত্র এক প্যাকেটেই থাকে। বীজ ছড়ায়ে দিলে এক সঙ্গে নানাজাতীয় ফুল ফোটে, তাদের বর্ণ বিন্যাস দেখে বাস্ত-বিকই মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। আমাদের মনে হয়, এইরূপে মরসুমি ফুলগুলির চাষ পাড়া গাঁয়েও কল্লে সে সৌন্দর্য্য দেখে পল্লীর কঠোর জীবনও যেন সরস হয়ে উঠে। এই ফুলের চাষ কর্ত্তে হ'লে টুকরা টুকরা জমীতেই কল্লেই বেশ দেখায়। ক্ষেত্র গুলি চতুষ্কোণ, গোলাকার, ত্রিকোণাকার কল্লেও যখন ফুল ফোটে তখন ভারী সুন্দর দেখায়।

মরসুমি ফুল বর্ষা চুকে গেলে শীতের প্রারম্ভেই বুনতে হয়। শাকের বীজ যেমন করে ছিটিয়ে দেয়, সেই রকম করেই বুনতে হয়।

প্রথমে মাটীকে বেশ করে কুপিয়ে দিয়ে ২ দিন ফেলে রেখে দিতে হয়, দোয়াঁস এবং পলী জমীই উৎকৃষ্ট। সেই মাটী একটু শুকিয়ে গেলেই ভেঙ্গে চুর্ণ করে ফেলতে হয়। মাটীতে শক্ত কাঁকর, খোলা ভাঙ্গা বা শক্ত মাটী যদি থাকে, এমনভাবে গুড়া করে সমভূমি করে ফেলতে হবে। মরসুমি ফুলের গাছে পাতা সার দিতে হয়। পাতা সার না হলে মরসুমী ফুল ভাল হয় না। সেইজন্যে পাতাসারের প্রস্তুতের প্রণালীটা আগে বলা আবশ্যক।

বাগানের পাতা যখন ঝরতে আরম্ভ হয়, সেই সময় পাতা কুড়িয়ে সংগ্রহ করে রৌদ্রে শুকুতে দিতে হবে; যখন বেশ শুকিয়ে যাবে, তখন একটা কঠের মুগুর দিয়ে সেগুলিকে চূর্ণ করে ফেল্‌তে হবে। তারপর একটা সূক্ষ্ম চালুনী দ্বারা চাল্‌লেই খুব সূক্ষ্ম ধুলার মত গুড়া পড়তে থাকবে। সেই গুড়াগুলোকে একটা কাঠের বা কেরো-সিনের বাক্সে খুব চেপে চেপে বাক্সটা ভর্ত্তি করে, তাতে জলের ছিটে দিয়ে বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে দিতে হবে। তার পর-দিন দেখবে পাতাচূর্ণ গুলো এত গরম হয়ে গেছে যে তাতে হাত দিতে পারা যাবে না। সেইরূপ অবস্থায় থাকলে ৭।৮ দিনে এই গরমটা কেটে যেয়ে যখন ঠাণ্ডা হবে, তখন ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠবে। এইরূপ সহজ উপায়ে পাতা সার প্রস্তুত প্রণালী কিসনগঞ্জের রোল্‌ট সাহেব আবিষ্কার করে-ছিলেন। এখন এর চাষের কথা বলবো। পূর্ব্বে বলেছি যে, এই মরসুমি ফুলের জন্যে মাটি প্রস্তুত করা একটি বড় কাজ।

পাতাসার ২ ভাগ, গোবর সার ১ ভাগ, কাঠের কয়লার ছাই বা কয়লা চূর্ণ ১ ভাগ, আর সাধারণ মাটি ১ ভাগ।

এই হিসাবে মাটি প্রস্তুত করে যদি টবে বা কেরোসিনের বাক্সে বীজ পুঁত্তে হয়, তাহ'লে এইরূপ মাটি দিয়ে পূর্ণ করে বীজ ছিটিয়ে দিয়ে যথারীতি জল দিলেই গাছ বেরুবে। ছোট দানা বীজ হলে ছিটিয়ে দিলেই চলবে। যদি বীজ বড় হয়, তাহলে ২।৩ ইঞ্চি অন্তর এক একটি বীজ পুত্‌তে হয়। যদি মাটিতে বীজ বুনে ৪।৫টি পাতা বার হলে টবে পুঁততে হয়, তাহলে মাটি হতে চারা তুলে টবে বা বাক্সে ২।৩ ইঞ্চি অন্তর এক একটি পুঁততে হয়।

গাছ বেশী বড় হয় না—নটে শাকের মত। গাছগুলি হলেই ফুল অজস্র ফুটতে থাকে। তার সৌন্দর্য্যে চক্ষু মুগ্ধ হয়ে যেন সেই গাছের উপরে ঘুমিয়ে পড়ে। বিলাতী এই মরসুমী ফুলের বীজ কাগজের প্যাকেটে করে বিলেত থেকে আসে, এখানের বীজ হতেও গাছ জন্মে। কল্‌কাতায় মালিরা কলিকাতার কোম্পানীর বাগানে এখানিকার বীজ হতেই গাছ করে থাকে। মধ্যে মধ্যে জল সেচন কল্লে খুব বেশী ফুল হয়ে থাকে। বিলাতি প্যাকেটের Mixed packetই কিনতে হয়, একস্থানে নানা বর্ণের নানা গাছে ফুল হয়ে ঠিক মনে হয়—সবুজ ভূমীর উপর যেন ভেলভেটের ফুল ফুটে রয়েছে। কলিকাতার অনেক নার্শারীতেই বীজ পাওয়া যায়।

(কাজের লোক।)

দো-ফলা লেবু ফলাইবার উপায়।

নানাজাতীয় লেবুর মধ্যে কাগজী এবং পাতী লেবুই অধিক আবশ্যকীয়, কেনন্না ইহা মুখরোচক, রোগীর পথ্যেও ব্যবহৃত হয়। বারমাস লেবু পল্লীগ্রামে পাওয়া যায় না, কিন্তু কলিকাতা সহরে নানাস্থান হইতে আমদানী হইয়া আইসে, মূল্য বেশী দিলে অসময়েও পাওয়া যায়। বার মাস লেবু পাওয়া যায়, তাহার একটি কৌশল পাঠকগণ জানিয়া রাখুন। মাঘ ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ বসন্তের প্রারম্ভেই প্রায় সকল লেবু গাছই সুন্দর পুষ্প পল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠে, সেই সময় গাছে যত ফুল হয় সেই গুলির তিন ভাগের এক ভাগ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিতে হয় কিম্বা গাছের লেবু একটু বড় হইলে সেই লেবুগুলি না পাকিতে পাকিতে তুলিয়া খাইতে হয়। তাহা হইলেই ইহার পর যখন লেবু হইবে, তখন ১২ মাসই

লেবু ফলিবে। এ বিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তবে তিনি লেবু গাছের একটী ডালেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ইহা বিশেষ পরীক্ষিত উপায়।

কৃষিক্ষেত্রে হাড়ের গুঁড়া।

ইহা উৎকৃষ্ট সার বটে, বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, হাড়ের গুড়া জমীতে ব্যবহার করিতে হইলে জ্যৈষ্ঠমাসে ভিজান আবশ্যক এবং শ্রাবণ মাসে ইহা ব্যবহার করা উচিত। কেননা ৩ মাস ভিজিয়া যখন ইহার উত্তাপ অনেক কমিয়া যায়, তখনই ইহা কার্য্যকারী হইয়া থাকে। অসম্পূর্ণ বিগলিত সার জমিতে দিলে তাহা মৃত্তিকার ভিতরে যাইয়া আবার গরম হইয়া উঠে, তাহার ফলে গাছ ঝিমাইয়া পড়ে। সেই জন্ম ইহা বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করা উচিত।

পুষ্পের গাছে সার।

উদ্ভিজ্জ সারকে তরল করিয়া দেওয়া দেখা গিয়াছে, অতিরিক্ত পুষ্পের ভারে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং পুষ্পের বর্ণও এত সুন্দর উজ্জল হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। কেমন করিয়া পাতা সার প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা মরশুমি ফুলের প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে।

বেত গাছ।

ইহা একটী অতি আবশ্যকীয় গাছ। জলা ভূমিতেই বেত গাছের জন্ম এবং বংশবৃদ্ধি অধিক হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে বেত বিনা যত্নেও জন্মিয়া থাকে। ভারতের বহু স্থানে অনেক পতিত জলাভূমি আছে, একটু যত্ন করিয়া বেতের আবাদ করিলে ইহা একটী লাভকর কৃষি মধ্যে গণ্য হইতে পারে। বেতের ঝুড়ি, বেতের ছিলা তুলিয়া চেয়ার প্রস্তুত হয়। কয়লার খনি, ইমারতের কাজে অপর্য্যাপ্ত বেতের ঝুড়ী যে ব্যবহৃত হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। তাহা ব্যতীত বেতের ছড়িও কম চলিত নহে। মালদহ, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের জলা ভূমিতে আপনা হইতেই এক প্রকার বুনো বেত জন্মে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে বেত কাটিয়া লইলে বেত বনে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু বর্ষাকালে আরও সমধিক তেজে নূতন বেত জন্মিয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা মালকান বেতই উৎকৃষ্ট, ইহা সরল এবং এক এক পাবে এক এক গাছি লাঠি হইতে পারে। এই বেত গাছ বেশ মোটাও হইয়া থাকে।

বেতের গোড়া তুলিয়া বসাইয়া দিলেই বেত একবার যদি লাগিয়া যায়, তাহা হইলে এই অমর গাছের বংশলোপ করা কঠিন। সাধারণ বেত যাহার ছিলা তুলিয়া বন্ধনের কাজে চেয়ার এবং পালকী প্রভৃতি বোনা হয়, তাহা ১৲ হইতে ১॥০ সের বিক্রয় হইয়া থাকে। বেতের ঝুড়ি আকৃতি অনুসারে ৵০ হইতে ১৲ পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে। সরু বেত লম্বাও হইয়া থাকে যথেষ্ট। প্রায়ই একটা ঝুড়ি প্রস্তুত করিতে ২ গাছা লম্বা বেত যাহা ১৫।১৬ ফিট, তাহার বেশী আবশ্যক হয় না। আপনাপনি বেত জন্মায়, যদি আবাদ করিয়া কেহ চাষ কেহ করে, তাহা হইলে এদেশের বেতেরও উন্নতি হইবে না কেন? অনেক জঙ্গলি দ্রব্যেও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে কিন্তু এ দেশের লোকের সে দিকে লক্ষ্য নাই। বাবুগিরির ব্যবসায়ই বাঙ্গালীর প্রিয়—তাহাও সে ভাল করিয়া শিখিতেও চায় না এবং অচিরেই সর্ব্বস্ব হারাইয়া হায় হায় করিতে থাকে মাত্র।

(কাজের লোক।)

পোড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সাইলেমের ডাক্তার ওয়াটার্স মাসাচুসেট ডেন্টাল সোসাইটিতে বলিয়াছিলেন যে Bicarbonate of Soda বাইকার্ব্বোনেট অফ সোডা—পোড়া এবং ঝলসে যাওয়ার একটী উৎকৃষ্ট এবং তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারণের মহৌষধ, এবং অতি ভয়ানক দগ্ধ ক্ষত অতি অল্প সময়ে আরোগ্য করিতে সক্ষম। এইটা সর্ব্বসমক্ষে পরীক্ষার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ একটা স্পঞ্জকে খুব ফুটন্ত গরম জলে ফেলিয়া সেই জলটা নিংড়াইয়া নিজের হাতে দিলেন, দিবামাত্রই মুহূর্ত্তের জন্য ভয়ানক যন্ত্রণা হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহার উপর বাই-কার্ব্বনেট-অফ সোডার গুড়া ছড়াইয়া দিলেন এবং তাহার উপর একটা পরিষ্কার সাদা ন্যাকড়া জলে ভিজাইয়া বাঁধিয়া দিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যেই যন্ত্রণা নিবারিত হইল। যে স্থানে তিনি পরীক্ষার্থে গরম জল দিয়াছিলেন, সে স্থানটার প্রায় ২ ইঞ্চি চওড়া হইয়া প্রায় সিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাই-কার্ব্বনেট সোডা দেওয়াতে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবৃত্তি হইয়াছিল, কিন্তু ২ মিনিট কাল বিলম্ব হওয়াতে একটু ফোস্কা ও ক্ষত হইয়াছিল। কিন্তু পরদিন আর একবার ঐ ঔষধে অচিরে ক্ষত আরোগ্য হইয়া গেল এবং সে স্থান যে পুড়িয়া গিয়াছিল, তাহার চিহ্ন আর দেখা যায় নাই। এইরূপ পোড়া ঘায়ে শুষ্ক বাই-কার্ব্বনেট্ অফ সোডার গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর একটু পাতলা ন্যাকড়া জলে ভিজাইয়া দিয়া রাখিলেই অতি অল্প সময়েই ক্ষত আরোগ্য হইবে। ডাক্তার বলিয়াছেন যে, "The severe wounds in a few days without other treatment than wet cloth kept over it showed every sign of rapid healing," এইটী সামান্য [illegible] অতি আবশ্যকীয় জিনিষ, [illegible] রাখা উচিত।

...লের

...ছে। কত

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৬শ বর্ষ।] ২৫শে আষাঢ়, ১৩৩১ সাল। ইং ৯ই জুলাই, ১৯২৪ সাল। [৩য় খণ্ড।

ভারতীয় ইক্ষুর চাষ।

ইণ্ডিয়ান ইনডাসট্রিয়াল কনফারেন্সে মিঃ মুক্তার সিং ইক্ষু চাষের উন্নতিকল্পে একটা বক্তৃতা পাঠ করেন, তাঁহার মোটামুটী কথা এই যে, ভারতে ইক্ষুর উন্নতির জন্য যে সকল বিশেষ প্রয়োজনীয় উপকরণ আবশ্যক, তাহা অতি সহজেই প্রচলন করা যাইতে পারে।

১ম—উৎকৃষ্ট চিনি উৎপাদনের জন্য যে সকল ইক্ষুর ছাল পাতলা সেইরূপ ইক্ষুই উৎকৃষ্ট। কারণ তাহার রস সহজে এবং নিঃশেষরূপে বাহির হইয়া যায়। কঠিন ছাল-ওয়ালা ইক্ষুর রস সহজে নিঃশেষভাবে বাহির হয় না।

২য় কথ—ইক্ষুর বীজ অর্থাৎ ডগা এদেশে সাধারণতঃ উপরের অংশটুকু লওয়া হইয়া থাকে। বিশেষ বাছাই করিয়া লওয়া হয় না। ইহাতে রুগ্ন গাছ জন্মে। যে সকল ইক্ষু বেশ হৃষ্টপুষ্ট, তাহারই ডগা বীজরূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

৩য় কথা—কৃষকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, ইক্ষুর চাষে অন্য সার অপেক্ষা Green Manureই অধিক উপযোগী। এই গ্রীন মানিওর বা সবুজ সার সহজেই ত করা যাইতে পারে। যে জমীতে ইক্ষুর চাষ করা হইবে, তাহাতে লাঙ্গল দিয়া নীল গাছের বীজ অথবা মটর, না হয় ধৈঞ্চা বীজ ছিটাইয়া দিয়া একবার জল সেচন করিয়া দিলে চারা বাহির হইবে। সেই চারাগুলির ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে লাঙ্গল দিয়া পুনরায় ভাঙ্গাইয়া দিয়া উত্তমরূপে জল সেচন করিয়া দিতে হইবে, তাহার পর যখন সেই সকল গাছ পচিয়া মাটীর সহিত মিশিয়া যাইবে, তখন এই সার ইক্ষুর পক্ষে অতি সুন্দর এবং শক্তিপ্রদ সার হইবে। ইক্ষুক্ষেত্রে অনেকে রেড়ীর খোল ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু এদেশে এই গ্রীন বা সবুজ সার কেহই দেন না—দিলে ইহার ফল দেখিয়া আনন্দিত হইবেন। Hemp শন পাটের বীজের সবুজ সার ইক্ষুর চাষে অতিশয় ফলপ্রদ বলিয়া অভিজ্ঞগণ প্রশংসা করেন। ইক্ষুক্ষেত্রে নীল ও মটরের চারা ইক্ষু চাষে শন গাঁজা পাট গাছের চারার সার অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও অব্যবহার্য্য নহে।

তারপর আবশ্যকীয় বিষয় নিড়ান এবং কোড় ও জল সেচনের কাল। এই কাজটী লক্ষ্য রাখিয়া যথাসময়ে না করিলে ইক্ষুর রোগ জন্মে—গাছে পোকা ধরিয়া যায়।

তারপর ইক্ষু কাটিয়াই তাহার যত শীঘ্র পারা যায়—রস মাড়িয়া লওয়া উচিৎ—নচেৎ ইহার মধ্যে রস পরিবর্ত্তন হয়—ইহার মধ্যে একটা রাসায়নিক বিকৃতি হওয়ার জন্য গুড় ও চিনি খারাপ হইয়া যায়।

(কাজের লোক।)

এনামেলের বাসনে সাংঘাতিক বিপদ

"The attention of Public Analyst has been called by Mr. R. Tatlock to the danger attendant on the use of enamelled cooking vessel. He has it seems made experiments on the enamels as found in commerce with the result of obtaining fatal dose of arsenic from one ounce of enamel of a cooking utensil".

ডাক্তার টাট্লক্—পাবলিক আনালিষ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করে দেখিয়েছিলেন যে, এনামেলের বাসনে কদাচ রান্না খাওয়া উচিত নয়; কারণ তিনি একটা এনামেলের বাসনের গায়ের এনামেল চুর্ণের এক আউন্স লইয়া তা হতে সাংঘাতিক মাত্রায় আর্সেনিক বার করতে সক্ষম হয়েছেন। যেটুকু আর্সেনিক পেয়েছেন, তাতেই একটা মানুষ মৃত্যুমুখে পড়তে পারে। সৌখিনত্বের এবং সস্তার খাতিরে এদেশে এনামেলের ব্যবহার খুবই বেশী হয়ে পড়েছে। কত

লোক যে আর্সেনিকের প্রয়োজন হতে মরে কে জানে বল? ছিল আমাদের কাঁসা, পিতল ও মাটীর পাত্র; আজ সাহেবি-আনা চাল চালতে গিয়ে যে ধনে প্রাণে মানুষ মরতে বসেছে। তবুতো চৈতন্য নাই। (কাজের লোক।)

আমেরিকার কৃষি।

আমেরিকার কৃষির উন্নতির কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন। কিছুদিন আগেকার কথাই বলিতেছি। আমেরিকার কৃষিতে ২০০০০,০০০,০০০,০০০ ডলার নিয়োজিত আছে। শিল্প অপেক্ষা কৃষিতে ৪ গুণ টাকা খাটে। আমেরিকার এক ডলারের দাম ৩।॰ টাকা। ভারতবাসী বোধ হয়, এত টাকা কল্পনাতেও ধারণা করিতে পারে না। আমেরিকার উৎপন্ন জাত ভুট্টা, তুলা, গম, ছোলা নানাপ্রকার ফল ফুলারিতে সমগ্র জগত ছাইয়া ফেলিল। কৃষির উন্নতির জন্য আমেরিকাগণ নানাপ্রকার যন্ত্র নানাপ্রকার রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টারও উন্নতিও করিয়াছে যথেষ্ট। কৃষি দ্বারা আমেরিকাই ধনী। আমাদের দেশের কৃষি? চাস করিলেই আমাদের সর্ব্বনাশ। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার কৃষির জন্য যথেষ্ট ব্যয় করেন, না হইবে কেন?

তোবড়া গালের সহজ চিকিৎসা।

বৃদ্ধাবস্থায় বা বয়স হইলেই গাল তুবড়ে মুখশ্রী নষ্ট করে দেয়। একটী সহজ উপায়ে ঐরূপ তোবড়া গাল আবার যৌবনের ন্যায় নিটোল সুগোল হতে পারে। প্রতিদিন শীতল জলে মুখখানাকে ভিজিয়ে টার্কিস্ তোয়ালে দ্বারা—(যার সুতাগুলি কুকড়ে থাকে তাকে টার্কিস তোয়ালে বলে) মুখের যেখানে যেখানে ভাজ পড়েছে বা তুবড়ে গেছে, সেই স্থানে একটু গভীর ভাবে চেপে চেপে ঘসিয়ে ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ ঘর্ষণ করতে হবে। এতে করে সেইস্থানের মাংসপেশী সমূহে রক্ত চলাচল হয়ে স্থানটা পুষ্ট হয়ে উঠবে। এটা নাকি পরীক্ষিত সত্য।

রঙ্গীন জামা, রঙ্গীন মোজা ব্যবহারে লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়, বিশেষজ্ঞগণ এটা পরীক্ষা করে দেখেছেন। সাবধান! ছেলে মেয়ে দিকে সখ করে এসব দেওয়ায় আস্তে আস্তে বিষ শরীরে প্রবেশ করে দেওয়া হয়। কারণ এখনকার যত কাপড় চোপড় বিলাতি রঙ্গে রঙ্গীন হয়, তাতে আর্সেনিক প্রভৃতি থাকে।

কাঁচি দ্বারা কাচ কাটীবার উপায়।

একখানা আমেরিকান কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল যে; কাচকে অন্ততঃ প্লেট কাচ বা কাচের আরসীকে জলের মধ্যে রেখে কাঁচি দ্বারা যেমন কাগজ কাটা যায়, সেই রকমে কাঁচও কাটা যায়। তবে কাঁচ কাটতে পারে, এমনি একখানা কাঁচি চাই, তার ধার যত থাক বা না থাক, তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। গ্লাস খানাকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে কাঁচি দ্বারা জলের মধ্যেই কাটতে হয়। উপরে তুলে কাটতে গেলেই ফেটে যাবে। এটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। অনেক সময় কাঁচ কাটা কলম কাছে না থাকলে অনেক অসুবিধা হয়, এরূপ উপায়ে যদি কাচ কাটা যায়, তা'হলে বিশেষ সুবিধা হতে পারে।

মধুরক্ষার সহজ উপায়।

মৌচাক হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া উহা বোতলে ভাল করিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া উহাতে ৪।৫টী পাকা লঙ্কা ফেলিয়া রাখিলে মধু অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে। কেবল মধ্যে মধ্যে লঙ্কাগুলি পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

কেহ কেহ বলেন, বোতলের ভিতর লঙ্কার পরিবর্ত্তে ১০।১৫টী গোলমরিচ ও সামান্য কর্পূর অথবা ১০।১৫টী ধান ফেলিয়া রাখিলে মধু এক বৎসর ঠিক থাকে।

(কাজের লোক)

জেনে রাখা ভাল।

ফ্লানেল বা পশমি জামা কাপড় কাচিতে হইলে জলের সহিত কিছু এমোনিয়া মিশাইতে হইবে। ইহাতে জামা গুলি বেশ নরম ও তুলতুলে হয় রংও নষ্ট হইতে পায় না।

* * * *

অধিক মূল্যের ছুরি কাঁচি পরিস্কার করিতে হইলে কাঠ কয়লার, সূক্ষ্ম গুঁড়া ব্যবহার করিতে হইবে ইহাতে নষ্ট হইবার ভয় আদৌ থাকে না।

* * * *

এনামেলের কড়ার ভিতরের তলা পুড়িয়া গেলে তাহা ফেলিয়া দিও না। এক প্যাকেট "ক্লোরাইড অব লাইম" প্রায় এক পাইট জলে ফেলিয়া তাহা কড়ায় রাখিয়া দিতে হইবে। পরে দুই তিন দিন বাদে উত্তমরূপে ঘষিলে পোড়ার দাগগুলি সহজে উঠিয়া যাইবে।

* * * *

ফ্লানেল হইতে ঘামের দাগ উঠাইতে হইলে প্রথমে গ্লিসিরিনের সহিত ডিমের সাদা অংশটী সমান ভাবে মিশাইতে হইবে। ভালরূপে মিশ্রিত হইলে ঘণ্টা দুই তিন বাদ সেই গ্লিসিরিন দিয়া ফ্লানেলটা ভিজাইতে হইবে। পরে সাধারণ ভাবে কাচিলে ঘামের দাগ আর থাকে না।

* * * *

বালিশে তুলা পুরিবার সময় তুলার সহিত কিছু কর্পূর মিশাইয়া রাখিলে বালিশ বেশ নরম, আরাম দায়ক এবং সংক্রামক রোগ প্রতিষেধক হয়।

* * * *

জামা ঝাড়িবার বা পরিস্কার করিবার ব্রুশ পরিস্কার করিতে হইলে গরম জলের সহিত এমোনিয়া মিশাইতে হইবে। ইহাতে দুর্গন্ধও অনেক দূর হইয়া যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিননাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

২২। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং
ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ
সত্ত্বং রজস্তথা॥
১৪।১০।

ভারত সত্ত্বং (সাত্ত্বিকং) রজঃ তমঃ চ অভিভূয় (অতিরিচ্য) ভবতি রজঃ (রাজসিকং) সত্ত্বং তমঃ চ (অতিরিচ্য ভবতি) তথা তমঃ (তামসিকং) সত্ত্বং রজঃ এব চ।

সকল ভাবেই ত্রিগুণ বর্ত্তমান আছে। সত্ব রজ ও তম হইতে যে ভাবে অধিক হয় তাহাকে সাত্ত্বিক বলে। রজ, সত্ব ও তম হইতে যে ভাবে অধিক হয় তাহাকে রাজসিক বলে এবং তম, সত্ব ও রজ হইতে যে ভাবে অধিক হয় তাহাকে তামসিক বলে।

Waste, repair and reproduction cause the tenor of the physique, and differentiate its properties. When repair predominates the tenor is constructive or cold, when reproduction predominates the tenor is reproductive or hot and when waste predominates the tenor is destructive or sensitive.

সাত্ত্বিক—The Constructive.

২৩। সাত্ত্বিক ক্ষেত্র।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন
প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্
বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥
১৪।১১।

যদা অস্মিন দেহে সর্ব্বদ্বারেষু (সর্ব্বইন্দ্রিয় দ্বারেষু) জ্ঞানং (ইন্দ্রিয়ানাং স্ব স্ব শুদ্ধ জ্ঞানং) প্রকাশ উপজায়তে তদা উত সত্ত্বং বিবৃদ্ধং ইতি বিদ্যাৎ।

এই দেহে সকল ইন্দ্রিয়দ্বার গুলিতেই যখন স্ব স্ব বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রকাশিত হয় তখন সত্ব গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে বুঝিবে বা সেই ক্ষেত্রকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে।

ক্ষেত্রজ্ঞ অপরের দ্রব্য গ্রহণে ইচ্ছুক হইলেও হস্ত তাহা স্পর্শ করিতে চাহিবে না, এইরূপ সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ে বুঝিতে হইবে।

When all the external organs display fully their noble functions, the physique is known to be predominant in constructive matter. It is the constructive irritable physical body.

২৪। সাত্ত্বিক কর্ত্তা।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎ-
সাহ সমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ
কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥
১৮।২৬।

মুক্ত সঙ্গ (আসক্তি বিরক্তি পরিত্যক্তঃ) অনহংবাদী (গর্ব্বোক্তি রহিতঃ) ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো (কর্ম্মণঃ) নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।

যে কর্ত্তা বিষয়াসক্তি ও বিরক্তি বিহীন হইয়াছে, আমি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নই প্রকৃতিই সকল কর্ম্ম করিতেছে এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে, ধারণাশক্তিবিশিষ্ট ও উদাসী এবং কর্ম্মের সফলতা ও বিফলতায় চিত্তের বিকার বিহীন হইয়াছে তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলে।

বাদী চার প্রকার।

১। অহংবাদী—যে আমিই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করে।

২। কর্ম্মবাদী—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মই সকল করায় যে ভাবে।

৩। নাহংবাদী—যে বুঝে, পুরুষ কোন কর্ম্ম করে না, প্রকৃতিই সকল কর্ম্ম করে।

৪। ব্রহ্মবাদী—যে সবই ব্রহ্ম দর্শন করে।

That should be called the constructive egotism which is unaffected, without self conceit, full of grasping power, enthusiastic and untouched by a success or a failure.

We see four varieties of egotism or self conceit.

(1) The wild—It asserts "I do everything."

(2) The tempered It asserts "My doings are the effects of my previous actions."

(3) The natural—It says "The nature does everything and I (self) am the spectator".

(4) The universal—It sees "The Unitary substance only."

২৫। সাত্ত্বিক কর্ম্ম।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগ-
দ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ
সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥
১৮।২৩।

অফল প্রেপ্সুনা (ফলাকাঙ্ক্ষা রহিতেন) নিয়তং সঙ্গরহিতং অরাগদ্বেষতঃ (রাগং মাৎসর্য্যং ইতি মেদিনী) কৃতং যৎ কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকং উচ্যতে।

ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন আসক্তিশূন্য মাৎসর্য্য ঈর্ষাবর্জ্জিত কর্ম্মকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলে।

The achievements without ambition, envy, malice and attach-

ments are called the coustructive works.

২৬। সাত্ত্বিক আহার।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখ-
প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা
আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥
১৭।৮।

আয়ুর্বর্দ্ধনঃ (সমষ্টি দেহস্য রক্ষণোপযোগী) সত্ত্ববর্দ্ধনঃ (সূক্ষ্মাংশোদ্ভবী) বলবর্দ্ধনঃ (সূক্ষ্মাংশস্য সামর্থ্যবর্দ্ধকঃ) আরোগ্যবর্দ্ধনঃ (বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মানাং সমতা উৎপাদকঃ) সুখবর্দ্ধনঃ (বিষ, কৃমি, ক্লেদনাশকঃ) প্রীতিবর্দ্ধনঃ (মলনাশকঃ) রস্যাঃ (রস ধাতু বর্দ্ধকাঃ) স্নিগ্ধাঃ (মেদবর্দ্ধকাঃ) স্থিরাঃ (পাকে পরিণাম বিহীনাঃ) হৃদ্যা (রক্ত বর্দ্ধকাঃ) আহারাঃ সাত্ত্বিক (সাত্ত্বিক ক্ষেত্রস্য) প্রিয়াঃ।

সমষ্টির রক্ষণকারী, সূক্ষ্মাংশ উৎপন্নকারী, সূক্ষ্মাংশের বলবর্দ্ধক অর্থাৎ জ্ঞানের বলবৃদ্ধিকারী, বায়ুপিত্তকফের সামঞ্জস্যকারী, ভূতনাশক (antiseptic), মল নাশক, রস ধাতু বর্দ্ধনকারী (অর্থাৎ যে খাদ্য হইতে রস ধাতু মলাংশ হইতে অধিক জন্মে), মেদ বর্দ্ধক, রাসায়নিক পরিবর্ত্তন বিহীনে সূক্ষ্মাংশ বর্দ্ধক, রক্তবর্দ্ধক ইহারাই সাত্ত্বিক আহার।

The foods that maintain combination of the soul and the body i. e. life, increase the fine matters, envigorating, health preserving, refrigrant, soothing, succulent, lubricating, unchanged in dijestion and hearty, are called the constructive meals.

(ক্রমশঃ।)

সংক্রামক ব্যাধি।

প্রথমে দেখা যাক সংক্রামক ব্যাধি বলিলে কি বুঝায়? সংক্রামক মানে, যাহা এক ব্যক্তির শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; এবং ব্যাধি অর্থে রোগ বা পীড়া, অর্থাৎ যাহার দ্বারা শরীর বা স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং মানসিক দুঃখ ও কষ্টভোগ করিতে হয়।

সংক্রামক ব্যাধি প্রায়ই মহামারী রূপে বৎসরের কোন না কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে হইয়া থাকে। ইহা একজন হইতে অন্য জনে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের প্রত্যেকটী অন্যগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও প্রত্যেক বিশিষ্ট ধারা অবলম্বন করিয়া আপনার মৌলিকত্ব বজায় রাখে। ইহাদের বিষ কিরূপ আশ্চর্য্যের সহিত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তাহা ভাবিতেও ভয় হয়।

সংক্রামক ব্যাধি যে মহামারী রূপ ধারণ করিয়া বহু প্রাণ নষ্ট করে তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই গুলি বিশেষ বিপদ জনক ও ছোঁয়াচে, তাই ইহাদের উপর বিশেষ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তবে এ কথাও বলিতে হইবে যে সকল সংক্রামক ব্যাধি সমান মারাত্মক নহে। যে গুলি মৃদু রকমের তাহারা যে প্রাণনাশ না করিলেও শরীর ভাঙ্গিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জন সাধারণের এই সকল ব্যাধির বিষয় সম্যক জ্ঞান থাকা উচিত এবং তাহাদের নিবারণের উপায় গুলি সকলে আয়ত্ত করিয়া নিয়োগ করিলে ঐ রোগ সকল বিতাড়িত হইতে বেশী সময় লাগিবে না। যে দিন আমাদের এই মহামারী ক্লিষ্ট বঙ্গ দেশের জন সাধারণ ঐ সকল পন্থা অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব গ্রামকে রোগ শূন্য করিবেন, সে কি সুখের দিনই হইবে তাহা পাঠক কল্পনা করিয়া লউন।

এ বিষয়ে সম্যক কৃতকার্য্য হইতে হইলে আমাদের নিজেদের স্বাবলম্বন থাকা দরকার কারণ স্বাস্থ্য বিভাগ যতই চেষ্টা করুন না কেন, জন সাধারণ এ বিষয়ে নিজেদের দায়িত্ব না বুঝিলে, বা গ্রহণ না করিলে, অন্ততঃ সহানুভূতি পর্য্যন্ত না দেখাইলে আশানুরূপ ফলফলা অসম্ভব। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে (বিশেষতঃ আমেরিকা যুক্ত রাজ্যে) স্বাস্থ্য বিভাগের অদম্য উদ্যম ও জন সাধারণের ঐকান্তিক সহানুভূতি ও চেষ্টা, উভয়ের মিলনে যে কিরূপ সুন্দর ফল হইয়াছে তাহা জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমেরিকার যে অংশ দিয়া পেনামা খাল কাটা হইয়াছে সেই অংশটার পীতজ্বর" (yellow fever) নামক এক প্রকার সংক্রামক ও মারাত্মক ব্যাধির বহু প্রসার ছিল। এই স্থানে বলিয়া রাখি—এই ব্যাধির সংক্রমন ম্যালেরিয়ার ন্যায় এক প্রকার মশার দ্বারাই হইয়া থাকে। সেই জন্য ইহার নিবারণী উপায় সকল ঠিক ম্যালেরিয়া নিবারণী পন্থার অনুরূপ। তথাকার স্বাস্থ্যবিভাগ আধুনিক উপায় সকল সম্যক ভাবে নিয়োগ করিয়া সে স্থান আজ "পীতজ্বর" শূন্য করিয়াছেন। অতীব সুখের কথা। এরূপ দৃষ্টান্ত কি অনুকরণীয় নহে? অবশ্য স্বাস্থ্য বিভাগ ও জন সাধারণ উভয়েরই পক্ষে বলিতেছি।

সচরাচর হইয়া থাকে এরূপ কয়েকটী সংক্রামক রোগের তালিকা নিয়ে দেওয়া গেল যথা—প্লেগ, ওলাউঠা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, টাইফয়েড (বা আন্ত্রিক জ্বর), হাম, ডিপথিরিয়া, সংক্রামক কর্ণমূল (mumps) হুক ওয়ার্ম রোগ যক্ষ্মা, পানবসন্ত, উপদংশ, ইরিসিপ্লাস, দুষিত মেহ প্রভৃতি।

কি কি উপায়ে সংক্রমণ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবিষ্ট হয়?

(১) প্রত্যক্ষ ভাবে—যথা কামড়ের দ্বারা, কাটা বা ছড়ার ভিতর দিয়া।

উদাহরণ—জলাতঙ্ক, ব্যাধি (কুকুরের কামড় দ্বারা, উপদংশ, ফোঁড়া ইত্যাদি।

(২) মনুষ্যের দ্বারা—

(ক) নিশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা,—যথা যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি।

(খ) রস বা পুঁযের দ্বারা ইরিসিপ্লাস, মেহ ইত্যাদি।

(গ) রোগের সংক্রমিত অণুর দ্বারা যথা বসন্ত।

(ঘ) মল, মূত্র, ঘাম কফ বা থুতু ইত্যাদির দ্বারা। যথা—ওলাউঠা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, ডিপ্‌থিরিয়া ইত্যাদি।

(ঙ) প্রত্যক্ষ স্পর্শের দ্বারা ডিপ্‌থিরিয়া, যক্ষ্মা ও পাওরিয়া (অর্থাৎ দাঁতের গোড়ায় পুঁজ হওয়া) চুম্বনের দ্বারা ছড়াইয়া পড়ে। দাদ ও চুলকনা স্পর্শের দ্বারা হইতে পারে।

(৩) সর্ব্বদা ব্যবহৃত সাধারণ জিনিষ পত্রের দ্বারা—

(ক) কাপড়, জামা, গামছা ইত্যাদি যদি রোগীর মল, মূত্র, ঘাম, কফ, বা থুতুর দ্বারা দূষিত হয় তাহা হইলে উহাতে সংক্রমণ বহু দিবস পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, যদি সম্যকরূপে তাহা শোধিত করা না হইয়া থাকে, টাইফয়েড বা ওলাউঠা রোগীর মল মূত্রে দূষিত কাপড়, জামা, গামছা, বিছানার চাদরে, যক্ষ্মা ও নিউমোনিয়া রোগীর কফ, থুতু ইত্যাদির দ্বারা, বসন্ত রোগীর ব্যবহৃত কাপড় জামা ইত্যাদির দ্বারা। এমন কি, আসবাব পত্র, তৈজস আদিও বসন্ত বা কলেরা রোগীর দ্বারা ব্যবহৃত হইলে বহু দিন পর্য্যন্ত সংক্রমণ রক্ষা করিতে পারে।

(৪) খাদ্য ও পানীয়ের দ্বারা—

দুগ্ধ, জল, কাঁচা শাক সব্জি, বাজারে বিক্রিত সরবৎ ইত্যাদি যে কোন পানীয় যাহাতে মাছি বসিবার সুবিধা আছে তাহা ওলাউঠা, টাইফয়েড্ মহামারীর সময়ে ব্যবহার করা বিশেষ বিপদজনক।

(৫) সংক্রমিত কীট পতঙ্গের কামড়ের দ্বারা 'এনফিলিস' মশার কামড়ের দ্বারা ম্যালেরিয়া, ইন্দুরে, মাছির কামড়ে প্লেগ হইতে পারে। সাধারণ মাছি ওলাউঠা, টাইফয়েড, আমাশয় এবং অন্যান্য অসুখের সংক্রমণ ছড়াইবার সহায়তা করে।

কিরূপ সাবধান হওয়া উচিত?

গৃহস্থের মধ্যে কাহারো কোন সংক্রামক ব্যাধি হইলে যাহাতে আর কেহ আক্রান্ত না হয়, এবং এক বাটী হইতে অন্য বাটীতে ঐ রোগ না যাইতে পারে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা এবং উপযুক্ত পথ অবলম্বন করা যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই একান্ত কর্ত্তব্য তাহা কি বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে? কি ধনবান, কি গরীব, কি বিদ্বান্, কি নিরক্ষর সকলের পক্ষেই এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে সাহায্য করা তাঁহাদের নিজ আয়ত্বাধীন।

সংক্রামক ব্যাধি কাহারও হইলে গৃহস্থের এই কথা কয়টী মনে রাখা একান্ত দরকার—

(১) রোগীকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়া এক ঘরে রাখিতে হইবে। গৃহস্থের সকলেই যেন শুশ্রূষা না করেন, দায়িত্ব জ্ঞান বিশিষ্ট ২।১ জন লোকই যেন ঐ কার্য্যের ভার লন। যখন তাঁহারা ঐ রোগীর ঘর হইতে বাহিরে আসিবেন, হস্তাদি বেশ করিয়া ধৌত করতঃ কাপড় জামাদি ছাড়িয়া ফেলিবেন।

(২) সেই অঞ্চলের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীকে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক এবং যাহাতে তাহাদের শোধন কার্য্য বা পরীক্ষাদির সুবিধা হয়, এরূপ সাহায্য করা একান্ত উচিত। আমরা সাধারণতঃ কি দেখিতে পাই? আমাদের দেশবাসীগণ ওরূপ কার্য্যে সাহায্য করা দূরে থাক বরং বাধা দিয়া থাকেন— খবর তো মোটেই দেন না।

(৩) চিকিৎসা—প্রথম অবস্থাতেই উপযুক্ত ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা দরকার। অনেক সময়েই সংক্রামক ব্যাধি সকল মারাত্মক হয় তাই প্রথম হইতেই উপযুক্ত চিকিৎসার দরকার কারণ, তাহারা ত ভাবিবার সময় দেয় না, ক্ষিপ্র গতিতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। নিতান্ত অপারগ হইলে নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠান উচিত ও হেলথ অফিসারকে জানান দরকার তিনি হয় ত বিনাব্যয়ে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন।

(৪) সংক্রামক এত রকম উপায়ে ছড়াইয়া পড়িতে পারে যে কোন প্রকার নিবারণী উপায়ই অবহেলার ছলে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। কারণ কি জানি কোন উপায়ে সংক্রমণ ছড়াইয়া পড়িবে কিছুই বলা যায় না। সংক্রমণ ছড়াইবার প্রশস্ত উপায় সকল এবং তাহাদের প্রতিকার—

(ক) মল, মূত্রাদি—এক বোতল ফিনাইল থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। একটি মাটির গামলায় বা বেড পেনে উহার কিছু পরিমাণ জলে গুলিয়া রাখিয়া দিবে এবং রোগীকে মলমূত্র আদি উহার মধ্যে ত্যাগ করিতে বলিবে এবং সময়মত মেথর দ্বারা ড্রেনে নিক্ষেপ করাইবে বা যেস্থানে ড্রেন নাই, তথায় পোড়াইয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করিবে; অভাবে মাটির মধ্যে পুতাইয়া দিবে। অবশ্য বাসগৃহ ও জলাশয় হইতে দূর অবস্থিত স্থানেই ওরূপ করা উচিত।

(খ) রোগীর মলমূত্রে দূষিত কাপড় জামা এক ঘণ্টাকাল শতকরা ২০ ভাগ কার্ব্বলিক এসিডের জলে ভিজাইয়া তাহার পর সাবান দিয়া কাচিয়া বা কেবলমাত্র জলে ভিজাইয়া তাহা বেশ করিয়া ফুটাইয়া লইতে হয়, পরে কাঁচিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই চলিবে।

(গ) নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগীর গয়েরে থুতু শুষ্ক হইবার আগেই জ্বালাইয়া দেওয়া উচিত, অভাবে তাহার পিকদানিতে খুব কড়া কার্ব্বোলিক এসিডের জলে (শতকরা ৩০ বা ৪০ ভাগ) রাখা দরকার। ফিনাইল, সাইলিন আদি রাখিলেও চলিতে পারে। এটি দেখিতে হইবে যেন ঐ রোগী পিকদানী ছাড়া আর কোথাও থুতু গয়ের আদি না ফেলেন।

(ঘ) রোগীর ব্যবহৃত তৈজসপত্র ফুটন্ত জলে পরিষ্কার করা উচিত।

(৬) আরোগ্য হইবার বা মরিয়া যাইবার পর ঘরে দরজা জানালাদি বন্ধ করিয়া গন্ধক জ্বালাইবার দরকার। পরে ফিনাইলের জলে মেঝে দেওয়াল উত্তমরূপে ধৌত করতঃ চুনকাম করাইয়া লইবে। ঘরের আসবাব আদি ফিনাইলের জলে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে।

—সংক্রামক ব্যাধি নিবারিণী "ইন্ অকুলেসন"—ইন্ অকুলেসন কাহাকে বলে সে বিষয়ে একটু পরিচয় বোধ হয় এখানে আবশ্যক। বসন্ত আদি সংক্রামক রোগে একবার আক্রান্ত হইলে আর ঐ রোগ হয় না এ কথা অনেকেই জানেন, সেই জন্য রোগের জীবাণু এমন ভাবে প্রবেশ করান চাই যাহাতে রোগও প্রকাশ না পায়, অথচ ঐ রোগ নিবারণী শক্তিগুলি বেশ উত্তেজিত হইয়া শরীরকে সংক্রমণের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে। এই দিক দিয়া পরীক্ষার ফলে, ঐ জীবাণুর মৃতদেহ স্বাভাবিক লাবনিক দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া, যে শরীরে যেরূপ ব্যবহার করা চলে সেইরূপ সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় এবং ফলে ঐ রোগের হাত হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

(১) ইন অকুলেসন হইলে বিশিষ্ট রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

(২) ইন অকুলেসন লইবার পর কোন প্রকারে ঐ রোগ হইলেও উহার প্রকোপ অনেক মৃদু হইয়া থাকে।

(৮) ইন অকুলেসনে মৃত্যু সংখ্যা অনেক কমাইয়া দেয়। কোন কোন সংক্রামক ব্যাধিতে "ইন অকুলেসন" সাধারণতঃ দেওয়া হয়?

জলাতঙ্ক ব্যাধি, 'প্লেগ,' 'উলাউঠ,' 'বসন্ত,' 'টাইফয়েড' কেহ উপরি উক্ত কোন রোগে (প্রথমটী ছাড়া) আক্রান্ত হইলে সেই গৃহস্থের অন্যান্য সকলের ইন্ অকুলেসন লওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় কারণ—

(১) ইহা লইতে কোন বিপদ নাই, সুতরাং নিরাপদ।

(২) মহামারীর সময় না লইলে বরং বিপদজনক হইতে পারে—কে জানে যে ঐ রোগের আক্রমণে পরবর্ত্তী পাত্র আপনি হইবেন না? ইন অকুলেসন দেওয়া থাকিলে আক্রমণের সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

জগজ্জ্যোতিঃ।

কলমের তুলো

আমেরিকার টেক্সা অঞ্চলের লা মার্ক গ্রামের চাষা ডান্ জর্জ্জ কলমের গাছে তুলা উৎপন্ন ক'রে সকলকে বিস্মিত ক'রে দিয়েছেন। তিনি তুঁতের গাছে তুলোর ডালের কলম বেঁধে দেখিয়েছেন যে কাপাস গাছ আট ফুটেরও বেশী লম্বা হ'য়ে বেড়েছে এবং একটা গাছে এক সঙ্গে একেবারে ৯০০ ফল ধরেছে। তাঁর তৈরী তিনটে কলমের গাছ থেকে তিরিশ সেরের ওপর বীজ তুলো পাওয়া গেছে; তিনি এইবার প্রকাণ্ড জমী নিয়ে বিরাট ভাবে এই কলমী তুলোর চাষ সুরু করেছেন। তিনি আশা করছেন যে প্রতি তিন বিঘে জমী থেকে অন্ততঃ পক্ষে চার "বেল" পরিমাণ তুলো তিনি উৎপন্ন করতে পারবেন। আশে পাশের অন্যান্য তুলোর চাষীরা তাঁর চাষের ফলাফল জানবার জন্য সাগ্রহে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে অপেক্ষা ক'রছে। লুথার বারব্যাঙ্কের মতো ডান্ জর্জ্জেরও আমেরিকায় "কৃষি যাদুকর" বলে খ্যাতি আছে। কারণ তিনি তাঁর ক্ষেতে কাঁচকলার মতো বৃহদাকারের লঙ্কা এবং বীচিশূন্য শসা ও তরমুজ উৎপন্ন ক'রে কৃষি জগতে অক্ষয় সুনাম ও কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছেন। এইবার তাঁর এই কলমের তুলোর চাষ বোধ হয় তাঁকে অমর ও কোটীশ্বর করে দিয়ে যাবে। আমাদের দেশের লোকের এ সব দিকে কোনই চেষ্টা দেখা যায় না। হয়ত সেই বৈদিকযুগ থেকে আমরা শসা আর তরমুজ থেয়ে আসছি কিন্তু কোনও দিনই তাদের বীচিশূন্য ক'রে উৎপন্ন করা যেতে পারে কি না সে কল্পনাও করিনি আর তুলোর চাষ'তো বাংলা দেশ থেকে ক্রমে লোপ পাবার উপক্রম হয়েছে ব'ল্লেই হয়।

উত্তরাধিকার

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক পল কামেরার প্রমাণ করেছেন যে মানুষ ইচ্ছা করলে তাঁর সমস্ত সদ্‌গুণ বা বদ্‌গুণ তার পুত্রকে দিয়ে যেতে পারে। এতদিন দেখে আসা যাচ্ছে যে উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার বিষয় সম্পত্তির মালিক হলেও পুত্র অনেক সময় পিতার মানসিক সম্পদের অংশ পায় না। যেমন কবির পুত্রকে কবি হতে দেখা যায় না, বাগ্মীর পুত্রকে বক্তা হ'তে দেখা যায় না ইত্যাদি কিন্তু আজ বিশ বৎসরের প্রকাণ্ড সাধনায় এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতরজীব নিয়ে পরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা ডাক্তার পল ক্যামরার ঘোষণা করছেন যে, অতঃপর বিশিষ্ট গুণ-সম্পন্ন পিতারা নিজেদের প্রতিভার অংশ সম্পূর্ণভাবে পুত্রের ভাণ্ডারে নিয়ে যেতে পারেন। তিনি নিজের চেষ্টায় অন্ধ গোসাপের চক্ষু ফুটিয়েছেন। স্থলচর-কোলা ব্যাঙকে তিনি জলচর ব্যাঙে রূপান্তরিত করেছেন। তিনি কাঠ-বিড়ালীর পিঠের দাগের রং বদলে দিয়েছেন এবং তিনি ব'লছেন যে বাঘের গায়ে যে কাল কাল ডোরা দেখতে পাও, সেই দাগ তুলে ফেলে ইচ্ছা করলে তাকে একেবারে বেদাগ করা যেতে পারে অথবা সেই কালোকালো ডোরার বর্ণ বদলে যে কোনও একরকম রংয়ের ক'রে দেওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞান মধ্যে প্রাণী জগতের এই পরিবর্ত্তন শুধু এক পুরুষের জন্য নয় সেটা পুরুষপরম্পরা স্থায়ী। ডাক্তার কামেরারের মতে ঠিক ঐ ভাবে মানুষেরও আকৃতি প্রকৃতি, মতিগতি, বিদ্যাবুদ্ধি

প্রভৃতির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত এবং এই সব সংস্কার চিরস্থায়ী এবং বংশাগত উত্তরাধিকারে পরিণত করাও সম্ভবপর।

গাছের বাড়

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দিনের আলো রোধ হয়ে যায় এবং অন্ধকার নেমে এসে রজনীর রাজ্য বিস্তার করে দেয়। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যে দিন জান্‌তে পারিলে যে সূর্য্যের আলোক উদ্ভিদের বৃদ্ধির একটা প্রধান উপকরণ সেই দিন থেকেই মানুষ চেষ্টা করতে লাগল' সে কেমন ক'রে রজনীর অন্ধকার রাজ্যে দিনের অস্তিত্ব বজায় রাখা যেতে পারে, যাতে ক'রে গাছের বৃদ্ধি সন্ধ্যা থেকে প্রভাত পর্য্যন্ত স্থগিত না থেকে সমানভাবে বাড়তে পারে। এই কাজে বৈদ্যুতিক আলোককে মানুষ তার সহায় করে চেষ্টা করতে সুরু করলে যাতে জঙ্গম রাজ্যে সে দিবালোকের প্রভাবটুকু রাত্রিকালেও সমান ভাবে বজায় রাখতে পারে। আজ তার সেই চেষ্টা সফল হ'য়েছে। কলম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্যোগে কৃষিতত্ত্ব বিশারদ ডাক্তার হিউ ফিণ্ডলে কয়েক প্রকার শাক সব্জী এবং ফুলের গাছ নিয়ে এই বিষয় পরীক্ষা সুরু করে ছলেন। তাঁর এই পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে যে গাছ ক'টি কেবলমাত্র সূর্য্যালোক পেতো এবং রাত্রে অন্ধকারে থাকতো তাদের চেয়ে যে গাছগুলি রাত্রেও উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক দীপের আলোক ও উত্তাপ উপভোগ কর্‌তে পেতো তারা সত্বর বেড়ে উঠ্‌লো এবং শীঘ্রই ফলে ফুলে সুশোভিত হ'য়ে উঠ্‌লো। শুধু সূর্য্যালোকপ্রাপ্ত গাছগুলির পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে ঠিক ওদের দ্বিগুণ সময় লেগেছিল। তাই এখন আমেরিকার কৃষি বিভাগ থেকে চেষ্টা হচ্ছে যাতে বড় বড় ক্ষেতগুলিতে কৃত্রিম দিবালোকের ব্যবস্থা ক'রে অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিগুণ শস্য ও ফুলফল উৎপন্ন কর্‌তে পারা যায়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ফসল ফলতে ও পাকতে যে সময় লাগে রাত্রে ক্ষেত্রে কৃত্রিম আলোক ও উত্তাপ ব্যবস্থা করলে তার অর্দ্ধেক সময়ের মধ্যে ফসল পাওয়া যাবে।

বিবিধ।

পোড়া ঘায়ে চায়ের কেটলি হইতে চা খাওয়ার পর যে চা ঠাণ্ডা হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা তুলিয়া দগ্ধ স্থানে বান্ধিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা দূর হয়। যদি ঘরে বিপদের সময় এমন চা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কিছু চা গরম জলে ফেলিয়া দিয়া সামান্য কিছুক্ষণ রাখিলে চার পাতা খুলিয়া যাইবে। সেই চাকে পুনরায় ঠাণ্ডা জলে ফেলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া দগ্ধ স্থানে চাপাইয়া দিলেই যন্ত্রণা দূর হইবে।

শরীরকে সুস্থ এবং বলিষ্ঠ রাখিবার জন্য প্রাতে এবং শয়নের পূর্ব্বে এক গ্লাস শীতল জল পান করিলে শরীর খুবই সুস্থ থাকে। যাহাদের অভ্যস্ত কোষ্ঠবদ্ধতা, তাহাদের এবং দোষযুক্ত যকৃত রোগীদের এইরূপ জলপানে মহৎ উপকার হইয়া থাকে।

লৌহের মরিচা উঠাইবার উপায়।

মরিচা ধরা লৌহকে ঠিক আয়নার মত মসৃণ করা যাইতে পারে। এক খণ্ড মৌমোমকে একখণ্ড নাকড়ায় বান্ধিয়া পুটলীর মত করিয়া লইয়া লৌহটাকে গরম করিয়া তাহার উপর ঐ পুটলী দিয়া প্রথমে ঘষিয়া তাহার উপর লবণ ছড়াইয়া দিয়া শুষ্ক কাপড় দিয়া ঘষিলেই সমস্ত মরিচা উঠিয়া গিয়া চকচকে আয়নার মত মসৃণ হইয়া যাইবে।

কাপড়ে রঙ্গের দাগ উঠাইবার উপায়।

দোর জানালায় যে সকল রং দেওয়া হয়, সেই রং কাপড়ে লাগিলে উঠান কঠিন ব্যাপার। কিন্তু এমোনিয়া এবং টারপিন সমপরিমাণে মিশাইয়া যে স্থানটায় রং লাগিয়াছে, তাহাতে লাগাইয়া দাগ গুলিকে বেশ করিয়া ভিজাও—এইরূপ ২.৩ বার করিয়া গরম সাবানের জলে কাচিয়া লইলেই দাগ উঠিয়া যাইবে।

সহজ সাধ্য অগ্নিনির্ব্বাহক আরক।

যেখানে অগ্নি ভয়ের সম্ভাবনা, সেখানে নিম্নলিখিত উপায়ে আরক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া ব্যবহার করিলে অনেকটা উপকার হইতে পারে।

লবণ ৩ পাউণ্ড ।৷ সের
জল ৩ গ্যালন

বেশ গলিয়া যাইলে তাহাতে যোগ করিতে হইবে—অর্দ্ধ পাউণ্ড Sal-ammoniac স্যাল এমোনিয়াক। তাহার পর ঐই দ্রবটা বোতলে বোতলে পূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। ইহা প্রজ্জলিত আগুণে ছিটাইয়া দিবামাত্রই আগুন নিবাইয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

বস্ত্রে রক্তের দাগ উঠাইবার উপায়।

যে যে স্থানে রক্তের দাগ লাগিয়াছে, সেই সেই স্থানে Starch ষ্টার্চ্চের গুড়াকে জলে গুলিয়া বেশ গাঢ়ভাবে দাগের উপর লাগাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক হইতে দিবে, যখন বেশ শুকাইয়া যাইবে, একটা কোমল ব্রস দ্বারা ঝাড়িয়া দিলেই ষ্টার্চ্চের গুড়া গুলি ঝরিয়া যাইবে এবং কাপড়েও দাগ দেখিতে পাইবে না, কাপড়েরও কোন অনিষ্ট হইবে না।

(কাজের লোক।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৬শ বর্ষ।] ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল। ইং ১০ই আগষ্ট, ১৯২৪ সাল। [৪র্থ খণ্ড

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

২৭। সাত্ত্বিক বুদ্ধি।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যা-
কার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ
সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥১৮।৩০।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যং চ অকার্য্যং চ ভয়ং চ অভয়ং চ বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি সা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।

কি কখন আরম্ভ করিতে হইবে এবং কখন শেষ করিতে হইবে বা আরম্ভ করিতে হইবে না, কি করণীয়, কি অকরণীয়, কি ভয়ের, কি অভয়ের, কি বন্ধের এবং কি মোক্ষের যে জানে সে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।

প্রবৃত্তি বলিলে বৃত্তির প্রকাশ বা ইচ্ছা বা আরম্ভ বুঝি এবং নিবৃত্তি বলিলে বৃত্তির নিরোধ; তৃপ্তি বা শেষ বুঝি। কার্য্য বলিলে শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্ম, অকার্য্য বলিলে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম। যাহাতে আত্মার অধোগতি হয় তাহাই ভয়, যাহাতে আত্মার উন্নতি হয় তাহাই অভয়। বন্ধ—জ্ঞান, সুখ, তৃষ্ণা, কর্ম্ম, প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা জীবাত্মা জীবলোকে বদ্ধ। আহার (লোভ) প্রসব (কাম) ত্যাগ (ক্রোধ) দ্বারা দেহী দেহে বদ্ধ। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্সা, কুল, শীল ও জাতি এই অষ্ট পাশ দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রে বদ্ধ। মোক্ষ,—বৈরাগ্য, বিবেক, সমাদি ষড়্‌গুণ ও মুমুক্ষতা এই সাধন চতুষ্টয়ই মোক্ষ।

The intellect which knows itself what is to be started and what not, what is to be done and what not, what is to be feared and what not and what are entanglements or dependency or binding and aloofness or indipendency or salvation is called Constructive sense.

২৮। সাত্ত্বিক ধৃতি।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ-
প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ
সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥১৮।৩৩।

পার্থ অব্যভিচারিণ্যা (প্রকৃত্যনুসারিণ্যা) যয়া ধৃত্যা যোগেন (বপুস্থৈর্য্যেন ইতি মেদিনী) মনঃ প্রাণেন্দ্রিয় ক্রিয়া ধারয়তে সা সাত্ত্বিকী ধৃতি।

প্রকৃতির অনুযায়ী কর্ম্মকারিণী যে ধৃতি মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকলকে দেহ-স্থৈর্য্যের সহিত ধারণ করে তাহাকে সাত্ত্বিকী ধৃতি বলে।

মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদিতে বিরুদ্ধবেগ উপস্থিত হইলেও যে ধৃতি স্থিরভাবে উহা প্রকাশ না করিয়া দেহে ধারণ করিতে পারে তাহাকে সাত্ত্বিক ধৃতি বলে। যথা বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি বিপদে চঞ্চল না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনে যদি সকল সহিতে পারে তবে তাহার ধৃতিকে সাত্ত্বিক ধৃতি বলা হয়।

The natural talent that can patiently reserve the stimulus of the mind, nerves, and sensory and working organs is called constructive intuition.

২৯। সাত্ত্বিক যজ্ঞ।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো
বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায়
স সাত্ত্বিকঃ ॥১৭।১১।

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যষ্টব্যং এব ইতি মনঃ

যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় বিধিদিষ্ট (শাস্ত্রবিহিত) যঃ যজ্ঞ ইজ্যতে সঃ সাত্বিকঃ।

যজ্ঞ করিবার ইচ্ছার উদ্রেক হইলে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া যজ্ঞের জন্য একাগ্রচিত্তে যে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ করা হয়, উহা সাত্বিক যজ্ঞ।

The worship coming from natural tendency offered without any craving and according to the service book with devotion is called Constructive.

৩৮। সাত্বিক দান।

দাতব্যমিতিযদ্দানং
দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালেচ পাত্রেচ তদ্দানং
সাত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ১৭।২০ ॥

অনুপকারিণে দেশে কালে চ পাত্রে চ দাতব্যং ইতি (মনঃ কৃত্বা) যদ্দানং দীয়তে তদ্দানং সাত্বিকং স্মৃতম্।

দান করিবার ইচ্ছার উদ্রেক হইলে উপকারের প্রত্যাশা না করিয়া বা উপকারীর প্রত্যর্পণ হিসাব না করিয়া দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান করা হয়, তাহাকে সাত্বিক দান বলে।

দেশ যথা—শীত-প্রধান দেশে শীতবস্ত্র। কাল যথা—বর্ষাকালে ছত্র। পাত্র যথা—যাহার ছত্র নাই ও ছত্র কিনিবার শক্তি নাই, এইরূপ ব্যক্তিকে ছত্র।

The gift made, when the mind likes to give without any expectation of or consideration for any return, to the deserved party and in the deserved time and place is called Constructive.

৩৯। সাত্বিক তপ।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং
তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্বিকং
পরিচক্ষতে ॥ ১৭।১৭ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যুক্তৈঃ (মনিষিভিঃ সাধুভিঃ) নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তং তৎ ত্রিবিধং (কায়িকং বাচিকং মানসং) তপঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে।

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া উৎকৃষ্ট শ্রদ্ধার সহিত যে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক তপ সাধুদের দ্বারা কৃত হয়, তাহাকে সাত্বিক তপ বলে।

ডাকাতরা ডাকাতি করিবার জন্যও তপ করে, তাহাকে সাত্বিক বলা হয় না বা তপের কৌশল ও শাস্ত্রবিধান না জানিয়া যে তপ করা হয়, তাহাকেও সাত্বিক তপ বলে না। এই উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্যই যুক্ত কথাটী ব্যবহৃত হইয়াছে।

Self culture either mental, verbal or physical when worked with good will, without any aim for a gain, is called Constructive:—as an examinee studying for the knowledge with concentration without caring for the certificate.

(ক্রমশঃ।)

লাক্ষার ভবিষ্যৎ।

বাঙ্গালীর সহিত লাক্ষার সম্বন্ধ কমিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও উঠিয়া যায় নাই। এখনও সহরাঞ্চলে না হইলেও পাড়াগাঁয়ের অনেক স্থলে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে আলতার চলন আছে এবং আলতা লাক্ষাকীটের দেহজাত উজ্জল রক্তবর্ণে রঞ্জিত তুলাখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। লাক্ষাকীট হইতে দুইটি প্রধান দ্রব্য পাওয়া যায়:—রং (lac-dye) ও রঞ্জন (lac-resin) ভারতই এই কীটের জন্মভূমি; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া শুধু রঙ্গের জন্যই লাক্ষাচাষ হইত। অথর্ব্ববেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী সময়ের নানা সংস্কৃত গ্রন্থে লাক্ষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে পাণ্ডবগণের উচ্ছেদসাধনের জন্য যে জতুগৃহ রচিত হইয়াছিল, তাহার উপাদানের মধ্যে লাক্ষা ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গালার ব্যবহার সে কালে ছিল কি না সন্দেহ। রং প্রস্তুতের কাযে রঞ্জন গৌণ পদার্থ (bye-product) বলিয়াই বিবেচিত হইত এবং উহা কোন কাযে আসিত না। এখন তাহার ঠিক বিপরীত অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। এনিলিন্ রঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লাক্ষা রঙ্গের কাটতি আর নাই। বর্ত্তমানে রঞ্জন অর্থাৎ গালার জন্যই লাক্ষাচাষ হইয়া থাকে; কার্যতঃ প্রায় সমস্ত রঙ্গই ফেলিয়া দেওয়া হয়। পাথুরে কয়লার আলকাতরা হইতে নানাবিধ রং আবিষ্কারের সমসাময়িক কালে গালার বিবিধ প্রকার শিল্পে প্রয়োগ-প্রণালী যদি আবিষ্কৃত না হইত, তাহা হইলে এত দিনে বোধ হয় লাক্ষাচাষ উঠিয়া যাইত।

লাক্ষা-কীটের প্রসার।

ভারত ব্যতীত পৃথিবীর অন্য স্থানে লাক্ষাকীট কমই দেখা যায়। শ্যাম, কাম্বোডিয়া, আনাম ও ইন্দো চীনে অল্পবিস্তর লাক্ষা জন্মে। কিন্তু জাপান, ফার্ম্মোজা, জর্ম্মণ, পূর্ব্ব আফ্রিকা, মিশর, উগাণ্ডা, ট্রান্সভাল ও দক্ষিণপশ্চিম চীনে লাক্ষাকীট প্রবর্ত্তনের যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে কোন ফল হয় নাই। বস্তুতঃ পৃথিবীর বাণিজ্যের গালা ভারত হইতেই সরবরাহ হয়। এতদ্দেশের অধিকাংশ স্থানেই লাক্ষা উৎপাদিত হয় অথবা হইতে পারে। উৎপাদনের কেন্দ্রগুলিকে চারিটি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়:—(১) মধ্য-ভারত, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, বাঙ্গালা, যুক্তপ্রদেশ। বেরার, ছত্রিশগড় ও নাগপুর। এই সকল স্থানের লাক্ষা কুসুম ও পলাশ হইতে উৎপন্ন। (২) সিন্ধুপ্রদেশ; এখানে বাবলাই কীটপোষণবৃক্ষ। (৩) উত্তর ব্রহ্ম ও শাণরাজ্য (অশ্বত্থ ও পলাশের লাক্ষা)।

(৪) আসাম :—কামরূপ, গোয়ালপাড়া ও নওগাঁ জিলায় এবং খাসিয়া, জৈন্তিয়া ও গারো পাহাড়ে অশ্বথ ও অরহর গাছে যথেষ্ট পরিমাণে লাক্ষা জন্মে। বর্ত্তমানগঠিত বাঙ্গালায় লাক্ষাচাষ বড় বেশী নাই। মালদহ ও রংপুর জিলায় লাক্ষা কম। মেদিনীপুর ও বীরভূমে তদপেক্ষা কিছু অধিক। কেবলমাত্র বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জিলাতেই ব্যবসায়িক হিসাবে লাক্ষা উৎপাদিত হইয়া থাকে।

কীটের জীবন-বৃত্তান্ত।

লাক্ষাকীটের বৈজ্ঞানিক নাম Tachardia lacca, Kerr; ইহার একাধিক জাতি থাকা খুবই সম্ভবপর। অন্ততঃ দেহবিনিঃসৃত পুরু অথবা পাতলা রজনস্তরের হিসাবে দুইটি জাতি যে আছে, তাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। লাক্ষাযুক্ত কোন উদ্ভিদের একটি ডাল লইয়া দেখিলে কতিপয় রজনময় বিন্দু দৃষ্ট হইবে। এইগুলি ডিমযুক্ত স্ত্রী-কীট। ডিম ফুটিলে উহা হইতে রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (১/৪০ ইঞ্চ) কীড়া বাহির হয়। বৃক্ষগাত্রে ১৫।২০ ঘণ্টা বিচরণ করিয়া কোমল শাখা-সমূহে কীড়াগুলি অবশেষে আপনাদিগকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। একবার বসিয়া গেলে আর উহাদিগকে স্থানান্তরিত করা যায় না। বৃক্ষের রস শোষণ করিয়া কীড়াগুলি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে থাকে এবং পরিপুষ্টির সহিত তাহাদিগের শরীরের চতুর্দ্দিকে রজন ও মোমের আবরণ জন্মিতে থাকে। স্ত্রী-কীট এই আবরণের মধ্যে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করে, কিন্তু প্রায় তিন মাসের মধ্যে পুংকীট বাহির হইয়া আইসে ও স্ত্রী-কীটগুলির উপর বিচরণ করিয়া তাহাদের গর্ভাধান করে। পুংকীট সপক্ষ অথবা অপক্ষ উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। পুং ও স্ত্রী-কীটের আবরণ কোষের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পুং-কোষ ঈষৎ দীর্ঘাকার এবং সম্মুখে ২টি ছিদ্রযুক্ত। স্ত্রী-কোষ বৃত্তাকার এবং ইহার সম্মুখে ২টি ও পশ্চাতে ১টি ছিদ্র। গর্ভাধানের পর পুং-কীটগুলি অল্পদিনই বাঁচে। কিন্তু এই সময় হইতে স্ত্রী-কীট দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে; শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি, বিশেষতঃ মোমযুক্ত শুঁয়াগুলি এত বাড়ে যে, কীটযুক্ত ডালসমূহ দূর হইতে শ্বেতাভ দেখায়। সাধারণ অবস্থায় জ্যৈষ্ঠের স্ত্রী-কীটের সাড়ে ৩ মাস ও কার্ত্তিকের কীটের সাড়ে ৮ মাস পরিপুষ্টির সময়। এই সময়ের শেষ ভাগে স্ত্রী-কীট ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্ব প্রসব করিতে আরম্ভ করিলেই উহার শরীর ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। ডিম্ব হইতে কীড়া বাহির হইবার তিন সপ্তাহ আগেই স্ত্রী-কীট আহারে বিরত হয়। কীড়া আপনার জননীর উদর বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হয়। এইরূপে সমস্ত বৎসর লাক্ষাকীট দুই বার উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক বংশেই পুং অপেক্ষা স্ত্রী-কীটের সংখ্যা অনেক অধিক, অনুপাতে ১ : ৫০০০। কিন্তু সময় সময় পুং-কীটের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়; সেরূপ অবস্থায় লাক্ষা ভাল হয় না। এইরূপ সংখ্যার তারতম্য হইবার কারণ কি, তাহা এ পর্য্যন্ত সঠিক জানা যায় নাই। এ স্থলে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। যে গাছে অধিক দিন লাক্ষাচাষ হইতেছে, সে গাছে নানা জাতীয় পিপীলিকা দেখা দেয়। গর্ভাধানের পর স্ত্রী-কীট যখন প্রভূত পরিমাণে উদ্ভিদরস শোষণ করিতে থাকে, তখন উহার শরীর হইতে এক প্রকার মধু ক্ষরিত হয়। পিপীলিকারা ঐ মিষ্ট পদার্থের লোভেই আইসে। কিন্তু লাক্ষা-কীটের অভ্যাস—উহারা একত্র দলবদ্ধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্ত্রী-কীটের গাত্রে তিনটি মোমযুক্ত শুঁয়া আছে। পিপীলিকারা যাতায়াত করিতে করিতে উক্ত শুঁয়াগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া কীটের শরীরে বায়ুপ্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ করে। স্ত্রী-কীটরা চলচ্ছক্তিরহিত বলিয়া কোষ হইতে বাহির হইতে পারে না। ফলে উহারা দম আটকাইয়া মরিয়া যায়। সেই জন্য পোষক-বৃক্ষে (host tree) অধিক পিপীলিকা দেখিলেই উহা দূর করা প্রয়োজন।

পোষণ বৃক্ষাবলী।

ভারতের নানা স্থানে নানা প্রকার বৃক্ষে লাক্ষা-কীট চাষ হয়। তন্মধ্যে কুসুম, বাবলা, পলাশ, কুল ও অরহরই প্রধান। অশ্বথ, বট, পাকুড়, যজ্ঞ ও ঘোষ ডুমুর গাছেও কতিপয় স্থানে বিশেষতঃ আসামে লাক্ষা হয়। জঙ্গলের অন্যান্য পাদপের মধ্যে শাল ও শিরীষে লাক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে। বাগানের যে সমস্ত ছোট বড় উদ্ভিদে লাক্ষা কীট পরিপুষ্ট হইতে পারে, তন্মধ্যে আম, লিচু, আতা, নোনা, গোলাপ, ডালিম, ফলসা ও অশোক উল্লেখযোগ্য। পোষক তরুর হিসাবে উৎপাদিত লাক্ষার তারতম্য হয়। কুসুমগাছের লাক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পশ্চিম-বঙ্গে কুসুমগাছ বিরল নহে। যে পাকড়া বীজের তৈল সরিষার তৈলে ভেজাল দেওয়ার জন্য কলিকাতায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিস্তর আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহা এই কুসুমগাছের ফল। দুঃখের বিষয় যে, এ পর্য্যন্ত যে সকল গাছে লাক্ষা জন্মে, সেগুলির উপযুক্ত ভাবে চাষের জন্য কোন চেষ্টাই হয় নাই। অযত্ন-জাত বন-জঙ্গলের গাছ লইয়াই লাক্ষাজনন চলিয়া আসিতেছে। তাহার ফলে এক দিকে কীটের রজন-নিঃসরণক্ষমতা যেমন বাড়িতেছে না, অন্য দিকে তেমনই গাছগুলিও অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। উত্তমরূপে চাষ দেওয়া ও ছাঁটা গাছ সতেজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; কীটও সেরূপ স্থলে যথেষ্ট খাদ্য পাইয়া সুপুষ্ট হয়। সেই জন্য পোষকবৃক্ষের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

আমরা কুসুম গাছের কথা বলিতেছিলাম। কুসুম নদী-নালার নিকটবর্ত্তী এঁটেল জমীতে ভাল জন্মে। বাগিচা করিতে হইলে স্বতন্ত্র স্থানে চারা জন্মাইয়া উহা ২।৩ ফুট উচ্চ হইলে ক্ষেতে বসাইতে পা

যায়। ১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে কুসুমগাছে লাক্ষা বীজ ছাড়া ঠিক নহে। প্রত্যেক দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বৎসরের কুসুমে অধিক পরিমাণে লাক্ষা জন্মে। পলাশফুল প্রভৃতির লাক্ষা হইতে কুসুমের লাক্ষা মণ প্রতি ৫—১০ টাকা অধিক দরে বিক্রয় হয়। অন্যান্য পোষক তরুর তুলনায় লাক্ষা উৎপাদনে পলাশেরই কিন্তু প্রাধান্য অধিক। পলাশের লাক্ষায় রজনের অনুপাতে রঙ্গের মাত্রা অধিক বলিয়া ইহার নাম রঙ্গীণ লাখ। কুসুম অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইলেও অধিকাংশ বাণিজ্যের লাক্ষা পলাশ হইতেই প্রাপ্ত। নীরেস মাটীতেও পলাশ জন্মে। প্রত্যেক দিকে ২০ ফুট তফাতে গাছ বসাইলে পলাশ পূর্ণ পরিপুষ্ট হইতে পারে। ১০ বৎসরের গাছে লাক্ষা পালন করিতে পারা যায়। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ মুর্শিদাবাদ জিলায় ধান্যক্ষেতের আইলে কুলগাছে রোপণ করা হয়। বাগিচায় বসাইতে হইলে উভয় দিকে ৩০ ফুট ব্যবধানে গাছ বসাইতে পারা যায়। এক বৎসরের চারা ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয় এবং গাছ ৬ বৎসরের হইলে তাহা কীটপোষণের উপযুক্ত হইয়া থাকে। বাবলার চাষ সিন্ধুদেশেই অধিক, অরহর গাছে কেবল আসাম অঞ্চলেই লাক্ষা উৎপাদিত হয়। এই গাছগুলি ৩।৪ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। যদি লাক্ষাচাষের জন্য নূতন করিয়া বাগিচা করা হয়, তাহা হইলে ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অত্যন্ত গরম হাওয়ায় লাক্ষাকীটগুলি মরিয়া যায়। সেই জন্য যে দিক হইতে গরম হাওয়া চলে, সেই দিকে কুরজা, নিম, আকাশ নিম, শিশু প্রভৃতি দ্রুত বৃদ্ধিশালী গাছ অথবা মহুয়া গাছের অন্তরাল রাখা ভাল। বাগিচা রচনা দ্বারা শুধুই যে লাক্ষাচাষের সুবিধা হয়, তাহা নহে। পশ্চিম বঙ্গের অনেক স্থানেই কুসুম, পলাশ, কুল প্রভৃতির বাগিচায় দ্বারা পতিত জমী উদ্ধার, মৃত্তিকাক্ষয় নিবারণ ও বৃষ্টির জল সংস্থানের কাযও হইতে পারে। বাগিচার গাছগুলি তিনটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করিয়া মধ্যে এড় রাস্তা রাখিলে ভাল হয়। তাহাতে উত্তম লাক্ষাকীটের জননের ও এক একটী ক্ষেত্রের গাছগুলিকে এক এক বৎসর বিশ্রাম দেওয়ার অবসর থাকে। গাছের তলায় জমীতে অনায়াসে কলাই, খেসারি, বরবটি প্রভৃতি দাইল অথবা আদা হলুদ জন্মাইতে পারা যায়।

চাষ-প্রণালী।

বৈশাখ ও কার্ত্তিকে, বৎসরে দুইবার লাক্ষা ফসল পাওয়া যায়। চাষ করিবার পূর্ব্বেই পোষক তরু নির্ব্বাচন করিয়া রাখা ভাল। নির্ব্বাচিত গাছ কুল হইলে বৈশাখী চাষের জন্য ফাল্গুনে ও কার্ত্তিকী চাষের জন্য আষাঢ়ে তাহার ডালপালা ছাঁটিয়া দিতে হয়। কুসুম ও পলাশ ছাঁটার প্রয়োজন হয় না। লাক্ষা ফসল সংগ্রহের সময় যে শাখা-প্রশাখাদি কাটা হয়, তাহাতেই ছাঁটার কায হইয়া যায়। বড় ও পুরাতন কুল গাছ হইলে একবার ভাল করিয়া ছাঁটাইয়া দিলে ৭।৮ বৎসর চলে। আষাঢ় অথবা কার্ত্তিকে নূতন পল্লব বাহির হইলেই গাছ লাক্ষাকীট পালনের উপযুক্ত হয়। চাষের প্রধান প্রয়োজন উৎকৃষ্ট বীজ। বীজলাখের (Brood lac) আঁটি লাক্ষা উৎপাদনকেন্দ্র সমূহের বাজারে পাওয়া যায়। প্রায় ১ ফুট পরিমিত কীটযুক্ত ডাল এক এক আঁটিতে ন্যূনাধিক ৫০টি থাকে। সময়বিশেষে বীজলাখ ৩—৫ টাকা সের দরে বিক্রয় হয়। বীজলাখ সংগ্রহের সময় দেখা দরকার যে —তখনও কীট বাহির হইতে দেরী আছে; যে গাছে বসাইতে হইবে, বীজ যেন সেই গাছের, অর্থাৎ কুলের বীজ কুলে, পলাশের বীজ পলাশে ইত্যাদি এবং বীজ যথাসম্ভব সুপুষ্ট ও রোগশূন্য হয়। যদি পোকা বাহির হইবার বেশী দেরী থাকে, তবে ঘরের ভিতর শিকায় তুলিয়া রাখিতে পারা যায়। ২।১ দিন মাত্র দেরী থাকিলে বারান্দায় বাঁশের মাচানের উপর পরস্পর অসংলগ্নভাবে রাখাই ভাল। বীজলাখ হইতে ২।১টি পোকা বাহির হইতে দেখিলেই উহা সঙ্গে সঙ্গে গাছে লাগান দরকার। কলার খোলার ফেঁসো, পাট অথবা শণ দিয়া বীজদণ্ডগুলি আলগাভাবে গাছের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া দরকার। যাহাতে দণ্ডের উভয় প্রান্ত নূতন শাখার সহিত লাগিয়া থাকে, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। গাছ বড় হইলে বাঁশের প্রস্তুত আধারে ১০।১৫টি বীজদণ্ড রাখিয়া উক্ত আধার এমনভাবে বৃক্ষের শাখাপ্রশাখায় ঝুলাইতে হইবে যে, কীট অনায়াসে নূতন ডালে চলিয়া আসিতে পারে। পলাশ গাছ হইলে এক গাছ হইতে ডাল কাটিয়া, ২।১ দিন রৌদ্রে দিয়া অন্য গাছে লাগাইতে পারা যায়। ১ ফুট বীজ দণ্ডে যে পোকা থাকে, তাহাতে সাধারণতঃ ১০ ফুট শাখার পক্ষে যথেষ্ট হয়। যখন নীচ হইতে দেখা যাইবে যে কোন শাখা কীটাবৃত হইয়া রক্তাভ হইয়াছে, তখন বীজদণ্ড অন্য শাখায় স্থানান্তরিত করিতে হইবে। কোন শাখায় অর্দ্ধেকের অধিক পরিমিত অংশও কীটাবৃত হইতে দেওয়া ঠিক নহে। কারণ, বীজের পরিমাণ অধিক হইলে শাখা ঐ সমুদায় পোষণ করিতে পারে না ও ফসল খারাপ হয়। অনতিকালের মধ্যেই কীটগুলি স্থায়িভাবে শাখায় বসিয়া যায়। প্রথম বার চাষ করিতে হইলে কার্ত্তিকেই বীজ লাগান ভাল। তাহা হইলে ঝড় বৃষ্টির দ্বারা কীট নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। আষাঢ় মাসে বীজ দিতে হইলে বৃষ্টির আশঙ্কা থাকিলে দিতে নাই। কোষ বাহির হইয়া গেলে বীজদণ্ডগুলি নামাইয়া লইয়া তাহা হইতে লাক্ষা ছাড়াইয়া লইতে পারা যায়। একবার কীট ঠিক হইয়া বসিয়া গেলে তাহার পরে ফসল কাটিবার সময় পর্য্যন্ত লাক্ষাচাষে আর বিশেষ কিছু করিবার নাই।

যেখানে বীজের জন্য লাক্ষা রাখিবার

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৬শ বর্ষ।] ২৫শে আষাঢ়, ১৩৩১ সাল। ইং ৯ই জুলাই, ১৯২৪ সাল। [৩য় খণ্ড।

ভারতীয় ইক্ষুর চাষ।

ইণ্ডিয়ান ইন্ডাসট্রিয়াল কন্ফারেন্সে মিঃ মুক্তার সিং ইক্ষু চাষের উন্নতিকল্পে একটা বক্তৃতা পাঠ করেন, তাঁহার মোটামুটী কথা এই যে, ভারতে ইক্ষুর উন্নতির জন্য যে সকল বিশেষ প্রয়োজনীয় উপকরণ আবশ্যক, তাহা অতি সহজেই প্রচলন করা যাইতে পারে।

১ম—উৎকৃষ্ট চিনি উৎপাদনের জন্য যে সকল ইক্ষুর ছাল পাতলা সেইরূপ ইক্ষুই উৎকৃষ্ট। কারণ তাহার রস সহজে এবং নিঃশেষরূপে বাহির হইয়া যায়। কঠিন ছাল-ওয়ালা ইক্ষুর রস সহজে নিঃশেষভাবে বাহির হয় না।

২য় কথ—ইক্ষুর বীজ অর্থাৎ ডগা এদেশে সাধারণতঃ উপরের অংশটুকু লওয়া হইয়া থাকে। বিশেষ বাছাই করিয়া লওয়া হয় না। ইহাতে রুগ্ন গাছ জন্মে। যে সকল ইক্ষু বেশ হৃষ্টপুষ্ট, তাহারই ডগা বীজরূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

৩য় কথা—কৃষকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, ইক্ষুর চাষে অন্য সার অপেক্ষা Green Manureই অধিক উপযোগী। এই গ্রিন মানিওর্ বা সবুজ সার সহজেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যে জমীতে ইক্ষুর চাষ করা হইবে, তাহাতে লাঙ্গল দিয়া নীল গাছের বীজ অথবা মটর, না হয় ধৈঞ্চা বীজ ছিটাইয়া দিয়া একবার জল সেচন করিয়া দিলে চারা বাহির হইবে। সেই চারাগুলির ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে লাঙ্গল দিয়া পুনরায় ভাঙ্গাইয়া দিয়া উত্তমরূপে জল সেচন করিয়া দিতে হইবে, তাহার পর যখন সেই সকল গাছ পচিয়া মাটীর সহিত মিশিয়া যাইবে, তখন এই সার ইক্ষুর পক্ষে অতি সুন্দর এবং শক্তিপ্রদ সার হইবে। ইক্ষুক্ষেত্রে অনেকে রেড়ীর খোল ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু এদেশে এই গ্রীন বা সবুজ সার কেহই দেন না—দিলে ইহার ফল দেখিয়া আনন্দিত হইবেন। Hemp শন পাটের বীজের সবুজ সার ইক্ষুর চাষে অতিশয় ফলপ্রদ বলিয়া অভিজ্ঞগণ প্রশংসা করেন। ইক্ষুক্ষেত্রে নীল ও মটরের চারা ইক্ষু চাষে শন গাঁজা পাট গাছের চারার সার অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও অব্যবহার্য্য নহে।

তারপর আবশ্যকীয় বিষয় নিড়ান এবং কোড় ও জল সেচনের কাল। এই কাজটী লক্ষ্য রাখিয়া যথাসময়ে না করিলে ইক্ষুর রোগ জন্মে—গাছে পোকা ধরিয়া যায়।

তারপর ইক্ষু কাটিয়াই তাহার যত শীঘ্র পারা যায়—রস মাড়িয়া লওয়া উচিত—নচেৎ ইহার মধ্যে রস খারাপ হয়—ইহার মধ্যে একটা রাসায়নিক বিকৃতি হওয়ার জন্য গুড় ও চিনি খারাপ হইয়া যায়।

(কাজের লোক।)

এনামেলের বাসনে সাংঘাতিক বিপদ

"The attention of Public Analyst has been called by Mr. F. Tatlock to the danger attendant on the use of enamelled cooking vessel. He has it seems made experiments on the enamels as found in commerce with the result of obtaining fatal dose of arsenic from one ounce of enamel of a cooking utensil".

ডাক্তার টাট্লক্—পাবলিক আনালিষ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করে দেখিয়েছিলেন যে, এনামেলের বাসনে কদাচ রান্না খাওয়া উচিত নয়; কারণ তিনি একটা এনামেলের বাসনের গায়ের এনামেল চূর্ণের এক আউন্স লইয়া তা হতে সাংঘাতিক মাত্রায় আর্সেনিক বার কত্তে সক্ষম হয়েছেন। যেটুকু আর্সেনিক পেয়েছেন, তাতেই একটা মানুষ মৃত্যুমুখে পড়্‌তে পারে। সৌখিনত্বের এবং সস্তার খাতিরে, এদেশে এনামেলের ব্যবহার খুবই বেশী হয়ে পড়েছে। কত

গালা প্রস্তুত।

সাধারণ চাষীর পক্ষে থাম অথবা দানা-লাখ মহাজনকে বিক্রয় করিতে পারিলেই তাহার কায মিটিয়া গেল। তাহার পর যাহা কিছু কার্য্য, লাক্ষা কারখানায় হইয়া থাকে। যে সকল প্রণালীতে নানা শ্রেণীর লাক্ষা প্রস্তুত হইয়া বিদেশে চালান যায়, তৎসমুদায় বর্ণনা করিবার স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধে নাই। স্থূলতঃ ২।৪ কথা বলিতে পারা যায় মাত্র। কারখানায় থাম ও দানা, উভয় প্রকারেরই লাক্ষা ক্রয় করা হয়। থাম লাখ হইলে তাহাকে প্রথমে গুড়া করিয়া চালিয়া লওয়া হয়। তৎপরে রঞ্জক পদার্থ বাহির করিবার জন্য চূর্ণ গালা ধৌত করা হইয়া থাকে। বড় বড় পাত্রের টবে ১৮—২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবার পর পুনঃ পুনঃ জল দিয়া ও উত্তমরূপে নাড়িয়া চাড়িয়া যতক্ষণ না সাদা জল বাহির হয়, ততক্ষণ ধোয়াই নিয়ম। ১ মণ থামগালার সহিত ৪ ছটাক কাপড়কাচা সোডা মিলাইয়া দিলে দানালাখের সমস্ত রং বাহির হইয়া গিয়া উহা সুন্দর সোণালী বর্ণে দাঁড়ায়। পরে ঐ লাখ শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়,—বড় দানা, ছোট দানা ও ধূলা। দানালাখের সহিত অতঃপর প্রয়োজন মত দুইটি পদার্থ মিশ্রিত করা হয়, হরিতাল ও চিড়-রজন (Pine rasin); শতকরা ২।৩ ভাগ চিড় রজন দিলে রঙ্গের উৎকর্ষ সাধিত হয়; রজন দেওয়ায় লাখ অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপে গলিয়া যায়। শতকরা ১২ ভাগ রজন দেওয়া দোষ বলিয়া ধরা হয় না। কিন্তু তাহার অধিক হইলেই ব্যবসায়ীরা বাট্টা কাটিয়া লয়। সকল প্রকার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত লাক্ষায়ও হরিতাল দেওয়া চলে না—যেমন চোকোলেটের আবরণী গালায়। যাহা হউক, এইপ্রকার গালা-মিশ্রণ প্রস্তুত করিয়া এক বিশেষ রকমের থলে ভর্ত্তি করা হয়। থলেগুলি ২ পর্দ্দা জিনকাপড়ে প্রস্তুত। ১০।১১ গজ লম্বা ও ২০ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত। প্রত্যেকটিতে প্রায় আধমণ লাক্ষামিশ্রণ ধরে। লম্বা লম্বা চাটিতে কাঠের কয়লায় আগুন জ্বালাইয়া তাহার সম্মুখে এই প্রকার থলে ধরিয়া লাক্ষা পাক করা হয়; গালা গলিয়া নিম্নে বিশেষ আধারে অথবা মসৃণ পাতরে পড়িতে থাকে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ পাক দেওয়াতে সমস্ত দ্রবণীয় গালা বাহির হইয়া আইসে। ঠাণ্ডা না হইতে হইতেই বিভিন্ন উপায়ে দ্রব লাক্ষাকে টানিয়া চাদরের আকারে পরিণত করা হয়। ইহাই চাপড়া লাখ (Shellac) ও বাণিজ্যের দ্রব্য। একমণ বিউলি লাখ হইতে আধমণ চাপড়া লাখ পাওয়া যায় এবং উহা প্রস্তুত করিবার খরচ মণপ্রতি প্রায় ১৫৲ টাকা। বিদেশে চালান দিবার জন্য চাপড়া গালা ২ মণ করিয়া বাক্সবন্দী করা হয়।

লাক্ষার ব্যবহার।

বর্ত্তমান জগতে লাক্ষা নানা প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। এতদ্দেশে ইহার ব্যবহার অধিক না হইলেও কতকগুলি কাযে লাক্ষার খুবই চলন আছে। চুড়ি ও খেলনা প্রস্তুতে, কাঠের ও ধাতুর কারুকার্য্যে, রং ও বার্ণিসে, নানাবিধ দ্রব্য জোড়া দিতে ও স্বর্ণকারের কাযে কতক পরিমাণ গালা লাগে। গ্রামোফোন রেকর্ড ও মাইকানাইট প্রস্তুতেও আজকাল দেশমধ্যে নিতান্ত সামান্য পরিমাণ গালা কাটিতেছে না। মার্কিণে বার্ণিস, লিথোগ্রাফ কালি ও বৈদ্যুতিক শিল্পে ব্যবহৃত হইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা ভারত হইতে যায়। যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামের মধ্যে বিমানপোত ও বিস্ফোরক গোলা বার্ণিসে ও গ্রাপনেল্ গোলা ভর্ত্তি করিতে লাক্ষার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। এতদ্ভিন্ন জাহাজের তলায় ইস্পাতের পাতের উপর ও সামুদ্রিক তড়িৎবার্ত্তাবহ রজ্জুতে (cable) আবরণ দিতে লাক্ষার প্রচলন হইয়াছে। অন্যান্য যে সব ছোট বড় শিল্পে লাক্ষা প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান:—মোমের বাতি, রেশমী হাট, নকল চামড়া, আয়না ও চোকোলেট। আমরা পূর্ব্বে যে মোমের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা জুতা পালিশের উৎকৃষ্ট উপাদান।

লাক্ষা-ব্যবসায়।

লাক্ষাকীটজাত রং ও রজনের মধ্যে আজকাল কেবল শেষোক্তটিরই কাম চলে। বিগত তিন বৎসরে (১৯২০-২১, ১৯২১-২২ ও ১৯২২-২৩) যথাক্রমে ৭ কোটি ১৬ লক্ষ ৩০ হাজার ৯ শত ৬৯ টাকা, ৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮ শত ৬৫ টাকা ও ৯ কোটি ২৭ লক্ষ ৯২ হাজার ১ শত ১৩ টাকা মূল্যের লাক্ষারজন রপ্তানী হইয়াছে। পৃথিবীর বাজারে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার হন্দর চাপড়াগালা আইসে; তাহার শতকরা ৯৭ ভাগেরও অধিক ভারতে উৎপাদিত হয়। অবশিষ্টাংশ শ্যাম ও ইন্দোচীন হইতে প্রাপ্ত। মিঃ সি, এস, মিশ্র অনুমান করেন যে, ভারতে গড়ে ১৫ কোটি পাউণ্ড (৮২ পাঃ=১ মণ) থামলাখ জন্মায়; তাহা হইতে ৬ কোটি পাঃ চাপড়ালাখ প্রস্তুত হইতে পারে। কোন বৎসর কি পরিমাণ লাক্ষা উৎপাদিত হইবে, তাহার পূর্ব্বাভাস (forecast) না পাওয়ায় লাক্ষা অতঅনিশ্চিত ব্যবসায় হইবার কারণ। বিগত কয়েক বৎসরে চাপড়ালাখের দামের ২২ হইতে ২ শত ৮০ টাকা পর্য্যন্ত উঠতি-পড়তি হইয়াছে। লণ্ডন অথবা নিউইয়র্কে টি, এন নামক বিশেষ শ্রেণীর লাক্ষার নমুনা দেখিয়া তাহার উপর সকল প্রকার লাক্ষার দর নির্দ্ধারণ করা হয়। টি, এন লাক্ষা ঘোর সোনালি রঙ্গের ও পলাশ হইতে প্রাপ্ত। ভারতের লাক্ষা রপ্তানীর শতকরা ৪২ ভাগ মার্কিণে ও ২৬ ভাগ ইংলণ্ডে যায়; অবশিষ্ট ভাগের খরিদ্দারের মধ্যে জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, জাপান, ইতালী ও অষ্ট্রেলিয়া অন্যতম। রপ্তানীর মালের সামান্য পরিমাণ ব্যতীত সমস্তই কলিকাতা বন্দর দিয়া যায় এবং বিদেশীয় বাজারে টি, এন লাক্ষার কাযই সমধিক।

লণ্ডনের টি, এন লাক্ষা অপেক্ষা নিউ-ইয়র্কের টি, এন লাক্ষার জন্য কিছু উৎকৃষ্ট মাল প্রয়োজন হয়।

বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যার সময় লাক্ষা উৎপাদন সাধারণ চাষীর ও অনেক গ্রাম্য মধ্যবিত্ত লোকের অর্থাভাব মোচনের একটি আংশিক উপায় হইতে পারে। এখন ভারতে যে সকল লোক লাক্ষা সংগ্রহ করিয়া জীবন যাপন করে, তাহাদের সংখ্যা ৮ লক্ষের কম হইবে না। এতদ্ভিন্ন লাক্ষা ব্যবসায়ে সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়, এরূপ লোকের সংখ্যাও ৩ লক্ষ হইবে। কিন্তু লাক্ষা উৎপাদনে ইহাপেক্ষা অনেক বেশী লোকের জীবিকা অর্জ্জনের অবসর আছে। আমরা সেই জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে এই কার্য্যে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি। অন্যান্য কার্য্যের সহিত ইহা অনায়াসে চলিতে পারে; ইহার জন্য স্বতন্ত্র লোকজন রাখা আবশ্যক হয় না। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

(মাসিক বসুমতী)

অর্থই কি পরমার্থ ?

অর্থোপার্জ্জন এবং অর্থচিন্তাই জীবনের আসল লক্ষ্য নহে। কেবল অর্থের সন্ধান করিবার জন্য আমরা জগতে আগমন করি নাই। ঠাকুরমার গল্পের মণিমুক্তার গাছ বা টাকা পয়সার পাহাড় আবিষ্কার করিয়া যথাসাধ্য দুই হস্তে ঐ সকল সামগ্রী আত্মসাৎ করিতে করিতে ভবলীলা সাঙ্গ হইলেই মানবজীবনের শুভ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। বাঁচিবার জন্যই অর্থের প্রয়োজন, নতুবা পুত্র-পৌত্রাদির 'পায়ের উপর পা দিয়া' স্বচ্ছন্দ গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিলে, আত্মজীবনকে উপেক্ষা করিয়া অর্থকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আসন প্রদান করা হয়। পরিমিত আয়ুষ্কাল বাঁচিয়া পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির মত বরং আহার-বিহারের চেষ্টাতে কালাতিপাত করিলে মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা হইল না। মনুষ্য-জীবন যদি ইতর প্রাণিগণের জীবনের অনুরূপই হইত, তাহা হইলে এত বুদ্ধি, এত ভাব, এত চিন্তা, এত শক্তি-সামর্থ্য মানুষের ভিতর থাকিবার কি প্রয়োজন ছিল? ইতর জন্তুদের শক্তি-সামর্থ্য যে পরিমাণ হইলে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ও বংশবৃদ্ধির পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয়, প্রকৃতি দেবী তাহাই তাহাদিগকে দিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত কিছুই পায় নাই। কিন্তু অনন্ত শক্তির আধার মনুষ্যের শক্তি সামর্থ্যও কি সেই একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইলে যথেষ্ট হয়? মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি শুধু হিসাব-পত্রের খাতার ভিতর আবদ্ধ থাকিতে চায় না, তাহার কর্ম্ম ও চিন্তা কেবল অর্থোপার্জ্জনের কৌশল উদ্ভাবনেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, তাহার হৃদয়ের ভাববৃত্তির কেবল সাংসারিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের খুঁটিনাটি লইয়া পরিতুষ্ট থাকিতে চায় না; উহারা যে অনন্ত-মুখে অনন্তপথে প্রধাবিত হইয়া বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইবার প্রবল বাসনা রাখে—উহারা যে মানবকে অনন্ত জ্ঞানের দিকে অসীম প্রেমভক্তি ও সৌন্দর্য্যের দিকে লইয়া গিয়া পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে বিকশিত হইয়া উঠিতে চায়। সেটা ভাবিবে কখন?

(কাজের লোক)

বিবিধ।

তার্পিণের গুণ।

১। যদি গ্রীষ্মের আতিশয্যে বার্নিশ-করা জুতার চাকচিক্য কমিয়া যায়, অথবা বর্ষার কাদায় নষ্ট হয়, তবে অল্প পরিমাণ তার্পিন দ্বারা ঘষিলে উহা পুনরায় উজ্জ্বল হইবে।

২। বস্ত্র হইতে রং ও আলকাতরার দাগ তার্পিন লাগাইলে উঠিয়া যাইবে। কোন স্থান হইতে যদি উঠিতে বিলম্ব হয়, তবে সে স্থানে খানিকটা মেথিলেটেড্ স্পিরিট দিয়া ভাল করিয়া ভিজাইতে হয়।

৩। শ্বেত বস্ত্রে কালীর দাগ লাগিলে তথায় গরম সাবানের জল ও তার্পিন দিলে উহা উঠিয়া যায়। প্রতি তিন সের জলের সহিত চা-চাম্‌চের এক চামচ পরিমাণ তার্পিন মিশাইয়া ঐ জলে যে বস্ত্র পরিষ্কার করিতে হইবে তাহা ডুবাইয়া রাখিয়া কিছুক্ষণ পর নিয়মমত ধৌত করিলে অতি সুন্দররূপে উহা পরিষ্কার ও শুভ্র হয়।

৪। ঘাড়ে বেদনা হইলে তথায় তার্পিণ মালিশ করিলে অনেক সময় ভেক্কির ন্যায় শীঘ্রই বেদনা চলিয়া যায়। কোন স্থান মচ্‌কাইয়া গেলে অল্প পরিমাণ তার্পিন তথায় মালিশ করিলে তথাকার বেদনা অতিশীঘ্র আরাম হয়।

৫। কোন স্থান পুড়িয়া গেলে এবং পোড়া স্থানের চামড়া উঠিয়া না গেলে, তখনই তাহার উপর তার্পিন দিলে বেদনা কমিয়া যায় এবং পোড়া স্থানে আর ফোস্কা পড়ে না।

Varnish for imitating Gilding.

এই বার্নিশের দ্বারা পিতল বা ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত দ্রব্যের উপর গিল্টি করিবার মত উজ্জ্বল বর্ণ উৎপাদিত হইবে। এইরূপ বার্নিশ প্রস্তুত করিবার মশলা:—

Gam-lac	...	80 grs.
Dragon's blood		20 ,,
Turmeric	...	5 ,,
Alcohol	...	যতটুকু আবশ্যক।

ধাতুদ্রব্যটাকে পরিষ্কার করিয়া একখণ্ড স্পঞ্জের দ্বারা বেশ করিয়া এই বার্নিশ, তাহার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিবে এবং তৎক্ষণাৎ কাঠের কয়লার আগুনের মৃদুতাপে উত্তপ্ত করিতে দিবে। প্রথমে জিনিষের বর্ণ অতি মলিন দেখাইবে বটে, কিন্তু শীঘ্র শীতল হইলে উজ্জ্বল বর্ণ ফুটিয়া উঠিবে। বার্নিশটাকে খুব যত্ন করিয়া শিশির মধ্যে উত্তমরূপে কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে এবং আবশ্যকমত এইরূপ ভাবে ব্যবহার করিবে।

(কাজের লোক)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৬শ বর্ষ।] ২৫শে ভাদ্র, ১৩৩১ সাল। ইং ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ সাল। [৫ম খণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিননাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

৩২। সাত্ত্বিক জ্ঞান।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং
ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং
বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ।১৮।২০॥

যেন বিভক্তেষু সর্ব্বভূতেষু এবং অবিভক্তং অব্যয়ং ভাবং ঈক্ষতে তৎ সাত্ত্বিকং জ্ঞানং বিদ্ধি।

নানাপ্রকার বিভক্ত ভূতে অর্থাৎ বহুধা সৃষ্টতে যে জ্ঞান এক অব্যয়কে লক্ষ্য করে, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান।

একটী সূতা পাঁচ খেয়ে হাতি, ঘোড়া, ফুল, পাখি, মনুষ্যাদি অবয়ব প্রস্তুত হইলে যে জ্ঞান ঐ অবয়বগুলিকে লক্ষ্য না করিয়া সূতাকেই মাত্র লক্ষ্য করে, সেই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। সেইরূপ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ যাবতীয় পদার্থ ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত। যে জ্ঞান সেই ব্রহ্মসূত্রকে লক্ষ্য করে, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান।

The reason that finds out the unchargeable Unitory substance in all different manifested things is the Constructive Rationale or Rationality. It is the generalising power.

৩৩। সাত্ত্বিক ত্যাগ।

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং
ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ
সাত্ত্বিকো মতঃ ।১৮।৯॥

অর্জ্জুন সঙ্গং ফলং এব ত্যক্ত্বা কার্য্যং ইতি এব (জ্ঞানেন) যৎ নিয়তং (নিত্যং) কর্ম্ম ক্রিয়তে সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ।

আসক্তিহীন হইয়া ফলে লক্ষ্য না করিয়া করণীয় বলিয়া যে নিত্য কর্ম্ম করা হয় তাহাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে।

That resignation is Constructive which performs the daily duties with no attachment and without craving for the result.

Here resignation means retirement from ceremonies either religious, political, commercial or social.

৩৪। সাত্ত্বিক সুখ।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামে-
ঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্ত-
মাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ।১৮।৩৭॥

যৎ তৎ অগ্রে বিষমিব (দুখাত্মকং) পরিণামে অমৃতোপমং আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ (নির্ম্মল আত্মবুদ্ধিবৃদ্ধিকারকং) তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং।

প্রথমে অভ্যাসকালে দুঃখপ্রদ এবং পরিণামে অভ্যস্থ হইলে আনন্দপ্রদ ও নির্ম্মল আত্মবুদ্ধিবৃদ্ধিকারী যে সুখ, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ। যথা বিদ্যাজ সুখ প্রথম অভ্যাসকালে দুঃখ, অভ্যস্থ হইলে আনন্দ ও আত্মবুদ্ধির নির্ম্মলতাকারী।

The enjoyment which being cultured first with difficulty soothes the mind at the end and sharpens the intellect, is the Constructive happiness.

রাজসিক—The Reproductive.

৩৫। রাজসিক ক্ষেত্র।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভ
কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা

রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে

ভরতর্ষভ ।১৪।১২॥

(ভরতর্ষভঃ লোভঃ (সততঃ দ্রব্যগ্রহণাভিলাষঃ) প্রবৃত্তি কর্ম্মণাং আরম্ভঃ (উদ্যমঃ) অসমঃ (অন্তরিন্দ্রিয়ানাং নিগ্রহ অসমর্থঃ) স্পৃহা (বিষয় তৃষ্ণা) এতানি রজসি বিবৃদ্ধে (রাজসিক ক্ষেত্রে) জায়ন্তে।

লোভ (সতত আহরণের চেষ্টা) প্রবৃত্তি (বৃত্তির প্রকাশ) কর্ম্মোদ্দেশে কর্ম্মকরণের ব্যগ্রতা ও বিষয়াকাঙ্ক্ষা সতত রাজসিক ক্ষেত্রে বর্ত্তমান থাকে।

The reproductive physique is greedy, active, energetic, impatient and eager.

৩৬।

রাজসিক কর্ত্তা।

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো

হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।

হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ

পরিকীর্ত্তিতঃ।১৮।২৭॥

রাগী (কামুকঃ। ইতি বিশ্বঃ) কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী) লুব্ধঃ (লম্পট ইতি শব্দরত্নাবলিঃ) হিংসাত্মকঃ অশুচিঃ হর্ষশোকান্বিতঃ (ক্ষণে হৃষ্ট ক্ষণে ক্ষুব্ধঃ) কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

রাজসিক কর্ত্তা কামুক কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী লম্পট হিংস্রক অশুচি (অর্থাৎ নোংরা) এবং ক্ষণে হৃষ্ট ও ক্ষণে ক্ষুব্ধ হয়।

The reproductive egotism is passionate, eager for the result, licentious, malicious, unclean and now merry and then melancolic.

৩৭।

রাজসিক কর্ম্ম।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম

সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।

ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজস-

মুদাহৃতম্।১৮।২৪॥

যত্তু কর্ম্ম কামেপ্সুনা (সকামেন) বা সাহঙ্কারেণ (দম্ভেন) পুনঃ বহুলায়াসং (অতি ক্লেশযুক্তং) ক্রিয়তে তৎ রাজসং উদাহৃতং।

সকাম দম্ভযুক্ত এবং অতি ক্লেশপ্রদ কর্ম্মকে রাজসিক বলে।

Ambitions, proud and painful achievements are the reproductive works.

৩৮।

রাজসিক আহার।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণ-

রুক্ষবিদাহিনঃ।

আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখ-

শোকাময়প্রদাঃ।১৭।৯॥

কটু, অম্ল, লবণ, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ (মাদক দ্রব্যাদি), রুক্ষ (বায়ু বর্দ্ধকঃ), বিদাহিনঃ (পিত্ত বর্দ্ধকাঃ), দুঃখঞ্চ শোকঞ্চ আময়ং (রোগং) চ প্রদাঃ আহারাঃ রাজসস্য (রাজসিক ক্ষেত্রস্য) ইষ্টা।

ঝাল, টক, লবণ, অত্যন্ত গরম, বিষ ও মাদক, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তকারী এবং দুঃখ শোক ও রোগকারী আহার সকল রাজসিক ক্ষেত্রের প্রিয়।

Pungent, acid, salty, hot, poisonous (intoxicating substances) dry and bilious diets causing uneasiness, melancholia and disorders are the reproductive meals.

(ক্রমশঃ।)

গঙ্গার মোহানা।

বহু দিবস পূর্ব্বে টিহরি গড়ওয়াল রাজ্যে অবস্থানকালে জাহ্নবীর জন্মস্থান দেখিয়াছিলাম। যদিও গঙ্গার উৎপত্তি ঠিক কোন্ স্থানে, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে এবং হিমালয়ের পরপারে মানস সরোবরের সন্নিকটস্থ উচ্চ ভূভাগ এসিয়াখণ্ডের অনেক বড় নদী — গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, ইয়াংসিকিয়াং প্রভৃতির প্রকৃত উৎপত্তিস্থল বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত নির্দ্দেশ করেন, তথাপি গঙ্গোত্রী এবং তাহার উচ্চতর প্রদেশস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত ও ঝরণাগুলি যে গঙ্গার প্রথম নদীরূপ পরিগ্রহ করায় সহায়তা করিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, যখন জাহ্নবীর বাল্যক্রীড়ার স্থান দর্শন করিয়াছিলাম, তখন মনে করি নাই যে, কোন দিন তাহার নদীজীবনের শেষ লীলা অর্থাৎ সমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইবার ক্ষেত্রও দেখিবার অবসর হইবে। কিছু দিবস পূর্ব্বে কার্য্য উপলক্ষে কিন্তু এইরূপ সুযোগ ঘটিয়াছিল। গঙ্গার মোহানায় আমরা প্রায় দুই মাস কাল কাটাইয়াছিলাম। পৃথিবীর অন্যান্য নদ-নদীর সাগর সঙ্গমের দৃশ্য অপেক্ষা গঙ্গার মোহানার দৃশ্য যে কোন অংশে হীন নহে, তাহা সকল দর্শকই স্বীকার করিবেন।

কত নূতন ও পুরাতন, জনকোলাহলমুখর ও নীরব নগরপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া, উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের পাদদেশ হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিশাল প্রান্তরে বারিসেচন করিয়া, গঙ্গা কলিকাতা হইতে কিয়দ্দূর দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে গিয়া পরে একেবারে দক্ষিণমুখী হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। কলিকাতার নিম্নে দক্ষিণ-পশ্চিমগামী স্রোতাংশ পর্য্যন্ত ভাগীরথী কবির কথায় "সেই চির কলতান উদার গঙ্গা।" কিন্তু যেখান হইতে দক্ষিণদিকে বাঁক আরম্ভ হইয়াছে, সেইখান হইতেই গঙ্গার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ডায়মণ্ডহারবারের নিকটেই জলরাশি সুদূরপ্রসারিত ও দ্রুতগামী; কিন্তু ৬ মাইল দূরবর্ত্তী কুলপী নামক স্থানে জাহ্নবীকে দেখিলে আর সেই প্রান্তরপ্রদেশের জাহ্নবী বলিয়া বোধ হয় না। আরও কিছু নিম্নে অর্থাৎ কলিকাতা হইতে প্রায় ৬৯ মাইল দূরবর্ত্তী (নাবিকের হিসাবে) খেজরিতে গঙ্গা বাস্তবিকই সমুদ্রের খাঁড়ি (estuary) । এই স্থানে

ইহার বিস্তৃতি প্রায় ৫ মাইল। খেজরিতে একটি বাতিঘর (Light House) আছে। এই স্থান হইতে মেঘহীন রাত্রিতে পরপারে সাগরদ্বীপের বাতিঘর দেখিতে পাওয়া যায়। সাগর-বাতিঘর কলিকাতা হইতে ৮১ মাইল দূরে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে নিম্নগামী গঙ্গা এক দিকে ২৪ পরগণা ও অন্য দিকে হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জিলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। খেজরি হইতে ৫ মাইল দূরে মোহানার পশ্চিম তীরে আমাদের কার্য্যস্থল ছিল।

ঠিক "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" না হইলেও তাহার মাত্র দুই একদিন পূর্ব্বে আমরা উক্ত স্থলে উপস্থিত হই। সুতরাং স্নিগ্ধ বর্ষায় প্রকৃতির নব শ্যামলমূর্ত্তি আমাদিগের নয়নগোচর হইবারই কথা। কিন্তু তরুলতার নবীন পল্লব, যাহা বর্ষার মনোমোহনকারিণী রূপের প্রধান উপাদান, তাহার এখানে তেমন প্রাচুর্য্য নাই। যে স্থানের কথা বলিতেছি, তাহা বাঁধের বাহিরে। বলা দরকার যে, এ সমস্ত স্থানে যাহাতে নদীর জল দেশমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য নদীকূল হইতে কিয়দ্দূরে উচ্চ, সুদৃঢ় বাঁধ দেওয়া আছে। নদীর গতি ও স্রোতের প্রাবল্য হিসাবে বাঁধের বাহিরের জমী কোথাও সুদূর বিস্তৃত এবং কোথাও বা সঙ্কীর্ণ। সাধারণতঃ এ স্থলে জমী অর্দ্ধ মাইল হইতে দেড় মাইল বিস্তীর্ণ। লোকালয় ও চাষের জমি সমস্ত বাঁধের পরপারে। মোহানার তীরবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে ধীবর, পোদজাতি ভিন্ন অন্য কাহারও স্থায়ী বসতি নাই বলিলেই চলে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, খেজরির নিকট গঙ্গা প্রায় ১৫ মাইল প্রশস্ত। বস্তুতঃ এই স্থানে ও ইহার নিম্নে নদীর তীরে দাঁড়াইয়া অপর পার আর দেখা যায় না। আকাশরেখা জলের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। পরপারে যে সুন্দর বন আছে, তাহা কেবল নদীস্রোতোবাহিত সুন্দরবনের বিশিষ্ট উদ্ভিদাদির কাণ্ড ও ফল দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। জলের ধারে দাঁড়াইয়া তটভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অনেক স্থলে কিছুই দেখা যায় না। সম্মুখেই শ্রেণীবদ্ধ বালি-আড়ি দৃষ্টিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নদী তরঙ্গ-উৎক্ষিপ্ত বালুরাশি বায়ু দ্বারা চালিত ও স্তূপীকৃত হইয়া এই সমুদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকা-পর্ব্বতের সৃষ্টি হইয়াছে। সাগরসঙ্গমের নিকট হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত গঙ্গার পশ্চিম তীরে বালি-আড়ি নদীস্রোতের অভিন্ন সহচর। বালি আড়ি প্রায়ই নগ্ন—ইহাতে কেবলমাত্র দুই প্রকারের লতা জন্মিতে দেখা যায়। উভয়ই সুদীর্ঘ, ২৫.৩০ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। জীবজন্তুর মধ্যে ২৫ মৎস্য বা কাঁকড়া এই সমুদায় বালুকাস্তূপে বাস করে। যে স্থলে বালি অপেক্ষাকৃত পুরাতন ও অনেকটা দৃঢ় হইয়াছে, সেখানে ইহার পশ্চাদ্দিকে সরীসৃপাদিও আশ্রয় গ্রহণ করে। বালিআড়ি উত্তীর্ণ হইয়া দেশমধ্যে গমন করিতে গেলে প্রথমেই অল্প-বিস্তর নিম্ন নালার ন্যায় জমী এবং তৎপরেই কাঁটার বেড়া। এই বেড়া স্বাভাবিক এবং বালি আড়ির সহিত সমান্তরালভাবে চলিয়া গিয়াছে, তবে ইহা নিরবচ্ছিন্ন নহে। বেড়ার গাছগুলির মধ্যে শ্বেত বরুণ, পাতবকুচি, কাঁটাগুড়কামাই, থাম আলু, কাদাতোদালে, বনজাম, নাটাকরঞ্জ, সেওড়া প্রভৃতি অন্যতম। উত্তর-পশ্চিমদিক হইতে প্রবাহিত ঝটিকাবর্ত্তের এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রবল মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে গাছগুলি অনুচ্চ, বক্র ও পরস্পরের সহিত অল্পবিস্তর জড়িত হইয়া গিয়াছে। এরূপ ভাবে না থাকিলেও তাহাদের প্রাণধারণ করা দুষ্কর হইত। এই বেড়া অতিক্রম করিলেই বিস্তৃত অনুর্ব্বর জমী। মাঝে মাঝে কেবল দুইচারি জাতীয় গাছের ঝোপ-ঝাপ আছে।

আলি-আড়ির নিকটবর্ত্তী মৃত্তিকা স্বভাবতঃই বালুময়। ক্রমশঃ যতই বাঁধের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই মাটীতে কর্দ্দমের অংশ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঁধ সন্নিহিত অংশের মাটীও ঠিক যেন দোয়াশ নয়, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বালুকাযুক্ত। সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, এরূপ মৃত্তিকায় সাধারণ আয়কর বৃক্ষাদি বড় সুবিধামত জন্মিতে পারে না। বাস্তবিকও তাহাই দেখা যায়। বৃক্ষ অথবা গুল্মশ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে এ স্থলে প্রাধান্য—কাঁটাবাঁশ, কেয়া, উলু, নল ও হিজলী বাদামের। হিজলী বাদামের অদ্ভুতাকৃতি নবাঙ্কুর প্রথম বারিপাতের পর প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় এবং বক্রকায়, অনিয়মিতাকারে শাখা-প্রশাখাবিস্তারী হিজলী বাদামের গাছ এ স্থলে চারিদিকেই দৃষ্ট হয়। কেয়াফুলের সৌরভে জন-বিরল নদীসৈকত সুরভিত হইয়া উঠে; কিন্তু ফুলগুলিকে কাহাকেও সদ্ব্যবহার করিতে দেখি নাই।

বনজ তরুলতাদির অবস্থা এইরূপ। কৃষির অবস্থা বলিতে গেলে প্রথমেই এই কথা বলিতে হয় যে, সকল স্থানের মৃত্তিকা চাষের উপযুক্ত নহে। জলসেচনের কোন ব্যবস্থা নাই। পুষ্করিণী প্রভৃতিরও বিশেষ অসদ্ভাব। যে সমস্ত জলাশয় প্রায় ভরাট হইয়া অগভীর জলায় পরিবর্তিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ে এক প্রকার বন্য ধান হয়। অভাবের সময় গরীব লোকেরা ইহা সংগ্রহ করে। বালুর স্তর অনেক স্থলে গভীর বলিয়া জলসংরক্ষণের বিশেষ অন্তরায় হয়। যে সকল জমীতে কর্দ্দমের অংশ কিছু অধিক, সেরূপ স্থানে কোথাও কোথাও ধান, তিল, থাম আলু ও শণ চাষ হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহার পরিমাণ অতি সামান্য। এইরূপ চর জমীতে তরমুজের ফলন খুব ভালই হইয়া থাকে এবং তরমুজ আকারেও বেশ বড় হয়। বনে জঙ্গলে এক প্রকার মেটে আলু পাওয়া যায়। তাহা পোদরা সংগ্রহ করে এবং নিজেদের প্রয়োজন মত রাখিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আনে।

মনুষ্যের বসতি বিরল বলিয়া এখানে পশুপক্ষীদিগকে নিঃশঙ্কে বিচরণ করিতে দেখা যায়। বর্ষার আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে বক ও বগলা আসিতে থাকে। নীলকণ্ঠ, মাছরাঙ্গা, চকোর প্রভৃতিও বিরল নহে। শালিক পাখী, দাঁড়কাক ও এক প্রকার বড় জাতীয় ঘুঘু প্রায়ই আমাদিগের বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। ধূসর বর্ণের খরগোস, সজারু, শেয়াল, খেঁক-শেয়ালী ইত্যাদি অল্পবিস্তর দেখা যায়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বালি-ঝাড়ির উপর বসিয়া এক দিকে যেমন সূর্য্য অস্ত যাওয়ার মহিমময় দৃশ্য দেখা যায়, অন্য দিকে তেমনই একটি আশ্চর্য্য জিনিষ নয়নগোচর হয়। দেখা যায়, বালি ঝাড়ির পশ্চাতে এক ঝোপ হইতে তীরবেগে কৃষ্ণপিণ্ডবৎ কোন পদার্থ বহির্গত হইয়া অন্য ঝোপে প্রবেশ করিল— ইহা বন্য শূকর। এ স্থলে ইহার সংখ্যা নিতান্ত কম নহে এবং ইহাদের ভয়ে লোক রাত্রিতে লাঠি অথবা সড়কি লইয়া যাতায়াত করে। হিংস্র জন্তুর মধ্যে আমরা কেবল দুই এক-বার বাঘ, ও গো-বাঘা দেখিয়াছি। এই সকল স্থানে চারণের জন্য অনেক গরু ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহারা হিংস্র জন্তু দ্বারা প্রায়ই আক্রান্ত হয় না দেখিয়া বুঝা যায় যে, শ্বাপদের প্রাদুর্ভাব এখানে ততটা নাই। অন্য দিকে কীটের উপদ্রব অত্যন্ত অধিক। সন্ধ্যার পর আলো জ্বালাইলেই নানা-প্রকার কীটপতঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখিতে দেখিতে আলোর চতুর্দ্দিকে একটি ছোটখাট কীটস্তূপ জমিয়া যায়। নানা প্রকারের কীট দেখা যায়; সবগুলিই যে নিরীহ, তাহা নহে। কাহারও স্পর্শে বড় বড় ফোস্কা হইয়া যায়; কাহারও দাঁড়া ভীষণাকৃতি ও ক্ষত উৎপাদনক্ষম; আবার কাহারও কর্কশ রবে কানে তালা লাগিয়া যায়। অপ্রত্যাশিত আগন্তুকের অভাব নাই। কখনও ভীতিজনক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালন করিয়া ৮।১০ ইঞ্চ চওড়া কাঁকড়া আসিয়া উপস্থিত এবং কখনও কীটস্তূপের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া সর্পও প্রবেশো-ন্মুখ। সুখের বিষয় যে, বিষধর সর্প অতি অল্প মাত্রায় দেখা যায়। অধিকাংশ সাপই বোড়াজাতীয়। জনপ্রবাদ আছে যে, বালি-ঝাড়িতে বড় বড় অজগর সর্প থাকে। তাহা কিন্তু আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই।

গঙ্গার মোহানার তীরবর্ত্তী অধিকাংশ জমীই নূতন চর—পুরাতন হইলেও অধিক দিনের নহে। কিন্তু বাঁধের বাহিরে সকল স্থানই যে নূতন, তাহা বলা যায় না। বিশে-ষতঃ মেদিনগর নামক একটি স্থল সম্বন্ধে ইহা আদৌ প্রযোজ্য নহে। এই স্থানে বড় বড় অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়; একটি বিস্তীর্ণ জলাশয়ও এই স্থানে আছে। আজকাল উহা জলায় পরি-ণত হইয়া গেলেও এক সময় উহা যে প্রকাণ্ড দিঘী ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার পূর্ব্ব পাড়ে একটি জরাজীর্ণ শিবমন্দির এখনও বর্ত্তমান। অনেক স্থলে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে ছোট ছোট ইট পাওয়া গিয়াছে। যে সকল ধ্বংসা-বশেষ মৃত্তিকার উপরেই অথবা সামান্য নীচে দেখা যায়, সেগুলি গৃহাদির উপরি-তন অংশ বলিয়াই বোধ হয়। ভিত্তি আমরা প্রায়ই দেখি নাই। তাহাতে অনু-মান করিতে পারা যায় যে, পলি পড়িয়া অট্টালিকাদি ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। ইতিহাসে ইহা অবগত হওয়া যায় যে, রাজা নন্দকুমারের সময় অর্থাৎ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পা-নীর দেওয়ানী আমলে হিজলি (বর্ত্তমান-কাঁথি) লবণ প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র ছিল ও এতদঞ্চলের অবস্থা যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী ছিল। ইহাও জানা যায় যে, ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্র হইতে ঝটিকাবর্ত্তের সহিত এক-বার বালুকাময় ভীষণ উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া গঙ্গার মোহানার পশ্চিম তীরবর্ত্তী কয়েকটি জনপদ একবারেই বিলুপ্ত করিয়া দেয়। তাহার পর হইতে এই স্থানে আর কেহ বাস করে না। ইহা বনজঙ্গলপরিপূর্ণ ভয়াবহ স্থানই ছিল—মানুষের মধ্যে কেবল ডাকাইতের দলই এখানে বাস করিত। পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকাপ্রোথিত ধ্বংসাবশেষগুলি উক্ত ঝটিকার দ্বারা বিধ্বস্ত গ্রামসমূহের চিহ্ন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান না হইলে কিছুই ঠিক বলা যায় না।

যদি ইহা ঠিক হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলায় আরব্ধ সাগরসঙ্গমের ঘটনা-বলী রসুলপুর নদীর মোহানার নিকট অভিনীত হইয়াছিল, তাহা হইলে সে স্থল আমাদিগের বর্ণিত ভূখণ্ড হইতে অধিক দূরে নহে; এবং তাহার প্রাকৃতিক লক্ষ-ণাদিও একরূপ। সময় সময় গভীর রাত্রিতে, ঘনঘোর অন্ধকারে, অবিশ্রান্ত বারিপাত, উন্মত্ত বায়ুর গর্জ্জন ও সমুদ্রবক্ষ হইতে বাহিত অশ্রুতপূর্ব্ব রহস্যময় শব্দাদির ভিতর নবকুমারের কথা মনে পড়িয়াছে। স্বকীয় আসন্ন বিপদ অর্থাৎ তাঁবু পড়িয়া যাও-য়ার ভয় উক্ত চিন্তাকে আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের কুলী, মজুর ও অন্যান্য অনুচরবর্গ থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত দুর্ঘটনায় পড়িয়া আমরা বিশেষরূপ জানি যে, এরূপ রাত্রিতে তাঁবুর আশ্রয় ত্যাগ করিতে হইলে কি অভাবনীয় বিপদে পড়িতে হয়। সে হিসাবে নবকুমার ত এক রকম নিঃসহায় ছিলেন। বস্তুতঃ এ স্থলে প্রবল বায়ু অধিকাংশ সময় বহিতে থাকে। তৎ-সঙ্গে বৃষ্টি থাকিলে বরং ভাল; তাহা না হইলে বায়ুর সহিত এত সূক্ষ্ম বালুকণা উড়িয়া আইসে যে, পর্দ্দা না থাকিলে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই গৃহমধ্যে একটি পাতলা বালুকাস্তর জমিয়া যায়। বালু এবং বায়ুর অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার জন্যই, বোধ হয়, এতদঞ্চলের লোকেরা ঘরগুলি খুব নীচু করিয়া তৈয়ারী করে।

গঙ্গাকে পুণ্যতোয়া বলিবার অনেক কারণ

আছে ; তন্মধ্যে প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই যে, হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান এসিয়ার অন্যতম মহানগরী কলিকাতা পর্য্যন্ত বিপুল ভূভাগ জাহ্নবীবারিসিক্তিত হইয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী অপরিমেয় শস্যরাশি উৎপাদন করিয়া যেরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে, সেরূপ দৃষ্টান্ত অন্যত্র বিরল। আমরা বঙ্গবাসী গঙ্গার নিকট বিশেষরূপে ঋণী। কারণ, নিম্নবঙ্গের অনেক স্থানই জাহ্নবীর স্রোতে বাহিত পলিমাটী দ্বারা গঠিত। প্রতি বৎসর কোটি কোটি মণ বালুকা ও মৃত্তিকা শত শত ক্রোশ দূর হইতে গঙ্গাপ্রবাহ দ্বারা চালিত হইয়া আসিয়া গঙ্গার ব-দ্বীপ প্রস্তুত করিতেছে। রাজ মহলের নিকট হইতেই জাহ্নবী ক্রমশঃ বহু ধারায় বিভক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই স্থানের অনতিদূর হইতেই ব-দ্বীপের সূচনা। সাগরসঙ্গমের নিকট গঙ্গার সে শান্ত প্রকৃতি না থাকিলেও এবং প্রবল তরঙ্গে কূল ভাঙ্গিয়া গেলেও তাহার পরিবর্ত্তে আবার নূতন চরের সৃষ্টি হইতেছে। ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক লোক চরে বসবাস করিতেছে এবং ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, অদূর ভবিষ্যতে গঙ্গার মোহানার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ জন-বহুল হইয়া পড়িবে।

শ্রী নিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

(মাসিক বসুমতী)

আবাহন।

(১)

এস মা এস মা দুর্গে দুঃখ-নিশা কর ভোর,
হাহাকারে পূর্ণ বঙ্গ, কাঁদিছে সন্তান তোর।
বিভীষিকা চারিদিকে সশঙ্কিত সবে হায়,
দুর্ভিক্ষ-করালগ্রাসে বঙ্গ বুঝি লয় পায়।

(২)

এত কিসে অপরাধী হইল সকলে তোর,
দুঃখের উপরে ভাই চাপাতেছ দুঃখ ঘোর?
জগন্মাতা বঙ্গে তুমি দুর্ব্বল সন্তান বলি,
চাহনাকি মুখপানে তুমিও ঘৃণার কালি?

(৩)

গোলামী খবনা করি উদাসহীনতা বলে,
তাই কি মা মুখপানে না চাহিস মুখ তুলে।
দশভুজে দশকার্য্য অসুরনাশিনী মূর্ত্তি—
হেরিয়াও শিখিলনা মানুষিক কোন শক্তি?

(৪)

এই অভিমানে বুঝি হেরিবি না মুখ তারা,
ক্রোধে কি এ বঙ্গভূমি করিবি শ্মশান পারা?
মা! মা! দুঃখহরা, সম্বর সম্বর ক্রোধ —
আত্মশক্তি মাতৃশক্তি নাহিক মোদের বোধ।

(৫)

দেহ মা চরণ ছায়া, দেহ মা হৃদয়ে বল,
শক্তি তুমি, মাতা তুমি অবোধ সন্তান দল,
আশীর্ব্বাদ কর শিরে উদ্যোগী যেন মা হই—
লোকের কল্যাণে যেন ক্ষুদ্র প্রাণ দিয়ে রই।

(৬)

শোন ঘোর হাহাকার কারো ঘরে অন্ন নাই,
লোলজিহ্বা আপামর সকলেরই খাই খাই,
অনুর্ব্বর বসুন্ধরা কেননা হইবে তারা—
গোলামীই সারবস্তু ভাবিয়া রেখেছে যারা।

(৭)

অবোধ সন্তান হয়, অবোধ মাতা কি হয়?
চাহ গো মা মুখ তুলি দেহ সবে পদাশ্রয়।
বিপদে সম্পদে বঙ্গ জানেনা মা তোমা বই,
বিপদে পড়িয়ে তাই ডাকে তোমা ব্রহ্মময়ী।

(৮)

অভিমান ত্যজ মাতা অবোধে সুমতি দাও।
মুমূর্ষু সন্তানে সবে ক্রোড়েতে তুলিয়া লও—
ধমনীতে মাতৃশক্তি এখনি ছুটিবে পুন।
জীবিত হইবে সবে হেন মনে লয় যেন।

খুড়ার কাণ্ড।

১

বিপিন মিত্তিরের ছেলে অনুকূল মিত্তির দুইটা পাশ করিয়া যখন দেশে আসিয়া বসিল, তখন গ্রামের অনেকেই আশা করিল, এই দুইটা পাশ করা যুবকটির দ্বারা দেশের এত উন্নতি সাধিত হইবে, যেরূপ উন্নতি কেহ কখন আশা করে নাই। এই আশাতীত উন্নতি দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় গ্রামের লোক যখন উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল, তখন বুড়া নবীন চৌধুরী তাহাদের আকাঙ্ক্ষা-ব্যাকুল চিত্তকে সহসা নৈরাশ্য-সাগরে নিমগ্ন করিয়া দিয়া প্রচার করিলেন যে, অনুকূল মিত্তিরের দিকে চাহিয়া তাহারা যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছে, তাহা অলীক অশ্বডিম্ববৎ কখনও কাহারও প্রত্যক্ষীভূত হইবে না, ইহা চৌধুরী মহাশয় শপথপূর্ব্বক বলিতে পারেন।

চৌধুরী মহাশয় অকারণ এরূপ শপথ-বাণী প্রচার করেন নাই। অনুকূল মিত্তিরের বিদ্যাবত্তার খ্যাতিশ্রবণে এক দিন তিনি কয়েকখানা জটিল দলীল ও মোকদ্দমার কাগজপত্র লইয়া অনুকূলের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেগুলা বুঝাইয়া দিবার জন্য অনুকূলকে অনুরোধ করিলেন। অনুকূল সে সকল দলীল বা মোকদ্দমার কাগজের মর্ম্ম চৌধুরী মহাশয়কে বুঝাইয়া দিতে ত পারিলই না, অধিকন্তু সে মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি বিবাদ-বিসংবাদের বিরুদ্ধে এমন সকল তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিল, যাহা শুনিয়া মামলাবাজ চৌধুরী মহাশয় হাস্যসংবরণে অসমর্থ হইলেন। হরি হরি, লোকে এই ছেলের বিদ্যার বড়াই করে! তুচ্ছ একটা দলীল, সামান্য মুন্সেফের এমন সোজা রায় বুঝাইয়া দিতে পারে না; ইহার উপর মামলা-মোকদ্দমা যার-পর-নাই নিন্দিত কার্য্য বলিয়া বিজ্ঞতা দেখাইতে চায়? মামলা করিয়া চৌধুরী মহাশয় মাথার চুল পাকাইলেন, এবং এই মামলার জোরে প্রায় অর্দ্ধেক জমী নিকর করিয়া লইলেন; তাঁহাকে আজ কি না এই বাইশ বছরের ছোকরা মামলা-মোকদ্দমা গর্হিত কায বলিয়া বুঝাইয়া দিতে সাহসী হয়? মূর্খ—মূর্খ, গণ্ডমূর্খ! ইহার বিদ্যাশিক্ষা মিথ্যা, পাশ মিথ্যা, পাশের গৌরব মিথ্যা। বিনোদ মিত্তির ভাইপোকে পাশ করাইবার জন্য এত টাকা খরচ করিয়া টাকাগুলা জলে ফেলিয়া দিয়াছে।

চৌধুরী মহাশয়ের মন্তব্যশ্রবণে লোকে যার-পর-নাই বিস্ময় অনুভব করিল, অথচ এই প্রবীণ লোকটির কথায় সহসা অবিশ্বাস করিতেও পারিল না। যাহারা গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সার্টিফিকেটের দোহাই দিয়া অবিশ্বাস প্রকাশ করিল, চৌধুরী মহাশয় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, ঘুষ দিলে এমন দুই পাঁচ শত সার্টিফিকেট তিনি আনিয়া দিতে পারেন।

ঘুষ দিলে পাশের সার্টিফিকেট পাওয়া যায় কি না, সে সম্বন্ধে কাহারও কাহারও সন্দেহ থাকিলেও অনুকূলের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ উপস্থিত হইল। কেন না, চৌধুরী মহাশয় ছাড়া অধ্যাপক রামধন শিরোমণিও মতপ্রকাশ করিলেন যে, অনুকূল মিত্তিরের মত মূর্খ চরাচরে আর একটিও নাই; তাহার কিছুমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলে সে কি শাস্ত্র বাক্যের উপর কথা কহিতে পারে?

বাস্তবিকই অনুকূল শাস্ত্রবাক্যের উপর নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়া মূর্খতার পরিচয় দিয়াছিল। গোপাল ঘোষ দুই বৎসর কাল ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া হঠাৎ এক দিন মারা গেল, তাহার বিধবা স্ত্রী স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য যখন স্বজাতিদের দ্বারে কাঁদিয়া পড়িল, তখন স্বজাতিরা বিনাপ্রায়শ্চিত্তে গোপাল ঘোষের শব স্পর্শ করিতে সাহসী হইল না। কেন না, অনেক দিন আগে গোপাল ঘোষ নবীন চৌধুরীর অনাথা ভ্রাতৃবধূকে স্বগৃহে স্থানদান করিয়াছিল। ভ্রাতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃবধূ সম্পত্তির অংশ পাইবার দাবী করিলে নবীন চৌধুরী তাহাকে কুলটা অপবাদ দিয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। গোপাল ঘোষ সেই অনাথা রমণীকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়া সে যাহাতে স্বীয় ন্যায্য অংশ প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই, এবং সেই বিধবাও অগত্যা কলিকাতায় গিয়া এক ভদ্র কায়স্থের গৃহে পাচিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সে চলিয়া গেলেও গোপাল ঘোষের উপর কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের রাগ যায় নাই; তিনি মামলা-মোকদ্দমা করিয়া গোপাল ঘোষের যে দুই চারি বিঘা জমী ছিল, তাহা আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতেও তাঁহার ক্রোধের উপশম হয় নাই। সেই রাগের বশে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণ চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি এক্ষণে মত প্রকাশ করিলেন যে, কুলটার সংস্রবে গোপাল ঘোষ পতিত হইয়াছে; সুতরাং যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত না করিলে কেহ তাহার শব স্পর্শ করিতে পারিবে না।

তখন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জানিবার জন্য সকলে রামধন শিরোমণির শরণাপন্ন হইল। শিরোমণি মহাশয় পুঁথি ঘাটিয়া, শাস্ত্রীয় বচনের আবৃত্তি করিয়া প্রায়শ্চিত্তের যে ব্যবস্থা দিলেন, গোপাল ঘোষের ঘটী বাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলেও প্রায়শ্চিত্তের কড়ির সঙ্কুলান হইবে না। অগত্যা গোপাল ঘোষের বিধবা পত্নী উঠানের ধূলায় পড়িয়া করুণ আর্ত্তনাদে প্রতিবেশীদের দয়া আকর্ষণ করিতে চেষ্টিত হইল। প্রতিবেশীরা তাহার এই নিস্ফল চীৎকারে বিরক্ত হইয়া স্ব স্ব গৃহ অর্গলবদ্ধ করিল।

বিধবার কান্না শুনিয়া অনুকূল তথায় উপস্থিত হইল, এবং শাস্ত্রবাক্য না মানিয়া, খুড়া বিনোদ মিত্তিরের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া, পাড়ার জনকয়েক ছোঁড়াকে লইয়া গোপাল ঘোষের দাহকার্য্য সম্পন্ন করিল। তাহার এই শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্যে সমাজ গর্জ্জিয়া উঠিল, গ্রামের লোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল, শিরোমণি মহাশয় অধর্ম্মের পূর্ণ অভ্যুত্থানদর্শনে দুর্গা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

অনুকূলের মা বাপ ছিল না, খুড়া বিনোদ মিত্তিরই তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন, এবং লিখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। এক্ষণে ভ্রাতুষ্পুত্রের এই শাস্ত্র ও সমাজবিগর্হিত কার্য্যে তিনি মনে মনে বিরক্ত হইলেও সে বিরক্তিটুকু প্রকাশ করিতে পারিলেন না; চৌধুরী মহাশয়কে বহু স্তবস্তুতি করিয়া, পাঁচ জনের নিকট ক্ষমা চাহিয়া তিনি এ যাত্রা অনুকূলকে সমাজের কোপাগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন।

সমাজের কোপ হইতে অনুকূল অব্যাহতি লাভ করিল বটে, কিন্তু তাহার জ্ঞানবুদ্ধি যে কিছুমাত্র নাই, লোকের মন হইতে এ সন্দেহ কিছুতেই তিরোহিত হইল না। লোকের সন্দেহ অবগত হইয়া বিনোদ মিত্তির দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অনেক আশা করিয়া তিনি ভাইপোকে মানুষ করিয়াছিলেন, কিন্তু অনুকূল যে লিখাপড়া শিখিয়া এমন মূর্খ হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা কে জানিত। সকলই অদৃষ্ট!

২

"হাঁ রে অনু!"

"কেন গা খুড়ীমা?"

"তুই নাকি বিয়ে করবি না বলেছিস্"

"তা বলেছি বটে,"

"কেন বিয়ে করবি না, বল্ দেখি?"

"বিয়ে ক'রে কি হবে?"

অনুকূলের কথায় যেন খুব বিস্ময় অনুভব করিয়া খুড়ী মা বলিলেন, "শোন একবার ছেলের কথা! বিয়ে করলে ছেলেপিলে হবে, সংসারী হবি।"

সহাস্যে অনুকূল বলিল, "তা হ'লে এখন কি সন্ন্যাসী আছি খুড়ীমা?"

গম্ভীরমুখে খুড়ীমা বলিলেন, "সন্ন্যাসী থাকতে যাবি কেন? বালাই! তবে চিরকাল কি এই রকম আইবুড়ো থাক্‌বি?"

"থাকলে দোষ কি তাতে?"

"দোষ নাই আবার? লোকে নিন্দে করবে, বাপ পিতামোর নাম ডুবে যাবে। আমাদেরি বা লোকে বলবে কি? বলবে ছেলেটার মা-বাপ নাই ব'লে তার বিয়ে দিলে না।"

"আমি সকলকে বুঝিয়ে বলবো যে, তোমাদের কোন দোষ নাই, আমি নিজেই বিয়ে কচ্চি না।"

সস্নেহ তিরস্কারের স্বরে খুড়ীমা বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকে এত বুঝিয়ে বলতে হবে না।"

"তবে কি করবো?"

"কি করবি আবার, বিয়ে করবি।"

অনুকূল নীরবে মৃদুহাস্য করিল। খুড়ীমা বলিলেন, "আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল্ দেখি, কেন বিয়ে করবি না। মেয়ে পছন্দ হয় না?"

সলজ্জ হাস্য সহকারে অনুকূল উত্তর দিল, "না।"

খুড়ীমা বলিলেন, "কেন, উনি তো বলেন, মেয়ে খুব চমৎকার সুন্দরী।"

নতমুখে ঘাড় দোলাইয়া অনুকূল বলিল, "সুন্দরী ব'লেই পছন্দ হয় না।"

ভারীমুখে খুড়ীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কালো কুচ্ছিত হ'লেই পছন্দ হয় নাকি?"

মৃদুহাস্যসহকারে অনুকূল বলিল, "তা হয়।"

খুড়ীমাও একটু হাসিলেন; বলিলেন, "ভাল, তাই না হয় কালো কুচ্ছিত মেয়েই দেখতে বলবো।"

"তাই ব'লো, আমি এখন আসি।"

"কোথায় যাবি আবার?"

"কায আছে।"

"কায তো তোর রাতদিনই রয়েছে। হাঁ রে অনু, এত সব বাজে কায নিয়ে ঘুরে বেড়াস্ কেন বল্ তো?"

অনুকূল জিজ্ঞাসা করিল, কোন্‌গুলো বাজে কায খুড়ী মা?"

খুড়ীমা বলিলেন, "তোর সব কাযই বাজে কায! কোথায় কুড়ুল ঘাড়ে ক'রে বন-বাদাড় কাটচিস্, পচা পুকুরে নেমে পানা তুলতে আরম্ভ করেছিস্, কাদের ঘরাঘরি ঝগড়া বেধেছে, সে ঝগড়া মিটিয়ে দিতে তুই মোড়লী কচ্ছিস্।"

ঈষৎ হাসিয়া অনুকূল বলিল, "এ সকল কায কি বাজে কায খুড়ীমা?"

ভারীমুখে খুড়ীমা বলিলেন, "বাজে কায নয় তো কি! এ সব কাযে তোর লাভটা কি শুনি।"

অনু। লাভ আছে বৈ কি। তুমি এই বাড়ীখানাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখ কেন খুড়ীমা?"

খুড়ী। এই বাড়ীতে বাস কত্তে হবে, একে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবো না?

অনু। আমিও তেমনি এই দেশে বাস কত্তে হবে ব'লে দেশটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কচ্ছি।

খুড়ী। তুই কি এই সারা দেশটাতেই বাস করবি?

অনু। তুমি কি এই সমস্ত বাড়ীখানাতেই বাস কর? শুধু থাকবার ঘরটি পরিষ্কার করলেই তো পার। সমস্ত বাড়ীখানা, মায় বাড়ীর পিছন পর্য্যন্ত পরিষ্কার কত্তে যাও কেন?

ঝঙ্কার দিয়া খুড়ীমা বলিলেন, "আমি তোর সঙ্গে তর্ক কত্তে পারবো না। তা তুই একা এই গাঁয়ে বাস করবি, না দেশের আরও সব লোক গাঁয়ে বাস করে? তারা তো কৈ এ রকম বাজে কায নিয়ে ঘোরে না?"

অনুকূল বলিল, "দেশটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে যে বাস কত্তে হয়, এ কথা তারা বোঝে না।"

কৃত্রিম ক্রোধগম্ভীর স্বরে খুড়ীমা বলিলেন, "কেউ কিছু বোঝে না, বুঝিস যা কিছু তুই নিজে। সবাই চিরকাল এই গাঁয়ে বাস ক'রে আসছে, তুই তাকে পরিষ্কার না করলে বাস কত্তে পারিবি না।"

ঈষৎ হাসিয়া অনুকূল বলিল, "সকলের রুচি সমান নয় খুড়ীমা। সে দিন নদী থেকে নেয়ে আসতে বাগ্দীদের ঘর দেখে তুমি নাক সেঁট্‌কালে কেন বল দেখি?"

খুড়ীমা বলিলেন, "সাধে নাক সেঁট্‌কাই! তাদের ঘর-দোরের যে ছিরি!"

অনু। তুমি সে ঘরে বাস কত্তে পার?

খুড়ী। রামঃ রামঃ, তেমন নোংরা ঘরে মানুষে বাস কত্তে পারে?

অনু। তা হ'লে বাগ্দীরা কি মানুষ নয়? তারা তো স্বচ্ছন্দে সে ঘরে বাস করে। তারা যখন বাস কত্তে পারে, তখন তুমি পারবে না কেন?

মুখ মচ্‌কাইয়া খুড়ীমা বলিলেন, "কে জানে বাছা, তারা সব কি ক'রে তেমন ঘরে বাস করে। আমি তো সেখানে এক দণ্ডও থাকতে পারবো না।"

হাসিতে হাসিতে অনুকূল বলিল, "তবেই বোঝ খুড়ীমা, দেশের আর সব লোক এই জঙ্গলভরা পানাপুকুরে ঘেরা গাঁয়ে বাস ক'রে ম্যালেরিয়ায় ভুগবে ব'লে আমাকেও যে তাদের সঙ্গে ভুগতে হবে, এমন কোন কথা আছে কি?"

তর্কে পরাস্ত হইয়া খুড়ীমা বলিলেন, "কে জানে বাছা, তুই যা ভাল বুঝিস্, তাই করবি। তবে উনি দুঃখু করেন, অত লিখা-পড়া শিখে যদি এই সব বাজে কায নিয়ে বেড়ায়, তা হ'লে সংসার চলবে কিসে?"

অনুকূল বলিল, "কাকা যদি শুধু পয়সা উপায়ের তরে আমাকে লিখাপড়া শিখিয়ে থাকেন, তা হ'লে তিনি আমার পেছনে যে পয়সা খরচ করেছেন, সেগুলো বাজে খরচ হয়ে গিয়েছে। আর যদি আমাকে মানুষ করবার জন্য লিখাপড়া শিখিয়ে থাকেন, তা হ'লে তাঁকে বলো, আমি মানুষের মত কায ক'রে তাঁর পয়সাগুলো যে জলে যায় নি, তা দেখিয়ে দিব।"

অনুকূল চলিয়া গেল। খুড়ীমা অনুকূলের ব্যবহারে বিরক্ত স্বামীকে কিরূপে বুঝাইয়া প্রসন্ন করিবেন, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(ক্রমশঃ।)

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৬শ বর্ষ।] ২৫শে আশ্বিন, ১৩৩১ সাল। ইং ১১ই অক্টোবর, ১৯২৪ সাল। [৬ষ্ঠ খণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিননাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

৩৯। রাজসিক বুদ্ধি।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্য-
মেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা
পার্থ রাজসী ॥ ১৮।৩১ ॥

পার্থ যয়া ধর্ম্মং অধর্ম্মঞ্চ কার্য্যং (শাস্ত্রোদিতং) অকার্য্যং (নিষিদ্ধং) এব চ অযথাবৎ (অন্যায় রূপেন) প্রজানাতি সা রাজসী বুদ্ধি।

রাজসী বুদ্ধি ধর্ম্ম অধর্ম্ম এবং কার্য্য ও অকার্য্যকে যথাবৎ বুঝিতে পারে না অর্থাৎ অন্যায় রূপে বুঝিয়া থাকে। শাস্ত্রানুযায়ী না বুঝিয়া নিজের মতানুযায়ী বুঝিয়া থাকে।

The intellect which discerns falsely the virtue and the vice and the doings and the misdoings is the reproductive sense.

৪০। রাজসিক ধৃতি।

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা
ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ
সা পার্থ রাজসী ॥ ১৮।৩৪ ॥

পার্থ যয়া ধৃত্যা ধর্ম্মঃ (সৎসঙ্গঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ) চ কামঃ (ইষ্টঃ) চ অর্থান্ (অর্থঃ নিবৃত্তি ইতি মেদিনী) ধারয়তে তু (পরন্তু) প্রসঙ্গেন (অন্যোদ্দেশেন প্রবৃত্তা বন্যস্যাপি সিদ্ধিঃ প্রসঙ্গ ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্) ফলাকাঙ্ক্ষী সা রাজসী ধৃতি।

সৎ সঙ্গ (কর্ত্তব্য পালন) বা ইষ্টলাভ ও নিবৃত্তি আদি অবলম্বন করিতে যাইয়াও যে ধৃতি বিষয় ফলাকাঙ্ক্ষার উদ্দেশ্য ত্যাগ করিতে পারে না, তাহাই রাজসিক ধৃতি।

The talent which even in the pursuit of religion (eg.—keeping good company, attaining the religious goal and renunciation of the worldly pleasures) looks after some material gain is the reproductive intuition.

৪১। রাজসিক যজ্ঞ।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি
চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং
বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১৭।১২ ॥

ফলং অভিসন্ধায় (উদ্দিশ্য) তু দম্ভার্থং (দম্ভঃ কপটঃ ইতি শব্দরত্নাবলী ॥ কপট পূর্ব্বকং) এব চ যৎ ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি।

ফলের উদ্দেশ্যে বা কপটতা পূর্ব্বক যে যজ্ঞ করা হয় তাহা রাজসিক।

Any worship for the fulfilment of the material desires, or the worship of the hypocrits is reproductive.

৪২। রাজসিক দান।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য
বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং
রাজসং স্মৃতম্ ॥ ১৭।২১ ॥

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং (দানস্য বিনিময়াশাযুক্তং) ফলং উদ্দিশ্য বা পুনঃ পরিক্লিষ্টং (ক্লেশযুক্তং) দীয়তে তৎদানং রাজসং স্মৃতম্।

দানের বিনিময়ে কোন প্রকার উপকার প্রত্যাশা করিয়া অথবা পরকালে বা ইহকালে কোন প্রকার শুভ কামনা করিয়া ক্লেশের সহিত যে দান করা হয় তাহা রাজসিক বা যে দান করিয়া সেই দানের জন্য খেদ করা হয় তাহা রাজসিক।

The gift is reproductive when it is given expecting something in return or expecting some good in this life or in the next life or with anguish and annoyance or if the party repents after it.

৪৩। রাজসিক তপ।

সৎকারমানপূজার্থং তপো
দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং
চলমধ্রুবম্ ॥ ১৭।১৮ ॥

সৎকার মান পূজার্থং (সাধু ব্যবহার সম্মান পূজালাভার্থং) দম্ভেন (কপটেন) চ এবং যৎ তপঃ ক্রিয়তে ইহ (লোকে) চলম্ (চঞ্চলং) অধ্রুবং (অস্থিরং) তৎ তপঃ রাজসং প্রোক্তং।

উত্তম ব্যবহার বা সম্মান বা পূজাদি পাব এইরূপ আশা করিয়া কপটতার সহিত অর্থাৎ সেজে গুজে যে তপের ভান করা হয় তাহা চঞ্চল ও স্থিরতা বিহীন। ইহাই রাজসিক তপ। চঞ্চল অর্থাৎ যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ সেজে গুজে বসে থাকতে হয় এবং অস্থির অর্থাৎ তপস্যা লক্ষ্যহীন সুতরাং যখন যেরূপ সাজা দরকার তখন সেইরূপ সাজিতে হয়।

The self culture pretended for receiving admiration, respect and adoration and done for the time being without the real heart is called reproductive.

৪৪। রাজসিক জ্ঞান।

পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানা-
ভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং
বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১৮।২১ ॥

পৃথক্ত্বেন (ব্যষ্টিগত পৃথক্ ধারণাযুক্তেন) তু যৎ জ্ঞানং সর্ব্বেষু ভূতেষু পৃথগ্বিধান্ নানাভাবান্ (পৃথক্ পৃথক্ ব্যষ্টি রূপান্) বেত্তি তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি। সংক্ষেপেন দেহাভিমানযুক্তং জ্ঞানং রাজসং।

যে জ্ঞান এক আত্মাকে দর্শন করিতে না পারিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেহবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ভূত সকল দেখে তাহা রাজসিক জ্ঞান। অর্থাৎ রাজসিক জ্ঞানে সকল কাপড়ই এক সূতায় প্রস্তুত না দেখিয়ে এখানা ঢাকাই ওখানা শান্তিপুরে সেখানা বিলাতী ইত্যাদি দেখায়।

The reason which sees different individualities in one Unitary substance is the reproductive rationale. Or the differential knowledge is reproductive.

৪৫। রাজসিক ত্যাগ।

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশ-
ভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগ-
ফলং লভেৎ ॥ ১৮।৮ ॥

কায় ক্লেশ ভয়াৎ দুঃখং ইতি এব যৎ কর্ম্ম (যঃ) ত্যজেৎ সঃ (তৎ) রাজসং ত্যাগং কৃত্বা ত্যাগফলং (নিবৃত্তিং) ন লভেৎ।

দেহ কষ্ট পাবে এই ভয়ে দুঃখকর মনে করিয়া যে কর্ম্মকে পরিত্যাগ করা হয় উহা রাজসিক ত্যাগ। ঐরূপ ত্যাগের দ্বারা ত্যাগ ফল অর্থাৎ কর্ম্মনিরোধরূপ নিবৃত্তি পাওয়া যায় না। উহাতে কর্ম্মের প্রবৃত্তি থাকিয়া যায় এবং কায় ক্লেশের ভয় দূর হইলেই ঐ কর্ম্ম পুনঃ আরম্ভ হয়। ত্যাগ ফল অর্থাৎ প্রকৃত কর্ম্ম সংন্যাস হইলে উহা আর পুনঃ আরম্ভ হয় না। কেহ যদি প্রহারের ভয়ে বা জেলে যাবার ভয়ে চুরি না করে তা হলে ঐ কর্ম্ম তাহাতে একেবারে বিনষ্ট হয় না। কারণ ঐ সকল অন্তরায় না থাকিলেই সে অনায়াসে চুরি করিতে পারে। আর চুরি কার্য্য পাপ ও অকরণীয় বুঝিয়া যে না করে সে ত্যাগফল পায় অর্থাৎ চুরির মহা সুবিধা উপস্থিত হইলেও তাহার চুরি করিতে ইচ্ছা হয় না।

When resignation resigns the works in the fear of the bodily troubles, it is reproductive. Here the propensity of the works do not leave the resigner. He does them as soon as they are convenient to him. In case of real resignation propensity dies away for ever. The thief who reserves stealing in fear is prone to do it whenever advantageous, but who resigns it as a dishonest and evil doing, does never think it again even in most advantageous time and place.

(ক্রমশঃ।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

খুড়ার কাণ্ড।

৩

বাস্তবিক অনুকূল এমন কতকগুলা কায লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যাহাকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বাজে কায ছাড়া আর কিছু বলিতে পারে না এবং তাহার এই সকল কাযের জন্য শুধু কাকা বিনোদ মিত্তির নহে, গ্রামের বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই তাহার উপর

বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার ভাবী উন্নতিসম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিল।

গ্রামে বনজঙ্গল চিরকালই আছে, চিরকালই পুকুরে পানা জমিয়া থাকে, এবং পানা-পুকুরের জল পান করিয়াই আগেকার লোকেরা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখন কলির প্রাদুর্ভাবে মানব স্বল্পায়ুঃ স্বল্পভোগী হইয়াছে, কাযেই ম্যালেরিয়া আসিয়া দেখা দিয়াছে, বছর বছর মহামারী আসিয়া গ্রাম উজাড় করিয়া দিতেছে, লোক চল্লিশ বৎসর বয়সেই ইহলীলা শেষ করিয়া সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছে। বিধাতার এই অলঙ্ঘ্য বিধানের প্রতিরোধ কে করিবে। অনুকূল কিন্তু দেশে আসিয়াই প্রচার করিল, এই বিধাতৃ-বিহিত বিধানের প্রতিরোধ করিতে হইবে;—গ্রামের বন-জঙ্গল কাটিয়া, পুকুর-ডোবার পানা তুলিয়া দিয়া, পানীয় জলের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া ম্যালেরিয়াকে দূরীভূত করিতে হইবে, বিধাতার কলমের উপর কলম চালাইতে হইবে। আরে পাগল, রোগ ব্যাধি কি মানুষের হাত। জীবন-মরণ কি মনুষ্যের চেষ্টার উপরে নির্ভর করে? "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" এই ভগবদুক্তির অন্যথাচরণ কে করিতে পারে? অনুকূলকে এইরূপ ভগবন্নির্দিষ্ট নিশ্চিত মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া নবীন চৌধুরী-প্রমুখ প্রবীণগণ হাসিয়াই আকুল হইলেন, অনেকে তাহাকে পাগল আখ্যা দিলেন, রামধন শিরোমণি ইংরাজী শিক্ষার দোষ দেখাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অনুকূল কিন্তু কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না; অনেক উপদেশেও গ্রামের লোক যখন তাহার মতে মত দিল না, বা তাহার সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইল না, তখন সে নিজেই পাড়ার জন কয়েক ছোকরাকে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। নিজে কুড়ুল ধরিয়া বন-জঙ্গল কাটিতে আরম্ভ করিল, পুকুরে নামিয়া পানা-জঙ্গল পরিষ্কার করিতে লাগিল, গ্রামের দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা নিঃস্ব লোকদিগের বিপদে সাহায্যের ব্যবস্থা করিল।

এই সকল কায কিন্তু নির্বিবাদে সিদ্ধ হইল না। বাড়ীর পাশের জঙ্গল কাটিতে গেলে কেহ কেহ জঙ্গল কাটিতে দিবে না বলিয়া প্রতিবাদ করিল, পুকুরে পানা তুলিতে গেলে অনেকে আপত্তি দেখাইয়া বলিল, পুকুর পরিষ্কার থাকিলে অপরে মাছ ধরিয়া লইতে পারে। চাষীরা গ্রামের বাহিরে খালে পাট পচাইতে যাইবার কষ্ট স্বীকার করিতে সম্মত হইল না। অনুকূল কাহাকেও মিনতি করিয়া, কাহাকেও বা আইনের ভয় দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে লাগিল।

কিন্তু এমন দুই এক জন ছিল, যাহারা আইনের ভয় করে না এবং কাকুতি-মিনতিও শোনে না। তাহাদিগকে বাধ্য করা নিতান্তই দুষ্কর হইয়া উঠিল। গ্রামে নবীন চৌধুরীর পুকুর ও বাগান বাগিচা বিস্তর এবং তাহাদের অধিকাংশই জঙ্গলে ভরা। অনুকূল তাহাদের জঙ্গল পরিষ্কারে উদ্যত হইলে চৌধুরী মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার বিনা হুকুমে যে আমার বাগানে ঢুকবে বা পুকুরে নামবে, তার মাথা আস্ত রাখবো না।"

অনুকূল বলিল, "আমরা আপনার বাগানে ঢুকতে চাই না, আপনি নিজেই বাগান সাফ ক'রে দিন।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "আমি যখন দরকার বুঝবো, তখন সাফ করবো, তোমার হুকুমে কায কত্তে পারবো না।"

অনুকূল বুঝিল, আইনের সাহায্যগ্রহণ ব্যতীত এ স্থলে কার্য্যোদ্ধার সম্ভাপর নহে।

আইনের সাহায্যগ্রহণে অনিচ্ছা থাকিলেও তখন সে সাহায্য লওয়া অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামের মাঝখানে একটা বড় পুকুর ছিল। পুকুরটা চৌধুরী মহাশয়ের এবং তাহার জল গ্রামের অধিকাংশ লোকই পান করিত। লোক শুধু পানার্থেই তাহার জল ব্যবহার করিত না, জলকে দূষিত করিবার যত প্রকার উপায় থাকিতে পারে, সেই সকল উপায় প্রয়োগেই সেই পুষ্করিণীর জলকে দূষিতও করিত। অনুকূল পানীয় জলকে এরূপে দূষিত করিবার ভয়াবহ পরিণাম সকলকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেও কেহই তাহার উপদেশমত কার্য্য করিল না। জল নারায়ণ, তাহা কি কখনও দূষিত হইতে পারে। সুতরাং সকলেই নিঃশঙ্কচিত্তে জলরূপী নারায়ণকে নানা প্রকারে দূষিত করিতে লাগিল। দেখিয়া অনুকূল চিন্তিত হইল।

পরিশেষে বাধ্য হইয়া অনুকূলকে আইনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল; সে বহু কষ্টে কয়েক জন অধিবাসীর সহি লইয়া পানীয় জলের নির্দ্দিষ্ট পুষ্করিণীর (রিজার্ভ ট্যাঙ্কের) জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিল।

৪

বিনোদ মিত্তির গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শুনেছ গা তোমার অনুকূল কি কাণ্ডটা বাধিয়ে বসেছে।"

শঙ্কিতভাবে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গো, সে কি করেছে আবার?"

ক্রুদ্ধভাবে বিনোদ বলিলেন, "করেছে আমার শ্রাদ্ধ। নবীন চৌধুরীর বড় পুকুরটাকে কোম্পানীর হাতে তুলে দিবার জন্য মেজেষ্টরের কাছে দরখাস্ত করেছে।"

গৃহিণী কিছু বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাতে হবে কি?"

বিনোদ বলিলেন, "তাতে পুকুরটা কোম্পানীর হাওলে থাকবে। কেউ ও পুকুরে নামতে পারবে না, ওর জল ছুঁতে পারবে না, ছুঁলেই তাকে ধ'রে নিয়ে যাবে।"

গৃহি। কে ধ'রে নিয়ে যাবে?

বিনো। পুলিশের লোক।

ভয়ে শিহরিয়া গৃহিণী বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! কেন এমন কায করলে গো?"

বিনোদ বলিলেন, "বলে, ওঁতে দেশের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।"

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "না, দেশ দেশ ক'রেই হতভাগা পাগল হ'লো।"

চিন্তাগম্ভীর মুখে বিনোদ বলিলেন, "পাগল হ'লে ত কোন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যে ফ্যাসাদ বাধিয়ে তুলেছে,—নবীন চৌধুরী কি সহজে ছাড়বে মনে কর।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা কি ছাড়ে?"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক বিনোদ বলিলেন, "আমি কিন্তু এ সব ফাঁসাদে মাথা দিতে পারবো না, তা ব'লে রাখছি। নবীন চৌধুরির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝগড়া করা আমার কর্ম্ম নয়। আর এরকম অন্যায় ঝগড়া কত্তেই বা যাব কেন? তাতে তুমি আমাকে ভালই বল আর মন্দই বল।"

চিন্তিতভাবে গৃহিণী বলিলেন, "কিন্তু তুমি চুপ ক'রে থাকতে পারবে কি?"

দৃঢ়স্বরে বিনোদ বলিলেন, "কেন পারবো না? না পারলে নবীন চৌধুরীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পথে বসবো না কি? দেখলে না, ওর সঙ্গে মামলা ক'রে গোপাল ঘোষকে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হ'লো। আমাকেও কি তাই হ'তে বল?"

গৃহিণী বলিলেন, "তাই কি আমি বল্‌ছি। তবে ভালই করুক, আর মন্দই করুক, তোমার ভায়ের ছেলে—ভাইপো; ও বিপদে পড়লে তুমি কক্ষনো নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না।"

মুখভঙ্গী করিয়া বিনোদ বলিলেন, "নাঃ, ভাইপো ব'লে ওর সঙ্গে আমাকে ফাঁসী যেতে হবে! আমার গুরুঠাকুর কি না! পেটের খোরাক বেচে দু'টো পাশ করাল্লুম, ভেবেছিলাম, দু'পয়সা ঘরে আনবে। তা নয়, পাশ ক'রে গাঁয়ের মশা তাড়াতে এলো। কি বলবো, বড় গিন্নী মরবার সময় কাঁদতে কাঁদতে দু'টো হাতে ধরে সঁপে দিয়ে গিয়েছিল, তা নইলে বুঝিয়ে দিতাম, আমি কেমন খুড়ো, আর ও কেমন ভাইপো।"

রাগে মুখখানাকে অন্ধকার করিয়া হুঁকা কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসিলেন। গৃহিণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনুকে যে দেখতে আসবার কথা ছিল, তার কি হ'লো?"

গম্ভীরমুখে বিনোদ বলিলেন, "হবে আবার কি? তারা ত সোমবারে দেখতে আসবে। শুধু দেখতে আসা নয়, একেবারে আশীর্ব্বাদ—বিয়ের দিন স্থির ক'রে যাবে। আমি কি নিশ্চিন্ত আছি মনে কর? এই মাসের মধ্যেই যাতে বিয়েটা হয়ে যায়, তার চেষ্টায় আছি।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত তাড়াতাড়ি কেন?"

গৃহিণীর মুখের উপর তিরস্কার পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিনোদ বলিলেন, "কেন, তা বুঝতে পাচ্ছো না? সংসারের কোন ভাবনা-চিন্তাই নাই, ছাড়া গরুর মত দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখন ঘাড়ে একবার বোঝা চাপাতে পারলে হয়, তখন দেখবো, বাছাধন কি ক'রে মশা তাড়িয়ে বেড়ায়।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "একটা মেয়েমানুষ এতই ভারী বোঝা না কি?"

ঈষৎ হাসিয়া বিনোদ উত্তর করিলেন, "ভারী কি হাল্‌কা, যার ঘাড়ে এ বোঝা পড়েছে, সেই বুঝেছে। অনুকুল বাবাজিকেও এবার সেটা বুঝিয়ে দেব। তবে তাড়াতাড়িতে হ'লো কি জান, বানী তেমন পোষাল না, মোটে দেড় হাজার। তা হোক, বৌ কিন্তু মনের মত হবে, হাজারে একটি সুন্দরী।"

গৃহি। তুমি ত সুন্দরী দেখে বৌ পছন্দ করচো, অনু কিন্তু সুন্দরী মেয়ে বিয়ে কত্তে চায় না যে।

বিনো। তবে কি কালো কুচ্ছিত ওর পছন্দ?

গৃহি। তাই তো বলে।

বিনো। তা বলবে বৈ কি। গোপাল ঘোষের মেয়েটা কালো কুচ্ছিত কি না।

গৃহি। সে কালো কুচ্ছিত হ'লো, তাতে ওর কি?

গৃহিণীর এই অজ্ঞতায় বিরক্ত হইয়া বিনোদ বলিলেন, "তাতে ওর মাথা, আর আমার মুণ্ডু! বুঝতে পাচ্চো না, গোপাল ঘোষের সেই মেয়েটার বিয়ে তো কিছুতেই হচ্ছে না, একে পয়সা নাই, তায় মেয়ের ঐ চেহারা, তার উপর সমাজ বাদী। অনুকুল ঐ মেয়েটাকে বিয়ে ক'রে অনাথা বিধবাকে কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার কত্তে চায়!"

সবিস্ময়ে গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "বল কি?"

বিনোদ বলিলেন, "ভিতরে ভিতরে সব ঠিক ক'রে ফেলেছে। আমাকে না জানিয়েই হঠাৎ এক দিন লুকিয়ে বিয়ে করে ফেলবে, তার পর বলবে, যে কাজ হয়ে গিয়েছে, তার তো চারা নাই। আর বাস্তবিক, বিয়ে একবার হয়ে গেলে আর ত ফিরবে না। কিন্তু আমিও বিনোদ মিত্তির, ওর কাকা, কি ক'রে বিয়ে করে, তাই দেখবো।"

কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে বিনোদ বাহিরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণী দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে তিনি অনুকুলকে বুঝাইয়া এই বিবাহ হইতে নিরস্ত করিবেন।

বাস্তবিকই অনুকুল গোপাল ঘোষের অরক্ষণীয়া মেয়েটাকে বিবাহ করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছিল। সে যখন দেখিল, অর্থাভাবে, মেয়েটার রূপের অভাবে, এবং সমাজের অহৈতুক বিরুদ্ধাচরণে মৃত গোপাল ঘোষের চৌদ্দ বছরের মেয়েটাকে কেহই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতেছে না, তখন

সে নিজেই তাহাকে গ্রহণ করিয়া অনাথা বিধবাকে ভীষণ কন্যাদায়ের দুশ্চিন্তা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু এ সঙ্কল্প যে সহজে সিদ্ধ হইবে না ইহা সে সহজেই বুঝিতে পারিল। খুড়া কখনই এ বিবাহে সম্মতি দিবেন না, পাড়াপ্রতিবাসীরাও জানিতে পারিলে বাধা দিবার চেষ্টা করিবে। খুড়ার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, পাড়াপ্রতিবাসীদিগের বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া বিবাহ করা সহজসাধ্য নহে। সুতরাং সে স্থির করিল, সকলের অজ্ঞাতসারেই বিবাহ করিতে হইবে। তার পর খুড়া ক্ষমা করেন ভালই; না করেন, তখন যাহা হয় হইবে। বিবাহ হইয়া গেলে তাহা ত আর ফিরিবে না।

তবে খুড়া খুড়ীর মনঃকষ্ট;—কিন্তু কোনরূপ অধর্ম্মাচরণ করিয়া ত সে খুড়া-খুড়ীর মনঃকষ্টের কারণ হইতেছে না। যে বিষম কন্যাদায়ে সমাজের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, কত নিঃস্ব পিতামাতার অশ্রুধারায়, কত অরক্ষণীয়া কন্যার নীরব মর্ম্মযাতনায় ভগবানের আসন পর্য্যন্ত বিচলিত হইতেছে, সেই ভীষণ কন্যাদায় হইতে সে যদি এক জনকেও উদ্ধার করিতে পারে, তাহা হইলেও তাহার জীবন সার্থক। এই সার্থকতা লাভের জন্য সে স্নেহপরায়ণ খুড়া-খুড়ীর অভিশাপ পর্য্যন্ত মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত।

কিন্তু প্রাপ্তির আশা কিছুই নাই, মেয়েটিরও রূপের অভাব। ছাই রূপ, ছাই অর্থ। এই অর্থ ও রূপের লালসাতেই ত কন্যাদায় দিন দিন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং অনুকূল নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে এই মেয়েটিকে গ্রহণ করিয়া রূপ ও অর্থের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া দিবে।

সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া অনুকূল মৃত গোপাল ঘোষের অরক্ষণীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যোগী হইল।

উদ্যোগ-আয়োজনের কিছুই আবশ্যক ছিল না। গোপনে বিবাহ, শুধু পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র কয়টা পড়াইয়া দিবে।

গোপনে গোপনে পরামর্শ স্থির হইলেও এই গুপ্ত পরামর্শ কিরূপে যে খুড়া বিনোদ মিত্রের কর্ণগোচর হইল, তাহা অনুকূল বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সুতরাং খুড়ীমা হঠাৎ যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে অনু, তুই নাকি গোপাল ঘোষের মেয়েকে লুকিয়ে বিয়ে করবি?" তখন অনুকূল বিস্ময়ে চমকিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "কে তোমাকে এ সংবাদ দিলে খুড়ীমা?"

খুড়ীমা বলিলেন, "যেই সংবাদ দিক্, কথাটা সত্যি কি মিছে, তাই আমি তোকে জিজ্ঞেস্ কচ্চি।"

ঈষৎ হাস্যসহকারে অনুকূল বলিল, তোমাদের লুকিয়ে বিয়ে করবো, একথায় তুমি বিশ্বাস কর খুড়ীমা?"

খুড়ীমাও একটু হাসিয়া বলিলেন, "তাও কি আমি বিশ্বাস করি বাছা? আমি কিন্তু শুনেই বুঝেছি যে, কথাটা মিছে।"

অনুকূল মুখখানাকে একটু গম্ভীর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা খুড়ীমা, সত্যিই যদি হয়?"

খুড়ীমা বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনুকূল বলিল, "মনে কর, সত্যিই যদি গোপাল ঘোষের মেয়েটাকে বিয়ে করি?"

গম্ভীরমুখে খুড়ীমা বলিলেন, "না না, তাকে তুই বিয়ে কত্তে যাবি কেন?"

অনু। নইলে তার বিয়ে হবে না।

খুড়ী। তুই বিয়ে না করলে বিয়ে হবে না, এও কি কথা?

অনু। কি ক'রে বিয়ে হবে বল, ওঁদের যে পয়সা নাই।

খুড়ী। পয়সা না থাকলেই বুঝি বিয়ে হয় না?

অনুকূল তখন এমন সকরুণ ভাবায় কন্যাদায়ের ভীষণতা ও বর্ত্তমান সমাজের অত্যাচার বিবৃত করিল যে, তচ্ছ্রবণে খুড়ীমা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি আর্দ্রকণ্ঠে সম্মতি প্রদান করিয়া বলিলেন, "এখন যদি হয় অনু, তা হ'লে তুই এই অনাথাকে কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার ক'রে দে?"

অনুকূল বলিল, "কিন্তু কাকা কি মত দেবেন?"

খুড়ীমা বলিলেন, "সে ভার আমার। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌বো।"

অনুকূল হৃষ্টচিত্তে খুড়ীমার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

বিনোদ কিন্তু বুঝিলেন না। তিনি গৃহিণীর অনুরোধে হাঁ না কিছুই না বলিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়েটা তা হ'লে হচ্চে কবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "কবে হবে, তার ঠিক নাই, তবে দু'চার দিনের ভিতর হইতে পারে।"

"আচ্ছা" বলিয়া বিনোদ পরামর্শ স্থির করিবার জন্য নবীন চৌধুরীর নিকট উপস্থিত হইল।

*

সে দিন বিবাহের ভাল লগ্ন ছিল। অনুকূল পুরোহিতের সহিত গুপ্ত বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির করা যখন ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন এক ব্যক্তি তাহাকে সংবাদ দিল, আজ শিবে ধোপা একরাশ ক্ষারকাপড় লইয়া চৌধুরীদের বড় পুকুরে কাচিয়া আসিয়াছে। বার বার নিষেধ সত্ত্বেও গ্রামের পানীয় জলের পুষ্করিণীতে ক্ষার কাপড় কাচিয়াছে শুনিয়া অনুকূল রাগে অধীর হইয়া উঠিল; সে তাহার সঙ্গী কয়েকজন যুবককে ডাকিয়া লইয়া শিবে ধোপার বাড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং শিবে তাহার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বড় পুকুরে কেন কাপড় কাচিয়াছে, তাহার কৈফিয়ৎ চাহিল। শিবু কিন্তু খুব চড়া মেজাজেই তাহার প্রশ্নের

উত্তর দিল; বলিল, "খুব করেছি, কাপড় কেচেছি, পুকুর তো তোমার বাবার নয়।"

ছোটলোকের একটা স্পর্দ্ধা অনুকূলের সহ্য হইল না; সে শিবের গালে ঠাস করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। মার খাইয়াও শিবু দমিল না; সে একটা বাঁশ লইয়া অনুকূলকে মারিতে উদ্যত হইল। তখন অনুকূলের সঙ্গী যুবকদল শিবুকে রীতিমত প্রহার দিয়া চলিয়া আসিল। শিবু আর্ত্ত চীৎকারে পাড়া মাথায় করিতে লাগিল।

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে অনুকূল গোপাল ঘোষের বাড়ীতে যাইবার জন্য বাহির হইতেছিল, এমন সময় পুলিশ আসিয়া শিবু ধোপাকে অবৈধভাবে প্রহার করা এবং তাহার বাড়ী লুঠতরাজ করা অপরাধে অনুকূলকে গ্রেপ্তার করিল।

এই আকস্মিক গ্রেপ্তারে অনুকূল বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। সে নিজের জন্য তেমন চিন্তিত হইল না, কিন্তু গোপাল ঘোষের মেয়ের পরিণাম চিন্তা করিয়া কাতর হইয়া পড়িল। আজিকার রাত্রিটা যদি সে মুক্তি পায়,—অনাথা বিধবাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়া কা'ল সকালে সে হাসিতে হাসিতে জেলে যাইতে পারে। অনুকূল রাত্রিটার মত জামিনে মুক্ত হইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু গ্রামের কেহই তাহার জামীন হইল না। এমন কি, খুড়া বিনোদ মিত্তির পর্য্যন্ত জামীন হইতে অস্বীকৃত হইল। কাজেই পুলিশ তাহাকে থানায় লইয়া গিয়া হাজতে রাখিয়া দিল।

পরদিন সকালে বিনোদ থানায় উপস্থিত হইয়া অনুকূলকে বুঝাইয়া বলিলেন, যদি সে গ্রামের হিতাহিতের চেষ্টায় না থাকে, বা গোপাল ঘোষের মেয়েকে বিবাহ না করে, তাহা হইলে তিনি জামীন হইয়া তাহাকে মুক্ত করিতে পারেন; তার পর মারপিটের কথা অস্বীকার করিলেই মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যাইবে, কেন না, নবীন চৌধুরী নিষেধ করিলে একটি প্রাণীও শিবুর পক্ষ হইয়া সাক্ষ্য দিবে না। অনুকূল কিন্তু খুড়ার প্রস্তাব স্বীকৃত হইল না; বলিল, "মিথ্যা বল্‌তে পারবো না, তাতে আমি জেলে যেতে প্রস্তুত।"

বিনোদ নিতান্তই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বনাশ, ছেলেটা জেলে যাইতে প্রস্তুত! অনুকূলের একগুঁয়েমিতে তাঁহার ক্রোধের উদয় হইলেও ছেলেটার পরিণাম চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সে ক্রোধ সংবরণ করিতে হইল। পরিশেষে তিনি প্রস্তাব করিলেন, অনুকূল যদি মারপিটের কথা অস্বীকার করে, তাহা হইলে গোপাল ঘোষের মেয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহে সম্মতি দিতে পারেন। অনুকূল কিন্তু এই প্রলোভনেও মিথ্যা বলিতে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা তিনি বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া আসিলেন।

গৃহিণী শুনিয়া বলিলেন, "সে নিজে যখন জেলে যেতে রাজি, তখন তোমার এত মাথাব্যথা কেন?"

গৃহিণীকে তিরস্কার করিয়া বিনোদ বলিলেন, "বল কি গো, অনুকূল জেলে যাবে, আর আমি তাই ব'সে দেখবো? লোকেই বা বলবে কি?"

রাগতভাবে গৃহিণী উত্তর করিলেন, "লোক বলবে, ভাইপোর বিয়ে দিয়ে পয়সা পাবে না ব'লে খুড়ো ষড়যন্ত্র ক'রে তাকে জেলে দিলে।"

আক্ষেপ সহকারে বিনোদ বলিলেন, "ওগো, ব্যাপার যে এতদূর গড়াবে, তা যদি জানিতাম, তা হ'লে কি কখন নবে চৌধুরীর কাছে পরামর্শ নিতে যাই? ঐ লোকটাই ত যুক্তি দিয়ে এমন কাণ্ড বাধিয়ে তুললে।"

গৃহিণী বলিলেন, "কাণ্ড যখন বাধিয়ে তুলেছে, তখন আর উপায় কি?"

দৃঢ়প্রতিজ্ঞার স্বরে বিনোদ বলিলেন, "উপায় আমি করবোই করবো,—সর্ব্বস্বান্ত হব, ঘর-ভিটে বেচবো, তবু অনুকূলকে জেলে যেতে দেব না।

গৃহিণী বলিলেন, "যতই চেষ্টা কর তুমি, অনুকূল জেলে না গিয়ে ছাড়বে না। কেন না, সে বুঝতে পেরেছে, এই চক্রান্তের মূল তার খুড়ো নিজে।"

বিনোদ আপনার অবিমৃষ্যকারিতা বুঝিতে পারিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

৭

নবীন চৌধুরী কিন্তু অনুকূলকে জেলে দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। কেন না, অনুকূলের মত যুবক দেশে থাকিতে দেশের কোন ভদ্রলোকেরই ভদ্রস্থতা নাই। এই হতভাগারা দুই পাতা ইংরাজী পড়িয়া আপনাদিগকে মহাপণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান করে, এবং সেই গর্ব্বে মানী লোকের সম্মান নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং এই হতভাগোরা যতই সমাজের বাহিরে থাকে, ততই দেশের ও সমাজের মঙ্গল।

সমাজের মঙ্গলার্থে নবীন চৌধুরী ভিতরে থাকিয়া মোকদ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন। বিনোদও অনুকূলের পক্ষে বড় বড় উকীল-মোক্তার নিযুক্ত করিলেন। মারপিট প্রমাণিত হইল, লুটতরাজের কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। হাকিম মারপিটের অপরাধে আসামীকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইলেন।

এমন সময় বিনোদ হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হুজুর দণ্ড দিতে হয়, আমাকে আর নবীন চৌধুরীকে দণ্ড দিন। কেন না, এ মারপিটের প্রধান উদ্যোগী আমরাই।"

বলিয়া বিনোদ হাকিমের সমক্ষে শিবু ধোপাকে সাহস দিয়া বড় পুকুরে কাপড় কাচান, এবং মার খাইয়া ফৌজদারী বাধাইবার জন্য তাহাকে পরামর্শ দেওয়া প্রভৃতি সকল কথাই প্রকাশ করিলেন। হাকিম সমস্ত শুনিয়া হাসিয়া আসামীকে বে-কসুর খালাস দিলেন।

বিনোদ তখন অনুকূলকে আলিঙ্গন

করিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা কর বাবা, আমি না বুঝে তোকে জেলের দরজার হাজির করেছিলাম। এবার তুই গোপাল ঘোষের মেয়েকেই বিয়ে কর বা যা ইচ্ছা কর, আমি আর তাতে বাধা দিতে যাব না।"

অনুকূলও খুড়ার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া বলিল 'তুমিও আমাকে মাপ কর কাকা, আমিও না বুঝে তোমার উপর অভিমান ক'রে জেলে যেতে প্রস্তুত হয়েছিলাম।"

খুড়ার কাণ্ড দেখিয়া আদালত শুদ্ধ লোক অবাক হইয়া গেল। নবীন চৌধুরী বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "পাগল শুধু ভাইপো নয়, খুড়োটাও বদ্ধ পাগল।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(মাসিক বসুমতী)

ভোজন-প্রণালী।

(লেখক ডাঃ শ্রীপ্রিয়নাথ নন্দী।)

ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষিগণ, বহু সহস্র বৎসর গবেষণা করিয়া আহারপ্রণালী সম্বন্ধে যে সকল উৎকৃষ্ট প্রণালী শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহকে পড়িয়া দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতেছে। প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে,—

(১) আর্য্যজাতির আহারের প্রথমে ফল আহার করা চিরপ্রথা, আর অতি আধুনিক উন্নতিশীল বিজ্ঞানও ইহা বুঝিয়াছেন অথচ সাহেবদিগের অনুকরণ করিয়া অনেকে ভোজনের শেষ ভাগে ফল আহার করিয়া থাকেন, তাহা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ। ভোজনের পূর্ব্বে ফলের সঙ্গে মুগের অঙ্কুর, ছোলার অঙ্কুর, আহার করা বঙ্গবাসিদিগের চিরপ্রথা ছিল, এখন এই প্রথা উঠিয়া যাইতেছে। ইহা অতি উপকারী পদার্থ, ইহা আধুনিক মল্টের সমান উপকারী, অর্থাৎ আহারের পূর্ব্বে ইহা খাইলে আহার্য্য অতি সত্বর পরিপাক হইয়া যায়।

(২) ভোজনের প্রথমে ঘৃত আহার করা আর্য্যজাতির বিশেষ বিধি; এমন কি, এঁঠো পাতে ঘৃত খাওয়া বিশেষ নিষেধ ছিল; ইহার গূঢ় অভিপ্রায় আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে ঠিক করা অতি দুষ্কর কার্য্য, তবে জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক ডাক্তার পাউলো, নানা প্রকার পরীক্ষার বুঝিয়াছেন যে, ভোজনের পূর্ব্বে ঘৃত কিম্বা তৈল মলদ্বারে পিচকারি দ্বারা প্রবেশ করাইলে, অম্ল নিঃসরণ হ্রাস হয়। আবার অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, কাহারও কাহারও রুটী খাইলে অম্লবৃদ্ধি করে, কিন্তু গরম গরম লুচি খাইলে অম্ল হ্রাস হয়। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ঋষিবাক্য অবহেলা না করিয়া ভোজনের প্রারম্ভে ঘি খাওয়া কর্ত্তব্য।

(৩) ঘৃতের পর শুক্তো প্রভৃতি ঈষৎ তিক্ত দ্রব্য আহার করা চিরপ্রথা; আধুনিক বিজ্ঞান X—Ray বা রঞ্জন আলোর সাহায্যে অতি বিস্তীর্ণভাবে পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছেন যে অল্প তিক্ত দ্রব্য আহার করিলে আমাদের পাচক রস অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয়, এজন্য অতি আধুনিক উন্নতিশীল বিজ্ঞান আহারের পূর্ব্বে কোয়াসিয়ার কাথ (Infussion Quassia) জল মিশাইয়া কম তিক্ত করিয়া খাইতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। বিজ্ঞানের এই যুক্তি এতদিন পাশ্চাত্য দেশবাসীরা অবগত ছিলেন না, এজন্য ইহাদের মধ্যে আহারের পূর্ব্বে মুখরোচক এবং ক্ষুধাকারক বলিয়া মাংসের যুস্ (Soup) খাওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। এই মাংসের যুস্ নিতান্ত তামসিক আহার। যাহারা নিরামিষ ভোজী, তাহাদের পক্ষে মাংসের যুসের পরিবর্ত্তে কলাই জাতীয় শস্যের যুস (Peas juice) আহারের পূর্ব্বে পান করা প্রশস্ত; ইহার ভাবার্থ এই যে, শুক্তোর ঝোল সাত্ত্বিক আহার। তামসিক প্রকৃতির লোকের নিকট ইহার আস্বাদ সুখদ নহে, এজন্য এই শ্রেণীর নিরামিষাশীর পক্ষে অতি অল্পতিক্ত কোয়াসিয়ার জল অথবা কলাই জাতীয় শস্যের কাথ ভোজনের প্রথমেই পান করা আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত। ডাক্তার পাউলো ইহার নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

(৪) যাহারা আমিষ ভোজী, তাহারা আপন আপন রুচি অনুসারে মৎস্য এবং মাংসাদি আহার করিবেন এবং নিরামিষ ভোজী, ডাল, তরকারী আদি আহার করিবেন; কিন্তু ইহার মধ্যে একটী জটিল বিচার আছে। ইতিহাস-পাঠে জানা যায়, যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যে দেশের যে স্থানের লোকেরা যত পরিমাণ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানানুমোদিত আহারের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, সে দেশের সর্ব্বস্থানের লোকেরা আজকাল (Race degeneration) অর্থাৎ জাতিগত স্বাস্থ্যের অবনতি হইতেছে বলিয়া সংবাদ পত্রের স্তম্ভে ঘোষণা করিতেছে। আমেরিকা পাশ্চাত্য সভ্যতার আজকাল আদর্শস্থল বলিয়া সকলে অবগত আছেন। এই আমেরিকায় জাতিগত অবনতি সর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। ইংলণ্ডেও জাতিগত অবনতির স্রোত অতি প্রবলরূপে প্রবাহিত হইতেছে। জাতিগত অবনতির যত কারণ আছে, অনুপযুক্ত আহার তাহার একটী প্রধান কারণ। পৃথিবীতে যত দেশে যত জাতি বাস করে, তাহার মধ্যে ইংরাজ এবং আমেরিকাবাসী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাংসভোজী; তাহার কারণ এই যে, আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের পাশ্চাত্য-চিকিৎসকগণ পৃথিবীর সর্ব্বদেশ হইতে অধিক পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পণ্ডিতগণ জগৎকে নানা প্রকারে এতকাল পর্য্যন্ত বুঝাইয়াছেন যে, মাংসস্থ Protied বা ছানা জাতীয় অংশ যে প্রকার সহজে আমাদের উদরে পরিপাক হয়, অন্য কোন বস্তুস্থ ছানা জাতীয় পদার্থ তত সহজে পরিপাক হয় না; ইহারা আরও উপদেশ দেন যে, কোন কারণে যদি আমাদের শরীর নিরক্ত এবং শক্তিহীন হয়, তবে মাংস

আহার করিলে মাংসস্থ ছানা জাতীয় অংশ সহজে পরিপাক হইয়া, শীঘ্র নিরক্ত বা শক্তিহীনতা বিদূরিত হইয়া শরীর সবল হয়। ইহার মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের প্রতি সহরে বহুসংখ্যক উক্ত রোগের হাঁসপাতাল আছে। তথায় যে সমস্ত রোগী আছে, তাহারা নিজ নিজ বাটীতে নিত্য নৈমিত্তিক যথেষ্ট পরিমাণে মাংস আহার করে। তবে তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বদেশ হইতে শক্তিক্ষয় রোগে ভোগে কেন?

আমেরিকা দেশের লোককে, সভ্য জগতের সর্ব্বত্র (Nation of Dyspeptic) পেটরোগা জাতি বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকে। ইহাতে বিচারক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই একটী তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন যে, মধ্য-ভারতে "গণ্ড" জাতি যদি শকুনি গৃধিনীর ন্যায় মৃতদেহের কাঁচা ও পচা মাংস আহার করিয়া দীর্ঘজীবী হইতে পারে, তবে আধুনিক সভ্যতার অনুমোদিত মাংসের চপ, কাট্‌লেট্‌ গ্রেল, রোষ্ট, কালিয়া, কোর্ম্মা, কোপ্তা আদি আহার করিয়াও জাতিগত অবনতি হয় কেন?

ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিলে আর্য্যঋষিদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হয়। আর্য্যঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জগৎকে বুঝাইয়াছেন যে, বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই তিন প্রকার আহার-ভোজী জীবের মধ্যে পরস্পরের আহার এক অপরের পক্ষে বিরুদ্ধ, সুতরাং এই প্রকার বিরুদ্ধ আহারে রোগ হয় এবং ইহাই অকালমৃত্যুর কারণ। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি তামসিক আহার-ভোজীর পক্ষে, গরু-মহিষের খাদ্য, ঘাস-বিচালি আহার করা মৃত্যুর কারণ হয়, বানরজাতি ফল-পাতাহারী, মাংস খাওয়াইলে, তাহাদের রোগ ও অকালমৃত্যু হয়, কেবল তাহা নহে, যে জীবে যত পরিমাণ এবং যত সময় পরে পরে আহার করা অভ্যাস, তাহার ব্যতিক্রম করিয়া আহার করা অভ্যাস করাইয়া, অভ্যাসমত ক্ষুধা জন্মাইয়া দিলে সে জীবের রোগ হইয়া অকালে মৃত্যু হয়। কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকগণ আলিপুরের Zoological Garden বা পশুশালায় ভিন্ন জাতীয় পশু পক্ষীর আহার-নির্ব্বাচন-প্রণালী মনোযোগ পূর্ব্বক বিচার করিলে ইহার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

এক্ষণে মনুষ্য জাতির আহার সম্বন্ধে বিচার করিলে দেখা যায় যে, মধ্যভারতে বিমিশ্র তামসিক আহার ভোজী গণ্ডজাতি কাঁচা ও পচা মাংস আহার করিয়া যদি ১৩০।১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তবে তাহাদিগকে আলু, পটল আদি করিয়া মাংসের সঙ্গে তরকারী খাইতে আরম্ভ করাইলে, তাহারা আর কখন দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে না। এই বিচারে বুঝিতে হইবে, বিরুদ্ধ প্রকৃতি-উপযোগী আহার করিলে, কেহ কখন দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। এদিকে আবার ফল, মূল, তরকারী, ভাত, ডাল, রুটি, মৎস্য, মাংস, তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, ছানা, সন্দেশ, মিঠাই ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার প্রকৃতির উপযোগী আহার্য্য নিত্য নৈমিত্তিক রূপে বাল্যকাল হইতে যথা পরিমাণে সামঞ্জস্যভাবে আহার অভ্যাস করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার, বরং অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং আধুনিক ডাক্তারদিগের পরামর্শ অনুসারে মিশ্র-ভোজী হওয়া অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ইহার ভাবার্থ এই যে, পাশ্চাত্য ডাক্তারী খাদ্য-পুস্তকে যে শ্রেণীর ব্যক্তিগণ যে প্রকার পরিশ্রম করে, তদনুসারে একটী করিয়া খাদ্যের তালিকা লিখিত আছে, তাহাতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি যে প্রকার পরিশ্রম করে, তাহাকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ, Protied বা ছানা জাতীয়, Carbo-Hydrate বা ঘৃত জাতীয়, Hydro carbon বা শ্বেতসার জাতীয় অর্থাৎ তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মাংস, দুগ্ধ, ছানা, ডাল, ঘৃত, তৈল, চিনি, তরকারী, ফল, ইত্যাদি ভোজন করিতে হইবে। ইহার মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা হিন্দুর ছেলে, হিন্দু-পরিবারে আশৈশব লালিতপালিত, তাঁহারা তিন পাতা ডাক্তারী পড়িয়া উপাধিগ্রস্ত হইলেই, কি করিয়া এই সমস্ত ভুলিয়া সাহেব-প্রকৃতি হন!

(কাজের লোক।)

কচ্ছপের জীবনীশক্তি।

১২ বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকার অরেঞ্জ দেশে জনৈক ভদ্রলোক একটী খুব ছোট কচ্ছপ ধরেন, এবং উহাকে একটী বাক্সে পুরিয়া তাহার ডালা বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, এক সপ্তাহ পরেই তিনি কচ্ছপটাকে বাহির করিয়া দিবেন কিন্তু তিনি উহা ভুলিয়া যান। সম্প্রতি তিনি একদিন হঠাৎ বাক্স খুলিয়া দেখেন যে, কচ্ছপটী ১২ বৎসর আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মরে নাই, এমন কি উহার দেহও একটুও কমে নাই।

মিষ্টির গুণ।

মার্কিণ যুক্তরাজ্যে তিনদল সৈন্য মনোনীত করিয়া, তাহাদের একদলের খোরাক দেওয়া হত—মিষ্টদ্রব্যাদি, দ্বিতীয় দলের মদ্য ও মাংস, এবং তৃতীয় দলের শাক-সব্জী প্রভৃতি, কোন জাতীয় খাদ্যদ্রব্য সৈনিকদিগের উপযোগী, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বৎসরের শেষে ঐ তিন দল সৈনিকের শক্তির প্রতি-যোগিতা লইয়া দেখা গেল, মিষ্টদ্রব্য গ্রহণ-কারী সৈনিকগণই বলবীর্য্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। আমেরিকার সৈনিকদিগের আহার্য্যে এখন মিষ্টদ্রব্য অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। চিকিৎসকগণ বলেন, মিষ্টদ্রব্য ব্যবহারে দেহস্থ অস্থি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও কঠিন হয়।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

শ বর্ষ।] ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৩১ সাল। ইং ১১ই নবেম্বর, ১৯২৪ সাল। [৭ম খণ্ড।

(পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিননাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

৪৬। রাজসিক সুখ।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽ-
মৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং
রাজসং স্মৃতম্ ॥ ১৮।৩৮ ॥

বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ যৎ সুখং অগ্রে অমৃতোপমম্ (আনন্দপ্রদং) তৎ (যদি) পরিণামে (শেষে) বিষম্ ইব (নিরানন্দকরং) তৎ সুখং রাজসং স্মৃতং।

বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগে (অর্থাৎ কায়িক সুখ সকল) যে সকল সুখ প্রথমে আনন্দদায়ক হইলেও শেষে দুঃখকর হয় তৎসমুদয় সুখই রাজসিক।

The enjoyment which is palatable first but troublesome in the future is the reproductive pleasure.

তামসিক। The destructive.

৪৭। তামসিক ক্ষেত্র। (The destructive physique.)

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো
মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে
কুরুনন্দন ॥ ১৪।১৩ ॥

কুরুনন্দন অপ্রকাশ (প্রকাশাভাবঃ মূঢ়ঃ) অপ্রবৃত্তিঃ (কর্ম্মারম্ভে অনিচ্ছা) চ প্রমাদঃ মোহ (ভ্রমঃ) এব চ এতানি তমসি বিবৃদ্ধে জায়ন্তে।

ক্ষেত্রে তমঃ গুণ বৃদ্ধি হইলে মূঢ় (সহজে কোন কিছু বিকাশ করিতে পারে না) অনুদ্যোগী অসাবধান এবং ভ্রমযুক্ত হয়।

The destructive physique is dull, unenergetic, careless and errant.

৪৮। তামসিক কর্ত্তা। (The destructive egotism.)

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো
নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস
উচ্যতে ॥ ১৮।২৮ ॥

অযুক্ত (যুক্তিহীন) প্রাকৃত (নীচঃ) স্তব্ধঃ (জড়ীকৃতঃ) শঠঃ (ধূর্ত্তঃ) নৈষ্কৃতিকঃ (অর্ব্বাগ্ দৃষ্টি নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ ইতি বিষ্ণুপুরাণ টীকায়াং) অলসঃ বিষাদী দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামস উচ্যতে।

যুক্তিহীন নীচাশয় বোকা ধূর্ত্ত (সামনে এক রকম পিছনে আর এক রকম) নীরব স্বার্থপর অলস বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামসিক।

The destructive egotism is unreasonable, low-minded, sluggish, double dealer, silent, selfish, idle, melancholic and procrastinative.

৪৯। তামসিক কর্ম্ম। (The destructive works.)

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য
চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামস-
মুচ্যতে ॥ ১৮।২৫ ॥

অনুবন্ধং (দোষোৎপত্তিং। বন্ধং ইতি মেদিনী) ক্ষয়ং (অপায়ং) হিংসা (চৌর্য্যবধবন্ধনতাড়নাদি কার্য্যং) অনপেক্ষ্য (অনালোচ্য) যৎ পৌরুষং (পুরুষকারান্বিতং অহংবাদযুতং) কর্ম্ম মোহাৎ (ভ্রমাৎ মমতাজনিতত্বাৎ বা) আরভ্যতে তৎ তামসং উচ্যতে।

দোষাদোষ, হানি ও হিংসাদি বিবেচনা না করিয়া আমি করিতেছি ইত্যাদি বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ভ্রমবশতঃ বা মমতাজনিত যে কার্য্য করা হয় উহা তামসিক।

The works done without considering their faults, losses and troubles and done through errors or attachments with selfconceit are destructive.

৫০। তামসিক আহার। (The destructive meals.)

যাতযামং গতরসং পূতি
পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং
তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১৭।১০ ॥

যাতযামং (উজ্ঝিতঃ ইতি মেদিনী) গতরসং (শুষ্কং) পূতি (দুর্গন্ধযুক্তং) পর্য্যুষিতং (বাষ্টং) উচ্ছিষ্টং (ভুক্তাবশিষ্টং) অমেধ্যং (অপবিত্রং) ভোজনং তামস প্রিয়ং।

পরিত্যক্ত বা বর্জ্জিত, শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত, পচা, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র খাদ্য সকল তামসিক।

Refuse, dry, offensive, slate fermented, remnants and impure meals are destructive.

৫১। তামসিক বুদ্ধি। (The destructive sense.)

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে
তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা
পার্থ তামসী ॥ ১৮।৩২ ॥

পার্থ! যা তমসাবৃতা (অজ্ঞানাচ্ছাদিতা) বুদ্ধি অধর্ম্মং (পাপং বা শাস্ত্রনিষিদ্ধং) ধর্ম্মং (পুণ্যং বা বিহিতং) ইতি মন্যতে সর্ব্বার্থান্ (অর্থঃ কারণং ইতি মেদিনী) বিপরীতান্ চ মন্যতে সা তামসী বুদ্ধি।

পার্থ! অজ্ঞানে আবৃতা যে বুদ্ধি পাপ বা শাস্ত্র নিষিদ্ধ ধর্ম্মকে বিহিত ধর্ম্ম বা পুণ্য বলিয়া মনে করে এবং সকল কারণেরই বিপর্য্যয় ভাব গ্রহণ করে সেই তামসী বুদ্ধি।

The intellect which thinks the vicious works to be religious and takes the wrong senses of all the causes is the destructive sense.

৫২। তামসিক ধৃতি। (The destructive intuition.)

যথা স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং
মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ
[illegible] পার্থ তামসী ॥ ১৮।৩৫ ॥

পার্থ! [illegible]) স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং (দুঃখং) মদং (গর্ব্বং) অহং মহাত্মা ধনবান্ মত্তুল্যং কোঽস্তি ভূতলে। ইতি যজ্জায়তে চিত্তং মদং প্রোক্তঃ স কোবিদৈঃ (ইতি পাদ্মে) ন বিমুঞ্চতি সা দুর্ম্মেধা (মন্দমেধা ধারণাবতী বুদ্ধি ইত্যমরঃ) ধৃতিঃ তামসী।

যে ধৃতি হইতে স্বপ্ন ভয় শোক বিষাদ ও গর্ব্ব বিদূরিত হয় না (অর্থাৎ শত শত জ্ঞান শিক্ষায়ও উহারা থাকিয়া যায়) সেই মন্দ ধারণাশক্তিবিশিষ্টা ধৃতিই তামসী।

The dull talent (which can not grasp readily) which can not avoid dreams, fears, griefs, melancholies and pride is the destructive intuition (however sensible he may be).

৫৩। তামসিক যজ্ঞ। (The destructive worship.)

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীন-
মদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং
পরিচক্ষতে ॥ ১৭।১৩ ॥

বিধিহীনং (বিধিঃ প্রযোগোপদেশক গ্রন্থঃ ইতি ভরত ধৃত কোষঃ) অসৃষ্টান্নং (সৃষ্টং যুক্তং ইতি মেদিনী) অযুক্তান্নং তথা দুর্নিমিত্তং বা অবহুলং। সৃষ্টং ত্যক্তং তথা অত্যক্তান্নং বা অন্নদানবিহীনং) মন্ত্রহীনং অদক্ষিণং শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং ইতি পরিচক্ষতে (কথয়ন্তি)।

যাগোপদেশক শাস্ত্রবিরুদ্ধ অযুক্তান্ন সমন্বিত (বা অন্নদানবিহীন) মন্ত্রহীন দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ তামসিক।

The worship not to the service book without charity, proper wordings, remuneration to the priest and ardancy is destructive.

৫৪। তামসিক দান। (The destructive gift.)

অদেশকালে যদ্দানম-
পাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামস-
মুদাহৃতম্ ॥ ১৭।২২ ॥

অদেশকালে (অনুপযুক্ত দেশে চ কালে চ) অপাত্রেভ্যঃ (অনুপযুক্ত পাত্রেভ্যঃ) চ অসৎ কৃতং (দানমর্য্যাদাহীনং) অবজ্ঞাতং (অবমানিতং) যৎ দানং দীয়তে তৎ তামসং উদাহৃতং।

অনুপযুক্ত দেশে কালে ও পাত্রে (যথা শীতপ্রধান দেশে পাখা, গ্রীষ্মকালে শীতবস্ত্র এবং ভুক্ত ব্যক্তিকে আহার ইত্যাদি) দানমর্য্যাদাদি না রাখিয়া বা অপমানিত করিয়া যে দান করা হয় তাহা তামসিক।

The gift given at the improper place or untimely or to the undeserved party (eg. winter cloth in the hot country or hot season or

to the party suffering from the burning of the body) or without regard, with insult is destructive.

(ক্রমশঃ।)

ম্যালেরিয়া ও প্রতিকার।

ম্যালেরিয়ার সময় এসে পড়েছে, এখন থেকে প্রতিরোধের উপায় না করিলে শীঘ্রই ঘরে ঘরে সবাই জ্বরে প'ড়বে, কাজ বন্ধ হ'বে, উপার্জ্জন কমে যাবে, দুর্দ্দশার সীমা থাকবে না। শরীর খারাপ, স্বাস্থ্য হানি, মানসিক উদ্বেগের ত কথাই নাই। তাই এখন থেকে আমাদের সতর্ক হ'তে হ'বে।

ম্যালেরিয়ার জ্বর হ'তে আমরা নিস্তার পেতে পারি; অতি অল্প ব্যয়ে ইহার প্রকোপ হ'তে উদ্ধার পেতে পারি এ কথা বোধ হয় সবাই জানেন না; ম্যালেরিয়া জ্বরের এক প্রকার বীজাণু আছে, এই বীজাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া রক্তের মধ্যে চলাচল করিয়া জ্বরের সৃষ্টি করে; মশা এই বীজাণু একজনের শরীর হ'তে অন্য জনকে দেয়—এইরূপে ম্যালেরিয়ার সময় জ্বরের প্রকোপ বাড়িয়া চলে। এই সময়ে শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে, মশা ডিম পাড়ে এবং মশার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় বলিয়া জ্বরেরও বিস্তার বাড়িতে থাকে।

ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে, (১) শরীরে প্রবিষ্ট ম্যালেরিয়ার বীজাণুর ধ্বংস করিতে হইবে, (২) মশার কামড় হইতে নিজেকে বাঁচাইতে হইবে, (৩) মশা যাহাতে ডিম পাড়িয়া কুল বৃদ্ধি না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১) কুইনাইন ম্যালেরিয়া বীজাণু ধ্বংসের একমাত্র ঔষধ—সপ্তাহে তিন বার ৫ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন খাইতে হইবে, তাহা হইলে যে বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিবে তাহা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। দাস্ত পরিষ্কার রাখিতে হইবে—না হইলে ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া) ভিজান জল প্রত্যহ প্রাতে খাওয়া উচিত। জ্বরে ভুগিয়া কাজ বন্ধ করিয়া শরীর খারাপ থাকিলে আয়ের ও শরীরের যে ক্ষতি হয় তাহা অপেক্ষা নিয়মিতরূপে কুইনাইন খাওয়ার খরচ অনেক কম। প্রত্যেক পোষ্টাফিসে সস্তায় কুইনাইনের বড়ি পাওয়া যায়।

(২) মশারী ব্যবহার, অভাবে সন্ধ্যার সময় ঘরের মধ্যে ভাল করিয়া ধূনা জ্বালাইয়া ঘর বন্ধ করিয়া রাখিলে মশার উপদ্রব কম হয়। যথাসম্ভব এই কয় মাস সন্ধ্যার পর শরীর ঢাকা দিয়া রাখা উচিৎ তাহা হইলে মশা কম কামড়াইতে পারে। কেরোসিন তেলের গন্ধে মশা কম থাকে; হলদে রংয়ের কাপড় জামা ও বিছানায় মশা কম আসে।

(৩) মশা স্থির ময়লা জলে ডিম পাড়ে যে সব সার গাদার গর্ত্তে, নালায় ডোবায় মশা ডিম [illegible] তাহা ভরাট করা উচিৎ, যেখানে জল জমে তাহাতে কেরোসিন তেল ছিটাইয়া দিলে মশা ডিম পাড়িতে পারে না। ডিম পাড়িতে না পারিলে মশার বৃদ্ধি কমিয়া যায়।

এই তিনটী উপায় এখন হইতে সকলের অবলম্বন করা উচিত; তাহা হইলে জ্বরের হাত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে। জ্বরে প্রত্যেক বৎসর ভুগিয়া লোক হীনবল হইয়া পড়িতেছে, সাধারণের আয়ও কমিয়া যাইতেছে এবং অন্য কোন রোগে সামান্য দিন ভুগিয়া অকালে মারা যাইতেছে। ম্যালেরিয়ার হাত হ'তে যাহাতে নিজে পরিত্রাণ পান এবং অন্যকে উদ্ধার করিতে পারেন তাহার চেষ্টা সকলের করা উচিত।

ডাঃ গিরিন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, এম্ বি।

(কাজের লোক।)

সুখচরের চিনি।

(ডাঃ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এম এফ।)

আজকাল অনেকে দেশী জিনিষের আদর করিয়া থাকেন। এ সময়ে যদি একটী দেশী জিনিষের সম্বন্ধে দু চার কথা বলি, তা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমরা সুখচরের চিনির কথা বলিতেছি—সুখচর গ্রাম কলিকাতা হইতে চারি ক্রোশ উত্তরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানে এখনও দশ বারটী চিনির কারখানা আছে। এখানে একদিন ছিল—প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে—যখন সুখচরে ৬০।৭০টী চিনির কারখানা ছিল। গ্রামের লোকের অবস্থাও চিনির ব্যবসায় দৌলতে বেশ ভালই ছিল। প্রত্যেক বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত। গ্রামে বহু লোকের সমাগম ছিল। গ্রামের রাস্তাগুলি ভারবাহী গাড়ীর শব্দে দিবারাত্র মুখরিত থাকিত। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। সুখচরের সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। দু দশটা কারখানা কোন রকমে আত্মরক্ষা করিতেছে। আগে লোকে ব্যবসা করিয়া স্বাধীন ভাবে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইত। কিন্তু এখন অধিকাংশ লোকেই বিদেশে চাকরী করিয়া কোন রকমে দিন গুজরান্ করে। গ্রামের লোক-সংখ্যাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। ম্যালেরিয়া রাক্ষসী গ্রামে প্রবেশ করিতেছে।

এ দুর্দ্দশার কারণ জাভা ও জর্ম্মাণ চিনির আমদানি। এখনও যে সুখচরের চিনির ব্যবসা কোন রকমে টেকিয়া আছে, তাহার কারণ মাড়োয়ারিগণের অনুগ্রহ। মাড়োয়ারীরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য ও দেব সেবায় সুখচরের চিনি ছাড়া অন্য কোন চিনি ব্যবহার করেন না। হিন্দু ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কোন জিনিষের সাহায্যে প্রস্তুত হয় না বলিয়াই মাড়োয়ারীরা সুখচরের চিনি ব্যবহার করেন।

কিন্তু বিদেশী সভ্যতা-স্রোত এমনি ভাবে

আমাদিগকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছে যে, হিন্দু বিধবারা যাঁহারা মাংস স্পর্শ করেন না, তাঁহারাও গরুর অস্থি চূর্ণ দিয়া তৈয়ারী কয়লার সাহায্যে পরিষ্কৃত চিনি ব্যবহার করিয়া থাকেন। দেব সেবাতেও আমরা বিদেশী চিনি ব্যবহার করি।

আমরা এখন সুখচরের চিনি প্রস্তুত সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিব।

সুখচরের চিনি তৈরী হয় শীতকালে। কোট চাঁদপুর হইতে আমদানী খেজুর গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত হয়।

বড় বড় লোহার কড়ায় করিয়া গুড় উনানে চড়াইয়া জ্বাল দেওয়া হয়। খানিকক্ষণ জ্বাল দিবার পর গুড় গলিয়া রসে পরিণত হয়। জ্বাল দিবার মাঝে মাঝে গুড়ে দুধ দেওয়া হয়। দুধ দিবার উদ্দেশ্য গুড়ের ময়লা বা গাদ কাটিয়া বাহির করা। গাদ বাহির হইলেই ছাঁকনীর সাহায্যে তুলিয়া ফেলা হয়।

যখন আর গাদ না কাটে, তখন রসকে গরম গরম থাকিতে থাকিতে মাটির খোলায় স্থানান্তরিত করা হয় ও কাটি দিয়া তিন চার দিন ধরিয়া ক্রমাগত নাড়ান হয়। যখন রসের উপরিভাগ শুকাইয়া যায়, তখন পাটা নামক এক রকম জলজাত গাছের পাতা দিয়া খোলাগুলি ঢাকা দেওয়া হয়। পাটা শেওলা ঢাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য ময়লা বাহির করা। পাটা ঢাকা দিয়া দশ বার দিন রাখা হয়। তার পর খোলাগুলির তলা ফুটা করিয়া দেওয়া হয়। ঐ ফুটাগুলি দিয়া খোলা হইতে রস ঝরিয়া পড়ে। ঐ রস ছোট ছোট মাটীর গামলায় করিয়া ধরা হয়। তার পর ছোট ছোট কাটারি দিয়া খোলাগুলি হইতে চিনি কাটিয়া ফেলা হয়। এই চিনি তিন চারি দিন ধরিয়া রৌদ্রে শুখান হয়। তার পর কাঠের হাতুড়ির সাহায্যে চিনি ভাল করিয়া গুঁড়া করিয়া বস্তাবন্দি করা হয়। উপরে বলা হইয়াছে যে, খোলা থেকে যে রস পড়ে ঐ রস মাটির গামলায় ধরা হয়। সে রস থেকে উপরিউক্ত উপায়ে আবার চিনি বাহির করা হয়।

গুড় থেকে প্রথমে যে চিনি তৈরী হয় তাহা ঠিক বিলাতী চিনির মত ধবধবে। এই চিনির নাম দোবরা। পরে যে চিনি বাহির হয়, তাহার নাম একবরা চিনি। ইহা একটু ময়লা।

একবরা চিনির রস হইতে আবার চিনি বাহির করা হয়। এই চিনির নাম পেতে চিনি। (সময়।)

ক্ষমা।

মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের ক্ষমাগুণ।

মহর্ষি বশিষ্ঠ মূর্ত্তিমান ক্ষমাগুণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।—তাঁহার সম্বন্ধ মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—(আদি পঃ ১৭৫ অঃ চিত্ররথগন্ধর্ব্ব ও অর্জ্জুনসংবাদ)—

"ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো বশিষ্ঠোঽরুন্ধতীপতিঃ।
তপসা নির্জ্জিতৌ শশ্বদজেয়াবমরৈরপি॥
কামক্রোধাবুভৌ যস্য চরণৌ সংবাহতুঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং বশকরো বশিষ্ঠ ইতি চোচ্যতে॥
যস্তু নোচ্ছেদনং চক্রে কুশিকানামুদারধীঃ।
বিশ্বামিত্রাপরাধেন ধারয়ন্ মন্যু মুত্তমম্॥
পুত্রব্যসনসন্তপ্তঃ শক্তিমানপ্যশক্তবৎ।
বিশ্বামিত্রবিনাশায় ন চক্রে কর্ম্ম দারুণম্।"

ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে নির্জ্জিত ও বশীভূত করিয়া তিনি বশিষ্ঠ নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন,—তাঁহার তপোবলে দেবগণেরও অজেয় কাম ও ক্রোধ পরাজিত হইয়া তাঁহার সম্যক্ বশীভূত ছিল। উদারমতি সেই মহর্ষি—বিশ্বামিত্রের অপরাধ সত্ত্বেও ক্রোধ সংযত করিয়া কুশিকবংশের উচ্ছেদ করেন নাই এবং বিশ্বামিত্র হইতে পুত্রবিনাশরূপ সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়া শক্তিসম্পন্ন হইলেও অশক্তের ন্যায় হইয়া বিশ্বামিত্র বিনাশের নিমিত্ত কোনও দারুণ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন নাই।—এই সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশ হইতেই বশিষ্ঠের ক্ষমার পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি একটু বিশদভাবে এ স্থানে তাঁহার চরিতসম্বন্ধীয় কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

যখন পয়স্বিনী নন্দিনীকে বশিষ্ঠের নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া—রাজা বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক উহাকে হরণ করিতে উদ্যত হইলেন এবং যখন নন্দিনী কশাঘাত জর্জ্জরিত হইয়া কাতরভাবে—অনাথার মত 'হাম্বা হাম্বা' রবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—এবং মুনির শরণাপন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন—আপনি আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? তখন সুখদুঃখে সমানভাবাপন্ন নির্দ্বন্দ্ব মহর্ষি—"ন চুক্ষুভে তদা ধৈর্য্যাৎ ন চচাল ধৃতব্রতঃ।"—তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা অধীর হইলেন না,—কেবল এই কথা বলিলেন—"কিংকর্ত্তব্যং ময়া তত্র ক্ষমাবান্ ব্রাহ্মণো হ্যহম্।" বিক্রমশালী রাজা বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছেন, তখন ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ আমি কি করিব? আরও বলিলেন—"ক্ষত্রিয়াণাং বলং তেজো ব্রাহ্মণানাং ক্ষমা বলম্। ক্ষমা মাং ভজতে যস্মাদ্ গম্যতাং যদি রোচতে॥"—ক্ষত্রিয়ের বল তেজ বা বিক্রম এবং ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা—আমি ক্ষমাগুণে আকৃষ্ট হইতেছি, সুতরাং তোমার যদি অভিরুচি হয়, গমন কর। আমি কিন্তু তপোবলে দ্রোহকারীর অনিষ্টসাধন বা প্রতিহিংসা করিতে সমর্থ হইলেও তাহা করিব না।

অতঃপর যখন বশিষ্ঠপুত্র শক্তির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করায় কল্মাষপাদ নৃপতি মুনিপুত্রের শাপে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকেই ভক্ষণ করিলেন,—বিশ্বামিত্র তখন মুনি হইয়াছেন, কিন্তু বশিষ্ঠের প্রতি পূর্ব্ব বৈরভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই বৈরিতাপ্রযুক্ত বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নির্য্যাতনার্থে—তাঁহার অপর নবনবতি সংখ্যক পুত্রকে একে একে ভক্ষণ করিতে ঐ রাক্ষসের প্রতি আদেশ করিতে লাগিলেন। সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগ ভক্ষণ করে,—সেইরূপ সেই রাক্ষসাবিষ্ট রাজা বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায়—মহাত্মা বশিষ্ঠের

আর আর পুত্রগণকে ক্রমে ক্রমে ভক্ষণ করিলেন—"ভক্ষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সিংহঃ ক্ষুদ্র মৃগানিব"। মহর্ষি বশিষ্ঠ—বিশ্বামিত্র হইতে সেই সমস্ত পুত্রগণের বিনাশ প্রাপ্ত করিয়া—মহাদ্রি যেমন মেদিনী ধারণ করে, তাহার ন্যায় পুত্রবিয়োগজনিত নিদারুণ শোক ধারণ করিলেন—"ধারয়ামাস তং শোকং মহাদ্রিরিব মেদিনীম্।" সেই দারুণ শোকে তিনি আত্মঘাতনে উদ্যত হইয়াছিলেন,—তথাপি ঐ শোকের নিমিত্তভূত কৌশিকের বংশোচ্ছেদের কল্পনাও তিনি মনে স্থান দেন নাই।—"চক্রে চাত্মবিনাশায় বুদ্ধিং স মুনিসত্তমঃ,—ন ত্বেব কৌশিকোচ্ছেদং মেনে মতিমতাংবরঃ।" তিনি সুমেরুশৃঙ্গ হইতে আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন ক্লেশ হইল না,—তিনি শিলারাশির উপরে যেন তুলারাশিতে পতিত হইলেন—("গিরেস্তস্য স শিলায়াং তুলরাশাবিবাপতৎ")। সেই মহর্ষি শৈলশিখর হইতে পতিত হইয়া মৃত না হওয়াতে—মহাবনমধ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। পরন্তু তখন হুতাশন অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়াও তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন না—"দীপ্যমানোঽপি শীতোঽগ্নিরভবৎ ততঃ।"—অনন্তর সমুদ্র দর্শন করিয়া স্বীয় কণ্ঠদেশে গুরু প্রস্তরখণ্ড বন্ধনপূর্ব্বক তাহার জলরাশিতে পতিত হইলেন—তথাপি নিমগ্ন না হইয়া সাগরতরঙ্গবেগে তীরে উত্থাপিত হইলেন—"বদ্ধা কণ্ঠে শিলাং গুর্ব্বীং নিপপাত তদম্ভসি। স সমুদ্রোর্ম্মিবেগেন স্থলে ন্যস্তো মহামুনিঃ।"—এক্ষণে সুধীগণ বিচার করিয়া দেখুন—ক্ষমাশীল এই মুনির মত একই ভাবে প্রহ্লাদও ঐরূপ বিবিধ মৃত্যুর কারণ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

পরে কালবশে তাঁহার শোকাবেগ প্রশমিত হইয়াছিল; বিশ্বামিত্র তাঁহার শতপুত্র বিনাশের কারণ হইলেও তাঁহার প্রতিহিংসা গ্রহণ তিনি মনেও স্থান দেন নাই—আর যে কল্মাষপাদ রাজা রাক্ষসাবিষ্ট হইয়া তাঁহার শতপুত্র ভক্ষণ করিয়াছিল—তাঁহাকে শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন—"মন্ত্রপূতেন চ পুনঃ তং ভুক্ষ্য বারিণা। মোক্ষয়ামাস বৈ শাপাৎ।" কেবল ইহাই নহে, পরন্তু ব্রাহ্মণী শাপে প্রণষ্টসন্ততি (আদি পঃ ১৮৩ অধ্যায়) উক্ত নৃপতির মহিষী মদয়ন্তীতে পরম কারুণিক মহামুনি নিয়োগপ্রথানুসারে অশ্মক নামক বংশবর্দ্ধক পুত্র উৎপাদন করিয়া—তাঁহার পরম হিতসাধন করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন তাঁহার পৌত্র পরাশর—তদীয় পিতা শক্তির রাক্ষস কর্ত্তৃক নিধান-বৃত্তান্ত শ্রবণ করতঃ দুঃখার্ত্ত হইয়া সর্ব্বলোক সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন, তখন ক্ষমাশীল মুনি—তাঁহাকে ঐ ব্যবসায় হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন।—

"সর্ব্বলোকবিনাশায় মতিং চক্রে মহামনাঃ।
তং তথা নিশ্চিতাত্মানং স মহাত্মা মহাতপাঃ॥
বশিষ্ঠো বারয়ামাস,"—

ঔর্ব্ব মুনির দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বশিষ্ঠদেব—পৌত্র পরাশরকে তাঁহার সর্ব্বলোক ধ্বংসকর প্রতিজ্ঞা হইতে নিরস্ত করিলেন। তিনি কহিলেন—"হে পরাশর, তুমি পরলোক সমস্ত জ্ঞাত আছ—সর্ব্বলোক বিনাশ করা তোমার উচিত নহে।" পিতামহের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপ্রর্ষি পরাশর সর্ব্বলোকপরাভব হইতে স্বীয় ক্রোধ প্রশমিত করিলেন।

এবমুক্তঃ স বিপ্রর্ষির্বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
ন্যযচ্ছদাত্মনঃ ক্রোধং সর্ব্বলোকপরাভবাৎ॥"

পুনশ্চ রাক্ষস হইতে পিতা শক্তির ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া পরাশর মন্যুবশতঃ রাক্ষস-সত্রের অনুষ্ঠানে (১) প্রবৃত্ত হইলে—বশিষ্ঠদেব মহর্ষি পুলস্ত্যের সহিত তাঁহাকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা কহিলেন—

"নৈষ তাত! দ্বিজাতীনাং ধর্ম্মো দৃষ্টস্তপস্বিনাং। শম এব পরো ধর্ম্মস্তমাচর পরাশর॥"

হে পরাশর, উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের এরূপ ধর্ম্ম নহে,—শমই তাহাদিগের পরম ধর্ম্ম—তুমি সেই ধর্ম্ম পালন কর। বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্য কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া মহামুনি পরাশর ঐ রক্ষঃকুলসংহারাত্মক সত্র সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

এইরূপে শমপ্রধান মুনি বশিষ্ঠের চরিত্র আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিলে—ক্ষমার পরিচয় সর্ব্বতোভাবেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই এই কথা প্রবাদের মত প্রচলিত আছে—

"কৌশিকঃ কৃত্রিমো বিপ্রো জয়েৎস্বার্থে শতং মুনীন্।
জাতিবিপ্রো বশিষ্ঠস্তু খেদিতোঽপি ক্ষমাপরঃ॥"

ভৃগুবংশীয়গণের ক্ষমার দৃষ্টান্ত।

এক্ষণে বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক পৌত্র পরাশরের ক্রোধ উপশমনার্থ উদাহৃত ভৃগুবংশীয় তপোধনগণের ক্ষমার কথা আলোচনা করিব। (আদি পঃ ১৭৯।১৮০ অঃ)—যখন পুণ্যকীর্ত্তি দানশৌণ্ড নৃপতি কৃতবীর্য্যের বংশজাত ক্ষত্রিয়গণ অর্থলোভবশতঃ আপনাদিগের যাজক ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের অর্থ হরণ করিবার জন্য দস্যুর মত তাঁহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন এবং ভার্গবদিগের গর্ভস্থ শিশু পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—তখন ভৃগুকুল উচ্ছিদ্যমান দেখিয়া ভয়ার্ত্ত, ভার্গবপত্নীরা দুর্গম হিমালয় পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। তাহাদিগের মধ্যে কোনও এক কামিনী ভর্ত্তৃকুল রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়ভয়ে এক উরুমধ্যে মহাবীর্য্যসম্পন্ন গর্ভ ধারণ করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ তাহা শুনিবামাত্র সেই গর্ভ বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইল। ঐ সময় গর্ভস্থ বালক প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায়—তেজোভাস্বর মূর্ত্তিতে ক্ষত্রিয়গণের দৃষ্টিলোপ করিয়া নির্গত হইলেন। সেই তেজস্বী বিপ্রর্ষি উরু ভেদ করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া ঔর্ব্ব নামে লোকে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই

(১) যে যজ্ঞ দ্বারা রাক্ষসকুলের সমূলে ধ্বংস হয়।

ভৃগুনন্দন মহাসুভব ঔর্ব—বৈরনির্য্যাতনাভিলাষে সর্ব্বলোকবিনাশের নিমিত্ত ঘোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া তদ্দ্বারা নিখিললোক সন্তাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তরূপ তপস্যাচরণকালে তাঁহার সমস্ত পিতৃগণ তাহা অবগত হইয়া পিতৃলোক হইতে আগমনপূর্ব্বক কুলনন্দন ঔর্ব্বকে কহিলেন, (১)—"হে পুত্র! তুমি তপোবলে উগ্র হইয়াছ—তোমার প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তুমি এক্ষণে সমস্ত লোকের প্রতি প্রসন্ন হও—স্বীয় ক্রোধ পরিহার কর। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ যখন ভার্গবদিগের হিংসা করিয়াছিলেন, তখন জিতেন্দ্রিয় ভার্গবগণ আপনাদিগের বধ উপেক্ষা করিয়াছিলেন—যদিও তাঁহারা তাহার প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ ছিলেন না। তাঁহারা আরও বলিলেন, (২)—

"হে বৎস! তুমি যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা আমাদিগের প্রিয় নহে, অতএব তুমি সর্ব্বলোকপরাভবরূপ পাপকর্ম্ম হইতে মনকে নিবৃত্ত কর। হে পুত্র! তুমি তপস্তেজের দূষক ক্রোধ পরিত্যাগ কর। সপ্তলোক কিংবা ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিও না।"

(১) 'ঔর্ব! দৃষ্টঃ প্রভাবস্তে তপসোগ্রস্য পুত্রক!
প্রসাদং কুরু লোকানাং নিযচ্ছ ক্রোধমাত্মনঃ॥
ন নীশৈর্হি তদা তাত ভৃগুভির্ভাবিতাত্মভিঃ।
বধোহপেক্ষিতঃ সর্বৈঃ ক্ষত্রিয়াণাং বিহিংসতাম্॥"

(২) "ন চৈতন্নঃ প্রিয়ং তাত! যদিদং কর্ত্তুমিচ্ছসি।
নিযচ্ছেদং মনঃ পাপাৎ সর্ব্বলোকপরাভবাৎ॥
মা বধীঃ ক্ষত্রিয়াংস্তাত ন লোকান্ সপ্ত পুত্রক।
দূষয়ন্তং তপস্তেজঃ ক্রোধমুৎপতিতং জহি॥"

ইহা অপেক্ষা ক্ষমাগুণের দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? নিজেরা ক্ষত্রিয়গণের উৎপীড়নে পীড়িত হইলেও এবং ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক আপনাদিগের বংশ উচ্ছিদ্যমান হইলেও মহর্ষি ঔর্ব্বের পিতৃগণ পিতৃলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক—বৈরনির্য্যাতনোদ্যত পুত্রকে যে ক্ষমার উপদেশ প্রদান করিলেন—তাহা কেবল ভারত ভূমির জিতেন্দ্রিয় মুনিসমাজেই সম্ভব। এইরূপ এই বংশেরই জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করার পর পুনশ্চ তদনুষ্ঠানে উদ্যত হইলে,—ক্ষমাশীল তদীয় পিতামহ ঋচীক পিতৃলোক হইতে তাঁহার নিকট আগমন করত তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

শমীক মুনির ক্ষমা।

রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়া-ব্যপদেশে একটি শরবিদ্ধ মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবন হেতু পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া শমীক মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক পলায়িত মৃগের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে মৌনব্রতধারী মুনি কোনই উত্তর দিলেন না—ইহাতে রাজা রোষপরতন্ত্র হইয়া শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা একটি মৃত সর্প তুলিয়া তাঁহার গলদেশে জড়াইয়া দিলেন। পরীক্ষিৎ মুনিকে মৌনব্রতধারী বলিয়া জানিতেন না বলিয়াই ঐরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছিলেন—"ন হি তং রাজশার্দ্দূলস্তথা ধর্ম্মপরায়ণম্। জানাতি ভরতশ্রেষ্ঠস্তত এনমধর্ষয়ৎ।" ক্ষমাশীল মুনি নৃপতি কর্ত্তৃক এইরূপ অপমানিত হইলেও শাপ প্রদান করিলেন না—নির্ব্বিকার অবস্থায়ই উপবিষ্ট রহিলেন।

কিন্তু ঐ ঋষির পুত্র শৃঙ্গী যেমন তেজস্বী, তেমনই ব্রতপরায়ণ ছিলেন এবং তরুণ বয়স হেতু অতিশয় কোপপ্রবণ ছিলেন। তিনি পিতার তদবস্থা দেখিয়া ক্রোধাবেগে অভিভূত হইয়া, রাজাকে সপ্ত রাত্রির মধ্যে তক্ষক কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া যমভবনে গমন করিবার তীব্র শাপ প্রদান করিলেন। শমীক মুনি ইহা অবগত হইয়া পুত্রের চাপল্যে ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—

"ন মে প্রিয়ং কৃতং তাত!
নৈব ধর্ম্মস্তপস্বিনাম্॥"

হে পুত্র! তুমি যাহা করিলে, আমি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলাম,—এই কার্য্য আমার প্রিয় নহে। তিনি উপদেশচ্ছলে আরও বলিলেন, (১)—

"পুত্র বয়স্থ হইলেও পিতার অবশ্য শাস্য। যাহাতে পুত্র গুণবান্ ও যশঃ প্রাপ্ত হয়—পিতার ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমার বাল্য হেতু চপলতা ও দুঃসাহস দেখিয়া বোধ হয় যে, আমাকে অনেক বিষয়েই শিক্ষা দিতে হইবে। তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ করত শমপরায়ণ হইয়া বন্য ফলমূল আহার করিয়া তপস্যাচরণ কর। এরূপে ধর্ম্ম আর নষ্ট করিও না। জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের বহু কষ্টে সঞ্চিত ধর্ম্ম ক্রোধ কর্ত্তৃক লুপ্ত হয় এবং ধর্ম্ম লোপ হইলে অভিলষিত সদ্গতি লাভ হয় না। ক্ষমাশীল যতিগণের একমাত্র ক্ষমাই সিদ্ধির হেতু। ক্ষমাযুক্ত ব্যক্তিরই ইহলোক ও পরলোকে মঙ্গল হয়। অতএব ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যা কর। একমাত্র ক্ষমাকে অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে।"

ক্ষমাশীল মুনি নিজে রাজা কর্ত্তৃক অপ-

(১) পিতা পুত্রো বয়স্থেঽপি সততং বাচ্য এব তু।
স্যাদ্ যথা গুণসংযুক্তঃ প্রাপ্নুয়াচ্চ মহদ্যশঃ॥
সোঽহং পশ্যামি বক্তব্যং ত্বয়ি ধর্ম্মভৃতাংবর॥
স ত্বং শমপরো ভূত্বা বন্যমাহারমাচরন্।
চর ক্রোধমিমং হত্বা নৈবং ধর্ম্মং প্রহাস্যসি॥
ক্রোধো হি ধর্ম্মং হরতি যতীনাং দুঃখসঞ্চিতম্।
ততো ধর্ম্মবিহীনানাং গতিরিষ্টা ন বিদ্যতে॥
শম এব যতীনাং হি ক্ষমিণাং সিদ্ধিকারণম্।
ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাম্॥
তস্মাচ্চরেথাঃ সততং ক্ষমাশীলো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ক্ষময়া প্রাপ্স্যসে লোকান্ ব্রহ্মণঃ সমনন্তরান্॥"
(আদি পঃ ৪২ অঃ ৪-৯ শ্লোক।)

মানিত হইলেও কোনও রূপ মানসিক বিকৃতি প্রাপ্ত না হইয়া—যে ক্ষমার উপদেশ দিতে-ছেন,—দেশবাসিগণ! সেই ক্ষমাগুণ নিজ নিজ চরিত্রে বিকাশিত করিয়া ধন্য হউন। মুনির উপদেশমত কার্য্য করিতে যদি অপারগ হন—তবে সফলতার আশা সুদূর পরাহত।

দেবযানীর প্রতি শুক্রাচার্য্যের ক্ষমাবিষয়ক উপদেশ।

"অসুররাজ বৃষপর্ব্বকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা—শুক্রকন্যা দেবযানীর সহিত কারণবশতঃ বিবাদ করিয়া নানারূপ অপমানজনক বাক্যে তিরস্কার করত তাঁহাকে বনমধ্যে কূপে নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন। যযাতি কর্তৃক কূপ হইতে উদ্ধৃত হইয়া দেবযানী পিতা শুক্রাচার্য্যকে পরিচারিকা দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া সেই স্থানে আনয়ন করত সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিলেন। তিনি নিজেকে এমনই অপমানিতা মনে করিয়া-ছিলেন যে, অসুররাজ বৃষপর্ব্বকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তরে গমনার্থ পিতা শুক্রাচার্য্যকে অনুরোধ করিলেন এবং নিজে অসুররাজ্যের ত্রিসীমানায় গমন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। দেবযানীর এই ব্যবসায়টিকে বর্ত্তমান ভারতীয় রাজনীতিকগণের অনুসৃত নন্-কো অপারেশনএর (Non co-operation) অনুরূপ বলা যাইতে পারে। কন্যার প্রতি স্নেহপ্রবণ শুক্রাচার্য্য কন্যার এই মর্ম্মান্তিক দুঃখে ব্যথিত হইলেও তাঁহাকে এইরূপ মনোহর মধুর বচনে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন,—(১)

"যিনি অন্য ব্যক্তি কর্তৃক নিন্দিত বা তিরস্কৃত হইয়া উহা সহ্য করেন, তাহাতেই তাঁহার সমস্ত জগৎ জয় করা হয়। যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে নিগৃহীত অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করেন—তিনিই প্রকৃত সারথি—অশ্বের রশ্মিমাত্র অবলম্বন করিলেই সারথি হয় না। যিনি সর্পের নির্ম্মোক (খোলস্) পরিত্যাগের ন্যায় ক্ষমা দ্বারা সমুৎপন্ন ক্রোধকে নিরাস করেন,—তিনিই প্রকৃত পুরুষ। যিনি ক্রোধ সংযত করেন,—নিন্দা বা কঠোর বাক্য সহ্য করেন—স্বয়ং সন্তাপিত হইলেও অন্যকে তাপিত করেন না—তিনিই পুরুষার্থের ভাজন। অজ্ঞান বালক বালিকাগণ যে পরস্পর অনিষ্টাচরণ করে,—তাহাতে প্রাজ্ঞগণ তাহার অনুকরণ করেন না।"

অসুররাজ কন্যা কর্তৃক নির্জ্জিতা—দলিতা ফণিনীর মত কোপপরীতা কন্যা দেবযানীর প্রতি পিতা শুক্রাচার্য্যের এই ক্ষমার উপদেশ—দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আবাল বৃদ্ধ বনিতার অবশ্য প্রতিপাল্য কি না—তাহা আপনারা বিচার করুন।

---

(১) "যঃ পরেষাং নরো নিত্যমতিবাদাং-স্তিতিক্ষতে।
দেবযানি! বিজানীহি তেন সর্ব্বমিদং জিতম্।
যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং নিগৃহ্লাতি হয়ং যথা।
স যন্তেত্যুচ্যতে সদ্ভির্ন যো রশ্মিষু লম্বতে॥
যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং ক্ষময়েহ নিরস্যতি।
যথোরগস্ত্বচং জীর্ণাং স বৈ পুরুষ উচ্যতে॥
যঃ সন্ধারয়তে মন্যুং যোঽতিবাদাংস্তিতিক্ষতে।
যশ্চ তপ্তো ন তপতি দৃঢ়ং সে হর্থস্য ভাজনম্॥
যৎ কুমারাঃ কুমার্যশ্চ বৈরং কুর্য্যুরচেতসঃ।
ন তৎ প্রাজ্ঞোঽনুকুর্ব্বীত ন বিদুস্তে বলাবলম্॥"

শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ।
(মাসিক বসুমতী।)

চট্টগ্রামী রাখাল বালকের অদ্ভুত বীরত্ব।

সে বহুদিনের কথা নয়, চট্টগ্রাম অঞ্চলে তুমুল ঝড় বৃষ্টিতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে লাইনটীর কুমীরা ও ভাটিয়ারী ষ্টেশনের মধ্য-বর্ত্তী একটী পুলের কিয়দংশ বন্যার স্রোতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের কতিপয় বালক নিকটে গরু চরাইতেছিল। হাসনাবাদের একটী বালক পুলের ঐ ভগ্ন অংশ দেখিতে পাইয়া সঙ্গীয় বালকগণের নিকট প্রস্তাব করে, "গাড়ী আসিবার সময় হইয়াছে, ভাঙ্গা পুলের উপর দিয়া গাড়ী গেলে নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইবে, চল, আমরা দলবদ্ধ হইয়া রেলরাস্তার উপর দাঁড়াইয়া থাকি, তাহা হইলে চালক গাড়ী থামাইবে।" কেহই তাহার এই প্রস্তাবে সম্মত হইল না সে একাই গাড়ীর শব্দ শুনিয়া রেলরাস্তার উপর দাঁড়াইল এবং হাত নাড়িয়া গাড়ী থামাইতে ইঙ্গিত করিতে লাগিল। সঙ্গীয় বালকগণ তাহাকে প্রাণের ভয় দেখাইয়া সরিয়া যাইতে বলিল, সে বলিল আমার একটী প্রাণ দিয়া যদি অনেকগুলি প্রাণ বাঁচাইতে পারি সে মরণে আমার কোন কষ্ট হইবে না। দেখিতে দেখিতে গাড়ী নিকটে আসিয়া পৌঁছিল, সে এক পাও নড়িল না সাহসের সহিত হাত নাড়িয়া নিষেধ করিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ীর বেগ কমিতে কমিতে বালক হইতে ৪৫ হাত দূরে গাড়ী থামিলে চালক ও যাত্রীগণ ঔৎসুক্যের সহিত গাড়ী হইতে নামিয়া বালককে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় সে ইঙ্গিতে পুলের নীচে ভগ্নস্থান দেখাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ সকলে এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া বালককে, টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানী পুরস্কার দিতে লাগিলেন, অনেক টাকা আদায় হইল। ট্রাফিক ম্যানেজার স্বয়ং আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। পাহাড়তলী হইতে অন্য গাড়ী যোগে ভাটিয়ারী ষ্টেশন হইতে যাত্রী নেওয়া হইল। বালকটিকেও সহরে আনিয়া রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ৭৫৲ টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পল্লীবালকের দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি। আশা করি, দেশবাসী বালকটির সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

(সঞ্জীবনী।)

REGD. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৬শ বর্ষ।] ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল। ইং ১০ই ডিসেম্বর, ১৯২৪ সাল। [৮ম খণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিননাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

৫৫। তামসিক তপ। (The destructive self-culture.)

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া
ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামস-
মুদাহৃতম্ ॥১৭।১৯॥

মূঢ়গ্রাহেণ (রিপুবশেন) আত্মনঃ (জীবস্য) পীড়য়া বা পরস্য উৎসাদনার্থং (বিনাশায়) যৎ তপঃ ক্রিয়তে তৎ তামসং উদাহৃতম্।

রিপুবশে আত্মজীবকে পীড়িত করিয়া বা অপরের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য যে তপ করা হয় তাহা তামসিক। যথা মারণ উচাটন বশীকরণাদি ষটকর্ম্মের অপব্যবহারে যে সব কষ্টকর তপ আচরিত হয়।

The hardship of self-culture observed through the influence of some passion or to undo others is destructive.

৫৬। তামসিক জ্ঞান। (The destructive rationale.)

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে
সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামস-
মুদাহৃতম্ ॥১৮।২২॥

যৎ তু একস্মিন (একভাবে) কৃৎস্নবৎ (কৃৎস্ন সমস্তঃ ইত্যমরঃ) কার্য্যে সক্তং (আসক্তং) অহৈতুকিং (যুক্তিহীনং) অতত্ত্বার্থবৎ (ব্রহ্মজ্ঞানহীনবৎ অধ্যাসযুক্তবৎ) অল্পং (ক্ষুদ্রং) চ তৎ তামসং উদাহৃতং।

যে জ্ঞান একটা ভাবকেই সমস্ত বলিয়া মনে করে অর্থাৎ এক দেশিক, কার্য্যে আসক্ত (অর্থাৎ কার্য্যের শেষ যে জ্ঞান তাহা না ধরিয়া কর্ম্মেই আবদ্ধ থাকে), যুক্তিহীন ও ব্রহ্মধারণাহীন অধ্যস্ত সুতরাং ক্ষুদ্র, তাহাই তামসিক জ্ঞান।

The one-sided, limited to the work without its knowledge, unreasonable and materialistic so small rationale is destructive.

৫৭। তামসিক ত্যাগ। (The destructive resignation.)

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো
নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ
পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৮।৭ ॥

তু নিয়তস্য (নিত্যস্য) কর্ম্মণঃ সন্নাসঃ (ত্যাগঃ) ন উপপদ্যতে (বিধীয়তে) তস্য মোহাৎ (অজ্ঞানাৎ) পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

নিত্য কর্ম্মত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নহে। অজ্ঞান বশতঃ যে নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ করা হয় উহাই তামসিক ত্যাগ।

Resignation of the daily duties is not advisable, when it is done unwisely resignation is destructive.

৫৮। তামসিক সুখ। (The destructive pleasure.)

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং
মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামস-
মুদাহৃতম্ ॥ ১৮।৩৯ ॥

সুখং যৎ অগ্রে (অগ্রং প্রাপ্তং ইতি মেদিনী, তস্মাৎ শেষে বা ভবিষ্যতে) চ অনুবন্ধে (আরম্ভে ইতি শব্দরত্নাবলী) চ আত্মনঃ (জীবস্য) মোহনং (মুগ্ধকরং) নিদ্রা চ, আলস্যং চ প্রমাদঃ (অনবধানতা ইত্যমরঃ)

তেভ্যঃ উত্থং (উত্তিষ্টঃ) তৎ তামসং উদাহৃতং।

নিদ্রা আলস্য ও অনবধানতা হইতে উৎপন্ন সুখ যাহা জীবকে আরম্ভে ও শেষে মুগ্ধ করে তাহা তামসিক। আলস্য দেহ সঞ্চালনের অস্পৃহা অনবধানতা কার্য্যকে উপেক্ষা করিয়া অনাবশ্যকীয় কার্য্য করা যথা বালক স্কুল পালিয়ে খেলা করে।

The enjoyment derived from the sleep, the idleness, and the negligence of duty, when bewitches the life in the beginning and in the end, is the destructive pleasure.

৫৯। ভূতভাব। (The animal characteristics.)

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা
সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়-
ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ১০।৪ ॥

৬০।

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং
যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব
পৃথগ্বিধাঃ ॥ ১০।৫ ॥

বুদ্ধিঃ (সর্ব্বস্ত জন্তোর্বিষয় গোচরে যৎ-জ্ঞানং) জ্ঞানং (জন্তোর্বিশিষ্ট জ্ঞানং) অসংমোহঃ (মনুষ্যানাং মোক্ষ জ্ঞানং) ক্ষমা (বাহ্যে চাধ্যাত্মিকে চৈব দুঃখে চোৎপাদিতে ক্বচিৎ। ন কুপ্যন্তি ন বা সা ক্ষমা পরিকীর্ত্তিতা পূর্ণজ্ঞানমিতি) সত্যং (যথার্থং সর্ব্ব জন্তোর্ব্বিষয়ানুযায়ী ইন্দ্রিয়চালনং) দমঃ (বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ) শমঃ (মনুষ্যানাং অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ) সুখং দুঃখং ভব (জন্ম) অভাব (মৃত্যু) ভয়ং চ অভয়মেব চ অহিংসা (সর্ব্বজন্তো আত্মপীড়াবর্জ্জনং) সমতা (বিশিষ্ট জন্তোঃ সাধারণৈ সহ সমত্বং তথা আত্মপীড়াবর্জ্জনাৎ পরপীড়াবর্জ্জনঞ্চ) তুষ্টিঃ (বিশিষ্ট মনুষ্যানাং ভোগতৃপ্তাবস্থা) তপঃ (ভোগতৃপ্তস্তে আত্মোন্নত্যর্থে আত্মপীড়নং) দানং (উন্নতাত্মনঃ আত্মভোগং পরার্থে নিবেদনং) যশঃ অযশঃ ভূতানাং ভাবাঃ মত্ত (আত্মনঃ) এব পৃথগ্বিধাঃ (অন্যতমা। নতু এতানি আত্মনঃ ভাবাঃ সবিকার ক্ষেত্রস্য চ) ভবন্তি।

বিষয় গোচর করিবার স্বাভাবিক ও বিশিষ্ট জ্ঞান (যথা খাদ্যাদির জ্ঞান ও প্রভুর জ্ঞান) মনুষ্যের মোক্ষজ্ঞান ও ক্ষমা, বিষয়ানুযায়ী বিষয়চালনা, তাহার বাহ্যিক মানসিক সংযম (যথা বানরের কলা দেখিয়া তাহা গ্রহণ, শিক্ষিত বানরের কলা লইয়া অন্য বানরদের ভাগ করিয়া দেওয়া এবং মনুষ্যে কলা ভোজনের প্রবৃত্তি লোপ), সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, সর্ব্ব জন্তুর আত্মপীড়া বর্জ্জন, উচ্চ প্রাণীদের পরপীড়া বর্জ্জন ও সর্ব্বত্র সমভাব, মনুষ্যে ভোগ তৃপ্তি অবস্থা, আত্মার উন্নতির জন্য আত্মপীড়ন ও আত্মভোগ পরকে প্রদান, যশঃ এবং অযশঃ আদি জীবের ভাব সকল আত্মা হইতে পৃথক্ আত্মাতে ঐ সকল ভাব নাই।

Instinct, rationale, wisdom and pardonableness, naturalism, reservedness and plainness, fear and fearlessness, avoidance of own and others pain so impartiality, contentment, paining for self-culture, gift, fame and disgrace are the characteristics of the animality different from the soul.

৬১। বন্ধমোক্ষ। (Bondage and salvation.)

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্
দৈব আসুর এব চ ॥ ১৬।৬ ॥

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়া-
সুরী মতা ॥ ১৬।৫ ॥

অস্মিন্ লোকে দৈব অসুর এব চ দ্বৌ ভূত সর্গৌ (সৃষ্টি) দৈবী সম্পদ্ (সম্পদ্ গুণোৎকর্ষ ইতি মেদিনী) বিমোক্ষায় আসুরী মতা নিবন্ধায়।

এই সংসারে সৃষ্টি রকম দৈবী ও আসুরী। দৈবী উৎকৃষ্ট গুণ মোক্ষ এবং আসুরী মত বন্ধন প্রদান করে।

Benific and malific are two creations in the universe. Benefic properties give salvation while malific grounds bind.

৬২। দৈবী-সম্পদ। (Benefic properties.)

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগ-
ব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়-
স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১৬।১ ॥

৬৩।

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ
শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং
হ্রীরচাপলম্ ॥ ১৬।২ ॥

৬৪।

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো
নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভি-
জাতস্য ভারত ॥ ১৬।৩ ॥

অভয়ং সত্ত্ব সংশুদ্ধি (চিত্তশুদ্ধি)- জ্ঞান যোগে ব্যবস্থিতিঃ (নিষ্ঠা) দানং দমঃ যজ্ঞ চ স্বাধ্যায়ঃ তপঃ আর্জ্জবং (সরলতা) অহিংসা সত্যং অক্রোধঃ ত্যাগঃ শান্তিঃ অপৈশুনং (অখলতাং) পরস্পরং ভেদশীলে পিশুনো দুর্জ্জনঃ খলঃ ইতি শব্দরত্নাবলী)

ভূতেষ্ দয়া অলোলুপ্ত্বং (লোভাভাবঃ) মার্দ্দবং (মৃদুতা। পরদুঃখে দুঃখং) হ্রীঃ (অকার্য্যে লজ্জা) অচাপলং তেজঃ (প্রভাবঃ) ক্ষমা ধৃতিঃ (তুষ্টিঃ ইতি মেদিনী) শৌচং অদ্রোহঃ (দ্রোহঃ অনিষ্টচিন্তনং ইতি হেমচন্দ্রঃ) নাতিমানিতা (অভিমানশূন্যতা) দৈবীং সম্পদং অভিজাতস্য এতানি ভবন্তি।

অভয়, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, তপ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অখলতা, দয়া, অলোভ, মৃদুতা, অন্যায় কর্ম্মে লজ্জা, অচপলতা, প্রভাব, ক্ষমা, তুষ্টি, শৌচ, পরানিষ্ট-চিন্তাহীনতা, এবং অত্যন্ত অভিমানশূন্যতা, আদি দৈবী গুণ।

Untimidity, fine character, culture of concentration, charity, religious rites, education, self culture, frankness, avoidance of torturing others, veracity, restraint of indignation, dedication, peacefulness, uncrookedness, compassion, restraint of temptation, mildness, shame for wrong and steadiness, prowess, pardonableness, contentment, purity, harmless mind; and want of the sense of too much self-respect are the beatific properties.

(ক্রমশঃ।)

বৈশ্বানর।

"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥"

গীতা, ৩।১০।

কল্পের প্রারম্ভে যজ্ঞের সহিত প্রজাসৃষ্টি করিয়া, প্রজাপতি বলিলেন, "এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, ইহা তোমাদের কামধেনু হউক, সকল ঈপ্সিত বস্তু দান করুক।"

যজ্ঞের অর্থ কি? যজ্ঞের অর্থ কাহারও উদ্দেশে কোন সুন্দর, ইষ্ট, প্রিয় বস্তু সম্পূর্ণতঃ দান বা ত্যাগ। দাতার, যজ্ঞকর্ত্তার মানসিক উন্নতির ক্রমানুসারে প্রথম প্রথম স্থূল পদার্থ দান, পশু দান অর্থাৎ পরকে দান বা অনাত্ম-দানের দ্বারা যজ্ঞ সাধিত হয়, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবস্তুদানে ও আত্মদানে তাহার পরিসমাপ্তি হয়।

মনুস্মৃতিতে গৃহস্থের জন্য ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক স্তরের পাঁচ প্রকার বিভিন্ন যজ্ঞের উল্লেখ আছে—দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ ও ঋষিযজ্ঞ। গীতায় স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে দ্রব্যাত্মক দান এবং ব্রহ্মলাভের উদ্দেশ্যে তপ বা আত্মসংযম, যোগ বা প্রাণায়াম, স্বাধ্যায় বা মহৎভাবসমন্বিত আপ্তবাণীর পঠন ও জপ এই সকল সাধনগুলিকেও যজ্ঞ নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সকল যজ্ঞকে জ্ঞানযজ্ঞ বলিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, জ্ঞানযজ্ঞ দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ। মনুকথিত পঞ্চ মহাযজ্ঞের নিয়মপূর্ব্বক পালনে কর্ম্মকাণ্ডপূর্ণ গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও গৃহীর হৃদয়ে জ্ঞানযজ্ঞের বীজ উপ্ত ও অঙ্কুরিত হয়। পরবর্ত্তী আশ্রমে তাহা মুকুলিত হইয়া উঠে। গৃহত্যাগী বানপ্রস্থী যজ্ঞের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সংগ্রহে অপারগ হওয়ায় এবং নিঃশ্রেয়সের অভিলাষ বশতঃ জ্ঞানের অভিমুখী হওয়ায় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ত্যাগ করেন। অথচ, "কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বান্" "এ সব প্রকার যজ্ঞকেই কর্ম্মপ্রসূত জানিও"—কর্ম্মের সোপান দিয়া না চড়িলে উপায় নাই; অতএব তাঁহার কর্ম্ম রূপকসাধ্য। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বানপ্রস্থী বা জ্ঞানযাজ্ঞিক নিজের শরীরে প্রতীকের দ্বারা সাধনা করেন। বক্ষ্যমাণ বিষয়ে আমরা তাহার একটি সুন্দর উদাহরণ পাইব।

গীতা অনেকেই পড়িয়াছেন। গীতায় 'বৈশ্বানর' শব্দের সহিত প্রায় সকলেরই পরিচয় আছে। সেখানে বৈশ্বানরকে আমরা শরীরস্থ পাচক অগ্নিরূপে পাইয়াছি।

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥"

গীতা, ১৫।১৪।

আজকাল কোন কোন ব্রহ্মচারি-আশ্রমে বালকগণ অন্নগ্রহণের পূর্ব্বে ব্রহ্মস্মরণার্থ উক্ত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকে।

কিন্তু বৈশ্বানর শব্দের অর্থ ব্যাপক, বৈশ্বানর শুধু শরীর-অভ্যন্তরস্থ অগ্নি নহেন। বৈশ্বানর সমস্ত বিশ্বের আত্মা। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাকে প্রাপ্তির সাধনও উহা হইতে অধিগম্য এবং প্রাপ্তির ফলও উহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

একবার উপমন্যুর পুত্র প্রাচীনশাল, পুলুষের পুত্র সত্যযজ্ঞ, ভল্লবের পৌত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষের পুত্র জন ও অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িল এই পাঁচ জন মহাবেদবেত্তা মহাগৃহস্থ মিলিত হইয়া বিচার করিতে লাগিলেন,—"আমাদের আত্মা কি? ব্রহ্ম কি?" নিজেরা কোন সমাধান করিতে না পারিয়া স্থির করিলেন,—"অরুণের পুত্র উদ্দালক বৈশ্বানর-আত্মাকে ঠিক ঠিক জানেন, চল, তাঁহার কাছে যাই।" এই বলিয়া তাঁহারা উদ্দালকের নিকট গমন করিলেন।

এই উদ্দালকের সহিত আমাদের শৈশবেই মহাভারতে পরিচয় হইয়াছে। গুরুসেবা করিয়া, গুরু আজ্ঞা পালন করিয়া, ক্ষুধিত থাকিয়া, অন্ধ হইয়া কত কষ্টে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার একটা আভাস আমাদের মনে মনে আছে। সেই উদ্দালকের আমরা উপনিষদে দর্শন পাই—গুরুপদস্থ, সম্মানিত, প্রথিতযশাঃ ব্রহ্মজ্ঞানিরূপে। তাঁহার নিকট ব্রহ্মজিজ্ঞাসু বেদবিদ্ ব্রাহ্মণরা আইসেন—ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্য। কিন্তু ব্রহ্ম অসীম, তাঁহার লীলার ও বিবর্ত্তনের ইয়ত্তা নাই। উদ্দালক মহাজ্ঞানী হইলেও

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ নহেন। বৈশ্বানর-আত্মরূপী ব্রহ্মতত্ত্ব উদ্দালক জানেন না। কিন্তু তিনি ব্রহ্মবাদী সুতরাং সত্যবান্, সরল ও বিনম্র। ব্রাহ্মণরা তাঁহাকে প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই তিনি অনুমান করিলেন, বৈশ্বানর-আত্মা সম্বন্ধেই তাঁহারা জানিতে আসিয়াছেন। হয় ত উদ্দালক কিছুকাল যাবৎ এ বিষয়ে বিচারশীল ছিলেন, সে কথা লোকবিদিত হইয়াছিল, তাই পঞ্চ গৃহস্থরা তাঁহারই নিকট আসা ধার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার বিচার সম্পূর্ণ হয় নাই, হস্তাগত আমলকীবৎ সে তত্ত্ব এখনও তাঁহার স্বকীয় হয় নাই। তাই তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—"এই মহাশ্রোত্রিয় মহাগৃহস্থরা আমাকে যে প্রশ্ন করিবেন, তাহার আমি সম্যক্ উত্তর দিতে পারিব না, ইহাদের অন্য শিক্ষকের নাম বলিয়া দিই।" বলিলেন, "হে মহাপুরুষগণ কেকয়রাজ অশ্বপতি বৈশ্বানর-আত্মাকে পূর্ণ প্রতীতি লাভ করিয়াছেন, আসুন, আমরা তাঁহার কাছে যাই।"

সকলে অশ্বপতির নিকটে গমন করিলেন। কেকয়রাজ তাঁহাদের প্রত্যেকের যথাযথ সৎকার করাইলেন। কিন্তু অনুভবে বুঝিলেন, তাঁহারা যেন সাধারণ অর্থপ্রার্থী ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহার প্রদত্ত দানে বিশেষ আস্থা দেখাইলেন না। ইঁহারা মহাগৃহস্থ অর্থাৎ সম্পন্ন গৃহস্থ, ইহাদের প্রয়োজনের অধিক অর্থসম্পত্তি গৃহে আছে, ইহারা অর্থকামী হইয়া রাজার দ্বারস্থ হয়েন নাই, সুতরাং রাজদত্ত উপহারে ইঁহারা ঔদাসীন্য দেখাইয়াছিলেন। অরাজকপ্রায় রাজ্যে, অর্থাৎ প্রজার প্রতি কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ রাজার দান গ্রহণে ব্রাহ্মণগণ আস্থাশূন্য হয়েন। সেই শঙ্কা করিয়া রাজা পরদিন প্রভাতে ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন,—আমার রাজ্যে চোর নাই, কৃপণ নাই, মদ্যপায়ী নাই, অগ্নিহীন নাই, বিদ্যাহীন নাই, ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী নাই"—উহ্য এই যে, "তবে আপনারা আমার নিকট হইতে ভেট গ্রহণ করিয়া যেন তুষ্ট নহেন কেন?" হয় ত ব্রাহ্মণদের আশানুযায়ী পর্য্যাপ্ত দান হয় নাই, এই ভাবিয়া আবার বলিলেন,—"হে ভাগ্যবানগণ, আমি শীঘ্রই যজ্ঞ করিব। যজ্ঞের প্রত্যেক ঋত্বিক যে ধন পাইবেন, আপনাদের প্রত্যেককেও তাহাই দিব। আপনারা এইখানে অবস্থান করুন।

ব্রাহ্মণরা তাঁহাকে জানাইলেন, তাঁহারা অর্থকামী নহেন, রাজা অর্থদানে তাঁহাদের তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারিবেন না; "মানুষ যে বার্ত্তার উদ্দেশ্যে ফিরিতেছে, তাহাকে তাহাই শুনান উচিত। আপনি বৈশ্বানর-আত্মাকে জানেন, আমাদিগকে তাঁহার কথা বলুন।"

রাজা কহিলেন,—"কাল প্রাতে উত্তর দিব।"

পরদিন প্রভাতে শিষ্যের ন্যায় হাতে সমিধ লইয়া উঁহারা অশ্বপতির সমীপে পৌঁছিলেন। ব্রাহ্মণ হইয়া তাঁহাদের অব্রাহ্মণের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকারের বিনয় দেখিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন। গুরুশিষ্য-সম্বন্ধের নিয়ম সেকালে এইরূপ ছিল, বিদ্যা অভ্যাসের জন্য শিষ্য যখন কোন গুরুর নিকট যাইতেন, গুরু প্রথমে তাঁহার উপনয়নসংস্কার করাইয়া পরে শিক্ষা দিতেন। কোন আচার্য্যের নিকট কোন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া যখন শিষ্য অপর কোন আচার্য্যের নিকট অন্য কোন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে যাইত, দ্বিতীয় আচার্য্য পুনর্ব্বার তাহার উপনয়ন করাইয়া শিক্ষারম্ভ করাইতেন। শিষ্য সমিৎপাণি হইয়া সেবার দ্বারা গুরু-স্বীকার করিতেন, গুরু উপনয়নের দ্বারা শিষ্যকে অঙ্গীকার করিতেন। এই সেবাভাব, এই নম্রতার অভাব হইলে গুরুকে তুষ্ট করা যায় না, এবং গুরু তুষ্ট না হইলে বিদ্যালাভ হয় না, কি সামান্য বিদ্যা, কি ব্রহ্মবিদ্যা।

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"
গীতা, ৪।৩৪।

প্রণিপাত, প্রশ্ন ও সেবার দ্বারা তুষ্ট তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ করিবেন, ইহা জানিও। সুতরাং জ্ঞান-পিপাসুর পক্ষে জ্ঞানীর প্রতি, বিনম্রতা অপরিহার্য্য। অশ্বপতি ব্রাহ্মণগণের এই বিনীতভাবে মুগ্ধ হইলেন, এবং তিনিও তাঁহাদের দ্বিতীয়বার উপনয়নসংস্কার করাইবার অভিমান ত্যাগ করিয়া একেবারে উপদেশ আরম্ভ করিলেন।

তিনি প্রথমতঃ উহাদের জ্ঞান কতদূর পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, তাহা জানিয়া আরও আগে তুলিবার জন্য একে একে প্রশ্ন করিলেন,—"উপমন্যব, তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর?"

উপমন্যব কহিলেন, "হে রাজন্, শুধু দ্যোকে।"

রাজা বলিলেন,—"দ্যোর ভিতর যে আত্মাকে তুমি উপাসনা কর, তিনি সুতেজা বৈশ্বানর। সেই জন্য তদুপাসনার ফলস্বরূপ তোমার কুলে সোমরস সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে নির্যাসিত হয়, তুমি সুখে অন্ন পচন কর, প্রিয়মুখ দর্শন কর। যে কেহ বৈশ্বানর-আত্মাকে এই প্রকারে উপাসনা করে, সে সুখে অন্ন খায়, প্রিয়দর্শন করে, আর উহার কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। কিন্তু দ্যৌ বৈশ্বানর-আত্মার মূর্দ্ধামাত্র—সম্পূর্ণ বৈশ্বানর নহে। আর তোমার মূর্দ্ধা বিকৃত হইত—যদি আমার নিকট না আসিতে।"

অনন্তর পুলুষের পুত্র সত্যযজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে প্রাচীনযোগ্য! তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর?"

"হে মহারাজ, কেবল আদিত্যকে।"

রাজা বলিলেন, "তুমি যাঁহাকে উপাসনা কর, তিনি বিশ্বরূপ বৈশ্বানর-আত্মা, সেই জন্য তোমার কুলে বহুবিধ রূপের সম্পদ্ দেখা যায়। অশ্বতরীযুক্ত রথ, দাসী, সুবর্ণ তোমার আছে। তুমি সুখে অন্ন খাও, আর প্রিয়মুখ দেখ। যে কেহ বৈশ্বানর-আত্মাকে এই প্রকারে উপাসনা করে, সেই সুখে অন্ন খায়, প্রিয়দর্শন করে, আর উহার কুলে ব্রহ্মতেজ

হয়। কিন্তু সূর্য্য বৈশ্বানর-আত্মার নেত্রমাত্র, সম্পূর্ণ বৈশ্বানর নহে। তাই আমার নিকট না আসিলে তুমি অন্ধ হইয়া যাইতে।"

তাহার পরে ইন্দ্রদ্যুম্নকে প্রশ্ন করিলেন, "ভাল্লবেয় বৈয়াঘ্রপদ্য! তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর?"

তিনি উত্তর করিলেন, "হে মহাভাগ রাজন্, শুধু বায়ুকে করিয়া থাকি।"

রাজা বলিলেন, "তুমি যাহাকে উপাসনা কর, তিনি পৃথগ্বর্ত্মা বৈশ্বানর, এই জন্য নানাদিগ্‌দেশ হইতে তোমার নিকট সৈন্য, রথ ও উপঢৌকন আইসে। তুমি সুখে অন্ন পচন কর, প্রিয়দর্শন কর। যে কেহ বৈশ্বানর-আত্মাকে এই প্রকারে উপাসনা করে, সেই সুখে অন্ন খায়, প্রিয়দর্শন করে, এবং তাহার কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। কিন্তু বায়ু বৈশ্বানর-আত্মার প্রাণমাত্র, সম্পূর্ণ বৈশ্বানর নহে। তোমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইত—যদি আমার নিকট না আসিতে।"

তদনন্তর জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে শার্করাখ্য, তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর?"

জন উত্তর দিলেন—"হে রাজন্, শুধু আকাশকে।"

রাজা বলিলেন, "তুমি যাহাকে উপাসনা কর, তাহা বহুল বৈশ্বানর আত্মা, সেই জন্য তোমার বহুল প্রজা ও ধন। তুমি সুখে অন্ন পচন কর, প্রিয়দর্শন কর। যে কেহ বৈশ্বানরকে এই ভাবে উপাসনা করে, সে সুখে অন্ন খায়, প্রিয়দর্শন করে ও তাহার কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। কিন্তু আকাশ বৈশ্বানর আত্মার ধড় মাত্র, সম্পূর্ণ বৈশ্বানর নহে। তোমার দেহপাত হইত যদি আমার নিকট না আসিতে।"

অতঃপর অশ্বতরাশ্বী বুড়িলকে প্রশ্ন করিলেন—"হে বৈয়াঘ্রপদ্য, তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর?"

"হে মহারাজ, শুধু জলকে।"

রাজা বলিলেন, "তুমি যাহাকে আত্ম ভাবে উপাসনা কর, তাহা ধনরূপ বৈশ্বানর-আত্মা। সেই জন্য তুমি ধনবান্ ও পুষ্টিমান্। যে কেহ বৈশ্বানর-আত্মাকে এই ভাবে উপাসনা করে, সে সুখে অন্ন খায়, প্রিয়মুখ দেখে ও তাহার কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। কিন্তু ইহা বৈশ্বানর-আত্মার দেহস্থ জলাধার। তোমার জলাধার ছিন্ন হইয়া যাইত—যদি আমার নিকট না আসিতে।"

অবশেষে উদ্দালক আরুণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে গৌতম! আপনি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করেন?"

"হে মহাভাগশালী রাজন্, পৃথিবীকে।"

রাজা বলিলেন, "আপনি যাহাকে উপাসনা করেন, তাহা দৃঢ়প্রতিষ্ঠাবান্ বৈশ্বানর-আত্মা, সম্পূর্ণ বৈশ্বানর নহে। এই জন্য আপনি প্রজা ও পশুর দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। যে কেহ বৈশ্বানরকে এই ভাবে উপাসনা করে, সেই সুখে অন্ন খায়, প্রিয়মুখ দেখে ও তাহার কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। কিন্তু ইহা বৈশ্বানর-আত্মার পাদমাত্র। আপনি আমার নিকট না আসিলে আপনার পা দুটি শক্তিহীন হইয়া যাইত।"

শেষে সকলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "তোমরা এই বৈশ্বানর-আত্মাকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে জানিয়া অন্ন খাইতেছ। কিন্তু যে ইহাকে দ্যৌ হইতে পৃথিবীপ্রদেশ পর্য্যন্ত, মূর্দ্ধা হইতে পাদপ্রদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপক ও প্রত্যগাত্ম রূপে 'অহং' জানিয়া উপাসনা করে, সে সর্ব্বলোকে, সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বচৈতন্যে অন্ন আহার করে।"

"সুতেজা দ্যৌ এই বিশ্বাত্মার শুধু মস্তক, বিশ্বরূপবান্ সূর্য্য তাঁহার নেত্র, ভিন্ন ভিন্ন মার্গবান্ বায়ু তাঁহার প্রাণ, ব্যাপক আকাশ তাঁহার দেহ, জল জলাধার, পৃথিবী পাদদ্বয়, বক্ষ বেদী, বক্ষলোম কুশা, হৃদয় গার্হপত্যাগ্নি, মন দক্ষিণাগ্নি, মুখ আহবনীয়াগ্নি।"

অশ্বপতিভাষণের তাৎপর্য্য এই,—যে বৈশ্বানর জঠরাগ্নি, যাহা প্রাণিমাত্রের অন্নপাচকশক্তি এবং অন্নপচন দ্বারা জীবনশক্তি, সেই অগ্নি প্রাণধারীর শরীরে প্রাণের চিহ্ন, যাহার হ্রাস ও বৃদ্ধিতে প্রাণবত্তার হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, মৃত্যুকালে শরীরের যে যে অঙ্গ হইতে সে অগ্নি অপসৃত হওয়ায় সেই সেই অঙ্গ শীতল ও প্রাণশূন্য হইতে থাকে, সেই অগ্নি পৃথিবী প্রভৃতি লোকেরও জীবনের হেতু, তাহা সমস্ত স্থাবরজঙ্গমে প্রাণাগ্নিরূপে অবস্থিত। এই বিশ্বব্যাপী ব্যষ্টি বৈশ্বানর অগ্নি যে পরাশক্তির অধীন, এবং যাহার শক্তিতে শক্তিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে, সমষ্টিরূপে সেই পরাশক্তি, পরমাত্মা বা বিশ্ব আর নাম বৈশ্বানর-আত্মা।

ভূতমাত্রের ভিতর অবস্থিত এই জীবন বা প্রাণ যে পাঁচটি মুখ্যশক্তির সমাহার, তাহারা পঞ্চপ্রাণ নামে প্রসিদ্ধ—প্রাণ, ব্যান অপান, সমান ও উদান। যে শক্তির দ্বারা শ্বাসপ্রক্রিয়া হয়, তাহার নাম প্রাণ; সর্ব্বশরীরসঞ্চালিনী যে শক্তির দ্বারা কোন জোরের কাজ করা যায়, যেমন ধনুর্ত্তে টঙ্কার দেওয়া, দৌড়ান, রগড়ান প্রভৃতি; যাহা শ্বাস ও প্রশ্বাসের স্তম্ভনে হয়, তাহার নাম ব্যান; প্রশ্বাস বা যে বায়ু শরীরের নিম্নভাগে যায়, তাহার নাম অপান; যাহা উদরে অন্নপচনের সহায়তা করে, তাহার নাম সমান; যাহা উপরে মূর্দ্ধার দিকে উঠে, তাহার নাম উদান। অন্তরস্থ প্রাণের, অন্তরাত্মার বা বৈশ্বানরের ধারণা ও উপাসনা এই পঞ্চপ্রাণের ধারণা ও তাহাদের অধিষ্ঠিত চৈতন্যময় শক্তিদের উপাসনার দ্বারা সাধিত হয়। তাই পঞ্চপ্রাণের উপাসনাপ্রণালী উদ্ঘাটন করিয়া অশ্বপতি কেকয় বৈশ্বানর-আত্মার তত্ত্বকথা সমাপ্ত করিতেছেন।

অন্নের যে প্রথম গ্রাস লইবে, "প্রাণায় স্বাহা" বলিয়া প্রাণেতে তাহার আহুতি করিবে। উহাতে প্রাণ অর্থাৎ প্রাণাধিষ্ঠিত দেবতা তৃপ্ত হইবেন, প্রাণের তৃপ্তিতে নেত্র, নেত্রের তৃপ্তিতে সূর্য্য, এবং সূর্য্যের তৃপ্তিতে দ্যৌ, এবং দ্যৌ ও সূর্য্যের অধিকারভুক্ত যাহা কিছু সব তৃপ্ত হয়েন। তাঁহাদের তৃপ্তিতে

অন্নভোক্তা, বৈশ্বানর আত্মার উপাসক প্রজা, পশু, স্বাস্থ্য, তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চের দ্বারা পূর্ণ হয়েন।

দ্বিতীয় গ্রাস গ্রহণকালে—'ব্যানায় স্বাহা" বলিয়া ব্যানে আহুতি দিবে। উহাতে ব্যানাধিষ্ঠিত চৈতন্য তৃপ্ত হইবেন, ব্যানের তৃপ্তিতে শ্রোত্র, শ্রোত্রের তৃপ্তিতে চন্দ্র, চন্দ্রের তৃপ্তিতে দিশা এবং চন্দ্র ও দিশাধিষ্ঠিত যাহা কিছু সর্ব্ব তৃপ্ত হয়েন, এবং উঁহাদের তৃপ্তিতে অন্নভোক্তা,যজমান বৈশ্বানর-আত্মার উপাসক প্রজা, পশু, স্বাস্থ্য, তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চের দ্বারা পূর্ণ হয়েন।

তৃতীয় গ্রাস গ্রহণকালে "অপানায় স্বাহা" বলিয়া অপানে আহুতি দিবে। উহাতে অপানাধিষ্ঠিত দেবতা তৃপ্ত হইবেন। তাঁহার তৃপ্তিতে বাক্যের তৃপ্তি, বাক্যের তৃপ্তিতে অগ্নির তৃপ্তি, অগ্নির তৃপ্তিতে পৃথিবীর তৃপ্তি এবং অগ্নি ও পৃথিবীর অধিষ্ঠিত যাহা কিছু সকলের তৃপ্তি হয়; এবং উঁহাদের তৃপ্তিতে অন্নভোক্তা, বৈশ্বানর-আত্মার উপাসক প্রজা, পশু, স্বাস্থ্য, তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চের দ্বারা পূর্ণ হয়েন।

চতুর্থ গ্রাস গ্রহণকালে—"সমানায় স্বাহা" বলিয়া সমানে আহুতি দিবে। উহাতে সমানাধিষ্ঠিত চৈতন্য তৃপ্ত হইবেন। তাঁহার তৃপ্তিতে মন, মনের তৃপ্তিতে পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্যের তৃপ্তিতে বিদ্যুৎ এবং বিদ্যুৎ ও পর্জ্জন্যের অধিষ্ঠিত যাহা কিছু সব তৃপ্ত হয়েন; এবং উঁহাদের সকলের তৃপ্তিতে অন্নভোক্তা, বৈশ্বানর আত্মার উপাসক প্রজা, পশু, স্বাস্থ্য, তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চের দ্বারা তৃপ্ত হয়েন।

পঞ্চম গ্রাস গ্রহণকালে—"উদানায় স্বাহা" বলিয়া উদানে আহুতি দিবে। উহাতে উদানাধিষ্ঠিত দেবতা তৃপ্ত হইবেন। তাঁহার তৃপ্তিতে বায়ু, বায়ুর তৃপ্তিতে আকাশ এবং বায়ু ও আকাশের অধিকারভুক্ত যাহা কিছু সকলের তৃপ্তি হয়; এবং অন্নভোক্তা, বৈশ্বানর আত্মার উপাসক প্রজা, পশু, স্বাস্থ্য, তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চের দ্বারা পূর্ণ হয়েন।

এই বিদ্যাকে না জানিয়া যে কেহ অগ্নিহোত্র করে, সে যেন অঙ্গারকে সরাইয়া ভস্মের উপর হোম করে। যে এই বিদ্যার মর্ম্মজ্ঞ হইয়া অগ্নিহোত্র করে, তাহার হোম অর্থাৎ অন্নাহার সর্ব্বভূতে, সর্ব্বলোকে ও সর্ব্বচৈতন্যে হইয়া থাকে, এবং অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত শরকাণ্ডের ন্যায় তাহার সমস্ত পাপ দগ্ধীভূত হইয়া যায়। যদি সে যজ্ঞশিষ্ট অন্ন অর্থাৎ ভুক্তাবশেষ অন্ন কোন চণ্ডালকেও দেয়, তাহা বিশ্বাত্মাকেই নিবেদন করা হয়। সে বিষয়ে এই শ্লোক আছে—'যেমন ক্ষুধিত সন্তানরা মাকে ঘিরিয়া বসে, সেইরূপ প্রাণধারী মাত্রে অগ্নিহোত্রের প্রতীক্ষা করেন।' আমরা গীতায় পাইয়াছি—

"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে
যজ্ঞভাবিতাঃ॥"
গীতা ৩, ১১।১২।

যজ্ঞের দ্বারা, ইষ্টত্যাগের দ্বারা আমরা দ্যৌ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত প্রদেশে, এবং নিজ শরীরাভ্যন্তরে আপাদমস্তকে বাসকারী অলক্ষ্য, অদৃশ্য, শক্তিমান্ চৈতন্যদেবের জাগ্রত করি ও আমাদের অভিমুখী করি এবং সেই সকল চৈতন্য আমাদের অভীষ্ট দান করেন। সূক্ষ্মজগতের প্রাকৃতিক নিয়মের এই একটি তত্ত্ব বা রহস্য গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে, এবং বৈশ্বানর-সাধনায় প্রযুক্ত হইয়াছে। ভৌতিক জগতেও ত্যাগশক্তি জন্মায় ও পুষ্ট করে, ইহা সকলের অনুভূত সত্য।

আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আহারে বসিয়া পঞ্চগ্রাস উঠাইয়া রাখিবার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহার বিধি ও তাৎপর্য্য বিস্মৃতিগর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। তাই অশ্বপতির ভাবার স্তূপে ঘৃত ঢালা হইতেছে। যদিও দ্রব্যশক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না, অর্থাৎ যে কার্য্যের যে গুণ, অজ্ঞানপূর্ব্বক করিলেও তাহা হইতে ফলোদয় হয়, তথাপি উপনিষদই বলিতেছেন,—

"যদেব বিদ্যয়া করোতি, শ্রদ্ধয়া, উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি।"

"যাহা জ্ঞানের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত ও রহস্যবিদ্যার সহিত করা যায়, তাহার ফল অধিক শক্তিমান হয়।" পঞ্চগ্রাসের রহস্যবিদ্যা বৈশ্বানর-আত্মার তত্ত্বে নিহিত। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের এক একটি তথ্যের ন্যায় ইহা প্রাচীনকালের পরীক্ষিত ও প্রত্যক্ষীকৃত একটি সত্য। আমাদেরও পরীক্ষাসাপেক্ষ। কিন্তু সূক্ষ্মতত্ত্বের পরীক্ষায় সফলতা প্রাপ্তির একটি প্রধান সাধন যন্ত্র, বা ইন্‌ষ্ট্রুমেন্ট শ্রদ্ধা। যিনি সে যন্ত্রটি যোগাড় করিতে না পারিবেন, তাঁহার এ পরীক্ষায় না নামাই ভাল। কারণ, তাঁহার বিফলতা স্বতঃসিদ্ধ। যে জ্ঞানীরা এ বিষয়ে উপদেশ করেন, তাঁহাদের নিকট এইরূপ শুনিতে পাই।

শ্রীমতী সরলা দেবী।
(মাসিক বসুমতী।)

গৌরীশঙ্কর অভিযান।

কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তৃক হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর আরোহণ চেষ্টার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। ঐ শৃঙ্গ আরোহণকালে মিঃ ম্যালোরি এবং মিঃ আরভিণ নামক দুই জন শ্বেতাঙ্গ যে বরফস্তূপে অনন্তের কোলে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন,—তাহাও আমরা প্রকাশ করিয়াছি। এবারের এই অভিযান দলের অগ্রণী হইতেছেন, লেফটেনাণ্ট কর্ণেল নর্টন। ইনি সম্প্রতি এই অভিযান সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ইনি বলিতেছেন, অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে ম্যালোরি এবং আরভিণ যে সর্ব্বোচ্চ গৌরীশঙ্কর শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না,—বলিবার কোনও উপায়ও নাই,—কিন্তু এই অভিযান দলেরই মিঃ ওডেল বলিতেছেন,—তিনি দেখিয়াছিলেন

যেন দুইটী কৃষ্ণরেখা সর্ব্বোচ্চ শিখরাগ্র হইতে শৈল-সোপান বহিয়া অন্তিম শিখরের ক্রোড়স্থ শিবির অভিমুখে অবতীর্ণ হইতেছেন। তাঁহার ধারণা, এই দুইটী কৃষ্ণরেখাই—ম্যালোরি এবং আরভিণ! এইরূপ দেখা দিবার পরই, ইহারা চিরতরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। যে স্থলে এই দুইটী কৃষ্ণরেখা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, সে স্থলের উচ্চতা ২৮ হাজার ২ শত ২৭ ফুট, সর্ব্বোচ্চ শিখরাগ্র হইতে আট শত ফুট নূন। অর্থাৎ আর আট শত ফুট উঠিতে পারিলেই গৌরী-শঙ্কর শিখরের সর্ব্বোচ্চ ভাগে উঠিতে পারা যাইত।

(কাজের লোক।)

মঙ্গল গ্রহের কথা।

সূর্য্যের অধীন ভ্রাম্যমাণ গ্রহগণের মধ্যে পৃথিবীর পরেই মঙ্গলগ্রহ অবস্থিত। আগামী আগষ্ট মাসে মঙ্গল গ্রহ ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর অতি নিকটবর্ত্তী হইবে। জ্যোতির্বীগণ বলিতেছেন, গত ১২০ বৎসরের মধ্যে মঙ্গল কখন পৃথিবীর এত নিকটবর্ত্তী হয় নাই। এই সুযোগে তাঁহারা নানারূপ পরীক্ষার আয়োজন করিয়াছেন। মঙ্গল গ্রহ মানব বা মানবের ন্যায় জীব দ্বারা অধ্যুষিত কিনা, তাহা জানিবার জন্য এবার বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। মঙ্গলে মানব থাকিলে তাহার বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ অপেক্ষা অধিক বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন, কারণ মঙ্গল পৃথিবী অপেক্ষা বহু পুরাতন গ্রহ। আমরা একবার কোনরূপে মঙ্গলীদের সহিত আলাপ স্থাপন করিতে পারিলে তাহাদের উচ্চতর শিক্ষা ও আবিষ্কার বিষয়ে নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারিব বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বহুদিন হইতে আশা পোষণ করিতেছেন। আল্পস্ পর্ব্বতের ১৪,০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত জাংফ্রাউ শিখর হইতে উপরোক্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। আগামী আগষ্ট মাসে পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে ব্যবধান থাকিবে তিন কোটী ৫০ লক্ষ মাইল মাত্র। ইহার পূর্ব্ববারে ইহাদের সর্ব্বনিকট ব্যবধান হইয়াছিল ২৫ কোটী মাইল।

শক্তিশালী বৈদ্যুতিক রশ্মি দ্বারা মঙ্গল গ্রহে সঙ্কেত করা হইবে। পর্ব্বত শিখর তুষারস্তূপ সকল আলোক প্রতিফলন কার্য্যে সহায়তা করিবে। উচ্চতম শক্তি বিশিষ্ট উন্নত ধরণের দূরবীক্ষণ সাহায্যে সর্ব্বদাই মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করা হইবে যে ঐ আলোক সঙ্কেত সেস্থানে পৌঁছিয়া কার্য্যকরী হইয়াছে কিনা। নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর বার বার আলোক প্রতিফলিত করা হইবে। মঙ্গলের অধিবাসীগণ ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া কোনরূপ প্রত্যুত্তর করে কি না, তাহাও জানিবার চেষ্টা হইবে। অপরাপর যন্ত্রাদির সহিত কোটী কোটী মাইল দূরে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করিবার যন্ত্র সকল স্থাপিত হইবে।

অনেক বড় বড় পণ্ডিত বলেন, মঙ্গল প্রাণীদিগের দ্বারা অধ্যুষিত। কিন্তু তথায় মানবদের বসতি আছে কি না, সে বিষয়ে কেহ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বলেন, মঙ্গলের প্রাণময় পদার্থ পশু অথবা উদ্ভিদ্ হইতে পারে।

মঙ্গলে মনুষ্য থাকিলে তাহারা পৃথিবীর মানব অপেক্ষা নিঃসন্দেহ বিদ্যা বুদ্ধিতে উন্নত কিন্তু তাহারা পৃথিবীর সহিত আলাপ স্থাপনের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করে না কেন? হয়ত তাহারাও পৃথিবীতে কোনরূপ সঙ্কেত প্রেরণ করিতেছে, কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের উন্নত বিজ্ঞান সম্মত সঙ্কেত বুঝিতে পারিতেছেন না। মঙ্গলের অধিবাসীদিগকে আমরা যতটা জ্ঞানী ভাবি, তাহারা হয়ত তাহা অপেক্ষা আরও অধিক জ্ঞান-শক্তি-সম্পন্ন। তাহাদের বিজ্ঞান হয়ত আমাদের বিজ্ঞান অপেক্ষা পুরাতন; তাঁহারা হয়ত তাহাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর মানব বসতি, নদ, নদী, হ্রদ, সাগর, জলযান, বাষ্পপোত প্রভৃতি সমস্তই দেখিতে পায়। আমাদের অপেক্ষায় তাহারা হয়ত পৃথিবীর অনেক খোঁজ খবর রাখে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গলের গাত্রে একটী দীর্ঘ সরল রেখা দেখিয়া একজন ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন, মঙ্গলের অধিবাসীরা নিশ্চয়ই উচ্চ বৈজ্ঞানিক। সরল রেখাটীকে তিনি একটী কৃত্রিম খাল বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সৌর মণ্ডলের কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে পৃথিবীর উপর রহস্য জনক এক তীব্র আলোক রশ্মি পতিত হইয়াছিল। জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকগণ উহাকে মঙ্গল অধিবাসীদিগের পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের বর্ত্তমান পরীক্ষার অন্ততঃ আংশিক সাফল্যের আশা করিতেছেন।

(কাজের লোক।)

গামছায় চাঁপা ফুলের রং।

গামছাতে চাঁপাফুলের রং করা অতি সহজ। খানিকটা হিরাকস্‌কে জলে গুলিয়া তাহাতে জল সিক্ত বস্ত্র বা গামছাকে উত্তমরূপে নিংড়াইয়া ডুবাইয়া লইয়া তাহার পর চুনের জলে ডুবাইয়া লইলেই ঠিক চাঁপা ফুলের ন্যায় রং হইয়া যায়।

সৎস্বভাব এবং সৎসাহস উভয়ই সম্মানের সোপান।

অপরের সম্মান নষ্ট করিও না; নিজের মানও ঠিক ঐরূপেই কাহার দ্বারা একদিন নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপই হইয়া থাকে।

(কাজের লোক।)

Regd. No. C 581.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৬শ বর্ষ।] ২৫শে পৌষ, ১৩৩১ সাল। ইং ৯ই জানুয়ারি, ১৯২৫ সাল। [৯ম খণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

৬৫। আসুরী সম্পদ (Malefic properties)

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ

পারুষ্যমেব চ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদ-

মাসুরীম্ ॥ ১৬।৪ ॥

দম্ভঃ (কপটঃ ইতি শব্দরত্নাবলী) দর্পঃ (গর্ব্বঃ) অভিমানঃ চ ক্রোধঃ পারুষ্যং (অপ্রিয় ভাষণং) এব চ অজ্ঞানং এতানি আসুরী সম্পদং অভিজাতস্য ভবন্তি।

কপটতা গর্ব্ব অভিমান ক্রোধ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ এবং অজ্ঞানতা আদি আসুরী গুণ।

Dissimulation, pride, self-conceit, anger, rude speaking and insensibility are the malefic properties.

৬৬।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন

বিদুরাসুরাঃ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং

তেষু বিদ্যতে ॥ ১৬।৭ ॥

আসুরাঃ জনাঃ প্রবৃত্তিং (প্রবর্ত্তনং) নিবৃত্তিং (নিবর্ত্তনং) ন বিদুঃ। তেষু ন শৌচং (অভক্ষ্যং পরিহারস্তু স সর্গশ্চাপ্যানিন্দিতৈঃ। স্বধর্ম্মেচ ব্যবস্থানং শৌচং তৎ প্রকীর্ত্তিতং॥ ইতি বৃহস্পতিবচনং) ন অপিঃ আচারঃ ন সত্যং বিদ্যতে।

আসুরীক লোকেরা কোথায় কি করিতে হইবে না হইবে জানে না। তাহাদের শুদ্ধিতা বা আচার-ব্যবহার কিম্বা সত্য কিছুই নাই।

The malefic bodies know not where what to do or not. They have no neatness, cleanliness, etiquette and truthfulness.

৬৭।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহু-

রনীশ্বরম্।

অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ

কামহৈতুকম্ ॥ ১৬।৮ ॥

তে জগৎ অনীশ্বরং আহুঃ। কামহৈতুকং (সকামকর্ম্মাদিজনিতং) অপরস্পরসম্ভূতং (কর্ম্মনিরন্তরতাপ্রাপ্তং। অপরস্পরং ক্রিয়া সাতত্যং কর্ম্ম নিরন্তরতা ইত্যমরঃ) অন্যৎ জগৎ (স্বর্গাদিকং) কিম (অন্য কারণং নাস্তি) তৎ অসত্যং অপ্রতিষ্ঠিতং (সিদ্ধান্তবিহীনং)

অন্যার্থঃ—তে কামহৈতুকং (কামইচ্ছা ইতি হেমচন্দ্রঃ। সন্দেহকং হেতুভি র্যঃ, যঃ কর্ম্মসু স হৈতুকঃ। ইচ্ছাদি হেতুভি সৎ-কার্য্যে সন্দেহকারিণং বা হৈতুকঃ। সদযুক্তি ব্যবহারী ইতি ব্যবহারতত্ত্বং। ঈশ্বরেচ্ছা জাতো জগৎ ইত্যাদি সদযুক্তি ব্যবহারিণং) আহুঃ (বদন্তি) অনীশ্বরং অপরস্পরসম্ভূতং (কর্ম্ম নিরন্তরতা জাতং) জগৎ অসত্যং অপ্রতিষ্ঠং (সিদ্ধান্তবিহীনং) অন্যৎ জগৎ (পরলোকং) কিম্ (নিষেধঃ ইতি মেদিনী নাস্তি)।

অপরার্থঃ—কামহৈতুকং (কাম এবৈকঃ পুরুষার্থ ইতি নাস্তিকতা দর্শনং তেন সংকীর্ণ, সন্দেহকারিণং)।

তাহারা জগতে ঈশ্বর নাই বলে। সকাম-কর্ম্মাদিজনিত কর্ম্মনিরন্তরতাপ্রাপ্ত অপর জগৎ (পরলোকঃ) আবার কি ? উহার সত্যতা নাই এবং যুক্তি আদির দ্বারা উহার প্রতিষ্ঠা হয় না। বা তাহারা কামহৈতুককে (অর্থাৎ ইচ্ছাই বাদন সকল হয় সংকার্য্যাদির কি অনুষ্ঠান ইতি সন্দেহকারীকে বা ঈশ্বরেচ্ছায় সব হয় ইতি সদযুক্তি ব্যবহারকারীকে) বলে এ জগতে ঈশ্বর নাই ইহা প্রকৃতি স্রোতে আপনি কর্ম্মনিরন্তরতাজনিত হইয়া

থাকে। এ ভিন্ন আবার অন্য জগৎ স্বর্গ পরলোকাদি কি আছে? ও সব মিথ্যা ও প্রমাণ বিহীন।

They, the malefic bodies, say that in this world there is no God, it has developed itself through nature. There is another world heaven or hell after death attained by individual works, is false and reasonless.

Another import of the Stanza is—

They say to the persons who doubt the results of the religious rites and ceremonies, that the will power is all in all or to them who use sound reasons of creation through God's will, that this world is godless and natural and what can be the other world? It is false and reasonless.

(ক্রমশঃ।)

নারী ও পুরুষের পার্থক্য।

নারী সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আমি যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে অনেকেই আমাকে একজন নারী-বিদ্বেষী ও নারী-শিক্ষার বিরুদ্ধাচারী অনুমান করিয়াছেন—এ সম্বন্ধে আমার শেষ কথা বলিবার এখনও সময় আসে নাই তবে সাধারণের জ্ঞাতার্থ এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে সমগ্র নারী জাতির উপর আমার অপরিসীম ভক্তি আছে এবং আমি প্রকৃতই তাঁহাদের 'সু'শিক্ষার পক্ষপাতী। এই শিক্ষা কথাটী বড় গোলমেলে—অনেকেই শিক্ষা বলিলেই কেবল স্কুলের পাঠ্য পুস্তক পড়া বুঝেন কিন্তু তাহাকেই সুশিক্ষা বলা যায় না—কেবল স্কুলের পাঠ্য পুস্তক বা খানকতক উপন্যাস পড়িলেই যে নারীশিক্ষা সম্পূর্ণ হইল এ কথা আমি মানি না। নারীর প্রধান কার্য্যক্ষেত্র গৃহ, তাহাকে সুশৃঙ্খলে পরিচালিত করিতে যাহা কিছু শিক্ষার আবশ্যক তৎসমুদায়ই নারী শিক্ষার অন্তর্গত; গৃহকর্ম্ম, রন্ধন, সীবন, শিশুপালন, বাংলাভাষা শিক্ষা ও পুস্তকাদি পাঠ করা এবং চিঠিপত্রাদি সহজে লিখিতে পারা, এইগুলিই নারীদের অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। এইগুলি উত্তমরূপে আয়ত্তাধীন হইলে তৎপরে ইংরাজী-শিক্ষা, গীতবাদ্য-শিক্ষা প্রভৃতি অতিরিক্ত গুণের অধিকারিণী হওয়াও আবশ্যক। ইহাপেক্ষা উচ্চস্তরের শিক্ষা অবাঞ্ছনীয় না হইলেও নারী, শিক্ষিতা বলিয়া পুরুষের কাছে গর্ব্বভরে অন্যায্য দাবী করিলে ঈপ্সিত ফল লাভে বঞ্চিতা হইবেন—কারণ এ যুগটাই শিক্ষার—ক্রমশঃই শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, উভয় শ্রেণী ও সকল জাতির মধ্যেই দিন দিন শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ হইতেছে।

নারী ও পুরুষ দুইশ্রেণীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, নারীর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই নারীত্ব বিদ্যমান এবং পুরুষের সম্বন্ধেও তাহাই। নারীর কথার স্বর পুরুষ হইতে বিভিন্ন, নারীর হাস্য পুরুষের হাস্য হইতে পৃথক—নারীর দেখাতে ও পুরুষের দেখাতে অনেক বিভিন্নতা আছে, নারীর চলাফেরা, উঠাবসা, দাঁড়ান-শোয়া প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনে পুরুষ হইতে একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। পুরুষ যত সম্পূর্ণ পুরুষ হয়, সম্পূর্ণা নারী হইতে তাহার প্রকৃতিগত বিভিন্নতা তত অধিক পরিলক্ষিত হয়। তারপর বিপরীত দুই সম্পূর্ণ আদর্শের মধ্যে বহুবিধ মধ্যবর্ত্তী স্তরের পুরুষ ও নারী উভয় বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন পরিমাণে গঠিত হইয়া থাকে—এই মধ্যবর্ত্তী স্তরের নরনারীর মধ্যেই যা কিছু আন্দোলন উৎপন্ন হয় কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি আদর্শ পুরুষ বা আদর্শ নারী কচিৎ দৃষ্টিপথে পতিত হন। নারীশিক্ষাকে তাহা হইলে তিনটী স্তরে বিভক্ত করা যায় তবে প্রাথমিক শিক্ষা না শিখিয়া কোন যদি নারী, উপন্যাস বা ইংরাজী কাব্যপাঠে বা নৃত্যগীতে নিপুণা হন, তবে সে শিক্ষাকে আমরা সুশিক্ষা বলিতে পারি না। পুরুষও তেমনি যদি লেখাপড়া না শিখিয়া অর্থোপার্জ্জনের পন্থা না শিখিয়া কেবল বাটনাবাটা, কুটনা কোটা শিখে, সেটাও তাহার পক্ষে সুশিক্ষা নয়—নিজেদের কার্য্যক্ষেত্রের উপযোগী শিক্ষার পরে যিনি যত অতিরিক্ত বিষয়, তাহা যাহাই হউক না কেন, শিখিবেন তাঁহাকে তত বেশী গুণবান্ বা গুণবতী বলা যাইবে। এই প্রথায় শিক্ষার আমরা পক্ষপাতী, আর একটা কথা—সঙ্গে সঙ্গে উভয় শ্রেণীর পরস্পরের প্রতি বাধ্যবাধকতা অনুশীলন করাও আবশ্যক তাহা না হইলে স্ত্রী ও পুরুষ যতই শিক্ষিত হউন না কেন পরস্পরের অন্তর্গত নাশ্হইলে শিক্ষিত দম্পতীর মধ্যেও কলহ মনোমালিন্য প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া যৎপরোনাস্তি অশান্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে। নারী ও পুরুষের শিক্ষা একভাবে বা এক পন্থা অবলম্বনে সাফল্য লাভ করিতে পারে না, কারণ এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি তত্ত্বের মূলে দুইটী বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে। নারীর কর্ত্তব্যে ও পুরুষের কর্ত্তব্যে প্রভেদ আছে উভয়ের কার্য্যক্ষেত্রও বিভিন্ন—এবং দুই শ্রেণীর সহযোগিতায় সকল কার্য্য ও উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করে—সুতরাং এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে—এবং উভয় শ্রেণীর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও অনুবর্ত্তিতা সর্ব্বদাই বাঞ্ছনীয়। নারীদের কতক বিষয়ে পুরুষদের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয় বটে, তেমনি পুরুষকেও অনেক বিষয়ে নারীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয়—তবে পরস্পরের প্রতি এই দাবী থাকিলেও তাহা আদায় করিবার পন্থাটা পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত—পুরুষ তাহার প্রাপ্যের জন্য জোর-জবরদস্তী বা প্রভুত্ব প্রকাশ করিলে নারী কখন তাহা সহ্য করিবে না—এবং করাও উচিত নয় এবং নারীও জোর করিয়া পুরুষের নিকট দাবী মিটাইয়া লইতে পারেন না—এই অপ্রীতি-

কর সংঘর্ষণ যাহা অধুনা ধূমায়িত ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা নিবারণের উপায় হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় করা—পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা—পুরুষ যদি শক্তির সহিত নারীকে দাসী জ্ঞানে অবজ্ঞা করেন তবে প্রত্যুত্তরে নারীও অবজ্ঞা অমর্যাদা প্রকাশ করিবে। নারী ও পুরুষ কোন কালেই এক পদার্থ নহে এবং হইবেও না এসম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় নারী বা পুরুষের দেহের কোন একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অভাব বা বিদ্যমানতা তাহাদের শ্রেণী বিভাগের কারণ নয়, তাহাদের সমস্ত শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন কি দেহ ও মন সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন। অবশ্য যে মুহূর্ত্তে দুই বিপরীত শ্রেণীর মিলনে জীবের জন্ম হয়, তখন হইতে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে আহার কোন শ্রেণী নির্দ্দেশ থাকে না—এবং ঐ সময় হইতে পাঁচ মাসের মধ্যে ভ্রূণ, পুরুষ কি নারী হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয়—ইহা হইতে অনেকে হয়ত অনুমান করিবেন যে জন্ম সময়ে যখন নারী পুরুষের কোন বিভিন্নতা থাকে না, তখন নারী ও পুরুষের জন্মগত কোন পার্থক্য নাই যাহা পরে ঘটে তাহা প্রকৃতির ক্রিয়া, বস্তুতঃ তাহা নহে; প্রথম পাঁচ সপ্তাহে ভ্রূণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অতি অপূর্ণাবস্থায় থাকে বলিয়া কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না বটে কিন্তু তাহার প্রত্যেক শোণিত বিন্দু, এমন কি তাহার সত্তাতেও পুরুষ বা নারী ভাবের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে—শারীরিক বিভিন্নতা ঐ ভাবের বিকাশ মাত্র। যে জীব শরীরে পুরুষভাবের অস্তিত্ব থাকে তাহা পরিণতিকালে পুরুষোচিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যধিক পরিপুষ্ট হয়—এবং বিপরীত শ্রেণীর চিহ্নগুলি অপরিণত অবস্থায় নামমাত্র অবস্থান করে—যেটের উপর ঐই দুই বিপরীত ভাবের কম ও বেশী মাত্রায় অস্তিত্ব প্রত্যেক জীব শরীরেই বিদ্যমান থাকে—এবং এই ভাবের অভিব্যক্তি দ্বারাই পুরুষ ও নারী এই দুই শ্রেণীতে তাহারা বিভক্ত হয়। এই পুরুষ ও নারী ভাবের অল্পতা বা আধিক্যই তাহাদের চরিত্র গঠন করে এবং ইহার উপরই তাহাদের শিক্ষার ফলাফল নির্ভর করে। যৌনমনস্তত্ত্বের একজন গবেষণাকারী মিঃ হ্যাভলক এলিস এসম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান, প্রমাণ সংগ্রহ ও তৎসমুদায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন যে জীব শরীরে প্রত্যেক অংশ এমন কি শিরা উপশিরা ও তন্ত্রীগুলি পর্য্যন্ত যৌন শ্রেণী বিভাগের বিশ্বব্যাপী অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এই বিভিন্ন শ্রেণী দুইটীর, শোণিত, চর্ম্ম, কেশ এবং রক্তের লাল-কণিকাগুলিতে পর্য্যন্ত পুরুষ বা স্ত্রীভাব স্পষ্টভাবে বিদ্যমান থাকে। বিশফ, রুডিগার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মস্তিষ্কের ওজনে পুরুষ ও নারীর পার্থক্য দেখিতে পাইয়াছেন। মিষ্টার এলিস প্রভৃতি যৌনতত্ত্ববিদগণ প্লীহা, লিভার ও ফুসফুসেও যৌনপার্থক্য উপলব্ধি করিয়াছেন। এবং একশ্রেণীর প্রত্যেক শারীরিক অংশ যে বিপরীত শ্রেণীকে আকর্ষণ করিতে পারে তাহাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। যৌন বিভাগ কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নহে এই বিভিন্নতা সমস্ত শরীর ও মন ব্যাপিয়া থাকে—পুরুষ শরীরের সমস্তই পুরুষত্ব-জ্ঞাপক ও নারী শরীরের সমস্ত অংশই নারীভাবদ্যোতক হইয়া থাকে; সুতরাং এই দুইটী শ্রেণীকে এক বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নয়। দুইটী প্রকৃতিই বিভিন্ন, তবে এই বিভিন্ন প্রকৃতি দুইটী বিরুদ্ধ নয় বরং আকর্ষক এবং এই আকর্ষণে বা মিলনে প্রকৃতির উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় বিরুদ্ধাচরণে প্রকৃতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়—বিরুদ্ধাচরণ অস্বাভাবিক সুতরাং এই দুইয়ের মধ্যে কে বড়, কে ছোট এই লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদে কোন লাভ হওয়া সম্ভব নহে।

(নবযুগ।)

দেবতা-তত্ত্ব।

পরব্রহ্ম বা সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের পরই দেবতা বা দেবগণ আমাদিগের আরাধ্য বস্তু। দেবতা কাহাকে কহে?

দেবতা কাহাকে কহে, ইহা লইয়া এ কালের ও সেকালের আর্য্যগণ অনেকেই অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন ও বলিতেছেন, কিন্তু একমাত্র শতপথ ব্রাহ্মণ ও মহর্ষি জৈমিনি ভিন্ন অন্য কাহারই কথা প্রকৃত নহে। বায়ু পুরাণ বলিয়াছেন যে—

ততো মুখে সমুৎপন্না দীব্যতস্তস্য দেবতাঃ।
যতোহস্য দীব্যতো জাতাস্ তেন দেবাঃ
প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৮—৯ অ

সেই সৃষ্টিকর্ত্তা আত্মভূ ব্রহ্মা যখন ক্রীড়া করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে যাহারা উৎপন্ন হন, তাঁহাদিগের নামই দেবতা।

কিন্তু বেদে দেবগণের জন্ম প্রভৃতির যে বিবরণ রহিয়াছে, ভগবান্ মনু দেবগণের উৎপত্তি-বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, বায়ু পুরাণের এই উক্তি সম্পূর্ণই অযৌক্তিক। কাহারও মুখ, নাসিকা, স্কন্ধ, জানু, বা পদাঙ্গুষ্ঠাদি হইতে কাহারও কোনও জন্ম প্রভবাদি হয় নাই ও হইতে পারে না, ইহা বেদ ও যুক্তি বিরুদ্ধ কথা।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, দেবগণ, মনুষ্যগণ হইতে উচ্চশ্রেণীর জীব ও তাঁহাদিগের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র তেজ বা জ্যোতি আছে বলিয়া তাঁহাদিগের হইতে আমাদিগের এত স্বাতন্ত্র্য ও হীনতা। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই "দেবগণ কোনও শ্রেষ্ঠ প্রাণী" ইহা নির্দ্দেশ করিবেন না এবং তাঁহাদিগের মধ্যে নর-সুলভ গুণ দোষাদির সত্তা ভিন্ন যে একটা বিশেষ কোন জ্যোতিঃ বা তেজঃপদার্থ ছিল, তাহাও নহে। আমরা দেখাইব তাঁহারা ও আমরা একই এবং তাঁহাদিগের ও আমাদিগের কার্য্যক্ষেত্রও একই ছিল। আমরা-

প্রমাদে পড়িয়া নর ও জাতি তাঁহাদের উপাসনা করিয়াছি ও এখনও না করিতেছি তাহা নহে, দেবতারা উপাস্য ও পারলৌকিক বস্তু, আমরা উপাসক ঐহিক জীব, এ কথা সত্য নহে। আমরা মানুষ ব্রাহ্মণদিগকেও দেবতা বলিয়া থাকি।

দেবাধীনং জগৎ-সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাস্ত দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণৈর্ জ্ঞাতাস্ তস্মাৎ ব্রাহ্মণো দেবতা॥

কিন্তু এই উপরিধৃত বচনে, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের দেবত্বের যে নিকাশ দিতেছেন, ইহা সম্পূর্ণ বেদ-বিরুদ্ধ অলীক উক্তি। সকল জগৎ দেবাধীন, ইহা মিথ্যা কথা। তাহা হইলে দৈত্য দানব ও অসুরেরা দেবতাদিগকে স্বর্গ ভ্রষ্ট করিয়া কেন তাড়াইয়া দিতে পারিলেন? দেবতারা মন্ত্রাধীন, ইহাও ষোল আনা অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার। কেন না, দেবতারা অনর্ব্বস্ক মানুষ (নর) ছিলেন, কেহ গোপনে বা স্থানান্তরে মন্ত্র পাঠ করিলে তাঁহারা তাহা টেরও পাইতেন না। আর ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রজ্ঞ বলিয়াও তাঁহাদের দেবতাখ্যা হয় নাই। ফলতঃ স্বর্গের দেবগণের নামান্তর ছিল 'ব্রাহ্মণ' কেন না তাঁহারা (ব্রহ্ম বেদং জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ) ব্রহ্ম বা বেদ জানিতেন। তাঁহারা যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন, এজন্যও তাঁহাদিগকে সকলে 'ব্রাহ্মণ' শব্দে নির্দ্দেশ করিতেন। ব্রহ্মণা ব্রতচারিণঃ।—নিরুক্ত।

ভৌম স্বর্গের সেই দেবতাখ্য নর-ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের ভ্রাতৃব্য দৈত্য-দানব কর্তৃক স্বর্গ ভ্রষ্ট হইয়া ভারতে আগমন করাতেই লোকে তাঁহাদিগকে যেমন 'ভূসুর' ও 'ভূদেব' (ভূ-ভারত, ভূদেব—ভারতাগত দেব) বলিত, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ও দেবতা বলিয়াও সংস্থচিত করিত। ফলতঃ স্বর্গের ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ভারতের ব্রাহ্মণ দেবতারা (জাতি ব্রাহ্মণ নহে, এ ব্রাহ্মণ সমগ্র আর্য্য-জাতি) একই বস্তু এবং ইঁহারা কেহই কাহারও মুখ নাসিকাদি হইতে প্রসূত নহেন। তবে দেব নামের ব্যুৎপত্তি ও প্রকৃতার্থ কি? কেহ কেহ বলেন—দিবি ভবো দেবঃ—যাঁহারা দিব্ বা স্বর্গ প্রভব, তাঁহাদের নামই দেবতা! কিন্তু একথাও ষোল আনা সত্য নহে। প্রথমতঃ দিব্ শব্দে যে লোকে দ্যো ও দ্যুলোক উভয়ই বুঝিয়া থাকেন, তাহা প্রমাদ। দ্যো আদি-স্বর্গ মঙ্গলিয়া, আর দিব্ ব্রহ্মার উত্তর-কুরু প্রভৃতি স্থান।

পঞ্চপাদং পিতরম্
দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ।

ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ ও প্রশ্নোপনিষদের এই মন্ত্রে ঋষি 'পিতরং' শব্দে পিতা দ্যো (দ্যৌর্ঃ পিতা) ও দিব শব্দে ব্রহ্মার দ্যুলোক বুঝাইয়াছেন ও উহাদের স্বাতন্ত্র্যও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উহার অর্থ—পিতা বা পিতৃভূমি দ্যো পাঁচ পোয়া ও দিব্ দ্বাদশ পোয়া। পাঁচ ও বারোতে যে অনুপাত, আদি-স্বর্গের ভূমি-পরিমাণ ও ব্রহ্মার দ্যুলোকের ভূমি-পরিমাণেও সেই অনুপাত।

সুতরাং যাঁহারা দিব্-প্রভব, তাঁহারা দেবতা হইলেও যাঁহারা দ্যো-প্রভব, তাঁহারাও দেবতা না ছিলেন তাহা নহে। অপিচ মাতা মনুর সন্তানেরা দিব্ ও দ্যো-প্রভব এবং এক কশ্যপের সন্তান হইলেও তাঁহারা বৈনতেয়াদির ন্যায় কেহই দেব-পদ ভাক্ ছিলেন না। অতএব "দিবি ভবো দেবঃ" এ পরিভাষা ব্যাহত হইতেছে। তবে শতপথব্রাহ্মণ যে বলিয়া গিয়াছেন যে—"বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ,"—

ইহাই প্রকৃত সংবাদ। স্বর্গবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা কৃতবিদ্য বা বিদ্বান্ ছিলেন, বিদ্যা ও বিনয়াদির দ্বারা দীপ্তি পাইতেন, (দিব দীপ্তৌ) তাঁহারাই দেবতা নামে প্রখ্যাতি লাভ করেন। মহর্ষি জৈমিনিও দেব বা দেবতা শব্দের গুণবান অর্থই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

অর্থেন ত্বপকৃষ্যেত দেবতানাম্
অচোদনার্থস্য গুণভূতত্বাৎ। ১৪
গুণশ্চ অনর্থকঃ স্যাৎ। ১৮।১পা-২ অ

তত্র শবর স্বামী মহত্বং নাম ইন্দ্রনা গুণো ভবতি ইতি দেবতাভিধানম্। ইন্দ্র গুণে মহান্ ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার অভিধান দেবতা। তাহা হইলেই জানা গেল যে, কেবল দিবপ্রভবত্ব দেবত্বের নিদান নহে।

যাহা হউক দেবতা কাহাকে কহে, তাহা বলা গেল, এইক্ষণ দেবগণের প্রকারভেদ বলা যাইবে।

দেবতা কত প্রকার?

দেবতা জড়, নর ও কল্পিত ভেদে তিনপ্রকার। অগ্নি (আগুন), জল, সূর্য্য (তপন), উদূখল, মুষল, উষা, ইহারা জড়-দেবতা। আর ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি নরদেবতা এবং শীতলা ষষ্ঠী, জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, মহাকাল (মাখাল), সত্যপীর, কালী, ছিন্নমস্তা ও তারা প্রভৃতি অষ্ট দশ মহাবিদ্যা কল্পিত-দেবতা, ইঁহাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না, নাইও।

সর্ব্বাদৌ আদি-স্বর্গের ব্রহ্মাদি নরগণ বিদ্যাবত্তানিবন্ধন দেব বা দেবতা উপাধিতে সমলঙ্কৃত হন। তাই শুক্লযজুঃ বলিয়া গিয়াছেন যে—অগ্নির্দেবতা, বাতো দেবতা, সূর্য্যো দেবতা, চন্দ্রমা দেবতা, বসবো দেবতা, রুদ্রা দেবতা, আদিত্যা দেবতা, মরুতো দেবতা, বিশ্বে দেবা দেবতা, বৃহস্পতির্দেবতা ইন্দ্রো দেবতা, বরুণো দেবতা। ২০ ক—১৪ ম অর্থাৎ মহর্ষি অগ্নি মহর্ষি বায়ু, রাজা চন্দ্র, ধব প্রভৃতি অষ্টবসু, শিব প্রভৃতি একাদশ রুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ ও সূর্য্য, দ্বাদশ অদিতি-নন্দন, ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ (ইন্দ্রসৈনিক), বসু প্রভৃতি দশ জন বিশ্বানন্দন বিশ্বেদেব ও দেবগুরু বৃহস্পতি দেবতা-পদবাচ্য।

কিন্তু ইহা প্রকৃত দেব-পরিচয় নহে। ইঁহারা সংখ্যায় তেত্রিশ কোটি ছিলেন। আমরা স্থানান্তরে ঋভু প্রভৃতি এই নরদেবগণের সবিস্তার বিবরণ বিবৃত করিব। প্রথমে এই নরদেবগণের কোনও উপাস্য বস্তু ছিল না। তৎপর, এক সময়ে এই সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি অথর্ব্বা

অরণি-সংঘর্ষণ দ্বারা সর্ব্বাদৌ আদি-স্বর্গে জড় অগ্নির উৎপাদন করিলে, সকলে উহার দীপ্তি সন্দর্শন ও শীতনিবারণাদি গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তিভরে অগ্নি বৈ দেবতা—ইহা বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রযুক্ত উহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। তদবধি জড় অগ্নি, জড় জল ও জড় সূর্য্য প্রভৃতি জড় পদার্থ, ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাস্য দেবতায় পরিণত হইলে, জগতে জড় দেবতার আবির্ভাব হয়। ঋগ্‌বেদে উক্ত হইয়াছে।—

সূক্তবাকং প্রথমম্ আদিদ অগ্নিম্
আদিদ্ হবিরজনয়ন্ত দেবাঃ।
স এষাং যজ্ঞ অভবৎ তনূপাঃ তং
দ্যৌর্ব্বেদ তং পৃথিবী তমাপঃ॥
৮—৮৮সূ—১০ম

উহার সায়ণ-ভাষ্য—প্রথমং পূর্ব্বং সূক্তবাকমিদং দ্যাবাপৃথিবীত্যাদি বাক্যং মনসা নিরূপয়ন্তি আদিৎ অনন্তরম্ এব অগ্নিং মথনেন উৎপাদয়ন্তি আদিৎ অনন্তরম্ এব দেবা হবিরজনয়ন্ত জনয়ন্তি স বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ এষাং দেবানাং যজ্ঞ যষ্টব্যঃ অভবৎ ভবতি। স তনূপাঃ শরীরাণাং রক্ষিতা চ ভবতি। তম অগ্নিং দ্যৌ দ্যুলোকো বেদ জানাতি, তম অগ্নিং পৃথিবী ভূমিরপি জানাতি তম অগ্নিং আপঃ অন্তরিক্ষঞ্চ জানাতি।

মন্ত্রের অনুবাদ—দেবতারা প্রথমে সূক্ত সৃষ্টি করিলেন, পরে অগ্নি আর হোমের দ্রব্য সৃষ্টি করিলেন। সেই অগ্নি ইহাদিগের শরীররক্ষাকারী যজ্ঞ স্বরূপ হইলেন। আকাশ পৃথিবী ও জলের সহিত সেই অগ্নির পরিচয় আছে।

এই ভাষ্য ও অনুবাদ উভয়ই বিকৃত, এজন্য আমরা পৃথক্ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রকৃতার্থবাহিনী—দেবা বিশ্বনাথ্যাদি দেবগণাঃ প্রথমং পূর্ব্বম্ আদিৎ আদিতঃ সর্ব্বাদৌ আদি স্বর্গে সূক্তবাকং সূক্তবাক্যং বেদমন্ত্রমিতি যাবৎ তথা অথর্ব্বা অরণি সংঘর্ষণেন সর্ব্বাদৌ আদি স্বর্গে (ত্বামগ্নে পুষ্করাদধি নিরমন্থত, দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিরিতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ) অগ্নিং তথা দেবাঃ সর্ব্বাদৌ আদি স্বর্গে হবিঃ ঘৃতঞ্চ অজনয়ন্ত উৎপাদিতবন্তঃ। ততঃ তনূপাঃ হিমাৎ দেহরক্ষাকারী সঃ অগ্নিঃ এষাম্ অথর্ব্বাদি-দেবানাং যজ্ঞঃ যজনীয়ঃ অর্চ্চনীয়ঃ অভবৎ স এব জড়াগ্নি সর্ব্বাদৌ জগতি উপাস্য দেবতা ইতি ধ্যেয়ং হিমক্লেশ-নিবারণাৎ কৃতজ্ঞা দেবা অগ্নে রুপাসকা অভবন্। তং জড়াগ্নিং দ্যৌর্ব্বেদ জানাতি লক্ষণয়া দ্যোলোকবাসিনো দেবা আদি-স্বর্গ-বাসিন ইন্দ্রাদয়ঃ জানন্তি। পৃথিবী ভারতবর্ষঞ্চ আপঃ অন্তরিক্ষঞ্চ তং বেদ জানাতি। ভারতবাসিনঃ সর্ব্বে অন্তরীক্ষস্থানাদি বাসিনশ্চ সর্ব্বে নরাঃ তমগ্নিং জানন্তি ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—বিশ্বদেব ও সাধ্য— প্রভৃতি দেবতারা সর্ব্বাদৌ প্রথমে আদি স্বর্গে বেদ মন্ত্রের সৃষ্টি করেন। দেবতারা সকলের প্রথমে সর্ব্বাদৌ দধি হইতে গব্য ঘৃতের উৎপাদন করেন। তৎপর সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি অথর্ব্ব সকলের আদিতে অতি প্রথমে অরণি-সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নির উৎপাদন করেন, সেই অগ্নি দেবগণকে শীত হইতে রক্ষা করিলে, অথর্ব্ব প্রভৃতি দেবতারা সেই জড়াগ্নির উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। ইহার পূর্ব্বে জগতে উপাস্য-উপাসক বলিয়া কথা ছিল না। আদি-স্বর্গবাসী দেবতারা ভারতবাসী লোক ও অন্তরীক্ষবাসী সকলে এই অগ্নির উৎপত্তি ও উপাসনার বিষয় অবগত ছিলেন।

দৃশেন্যো যো মহিনা সমিদ্ধঃ,
অরোচত দিবিযোনির্ বিভাবা।
তস্মিন্ অগ্নৌ সূক্ত-বাকেন দেবাঃ,
হবির্বিশ্বে আজুহ্বুস্তনূপাঃ॥ ৭-ঐ

উহার সায়ণভাষ্য—যো বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ মহিনা মহত্ত্বেন দৃশেন্যঃ সর্ব্বদর্শনীয়ঃ সমিদ্ধঃ সম্যক্ দীপ্তো দিবি যোনিঃ দ্যুস্থানো বিদ্যুৎ দীপ্তিমাংশ্চ সন্ অরোচত দীপ্যতে তস্মিন্ বৈশ্বানরে অগ্নৌ তনূপাঃ শরীরাণাং রক্ষকা বিশ্বে সর্ব্বে দেবাঃ সূক্ত-বাকেন ইদং দ্যাবাপৃথিবীত্যাদিনা বাক্যেন স্তোত্রানাং বচনেন বা হবিরাজুহবুঃ আভিমুখ্যেন জুহুবুঃ।

মন্ত্রের অনুবাদ—যে অগ্নি বিশেষ প্রজ্বলিত হইয়া সুশ্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশে স্থান গ্রহণ করিয়া ঔজ্জ্বল্যের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন, সেই অগ্নিতে শরীররক্ষাকারী সকল দেবতা সূক্ত পাঠ করিতে করিতে হোমের দ্রব্য সমর্পণ করিলেন।

'তনূপা' বিশেষণটি অগ্নির, এজন্য আমরা এই মন্ত্রেরও স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করিলাম।

প্রকৃতার্থবাহিনী—মহিনা মহত্ত্বেন দৃশেন্যঃ (কপোলচলমেতৎ) দর্শনীয়ঃ সুদর্শন ইতি যাবৎ দিবি আদি স্বর্গে যোনিঃ উৎপত্তিঃ বিভাবা প্রভাবো যস্য এবম্ভূতস্ তনূপাঃ দেহরক্ষাকারী অগ্নিঃ সমিদ্ধঃ প্রজ্বালিতঃ সন্ অরোচত অদীপ্যত বিশ্বেদেবাঃ সর্ব্বে দেবগণাঃ তস্মিন্ তনূপ অগ্নৌ সূক্ত-বাকেন সূক্ত-বাক্যেন বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বকং হবিঃ ঘৃতাদিকং আজুহবুঃ আহুতিং প্রদত্তবন্তঃ।

যে অগ্নির উৎপত্তিস্থান আদি স্বর্গ, যাঁহার প্রভাব অসীম, যে অগ্নি সুদর্শন যাহা প্রজ্বলিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছিল, দেবতারা বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক উহাতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন।

যাহা হউক ক্রমে জল ও জড় সূর্য্য প্রভৃতি উপকার ও অপকার দ্বারা দেবগণের আরাধ্য বস্তুতে পরিণত হইলে, জগতে জড়োপাসনার প্রচলন হয়। এই অগ্নি, জল ও সূর্য্যাদি জড় দেবতা এবং ইহাদের উপাসনার জন্য "অগ্নিমীলে পুরোহিতং," "আপো হিষ্ঠা ময়োভুবঃ," "আপঃ সর্ব্বা দেবতাঃ চ" "তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি" ইত্যাদি মন্ত্র প্রণীত হয়।

ইহার বহুকাল পরে মানুষ জড়ুমতির মহাপতনের পর তান্ত্রিক তামস যুগে পুনরায় মোহান্ধকার সমাচ্ছন্ন ও কুসংস্কার সমাবিষ্ট হইলে তদানীন্তন লোকেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগ দ্বারা সমাক্রান্ত হইয়া উহার নিদান শীতলা প্রভৃতি মিথ্যা দেবতার কল্পনা করিয়া লন। ইহা ছাড়া হিন্দুগণ প্রত্যেক বস্তুরই এক একটি

একাধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা-বলে সৃজন করিয়া লইয়াছিলেন; উহাদিগেরও কোনও অস্তিত্ব কোনও দিন ছিল না। যেমন গৃহের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা, বাস্তু-দেবতা। প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতে কাকুলা বা জিকা গাছের গোড়ায় ইহার পূজা হইয়া থাকে। ইহার নিকটও মেষ ও ছাগ বলি দিতে হয়। তবে জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ, বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা পর্জ্জন্য বা ইন্দ্র, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী (ব্রহ্মার কন্যা) ও ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী ইহারা কল্পনা বলে অধিষ্ঠাত্রী দেবত্ব পাইলেও কল্পিত বস্তু নহেন, পরন্তু নর দেবতা ও নারী দেবতা।

আর এক প্রকার কল্পিত দেবতার নাম "অভিমানিনী" দেবতা, ইহাদেরও কোন মূল বা ভিত্তি নাই, ইহা নির্জ্জলা কুসংস্কার ও কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠাপিত। যে যে স্থলে শঙ্করাদি ভাষ্যকারেরা মন্ত্রের প্রকৃতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তথায়ই তাঁহারা এই অগতির গতি মিথ্যা ও অলীক অভিমানিনী দেবতার শরণ লইয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইহাই যে একালের অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিও (যেমন নববিধান সমাজের পরম শ্রদ্ধেয় ৺গৌরগোবিন্দ দেবগুপ্ত উপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি) এই কল্পনা-স্রোতে ভাসিতেন। আমরা দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য এখানে একটি সভাষ্য গীতা বচনের সমুদ্ধার করিব।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥

২৪—৮ অ

উহার শ্রীধরস্বামী টীকা—অগ্নির্জ্যোতিঃ শব্দাভ্যাম্ তে অর্চিরম্ অভিসন্ততি ইতি শ্রুত্যুক্ত অর্চিরভিমানিনী দেবতা উপলক্ষ্যতে। অহরিতি দিবসাভিমানিনী, শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানিনী উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসা ইতি উত্তরায়ণাভিমানিনী এতচ্চ অন্যাসামপি শ্রুত্যুক্তানাং সংবৎসর দেবলোকাদিদেবতানাম্ উপলক্ষণার্থম্। ২৪

শঙ্কর-ভাষ্য—অগ্নিঃ কালাভিমানিনী দেবতা, তথা জ্যোতিরপি দেবতৈব কালাভিমানিনী অথবা অগ্নিজ্যোতিষী যথাশ্রুতে এব দেবতে। ইত্যাদি। ২৪

এখানে শ্রীধর ও শঙ্কর যে এই-সকল অভিমানিনী দেবতার নাম লইয়াছেন, ইহা অতীব অলীক নির্দ্দেশ। সায়ণও বহুস্থলে এইরূপ প্রমাদের উদ্গিরণ করিয়াছেন। ফলতঃ গীতার এই ২৪, ২৫ ও ২৬ শ্লোক ও ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৯০ সূক্তের ২য় মন্ত্রের অহঃ, রাত্রি ও সংবৎসর শব্দ এবং ৮৮ সূক্তের ১৫শ মন্ত্রের প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে তন্নামক জনপদ ও ভৌম দেব-যান পিতৃ-যান পথের বাচক মাত্র। ফলতঃ এক সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ কোনও স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নহেন ও অভিমানিনী দেবতা কথাটিরও কোন পদার্থগ্রহ হয় না, উহা কল্পনা মহাসাগরের ফেন-বুদ্বুদ্ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
(প্রবাসী।)

ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশীয় চিকিৎসা।

(শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ তালুকদার এল, এম, এস)।

ম্যালেরিয়া জ্বর আজকাল প্রতি ঘরে ঘরে বিরাজিত—সহরবাসী, পল্লীবাসী সকলের নিকটই সুপরিচিত। দেশীয় বনৌষধীর মধ্যে কয়েকটী ঔষধ অতি সুন্দর প্রতিষেধক ও পর্য্যায় নিবারক। ম্যালেরিয়া বিষ নাশক বলিয়া পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়া পল্লীবাসীর হিতার্থে আজ আমরা বিস্তারিতরূপে কয়েকটী বনৌষধীর গুণ ও ব্যবহার বিধি লিখিতে বসিয়াছি।

ম্যালেরিয়া জ্বরে সর্ব্বদা কষায় গুণযুক্ত ঔষধেই বিশেষ উপকার হয়। আমাদের অভিজ্ঞতায় কুইনাইন ম্যালেরিয়া বিষ সমূলে নষ্ট করিতে পারে না। আমাদের দেশজাত বনৌষধী দ্বারা যেমন ম্যালেরিয়া বিষ সমূলে নষ্ট হয় তেমন কুইনাইনে হয় না। কুইনাইনে মাত্র জ্বর দিন কতক বন্ধ থাকে—একেবারে যায় না, আরও কুইনাইন অতিকাজরে রোগীর অনেক সময় উল্টা ফল ফলিতেছে দেখা যায়। কুইনাইন ব্যবহারের পর ম্যালেরিয়া বিষ শরীরে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় অবস্থান করিয়া মানব দেহ ধীরে ধীরে দগ্ধ করিতে থাকে। সময় মত প্রলয় আকার ধারণ করিয়া সমূহ বিপদ ঘটাইবার চেষ্টা করে। এরূপ অনেক রোগীর দেহেই কুইনাইনের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন আমাদের দেশীয় উৎকৃষ্ট বনৌষধী গুলির পরীক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল দেখিয়া আমরা ইহাই ব্যবহারে ম্যালেরিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকি। তাহার নাম এক্সট্রাক্ট নাটা কম্পাউণ্ড লিকুইড্। ইহা নাটার বীজ শেফালিকার পাতার সার, এবং গুড়চ্যাদির সার, সংমিশ্রণে প্রস্তুত।

নাটার ফল হইতে বীজ পাওয়া যায়, বীজের উপরের আবরণ বড় কঠিন। বীজগুলি দেখিতে কড়ির মত। ঐ উপরের আবরণ ভাঙ্গিয়া ভিতরে শ্বেতবর্ণের শস্য বা শাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। এই শাঁস কিঞ্চিৎ তৈলাক্ত। শাঁসগুলি রৌদ্রে দিলে বেশ খটখটে হইয়া যায়। তখন তাহাকে হামান দিস্তায় গুড়া করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাকিয়া লইয়া ঔষধার্থে ব্যবহার হয়। শেফালিকা পাতা পল্লীবাসীর নিকট সুপরিচিত কিন্তু ইহার পাতায় জ্বর নাশিনী শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। (চলিত কথায় ইহাকে শিউলী পাতা বলে) গুড়চ্যাদি অর্থাৎ গুলঞ্চের সার—ইহারও জ্বর নাশিনী শক্তি অসীম। এই তিনটী অব্যর্থ ম্যালেরিয়া বিষ নাশক ঔষধ হইতে নিম ও চিরতার সার সংমিশ্রণে এই তিক্ত জ্বর ও পর্য্যায় নিবারক অব্যর্থ ঔষধের সৃষ্টি। সকলের ইহার নাম মনে রাখা কর্ত্তব্য; উহার মাত্রা ও গুণ বলিতেছি।

যে জ্বর কম্প দিয়া আসে; মাথার যন্ত্রণা, পিপাসা, হাত পা কামড়ানি প্রভৃতি উপসর্গ যে জ্বরে থাকে, অথচ জ্বরের বেগ বা উত্তাপ খুব বেশী হয়, এরূপ জ্বরের প্রবলাবস্থায় অথবা বিরাম কালে একষ্ট্রাক্ট নাটা কম্পাউণ্ড লিকুইড, জলে ৩০।৪০ ফোটা দিয়া সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে রোগীকে পথ্য দিয়া পরে ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। খালি পেটে নাটা সেবনে গা বমি বমি করে। নাটার একষ্ট্রাক্ট শিশু, বৃদ্ধ সকলকেই খাওয়ান চলে। এমন কি উদরাময় মূর্চ্ছা গর্ভাবস্থা সকল অবস্থাতেই নাটার একষ্ট্রাক্ট ব্যবহার চলে। ইহাতে কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই।

ঘুষ ঘুষে পিত্তাশ্রিত পুরাতন জ্বরেও একষ্ট্রাক্ট নাটা কম্পাউণ্ড লিকুইড অত্যন্ত উপকারী।

(১) ইহা অত্যন্ত জ্বরঘ্ন; এক মাত্রা সেবনেই উপকার জানিতে পারা যায়। সদ্য সদ্যই জ্বর কমে এবং জ্বর বন্ধ করে।

(২) নাটার একষ্ট্রাক্ট সকলকেই খাওয়ান চলে। উদরাময়, গর্ভাবস্থাতে নিষিদ্ধ নহে।

(৩) ইহাতে জ্বর বন্ধ হইলে, প্রায়ই দেখা যায় জ্বর আর রিলাপ্স করে না।

(৪) কুইনাইনের ন্যায় ইহাতে মাথা ঘোরা, কান ভোঁ ভোঁ করা প্রভৃতি কোন উপসর্গ ই হয় না।

(৫) ইহাতেই জোলাপের কার্য্য করে, এবং জ্বরের বেগ কমায়।

(৬) নাটার একষ্ট্রাক্ট নূতন, পুরাতন উভয়বিধ জ্বরেই ব্যবহার্য্য।

(৭) লিকুইড একষ্ট্রাক্ট অব নাটা কম্পাউণ্ড সুগন্ধি তিক্ত ও বলকারক। কিন্তু কুইনাইনের ন্যায় বিকট নয়।

(৮) ইহা প্লীহা ও যকৃতের বিকৃতি দূর করে, বিবৃদ্ধির হ্রাস করে। শরীরে নূতন রক্ত কণিকার উদ্ভব করিয়া থাকে।

(৯) লিকুইড একষ্ট্রাক্ট অব নাটা কম্পাউণ্ড ঘর্ম্ম ও মূত্র কারক, কোষ্ঠবদ্ধতা নাশক, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু নাশক, জ্বরঘ্ন।

(১০) নাটা কম্পাউণ্ড লিকুইডের জ্বরঘ্ন শক্তি দেখিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন—

This Compound Extuact of Nata Rigd are bitter tonic Anti periodic and anthal mintic, is febri fuge and used in cronic Fevers, it is an alteratibe and best Tonic for general debility to check hœmorrhages and in quotidian tertair quartar fever, and all kinds of Malaria. Enlarge of spleen of Leaven Ect.

আমরা অনেক ম্যালেরিয়া রোগীর জ্বর বিরামার্থ এবং জ্বর বন্ধ করনার্থ, ব্যবহার করিয়া সন্তোষ জনক ফল পাইয়াছি।

কুইনাইন আটকা জ্বরে, যে জ্বর সহজে ছাড়ে না, তাহাতে ইহা ব্যবহার করিয়া অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

ইহা অন্যান্য ঔষধের সহিত মিকশ্চার করিয়া ব্যবহার করা চলে। কুইনাইনের সহিত ব্যবহারে কুইনাইনের বিষাক্ততা গুণ নষ্ট করিয়া তাহার গুণ বৃদ্ধি করে।

(আরোগ্য।)

ভবিষ্যৎ।

আমার অন্তর মাঝে সতত নেহারি।
হিংসা দ্বেষ গেছে যেন এই ধরা ছাড়ি
চিরতরে। সব দ্বন্দ্ব যেন গেছে ঘুচে,
সকল বন্ধনরেখা শূন্যে গেছে মুছে
সলিল বিন্দুর মত। দরিদ্র জনার
মর্ম্ম ভেদি' ওঠে যেই আর্ত্ত হাহাকার
আকুল ক্রন্দন যেই সে আর্ত্ত রোদন
নাহি আর, শেষ হ'ল ব্যথার বোধন।
অন্তরে হেরিনু আমি ভুবন ভরিয়া
নূতন প্রেমের রাজ্য উঠিছে গড়িয়া,
রবির করের মত জ্ঞানের আলোক
স্বর্গের বায়ুর মত ছেয়ে সর্ব্ব লোক।
মোদের মাঝারে যেই নিদ্রিত দ্যুলোক
তাহার পরশে বিশ্বে সর্ব্বত্র পুলক।

হুমায়ুন কবির।
(প্রবাসী।)

চলা।

চারিদিকে কোলাহল, স্রোতের কল্লোলে
মুখরিত দশদিশি; সূর্য্য চন্দ্র দোলে
প্রাণের প্রবাহে মাতি'; তীব্রবেগে ধায়
জীবন মরণ জুড়ি' বিপুল ধারায়
অস্তিত্বের অন্তর্গূঢ় উদ্দাম প্রেরণা
পশ্চাতে ফেলিয়া দূরে; নিত্য উদ্ভাবনা
দুর্জ্জয় জীবনগানে সম্মুখেতে ছোটে,
নাহি চিন্তা পরিণাম, শুধু হয়ে' ওঠে!
মানবের মনে প্রেম, সেও শুধু চলা
চিত্ত হ'তে চিত্তপানে বিদ্যুৎচঞ্চলা
অন্ধ কামনার বেগ, পূর্ণের পিয়াসা
দিকে দিকে আপনার খুঁজে' মরে ভাষা।
সুন্দরে ভীষণে মিলি' প্রাণে ও অপ্রাণে
নিরন্তর এ কি লীলা চলিছে কে জানে।

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
(প্রবাসী।)

রুদ্র।

ধ্বংসের দেবতা তুমি, কে তোমারে বলে
কে বলে তোমার ভালে জ্বলে কালানল;
কে বলে বিষাণে তব মরণের ধ্বনি;
নীলকণ্ঠে ভরা শুধু নীল হলাহল?
আমি জানি, তুমি চির সৃষ্টির দেবতা
বিদ্যুৎ পতাকা ল'য়ে মেঘনীল রথে
বিজয়ী বীরের বেশে, গৌরব-গর্ব্বিত,
নেমে আস কম্বুনাদে ঈশানের পথে;
স্পর্শে তব ঝ'রে পড়ে জীর্ণ পত্র সম
নিয়ম-শাসন-ভীতি বার্দ্ধক্যের ব্যথা
ধরণীর বক্ষ হ'তে, নিরুদ্ধ যৌবন
পুনঃ উচ্ছসিয়া উঠে গাহি নব কথা।
নিশার প্রভাত সাথে নব সূর্য্য সম
কঠোর সুন্দর তুমি দীপ্ত মনোরম।

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়
(মাসিক বসুমতী।)

Regd. No. C 521.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৬শ বর্ষ।] ২৫শে মাঘ, ১৩৩১ সাল। ইং ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫ সাল। [১০ম খণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিননাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

৬৮।

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তা-
মুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি
নিশ্চিতাঃ॥ ১৬।১১॥

কামোপভোগপরমা (কামঃ অভিলাষঃ উপভোগ এব পরম পুরুষার্থো) ইতি নিশ্চিতাঃ যতঃ এতাবৎ প্রলয়ান্তাম্ (মরণান্তাম্ স্থিতি তু পরলোকাদি নাস্তি ইতি) চ অপরিমেয়াং চিন্তাং (অভিলাষ তৃপ্ত্যর্থং) উপাশ্রিতাঃ তে।

মৃত্যুই এ জগতের শেষ সুতরাং ইচ্ছানুযায়ী ভোগ করাই শ্রেষ্ঠ ইতি নিশ্চিত করিয়া তাহারা অপরিমিতা চিন্তায় ব্যস্ত থাকে অর্থাৎ অভিলাষ তৃপ্তির জন্য সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকে।

The death ends anything and everything and there is no continuation after death, being their doctrine they follow that it is the best way here to satisfy the propensities i.e, "eat, drink and be merry." Thus they are great anxious to have their desires.

৬৯।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে
মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি
পুনর্ধনম্॥ ১৬।১৩॥

অদ্য ময়া ইদং লব্ধং ইদং মনোরথম্ প্রাপ্স্যে ইদং অস্তি পুনঃ মে ইদং ধনং অপি ভবিষ্যতি।

আজ ইহা পাইয়াছি এই অভিলাষ আমার পূর্ণ হওয়া চাই। এই ধন আমার আছে আরও আমার এই সকল ধন হওয়া চাই। ইত্যাদি অপরিমেয়া চিন্তা।

I have got it to-day, I must have my this desire; I have this wealth and I must have more in future. These are the great anxieties in them.

৭০।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে
চ পরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং
বলবান্ সুখী॥ ১৬।১৪॥

অসৌ শত্রুঃ ময়া হতঃ (নষ্টঃ) অপরান্ অপি হনিষ্যে। অহং ঈশ্বরঃ অহং ভোগী সিদ্ধঃ বলবান সুখী।

এই শত্রুকে আমি নষ্ট করিয়াছি, আবার অপর শত্রুকে নষ্ট করিব। আমি প্রভু ভোগী সিদ্ধ বলবান এবং সুখী।

I ruined this enemy and will ruin the other. I am the lord and enjoyer. I am successful, strong and happy i.e. I have no ri...

৭১।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজাল-
সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি
নরকেঽশুচৌ॥ ১৬।১৬॥

অনেক চিত্তবিভ্রান্তাঃ (বহুচিন্তামুগ্ধাঃ) মোহজালসমাবৃতাঃ (মম মাতা মম পিতা মমেব গৃহিণী গৃহং এতদন্যৎ মমত্বং যৎ

স মোহ ইতি কীর্ত্তিতঃ। পদ্মপুরাণে) কামভোগেষু প্রসক্তাঃ অশুচৌ নরকে পতন্তি।

বহু প্রকারে চিত্ত ভ্রান্ত এবং মোহজালে সমাবৃত এবং কামভোগে রত তাঁহারা অশুচি নরকে পতিত হয়।

They being full of whims and selfish views, and always eager to have their own desires fulfilled, fall into the blasphemous hell.

৭২। যুক্তাযুক্ত।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তি-
মাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ॥
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো
নিবধ্যতে ॥ ৫।১২ ॥

যুক্তঃ (দৈবীসম্পদবিশিষ্ট জনঃ) কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা নৈষ্ঠিকীং (নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী চ বসেদাচার্য্য সন্নিধৌ। তদভাবেঽস্য তনয়ে পত্ন্যাং বৈশ্বানরেঽপি বা। অনেন বিধিনা দেহং সাধয়েৎ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি ন চেহ জায়তে পুনঃ। ইতি গরুড় পুরাণং। নৈষ্ঠিক মুক্তং নৈষ্ঠিকীং ইতি।) শান্তিং (শান্তিঃ চিত্তোপশমঃ ইতি ভরতঃ) আপ্নোতি।

অযুক্ত (আসুরীসম্পদবিশিষ্টজনঃ) কাম (কামঃ কাম্যঃ ইতি হেমচন্দ্র) কারঃ (নিশ্চয়ঃ ইতি শব্দরত্নাবলী) ফলেসক্তঃ নিবধ্যতে।

সাধুব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া নৈষ্ঠিকদের প্রাপ্ত চিত্তোপশম প্রাপ্ত হয়। অসাধু কাম্য লাভই পরম নিশ্চয় করিয়া ফলে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়।

The benific or good men discharging the duties without looking for the after effects get the peace of mind attained by the devotees, while the malefic or evil men making satisfaction of the desires their chief aim, and being too much after the aftereffects, entangle themselves in the frail worldly life.

(ক্রমশঃ।)

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যবান হইবার উপায়।

ডাক্তার—শ্রীহরিসাধন ভড় এম, বি।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যবান হইবার নিমিত্ত দরকার প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের শরীরের উৎকর্ষসাধন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিবিধান। সহরের আবর্জ্জনার মধ্যে অথবা পল্লীগ্রামের পুরাতন পুষ্করিণীর ধারে বাস করিলে সুস্থ ব্যক্তির রোগের সম্ভাবনা কম হইলেও মোটের উপর অল্প নয়।

প্রথমে ব্যক্তিগত উৎকর্ষসাধনের কথাটাই ধরা যাক, বাঙ্গালীর আহার্য্যের উন্নতিবিধান দরকার। আহারের মধ্যে ভাতই সর্ব্বপ্রধান। এই ভাত একটু ভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত করিলে একই খরচে অনেক বেশী উপকারী হয়। ভাতের ফেনে যথেষ্ট সার বস্তু, যথা শ্বেত সার, গ্লুটেন নামক প্রোটীন এবং জীবনীশক্তির মূলস্বরূপ ভাইটামিন থাকে। সুতরাং ফেন ফেলা উচিত নয়। অল্পজলে চাল একটু যত্নপূর্ব্বক সিদ্ধ করিলে মোটামুটি রকম ঝরঝরে ভাত হয়। সাধারণ রান্না ভাতের চেয়ে সেটা অনেক বেশী পুষ্টিকর। আরও ভাল হয় যদি চাল জলে একেবারেই সিদ্ধ না করিয়া বাষ্পে সিদ্ধ করা হয়। সাধারণ রান্নায় ভাইটামিন অনেক নষ্ট হয় কিন্তু বাষ্পে সিদ্ধ করিলে অল্পই নষ্ট হয়। পৌষপার্ব্বণের সময় বাঙ্গলার পুলিপিঠা বাষ্পে সিদ্ধ করিয়াই প্রস্তুত হয়। ঐরূপ কোন উপায়েই ভাত রান্না করা উচিত।

সিদ্ধচালের চেয়ে আতপ চাল বেশী পুষ্টিকর এবং উপাদেয়। কেননা ধান সিদ্ধ করিবার সময় জলের সঙ্গে খানিকটা সারবস্তু বাহির হইয়া যায়। আবার সিদ্ধ চাল যত কম ছাটা হয় ততই ভাল। কারণ বেশী ছাঁটিলে ছাঁটনির সঙ্গে মূল্যবান আহার্য্য বস্তু বাহির হইয়া যায়তো বটেই, তাছাড়া ঐ যে অবশ্য প্রয়োজনীয় ভাইটামিন—যেটা চালের লালচে আবরণের ঠিক নীচেই থাকে—সেটা প্রায় সমস্তই বাহির হইয়া যায়। এই রকম বেশী ছাঁটা অথবা কলের ধপ ধপে করিয়া ছাঁটা চালের ভাত খাওয়া অজীর্ণ, অম্ল, উদরাময়, বহুমূত্র, বেরি বেরি, এপিডেমিক ড্রপসী প্রভৃতি রোগের অন্যতম কারণ বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সুতরাং আতপ চাল বাষ্পে সিদ্ধ করিয়া রান্না করাই সবচেয়ে সমীচিন বোধ হয়।

রান্নার প্রণালী সম্বন্ধে এই কথা বলা দরকার যে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং তরিতরকারীও বেশীক্ষণ সিদ্ধ করা উচিত নয়। তাহাতে ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। অধিক মসলাতেও ভাইটামিন নষ্ট হয়। দুধ এক বলকেই জ্বাল হওয়া উচিত।

শরীর গঠনের জন্য নাইট্রোজেন আবশ্যক। বাঙ্গালীর আহার্য্যে উহা উপযুক্ত পরিমাণে থাকে না। মৎস্য, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতিতে উহা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এই সকল খাদ্যে একপ্রকার ভাইটামিন থাকে তাহা উদ্ভিজ্জ খাদ্যে থাকে না। তাই ভাতের সঙ্গে এই জিনিষগুলিও উপযুক্ত পরিমাণে খাওয়া দরকার। অবশ্য ডালে প্রচুর নাইট্রোজেন থাকে বটে কিন্তু ঐ প্রাণিজ ভাইটামিন থাকে না। আর ডাল মাছ মাংসের মত সহজপাচ্যও নয়। তবুও ইহা মন্দের ভাল। প্রত্যহ অন্ততঃ এক পোয়া করিয়া ডাল খাওয়া উচিত।

খাওয়াটা নিছক দুইবারের পরিবর্তে প্রধানতঃ দুইবার এবং জলখাবাররূপে দুইবার হওয়া উচিত। রাত্রে রুটী খাওয়া ভাল। ময়দা অথবা কলের পরিষ্কার আটার চেয়ে

যাঁতার ভাঙ্গা আটা ভাল। উহাতে ভাইটামিন বেশী থাকে। আর রুটী প্রস্তুত করিতে বেশীক্ষণ উত্তাপ লাগাইতে হয় না বলিয়া উহাতে ভাইটামিন প্রায় সমস্তটাই অবিকৃত থাকে। এই হিসাবে রুটী ভাতের চেয়েও ভাল। আহার্য্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত হওয়া দরকার এবং আহারের অব্যবহিত পরেই বেশী পরিশ্রম করা উচিত নয়। উহাতে পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃত প্রভৃতি হইতে রক্ত অন্যস্থানে চলিয়া গিয়া পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মায়। অবশ্য এটা সকল সময়ই লক্ষ্য করা উচিত যে যেটাকে যাহা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি সেটা যেন তাহাই অর্থাৎ ভেজাল মিশ্রিত না হয়। এ বিষয়ে একটা কড়া আইন হওয়া দরকার।

বাংলাদেশে দুধ অত্যন্ত দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থেরই গরু এবং ভাল ছাগল পোষা উচিত। তাহাতে খাঁটি দুধেরও সুরাহা হইবে এবং ব্যবসা হিসাবেও দুপয়সা ঘরে আসিবে। গোপালন সম্বন্ধে কার্পণ্য করিলে চলিবে না। গোয়ালাদের সচ্ছল অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালীর আভিজাত্য অহঙ্কার ত্যাগ করা উচিত।

বাঙালীজাতি ব্যায়ামচর্চ্চায় বড় বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে। ফলে বাঙালী একটা ক্ষীণকায়, কুব্জদেহ, স্বল্পদৃষ্টি মনুষ্যের সমষ্টি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছে। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের সম্যক সামঞ্জস্য থাকা চাই। প্রত্যহ প্রাতে অথবা বৈকালে নিয়মিতরূপ আধঘণ্টা করিয়া ব্যায়ামচর্চ্চা করিলেই যথেষ্ট হয়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালীটা ঠিক করিয়া লইয়া ঠিক সেইমত চলিলে বিদ্যাভ্যাসের সময়ের অভাব হয় না অথবা তাহার জন্য রাত্রিজাগরণ করিয়া শরীর নষ্ট করিবারও প্রয়োজন হয় না। বিদ্যালয় সমূহে শরীরচর্চ্চা জিনিষটা নামে আছে বটে; কাজেও যাহাতে হয় সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

বিবাহ সম্বন্ধেও বলিবার আছে। সন্তানোৎপাদিকাশক্তি একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিকশিত হয়। সাধারণতঃ সেটা কৈশোর-যৌবনের সম্মিলনকাল নয়। অথচ বিবাহটা হইয়া থাকে আমাদের দেশে প্রায়ই ঐ সময়ে। ইহাতে অপচয় ও অনিষ্টের সম্ভাবনা যথেষ্ট। পুরুষের চব্বিশ এবং মেয়েদের চৌদ্দ বৎসরে বিবাহ দিলে স্বাস্থ্যতত্ত্বের দিক হইতে অনেকটা ভাল হয় ও সমাজের দিক হইতে আপত্তিকর হইতে পারে না। বাল্যবিবাহের সন্তান সম্যক পুষ্ট হয় না একথাও অনেকে বলিয়া থাকেন।

এখন পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা আলোচনা করা যাক। সচরাচর দেখা যায় যে রোগের দুইটী কারণ থাকে, মুখ্য ও গৌণ। ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে সকল কথা উপরে বলা হইল তাহা অবলম্বিত না হইলে অথবা অন্যান্য কারণে ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়াটাই হইতেছে রোগের গৌণ কারণ। এটা ভিতরের জিনিষ—শরীরের একটা অবস্থা বিশেষ। ইহাকে আটকাইবার ক্ষমতা মনুষ্যের যেটুকু আছে তাহা অল্প। আর বীজাণু প্রভৃতি রোগের মুখ্য কারণ যে বাহিরের জিনিষ সেইটাকে আটকাইবার ক্ষমতাই হইতেছে আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষত্ব। আর এই ক্ষমতা সম্পূর্ণ না হইলেও নিতান্ত অল্প নয়।

রোগের মুখ্য কারণ কি তাহা জানিতে হইলে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অল্পবিস্তর শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। দেশের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ইহা একটা অবশ্য পঠিতব্য বিষয় হইলেই ভাল হয়। সহরে ও পল্লীতে মাঝে মাঝে ছবি দেখাইয়া, আলোকচিত্রের সাহায্যে সহজভাবায় বক্তৃতা করিলেও এবিষয়ে অনেকের জ্ঞানলাভ হয়। কোন বিষয়ে বক্তৃতা শেষ হইয়া গেলে সেই সম্বন্ধে পুস্তিকা বিতরণ করিলে খুব ভাল হয়। অবশ্য সকলের মূলে চাই জনসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষা। এই শিক্ষায় যে শুধু বুঝিবারই ক্ষমতা হয় তাহা নয়, ইহার ফলে নূতন তথ্য মানুষকে আকর্ষণ করে এবং তাহাতে আস্থাও জন্মায়। এই আকর্ষণ ও আস্থা না থাকিলে দাতব্য চিকিৎসালয়ের টিকিটের পশ্চাল্লিখিত উপদেশের মতই সকল উপদেশ ব্যর্থ ও অনাদৃত হইবে।

বাংলাদেশের সর্ব্বপ্রধান রোগ ম্যালেরিয়া। পল্লীগ্রামের তো কথাই নাই, সহরেও আজকাল এইরোগ দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে। বাংলার সাড়ে চার কোটী অধিবাসীর মধ্যে চার কোটী পল্লীবাসী। অনেকে শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন যে পল্লীগ্রামে এমন কোন লোকই নাই যে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে অন্ততঃ একবারও না ম্যালেরিয়ায় ভোগে। অধিকাংশ ব্যক্তি ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কয়টা মাসে চার পাঁচবার জ্বরে পড়ে। অনেকেরই এই সময় দশ বারো দিন অন্তর জ্বর হয়। বৎসরের অন্যান্য সময়েও অনেকে দুই চারিবার করিয়া জ্বর ভোগ করে। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য থাকিবে কিসে! এই ম্যালেরিয়া দূর করিতে না পারিলে স্বাস্থ্য তো দূরের কথা, জাতীয় অস্তিত্বটাই আর কিছুদিন পরে একেবারে লোপ পাইবে।

ম্যালেরিয়ার মুখ্য কারণ যে বীজাণু তাহা চিকিৎসা শাস্ত্রে প্লাসমোডিয়ম ম্যালেরিয়া নামে খ্যাত। রুগ্নদেহ হইতে সুস্থশরীরে উহারা আপনাপনি প্রবেশ করিতে পারে না, এনোফিলিশ জাতীয় মশক সাহায্যে প্রবেশ করে। সুতরাং যদি রুগ্নব্যক্তির সংখ্যা কমান যায় এবং মশাকুল সমূলে না হউক সাধ্যমত ধ্বংস করা যায় তবে দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যথেষ্টই কমিয়া যাইবে। এই দুইটি বিষয় পৃথকভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

রুগ্নব্যক্তির সংখ্যা কমাইতে হইলে রোগীর চিকিৎসা করা এবং সুস্থব্যক্তিকে সাবধানে রাখা দরকার। চিকিৎসার্থে ও প্রতিষেধার্থে কুইনাইনই সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। ইহার বিরুদ্ধে দেশের কুসংস্কার দূর করিতে হইবে। কুই-

নাইন আদর্শ ঔষধ না হইলেও আপাততঃ উহার অপেক্ষা সকল দিক হইতে সুবিধাজনক (মূল্য ব্যতীত)' ও ফলপ্রদ ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানে প্রত্যেক ব্যক্তি সপ্তাহে দশ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন সেবন করিলে মোটামুটিভাবে পরিত্রাণ পাইতে পারে। জ্বর আসিতেছে বুঝিতে পারিলেই উপযুক্ত মাত্রায় (১০।১৫ গ্রেণ) কুইনাইন খাওয়া উচিত। তাহাতে হয় জ্বর আসেই না নয় জ্বরের ভোলকাল যথেষ্ট কমাইয়া দেয়।

মশককুলের বিনাশ সাধনই সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা। মশারী মানুষকে মশকদংশন হইতে অংশতঃমাত্র রক্ষা করে। ব্যক্তিগত চেষ্টার চেয়ে এখানে দলবদ্ধ চেষ্টাই অধিকতঃ প্রয়োজনীয়। মশক ডিম্ব পাড়ে স্রোতোহীন জলের কিনারায়—বিশেষ সেই জল যদি পচা এবং গাছ পালায় ঢাকা হয়। পল্লীগ্রামের প্রায় সকল পুষ্করিণীরই এইরূপ অবস্থা। ইহার প্রতীকার আশু প্রয়োজনীয়। মূলে চাই বিপুল অর্থ। আসিবে কোথা হইতে! গভর্ণমেন্টের এজন্য অর্থ অর্থাৎ আগ্রহ নাই। অতএব চাই স্বাবলম্বন। এবং চাই অর্থ ও শিক্ষার সমন্বয়। পল্লীগ্রামের প্রায় সকল ধনী ব্যক্তিই আজকাল ম্যালেরিয়ার ভয়ে সহরে বাস করিতেছেন। সেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম হইলেও অনেকেই যে নানাবিধ সহুরে ব্যাধি তথা যক্ষ্মার-মোক্ষলাভ করেন তাহা নিঃসন্দেহ। সহরবাসের জন্য তাঁহারা যে অর্থটা অতিরিক্ত ব্যয় করেন সেটা স্ব স্ব গ্রামের উন্নতি কল্পে ব্যয় করিলে গ্রামের নিকটবর্ত্তী পাঁচখানা গ্রামের অধিবাসীগণ পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অপেক্ষাকৃত অল্প অর্থে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। বনজঙ্গল কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ডোবা এবং অপ্রয়োজনীয় পুষ্করিণী বুজাইয়া ফেলিতে হইবে। প্রয়োজনমত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র বৃহত্তর পুষ্করিণী রাখিয়া উহাদের আমূল সংস্কার সাধন করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতেও যাহাতে সুসংস্কৃত অবস্থায় থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে কেরোসিন তৈলের একটা পাতলা স্তর কিনারায় জলের উপর বিস্তৃত করিয়া দিলে অনেক মশক শাবক মরিয়া যায়।

অবশ্য কাজটা মুখে বলা যেমন সহজ, কাজে করা তেমনই শক্ত। ইহাতে বিপুল অধ্যবসায় চাই। এত বড় সমস্যার সমাধান এক নিশ্বাসে সম্ভবে না। এই নিরক্ষর নিত্য দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত, অতি রক্ষণশীল বাঙ্গলার সমস্যা অতীব জটিল। প্রভূত সাধনা সত্বেও সিদ্ধি দেখা দিবে মন্থর গতিতে। হতাশ হইলে চলিবে না। চাই দেশের ধনবান ও শিক্ষিতের চক্ষুরুন্মীলন, চাই তাঁদের স্বার্থত্যাগ, চাই দেশের রুগ্ন অনশনক্লিষ্ট দরিদ্রনারায়ণের প্রতি উদার মমতা! বর্ত্তমান বণিক সভ্যতার যুগে দেশের নিরনব্বই জন নিরন্ন থাকিলে অবশিষ্ট ধনি ব্যক্তিটির ধন কতদিন টিকিবে। অদূর ভবিষ্যতে বিলাপ উঠিবে "চাহিদা নাই ব্যবসায় যায়!" উঠিয়াছেও সে রব। অতএব শুধু পরার্থেই নয়, স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দেশের ধনিগণ দেশে ফিরিয়া যান; দেশের মঙ্গলার্থে যত্নবান হউন; সহরের আবর্জ্জনাময় পঙ্কিল কলুষিত জীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পল্লীগ্রামের নির্ম্মল অনাবিল পূতবায়ু সেবনের সংকল্প করুন।

শিক্ষিত সম্প্রদায় অধুনা শিক্ষার গুণেই হউক অথবা বর্ত্তমান প্রণালীতে শিক্ষিতের প্রতি কদরের অভাবেই হউক, ব্যাপারটা অনেকখানি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাই তাঁহারা অল্পে অল্পে গ্রামে ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেশের রাজনৈতিক মহল হইতেও এ বিষয়ে সামর্থ্যানুযায়ী চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু কাজ এখনও অনেক বাকি।

আজকাল আবার দেশের কালাজ্বর দেখা দিয়াছে। ইহার প্রকোপ বড় কম নয় এবং বিভীষিকা ততোধিক। দুই তিন বৎসর ভুগাইয়া, মানুষটাকে অস্থিচর্ম্মপ্লীহাযকৃতসার করিয়া শেষে অনিবার্য্য মৃত্যুমুখে ফেলিয়া দেয়। দুঃখের বিষয় ইহার প্রতিষেধের উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে ভরসা এই যে ইহার চিকিৎসা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সেই চিকিৎসার প্রতি লোকের অনুরাগও আছে। গ্রামে গ্রামে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া চিকিৎসাকেন্দ্র দেশটাকে ছাইয়া ফেলিতে হইবে। এ বিষয়ে কিছু কিছু কাজ আরম্ভও হইয়াছে। সুবিধা এই যে ঔষধের মূল্য যৎসামান্য।

এখন সহরের কথা ধরা যাক। এখানকার ভূমি আবর্জ্জনাময়, বায়ু কলুষিত এবং জল দূষিত। সম্প্রতি কয়েকটি সহরে কলের জলের সরবরাহ করায় অনেকটা সুবিধা হইয়াছে বটে কিন্তু প্রায় সকল স্থানেই পয়ঃপ্রণালী সমূহ অতীব জঘন্য এবং ছোট বড় নানাবিধ কলকারখানা সৃষ্টি হওয়ায় নির্ম্মল বায়ুর একান্তই অভাব। তারপর স্বাস্থ্যভঙ্গের আর একটা কারণ—আধুনিক সভ্যতার অন্যতম ফলে তীব্র প্রতিযোগিতা ও কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে তদুপযোগী আহার্য্যের অভাব। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর কল্যাণে বাঙ্গালীর পুঁথিগত বিদ্যা ভিন্ন সম্বল নাই। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িয়া চাকরী চাই, ডাক্তারী পড়িয়া চাকরী চাই, আবার সওদাগরী অফিসে চাকুরীর কিঞ্চিৎ সুবিধার জন্য Bachelor of Commerce ডিগ্রির জন্য বাঙ্গালীর কি আগ্রহ! চল্লিশ টাকা যখন বেতন হইল, তখন ভার্য্যাসমেত অন্ততঃ তিনটী পোষ্য আসিয়া জুটিয়াছে! কাহাকে কতটুকু কি খাওয়াইবে?

এই অতি পরিশ্রম এবং অনুপযুক্ত আহার ও অপরিচ্ছন্নতা, ঘনবসতি প্রভৃতির ফলে আজ কাল সহরে নানাবিধ যক্ষ্মার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিজের দেহ ও পরিধেয় পরিচ্ছন্ন রাখা উচিৎ। যক্ষ্মা প্রভৃতি নানাবিধ রোগের বীজাণু আব-

র্জ্জনার মধ্যেই শরীরে প্রবেশ করে। বাসগৃহ পরিচ্ছন্ন এবং আলোবাতাসের লীলাভূমি হওয়া উচিত। মানুষ জীবনধারণের জন্য যে বাতাস প্রতিমুহূর্ত্তে শরীরাভ্যন্তরে গ্রহণ করিতেছে তাহা একান্তই নির্ম্মল হওয়া দরকার। আর সূর্য্যালোকের যে বীজাণু-সংহরণী শক্তি আছে এবং ইহার যে শরীর গঠন কার্য্যে প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য। সহরের ঘনবসতি কমাইতে হইলে সহরপ্রান্তের উন্নতি বিধান করিয়া লোক চারাইয়া দেওয়া দরকার। আর যাহারা অকিঞ্চিৎকর বেতনের মায়ায় সহরে থাকেন বা পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়াছেন, তাঁহারা পল্লীগ্রামে ফিরিয়া গিয়া পল্লী-সংস্কারে ব্রতবান হউন এবং কৃষিকর্ম্ম অথবা ছোটখাট ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করুন।

শিশুপালন সম্বন্ধে বাঙ্গালীর অজ্ঞতা বড় বেশী। শৈশবে স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে প্রাপ্ত-বয়সে স্বাস্থ্যবান হওয়া শক্ত কথা। শিশু-পালন সম্বন্ধে এই কয়টা কথা মোটামুটি জানিয়া রাখা উচিত যে শিশুর জন্য দশমাস পর্য্যন্ত মাতৃদুগ্ধ মাত্রই একমাত্র সহজপাচ্য এবং পুষ্টিকর খাদ্য। শৈশবে রৌদ্রসেবনে শিশুর অস্থি পুষ্ট হয়। কাঁদিলেই শিশুর ক্ষুধা পাইয়াছে এ ধারণা ভুল। সকল প্রকার বিলাতী দুগ্ধই বেশীদিন খাওয়াইলে অনিষ্ট হয়। শিশুকে মাঝে মাঝে ওজন করিয়া দেখা ভাল; নিয়মিত রূপে না বাড়িলে অন্তরে রোগ আছে বুঝিতে হইবে। প্রসূতি সম্বন্ধেও একটা কথা এখানে বলা অবান্তর হইবে না। সূতিকাগার প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন, আলোকিত এবং বায়ুপূর্ণ হওয়া চাই। অস্বাস্থ্যকর সূতিকাগৃহে বাস করার দরুণ এই সময়ে বা ইহার অব্যবহিত পরে প্রসূতির যে সকল রোগ হয়—তাহার ফলে সে অনেক সময় চিরকালের জন্য ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়ে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যসমস্যা অতীব জটিল। ইহাতে জড়িত আছে স্বাস্থ্যনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং রাজনীতি। সকল দিক হইতেই পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে নিঃস্বার্থ চেষ্টা করিলে তবেই এ সমস্যার সুচারু সমাধান সম্ভব।

(স্বাস্থ্য।)

বসন্ত রোগের চিকিৎসা।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত ভিষগরত্ন

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী এচ, এল, এম, এস।

এই বৎসর বসন্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হইবে বলিয়া কলিকাতা কর্পোরেশন এখন হইতেই সহরের লোককে সাবধান হইতে বলিয়াছেন। এ সময় লোকেরা যদি নিম্ন-লিখিত নিয়মগুলি পালন করেন, তাহা হইলে বসন্তের আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকিবেন।

১। বসন্তের টীকা গ্রহণ যাঁহারা পূর্ব্বে করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য করিয়া পুনরায় টিকা লইবেন।

২। প্রত্যহ খাঁটি সরিষার তৈল সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবেন।

৩। সর্ব্বদা শুচিভাবে থাকিবেন। বাড়ীর সকল স্থান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় সকল ঘরে ধুনা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কখনও ময়লা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবেন না।

৪। পচা ও বাসি মাছ একেবারে খাইবেন না। তা ছাড়া এ সময় মাছ খাওয়াটা তুলিয়া দিতে পারিলেই ভাল হয়। কই, শিঙ্গি, মাগুর এবং জেয়োল মাছ এ সময় একেবারেই ত্যাগ করিবেন।

৫। মাংস বা ডিম খাওয়া একেবারে বন্ধ করিবেন। যাহা প্রত্যহ খাইয়া থাকেন, তাহা ভিন্ন পোলাও বা ঐরূপ গুরুপাক কোন দ্রব্য এ সময় খাইবেন না।

৬। প্রত্যহ ভোজ্য দ্রব্যের সহিত দু একটা উচ্ছে এবং উহার বিচি ভাজিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। পলতা এবং নিমপাতা ভাজা খাওয়া এ সময় বিশেষ উপকারী; উচ্ছের স্থলে করোলা হইলে আরও ভাল হয়।

৭। দোকান হইতে দুগ্ধ কিনিয়া পান করা এ সময়ে কর্ত্তব্য নহে। মৎস্য বা দুগ্ধ হইতে বসন্তের উৎপত্তি আরম্ভ হয়। এজন্য দুগ্ধ খাঁটী ও বিশুদ্ধ কিনা তাহা ভাল করিয়া জানিয়া ব্যবহার করিবেন।

৮। দোকান হইতে তৈয়ারী চা কিনিয়া খাওয়ায় যাঁহারা অভ্যস্ত তাঁহারা অবশ্য করিয়া এ সময় উহা পরিত্যাগ করিবেন, ঐরূপ চা হইতেও ইহার সংক্রামকতা আসিতে পারে।

৯। বাজারের খাবার সম্বন্ধেও যতটা পরিহার করিতে পারা যায়, ততটা মঙ্গল। থিয়েটার ও বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখিবার জন্য এ সময় এক দিনও রাত্রি জাগরণ করিবেন না।

১০। হরীতকির আঁটি ফুটা করিয়া সুতার সাহায্যে পুরুষেরা দক্ষিণ হস্তে এবং মহিলাগণ বাম হস্তে ধারণ করিবেন। ইহা বসন্তের বিশেষ প্রতিষেধক ব্যবস্থা।

১১। কাঁচা কণ্টিকারীর মূল চার আনা, গোলমরিচ পাঁচটা একত্র শীতল জল সহ বাটিয়া সপ্তাহে দুই দিন করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবেন। এ মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের। শিশুদের মাত্রা ঐ অনুযায়ী বিবেচনা করিয়া লইবেন।

১২। শ্বেত পুনর্নবার মূল চূর্ণ এক আনা ও গোলমরিচের গুঁড়া এক আনা শীতল জল সহ মধ্যে মধ্যে প্রাতঃকালে সেবন করিলে বসন্তের পীড়া হইতে পাবে না।

১৩। তেলাকুচা, মাধবী লতা, অশোক, পাকুড় ও বেতল এই কয়টি দ্রব্যের পাতার ওজন ।/১০ আনা, জল আধ সের শেষ আধ পোয়া, এই কাথ প্রতি সপ্তাহে এক দিন করিয়া পান করিলে বসন্ত হইবে না।

১৪। বৈকালে মোচার রস দ্বারা শ্বেত-চন্দন সেবন করিয়া কিম্বা বাকসের রস অথবা

যষ্টি মধু পেষণ করিয়া সপ্তাহে দুই দিন পান করিবেন।

১৫। হিঞ্চে শাকের রস মধ্যে মধ্যে পান করিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে; ইহা শ্বেত চন্দন ঘষার সহিত মিশাইয়া সেবনে কখনই বসন্তের আক্রমণ হইতে পারে না।

১৬। নিম ও বহেড়ার বীজ এবং হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ করিয়া প্রতি সপ্তাহে পান করিলেও বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা প্রত্যহ ব্যবহার করিতে পারিলে আরও মঙ্গল।

(স্বাস্থ্য।)

পল্লীসংস্কার।

চারিদিকে রব উঠিয়াছে পল্লীর সংস্কার কর নচেৎ এ দেশ হইতে কালাজর ম্যালেরিয়া ও দুর্ভিক্ষ যাইবে না। সংস্কার সম্বন্ধে সরকারী ও বে-সরকারী অনেক আলোচনা হইতেছে, বঙ্গীয় কাউন্সিলের সদস্যগণ এই উদ্দেশ্যে অনেক টাকাও মঞ্জুর করিয়াছেন—এত চেষ্টার ফলেও আমাদের পল্লীগুলির অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এখনও তদ্রূপই আছে, অন্ততঃ আমাদের চক্ষে ইহার কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ কি? কারণ বিচার করিতে গেলে অনেক অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে হয় এবং অনেকের হয়ত সেগুলি মনঃপুত নাও হইতে পারে—অনেকের হয়ত ইহাতে অন্তর্দাহও হইতে পারে। কাহারও ভাল লাগুক বা না লাগুক তাহাতে আমাদের কিছু যায় আসে না—ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালী জাতির কল্যাণের জন্য সত্য প্রচারে আমরা ক্ষান্ত রহিব না।

কাগজে কলমে ও কল্পনায় পল্লী সংস্কারের অনেক পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় কিন্তু দরিদ্র বাঙ্গালা দেশে তাহা কতটুকু কার্য্যকরী হইতে পারে সে বিষয়ে অনেকেই অনভিজ্ঞ। জাভা ও পানামার যে উপায়ে ম্যালেরিয়া দুরীভূত হইয়াছে, কেহ কেহ তাহা অনুসরণেচ্ছু। যাঁহারা উক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি পানামা ও জাভাদ্বীপে কি উপায়ে ম্যালেরিয়া দুরীভূত হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? তাঁহারা কি নিশ্চিত বলিতে পারেন যে ঐ সকল উপায় অবলম্বনেই বাঙ্গালা দেশ ম্যালেরিয়ার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবে? যদি তাহা না পারেন তবে একটা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া দরিদ্রদেশের ভাণ্ডার হইতে অযথা অজস্র অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা কি? একে এ দেশের লোক উদর পুরিয়া দুইবেলা আহার করিতে পায় না, তদুপরি যদি এই দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকগুলির নিকট হইতে ম্যালেরিয়া বিতাড়ন জন্য চাঁদা সংগ্রহে প্রয়াস পাওয়া যায় তবে কি এ ভাবে তাহাদের আরও পীড়িত করা হইবে না?

এতক্ষণ ত দুঃখের কাহিনী গাহিলাম এ সব কথার আলোচনা যত করিব ততই মনোকষ্ট বাড়িয়া চলিবে, সংস্কারের কোন সহায়তা হইবে না। পল্লী সংস্কার করিতে হইলে পল্লীর অবস্থা, লোকের শিক্ষা, জল বায়ু ও আর্থিক অবস্থা, সমস্ত পৃথক ভাবে বিচার করিতে হইবে। আমরা এমন অনেক গ্রামের কথা জানি যেখানে শিক্ষিত লোক নাই বলিলেই চলে; এমন একজনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না যে নাম সহি করিতে পারে। কিসে নিজেদের ভাল হইবে সে বিচার শক্তিও তাদের নেই। এমন লোকও দেখা যায় যাহাকে দুই এক দাগ ঔষধ খাইতে বলিলে শিশির গায়ে যে কাগজের দাগ থাকে তাহাই গুলিয়া খাইয়া বসে ও শিশির ঔষধ শিশিতেই থাকিয়া যায়। এইরূপ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা প্রতি পল্লীর ঘরে ঘরে বিদ্যমান। খবরের কাগজের গালাগালি বা প্রশংসা, সংস্কার-বিষয়ক পুস্তিকা, ইহাদের কোন কাজে আসে না। কাজেই সহরে বসিয়া বৈদ্যুতিক পাখার বাতাসে ক্লান্তি দূর করিতে করিতে সংস্কারের পন্থা আবিষ্কার করিলেই প্রকৃত সংস্কার করা যায় না। প্রকৃত-সংস্কার-প্রয়াসীকে পল্লীতে যাইয়া সেই দরিদ্রভ্রাতাদের দরিদ্রতা ও দুঃখের ভাগ সমভাবে তাহাদের সহিত মিলিয়া বহন করিতে পারিলেই তাদের কষ্টের পরিমাণ উপলব্ধি করিতে হইবে, তবে প্রকৃত সংস্কারের উপায় নির্দ্দেশ করিতে তাঁহারা সক্ষম হইবেন। ভুক্তভোগী না হইলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। কুইনাইন যে তিতা তাহা যে কুইনাইন না খাইয়াছে সে কেমন করিয়া বুঝিবে? বাংলা এমন বিচিত্র দেশ যে এর এক পল্লীর সহিত অন্য পল্লীর জল বায়ুর কোন সাদৃশ্য নাই। কোথাও বা বর্ষায় ঘর বাড়ী জলে ডুবিয়া যায় আবার কোথাও বা সেই সময়েই জলের লেশ মাত্র দৃষ্ট হয় না। এইরূপ বিচিত্র দেশে সংস্কারের জন্য একই নিয়ম সমস্ত স্থানের জন্য চলিতে পারে না। স্থানবিশেষে সংস্কারবিধিরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

(নবযুগ।)

ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতিকারের উপায়।

কবিরাজ

শ্রীজহরলাল রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ।

এই শস্য শ্যামলা ফল জল পূর্ণ মাতৃভূমির বক্ষান্তরালে স্থিত বাঙ্গলার মফঃস্বল পল্লীর অবস্থা একবার কল্পনার চক্ষে দেখুন দেখি, কত বড় বড় সহর বড় বড় গ্রাম ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতির প্রকোপে জন শূন্য হইয়া শ্মশান হইয়া পড়িয়াছে। প্রকাণ্ড সৌধ উজ্জ্বলিত আলোকমালা বুকে লইয়া যেখানে নীল আকাশের নীচে সদম্ভে মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল, আজ সেই কোলাহল কল্লোলিত জনপূর্ণ গৃহাবলীর অনেক গৃহে সন্ধ্যার আলোক পড়ে না। যে মাতৃভূমির—যে জন্মভূমির স্নেহ রসে সিক্ত হইয়া লোকে

দশ বার পুরুষ পর্য্যন্ত এক বাস্তু ভিটায় কাটাইয়াছে আজ এই ভীষণ ম্যালেরিয়ার জ্বালায় সে সুখ স্মৃতি পরিপূর্ণ বাস্তু ভিটা ত্যাগ করিয়া সেখানকার লোক উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও কলিকাতায় বাস করিতেছেন। অনেকে বাস্তু ভিটার নাম ভুলিয়াছেন, অনেকে দেশের নাম ভুলিয়াছেন, অনেকে দেশে ফিরিতে সাহস করেন না কারণ ম্যালেরিয়ায় ভয়।

ম্যালেরিয়ার নিদান :—ম্যালেরিয়া আক্রমণের পূর্ব্বে উপর্য্যুপরি বার কতক জ্বর হয়, নানা প্রকার কুইনাইন ঘটিত ঔষধ সেবনে একটু কমে আবার পুনরায় জ্বর হয়, কম্প দিয়া জ্বর কয়েক দিন বা কয়েক ঘণ্টা থাকে। রোগী ভাবে উহা কিছুই নয়, "ম্যালেরিয়া" এক রকম অবহেলা করিয়া উড়াইয়া দেয়, ক্রমে দৌর্ব্বল্য, কার্য্য করিবার অনিচ্ছা, শত চেষ্টা করিয়াও কাজ করিবার শক্তি পাওয়া যায় না। রোগ ক্রমঃশই বৃদ্ধি হইতে থাকে, হয়ত প্লীহা বড় হইল, হয়ত অজীর্ণ ও উদরাময় দেখা দিল। দুই একবার এই ভাবে কাটিবার পর কাহারও বা দমকা জ্বরে শেষ, আর কাহারও বা পরিবারের অবস্থা দেখিয়া ভুগিয়া ভুগিতে অল্পে অল্পে শেষ। যাঁহারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, ১৫ বৎসরের কম বয়স্কদিগের ম্যালেরিয়ার ভয় খুব বেশী। কেহ কেহ কতকগুলি মারাত্মক রোগের নামে ভয় করেন কিন্তু একটু গভীর চিন্তা করিয়া দেখিলে ম্যালেরিয়ার নামে তেমনই চমকান উচিত। কোন কোন রোগে কত মৃত্যু এবং হিসাবে যদি রোগের ছোট বড় ঠিক করা হয়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বড় রোগ।

ম্যালেরিয়ার প্রতিকার।—যখন দেখা যাইতেছে ম্যালেরিয়া জ্বরটা মশার দংশনে এক শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ করে, তখন ম্যালেরিয়া যাহাতে না হয় সেইজন্য একটা ব্যবস্থা করা দরকার—যেমন মশা তাড়ান।

মশা তাড়ান—জঙ্গল কাটিয়া মশার বাস শূন্য করা, খানা ডোবা বুজাইয়া মশা জন্মাইবার স্থান নষ্ট করা, কেননা মশা প্রথমতঃ ডিম পাড়িয়া জলের নিচে ফেলিয়া দেয় কিছুদিন পরে ঐ ডিম ফুটিয়া জলে পোকা হয়, পরে মশা হইয়া উড়িয়া যায়।

দ্বিতীয় ম্যালেরিয়াগ্রস্থ রোগীর সঙ্গ ত্যাগ, কারণ এনোকোলিস নামক এক প্রকার মশা আছে ঐ মশা যদি কোন ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়ায় তবে সেই মশার রক্তে ঐ বীজ ঢুকিয়া বাড়িতে থাকে। তারপর ঐ মশা যত লোককে কামড়াইবে তত লোকের ম্যালেরিয়া হইবে।

যদিও স্বনাম ধন্য ডাক্তারগণ ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন শ্রেষ্ঠ ঔষধ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কুইনাইনে এমন কতক গুলি অনিষ্টকর পদার্থ আছে, যাহার দ্বারা মাথা ঘোরা, দৌর্ব্বল্য, কর্ণে তালা লাগা প্রভৃতি হয়। দ্বিতীয়তঃ কুইনাইনে জ্বর প্রথম বন্ধ হয় বটে কিন্তু ছাই দিয়া আগুন চাপার মত থাকে। সামান্য অত্যাচার করিলে দুইচারি দিন পরে পুনরায় আবার জ্বর হয়। যে কুইনাইনের দ্বারা জ্বর বন্ধ করিলে এতদূর অনিষ্টের সম্ভাবনা, কি করিলে তাহা ব্যবহার করিতে না হয়, ইহা জানিবার জন্য অনেকে উৎসুক চিত্তে প্রশ্ন করিতে পারেন। এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিতে চাই, ভারতবর্ষে ফল ফুল শোভিত নানা প্রকার গাছ গাছড়া উৎপন্ন হয়। সুতরাং অনেকেই জানেন গুলঞ্চ নামক একপ্রকার লতা গাছ আছে, উহা অরণ্যে থাকে, উহা হইতে একপ্রকার শ্বেত বর্ণ পদার্থ বাহির করা হয় যাহাকে গুলঞ্চের চিনি বলা হয়; উহার জ্বর নাশক শক্তি যথেষ্ট আছে। ম্যালেরিয়া জ্বরে উহার পূর্ণ মাত্রা ছয় গ্রেণ। আমাদের দেশে এমন সুন্দর দেশীয় ঔষধ থাকিতে আমরা বিদেশী বিজাতীয় কুইনাইন ব্যবহার করিয়া স্বাস্থ্য ও অর্থ নষ্ট করিতেছি। সুতরাং সকলেই এই মহা বাক্যটী আলোচনা করিবেন,—

যস্য দেশস্য যো জন্তুস্তজ্জন্তু সৌষধং হিতম্।

অর্থাৎ যে দেশের জন্তু সেই দেশ জাত ঔষধ তাহার পক্ষে হিত।

যাঁহাদের জ্বর হয় নাই তাঁহাদের সপ্তাহে অন্ততঃ তিন চারি গ্রেণ গুলঞ্চের চিনি ব্যবহার করা উচিত। পথ্যের কথা বলে উপসংহার করিব।

পথ্য—* * * মাননীয় কবিরাজ শ্রীযোগেশচন্দ্র সমাদ্দার মহাশয় লিখিয়াছেন,—জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং জ্বরান্তে লঘু ভোজনং॥

স্বীকার করি তিনি ঠিক লিখিয়াছেন কিন্তু আমার বক্তব্য সর্ব্ব প্রকার জ্বরের প্রথম অবস্থায় উপবাস বিধেয় নয়। শাস্ত্রে আছে ক্ষয় জ্বর, শোকজ্বর, কামজ্বর, এই কয়েকটী জ্বরে উপবাস নিষেধ। হয় ত একজনের যক্ষ্মা রোগ হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হইতেছে যদি আমি তাহাতে লঙ্ঘন দিতে বলি তাহা হইলে রোগীর জ্বর আরও বেশী হইবে। কারণ পূর্ব্ব হইতে তাহার শরীর ক্ষয় হইতেছিল।

অতএব এই সমস্ত জ্বরে উপবাস দিতে হইলে রোগীর বলের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ম্যালেরিয়া জ্বর রোগীকে পুরাতন চাউলের অন্ন, বেগুন, কাচকলা, ছোট ছোট মাছ ও মান কচু পথ্য দিতে হইবে। জ্বর খুব বেশী হইলে ২ তোলা পরিমাণ যবচূর্ণ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া খাইতে দিবে। ইহার নাম "যবাগু" ম্যালেরিয়া গ্রস্থ রোগীর প্রত্যহ ৫ গ্রেণ পরিমাণ গুলঞ্চের চিনি দিনে দুইবার করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শাক, অম্বল, গুরুপাক দ্রব্য সেবন নিষেধ।

(আরোগ্য)।

এল, এম, এস,
ডাঃ টি, সি, দত্তের
ম্যাগনেটিক সালসা

ঐই বৈদ্যুতিক সালসা সেবনে শরীরের ভিতর হইতে এক-প্রকার তেজ বহির্গত হইবে, দুর্ব্বল দেহ মোটা হইবে, শরীরস্থ দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হইবে, ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হইবে। পারদ সেবন জনিত রক্ত বিকৃতি যথা গায়ে ফুস্কুড়ি, চাকা চাকা দাগ, পারাফোটা, নালি ঘা, কাউর ঘা, পাঁচড়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ঘা ও চর্ম্মরোগ এই বৈদ্যুতিক সালসা সেবনে শীঘ্রই নির্দ্দোষভাবে দূরীভূত হইবে। সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ যথা গেঁটে বাত, ফোলা বাত, কোমরে বাত, হাড়ে হাড়ে বাত, সন্ধিতে সন্ধিতে পঙ্গুবাত, ইহা সেবনে অদ্ভুত ফল প্রদান করে। স্ত্রীলোকদিগের বাধক বেদনা, লিউকোরিয়া এবং অকালে মৃতবৎসা প্রসব করা এই বৈদ্যুতিক সালসা ব্যবহারে নিশ্চয়ই উপশমিত হইবে। অতএব আমরা প্রত্যেক রোগগ্রস্ত নরনারীকে নিঃসন্দেহ চিত্তে এই সালসা সেবন করিয়া শীঘ্র রোগমুক্ত হইয়া নব জীবন লাভ করিতে উপদেশ দিতেছি। এই সালসা সকল সময়ে, সকল ঋতুতে, বালক, বৃদ্ধ, বনিতাগণ সেবন করিতে পারেন, কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই।

প্রতি ৪ আউন্স শিশি ২ সপ্তাহের ঔষধ মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷৷• আট আনা। একত্রে ৩ তিন শিশি ৫৷৷• সাড়ে পাঁচ টাকা, মাশুলাদি ১৲ এক টাকা।

বৃশ্চিকদাহন

বৃশ্চিকাদি বিষাক্ত জন্তুদ্বারা দংশিত হইলে কিম্বা বোলতা, ভোমরা, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি কীটের দংশন জনিত যন্ত্রণায় ইহার তুল্য ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। ইহা তুলী দ্বারা স্থানিক প্রয়োগ করিলে অসহ্য জ্বালা ও যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ দমন হয়। এই ঔষধ সকলকার ঘরে মজুত থাকা অতি আবশ্যক। মূল্য ১ বাক্স ৷৷• আট আনা, একত্রে ৩ তিন বাক্স লইলে ১৷•পাঁচ সিকা। মাশুলাদি ।৵• ছয় আনা।

এল, এম, এস,
ডাঃ টি, সি, দত্তের
সোলেনেসি

হাঁপানি রোগের ধন্বন্তরি।

হাঁপানির ও সর্ব্বপ্রকার শ্বাস কাস রোগের আশুফলপ্রদ অব্যর্থ মহৌষধ।

হাঁপানী রোগী মৃত্যুসম যন্ত্রণা হইতে জীবন লাভ করে, এ রোগে আর কাহাকেও জীবনে হতাশ হইতে হইবে না।

রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি হয়, বৃদ্ধির সময় মৃত্যুসম যন্ত্রণা বোধ হইয়া থাকে, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার উপসর্গ বিশিষ্ট হাঁপানী, দমা এমন কি, সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইতে হয়, এক পাশ হইতে অন্য পাশে নড়িবার কোন ক্ষমতা থাকে না, তাহাদের পক্ষে সোলেনেসি অব্যর্থ মহৌষধ।

হাঁপানীর প্রবল অবস্থায় (ফিটের সময় যখন প্রাণ বহির্গত হইবার ন্যায় যন্ত্রণা হইতে থাকে) ইহার ১ দাগ কি ২ দাগ মাত্র সেবনে আগুণে জল দেওয়ার ন্যায় তৎক্ষণাৎ রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পায়, তখন বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে কি তাহার কোন হাঁপানী ছিল কিনা সন্দেহ। শত শত লোক এই কালান্তক রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

মূল্য—প্রতি ২ আউন্স শিশি ১৷৷• দেড় টাকা এক সপ্তাহের ঔষধ, মাশুলাদি ।৵• ছয় আনা। একত্রে ৩ তিন শিশি ৪।• চারি টাকা চারি আনা, মাশুলাদি ৷৷৵• দশ আনা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

সুশীল ফার্ম্মেসী—৩৫।৫ গুলু ওস্তাগরের লেন,
পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এবং

শাহ এণ্ড কোং।
কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্টস্।
৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

REGD. No. C 621.

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৬শ বর্ষ।] ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৩১ সাল। ইং ৯ই মার্চ্চ, ১৯২৫ সাল। [১১শ খণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শ্রীআনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিননাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

৭৩। বন্ধন। Bondage.

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ
সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ
ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ২।৬২ ॥

৭৪।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ
স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধি-
নাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ২।৬৩ ॥

বিষয়ান্ (বিষয়ঃ আশয়ঃ। ইত্যমরঃ। ভোগসাধনং বিষয়ঃ ইতি সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। বিশব্দোহি বিশেষার্থঃ সিনোতের্ব্বন্ধ উচ্যতে। বিশেষেণ সিনোতীতি বিষয়োঽতো নিয়ামকঃ। ইতি ভট্টকারিকা) ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ (সঙ্গম্ ইত্যমরঃ। রাগঃ। ইতি ত্রিকাণ্ড শেষঃ) উপজায়তে। সঙ্গাৎ (বিষয় সংসর্গাৎ) কামঃ (ইচ্ছা ইতি হেমচন্দ্রঃ) সংজায়তে। কামাৎ, ক্রোধঃ (কোপঃ) অভিজায়তে। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ (বিরুদ্ধ কার্য্যে কর্ত্তব্য জ্ঞানঃ), সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মৃতিঃ ধ্যানং ইতি শব্দরত্নাবলী ধর্ম্মশাস্ত্রং ইতি জটাধরঃ। ধ্যান পথভ্রষ্টঃ বা ধর্ম্মশাস্ত্রে ভ্রমঃ), স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ (অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি মন্যতে ইত্যাদি তামসী বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিক বুদ্ধিনাশে ভবতি), বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি (সাত্ত্বিকঃ কর্ত্তা তামসিকোভবতি)।

মনুষ্যের বিষয় চিন্তা হইতে বিষয় সংসর্গ, বিষয় সংসর্গ হইতে বিষয় স্পৃহা, উহা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে ধ্যানভ্রষ্ট বা ধর্ম্মশাস্ত্রে ভ্রম, ধর্ম্মশাস্ত্রে ভ্রম হইতে সাত্ত্বিক বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া তামসিক বুদ্ধি হয়। তামসিক বুদ্ধি হইতে লোক তামসিক প্রকৃতির হইয়া মনুষ্যত্ব হারায়।

Material conception accumulates property, property creates desires, desires develop anger, anger dims cocentration or turns man irreligious, such whimsical man loses sense, and this insensibility ruins humanity.

৭৫। পাপ পুণ্য—Vice and Virtue.

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব
সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন
মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ৫।১৫ ॥

বিভুঃ কস্যচিৎ পাপং না (নহি ইত্যমর টীকায়াং ভরতঃ) দত্তে (দত্তং বিদৃষ্টং ইতি, ত্রিকাণ্ড শেষঃ।) চ এব সুকৃতং ন দত্তে। অজ্ঞানেন (অবিদ্যা ইত্যমরঃ। পঞ্চ প্রকারাজ্ঞানং যথা তমঃ, মোহঃ, মহামোহঃ, তামিস্রং অন্ধতামিস্রং ইতি শ্রীমদ্ভাগবতম্। অচেতনেন) আবৃতং জ্ঞানং (মোক্ষে ধীর্জ্ঞানং বিজ্ঞানং শিল্প-শাস্ত্রয়োঃ ইত্যমরঃ। অবিদ্যয়া মোক্ষেধীআবৃতা বা অচেতনেন চৈতন্যং আবৃতং বা বিরুদ্ধজ্ঞানেন শাস্ত্রজ্ঞানং আবৃতং) তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি।

বিভু কাহাকেও পাপ বা পুণ্য দেন না। জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হওয়ায় জীব মুগ্ধ হয়। মুগ্ধ কর্ম্মকে পাপ এবং অনাসক্ত কর্ম্মকে লোকেরা পুণ্য বলিয়া থাকে।

God has not created Vice and Virtue. Inanimacy covers animacy or insensibility covers rationality or ignorancy covers wisdom, which makes man dull, foolish unwise, or nescient of Heaven.

৭৬। বৈরি। Enemy.

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ-
সমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেন-
মিহ বৈরিণম্ ॥ ৩।৩৭ ॥

রজোগুণ সমুদ্ভবঃ (ব্রহ্মণো জাতঃ যথা শ্রীভাগবতে হৃদিকামো ভ্রুবোঃ ক্রোধ লোভ-শ্চাধরদচ্ছদাৎ। ব্রহ্মা রজোগুণাধারঃ) মহাশনো (মহান অশনং ক্ষুদ্রচিত্তকারীতি) মহাপাপ্মা (মহাপাপং) এষঃ কামঃ (রমণাভিলাষঃ) এষঃ ক্রোধঃ। ইহ এনং বৈরিণং বিদ্ধি।

রজোগুণ জাত মহৎ ভক্ষণ করিয়া ক্ষুদ্রতা উদ্ভবকারী মহাপাপ কাম ও ক্রোধকে ইহ-জগতে শত্রু বলিয়া জানিবে।

The greatness carving vicious sexual desire, and the anger, developed from the gross matter, are the true enemies here below.

৭৭। কাম। Passion.

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো
নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরে-
ণানলেন চ ॥ ৩।৩৯ ॥

এতেন কামরূপেণ দুষ্পূরেণ (দুঃ দুস্তরঃ পূরঃ জল সমূহ ইতি মেদিনী তথা দুস্তর সাগরেণ) অনলেন (দাহকারকেন) নিত্য-বৈরিণা জ্ঞানিনঃ জ্ঞানং আবৃতং অন্যে পরে কা কথা ইতি।

দুস্তর সাগর ও দাহকারক অগ্নি সদৃশ চির শত্রু এই কামের দ্বারা জ্ঞানিদিগের জ্ঞানও আবৃত থাকে।

By this ever enemy—the sexual desire—which is uncrossable like ocean and causes heart burning, even the wisdom of the sensible man is covered.

৭৮। কামের স্থান। The seat of the Passoin.

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠান-
মুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য
দেহিনম্ ॥ ৩।৪০ ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানঃ (অধ্যাসনং ইত্যমরঃ) উচ্যতে। এষঃ এতৈঃ (এতেষাং ইন্দ্রিয়াদিনাং সঙ্গেন) জ্ঞানং আবৃত্য দেহিনং (গীতানন্দ ৮ শ্লোক) বিমোহয়তি॥

ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধি এই কামের আশ্রয় স্থান। ইহাদের সঙ্গে ইহা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে মোহগ্রস্ত করে।

The motor and the sensory organs, the mind and the instinct are the seat of this passion, with them covering the wisdom it enchants psyche,

---

৭৯। মোক্ষ। Salvation.

নরকের দ্বার। The door of the hell.

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং
নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেত-
ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ১৬।২১ ॥

কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ ত্রিবিধং আত্মনঃ নাশনং ইদং নরকস্য (নরকঃ দুর্গতি ইত্যমরঃ) দ্বারং (অভ্যুপায়ং ইতি মেদিনী) তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই ত্রিবিধ আত্মার অধোগতির উপায় সুতরাং ইহাদিগকে ত্যাগ করিবে।

Passion, anger and temptation, these three cause downfall of the soul and are the doors for the hell. So avoid them.

৮০। পরাগতি। Salvation.

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমো
দ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি
পরাং গতিম্॥ ১৬।২২ ॥

কৌন্তেয় এতৈঃ ত্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ (তমং পাপং ইতি হেমচন্দ্র) বিমুক্তঃ নরঃ আত্মনঃ (আত্মজ্ঞানস্য নতু দেহাত্মজ্ঞানস্য) শ্রেয়ঃ (ধর্ম্মং ইত্যমরঃ) আচরতি ততঃ পরাং গতিং (মোক্ষং) যাতি॥

কৌন্তেয়! এই ত্রিবিধ পাপের দ্বারত্যাগী মনুষ্য আত্মার ধর্ম্ম পালন করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

An avoider of these three ways of the Vice, following the religion of the soul, attain salvation.

৮১।

আত্মা শ্রেষ্ঠ। Soul the prime.

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ
পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ
পরতস্তু সঃ ॥ ৩।৪২ ॥

ইন্দ্রিয়াণি (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ চত্বারি অন্তরিন্দ্রিয়াণি ১ মনঃ ২ বুদ্ধিঃ ৩ অহঙ্কার ৪ চিত্তঃ ইতি বেদান্তঃ) পরাণি (শ্রেষ্ঠানি) আহুঃ, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ, তু মনসঃ পরাবুদ্ধিঃ, যঃ তু বুদ্ধেঃ পরতঃ সঃ (ঈশ্বর ইতি শব্দরত্নাবলী)।

দেহে ইন্দ্রিয়েরা শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়দের মধ্যে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধির অগম্য যিনি তিনি ঈশ্বর বা আত্মা।

In the body the sensoriums are superior, mind is superior to them, intellect is superior to the mind and He (God or the soul) is beyond the intellect.

৮২। ৬কাম জয়। Passion Carving.

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যা-
ত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং
দুরাসদম্ ॥ ৩।৪৩ ॥

মহাবাহো এবং বুদ্ধেঃ পরং (বুদ্ধিরতীতং) আত্মানং (পরমাত্মানং) বুদ্ধা আত্মনা (ধৃতিনা) আত্মানং (স্বভাবং) সংস্তভ্য (নিরুদ্ধ নিয়ম্য চ) দুরাসদং (দুষ্প্রাপ্যং শত্রুভাবেন যথা সর্ব্বে কামং মিত্রং ইতি মন্যন্তে) কামরূপং শত্রুং জহি।

এইরূপ বুদ্ধিব্যতীত পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইয়া ধৃতির দ্বারা আপন স্বভাবকে নিয়মিত করিয়া শত্রুরূপে দুষ্প্রাপ্য (কারণ কামকে সকলে মিত্র বলিয়াই জানে) কামরূপ শত্রুকে জয় কর।

Thus ascertaining the unintelligible soul, forming the character through intuition, carve the inimical passion who is seldom taken as enemy by the mind.

The governing cell of the Passion named Cupid lives in a well fortified centre in the brain where the mind in antagonism can seldom reach.

৮৩। যজ্ঞ। The worship.

কর্ম্মক্ষয়কারী কর্ম্ম—

Works Neutralising Works.

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত-
চেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং
প্রবিলীয়তে ॥ ৪।২৩ ॥

গত সঙ্গস্য (সঙ্গঃ গৃহ্নুতা ইতি ত্রিকাণ্ড শেষঃ) মুক্তস্য (মুক্তঃ মোচিত ইতি মৈদিনী তথা সংসার বন্ধন মোচিতস্য। মুক্তঃ নন্দিত ইতি শব্দরত্নাবলী তথা সর্ব্ব-কর্ম্মে নন্দিতস্য, জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ (মোক্ষে ধী র্জ্ঞানম্ ইত্যমরঃ তস্মিন্ অবস্থিত চেতসঃ) যজ্ঞায় (ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বা পঞ্চযজ্ঞার্থং যথা অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞাঽতিথি পূজনং॥ যদা পঞ্চযজ্ঞার্থং বিনা কর্ম্ম ন করোতি) সমগ্রং (সকলং ইত্যমরঃ যাবতীয় কর্ম্ম করণীয়ং তৎ সকলং) কর্ম্ম আচরতঃ সতঃ প্রবিলীয়তে (সঞ্চিতং প্রারব্ধং ক্রিয়মানং কর্ম্ম সকলং বিনশ্যতি বা ন কর্ম্মণামনারম্ভা নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে)।

লুব্ধতা বিহীন আনন্দিত মুমুক্ষু ব্যক্তি যখন ঈশ্বর উদ্দেশ্যে বা শাস্ত্র কথিত পঞ্চযজ্ঞের জন্যই মাত্র সকল কর্ম্ম করে, তখন তাহার সঞ্চিত প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান কর্ম্ম সমুদয় ক্ষয় হইয়া যায়। অর্থাৎ বিষ্ণু প্রীতে কর্ম্ম করিয়াই পুরুষ নৈষ্কর্ম্ম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যাহাদের লোভ আছে বা দুঃখ বোধ আছে বা সংসার বাসনা আছে, তাহাদের বিষ্ণু প্রীতে কর্ম্ম বাক্যেই হয় সুতরাং নৈষ্কর্ম্য ও তাহাদের বাক্যেই থাকে।

When satisfied, all-contented and salvation-eager devotee works for worships only then there comes a rest for him for all his works. It means that his longings being subsided he finds no need for working.

৮৪। যজ্ঞ। Varieties of Worship.

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগ-
যজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ
সংশিতব্রতাঃ ॥ ৪।২৮ ॥

তথা পরে সংশিত ব্রতাঃ (সংশিতং সম্যক সম্পাদিতং ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ ব্রতং যেষাং তে) যতয়ঃ (যতিঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ ইত্যমরঃ) দ্রব্যযজ্ঞাঃ তপোযজ্ঞাঃ যোগযজ্ঞাঃ স্বাধ্যায় যজ্ঞাঃ চ জ্ঞানযজ্ঞাঃ এতানি আচরন্তি।

তদনন্তর সম্যক সম্পাদিত ব্রতিরা দ্রব্য-যজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, অধ্যয়ন যজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ করিয়া থাকেন।

Afterwords the hermits, well-observing the religious duties, perform worships with offerings, with hardships, with concentration, with study, and with wisdom. That is they pass their days in all these worships only.

(ক্রমশঃ।)

অধিকারব্যাধি।

১

পাল-গিন্নী ছাতের উপর হইতে বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, পাশের বাড়ীর হরিধনের মা মোক্ষদা এতক্ষণে তেল মাখিয়া গামছা কাঁধে, ঘড়া কাঁকে ও মুড়া ঝাঁড়ু হাতে লইয়া পথের খড়কুটা হইতে ন্যাকড়া ও কাগজের টুকরা পর্য্যন্ত ঝাঁট দিতে দিতে ও সেই নির্জীব পদার্থগুলিকে এবং যাহারা তাহাদের এই পথ ছাড়া আর ফেলিবার জায়গা পায় নাই, সেই সব চেতন জীব-গুলিকে গালি পাড়িতে পাড়িতে বাহির হইয়াছে। পাল গিন্নী বেশ জানিত, মোক্ষদার ফিরিতে এখন অনেক দেরী হইবে, কারণ, ঘাটে বসিয়া বত্রিশটি দাঁতের ময়লা সাফ করিয়া হাতের ও পায়ের নখগুলির ভিতর খড়িকা দিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া পরিষ্কার ও রক্তাক্ত করিতেই এক ঘণ্টা লাগিবে। তাহার পর কোন নীচজাতির ছোঁয়া জল বহিয়া আসিতেছে কিনা, দেখিয়া গুটিপঞ্চাশেক ডুব দিয়া তীরে উঠিয়া অতি সাবধানতা সত্বেও দুই একবার কল্পিত অপবিত্র দ্রব্যাদি মাড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া ডুব দিতে আরও আধ ঘণ্টা লাগিবেই। তবে অবশ্য রাস্তায়

একবার উঠিল আর রক্ষা নাই। শুচিতা বাঁচাইবার জন্য এক এক লাফে অন্ততঃ চার হাত পথ চলিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ীর বেগে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইবে। যাতা-য়াতেও কোন্ না আধ ঘণ্টা লাগিবে।

পাল-গিন্নী ভাবিল, এই সুযোগে একবার উহাদের বাড়ী গিয়া বৌটার কাছ হইতে যা হয় কিছু আদায় করিয়া আনিবে। ছাত হইতে নামিয়া তাহার ভাঙ্গা ঘরের দুয়ারের শিকলটা তুলিয়া তাহাতে একটা জীর্ণ তালা হাত দিয়া শুধু টিপিয়া লাগাইয়া দিল ও দর-জাটা টানিয়া দিয়া—এ ধার ওধার তাকাইতে তাকাইতে হরিধনদের বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

হরিধনের স্ত্রীর নাম ইন্দিরা। সে স্বামীর কাছে সাহেবগঞ্জে থাকে। স্বামী সেখানকার ঠিকাদার। বড় একটা কায হাতে লইয়া কলিকাতায় কতকগুলি জিনিষ কিনিতে আসিয়াছে। আরও অন্যান্য কিছু কায আছে, মিটাইতে মাসখানেক লাগিবে। ইন্দিরা এক প্রকার জোর করিয়াই স্বামীর সঙ্গে এই উপলক্ষে বাড়ী আসিয়াছে। হুগলী জিলার এক গ্রামে বাড়ী। হরিধন ইন্দি-রাকে বাড়ীতে রাখিয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে, ১৫ দিন পরে আবার আসিবে। ইন্দিরাকে লইয়া কলিকাতায় গিয়া কয় দিন থিয়েটার ইত্যাদি দেখাইয়া আবার সাহেব-গঞ্জে রওনা হইবে।

প্রকৃতটা ইন্দিরা লোভে পড়িয়াই আসিয়া-ছিল। কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া তেমন ভাল লাগিতেছিল না! তাহার উপর শাশুড়ীর যে স্বভাব, মানাইয়া চলিতেই প্রাণান্ত।

ইন্দিরা বেশ গাহিতে পারিত। আপ-নাকে একা জানিয়া গুন্ গুন্ করিয়া সে একটা গান ধরিয়াছে, এমন সময় পাল-গিন্নী শিকারী বিড়ালের মত চারিদিকে চাহিতে চাহিতে বলিল,—"কি গো বৌমা, কি হচ্ছে? ভাল আছিস্ ত?"

গুন্ গুন্ করা বন্ধ করিয়া ইন্দিরা তাহাকে বসিতে বলিল।

পাল-গিন্নী জিজ্ঞাসা করিল,—"দেশ কেমন লাগছে বৌমা?"

ইন্দিরা বলিল,—"মন্দ নয়।"

"তবু? শাশুড়ী যত্ন-আত্তি করে ত?"—পাল-গিন্নী বলিল।

ইন্দিরা উত্তর দিল,—"করেন।"

উত্তরটা পাল-গিন্নীর তেমন মনঃপুত হইল না। মুখ একটু বাঁকাইয়া বলিল,—"তা করলেই ভাল। আর না করবেনই বা কি ব'লে? খরচ-পত্র ত তোরাই সব দিস্! মাস যেতে না যেতে যে পিওন এসে বাড়ী ব'য়ে টাকা দিয়ে যায়।"

ইন্দিরা একটু অপ্রসন্ন মুখে বলিল,—"মা'কে খরচ দেওয়া আর বেশী কি বলুন? ও ত দেওয়াই উচিত। মায়ের ত এখন আমাদের কাছেই থাকা উচিত। তা' হ'লে আর এই বুড়ো বয়সে তাঁকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হ'ত না, কিন্তু উনি যে—কিছুতে বাড়ী-ঘর ফেলে যেতে চান না!"

পাল-গিন্নী দেখিল, এ পথে তেমন সুবিধা হইবে না। তখন বলিল—"তা' দিবি বৈ কি মা; এই জন্যেই না লোক পুত্তুরের কামনা করে, তবে কি না, আজকাল যে ঘোর কলি;—সবাই কি আর তোদের মত এত করে? বয়ে গেছে করতে! তা' মাসে কত ক'রে দিস্ বৌমা?"

ইন্দিরা বলিল,—"২৫৲ টাকা ক'রে।"

পাল-গিন্নীর বুকে যেন শেল বিঁধিল। একেবারে পঁচিশ টাকা একটা পেটের জন্য—তা' আবার বিধবার পেট! আর তাহাকে কত উঞ্ছবৃত্তি করিয়া তবে একটা পেটের ভাত জুটাইতে হয়। ভগবান্ এমনই একচোখো; আর এই ভগবানের লোক আবার পূজা করিয়া থাকে। মরণ আর কি!

পাল-গিন্নী তখন আসল কথা পাড়িল—"বৌমা, একটু তেল দিতে পারিস্? জীবনে মুখপোড়া আবার দোকান বন্ধ ক'রে শ্বশুর-বাড়ী গিয়েছে। মরণদশা মিন্‌সের। দারোগার আবার শ্বশুরবাড়ী!"

এ সব দেওয়া-থোওয়া ইন্দিরার শাশুড়ী মোটেই পছন্দ করিত না। কিন্তু এক জন আসিয়া চাহিলে মুখের উপর কি করিয়াই বলা যায় যে, একটু তেল দিবার এখন উপায় নাই। কাজেই ইন্দিরা উঠিয়া ভাণ্ডারের দিকে চলিল।

পাল গিন্নী তৎক্ষণাৎ কাপড়ের ভিতর হইতে একটা মাঝারি বাটি বাহির করিয়া বলিল, "এই নে মা, এই বাটিটা ক'রে দিস্। একটু ভ'রেই দিস্ মা—আমি আবার কম তেলে খেতে পারি নে। কেবল অদেষ্টই খারাপ হয়েছে মা—নইলে পসন্দ যেমন তেমনই আছে।"

ইন্দিরা বিনা বাক্যব্যয়ে বাটিটা হাতে করিয়া চলিয়া গেল।

পাল-গিন্নীও সঙ্গে সঙ্গে ভাণ্ডারের কাছে আসিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল—"হ্যাঁ বৌমা, সাহেবগঞ্জ থেকে কি আন্‌লি, তা' তো কিছু দিলি নে। আপন শাশুড়ীই বুঝি সব—মাস্-শাশুড়ী বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছিল?"

মাস-শাশুড়ী বলার যুক্তি এই যে, দুই গৃহিণীতে যখন কথাবার্ত্তা হইত, তখন দুই জনে পরস্পরকে দিদি বলিয়া সম্ভাষণ ক'রিত।

ইন্দিরা বলিল—"হঠাৎ আসা হ'ল, তেমন কিছু আন্‌তে পারি নি;—শুধু বাঁধাকপি দু'চারটে আর মায়ের জন্য একটু ঘি এনে-ছিলাম।"

পাল-গিন্নীর রসনা সরস হইয়া উঠিল; বলিল,—"যদি থাকে, বৌমা, দিস দিকি দু' একটা কপির পাতা। পোড়া দেশে কি কিছু পাবার উপায় আছে—পয়সা দিলেও যে জিনিষ মেলে না! এই দেখ না, বাবা তার-কেশ্বরের নামে একটা সোমবার করব ভাবছি, তা ঘিয়ের অভাবে হবার যো নেই! যে ঘি মিলবে, সে ত খালি সাপের চর্ব্বি। তাই খেয়ে কি শেষটা বুড়ো বয়সে জাত-জন্ম খোয়াব। দিস্ দিকি এক ফোঁটা ঘি, বৌমা—আমার হরিধনের কল্যাণে সোমবারটা ক'রে নিই।"

তাহার পর কৌশলে আলোচালের কথাও পাড়িয়া কিছু আলোচাল, সৈন্ধব লবণ (কারণ এ দুইটি জিনিষ নহিলে হবিষ্যান্ন অচল) তেল, ঘি ও আধখানা বাঁধাকপি লইয়া পাল-গিন্নী উঠিয়া পড়িল।

হরিধনের বাড়ী দুই খণ্ডে বিভক্ত। বাহিরের খণ্ডে আসিয়া পাল-গিন্নী দেখিল, লঙ্কাগাছে বেশ লঙ্কা ধরিয়াছে, আর পাশের কলাঝাড়ে এক কাঁদি কাঁচকলাও ফলিয়াছে। ক্ষিপ্রহস্তে কতকগুলি কাঁচা লঙ্কা তুলিয়া ও পটাপট গুটি পাঁচ ছয় কাঁচকলা ভাঙ্গিয়া লইয়া জিনিষগুলি বেশ করিয়া গুছাইয়া লইল, তাহার পর বকের মত নিঃশব্দে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া পাল-গিন্নী চট করিয়া বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। আসিবার সময় ভিতর-দিক হইতে আপনার বাড়ীর দরজাটা বেশ সাবধানে বন্ধ করিয়া আসিতে ভুলিল না।

ঘণ্টা দুই পরে মোক্ষদা ভিজা কাপড়ে ও ভিজা মাথায় শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে ও লম্বা লম্বা লাফ দিতে দিতে আসিয়া উপস্থিত। দরজা খোলা দেখিতেই তাহার মনে সন্দেহের উদয় হইল, কেহ নিশ্চয়ই আসিয়াছিল। ভিতরের খণ্ডে প্রবেশ করিবার দুয়ারের পাশে যে দুটি লঙ্কাগাছ ছিল, তাহার লঙ্কাগুলি গণিয়া দেখিল, ১৫টি লঙ্কা কম। ফলন্ত কলাগাছের দিকে তখন নজর পড়িল—তাহা হইতেও কলা সত্য কে ছিঁড়িয়া লইয়াছে।

রাগে প্রায় ফুলিতে ফুলিতে মোক্ষদা ভিতরে আসিয়া চীৎকার করিয়া কহিল—"বৌমা, বাড়ীতে কে এইছিল বল ত, একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রে গিয়েছে গো!"

ইন্দিরা প্রমাদ গণিল। ভাবিল, শাশুড়ী তাহা হইলে ত জানিয়া ফেলিয়াছেন যে, পাল গিন্নী চাউল, ঘি ইত্যাদি লইয়া গিয়াছে। কিন্তু কে বলিল। কেহ ত দেখেও নাই!

উত্তর পাইতে দেরী হইতেই মোক্ষদা বলিল—"কি গা, বাক্যি হরে গেল না, কি মুখ থেকে? কে এইছিল জিজ্ঞেস কচ্ছি, শুনতে পাচ্ছ না?"

ইন্দিরা একটু ভয়ে ভয়েই বলিল—"পাল-গিন্নী এসেছিলেন।"

কেন আসিয়াছিলেন, তাহাও সে বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় মোক্ষদা বাধা দিয়া বলিল,—"আর বলতে হবে না, বুঝেছি। এ সেই মাগীরই কায। আমার সব লঙ্কা গোণা আছে, তা বুঝি মাগী জানে না? দু'টি গাছে সব শুদ্ধ ৭টি কম তিন কুড়ি লঙ্কা ছিল, আমি নাইবার আগে গুণে গেছি; আর এসে দেখি, ১৫টি লঙ্কা কম। আর শুধু কি তাই? কলার কাঁদি থেকে আধ ছড়া কলাও ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। মাগীর আমি ছেরাদ্দ কচ্ছি দাঁড়াও—"

বলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া চার লাফে সিঁড়ি পার হইয়া ছাতের উপর উঠিয়া গেল।

তাহার পর যে কাণ্ডটা ঘটিল, তাহার কাছে লঙ্কার বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হার মানিয়া যায়। সেখানে হাজার হাজার প্রাণী—শত সহস্র অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যে কাণ্ডটা সৃষ্টি করিয়াছিল, এখানে মাত্র ২টি অবলা মোট ৪ খানি হাত সম্বল করিয়া তাহাই ঘটাইয়াছিল।

২

ক্রমশঃ ভাণ্ডারের বৃত্তান্তও প্রকাশ পাইল। মোক্ষদার আর আক্রোশ ও মনস্তাপের সীমা রহিল না। রাগই কি কম হইল? ও মাগীটা যে ফাঁকি দিয়া আদায় করিতে আসিয়াছিল, বৌটার কি এটুকু বুঝিবারও বুদ্ধি হয় নাই? আর বুদ্ধি কবে হইবে? কিন্তু তখন হাত-পা কামড়াইলে আর ফল নাই! গাছের ফল তুলিলে যেমন তাহা জোড়া লাগে না, ভাণ্ডার হইতে জিনিষ গেলে তাহা আর ফিরিয়া আইসে না।

সেই হইতে নিয়ম জারী হইল—শাশুড়ী বাড়ী না থাকিলে কাহাকেও কুটাটি পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে না। আর ঐ পাল-গিন্নীর ঐ বাড়ীতে এ জীবনের মত প্রবেশ নিষেধ। গৃহিণী থাকিতে বৌ বাড়ীতে কর্ত্তৃত্ব করিবে? কালে কালে বতই না ঘটিবে?

ইন্দিরা খুব রাগ করিল, দুঃখিতও হইল। কিন্তু মাত্র ১৫ দিনের জন্য আসিয়া একটা অশান্তি সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। সে স্থির করিয়া রাখিল, কাহাকেও সে হাতে করিয়া কিছু দিবে না এবং কোন রকমে মুখ বুজিয়া এ কয়টা দিন কাটাইয়া দিবে।

ইহার দুই দিন পরে আর একটি ঘটনা ঘটিল—যাহাতে ইন্দিরার ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। বেলা ১০টা আন্দাজ দুইটি বৈষ্ণবী ভিক্ষাপাত্র লইয়া গ্রামের পথ দিয়া যাইতেছিল, এমন সময় নদী হইতে ফিরিবার পথে মোক্ষদার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহার সন্দেহ হইল, বৌ হয় ত ইহাদের ধামা ভরিয়া ভিক্ষা দিয়াছে। সে বারণ করিলে কি হয়? আজ কালকার বৌরা কি শাশুড়ীর কথা মানে?

মোক্ষদা বৈষ্ণবীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ গা বাছারা, আমাদের বাড়ী গেছলে?"

এক জন বৈষ্ণবী উত্তর দিল—"হাঁ মা, গেছলুম বৈ কি। তোমার বৌ বল্লে—"ফিরে আসতে হবে, ভিক্ষে পাবে না।"

অপরা বলিল—"তোমরা গিন্নী থাকতে কত ভিক্ষেই পেয়েছি, মা। এখন বৌ-গিন্নিদের হাত দিয়ে এক ফোঁটা জলও গলে না!"

মোক্ষদা মনে মনে বড়ই চটিয়া গেল। বটে! তবে ত ছোঁড়া বৌকেই গিন্নি সাব্যস্ত করিয়াছে। বলিল—"এস ত আমার সঙ্গে।"

বৈষ্ণবীদ্বয় পরম আশান্বিত হইয়া মোক্ষদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

মোক্ষদা তাহাদিগকে বহির্বাটীতে বসিতে বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। জলপূর্ণ ঘড়াটি রান্নাঘরে রাখিয়া মাথা, গা, হাত, পা মুছিয়া কাপড় ছাড়িল। পরে ভিজা কাপড়খানি বেশ করিয়া নিংড়াইয়া ছাতের উপর গিয়া শুকাইতে দিল। পূজার ঘরে প্রবেশ করিয়া মোক্ষদা তাড়াতাড়ি একটু

আহ্নিকও সারিয়া লইল। তাহার পর একটু গুড় বাটীতে করিয়া রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল, বৌ বেশ ভাল করিয়া জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে! জলযোগের আয়োজন দেখিয়া মোক্ষদার ক্রোধের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। পাতরের বাটিতে মিছরির সরবৎ, কাঁচা মুগের ডাল ভিজা, খানিকটা নারিকেলকোরা, কয়েকটি পাকা কলা টুকরা টুকরা করিয়া কাটা, ইহার উপর একটি ছোট বাটির এক বাটি ঘন ক্ষীর—ইহাই ছিল জলযোগের আয়োজন।

"বৌমা, এ সব কি হয়েছে?"—তীক্ষ্ণ স্বরে মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিল।

ইন্দিরা কথাটা ঠিক না বুঝিয়া বলিল,—"কি মা?"

অঙ্গুলী দিয়া জলখাবার দেখাইয়া মোক্ষদা বলিল—"এ সব আমার পিণ্ডি কি করেছ? এত কে খাবে, শুনি?"

ইন্দিরা বলিল—"রোজ ত নয়, মা; আজ দ্বাদশীর দিনও যদি একটু ভাল ক'রে না খাবে ত এ সব কি হবে?"

শাশুড়ীর উত্তর হইল—"আমার বুঝি এর পরে আর খেতে হবে না ভেবেছ? এক দিনেই বুঝি সব খেয়ে রাখতে হ'বে! এ সব বাড়াবাড়ি আমার কাছে চলবে না, বাছা! কোথায় একটু গুড় মুখে দিয়ে জল খাব ভেবে হাতে ক'রে গুড় নিয়ে আসচি—এসে দেখি, এই কাণ্ড! দোয়াদশীর খাবার আবার তোমাকেও দিতে নেই। আমাকেই সব গিলতে হ'বে।"

বলিয়া মোক্ষদা অর্দ্ধেক খাবার তুলিয়া রাখিয়া বাকী অর্দ্ধেক খাইয়া অনেকটা শান্ত হইল। তাহার পর একটা পান ও কিছু দোক্তা মুখে পুরিয়া বাহিরে আসিল।

দেরী হইলেও বৈষ্ণবীদ্বয় ভিতরে গোলযোগের আভাস পাইয়া আশান্বিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহাদের শুধু হাতে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্যই যে এই গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে বিষয়ে তাহাদের কোন সন্দেহই ছিল না। তাহাদের ভিক্ষাপাত্র কতখানি ভরিয়া উঠিবে, এই কল্পনা করিতেছিল, এমন সময় মোক্ষদার ডাক শুনিয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল।

মোক্ষদা তাহাদিগকে দেখিয়া গলা চড়াইয়া বলিল—"দেখ বাছারা, এ বাড়ীর গিন্নী আমি। যে ক'দিন আমার হাড় ক'খানা আছে, সে ক'দিন বৌ কেউ নয় জানবে। তোমাদের ফেরাবার বৌ কে? ফিরুতে হয়, আমি ফিরুব।—এবার যাও তোমরা। আমি বলছি, ভিক্ষে পাবে না। চাল কি পয়সা কিল মারলে ওঠে ভেবেছ,—নয়?"

তাহার পর ইন্দিরার দিকে ফিরিয়া কহিল—"ভিখিরী ফিরুবার তুমি কে বৌমা? আমি আগে মরি, তা'র পর তোমার যা খুসী করো। আমি যদ্দিন আছি, একটা গরু-বাছুর বা কাক-চিল পর্য্যন্ত এ বাড়ী থেকে তাড়াবার তোমার ক্ষমতা নেই, তা জান?"

বৈষ্ণবীরা অবাক! মানুষ যে মানুষকে এই কথা শুনাইবার জন্য পথ হইতে ফিরাইয়া আনে, ইহা তাহারা কখন শুনেও নাই।

"ওমা, এমন ত কখন শুনিনি! মাগী পাগল নাকি" ইত্যাদি—অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিতে বলিতে তাহারা বাহির হইয়া গেল।

ইন্দিরা হাসিবে কি কাঁদিবে, ভাবিয়া পাইল না।

কিন্তু সেই দিন সে স্বামীকে আসিবার জন্য পত্র লিখিল ও স্বামী আসিলে দুই দিনের মধ্যে স্বামীর সঙ্গে কলিকাতা চলিয়া গেল।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।
(মাসিক বসুমতী।)

পেঁপে ও পেপেন।

উদ্ভিজের উৎপত্তি ও প্রসার অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। পশু, পক্ষী ও মনুষ্য দ্বারা এক স্থানের উদ্ভিদ অন্যস্থানে নীত হইয়া কালক্রমে জল ও বায়ুর গুণানুসারে তথায় এমন বিস্তৃত হইয়া পড়ে যে উহা তদ্দেশের আদিম উদ্ভিদ সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। আজ কাল ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যেখানে সেখানে পেঁপে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু পেঁপে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল প্রভৃতি অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজরা ইহা প্রথমে এতদ্দেশে আনয়ন করেন।

যে কোন জল হাওয়ায় ও মৃত্তিকায় পেঁপের গাছ জন্মিতে পারে বলিয়াই অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে কেবল ভারতবর্ষ কেন সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে, হাওয়াই, ফিলিপাইন, মণ্ট-সেরাট্ ও সিংহল দ্বীপে বর্ত্তমান সময়ে প্রভূত পরিমাণে পেঁপের চাষ হইতেছে। শেষোক্ত দুইটী স্থানে প্রধানতঃ পেপেন প্রস্তুতের জন্যই পেঁপে উৎপাদিত হয়। কাঁচা ও পাকা পেপের যথাক্রমে সব্জী ও ফলরূপে ব্যবহার সর্ব্বজন বিদিত। সুপক্ক পেঁপে মৃদু বিরেচক। কাঁচা পেঁপে কোষ্ঠ কাঠিন্য ও অর্শ প্রভৃতি রোগে উৎকৃষ্ট ফলদায়ক।

পেঁপের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান উপাদান—পেপেন্। ইহা পেঁপের আটা হইতে পাওয়া যায় এবং ইহার ক্রিয়া নাইট্রোজেনের উপর অত্যন্ত প্রবল। এক গুণ পেপেন্ উহার ২০০ গুণ পরিমিত মাংস হজম করিতে সমর্থ। পেপেনের রাসায়নিক গঠন বলিতে গেলে অনেক ইহা Ferment অথবা উৎসেচক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শূকরের উদরের অংশ বিশেষ হইতে প্রস্তুত পেপ্সিন্ (Pepsin) নামক ঔষধের ক্রিয়া পেপেনের সমতুল্য। প্রভেদ এই যে, বিনা অম্ল সংযোগেও পেপেনের ক্রিয়া হয়, অধিকতর উত্তাপেও ইহার ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয় না এবং পেপসিন্ অপেক্ষা অনেক অল্প সময়ের মধ্যে পেপেন কার্য্য করে। পেপেনের জীর্ণ কারক গুণের জন্য ডিস্পেপ্সিয়া রোগ জনিত পর্দ্দা নষ্ট করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

পেট ফাঁপা, গলা জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ যুক্ত, উদরাময়, অর্শ, প্লীহা বৃদ্ধি ও যকৃত বৃদ্ধি এবং ক্রিমি ও চর্ম্মরোগে পেপেন বিশেষ

ফলপ্রদ। পেঁপের পাতায়ও পেপেনের কিছু অংশ আছে সেই জন্য কোন কোন সময় মাংস রান্নার ২।১ ঘণ্টা পূর্ব্বে পেপে পাতায় জড়াইয়া রাখা হয়। তাহাতেই মাংস শীঘ্র সিদ্ধ হইয়া যায়। করতলের চর্ম্ম উঠা ও মুখের ব্রণ ছুলি প্রভৃতি ও সাধারণ বর্ণ প্রসাধনের জন্য পেপেন দ্রাবক অথবা পেঁপেন হইতে প্রস্তুত সাবাণ উৎকৃষ্ট দ্রব্য। ইহা ব্যবহারে চর্ম্ম পরিষ্কার ও চক্চকে হয়। পেঁপে বীজেরও ক্রিমিনাশক গুণ আছে। সরিষার ন্যায় পেঁপে বীজে অল্পাধিক মাত্রায় ঝাঁজ পাওয়া যায়। সেই জন্য দক্ষিণ আমেরিকার স্থানে স্থানে পেঁপের বীজ মসলা রূপে ব্যবহৃত হয়। আজকাল পরিধেয় বস্ত্রাদির দাগ তুলিবার জন্য পেপেন দ্রাবক ব্যবহার হইতেছে। পেঁপে গাছ ৭।৮ হাত হইতে ১৪।১৫ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। পেপের কাণ্ড ভঙ্গপ্রবণ ও ফাঁপা বলিয়া কোন কাজেই লাগে না। পেপে গাছ দুই রকম হয় যে গুলিতে খালি ফুল হইয়া ঝরিয়া যায়—ফল হয় না সেগুলি পুংলিঙ্গ এবং যাহাতে ফল হয়, সে গুলি স্ত্রীলিঙ্গ। শুধু ফল উৎপাদনের জন্য পুংবৃক্ষের কোন প্রয়োজন হয় না। পরাগ সংযোগ ব্যতিরেকেও স্ত্রী বৃক্ষ সুস্বাদু ও সুবৃহৎ ফল প্রসব করিয়া থাকে। কিন্তু অঙ্কুরোদ্গমক্ষম বীজ উৎপাদন করিতে হইলে পুংবৃক্ষ অত্যাবশ্যক। অনেক সময় যে পেঁপে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, তাহার কারণ এই যে, উহা কেবল মাত্র স্ত্রী বৃক্ষের ফল হইতে সংগৃহীত। স্ত্রী ও পুং বৃক্ষের মধ্যে কাণ্ড, পাতা প্রভৃতির কোন প্রভেদ না থাকায়, ফুল হওয়ার পূর্ব্বে পেঁপের লিঙ্গ নির্ণয় অসম্ভব। (আরোগ্য।)

ইন্দ্রধনু।

(অনুদিত)

বিজয় তোরণ! সুরেন্দ্রাঙ্কিত
ঝঞ্ঝা পলায় দিগ্ বিদিকে,
জাগ তুমি নভে, কি যে তুমি তাহা
শুধাব না কোন বৈজ্ঞানিকে।
আজো তোমা জানি, বালের মত
স্বর্গে মর্ত্ত্যে রঙীন্ সেতু,
ধরণীর পরে দেবতাগণের
রচিত গমনাগমন হেতু।
তোমার মাঝারে মণি রতনের
স্বপন হেরি' যে উন্মাদনা,
আলোকতত্ত্ব দৃগ্ বিজ্ঞানে
দিতে পারে তার একটি কণা?
ওগো প্রেমধনু মণি হেম তনু
নহ কল্পনা তুমি যে ধ্রুব,
আছে বিধাতার মহিমার বেদে
কেমনে লভিলে ও তনু শুভ।
প্রথম যে দিন উদিলে গগনে
বিভুর রঙীন উত্তরীয়,
কেমনে মোদের বীজী পুরুষেরা
বরিল তোমায় হে চির প্রিয়!
যখন প্রথম চারু জ্যোতি তব
পড়িল গিরির তরুর পরি,
আশিষ লভিতে জননীরা বুঝি
শিশুগুলি হ'তে তুলিল ধরি।
কুসুমের ধূপ ধরণী জ্বালায়,
আগমনী গায় ডাহুক চথা,
তোমার কণ্ডি গায়ে মাখি গায়
জয়গান শিখি তোমার সথা!
তব মহিমায় হয় রমণীয়
গিরি বন তরু তটিনী সবি,
উজ্জ্বল নিধি রচে জলনিধি
তোমার বিম্ব বক্ষে লভি।
জরাজর্জ্জর সকলি বিশ্বে
তেমনটি আছ হে চির নব,
প্রথম যে দিন চারু তারুণ্যে
জাগিলে উজলি আদিম নভ।
একই রূপ তুমি কেমনে লভিলে
যুগে যুগে তাঁর বিধান ছাড়া,
প্রথম মানবে তৃপ্তি যা দিল
পুরানো কি হয় তাহার ধারা?

শ্রীকালিদাস রায়।—(মাসিক বসুমতী।)

সঙ্গীত দূত।

আছে এক মোর নিভৃত বারতা
বড়ই জরুরী প্রিয়ার লাগি,
হিয়ার গহন বাণীতে রচিয়া
রেখেছি ব্যথিত রজনী জাগি।
জীবনের কাষ হয় নি সমাধা
মোর যেতে আছে দু'দিন দেরী,
খুঁজিতেছি তার দূত এত জন
ঢুড়িতেছি তাই বাহক এরি।
আমার প্রিয়া যে বহু দূরে রাজে
স্বর্গ, সে যে গো অনেক দূরে,
যদি বলি ডেকে কণ্ঠ বিদারি'
তবু তা' যাবে না অমরপুরে।
নিদাঘ সাঁঝের রঙীন মেঘেরে
সঁপিলাম মোর বারতাখানি,
দেখিতে দেখিতে বিলীন হ'ল সে
মর্ম্মে আমার শল্য হানি'।
সঁপিলাম আমি বারতা আমার
ভরত পাখীর পক্ষপুটে,
অবসাদে ক্রমে অবশ ক্লান্ত
নামিল মেঘের ঊর্দ্ধে উঠে।
প্রাণপণে শেষে হাঁকিয়া বলিনু
কোন দেবদূত দাহি কি হায়?
এই কাঙালের করুণ-বারতা
প্রিয়ার সমীপে লইয়া যায়।
হেনকালে আমি শুনিনু হৃদ্য
স্বর্গীয় গীতি ধ্বনিত দূরে,
মন্ত্রমুগ্ধ করিল মাধুরী
ঝঙ্কৃত সারা বিমান জুড়ে।
স্বর্গেরি পানে ধাইছে সে গীতি
নানা যন্ত্রের মিলিত বাণী,
তাহারি চিত, পক্ষের পুটে
সঁপিলাম মোর বারতা-খানি।
শুনিতে লাগিনু, উঠিছে সে বাণী
দৃষ্টির সীমা ছাড়ায়ে ধীরে,
ভেদি মেঘসীমা, ভেদিয়া নীলিমা
চিত্তও যেথা হইতে ফিরে।
মনে হয় হেম্ বাতায়ন পথে
গেছে সেই বাণী সমীপে তারি,
প্রাণে প্রশান্তি এ কথা বলিছে
এখন সবুর করিতে পারি।

শ্রীকালিদাস রায়।—(মাসিক বসুমতী।)

এল, এম, এস
ডাঃ টি, সি, দত্তের
ম্যাগনেটিক সালসা

এই বৈদ্যুতিক সালসা সেবনে শরীরের ভিতর হইতে একপ্রকার তেজ বহির্গত হইবে, দুর্ব্বল দেহ মোটা হইবে, শরীরস্থ দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হইবে, ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হইবে। পারদ সেবন জনিত রক্ত বিকৃতি যথা গায়ে ফুস্কুড়ি, চাকা চাকা দাগ, পারাকোটা, নালি ঘা, কাউর ঘা, পাঁচড়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ঘা ও চর্ম্মরোগ এই বৈদ্যুতিক সালসা সেবনে শীঘ্রই নির্দ্দোষভাবে দূরীভূত হইবে। সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ যথা গেঁটে বাত, ফোলা বাত, কোমরে বাত, হাড়ে হাড়ে বাত, সন্ধিতে সন্ধিতে পঙ্গুবাত, ইহা সেবনে অদ্ভুত ফল প্রদান করে। স্ত্রীলোকদিগের বাধক বেদনা, লিউকোরিয়া এবং অকালে মৃতবৎসা প্রসব করা এই বৈদ্যুতিক সালসা ব্যবহারে নিশ্চয়ই উপশমিত হইবে। অতএব আমরা প্রত্যেক রোগগ্রস্ত নরনারীকে নিঃসন্দেহ চিত্তে এই সালসা সেবন করিয়া শীঘ্র রোগমুক্ত হইয়া নব জীবন লাভ করিতে উপদেশ দিতেছি। এই সালসা সকল সময়ে, সকল ঋতুতে, বালক, বৃদ্ধ, বনিতাগণ সেবন করিতে পারেন, কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই।

প্রতি ৪ আউন্স শিশি ২ সপ্তাহের ঔষধ মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷৷৹ আট আনা। একত্রে ৩ তিন শিশি ৫৷৷৹ সাড়ে পাঁচ টাকা, মাশুলাদি ১৲ এক টাকা।

বৃশ্চিকদংশনের ঔষধ

বৃশ্চিকাদি বিষাক্ত জন্তুদ্বারা দংশিত হইলে কিম্বা বোলতা, ভোমরা, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি কীটের দংশন জনিত যন্ত্রণায় ইহার তুল্য ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। ইহা তুলী দ্বারা স্থানিক প্রয়োগ করিলে অসহ্য জ্বালা ও যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ দমন হয়। এই ঔষধ সকলকার ঘরে মজুত থাকা অতি আবশ্যক। মূল্য ১ বাক্স ৷৷৹ আট আনা, একত্রে ৩ তিন বাক্স লইলে ১৷৹ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি ৷৶৹ ছয় আনা।

এল, এম, এস
ডাঃ টি, সি, দত্তের
সোলেনেসি

হাঁপানি রোগের ধন্বন্তরি।

হাঁপানির ও সর্ব্বপ্রকার শ্বাস কাস রোগের আশুফলপ্রদ অব্যর্থ মহৌষধ।

হাঁপানী রোগী মৃত্যুসম যন্ত্রণা হইতে জীবন লাভ করে, ঐ রোগে আর কাহাকেও জীবনে হতাশ হইতে হইবে না।

রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি হয়, বৃদ্ধির সময় মৃত্যুসম যন্ত্রণা বোধ হইয়া থাকে, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার উপসর্গ বিশিষ্ট হাঁপানী, দমা এমন কি, সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইতে হয়, এক পাশ হইতে অন্য পাশে নড়িবার কোন ক্ষমতা থাকে না, তাহাদের পক্ষে সোলেনেসি অব্যর্থ মহৌষধ।

হাঁপানীর প্রবল অবস্থায় (ফিটের সময় যখন প্রাণ বহির্গত হইবার ন্যায় যন্ত্রণা হইতে থাকে) ইহার ১ দাগ কি ২ দাগ মাত্র সেবনে আগুণে জল দেওয়ার ন্যায় তৎক্ষণাৎ রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পায়, তখন বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে কি তাহার কোন হাঁপানী ছিল কিনা সন্দেহ। শত শত লোক এই কালান্তক রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

মূল্য—প্রতি ২ আউন্স শিশি ১৷৷৹ দেড় টাকা এক সপ্তাহের ঔষধ, মাশুলাদি ৷৶৹ ছয় আনা। একত্রে ৩ তিন শিশি ৪৷৹ চারি টাকা চারি আনা, মাশুলাদি ৷৷৶৹ দশ আনা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

সুশীল ফার্ম্মেসী—৩৫।৫ গুলু ওস্তাগরের লেন,
পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এবং

শাহ এণ্ড কোং।
কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্টস্।
৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৬শ বর্ষ।] ২৫শে চৈত্র, ১৩৩১ সাল। ইং ৮ই এপ্রেল, ১৯২৫ সাল। [১২শ খণ্ড।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

শ্রীআনন্দ ঋষি কৃত

গীতানন্দের ব্যাখ্যা।

(শ্রীবিপিননাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ)

৮৫।

দ্রব্য যজ্ঞ। Worships with offerings.

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যা-
দন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ
কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ৩।১৪॥

অন্নাৎ ভূতানি (ভূতং জন্তু ইত্যমরভরতৌ তজ্জীবলোকানি) ভবন্তি, পর্জ্জন্যাৎ (বৃষ্টেঃ) অন্নসম্ভবঃ, যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ) ভবতি, যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ।

অন্ন হইতে জীবসমূহ, বৃষ্টি হইতে অন্নসমূহ, যজ্ঞ হইতে মেঘসমূহ, এবং কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ উদ্ভব হয়।

The Food develops all lives, the rain develops the foods, the fire-worships with offerings develop the clouds, and the religious works instruct us the fire-worships.

৮৬।

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর-
সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং
যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৩।১৫॥

কর্ম্ম ব্রহ্ম (বেদঃ। তত্ত্বম্। তপঃ। ইত্যমরঃ)—উদ্ভবং ব্রহ্ম অক্ষরঃ (পুরুষঃ—যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং। ইতি বেদান্তসারধৃতাশ্রুতিঃ) সমুদ্ভবং তস্মাৎ নিত্যং সর্ব্বগতং ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং (নিষ্পন্নযাগম্ ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ)।

কর্ম্ম বেদ হইতে উদ্ভূত এবং বেদ পুরুষ হইতে উদ্ভূত সুতরাং নিত্য সর্ব্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞে স্থিরীকৃত। ইহার আরও অর্থ হয়, যথা—

(১) কর্ম্ম তপস্যাজাত (যথা নিত্যসন্ধ্যায় ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ইত্যাদি) এবং তপস্যা অক্ষরের (কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে সুতরাং কূটস্থ চৈতন্যের) কার্য্যঃ সুতরাং, নিত্য সর্ব্বগত ব্রহ্ম অর্থাৎ সনাতন তপস্যায় স্থিরীকৃত হয়। যথা কুলার্ণবে গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণং। নিঃসৃতং কর্ম্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধম্। এবং স হি শরীরস্থঃ সর্পিবৎ পরমেশ্বরঃ। বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং নৃষু।

গরুর গায়ের দুধ তাহাকে পোষণ করে না কিন্তু উহা দোহন করিয়া পাকাদি করিয়া দিলে গরুর ঔষধ স্বরূপ হয়। সেইরূপ সর্ব্বদেহব্যাপী পরমেশ্বর উপাসনার দ্বারা স্থিরীকৃত হইলে লোকের উপকার করেন।

(২) কর্ম্ম তত্ত্ব—(পঞ্চতত্ত্ব শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ) জাত ও তত্ত্ব অক্ষরপুরুষজাতঃ সুতরাং যজ্ঞের দ্বারা নিত্য সর্ব্বগত অক্ষর পুরুষেরই সংস্কার হয় (অর্থাৎ অগ্নিতে পুড়িয়া দ্রব্য অক্ষর পুরুষে পরিণত হয়। এখানে কূটস্থ অক্ষর অর্থাৎ কালের দ্বারা অপরিবর্ত্তনশীল পরমাণু গত সৎকে বুঝিতে হইবে।

(৩) কর্ম্ম মহদ্ব্রহ্ম—(মমযোনির্মহদ্ব্রহ্ম সুতরাং পরা প্রকৃতি) জাত (সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণজাত) এবং মহদ্ব্রহ্ম অক্ষর—(বিশ্বের মূল উপাদান) জাত সুতরাং যজ্ঞে নিত্যই সর্ব্বগত সেই মূল উপাদান সংস্কৃত হয়। মূল উপাদানই মায়া বিকারে বিশ্বে প্রকাশিত হইয়াছে। উপাসনায় সেই মায়া ধ্বংস হইয়া বা আগুনে সেই মায়া দগ্ধ হইয়া পুনঃ বিশ্ব সেই মূল উপাদানেই পরিবর্ত্তিত হয়।

(৪) কর্ম্ম সগুণব্রহ্মজাত, সগুণ ব্রহ্ম নিগুর্ণব্রহ্মজাত সুতরাং যজ্ঞে (অর্থাৎ সগুণ নিগুর্ণ ব্রহ্মের ধ্বংসে) পরম ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তিন ব্রহ্ম ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কথিত আছে।

The religious works come from the religious Scriptures, and the religious works are the sermons of the soul, so the omnipresent eternal soul is established in worships. or—

The actions are vital and vitality is due to the atoms, so the fire worships break up vitality into indestructible all-forming atoms. or—

Waste repair and reproduction the three fundamental actions come from the protoplastic body and the protoplastic body is formed of unchangeable atoms so in fire-offerings the eternal all-forming atoms are the result.

৮৭।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা
পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽ-
স্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ৩।১০ ॥

প্রজাপতিঃ সহযজ্ঞাঃ (জীবোমাত্রং শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি তথা ভোজ্যং জঠরানলে জুহ্বতি। জীবদেহমাত্রে স্থিতিকর্ম্ম বিষ্ণুযজ্ঞঃ সৃষ্টিকর্ম্ম ব্রহ্মযজ্ঞঃ লয়কর্ম্ম শিবযজ্ঞঃ। তস্মাৎ সহযজ্ঞাঃ সজীবাঃ) প্রজাঃ (জনাঃ) সৃষ্ট্বা উবাচ পুরা (চিরম্ ইত্যমরভরতৌ) অনেন (অস্মিন্ প্রকারেণ। দেহানুরূপযজ্ঞেন) প্রসবিষ্যধ্বম্ প্রসবং সৃষ্টিবৃদ্ধিং কুরুধ্বম্)। এষঃ বঃ ইষ্ট কামধুক্ (ইষ্টম্ ঈপ্সিতং কামং রেতঃ। ইতি মেদিনী) এষঃ ইষ্টঃ (যজ্ঞঃ ইতি মেদিনী) বঃ কামধুক্ (কামঃ কামাঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ)।

প্রজাপতি সজীব প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন চিরকাল তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা সৃষ্টি বৃদ্ধি কর। এই যজ্ঞ তোমাদিগের ইপ্সিত রেত প্রেরণকারী। জীব দেহে সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় কর্ম্ম এবং ভুক্ত পাক কর্ম্মরূপ যজ্ঞ চলিতেছে। জীব দেহের যাবতীয় কর্ম্মকে ভাগ করিলে সতত পাঁচটী যজ্ঞ চলিতেছে দেখা যায়। যাবতীয় স্থিতি কর্ম্ম বিষ্ণুযজ্ঞ, যাবতীয় সৃষ্টিকর্ম্ম ব্রহ্ম যজ্ঞ, যাবতীয় লয়কর্ম্ম শিবযজ্ঞ, যাবতীয় ইন্দ্রিয় কর্ম্ম ইন্দ্রযজ্ঞ এবং যাবতীয় আমি আমার বিকাশ ও বিলাস কর্ম্ম আত্মযজ্ঞ। জীব এই পঞ্চ যজ্ঞ ভিন্ন হয় না তাই তাহাকে যজ্ঞের সহিত উৎপন্ন বলা হয়। এই যজ্ঞের অনুরূপ যজ্ঞই বাহিরে করা হয়। আমরা ঐ যজ্ঞের দ্বারা অণুসকলকে দেহে বাঁধিয়া পুনরায় মুক্ত করি। দেবতাদের লিঙ্গশরীর অণুর দ্বারা গঠিত। সুতরাং যজ্ঞে আমরা অণু ভাঙ্গিয়া দিলে তাহাদের সৃষ্টি হয়। দেবতারা অণু দ্বারা রেতঃ গঠন করিয়া দিলে আমাদের জীব পুষ্টি হয়। তাই বলা হইতেছে এই যজ্ঞ অভীপ্সিত রেতঃ প্রেরণ করে।

The creator creating the living Kingdom said "You ever grow through the fire worship which is instructed in imitation of the natural metabolism, as this will develop desirable sperm." With metabolism the life appears and the life procreates through metabolism. The life is said to be devine and worldly. The worldy life builds up the vital fluid and breaks it up into atoms. The devine life gathers the atoms and builds up the sperms which develop the worldly life. The Rishis prescribed the fire worships in imitation of this natural metabolism i.e. they gather the things to disintrigrate them into the atoms through the fire.

৮৮।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে
দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ
পরমবাপ্স্যথ ॥ ৩।১১ ॥

অনেন (যজ্ঞেন) দেবান্ (দেবঃ মেঘ ইতি মেদিনী) ভাবয়ত (ভু সত্তায়াং ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ। সত্ত্বেঽদ্বিবিধা উৎপত্তির্বিদ্যমানতা চ ইতি দুর্গাদাসঃ। অত্র উৎপত্তিং, জনয়ত)। তে দেবাঃ (মেঘাঃ) বঃ ভাবয়ন্তু পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরং (প্রধানম্ ইতি বিশ্বঃ) শ্রেয়ঃ (শুভম্ ইতি মেদিনী) অবাপ্স্যথ।

এই যজ্ঞের দ্বারা মেঘ সকল উৎপন্ন কর। মেঘেরা তোমাদিগকে উৎপন্ন করুক। এই রূপে পরস্পর পরস্পরকে বৃদ্ধি করিলে প্রধান অর্থাৎ সর্ব্বজনীন মঙ্গল হইবে।

By this fire-worship form the clouds, the clouds will grow you. Thus developing each other you will get a general good.

৮৯।

তপ যজ্ঞ। (Worship with hardship).

শারীর তপ। Physical hardships.

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং
শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং
তপ উচ্যতে ॥ ১৭।১৪ ॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচম্ আর্জ্জবং ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসা চ শারীরং তপঃ উচ্যতে।

দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু ও বিজ্ঞ জনের পূজা, দেহ পবিত্র রাখা, সরল ব্যবহার, শুক্রধারণ ও সংযত জীবন এবং পরপীড়াবর্জ্জন বা প্রতিহিংসা না নেওয়া, এই কয়টী শারীর তপ।

To show respect to the devine beings, the brahmins, the preceptors, and the sages, neatness and cleanliness, plain dealing, to check passions and the loss of semen, and not to tease others or not to take revenge, are the physical hardships.

৯০।

বাঙ্ময় তপ। Vocal hardships.

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং
প্রিয়ং হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং
তপ উচ্যতে ॥ ১৭।১৫ ॥

অনুদ্বেগকরং সত্যং প্রিয়ং হিতং চ যৎ বাক্যং স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব বাঙ্ময়ং তপঃ উচ্যতে।

অনুদ্বেগ কর সত্য প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং স্বাধ্যায় অভ্যাসকে বাঙ্ময় তপ বলে।

To habituate unmolesting, true, sweet and beneficent words, and recitation of lessons are the vocal hardships.

৯১।

মানস তপ। Mental hardships.

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্ম-
বিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানস-
মুচ্যতে ॥ ১৭।১৬ ॥

মনঃপ্রসাদঃ (প্রসন্নতা) সৌম্যত্বং ("অনুগ্রত্বং সৌম্যঃ অনুগ্রঃ ইতি মেদিনী) মৌনং (অভাষণম্ ইত্যমরঃ) আত্মবিনিগ্রহঃ ভাবসংশুদ্ধিঃ (ভাবঃ মানসবিকার ইতি মেদিনী তচ্ছোধনম্) ইতি এতৎ মানসং তপঃ উচ্যতে।

মনের প্রসন্নতা, সাম্যভাব, বাক্যপ্রয়োগ বন্ধ, আত্মসংযম এবং মানসিক বিকার শোধন এই গুলিকে মানসিক তপ বলে।

Cheerfulness, unirritability, taciturnity, training one's own self and correction of thoughts, are the mental hardships.

৯২।

যোগ যজ্ঞ। Worship with concentration.

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ
ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম-
সমাধিনা ॥ ৪।২৪ ॥

ব্রহ্মাগ্নৌ (নির্গুণব্রহ্মণি) ব্রহ্মহবিঃ (সগুণ ব্রহ্ম) ব্রহ্মণা হুতং (সগুণ ব্রহ্মণা) ব্রহ্মার্পণং (পরব্রহ্মণি সমর্পণম্ অস্তু ইতি) তেন ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা (ব্রহ্মতপ ইত্যমরঃ কর্ম্ম। সমাধিঃ নিয়ম ইত্যমরঃ তেন তপঃ কর্ম্ম নিয়মেন) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) এব গন্তব্যম্।

পরম সগুণ নির্গুণ ভেদেন ত্রিবিধং ব্রহ্ম-ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

অথবৈকং পরং ব্রহ্ম দ্বিবিধং ভবতীচ্ছয়া।
ইচ্ছাশক্তিশ্চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বশক্তিপ্রসূঃ সদা ॥
তত্রাসক্তশ্চ সগুণঃ সশরীরীচ প্রাকৃতঃ।

(Living unit or the infinite protoplasm.)

নির্গুণ স্তত্র নির্লিপ্তঃ অশরীরী নিরঙ্কুশঃ।
স চাত্মা ভগবান্নিত্যঃ সর্ব্বাধারঃ সনাতনঃ ॥

(The Soul in inanimate unit or the infinite atom.)

মায়াশ্রিতো যঃ সগুণো (with waste repair and reproduction.)

মায়াতীতশ্চ নির্গুণঃ (without them.)

ব্রহ্ম ত্রিবিধ :—

১। পরম ব্রহ্ম যিনি সর্ব্বোপাদান এবং স্থূভাবে জগতে প্রকাশিত।

২। সগুণ ব্রহ্ম যাহাতে সত্ত্ব, রজ ও তম বিরাজিত। প্রতি মুহূর্ত্তে যে ক্ষয় পাইতেছে অর্থাৎ জড়ে পরিণত হইতেছে এবং সেই ক্ষয়কে পূরণ করিতেছে। ও সময়ে প্রসব করিতেছে। ইনিই মহদ্ব্রহ্ম যোনিস্বরূপ।

৩। নির্গুণ ব্রহ্ম—যাহাতে সত্ত্ব রজঃ তমের জীব বিকাশ ভাব নাই অর্থাৎ যিনি জড় হইয়াও বিশুদ্ধ জ্ঞানধারী।

নির্গুণ ব্রহ্মই সকল সগুণ ব্রহ্মকে পরম ব্রহ্মে পরিণত করে এবং পরম ব্রহ্ম হইতে নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্মের উদ্ভব করে ইহা বুঝিতে পারিলেই সর্ব্বব্রহ্ম জ্ঞান হয়। যেমন জল ও বরফ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে অবস্থিত হইলেও এক বাষ্পই সন্দেহ নাই। সেইরূপ সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম একই পরম ব্রহ্ম জ্ঞান জন্মিয়া জীব ব্রহ্মে মিশিয়া যায়; তাই বলিতেছে নির্গুণ ব্রহ্মকে অগ্নি করিয়া সগুণ ব্রহ্ম রূপ হবি যে সগুণ ব্রহ্ম পুরুষ ব্রহ্মকে সমর্পণ করে সেই সগুণ ব্রহ্ম এই নিয়মিত তপস্যার দ্বারা পরম ব্রহ্মেই মিশিয়া যায়। (ক্রমশঃ।)

সুদামের পণভঙ্গ।

১

সুদাম মাথার প্রকাণ্ড মোটটা দাওয়ার উপর নামাইয়া গামছার সাহায্যে হাওয়া খাইতে লাগিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া শ্রমজল ঝরিতেছিল। দাওয়ার পৈঠার উপর বসিয়া সে ডাকিল, "মা, ওমা!"

ঘরের ভিতর হইতে রাধারাণী জবাব দিল, "কে ও, দাদা? মা'র ঘারমুড় ভেঙ্গে জ্বর এসেছে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে।"

সুদাম ধড়মড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বলিল, "কা'র জ্বর এসেছে—মা'র? হাটে যাবার আগে দেখে গেলুম ভাল আছে।"

সুদাম গামছার সাহায্যে পায়ের ধুলা

ঝাড়িয়া দুই লাফে দাওয়ায় উঠিয়া কলসীর জলে হাত-পা ধুইল, পরে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, যথার্থই তাহার মা কাঁথা মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। সুদাম কাছে গিয়া কপালে হাত দিয়া দেখিল, বলিল, "কৈ জ্বর ত নেই।"

ততক্ষণ রাধার মা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াছিল, পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "কে বল্লে জ্বর? মাথাটা ধরেছে। তুই যা, কাপড়চোপড় কেচে জল খেয়ে যা। বউ, ও বউ, পেঁপেটা কেটে একটু গুড় দিয়ে জল খেতে দে—যা না, রাধা, যা না, বুড়ো খুকী, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখ!"

রাধারাণী দুড় দুড় করিয়া ছুটিয়া পলাইল, সে মা'কে যমের মত ভয় করিত।

সুদাম বলিল,—"জল খাচ্ছি, তা'র জন্যে তাড়াতাড়ি কি? কিন্তু যাকে জল দিতে বল্লে, তা'র হাতের জল শুদ্ধ করবার কি ক'রে এলে?"

রাধার মা শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, তাহার চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, ক্রোধাভিমানজড়িত স্বরে বলিল, "জ্বর, জ্বর, জ্বর ত সেই জন্যে। নইলে জ্বর আবার কিসের?"

সুদামের মুখ শুকাইল, সে ভীতভাবে মায়ের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কেন, মা, ভটচাযিদের টোলে ব্যবস্থা পেলে না?"

"মুখে আগুন টোলের আর মুখে আগুন ব্যবস্থার! বলে, গরীবগুরবোর না কি আবার ব্যবস্থা আছে! আমাদের কি পালের পো'র মত টাকা গোঁজবার ক্ষমতা আছে?"

সুদাম তথনও কাতর কণ্ঠে বলিল, "তবে কিছু সুবিধে করতে পার নি?"

"সুবিধে? এ কি তেমনি ভটচাযি? আহা, বটু ঠাকুরপো কত বোঝালে, তাকেও গালমন্দ দিয়ে রুকে উঠলো—বলে, বেশ্যাবাড়ী দুদিন ছিল—ওর আবার জাত আছে না কি? সে মরবা কত!"

সুদামের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে চাপা আওয়াজে বলিল, "বেশ্যাবাড়ী ত না! আর যদিই বা তাই হয়, সে ত নিজের ইচ্ছেয় যায় নি, দু'দিন ঘরে খিল দিয়ে দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়েছিল, তবু এক ফোঁটা জলও খায় নি।"

মা ক্রোধকষায়িতকণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে কি হয়—আমরা যে গরীব!"

সুদাম তাড়াতাড়ি বলিল, "কেন, টাকা দেবার কথা ত বলেছি। তুমি টাকা দাও নি?"

মা ব্যঙ্গের স্বরে বলিল,—"হাঁ, টাকা! ভারী টাকা দেখাতে এসেছ! বলে, সনাতন পাল ব্যবস্থা নেবার আগে ৫৲ টাকা পেরণামি দিয়ে গেল—তোর দুটো টাকায় কি হবে রে সুদো?"

সুদাম গম্ভীর স্বরে জবাব দিল,—"হুঁ। তা' হ'লে ব্যবস্থা ওজন দরে বিক্রী হয়?"

রাধার মা তখন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, মুখ বিকৃত করিয়া বলিল,—"হয় না ত কি? বটু ঠাকুরপো বলে, শাস্তর বড়মানুষের বেলা গোঁসাইসেন, যা' চাইবে, তাই পাবে।"

সুদাম জিজ্ঞাসা করিল, "তা' হলে কি করবে ঠাওরেছ?"

তাহার মা বলিল, "আমি আর কি বলব। তুমি বড় হয়েছ, যা' ভাল বোঝ কর। তবে রাধার মুখপানে চেয়ে য' করবার কোরো,—তা'র বিয়ে দিতে হবে জান ত।"

সুদাম গম্ভীর স্বরে বলিল, "জানি। তবু বল্‌ছি, আমি বিনা দোষে বউকে ত্যাগ করতে পারবো না।"

মা বিস্মিত হইয়া বলিল,—"সমাজ তোকে ঠেললেও না?"

সুদাম দৃঢ় স্বরে বলিল,—"না। শোন মা, আমরা সাত পুরুষে একগুঁয়ে জাত, আমার বাপখুড়োরাও এক-গুঁয়ে কম ছিল না। যখন মন করেছি বৌকে, ত্যাগ কোরবো না, তখন ব্রহ্মাবিষ্ণু এলেও ত্যাগ করাতে পারবে না। তোমার বৌ ব'লে এ কথা বলছি না, অকারণে অবলা স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার হ'তে দেব না, এতে আমার কপালে যাই থাক, আর রাধার কপালে যাই থাক।"

সুদাম উত্তরের প্রতীক্ষা না রাখিয়া গামছা কাঁধে পুকুরঘাটে চলিয়া গেল। রাধার মা অবাক হইয়া চলন্ত পুত্রের বলিষ্ঠ দেহের প্রতি চাহিয়া রহিল।

২

যে দিন 'বটু ঠাকুরপো' রাধার মা'কে সঙ্গে লইয়া স্মৃতিতীর্থের টোলে ব্যবস্থা লইতে গিয়াছিল, সে দিন স্মৃতিতীর্থ ঠাকুর এক মহা ব্যবস্থা-কচকচি লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার সেবা ক্লায়েণ্ট শ্রীমান্ হিন্দুকুলচূড়ামণি সনাতন পাল মহাশয় সপরিবারে তীর্থযাত্রায় নির্গত হইবেন, তাঁহার জন্য দিন দেখিয়া দেওয়া প্রধান কায, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কাযও ছিল,—তাঁহার রক্ষিতা আদাড়ী কাওরাণী সঙ্গে যাইবে, অথচ সে অন্তঃসত্ত্বা, পরিবারের সঙ্গে তাহাকে লইয়া গেলে, হিন্দুয়ানী থাকিবে কি যাইবে, তাহাও স্মৃতিশাস্ত্র দেখিয়া ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। স্মৃতিতীর্থ অকুল ভাবনা সাগরে পড়িয়াছেন। সনাতন পাল যে সে ক্লায়েণ্ট নহেন—কাঠের কারবারে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া টোলের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন, স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে উঁহার জন্য মাসিক ১ শত টাকা বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন। তিনি হিন্দুয়ানী বজায় রাখিয়াছেন,—গ্রামে দোল, দুর্গোৎসব, বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ, যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ, কীর্ত্তন,—সবই একা তিনি দিয়া থাকেন। দিনে কলিকাতার ব্যবসায়ক্ষেত্রে লোকের গলা কাটেন বটে, কিন্তু তাহার জন্য প্রত্যহ কণ্ঠী ও হরিনামের মালা ধারণ করেন। রাত্রিকালে অগম্যাগমন বা অখাদ্য অপেয় ভোজন ও পান করিলেও, প্রাতে নিত্য গঙ্গাস্নান করেন। এ হেন ধার্ম্মিককুলচূড়া-

মণিকে ব্যবস্থা ত দিতেই হইবে। তাই পাল মহাশয় যখন ৫টি রজতমুদ্রা প্রণামী দিয়া কর-যোড়ে ব্যবস্থা চাহিলেন, তখন স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এক্‌গাল হাসিয়া বলিলেন,—"দেবই ত বাবা। তোমাদের মত হিন্দু ধর্ম্মের স্তম্ভকে যদি ব্যবস্থা না দিই ত দেবো কাকে ? তোমরাই ত এই ম্লেচ্ছ কলিকালে ধর্ম্ম ধ'রে রেখেছ।"

বটু ঠাকুরপো রাধার মাকে সঙ্গে লইয়া টোলে উপস্থিত হইয়াছিল। সে তামাকের গুটি পাকাইতে পাকাইতে বলিল,—"তা আর বলতে। কলিতে ধর্ম্মো এক পা, খোঁড়াতে খোঁড়াতে নরকের খাদের দিকে ধেয়ে চলেছে। ভাগ্যে সনাতনদা, তোমরা কজন ধর্ম্মোর লেজ ধ'রে টেনে রেখেছ!"

সনাতন পাল "হে হে" করিয়া একটু মৌখিক হাসি হাসিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে আগুন হইয়া বলিলেন,—"হাঁ হাঁ, বটু বাবু পাগল, কি যে বলেন!"

স্মৃতিতীর্থ ধমক দিয়া বলিলেন,—"পাগ্‌লামী করবার কি আর যায়গা পাও নি ? এটা টোল।"

বটু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "তাই ত ব্যবস্থা নিতে এসেছি। এসো না গো তাঁতির বৌ, একগলা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে!"

স্মৃতিতীর্থ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, —"ব্যবস্থা, কিসের ব্যবস্থা ?"

এই সময়ে সনাতন পাল মহাশয় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে ভটচায মশাই, যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবেন, আমি যাই।"

তিনি বিদায় লইলে বটু বলিল, এরও একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও, দাদাঠাকুর। মাগী হারান বউ ফিরিয়ে পেয়েছে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "কে বউ ফিরিয়ে পেয়েছে ?"

বটু বলিল, "এস না গো সামনে, তাঁতিবৌ। আহা, বড় গরীব!"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "গরীব ত ব্যবস্থা নেবে কি প্রকারে ?"

এই সময়ে তাঁতিবৌ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের পদতলে ২৲ টাকা রাখিয়া বলিল, "হাঁ বাবাঠাকুর, বড় গরীব। বৌকে নিয়ে মরতে তারকেশ্বরে গিয়েছিলুম, মানসিক করেছিলুম কি না, ঐ আমার সুদোর একটুকু ক্ষুরকুড়ো হয় নি কি না—"

স্মৃতিতীর্থ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অত সময় নেই, বাবু, সংক্ষেপে বল।"

বটু ঠাকুরপো কথা কাড়িয়া লইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "তুমি থাম তাঁতিবৌ, আমিই বল্‌ছি। ওর বৌ তীর্থে ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল। এক বজ্জাত বাজারে মাগী ভুলিয়ে বাসায় তুলেছিল। সেখানকার ব্যাপার দেখে বৌটা ৩ দিন দোরে খিল দিয়ে ছিল, দাঁতে কুটোটাও কাটে নি। তা'র পর পুলিস সন্ধান কোরে থালাস ক'রে এনেছে। এখন ওকে নিয়ে ওদের জেতে ঘোঁটপাচাল চলেছে।"

স্মৃতিতীর্থ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "এ ব্যবস্থা ত দিতে পারি নি—৩ দিন বেশ্যালয়ে—"

বটু বাধা দিয়া বলিল, "আহা, না হয় ঐ ২৲ টাকা ডবলই করে দেওয়া যাবে—"

স্মৃতিতীর্থ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"টাকা ? টাকায় কি হবে ? শাস্ত্রে বিধান না থাকলেও ব্যবস্থা দেব—তোর টাকা—"

বটু বলিল,—"থাম না ঠাকুর, মিছে গাল কর কেন,ও তোমার শাস্তরের জানি সব—"

স্মৃতিতীর্থ লম্ফ দিয়া উঠিয়া রোষকষায়িত-লোচনে বলিলেন, "কি বল্‌লি নচ্ছার শূদ্রাধম ? বেটা কায়েত হয়ে শাস্তর শেখাতে এসেছে! যা মাগী যা, এখানে ব্যবস্থা-ট্যবিস্থা হবে না।"

রাধার মা ভূমিতে মাথা লুটাইয়া পড়িল, বটু ঘোষ নরম হইয়া কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল, "অপরাধ হয়েছে, দাদাঠাকুর, মুরুখ্যু লোক, নেশাভাঙটা করি, কি বলতে কি বলেছি, এ গরীবের যা হয় একটা ব্যবস্থা কর, আফিঙের পয়সা বাঁচিয়ে না হয় আর ৪টে টাকাই দেব।"

স্মৃতিতীর্থ রাধার মা'র প্রদত্ত টাকা দুইটা পদাঙ্গুলীর সাহায্যে প্রাঙ্গণে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "বেরো হারামজাদা! গঁজার আড্ডা পেয়েছিস্ এটা ?"

বটুও এইবার গরম হইয়া বলিল, "বাড়াবাড়ি কর্‌ছ কেন, ঠাকুর ? ফিরিয়ে গাল দিলে তোমার মান বাড়বে কি ? যা মাগী ঘরে যা, তোর বৌয়ের কপালে যা থাকে, তাই হবে, পারিস্ যদি তাকে খিড়কীর পুকুরে ডুবে মরতে বলিস্। যা'দের সাত জন্মের পাপ, তা'রা এদের কাছে আসে ব্যবস্থা নিতে!"

বটু খুড়ো সহজে রাগে না, কিন্তু একবার রাগিলে হন্যে হইয়া যায়। এই ভাবেই সে হাতের কলিকা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গদ গদ করিতে করিতে বাহিরে যাইতেছিল, হঠাৎ দ্বারেই বাধা পাইল, তাহারই মত আর এক জন রাগে গদ গদ করিতে করিতে ভট্টাচার্য্যের টোলে প্রবেশ করিতেছিল,—সে বশিমুদ্দীন, নাজীরুদ্দীনের জ্যেষ্ঠপুত্র। সে ঝড়ের বেগে অঙ্গনে প্রবেশ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিতেছিল,—"এ কেমন ধারা কথা, ঠাকুরমশাই ? মোর বাপো চারা ছিঁরোকালডা ধ'রে ঐ জমীতি লাঙ্গোল দিয়ে এলো, আজ আপুনি তাতে পগার কাটো কোন্ হিসিবি ? ভাল চাও তো জমী ছাড়, নইলি—"

স্মৃতিতীর্থ পূর্ব্ব হইতে একেই বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া ছিলেন, তাহার উপর বশিমুদ্দীনের এই পরুষ বাণীতে যেন তাঁহার জলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি প'ড়িল, তিনিও সমান ওজনে বলিলেন, "বেরো বেটা নেড়ে, বাড়ী বয়ে এসেছে ঝগড়া করতে। বের! যা, আদালত খোলা আছে, নালিশ কর্ গে যা।"

যশিমুদ্দীন দন্তে দন্ত ঘর্ষণ এবং দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া বলিল, "কি বল্লি, পুরুতির পো? নেড়ে নেড়ে? নেড়ে তোর সাত গুষ্টীর বাবা—"

সে আরও অকথ্য ভাষায় গালি পাড়িতেছিল, বটুর নিষেধাজ্ঞায় চুপ করিয়া গেল। তথাপি বটু টোল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে যাইতে শুনিল, যশিমুদ্দীন ভট্টাচার্য্যকে শাসাইয়া গেল, "তোর এই নেড়ের পায়ে ধরতি যদ্দি না হয়, ত মোরে নাঙ্গীর গাজী পয়দা করে নি।"

৩

ইহার পর এক দিন সকালে শৈল পাকশালায় কাযে ব্যস্ত রহিয়াছে, এমন সময়ে রাধারাণী হুড় হুড় করিয়া ছুটিয়া আসিয়া একেবারে দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মুখ লুকাইয়া হাঁপ ছাড়িল। শৈলবালা (সুদামের স্ত্রী) বিস্মিত ও চমকিত হইয়া বলিল, "অবাক্! বলি হয়েছে কি? বাঘে তাড়া করেছে না কি?"

কথাটা শেষ হইল না, অঙ্গনে দাঁড়াইয়া কে ডাকিল, "সুদাম-দা, ও সুদাম-দা, ঘরে আছ?"

গলার আওয়াজ পাইয়া শৈলবালা রাধারাণীর চিবুক ধরিয়া বলিল, "ওঃ তাই বটে!"

তাহার পর তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া বলিল, "ইস্, কি ভাগ্যি গো! আজ কা'র মুখ দেখে উঠেছিলুম গো। পথ ভুলে না কি?"

আগন্তুক যুবক সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া শৈলকে প্রণাম করিল; বলিল, 'ঠিক বলেছ বড়বৌ, আমাদের মত পুণ্যিবানের দেখা পাওয়া সহজ ভাগ্যির কথা? যাক্, বাড়ীতে কাউকে দেখছি নি, ছোটখুড়ী কৈ, সুদামদা কৈ?"

শৈলবালা হাসিয়া বলিল, "কেন, যাদের খুঁজছ, তা'রা সবাই ত রয়েছে। যাক্, বাড়ী এলে কবে? এবার পাশ দিয়েছ?"

বৎসর দুই পূর্ব্বে এই যুবকের সহিত রাধারাণীর বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হইয়াছিল। ছেলেটি বড় ভাল, তাহাদের কুটুম্বপুত্র, নাম তাহার বিনোদ। সে পিতৃ-মাতৃহীন, জ্যেষ্ঠতাতের নিকট লালিতপালিত হইয়া গত বৎসর বি, এ পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে। লোকে বলিত, তাঁতির ঘরে এমন ছেলে ছটি নাই। এবার ডাক্তারী পড়িতে পড়িতে দীর্ঘাবকাশের পর বাড়ী আসিয়াছে।

বিনোদ গ্রামসুবাদে সুদামকে দাদা বলিত এবং বাড়ীর ছেলের মত সুদামের ঘরে যাওয়া-আসা করিত। বিবাহের কথা হওয়া অবধি রাধারাণী বিনোদদাদাকে দেখিলেই রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইত। সে-বারই বিবাহ হইয়া যাইত, কেবল বিনোদের জ্যেঠার আপত্তিতে বিবাহে বাধা পড়িয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, বি, এ পাশ করুক, তবে ছেলের বিবাহ দিব, বিবাহ ত আর পলাইতেছে না। আসল কথা, তাঁহার পাশ-করা ছেলের জন্য তিনি ক'নে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন অনেক উর্দ্ধে, এই পাড়াগেঁয়ে 'চাষীর' ঘরের রাধারাণী সুন্দরী হইলেও যে বিনোদের যোগ্যা নহে, তাহা তিনি বহুদিন পূর্ব্বেই মনে মনে নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বিনোদরা অবস্থাপন্ন লোকও ছিল।

বিনোদ দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "না, এবার আর পাশটাশ নেই। আচ্ছা বড়বৌ, বাড়ী ঢুকতেই ছুটে পালালো কে, রাধা?"

শৈল বলিল, "তা' তাকেই জিজ্ঞাসা কর না।"

বিনোদ ডাকিল, "রাধা, রাধা!" কিন্তু সাড়া পাইল না; তখন হাসিয়া বলিল, "আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে এই বয়সেই মেয়েদের লাজ লজ্জা! এই সে দিন গাছকোমর বেঁধে আমার সামনে খেলে বেড়িয়েছে।"

শৈল বলিল, "ঘেন্নার কথা বোলো না ঠাকুরপো! ওর কি বিয়ের বয়স হয় নি?"

বিনোদ উচ্চকণ্ঠে বলিল, "কখখনই না—এ বয়সে হেসে খেলে বেড়াবে, তা' না একেবারে যেন ছেলের আর মত বুড়ীর। এই জন্যেই বাঙ্গালীর মেয়েরা বাড়তে পায় না।"

শৈল হাসিয়া বলিল, "তা' তুমি না হয় অনেক ইংরিজী বিদ্যে শিখেছ, দেখে শুনে মনের মত একটা ধাড়ী ক'নে বেছে নিও না!"

বিনোদ লজ্জিত হইয়া কথাটা ঢাকা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "নাও কথা, আমি বুঝি তাই বল্লুম। দাও দিকি, কি দিকি, কি খেতে দেবে, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।"

শৈলর মুখ শুকাইল, সে কাতর কণ্ঠে বলিল, "ঠাকুরপো কি ঠাট্টা করছ? আমাদের বাড়ী খেতে চাইছ, আমাদের যে ঠেলেছে। তোমার জ্যেঠা—"

বিনোদ বিস্মিত হইয়া শৈলবালার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি হয়েছে, জাতে ঠেলেছে? হাঁ হাঁ, কাল রাতে খাওয়া-দাওয়ার সময়ে জ্যেঠার কাছে ঐ রকম কি শুনছিলুম বটে। তা' তখন কান দিই নি ওতে; কি হয়েছে বল ত।"

তখন শৈল তাহার নিকটে বসিয়া চোখের জলে ভাসিয়া তাহাদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিল, বিনোদ নীরবে সমস্ত কথা শুনিয়া গেল। পরে উত্তেজিতভাবে বলিল, "কখখনো না। এ হ'তে পারে না, হ'তে দেব না। এ কি সমাজের অত্যাচার! কোনও দোষ নেই তোমার, তোমাকে একঘরে করবে? তা হ'লে আমিও তোমাদের সঙ্গে একঘরে হব।"

"কে বাবা তুমি আমাদের সঙ্গে একঘরে হবে? বিনোদ?" রাধার মা এই কথা বলিয়া এক চুপড়ী বেগুন ও শাক লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

বিনোদ প্রণাম করিয়া বলিল, "হাঁ খুড়ী, বিনোদ। কাল রাতে এসেছি কলকেতা হ'তে।"

"বেশ করেছ, বাবা, বেচে থাক। তা' জ্যেঠা যে বড় আমার এখানে আস্‌তে দিলে? — জাত যাবে না?"

"আমার জাত এত সস্তা না যে, কথায় কথায় যায় আসে। ছোট খুড়ী, ঠাট্টা নয়, এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি, এর একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে কল্‌কেতায় ফিরছি নি।"

"বেঁচে থাক, বাবা, বাপের বেটার মত কথা বলেছ, আমার মাথার চুলের মত পরমায়ু হোক্। এমন না হ'লে লেখাপড়া শেখা? তা' তুমি ছেলেমানুষ কি করবে, বাবা? বুড়োরা ঘোঁট পাকিয়েছে, ছেলেরা এতে কি কথা কইবে?"

"ছেলেরা? ছেলেরাই সব। আজকের ছেলেরা কালকে বুড়ো হবে। তুমি দেখো খুড়ী, আমরা বুড়োদের সব একঘরে ক'রে দেব। জাতে ঠেলে! কিসের জাতে-ঠেলা বল ত?"

এই সময়ে ঝন ঝন করিয়া সদর-দরজা দুহাতে ঠেলিয়া "তাঁতিবৌ, তাঁতিবৌ" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বটু খুড়ো একবারে উঠানে হাজির। মহা হর্ষভরে একগাল হাসিয়া বটু বলিল, "তাঁতিবৌ, খবর শুনেছ, কাল রাত হ'তে ভসচাযিদের কড়ের আঁটী মেয়েটার সন্ধান নেই—তারে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?"

সকলে চমকিয়া উঠিল, তাঁতিবৌ চীৎকার করিয়া উঠিল, এঁ্যা, সে কি, কারে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—টোলের চন্দর ভটচাযি্যর মেয়ে? বল কি, ঠাকুরপো?"

বটু ভাল করিয়া আড্ডা জমাইয়া বসিয়া মহানন্দে বলিয়া যাইতে লাগিল, "আরে হাঁ গো, ঐ যা'র চাঁপাপুকুরে বিয়ে হয়েছিল গো—ঐ যে নবকুমারী না কি—"

রাধার মা বলিল, হাঁ হাঁ, সোমত্ত মেয়ে গো! তা' কোথায় গেল?"

বটু বলিল, "কে জানে! তবে আমার-পাড়ায় শুনে এলুম, কে না কি শুনেছে, ও পাড়ার মুচুনমানদের সঙ্গে না কি চন্দর ভটচাযি্যর ঝগড়া হয়েছিল—সেই আকোচে তারা না কি—"

রাধার মা বলিয়া উঠিল,—"মা গো, কি সর্ব্বনাশ গো!"

বটু হাসিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ কি গো তাঁতিবৌ, যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল! কত লোকের জাত মেরেছে ভটচাযি্য—"

এতক্ষণ বিনোদ নীরবে সকল কথা শুনিতেছিল, এইবার সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কঠিন স্বরে বলিল, "তুমি বল কি বটু বাবু, এত বড় একটা লজ্জার কথা—এতে গাঁয়ের সবারই ত মাথা হেঁট হবার কথা, তুমি হাস্‌ছ?"

বটু বলিল, "আরে, থাম হে ছোক্‌রা, দু'পাতা ইংরিজী প'ড়ে ওপরঅলাদের যে আর ডোণ্ট কেয়ার কর না দেখছি। চন্দর ভসচাযি্য যে ধরাখানা সরাখানা দেখে, কথায় কথায় বামণাই ফলায়,—তা'র সর্ব্বনাশে আমাদের কি?"

রাধার মা তাড়াতাড়ি বলিল, "অমন কথা বোলো না ঠাকুরপো। আহা, বামুণের মেয়ে!"

বটু ব্যঙ্গের সুরে বলিল, "ইস্ টস্ বেয়ে যে জল ঝর্‌ছে গো! বলে, যা'র জন্যে চুরি করি, সে বলে চোর! হা দেখ তাঁতিবৌ, বাড়াবাড়ি ভাল না। কাল তোমারে জাতে ঠেলেছে, আজ একেবারে পীরিত থৈ থৈ! না হয়, আফিমটা আসটা চাইতে নাই আসবো, তা' ব'লে অন্যায় সইতে পারবো না ব'লে দিচ্ছি।"

বিনোদ বাধা দিয়া বলিল, "অন্যায় কার বটু বাবু, তোমার না এদের? তুমি যদি মানুষ হ'তে, তা হ'লে মেয়েমহলে এই লজ্জার কথা ব'লে আমোদ পেতে না। যদি মরদ হও, তা' হ'লে চল আমার সঙ্গে ঐ বামুণের মেয়ের সন্ধান করতে।"

বিনোদ আর অপেক্ষা করিল না, দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে পশ্চাৎ হইতে রাধারাণীর দুটি ভাসা ভাসা কাল চোখের চঞ্চল চাহনি, তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল কি? কে জানে! রাধারাণী গোপনে শুনিয়া বহু পূর্ব্বেই উঁহাদের বড় বৌয়ের আঁচলের ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

৪

গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়াছে, ভটচাযি্যদের সোমত্ত মেয়ে মুচুনমানরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। গফুর গাড়োয়ান গরু জুতিয়া গাড়ী আনিয়াছিল নবকুমারীকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাইতে—তাহার শ্বশুরালয় ক্রোশ চারি দূরে চাঁপাপুকুরে। সঙ্গে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুরাতন প্রজা বৃদ্ধ তিনু কাওরা লাঠি ঘাড়ে পাহারা দিয়া চলিয়াছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিলে যখন গাড়ী চালিয়া বাগানের বৃহৎ দীঘির পাড়ে উপস্থিত হইল, তখন পাড়ের ঘন বাদামবনের ভিতর হইতে একদল লোক মুখে কাপড় বাঁধিয়া 'রে রে' শব্দ করিয়া গাড়ীর উপর চড়াও হইল এবং গফুরকে এক লাঠির ঘায়ে অচৈতন্য করিয়া নবকুমারীকে মুখ বাঁধিয়া লইয়া গেল। তিনু চীৎকার শব্দ শুনিয়াই লাঠি ফেলিয়া রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়াছিল।

গফুর মুখেই এই সমস্ত কথা প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনু আর সকল কথাই সমর্থন করিয়াছিল, কেবল সে যে আর যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, এ কথা কিছুতেই স্বীকার করে নাই। তিনু একে বৃদ্ধ, তাহার উপর তাহার-পেট-মোড়া পীলে, তাহার পলায়ন করাই স্বাভাবিক, সুতরাং কেহ তাহার দোষ ধরিল না। গফুর অচৈতন্য হইবার পূর্ব্বে এক জনের আওয়াজ বুঝিয়াছিল, কিন্তু ভয়ে সে সেই কথা প্রকাশ করে নাই, তবে ভট্টাচার্য্যকে অনেক দিব্য দিয়া বলিয়াছিল যে, সে ঐ ডাকাতের দলে নাজীরের পুত্র য়শিমুদ্দীনের গলা পাইয়াছিল।

(ক্রমশঃ।)

(মাসিক বসুমতী।)

বিংশ শতাব্দির অপূর্ব্ব আবিষ্কার!

আয়ুর্ব্বেদিক ও এলোপ্যাথিক ভেষজের
বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ এট কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম।

মহর্ষি চ্যবনমুনির আবিষ্কৃত চ্যবনপ্রাশের গুণ বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছড়া ও ভেষজের অভাব বশতঃ অনেকের প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ শাস্ত্রানুযায়ী আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না। সেই কারণে আমরা ভারতের নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া মেদ, মহামেদ, বংশলোচন প্রভৃতি মহা আবশ্যকীয় দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতঃ বিশেষ সতর্কতার সহিত ঐই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া আমেরিকান প্রক্রিয়ায় ইহার সহিত নরওয়ে জাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কডলিভার ওয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম সংযোজনা করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকমতে সম্মিলিত হওয়ায় পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে চ্যবনপ্রাশ, কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম এই ত্রিবিধ ঔষধের প্রত্যেকের শরীরের উপর কার্য্যকরি ক্ষমতা (Physiological action) দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করিলে ফুসফুস সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া যথা—শ্বাস, কাশ, পার্শ্বশূল, বক্ষস্থলে বেদনা বা ভারবোধ, সপূঁয কফ বা রক্ত নিষ্ঠীবন, নিশাস্বেদ, পুরাতন ব্রংক্রাইটিস প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। যাঁহাদের নিজের বা পৈত্রিক কাশির দোষ আছে বা হাঁপানি রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ অমৃত তুল্য। অনেকের [illegible]লিভার অয়েল সহ্য হয় না, পেট গরম হয়, পাতলা দাস্ত হয়, তদ্ভিন্ন ইহার অতিশয় তীব্র গন্ধ হেতু অনেকে ব্যবহার করিতে চা[illegible] না এবং ব্যবহার করিয়াও অনেকে বমন করিয়া ফেলে[illegible]; কিন্তু আমাদের এই [illegible] চ্যবনপ্রাশের সহিত কতকগুলি এইরূপ দেশীয় ভেষজ দ্বারা অভিনব প্রণালীতে কডলিভার অয়েল সংমিশ্রিত হইয়াছে, যে ইহা সকল শরীরে সহজে হজম করাইয়া নূতন রক্ত কণিকা প্রস্তুত করে, তদ্দ্বারা ফুসফুস সবল হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে দেহ বলিষ্ঠ ও লাবণ্যময় দেখায়; তদ্ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা কডলিভার অয়েলের গন্ধ নাশ করা হইয়াছে; এবং ইহার গন্ধ ও আস্বাদ অপ্রীতিকর নহে।

যাহারা যে কোন কারণ বশতঃ কডলিভার অয়েল, সিরাপ হাইপোফস্ফেট অব লাইম কিম্বা কডলিভার অয়েল ঘটিত যে কোন ঔষধ ব্যবহার করেন, তাহারা একবার সেই সকল ঔষধের পরিবর্ত্তে আমাদের কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া দেখুন, দেখিবেন কত অল্পদিনের মধ্যে আপনার উপকার দর্শাইবে এবং একমাসের মধ্যে দেহের ওজন বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুতে দীর্ঘদিন ধরিয়া সেবন করিলে ধাতু পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন দেহ হয়। ইহা বৃদ্ধদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী।

ব্যবহার বিধি।—চা চামচের এক চামচ মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সহ্যানুযায়ী চারি চামচ মাত্রা পর্য্যন্ত এক ছটাক অল্প গরম দুগ্ধের সহিত আহারের পর, দিবসে দুইবার ব্যবহার করিতে হয়।

মূল্য প্রতি ফাইল (আট আউন্স) ২৲ দুই টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৶৹ বার আনা; একত্রে তিন ফাইল ৫॥৹ সাড়ে পাঁচ টাকা, মাশুলাদি ১৷৹ সেত্র টাকা।

একখানি মাত্র প্রশংসাপত্র দেখুন—

বনগাঁও হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ও এ্যালম্যা চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ডাক্তার টি, সি, দত্ত, এল, এম, এস, মহাশয় লিখিয়াছেন—

কম্পাউণ্ড চ্যবনপ্রাশের যে এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পূর্ব্বে আমি জানিতাম না, কিন্তু কয়েকটী রোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ উপকার দেখিয়াছি। আজ কাল যত রকম কডলিভার অয়েল ঘটিত ঔষধ আছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

সোল এজেণ্টস্—

শাহ এণ্ড কোং।

ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্টস্।

৩ নং বি[illegible]

নাই। যিনি একবার কাশ্মীর-কুসুম ব্যবহার করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিতেছেন।

কাশ্মীর-কুসুমের

এত সুখ্যাতি কেন ?

কাশ্মীর-কুসুম যেরূপ সুলভ সাধারণের পক্ষে ইহা তেমনই মহোপকারী, সুতরাং সকলেই কাশ্মীর-কুসুমের সমাদর করিয়া থাকেন। ফলতঃ অত্যধিক মূল্যের শত শত নামজাদা সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করিয়া যেখানে কোন উপকার পাওয়া যায় নাই, সেখানে এই সামান্য ১৲ এক টাকা মূল্যের কাশ্মীর-কুসুমে অতি সুলভে অত্যুৎকৃষ্ট ছয় শিশি তৈল প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা আশাতীত উপকার লাভ করিয়াছেন। তাই যেখানে যে [illegible] এই কাশ্মীর-কুসুম এক টিন মাত্রও গিয়াছে, সেখানে অধিকাংশ ব্যক্তি অন্য তৈল ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া এই কাশ্মীর-কুসুম দ্বারা অতি সুলভে অত্যুৎকৃষ্ট মহোপকারী তৈল প্রস্তুত করিয়া তাহাই নিত্য ব্যবহার করিতেছেন, এবং সেই তৈলের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছেন। ফলতঃ—

এমন মহোপকারী সুলভ সামগ্রী আর দ্বিতীয় নাই।

তাই বলি—

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখিবার জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
কেশের উৎকর্ষ সাধন জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
মনের স্ফূর্ত্তিবিধান জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
মেহজনিত দুর্ব্বলতা নিবারণ জন্য
কাশ্মীর-কুসুম,
সর্ব্বপ্রকার শিরঃরোগ শান্তির জন্য
কাশ্মীর-কুসুম,
চিন্তাশী[illegible]ার সাহায্য জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
দেহের [illegible]ান্তি ও লাবণ্য বৃদ্ধির জন্য
কাশ্মীর-কুসুম,
চক্ষুর দীপ্তিবিধান জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
চুলউঠা, টাকপড়া, অকালপক্কতা
প্রভৃতি নিবারণ জন্য

কাশ্মীর-কুসুম ! কাশ্মীর-কুসুম !

এ হেন কাশ্মীর-কুসুম একবার ব্যবহার করুন, নিশ্চয়ই আশাতীত ফললাভে মুগ্ধ হইবেন।

তাই আবার বলি,—

ছাত্র ও শিক্ষকদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
উকিল, মোক্তার ও
বিচারকদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
চিন্তাশীল লেখক ও
পাঠকদিগের জন্য কাশ্মীর কুসুম,
পরিশ্রমী অফিসারদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,

সুধুই কি তাই—

বিলাসিনী রমণীদিগের জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
মূর্চ্ছারোগগ্রস্তা যুবতীর জন্য কাশ্মীর-কুসুম,
গৃহকার্য্যে পরিশ্রান্তা গৃহিণীর জন্য
কাশ্মীর কুসুম,
বিদ্যানুশীলনরতা বিদুষীর জন্য কাশ্মীর-কুসুম,

সাধারণ সকলেরই জন্য কাশ্মীর কুসুম !

এ হেন কাশ্মীর-কুসুম আপনি কি ব্যবহার করিয়াছেন ? যদি না করিয়া থাকেন, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন—আশাতীত ফল পাইয়া নিশ্চয়ই প্রীত হইবেন এবং এত সুলভে এরূপ উপকারিতা ও এমন মনোহর সুবাসের জন্য চিরকাল ইহার পক্ষপাতী থাকিবেন।

কাশ্মীর-কুসুমের এই অত্যাশ্চর্য্য গুণ আছে বলিয়াই আজ কাশ্মীর কুসুম ঘরে ঘরে সমাদৃত হইতেছে—ফলতঃ সাধারণের পক্ষে এত সুলভে এরূপ মহোপকারী অত্যুৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুতের এমন সুবিধা আর নাই। তাই [illegible] ইহার প্রশংসাবাদ[illegible] প্রশংসাপত্র কয়েকখানি মাত্র পাঠ করুন, তাহা হইলে আপনিও এই কাশ্মীর-কুসুম ব্যবহার করিতে উৎসুক হইবেন। বিশেষতঃ আপনি যদি একবার মাত্রও এই কাশ্মীর-কুসুম পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে আমরা দম্ভ করিয়া বলিতে পারি যে, নিশ্চয়ই আপনি ইহার সুখ্যাতি করিবেন, এবং এই কাশ্মীর-কুসুম বার মাস ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিবেন এবং হয়ত আপনার বন্ধু-বান্ধবকেও ইহা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিবেন ও অনুরোধ করিবেন। কাশ্মীর-কুসুমের প্রকৃত গুণের পরিচয় ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি জানাইব ? কাশ্মীর-কুসুম সম্বন্ধে স্বতঃ প্রদত্ত প্রকৃত প্রশংসাপত্র ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি আছে ?

কাশ্মীর-কুসুমের মূল্য—

এসেন্স সহ প্রত্যেক টিনের মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা; একত্রে ৩ তিন টিন ২৸০ দুই টাকা বার আনা, মাশুলাদি ৸৵০ চৌদ্দ আনা; ৬ টিন ৫।০ পাঁচ টাকা চারি আনা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা দুই আনা; ১২ টিন ১০৲ দশ টাকা, মাশুলাদি ১৷৵০ এক টাকা দশ আনা।

কাশ্মীর-কুসুমের

প্রশংসাপত্র পাঠ করুন—

প্রসিদ্ধ সবজজ বাবু শ্যামকিশোর বসু মহাশয় ১২৯ নং লক্ষ্মীপুর, ঢাকা হইতে লিখিয়াছেন—

ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে যে কাশ্মীর-কুসুম আনাইয়াছিলাম তাহা ব্যবহারে সন্তোষ লাভ করিয়াছি, আর এক টিন আমার নামে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।